আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর।

(মূল ও অনুবাদ।)

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ রায় কবিরঞ্জন
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতা,—১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
২নং হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে,
শ্রীপরমন্মথ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল

বিজ্ঞাপন।

জগৎপাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই মানবকুল দেহ ধারণ পূর্ব্বক কি শারীরিক কি মানসিক কি আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা কতই যে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যসকল সমাধা করিতেছে, তাঁহা একবার পর্য্যালোচনা করিলে বিমোহিত হইতে হয়। মানবদেহই শক্তির একমাত্র আধার, এবং দেহের সুস্থতাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভের প্রধান কারণ। যে শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্য লাভ, আয়ুবৃদ্ধি, আয়ুর হিতাহিত ও ব্যাধি সমূহের আদি কারণ এবং তদ্বিষয়ক উপদেশ সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ কহা যায়। এই শাস্ত্র দ্বারাই পুরুষগণ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন এবং অপরের আয়ুও জানিতে সক্ষম হন। সেই হেতু মুণিগণ এই শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন।

এই বেদমূলক সনাতন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাই আর্য্যঋষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া এক এক মহাত্মা এক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া জগতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিজাতীয় বৃটিশ রাজার রাজ্যাধিকার কাল হইতে, এই সুবিশাল ভারতবর্ষে ইংরাজি চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে, অস্মদেশীয় প্রাচীন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ পতনোন্মুখ হইবার উপক্রম হইতেছিল দেখিয়া, কতিপয় মহামহোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদবিৎ আর্য্যসন্তান বহুলরূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়া দিয়া আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করণে কৃতসংকল্প হন। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদের এই উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বলিয়া ভারতের বিষম দুর্দ্দিনেও আয়ুর্ব্বেদ ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। অবনতির ঘোর অন্ধকার কাটিয়া গিয়া উন্নতির অরুণ কিরণে প্রতিভাত হইতেছে। বেদেশী ম্লেচ্ছ রাজার রাজত্বে উৎসাহ আদর না পাইয়া বরং পদে পদে বাধাপ্রস্থ হইয়াও আয়ুর্ব্বেদ ধীরে ধীরে জীবিত হইতেছে, ইহা আয়ুর্ব্বেদের বিষম উৎকর্ষের পরিচায়ক। হীরক আঁস্তাকুড়ে পতিত হইলেও তাহাকে উঠাইয়া লোকে মাথায় মুকুটে সাজায় কেন? হীরকের স্বতঃসিদ্ধ উৎকর্ষ আছে বলিয়া। ভারতের এই দীনহীন অবস্থাতে অবনতির ভস্মস্তূপে ডুবিয়া থাকিলেও লোকে আয়ুর্ব্বেদকে উঠাইয়া উন্নতির রত্নবেদিতে বসাইতে চায় কেন? আয়ুর্ব্বেদের স্বতঃসিদ্ধ মাহাত্ম আছে বলিয়া। ভিতরে মাহাত্মের বীজ সঞ্চিত থাকিলে এক দিন তাহা অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। ভিতরে অগ্নি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলে একদিন তাহার জলন্ত শিখা জগৎ দেখিতে পাইবেই পাইবে। ভিতরে পুষ্পকলিকার উদ্গম হইলে একদিন তাহার সৌগন্ধ জগতে আসিবেই আসিবে। আয়ুর্ব্বেদের অন্তরে গুপ্ত সৌগন্ধ সামগ্রী নিহিত ছিল বলিয়াই আজ তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এবং সৌগন্ধের বার্ত্তা দিগদিগন্তে প্রচারিত হইয়াছে; তাহাই আয়ুর্ব্বেদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া লোক দৌড়িতেছে।

এক্ষণে "আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর" নামক একখানি সুদীর্ঘ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থে ...ক, সুশ্রুত, মাধবনিদান, ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি সমগ্র ...ধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে চিকিৎসকদিগের যাবতীয় ...তব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত কবি...জ মহাশয়ের প্রকাশিত ভাবপ্রকাশ, মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রধান আয়ুর্ব্বেদ প্রচারক ও অনুবাদক ...বিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্তের ভৈষজ্যরত্নাবলি, বেনিমাধব ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত চক্র...ত, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এবং অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও...

সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদ [illegible] মহোদয়দিগের প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সমূহে "আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর" সঙ্কলনকালে বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বলিতে কি—উল্লিখিত মহোদয়দিগের গ্রন্থ সমস্ত না থাকিলে আমার এই বিশাল উদ্দেশ্য কখনই সম্পাদিত হইত না। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থসাহায্যে আমি এই সুবৃহৎ "আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছি। এই জন্ত উক্ত মহোদয়দিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে চিরজীবন আবদ্ধ থাকিলাম। এতদ্ব্যতীত অত্র সঙ্কলনের শেষাংশে ধাত্রীবিদ্যা নামক অংশটী সঙ্কলন সময়ে ডাক্তার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ধাত্রীবিদ্যাখানি অবলম্বন না করিলে আমার শেষ উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধিত হইত না। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে যে যে বিষয়গুলি জনসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেই সেই বিষয়ের উপদেশগুলির স্থূল মর্ম্মগুলিতে আমার কল্পনা পূরণ হইয়াছে। এজন্য উক্ত মহোদয় চিরধন্তবাদার্হ। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার কতিপয় খ্যাতনামা কবিরাজগণ আমাকে এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আষাঢ় মাস, সন ১৩০০ সাল,
কলিকাতা।

সংগ্রহকার
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ রায় কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রণম্য বিঘ্নস্য বিনাশহেতুং শিবং গণেশং জগতাং হিতায়।
য়ুর্ব্বেদরত্নাকরনামধেয়ঃ সমাসতঃ সংক্রিয়তে নিবন্ধঃ॥

বিঘ্নের বিনাশের কারণ মঙ্গলময় শিবকে প্রণাম করিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর নামে এই গ্রন্থ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তরমৌষধম্।
কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

চিকিৎসক, অগ্রে রোগীর রোগ নির্ণয় করিবেন, যেহেতু রোগের মূল তত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনির্দ্দিষ্ট পদার্থে শর নিক্ষেপের ন্যায় চিকিৎসকের অভীষ্ট বিফল হইয়া যায়। অতঃপর রোগ নির্ণয় করিয়া মনোযোগের সহিত ঔষধ দানাদিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

চিকিৎস্য রোগীর লক্ষণ।

প্রকৃতির্ব্বর্ণযোঃ যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা।
স্যা ভিষজা রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

২ যে রোগীর নিজ প্রকৃতি ও বর্ণ বিকৃত এবং যে রোগী সুখজনক বা দুঃখ জনক হইতে বিহ্বল না হয় ও যাহার চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় শক্তি আছে এবং যে রোগী বৈদ্যভক্ত জিতেন্দ্রিয় তাহাকে চিকিৎসোপযোগী রোগী এবং ইহাও কথিত আছে, যে রোগী আঢ্য, সত্ত্ববান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, ও চিকিৎসকের বাক্য অন্যথা করে না এবং যাহার আয়ুর্ব্বেদে ভক্তি আছে তাহাকেই বৈদ্য চিকিৎসা করিবেন।

রোগ না জানিয়া চিকিৎসা করার দোষ।

যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥

যে বৈদ্য লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে না পারেন কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন তিনি যদি চিকিৎসা করেন তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এবং গ্রন্থান্তরে আরও কথিত আছে যে যিনি ঔষধ ও রোগ নির্ণয় করিতে অক্ষম তিনি চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন। কেবল রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলে এবং ঔষধ না জানিলে শাস্ত্রে দোষের উল্লেখ আছে। অতএব যে বৈদ্য কেবল মাত্র রোগজ্ঞ কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ অনভিজ্ঞ, এরূপ চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে রোগী বিপদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

চিকিৎসা বিধির উপদেশ।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যাদ্রোগোপেক্ষ্যোহল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপিবিকরোত্যসৌ॥

জাত মাত্রেই রোগের চিকিৎসা করা উচিত। রোগ অল্প হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিবে না। কারণ রোগ সামান্য হইলেও বহ্নি শত্রু বা বিষের ন্যায় সহসা বিকার জন্মাইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসার অঙ্গ।

রোগী দূতো ভিষক্ দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ।
সদৌষধং চিকিৎসায়া ইত্যঙ্গানি বুধা জগুঃ॥

রোগী দূত বৈদ্য, আয়ু, দ্রব্য, সুসেবক, ও উৎকৃষ্ট ঔষধ, পণ্ডিতগণ এই কএকটীকে চিকিৎসার অঙ্গ কহিয়া থাকেন।

রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে পারদর্শী বৈদ্যের গুণ।

যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্নসংশয়ঃ॥
আদাবস্তে রুজাং জ্ঞানে প্রযতেত চিকিৎসকঃ।
ভেষজানাং বিধানেন ততঃ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥

যে বৈদ্য রোগ ঔষধ দেশ, এবং কাল বিভাগ বা নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ রূপে সক্ষম তাঁহারই চিকিৎসা ফল দায়ক হয়। বৈদ্য অগ্রে রোগের আদ্যন্ত বিবরণ জানিতে চেষ্টা করিবেন। পরে বিধি পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবেন।

চিকিৎসার ফল।

চিকিৎসিতং শরীরং যো নিষ্ক্রীণাতি দুর্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং সর্ব্বংতদ্ভিষগশ্নুতে॥

যে দুর্মতি রোগী বৈদ্যের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া পারিতোষিক প্রদান না করে তাহার সমস্ত সুকৃত কার্য্যের ফল বৈদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নিষিদ্ধ বৈদ্য।

কুচেল কর্কশ স্তব্ধো গ্রামীনঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন-পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা অপি॥

কুচেল, অপ্রিয় বাদী, অভিমানী, লোক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং স্বয়ং আগত অর্থাৎ বিনা আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া এই পাঁচ প্রকার বৈদ্য ধন্বন্তরি সমান হইলেও প্রশংসা ভাজন হন না।

দূতো রোগী চ রিক্তা হস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেৎ।

রোগী ও দূত রিক্ত হস্তে বৈদ্যকে কদাচ দর্শন করিবেনা, কারণ পণ্ডিত রাজা, বৈদ্য ও গুরুকে রিক্ত হস্তে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাধির লক্ষণ।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে।
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেৎশিকায়িকাঃ
বাগ্ ২

বাগভট কহিয়াছেন দোষের বৈষম্যকে এবং সমতাকে অরোগতা কহে, রো-গ সকলকে অতিশয় কষ্ট দেয়। জ্বর, গ্রহণী প্রভৃতিকে রোগ বলে। রোগ প্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তু, মানসিক ও রিক।

যে রোগ জন্মাবধি ও স্বাভাবিক জন্মে তাহাদিগকে স্বাভাবিক বা সহজ কহে যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, জরা মৃত্যু, ইত্যাদি। অভিঘাত জনিত রোগকে কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয় মান, বিপদ, ঈর্ষা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ভ্রম প্র মানসিক রোগ কহে। পাণ্ডু প্রভৃতি শারীরিক কহে।

ঘাপ্যের লক্ষণ।

যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়াধারয়তে হি যং।
ক্রিয়ায়াস্ত নিবৃত্তায়াং সদ্যো যস্ত বিনশ্যতি চ-

চিকিৎসা করিলে যে রোগ স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসার অভাব হইলে যাহা দ্বারা প্রাণ নাশ হয় তাহাকে যাপ্য কহে।

সাধ্যা যাপ্যত্ব মায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাস্তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্ত নরানামক্রিয়াবতাম্॥

চিকিৎসা না করিলে সাধ্য রোগ ও ক্রমশঃ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগ ও অসাধ্য হয় এবং অসাধ্য রোগ ও জীবন নষ্ট করে।

বাগ্‌ভটোক্ত দোষের লক্ষণ।

বায়ুঃপিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ॥
তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ॥

বায়ু, পিত্ত, ও কফ সমুদায়ে এই তিন দোষ। তাহারা বিকৃত হইলে শরীরকে নষ্ট করে এবং স্বাভাবিক অর্থাৎ অবিকৃত থাকিলে শরীর বর্দ্ধিত হয়। উহারা সর্ব্বব্যাপীন হইলে ও হৃদয় এবং নাভির মধ্য, উৰ্দ্ধ ও নিম্ন দেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। বয়স, দিবা, ও রাত্রিতে তাহারা ক্রমে নিম্নগামী, মধ্যগামী ও উর্দ্ধগামী হয়।

দোষ শব্দের ব্যাখ্যা।

ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দূষ্যন্তেভিঃ যতস্ততঃ।
বাতপিত্তকফা এতে ত্রয়ো দোষা ইতি স্মৃতাঃ॥

বাত পিত্ত ও কফের দ্বারা ধাতু ও মল দূষিত হয় বলিয়া বাতাদি ত্রয়কে দোষ কহে। দেহ ধারন করিয়া আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা বাতাদিকে ধাতুও কহিয়া থাকেন।

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥
সুশ্রুতঃ॥

সুশ্রুত কহিতেছেন; যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ত্যাগ গ্রহণ ও বিক্ষেপ দ্বারা এই বিশ্ব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই প্রকার বায়ু পিত্ত, কফ, ত্যাগাদি দ্বারা এই দেহকে ধারণ করিতেছে।

অতঃপর বায়ুর রূপ।

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রূক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ॥

সমীরণ অর্থাৎ বায়ু দোষ, ধাতু এবং মলাদির নেতা, আশুকারী ও রজোগুণ বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম রুক্ষ শীতল এবং চলন শীল ও লঘু।—

বায়ুর নাম বলা হইতেছে।

উদানস্তদধঃ প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ।
ব্যানশ্চেতানি নামানি বায়োস্থানপ্রভেদতঃ॥

উদান, প্রাণ, সমান, অপান, ও ব্যান স্থান ভেদে এই সকল বায়ুর নাম হইয়া থাকে।

উহাদিগের স্থান কথিত হইতেছে।

কণ্ঠ, হৃদয়, কোষ্ঠ বস্তির নিম্নদেশ, মলাশয় এবং সকল শরীরে বায়ু ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করে।

বায়ুদিগের কর্ম্ম।

উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেনভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ কুপিতশ্চ সঃ॥
উর্দ্ধজত্রুগতানেতান্ বিদধাতি বিশেষতঃ।
যো বায়ু প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্॥
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্॥
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি॥
পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যধম্।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ॥
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্॥
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি॥
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধা শরীরিণাম্॥
প্রস্পন্দনোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতা চেষ্টাঃ প্রোক্তা মতস্বতঃ॥
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্॥

উদান নামক বায়ু যখন উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, তখন অধিক বাক্যালাপে গীতাদিতে প্রয়াস

জন্মে। দেহস্থিত প্রাণ বায়ু মুখে গমন কালে অন্নকে ভিতর প্রবেশ করায় এবং প্রাণ সকলকে অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাণবায়ু কুপিত হইলে হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। সমান নামক বায়ু আম ও পকাশয়ে অবস্থিতি করিয়া অগ্নির যোগে পরিপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুকে পৃথক করিয়া দেয়। অর্থাৎ অন্নগতরস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক করে। সমান বায়ু কুপিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। পকাশয়স্থিত আপন বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় মল, মূত্র, শুক্র, এবং গর্ভস্থ আর্ত্তবকে অধোগামী করে। শুক্রদোষ প্রমেহাদি যে সমস্ত গুহ্যসম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর পীড়া আছে, ব্যান এবং আপন দূষিত হইয়া সেই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহগত ব্যানবায়ু রসসম্বাহকের কর্ম্ম সম্পাদন করে। রক্তস্রাব ও ঘর্ম্মোদ্গম করাইয়া উহা পঞ্চ প্রকারে কার্য্য করে। গতি, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপ, নিমেষ, উন্মেষ প্রভৃতি প্রাণীর সমস্ত ক্রিয়াই ইহাতে আবদ্ধ আছে। প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ধারণ এই পঞ্চ প্রকার বায়ুর চেষ্টা কথিত আছে। ঐ বায়ু কুপিত হইলে দেহ মধ্যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে এবং যদি সমস্ত বায়ু এককালে ক্রুদ্ধ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেহ ও প্রাণনাশক হয়।

পিত্তের রূপ।

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লন্ত পাকতঃ॥

পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, নীল ও সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, চঞ্চল, কটু লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ ও পাকে অম্ল হয়। এক পিত্ত স্থান ও কার্য্যভেদে, পাঁচ প্রকার হয়।

পিত্তদিগের নাম।

পাচকং রঞ্জককাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকশ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ॥

পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ও ভ্রাজক, স্থান ভেদে পিত্তের এই সমস্ত নাম হইয়া থাকে।

পাচকাদি পিত্তের স্থান।

অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নো হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥

সুশ্রুতঃ।

পিত্ত, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয় চক্ষুর্দ্বয়ে, ত্বক এবং সকল শরীরে অবস্থিতি করে। এস্থলে বিবেচনার বিষয় এই যে পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোন রূপ অগ্নি আছে, কি পিত্তই অগ্নি। পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোন প্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ। দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে। কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নিমান্দ্য হইলে, যাহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যই সেবন করা যায় এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি হইলে শীতল ক্রিয়ার দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আগম শাস্ত্রে ও এরূপ কথিত আছে, যে পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্য কোন প্রকার অগ্নির অধিষ্ঠান নাই। পকাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পিত্ত যদি প্রণালীতে চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করে এবং কি প্রণালীতেই বা আহার জনিত রস বায়ু পিত্ত কফ মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নি ক্রিয়ার দ্বারা দেহে অপর চারিটী পিত্ত স্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তে, পাচক নামে অগ্নি অধিষ্ঠান করে। যকৃৎ প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অধিষ্ঠিত, তাহাতে রঞ্জক নামে অগ্নি অবস্থিত করে। সেই রঞ্জক নামে অগ্নিই আহার সম্ভূত রসকে রক্ত বর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয় স্থানে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অবস্থিত করে। তদ্দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত দৃষ্টি স্থানে অধিষ্ঠিত,

তাহাতে আলোচ নামে অগ্নি অবস্থিত করে। তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। যে পিত্ত ত্বচে সংস্থিত তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি বস্থিতি করে। তৈল মর্দ্দন অবগাহন আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়।

শ্লেষ্মার রূপ।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥
একঃ শ্লেষ্মা বাতপিত্তবচ্চ নামস্থানকর্মভেদৈঃ
পঞ্চবিধঃ।

শ্লেষ্মা, গুরু শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। তমোগুণাধিক, স্বাদু, বিদগ্ধ এবং লবণ রস বিশিষ্ট।

শ্লেষ্মার নাম লিখিত হইতেছে।

কফশ্লেষ্মাণি নামানি ক্লেদনস্ত্ববলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ॥

স্থান ভেদে শ্লেষ্মাকে ক্লেদন, অবলম্বন, রসন ও স্নেহন কহিয়া থাকে।

আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষেষু মনুষ্যানাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥
দোষাণাং সকলশরীরব্যাপিনামপি পঞ্চ পঞ্চ
স্থানানীতি বাহুল্যাভিপ্রায়েণোক্তানি॥

আমশয় হৃদয় কণ্ঠ, মস্তক, ও সন্ধিস্থল দেহের এই সকল স্থানেই শ্লেষ্মা অবস্থিতি করিয়া থাকে। যদিও দেহের সমস্ত দোষ সর্ব্বশরীর ব্যাপীয়া আছে তথাপি বাহুল্যভয়ে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ হইল।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যেকীকৃতাত্মনাম্।
ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্॥
ভাগভটঃ।

বাগ্‌ভট বলেন একীকৃত দোষ সমূহ সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও এই কয়েকটী তাহাদিগের বিশেষ স্থান। এবং তাহাদের কর্ম্ম ও পৃথক পৃথক।

চরক কহিয়াছেন, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ যদিও সত্তম শরীরব্যাপী, তথাপি হৃদয় ও নাভির নিম্ন, মধ্য এবং উপরিভাগ তাহাদিগের বিশেষ আশ্রয়।

সেই সেই স্থানগত শ্লেষ্মার কর্ম্ম।

ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমামাশয়স্থো পরাস্তপি।
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা॥

ক্লেদ নামক শ্লেষ্মা আপন শক্তি কর্ত্তৃক অন্নকে ক্লেদ যুক্তকের এবং উদকক্রিয়া দ্বারা অপরাপর শ্লেষ্মা স্থান সমূহের উপকার সাধন করে। ইহার অর্থ এই যে ক্লেদনশ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন করে। অতএব সংহত অন্ন পৃথক্ হইয়া পড়ে। পরে সেই শ্লেষ্মা অপর শ্লেষ্মার স্থান অর্থাৎ হৃদয়াদিতে ভাগাক্রমে গমন করিয়া, হৃদয়া লম্বন, ত্রিকসংধারণ, রসগ্রহণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে তর্পণ সন্ধি সংশ্লেষণ প্রভৃতি সমস্ত উদককার্য্য দ্বারা সেই সেই স্থানকে অনুগ্রহ করিয়া থাকে।

অতঃপর এই সকল পদার্থ ক্ষয় হইলে যে সকল লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। সংশোধনীয় এবং সংশমনীয় দ্রব্যের অতি মাত্রায় সেবন বিষ্ঠা মুত্রের বেগধারণ অসাত্ম্য অর্থাৎ অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক আহার মনস্তাপ, শ্রম, অনশন, ও অতিশয় মৈথুন, এই সইল কারণে শারীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হয়। তাহাদিগের মধ্যে বাত ক্ষয় হইলে, মন্দচেষ্টা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বাকশক্তির অল্পতা অপ্রফুল্লতা এবং জ্ঞানের মূঢ়তা ঘটিয়া থাকে।

পিত্ত ক্ষয় হইলে, অগ্নির অর্থাৎ পিত্তের উষ্ণতার মান্দ্য হয় এবং শরীর প্রভাহীন হয়। শ্লেষ্মা ক্ষয়ে রুক্ষতা অন্তর্দ্দাহ আমাশয় পক্বাশয় এবং মস্তকের শূন্যতা অর্থাৎ ভারহীন, যাহা যাহাকে খালী খালী বলে, সন্ধি সকলের শিথিলতা, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য এবং নিদ্রাহীনতা ঘটে। বায়ু পিত্ত বা শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে, তাহা যে দ্রব্য দ্বারা বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রীতিকর।

বাত পিত্ত কফের বৃদ্ধির লক্ষণ।

অত ঊর্দ্ধমতিবৃদ্ধানাং দোষধাতুমলানাং লক্ষণং বক্ষ্যামঃ ॥ বৃদ্ধিঃ পুনরেষাং স্বযোনিবর্দ্ধনাত্যুপসেবনাদ্ভবতি। তত্র বাতবৃদ্ধৌ ত্বক্‌পারুষ্যং কার্শ্যং কার্ষ্ণ্যং গাত্রস্ফুরণমুষ্ণকামিতা নিদ্রানাশোঽল্পবলত্বং গাঢ়বর্চ্চস্ত্বঞ্চ। পিত্তবৃদ্ধৌ পীতাবভাসতা সন্তাপঃ শীতকামিত্বমল্পনিদ্রতা মূর্চ্ছা বলহানিরিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বঞ্চ। শ্লেষ্মবৃদ্ধৌ শৌক্ল্যং শৈত্যং স্থৈর্য্যং গৌরবমবসাদস্তন্দ্রা নিদ্রা সন্ধ্যস্থিবিশ্লেষশ্চ।

সুশ্রুতঃ।

বাতপিত্তকফের বৃদ্ধি হইলে এবং মলের পরিমাণ অধিক হইলে যে রূপ লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। দোষ বৃদ্ধিকর আহার বিহারেই ইহারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে, ত্বকের পারুষ্য অর্থাৎ কোমল ভাব রহিত হওয়া, কৃশতা, কৃষ্ণ বর্ণতা, গাত্রের স্ফুরণ অর্থাৎ ঈষৎ কম্প উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ নিদ্রানাশ, দুর্ব্বলতা এবং মলের কঠিনতা এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্ত বৃদ্ধি হইলে শরীরে পীতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা বলহানি ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, বিষ্ঠা মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে শরীরের শুক্ল বর্ণতা শীতলতা, স্থিরতা গৌরব অর্থাৎ ভার বোধ হওয়া অবসাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধি স্থানের অস্থির বিশ্লেষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

ধাতু শব্দের নিরুক্তি হইতেছে।

এতে সপ্ত স্বয়ংস্থিতা দেহং দধতি যৎ নৃনাম্।
রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥

রস, রক্ত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটিকে ধাতু কহে; যেহেতু উহারা দেহে অবস্থান পূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

সপ্ত ধাতুর ক্রিয়া।

রসঃ প্রীণয়তি রক্তপুষ্টিঞ্চ করোতি। রক্তং বর্ণপ্রসাদং মাংসপুষ্টিং জীবয়তি চ। মাংসং শরীরপুষ্টিং মেদশ্চ। মেদশ্চ স্নেহস্বেদৌ দৃঢ়ত্বং পুষ্টিমস্থ্নাঞ্চ। অস্থি দেহধারণং মজ্জ্ঞঃ পুষ্টিঞ্চ। মজ্জা প্রীতিং স্নেহং বলং শুক্রপুষ্টিং পূরণমস্থ্নাঞ্চ করোতি। শুক্রং ধৈর্য্যং চ্যবনং প্রীতিং দেহবলং হর্ষং বীজার্থঞ্চ।

সুশ্রুতঃ।

রস শরীরে প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং রক্তকে পোষণ করে। রক্ত দেহের বর্ণ বর্দ্ধিতকরে মাংসকে পোষণ করে এবং জীবিত রাখে। মাংস, শরীর পুষ্টি করে এবং মেদ ধাতুকে পোষণ করে। মেদ হইতে ঘর্ম্ম হয়, শরীর চিক্কণ ও দৃঢ় হয় এবং অস্থি সকলের পুষ্টি হয়। অস্থি দেহকে ধারণ করে ও মজ্জার পোষণ করে। মজ্জা, প্রীতিকরী, চিক্কণ করী অস্থি সকলের পূরণকরী, এবং বল ও শুক্রের পোষণকরী। শুক্র হইতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা, প্রীতি এবং প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। ইহাতেই জীবের বীজ নিহিত থাকে। *

সপ্ত ধাতুর ক্ষয়ের লক্ষণ বলা হইতেছে।

রসক্ষয়ে হৃৎপীড়াকম্পঃ শূন্যতা তৃষ্ণা চ। শোণিতক্ষয়ে ত্বক্‌পারুষ্যমম্লশীতপ্রার্থনা সিরাশৈথিল্যঞ্চ। মাংসক্ষয়ে স্ফিগ্‌গণ্ডোষ্ঠোপস্থোরুবক্ষঃপিণ্ডিকোদরগ্রীবাশুষ্কতা রৌক্ষ্যতোদৌ গাত্রাণাং সদনং ধমনীশৈথিল্যঞ্চ। মেদঃক্ষয়ে প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধিশূন্যতা রৌক্ষ্যং মেদুরমাংসপ্রার্থনা চ। অস্থিক্ষয়েঽস্থিতোদো দন্তনখভঙ্গো রৌক্ষ্যঞ্চ। মজ্জক্ষয়েঽল্পশুক্রতা পর্ব্বভেদোঽস্থিনিস্তোদোঽস্থিশূন্যতা চ। শুক্রক্ষয়ে মেঢ্রবৃষণবেদনাঽশক্তির্মৈথুনে। চিরাদ্বা প্রসেকঃ প্রসেকে চাল্পরক্তশুক্রদর্শনঞ্চ তত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ প্রতীকারঃ।

সুশ্রুতঃ।

রসক্ষয় হইলে হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শূন্যতা এবং তৃষ্ণা জন্মে। শোণিত ক্ষয় হইলে, ত্বকের

---

* শুক্রের দ্বারাই পিতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পুত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব দেহের সমস্ত সারাংশ শুক্রে নিহিত থাকে।

রুক্ষ ভাব ও শিরা সকল শিথিল হয় এবং অম্ল ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। মাংস ক্ষয়ে নিতম্ব গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষ, কক্ষা, নাভি, উদর এবং গ্রীবা, ইহাদের শুষ্কতা শরীরের রুক্ষতা এবং পীড়া শরীরের অবসাদ এবং ধমনীর শৈথিল্য, এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। মেদক্ষয় হইলে প্লীহাবৃদ্ধি, সন্ধিস্থানের শূন্যতা, রুক্ষতা এবং কোমল মাংসে অভিলাষ, এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। অস্থিক্ষয়ে অস্থি-পীড়া, দন্ত ও নখভঙ্গ এবং দেহের রুক্ষতা জন্মিয়া থাকে। মজ্জা ক্ষয় হইলে, শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, অস্থিনিস্তোদ (অস্থি স্থানে বেদনা) এবং অস্থি শূন্যতা ঘটিয়া থাকে। শুক্র-ক্ষয়ে, মেঢ় এবং মুষ্ক দেশে বেদনা ও মৈথুনে অশক্তি জন্মে, অথবা বিলম্বে রেতঃ পতন হয় এবং পতন কালে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দৃষ্ট হয়।

সপ্ত ধাতুর বৃদ্ধির লক্ষণ বলা হইতেছে।

রসোঽতিবৃদ্ধো হৃদয়োৎক্লেদং প্রসেকঞ্চাপাদয়তি। রক্তং রক্তাঙ্গাক্ষিতাং শিরাপূর্ণত্বঞ্চ। মাংসং স্ফিগ্‌গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরুবাহুজঙ্ঘাসু বৃদ্ধিং গুরুগাত্রতাঞ্চ। মেদঃ স্নিগ্ধাঙ্গতামুদরপার্শ্ববৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদীন দৌর্গন্ধ্যঞ্চ। অস্থি অধ্যস্থ্যধিদন্তাংশ্চ। মজ্জা সর্ব্বাঙ্গনেত্রগৌরবঞ্চ। শুক্রং শুক্রাশ্মরীমতিপ্রাদুর্ভাবঞ্চ।

(সুশ্রুতঃ)

রস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে হৃদয়ের উৎক্লেদ এবং প্রসেক, অর্থাৎ লালা বা শ্লেষ্মা জন্মিয়া থাকে। রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শরীর এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং শিরা সকলের পূর্ণভাব হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিমানে মাংস বৃদ্ধি হইলে নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বাহু এবং জঙ্ঘা, এই সমস্ত স্থান বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং দেহের গুরুত্ব জন্মে অর্থাৎ ভার বোধ হয়। মেদ বৃদ্ধি হইলে উদরের পার্শ্বভাগ বৃদ্ধি হয়, কাস শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে, শরীরের চিক্কণতা ও দৌর্গন্ধ জন্মিয়া থাকে। অস্থি বৃদ্ধি হইলে অধ্যস্থি অর্থাৎ বৃহদস্থির নিকট ক্ষুদ্র স্থিতি ও অধিদন্ত অর্থাৎ গজদন্ত জন্মে। মজ্জার বৃদ্ধি হইলে সমস্ত শরীর এবং চক্ষু ভার বোধ হয়। শুক্র বৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী অর্থাৎ পাথুরে রোগ এবং অতিশয় শুক্র নির্গত হইয়া থাকে।

ঋতু বিবরণ।

কালোহি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভুরনাদিমধ্যনিধনো-ঽত্র রসব্যাপৎসম্পত্তী জীবিতমরণে চ মনুষ্যানামায়ত্তে স সূক্ষ্মামপি কলাং ন লীয়ত ইতি কালঃ সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতানীতি কালঃ। তস্য সম্বৎসরাত্মনো ভগবানাদিত্যো গতিবিশেষেণাক্ষিনিমেষকাষ্ঠাকলামুহূর্ত্তাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নসম্বৎসরযুগপ্রবিভাগং করোতি॥ তত্র লঘ্বক্ষরোচ্চারণমাত্রোঽক্ষিনিমেষঃ। পঞ্চদশাক্ষিনিমেষাঃ কাষ্ঠাঃ॥ ত্রিংশৎকাষ্ঠাঃকলাঃ। বিংশতিকলোমুহূর্ত্তঃ কলাদশভাগশ্চ। ত্রিংশন্মুহূর্ত্তমহোরাত্রং। পঞ্চদশাহোরাত্রাণি পক্ষঃ। সচ দ্বিবিধঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ, তৌ মাসঃ॥

তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশমাসা দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়্‌ঋতবো ভবন্তি। তে শিশিরবসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধেমন্তাঃ। তেষাং তপস্তপস্যৌ শিশিরঃ। মধুমাধবৌ বসন্তঃ। শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ। নভো নভস্যৌ বর্ষা। ইষোর্জ্জৌ শরৎ। সহঃ সহস্যৌ হেমন্ত ইতি॥ ত এতে শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণা শ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কালবিভাগকরত্বাদয়নে দ্বে ভবতো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ। তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তাস্তেষু ভগবানাপ্যায়তে সোমোঽম্ললবণমধুরাশ্চরসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বল মভিবর্দ্ধতে। উত্তরঞ্চ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মাস্তেষু ভগবানাপ্যায়য়ত্যর্কঃ, তিক্তকষায়কটুকাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলম-পহীয়তে। ভবতি চাত্র।

শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি।
তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ॥

অথ খল্বয়নে দ্বে যুগপৎসম্বৎসরো ভবতি। তে তু পঞ্চযুগমিতি সংজ্ঞাং লভন্তে। স এষ নিমেষাদি যুগপর্য্যন্তঃ কালশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানঃ-কালচক্রমুচ্যত ইত্যেকে॥

ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মপ্রাবৃষঃ ষড়্‌ঋতবো ভবন্তি, দোষোপচয়প্রকোপোপশমনিমিত্তং।

ঋতবো ভাদ্রপদাদ্যেন দ্বিমাসিকেন ব্যাখ্যাতাঃ। ক্রমশঃ। ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষাঃ। কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ। পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ। ফাল্গুনচৈত্রৌ বসন্তঃ। বৈশাখজ্যৈষ্ঠৌ গ্রীষ্মঃ। আষাঢ়শ্রাবণৌ প্রাবৃড়িতি। তত্র বর্ষাস্বোষধয়স্তরুণ্যোঽল্পবীর্য্যা, আপশ্চাপ্রসন্নাঃ ক্ষিতিমলপ্রায়াস্তা উপযুজ্যমানা নভসি মেঘাবততে জলপ্রক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবিষ্টম্ভিতাগ্নীনাং বিদহ্যন্তে বিদাহাৎ পিত্তসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি, স সঞ্চয়ঃ শরদি প্রবিরলমেঘে বিয়ত্যুপশুষ্যতি, পঙ্কেঽর্ককিরণপ্রবিলায়িতঃ পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাৎ পরিণতবীর্য্যা বলবত্যো হেমন্তে ভবন্ত্যাপশ্চ প্রসন্নাঃ স্নিগ্ধা অত্যর্থং গুর্ব্ব্যস্তা উপযুজ্যমানা মন্দকিরণত্বাদ্ভানোঃ সতুষারপবনোপস্তম্ভিতদেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্নেহাচ্ছৈত্যাদ্গৌরবাদুপলেপাচ্চ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি, স সঞ্চয়ো বসন্তেঽর্করশ্মিপ্রবিলায়িত ঈষৎস্তব্ধদেহিনাং শ্লৈষ্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ো নিদাঘে নিঃসারা রূক্ষা অতিমাত্রং লঘ্ব্যো ভবন্ত্যাপশ্চ, তা উপযুজ্যমানাঃ সূর্য্যপ্রতাপোপশোষিতদেহানাং দেহিনাং রৌক্ষ্যাল্লঘুত্বাদ্বৈশদ্যাচ্চ বায়োঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি, স সঞ্চয়ঃ প্রাবৃষি চাত্যর্থং জলোপক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবর্ষেরিতো বাতিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। এবমেষ দোষাণাং সঞ্চয়প্রকোপহেতুরুক্তঃ॥

তত্র পৈত্তিকানাং ব্যাধীনামুপশমো হেমন্তে, শ্লৈষ্মিকানাং নিদাঘে, বাতিকানাং ঘনাত্যয়ে স্বভাবত এব ত এতে সঞ্চয় প্রকোপোপশমা ব্যাখ্যাতাঃ॥

তত্র পূর্ব্বাহ্নে বসন্তস্য লিঙ্গং, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্য, অপরাহ্নে প্রাবৃষঃ, প্রদোষে বার্ষিকং, শারদমর্দ্ধরাত্রে, প্রত্যূষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ। এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণং ভবতি।

সুশ্রুতঃ॥

স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বয়ংই কালরূপে প্রকাশমান। আদি অন্ত মধ্য রহিত। মানবগণের জীবন ও মৃত্যু এবং পদার্থ সমূহের রসের উৎপত্তি ও ক্ষয় এই সমস্ত কালের অধীন। ইহার অতি সূক্ষ্ম অংশ মাত্র ও ধ্বংশ হয় না, এই হেতু ইহাকো প্রাণি সকলকে সঙ্কলন করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুতে প্রেরণ করে, এই হেতু ইহাকে কাল কহে, সেই কালের সংবৎসর রূপ দেহকে অক্ষি নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ, এই সমস্ত অংশে বিভাগ করিয়া থাকেন। একটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে অক্ষিনিমেষ কহে। পঞ্চদশ অক্ষি নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা। বিংশতি কলাকে এক মুহূর্ত্ত কহে। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুই, শুক্ল ও কৃষ্ণ। সেই দুই পক্ষতে এক মাস। মাস দ্বাদশ, সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়। ঋতু ছয়টি, যথা—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। শীত উষ্ণ বর্ষাই সেই সকল ঋতুর লক্ষণ। কাল, চন্দ্র সূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটি অয়ন জন্মায় দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন কালে বর্ষা শরৎ এবং হেমন্ত এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে ভগবান্ চন্দ্রমা তেজঃপুঞ্জ হইয়া থাকেন। তজ্জন্য অম্ল লবণ এবং মধুর এই তিন রসের প্রাদুর্ভাব হয় অর্থাৎ এই তিন রসের ঔষধিই বিশেষ রূপে জন্মায়; এবং প্রাণিগণও উত্তরোত্তর বলবান্ হয়। উত্তরায়ণ কালে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে ভগবান্ সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হয়েন। তজ্জন্য তিক্ত কষায় এবং কটু এই তিন রস বলবান্ হয়; এবং প্রাণিগণের বল ও উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র করেন এবং সূর্য্য তাহাকে শুষ্ক করেন। বায়ু ইহাদিগের উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণকে পালন করেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে, ছই অয়নে

সংবৎসর এবং পাঁচ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে। সেই নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কাল চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া কাল চক্র নামে কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্ এই ছয় ঋতু, দোষের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের প্রকোপের ও প্রশমের কারণ। সেই ছয় ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাসে হইয়া থাকে। যথা,—ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে ওষধি সকল নূতন জন্মে সুতরাং অল্পবীর্য্য, জল ক্লেদযুক্ত এবং ক্ষিতি মলপূর্ণ।

সেই কালে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, ভূমি জলে আর্দ্র থাকে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হয়। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ু সংযোগে অগ্নিমান্দ্য হয়। সুতরাং সেই সকল নূতন অল্প বীর্য্য ঔষধি ভক্ষণ করিলে, অথবা সেই অপরিস্কার জল পান করিলে বিদাহ অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পরিপাক কালে অম্লরস বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা কোন কোন স্থলে গলা জ্বলিয়া উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ হেতু এই সময়ে পিত্তের সঞ্চার হইয়া থাকে, শরৎ কালে আকাশ মণ্ডল মেঘশূন্য হইলে এবং পঙ্ক সমস্ত শুষ্ক হইলে, সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্য-কিরণদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পৈত্তিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। হেমন্ত কালে সেই সকল ওষধি কালগৌণ হেতু পরিপক্ব এবং বলবান্ হইয়া উঠে, জল ও নির্ম্মল হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ মান্দ্য হয়, সুতরাং হিম ও শীতল বায়ু কর্ত্তৃক প্রাণিগণের দেহও জড়িভূত হইয়া পড়ে। সেইকালে সেই স্নিগ্ধ ও গুরু পাক ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং পান করিলে আমাজীর্ণ হয়, অর্থাৎ গুরুপাকপ্রযুক্ত সম্যক্ পরিপাক হয় না। সুতরাং সেই স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধি ও জল দ্বারা এই কালে শরীরে, শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। বসন্ত কালে প্রাণিগণের শরীর অল্প জড়ীভূত থাকে। সূর্য্যকিরণ দ্বারা সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মাজন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। গ্রীষ্ম কালে সেই সকল ওষধি নীরস, রুক্ষ ও লঘু হয়, জল ও লঘু হয়, এবং সূর্য্যকিরণে প্রাণিগণের দেহ ও শুষ্কপ্রায় হয়। সুতরাং এ প্রকার ওষধি ভক্ষণ বা জলপান করিলে নীরসহেতু, রুক্ষতাহেতু এবং লঘুতাহেতু প্রাণিগণের শরীরে বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রাবৃট্ কালে, ভূমি জলে আর্দ্র হইলে এবং প্রাণিগণের দেহ ও আর্দ্র হইলে, শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু, বাহিরের শীতল বায়ুর দ্বারা এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিগণের দেহে ব্যাপ্ত হওয়াতে, বাতিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মে। এই প্রকার সকল দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপের হেতু কথিত হইল। বর্ষাকালে, হেমন্ত এবং গ্রীষ্মকালে যে সকল দোষ সঞ্চিত হয় সেই সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎকালে, বসন্ত কালে ও প্রাবৃট কালে যে সকল দোষ কুপিত হয়, সেই সকল কুপিত দোষের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। শরৎকালে পৈত্তিক জন্য ব্যাধির বসন্তকালে শ্লেষ্মাজন্য ব্যাধির এবং প্রাবৃট্ কালে বাতিকজন্য ব্যাধির, প্রতিকার করা বিধেয়। দোষের সঞ্চয় প্রকোপ এবং উপশম স্বভাবতঃ যে প্রকারে হইয়া থাকে তাহা কথিত হইল। ছয় ঋতু এক দিবসের মধ্যে ভোগ লইয়া থাকে তাহার বিবরণ বলা হইতেছে। প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ, এবং রাত্রি অবসানে হেমন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার সংবৎসরের ন্যায় দিবা রাত্রির মধ্যে ও ছয় ঋতুর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেই সেই কালে বাতাদির সঞ্চয় প্রকোপ ও প্রশমন হইয়া থাকে।

চিকিৎসার্থ রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ।

অধিগত তন্ত্রেণোপাসিততন্ত্রার্থেন দৃষ্টকর্ম্মণা কৃত যোগ্যেন শাস্ত্রার্থং নিগদতা রাজানুজ্ঞাতেন নীচ নখরোমৃণা শুচিনা শুক্লবস্ত্রপরিহিতেন ছত্রবতা দণ্ডহস্তেন সোপানৎকেনানুদ্ধতবেশন সুমনসা কল্যাণাভিব্যাহারেণাকুহকেন বন্ধুভূতেন ভূতানাং সুসহায়বতা বৈদ্যেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা ॥

ততো দূতনিমিত্ত মঙ্গলানুলোম্যেনাতুর গৃহমভিগম্যোপবিশ্যাতুরমভিপশ্যেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ। ত্রিভিরেতৈর্বিজ্ঞানোপায়ৈ রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকে। তত্ত্ব ন সম্যক। ষড়্‌বিধো হি রোগানাং বিজ্ঞানোপায়ঃ। তদ্যথা- পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি। তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষাঃ রক্ষাস্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতীত্যেবমাদয়ঃ। স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শীতোষ্ণশ্লক্ষ্ণকর্কশমৃদু কঠিনত্বাদয়ো জ্বরশোফাদিষু। চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শরীরোপচয়াপচয়ায়ুর্লক্ষণবলবর্ণবিকারাদয়ঃ। রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রসবিশেষাঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানাম- ব্রণানাঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ। প্রশ্নেনচ বিজানীয়াদ্দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনা- সমুচ্ছ্রায়ং বলং দীপ্তাগ্নিতাং বাত মূত্রপুরীষরজসাং প্রবৃত্ত্যাপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষণাদীংশ্চ বিশেষান্। আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তংস্থানীয়ৈ র্জানীয়াৎ ॥

সুশ্রুতঃ।

বিশেষ রূপে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত হইলে, কার্য্যাদি শিক্ষা দেখিলে ও শিক্ষিত হইলে এবং শাস্ত্রার্থ কহিতে সমর্থ হইলে রাজা কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অল্প নখ ও রোম ধারণ করিয়া, পবিত্র দেহে শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ছত্রদণ্ড ও পাদুকা ধারণ করতঃ ধীরবেশে, বিশুদ্ধান্তঃকরণে, অকপট চিত্তে সকলকে কল্যাণ বাক্যে সম্ভাষণ করিতে করিতে, সকল প্রাণির মিত্র স্বরূপ হইয়া ভিষক্ চিকিৎ- সার্থ পথে গমন করিবেন।

দূত এবং পক্ষির লক্ষণের দ্বারা মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান হইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করতঃ রোগীকে দর্শন ও স্পর্শন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে এই প্রকার নিয়ম দ্বারা রোগ নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। অতএব রোগজ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার! যথা, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং প্রশ্ন। ব্রণ হইতে যে রক্তাদির স্রাব হয়, সেই স্রাবের ভেদ শ্রবণের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। যে হেতু যখন ফেনার সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তখন বায়ু ও তাহার সহিত শব্দসহ নির্গত হয়। ব্রণ হইতে যে সমস্ত পূযরক্তাদি নির্গত হয় তাহাদিগের দোষ গুণ সম্বন্ধে এইটি বিশেষ বলা হইবে। জ্বর এবং শোথ রোগে, শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, এবং কর্কশতা, কোমলতা ও কঠিনতা শরীরের বা স্ফীতস্থানের এই সমস্ত গুণ স্পর্শদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শরীরের ক্ষীনতা, স্থূলতা, পরমায়ুর লক্ষণ, বল, বর্ণ এবং বিকৃতি এ সমস্ত দর্শনের দ্বারা জানা যায়। প্রমেহাদি রোগে, ক্ষরিতমেহ আদির স্বাদ আস্বাদনের দ্বারা জানা যায়। ব্রণ অথবা অন্য কোন রোগে শরীরের গন্ধাদির দ্বারা মৃত্যু লক্ষণ জানা যায়। এরূপ স্থলে আঘ্রাণের দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে। দেশ, কাল, জাতি, প্রকৃতি, ভয়ের উৎপত্তি, বেদনাবৃদ্ধি, বল, অগ্নির দীপ্তি, বায়ু মূত্র ও পুরীষের সর- লতা, স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ হওয়া এবং কাল বিশেষের পীড়া সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া রোগীর সম্বন্ধে এই বিষয় গুলি প্রশ্নের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। যিনি সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন এবং সকল অবস্থা অব- গত থাকেন রোগীর এরূপ কোন আত্মীয়ের দ্বারা এসমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

চক্ষু পরীক্ষা।

নেত্রংস্রাৎ পবমানক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্।
কোটরান্তঃ প্রবিষ্টঞ্চ তথা স্তব্ধবিলোকনম্ ॥

হরিদ্রাখণ্ডবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা।
দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রংস্যাৎ পিত্তকোপতঃ॥
চক্ষুর্মলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধংস্যাৎ সলিলপ্লুতম্।
তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্॥
নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্।
ত্রিদোষলিঙ্গসত্ত্বেন তথারয়তি রোগিণম্॥
ত্রিদোষদূষিতং নেত্রমন্তর্ম্মগ্নং ভৃশং ভবেৎ।
ত্রিলিঙ্গং সলিলস্রাবি প্রান্তেনোন্মীলয়ত্যপি॥

বায়ু কুপিত হইলে চক্ষু রুক্ষ এবং ধূম্রবর্ণ অথবা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে, কোটরের ভিতর প্রবেশ করে দৃষ্টি স্তব্ধ হয়। পিত্ত কুপিত হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ হরিত কিম্বা হরিদ্রা খণ্ডের ন্যায় হয়, প্রদীপের আলোক সহ্য হয় না, এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয় শ্লেষ্মা প্রকোপ হইলে চক্ষু স্নিগ্ধ, শ্বেত, জ্যোতিহীন, বলান্বিত ও আপ্লুত হয়। এক কালে দুইটি দোষের প্রকোপ হইলে দুয়েরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং ত্রিদোষের আধিক্য হইলে রোগীর প্রায়ই জীবন নাশ হইয়া থাকে। ত্রিদোষে চক্ষু প্রায়ই বসিয়া যায় প্রতিনিয়ত চক্ষুদ্বয় হইতে জল নির্গত হইতে থাকে।

জিহ্বা পরীক্ষা কথিত হইতেছে।

শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটনা রসনানিলাৎ।
রক্তা শ্যাবা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রাধবলা কফাৎ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।
দ্বৈধ দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণম্॥

বায়ু কুপিত হইলে জিহ্বা, রুক্ষ, স্ফুটন ও শাক বর্ণের ন্যায় হয়, পিত্তের আধিক্য হইলে রক্ত অথবা কালবর্ণ হয় এবং শ্লেষ্মা কুপিত হইলে জিহ্বা সাদাবর্ণ বিশিষ্ট হয়। ত্রিদোষ কুপিত হইলে দগ্ধবৎ খরস্পর্শ (খস্ খসে অর্থাৎ গোজিহ্বার ন্যায়) কাল বর্ণ হয়। এবং দুইটি দোষের আধিক্য হইলে জিহ্বাতে দুয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্র পরীক্ষা।

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং রক্তং নীলঞ্চ পিত্ততঃ।
রক্তমেব ভবেদ্রক্তাদ্ধবলং ফেনিলং কফাৎ॥

বায়ু কুপিত হইলে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্ত অথবা নীল বর্ণ, রক্তের আধিক্যে রক্তবর্ণ এবং কফের প্রকোপে মূত্র ফেনাযুক্ত ও শ্বেৎ বর্ণ হয়।

নাড়ীপরীক্ষা।

পুংসো দক্ষিণহস্তস্ত স্ত্রিয়ো বামকরস্ত তু।
অঙ্গুষ্ঠমূলগাং নাড়ীং পরীক্ষেত ভিষগ্বরঃ॥
অঙ্গুলীভিস্তিসৃভির্নাড়ী-মবহিতঃ স্পৃশেৎ।
তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জানীয়াৎ কুশলোঽখিলম্॥
সদ্যঃ স্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশীলিনঃ।
ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যক্ নাড়ী ন বুধ্যতে॥
বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে।
পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে॥
তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতপিত্তাধিকে স্ফুটা।
অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ॥
মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে।
অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সান্নিপাততঃ॥
বাতাদ্বক্রগতিঙ্কত্তে পিত্তাদুৎপ্লুত্যগামিনী।
কফাস্মন্দগতি জ্ঞের্য়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতা॥
বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ॥
বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকং ততঃ॥
উৎপ্লুত্য মন্দাগ্দলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে।
কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবহা ক্ষীণা চিন্তাভয়াপ্লুতা॥
স্থিত্বা স্থিত্বা চলেদ্যাসা হন্তি স্থানচ্যুতাতথা।
অতিক্ষীণা চ শীতা চ প্রাণান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥
জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ সৈবং মন্দতরামতা॥
চপলা ক্ষুধিতস্যস্যাৎ তৃপ্তস্য ভবতি স্থিরা।
সুখিনোঽপি স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা।

প্রথমতঃ শরীরের শীতলতা ও উষ্ণতা জানিবার জন্য রোগীর অঙ্গস্পর্শ করিতে হয়।

বৈদ্য নাড়ী পরীক্ষার কালে স্ত্রীলোকের বাম হস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। তিন অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া মনোযোগের সহিত নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। সুদক্ষ বৈদ্য নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্য সমুদায় জানিতে পারিবেন। সদ্যস্নাত, নিদ্রিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষাতুর, রৌদ্রতাপে তাপিত,

পরিশ্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী দেখিলে শরীরের অবস্থা স্পষ্ট রূপে জানা যায় না। বায়ুর প্রকোপে তর্জ্জনীতলে, পিত্তের আধিক্য হইলে মধ্যমাঙ্গুলির নিম্নে এবং শ্লেষ্মা দূষিত হইলে তৃতীয় অঙ্গুলির নিম্নে নাড়ী প্রকাশিত হয়। বাতপিত্তের প্রকোপে তর্জ্জনীও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যস্থানে, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে অনামিকা ও তর্জ্জনীর মধ্যে এবং পিত্ত শ্লেষ্মা দূষিত হইলে মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যস্থলে দেখা যায়। সান্নিপাতিকে তিন অঙ্গুলি দ্বারাই নাড়ী ব্যক্ত হয়। দেহে বায়ু প্রবল হইলে নাড়ী উৎপ্লুতগতি, এবং কফাধিক্য হইলে মন্দ গতি ধারণ করিয়া থাকে। সান্নিপাতিকে নাড়ী বক্র ও উৎপ্লুত গতি, বাতশ্লেষ্মা কুপিত হইতে নাড়ীর বক্র ও মন্দগতি এবং পিত্তশ্লেষ্মা প্রকোপে মন্দ ও উৎপ্লুত গতি হইয়া থাকে। কামাতুর ও ক্রুদ্ধ হইলে নাড়ীর অত্যন্ত বেগ হয় এবং চিন্তিত ভয়যুক্ত ব্যক্তির নাড়ী ক্ষীণ বেগ ধারণ করে।

নাড়ী যদ্যপি অত্যন্ত শীতল ও ক্ষীণ হয় অথবা কখন দৃশ্য বা অদৃশ্য কি মধ্যে মধ্যে স্থানচ্যুত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জ্বরে নাড়ী অত্যন্ত উষ্ণ ও বেগবতী হয় অগ্নিমান্দ্যও ধাতুদৌর্ব্বল্যে নাড়ীর মন্দ-গতি ক্ষুধার্থ অবস্থায় নাড়ীর চঞ্চল গতি দেহের সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর স্থির অর্থাৎ সমগতি ও স্থূল দৃষ্ট হয়।

রোগ নির্ণয়ের উপায়।

নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, ও সংপ্রাপ্তি এই পাঁচ প্রকার রোগ নির্ণয় করিবার প্রধান উপায়। নিদানাদির বিবরণ ক্রমশ বলা হইতেছে।

নিদানাদির বিবরণ।

নিমিত্তহেত্বায়তনপ্রত্যয়োত্থানকারণৈঃ।
নিদানমাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ প্রাগ্‌রূপং যেন লক্ষ্যতে॥

নিদান শব্দের পর্য্যায় অর্থাৎ অপর নাম যথা নিমিত্ত, হেতু, আয়তন, প্রত্যয়, উত্থান ও কারণ। (নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক হেতু) যেমন বর্ষা, রুক্ষতা, শ্রম, হিম অনশন, মৈথুন, শোক, চিন্তা, ও ভয় প্রভৃতি কারণ দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া বাতজরোগ উৎপন্ন হয় সুতরাং বর্ষাদি বাতজ রোগের হেতু। শরৎ কালে, কটু, অম্ল, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ক্রোধ তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অভিঘাত ও অতপ প্রভৃতি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া পৈত্তিক রোগ হয় অতএব উহারা পৈত্তিক রোগের কারণ। বসন্তকালে, মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং শীতাদি কারণে কফ কুপিত হইয়া কফজ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে অতএব এই জন্য বসন্তাদি কফজরোগের হেতু

পূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

পূর্ব্বরূপতদ্ যেন বিদ্যাত্তাদ্ধবিনমাময়ম্।
সামান্যং চ বিশিষ্টঞ্চ দ্বিবিধং তদুদাহৃতম্॥
সামান্যং তত্র দোষাণাং বিশেষৈ রনধিষ্ঠিতম্।
বিশিষ্টমীষদ্ব্যক্তং স্যাদ্বিশেষৈশ্চ সমন্বিতং॥

যে কারণ দ্বারা ভাবীরোগের নিশ্চয়তা অর্থাৎ রোগ হইবে এরূপ জানিতে পারা যায় তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। দুইপ্রকার পূর্ব্বরূপ সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ, যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ হইবে জানিতে পারা যায় কিন্তু কোন দোষের (অর্থাৎ বাতপিত্তাদি দোষের) প্রকোপজন্য সে রোগ তাহার নিশ্চয় হয় না তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহা যায়। এবং যে ঈষৎ প্রকাশিত দোষ বিশেষের প্রকোপলক্ষণ দ্বারা স্থির হয় তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ কহে। শ্রম, বাত, শরীরের বিবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা জ্বর হইবে এই মাত্র জানিতে পারা যায়। কিন্তু সে জ্বর বাতজ কি পিত্তজ, কি কফজ তাহা বলিতে পারা যায় না সুতরাং ইহাকে সামান্য পূর্ব্ব-রূপ কহে। জ্বরোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সত্বে যদি হাই উঠে তাহা বাতিক জ্বর, চক্ষু

জ্বালা করিলে তাহাকে পিত্তজ্বর এবং অন্নে অরুচি হইলে কফজ্বর বুঝিতে হইবে, এই সমস্ত লক্ষণকে বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ বলা যায় এক্ষণে ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে পূর্ব্বরূপ রোগনির্ণয়ের হেতু।

পূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

তদেব ব্যক্ততাং যাতং রূপমিত্যভিধীয়তে।
সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নমাকৃতিঃ॥

বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেই তাহাকে রূপ বলা যায়, রূপ শব্দের অপর নাম সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, চিহ্ন ও আকৃতি।

উপশয়ের লক্ষণ।

হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তবিপর্য্যস্তার্থকারিণাং।
ঔষধান্নবিহারানামুপযোগং সুখাবহং।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ সহি সাত্ম্যমিতিস্মৃতঃ॥
বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যাভিসংজ্ঞিতঃ।

হেতু অথবা ব্যাধির কিম্বা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত কিম্বা হেত্বাদির বিপরীত না হইয়াও কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ বিপরীত কার্য্যকারী এ প্রকার যে সমস্ত ঔষধ অন্ন অথবা বিহার তাহাদের উপযোগ (অর্থাৎ সেবন) যদি ব্যাধি শান্তিরূপ সুখাবহ হয়, তাহা হইলে সেই সুখবহ উপযোগকে উপশয় কহে। যেমন গুরুভারাক্রান্ত ব্যক্তি ভারবিমুক্ত হইলে সে যেমন নিজেকে সচ্ছন্দ বোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ উপশয় দ্বারা রোগী ও আপনাকে সচ্ছন্দ বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহার সবিশেষ বিবরণ বিশেষ করিয়া নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। হেত্বাদির বিপরীত ঔষধাদির উদাহরণ হেতু বিপরীত ঔষধ যথা শীতকফজ্বরে শুঠ্যাদি উষ্ণ ঔষধ সেবন বিধেয়। হেতু বিপরীত অন্ন যথা শ্রমজনিত বাতজ্বরে মাংস রসের সহিত অন্ন। হেতু বিপরীত বিহার, যথা দিবা নিদ্রা জনিত কফে রাত্রিজাগরণ।

ব্যাধিবিপরীত ঔষধ, যথা অতিসারে মলস্তম্ভন আকনাদি প্রভৃতি। ব্যাধি বিপরীত বিহার যথা উদরাময় রোগে প্রবাহনাদি।

৩। হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধ যথা বাতজনিত শোথে বাতহর ও শোথহর দশমূলাদি। হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত অন্ন যথা বাতকফজনিত গ্রহণীরোগে বাতকফ ও গ্রহণীহর তক্রাদি। হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত বিহার যথা স্নিগ্ধ ক্রিয়া ও দিবানিদ্রা জনিত কফতন্দ্রা রোগে রুক্ষক্রিয়া ও রাত্রি জাগরণ।

৪। হেতুবিপরীত না হইয়া ও বিপরীত কার্য্যকারী ঔষধ, যথা পিত্তপ্রধান পচামান ব্রণ শোথে পিত্তকর উষ্ণ প্রলেপ। বিপরীত কার্য্যকারী অন্ন যথা ঐ ব্রণ শোথে বিদাহিদ্রব্য। বিপরীত কার্য্যকারী বিহার, যথা বাতোন্মাদে বাতকর প্রাসন।

৫। ব্যাধির বিপরীত না হইয়া ও বিপরীত কার্য্যকারী ঔষধ যথা—বমন রোগে বমন কারক মদন ফল। বিপরীত কার্য্যকারী অন্ন যথা অতিসারে বিরেচনার্থ দুগ্ধ। বিপরীত কার্য্যকারী বিহার যথা—বমনরোগে প্রবাহন।

৬। হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্যকারী ঔষধ, যথা—বিষে বিষ। অন্ন যথা মদ্যপান জনিত মদাত্যয়ে মদ কারক মদ্য। বিহার, যথা—ব্যায়াম জনিত সংমূঢ়বাতে জল সন্তরণরূপ ব্যায়াম।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যদিও হেতুব্যাধি বিপরীত ঔষধান্ন বিহার দ্বারা রোগের শান্তি হইয়া থাকে, তথাপি যে সকল ঔষধান্ন বিহার হেত্বাদির সমানধর্ম্মী হইয়াও ব্যাধি নিবারণে সমর্থ হয় তাহাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কোন অধান্ত বৈধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা তাহারা হেতুব্যাধির বিপরীত না হইয়াও সেই অবান্তর বৈধর্ম্ম বশতঃই বিপরীত কার্য্যকারী অর্থাৎ ব্যাধিনিবারক হইয়া থাকে। যেমন বহুশ্লেষ্ম জনিত বমন রোগে বমন হিতকর। কারণ যদি বমন দ্বারা সেই বহু শ্লেষ্মার বিলয় না করা যায়, তাহা হইলে, রোগটী চিরানুবর্ত্তী বা অনুচ্ছেদ্য

হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্লেষ্মজনিত বমন রোগে বমনকারক ঔষধ হেতুবিপরীতই বলিতে হইবে। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা যদি রক্তকে স্থানান্তরিত না করিয়া শীত ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে সেই দাহকুপিত রক্ত শীতে ঘনীভূত হইয়া তথায় পচনক্রিয়া আরম্ভ করে, অতএব অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে উষ্ণবীর্য্য প্রলেপাদিই হেতুবিপরীত হইয়া থাকে। বিষে বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে, বমনকারক জঙ্গম বিষে বিরেচক মৌল বিষ প্রযোজ্য। সুতরাং বিষত্ব ধর্ম্মে উভয়ের সমানত্ব থাকিলেও গতিভেদে পরস্পর বিপরীত। মদ্যকৃত মদাত্যয় রোগে যে মদ্য প্রয়োগের বিধি আছে, তাহাও ঔষধাদির সংযোগে বিপরীতধর্ম্মী করিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে, অথবা রুক্ষমাধ্বিকাদি মদ্যজনিত বাত মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ পৈষ্টিকাদি মদ্য প্রযোজ্য। অন্যান্য স্থলেও কোথাও বা গতিভেদ কোথাও বা প্রভাবভেদ আছে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে।

সংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
নির্ব্বৃত্তিরাময়স্যাসৌ সংপ্রাপ্তি র্জাতিরাগতিঃ॥

বাতাদি দোষ কারণ বিশেষে প্রকুপিত হইয়া ঊর্দ্ধ অধ অথবা তীর্য্যক গতি অবলম্বন করত যে প্রকারে গমন করিলে ব্যাধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তদনুযায়ী গমন করিয়া রোগের উৎপত্তি করিলে তদ্বিধ উৎপত্তিকে অর্থাৎ ঐরূপ দোষের দুষ্টিও গমনাদি বিশিষ্ট ব্যাধি জন্মকে সংপ্রাপ্তি কহিয়া থাকে। সংপ্রাপ্তির অপর নাম জাতি ও আগতি বলা যায়।

সংপ্রাপ্তির আকার ভেদ।

সংখ্যাবিকল্পপ্রাধান্যবলকালবিশেষতঃ।
সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যন্তেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি॥
দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পো হ্যংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্য মাদিশেৎ॥
হেত্বাদিকাৎ স্ন্যাবয়বৈ র্বলাবলবিশেষণং॥
নক্তং দিনর্ত্তুভুক্তাংশৈস্তস্যাদিকালো যথামলং॥

সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বলাবল ও কাল অনুসারে সংপ্রাপ্তির প্রকার ভেদ জানিবে। সংখ্যা যথা—জ্বর আট প্রকার; বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক, বাতপিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ এবং অভিঘাতাদিতে আগন্তুজ। এই আট প্রকার জ্বরের সংপ্রাপ্তিও অষ্টবিধ হইয়া থাকে। এই প্রকার বিকল্পাদি হইতেও সংপ্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় জানিবে। বিকল্প যথা দ্বন্দ্ব ও সান্নিপাতিক রোগে, মিলিত বাতাদি দোষদ্বয়ের বা ত্রয়ের রৌক্ষ্যাদি কোন্ কোন্ অংশ কি কি পরিমাণ কুপিত হইয়াছে, তাহার অংশাংশ কল্পনা করাকে বিকল্প কহে।

প্রাধান্য—মিলিত বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন দোষ স্বহেতু কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিলে, অন্যান্য দোষ ও কুপিত হইয়া তাহার অনুধাবন করে, সুতরাং তিন দোষেরই প্রকোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই দোষ ত্রয়ের মধ্যে যেটি স্বহেতু কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে, তাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান এবং যাহা তদধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ অপ্রধান। এই স্বাতন্ত্র ও পারতন্ত্র দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য ও পারতন্ত্র দ্বারা অপ্রাধান্য হইয়া থাকে জানিবে। প্রায় প্রধানের শমতাতেই অপ্রধানের শান্তি হইয়া থাকে।

বলাবল। যে ব্যাধি সমস্ত হেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে সমস্ত পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ পাইয়াছে সেই ব্যাধিই বলবান্ জানিবে এবং যে ব্যাধি অল্প হেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে পূর্ব্বরূপ ও রূপের কিয়ৎমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে হীনবল কহে। এই বলাবল বিশেষেও সংপ্রাপ্তির ভিন্নতা লইয়া থাকে।

কাল—রাত্রি ও দিবা ইহাদিগের প্রথম অংশ কফ প্রকোপের কাল; মধ্য অংশ পিত্ত প্রকোপের কাল ও শেষাংশ বায়ুর প্রকোপের

কাল, এই রূপ ভোজনের ও প্রথম অংশ কফের প্রকোপকাল, মধ্য অংশ অর্থাৎ পরিপাকের সময় পিত্তপ্রকোপকাল এবং সম্যক্‌ পরিপকাবস্থা বায়ুর প্রকোপকাল। আর ঋতু বিশেষেও দোষ বিশেষ প্রকুপিত হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে বায়ুর কোপ শরৎকালে পিত্তের কোপ ও বসন্তকালে কফ প্রকোপ হইয়া থাকে। এইরূপ যে যে দোষের যে যে প্রকোপ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষ জনিত ব্যাধির প্রকোপ হইয়া থাকে। এই কাল অনুসারেও সংপ্রাপ্তি বিভিন্ন প্রকার হয়। এস্থলে নিদানার্থ অর্থাৎ নিদান, পূর্ব্বরূপ রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে অর্থাৎ প্রত্যেকের স্ব স্ব লক্ষণ মাত্র বলা হইল। অতঃপর প্রতিরোগে ইহাদের বিষয় সবিশেষ রূপে উক্ত হইবে।

রোগোৎপত্তির বিবরণ।

ইতি প্রোক্তো নিদানার্থস্তব্যাসেনোপদেক্ষ্যতে।
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ॥
তৎ প্রকোপস্তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনং।
নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপজায়তে॥
তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্ত মুদীর্য্যতে॥
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোথ এব চ॥
অর্শোভ্যো জঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।
ক্ষয়ো রোগস্য হেতুত্বে শোষস্যাপ্যুপজায়তে॥
তে পূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ॥
কশ্চিদ্ধিরোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি।
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেঽপি চ॥
এবং কৃচ্ছ্রতমা নৃণাং দৃশ্যন্তে ব্যাধিসঙ্করাঃ।
তস্মাদ্‌ যত্নেন সদ্বৈদ্যেরিচ্ছদ্ভিঃ সিদ্ধিমিচ্ছতাং॥
জ্ঞাতব্যো বক্ষ্যতে যোঽয়ং জ্বরাদীনাং বিনিশ্চয়ঃ॥

কুপিত বায়ু পিত্ত ও কফই তাবৎ রোগের কারণ, আর নানাবিধ অহিত সেবনই সেই প্রকোপের হেতু আবার কোন কোন রোগ ও কোন কোন রোগের হেতু হইয়া থাকে। যথা জ্বরের সন্তাপে রক্তপিত্তরোগ জন্মে, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে রাজযক্ষ্ম; প্লীহার অতিবৃদ্ধিতো জঠররোগ, জঠর হইতে শোথ; অর্শঃ হইতে ক্লেশকর উদররোগ ও গুল্ম, প্রতিশ্যায় (মুখ হইতে নালাস্রাব) হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়, ও ক্ষয় হইতে শোষরোগ জন্মে! ইহারা প্রথমে কেবল মাত্র রোগ হইয়া পরে অন্তরোগের কারণ হইয়া থাকে। কোন কোন রোগ কোন কোন রোগের হেতুভূত হইয়া স্বয়ং প্রশমিত হয়, অপর কতকগুলি প্রশান্ত না হইয়া ক্রমাগত অন্তরোগের হেতুত্ব করিতে থাকে। এইরূপে মানবদিগের অতিকষ্টসাধ্য রোগসঙ্কর দৃষ্ট হয় অতএব যে সমস্ত সদ্বৈদ্য সর্ব্বতোভাবে রোগ শান্তির অভিলাষ করেন তাহার বক্ষ্যমান জ্বরাদি রোগের লক্ষণসমূহ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অবগত হন।

সুস্থের লক্ষণ।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥

বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু, ও মল সমভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে এবং যেরূপ শরীর তদনুরূপ কার্য্য করিলে সুস্থ কহিয়া থাকে। তন্ত্রে ও উক্ত আছে যে মল মূত্র এবং সমস্ত দোষ ও ধাতুর সমতা, অন্ন এবং পানীয় দ্রব্যে ইচ্ছা দেহের সুন্দরতা, আহারীয় বস্তুর পরিপাক, পরিপাক হইলে দেহের পুষ্টি, নিদ্রা ও জাগরণে সচ্ছন্দ বোধ মনোবৃত্তি কার্য্যকরণ এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে সুস্থ বলাযায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জ্বরোৎপত্তি।

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধরুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্বসংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ॥

দক্ষাপমানে মহাদেব অতিশয় রাগান্বিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতে জ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। জ্বর আটপ্রকার যথা পৃথৎ অর্থাৎ বাতপিত্ত ও কফ দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, ও পিত্তশ্লেষ্মা, সংঘাত অর্থাৎ সান্নিপাতিক, এবং আগন্তুক। এইক্ষণে ইহাদিগের প্রত্যেকের নিদান ও চিকিৎসার বিষয় বলা হইবে।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ॥
স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণস্তথা।
যুগপদ্‌যত্র রোগেচ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥

অবিধি আহার বিহারাদি দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের তাপকে বাহিরে নিঃক্ষেপ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। তাপ বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বক উষ্ণ হইয়া থাকে। যে রোগে একদা ঘর্ম্মরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গ বেদনা লক্ষিত হয় তাহার নাম জ্বর। কিন্তু সন্তাপই জ্বরের প্রধান লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

বাতিক জ্বরের রূপ।

বেপথু বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণং।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ।
শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্‌বক্ত্রবৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবন্ত্যনিলজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে, কম্প বেগ কণ্ঠ ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা হাঁচি না হওয়া দেহের রুক্ষতা সমস্ত গাত্রে মস্তকে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখের বিরুদ্ধ রস, মলের কঠিনতা, উদরে শূলবৎবেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভণ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাতিকজ্বর চিকিৎসা।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্॥
বিদধাতি জ্বরং দোষ স্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ।

অপক্ক বাতাদি দোষ আমাশায়স্থ হইয়া জঠরাগ্নি নষ্ট ও স্রোতঃ পথ রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্বরে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে এই অনুসারে জ্বররোগীর আরোগ্যকাল অবধি লঙ্ঘন বিধান দেওয়া হইয়াছে।

বাতজ্বরিণো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষমাহ চরকঃ।
জ্বরিতঃ ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্॥

চরকঃ।

বাতিকে সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজং॥

সুশ্রুতঃ।

চরক বাতজ্বরের যে প্রকার লঙ্ঘনবিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কিছু প্রকাশ করা হইতেছে। যথা ছয় দিন লঙ্ঘনের পর বাতিক জ্বরে লঘু আহার দিবেন, এবং শমনীয় পাচন ও কষায় পান করাইবেন।

জ্বরে সুশ্রুত যাহা কহিয়াছেন তাহা কিছু বলা হইতেছে যথা; বাতিক জ্বরে সাত দিনে পৈত্তিক জ্বরে দশম দিবসে এবং কফজ্বরে বার দিনে ঔষধ সেবন ব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু যদি এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে অন্নই দেহিদিগের এক মাত্র জীবন যে হেতু অন্ন ব্যতিরেকে মনুষ্যের জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই তখন এরূপ লঙ্ঘনে কি প্রকারে জীবন রক্ষা হইতে পারে। এক্ষণে উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই, যে জ্বর হইলে বাতাদিদোষ অত্যন্ত প্রবল হয় সুতরাং তাহাদের প্রভাবেই রোগী অনায়াসে লঙ্ঘন সহ্য করিতে সক্ষম হয়। দোষ হ্রাস হইলে আর কোন মতেই রোগী লঙ্ঘন করিতে পারে না। কফ ও পিত্ত, আম রসের পরিপাকে বহু লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আম রসের পরিপাক হইলে বায়ু ক্ষণ মাত্র লঙ্ঘন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

বাতজ্বরে ঔষধ

দশমূলাদি।

শ্রীফলঃ সর্বতো ভদ্রা কামদূতী চ শোনকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্র বৃহতী কলসী স্থিরা॥
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ।
মুস্তাবলামৃতা বালগ্রাক্ষারস শতাহ্বিকাঃ॥
এষাং কাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম্॥
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥

বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপানি চাকুলে, শোনা গোক্ষুর, কণ্টিকারী, রাস্না পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথা হরিতকী, বালা, দুরালভা এই কএক দ্রব্যের কাথ-সেবন করিলে সোপদ্রব বাত জ্বরের শান্তি হয়।

বৃহৎ পঞ্চ মূলাদি।

শ্রীপর্ণীতর্কারীশ্রীফলটুণ্টুকপাটলামূলৈঃ।
পাচনমুক্তিতং মারুতজ্বরহারি বারিণা কৃতৈঃ॥
সুশ্রুতঃ।

বিল্ব, বাম্ভারী, সোনা, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিবে। এই পাঁচটি মূল সিদ্ধ পাচন সেবন করিলে বাতজ্বর শান্তি হয়।

বিশ্বাদিপঞ্চমূলস্থ কাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে।
পাচনং পিপ্পলীমূলগুড়ূচীবিশ্বজোঽথবা॥

পিপুলের মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সমস্ত দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবনে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্যবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরাকলসীবিশ্বৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ পাথরকুচি, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে ও শুঁঠ মিলিত দুই তোলা। অর্দ্ধ সের জল, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। ইহাতে বাতিক জ্বর শান্তি হয়।

রাস্নাবৃক্ষাদনীদারুসরলৈলবালুকম্।
কষায়ঃ শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তো বাতজ্বরাপহঃ॥

রাস্না, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ ও এলবালুক মিলিত দুই তোলা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে অর্দ্ধ তোলা শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

বিশ্বাদিপঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা।
কুস্তুম্বুরুসমো হ্যেষঃ কষায়ঃ বাতিকে জ্বরে॥

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনে। মিলিত দুই তোলা জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবনে বাতিক জ্বর শান্তি হয়।

পিপ্পলীশারিবাদ্রাক্ষাশতপুষ্পাহরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্ত্যাংশ্বসনজজ্বরম্॥

পিপুল, অনন্তমূল, কিস্‌মিস, সুলফা, রেণুক এই সমস্ত দ্রব্য দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধ তোলা ইহা সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ূচী শারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা পুনর্নবা।
সগুড়োঽয়ং কষায়ঃস্যাদ্বাতজ্বরবিনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, কিস্‌মিস সুলফা, পুনর্ণবা ইহারা সমস্ত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধ তোলা ইহা সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরের রূপ।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছাদাহৌ মদস্তৃষা॥
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রমএব চ।

পিত্ত জ্বরে তীক্ষ্ণবেগ অতিসারবৎ তরল মল ভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি, এবং কণ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক অর্থাৎ এই সমস্ত স্থানে ক্ষত হওয়া আর ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপ বাক্য, মুখতিক্ততা, মুর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং মলমূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা গাত্র ঘূর্ণন্ প্রভৃতি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বর চিকিৎসা।

কলিঙ্গং কট্‌ফলং মুস্তং পাঠাতিক্তকরোহিনী।
পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, মুথা, আকনাদি ও কট্‌কী ইহাদের সমস্ত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর আরোগ্য হয়।

সক্ষৌদ্রং পাচনং দেয়ং তিক্তাব্দেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্।

কট্‌কী মুথা ও ইন্দ্রযব এই সমস্ত দুই তোলা জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবনে পিত্তজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

লোধ্রোৎপলামৃতাপদ্মশারিবাণাং সশর্করঃ।
ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হন্যাদথবা পর্পটোক্তঃ॥

লোধ, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প অনন্ত মূল। ইহারা সমস্ত মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবনে অতি শীঘ্র পিত্ত জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্দাহনাশনঃ॥

পলতা, যব উভয়ে দুই তোলা। জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে প্রবল পিত্তজ্বর এবং তৎসংক্রান্ত জ্বালা পিপাসা নিবারণ হয়।

দুরালভাপর্পটকপ্রিয়ঙ্গুভূনিম্ববাসাকটুরোহিণীনাম্॥
জলং পিবেচ্ছর্করয়াবগাঢ়ং তৃষাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ॥

দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাসক, ও কট্‌কী ইহারা সমস্ত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধ তোলা। ইহা পান করিলে পিপাসা রক্তপিত্ত, জ্বর, এবং গাত্রজ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়।

ত্রায়মানাচ মধুকং পিপ্পলীমূলমেব চ।
কিরাততিক্তকং মুস্তং মধুকং সবিভীতকম্॥
সশর্করং পীতমেতৎ পিত্তজ্বরবিনাশনম্॥

বলাসতা, যষ্টিমধু, পিপুলের মূল, চিরতা মুথা মউয়াফুল, বহেড়া এই দ্রব্য গুলিন্ মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবনে পিত্তজ্বর বিনাশ হয়।

মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কুটকারোহিণী সমা॥
অবস্থাপয়িতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্॥

কিস্‌মিস্ যষ্টিমধু, নিমছাল ও কট্‌কী, এই দ্রব্য গুলি মিলিত দুইতোলা। জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ শিশিরে রাখিয়া পিত্তজ্বরে পান করিতে দিবে।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥

ক্ষেৎপাপড়া রক্তচন্দন, বালা (পাথরকুচী) ও শুঁঠ সমুদায়ে দুই তোলা। জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। একমাত্র ক্ষেৎপাপড়াই যখন পিত্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ তখন ইহার সহিত রক্তচন্দনাদির যোগ হইলে যে আরও অধিকতর উপকার সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীরঘনচন্দনসাধিতম্।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ॥

শুঠ, পাথর কুচি, ক্ষেৎপাপড়া, বেণার মূল, মুথা, রক্ত চন্দন, ইহারা মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ

শীতল করিয়া পান করিলে পিপাসা, বমন, জ্বর গাত্রজ্বালা শান্তি হয়।

পর্পটামৃতধাত্রীণাং ক্বাথঃ পিত্তজ্বরাপহঃ।

ক্ষেৎপাপড়া, আমলকী, গুলঞ্চ এই দ্রব্য গুলি মিলিত ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধসের অবশিষ্ট অৰ্দ্ধপোয়া ইহা পান করিতে হইবে।

দুই তোলা ধনিয়া কুটিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া জলের সহিত পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, পরদিবস প্রাতে ছাঁকিয়া ঐ জলের সহিত অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বরে আভ্যন্তরিক জ্বালা আশু নিবারণ হয়।

গাত্রদাহ নিবারণের উপায়। পিত্তজ্বরে তাপিত ব্যক্তির শরীরে নিম্নলিখিত শীত ক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করিবে।

যে ব্যক্তি পিপাসায় ও গাত্রজ্বালায় অত্যন্ত অভিভূত হয়, তাহার মস্তকে ভূমিকষ্মাণ্ড (ভূই কুমড়া) লোধকাষ্ঠ, কদবেল, ছোলঙ্গ লেবু সমান পরিমাণে লইয়া দাড়িমের রসের সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ পিপাসা নিবারিত হয়।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া তৎপরে কাঁজী দ্বারা পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে, এই যোগটী আভ্যন্তরিক জ্বালার পক্ষে মহোপকারী।

কুলের পাতা প্রথমতঃ অল্প কাঁজীর সহিত বাটিয়া পরে অধিক পরিমাণ কাঁজীর সহিত মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিতে থাকিবে। মন্থন কালে যে ফেনা উঠিবে, সেই ফেনা গাত্রে মালিষ করিলে জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে ইহা বিশেষ পরীক্ষিত।

কুলপাতার ন্যায় নিমপাতার ফেণা প্রস্তুত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

জ্বরযুক্ত ব্যক্তিকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া নাভিস্থলে তাম্র কিম্বা কাঁসা প্রভৃতির গভীর পাত্র (বাটী) বসাইবে; ঐ পাত্রে উচ্চস্থান হইতে অধিক পরিমাণে শীতল জল ঢালিবে, ঐ জল উষ্ণ হইলে, তাহা ফেলিয়া পুনঃ শীতল জল ঢালিবে, এইরূপ তিন চারিবার করিলে অতি শীঘ্র জ্বালা নিবারিত হইবে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা অতীব আবশ্যক যে, জল ঢালিবার সময় বা পরে যেন শরীরে জলবিন্দু না পড়ে।

কাঁজীতে বস্ত্র ভিজাইয়া ঐ বস্ত্র গাত্রে ঢাকা দিলে গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

কফজ্বরের রূপ।

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগঃ আলস্যং মধুরাস্যতা॥
শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভঃ তৃপ্তিরথাপি বা॥
গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥

কফ জ্বরে, স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে ভিজা কাপড়ে আবৃতবৎ বোধ হওয়া, জ্বরের মন্দ বেগ, আলস্য, মুখমাধুর্য্য মল মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, ভুক্তবান্ ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনিচ্ছা, শরীরে ভার বোধ, শীতানুভব, বমন ভাব, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, মুখনাসিকা হইতে লালাস্রাব, অরুচি ও কাস এই সমস্ত লক্ষণ কফ জনিত জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কফজ্বর চিকিৎসা।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলংচব্যচিত্রকনাগরম্।
মরিচৈলাজমোদেন্দ্রপাঠারেণুকজীরকম্।
ভার্গীমহানিম্বফলং হিঙ্গুরোহিণীসর্ষপম॥
বিড়ঙ্গাতিবিষে মূর্ব্বা চেত্যয়ং কীর্ত্তিতো গণঃ॥
পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ারোচকজ্বরান্।
নিহন্ত্যাদীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্বামপাচনঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরীচ ছোট এলাচি, যোয়ান, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, জীরা, বামুনহাটীর মূল, মহানিমের ফল, হিঙ্গ, কট্‌কী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, অতৈষ, মুর্ব্বামূল উক্ত দ্রব্য গুলি মিলিত দুই তোলা জল অৰ্দ্ধসের অবশিষ্ট অৰ্দ্ধ পোয়া। ইহাতে প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকা হইতে লালাস্রাব) অরুচি, জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি বিনাশ করে এবং অগ্নিদীপক ও আমপাচক।

নিম্ববিশ্বামৃতাদারুশটীভূনিম্বপৌষ্করম্।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্॥

নিমছাল, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, দেবদারু শটী, চিরতা কুড়, পিপুল, গজপিপুল কন্টকারী সমস্ত মিলিত দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। পান করিলে কফজ্বর নষ্ট করে।

সিন্ধুবারদলক্বাথঃ সোষণঃ কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘাযোঃ বলে ক্ষীণে কর্ণে বা পিহিতে পিবেৎ॥

নিসিন্দে পাতা ২ তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ পিপুলের গুঁড়া চারি আনা এই ক্বাথ জঙ্ঘাদ্বয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্রুতি শক্তির হ্রাস হইলে পান করিবে।

আমলক্যভয়া কৃষ্ণা চিত্রকশ্চেত্যয়ং গণঃ।
সর্ব্বজ্বরকফাতঙ্কভেদী দীপনপাচনঃ॥

আমলকী, হরীতকী, পিপুল, রক্ত চিতার মূল, এই দ্রব্য গুলি সমস্ত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কফজ্বরীকে পান করিতে দিবে। ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক, ও কফরোগ প্রশমক, বিরেচক, অগ্নিদীপক ও পাচক।

ত্রিফলাপটোলবাসাচ্ছিন্নরুহা তিক্তরোহিণীষড়্ গ্রন্থাঃ॥
মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলীবাসকস্য বা ক্বাথঃ॥

হরিতকী আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, বাসক, গুলঞ্চ, কটুকী ও বচ, এই দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ-পোয়া, এবং ইহা ছাঁকিয়া কিঞ্চিত মধু মিশ্রিত করিয়া কফ জ্বরের রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
কাসশ্বাসজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই দ্রব্য গুলির সমভাগে চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করত দুই আনা কিম্বা চারি আনা চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কাস শ্বাস ও জ্বর দূরীভূত হয়, এইটি কফনাশক ঔষধ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দশমূল।

বেল ছাল, শোনার ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপর্ণী বৃহতী কন্টিকারী গোক্ষুর, চাকুলে। এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। উক্ত ক্বাথের সহিত অর্দ্ধ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা সংযোগঃ কাসশ্বাসজ্বরাপহঃ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে।

পিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বাস কাস জ্বর প্লীহা এবং হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে এই চূর্ণ অল্প বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ও বিশেষ উপকারী।

বাত পৈত্তিক জ্বরের রূপ।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমোদাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথুঃ রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ॥
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তকবেদনা কণ্ঠ ও মুখশোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎবেদনা হাই উঠা প্রভৃতি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাতপিত্তজ্বরচিকিৎসা।

নবাঙ্গ।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরং॥

শুঁঠ গুলঞ্চ, মুথা, চিরাতা, শালপানি, চাকুলে বৃহতী কন্টকারী ও গোক্ষুর, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া এই ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর দূরীভূত হয়।

ত্রিফলাশাল্মলীরাস্নারাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ।
কিরাততিক্তমমৃতাদ্রাক্ষামামলকীশটীম।
নিষ্‌ক্বাথ্য পিত্তানিলজে ক্বাথস্তং সগুড়ং পিবেৎ॥

হরিতকী, আমলা, বহেড়া, শিমুলের মূল,

রাস্না শোনালুর ফলের আটা, বাসক, এই সমস্ত মিলিত দুই তোলা। অর্দ্ধসের জল অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

নিদিগ্ধিকাবলারাস্নাত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ।
মধূকবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলালতা, গুলঞ্চ, শ্যামালতা এই সমস্ত মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্॥
বাতপিত্ত জ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, চিরতা, ও শুঁঠ, সমস্ত মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

মধুকং সারিবে দ্রাক্ষা মধুকং চন্দনোৎপলম্।
কাশ্মরী[illegible]কং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরম্॥
পরুষকং মৃণালঞ্চ ক্ষুণ্ণেহুত্তমবারিণি।
মধুলাজশিতাযুক্তং তৎশীতমুষিতং নিশি॥
বাতপিত্তজ্বরং দাহতৃষ্ণামূর্চ্ছাবমিভ্রমান্॥
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ॥

যষ্টিমধু অনন্তমূল, শ্যামলতা, কিস্‌মিস্, মৌয়া ফুল, রক্ত চন্দন, নিলোৎপল, গাম্ভারী ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধকাষ্ঠ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া পদ্মকেশর, পরুষফল, মৃণাল, এই সমস্ত দ্রব্য, মিলিত দুই তোলা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুটিয়া পূর্ব্ব দিন চেলুনি জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবস ছাঁকিয়া সেই জলের সহিত খৈ ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতপিত্তজ্বর, গাত্রদাহ, পিপাসা মূর্চ্ছা বমি, ভ্রম, ও রক্তপিত্ত রোগ বাতাহত মেঘের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যায়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের রূপ।

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাম্ভেদো নিদ্রা গৌরবমেবচ।
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনং॥
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

সর্ব্বদা শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আবৃতবৎ বোধ হওয়া, পর্ব্বভেদ (অর্থাৎ সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎবেদনা) অতিনিদ্রা, মস্তকবেদনা মুখনাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, জ্বরের মধ্যবেগ এই সমস্ত বাতশ্লেষ্মা জ্বরের লক্ষণ হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজ্বরচিকিৎসা।

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্॥
হৃত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি॥

বাত শ্লেষ্মা জ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে রুক্ষস্বেদ দেওয়া উচিত। স্বেদে স্রোতঃ সকল মৃদু, অগ্নিকে স্বকীয়াশয়গামী এবং বাতশ্লেষ্মজনিত স্তব্ধতা নাশ করিয়া জ্বর পরিত্যাগ করায়।

খর্পরভৃষ্টপটস্থিতকাঞ্জিকসিক্তো হি বালুকাস্বেদঃ।
শময়তি বাতকফামযমস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্॥

বালুকাস্বেদ। মৃত্তিকাপাত্রে তাজা বালি ভাজিয়া ঐ বালিতে কাঁজি সেচন করিয়া ঐ বালি বস্ত্রে পুটলী বাঁধিয়া গাত্রে লাগাইলে বাত শ্লেষ্মরোগ মস্তকবেদনা ও শরীরবেদনা আশু নিবারিত হয়।

মুস্তনাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্।
কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্॥

মুথা, শুঁঠ ও চিরাতা এই সমস্ত মিলিত দুই তোলা জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া, এই ক্বাথ বায়ু কফ ও আম নাশক ও জ্বর নাশ করিয়া থাকে।

পঞ্চ কোল।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্।
দীপনীয়ঃ স্মৃতোবর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহা অগ্নিদীপক কফ ও বায়ুনাশক।

১ তোলা পিপুল অর্দ্ধ-সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ পান করিলে শরীরস্থ ক্লেদ নষ্ট হয় বিশেষতঃ বাতশ্লেষ্মারোগ ও প্লীহাদি নষ্ট হয় এই ঔষধটী বাতশ্লেষ্মা জ্বরে বিশেষ উপকারী।

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুড়ূচী সদুরালভা।
কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দিদাহশোষজ্বরাপহঃ॥

মুথা, ক্ষেৎপাপড়া শুঁঠ, গুলঞ্চ দুরালভা মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধ সের জল অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। ইহা কফবাত অরুচি বমি জ্বালা শোষ ও জ্বরনাশক।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা।

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দ্দাহো মুহুঃশীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে মুখ, শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত ও পিত্তদ্বারা তিক্ত হয় এবং তন্দ্রা মূর্চ্ছা কাস অরুচি ও তৃষ্ণা মুহুর্মুহু দাহ ও মুহুর্মুহু শীত এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে লক্ষণ প্রকাশ হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচিকিৎসা

পটোলাদি।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতাগণঃ॥
পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দিজ্বরকণ্ডূবিষাপহঃ॥

পটোল পত্র, রক্তচন্দন, সূচীমুখী, কট্‌কী আকনাদি গুলঞ্চ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ। শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই পাচন সেবনে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর অরুচি কণ্ডু বিষ ত্রিদোষ জ্বর প্রভৃতি নিবারণ হয়।

গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং পদ্মকং চন্দনানি চ।
এষঃ সর্ব্ব জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ॥
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন, এই সমস্ত দুই তোলা জল অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া এই পাচন সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি পিপাসা বমি জ্বালা, প্রভৃতি নিবারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অত্যন্ত দাহ ও পিপাসায় বিশেষ উপকারী।

কণ্টকার্য্যাদি।

কণ্টকার্য্যামৃতাভার্গীনাগরেন্দ্রযবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিনী॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিকাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, আকনাদি; পাথর কুচি, বেনার মূল এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধ সের জল, শেষ অর্দ্ধ পোয়া এই পাঁচন পিত্ত প্রধান জ্বরে বিশেষ উপকারী।

অমৃতাষ্টক পাচন।

গুড়ূচীন্দ্রযবারিষ্টপটোলং কটুরোহিনী॥
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষঃ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাদাহনিবারণঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপাতা কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথের সহিত অর্দ্ধ তোলা পিপুলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমন অরুচি, তৃষ্ণা ও গাত্র দাহ প্রভৃতি উপসর্গ তৎক্ষণাৎ নিবারন হইয়া থাকে।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকীমুষ্ণবারিণা।
পীত্বাজ্বরং জয়েজ্জন্তুঃকফপিত্তসমুদ্ভবম্॥

শর্করা ও কট্‌কী প্রত্যেকে এক তোলা অল্প জলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বিদূরিত হয়।

পঞ্চতিক্ত।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সপৌষ্করৈশ্চৈব কিরাততিক্তম্।
পিবেৎকষায়ন্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁট কুড় ও চিরতা এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা জল অর্দ্ধ সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া, এই পাচন সর্ব্ব প্রকার জ্বর নিবারণ করে।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধনে ও পটোলপত্র এই দুয়ে দুই তোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া পান করিলে কফনাশ ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বায়ু পিত্ত সরল, আম রসের পরিপাক করিয়া জ্বর নাশ করে।

নবজ্বরে রসপ্রয়োগ

নবজ্বরাঙ্কুশ।

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্
নৈকুম্ভবীজান্যথ দন্তীবারিণা।
পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জা হি নবজ্বরাপহা
জলেন চাস্য শিতয়া প্রযোজিতা॥

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ হিঙ্গুল তিনভাগ, দন্তীবীজ চারিভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে দন্তীর ক্বাথে খলে পেষণ করিতে হইবে ভাল রূপে মিশ্রিত হইলে এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত অনুপানে ব্যবস্থা করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এবং লক্ষণ বুঝিয়া পাচন ও ব্যবহার হইতে পারে অতএব, জ্বরের লক্ষণ বিবেচনা করত পুর্ব্বোক্ত পাচনাদি ব্যবহার করিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর রস।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলীহিঙ্গুলং বিষং।
দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে॥

পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ এই সমস্ত সমভাগ লইয়া খলে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন বিধেয়। ইহা বাতজ্বর নাশ করিয়া থাকে। ইহার সহিত বাতিক জ্বরের পাচন ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

সচ্ছন্দভৈরভ রস।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদিনবজ্বরহরং পরং॥
আর্দ্রাযুগর্করাসিন্ধুযুতঃ সাচ্ছন্দভৈরবঃ।
ইক্ষুঃ দ্রাক্ষাং সিতাপাপি দধিপ্লুষ্যং রুচৌ দশেচ্ছ

তাম্রভস্ম ও বিষ সমভাগ একত্র ধুস্তুররসে সাত বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি পরিমাণে বটি প্রস্তুত করিয়া আদার রস ও চিনি অনুপানে সেবন করিবে। ইহাতে নব জ্বর আরোগ্য হয় এই ঔষধ সেবনান্তে ইক্ষু দ্রাক্ষা মিছরি ও দধি পথ্য করিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস।

বিষস্যৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্পলী কণা।
গন্ধকস্য তথাভাগং ভাগং স্যাট্টঙ্কনস্য চ॥
সর্ব্বত্র সমভাগং স্যাদ্বিঙ্গুলঞ্চ দ্বিভাগিকং।
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমানাং বটীশ্চরেৎ॥
জম্বীরস্য রসেনাত্র কার্য্যং হিঙ্গুলশোধনং।
রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।
গোমুত্রশোধিতশ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতং।
মৃত্যুরূপং জ্বরং হন্তি মৃত্যুঞ্জয়রসঃ স্মৃতঃ।
মৃত্যুর্শিনির্জিতো যস্মাত্তেন মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।
অব্যক্তঃ সিদ্ধিদঃ শুদ্ধো রোগঘ্নঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
যশঃপ্রদঃ লেহনশ্চ প্রোক্তঃ সর্ব্বজ্বরনিবর্হনঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে।
জম্বীররসযোগেন অজীর্ণ জ্বরনাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষম জ্বরনাশনঃ।
তীব্র জ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণাবটী চতুষ্টয়ী।
স্ত্রীবালবৃদ্ধক্ষীনেষু অর্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
অতিবৃদ্ধে চ ক্ষীণে চ শিশৌ চাল্পবয়স্কপি।
অর্দ্ধমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসারনিশ্চিতা।
নবজ্বরে মহাঘোরে যাবৈকামাশয়েদ্বটং।
মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রাম্রাশয়েদ্বটং।
সপ্তাহাৎ সন্নিপাতোত্থং জ্বরাজীর্ণকসংজ্ঞকং।

বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, (জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া হিঙ্গুল শোধন করিয়া লইবে, যদি এই ঔষধে ১ ভাগ রস মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে হিঙ্গুলের প্রয়োজন হয় না। বিষ গোমুত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শোধন করিয়া লইবে) আর জলে মর্দ্দন করত মুগপ্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। সাধারণ অনুপান মধু। বাতজ্বরে দধির মাত, সান্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণ

জ্বরে গোঁড়া লেবুর রস অনুপান, বিষম জ্বরে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও গুড়। মাত্রা যুবার পক্ষে ৪ বটী, অতিক্ষীণ, অতিবৃদ্ধের ও শিশুর পক্ষে চতুর্থাংশ। নবজ্বরে সেবন করাইলে সত্বর জ্বর নিবৃত্তি হয়। রোগী যদি ক্ষীণ না হয় এবং শ্লেষ্মাধিক্য না থাকে, তাহা হইলে চিনি ও ডাবের জল অনুপানে ঔষধ সেবন করাইবে। তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ প্রভৃতি আশু নিবারণ হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথ বটী।

শাণংগন্ধমথো রসস্য চ তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং।
তিক্তাচূর্ণমথাক্ষমেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ॥
পশ্চাত্তৎ সুবর্ণরসেন নতুবাকাথেঽথমলোত্রৈফলে।
সংশোষ্যাগুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্যত্নতঃ॥
জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন সুরবীপত্রস্য পর্ণস্য বা।
একদ্বিত্রিচতুঃক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কদুষ্ণাম্বুনা।
হন্তিশূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্॥
রেচনে দধিভক্তভোজনং বৈদ্যনাথ সুকুমাররেচনম্।
ভাষ্যব্রহ্মসমং কাথ্যং কাথস্যাষ্টাবশেষিতঃ।

গন্ধক ৪ মাষা, রস ৪ মাষা। উভয়ে উত্তম রূপ মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত দুই তোলা কট্কী চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অতঃপর উচ্ছেপাতার রসে তিনবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া কলাই প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উচ্ছেপাতার অথবা পানের রস এবং উষ্ণ জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১টী হইতে ৪ টি পর্য্যন্ত বটীকা ব্যাবহার করিবে। এই ঔষধ মৃদু বিরেচক, ইহাতে নূতন জ্বর প্রভৃতি সমস্তই প্রশমিত হয়।

চণ্ডেশ্বর রস।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং মর্দ্দয়েদেকযামকম্।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্॥
নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসে পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
গুঞ্জেকার্দ্রিরসেনৈব দত্বা হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ॥
বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্মদ্বিদোষজমপিক্ষণাৎ।
সুশীতলজলে স্নানং তৃষার্ত্তে ক্ষীরভোজনম্॥
আম্রক পণসংকৈব চন্দনাগুরুলেপনম্।
এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদযঙ্গমঃ।
এষ চণ্ডেশ্বরোনাম সর্ব্ব জ্বরকুলান্তকৃৎ॥

রস, গন্ধক, বিষ, তাম্র এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে পরে যথাক্রমে আদার রসে, নিসিন্দা পত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া এবং মাড়িয়া ১রতি প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস মধু। ইহাতে নানা প্রকার জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

রত্নগিরি রস।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রহাটকম্।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকম্॥
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্‌ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্॥
শিগ্রু বাসকনির্গুণ্ডীবচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ।
ক্ষুদ্রামৃতাজয়ন্তীভি র্মুনিব্রাহ্মীসতিক্তকৈঃ॥
কথামান্ত দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিবারে ত্রিধা ত্রিধা।
রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যা বালুকাযন্ত্রমধ্যগা॥
যত্নে নিরুদ্ধা যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষামাত্রং রসস্য বৈ॥
কৃষ্ণাধান্যকসমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অয়ং রত্নগিরির্নামঃ রসোযোগস্য বাহ্যকঃ॥

রস ১ভাগ, গন্ধক, ১ভাগ, তাম্র ১ভাগ, অভ্র ১ভাগ, স্বর্ণ ১ভাগ, লৌহ, অর্দ্ধভাগ, বৈক্রান্ত লৌহের অর্দ্ধেক। এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, পরে চূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকলের রসে ভাবনা দিবে। যথা সজিনা, বাসক, নিসিন্দা বচ চিতা ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব কন্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মী, তিতরাজ ঘৃতকুমারী। প্রত্যেক রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া বোতলে পুরিয়া রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে লঘুপুটে পাক করিবে। উত্তম রূপে শীতল হইলে ঔষধ উঠাইয়া লইবে নবজ্বরে ব্যবহেয়। অনুপান পিপুল ও ধনিযার কাথ। মাত্রা ২ রতি এই ঔষধ সেবন করিলে নবজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা একটী জ্বরের প্রধান ঔষধ।

সান্নিপাতিক জ্বরের রূপ।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষেরক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তান্দ্রামোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরং।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ॥
শিরসো লোঠনংতৃষ্ণা নিদ্রানাশোহৃদি ব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥
কৃশত্বংনাতিগাত্রানাং প্রততং কণ্ঠকূজনং।
কোঠানাংশ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চদর্শনং॥
মূকত্বংস্রোতসংপাকো গুরুত্বমুদরস্যচ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাত জ্বরাকৃতিঃ॥

সান্নিপাত জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, ক্ষণে ক্ষণে শীত ও অস্থিসন্ধিমস্তকাদিতে বেদনা। নেত্র দ্বয় জলপূর্ণ, ঘোলাটে, রক্তবর্ণ বিস্ফারিত বা অতিকুটিল। কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাযুক্ত হয় কণ্ঠ শূকাদি দ্বারা আবৃত বোধ হয়। তন্দ্রা মূর্চ্ছা প্রলাপবাক্য, কাস শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ গোজিহ্বারন্তায় খরস্পর্শ (অর্থাৎ খস্ খসে) অঙ্গ সকল অতিশয় শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্ত উদ্গিরণ, ইতস্ততঃ শিরঃসঞ্চালন। তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ হৃদয়ে বেদনা, দীর্ঘকাল পরে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের অল্প পরিমাণে নির্গম, দোষপূর্ণহেতু শরীরের নাতিকৃশত্ব, কণ্ঠে প্রতিনিয়ত অব্যক্ত শব্দ, শ্যাব বা রক্ত কোঠের ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন সকলের উৎপত্তি, অতি অল্পকথন, মুখনাসাদিস্রোতঃ সকলের পাক, উদরে ভার বোধ, রসপূর্ণহেতু বাতাদি দোষের, অতি বিলম্বে পরিপাক, এই সমস্ত লক্ষণ সান্নিপাতিকে প্রকাশিত হয়।

চরকগ্রন্থে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বরের উল্লেখ আছে কিন্তু নিদানে কেবল মাত্র ত্রিদোষ জনিত সান্নিপাতের লক্ষণ উক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত আরও দ্বাদশবিধ সান্নিপাতিক লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিতেছেন।

১। ভ্রম, পিপাসা, ভারবোধ ও মস্তকে অতিশয় বেদনা এই সমস্ত গুলি বাতোল্বন হীনকফ সান্নিপাতিকের লক্ষণ।

২। শৈত্য, কাস, অরুচি তন্দ্রা পিপাসা দাহ ও হৃদয়ের বেদনা এ সকল বাতকফোল্বণ হীন পিত্ত সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ জানিবে।

৩। বমন, শৈত্য, মুহুর্মুহু, দাহ, তৃষ্ণা মোহ ও অস্থিবেদনা এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হীনবাত সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। সন্ধি, অস্থি, ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, অতিশয় উত্তাপ, দেহের ভারবোধ, ভ্রম, পিপাসা এবং কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা এই সমস্ত গুলি বাতোল্বণ হীনপিত্তশ্লেষ্মসান্নিপাতিকের লক্ষণ জানিবে।

৫। মল মূত্রের রক্তবর্ণতা, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা এই সকল পিত্তোল্বন হীন বাত শ্লেষ্মসান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৬। আলস্য, অরুচি, বমন বেগ, দাহ, বমি, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস, এই সমস্ত কফোল্বণ হীন বাতপিত্তসান্নিপাত জ্বরের লক্ষণ জানিবে।

৭। মুখ নাসিকা হইতে স্রাব, বমি, আলস্য তন্দ্রা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল হীন বাত পিত্তমধ্যশ্লেষ্মোল্বণসান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৮। মূত্র ও চক্ষুদ্বয়ের পীতবর্ণত্ব, দাহ, পীপাসা, ভ্রম ও অরুচি এই গুলি হীনবাত মধ্যকফপিত্তোল্বণসান্নিপাতিকের লক্ষণ হইয়া থাকে।

৯। শিরঃবেদনা কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, বমি ও অরুচি এই সমস্ত হীনপিত্তমধ্যকফ-বাতোল্বণসান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশিত হয়।

১০। দেহের গুরুতা শৈত্য তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থি ও মস্তকে অতিশয় বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ হীনপিত্ত, বাতমধ্য কফোল্বণসান্নিপাতের লক্ষণ জানিবে।

১১। অতিরিক্ত তরল মল ভেদ, অগ্নিমান্দ্য, তৃষ্ণা দাহ, অরুচি ভ্রম, এই সকল গুলি হীন কফবাতমধ্যপিত্তোল্বণসান্নিপাত জ্বরে উৎপন্ন হয়।

১২। কাস, শ্বাস, মুখ নাসিকা হইতে স্রাব, মুখশোষ পার্শ্ববেদনা, এই লক্ষণ সমস্ত হীন কফপিত্তমধ্যবাতোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

(সান্নিপাতিকের অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য লক্ষণ।

দোষে বিবদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ।
সন্নিপাত জ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা॥
সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপিবা।
পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তিবা॥
সপ্তমীদ্বিগুণা চৈব নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায়চ বধায়চ॥

সন্নিপাত জ্বরে যদ্যপি বাতাদি ত্রিদোষ ও মলবদ্ধ এবং অগ্নিনাশ হয় আর যদি সম্পূর্ণ রূপে লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে উহা অসাধ্য ইহার অন্যথা হইলে কষ্টসাধ্য এই জন্য সান্নিপাতিক জ্বর কখনই সহজ হয় না।

সান্নিপাতিক জ্বর প্রায়ই সাত দিন, দশ দিনে, হয় প্রশমিত হয়, না হয় রোগীর প্রাণনাশ হয়। তন্ত্রান্তরে সাতদিন বা চোদ্দদিন বা আটার দিন, ১১ দিন বাইশ দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার রোগ আরোগ্যের, বা রোগীর মৃত্যুর দিন নির্দ্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বিকল্প ঘটিবার কারণ এই যদি ক্রমশ শুক্রাদি সপ্ত ধাতুর পাক হয় তাহা হইলে রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু, কিন্তু যদি বাতাদি দোষত্রয়ের পরিপাক হয় তাহা হইলে রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ধাতু পাকের লক্ষণ—নিদ্রানাশ, হৃৎস্তম্ভ, উদরের বিষ্টব্ধতা, দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলক্ষয়। দোষত্রয় পাকের লক্ষণ—জ্বরে বাতাদি দোষের লঘুতা, ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা এবং ধাতু পাকের যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহার বিপরীত জানিবে। সন্নিপাত জ্বরের শেষাবস্থায় যদি কর্ণমূলে দারুণ শোথ হয় তাহা হইলে রোগী কচিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য ও মধ্যাবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

'সন্নিপাতজ্বরচিকিৎসা'

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনং চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥

সান্নিপাতিক জ্বরে প্রথমতঃ লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন ব্যবস্থা করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিখিত হইতেছে।

সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ॥

সন্নিপাত জ্বরে সর্ব্বাগ্রে আম ও কফ দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শান্তি করা বিধেয়।

লঙ্ঘনম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপিবা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ॥
দোষণামেবসা শক্তি র্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নহি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥

সন্নিপাত জ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন অথবা দশ দিন পর্য্যন্ত উপবাস করা বিধেয়, অর্থাৎ যে অবধি আরোগ্য না হয় সে পর্য্যন্ত উপবাস সহ্য হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত উপবাস সহ্য হয় সেই পর্য্যন্তই দোষের শক্তি বুঝিতে হইবে। দোষ ক্ষয় হইলে আর উপবাস সহ্য হয় না। ইহা পূর্ব্বে একবার উক্ত হইয়াছে।

স্বেদক্রিয়া।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্ন মুহুর্মুহু কার্য্যং স্বেদনং সান্নিপাতিনাম্॥
সন্নিপাতে জলমগ্নো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ॥
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
প্রযোগা বহবঃ সন্তি সবিধা নির্দ্বিধা অপি।
বহ্ন্যুপায়ং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে॥
প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া॥

স্বেদ ব্যতীত সন্নিপাত কখনই প্রশমিত হয় না। সেই জন্ত সান্নিপাতিক জ্বরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ ক্রিয়া করিবে। যেহেতু সন্নিপাতে মনুষ্যের সর্ব্ব শরীর জল পূর্ণ হয় সুতরাং অগ্নি ক্রিয়া ভিন্ন তাহা কোনমতেই শোধন হয় না। সবিষ, নির্ব্বিষ অনেক প্রকার প্রয়োগ আছে, কিন্তু অগ্নি উত্তাপ ব্যতীত তাহাদের বীর্য্য কার্য্যকর হয় না। নানাবিধ প্রতিকার করিয়া যাহার চেতন লাভ না হয় তাহার পদতলে বা কপালে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দাহ করিবে।

সন্নিপাতে শীতক্রিয়া।

লৌহিত্যে নেত্রপ্রান্তৌ প্রলাপমূর্দ্ধচালনে।
ন স্বেদো শুভদোজ্ঞেয়ঃ তত্রশীতক্রিয়াহিতা॥

যেখানে সান্নিপাতিকে চক্ষু রক্তবর্ণ প্রলাপ ও শিরশ্চালন লক্ষণ দৃষ্ট হয় তথায় স্বেদক্রিয়া শুভদায়ক নহে তথায় শীত ক্রিয়া দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

নস্য।

লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্।
সিতীকৃষ্ণটীকাতাঞ্জলং পানানুনস্যাদপাঞ্জনাচ্চ।
দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশ্বেত শমমেতি॥

রসুন মরিচ সমভাবে পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রের পুটলী করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। কাল কুঁকুড়ার ডিম্বের ভিতরের তরলাংশ পান করিলে ও নস্যরূপে গ্রহণ করিলে এবং অঞ্জন করিলে প্রবল সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়।

অবলেহ।

কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চকারবী।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনাসহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোধং নিযচ্ছতি॥
উর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উক্তে স্বেদাদিকর্ম্মণি।
বিরোধ্যাকে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোবাদ্রকজৈরসৈঃ॥

কুড়, কট্ফল, কাঁকড়া শৃঙ্গী, শুঁট, পিপুল, মরিচ, হরভালতা, কৃষ্ণজীরা এই সমস্ত দ্রব্য ভাল রূপ চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত অবলেহ করিলে, ঘোরতর সান্নিপাতিক, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোধ নিবারণ হয়, উর্দ্ধশ্লেষ্মবিনাশার্থে উক্ত স্বেদাদি কার্য্য আবশ্যক হইলে মধু না দিয়া আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। যেহেতু মধু উক্ত ক্রিয়াবিরোধি।

নিষ্ঠীবন।

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্॥
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তেনাস্য হৃদয়াৎ শ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ,
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে॥
পর্ব্বভেদো জ্বরোমূর্চ্ছা নিদ্রাকাসগলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি॥
একদ্বিত্রিঃশ্চতুঃ কুর্য্যাদ্দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভৈষজং সন্নিপাতিনাম্।

সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সমভাগ চূর্ণ করিয়া আদার রসে গুলিয়া আকণ্ঠ মুখে পূর্ণ করিয়া ধারণ করিবে উহাতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠিবে। এই নিষ্ঠীবন দ্বারা হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও গলা হইতে অতিশয় গাঢ়রূপে সংলগ্ন বা শুষ্কশ্লেষ্মা সমস্ত আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া গিয়া শরীরের ভার কমিয়া যায়। এবং সন্ধিস্থলে বেদনা, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাশ, গলরোগ, মুখ ও চোক্ষের ভার, জড়তা উপস্থিত, বমি প্রভৃতি নিবারণ হইয়া যায়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার দুই বার তিনবার পর্য্যন্ত নিষ্ঠীবন ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা সান্নিপাতিকের প্রধান ঔষধ।

দশমূল।

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারীপাটলাগণিকারিকাঃ।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণীবৃহতীদ্বয়ো গোক্ষুরম্॥
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলন্ত সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসেচ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে।
পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশকম্॥

মহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল এই উভয়কে

দশমূল কহে। বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী এই কয়েকটীকে মহৎ পঞ্চমূল কহে। শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাঁচটীকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। মহৎ পঞ্চমূল অগ্নিদীপক ও বায়ু নাশক। স্বল্প পঞ্চমূল বাত-পিত্তনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধনকারী। দশমূল সন্নিপাতজ্বরনাশক এবং কাস, শ্বাস, তন্দ্রা ও পার্শ্ব-শূলে প্রশস্ত। পরন্তু পিপুলের সহিত দশমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিলে কণ্ঠ ও হৃদয় বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশাঙ্গ।

চিরজ্বরে বাতকফোত্থণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ
কিরাতাতক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতা-
বিমিশ্রঃ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গ। পূর্ব্বোক্ত দশমূল, চিরাতা, শুঁঠ মুথা ও গুলঞ্চ ইহাদের সমস্ত দুই তোলা জল, অর্দ্ধ সের শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ বাত কফোত্থণ বহুকালীয় জ্বরে এবং এইরূপ ত্রি-দোষজনিত জ্বর প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন রোগীর উদরে মল বদ্ধ থাকিলে মল শুদ্ধির জন্য তেউড়ি চূর্ণ দুই আনা কি চারি আনা মাত্রায় উক্ত ক্বাথের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে মৃদু বিরেচক হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মহর অষ্টদশাঙ্গ।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্।
ভার্গীকুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী।
অষ্টদশাঙ্গ ইত্যেষঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসহিক্কাবমীহরঃ॥

বাত শ্লেষ্মহর অষ্টদশাঙ্গ। পূর্ব্বোক্ত দশ মূল, শাঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল অভাবে কুড়, দুরালভা বামনহাটীর মূল, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কটকী, সমস্ত মিলিত দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে, সন্নিপাত, কাস, শ্বাস, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা হিক্কা ও বমি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টদশাঙ্গ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দতি-
ক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকাসরুচিদাহমোহশ্বাসাদিযুক্তা-
মখিলং জ্বরমাশুহন্তি।

পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টদশাঙ্গ। পূর্ব্বোক্ত দশ-মূল চিরাতা দেবদারু শুঁঠ, মুথা, কট্‌কী ইন্দ্রযব, ধনিয়া গজপিপুল, সমস্তদ্রব্য মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া এইক্বাথ সেবনে তন্দ্রা, প্রলাপ কাস, অরুচি শিরঃবেদনা, মোহ ও শ্বাসাদিযুক্ত, সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাত জ্বর বিদূরীত হয়।

বৃহৎ কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠাপুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটী ভৃঙ্গকণাহ্বয়ম্॥
তিক্তা ভয়াম্বুকৈরাতং ভার্গীরামটকং বলা।
দশমূলী কণামূলং নিঃক্বাথ্য ক্বাথমুত্তমম॥
হিঙ্গ্বার্দ্র করসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্।
কর্ণশূলোত্তবং শোথং হন্নাত্তমুখাময়ান্।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্।
শিরো গুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্॥

বৃহৎ কট্‌ফলাদি। কট্‌ফল, মুথা বা আকনাদি, কুড় কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শুট, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কটুকী, হরিতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিঙ্গু, বেড়েলা, দশমূল পিপুলমূল, এই সকল দ্রব্য মিলিত দুই তোলা। অর্দ্ধসের জল অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। হিঙ্গ ও আদার রস মিশাইয়া সেবন বিধেয়। এই ক্বাথ পান করিলে সান্নিপাত জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গল-রোগ, কর্ণশূলোৎপন্নশোথ, হনুরোগ, মুখ-রোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিররোগ, মস্তক ভার ও বধিরতা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার পীড়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অভিন্যাস জ্বরের রূপ।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃস্রোতোঽনুগামিনঃ।
আমান্বিতৃদ্ধা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ॥
জনয়ন্তি মহাঘোরমভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ং।
জন্তৌ নেত্রে প্রবৃত্তিং স্যান্নচেষ্টাং কাঙ্ক্ষিণীহতে॥
নচ দৃষ্টি র্ভবেত্তস্য সমর্থা রূপদর্শনে॥
ন ঘ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈববুধ্যতে॥
শিরো লোঠয়তেঽভীক্ষ্ণ মাহার নাভিনন্দতি।
কূজতি তুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে॥
অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ সউচ্যতে।
প্রত্যাখ্যাতঃ সভুম্বিষ্ঠঃ কশ্চিদেবাত্র সিদ্ধতি॥

কুপিত বাতাদি ত্রিদোষ, বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃ সমূহে গমন করিয়া আম রসের সহিত মিলিত হইয়া চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করত অতি কঠিন ও ভয়ঙ্কর অভিন্যাস নামক সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন করে এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি রহিত হয় কাহাকেও চিনিতে পারে না, ও কাহারও কথা বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন (কোথ পাড়া) ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কিছুই খাইতে চাহে না নিয়ত সূচিভেদবৎ বেদনা অনুভব করিয়া থাকে বাক্যালাপ এক কালীন তিরোহিত হইয়া যায় যদিও কথা কহে অতি অল্প। এই রোগী বিশেষরূপে ত্যাজ্য কদাচিৎ কাহাকেও এই ঘোর পীড়া হইতে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

অভিন্যাস জ্বরচিকিৎসা।

নিদ্রোপেত মভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্।

অভিন্যাস জ্বর ও সান্নিপাতজ্বরেরই অবান্তর মাত্র সুতরাং অভিন্যাস জ্বর ও ত্রিদোষেই জন্মে এবং লক্ষণ ও সমস্তই প্রায় সান্নিপাতের ন্যায়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে এই জ্বরে রোগী সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকে। অপর যদি অভিন্যাস জ্বর ও সন্নিপাত জ্বর ক্ষীণ ধাতু প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উভয়কেই (হতৌজা) কহে।

কারব্যাদি।

কারবীপুষ্করৈরণ্ডত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শঠী শৃঙ্গী যাসভার্গী পুনর্নবাঃ॥
তুল্যা মূত্রেণ নিঃকাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসং জ্বরং ঘোর মাশুঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্॥

কৃষ্ণজীরা, কুড়, ভেরেণ্ডার মূল, বলাডুমুর, শুঁঠ গুলঞ্চ দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী, পুনর্ণবা মিলিত দুই তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া ইহা রোগীকে সেবন করাইলে নাড়ী সকল বিশুদ্ধ ও এই ভয়ানক অভিন্যাস জ্বর নিবারণ হয়।

সন্নিপাত জ্বরে কম্প প্রলাপ নিদ্রাবির্ভাব এবং ওজধাতুর নাশ হইলে রোগীকে অভিন্যাস জ্বরে আক্রমণ করিয়াছে জানিতে হইবে তাদৃশ অবস্থায় দুগ্ধাদি এককালীন পরিবর্জ্জনীয় তৃষ্ণা ও দাহ অভিভূত রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে না। বাতশ্লেষ্ম প্রধান জ্বরে পুরাতন ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করাইবে তদ্দ্বারা সত্বর সুদারুণ সন্নিপাত প্রশমিত হইয়া যায়।

কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা ঐস্থানের রক্ত মোক্ষণ করাইবে। কুলত্থ কলাই কট্‌ফল, শুঁঠ কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে অগ্নিসিন্ন সিজপত্ররসে পেষিত ও সুখোষ্ণ করত মুহুর্ম্মুহু কর্ণ মূলে প্রলেপ দিলে সন্নিপাত জনিত কর্ণ মূলের শোথ নিবারণ হয়।

সান্নিপাত জ্বরে বেতাল রস।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিন্নয়া তাবদ্ যাবজ্জায়তে কজ্জলম্॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন হরেদ্ দ্বাদশসংজ্ঞকম্॥
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
মানেষু শিশুদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালো যমদূতনিবারকঃ॥

রস, গন্ধক, বিষ, মরিচ, হরিতাল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কর্জ্জলবৎ করিবে দুই রতি প্রমাণ বটী।

সন্নিপাত জরে মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য।

সূচিকা ভরণো রসঃ।

অমৃতং গরলং দারু স্বর্ণতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং।
পঞ্চপিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ ॥
বটীকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাতকুলান্তকৃৎ।
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধিভক্তকম্ ॥

কাটবিষ, সর্পবিষ, দারুমুজ, প্রত্যেকে ১ ভাগ হিঙ্গুল ৩ ভাগ এই সমুদায় মৎস্য মহিষ ময়ুর ছাগ ও বরাহের পিত্তে এক, এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনু-পান ডাবের জল। ঔসধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিল তৈলাদি মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতক্রিয়া করিবে। ইহা সেবনে মৃত প্রায় ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রভাকর।

রসেনগন্ধং দ্বিগুণং কৃশানুরসৈঃ বিমর্দ্দমাষ্টাদিনং সুধর্ম্মে।
রসাষ্টভাগম্ অমৃতঞ্চদদ্যাদ, বিপাচয়েৎ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ ॥
পিত্তৈশ্চ সম্ভাবিত এষ দেয় ত্রিদোষনীহারবিনাশ সূর্য্যঃ ॥

রস ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ একত্র কর্জলী করিয়া ৮ দিন চিতার রসে মর্দ্দিত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রসের অষ্ট ভাগ ও চিতার রস মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে সন্নিপাত বিনষ্ট হয়।

সান্নিপাত ভৈরব।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃসমম্।
দার্ব্বিমুখঞ্চ গরলং সর্ব্বঞ্চ সমহিঙ্গুলম্ ॥
মুদ্গপ্রমাণং বটিকাং কারয়েৎ কুশলোভিষক্।
সন্নিপাতে বটীমেকা মার্দ্রস্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ ॥
রসো মহাপ্রভাবোহয়ং সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ ॥

পারা ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দারুমুজ ১ ভাগ, কৃষ্ণ সর্প বিষ ১ ভাগ হিঙ্গুল ৮ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটীকা করিবে সন্নিপাতে আদার রসের সহিত ১টা করিয়া বটী সেবন করাইবে।

স্বল্পকস্তুরী ভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জাতীকোষফলং তথা।
মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তুরী চ সমাংশিকা।
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে ॥

হিঙ্গুল বিষ, সোহাগার খই, জৈত্রী, জায় ফল মরিচ, পিপুল, মৃগনাভি প্রত্যেক সমভাগে জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সান্নিপাতিক জরে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ত্রিদোষ জনিত অল্প উপসর্গের স্থলে বেতাল প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কোষ্ট বদ্ধ গাত্র বেদনা মস্তক বেদনা থাকিলে তাহাতে দশমুলের সহিত বিরেচনকারী কট্‌কী শোনামুখি, দ্রাক্ষা প্রভৃতি মৃদু বিরেচন ব্যবস্থা করিবে, সন্নিপাতের প্রবল অবস্থায় শিরঃ সঞ্চালন, নেত্রের রক্তবর্ণ সর্ব্বদা উঠিবার চেষ্টা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে শীত ক্রিয়া করা বিধেয় তখন বিশেষ উগ্রবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার করিবে না। অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাপ্রধান্য দেখিলে অর্থাৎ রোগী অজ্ঞানাবস্থা সর্ব্বদা নিদ্রিতভাব বাকশূন্য অত্যন্ত ক্ষীণ তখন নস্য এবং শ্লেষ্মনাশক কষায় বলকারক ঔষধ কস্তুরী ভৈরভ রসসিন্দুর প্রভৃতি মধুর সহিত ব্যবস্থা করিবে উদরাময় উপস্থিত হইলে উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ বন্ধ করিয়া ধারক ঔষধ এবং লঘু পথ্য দিবে।

আগন্তুক জ্বরের রূপ।

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ
আগন্তুর্জায়তে দোষৈর্যথাস্বংতং বিভাবয়েৎ
শ্রাবস্তাতা বিষকৃতে তথাভিসার এবচ।
ভক্তারুচিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া ॥

ওষধিগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুস্তথা।
কামজে চিত্ত বিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনং॥
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চবেপথুঃ॥
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনং॥
কামাশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়োমলা।
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্তলক্ষণঃ॥

অভিঘাত অর্থাৎ শস্ত্র লোষ্ট্র মুষ্টি বা লাঠিদ্বারা অভিচার অর্থাৎ নিরপরাধী ব্যক্তির মরণার্থ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিশেষ অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহণের ও কথাদির সম্বন্ধ এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ এই সমস্ত কারণে আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং উপযুক্ত অভিঘাতাদির যে যে কারণে বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে সেই সেই কারণোদ্ভূত আগন্তু জ্বরের ও সেই সেই দোষের অনুবন্ধ থাকে।

বিষাদির দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাতে মুখের শ্যাববর্ণতা অতিসার অরুচি পিপাসা সূচীবেধবৎ বেদনা ও মুর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ওষধি বিশেষের আঘ্রাণে যে আগন্তুক জ্বর হয় তাহাতে মুর্চ্ছা শিরঃ বেদনা ও বমি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অভিমত কামাদির অপ্রাপ্তির জন্য যে কামজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে চিত্তভ্রংশ তন্দ্রা আলস্য ও অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অভিচার অভিশাপাদি দ্বারা জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাভিষঙ্গ জ্বরে উদ্বিগ্নচিত্ততা হাস্য রোদন ও কম্পাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কামজ শোকজ, ও ভয়জনিত জ্বরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গ জ্বরে বাতপিত্তকফ তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আর যে ভূতগ্রহণের আশ্রয়ে জ্বর হয় সেই ভূতের হাস্য রোদনাদি লক্ষণ হইয়া থাকে এস্থলে যে যে দোষের আধিক্য দেখিবে তদনুযায়ী ঔষধ ও কষায়াদি পথ্যাদি দিয়া চিকিৎসা করিবে।

বিষম জ্বরের রূপ।

দোষঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরাৎ স্বষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং॥
(সন্ততং সততান্যেদ্যু স্তৃতীয়ক চতুর্থকান্)।
সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ।
মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করং॥
সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহ মথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গীস্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।
অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্রে এককালং প্রবর্ত্ততে॥
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ॥
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরং।
কফপিত্তাত্রিক গ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃস্যাত্তৃতীয়কঃ॥
চাতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরং।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ॥
বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
মধ্যোঽহনী জরয়ত্যাদাবন্তে চ মুঞ্চতি।
নিত্যং মন্দজ্বরোরুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী।
প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরবিলেপীচ সশীতঃস্যাৎ প্রলেপকঃ॥

যথা নিয়মে চিকিৎসা না করিয়া যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি দ্বারা সহসা জ্বর বন্ধ করা যায় তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদি দোষ সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত না হইয়া অনতিবল হইয়া দেহে অবস্থিতি করে, পরে আহার বিহারাদির অহিতাচার দ্বারা সেই অনতিবল দোষ পুনারায় বলবান্ হইয়া রসরক্তাদি যে কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করতঃ বিষম জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে প্রথম হইতেই বিষম জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সন্তত সতত অন্যেদ্যুষ্ক তৃতীয়ক ও চাতুর্থকাদি নামে অভিহিতক হয়।

বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহা সবিশেষ লিখিত হইতেছে। দোষ রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্তত, রক্তকে আশ্রয় করিয়া সতত মাংসকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুষ্ক মেদকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়ক এবং অস্থিকে আশ্রয় করিয়া চাতুর্থক প্রভৃতি বিষম জ্বর উৎপাদান হইয়া থাকে। এবং এই চাতুর্থক জ্বর অত্যন্ত ভয়ংকর।

যে জ্বর সাত দিন, দশ দিন, বার দিন নিয়ত ভোগ করে তাহাকে সন্তত কহে।

যে জ্বর অহোরাত্রের মধ্যে দুই বার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে কিম্বা একবার কেবল দিনেইদু ইবার এবং রাত্রিতে দুইবার হইয়া থাকে তাহাকে সততক জ্বর কহিয়া থাকে। অথবা দ্বৈকালীক জ্বর বলা যায়।

যে জ্বর দিবা রাত্র মধ্যে একবার হইয়া থাকে তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক বলে।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ এক দিন অন্তর হয় তাহাকে তৃতীক এবং যে জ্বর চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে তাহাকে চাতুর্থক কহে। কেহ কেহ ভূতাভিসঙ্গোত্থ জ্বরকেও বিষম জ্বর বলিয়া থাকেন।

তৃতীয়ক জ্বর পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইলে উৎপন্ন হইবার সময় কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থান, বাতশ্লেষ্মোল্বন হইলে পৃষ্ঠে এবং বাতপিত্তোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। তৃতীয়ক জ্বর এই তিন প্রকার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আর চাতুর্থক জ্বর শ্লেষ্মোল্বন হইলে সর্ব্বাগ্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে বিস্তার হইয়া থাকে।

যে জ্বর মধ্যে দুই দিন ক্রমাগত ভোগ করিয়া আদি ও অন্ত এই দুই দিন বন্ধ থাকে তাহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর কহে। চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর ও এক প্রকার বিষম জ্বর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বাতবলাসক জ্বরে রোগী শ্লেষ্মবহুল জড় প্রায় রুক্ষদেহ শোথবিশিষ্ট এবং অবসন্ন হয়। এই জ্বর নিত্য মন্দ মন্দ গতিতে হইয়া থাকে প্রলেপক নামক আর এক প্রকার জ্বর আছে তাহাতে রোগীর শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ বোধ হয় এই জ্বর প্রত্যহ মন্দ মন্দ গতিতে হইয়া থাকে কিন্তু জ্বর কালীন শীত বোধ হয়।

জীর্ণ জ্বর অর্থাৎ বিষম জ্বর চিকিৎসা

নিদিগ্ধিকাদি।

নিদিগ্ধিকা নাগরকা মৃতানাং
ক্বাথং পিবেন্ মিশ্রিত পিপ্পলীকম্।
জীর্ণ জ্বরা রোচক কাস শূল
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥
হস্ত্যর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
ইতি চক্রঃ।

কণ্টকারী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ মিশ্রিত ২ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপ পিপ্পলী চূর্ণ ৷৹ তোলা জীর্ণজ্বর অরুচি, কাস শূল শ্বাস অগ্নিমান্দ্য অর্দ্দিত ও পীনস রোগে এই ক্বাথ ব্যবহার্য্য। ইহা ঊর্দ্ধগ রোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ং কালে সেবনীয় ইহা চক্র দত্ত বলিয়াছেন। রাত্রি জ্বরে এই ক্বাথ সায়ং কালে সেবন করিবে। অন্তত্র প্রাতে পিত্ত প্রধান স্থলে পীপ্পলী পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

প্লীহা জ্বরের নিদিগ্ধি কাদি।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যাতথা রোহিতকো মতঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেত্তত্রযবক্ষারং কণান্বিতম্।
এতস্য পানমাত্রেন প্লীহজ্বর বিনাশনম্॥

শালপানী চাকুলে বৃহতি কণ্টকারী গোক্ষুর হরিতকী, রডারছাল মিলিত দুই তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা পিপ্পলী চূর্ণ ২ মাষা। ইহা পানে প্লীহাজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

উশীরাদি।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচীধান্যনাগরম্।
অম্ভসা কথিতং পেয়ং শর্করা মধুযোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে॥

বেনার মূল রক্তচন্দন মুতা গুলঞ্চ ধন্যা শুণ্ঠি মিলিত ২ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৪ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, মধু ২ মাষা, তৃষ্ণাদাহ যুক্ত তৃতীয়ক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী।

বাসাদি।

বাসাধাত্রীস্থিরাদারুপথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ কাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ॥

বাসক ছাল হরিতকী আমলা শালপানি দেবদারু শুণ্ঠি মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা মধু ২ মাষা। ইহা সেবনে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ভার্গ্যাদি।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং কাথয়েদ্ ভিষক্॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিমরোচকম্॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এষ ভার্গ্যাদিকো নাম সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ॥

বামুনহাটী, হরীতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল, শুণ্ঠী সমস্ত মিলিত ২ তোলা। জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই কষায় পান করিলে ধাতুগত সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ, ও শীতযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ গুল্ম ও শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

দাস্ব্যাদি।

দার্বীদারুকলিঙ্গলোহিতলতাভ্রাম্যকপাঠাশঠী।
শুণ্ঠ্যোশীরকিরাততুম্বুরুকণাত্রায়ন্তিকাপর্পটৈঃ॥
যষ্ট্যম্বুদক্ষুদ্রানাগরারুণশ্বসিতৈঃ শিগ্রুন্দীপনী।
ব্যাঘ্রীর্কণ্টকবিল্বধন্বযবকট্টীকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ॥

ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতং ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং।
কামং শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং সংবিমুক্তং নৃণাং
শীতোঽহন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং দুস্তরং।
ঘোরসাহ্বয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ জীর্ণজ্বরে
দুস্তরে॥

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটি, শুণ্ঠী, বেণার মূল, চিরাতা গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ সজিনার ছাল, বালা, কণ্টকারী, ক্ষেৎপাপড়া, কুশার মূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ কুড় মিলিত দুই তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপ মধু ।০ আন তোলা, এই কষায় সেবন করিলে, ধাতুস্থ বিষমজ্বর ত্রিদোষ জনিত জ্বর ঐকাহিক জ্বর ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর শোকজনিত জ্বর, বমিসহিতজ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর সততক, চাতুর্থক ও দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারণ হয়।

মহাবলাদি।

গোরক্ষচাকুলের মূল ১ তোলা শুণ্ঠী ১ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। ২।৩ দিন সেবন করিলে শীত কম্প দাহ প্রভৃতিও বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

মধ্যজ্বরে।

জ্বর কেশরী।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেবচ।
জয়পালসমং কৃত্বা ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ
সিতয়াচ সমং পীতা পিত্তজ্বরবিনাশিনী॥
মরিচৈশ্চ প্রযুক্তা সা সন্নিপাতজ্বরাপহা।
পিপ্পলীজীরকাভ্যাঞ্চ দাহজ্বরবিনাশিনী॥
জ্বরকেশরীনামায়ং রসোজ্বরবিনাশনঃ॥

পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ গুঞ্জা প্রমান বটি প্রস্তুত

করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপ প্রমাণ। পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সন্নিপাতে মরিচের সহিত, এবং দাহজ্বরে পিপুল ও জীরার সহিত মধু অনুপানে সেব্য।

বিদ্যাধররস।

রসো গন্ধস্তাম্রং ত্রিকটুকটুকাটঙ্কনবরা।
ত্রিবৃন্দন্তীহেমচ্ছাভিমণিদিশমেতৎসমমিদম্।
সমস্তৈস্তুল্যাং স্যাদ্বিমলজয়পালোদ্ভবরজঃ।
ততঃস্নুক্ক্ষীরেণ প্রগুণমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ॥
বিগুঞ্জাক্ত প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলং।
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মংগ্রহণিগুদকীলোদ্ভবরুজঃ॥
মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদং।
বিবন্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ॥

রস, গন্ধক, তাম্র, ত্রিকটু, কটকী, সোহাগার খই, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীবীজ, ধুস্তুরবীজ, আকন্দমূল, বিষ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমান জয়পাল চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সিজের আটা ও দন্তীর কাথে, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সামজ্বর, ও গুল্ম প্রভৃতি সমস্ত রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরস।

শম্ভোঃকণ্ঠবিভূষণং সমরিচং নৈত্যোজ্জ্বরক্তং রবিঃ।
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুগং ভাগোহর্কসংখ্যান্বিতঃ॥
খল্লে তং পরিমর্দ্দিতং রবিজলৈস্তৈকমাত্রং দদেৎ॥
সিদ্ধোহয়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ।
পথ্যঞ্চৈবেষং দধিভক্তকঞ্চ সিন্ধুত্থপথ্যামধুনাসমেতম্।
শুক্লার্দ্রলেপো হিমতোয়পানং হুগ্ধপদেয়ং শুভদাড়িমঞ্চ।

বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, গন্ধক তিন তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা সমুদায়ে এই ১২ তোলা দ্রব্য আকন্দ মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে প্রবল জ্বর আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীত ক্রিয়াদি করিবে।

চন্দ্রশেখররস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মরিচং টঙ্কনং তথা।
চতুস্তুল্যা সিতাযোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোহয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দিগুঞ্জামার্দ্রকদ্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকংহাম্॥
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ মরিচ, ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, চিনি ৫ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য রোহিত মৎস্যের পিত্তের সহিত তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনান্তে, শীতল জল পান করাইবে। পথ্য, তক্র অন্ন প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে তিন দিনে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হইয়া যায়।

শীতারি রস।

পারদং গন্ধকং টঙ্কং তাম্রং চূর্ণং সমং সমম্।
পারদাদ্ দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বক্ ভস্ম শর্করাপিত॥
প্রত্যেকং সূততুল্যাং স্যাজ্জম্বীরে মর্দ্দয়েদ্ দিনম্॥
দিগুঞ্জং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহং।
রসঃশীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, নিস্তুষ জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেতুলছালভস্ম ১ ভাগ, শর্করা ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও কম্প জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

জ্বরাঙ্কুশরস।

তাম্রকাদ্ দ্বিগুণং তালং মর্দ্দয়েৎ সুরবীজবৈঃ।
প্রপুটৈদ্ ভূধরে শীতে বজ্রীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥

প্রপুটৈর্ভূধরে পশ্চাৎ গুঞ্জামিতং ভবেৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সর্ব্বজ্বরনিকৃন্তনঃ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকম্।
বিষমঞ্চাপি শীতাঢ্যং জ্বরংহন্তি জ্বরাঙ্কুশঃ॥

তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ, একত্রে উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সিজের আটায় মর্দ্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনে ঐকাহিক দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীতসংযুক্ত বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

জ্বরাঙ্কুশ রস।

মরিচং টঙ্গনং শঙ্খচূর্ণং পারদগন্ধকম্।
শোধিতব্রহ্মপুত্রঞ্চ ভাগমেকং বিনিক্ষিপেৎ॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নাগবল্লীদলৈঃ সহ।
জ্বরাঙ্কুশো রসোহ্যেষঃজ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ॥

মরিচ, সোহাগার খই, শঙ্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক, বিষ, সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান পানের রস মধু। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশরস।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
লৌহং রঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্গনং দন্তিবীজকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
জম্বীরতুলসীচিত্রবিজয়াতিন্তিড়ীরসৈঃ।
প্রতি দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জনে খল্লগহ্বরে।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বাছায়াশুষ্কাং কারয়েৎ।
মহাগ্নিজননী চৈষা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্রিদোষপ্রভবং জ্বরম্।
চাতুর্থকং ধর্ম্মজ্বরং জলদোষসমুদ্ভবম্ :
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা॥
নাতঃপরতরং কিঞ্চিজ্জ্বরনাশায় ভেষজম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোহয়ং মুনিভাষিতঃ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরীমাটী, সোহাগা, দন্তীবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া গোড়ালেবুর রস, তুলসীপত্ররস, চিতা পত্রের রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, তেঁতুলপত্র রস, এই সকল রস দ্বারা তিন দিন ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি ও সকল প্রকার জীর্ণ জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্র্যাহিকারি রস।

রসকেন সমং শঙ্খং শিখিগ্রীবঞ্চ পানিকম্॥
গোজিহ্বয়া জয়ন্ত্যাচ তণ্ডুলীয়ৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
প্রত্যেকং সপ্তসপ্তাথ শুষ্কং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
পুরাতনঘৃতেনাদ্যাৎ ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে॥

পারা ১ তোলা, শঙ্খ ১ তোলা, তুতিয়া অর্দ্ধ তোলা, একত্র চূর্ণ করিয়া গোয়ালিয়া লতা, জয়ন্তী ও কাঁটা নটের রসে প্রত্যেক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। পুরাতন ঘৃতের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর আরোগ্য হয়।

চাতুর্থকারি রস।

হরিতালং শিলাতুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকম্
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুমারীরসসংযুতম্॥
শরাবসংপুঠে কৃত্বা দত্ত্বা গজপুটে পচেৎ।
কুমারীকারসেনৈব বল্লমাত্রাবটীকৃতা॥
দত্তা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ
মরিচঘৃতযোগেন তক্রং পীত্বা চরেদ্ বটীং॥
এতয়া বমনং ভূত্বা জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি॥

হরিতাল, মনঃ শিলা, তুঁতে, শঙ্খচূর্ণ, গন্ধক সমভাগ একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শরাবসম্পুটে রুদ্ধ করিয়া গজ পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উঠাইয়া ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি

প্রস্তুত করিবে। মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত তক্র ভোজন করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবনে বমন হইয়া চাতুর্থক জ্বর নিবারণ হয়।

রাত্রিজ্বরে।

বিশ্বেশ্বর রস।

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশংপ্রমর্দ্দয়েদ্রসে।
অশ্বত্থজেত্র্যাহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে।
মিদিদ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, কর্পূর, গন্ধক সমভাগে লইয়া অশ্বত্থ মূলের রসে, কণ্টকারীর রসে ও কাকমাচীর রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। ইহাতে রাত্রিজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস।

মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
তারং তাপ্যঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং খিরিজং গৈরিকং শিলা।
গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষীরারী সুরসাচ, শোথঘ্নী গণিকারিকা।
ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকাচ সতিক্তাচ তু সুদর্শনা॥
অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা সূর্পপর্ণী প্রসারণী।
প্রত্যেকং স্বরসং দত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
মহাগ্নিকারকো রোগশঙ্করঃ প্রয়োগরাট্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।
জ্বরান্, সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাং॥
গ্রহণীং ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে॥

মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল লৌহ, শিলাজতু, গেরি মাটী, মনঃশিলা, গন্ধক হেমসার, (অর্থাৎ উত্তম সোনা) ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা এই সমস্ত একত্রে মর্দ্দন করিয়া ক্ষীরুই তুলসী, পুনর্ণবা, গণিয়ারী ভূঁই আমলা, গোঘালতা, চিরাতা পদ্মগুলঞ্চ ঈশলাঙ্গলা লতাকণ্টকী, মুগানী, গন্ধভাদুলে ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন করিয়া মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পানের রসের সহিত সেবন করিবে ইহাতে সর্ব্ব প্রকার বিষম জ্বর প্রশমিত হয়।

চন্দনাদিলৌহ।

রক্তচন্দনহ্রীবেরপাঠা শিরকণাশিবা
নাগরোঃপলধাত্রীভীত্রিমদেন সমন্বিতঃ॥
লৌহো নিহন্তি বিবিধান সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
ত্রিমধং মুস্তকচিত্রকবিড়ঙ্গম্, সর্ব্বসমং লৌহম্॥

রক্তচন্দন, বালা আকনাদি বেনার মূল, পিপুল, হরিতকী, শুঁঠ, স্থলিপুষ্প, আমলা মুতা চিতার মূল, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ মাষা লৌহ বার মাষা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বিষম জ্বর আরোগ্য হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা॥
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমূর্ব্বীরং দেবদারুচ॥
কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারীকা।
শোভাঞ্জনস্ত বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্॥
লৌহতুল্যাং গ্রহীৎবাতু বটীকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
সর্ব্বজ্বরহরো লৌহঃ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্মদ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্।
জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষমং রোগসঙ্করমেবচ॥
প্লীহানমগ্রমাসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

চিতামূল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপুল, পিপুল-মূল, বেনার মূল দেবদারু চিরাতা, বালা কটুকী কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টীমধু, ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ, জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরাশনি রস।

রসং গন্ধং চৈলস্বঞ্চ বিষং তাম্রং সমংস্থলেৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্॥

লৌহেচ লৌহদণ্ডেন নিস্তপ্ত্যাঃ স্বরসেনচ।
মর্দ্দয়েৎযত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকং ॥

পারা, গন্ধক, সৈন্ধব, বিষ তাম্রভস্ম, প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহভস্ম এবং লৌহের সমান অভ্রভস্ম, লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা নিসিন্দা পত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পারার সমান মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ইহা পানের রস মধুর সহিত সেবনে সর্ব্ব প্রকার আবদ্ধ জ্বর আরোগ্য হয়।

বসন্তমালতি রস।

সুবর্ণমুক্তামরিচং ভাগবৃদ্ধ্যা প্রদিষ্টম্।
খর্পরাষ্টৌ প্রথম মখিলং মর্দ্দয়েৎ ম্রক্ষণেন ॥
যাবৎ স্নেহঃব্রজতি বিলয়ং নীম্বুনিরেণ তাবৎ।
গুঞ্জাদ্বন্দ্বং মধু চপলয়া মালনী প্রাগ্ বসন্তঃ ॥
সেবিতোঽয়ং হরেত্তূর্ণং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
ব্যাধিনস্তাংস্ত কাসাদিন্ প্রদীপ্তং কুরুতেহ নলম্ ॥

স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ চার ভাগ এবং খর্পর ৮ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে মাখন সহিত মর্দ্দন করতঃ পরে পাতিলেবুর রসের সহিত উত্তম ক্রমে মর্দ্দন করিবে যে পর্য্যন্ত মাখনের স্নেহাংশ দৃষ্ট না হয়। পরে মাখনের স্নেহাংশ অদৃশ্য হইলে ২ রতি মাত্রায় মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ সহ সেবন করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণ জ্বর বিষম জ্বর কাস পেটের পীড়া প্রভৃতি পীড়া অতিসত্বর বিনষ্ট হয়।

বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্র মভ্রং মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারতাল্কঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকং ॥
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেনচ।
পর্পটস্য কষায়েণ কাথেন ত্রৈফলেন চ ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মার্গবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নিষ্ঠুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥
পুনর্নবার্দ্রকাম্বোভি র্ভাবনাং পরিকল্পয়েৎ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥
পিপ্পলীগুড়সংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্ ॥
দ্বিবিধধাতুদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবং তথা।
সন্ততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপিচ ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং তথা
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব মভিচারসমুদ্ভবং ॥
অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্,
শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্ ॥
প্রলেপকং জ্বরংঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরং তথা।
প্লীহজ্বরং তথাকাসং চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্
পাণ্ডুরোগগনান্ সর্ব্বানগ্নিমান্দ্যং মহাগদম্ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পঙ্কার্কেনাত্র সংশয়ঃ
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ বিজসংযুতম ॥
ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জনীয়ং বিশেষতঃ।
মৈথুনং বর্জ্জয়েদ্ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥
সর্ব্বজ্বরহরং শ্রেষ্ঠ মমৃপানং প্রকল্পয়েৎ ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শুদ্ধ পুটিত হরিতাল ইহাদের সকলের সমষ্টি কান্তলৌহ এই সমস্ত একত্র উচ্ছেপাতার রস, দশমূলীর কাথ, ক্ষেৎপাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চর রস, কাকমাচির রস, নিসিন্দা পত্রের রস, পুনর্ণবার রস, ও আদার রস এই সমস্ত দ্বারা ক্রমশঃ একবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে, পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়ের সহিত সেব্য, ইহাতে সত্তাদি বিষমজ্বর প্রশমিত হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত শরীরে বল না হয় তাবৎ মৈথুনাদি অবিধেয়।

জয়মঙ্গল রস।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্কনং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা ॥
সমং সর্ব্বংসমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপি তৎসমম্ ॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কণকদ্রবৈঃ।
শেফালিদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ ॥
কিরাততিক্তককাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী ॥

অনুপানং প্রযোক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতম্ ॥
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
পৃথগ্ দোষশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
মেদোগতং মাংসগতং মজ্জগতং তথা ॥
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা ॥
নিখিলং জ্বরমামঞ্চ হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ।
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ ॥
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ ॥

হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, মরিচ, প্রত্যেকে ৪ মাষা স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৪ মাষা, রূপা ৪ মাষা এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতরাপত্রের রসে, শেফালীপত্রের রসে, দশমূলের কাথ, ও চিরতার কাথে যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ গুঞ্জা মাত্রা বটীকা প্রস্তুত করিবে।

অনুপান জীরকচূর্ণ মধু। এই মহৌষধ জয়মঙ্গল সেবন করিলে নানাবিধ ধাতুস্থ জ্বর নষ্ট হয়। ইহা জীর্ণ জ্বরের প্রধান ঔষধ।

জ্বরান্তকরস।

ভাস্করোঃ গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবীবিহঙ্গতীক্ষ্ণকম্।
শোণিতং গগণঞ্চৈব পুষ্করঞ্চ মহেশ্বরম্ ॥
ভূনিম্বাদিগণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।
চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা ॥
আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বরমপোহতি।

তাম্র, গন্ধক, পারা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণ মাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন, ও স্বর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদি অষ্টদশাঙ্গের কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। (ভূনিম্বাদি অষ্টদশাঙ্গ সমুদায় সমান পরিমানে লইয়া দ্রব্যের আট গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। অষ্টমাংশের একাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে ভাবনা দিবে। অনুপান মধু। ইহাতে নানাবিধ বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ পুটপাক।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্প টীরসবৎ পাচ্যং সূতাব্ধি হেমভস্মকম্ ॥
লৌহংতাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্ত দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্ ॥
মুক্তাশঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহেতু সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণাহিঙ্গুসসৈন্ধবং ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্য মথাপি চ ॥
সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্ ॥
গ্রহণী মামদোষঞ্চ কাসংশ্বাসঞ্চ তত্র তং।
মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ।
বিষমজ্বরান্তকোনাম্না ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ ॥

হিঙ্গুলোত্থ রস, ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া পর্প টী প্রস্তুত করিবে। পরে উহার সহিত স্বর্ণ ২ মাষা, লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ গেরিমাটী, প্রবাল অর্দ্ধ তোলা মুক্তাশঙ্খ শুক্তি ভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা এই সকল মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করত গোলাকৃতি করিবে। অতঃপর উহা ঝিনুকের মধ্যে পুরিয়া ঝিনুকে লেপ দিয়া ২০।২৫ খানি ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, বালকের পক্ষে ১ রতি বিষম জ্বরে উদরাময় শোথ প্রভৃতি থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ ফলদায়ক হয়।

মকরধ্বজ।

স্বর্ণদলং পলকৈঞ্চ রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্
রসস্ত দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্ ॥
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ।
বালুযন্ত্রে চ সংস্থাপ্য ক্রমাগ্নিনত্রয়ং পচেৎ ॥
সাঙ্গশীতং সমাদায় পুষ্পারুণরজঃসমম্।
বল্লমাত্রং প্রদাতব্য মহিবল্লীদলেন চ ॥
এতদভ্যাসতশ্চৈব জরামরণ নাশনম্।
অনুপানবিশেষেণকরোতি বিবিধান গুণান্ ॥

জ্বরত্রিদোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারা ৬৪ তোলা, অগ্রে পারা ও স্বর্ণ একত্রে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অতঃপর উহা ঘৃত-কুমারির রসে ভাবনা দিয়া একটি সমতল বোতলে রাখিয়া ঐ বোতল কুট্টিত করিয়া বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ দিন পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ যব, অনুপান পানের রস প্রভৃতি। পৃথক্ পৃথক্ অনুপানের সহসেবন করিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহা অনুপান বিশেষে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার যোগবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহাসব।

লৌহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলঞ্চ যমানিকা।
বিড়ঙ্গং মুস্তকং চিত্রং চতুঃসংখ্যপলং ক্ষিপেৎ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং পৃথক্।
দদ্যাদ্ গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম
লৌহাসবমমুং মর্ত্ত্যঃ পিবেদ্বহ্নিকরং পরম্॥
পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্।
প্লীহামযং জ্বরং জীর্ণং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥
অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

লৌহ চূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের গুড় ১২॥ সের ও জল ১২৮ সের এই সকল একসঙ্গে মিশাইয়া ঘৃতকুম্ভে রাখিয়া তাহার মুখে আচ্ছাদন দিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ সমুদয় অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসব রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতারিষ্ট।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলীশতং তথা।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্বা স্থিতং পাদাবশেষিতম্॥
শীতেতস্মিন্ রসে পূতে গুড়স্য ত্রিতুলাং ক্ষিপেৎ।
অজাজীষোড়শপলং পর্পটস্য পলদ্বয়ম্॥
সপ্তপর্ণং ত্রিকটুকং মুস্তকং নাগকেশরম্।
কটুকাতিবিষেন্দ্রযবঞ্চ পলসম্মিতং॥
একীকৃত্য ক্ষিপেত্তাং নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
অমৃতারিষ্ট ইত্যেষ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকম্॥

গুলঞ্চ ১২॥ সের মিলিত দশমূল ১২॥০ সের এই ২৫ সের দ্রব্য ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে, অতঃপর ঐ কাথে ৩৭॥০ সের গুড় গুলিয়া উহাতে কৃষ্ণজীরা জীরা ২ সের ক্ষেৎপাপড়া ।০ এক পোয়া এবং ছাতিম ছাল ত্রিকটু, মুথা, নাগেশ্বর, কট্‌কী, অতইচ, ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবৃত পাত্রে একমাস রাখিবে। ইহাতে উক্ত দ্রব্য সমুদয় অন্তরুৎসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই অমৃতারিষ্ট সেবনে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

আসব ও অরিষ্টের প্রক্ষেপ দ্রব্য সকল শুষ্ক এবং উত্তম রূপ কুটিয়া চূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

কিরাতাদি তৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
পুষ্করং হ্রীবেরং রাস্না কপিবল্লী কটুত্রয়ম্॥
পাটাচেন্দ্রযবশ্চৈব লবণত্রয়সংযুতম্।
বাসকার্কশ্যামাদারু মহাকালফলং তথা॥
দধিমস্বারনালেন কৈরাতেন চ সংপচেৎ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় তৈলপ্রস্থে বিপাচয়েৎ॥
নিখুত্বক্জ্বরকৈব সন্ততং সততং তথা।
ধাতুস্থমস্থিমজ্জস্থং জ্বরং সর্ব্বং ব্যপোহতি॥
কামলাং গ্রহণীং চৈব অতিসারহলীমকম্।
প্লীহা পাণ্ডুশ্বয়থু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
নাস্তি তৈলং বরঞ্চাস্মাৎ জ্বরদর্পবিনাশকম্॥

কটু তৈল, ৪ শের দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, চিরাতার কাথ ৪ সের। কল্কার্থ মূর্ব্বা মূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রবারুনী, কুড়া, বালা, রাস্না, গজ পিপ্পলী, ত্রিকটু, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব

সচল, বিটলবণ, বাসক ছাল, শ্বেত আকন্দ মূলের ছাল; শ্যামালতা মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।

বিষমজ্বরবিশেষ।

বিদগ্ধেঽন্নরসে দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে।
তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধমুষ্ণং প্রজায়তে ॥
কায়েদুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ।
তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥
কায়ে শ্লেষ্ম যদা দুষ্টং পিত্তশাস্তে ব্যবস্থিতং।
শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥
ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থং দাহমতীব চ।
তস্মিন্‌ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ ॥
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদিজ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ।
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ ॥
গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈন্যঞ্চাস্যোপজায়তে ॥
রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দন বিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পীড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাং ॥
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্রপুরীষতা।
উষ্মান্তর্দ্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে ॥
ভৃশংস্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেব চ।
দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানি র্মেদস্থে সহিষ্ণুতাঃ
ভেদোঽস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেব চ।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে ॥
তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা।
অন্তর্দ্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মচ্ছেদশ্চ মজ্জগে ॥
মরণং প্রাপ্য তত্র শুক্রস্থানে গতে জ্বরে।
শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ ॥
বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ ॥
বৈকৃতোঽন্যঃ সদুঃসাধ্যঃ প্রাকৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ ॥
বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতো জ্বরং।
কুর্য্যাৎ পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ ॥
তৎ প্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ভয়ং ॥
কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু ॥
কালে যথাস্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তির্বৃদ্ধিরেব বা ॥
নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশায়িতা ॥
অন্তর্দ্দাহোঽধিকং তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চোবিনিগ্রহঃ ॥
অন্তর্ব্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরস্যৈতানি লক্ষয়েৎ।
সন্তাপোঽভ্যধিকো বাহ্যস্তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দবং ॥
বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্বমেব চ।

যদি আহার রস পরিপাক না হইয়া দূষিত হয় এবং দূষিত পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা যদি বিভাগানুসারে শরীরের অর্দ্ধাংশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে অংশে পিত্ত, শরীরের সেই অংশ উষ্ণ এবং যে অংশে শ্লেষ্মা, সেই অংশ শীতল থাকে।

এবং যদি দুষ্ট পিত্ত কোষ্ঠে এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা হস্ত ও পদে অবস্থান করে তাহা হইলে রোগীর শরীর উষ্ণ এবং হস্ত পাদ শীতল থাকে। আর যদি ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ কোষ্ঠে দুষ্ট শ্লেষ্মা ও হস্ত পদে দুষ্ট পিত্ত ব্যবধান থাকে তাহা হইলে শরীর শীতল ও হস্তপদদ্বয় উষ্ণ থাকে।

কিন্তু যদি দুষ্ট শ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বকস্থ অথবা ত্বগ্‌গত রসস্থ হয় তাহা হইলে অগ্রে শীত জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্ম ও বায়ুর বেগ হ্রাস হয় তখন পিত্ত, দাহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাকে শীত পূর্ব্বজ্বর বলে। আর যদি সেই প্রকারে দূষিত পিত্তত্বগগত হয় তাহা হইলে অগ্রে দাহজন্মাইয়া পরে জ্বর উপস্থিত করে ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দ বেগ হইলে পরে শ্লেষ্মা ও বায়ু শীত উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাকে দাহ পূর্ব্বজ্বর কহে।

এই দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্বজ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বিদোষ জনিত ও ত্রিদোষজনিত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বজ্বর অতিশয় কষ্টপ্রদ ও দুঃসাধ্য।

জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে অল্প রক্ত নির্গত, দাহ, মোহ, বমন বিভ্রম প্রলাপ, পীড়কাদি তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

জ্বর মাংসগত হইলে জানুর অধো এবং পায়ের ডিমে দণ্ডাদিদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মল মূত্রের অতিশয় প্রবৃত্তি, বাহিরে সন্তাপ, অন্তরে দাহ হস্তপদাদিসঞ্চালন ও গ্লানি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অতিশয় ঘর্ম্ম পিপাসা মূর্চ্ছা প্রলাপ বমন, শরীরে দুর্গন্ধ অরুচি ও সর্ব্বদা অসহিষ্ণুতা মেদ গত জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

অস্থি সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা কুন্থন, শ্বাস মল-রেচন বমন ও হস্তপদাদি ছোড়া অস্থিগতজ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বদা অন্ধকার দর্শন হিক্কা কাস, শীত, বমি অন্তর্দাহ মহাশ্বাস, হৃদয় ছেদবৎবেদনা, মজ্জা গত জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়।

পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ অথচ তাহাতে অত্যন্ত পরিমাণে ধাতু ক্ষরিত হয় শুক্র মেহ জ্বরে এই প্রকার হইয়া থাকে এই জ্বরে রোগীর প্রায়ই প্রাণনাশ হয়।

বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে ক্রমান্বয়ে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে, যেহেতু ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে জ্বর হয় বলিয়া ইহাকে প্রাকৃত জ্বর কহিয়া থাকে।

এই জ্বর ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ বর্ষা-কালে বায়ু কুপিত হয় ইহা বর্ষা ঋতুর প্রকৃতি, শরৎকালে পিত্ত কুপিত ইহা শরৎকালের প্রকৃতি, বসন্তকালে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বসন্ত কালের প্রকৃতি, অতএব প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য বিকৃত হইয়া জ্বর হইলে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। প্রাকৃতবাতিক জ্বর ও দুঃসাধ্য জানিবে।

বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া যে জ্বর হয় পিত্ত-শ্লেষ্ম তাহার অনুবল হইয়া থাকে, শরৎকালে পিত্তকুপিত হইয়া যেজ্বর উৎপন্ন হয় কফ তাহার অনুবল হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মার দ্রবত্ব প্রকৃতি হেতু ও বিসর্গ কাল বলিয়া পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে লঙ্ঘনে কোন আশঙ্কা নাই।

বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, বায়ু পিত্ত তাহার অনুবল হয়, এইরূপ বাতাদি দোষের যে যে প্রকোপ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষোৎপন্ন জ্বর উৎপত্তি হয়।

আহার বিহারাদির দ্বারা যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয় কেই সেই কারণে অনুপশয় অর্থাৎ দুঃখজনকত্ব এবং বিপরীত কারণে উপ-শয় অর্থাৎ সুখজননশীলত্ব হইয়া থাকে। অত্যন্ত অন্তর্দাহ শূলবৎ বেদনা, ঘর্ম্মরোধ, এবং বাতাতিদোষের ও মলের স্তব্ধতা, অন্তর্বেগ জ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, কিন্তু তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমূহ কম থাকে, বহির্বেগ জ্বরে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহির্বেগজ্বর সুখসাধ্য।

জ্বরমুক্তির পূর্ব্বরূপ।

দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পবিড় ভেদসংজ্ঞিতা।
কূজনং গাত্রবৈবর্ণ্যমাকৃতিৰ্জ্বরমোক্ষণে॥

ভাবপ্রকাশঃ।

ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো, মোক্ষকালে বিলীয়তে।
ততো নরঃ শ্বসন্ কূজন্ বমন্ স্বিদ্যন্ চেষ্টত ইতি।

বাগ্‌ভটঃ।

গাত্রদাহ, ঘর্ম্মনিঃসরণ, ভ্রম, পিপাসা, কম্প, মলপ্রবৃত্তি, সংজ্ঞতা, কূজন গাত্রে অতিশয় দুর্গন্ধ, জ্বরমুক্তির পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্বরের আমাবস্থাতেই পূর্ব্বোক্ত ভাবী জ্বর মুক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। দোষের হ্রাস ভিন্ন রোগ শান্তি হয় না সেই জন্য জ্বর মুক্তিকালীন অবশ্যই বাতাদিদোষ ক্ষীণ হইয়া থাকে। সেইরূপ অবস্থায় এরূপ বৃদ্ধির লক্ষণ হইবার কারণ কি? ইহার প্রতিউত্তরে বক্তব্য এই যে, দীপ যেরূপ নির্ব্বাণকালে বিশেষ রূপে জ্বলিত হয় সেইপ্রকার কখন কখন ক্ষীণদোষ বিনাশ কালে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এস্থলে বাগ্‌ভট কহিয়াছেন, বাতাদিদোষ ধাতু সমূহকে প্রক্ষোভিত করিয়া মোক্ষকালে বিলুপ্ত হয় এবং সেইকারণেই শ্বাস, কূজন, বমন ও স্বেদনির্গমন প্রভৃতি এই লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। এবং রোগী নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। ত্রিদোষজ ও অন্তর্বেগবিশিষ্ট ধাতুগত জ্বরের মুক্তিকালেই

পূর্ব্বোক্ত দাহাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্তবিধ জ্বরে কেবলমাত্র ঘর্ম্মনির্গম ব্যতীত আর কিছু লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ।
পাকো মুখে, করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্॥
স্বেদক্ষবঃ প্রকৃতিযোগিমনোঽন্নলিপ্সা।
কণ্ডুশ্চ মূর্দ্ধি বিগতজ্বরলক্ষণানি॥
স্বেদোলঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডুঃপাকো মুখস্য চ।
ক্ষবথুশ্চান্নকাঙ্ক্ষা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্॥
সুশ্রুতঃ।

শরীরে ক্লান্তিবোধ, মোহ, উত্তাপ ও স্বস্থতা হইয়া দেহ লঘু, ও মন প্রকৃতিস্থ হইলে এবং মুখের পাক, ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব, স্বেদক্ষয়, অন্নস্পৃহা ও মস্তকে কণ্ডু জন্মিলে জ্বরত্যাগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সুশ্রুত কহিয়াছেন, স্বেদনির্গমন, দেহের লঘুতা, শিরে কণ্ডু মুখপাক হাঁচি, ও অন্নে অভিলাষ প্রভৃতি এই সকল জ্বরমুক্তির লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বররোগের পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

নবজ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বরে। উপবাস, খই, মিছরি, বাতাসা, সাগু, দাড়িম, কেশুর, পানিফল ইক্ষু কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি কটু,তিক্তরস,গরমজল শীতল করিয়া পান প্রভৃতি হিতপ্রদ। জ্বরের হ্রাসাহ্রসারে জলসাগু বা এরারুট, বার্লি, দুগ্ধ সাগু রুটী মুগের ডাউলের যুস্‌, তরকারী ইত্যাদি জ্বর সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও উপসর্গশূন্য না হইলে অন্ন ব্যবস্থা করিবে না। জ্বরে অতিসার উপস্থিত হইলে এরারুট, বার্লি, বেলের মোরব্বা ক্ষুদ্রমৎস্যাদির ঝোল হিতজনক। ইহাতে খই উপকারী নহে। অন্ন, তৈলাদিমর্দ্দন, ব্যায়াম মৈথুন, স্নান, দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, শীতল জল পান এবং গাত্রে শীতল বায়ু লাগান প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

জীর্ণজ্বর, প্লীহাজ্বর যকৃৎজনিত জ্বর প্রভৃতিতে।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা মসুরের ডাউলের যুস্‌, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর মানকচু, ঠোটেকলা প্রভৃতি তরকারী, কই, মাগুর, মৌরুলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, অল্প পরিমাণে বস্কাদুগ্ধ, রোগী অতিশয় ক্ষীণবল হইলে কপোৎ, কুক্কুট ও ছাগমাংসের যুস্‌ ব্যবস্থেয়। অন্নের মধ্যে পাতি বা কাগচিলেবু। উষ্ণজল শীতল করিয়া পান বিধেয়।

রাত্রিকালে ক্ষুধার অবস্থা বুঝিয়া রুটী, দুগ্ধবার্লি ও এরারুট ব্যবস্থা করিবে।

মাংস ও দুগ্ধ একত্রে আহার করা কর্ত্তব্য নহে, জলখাবার,—মিছরী, বাতাসা, দাড়িম, কেশুর, পাণিফল, ইক্ষু, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। জ্বরাধিক্য থাকিলে অন্নাহার না করিয়া দিবায় রুটী অথবা সাগু, রাত্রিতে খই মিছরি বা সাগু ব্যবহার করিবে। গুরুপাক ঘৃতপাক দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা অতিরিক্ত পরিশ্রম স্নান, মৈথুন, শীতসেবা, প্রভৃতি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য উদরাময় থাকিলে জ্বরাতিসারের পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

ইতিঃ শ্রীআশুতোষ কবিরঞ্জন কবিরাজ কৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতীসারাধিকারঃ।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণদ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈর্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ॥
স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্বিষৈর্ভয়ৈঃ।
শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতিপানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ॥
জলাভিরমণৈর্বেগবিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণংতস্য বক্ষ্যতে॥

গুরুদ্রব্য (অর্থাৎ দুষ্পাচ্য) অতিশয় স্নিগ্ধদ্রব্য রুক্ষ, অতিউষ্ণ, অতিশয় স্থূল (লড্ডুক পিষ্টকাদি) অতিশয় শীতলদ্রব্যভোজন, বিরুদ্ধ আহার (ক্ষীর মৎস্যাদি একত্র ভোজন) অধ্যশন (ক্ষুধা না থাকিলেও আহার করা) অপক্ক ভোজন (বহু বা অল্প ভোজন অথবা অসময়ে আহার) এবং বমন বিরেচন, অনুবাসন নিরূহকার্য্য স্নেহাদি ক্রিয়ার অতিযোগ কিম্বা অল্পযোগ, স্থাবর বিষভক্ষণ, ভয়, শোক এবং দুষ্টজল, দুষ্টখাদ্যের অতিপান, সাত্ম্য এবং ঋতু বিপর্য্যয় হইলে (অর্থাৎ যে ঋতুতে যেটী উপকারী ও সুখজনক তাহার অন্যথা হেতু) জলক্রীড়াদিতে মল মূত্রাদির বেগধারণ করিলে এবং ক্রিমিদোষ বশতঃ মনুষ্যদিগের অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে অতিসারের লক্ষণ বলা হইতেছে।

অতিসারের পূর্ব্বরূপ।

হৃন্নাভিপায়ূদরকুক্ষিতোদগাত্রাবসাদানিলসন্নিরোধাঃ।
বিট্‌সঙ্গআধ্মান মথা বিপাকো ভবিষ্যতস্তস্যপুরঃসরাণি॥

হৃদয় ও নাভিস্থলে গুহ্যে উদরে এবং কুক্ষি-দেশে এই সকল স্থানে সূচীভেদবৎ বেদনা শরীরের অবসাদ, অর্থাৎ অত্যন্ত গ্লানি বায়ু মলের বিবদ্ধতা, উদরস্ফীততা অজীর্ণ ইত্যাদি অতিসার জন্মাইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অতিসারের সংপ্রাপ্তি।

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ।
শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ॥
সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধি
ঘোরং ষড়্‌বিধং তং বদন্তি॥

শরীরস্থ কুপিত বায়ু সমস্ত প্রবর্দ্ধিত হইয়া অগ্নিকে বিনাশ করতঃ মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক অধোদিকে প্রেরিত হইয়া অতিশয় নির্গত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে অতিসার কহে। এই ভয়ঙ্কর অতিসার ছয় প্রকার যথা,—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য ও শ্লেষ্মজন্য এই তিন প্রকার অতিসার হয়। তৎপর সমস্ত দোষ অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত অতিসার একপ্রকার শোকজনিত একপ্রকার, আমজনিত এক প্রকার। এই ছয় প্রকার অতিসার হইয়া থাকে।

অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্মুহুঃ।
শকৃদামং সরুক্‌শব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে॥
পিত্তাৎ পীতং হরিতং লোহিতংবা।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপাকোপপন্নং॥
শুক্লং সান্দ্রং সকফং শ্লেষ্মণাতু।
বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ॥
বরাহস্নেহমাংসাম্বুসদৃশং সর্ব্বরূপিণং।
কৃচ্ছ্রসাধ্যমতিসারং বিদ্যাদ্দোষত্রয়োদ্ভবং॥
তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্যঃ
বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ।
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েত্তস্যরক্তং।
তচ্চাধস্তাৎ কাকন্তীপ্রকাশং॥

নির্গচ্ছেদ্বৈ বিড়্ বিমিশ্রং হ্যবিড়্ বা ।
নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ ॥
অন্নাজীর্ণাৎ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ ।
কোষ্ঠং দোষা ধাতুসংঘামলাংশ্চ ।
নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি শূলোপেতং ষষ্ঠমেনং বদন্তি ॥
সংসৃষ্টমেভির্দোষৈস্তু ন্যস্তমপ্স্ববসীদতি ।
পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধি পিচ্ছিলং চামসংজ্ঞিতং ॥
এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ ।
লাঘবঞ্চ বিশেষেণ তস্য পক্কং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
পক্কজাম্ববসাকাশং যকৃৎপিণ্ডনিভং তনু ।
ঘৃততৈলবসামজ্জবেশবারপয়োদধি ।
মাংসধাবনতোয়াভং কৃষ্ণং নীলারুণপ্রভং ।
মেচকং স্নিগ্ধকর্ব্বুরং চন্দ্রকোপগতং শকৃৎ ॥
কুণপং মস্তুলুঙ্গাভং সুগন্ধি কুথিতং বহু ।
তৃষ্ণাদাহতমঃশ্বাসহিক্কাপার্শ্বাস্থিশূলিনং ।
সংমূর্চ্ছারতিসংমোহযুক্তং পক্কবলীগুদং ।
প্রলাপযুক্তঞ্চ ভিষগ্বর্জ্জয়েদতিসারিণং ॥
অসংবৃতগুদং ক্ষীণং দুরাধ্মাতমুপদ্রুতং ।
গুদে পক্কে গতোষ্মাণমতিসারকিণং ত্যজেৎ ॥
শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতং ।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ ॥
পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে ।
তদোপজায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তাতিসার উল্বণঃ ॥

বাতাতিসার।

অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষ ও অপক্কমল গুহ্যদ্বারে শব্দ ও বেদনা হইয়া অতি অল্প অল্প অথচ-মুহুর্মুহু নির্গত হয় এই সমস্ত লক্ষণ বাতাতিসারে হইয়া থাকে।

পিত্তাতিসার।

মল পীতবর্ণ হরিৎবর্ণ লোহিতবর্ণ হয় ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা দাহ এবং গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা ও ক্ষত হয়, পিত্তাতিসারে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কফাতিসার।

শুক্লবর্ণ গাঢ় কফমিশ্রিত, আমগন্ধি ও শীতল মল নির্গত হয় ইহাতে রোগী সর্ব্বদা রোমাঞ্চিত হয় এই সকল কফজনিত অতিসারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্নিপাতাতিসার।

সান্নিপাতিক অতিসারে উক্ত বাতাদি তিন প্রকার অতিসারেরই লক্ষণ সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধিকন্তু ইহাতে মল, শুকরের চর্ব্বি কিম্বা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় নির্গত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই ত্রিদোষ জনিত অতিসার কষ্ট সাধ্য।

আগন্তুকাতিসার।

যে ব্যক্তি বন্ধুবিয়োগজনিত শোকে অভিভূত, সেই কারণে অল্পাহারী, তাহার সেই শোক জনিত বাষ্প (অর্থাৎ নেত্রগলনাসাদিগত জল) ও দেহ-তেজঃ কোষ্ঠে গমণ করতঃ জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্বস্থানে পরিচালিত করে। সেই গুঞ্জ সদৃশ লোহিত বর্ণ, মলমিশ্রিত অথবা মল রহিত রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়। উহা মল মিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ নতুবা নির্গন্ধ হইয়া থাকে এই শোক জনিত অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টকর। কারণ শোকাপনোদন ভিন্ন কেবল মাত্র ঔষধ দ্বারা কি প্রকারে ব্যধির শান্তি হইবে? অর্থাৎ রোগাৎপাদক হেতু পরিত্যাগ ব্যতীত কেবল ঔষধ দ্বারা কোন ব্যাধিই আরোগ্য হয় না।

আমাতিসার।

ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ বিমার্গগামী বাতাদিদোষ ত্রয় রক্তাদি ধাতু সমূহকে দূষিত করিয়া নানাবর্ণের মল অহরহঃ নিঃসরণকরে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে আমাতিসার কহিয়া থাকে। এই অতিসারে উদরে অতিশয় কামড় উপস্থিত হয়।

অপক্কাতিসার।

বাতাদিদোষত্রয়জনিত অতিসারের মল যে

পর্য্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পিচ্ছিল থাকে এবং জলে পতিত হইলে ডুবিয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহাকে অপক্বাতিসার বলে।

পক্বাতিসার।

যখন ইহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ মলে আর দুর্গন্ধ থাকে না অপিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে আর ডুবিয়া যায় না ভাসমান থাকে এবং কোষ্ঠের লঘুতা হয় তখন ইহাকে পক্বাতিসার কহে।

অতিসারের অসাধ্যলক্ষণ।

যে রোগীর মল পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধবর্ণযুক্ত হয়, যকৃৎখণ্ডতুল্য কৃষ্ণ লোহিত, স্বচ্ছ, এবং ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, মজ্জা নিরস্থিপিষ্টমাংস দুগ্ধ, দধি অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় অথবা ঈষৎ কৃষ্ণ, রুক্ষবর্ণ, চিক্কণ নানাবর্ণ বা ময়ুর পুচ্ছের সদৃশ বিবিধ বর্ণের চন্দ্রক্ যুক্ত ঘন, শবগন্ধি, মস্তিষ্কাভ, সুগন্ধ বা পচাগন্ধ ও বহু পরিমিত হয় সে রোগীকে ত্যাগ করিবে। তৃষ্ণাঃদাহ অন্ধকার দর্শন, শ্বাস হিক্কা পার্শ্বশূল অস্থিশূল ইন্দ্রিয় মনোমোহ, চিত্তের অস্থিরতা, ইন্দ্রিয় মোহ, গুহ্যদ্বারের মধ্যস্থ বলির পাক ও প্রলাপ এই সমস্ত উপদ্রবযুক্ত অতিসারের রোগীকে ও ত্যাগ করিতে হইবে। এবং যে গুহ্যসম্বরণাক্ষম, বলমাংসরহিত অত্যন্ত উদরাধ্মানযুক্ত ও শোথাদি উপদ্রবে উপক্রুত, এবং যাহার গুহ্যদেশ পাকা ও গাত্র শীতল সে অতিসারীকে ও ত্যাগ করিবে। অতিসার রোগে, যদি শ্বাস, শূল পিপাসা বলমাংসক্ষয় ও জ্বর এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং যদি রোগী বৃদ্ধ হয় তাহা হইলে ও সে বৃদ্ধ রোগী কখনই রক্ষা হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই সমস্ত উপদ্রবযুক্ত অতিসার রোগেও বালকের ও জীবন সংশয় ঘটিয়া থাকে।

পৈত্তিক অতিসার হইলে বা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অত্যন্ত পরিমাণে পিত্তকর দ্রব্য আহার করা যায় তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতাতিসার চিকিৎসা।

বচাচাতিবিষামুস্তং বীজানি কুটজস্য চ।
শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসার শান্তয়ে॥

বায়ু জন্য অতিসার নিবৃত্তির জন্য, আতইশ মুতা বচ ইন্দ্রযব, ইহার প্রত্যেকটী অর্দ্ধ তোলা জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাতাতিসার শান্তি হয়।

পিত্তাতীসার চিকিৎসা।

বিল্বশক্রযবাম্ভোদবালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্।

বেলশুঁঠ, পুরাতনসিদ্ধি, যব, মুতা, বালা, আতইশ প্রত্যেক ২৭ রতি পরিমাণে ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে আমযুক্ত পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলত্বচম্।
ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
নিহন্তি মধুনা পীতং পিত্তাতীসারমুল্বণম্।
অগ্নিং সংদীপয়েদেতচ্ছূলমাশু নিবারয়েৎ॥

শোধিত রসাঞ্জন, আতইশ, ইন্দ্রযব, কুড়চি ছাল, ধাইফুল, শুঁঠ প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিবে এই চূর্ণ তণ্ডুলের জল মধু সহিত সেবন করিলে পিত্তাতিসার আরোগ্য হয় ও অগ্নি বৃদ্ধি করে, উদরে বেদনা থাকিলে ইহা সেবনমাত্রে নিবারিত হয়। ইহার পরিমাণ ৵০ আনা হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত।

শ্লেষ্মাতিসারের চিকিৎসা।

শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমং হিতং লঙ্ঘনপাচনম্।
যোজ্যশ্চামাতিসারঘ্নো যথোক্তো দীপনোগণঃ॥

শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমতঃ লঙ্ঘন এবং পরিপাক জনক পাচন বিধেয়।

চব্যামাতিবিষামুস্তং বালবিল্বং বনাগরম্।
বৎসকত্বক্ ফলং পথ্যাচ্ছিন্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

শোধিত হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ মরিচ পিপুল শুঁঠ, হরীতকী আতইশ, বচ এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিবে, ঐ চূর্ণ ॥০ আধ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল শ্লেষ্মাতীসার নিবৃত্ত হয়।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেল শুঁঠ আকনাদি মূল, ধনে, কট্‌ফল, প্রত্যেক ২৮ রতি ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে সেই জল পান করিলে ত্রিদোষ জনিত অতিসার আরোগ্য হয়।

কট্‌ফল যষ্ঠীমধু, লোধ, দাড়িমছাল, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিতে ॥০ তোলা মাত্রা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজনিত অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিতামূল, আতইশ, মুতা, বেল শুঁঠ, কুরুচি ছাল, হরিতকী, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকটী ।০ আনা করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট থাকিতে সেই কষায় বাতশ্লেষ্মাতিসারে পান করিতে দিবে।

মুতা আতইশ মুর্ব্বা বচ কুরুচিচাল, প্রত্যেটী ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়।

সন্নিপাতাতিসারের চিকিৎসা।

পঞ্চমূলী বলাবিল্বগুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্বহ্রীবেরকুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং চাপিসুদুস্তরম্॥
পঞ্চমূলক সামান্যং পিত্তে যোজ্যা কনীয়সী।
বাতে পুনর্ব্বলাদ্যেচ না যোজ্যা মহতীমতা।

পঞ্চমূলী বেড়ালা বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদিমূল, চিরাতা, গন্ধবালা, কুরুচিছাল ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১২ রতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা শেষ থাকিতে সেই ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষ জনিত অতিসার, জ্বর বমি উদর বেদনা, প্রভৃতি উপদ্রব কাস, শ্বাস প্রভৃতি অতি ভয়ানক পীড়াদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

চতুঃসম মোদক।

ত্বক্‌কালাকৃষ্টকুটজত্বচং তণ্ডুলবারিণা।
পিষ্ট্বা চতুঃপলমিতাং জম্বুপত্রেন বেষ্টিতাম্॥
সূত্রেন বদ্ধা গোধূমপিষ্টেন পরিবেষ্টিতাং।
লিপ্তাঙ্ক ঘনপঙ্কেন নির্দ্দহেদ্ গোময়াগ্নিনা॥
অঙ্গারবর্ণাঙ্ক মৃদং দৃষ্ট্বা যত্নেঃ সমুদ্ধরেৎ।
ততো রস সমাদায় শীতং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ॥
উক্তঃ কৃষ্ণাত্রিপুত্রেণ পুটপাকস্ত কৌটজঃ।
জয়েৎ সর্ব্বানতীসারান্ রক্তজান্ সুচিরোত্থিতান্॥

তাজা কুরুচিছাল ৩২ তোলা তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া জম্বু পত্রে বেষ্টন করতঃ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে, অতঃপর গম বাটীয়া কিম্বা জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। তদুপরি ঘনপঙ্ক দ্বারা লেপন করিবে এবং ঘুটের আগুণে পুট দিবে। মাটী যখন জলন্ত অঙ্গারের সদৃশ হইবে তখন অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। তাহা প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধুসহ পান করিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার অতিসার আরোগ্য হয়।

কুটজাদি।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকীবিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনাপিবেৎ॥
সামে সশূলে রক্তেৎপি পিচ্ছাস্রাবেচ শস্যতে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥

কুটজ ছাল, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইফুল, বেল শুঁঠ পাথরকুচি, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদি এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ, শেষ অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা শূলযুক্ত রক্তাতিসারের আমাবস্থায় এবং পিচ্ছিলমলযুক্ত অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারে ব্যবহার হইতে পারে।

অঙ্কোঠবটীকা।

সদার্ব্যঙ্কোঠপাঠানাং মূলং ত্বক্ কুটজস্য চ।
শাল্মলীশালনির্য্যাসধাতকীলোধ্রদাড়িমম্॥
পিষ্ট্বাক্ষসম্মিতান্ কৃত্বা বটকাংস্তণ্ডুলাম্বুনা।
তেনৈব মধুসংযুক্তানেকৈকান্ প্রাতরুত্থিতঃ॥
পিবেদত্যামমাপস্নোপিচ্ছ বিসর্গেন মানবঃ।
অঙ্কোঠবটকো নাম্না সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥

দারুহরিদ্রা, আঁকড়ার মূল, আকনাদি কুর-চির ছাল, শিমুলের আটা, ধাইফুল, লোধ, দাড়িমের খোসা, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে তণ্ডুলজলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে, প্রাতঃকালে একটা বটীকা তণ্ডুলজল অনুপানে সেবন করিলে অতি ক্ষীণ উদরাময়গ্রস্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বটারোহন্ত সংশ্লিষ্টং শ্লক্ষ্ণং তণ্ডুলবারিণা।
তৎপিবেৎতক্রসংযুক্তামতীসারজাপহম্॥

বটের ঝুরি তণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার উদরের বেদনা প্রভৃতি নিবারণ হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফল পরীক্ষিত।

কুটজলেহ।

শতং কুটজমূলস্যাক্ষুণ্ণং তোয়োর্ম্মণে পচেৎ।
কাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃপচেৎ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষারবিড়সৈন্ধবপিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্বদরমাত্রং তৎ শীতং ক্ষৌদ্রেণসংযুতম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥

কুরচিরছাল ১২॥০ সের ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ চতুর্থাংশের একাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথজল গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে, যে সময় লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিবে, তৎকালে নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে।

সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, বিট, সৈন্ধব, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ এক আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে অপক্ক পক্ক অতিসার, দুরারোগ্য গ্রহণীরোগ প্রবাহিকা আমাশয় প্রভৃতি এই সকল রোগ নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয়।

কুটজাষ্টক।

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ
সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ সুপূতে পলসম্মিতানি
শ্লক্ষ্ণানি পিষ্টাসহশাল্মলেন॥
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাংসমুস্তাং
বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়োবিপচেত্তু তাবৎ
দার্ব্বীপ্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ॥
পতস্তদো কালবিদা জলেন
মণ্ডেন বাজাপয়সাথবাপি।
নিহন্তি সর্ব্বংত্বতিসারমুগ্রং
কৃষ্ণংসিতংলোহিতপীতকম্ বা॥
দোষং গ্রহণ্যাং বিবিধঞ্চ রক্ত-
শূলং তথার্শাংসি সশোণিতানি।
অসৃগ্দরঞ্চৈব মসাধ্যরূপং
নিহন্ত্যবশ্যংকুটজাষ্টকোহয়ম্॥
তুলাদ্রব্যেজলদ্রোণোদ্রোণে রবাশুলামতা॥

কুড়চিছাল ১২॥ সের উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। চতুর্থাংশ শেষ হইয়া একাংশ থাকিতে নামাইয়া সিটা বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্তকাথ পুনরায় পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে গাঢ় হইয়া আলোড়ন দণ্ডে প্রলেপবৎ জড়াইয়া ধরিতেছে ঐ সময় নিম্ন লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে।

শিমুল আটা ৮ তোলা, আকনাদ ৮আট তোলা বরাক্রান্তা ৮ তোলা, আতইশ ৮ তোলা, মুথা ৮ তোলা, বেলশুঁঠ ৮ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা,

এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দিয়া নামাইবে। এই ঔষধ শীতল জলের সহিত অগ্নিমান্দ্যে, মণ্ডের সহিত বহির্বেগে এবং রক্তাতিসারে ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার গ্রহণী রক্তপ্রদর এবং নানাবিধ রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবরস।

দরদং মরিচং টঙ্কমমৃতং মাগধীসমম্।
মঞ্জিপিষ্টম্ভ গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্॥
লেহয়েন্মধুনা চাসু কুটজস্য ফলত্বচোঃ।
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্ত ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দধ্যান্নং তক্রমেবধা।
পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, বিষ, পিপুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে, ইন্দ্রযব চূর্ণ ও কুরচিছালের চূর্ণ মধুর সহিত সেব্য। ইহাতে ত্রিদোষজ অতিসার প্রশমিত হয়। পথ্য ছাগদুগ্ধ, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে জল দিবে ও সিদ্ধি ভোজন করাইবে।

কর্পূররস।

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবংতথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বংসংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ
জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতীসাররোগিণে॥
গ্রহণীষট্প্রকারে চ রক্তাতিসার উদ্ধতে॥

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, কেহ কেহ ইহার সহিত সোহাগার খই মিশ্রিত করেন, জ্বরাতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী রোগে ব্যবহৃত হয়।

জ্বরাতিসারে

কনকসুন্দররস।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্কনং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটীকৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্‌গব্যং তক্রোদনং চরেৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খই বিষ, ধুস্তরবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ, সিদ্ধি পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পথ্য দধি অন্ন ও তক্র।

গগনসুন্দর রস।

টঙ্কনং দরদং গন্ধ মভ্রকঞ্চ সমংসমম্।
ছুঞ্চিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জঞ্চ বল্লকম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসারমুল্বণম্॥
পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগ মামশূলং বিনাশয়েৎ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরোহেষো রসো গগনসুন্দরঃ॥

সোহাগার খই, হিঙ্গুল, গন্ধক, অভ্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ক্ষীরুইয়ের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ২ রতি শ্বেত ধুনাচূর্ণ ও মধু। ইহাতে জ্বরাতিসার ও রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পথ্য তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

কুটজারিষ্ট।

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
মধুকপুষ্পকাশ্মর্য্যো ভাগান্ দশপলোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেঽবশেষিতম্।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রংস্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।
জ্বরান্ প্রশময়েৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাতীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্॥
দুর্ব্বারগ্রহনীং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥

কুড়চির মূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের মউল ১০ পল গাম্ভারী ছাল ১০ পল পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২॥ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে একমাস রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে অগ্নি প্রবল হয় এবং জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অহিফেনাসব।

ফুলাং মধূকমদ্যস্ত শুক্তে ভাণ্ডে পরিক্ষেপেৎ।
অহিফেণস্ত কুড়বং মুস্তকং পলসম্মিতম্ ॥
জাতীফলকৈলেবং ভথৈলাং তত্র দাপয়েৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডং মাসমাত্রং যত্নতঃ পরিরক্ষয়েৎ ॥
হন্ত্যাতীসারমত্যুগ্রং বিসূচীমপি দারুণাম্ ॥

মউয়া ফুলের মদ্য ১২॥ সের অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, এলাইচ প্রত্যেক ১ পল এই সমস্ত দ্রব্য আবৃত পাত্রে একমাস রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধমাষা ইহা সেবনে প্রবল অতিসার ও দারুণ বিসূচীকা রোগ আরোগ্য হয়।

অতিসারমুক্তির লক্ষণ।

যস্তোচ্চারং বিনামূত্রং সম্যগ্বায়ুশ্চ গচ্ছতি।
দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠশ্চ স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ ॥

যাহার মূত্র ও বায়ু নিঃসরণ কালে মল নির্গত হয় না, সম্যক রূপে মূত্র ও বায়ুই নির্গত হয়। যাহার অগ্নি হয় ও পাকস্থলি ভারবোধরহিত হয় তাহার উদরাময় স্থগিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অতিসার, জ্বরাতিসার ও আমাশয়ে

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মঁসুর ডাউল যুষ, মাগুর, সিঙ্গি কই ও মউরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল বেগুন ডুমুর অপক্ক কদলী, ঝিঙ্গে প্রভৃতির ব্যঞ্জন ও ছাগ দুগ্ধ প্রভৃতি বিশেষ হিতকর। ক্ষুধার অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে অন্ন কিম্বা এরারুট বা বার্লি ব্যবস্থা অন্নের মধ্যে পাতি বা কাগজি লেবু। নিতান্ত ইচ্ছা হইলে পুরাতন তেঁতুল অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারেন।

জলখাবার, অপক্ক বিল্ব দগ্ধ করিয়া তাহার শস্য বা পক্ক বিল্ব ও বেলের মোরব্বা দাড়িম্ পানিফল মিছরি প্রভৃতি। অজীর্ণ এবং উদরাধ্মান না থাকিলে ছাগ দুগ্ধ নিসিদ্ধ।

ঘৃতপক্ক দ্রব্য, গুরুপাক তীক্ষ্ণবীর্য্য প্রভৃতি দ্রব্য অধিক জলপান তরল দ্রব্য অধিক ব্যবহার গোধুমমধ্যে কলাই, যব, শাক, ইক্ষুগুড়, নারিকেল দ্রাক্ষা প্রভৃতি সারক দ্রব্য অধিক-লবণ, লঙ্কার ঝাল ও স্নান বিশেষ অনিষ্টকর। অতএব এই সমস্ত নিসিদ্ধবিষয় সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জনীয়।

অতএব উদরের পীড়াদিতে আহারাদির বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আহারাদির অনিয়ম বশতঃ উদরের পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহণীরোগ।

অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নি গ্র্হণীমভিদূষয়েৎ॥
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
সাতুষ্টা বহুশোভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি॥
পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্ব্বদ্ধং মুহু র্দ্রবং।
গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ॥
পূর্ব্বরূপন্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ।
বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবং॥
কটুতিক্তকষায়াতিরূক্ষসংদুষ্টভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ববেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ॥
মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংছাদ্য কুরুতে গদান্।
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা॥
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুত্তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃস্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুজভীক্ষ্ণং বিসূচিকা॥
হৃৎপীড়াকার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা।
গৃদ্ধিসর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনন্তথা।
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ॥
সবাতগুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ।
চিরাদ্দুঃখ দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ
পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ॥

অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে কিন্তু অগ্নির বল ভালরূপ হয় নাই এরূপ অবস্থায় যদি আহারাদির অনিয়ম অর্থাৎ কুপথ্যাদি হয় তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে।

সেই দূষিত গ্রহণীনাড়ী, অগ্নিমান্দ্য কুপিত বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষ বা মিলিতত্রিদোষ দূষিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ব অবস্থায় অথবা দুর্গন্ধযুক্ত পক্ব অবস্থায় বারম্বার নিঃসারিত করে। গ্রহণীরোগে মল, কখন বদ্ধ কখন বা তরল হয়। এবং উদর বেদনা করিতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দূষিত হইয়া এই রোগ হয় বলিয়া ইহাকে পণ্ডিতেরা গ্রহণীরোগ কহিয়া থাকেন।

তৃষ্ণা, আলস্য বলক্ষয়, শরীরের এবং অগ্নিমান্দ্যজন্য আহারের বিদগ্ধতা ও বিলম্বে পরিপাক এই সমস্ত লক্ষণ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়া থাকে।

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষসংযোগাদিবিরুদ্ধভোজন, অল্পভোজন, উপবাস, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, ও মৈথুন এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করতঃ বাতগ্রহণী নামক রোগ উৎপন্নকরে। এই রোগে ভুক্ত দ্রব্য অতি কষ্টে এবং অম্লরসে পরিপাক পাইয়া থাকে। শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দবোধ, পার্শ্ব, উরু, কুঁচকিস্থান ও গ্রীবাদেশে নিয়ত বেদনা, বিসূচিকা, অর্থাৎ ভেদ বমি, হৃৎপীড়া, মধুরাদি ষড়্‌বিধ, রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনেই স্পৃহা, মনের গ্লানী এবং কাশ, শ্বাস, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতগ্রহণী রোগে, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইবার সময় বা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান হয়। কিন্তু আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহারোগের আশঙ্কা করিয়া থাকে। এবং কখন দ্রব কখন বা শুষ্ক অল্প অল্প ফেন বিশিষ্ট অপক্ব মল শব্দের সহিত অতিকষ্টে পুনঃ পুনঃ বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করে। কটু, অজীর্ণ, বিদাহী, অম্ল, ক্ষার লবণ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধপিত্ত, প্রতপ্ত

জলের ন্যায় অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে তাহাতেই পিত্তগ্রহণী রোগ উৎপাদন হইয়া থাকে।

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণং।
আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলন্তপ্তমিবানলং॥
সোঽজীর্ণনীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবং।
পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ॥
গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদিভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্যরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণং॥
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনং।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥

পিত্তগ্রহণী রোগে রোগী দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ও কণ্ঠে দাহ অরুচি ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয় এবং নীল ও পীত বর্ণ দ্রব মলত্যাগ করে। আর তাহার শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

অতিশয় গুরু স্নিগ্ধ, শীতল পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্যভোজন, অতিভোজন এবং দিবাভোজনের ক্ষণকাল পরেই শয়ন, এই সমস্ত কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্টকরতঃ শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ জন্মায়। এই শ্লৈষ্মিকগ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক হইয়া থাকে শ্লেষ্মাদ্বারা মুখ লিপ্ত ও মধুর হইয়া থাকে। রোগী, হৃদয়কে ঘনপদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া অনুমান করে। এবং কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল ও অলস হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বমনবেগ, বমন, অরুচি, কাসষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও গুরুতা, বিকৃত মধুর উদ্গার, অবসন্নতা, স্ত্রীতে প্রীতির অভাব, এই সকল লক্ষণ শ্লেষ্মগ্রহণীতে প্রকাশ হয়।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্টহেতুলিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজং॥

উপরোক্ত বাতজাদি গ্রহণীর কারণ ও লক্ষণ সমূহ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক কহিয়া থাকে।

সংগ্রহগ্রহণীর রূপ।

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনন্তথা।
দ্রবং ঘনং শীতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ।
আমং বহু সপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনং॥
পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথমুঞ্চতি।
দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্চ যা॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী।
সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণীমতা॥

সংগ্রহগ্রহণী রোগে কাহারও মাসান্তর, কাহার ও পক্ষান্তরে কাহারও ও দশাহান্তর কাহারও বা নিত্যই দ্রব, ঘন, শীতল স্নিগ্ধ ও বহু পরিমাণে অপক্ক মল ও দমকা ভেদ হইয়া থাকে। ভেদ হইবার কালে শব্দ হয় এবং উদরে ও কটিদেশে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও শরীরের গ্লানি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি ও রাত্রিতে হ্রাস হইয়া থাকে। সংগ্রহগ্রহণী অতিদুর্ব্বোধ ও দুশ্চিকিৎস্য অনেকদিনস্থায়ী। আম ও বায়ু দ্বারা এই সংগ্রহগ্রহণী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গ্রহণীর অসাধ্য লক্ষণ।

দোষং সামং নিরামঞ্চ বিদ্যাদত্রাতিসারবৎ।
লিঙ্গৈরসাধ্যো গ্রহণীবিকারো যৈ স্তৈরতীসারগদোন-
সিদ্ধেৎ॥
বৃদ্ধস্য নূনং গ্রহণীবিকারো হত্বা তনুং ন বিনি-
বর্ত্ততে চ॥

অতিসারের ন্যায় গ্রহণী রোগেরও আম ও পক্ক লক্ষণ জানিবে, এবং যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা অতিসার রোগ অসাধ্য হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইলে গ্রহণী রোগ ও অসাধ্য হইয়া থাকে। এবং বৃদ্ধব্যক্তির গ্রহণী রোগ হইলে তাহার নিশ্চয় প্রাণনাশের জানিবে।

গ্রহণীরোগচিকিৎসা।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ॥

গ্রহণী রোগে অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অতীসারোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ লঙ্ঘন পাচনাদি দ্বারা দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্॥
দদ্যাৎ পেয়াদিলঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥

শরীরে আমরস সঞ্চিত থাকিলে লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থা করিবে। তদ্দ্বারা আমাশয় শুদ্ধি হইলে পঞ্চকোলাদি যুক্ত পেয়া ও লঘু অন্ন প্রভৃতি এবং আগ্নেয় ঔষধ প্রদান করিবে।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্নচপিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতেস্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎসদ্যস্কমবিদাহিতৎ॥

গ্রহণী রোগে, তক্র লঘুতাপ্রযুক্ত অগ্নি-দীপ্তিকারক, গ্রাহী ও সুপথ্য, পরিপাকে মধুর রস হইয়া থাকে বলিয়া ইহা পিত্ত প্রকোপক নহে। কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফ শান্তি করে, এবং স্বাদু অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ু দমনকরে। সদ্যোজাত তক্র হিত-প্রদ, ইহা বিদাহি নহে।

নাগরাদ্যচূর্ণ।

নাগরাতিবিষা মুস্তং ধাতকী চ রসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্ ফলং পাঠা বিল্বং কটুকরোহিণী॥
পিবেৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং যশ্চাপ বেশ্যতে॥
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।
কেচিৎপাষ্টগুণতোয়েন প্রাহুস্তণ্ডুলভাবনাম্॥

শুঁঠ, আতইশ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চি মূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি বেলশুঠ, কটুকী এই সমস্ত চূর্ণ প্রত্যেকের সমভাগে মিশ্রিত করিবে ইহা মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে পৈত্তিক গ্রহণী প্রশমিত হয়।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ।

মুস্তসৈন্ধবশুণ্ঠী ভির্ধাতকীলোধ্রবৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববালকৈঃ॥
আম্রবীজমতিবিষা বজ্ঞাচেতি সুচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেবচ॥
এতদ্ গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধনম্॥

মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁট, ধাইফুল লোধ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইশ, বরাক্রান্তা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবনীয়। এই গঙ্গাধর চূর্ণ সেবনে গ্রহণী অতিসার ও সূতিকারোগ প্রভৃতি অজীর্ণরোগ আরোগ্য হয়।

বৃহদগঙ্গাধরচূর্ণ।

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িমং দলমেবচ।
সমস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জশ্বেতঞ্চ ধাতকী॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভূনিম্বনিম্বকম্।
জম্বুরসাঞ্জনঞ্চৈব কুটজস্য ফলং তথা॥
পাঠা সমঙ্গা হ্রীবের শাল্মলিবেষ্টমেবচ।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজচূর্ণং দেয়ং সমং সমম্॥
কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণসমং মতম্।
এতদ্ গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্॥
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।
অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ॥

বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুতা, আতইশ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল,

রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বয়াক্রান্তা বালা, মোচরস, সিদ্ধি পত্র, ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান কুড়চি ছালের চূর্ণ, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, অন্নের মণ্ড অথবা মধু। ইহা সেবনে গ্রহণী নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় মাত্রা ১ মাষা।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণ।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানীচহিঙ্গুর্লবণ পঞ্চকম্॥
গৃহধূমো বচাকুষ্ঠং ঘনমভ্রকগন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ং চাজমোদা পারদোগজপিপ্পলী॥
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবজ্জ্রাশনস্য চ।
অভার্জ্য নায়িকাং প্রাতর্যোষিনীং কামরূপিনীং॥
বিড়ালপদমাত্রন্ত তক্রমেদস্য গুণকম্।
মন্দাগ্নিকানছন্নমিগ্নীহপাণ্ডুজিরজ্বরান্॥
প্রমেহ শোথশিষ্ঠজনংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
সর্ব্বাতিসারহরণং সর্ব্বশূলনিসূদনং॥
আমবাতগদাচ্ছেদি সূতিকাতঙ্কনাশনং।
নচ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ॥

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী হিঙ্গ পঞ্চলবণ ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র গন্ধক, যবক্ষার সাচিক্ষার সোহাগা, বনযমানী, পারা গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র করতঃ সর্ব্বচূর্ণের সমষ্টি সিদ্ধি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে। যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ ব্যবস্থা করিবে। পথ্য কিঞ্চিৎ দধি ও মাংস প্রভৃতি, ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি করে এবং সর্ব্ব প্রকার গ্রহণী অজীর্ণ আমাশয় প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গ্রহণীশার্দ্দুলচূর্ণ।

রসং গন্ধংচ লৌহাভ্রং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্।
হরিদ্রে পাঠূলকৈব বচা মুস্তবিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যাঃ ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।
মাষদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
অগ্নিং কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।
পক্বাপক্বমতিসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
আমাতিসারমখিলং বিশেষাৎ বহুধা জয়েৎ।
অসাধ্যাঃ গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডুপ্লীহাতিরজ্বরান্॥
গ্রহণীশার্দ্দুলচূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, হরিদ্রা, অভ্র, হিঙ্গুল, পঞ্চলবণ, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, শুঠ পিপুল, মরিচ, হরিতকী আমলা বহেড়া চিতা, বনযমানী গজপিলুলের ক্ষার, গৃহের ঝুল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ সমস্ত চূর্ণের সমষ্টি সিদ্ধি চূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। ২ মাষা মাত্রায় তণ্ডুল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অগ্নিদীপ্তি করে এবং আমাতীসার পক্ব ও অপক্ব অতীসার, জ্বর, নানাদোষযুক্ত পাণ্ডু প্লীহা গ্রহণী প্রভৃতি এই সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়।

মেথীমোদক।

ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তজীরকদ্বয়ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশকেশরং পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা।
জাতীকোষং লবঙ্গক মুরাকর্পূরচন্দনম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানিতাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণা মোদকঃ কার্য্যাঃ পুরাতনগুড়েন চ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেদগ্নিবলং প্রতি।
অগ্নিং কুরুতে দীপ্তং সাদে মেদেমহৌষধম্।
বলবর্ণকরোহ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতং তথাশ্মরীম্॥
পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্।
স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ জাতাং তালফলোপমৌ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নারীনাঞ্চৈব পুত্রদঃ।
ভাষিতং কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ॥

শুঁঠ, পিপুল, মুতা জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কট্‌ফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব বিট-লবণ, তালিষ পত্র, নাগেশ্বর তেজপত্র, গুড়ত্বক এলাইচ জায়ফল, যষ্টিত্রী, মুরামাংসী, কর্পূর,

রক্ত চন্দন, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, সমস্ত চূর্ণের সমান মেথী চূর্ণ, সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া মিশাইয়া রাখিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইবে, এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হইবে।

জীরকাদিমোদক।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্।
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালিশং জাতীকোষদলেস্তথা॥
ধন্যাকং ত্রিফলাচৈব চাতুর্জ্জাতলবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে শ্বেত মাংসী দ্রাক্ষা শটীতথা॥
টঙ্কনং কুন্দুরুর্যষ্টিতুগাককোলবালকম্।
গজেন্দ্রত্রিকটুশ্চৈব ধাতকীবিল্বমর্জ্জুনং॥
শতপুষ্পাদেবদারুকর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলীচৈব কটুকাপদ্মনালুকে॥
এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলোভিষক্।
শর্করামধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্॥
খাদেৎ কর্ষসমং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণীকাং জয়েৎ॥
আমদোষাদ্ভবে পিত্তে বহ্নিসাদে তথৈবচ।
রক্তাতিসারেহতিসারে প্রয়োজ্যং বিষমজ্বরে॥
সশব্দং ঘোরগম্ভীরং হন্তি সদোষ সংশয়ঃ।
অগ্নিদীপ্তিকৃতং দোষঘ্নরং সর্ব্বরূপিণম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতংতথা॥
বিকারং কোষ্ঠজংচৈব হন্তিশূলমরোচকম্।
ভাষিতং বৃদ্ধিনাথেন জন্তূনাং হিতকারণম্॥

ভর্জ্জিত জীরা চূর্ণ ৮ পল ঘৃত ভর্জ্জিত ও বস্ত্র পূত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র মৌরী, তালিষপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল ধনে, আমলা, হরিতকী, বহেড়া, গুড়ত্বক, তেজপত্র এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শটী সোহাগার খই, কুন্দুরুখটী, যষ্টিমধু বংশলোচন, কাকলা মরিচ গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেল শুঁঠ অর্জ্জুনছাল গুলঞ্চ, দেবদারু, কর্পূর প্রিয়ঙ্গু জীরা মোচরস, কটুকী, পদ্মকাষ্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতে সেবনীয়। জীরকাদিমোদক সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ শান্তি হয়।

কামেশ্বরমোদক।

সমাড়্মারিতমভ্রকং কটফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা।
মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষুরং॥
রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং।
শঠী নাগবলা কচরমদনং জাতীফলং সৈন্ধবং॥
ভার্গীকর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং।
চাতুর্জ্জাতপুনর্নবাগজকণাদ্রাক্ষাশঠীবালকম্॥
শাল্মল্যাক্ষফলত্রিকং কপিভবং বীজংসমং চূর্ণয়েৎ।
চূর্ণাংশো বিজয়াসিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ-
পিণ্ডিতম্॥
কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যাসদা কামিভিঃ।
সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্যাকরণংস্তম্ভেৎপায়ংকামিণাং।
ধামাবস্তুকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্ব্যঙ্গনাস্রাবনঃ॥
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বামযান্॥
কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো।
ছর্দ্দামগ্রহণীপ্রমেহনিবহশ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ।
নিত্যানন্দকরোবিশেষকবিতাবাচাংবিলাসোদ্ভবঃ॥
দত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্ব্বালো নিত্যোৎসবঃ॥
অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুংপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ।
সর্ব্বেষাং হিতকারীচ নির্ম্মিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ॥
বৃদ্ধানাং মদনোদয়করঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে।
সিংহোৎসবং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাং।

অভ্র, কট্ফল কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, কদলীমূল শতমূলী যমানী মাষকলাই তিলতণ্ডুল, ধনিয়া শঠী গোরক্ষচাকুলে গজ মাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল সৈন্ধব বামুনহাটী কাঁকড়াশৃঙ্গী শুঠ পিপুল, মরিচ জীরা কৃষ্ণজীরা চিতামূল, গুড়ত্বক তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ণবা গজপিপ্পলী, আমলা, হরিতকী, বহেড়া

দ্রাক্ষা বালা শঠী শীমুলমূল আলকুশীবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা সিদ্ধি চূর্ণ ৪২ তোলা চিনি ১৬৮ তোলা। পাক যোগ্য জল দিয়া পাক করিবে শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা মোদক সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি খাইবে। ইহা সেবনে কাস শ্বাস গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি বিবিধ উদরাময় রোগ শান্তি হয় এবং ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

পীযুষবল্লীরস।

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্কনম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শানমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরকধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষালোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্॥
জাতীফলং বিশ্বনিম্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গা ধাতকী চূর্ণং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চণকাভা বটীকার্য্যাছাগদুগ্ধেন পেষিতা॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বসমং গুড়ম্॥
অতিসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতিসারমুল্বণম্॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা।
আমশূলবিবন্ধঘ্নঃ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ॥
পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগকম্।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিগুদজাংশং সুদারুণম্॥
পক্কাপক্কমতিসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
প্লীহগুল্মোদরানাহং সূতিকারোগসঙ্করম্।
অপস্মারম্ নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
এতান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু মানার্কেনাত্র সংশয়ঃ॥
পীযুষবল্লী বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা।
কশ্যপায় দদেঽশ্বিভ্যাং ততঃ পাপ প্রজাপতিঃ॥
ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ।
পরম্পরাপ্রাপ্তএব রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ॥

পারা, গন্ধক, অভ্র রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, আতইশ লোধ, কুড়চি ছাল, ইন্দ্রযব গুড়ত্বক জায়ফল, শুঁঠ নিমছাল, ধুতুরাবীজ দাড়িমছাল, বরাক্রান্তা, ধাতকী ফল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে কেশুরিয়া পাতার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগ দুগ্ধের সহিত মাড়িয়া চনকবৎ বটীকা করিবে। বেল পোড়া ও মিছরিগুড়ার সহিত অনুপানে সেবন করিবে, ইহা সেবন করিলে রক্তাতীসার গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

নৃপতিবল্লভ।

জাতীফললবঙ্গাব্দগেলাটঙ্কণপারদম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানীবিশ্বসৈন্ধবাঃ।
লৌহমভ্রং রসং গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং পিপ্পলং দত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষ্যা বটীকাং কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমন্নৃগহনাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতম্॥
সূর্য্যাসদেশজসাচাম্বং রসোনৃপতিবল্লভঃ।
অষ্টাদশবটিং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্।
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎপাণ্ডুককামলাম॥
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈবচ।
কটিশূলং কুক্ষিশূল নানাহমষ্টশূলকম্॥
কাশশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমমর্দ্দনম্।
গলগণ্ডগণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠাণি দদ্রূনি বাতরক্তভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারগ্রহণ্যর্শঃপ্রমেহকম্॥
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্।
জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যং শ্রমং ক্লমম্।
দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং গদ্গদমূকতাম্।
মূর্চ্ছাঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্॥
উরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্।
কর্ণনাসাস্যমুখাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ শীর্ণনান্॥
শোষঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণিচ।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চক্রাংশুরিব পাপহা।
বলবর্ণকরো হৃদ্যো আয়ুষোবীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগীদীর্ঘজীবীস্যাৎকোপী রোগাদ্বিমুচ্যতে॥
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক, এলাইচ সোহাগার খই, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী,

শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, মরিচ ২ পল, এই অষ্টাদশ দ্রব্য ছাগ দুগ্ধে বা আমলকী রসে অথবা কাথে, মাড়িয়া অর্দ্ধ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে, এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস ও শোথ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আরোগ্য ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গ্রহণীকবাটরস।

দরদং গন্ধপাষাণং তুগাক্ষীর্য্যাহিফেনকম্।
তথাবরাটিকাভস্ম সর্ব্বং ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
রক্তিকা প্রমাণেনছায়াশুষ্কাং বটিং চরেৎ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি রক্তাতিসারমুল্বণম্॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন, ও কড়িভস্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে দুগ্ধে মাড়িয়া ২ রতি প্রমান বটীকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। অনুপান ছাগীদুগ্ধ।

বৃহদ্ গ্রহণীকবাট্।

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকম্।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েৎদ্বিনঃ॥
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গেততঃক্ষিপেৎ।
পুটেম্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্যমর্দ্দয়েৎ।
বলারসৈঃ সপ্তধৈব সপামার্গরসৈস্ত্রিধা॥
লোধ্রপ্রতিবিষা মুস্তধাতকীন্দ্রযবাম্বুতাঃ॥
প্রত্যেকমেতৎ স্বরসৈর্ভাবনাস্যাত্রিধা ত্রিধা।
মাসমাত্ররসোলেহ্যো মধুনা মরিচৈ স্তথা॥
হন্তিসর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কপাটো গ্রহণীরোগে রসোহয়ং বহ্নিদীপনঃ॥

রূপা, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, প্রত্যেক ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারা ৩ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য কয়েতবেলের পাতার রসে উত্তম রূপ মাড়িয়া হরিণ শৃঙ্গের মধ্যে নিহিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে, পরে ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ বেড়ালার রসে ৭ বার এবং আপাঙ্গ, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাতকী পুষ্প, ইন্দ্রযব, ও বালা ইহা, দের প্রত্যেকের কাথে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও মরিচের গুড়া। ইহা সেবন করিলে অতিসার গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়। এবং বলবীর্য্য ও অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া থাকে গ্রহণী রোগের এইটি বিশেষ ফলপ্রদ পরীক্ষিত ঔষধ। ইহা বহুল রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খটঙ্কনরামঠম্।
শটীতালিশমুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবম্॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমহরিতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফলং লবঙ্গকম্॥
ত্বগেলাবালকং বিল্বং মেথীং শক্রাশনস্তচ।
রসৈঃসংমর্দ্দ্য বটীকা রসবৈদ্যেন কারিতা॥
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
গ্রহণীগজেন্দ্রনঃজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥
গ্রহণীংবিবিধাং হন্তি জ্বরাতিসারনাশিনী।
শূলগুল্মাম্লপিত্তাংস্ত কামলাঞ্চ হলিমকম্॥
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষী।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদজংশংকৃমিংজয়েৎ॥
মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যাবা রুচিবর্দ্ধনম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, শঠি, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা সৈন্ধব, ধাতকীপুষ্প, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরিতকী, ভেলার মুটী, তেজপত্র, জায় ফল, লবঙ্গ গুড়ত্বক, এলাইচ, বালা, বেল শুঁঠ মেথী এই সকল দ্রব্য সিদ্ধি পত্রের কাথে মর্দ্দন করতঃ ২ রতি প্রমান বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী রক্তাতিসার, পকাপক অতিসার জরাতিসার ও গুদভ্রংশ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ শান্তি প্রাপ্ত হয়।

মহাগন্ধক।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃকজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ॥
জাতীফলং তথাকোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
মুক্তাশুক্তিপ্রবালানাং পুটপাকেন সাধয়েৎ॥

গুঞ্জাষ্টকপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্ ॥
স্বরাগ্নিদীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥
বালকাসাতিসারঘ্নং বাজীকরণমুত্তমম্।
বালরোগং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্ ॥
পিশাচদানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ।
যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র নৈষাং ভয়ং স্থিতে ॥
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীনাঞ্চাপি বিশেষতঃ।
মহানন্দকরমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিনিসূদনম্ ॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক, ২ তোলা, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া লৌহ পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিমপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। অতঃপর উক্ত ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া অপর একখানি ঝিনুক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কলার পাতে বেষ্টন ও পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুট পাক দিবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৬ রতি বটীকা করিবে। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা রোগ ও জ্বর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বালকদের উদরাময়ে এই ঔষধ প্রয়োগমাত্রেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমাররস।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্কনং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যাং মৃতাভ্রকম্ ॥
চিত্রকস্তকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা।
নাশয়েন্মাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতম্ ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান অভ্র। চিতার কাথে, ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবনে অজীর্ণ গ্রহণী অতিসার প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

বিল্বতৈল।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থ মারনালং তথৈবচ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈবচ ॥
ধাতকীবিল্বকুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী ॥
দেবদারুবচাকুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিনী।
তেজপত্রাজমোদা চ জীবনীয়গণস্তথা ॥
এষামর্দ্ধপলানুভাগান্ পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতিসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশকম্ ॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।
কফবাতোত্তবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্।
মক্কলশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্ ॥
মৃতগর্ভেচ দাতব্যং মৃতবাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীনাং গদনিসূদনম্ ॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যোরেতোদুষ্টাশ্চ যেনরাঃ।
তেৎপিতরস্তাঃ শুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥
বন্ধ্যাপিলভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতিখ্যাত মাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ বেলশুঁট ৬।০ সের জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঠ, কুড়, শটী, রাস্না পুনর্ণবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল চিতামূল গজপিপ্পলী দেবদারু, বচ কুড়, মোচরস, কটকী, তেজপাত্র, বনযমানী, জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃদু অগ্নিতে

পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও সূতিকা প্রভৃতি নানা অজীর্ণ রোগ ও বিবিধব্যাধি নষ্ট হয়।

গ্রহণীমিহিরতৈল।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং বারিবাহশ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্॥
বিল্বনিলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্।
শুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী॥
তগরং নলদং ত্বচং কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং ত্বচঃ কুটজবল্কলম্॥
যমানী জীরকদ্বৈবাং কার্ষিকানি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রোক্তক্রমেণবা॥
কুটজত্বক্কষায়েন ধান্যককথিতেন বা।
বুদ্ধ্বা দোষগতিং তত্র তথানৌষধবারিণা॥
এতদ্রসায়নবরং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতিসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথাকাসং হিক্কাংশ্বাসং বমিংশ্রমম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেব হি॥
অর্শাংসি কামলাং মেহংশ্বয়থুং শূলমুল্বণম্।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যাযোগে বিপাচয়েৎ।
সাম্যংস্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যূষে রাজসংসদি॥
বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্।
গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমংশুভম্॥
গর্ভারম্ভে প্রকর্ত্তব্যং মেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিল তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ধন্তা, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেনার মূল, মুতা বালা, মোচরস, রসোত, বেলশুঁঠ নীলোৎপল, তেজপত্র নাগেশ্বর পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগর পাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি কেশুরিয়া পুনর্ণবা, আমছাল জামছাল, কদমছাল, কুড়চি ছাল ১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা তক্র ১৬ সের এই সমস্ত কাথ ও তক্র সমুদায়ের দ্বারা তৈল পাক করিবে। রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা কোন একটী ক্বাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রারিষ্ট।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলং পিবম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
তক্রকং সংযুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃক্রিমিমেহোদরাপহম্॥

যমানী, আমলা, হরিতকী, মরিচ, প্রত্যেক ৩ পল পঞ্চলবণ, প্রত্যেক ১ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে চূর্ণিত করিয়া তক্রের সহিত মিশাইয়া ৪ দিন রাখিবে, ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি শোথ গ্রহণী উদরাময় গুল্ম প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

পিপ্‌পল্যাদ্যাসব।

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকোঘনঃ।
বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রং পাঠাধাত্র্যেলবালুকম্॥
উশীরচন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা।
মাংসীত্বগেলাপত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গুনাগকেশরম্॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ং ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্গুড়তুলাত্রয়ম্॥
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলী ভবেৎ।
এতান্যেকত্র সংযোজ্য মৃদ্ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ॥
জ্ঞাত্বা রসগতং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া।
ক্ষয়গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতান্তথা॥
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্॥

পিপুল মরিচ, চই, হরিদ্রা, চিতামুল, মুতা বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আকনাদি, আমলা, এলবালুক, বেনার মুল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের গুড় ৩৭।৷০ সের ধাই-ফুল ১০ পল, দ্রাক্ষা ৬০ পল, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকা পাত্রে এক মাস রাখিবে, পরে উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে, অগ্নি বলাবল বিবেচনা করিয়া পরিমান স্থির করিবে, ইহা পান করিলে, নানা-বিধ রোগের শান্তি হয়।

জাতীফলাদ্যাবটী।

জাতীফলং টঙ্কনমভ্রকঞ্চ,
ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্ ।
ভাগদ্বয়ং স্যাৎ ফণিফেনযুক্তম্
গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্ ॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈঃ
যুক্তা বিদধ্যাদতিসারধ্বংসম্ ॥
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু
পক্বেষপক্বেষু গুদাময়েষু ।
পথ্যং সদধ্যোদনমত্রদেয়ং
রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ ॥

জায়ফল ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা অভ্র, ১ তোলা, ধুতুরাবীজ ১ তোলা, অহিফেন ২ তোলা এই কএকটী দ্রব্য একত্র গন্ধভাদুলের পত্রের রসে মর্দ্দন করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে।

গ্রহণী রোগে অনুপান মধু। অপরাপর রোগে পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পথ্য দধি ও অন্ন।

রসপর্পটী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্
রসগন্ধকপর্পটিকাপরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে ॥
মর্দ্দ্যং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে ।
আর্দ্রকরসে চ সূতঃ পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ ॥
মর্দ্দমুদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করণে গৃহ্নীয়াৎ ।
প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা ॥
শুকপুচ্ছসমচ্ছায়া নবনীতসমদ্যুতিঃ ।
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠঃ গন্ধক ঈর্য্যতে ॥
কৃত্বা তদ্বৎ গন্ধকমতিকুশলঃ ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্ ।
তদ্ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে ॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে ।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিমলা লৌহিকামধ্যে ॥
নির্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে দ্রুতং বিলাপ্য তৈলসমম্ ।
পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্ ।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্ ॥
শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা ।
তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবৎ কণোঽপি দৃশ্যতে সূতে ॥
পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহস্থিতং কৃত্বেম ।
নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে দ্রুতং বিলাপ্য তৈলসমম্ ।
সদ্যোগোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মুহুর্নি ।
লৌহস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্ ॥
পশ্চাৎ পর্পটরূপা পর্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ ।
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যস্য তু দৃশ্যতে ॥
তত্রসিদ্ধং বিজানীয়াৎ বৈদ্যোনৈবাত্র সংশয়ঃ ।
সম্পিহিতপাত্রে ভরণা বদনীয়পর্পটী মনুজৈঃ ॥
জীরকভৃষ্টে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ যাতলে জঠরে ।
জীরকহিঙ্গোরশনে তদনুপানং সলিলধারয়া কার্য্যম্ ॥
রসগন্ধপর্পটিকাভক্ষণমাত্রেতুনাম্ভসঃ পানম্ ।
প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিনমেকৈকবৃদ্ধিতোভক্ষ্যম্ ॥
দশগুঞ্জাপরিমাণাধিকমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি ।

পর্পটীপ্রস্তুতের পূর্ব্বে পারার মলদোষ বহ্নিদোষ ও বিষদোষ প্রভৃতি নিবারণ করা প্রয়োজন। তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পারা ৮ তোলা লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে, ইহা দ্বারা পারার মলদোষ নিবারিত হয়, এই প্রকার ত্রিফলা চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিলে পারার বহ্নিদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে। এবং চিতাপাতার রসে মর্দ্দনে বিষদোষ বিনষ্ট হয়। অতঃপর যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচি পত্রের রসে পারা মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন করিয়া ঐ সমস্ত রস শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই পারাই পর্পটী প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এই পারার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়, যে গন্ধক শুকপুচ্ছের সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট ও নবনীর ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ কঠিন, ও স্নিগ্ধ সেই গন্ধকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ঐরূপ গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধুলিবৎ চূর্ণিত করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধুম কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে জ্বালাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপমাত্রেই গন্ধক দৃঢ় হইয়া যাইবে। ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে। শোধিত গন্ধক ও পারা উভয় দ্রব্যই

সমভাগ করিয়া লইতে হয়। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার দ্বারা পারা গন্ধক সমভাগে লইয়া খলে উত্তমরূপে মাড়িতে হইবে। যে পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ আর পারা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এরূপ সময়ে ঐ চূর্ণ কজ্জলবৎ হইলে আর মর্দ্দন করিবে না। তদনন্তর বদরীকাষ্ঠের প্রজ্জলিত আঙ্গারোপরি লৌহের হাতা ধরিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থ এক সিকি বা অর্দ্ধ তোলা পরিমানে দিবে, ঐ লৌহদণ্ড বা ছুরিকা দ্বারা নাড়িবে, ক্রমে অগ্নি সন্তাপ লাগিয়া ক্রমশঃ তরল লইলে কাঁচা গোময়ের উপর কচিকলারপাতা স্থাপন করিয়া তদুপরি উক্ত তরল পদার্থ ঢালিয়া দিবে এবং আর একখানি কলাপাতা দ্বারা গোবরের সহিত পোট্টলী করিয়া তদ্দারা উক্ত পদার্থ চাপিয়া ধরিবে, এইরূপে উহা জমাট বাঁধিয়া পর্পটী প্রস্তুত হয়। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া ঐ লৌহের হাতায় লাগিয়া থাকিবে তাহা আর গ্রহণ করিবে না। পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় হইলে ইহা উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা সেবনের নিয়ম বাতোদর রোগে ২ রতি জীরক ১ রতি হিঙ্গের সহিত সেবন বিধেয়। পর্পটী সেবন করিয়া জলপান করা কর্ত্তব্য নহে। প্রথম দিবসে ২ রতি পরিমানে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ১০ রতির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত নহে, ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করার নিয়ম। পর্পটী সেবন কালে বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবন, ক্রোধ অধিক পরিমাণে চিন্তা, অনিয়মিত সময়ে আহার ব্যায়াম ও অতিরিক্ত পরিশ্রম স্নান অধিক বাক্যকথন প্রভৃতি বিশেষ বর্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা ও ধনের বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি শালিতণ্ডুলের অন্ন, কালবেগুণ, নিমুখী শাক, পটোল, সুপারি আদা, কাকমাচিশাক, লাবাদিপক্ষীর মাংস, মাগুর ও রোহিত এবং কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এই সমস্ত আহার করা বিধেয়। কলা, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদির এবং জলচর প্রভৃতি পক্ষ্যাদির মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক মৎস্য নিসিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিহার করা কর্ত্তব্য গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষণীয়। ক্ষুধা হইবা মাত্রেই আহার করা কর্ত্তব্য, যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। কদাচিৎ ভোজনে অতিনিয়মহেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে, ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করিবে। স্বপ্নবিকৃতিজনিত শুক্র ক্ষরণ হইলে দুগ্ধপান করিবে। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে কিনা ইহা বিশেষ রূপে অনুভব না হইলে গাত্র ঝিন্ ঝিন্ ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা উচিত। অধিক কি রোগীর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তথনই দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত লিখিত বিষয়ের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে ঘোরতর বিপত্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই রস পর্পটী সেবন করিলে গ্রহণী অর্শ পাণ্ডু, জ্বর, কামলা শোথ, অতিসার গুল্ম, জলোদর অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। সর্ব্ব প্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই যে রোগীকে দুগ্ধ, অন্ন, ব্যবহার করাইবে তাহার সহিত অল্প মাত্রায় মিছরি আহার করিতে দিবে। লবণ জল একবারে বর্জ্জন করিতে হয়, অতিশয় তৃষ্ণা হইলে ডাবের জল পানার্থ ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলংশুদ্ধংহেমতোলক সংযুতম্ ।
শিলায়াং মর্দয়েত্তাবৎযাবদেকত্বমাগতম্ ॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রেতত্তোদৃঢে ।
মর্দয়েদ্ চপাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ ॥

ততঃপরং বিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ ॥

পারা ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, অতঃপর পারাও স্বর্ণ একীভূত হইলে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করতঃ লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে পশ্চাৎ যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। ইহা সেবনে, গ্রহণী, যক্ষা অতিসার শোথ উদরী প্রভৃতি নানা রোগ আরোগ্য হয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌগন্ধকতোলকা রসদলং লৌহংতদর্দ্ধং শুভং।
লৌহার্দ্ধঞ্চবরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রংতথার্দ্ধিকম্ ॥
পাত্রেলৌহময়েচ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতঞ্চৈকতো।
দাববা্যা বা দরবহ্নিনাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে ॥
রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী।
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনংগুঞ্জাদ্বয়ংবৃদ্ধিতঃ।
লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষক্রিয়া লৌহবদ্।
গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুনিতং সপ্তাহমেবংভজেৎ।

গন্ধক ৮ তোলা, পারা ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করতঃ অপর লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ গোময় রাশিতে কচিকলার পাতা স্থাপিত করিয়া অপর কচি-কলার পাতদ্বারা গোময়ের পুট্টলী করিয়া যথাবিধি ঢালিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃত পর্পটী কহে। মাত্রা ২ রতি। লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। অনুপান ঘৃত ও মধু প্রতিদিন মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ৮।১০ দশ রক্তি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, এক সপ্তাহ সেবন করিলে নানাবিধ গ্রহণী, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন, অতিসার জ্বর শোথ, নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া শান্তি হইয়া থাকে।

বিজয়পর্পটী।

গন্ধকং স্থূরিতঃকৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপিপশ্চাচ্চুর্ণং বিচূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বাবহ্নিগতং সুধীঃ।
দ্রুতংভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং তত উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ ॥
তৎশুদ্ধং পলচৈকং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
সূতার্দ্ধং ভস্মরৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকং ॥
তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
একীকৃত্য ততঃসর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাংশুভাম্ ॥
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম।
বদরাঙ্গারবহ্নিহে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে।
মৃদৌ ন সম্যগ্ভঙ্গঃস্যাৎমধ্যভঙ্গশ্চসম্যাবং ॥
খরেণদুর্ভবেদ্ ভঙ্গোরক্ষঃ সুক্ষোৎরূপচ্ছবিঃ।
মৃদুমধ্যৌ তথা খাদ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ ॥
জরাব্যাধিশতাকীর্ণং বিশ্বংদৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটিমেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্ ॥
আদৌশঙ্করমভ্যর্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্যচ।
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্ ॥
রক্তিকাদিক্রমাদ্বৃদ্ধির্ভক্ষ্যানৈব দশোপরি।
আরোগ্যদর্শনংযাবৎ তাবদ্ভুঞ্জিতঃ পরম ॥

প্রথমতঃ গন্ধককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করতঃ ভৃঙ্গরাজ রসে ৬ বার অথবা তিনবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, অতঃপর উহাকে লৌহ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া পুনর্ব্বার ভৃঙ্গরাজ-রসে নিক্ষেপ করিবে। অল্পক্ষণ পরে তুলিয়া রৌদ্রে পূর্ব্ববৎ শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ৮ তোলা গন্ধক, পারা ৪ তোলা রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ এক তোলা, বৈক্রান্ত ৷৷০ আদ তোলা, মুক্তা ।০ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে স্থাপিত করিয়া কুল কাঠের অঙ্গারের অগ্নিতে দ্রব করিয়া লইবে, যখন কজ্জলীর বর্ণ ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ হইবে তখনই পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। পরে যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। কর্জ্জলীর পাক তিন প্রকার মৃদু মধ্য ও খর। মৃদু ও মধ্য পাকে পারা দেখা যায়। খরপাক হইলে পারা দৃষ্ট হয় না। মৃদুপাক হইলে

ভগ্ন হয় না। মধ্য পাকে রৌপ্যবৎ খণ্ড হয়। খরপাক হইলে, রুক্ষ সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ হয়।

মৃদু মধ্য পাকের পর্পটী সেবনীয় ও আশু ফলদায়ক। খরপাকের পর্পটী বিষতুল্য। মাত্রা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ১০ রতির অধিক মাত্রা ব্যবস্থা অনুচিত। যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয় তাবৎ মাত্রা হ্রাস করিবে না। রোগের উপশম দেখিলে মাত্রা হ্রাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ঔষধ সেবন করিবে। অজীর্ণ সত্বে আহারের বা আহারের সময়ের কোন প্রকার অনিয়ম করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ধনে, হিঙ্গ, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা বিধেয়। পিত্তাধিক্যে অম্ল মধুর দ্রব্য ব্যবহার করিবে। জাঙ্গল মাংস মধ্যে শশকের ও ছাগমাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মাগুর মৎস্যের এবং পলতা, কচি লালবেগুন ভক্ষণীয়। সিদ্ধ সুপারী ও কর্পূর সংযোগে পান চর্ব্বন করা কর্ত্তব্য। আহার কালের ব্যতীক্রম বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মস্তক ঝিন্‌ঝিন্ ভেদ বমন তৃষ্ণা ও পিত্তবৃদ্ধি হইলে নির্ভয়ে নারিকেল জল পান করিবে। জলের মধ্যে নারিকেল জল ও প্রত্যহ দুই বার করিয়া দুগ্ধ পান করা ব্যবস্থা করিবে। যদি স্বপ্নে বীর্য্যক্ষরণ হয় তাহা হইলে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। নিম্ব প্রভৃতি শাক, কদলীফল, শসা, লাউ, কাঁকুড়া, কুমড়া ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি পরিবর্জ্জনীয়। ব্যাধি হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিলে স্ত্রীলোকের দর্শন স্পর্শন পর্য্যন্ত পরিহার করিবে। যদি নিতান্ত আসক্তি প্রযুক্ত স্ত্রী সঙ্গম ঘটিয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করা উচিত, এই ঔষধ সেবনে সঞ্চিত গ্রহণী, আমশূল, অতীসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত ও জ্বরাদি প্রশমিত হইয়া দেহের পুষ্টতাসাধন, রতিশক্তির বৃদ্ধি, অগ্নি-দীপ্তি হইয়া দেহের কান্তি সাধন করে।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস।

একাংশোরসরাজস্য প্রাহ্যোদ্বৌহাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্যচত্বারো ভাগাঃ ষড়্দীর্ণনিঃস্বনাৎ॥
ত্র্যংশঃবলেবরাটাশ্চ টঙ্কনোরসপাদিকঃ।
পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্রমর্দ্দয়েৎ॥
মূষামধ্যেস্থপেৎকল্কং তস্যা বক্তুং নিরোধয়েৎ।
গর্ত্তেহরত্নিপ্রমাণেন পুটেত্রিংশদ্বনোপলৈঃ॥
স্বাঙ্গশীতলতাংজ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ।
ততঃখল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ॥
এতস্যাম্বুতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ঘৃতমাক্ষিকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ॥
মন্দাগ্নৌরোগসংঘেচ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরেমহাশূলে শীনসে শ্বাসকাসয়োঃ॥
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ ক্ষয়বো পাণ্ডুকে গদে।
সর্ব্বেষুকোষ্ঠরোগেষু যকৃৎপ্লীহাদিকেষুচ॥
বাতপিত্তকফোত্থেষুদ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষুচ।
দদ্যাৎসর্ব্বেষুরোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥

পারা ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, সোহাগার খই ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে লেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ মুষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মুষা বন্ধ করিবে। পরে ক্ষুদ্রপুটে ৩০ খানি বিল ঘুটের অগ্নিতে যথাবিধানে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অতঃপর ঔষধ গ্রহণ করিয়া খলে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি ঘৃত ও মধু ও ২৯টী মরিচের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও শোষ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

লৌহপর্পটী।

সম্যোগন্ধরসৌকৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ।
শুদ্ধলৌহস্যচূর্ণঞ্চ রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
একীকৃত্যাততোপক্বাংলৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্।
ঘৃতপ্রলিপ্তদার্ব্ব্যাচ স্বেদয়েন্মৃদ্বনাগ্নিনা॥
দ্রবীভূতংসমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে।
চূর্ণীকৃত্য সুধার্ধীর পথ্যাভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে॥

শীতোদকানুপানং বা ক্বাথং বা ধান্যজীরয়োঃ।
লৌহপর্পটিকেয়ং ভস্কালোকস্য সিদ্ধিদা॥
রক্তিকৈকাংসমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ।
সপ্তাহংবা দ্বয়ংবাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্॥
সূতিকাজ্বরকৈব গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।
আমশূলাতীসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥
প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ জ্বরকঞ্চ তথৈবচ।
আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠাষ্টোদশৈব তু॥
এবমাদীংস্তথা রোগানুগ্রাণি বিবিধানিচ।
হন্ত্যানেন প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃসুখী॥
জীবেদ্বর্ষশতংপূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
ভোজনংরক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকংবিদাহিচ॥
আমবাতপ্রকোপঞ্চচিন্তনং মৈথুনংতথা।
প্রাতরুত্থায়সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে উত্তম রূপ মর্দ্দন করিবে। পরে অপর কোন একটী লৌহ পাত্রে হাতায় বা খুন্তিতে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করতঃ মৃদু অগ্নিতে সন্তাপ দিবে, উহা দ্রবীভূত হইলে পূর্ব্ববৎ গোময়রাশির উপর কচি কদলীপাত স্থাপিত করিয়া অপর একটি গোময়ের কদলীপত্র বেষ্টিত পুটলী দ্বারা পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা, ১ রতি হইতে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। অনু-পান শীতল জল কিম্বা জীরা ও ধনের কাথ। এই ঔষধ সেবন কালে বিদাহী শাকাদি দ্রব্য এবং স্ত্রীলোকদর্শন বা স্পর্শ, প্রভৃতি এক কালীন পরিবর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণী, সূতিকা, অতিসার পাণ্ডু, কামলা অগ্নিমান্দ্য শোথ, বিষমজ্বর যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাভ্রবটী।

অভ্রকং পুটিতংতাম্রং লৌহং গন্ধকপারদম্॥
সুগটাটঙ্গণক্ষারং ত্রিফলাচপলংপলম॥
গরলস্তুতথামাষচতুষ্ককৈব চূর্ণয়েৎ।
তৎসর্ব্বংভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃপলৈঃ॥
দেবরাজশনাখ্যাসাকেশরাজাখ্যকস্যচ।
সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্যারাজস্য শ্রীফলস্যচ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থয়া বৃদ্ধদারস্য তন্দুলোঃ।
মণ্ডুকপর্ণীনির্গুণ্ডীপূতিকোন্মত্তকস্যচ।
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চাটরুকস্যচ।
শ্রীঘসুন্দরকস্যাটরূষকস্য রসেনতু॥
রসৈস্তাম্বূলাশ্চ পত্রোত্থৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্।
দ্রবেকিঞ্চিৎস্থিতেচূর্ণং মরিচস্য পলংক্ষিপেৎ॥
ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যাদ্বল্লমাত্রাং দদ্যাদ্যথোচিতাম।
জ্বরেচৈবাতিসারেচ কাসেশ্বাসেক্ষয়ে তথা॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধেবিষমজ্বরে।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রেচ যক্ষ্মণি॥
গ্রহণ্যাঃচিরভূতায়ং সূতিকায়াং বিশেষতঃ।
শোথেশূলেতথা সাধ্যে হবিরেচামবাতকে॥
মন্দানলেঽবলে চৈব সকলেশ্লেষ্মজেগদে।
পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কেবিশেষতঃ॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারা, মনঃশিলা সোহাগা, যবক্ষার, ত্রিফলা, প্রত্যেক ৮ তোলা, বিষ ।॰ আদতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র কেশুরিয়া, সোমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, তালিসপত্র, গণিয়ারী, বিদ্ধড়ক, ভুণ্ডুক, থুনকুড়ি, নিসিন্দা, নাটা, ধুতুরা পত্র, অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা সিম, বাসক, পান ইহাদের ৮ তোলা পরিমিত রসে বা কাথে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে, ৮ তোলা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গ্রহণী অতিসার ও সূতিকা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

এই গ্রহণীরোগ, অতিসার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগের প্রথম অবস্থায় কষা-য়াদি ও লঘু পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিবে। তাহাতে যদি বিশেষ কোন উপকার না হয় তখন রসপ্রয়োগ করিবে। যদি প্রথমতঃ আমাশয় এবং তৎসহিত রক্ত থাকে তাহা হইলে পীযূষবল্লী রস ব্যবস্থা করিবে। যদি কেবল অজীর্ণ ও অধিক পরিমাণে তরল মল

নিঃসরণ হইতে দেখায় যায়, তাহাতে যদি রক্ত না থাকে তাহা হইলে নৃপতিবল্লভ গ্রহণীকবাটরস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে যখন বিশেষ কোন উপকার না দর্শাইবে তখন জীরকাদি কি মুস্তকাদিমোদক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। তাহাতেও যদি রোগের কোন উপশম না হয় এবং রোগীর দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে পেটের দোষ অধিক পরিমানে দেখা দেয় হস্তপদা-দিতে শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তখন রস পর্পটী কিম্বা পঞ্চামৃতপর্পটী কি স্বর্ণপর্পটী এই সকল ঔষধ দুগ্ধান্ন ইত্যাদি পথ্যাদির নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া অতি সতর্কতা অনুসারে রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে; যেহেতু যদি কোনপ্রকারে আহারবিহারাদির ব্যতি-ক্রম ঘটিয়া যায় তাহা হইলে ঘোরতর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। আর অতিসার বা গ্রহণী প্রভৃতি রোগে যদি সহসা ভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গঙ্গাধরচূর্ণ, জাতিফলাদ্যা বটীকা এই প্রকার ধারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ভেদ নিবারণ করিয়া যথা যোগ্য পাচক ও আগ্নেয় ঔষধাদি দ্বারা এবং তদনুরূপ পথ্যাদি দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে। এই সমস্ত রোগে আহারাদির বিষয়ে বিশেষরূপে রোগীকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্শোনিদান।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ॥
অর্শাংসি ষট্ প্রকারাণি বিদ্যাদ্গুদবলিত্রয়ে॥
কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণমদ্যং মৈথুনসেবনম্॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌচ শীতৌব্যায়ামকর্ম্মচ।
শোকোবাতাতপস্পর্শোহেতুর্ব্বাতার্শসাংমতঃ॥

পৃথক্ দোষ অর্থাৎ বাতজপিত্তজকফজ, সমস্ত অর্থাৎ সন্নিপাতজ, রক্তজ ও সহজ এই ছয় প্রকার অর্শঃ মলদ্বারের বলিত্রয়ে হইয়া থাকে। কষায় কটু তিক্ত শীতল দ্রব্য আহার, অতি-অল্প ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, অতিমৈথুন, উপবাস শীতকালে শীতপ্রধান দেশে বাস, পরিশ্রম, শোক, বায়ু ও রৌদ্রসেবন এই সমস্ত কারণে বাতার্শ উৎপাদন হইয়া থাকে, বাতার্শের দুই প্রকার নিদান, সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট। যে সমস্ত হেতু উপস্থিত হইয়া বাতাদির কোপ জন্মাইয়া রোগের কারণ হইয়া থাকে তাহাকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ নিদান বলা যায়। আর যাহারা পরবর্ত্তির কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া রোগের কারণ হয় তাহাদিগকে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটস্থ নিদান বলা যায়।

পিত্তার্শোনিদান।

কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপঃপ্রভা
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নং॥
বিদাহিতীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বপানান্নভোজনং।
পিত্তোল্বণানাংবিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাং॥

কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অপরিপক্ব দ্রব্য, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণবিশিষ্ট সমস্ত পানীয় ও ভোজ্য বস্তুর পান ও ভোজন, পিত্তোল্বণ অর্শরোগের প্রকোপবিষয়ে এই সমস্ত হেতু কথিত হইয়াছে।

কফার্শোনিদান।

মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণিচ।
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখেরতিঃ॥
প্রাগ্বাতসেবাশীতৌচ দেশকালাবচিন্তনং।
শ্লৈষ্মিকানাং সমুদ্দিষ্টমেতৎকারণমর্শসাং॥

মধুর স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য আহার অতিশয় শারিরীকপরিশ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, সুখকর কোমল শয্যায় শয়ন ও সুখজনক আসনে উপবেশন পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখ বায়ু সেবন, শীতল দেশ শীতকাল ও চিন্তারাহিত্য এ সমস্ত কফার্শের হেতু।

হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানিচ।
সর্ব্বোহেতু স্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণৈঃ সমঃ॥

দোষত্রয়ের নিদান ও লক্ষণ সংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম ও পিত্তশ্লেষ্ম অর্শঃ নির্ণয় করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে সেই সমস্ত অর্শের হেতুই ত্রিদোষ লক্ষণ জানিবে। আর সহজ লক্ষণের সহিত ত্রিদোষজ অর্শরোগের এক একটী বাতাদি নিদ্দিষ্ট হেতুও লক্ষণ উপস্থিত হয়। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহাদিগের কোপের প্রতি যে সকল হেতু নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ সমস্ত কারণ এক কালে উপস্থিত হইয়া

ত্রিদোষের কোপ উপস্থিত করে এবং বাত পিত্ত ও কফ এক কালে কুপিত হইয়া অর্শরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহাতে বাতাদি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমস্তও এক কালে উপস্থিত হয়। সহজ অর্শোরোগ ও ত্রিদোষজ, এই জন্য তাহাতেও ত্রিদোষের হেতু ও লক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান থাকে।

অর্শেরপূর্ব্বরূপ।

বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা॥
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে॥

অজীর্ণ, অথবা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় উদর ভার, দৌর্ব্বল্য কুক্ষিতে গুড়গুড় শব্দ কৃশতা উদ্‌গারবাহুল্য জঙ্ঘার অবসাদ, অসম্যক মলনির্গম এবং গ্রহণী পাণ্ডু ও উদররোগ উৎপন্ন হয়; অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত উল্লিত লক্ষণ সমুদয় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতার্শোনিদান।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষমাঃ পরুষাঃ খরাঃ॥
মিথো বিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীখর্জ্জুরকর্কন্ধুকার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরুবঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ॥
ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভহৃদ্গ্রহারোচকপ্রদাঃ।
কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্যকর্ণনাদভ্রমাবহাঃ॥
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিণ্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।
গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলাসম্ভবস্তত এব চ॥

বাতোল্বণ অর্শঃ স্রাবরহিত চিমিচিমি বেদনা বিশিষ্ট ম্লান অর্থাৎ অল্পপচিত ধূম বা অরুণবর্ণ কঠিন অপিচ্ছিল অর্থাৎ ধূলিস্পর্শবৎ কর্কশ (গোজিহ্বাদির ন্যায়) পরস্পর বিভিন্নরূপ বক্র ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং বিস্ফুটিতমুখ অর্থাৎ মুখ ফাটা, কাহারও আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায় এবং কাহারও আকার শ্বেতসর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র, কেহ বা বিম্ব ফলের ন্যায়, কাহারও আকার কুলের আকৃতি কাহারও আকার খর্জ্জুরের ন্যায় কাহারও বা কার্পাস ফলের ন্যায় আকার হইয়া থাকে। বাতার্শোরোগে রোগীর মস্তক পার্শ্ব ও স্কন্ধ এবং কটিদেশ ও উরু বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিতে অতিশয় বেদনা, হাঁচি এবং উদ্গারাধ্মান, উদর ভার, বক্ষোবেদনা অরুচি কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণে অব্যক্ত শব্দ ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয় রোগেরও লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতার্শ পীড়িত ব্যক্তির কুন্থনে পিচ্ছিল ফেনযুক্ত বদ্ধ গুট্‌লেমল অল্প অল্প নির্গত হয়। মলত্যাগ কালে অত্যন্ত বেদনা ও শব্দ হইয়া থাকে, পীড়িত ব্যক্তির ত্বক নখ বিষ্ঠা মূত্র চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই বাতার্শঃপীড়া হইতে গুল্ম প্লীহা উদরী অষ্ঠীলা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

পিত্তার্শোনিদান।

পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রাবিণো বিস্রস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ॥
শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ডজলৌকোবক্ত্রসন্নিভাঃ।
দাহপাকজ্বরস্বেদতৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ॥
সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণপীতরক্তামবর্চসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীতহারিদ্রত্বঙ্‌নখাদয়ঃ॥

পিত্তার্শের নীলমুখ অর্থাৎ অগ্রভাগ নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হয়, এবং অর্শ হইতে তরল রক্তস্রাব হয় আমগন্ধযুক্ত, কোমল ও লম্বমান, অথবা শুকপক্ষীর জিহ্বাসদৃশ যকৃৎ খণ্ড বা জলোকামুখের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মধ্যস্থল যবের ন্যায় ও উষ্মাবিশিষ্ট. পিত্তোল্বণ অর্শে দাহ মলদ্বারের পাক জ্বর ঘর্ম্ম পিপাসা অরতি ও মোহ উপস্থিত হয় এবং নীল পীত বা রক্তবর্ণ তরল অপক্ক মলভেদ হইয়া থাকে। পিত্তার্শপীড়িত ব্যক্তির ত্বক, নখ, মল, মূত্র, নেত্র, ও মুখ হরিত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তেদোষজন্যপিত্তোল্বণ অর্শ হইতে ভিন্ন রক্তার্শের নিদান।

রক্তোল্বণাগুদেকীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ।
বটপ্ররোহসদৃশাগুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ॥
তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্ কপ্রপীড়িতাঃ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্যচাতিপ্রবৃত্তিতঃ॥
ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ॥
বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষ মধোবায়ুর্ন বর্ত্ততে।
তনুষারুণবর্ণাভং ফেনিলং চাসৃগর্শসাং॥
কট্যুরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যং যদি চাধিকং।
তত্রানুবন্ধোবাতস্য হেতুর্যদিচরুক্ষণং।
শিথিলং শ্বেতপিত্তঞ্চ বিট্ স্নিগ্ধং গুরুশীতলং।
যদ্যর্শসাং ঘনঞ্চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডুপিচ্ছিলং॥
গুদংসপিচ্ছং স্তিমিতং গুরুস্নিগ্ধঞ্চ কারণং।
শ্লেষ্মানুবন্ধো বিজ্ঞেয় স্তত্ররক্তার্শসাং বুধৈঃ॥

রক্তপ্রধান অর্শরোগীর মলদ্বার কীলকবক্ত সদৃশ হইয়া থাকে। রক্তোল্বণ অর্শের লক্ষণ পিত্তোল্বণ অর্শের ন্যায় হয়। ঐ অর্শ বটাঙ্কুর সদৃশ হয় অথবা গুঞ্জা কিম্বা প্রবালের ন্যায় কঠিন মলকর্ত্তক প্রপীড়িত হইয়া সহসা অত্যন্ত দুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত স্রাব করে, অর্থাৎ গাঢ় মল কর্ত্তক অর্শ প্রপীড়িত হইলে তাহা হইতে ঐরূপ অধিক মাত্রায় দুষ্ট উষ্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে সেই রক্ত অধিক পরিমাণে স্রাবহেতু রোগী ভেকবর্ণ হয়; রক্তক্ষয়জন্য দুঃখ অর্থাৎ ত্বকের পরুষতা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। তাহার বর্ণ, বল, ও উৎসাহ প্রভৃতি সমস্তই হ্রাস এবং সমস্ত ইন্দ্রায়াদি শক্তিবিহীন হইয়া যায়। যদি রক্তার্শপীড়িত রোগীর মল শ্যাববর্ণ ও কঠিন এবং রুক্ষ হয় কিম্বা অধো বায়ু প্রবৃত্তি না হয় ও অর্শের রক্ত যদি তরল রক্তবর্ণ, এবং ফেনাযুক্ত হয়, রোগীর কটিদেশে উরুতে ও মলদ্বারে যদি অত্যন্ত বেদনা থাকে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অর্শের উৎপন্নের হেতু যদি রুক্ষ হয় তাহা হইলে রক্তোল্বণ অর্শে বায়ুর আধিক্য আছে জানিতে হইবে অর্থাৎ তাহাই বাতাধিক্য অর্শঃ।

রক্তোল্বণ অর্শে রোগীর মলদ্বার শিথিল হইলে এবং উহার মল শ্বেত মিশ্রিত পীতবর্ণ স্নিগ্ধ বিশিষ্ট গুরু এবং স্পর্শে শীতল বোধ হয় এবং অর্শের রক্তঘন তাঁতবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ হয় মলদ্বার পিচ্ছিল ও আর্দ্র বস্ত্রাবৃতের ন্যায় হয়। রক্তপ্রধান অর্শের উৎপত্তির হেতু গুরু বা স্নিগ্ধ হইলে সেই রক্ত প্রধান অর্শোরোগে কফাধিক্য নির্দ্দেশ করিবে। রক্তপ্রধান অর্শে ও পিত্তোল্বণ অর্শের লক্ষণ এই বাক্যদ্বারা রক্ত ও পিত্তের সমান লক্ষণপ্রযুক্ত পিত্তপ্রধান জ্ঞান করিবে।

শ্লেষ্মোল্বণার্শোনিদান।

শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ।
উৎসন্নোপচিতাঃ স্নিগ্ধাঃস্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্যাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ॥
বংক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ॥
সকাসশ্বাসহৃল্লাসপ্রসেকারুচিপীনসাঃ।
মেহকৃচ্ছ্র শিরোজাড্যশিশিরজ্বরকারিণঃ॥
ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ।
বসাভসকফপ্রাজ্য পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ॥
ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ॥
সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ॥

কফপ্রধান অর্শের মূলদেশ অতিশয় বৃহৎ হয় ঘণ অর্থাৎ নিবিজয়েব অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও শুক্লবর্ণ যুক্ত হয় লম্বাকৃতি ও স্থূল তৈলাভ্যক্ত বৎ স্নিগ্ধ এবং অনম্র ও বর্ত্তুলাকৃতি হয়। এই কফার্শ পীড়িত ব্যক্তির মলদ্বার গুরুদ্রব্যা-ক্রান্তবৎ ভার নিশ্চল, পিচ্ছিল আদ্রবস্ত্রাচ্ছা-দিতবৎ মসৃণ, অতিশয় কণ্ডুবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা স্পর্শনপ্রিয় ইহাদিগের আকার বংশাঙ্কুর কাঁটাল বীজ বা গোস্তনের ন্যায় আকার হয়। এই কফ প্রধান অর্শে রোগীর বঙ্ক্ষণদ্বয় টানিয়া ধরে অর্থাৎ বন্ধবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, এবং গুহ্য

দেশ বস্তিতে ও নাভিস্থলে আকর্ষনবৎ বেদনা সদৃশ পীড়াজনন হয়। এবং রোগীর শ্বাস, কাস, বমন বেগ, মুখস্রাব, বা গুহ্যস্রাব অরুচী পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র মস্তকের জড়তা, শীত জ্বরোৎপত্তি ক্লীব ও অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার গ্রহণ্যাদি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি অর্থাৎ অতী সার গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি সকল উৎপাদন হয়। এবং প্রবাহিকা লক্ষণাক্রান্ত বসাসদৃশ কফমিশ্রিত বহুমল নিঃসরণ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে ক্লেদ রক্তাদি স্রাব হয় না। এবং মলের কঠিন্য থাকাতেও আর্শাঙ্কুর সমস্ত বিদীর্ণ হয় না। রোগীর ত্বক প্রভৃতি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদবলীত্রয়ঃ।
সর্ব্বএব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে॥
তস্মাদর্শাংসি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ।
সর্ব্বদেহোপতাপীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চস্থা বায়ু, আলোক সাধক, পাচক, ও ভ্রাজক এই পঞ্চাত্মক পিত্ত, অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক তর্পক ও শ্লেষ্মক এই পঞ্চাত্মক কফ এবং গুহ্যস্থ প্রবাহণী বিসর্জ্জণী ও সম্বরণী নামক বলিত্রয় এই সকল কুপিত হইয়া অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই জন্য এই অর্শরোগ অতি কষ্টদায়ক বহু রোগোৎপাদক সর্ব্বদেহপীড়ক এবং অর্শ রোগ প্রায়ই কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শের সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্যনিদান।

বাহ্যায়ান্তু বলৌ যাজ্ঞান্যেকদোষোল্বনানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ।
দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ॥
সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিং।
জায়ন্তে হর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ।
শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদসমন্বিতে।
যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাখ্যেয়ান্যতোহন্যথা॥

বাহ্যবলিতে বা বর্ষাতীত অথবা একদোষোৎপন্ন এবং অনতিক্রান্ত এবং অর্শ একবৎসর মধ্যে হইয়াছে এই তিন প্রকার লক্ষণ মিলিত হইলে সেই অর্শঃসকল সুখসাধ্য হইয়া থাকে। এবং যে অর্শঃদ্বন্দ্বজ অর্থাৎ দ্বিদোষোৎপন্ন দ্বিতীয়া বলী অর্থাৎ বিসর্জ্জনীতে হয় এবং এক বৎসরের অধিককাল উৎপন্ন হইয়াছে সেই সমস্ত অর্শঃ অর্থাৎ ঐ তিন প্রকার লক্ষণের অন্য প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইলে অর্শোরোগ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। আজন্মজাত বা সান্নিপাতিক কিম্বা ভিতর বলিতে যে অর্শ উৎপন্ন হয় তাহাও অসাধ্য। যদি আয়ুর কিঞ্চিৎ শেষ ও কায়াগ্নির বল থাকে এবং যদি উপযুক্ত চিকিৎসক উপযুক্ত ঔষধ উপযুক্ত পরিচারক ও নিয়মপালনে রোগী সক্ষম হয় তাহা হইলে অর্শরোগ যাপ্য অন্যথা হইলে অর্শরোগ অসাধ্য জানিবে।

অর্শেরঅসাধ্যনিদান।

হস্তে পদে মুখেনাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা।
শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যা সাধ্যোঽর্শসোহি সঃ॥
হৃৎপার্শ্বশূলং সংমোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গস্যরুগ্ জ্বরঃ।
তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরং॥
তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতং।
শোথাতিসারসংযুক্তমর্শাংসি ক্ষপয়ন্তিহি॥

যে সমস্ত অর্শ রোগীর হস্তে পদে মুখে নাভি মলদ্বারের ও অণ্ডকোষে শোথ এবং যাহার হৃদয়ে ও পার্শ্বে শূল উপস্থিত হইয়াছে তাহার রোগ অসাধ্য। এই সমস্ত লক্ষণ এককালে প্রকাশিত হইলে সে রোগীর মৃত্যুকাল অতি নিকট হইয়া থাকে।

যে অর্শরোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব দেশে শূল মূর্চ্ছা বমি, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, জ্বর তৃষ্ণা ও মল দ্বার পাক এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে রোগীকে ত্যাগ করিবে। তৃষ্ণা অরুচি, শূল, অত্যন্ত শোনিত নিঃসরণ, শোথ অতিসার এই সমস্ত উপদ্রবকেও অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু লক্ষণ বলিয়া জানিবে। হৃদয়ের ও পার্শ্ব

শূলাদি লক্ষণ গুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হইলেও তাহা গতাসু জানিবে।

অর্শের অন্যবিধ অসাধ্য নিদান।

মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথাস্বং নাভিজানি চ।
গণ্ডূপদাস্যরূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ॥
ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ।
কীলোপমং স্থিরখরং চর্ম্মকীলন্তু তদ্বিদুঃ॥
বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতবক্ত্রতা।
শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা॥

লিঙ্গস্থানে ও নাভিতে যে অর্শোঽঙ্কুর উপস্থিত হয় তাহার অবয়ব কেঁচুয়ার মুখ সদৃশ হইয়া থাকে, এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল, মাংসাঙ্কুর সামান্যাকারে নাভিজাতকেও অর্শ মধ্যে গণনা করা গিয়া থাকে। ব্যান বায়ু শ্লেষ্মাকে গ্রহণ করিয়া ত্বকের উপর গোঁজ সদৃশ, নিশ্চল, কর্কশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে চর্ম্মকীল বা আঁচিল কহে তাহা যদি বাতজ হয় তাহা হইলে সূচীভেদবৎ বেদনাবিশিষ্ট ও কর্কশ, পিত্তজ হইলে কৃষ্ণবর্ণ মুখ, এবং শ্লেষ্মজ হইলে স্নিগ্ধ, গ্রন্থিল অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায় ত্বকের সমানবর্ণ বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়।

অর্শোরোগচিকিৎসা।

যোগ।

রক্তচিত্রকমূলত্বচা পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ॥

রক্তচিতার মূলের ছাল জলের সহিত বাটীয়া পাত্রের মধ্যে প্রলেপের ন্যায় দিয়া তাহাতে দধি পাতিয়া রাখিবে, অতঃপর দধি দ্বারা তক্র প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে অথবা ঐ দধিই সেবন করিবে, ইহা সেবন করিলে অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কচ্ছূকণ্ডূরুজাপহা।
গুদজানাশনী পথ্যা গুড়েনোজ্জিতা সগুড়াভয়া॥

গুড় ও হরীতকী একত্র যোগ করিয়া পান করিলে পিত্ত শ্লেষ্ম প্রশমিত হয় এবং কৃচ্ছ্র কণ্ডুবেদনা ও অর্শেরও উপশমিত হইয়া থাকে।

তিলারুষ্করসংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্॥

তিল ও শোধিত ভেলাবীজ সমভাগে একত্র বাটীয়া ভক্ষণ করিলে অগ্ন্যুদ্দীপন হয় এবং কুষ্ঠরোগ ও অর্শরোগ প্রভৃতির বিশেষ উপকারী।

তিলভল্লাতকং পথ্যা গুড়শ্চেতি সমাংশিকম্।
দুর্নামকাসশ্বাসঘ্নং প্লীহপাণ্ডুজ্বরাপহম্॥

তিল, শোধিত ভেলাবীজ, হরীতকী, ও ইক্ষু গুড়, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র করিয়া বাটীয়া উপযুক্ত পরিমাণ করিলে অর্শ কাস, শ্বাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

সিদ্ধং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন।
পিবতি চ তক্রং নূনং তস্যশ্চেবাভিভূষণগুদজানি॥
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেন॥

ঘোষা ফল ঘোষা লতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, পরে যথাবিহিত ক্ষার জল প্রস্তুত করতঃ উক্ত জলের সহিত বেগুন সিদ্ধ করিয়া লইবে, অতঃপর উক্ত বেগুন ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিয়া ঘোল পান করিলে, অর্শরোগ আশু নিবৃত্তি পায়। এমন কি সহজ, (আজন্ম জাত অর্শ) রোগ ও সাতদিবসের মধ্যে প্রশমিত হইয়া যায়।

দন্ত্যরিষ্ট।

দন্তীচিত্রকমূলানা মুভয়ো পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলান্ শানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাংতত্র দাপয়েৎ।
রসে চতুর্থশেষেতু পূতশীতে প্রদাপয়েৎ॥
তুলাং গুড়স্যতত্তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে॥
তন্মাত্রয়া পিবেন্নিত্যামর্শেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্॥
দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিমং বিদুঃ।
পাত্রেঽবতিষ্ঠাদিসপ্তানং ধাতকীলোধ্রলেপিতে॥

দন্তী মূল, চিতার মূল, বেলছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলীর ছাল, গনিয়ারির ছাল, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণি, বৃহতি, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, বহেড়া ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অতঃপর ঐ জলে ১২॥০ সাড়ে বার সের ইক্ষু গুড় মিশাইবে, এবং উহা একটি ঘৃতের পাত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ১৫ দিন কিম্বা ১ মাস রাখিবে, পরে ইহা জাত হওয়া আবশ্যক যে উক্ত ঘৃত পাত্রের মধ্যদেশে ধাইফুল ও লোধকাষ্ঠ বাটীয়া লেপ দিয়া উক্ত দন্তীপ্রভৃতি কাথ রাখিতে হইবে। এই প্রকার করতঃ ঐ নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ১৫ দিন কিম্বা ৩০ দিনের পর পাত্রের মুখ খুলিয়া ঔষধ ছাঁকিয়া প্রত্যহ এক ছটাক মাত্রায় পান করিলে অর্শ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। এবং বায়ু সরল অগ্ন্যুদ্দীপন, অরুচি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

অরুষ্করমোদক।

সনাগরারুষ্করবৃদ্ধদারকং গুড়েন যো মোদকমদ্যদারকম্।
অশেষদুর্নামকরোগদারকং করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকং॥
চূর্ণে চূর্ণে সমোজেজ্যো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ॥

শুন্ঠী শোধিত, ভেলাবীজ চূর্ণ বীজাড়কবীজ চূর্ণ সমভাগে লইয়া উক্ত উভয়বিধ চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুন পরিমাণ গুড় দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া এক আনা অথবা দেড় আনা মাত্রায় সেবন করিল অর্শের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে।

প্রাণদাগুড়িকা।

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধং চব্যায়াঃ পলমেব চ॥
তালিশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বেপলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥
সূক্ষ্মেলাকর্ষমেকন্তু কর্ষং ত্বগমৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানিত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি চ সা স্মৃতা।
পূর্ব্বং ভক্ষ্যাত্তু পশ্চাত্ত ভোজনস্য যথাবলম্॥
মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেৎ তথা॥
হন্ত্যর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজানি চ॥
বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোত্থবানি চ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগগলগ্রহে॥
বিষমজ্বরেচ মন্দেঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ।
ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা॥
শ্বাসকাসপরীতানা মেষাস্যাদমৃতোপমা।
শুণ্ঠ্যাঃ স্থানেঽভয়া দেয়া বিড়্গ্রহে পিত্তসংযুতে॥
প্রাণদেয়ং সিতাং দত্ত্বা চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণাম্।
অম্লপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাঙ্কুরে॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌশ্লেষ্মভবেজলং।
পলদ্বয়ন্ত্বনিলজে পিত্তজেতু পলত্রয়ং॥

শুণ্ঠীচূর্ণ ২৪ তোলা, মরিচচূর্ণ ৮ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা, চৈ চূর্ণ ৮ তোলা, তালিশ পত্র চূর্ণ ৮ তোলা, নাগকেশর চূর্ণ ৪ তোলা, পিপুলমূল চূর্ণ ১৬তোলা, বেনামূল চূর্ণ ১ তোলা পুরাতন ইক্ষু গুড় ৵৩৸০ তিন সের বার ছটাক, উল্লিখিত চূর্ণ সকল গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার চারি আনা বা ছয় আনা মাত্রায় দিবসে দুই বার আহারের পর সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর, বাত ও কফজন্য অর্শরোগে মদ্য, বাতিক অর্শরোগে মাংসযূষ, পিত্তজনিত অর্শরোগে, দুগ্ধ, কফার্শে মুগেরযূষ অথবা শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে উষ্ণজল পান করিবে।

ইহাতে অজন্মজাত শোণিত অর্শ, বাতিক শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিকশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাত অর্শ, উপশমিত হয়। বিশেষতঃ পানাত্যয় মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতরোগ, গলগণ্ড, বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমিরোগ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল, কাস ও শ্বাস রোগযুক্ত রোগীর পক্ষে ইহা মহোপকারী। পিত্তজনিত অর্শরোগে দাস্ত বন্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরিতকী দেওয়া

বিধেয়। এই ঔষধে চারি গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া দুই আনা মাত্রায় অগ্নিমান্দ্য ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ইহাতে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৃহৎশূরণমোদক।

শূরণষোড়শভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তির্মরিচস্য চ ততোঽপিচার্দ্ধেন॥
ত্রিফলাকণাসমূলাতালীশারুষ্করক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলীচ॥
ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি॥
ভৃঙ্গৈলে মরিচাংশেচ সর্ব্বাণ্যেকত্র সঞ্চূর্ণ্য॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ।
গুরুবৃষ্যভোজ্যরহিতৈর্ঘৃতরেষু প্রয়ং কুর্য্যাৎ॥
ভস্মকমনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য যোগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ॥
অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনাপ্যর্শসামেষঃ॥
শ্বয়থুশ্লীপদজিদ্ গ্রহণীমপি কফবাতসম্ভূতাম্॥
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে দৃঢবর্ষ্ম॥
হিক্কাশ্বাসকাসং সরাজযক্ষ্মপ্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানমপ্যথোগ্রং হন্তি চ রসায়নঃ পুংসাম্॥

শূরণ (অর্থাৎ ওল) ১৬ ভাগ রক্ত চিতারমূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হরীতকী ৪ ভাগ, বহেড়া ৪ ভাগ, আমলকী ৪ ভাগ, পিপুল মূল ৪ ভাগ তালিশপত্র ৪ ভাগ, শোধিত ভেলাবীজ ৪ ভাগ বিড়ঙ্গের শাঁস ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধাড়ক বীজ ১৬ ভাগ, দারচিনী ২ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষু গুড়ের সহিত মোদক পাক করিবে। এই ঔষধ এক সিকি পরিমাণে সেবন আরম্ভ করিয়া গুরুপাক ও বলকারক দ্রব্য ভোজন করিতে থাকিবে। কারণ এই ঔষধ অত্যন্ত আগ্নেয় ও তীক্ষ্ণ; সুতরাং গুরুপাক অথচ পুষ্টিকর আহার অভাবে শরীরকে জীর্ণ করিয়া থাকে। ব্যবহার্য্য ঔষধের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে শ্লীপদ (গোদ) গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মরোগ এবং বলি পলিতাদি বৃদ্ধের লক্ষণ সমস্ত বিদূরীত হয়। এমন কি এই ঔষধ প্রভাবে এক সময়ে অগস্ত্য ঋষির এবং পবননন্দন ভীমসেনের কুক্ষীস্থ অগ্নি ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল।

নাগার্জ্জুনযোগ।

ত্রিফলা পঞ্চলবণং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দ্দফলানি চ॥
বলা চাতিবলা চৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চ্চলা।
এতৎ সমস্তসম্ভারং করঞ্জত্রাসকেন চ॥
পিষ্ট্বা চ গুড়িকাং কৃত্বা বদরাস্থিসমাং বুধঃ।
একৈকাং তাং সমুদ্ধৃত্য রোগে রোগে পৃথক্ পৃথক্॥
উষ্ণেন বারিণা পীতা শান্তমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।
অর্শাংসি হন্তি তক্রেণ গুল্মমম্লেন নির্হরেৎ॥
জম্বুপট্টেন তোয়েন রক্তদোষং খদিরাম্বুনা।
মূত্রকৃচ্ছ্রন্তু তোয়েন ক্রোধাপঃ তৈলসংযুতা॥
ইন্দ্রস্বরসসংযুক্তা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যঃশূলহরী স্মৃতা॥
কপিত্থতিন্দুকানাঞ্চ রসেন সহ মিশ্রিতা।
বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি পানাশনপ্রয়োগতঃ॥
গোশকৃদ্রসসংযুক্তা হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বশঃ।
শ্যামাকষায়সহিতা জলোদরবিনাশিনী॥
ভক্ষণাঞ্জনং জনয়তি ভুজঙ্গোপরি ভক্ষিতা।
অক্ষিরোগেষু সর্ব্বেষু মধুনা মৃষ্যাত্তাঞ্জয়েৎ॥
লেহমাত্রেণ নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী।
ব্যবহারে তথা দ্যূতে সংগ্রামে মৃগয়াদিষু॥
সমালভ্য নরো হ্যেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ॥

চক্রঃ।

আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, পঞ্চলবণ (বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রিক,) কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গের শাঁস, নিম ফল, বেড়ালা, শ্বেতবেড়েলা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, সূর্য্যাবর্ত্ত, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র করত ডহর করঞ্জাছালের কাথের সহিত বাটীয়া এক আনা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা অনুপান ভেদে নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। কাঁজির সহিত ব্যবহার করিলে গুল্ম রোগ

প্রশমিত হইয়া থাকে। বৃশ্চিকাদি দংশনে শীতল জলের সহিত সেবন করা বিধেয়। চর্ম্ম-রোগে খদিরকাষ্ঠভিজার জলের সহিত সেবন করিবে। মুত্রকৃচ্ছ্র রোগে শীতল জলের সহিত এবং হৃদ্রোগে তিল তৈলের সহিত সেবন করিবে। বৃষ্টির জলের সহিত ঔষধ সেবিত হইলে সর্ব্ব প্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ছোলঙ্গ নেবুর সহিত সেবন করিলে অতি সত্বর শূলরোগ নিবারিত হইয়া যায়। কদ্‌বেল ও পানেররস সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু রোগ নিবারিত হয়, লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রদররোগ বিদূরীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ সর্ব্ব গাত্রে লেপন করিলে বিশেষ রূপে জয়লাভ হইয়া থাকে।

বিজয়চূর্ণ।

ত্রিকত্রয়বচাহিঙ্গু পাঠাক্ষারনিশাদ্বয়ং।
চব্যতিক্তাকলিঙ্গাগ্নিশতাহ্বা লবণানিচ॥
গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোহষ্টাবিংশতির্ম্মতঃ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ততো বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
এরণ্ডতৈলযুক্তন্ত সদা লিহ্যাত্ততো নরঃ॥
কাসং হন্যাৎ তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্॥
হিক্কাশ্বাসপ্রমেহাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগতাম্।
আমাময়মুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদং ক্রিমীন্॥
অন্যেচ গ্রহণীদোষা যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্॥
অপ্রজানাঞ্চ নারীণাং প্রজাবর্দ্ধনমেবচ।
বিজয়োনাম চূর্ণোহয়ং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ॥

মরিচ, পিপুল, শুঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্ত চিতারমূল, মুথা, বিড়ঙ্গের শাঁস, বচ, হিঙ্গু, আকনাদি, যবক্ষার (শোরা) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা চৈ, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভেলারবীজ, শলুফা পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ, ও সামুদ্রিক লবণ পিপু-লের মূল, বেলশুঁঠ, বনযমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ দ্রব্য গুলি এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চারি আনা পরিমাণ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, কিম্বা এরণ্ড তৈলের সহিত মিশাইয়া অবলেহ করিয়া সেবন করিলে কাস, শোথ, অর্শঃ, ভগন্দর, হৃদয়ের বেদনা, পার্শ্বশূল, বাতগুল্ম, উদররোগ, হিক্কা, শ্বাস, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডুরোগ, আমদোষ, উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি, গ্রহণীদোষ, অত্যন্ত প্রবল জ্বর ও ভূতোন্মাদ্‌রোগ, নিবারিত হইয়া থাকে, এমন কি এই ঔষধে বন্ধ্যা স্ত্রীর ও সন্তান জন্মে, কৃষ্ণাত্রেয় ঋষি এই ঔষধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বাহুশালগুড়।

ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকংশঠী।
গবাক্ষিমুস্তবিশ্বাহ্ববিড়ঙ্গানি হরীতকী॥
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরষ্করাৎ।
ষট্‌পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য তু ষোড়শং॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতং॥
পুতঞ্চ তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথেভ্যাস্ত্রিগুণোগুড়ঃ॥
লেহং পচেত্তু তং তাবৎ যাবদ্দার্ব্বীপ্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
ত্রিবৃত্তেজোবতীকন্দচিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলাত্বঙ্মরিচানাপি গজাহ্বাখ্যানি ষটপলম্॥
দ্বাত্রিংশতং পলান্যেবাং চূর্ণং দত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ॥
পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণিচ॥
দীপয়েৎ গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণঞ্চাপকর্ষতি।
অপীনসংপ্রতিশ্যায়মাঢ্যবাতং তথৈবচ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব কল্যাণোলেহ উত্তমঃ।
ছন্দমাত্রিয়মাণস্তু দৃষ্টোবারসহস্রশঃ॥
ভবেত্তানং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ।
আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ॥
রসায়নবরশ্চৈষ মেধাজননউত্তমঃ।
গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোহয়ং ছন্দমাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে ক্ষিপ্তোন প্লবতে গুড়ঃ
ক্ষিপ্তশ্চ নিশ্চলস্তিষ্ঠেৎ পতিতস্তন্নশীর্য্যতে॥
যদা দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ যাবদ্বা তন্তুলীভবেৎ।
এষ পাকো গুড়াদীনাং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

সুখমর্দ্দঃ সুখস্পর্শো গুড়ঃপাকমুপাগতঃ।
পীড়িতো ভজতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণরসান্বিতঃ॥

তেউড়ি মুলের ছাল ৮ তোলা, চৈ ৮ তোলা দন্তিমুলছাল ৮ তোলা, গোক্ষুর ৮ তোলা, রক্তচিতার মুল ৮ তোলা শটী ৮ তোলা, রাখালশসার মুল ৮ তোলা, মুথা ৮ তোলা, বেল শুঁঠ ৮ তোলা, বিড়ঙ্গের শাঁস ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, শোধিত ভেলারবীজ ৬৪ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ, ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য ১২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে চতুর্থাংশের তিনাংশ জাল শেষ হইয়া ৩২ সের অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া কেবল জল মাত্র রাখিবে, পরে উক্ত কাথজলে ৩২৮ তোলা কাথ্যদ্রব্যের তিনগুণ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, এবং পুনঃ পুনঃ নাড়িবে। যে সময়ে দেখিবে যে, অগ্নিউত্তাপে গাঢ় হইয়া আলোড়ণ দণ্ডে অর্থাৎ খুন্তী কি হাতার অগ্রভাগে বিশেষ রূপে জড়াইয়া ধরে সেই সময়ে নামাইয়া নিম্নলিখিত চূর্ণদ্রব্য গুলি উহাতে মিশ্রিত করিবে। চূর্ণ দ্রব্য সমূহ যথা, তেউড়ী মূলের ছাল ১৬ তোলা, চৈচূর্ণ ১৬ তোলা, ওল চূর্ণ ১৬ তোলা রক্তচিতার মূলচূর্ণ ১৬ তোলা ছোট এলাচের চূর্ণ ৪৮ তোলা, মরিচের চূর্ণ ৪৮ তোলা, গজপিপ্পলীর চূর্ণ ৪৮ তোলা। এই ঔষধ চারি আনা কি ছয় আনা মাত্রায় সেবন করিলে পঞ্চবিধ গুল্ম, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, হলিমক রোগ, অর্শ, উদর রোগ, অগ্নিমান্দ্য যক্ষা, অপীনস (নাসারোগ) প্রতিশ্যায় প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। রোগীর সেবিত ঔষধ জীর্ণ হইলে তাহাকে দুগ্ধ বা মাংস রস, ভক্ষণ করিতে হইবে। এই ঔষধ, সমস্ত রোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্ত ইহাতে যে অর্শ রোগের আশুশান্তি হয় ইহা অনেক বার পরীক্ষা করা গিয়াছে। এই শ্রীবাহুশালগুড় অর্শরোগের শত্রু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাত ও কফ জনিত রোগে অনুপান উষ্ণজল, পিত্তজনিত রোগে দুগ্ধাদি অনুপানে ঔষধ সেবন করিবে।

গুড়পাকেরনিয়ম।

যে সময় দেখা যাইবে যে কোন জলপূর্ণপাত্রে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ করিলে জলমগ্ন না হইয়া এবং না গলিয়া নিশ্চল ভাবে ভাসিয়া থাকে কিম্বা হাতা বা খুন্তীতে প্রলেপবৎ সংলগ্ন হয়, অথবা কিঞ্চিৎ গুড় অঙ্গুলীতে লইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা আবর্ত্তন করিলে বর্ত্তির ন্যায় হয় অথচ অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যাবে না সেই সময় গুড়পাক ঠিক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। অপর, যে অবস্থাতে গুড় মর্দ্দন বা স্পর্শ করিলে সুখবোধ হয় এবং অঙ্গুলী দ্বারা পীড়ন করিলে গুড়ে অঙ্গুলীর চিহ্ন পড়ে, সেই অবস্থাতে গুড় পাক সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ গুড় পাক করিতে করিতে উক্ত অবস্থা ঘটিলে আর অগ্নি সন্তাপ না দিয়াই নামাইতে হইবে।

গুড়ভল্লাতক।

ভল্লাতকসহস্রে দ্বে জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ পচেৎ গুড়তুলাং ভিষক্॥
ভল্লাতকসহস্রার্দ্ধং ছিত্বা তত্রৈব দাপয়েৎ।
সিদ্ধেঽস্মিন্ ত্রিফলাব্যোষযমানীমুস্তসৈন্ধবম্॥
কর্ষাংশসম্মিতং দদ্যাৎ ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী প্রাতরুত্থায় মানবঃ॥
কুষ্ঠার্শঃকামলামেহগ্রহণীগুল্মপাণ্ডুতাঃ।
হন্যাৎ প্লীহোদরং কাসক্রিমিরোগভগন্দরম্॥
গুড়ভল্লাতকোহ্যেষঃ শ্রেষ্ঠস্ত্বার্শোবিকারিণাম্।

শোধিত ভেলারবীজ, দুই সহস্র, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ভেলার বীজগুলি ফেলিয়া দিবে, পরে ১২॥০ সের ইক্ষু গুড় উক্ত ১৬ সের কাথজলের সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং তাহাতে পাঁচশত শোধিত ভেলার বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া পুনঃ পাক করিতে

থাকিবে, পাক শেষ হইলে নামাইবার সময়ে উহাতে হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা, আমলকীর চূর্ণ ২ তোলা, বহেড়ার চূর্ণ ২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠের চূর্ণ ২ তোলা, যোয়ান চূর্ণ ২ তোলা, মুথা চূর্ণ ২ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, ছোট এলাচ ২ তোলা, ও নাগ কেশর চূর্ণ ২ তোলা, প্রক্ষেপ করতঃ উত্তম রূপে আলোড়ণ করিয়া নামাইবে। কিম্বা নামাইয়া উক্ত চূর্ণদ্রব্য সমস্ত কিয়ৎক্ষণ নাড়িবে। এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় বা চারি আনা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃ কালে সেবন করিলে কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্ম, পাণ্ডু রোগ প্লীহা, উদর রোগ, কাস, ক্রিমি ও ভগন্দররোগ নিবারিত হইয়া থাকে, এই গুড়ভল্লাতক ঔষধ অর্শ রোগের পক্ষে মহোপকারী।

চব্যাদ্যঘৃত।

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কস্তুম্বুরূণি চ।
যমানী পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পি বিপাচয়েৎ।
শকৃদ্বাতানুলোমার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবংক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ চৈ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ আকনাদি, শোরা, ধনিয়া, যমানী, পিপুলের মূল, বেলছাল, ও হরীতকী, ইহারা সমস্ত এক সের, প্রথমতঃ চৈ মরিচ, প্রভৃতি কল্ক দ্রব্য গুলি পেষণ করিয়া ঘৃতের মধ্যে দিবে এবং উহাতে ১৬ সের জল প্রদান করিয়া অগ্নিদ্বারা জাল দিতে থাকিবে, কিঞ্চিৎ জল থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গাঁট ফেলিয়া উহাতে ১৬ সের দধি দিয়া পুনরায় পাক করিবে। অনন্তর পাক সিদ্ধির লক্ষণ দেখিতে পাইলে নামাইয়া পুনঃ ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে।

এই ঘৃত ব্যক্তিবিবেচনা করিয়া চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে দাস্ত পরিকার ও বায়ুরসরলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবং প্রবাহিকা গুদভ্রংশ, ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগের শান্তি হয় এবং মল দ্বারের ও কুচকীর বেদনা বিদূরিত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদিতৈল।

পিপ্পলী মধুকং বিল্বং শতাহ্বাং মদনং বচাম্।
কুষ্ঠং শটী পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ॥
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্॥
গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যুরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণাশ্রয়ম্॥
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্।
উত্থানং বহুশোযচ্চ জয়েত্তৈলানুবাসনাৎ॥

তিল তৈল ৪ সের, কল্ক—পিপুল, যষ্টিমধু বেল শুঁঠ, শলুফা, ময়নাফল, বচ, কুড় শটী, রক্তচিতারমূল ও দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ সের লইয়া কুটিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে, পরে উহাতে ১৬ সের জল প্রদান করতঃ অগ্নিতে জাল দিতে থাকিবে, জলীয় ভাগ প্রায় শেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত বাদ দিয়া উহাতে ৮ সের দুগ্ধ দিয়া পুনরায় পাক করিবে, পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই তৈল সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করিলে অর্শ মূঢ়বাত মলদ্বারনিঃসরণ, বেদনা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রবাহিকা কটি ও পৃষ্ঠদেশের দুর্ব্বলতা কুচকী স্থানে বন্ধনবৎ পীড়া, পিচ্ছাস্রাব গুহ্যদেশের শোথ, মল ও বায়ুর রুদ্ধতা প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তার্শঃচিকিৎসা।

শাকৈঃ পেয়া শ্রীতা চুক্রিকাকেশরোৎপলৈঃ সিদ্ধা।
হন্ত্যাস্রস্রাবং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্॥

চাঙ্গেরী শাক, নাগকেশর, উৎপলের সহিত সিদ্ধ থৈর পেয়া অথবা বেড়েলা ও পৃশ্নিপর্ণী

দ্বারা সিদ্ধ থৈর পেয়া পান করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কুটজছাল, সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথে শুঁটের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্শ রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা বেলশুঁঠ পেষণ করিয়া তাহাতে শুঁঠেরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শের রোগী সেবন করিবে।

মাখম, ও তিল বা পদ্মকেশর নবনীত ও শর্করা কিম্বা দধিসরের তক্র কিছু দিন নিয়ত সেবন করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

বরাক্রান্তা নীলোৎপল, মোচরস, লোধ কাষ্ঠ, তিল ও চন্দন, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

কুটজলেহ।

কুটজত্বকৃপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ কাথং পচেল্লেহমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটুঃ ত্রিফলাস্তথা॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বচামতিবিষাং বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলংপলম্॥
ত্রিংশৎপলানি গুড়স্য চূর্ণীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাৎ ঘৃতস্য কুড়বস্তথা॥
এষ লেহঃ শময়তি চার্শাংসি রক্তসমুদ্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
যে চ দুর্নামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতিসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি।
অনুপানং ঘৃতং দদ্যাৎ মধু তক্রং জলং পয়ঃ॥
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উচ্যতে॥

কুড়চির ছাল, সাড়েবারসের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথজল, এক সের ঘৃত দ্বারা সাঁতলাইয়া পুনঃ পাক করিতে করিতে যখন গাঢ় হইয়া আসিবে, সেই সময়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ গুলি মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শোধিত ভেলাবীজ, বিড়-ঙ্গের শাঁস মরিচ পিপুল, শুঁঠ হরিতকী, আম-লকী, বহেড়া রসাঞ্জন রক্তচিতার মূল, ইন্দ্রযব বচ, আতইশ, ও বেলশুঁঠ, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা এবং ইক্ষুগুড় ত্রিশ পল, (অর্থাৎ তিন সের বার ছঠাক) দিয়া পাক করিবে, পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে এক সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে অথবা ব্যক্তি বিশেষে যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে বাতাদিজনিত সর্ব্বপ্রকার রক্তার্শ অম্লপিত্ত, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, অরুচি গ্রহণী শোথ ও কামলারোগ, নিবারিত হয়। অনু পান ঘৃত, মধু ও তক্র, জল বা দুগ্ধ।

কুটজাদ্যঘৃত।

কুটজফলবালককেশরনীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলরক্তার্শসাং ভিষজা॥

সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃত।

অবাক্‌পুষ্পী বলা দর্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ন্যগ্রোধো দুম্বুরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ॥
কষায়এষ পেষ্যাস্তু জীবন্তীকটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং দেবদারুচ॥
কলিঙ্গং শাল্মলীমূলং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্‌ফলং চিত্রকং মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষেস্থিরা॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ সমঙ্গাসনদিস্তিকা।
বিল্বং মোচরসং পাঠা ভাগাঃস্যুঃ কার্ষিকাঃপৃথক্॥
চতুঃপ্রস্থশৃতং প্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ।
ত্রিংশৎপলানি তুপ্রস্থো বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ॥
সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতদর্শঃস্বতিসারে ত্রিদোষরুধিরপ্রকৃতৌ।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলগুদাময়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দাগ্নাবরুচাবপি॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎসর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষ্বন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্॥

ঘৃত ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য শমুকা, বেড়েলা দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বটের কুড়ি,

ও অশ্বত্থের কুড়ি, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ১৬ তোলা, করিয়া লইয়া সমস্ত দ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটিবাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। কল্ক; গুলঞ্চ, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, রক্তচিতারমূল, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ শালপানি, পদ্মের কেশর নীলোৎপলের কেশর, বরাক্রান্তা, কণ্টকারী বেলশুঁঠ, মোচরস ও আকনাদি এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প পেষণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত ক্বাথজল ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। অতঃপর উহাতে শুষনী শাক ও আমরুলী শাকের রস আটসের প্রদান করিবে অল্প জলীয় অংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটি বাদ দিয়া পুনর্ব্বার যথা বিধি পাক করিবে। পাকসিদ্ধি সম্পন্ন হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা, মাত্রায় সেবিত হইলে অর্শ অতিসার, ত্রিদোষজনিত রক্তস্রাব, প্রবাহিকা গুদভ্রংশ, পিচ্ছাযুক্ত মন্দ মন্দ উদরাময় এবং শোথ শূল ও গুহ্য প্রদেশের রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। পরন্তু মূত্রাঘাৎ মূঢ়বাত অরুচি, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে বিশেষ হিতকর।

ক্ষার।

প্রশস্তেঽহনি নক্ষত্রে কৃতমঙ্গলপূর্ব্বকম্।
কালমুষ্ককমাহৃত্য দগ্ধা ভস্ম সমাহরেৎ॥
আঢ়কন্তেকমাদায় জলদ্রোণে পচেদ্ ভিষক্।
চতুর্ভাগাবশিষ্টেন বস্ত্রপূতেন বারিণা॥
শঙ্খচূর্ণস্ত কুড়বং প্রক্ষিপ্য বিপচেৎ পুনঃ।
শনৈঃ শনৈঃ মৃন্ময়ে তু যাবৎ সান্দ্রত্বমুর্দ্ভবেৎ॥
সর্জ্জিকাযবশূকাভ্যাং শুণ্ঠীমরিচপিপ্পলী।
বচা চাতিবিষা চৈব হিঙ্গুচিত্রকয়োস্তথা॥
এষাং চূর্ণানি ক্ষিপ্ত্বা পৃথক্‌ত্বেনাষ্টধাষকম্।
দর্ব্ব্যা সংঘট্টিতঞ্চাপি স্থাপয়েদায়সে ঘটে।
এষ বহ্নিসমঃ ক্ষারঃ কীর্ত্তিতঃ কাশ্যপাদিভিঃ॥
তোয়ে কালকমুষ্ককস্ত বিপচেদ্‌ভস্মাঢ়কং ষড়্গুণে।
পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে বিপুলধীদর্ব্ব্যাশনৈর্ঘট্টয়ন্॥
দগ্ধাদৌ বহুশঙ্খনাভিশকলান্ পুতাবশেষং ক্ষিপেৎ।
যদ্বোরগুক্লনালমেষদহতি ক্ষারো বরো বাকৃশতাৎ॥
প্রাযত্রিভাগশিষ্টেঽশিষ্বাচ্ছপেচ্ছিলারক্ততা।
সংক্রাযতে তদা স্রাব্যং ক্ষারাস্তো গ্রাহমিষ্যতে॥
তুর্য্যোগাষ্টমকেন ষোড়শভবেনাংশেন সংযুহিমো।
মধ্যঃ শ্রেষ্ঠইতি ক্রমেণ বিহিতঃ ক্ষারোদকাচ্ছঙ্খকঃ॥
নাতিসান্দ্রো নাতিতনুঃ ক্ষারপাক উদাহৃতঃ।
চূর্ণমকারৌ নির্দ্দিষ্টঃ ক্ষারোঽয়ং প্রতিসারণঃ॥
পানীয়ো যস্ত ভস্মাদৌ তং বারানেকবিংশতিম্।
স্রাবয়েৎ ষড়্‌গুণে তোয়ে কেচিদাহুস্তুর্গুণে॥

কৃষ্ণপুষ্প ঘণ্টাপারুলীর কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার ক্ষার বা ভস্ম আটসের, চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ ক্ষার জলে অর্দ্ধ সের শঙ্খ ভস্ম প্রদান করতঃ পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, ঘনীভূত হইয়া আসিলে সাচিক্ষার শোরা, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বচ, আতুষ, চিতার মূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা পরিমাণে দিয়া উত্তম রূপে নাড়িতে থাকিবে এবং গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ক্ষার অগ্নির স্থায় তেজস্বী, সুতরাং উহা অর্শাঙ্কুরে সংলগ্ন করিলে অঙ্কুর খসিয়া পড়িয়া থাকে। কৃষ্ণপুষ্প ঘণ্টাপারুলী কাষ্ঠ তিলনালের অগ্নিতে ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম আট সের, আটচল্লিশ সের জলের সহিত লৌহ পাত্রে পাক করিতে থাকিবে। রায় সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটি বাদ দিয়া উহাতে তিন সের শঙ্খভস্ম প্রদান করিয়া ভেরাণ্ডার কাষ্ঠে পুনঃ পাক করিবে, পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইবে। যদি উক্ত ক্ষার এরণ্ড নালে লেপন করিলে একশত ফুড়ীর মধ্যে এরণ্ড নাল দগ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে সেই ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইয়াছে জানিবে।

প্রতিসারণীয় অর্থাৎ ভক্ষনীয় ক্ষার তিন প্রকার যথা মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ বা শ্রেষ্ঠ। ক্ষার জলের চতুর্থাংশ শঙ্খচূর্ণ ক্ষারজলে মিশ্রিত করিলে

মৃদু ক্ষার হয়। ক্ষার জলের অষ্টমাংশ শঙ্খভস্ম চূর্ণ দ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিলে তাহাকে মধ্য ক্ষার এবং ক্ষারজলের ষোড়াষাংশ শঙ্খচূর্ণ দ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ক্ষার বা তীক্ষ্ণক্ষার বলা যায়। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রথমত ঘণ্টাপারুলাদির ভস্ম যে পরিমাণে জল দিয়া পাক করিবে; সেই জলের তিন ভাগ শেষ হইয়া একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে যে নামাইয়া ছাকিয়া লইবার বিধান আছে, সেই এক ভাগ জলের চতুর্থাংশ শঙ্খচূর্ণ, মৃদু ক্ষারে, সেই জলেরই আট ভাগের এক ভাগ শঙ্খচূর্ণ মধ্য ক্ষারে এবং ষোল ভাগের এক ভাগ শঙ্খচূর্ণ শ্রেষ্ঠ বা তীক্ষ্ণ ক্ষারে দিতে বিধান আছে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যে ক্ষারে শঙ্খচূর্ণ অধিক মাত্রায় দেওয়া হয় তাহা মৃদু এবং যাহাতে শঙ্খচূর্ণ অল্প পরিমাণে দেওয়া হয় সেই ক্ষার তীক্ষ্ণ ইহা কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে, সত্য বটে কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথম ইহাই দেখা কর্ত্তব্য যে, শঙ্খচূর্ণ অধিক বা অল্প মাত্রায় দেওয়ার দরুণ তীক্ষ্ণ বা মৃদু হয় কি না। তদনুরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শঙ্খচূর্ণ যত অধিক মাত্রায় প্রদত্ত হইবে ততই ক্ষারের তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া থাকে। কারণ শঙ্খচূর্ণ ক্ষারের তীক্ষ্ণতার হ্রাস করিয়া থাকে।

ম্রক্ষনীয় অর্থাৎ মালিশ করিবার ক্ষার অতি গাঢ় বা অতিতরল ভাবে পাক করিবে না; যাহাতে এক মাত্র রোগের স্থানে সংলগ্ন করিতে পারা যায় এরূপ প্রকারে প্রস্তুত করাই আবশ্যক।

পাণীয়ক্ষার।

পানীয় ও ক্ষারজল প্রস্তুত করিতে হইলে ক্ষারে ছয় গুণ বা চারি গুণ জলে ক্ষার মিশ্রিত করিয়া একবিংশতিবার ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্ষারজল চারি বা ছয় তোলা মাত্রায় সেবন করা বিধেয়।

অগ্নিমুখলৌহ।

ত্রিবৃচ্চিত্রকনির্গুণ্ডীস্নুহীমুণ্ডিতিকাজটাঃ।
প্রত্যেকশোঽষ্টপালিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলত্রয়ং বিড়ঙ্গস্য ব্যোষাৎ কর্ষত্রয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পঞ্চপলং শিলাজতুপলং ক্ষিপেৎ॥
শিরোধবিহিতস্যাপি দৈকস্তহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্ষলৌহস্য চূর্ণিতম্॥
পলৈশ্চতুর্ব্বিংশতাজ্যার্মধুশর্করয়োর্দ্ধতম্।
ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে॥
এতদগ্নিমুখং নাম চূর্ণমাস্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্॥
পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনঃ।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসোহিতঃ॥
চূর্ণমেতাচ্ছ্বয়থুকুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্।
অকালপলিতং হন্যাদামবাতগুদাময়ান্।
ন স রোগোঽস্তি যশ্চাপি ন নিহন্যাদিদং ক্ষণাৎ॥
করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ।
প্রবর্ত্ততোঽস্য তথা লৌহং দেহাৎ কিট্টঞ্চ দুর্জ্জরং॥

তেউড়ী, রক্ত চিতার মূল, নিসিন্দা পত্র, মনসা সিজ, মুণ্ডিরী, ভূইআমলা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ সের পরিমাণে লইয়া অল্প কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে। অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ছাকিয়া লইবে, কল্কদ্রব্য বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা, মরিচ ২৪ তোলা, পিপুল ২৪ তোলা শুঁঠ ২৪ তোলা, ত্রিফলা ৪০ তোলা শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা মনঃশিলা দ্বারা শোধিত লৌহ চূর্ণ দেড় সের, গব্য ঘৃত ৩ সের এবং মধু দেড় সের ও চিনি দেড় সের।

পাকের নিয়ম, প্রথমতঃ ঘৃত একটি পাত্রে করিয়া চুল্লিতে স্থাপন করিবে, তৎপরে অগ্নি উত্তাপে ঘৃত গলিত হইলে উহাতে লৌহ চূর্ণ প্রদান করতঃ আলোড়ন করিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাতে চিনি মিশ্রিত কাথ জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে জলীয়াংশ সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে তখন উহাতে যথা, নির্দ্দিষ্ট পরিমিত বিড়ঙ্গও মরিচ প্রভৃতি চূর্ণ সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন

করিয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই অগ্নিমুখলৌহ অর্শরোগের সাক্ষাৎ যমস্বরূপ এবং কালাগ্নিসদৃশ তেজস্বী বলিয়া মন্দাগ্নিকে আশু উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

এই ঔষধ সেবনে কুক্ষিস্থ পাষাণ পর্য্যন্ত পরিপাক হইয়া থাকে। এই লৌহ এক আনা মাত্রায় সেবন করিয়া গুরুপাক বলকারক অন্নপানাদি ভোজন করা বিধেয়। এই ঔষধ প্রভাবে অর্শ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি রোগ শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কলা, কচু, প্রভৃতি ককারাদি বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ।

নিত্যোদিতরস।

মৃতসূতার্কলৌহাভ্র বিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাতকফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দ্রবৈঃ শূরণমানোত্থৈর্ভাব্যং খল্লেদিনত্রয়ং।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যৈ রসস্তার্শাংসিবিনাশয়েৎ॥
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ॥

শোধিত পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ গন্ধক প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সর্ব্বসমষ্টি ভেলা একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া ওল এবং মান কচুর রসে ৩ দিবস ভাবনা দিবে মাত্রা কলাই প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে, অনুপান ঘৃত, ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রসগুড়িকা।

রসস্ত পাদিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
গন্ধাপালঙ্কজ রসে খল্লয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
রক্তিমাত্রা গুদার্শোঘ্নী বহ্নেরত্যর্থদীপনী॥

রস সিন্দুর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র প্রত্যেক ৩ তিন ভাগ বনপালঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে ইহা দ্বারা গুহ্যার্শ আরোগ্য হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হয়।

কাটালের ভোঁতার ক্ষার গোরোচনার জল সহ অর্শে দিবে, দিবসে ৩।৪ বার করিয়া প্রদান করিলে রস নির্গত হইয়া অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

সিজের আটা সহ হরিদ্রার গুঁরা সূত্রে পুনঃ পুনঃ লাগাইয়া ঐ সূত্র দৃঢ় রূপে অর্শের বলির মূলে বান্ধিলে উহা কাটিয়া অর্শ আরোগ্য হয়।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহনপয়োধরত্রিফলামরদারুচব্যভূনিম্বম্।
মাগধীমূলমুস্তং সশটীশচাধাতুমাক্ষিকঞ্চৈব॥
লবণক্ষারনিশাযুগকুষ্ঠমুস্তকনাস্তিবিষা॥
কর্ষাংশকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ।
পলাষ্টকং গুগ্গুলতো বিদধ্যাৎ।
নিস্পত্রশুক্ষস্তুপুরস্তু ধীমান্
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব॥
সিতা চতুষ্কং পলমত্র বংশ্যা
নিহ্নুতকৃতত্রিসুগন্ধিচূর্ণম্।
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা
অর্শাংসি নির্নাশয়তে যত্নেন॥
ভগন্দরং পাণ্ডুক কামলাঞ্চ
নির্নষ্টিবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্।
হন্ত্যামবাতান্ পিত্তকফানিবোহান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ॥
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্ম
মেহে ভগাখ্যে প্রদরেচ যোজ্যা।
চক্ষুঃক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরামযেচ॥
তক্রানুপানস্তথ মস্তুপানং
আজো রসো জাঙ্গলজো রসোবা।
পয়োঽথবা শীতজলানুপানং
যদেন নাগস্তরসো যদেন।
দৃষ্ট্বা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ
কান্ত্যা শশীশো বিষণশ্চ বুদ্ধ্যা।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু॥
শম্ভুং সমভ্যর্চ্য কৃতপ্রণামং
প্রাপ্তাগুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ॥
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
বলীপলিতনির্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

বৃদ্ধ বৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্।
কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্॥
অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎকশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্‌বরঃ।
সংমর্দ্য মধুসর্পির্ভ্যা মাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্॥
ভক্ষং কৃত্বা যথাযুক্তি যাবন্মাষচতুষ্টয়ম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্॥

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, চই, চিরাতা, পিপুল মূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ধনিয়া, গজপিপ্পলী, আতইচ, প্রত্যেক ২ তোলা শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল, ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তী মূল, তেউড়ী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, মিলিত ১ পল, গুগ্‌গুল ও শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, বৃদ্ধবৈদ্য গণের উপদেশ অনুসারে এই ঔষধে ৪ তোলা পারদ ও ৪ তোলা গন্ধক, অথবা কেবল রসসিন্দুর ১ পল দেওয়া বিধেয়।

কেহ কেহ এক পল অভ্রও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। প্রথমত ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান মধু ও ঘৃত। ঔষধ সেবনান্তে তেউড়ী দন্তী মূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ও এলাইচ এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করা বিধেয়।

এই চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা সেবন করিলে অর্শ মেহ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি ও অগ্নিউদ্দীপিত হইয়া থাকে।

অভয়ারিষ্ট।

অভয়ায়াস্তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাংতথা।
বিড়ঙ্গস্য দশপলং মধুকপুষ্পমস্ত চ॥
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ।
শীতীভূতে রসে তস্মিন্ পূতে গুড়তুলাংক্ষিপেৎ॥
শ্বদংষ্ট্রাং ত্রিবৃতাং ধান্যং ধাতকীমিন্দ্রবারুণীম্।
চব্যংমধুরিকাং শুণ্ঠীং দন্তীং মোচরসং তথা॥
পলদ্বয়মিতং সর্ব্বং পাত্রে মহতিমৃন্ময়ে।
ক্ষিপ্ত্বা সংরুধ্য তৎপাত্রং মাসমাত্রং নিধাপয়েৎ॥
ততো জাতরসং জাত্বা পরিস্রাব্য রসং নয়েৎ।
বলং কোষ্ঠঞ্চ বহ্নিঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং তথাষ্টাবুদরাণি চ।
বর্চ্চোমূত্রবিবিদ্ধয়ো বহ্নিং সন্দীপয়েৎ পরম্॥

হরীতকী ১২॥০ সের দ্রাক্ষা ৬।০ সের মৌল-ফুল ১০ পল ও বিড়ঙ্গ ১০ পল এই সমস্ত একত্রে ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে পরে এই কাথে গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া তাহাতে গোক্ষুর তেউড়ী ধন্যা ধাইফুল, রাথালশসারমূল চই, মৌরী শুঁঠ দন্তীমূল মোচরস প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃতপাত্রে এক মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। বল কোষ্ঠ ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবনে অর্শ, উদরী ও মল মূত্রের রোধ নিবারন এবং বলবীর্য্যাদি ও অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অর্শেরবিবরণ।

মলদ্বার হইতে ভিতরের দিকে যে একটি মূল নাড়ী আছে, তাহার সাড়ে চার অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুদ্ কহে। সেই গুদ্ নাড়ী শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটি বলি বিশিষ্ট। সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলী পরিমিত অংশ সম্বরনী নামে প্রথমা বলি, তাহার উপরে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত অংশ বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি তাহার উর্দ্ধে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত অংশ প্রবাহিণী নাম্নী তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে।

অর্শভগন্দরপ্রভৃতি রোগে পথ্যাপথ্য।

পুরাতণ তণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ ছোলা, ও মাষকলায়ের দাউল, পটোল, ডুমুর, বেগুণ, মোচা, ওল, মানকচু আমলকী, কাঁটাল প্রভৃতির তরকারী, দ্রাক্ষা পাকাবেল, পেঁপে দুগ্ধ, তক্র

মাখম প্রভৃতি সারক দ্রব্য মাত্রই ঘৃত কৃষ্ণতিল, মিছরি তৈলাভ্যঙ্গ, স্রোতস্বিনী নদীতে বা দীর্ঘ সরোবরে স্নান এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এই রোগে যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকে তাহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত।

গুরু, বিদাহী, পিত্তজনক, অরহরদাউল অধিক মিষ্ট, লঙ্কার ঝাল দুষ্পাচ্য; মলমূত্রাদির বেগধারণ রাত্রি জাগরণ মৈথুন রৌদ্রতাপ প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়।

অর্শরোগ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য, একারণ উপযুক্ত বৈদ্য, উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত পরিচারক এবং রোগীর যদি অগ্নিবল থাকে তাহা হইলে উক্ত রোগ যাপ্য থাকে। এই কারণে রোগীর প্রতি সর্ব্বদা কোষ্ঠপরিষ্কারক অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অর্শরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম অস্ত্র ও অগ্নিক্রিয়া, তন্মধ্যে প্রথমে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। যে সমস্ত ঔষধ অনুপান ও আহারীয় দ্রব্য সেবনে বায়ু প্রশান্ত হইয়া অধোগমন করে এবং অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয় তাহাই নিত্যব্যবহার করিবে। চিকিৎসক রক্তার্শের চিকিৎসা কালে প্রথম রক্তস্রাব নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ দূষিত রক্তের স্রাব বন্ধ হইলে মলদ্বার বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং দুষ্ট রক্তজনিত বাত রক্তাদি পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা ও বিলম্বিকারোগ।

অগ্নিরবিবরণ।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥
বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমাসমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে॥
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

দোষের, অর্থাৎ বাত পিত্ত কফের আধিক্যের নিয়মানুসারে জঠরাগ্নি চারি প্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কফাধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফের সমতাবস্থায় সামাগ্নি হয়।

জঠরাগ্নি বিষম হইলে বাতজনিত, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তজনিত ও মন্দ হইলে কফজনিত রোগ সমস্ত আনিয়া থাকে।

যে অগ্নি দ্বারা পরিমিত আহার সম্যকরূপে পরিপাক হয়, তাহাকে সমাগ্নি, যাহা দ্বারা অত্যল্প আহার ও সম্যকরূপে পরিপাক হয় না তাহাকে মন্দাগ্নি কহিয়া থাকে, এবং যাহা দ্বারা আহার কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় কখন বা হয় না তাহাকে বিষমাগ্নি আর যাহা দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয় তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি কহে। উপরিলিখিত চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে সামাগ্নি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি। বিষমাগ্নি ব্যক্তির পরিমিত আহার কখন বা অপরিপাক হয় এবং কখন বা হয় না এবং আধ্মান, উদাবর্ত্ত শূল ও উদরের গুরুতা, প্রবাহণ অতীসার ও অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেটে অব্যক্ত শব্দ হইয়া থাকে।

সমাগ্নিব্যক্তির পরিমিত আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় বলিয়া সমাগ্নিশ্রেষ্ঠ, এই কথা বলায় তীক্ষ্ণাগ্নি উৎকৃষ্ট নহে বুঝিতে হইবে। মধুর স্নিগ্ধ ভোজ্য সম্যক পরিপাক হইলেও তীক্ষ্ণাগ্নি, অল্পকাল ক্ষুধাবিঘাত করিলেই পিত্তজনিত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সমাগ্নি ক্ষুধার বিঘাতে আশু বিকার উৎপন্ন করে না, সেই জন্যই সমাগ্নিই উত্তম।

অতিশয় অজীর্ণ হইলেও গুরুদ্রব্য ভক্ষণ করিলে এবং দিবসেতে নিদ্রা গেলে যাহার ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হয় তাহার অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। এই হেতু তীক্ষ্ণাগ্নি উত্তম।

সেই তীক্ষ্ণাগ্নি স্নিগ্ধ মধুর ভোজ্য দ্রব্যাদি বিষয়ে প্রশস্ত, অতএব তীক্ষ্ণাগ্নি কেন বিকার মধ্যে গণ্য তাহার উত্তর এই যে সমাগ্নি ক্ষুধার ব্যাঘাত হইলে শীঘ্র কোন বিকার জন্মায় না, কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্নি স্বল্পকাল মধ্যে ক্ষুধার ব্যাঘাত করে ও শীঘ্র পিত্তজনিত ব্যাধি উৎপাদন করে।

অজীর্ণের নিদান।

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য॥

অতিশয় জলপান, অতিরিক্ত আহার মল-

মূত্রপ্রভৃতির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণরূপ নিদ্রাবিপর্য্যয়, এই সমস্ত কারণে যথাকালে, অত্যন্ত লঘু অন্ন ও মনুষ্যের পরিপাক হয় না।

এবং তৃষ্ণা, ক্রোধ ও ভয় পরিপ্লুত ব্যক্তির আহারীয় অন্ন ও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না। এই সকল কারণ ভিন্ন অত্যন্ত ভোজন জন্য সমস্ত রোগের মূল অজীর্ণরোগ হয় তাহার কারণ সমস্ত কথিত হইতেছে।

যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানবেরা পশু সদৃশ অপরিমিত আহার করে, তাহারা অজীর্ণ রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রায়েণাহারবৈষম্যাদজীর্ণং জায়তে নৃণাং।
তন্মূলো রোগসংঘাতস্তদ্বিনাশাদ্বিনশ্যতি॥

প্রায়ই অস্তপ্রকারআহারের বৈষম্যতে মনুষ্যের অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অজীর্ণমূলক রোগ সকল অজীর্ণ বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয়।

অজীর্ণেরসামান্যলক্ষণ।

গ্লানীর্গৌরববিষ্টম্ভভ্রমমারুতমূঢ়তা।
বিবন্ধোঽতিপ্রবৃত্তির্বা সামান্যাজীর্ণলক্ষণং॥

গ্লানি, গুরুতা, বিষ্টম্ভ, ভ্রান্তি, বায়ুর অপ্রবৃত্তি, মলের অতিপ্রবৃত্তি এই সমস্ত সাধারণ অর্থাৎ সামান্য অজীর্ণের লক্ষণ।

আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ।
অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ॥
অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিন্নির্দ্দোষং দিনপাকি চ।
বদন্তি ষষ্ঠঞ্চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরং॥

অজীর্ণ ত্রিবিধ, কফ প্রকোপ জন্য আমাজীর্ণ, পিত্ত প্রকোপজনিত বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ু প্রকোপ হেতু বিষ্টব্ধাজীর্ণ হয়। এবং কেহ কেহ রসশেষ জন্য রসশেষাজীর্ণ নামে আর এক প্রকার অজীর্ণও বলিয়া থাকেন। পরিপক্ব ভুক্তদ্রব্যের সারভূত দ্রব পদার্থকে রস কহে, এই রস পরিপাক পাইয়া রক্তাদিরূপে পরিণত হয়, যদি সমুদায় অংশ জীর্ণ না হইয়া কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ অপরিপক্ব রসশেষ দ্বারা রসশেষাজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদি অজীর্ণত্রয় অন্নজরসশেষ, আহাররসজ, আহারে পরিমাণ কাল, ও সাত্ম্যাদির ব্যতিক্রম ঘটিলে ভুক্তদ্রব্য উপযুক্তসময়ে পরিপাক না পাইয়া সমস্ত দিবারাত্রে জীর্ণ হয়, ইহাতেই দিনপাকি নামে পঞ্চম অজীর্ণ কহে। এই অজীর্ণ রোগে উদরাধ্মানাদি উপস্থিত হয় না।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রতি দিন ভুক্ত দ্রব্য যে অবধি পরিপাক না হয় তাবৎ তাহাকেও অজীর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবৈকারিক অর্থাৎ উদরাধ্মানাদি পীড়াকর নহে। যাহা হউক এই শেষোক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণদ্বয়কে রোগমধ্যে পরিগণিত না করিলেও চলে, তবে রাত্রিভোজন নিষেধার্থ পঞ্চমাজীর্ণ ও বামপার্শ্বশয়নাদি সুখপরিপাকোপযোগী নিয়মসমস্ত প্রতিপালনজন্য এই ষষ্ঠাজীর্ণ বলা হইয়াছে।

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘুচাপিভুক্তং
অন্নং নপাকং ভজতে নরস্য॥

অধিক জলপান, অতিরিক্ত ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারন দিবানিদ্রা, ও রাত্রি জাগরণ এই সমস্ত কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইলে তখন উপযুক্ত সময়ে দেহানুকূল লঘু আহার ও পরিপাক হয় না।

তত্রামে গুরুতোৎক্লেদঃ শোথোগণ্ডাক্ষিকূটগঃ।
উদ্গারশ্চ যথাভুক্তমবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে॥
বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনা।
মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহাঙ্গপীড়নং॥
বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্‌মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ।
উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে॥
রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধিগৌরবে॥

পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণ সমুদয়ের মধ্যে আমাজীর্ণ রোগে দেহের গুরুতা, বমনরোগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ, এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদগার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগে শূল, উদরাধ্মান, বাতকৃত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও অঙ্গবেদনা এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণ রোগে ভ্রম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত নানা প্রকার পীড়া ধুম নির্গম সদৃশ অম্লোদগার, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রস শেষাজীর্ণ রোগে অন্নবিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ।
উপদ্রবাভবন্ত্যেতে মরণং বাপ্যজীর্ণতঃ॥

অজীর্ণ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখস্রাব, অবসন্নতা, ও ভ্রম, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। অতিপ্রবৃদ্ধ অজীর্ণে মৃত্যু ও ঘটিয়া থাকে।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যে২প্রমাণতঃ।
রোগানীকস্যতে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥
অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধং যদীরিতং।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥

লোভপরবশ ঔদরিক (অর্থাৎ পেটুক) পশুবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি অপরিমিত আহার করে তাহারাই নানা রোগের মূলস্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। আম বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ এই ত্রিবিধ অজীর্ণ রোগের বিষয় উক্ত হইল, ইহাদিগের হইতেই বিসূচী, অলসক বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূচিভিরিব গাত্রাণি তুদন্নুসন্তিষ্ঠতে২নিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তে২শনলোলুপাঃ॥

বিসূচীকার লক্ষণ এই যে পীড়ার অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া গাত্র সকলে, সূচিভেদবৎ বেদনা হয়। এই বলিয়া বৈদ্যেরা এই পীড়াকে বিসূচি নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চলিত ভাষায় ইহাকে লোকে ওলাউঠা বলিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না, যাহারা ভক্ষ্যাভক্ষ্যানভিজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ও অজ্ঞানলোলুপ তাহাদিগেরই বিসূচিপীড়া আক্রমণ করে।

মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ॥
বৈবর্ণকম্পৌ হৃদয়েরুজশ্চ
ভবন্তিতস্যাং শিরসশ্চভেদঃ॥

মূর্চ্ছা ভেদ বমি, পিপাসা, শূলবদ্বেদনা, ভ্রম, হস্তপদাদিতে খালি ধরা, সর্ব্বদা হাই উঠা, গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা, ও শিরঃশূল এই সমস্ত গুলি বিসূচীরোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

অলসকনিদান।

কুক্ষিরানহ্যতে২ত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরিধাবতি॥
বাতবর্চ্চো নিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি।
তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদগারৌচ যস্য তু॥

অলসক রোগে, কুক্ষিতে অতিশয় কষ্ট দায়ক আধ্মান উপস্থিত হইয়া থাকে, রোগী যাতনায় আর্ত্তনাদ করে। এবং কুক্ষিদেশস্থ বায়ু অজীর্ণজনিত অধঃপ্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরিভাগে অর্থাৎ হৃদয়কণ্ঠাদি স্থানে বিচরণ করে, এই রোগে মল মূত্রাদি এক কালীন অবরোধ হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা ও উদ্গার হয়। ভুক্ত দ্রব্য অধঃ বা উর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া অপক্কাবস্থায় আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে বলিয়া এই ব্যাধিকে অলসক কহে।

বিলম্বিকানিদান।

দুষ্টং ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং
প্রবর্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।

বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যা-
মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ॥

যে রোগে আহারীয় দ্রব্য, কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়াই, নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিলম্বিকা বলিয়া থাকেন, ইহারা অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য। অর্থাৎ চিকিৎসায় প্রায়ই আরোগ্য হইতে দেখিতে পাওয়া না।

যত্রস্থমামং বিরুজেত্তমেব দেশং বিশেষেণ বিকারজাতৈঃ।
দোষেণ যেনাবততং শরীরং তল্লক্ষণৈরামসমুত্থিতৈশ্চ ॥

অজীর্ণজনীত উৎপন্ন আমরস, শরীরে যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে বিশেষরূপে পীড়া দেয়, অর্থাৎ শরীর যদি দুষ্ট বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোদাদি বাত লক্ষণ দ্বারা, পিত্তদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে দাহাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কফদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে গৌরবাদি লক্ষণ দ্বারা পীড়াদায়ক হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমসম্ভূত অপাক অলসকাদি বিকার সমস্ত উৎপাদন করিয়াও রোগীকে কষ্ট দেয়।

অসাধ্যলক্ষণ।

যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো-
বম্যর্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধি
র্যায়ান্নরঃ সোঽপুনরাগমায় ॥
উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ।
লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্ ॥

বিসূচী ও অলসকরোগে যদ্যপি রোগীর দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ হয় এবং সংজ্ঞালুপ্ত প্রায়, অত্যন্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত হইয়া যায় স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধিসমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে।

উদ্গারশুদ্ধি মনের উৎসাহ (শরীর ও মনের বল) যথোচিত মলমূত্রের নির্গমন দেহের বিশেষতঃ কোষ্ঠের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসার যথোচিত উদয়, এই সমস্ত জীর্ণাহারের লক্ষণ জানিবে।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচীকা, অলসক ও বিলম্বিকাচিকিৎসা।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে এই নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যথা সমাগ্নির রক্ষণ, বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি, তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে পিত্তের প্রতিকার, মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মার বিশোধন করা সর্ব্বতোবিধেয়।

হিঙ্গাষ্টকচূর্ণ।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ ॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ যমানী, সৈন্ধব জীরা কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গুল, এই দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্রিত করিবে। এই চূর্ণ এক আনা কিম্বা দুই আনা মাত্রায় ঘৃত দ্বারা পরিভক্তের (ভাতের) প্রথম গ্রাসের সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। ইহাতে অগ্নি বল বৃদ্ধি হয় এবং বাত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সমধনশূকমহৌষধচূর্ণং লীঢ়ং ঘৃতেন সোমর্গে।
কুরুতে ক্ষুধাং সুবোধকং পীতং মহৌষধং বৈকম্ ॥
অন্নমণ্ডং পিবেদুষ্ণং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্।
বিষমোঽপি সমস্তেন মন্দো দীপ্যেত পাবকঃ ॥

শোয়া, শুঁঠ এই দুই দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং ঐ চূর্ণ দুই আনা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে কিম্বা এক মাত্র শুঁঠের গুড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। উহা সেবনের পর উষ্ণজল পান করিবে।

হিঙ্গু, ও সৌবর্চ্চল লবণ যুক্ত উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলে বিষমাগ্নি সমভাব প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। এবং মন্দাগ্নির বিনষ্ট হইয়া অগ্নি উদ্দীপন হয়।

তীক্ষ্ণাগ্নিচিকিৎসা।

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌডুম্বরীত্বচম্।
আভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধং পিবেদত্যগ্নিশান্তয়ে॥
যৎকিঞ্চিদ্গুরুমেধ্যঞ্চ শ্লেষ্মকারি চ ভেষজম্।
সর্ব্বং তদত্যগ্নিহিতং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা॥

স্তন্য দুগ্ধের সহিত যজ্ঞ ডুমুরের ছাল পেষণ করিয়া তাহা এক তোলা পরিমাণে দিবসে দুই বার করিয়া সেবন করিলে তীক্ষ্ণাগ্নি প্রশমিত হয় অথবা যজ্ঞ ডুমুরের ছাল ৪ তোলা চাউল ৮ তোলা স্তন্য দুগ্ধ ১ সের জল একসের এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তদরূপ চিনীর সহিত পায়স পাক করিয়া তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহা ভক্ষণ করিলে তীক্ষ্ণাগ্নির সমতা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু গুরু পাক, বা কফদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ও তীক্ষ্ণাগ্নিব্যক্তিকে দেওয়া বিধান আছে।

বিশ্বাভয়া গুড়ূচীনাং কষায়েণ চ ষড়্‌গুণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্পত্রং সুরভীকৃতম্॥
পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়্‌গুণমুদাহৃতম্॥

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ এই কএকটী দ্রব্য মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুটিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে পরে পিপুল, পিপুলেরমূল, চৈ, রক্ত চিতার মূল, শুঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ চারি আনা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্রায় উক্ত ক্বাথ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দারুচিনী ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক সুগন্ধি করিয়া শ্লেষ্মজনিত অজীর্ণ রোগীকে পান করিতে দিবে।

অগ্নিমুখচূর্ণ।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা চৈব শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্‌গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠঞ্চাষ্টগুণং ভবেৎ॥
এতদ্বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া।
পিবেদ্দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা॥
সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরন্তথা।
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তে বিষং বা যেন ভক্ষিতম্॥
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শোথঘ্নং গুল্মনাশনম্।
কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব যক্ষ্মনাশনম্॥
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন কচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যোয়ান, ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্ত চিতার মূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্যর চূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষতঃ অবস্থা ভেদে অর্থাৎ বিবদ্ধ বাতে প্রসন্না নামক মদ্যের সহিত শুদ্ধবাতে দধির সহিত অল্প কফবাতে দধি মাতের সহিত সেবন করিলে এবং সুরা উষ্ণ জলের সহিত সেবিত হইলে উদাবর্ত্ত অজীর্ণ প্লীহা ও উদর রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং যাহার অঙ্গ সকল শুষ্ক, অথবা যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা মহোপকারক। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, গুল্ম, কাস ও শ্বাস ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ কখনও কোথায় নিষ্ফল হইতে দেখা যায় নাই। উল্লিখিত রোগের পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ।

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জলবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পৌষ্করম্॥
শটী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা সেন্দ্রযবা তথা।
ধাত্রীজীরকবৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
অম্লবেতসমম্লীকা যমানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্॥
তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥

পিনত্রয়ঞ্চ শুক্তেন চার্দ্ধকম্বরসেনচ।
অত্যাগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপাগ্নিসমপ্রভম্॥
উপযুক্তবিধানেননাশয়ত্যচিরাদমান্।
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানিচ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ চাষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদত্যাহ্বনান্ রোগান্ নষ্টবহ্নিঞ্চ দীপয়েৎ॥
সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং দত্ত্বা সুভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্॥
গোদোহমাত্রাত্তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি রোচকম্॥

যবক্ষার (শোরা) সাচিক্ষার, রক্তচিতার মূল আকনাদ ডহরকরঞ্জারছাল, পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ) ছোট এলাচি, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গের শাঁস, হিং কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, ছাল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, মহার্দ্রক, গজপিপ্পলী, সুক্ষ্মকৃষ্ণজীরা, আমরুল-শাক, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরিতকী, আতুষ, শ্যামা, ধনিয়া, শোঁদাইল ফলের আটা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ, তিলের আটা, চট্কা শজিনা ছাল, কুলেখাড়া, ও পলাশের ছাল, ইহাদিগের ক্ষার গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণ দ্রব্য ছোলঙ্গলেবুর রসে তিন দিবস ভাবনা অর্থাৎ নেবুর রসে তিন দিবস ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শুক্ত দ্বারা তিন দিবস এবং আদার রস দ্বারা তিন দিবস ভাবনা দিয়া লইবে। এই প্রদীপ্ত অগ্নিসম অত্যগ্নি-কারকচূর্ণ একসিকি করিয়া দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শ উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি অষ্ঠীলা, বাতরক্ত, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়, এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে সর্ব্বপ্রকার ব্যঞ্জন দ্বারা অন্নাহার করিতে দিবে।

পানীয়ভক্তগুড়িকা।

রসোহর্দ্ধভাগিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
ভক্তোদকেন সংমর্দ্দ্য কুর্য্যাদ্‌গুঞ্জসমাঃ গুড়ীম্॥
ভক্তোদকানুপানৈষা সেব্যা বহ্নিপ্রদীপনী।
খাদ্যান্নভোজনবাত্র প্রযোগে সাম্যমিষ্যতে॥

পারা ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে বিড়ঙ্গের শাঁস ২ ভাগ অভ্রভস্ম ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য অম্লরস বিশিষ্ট ভাতের কাঁজির সহিত (অর্থাৎ পান্থ আমানির সহিত) পেষণ করিয়া এক রতি প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। ভাতের আমানি বা কাঁজির সহিত ঐ বটীকা একটি করিয়া সেবন করিলে অগ্নির উদ্দীপন হয়। ইহাতে রোগী ভিজাভাত আহার করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়।

ভাস্করলবণ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধন্যাককৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজিশুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলং॥
ত্বগেলে চার্দ্ধভাগেচ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বেপলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
বাতগুল্মং নিহন্ত্যেতদ্বাতশূলানি যানিচ।
তক্রমস্তুসুরাসীধুশুক্তকাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেষু বিবিধেষু চ॥
মন্দাগ্নেরশ্নতঃ শক্তো ভবেদাশ্বেব পাবকঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষকুষ্ঠাময়ভগন্দরান্॥
হৃদ্রোগমামদোষাংশ্চ বিবিধানুদরস্থিতান্।
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্॥
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্নাশয়ত্যশনির্যথা॥

পিপুল, পিপুলের মূল, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গের শাঁস, তেজপত্র তালিশপত্র, নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১৬ তোলা সৌবর্চ্চললবণ ৪০ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা ছোট এলাচি ৪ তোলা, সামুদ্রলবণ [১ এক সের দাড়িম্বের খোলা অর্দ্ধসের, থৈকল ১৬ তোলা এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ চারি আনা মাত্রায় দিবসে দুইবার

করিয়া অবস্থাবিশেষে ঘোল কিম্বা দধি, সুরা, সীধু, শুক্ত, কাঞ্জি, অথবা মাংস রস, প্রভৃতি কোন একটির সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ ভগন্দর হৃদ্রোগ, বিবিধপ্রকার আমদোষ, প্লীহা অশ্মরী শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি, শর্করা, ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সমুদায় বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

অগ্নিঘৃত।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
হিঙ্গু চব্যাজমোদা চ পঞ্চৈব লবণানিচ॥
দ্বৌ ক্ষারৌ হবুষাচৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্।
দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুল্মোদরাপহম্।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীকাসকফমেদোঽনিলানপি॥
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
যে চ বস্তিগতা রোগা যে চ কুক্ষিসমাশ্রিতাঃ॥
সর্ব্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য। পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপ্পলী, হিং, চৈ, যমানি পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ, সামুদ্রিক লবণ) যবক্ষার (সোরা) সাচিক্ষার হবুষ, অভাবে ধনিয়া, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুটিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। দধি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, শুক্ত ৪ সের, ও আদার রসে ৪ সের, এই তরল পদার্থের মধ্যে এক একটি করিয়া ঘৃতে প্রদান করতঃ জ্বালদিতে থাকিবে পরে ক্রমশঃ অন্যান্য তরল পদার্থগুলি দিবে। অতঃপর জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত পুনঃ পাক করিবে, এইরূপে অবশেষে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইবে। এই ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে মন্দাগ্নি, অর্শ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, কাস ও কফ, মেদ, গ্রহণী শোথ, ভগন্দর, বস্তিগত ও কুক্ষিগত রোগ, সূর্য্য কিরণে বিলয়প্রাপ্ত অন্ধকার সদৃশ হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদগ্নিঘৃত।

ভল্লাতকসহস্রার্দ্ধং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষঞ্চ কষায়মবতারয়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থং সমাদায় কল্কানীমানি দাপয়েৎ॥
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
হিঙ্গু চব্যাজমোদা চ পঞ্চৈব লবণানিচ।
দ্বৌ ক্ষারৌ হবুষা চৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্॥
দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ।
আর্দ্রকস্বরসঞ্চৈব শোভাঞ্জনরসস্তথা॥
তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
কফবাতোদ্ভবগুল্মে শ্লীপদে চ দকোদরে॥
শোথং পাণ্ড্বাময়ং কাসং গ্রহণীং শ্বাসমেবচ।
এতান্ বিনাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা মরিচ পিপুল, শুঁঠ, পিপুল মূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপ্পলী, হিং, চৈ, যমানী, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ সামুদ্রলবণ, যবক্ষার, হবুষ অভাবে ধনিয়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ৪ তোলা করিয়া কুটিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ৫০০ ভেলা, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত কাথজল, ঘৃতে প্রদান করতঃ পাক করিতে থাকিবে। পরে দধি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের ও শুক্ত ৪ সের আদার রস ৪ সের ও সজীনা ছালের রস ৪ সের এই সমস্ত তরল দ্রব্যগুলি ক্রমে ক্রমে ঘৃতে প্রদান করিবে উক্ত তরল দ্রব্যগুলি প্রায় শেষ হইয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঐ ঘৃত পুনঃ পাক করিবে পরে পাক সিদ্ধির যথোক্ত লক্ষণ দেখিলেই নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে। একসিকি অথবা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য

রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ সেবনে অর্শ, মূত্রঘাত, বাতশ্লেষ্মজনিত গুল্ম, শ্লীপদ, জলোদর শোথ পাণ্ডু, কাস, গ্রহণী এবং শ্বাসরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ক্ষারগুড়।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলামর্কমূলং শতাবরীম্।
দন্তী চিত্রকমাস্ফোতাং রাস্নাং পাঠাং সুধাং শটীং॥
পৃথক্‌দশপলান্ ভাগান্ দগ্ধ্বা ভস্ম সমাবপেৎ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বস্তদ্ভস্ম জলদ্রোণেন গালয়েৎ॥
তদ্রসং সাধয়েদ্ দর্ব্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
ততো গুড়তুলাং দত্ত্বা সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
সিদ্ধং গুড়ঞ্চ বিজ্ঞায় চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
বৃশ্চিকালীং দ্বিকাকোল্যৌ যবক্ষারং সমাবপেৎ॥
এতে পঞ্চপলাভাগাঃ পৃথক্ পঞ্চপলানিচ।
হরীতকীং ত্রিকটুকং সর্জ্জিকাং চিত্রকং বচাম্॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাভ্যাঞ্চ দ্বেপলে তত্র দাপয়েৎ।
অক্ষপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্ যথাবলম্॥
অজীর্ণং জরয়ত্যেষ জীর্ণে সন্দীপয়ত্যপি।
ভুক্তং ভুক্তঞ্চ জীর্য্যেত পাণ্ডুত্বমপকর্ষতি॥
প্লীহার্শঃশ্বয়থুশ্চৈব শ্লেষ্মকাসমরোচকং।
মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং কফে কণ্ঠোরসি স্থিতে॥
কুষ্ঠানি চ প্রমেহাংশ্চ গুল্মঞ্চাশু নিয়চ্ছতি।
খ্যাতঃ ক্ষারগুড়োহ্যেষ রোগযুক্তে প্রযোজয়েৎ॥

মহৎপঞ্চমূল (বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী,) ৮০ তোলা, স্বল্প পঞ্চমূল (শালপানি, চাকুলে বৃহতি, কণ্টকারী, গোক্ষুর) ৮০ তোলা, ত্রিফলা ৮০ তোলা, আকন্দের মূল ৮০ তোলা, শতমূলী ৮০ তোলা, দন্তীর মূল ৮০ তোলা, রক্ত চিতার মূল ৮০ তোলা, হাপরমালী ৮০ তোলা রাস্না ৮০ তোলা, আকনাদি ৮০ তোলা, মনসাশীজের মূল ৮০ তোলা, ও শটী ৮০ তোলা এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ অন্তর্ধূমে অর্থাৎ একটি মৃণ্ময় পাত্রে ঔষধ দ্রব্য স্থাপন করতঃ উহার মুখ বন্ধ করিয়া ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত হইলে সমস্ত ক্ষার গুলি চূর্ণ করিয়া ৬৪ সের জলে গুলিয়া একুশবার ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত জল জাল দিয়া ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। ঐ ক্ষার জলে সাড়েবার সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। যখন দেখিবে যে প্রায় গাঢ় হইয়া আসিয়াছে সেই সময়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নামাইবে।

বিছাটী, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ৪০ তোলা, এবং হরীতকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সাচীক্ষার রক্ত চিতার মূল, বচ, ইহাদের চূর্ণ সমস্ত মিলিত ৪০ তোলা। হিং ও বৈথকলের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত গুড় মিশ্রিত ক্ষারদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপ হইতে নামাইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে।

এই ক্ষারে গুড় এক সিকি বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমনকি ঔষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ আহার করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ পরিপাক হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, প্লীহা, পাণ্ডু, অর্শ, শোথ, কাস, অগ্নিমান্দ্য বিষমাগ্নিশ্লেষ্মজনিত কাস, অরুচি কুষ্ঠ, প্রমেহ ও গুল্মরোগের আশু উপকার হইয়া থাকে।

ক্ষারজলছাঁকিবারপ্রণালী।

প্রথমে একখানি নূতন বস্ত্রের দুই প্রান্ত দুইটি খুটিতে বন্ধন পূর্ব্বক বস্ত্রের ঠিক মধ্য স্থলে এক খানি একহস্ত বা দেড়হস্ত পরিমিত বাখারী বা কঞ্চির দুই প্রান্ত, বস্ত্রের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া দিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রের নিম্ন প্রদেশে একটি পাত্র রাখিবে, এবং জলের সহিত ক্ষার গুলিয়া দিয়া বস্ত্র মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া দিবে। যখন সমস্ত জল বস্ত্র হইতে গলিত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হইবে তখন ঐ জল পুনর্ব্বার বস্ত্রে দিতে হইবে, এই রূপে ঐ জল একুশবার করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মস্তুষট্পলকঘৃত।

পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু ঘৃতং মস্তুচতুর্গুণম্।
সক্ষারৈঃ সিদ্ধমগ্নাগ্নিং কফগুল্মং বিনাশয়েৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য। পিপুল ৮ তোলা, পিপুল মূল ৮ তোলা, চৈ ৮ তোলা রক্ত চিতার মূল ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, এই দ্রব্য কএকটি অল্প কুটিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এবং ঘৃতের চারিগুণ দধিরমাত অর্থাৎ ঘোলসের উহাতে প্রদান করিবে। তৎপরে যথা নিয়মে পাক সমাধা করিয়া নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতি দিন সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও কফগুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণচিকিৎসা।

আমাজীর্ণে বচের চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত কৃত্য জল অজীর্ণ রোগীকে পান করাইয়া অজীর্ণ দ্রব্যসমস্ত বমন করাইয়া নির্গত করিয়া ফেলিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণচিকিৎসা।

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং
শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তদ্ধ্যস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্ত
মাক্লেদিভাবাচ্চনয়ত্যধস্তাৎ ॥

শীতাম্বুনা পরিপাকমুপৈতি যদুক্তং তদেবো-পপাদয়তি তদ্ধ্যস্যেতি, হি যস্মাৎ হেতৌ, তদিতি শীতাম্বু; অস্যাজীর্ণিনঃ পিত্তং নিহন্তীত্যন্বয়ঃ। আক্লেদিভাবাদিতি দ্রবত্বাৎ ॥

সুশ্রুতঃ।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতলজল পান করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হইয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইয়া থাকে। এবং জলের শৈত্যবশতঃ পিত্ত প্রশমিত হয়, এবং জলের আক্লেদিভাব প্রযুক্ত পিত্ত অধোদিকে নীত হইয়া থাকে।

যাহার ভোজন মাত্রেই ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধাবস্থায় পরিণত হয় এবং হৃদয় কোষ্ঠ ও গলদেশে জ্বালা উপস্থিত হয় তাহার পক্ষে কিস্‌মিস্, চিনি, ও মধু একত্র বাটীয়া লেহন করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

হরিতকী, পিপুল সৈন্ধব ও হিং, এই দ্রব্য গুলি ধান্য তুষোদকের বা অভাবপক্ষে কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ধূমোদ্গারের অতিউগ্র অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্যই ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ।
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণপ্রণাশনম্ ॥
ধান্যনাগরসিদ্ধন্তু তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণপ্রশমনং দীপনং বস্তিশোধনম্ ॥

হিং, মরিচ পিপুল, শুঠ, ও সৈন্ধব জলের সহিত পেষণ করিয়া পেটে লেপন করিয়া দিবসে নিদ্রা যাইলে সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধনিয়া শুঁঠ, দুই তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া আমাজীর্ণযুক্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে, ইহাতে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া মুত্রাশয়কে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে।

হরিতকী পিপুল, সৌবর্চ্চল লবণ সমভাগে একত্র চূর্ণিত করিয়া এক সিকি বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় অবস্থাভেদে দধির মাত অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে চারি প্রকার অজীর্ণরোগ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, পেটফাঁপা, বাতগুল্ম, ও শূলরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বিসূচীকাচিকিৎসা।

বিসূচিকায়াং বমিতং বিরিক্তং
সুলঙ্ঘিতং বা মনুজং বিদিত্বা।
পেয়াদিভির্দ্দীপনপাচনৈশ্চ
সম্যক্ ক্ষুধার্ত্তং সমুপক্রমেচ্চ ॥

বিসূচিকায়ামিত্যাদি। পেয়াদীনাঞ্চ দীপনপাচনত্বং দীপনপাচনধান্যপঞ্চকাদিসংস্কারাৎ ॥

সুশ্রুতঃ।

বিসূচিকারোগে বিরেচন বা বমন অথবা

উপবাস দ্বারা রোগীর সম্যক্ রূপে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দীপন ও পাচক পেয়াদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রতৈলসমন্বিতং।
বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণং।

কুষ্ঠেত্যাদি। আতুরস্য তাৎকালিকী পীড়া মহতী। তদাহ চ তৈলং পক্তুমশক্যং অতঃ কিঞ্চিচ্চুক্রং তৈলঞ্চ দত্ত্বা কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কেন কদুষ্ণেন মর্দ্দনং কার্য্যমিত্যাহুর্ব্বৃদ্ধাঃ। তৈলপাক পক্ষে তু কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ পাদিকঃ, চুক্রঞ্চ চতুর্গুণম্। খল্লী-হস্তাদৌ শিরামোটনরূপা বেদনা।

সুশ্রুতঃ।

কুড়, সৈন্ধব সমভাগে পেষণ করিয়া চুক্র ও তিলতৈলে মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণকরিয়া হস্তপদাদিতে মালিশ করিলে খল্লি, অর্থাৎ খাইলধরা ও শূলবেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

করঞ্জনিম্বশিখরীগুড়ূচ্যর্জ্জুনবৎসকৈঃ।
শীতঃ কষায়ো বমনাৎ ঘোরাং হন্তি বিসূচিকাম্॥

করঞ্জেত্যাদি। করঞ্জস্য ফলং, শিখরী অপামার্গ স্তস্যাবীজং অর্জ্জুকঃ শ্বেতপর্ণাশ ইত্যুষনঃ, তথা বৃন্দটীকায়াংচক্রটেৎপার্জ্জক ইতি পঠ্যতে, তস্মাৎ অর্জ্জকস্থানে অর্জ্জুনেতি প্রমাদঃ পাঠঃ। বৎসকঃ কুটজঃ। শীতঃকষায়ো বমনাদিতি বমনার্থঞ্চ কষায়ঃ। কাথ্যদ্রব্যাঞ্জলীঃ ক্ষুণ্ণং প্রাবয়িত্বা জলাঢ়কে। অর্দ্ধভাগাবশেষঞ্চ বমনেষ্টবদাচরে॥ দিতি পরিভাষয়া অর্দ্ধশৃতঃ কার্য্যঃ। অর্দ্ধভাগাবশেষমিত্যত্র চতুর্ভাগাবশেষ ইতি পাঠো দৃশ্যতে তচ্চ নিশ্চলোনাসুমন্যতে। বমনঞ্চাতীব্রং স্তোকস্তোকবমিকারকাজীর্ণনিরাসার্থং।

ডহকরঞ্জার বীজ, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, শ্বেততুলসী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে দুই তোলা গ্রহণ করতঃ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঠাণ্ডা রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহা দ্বারা বমন করাইয়া বিসূচীকা রোগ শান্তি পায়।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ডহকরঞ্জার ফল, হরিদ্রা ও ছোলঙ্গলেবুর মূল, এই সকল সমভাগ জলের সহিত পেষণ করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে, এই বটিকা চোকে অঞ্জন প্রদান করিলে বিসূচিকারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। দারুচিনি, তেজপত্র রাস্না, অগুরু, শজিনার ছাল, কুড়, বচ, ও শলুফা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ, করিয়া কাঁজির দ্বারা পেষণ করিয়া শরীরে মালিশ করিবে, অথবা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চতুর্গুণ কাঁজি দিয়া তৈল পাক করিয়া মালিশ করিবে ইহাতে বিসূচিকা পীড়ার শান্তি হয়।

পিপাসায়া মহুৎক্লেশ লবঙ্গস্যাম্বু শস্যতে।
জাতীফলস্য বা শীতং শৃতং ভদ্রঘনস্য বা॥
বিসূচ্যা মতিবৃদ্ধায়াং পার্ষ্ণ্যোর্দাহঃ প্রশস্যতে॥

বিসূচীকায় পীড়িত রোগী, পিপাসাতে অতিশয় কাতর উৎক্লিষ্ট না হইলে লবঙ্গের সহিত বা জাতীফলের অথবা মুথার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই জল ষড়ঙ্গজলের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগী যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে তবে তাহার চেতনার জন্য অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পাদগ্রন্থির অধোদেশে দাহন করিয়া দিলে চেতনা লাভ হইবে।

লবঙ্গাদিমোদক।

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতীফলং ত্বগা॥
কটফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্।
কক্কোল মঞ্জিষ্ঠৈব উশীর মল্লকং তথা॥
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা।
ধান্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্।
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিযোজয়েৎ।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু অম্লপিত্তং সুদারুণম্॥

অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্দ্ধনম্ ॥
গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ অতীসারং সুদুর্জ্জয়ম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হন্তি লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্ ॥

লবঙ্গ, পিপুল, শুঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, অগুরু, বেনামূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রি, মুতা, জটামাংসী যবতণ্ডুল, ধনে, শুল্‌ফা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ সর্ব্ব চূর্ণের সমষ্টি লবঙ্গ চূর্ণ। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য কামলা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা বিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতাজীর্ণে সুকুমারমোদক।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা।
ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটু রোহিণী ॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাস্ত্রিকার্ষিকম্।
দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্ ॥
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম্।
উদাবর্ত্তানাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, শুঠ, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ, কটুকী ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ২ কর্ষ, দন্তীচূর্ণ ৩ কর্ষ তেউড়ী চূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল, মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, ইহাকে সুকুমারমোদক কহে। এই সুকুমারমোদক সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ প্রভৃতি রোগ বিদূরীত হয়।

বাতাজীর্ণে হরিতকীপ্রয়োগ।

হরীতক্যাঃ শতং গ্রাহ্যং তক্রেঃ স্বিন্নঞ্চ কারয়েৎ।
যত্নাদ্ বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণানীমানি পূরয়েৎ ॥
ষড়ূষণং পঞ্চপটু যমানীদ্বয়মেব চ।
ত্রিক্ষারং হিঙ্গুদিব্যঞ্চ কর্ষমাত্রং পৃথক্ ॥
সঞ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রায়েনাপি ভাবয়েৎ।
নিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবযেচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥
খাদয়েদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনীং।

চতুর্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্ ॥
গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥

হরিতকী ১২॥০ সের তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজ সকল নির্ম্মুক্ত করিয়া লইবে। পরে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল পঞ্চ লবণ, যমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগা, হিঙ্গু, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তক্রে সিদ্ধ হরীতকী সকলের চূর্ণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত হরিতকী আমরুলের রসে এবং নেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। এক একটি হরিতকী সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বিসূচিকা, গুল্ম, ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

শ্রীরামবানরস।

পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং
ভাগবৃদ্ধমরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতীফলমথার্দ্ধভাগিকং
তিন্তিড়ীস্বরসেন মর্দ্দিতং ॥
মাষমাত্র মনুপানযোগতঃ
সদা এব জঠরাগ্নিদীপনঃ
সংগ্রহগ্রহণীকুষ্ঠকর্ণকং
সামবাতখরদূষণং জয়েৎ ॥
বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো
রামবাণ ইব বিশ্রুতোরসঃ ॥

পারা বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক, প্রত্যেক ১ তোলা মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা সর্ব্বদ্রব্য একত্র করিয়া কাঁচাতেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনে সত্তজঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উদরাময় অজীর্ণ উপশমিত হয়।

ক্ষুধাসাগররস।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং রসং গন্ধং ভাগৈকং পূর্ব্ববদ্বিষম্ ॥

গুঞ্জামাত্রাং বটিং কুর্য্যান্মধবৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ স্বর্গোণ নির্ম্মিতঃ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরিতকী বহেড়া, পঞ্চলবণ যবক্ষার সাচিক্ষার, সোহাগা, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ একত্র জলে মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে। মধুর সহিত মাড়িয়া পাঁচটি লবঙ্গের সহিত ঔষধ সেবন করিবে।

অজীর্ণকণ্টকরস।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যংস্যাৎ কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
গুঞ্জামাত্রাঃ বটিং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসোহন্তি বিসূচিকাম্॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, মরিচ ৩ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কণ্টকারীর পাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ ও বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

মহোদধিবটি।

একৈকং বিষসূতোচ জাতীটঙ্গং দ্বিকং দ্বিকম্।
কৃষ্ণাত্রয়ং বিশ্বশট্কং সপ্তং কপর্দ্দিকং তথা॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
মহোদধিবটী নাম্না নষ্টাগ্নিং হি প্রদীপয়েৎ॥

বিষ ১ তোলা' রসসিন্দুর ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, কড়িভস্ম ৬ তোলা লবঙ্গ ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা সেবন করিলে মন্দাগ্নি পুনরুদ্দিপীত হয়।

অমৃতবটী।

অমৃতবরাটকমরিচৈ র্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ।
বটিকা মুদ্গসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী॥

বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম, ৫ তোলা মরিচ ৯ তোলা এই কএকটি দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুগের প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট করে।

অগ্নিকুমাররস।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্গনেন
সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ
মরীচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্কজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ
সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ
বিসূচিকাজীর্ণসমীরণার্ত্তে
দদ্যাদ্ দ্বিবল্লং গ্রহণীগদেচ॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা সোহাগার খই ১ তোলা, বিষ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, মরিচ ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পাকা গোঁড়া নেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই অগ্নিকুমার রস সেবন করিলে বিসূচিকা, অজীর্ণ গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

হুতাশনরস।

গন্ধেশটঙ্গনৈস্থেকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগঞ্চ মরিচং জম্বাম্ভো মর্দ্দিতং দিনম্॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কুর্য্যাদ্রেণ প্রয়োজয়েৎ।
শূলারোচকশুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে॥
অজীর্ণসন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে নেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করতঃ মুগের ন্যায় বটীকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে শূল অরুচি, বিসূচিকা, অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

ভাস্কররস।

বিষং সূতং ফলং গন্ধংজ্যাষণং টঙ্গজীরকম্।
একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খঞ্চবরাটকম্॥

সর্ব্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরৈর্ভাবয়েদ্ ভিষক্।
সপ্তবাসরপর্য্যন্তং ততঃস্যাদ্ ভাস্কররোরসঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
তাম্বুলদলযোগেন বটীং সংচর্ব্য ভক্ষয়েৎ॥
শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
সদ্যো বহ্নিকরোহ্যেষ ভস্মনাথেন ভাষিতঃ॥*

বিষ, পারা আমলা হরিতকী, বহেড়া, গন্ধক শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, জীরা, প্রত্যেক ২ ভাগ, লৌহ ও শঙ্খভস্ম, অভ্র, কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ এই সকল পেষণ করিয়া ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত একটি করিয়া বটি চিবাইয়া ভক্ষণ করিতে দিবে, ইহা দ্বারা শীঘ্রই অগ্নিদীপ্তি হয় এবং বিসূচিকা শূল ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

অগ্নিসন্দীপনরস।

ষড়ূষণং পঞ্চপটু ত্রিক্ষারং জীরকদ্বয়ম্।
ব্রহ্মদর্ভোগ্রগন্ধা চ মধুরী হিঙ্গু চিত্রকম্॥
জাতীফলং তথাকুষ্ঠং জাতীকোষং ত্রিজাতকম্।
চিঞ্চাশেষরিকক্ষারমমৃতং রসগন্ধকৌ॥
লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গঞ্চ লবঙ্গঞ্চ হরিতকী।
সমভাগানি সর্ব্বাণি ভাগৌ দ্বাবম্লবেতসাৎ॥
শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারঃ সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ॥
ক্বাথেন পঞ্চকোলস্য চিত্রাপামার্গয়োস্তথা॥
অম্লবেনীরসেনৈব প্রত্যেকং ভাবয়েৎ ত্রিধা।
ত্রিসপ্তবারান্ নিম্পাকরসৈঃ পশ্চাদ্ বিভাবয়েৎ॥
বদরাভা বটী কার্য্যা যোক্তব্যা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুপানতঃ॥
অগ্নিসন্দীপনো নাম রসোহয়ং ভুবি দুর্ল্লভঃ।
দীপয়ত্যাশু মন্দাগ্নি মজীর্ণঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
অম্লপিত্তং তথা শূলং গুল্মমাশ্বাপোহতি॥

পিপুল, পিপুল, চই, চিতামূল, শুঠ-মরিচ, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, জীরা; কৃষ্ণজীরা, যমানী বচ, মউরী, হিং, চিতামূল, জায়ফল, কুড়, জয়িত্রী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, তেঁতুল ছাল ভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, বিষ, পারা, গন্ধক, লৌহ অভ্র, রঙ্গ, লবঙ্গ, হরিতকী, এই সমুদায়ের প্রত্যেক ১ ভাগ অম্লবেতস ২ ভাগ, শঙ্খ ভস্ম ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ পঞ্চ কোল, চিতামূল, ও অপাঙ্গের ক্বাথে এবং আমরুল শাকের রসে ৩ বার ও নেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যথা যোগ্য অনুপানে ব্যবহার করাইবে, ইহা সেবনে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অজীর্ণবলকালানলরস।

বিপলং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমংমতম্।
লৌহং তাম্রং হরীতালং বিষং তুল্যং সবঙ্গকম্॥
পলপ্রমাণঞ্চ পৃথক্ লবঙ্গং টঙ্কনং তথা।
দন্তীমূলং ত্রিবৃচ্চূর্ণ মেকৈকং পলসম্মিতম্॥
অজমোদা যমানীচ বিক্ষারলবণানিচ।
পৃথগর্দ্ধপলং গ্রাহ্য মেকীকৃত্য চ ভাবয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসেনৈকবিংশতিং পঞ্চকোলজৈঃ।
দশধা ভাবয়েদ্বোটৈশ্চ ভূচীনাং রসৈর্দশ॥
সর্ব্বার্দ্ধং মরিচং ক্ষিপ্ত্বা কাচকূপ্যাঞ্চ ধারয়েৎ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়ায়াং পরিশোষয়েৎ॥
রসোঽজীর্ণবলকালানল এষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনেককালনষ্টাগ্নের্দীপনঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥
আমবাতকুলধ্বংসী প্লীহপাণ্ডুগদাপহঃ।
প্রমেহার্শোবিষ্টম্ভসূতিকাগ্রহণীহরঃ॥
শ্বাসকাসপ্রতীশ্যায়যক্ষ্মক্ষয়বিনাশনঃ।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ ভগন্দরৌ গুদোদ্ভবৌ॥
অষ্টৌদরাণি প্লীহানং যকৃতং হন্তি দারুণম্।
আকণ্ঠং ভোজয়িত্বাতু খাদয়েচ্চ রসোত্তমম্॥
অর্দ্ধযামেন তৎ সর্ব্বং ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্।
চতুর্ব্বিধরসোপেতং মহাভোজনমিচ্ছতঃ॥
ভোজস্য নৃপতেঃ কাঙ্ক্ষা ভোজনে কৃপয়াকৃতা।
গহনানন্দনাথেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা॥

পারা, ২ পল, গন্ধক ২ পল, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, তুঁতে, রঙ্গ, সোহাগা, দন্তীমুল, তেউড়ী মূল চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল বনযমানী, যমানী, যবক্ষার সাচিক্ষার, পঞ্চ লবণ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করতঃ আদার রসে ২১ বার, পঞ্চ কোলের ক্বাথে ১০ বার ভাবনা

দিয়া চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধভাগ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে পরে ঐ ঔষধ কাচকুপীর মধ্যে, (অর্থাৎ শিশি বা বোতলে) রাখিয়া ছায়ার শুষ্ক করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা, প্রস্তত করিবে এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমাবাত, প্লীহা ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। অধিকদিনকার নষ্টাগ্নির ও উদ্দী- পীত হয়। আকণ্ঠপর্য্যন্ত নানাবিধ গুরু খাদ্যদ্রব্যভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে সমুদায় পরিপাক হইয়া যায়।

মহাশঙ্খবটী।

পটুপঞ্চকহিঙ্গুশঙ্খচিঞ্চা
ভস্মিতবোষবলীবিষামৃতানি।
শিখিশেখরিকারসর্ণনিষু
কৃষভাবনানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি॥
মহাশঙ্খবটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকীর্ত্তিতা।
দীপনী পরমা হন্তি মহার্শোগ্রহণীযুতান্॥

পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, পারা, বিষ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার ক্কাথে, অম্লবর্গের রসে ও নেবুর রসে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধ অম্লাস্বাদন হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। আহারের পর সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে অর্শঃ গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়, এবং অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং দন্তিদন্তী পারদং গন্ধকং কণা।
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্॥
অজমোদামৃতা হিঙ্গুক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্।
সংচূর্ণ্য সমভাগন্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্॥
অম্লরসেন সংভাব্য বটী কোলাস্থিসম্মিতা।
অম্লদাড়িমতোয়েন নিম্বাকস্বরসেনচ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতুরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা।
তক্রমস্তুসুরাসীধুকাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা॥
শশেনাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু ষড়্বাগ্নিসমপ্রভম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং গুল্মমেহভগন্দরম্।
প্লীহানমশ্মরীং শ্বাসং কাসং মহোদরক্রিমীন্॥
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধান্ দুদরে স্থিতান্।
তান সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পিপুল মূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারা, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চ লবণ, মরিচ, শুঁঠ বিষ, বনযমানী গুলঞ্চ, হিং তেঁতুলছালভস্ম, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খভস্ম, ২ তোলা এই সমস্ত অম্লবেতসের ক্কাথে ভাবনা দিবে। পরে কুলের আঁটির প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে অম্ল দাড়িমের রস, নেবুর রস, তক্র, দধির- মাত, সুরা, কাঁজি, অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃ, ক্রিমি পাণ্ডু কামলা, প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়। পথ্য শশক, এন ও হরিণের মাংসের যূষ।

ক্রব্যাদরস।

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যা-
চ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতধাবিলোখা
দেরগুপত্রেহথ নিবেশনীয়ম্॥
কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যা
ল্লৌহস্য পাত্রে বরপুত্তমস্মিন্।
জম্বীরজং পক্করসং পলানি
শতং নিয়োজ্যাগ্নি মহাল্পমাত্রাম্॥
জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ
স্বপঞ্চকোলোত্থদশারিপুত্রৈঃ।
সবেতসাদ্যৈঃ শতমম্লবেতসং
সম্যং রজস্থৈর্নরজং সুভৃষ্টৈঃ॥
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ
তৎসপ্তধাত্রীং চণকায়মাত্রা।
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো
রসস্তুমন্থানক ভৈরবোক্তঃ॥
মাসত্রয়ং সৈন্ধবতক্রপীত
মেতস্য খল্বৈঃ খলু ভোজনান্তে।

গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টী
কৃতানি সেব্যানি ফলানি চৈব॥
মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি
যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ॥

পারা ১ পল, গন্ধক ২ পল তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পর্পটীর ন্যায় করিবে, পরে গোঁড়া নেবুর রস ১০০ পল দিয়া অল্পে অল্পে পাক করিবে, রস নিঃশেষ হইলে ৫০ পল পঞ্চকোলের কাথে ও ৫০ পল অম্লবেতসের কাথে ভাবনা দিয়া ৪ পল সোহাগার খই, ২ পল বিটলবণ ও ১০ পল মরিচচূর্ণমিশ্রিতকরতঃ ছোলার জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে।

সৈন্ধব ও তক্রের সহিত সেবন করাইবে। ইহা সেবনান্তে মাংস পিষ্টকাদি গুরুতর আহারীয় প্রভৃতি ২ প্রহর মধ্যে পরিপাক হইয়া যায় এবং এতদ্ভিন্ন গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, শূল, গ্রহণী ও অতীসারে প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া শান্তি হইয়া থাকে।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্র।

অভ্রং নির্ম্মলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নত
শ্চব্যং চিত্রকমিন্দ্রযুগ্রকনকং মাল্‌রপত্রার্দ্রকং।
মূলং পিপ্পলিসম্ভবং মধুরিকানীপোঽর্কমূলং পৃথক্
চৈষাং সপ্তপলৈ বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্কনম্॥
গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব বলিতং তৎপারিভাদ্রৈর্-
মর্দ্দাগ্নিং চিরজাতগুল্মনিচয়ং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্।
ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকা মলসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাং
প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহিতং কুষ্ঠং মহারোচকম্॥
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামক
মাসং বাতবিমিশ্রিতং নয়নজং রোগং সমুদ্দ্‌লয়েৎ।
বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা
সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনং।
পাষাণং যদি ভক্ষিতং তদপি তৎ কুর্য্যাৎ সজীর্ণং পুন।
বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্॥

অভ্র ১ পল, চৈ ১ পল, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া চিতা, নিসিন্দা, ধুতুরা, বিষ ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ১ পল এবং পিপুল মূল, মউরী কদম্ব, আকন্দ মূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১ পলের সহিত মর্দ্দন করতঃ ২ তোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পালিধার রস। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি গুল্ম, শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

বীরভদ্রাভ্র।

অভ্রকং পুটসহস্রপুটিতং, কর্ণগুণমভিনির্ম্মলীকৃতম্।
বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং চিত্রকস্বরসসাধুসিক্তকম্॥
শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটীকারিতা সকলরোগনাশিনী।
ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ॥
বহ্নিমান্দ্যমভিনাশু সত্বরং কারয়েৎ প্রখরপাচকোৎকরম্।
শ্বাসকাসনমিশোথকামলাপ্লীহগুল্মজঠরারুচিজ্বরান্॥
রক্তপিত্তমকৃদম্লপিত্তকং শূলকোষজপদানবিসূচিকাম্।
আমবাতবহুবাতশোণিতং দাহশীতবলহাসকার্শ্যকম্॥
বিদ্রধিং জ্বরগরং শিরোগদং নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্।
হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং বীরভদ্রমিতি বল্যমুত্তমম্॥
ভক্ষিতং বিবিধভক্ষ্যমার্গলং কাষ্ঠসন্দমপি ভস্মতাং নয়েৎ।

সহস্র পুটিত অভ্র ২ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। পান বা আদার কুচি অনুপানে একটী করিয়া বটীকা সেবন করাইবে। ইহা ব্যবহারে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস কাস শূল ও বিসূচিকা প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

মুস্তকারিষ্ট।

মুস্তকস্য তুলামেকং চতুর্দ্রোণে হম্ভসঃ পচেৎ।
পাদশেষরসে তস্মিন ক্ষিপেদগুড়তুলাত্রয়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং যমানীং বিশ্বভেষজম্।
মরিচং দেবপুষ্পঞ্চ মেথীং বহ্নিঞ্চ জীরকম্॥
পলদ্বয়মিতং ক্ষিপ্তা কুম্ভভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সংস্থাপ্য মাসমাত্রন্তুতঃ সংস্রাবয়েদ্ ভিষক্॥
অজীর্ণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ বিসূচিমপি দারুণাম।
গ্রহণীং বিবধাং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মুতা ২৫ সের পাকার্থ জল ২৫৬ সের শেষ ৬৪ সের। কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড়

৩৭॥০ সাড়ে সাইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁঠ, মরিচ লবঙ্গ মেথী চিতামূল জীরা প্রত্যেক ২ পল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এক মাস আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য বিসূচিকা ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যঅজীর্ণবিসূচিকাওবিলম্বিকা প্রভৃতিতেপথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল ডুমুর কাচকলা মানকচু, গাদাল প্রভৃতির ব্যঞ্জন কই মাগুর শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল।

রাত্রিতে ক্ষুধানুসারে চিরার মণ্ড, এরারুট, বালি প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। অপক্ক বিল্ব দগ্ধ করিয়া তাহার শস্যমিছরির গুঁড়া বেলের মোরব্বা মিছরি প্রভৃতি জল খাবার।

গুরুপাক ঘৃত বা তৈলপক্ক দ্রব্যাদি লঙ্কার ঝাল, অধিক জলপান শাক অম্ল, প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদিপীড়ার প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ পেটফাঁপা প্রভৃতিতে হরিতকী প্রয়োগ শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ দিয়া চিকিৎসাদি করিবে। যদি তরলমল মধ্যে মধ্যে নির্গত হয় এবং ক্ষুধামান্দ্য থাকে তাহা হইলে মুতার রস গরম করিয়া তার সহিত কর্পূর অনুপানে রাম-বান ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার সহিত অল্প অল্প জর অনুভূত হইলে ধনে শুঁঠ মুতা আতইষ, বালা কুরচিছাল বেলশুঁঠ ইত্যাদির পাঁচন তৎ-সঙ্গে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। এবং অতিরিক্তপরিমাণে তরল ভেদ হইলে জাতীফ-লাদিবটীকা চেলুনী জল অনুপানে সেবন করা-ইয়া রোগীর ভেদ বন্ধ করিবে। ঐ রূপ অবস্থায় এরূপ ধারক ব্যবস্থা করিবে না যদ্বারা এক-কালীন ভেদ বন্ধ হইয়া আধ্মানাদি হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব আসে। মধ্যে মধ্যে তরল মল নিঃসরণ অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি অধিক দিনকার হইলে মোদকাদি ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিবে। তাহাতে যদি বিশেষ কোন উপকার না দর্শে ক্রমশঃ তরল মল নিঃসরণ হস্তাপদাতিতে শোথ মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং মলের সহিত শরীরস্থ ধাতু নির্গত হইয়া রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং যদি জর না থাকে তাহা হইলে রসপর্পটী দুগ্ধ অনুপানে সেবন করাইবে, রোগীকে দুগ্ধান্ন পথ্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়া লবণ জল বন্ধ করিবে এরূপ অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিবে। বিশেষতঃ বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়ার জাতীফলাদি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর ভেদ বন্ধ করিয়া দিয়া হিক্কা আধ্মান যাহাতে না হয় এরূপ ক্রিয়া করিবে। হস্তপদা-দিতে খাইল ধরিলে তৈলাদি দ্বারা মালিষ করা-ইবে, পিপাসিত জলের সহিত লেবুর রস ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দিয়া সেই জল পানার্থ দিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রিমিরোগ।

ক্রিমযস্ত দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বহির্মলকফাসৃগ্বিট্জন্মভেদাচ্চতুর্বিধাঃ॥
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপীড়কাকণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্বতে॥

বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে, প্রথমতঃ ক্রিমি দুই প্রকার, অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্যক্রিমি, আর কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি। এবং জন্মভেদে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা বহির্মলোৎপন্ন কফোৎপন্ন রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন এই চারিপ্রকার ক্রিমি। আর নামভেদে তাহারা বিংশতি প্রকার পরিগণিত হইতে পারে। এই বিংশতি প্রকারের নাম ক্রমশঃ বলা হইতেছে।

বাহ্যক্রিমি সমস্ত গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহাদের পরিমাণ, আকৃতি ও বর্ণ তিলের স্তায়। ইহারা যূক ও লিখ্যনামে অভিহিত। যূকগণ বহুপাদবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও কেশাশ্রয়ী এবং লিখ্যসকল সূক্ষ্ম, শ্বেতবর্ণ ও বস্ত্রাশ্রয়ী। এই বাহ্যক্রিমিদ্বয় কোঠ, পীড়ক কণ্ডু ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

আভ্যন্তরক্রিমিনিদান।

অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো
দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জী চ দিবা শয়ানো
বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমিংস্তু॥

অজীর্ণে ভোজন করা, নিত্য মধুর ও অম্লরস ভোজন করা দ্রবদ্রব্যের অতিপান পিষ্ট ও গুড় ভোজন ব্যায়ামপরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষির মৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন এই সকল কারণে অভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুরীষজ, কফজ ও রক্তজক্রিমিনিদান।

মাষপিষ্টান্নলবণগুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমৎস্যগুড়ক্ষীরদধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ॥
বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি॥

মাষ, পিষ্টক, লবণ, গুড় ও শাকভোজনে পুরীষজক্রিমি, মাংস, মৎস্য, গুড় ক্ষীর দধি ওশুক্ত ভোজনে কফজক্রিমি, এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ আহার, অজীর্ণভোজন ও শাকাদিভোজনে রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়।

আভ্যন্তরক্রিমির সংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণং॥

আভ্যন্তরিক ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইলে, জ্বর, বিবর্ণতা শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, ও অন্নদ্বেষ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পুরীষজক্রিমিরবিবরণ।

পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ॥
তদাস্যোদ্গারনিশ্বাসবিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ।
পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাবপীতসিতাসিতাঃ॥
তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি।

বিড়ভেদশূলবিষ্টম্ভকার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ।
রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূর্ব্বিমার্গগাঃ॥

পুরীষজক্রিমি পাকাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখন অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্টার গন্ধ অনুভব হইয়া থাকে। ইহাদের কতক গুলি পৃষ্টাকৃতি কতকগুলি গোলাকার, কতক গুলি সূক্ষ্ম ও কতক গুলি স্থূল, এবং কেহ শ্বেত কেহ পীত, কেহ শ্যাব, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নাম ভেদে তাহারা পঞ্চবিধ যথা ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য, ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে, মল ভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্য দেশে কুণ্ডু এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

কফজক্রিমিরবিবরণ।

কফাদামাশয়ে জাতাবৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ।
পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌গণ্ডূপদোপমাঃ॥
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ।
শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে॥
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ।
চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥
হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকং।
মূর্চ্ছাছর্দ্দিজ্বরানাহকার্শ্যক্ষবথুপীনসান্॥

কফজনিত ক্রিমি সমস্ত আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরের ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের কতকগুলি চর্ম্ম-লতা সদৃশ, কতকগুলি কেঁচোর ন্যায় কতক-গুলি ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র, কতক গুলি তাম্র বর্ণ। ইহারা নাম ভেদে সাত প্রকার যথা অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ মহাগুদ, চুরুক, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। কফজ ক্রিমি উৎপন্ন হইলে বমনবেগ, মুখ হইতে জল-স্রাব, অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ু জনিত উদর ও মল মূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃশতা হাঁচি, ও পীনস এসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রক্তজক্রিমিরবিবরণ।

রক্তবাহিশিরাস্থানরক্তজা জন্তবোঽণবঃ।
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ॥
কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উদুম্বরাঃ।
ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহ সৌরসমাতরঃ॥

রক্তস্থ ক্রিমি সকল, রক্তবাহিনী শিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতিসূক্ষ্ম, পাদ রহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ ইহাদের মধ্যে কতক গুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার যথা কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামাও মাতৃনামা। একমাত্র কুষ্ঠোৎ-পাদনই ইহাদের প্রধান কার্য্য।

ক্রিমিরোগচিকিৎসা।

লিহ্যাৎক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্॥

বিড়ঙ্গের শাঁস চূর্ণ করিয়া এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে ক্রিমির শান্তি হয়।

মুস্তাখুপর্ণিফলদারুশিগ্রুক্বাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্ ক্রিমিন্নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ
রোগান্॥

মুথা, দন্তীর মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, শজিনা ছাল, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ছাকিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথ জলের সহিত দুই আনা বিড়ঙ্গদি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া

পান করিলে উভয়মার্গপ্রবর্ত্তিত ক্রিমি এবং ক্রিমিরোগ প্রশমিত হয়।

পলাশবীচির রস মধুর সহিত, কিম্বা পলাশ বীচি বাটীয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি-রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবক্ষারকাম্পিল্লকহরিতকীঃ।
পিবেত্তক্রেণ সংপিষ্য সর্ব্বক্রিমিনিবৃত্তয়ে।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূলশিগ্রুভির্ম্মরিচেন চ।
তক্রসিদ্ধাযবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নী সস্বর্চ্চিকা॥

বিড়ঙ্গের শাঁস, সৈন্ধব, সাচিক্ষার, কমলা গুঁড়ি, হরিতকী, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দশ আনা পরিমানে লইয়া তক্রের সহিত বাটীয়া ছুই বার সেবন করিবে। অর্থাৎ উহার অর্দ্ধ ভাগ প্রাতে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বিকালে সেবন করিতে হইবে। এই প্রকার কিছু দিন সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার ক্রিমির শান্তি হইয়া থকে।

বিড়ঙ্গ, পিপুলের মূল, শজিনার ছাল, মরিচ, এবং তক্র, ইহাদিগের সহিত যবাগু পাক করিয়া তাহাতে সাচিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি প্রশমিত হয়।

কাথঃ খর্জ্জুরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রস্ত্বথিতঃ নিশি।
পীতঃ নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঙ্ঘমশেষতঃ॥

খেজুর পাতার কাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত পান করিলে সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

অপক্বং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈঃ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুরজম্ভয়োঃ॥

কাঁচা স্বপারি ২ তোলা বাটীয়া ১ পল লেবুর রসের সহিত খাইলে অথবা খেজুর পাতার রস ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিবেত্তম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।

তিতলাউবীজচূর্ণ ২ তোলা ও তক্র ১ পল একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্ গদান্॥

খোরাসানী যমানী সৈন্ধবলবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ আমবাত ক্রিমিজনিত সমস্ত রোগ নিবারিত হয়।

পলাশবীজেন্দ্রবিড়ঙ্গনিম্ব
ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং লিহেদ্যঃ।
দিনত্রয়েন ক্রিময়ঃ পতন্তি
পলাশবীজেন যমানিকা চ॥

পলাশবীজ ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতা চূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্রিত করিয়া সেবন করিলে সমস্ত ক্রিমি নিঃসারিত হইয়া থাকে।

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্।

মধুর সহিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ সেবন করিলে ক্রিমি নিবারিত হয়।

পারসীয়াদি চূর্ণ।

পারসীযযমানিকাঘনকনাশৃঙ্গীপিচাঙ্গারুণা।
চূর্ণং স্যাৎস্তরঃ বিনীচমপি তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্।
কাসং নাশয়তি জ্বরঞ্চ জয়তি প্রোচাতিসারং জয়ে
চ্ছর্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিংস্ত নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ॥

খোরসানী যমানী, মুতা, পিপুল, কাঁকড়া শৃঙ্গী বিড়ঙ্গ, আতইচ, উত্তমরূপে চূর্ণ এবং সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, জ্বর অতিসার বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সমস্ত উন্মুলিত হইয়া যায়।

পেষয়েদারনালেন নালিতায়াঃ ফলানি চ।
যূকালিখ্যাঃ প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপঞ্চ মস্তকে॥

নলিতা শাকেরবীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

ধুস্তুরপত্রসমাযুক্তো রসোধুস্ত্ব রপত্রজঃ।
তাম্বুলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যূকবিনাশনঃ॥

ধুতুরা পাতার অথবা পানের রস পারার

সহিত মাড়িয়া ঘনীভূত হইলে মস্তকে প্রলেপ দিবে, তদ্দ্বারা মস্তকের উকুন মরিয়া যায়।

বিড়ঙ্গতৈল।

সবিড়ঙ্গগন্ধকশিলাসিদ্ধং সুরভীজলেনকটুতৈলম্।
আজন্মনয়তিনাশং লিখ্যাসহিতাংশ্চ যূকাংশ্চ॥

কটুতৈল ৪ সের গোমূত্র ১৬ সের কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত ১ সের। একত্রে পাক করিবে। পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

ত্রিফলাদিঘৃত।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তীবচা কাম্পিল্লকং তথা।
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্॥
সর্ব্বান ক্রিমিন্ প্রণুদতিবজ্রং মুক্ত ইবাসুরান্॥

ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা তেউড়ী দন্তীমূল, বচ, কমলাগুড়ি মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পানকরিলে সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্রিমিরোগেহরিদ্রাখণ্ড।

স্বরসং পরিভ্রষ্টস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধাঞ্চ সিতাং দত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্বাপাকং সমাচরেৎ।
যদা দার্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণমাক্ষিপেৎ॥
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্।
যমানীদ্বয়সিন্ধুত্থং নিম্ব'ত্বীফলমেবচ॥
পাঠাবিড়ঙ্গকতৈল শারিবাদ্বয়বাসকে।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা॥
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
ততো মাষাষ্টং ভক্ষেৎ তোয়ঞ্চাপ্যনুপিবেন্নরঃ॥
ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাত্রসংশয়ঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরং॥
শীতপিত্তং বিসর্পিঞ্চ দদ্রুং চর্ম্মদলং তথা॥
অজীর্ণং কামলাং শুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরোহ্যেষ বলীপলিতনাশনঃ।
হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ॥
রোগিণাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনোমুনিঃ॥

প্রবৈবস্তপ্যাদষ্টপলমিতি গ্রন্থকর্ত্তুর্মতম্॥
পারিভাষাবলেহোহস্য মিত্যত্রত্র পাঠঃ॥

পালিধার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের এই সমস্ত একত্রে পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, করিয়া নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা ১ তোলা অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে বিংশতি প্রকার ক্রিমি দুষ্ট ব্রণ, বিস্রধি, পাণ্ডু ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্রিমিমুদ্গররস।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজ
মোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য
নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥
পিবেৎ কষায়ং ঘণজং তদূর্দ্ধং
রসোহস্যমুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ।
ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্
সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষমুষ্টি ৫ তোলা পলাশবীজ ৬ তোলা একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাসা। ইহা সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমি জনিত সমস্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

কীটারীরস।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমাদো মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধঞ্চ দেবদাল্যাস্রবৈর্দিনম্॥
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মুস্তাপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতোভবত্যলম্॥

পারা ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা পলাশবীজ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগ গ্রহণ

করিয়া ঘোষালতার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনি সংযুক্ত বনমুদ্গ রস। ইহা সেবন করিলে নিশ্চয় সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কীটমর্দ্দরস।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং যজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টী ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রমগুণোত্তরম্॥
চূর্ণয়েন্ মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দোরসোনাম মুস্তাক্বাথং পিবেদনু॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা বিষমুষ্টি ৫ তোলা, বামনহাটী ৬ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান মধু ও মুতার রস বা ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিঘাতিনীগুড়িকা।

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চভিন্দোর্বীজস্য ষট্‌ক্রমাৎ॥
সংচূর্ণ্য মধুনানর্দ্দং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্।
খাদন্ পিপাসুস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে॥
আখুপর্ণীকষায়ং বা প্রপিবেৎ শর্করান্বিতম্॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামনহাটীর বীজ ৫ তোলা, কেঁউ ৬ তোলা এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুর কানিপাতার ক্বাথ মধুর সহিত পান করা বিধেয়। ইহা সেবন মাত্রেই সমস্ত প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাণ্ডুকামলাকুম্ভকামলা হলীমকনিদান।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চবাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ॥

পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদ ইতি নহু মৃত্তিকাপি দূষিত দোষদ্বারেণৈব পাণ্ডুরোগং জনয়তীতি মৃদ্ভক্ষণজঃ পাণ্ডুরোগো দোষজাদ্ভিন্ন এবং কথং পঞ্চম ইতি। উচ্যতে। অপরকারণকুপিতা বাতাদয়োঽন্যা- নপিরোগান্ কুর্ব্বন্তি। মৃত্তিকাভক্ষণাৎ কুপিতা বাতদয়োবিশেষতঃ পাণ্ডুরোগমেব জনয়ন্তীতি বিশেষচিকিৎসা বিশেষাচ্চ পঞ্চমঃ চরকেণোক্তঃ। তচ্চিকিৎসা পরকারণকুপিতদোষজনিতপাণ্ডু- রোগচিকিৎসা ভবতীতি সুশ্রুতেন মৃত্তিকাজঃ পৃথক্ ন পঠিতঃ।"

পাণ্ডু রোগ পঞ্চপ্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার, চতুর্থ সান্নিপাতজ অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষজ, পঞ্চম মৃত্তিকা ভক্ষণে জাত। যখন মৃত্তিকাভক্ষণে, বায়ু পিত্তকফের অন্যতর কুপিত হইয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে, তখন, মৃত্তিকাভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগ দোষজমধ্যে গন্য না করিয়া মৃত্তিকাভক্ষণ জাত পঞ্চ প্রকার পাণ্ডুরোগ বলায় কারণ, অন্যকারণকুপিত বায়ু, পিত্ত কফ, অপর রোগের ও উৎপত্তি করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা ভক্ষণে কুপিত বায়ু পিত্ত কফ, কেবল মাত্র পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে, ও মৃত্তিকাভক্ষণ জনিত পাণ্ডুরোগে বিশেষচিকিৎসার বিধান থাকায় চরক কর্ত্তৃক উহা সতন্ত্র রূপে কথিত হইয়াছে।

সুশ্রুত অন্যকারণ কুপিত পাণ্ডু রোগের চিকিৎসায়, মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত পাণ্ডু রোগের উপশম হয় বলিয়া মৃত্তিকাভক্ষণ জনিত পাণ্ডু- রোগের পৃথক্‌নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই।

পাণ্ডুরোগেরসম্প্রাপ্তি।

ব্যায়ামম্লং লবণানিমদ্যং
মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণং।
নিষেবমানস্য প্রদূষ্য রক্তং
দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি॥

সংসর্গ, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবা নিদ্রা তীক্ষ্ণ দ্রব্য নিষেবনকারীর বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বককে

পাণ্ডুবর্ণ করে। এই রোগে ত্বক অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে পাণ্ডুরোগ কহে।

পাণ্ডুরপূর্ব্বরূপ।

ত্বক্‌-স্ফোটনষ্ঠীবনগাত্রসাদ
মৃদ্ভক্ষণপ্রেক্ষণকূটশোথাঃ।
বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো
ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি॥

পাণ্ডু রোগ হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম ফাটা, মুখ দিয়া জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকাভক্ষণে ইচ্ছা, চক্ষুর গোলকে শোথ, মল মূত্র পীতবর্ণ হয়, অপরিপাক এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতজপাণ্ডুরোগেরলক্ষণ।

ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাদীনাং রুক্ষকৃষ্ণারুণাভতা।
বাতপাণ্ড্বাময়ে কম্পতোদানাহভ্রমাদয়ঃ॥

বাতজপাণ্ডুরোগে ত্বক্‌ মূত্র ও নয়নাদি প্রভৃতি রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং কম্প, সূচী-বিদ্ধ বেদনার ন্যায় হয়, মল মূত্রবিবন্ধ এবং ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তজপাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

পীতমূত্রশকৃন্নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিট্‌কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ॥

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে রোগীর সমস্ত দেহ এবং মল মূত্র ও নখ অতিশয় পীতবর্ণ হয়, ইহাতে দাহ তৃষ্ণা, জ্বর, ও ভাঙ্গামল নির্গত, এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

কফজপাণ্ডুরোগেরলক্ষণ।

কফপ্রসেকশ্বয়থুতন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ।
পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাননৈঃ॥

কফজ পাণ্ডুরোগে মুখ নাসিকা হইতে নিরন্তর জলস্রাব হয় শোথ, তন্দ্রা আলস্য এবং গাত্রভার উপস্থিত হয় এবং ত্বক মূত্র মুখ শুক্লবর্ণ হয়।

সন্নিপাতজপাণ্ডুরোগেরলক্ষণ।

জ্বরারোচকহৃল্লাসচ্ছর্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণোহতেন্দ্রিয়ঃ॥

সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতাদিদোষের অর্থাৎ ত্রিদোষের লক্ষণ সংঘটিত হয়। ইহাতে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি এই সমস্ত লক্ষণ ও উপদ্রব ঘটিলে রোগীকে ত্যাগ করিবে। এই ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ দুঃসাধ্য।

মৃত্তিকাজপাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।
কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফং॥
কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তঞ্চ রূক্ষয়েৎ॥
পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীর্য্যৌজসী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনং॥

মৃত্তিকাভোজনকারীর বাতাদির অর্থাৎ বাতপিত্ত কফের মধ্যে কোন একটি দোষ কুপিত হয় অর্থাৎ কষায় রস বিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ক্ষার বিশিষ্ট মৃত্তিকা পিত্তকে ও মধুর রস বিশিষ্ট মৃত্তিকা কফকে কুপিত করিয়া থাকে। মৃত্তিকার রুক্ষ গুণ দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে রুক্ষ্মকরে ও অপরিপক্কমৃত্তিকা রস বাহি স্রোতঃ পূর্ণ ও রোধকরে এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বল অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়গ্রহণশক্তি ও তেজ বীর্য্য ও রক্ত ধাতুকে বিনষ্ট করতঃ শীঘ্র বল, বর্ণ ও জঠরাগ্নির নাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উপস্থিত করে।

মৃদ্ভক্ষণাদ্ভবেৎ পাণ্ডুস্তন্দ্রালস্যনিপীড়িতঃ।
সকাশশ্বাসশূলার্ত্তঃ সদারুচিসমন্বিতঃ॥
শূনাক্ষিকূটগণ্ডঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ।
ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃক্
কফান্বিতং॥

মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে রোগী, তন্দ্রা ও আলস্য নিপীড়িত হয়, সর্ব্বদা অন্নে

অরুচি যুক্ত হয়। এবং চক্ষুর্গোলকে, গণ্ড দেশে ক্রতে শোথ উৎপন্ন হয় রোগীর পদ, নাভি এবং লিঙ্গেও শোথ হইয়া থাকে। ও ক্রিমিকোষ্ঠ হইয়া রক্ত এবং কফের সহিত মল নিঃসরণ হয়।

পাণ্ডুরোগেরঅরিষ্টলক্ষণ।

জ্বরারোচকহৃল্লাসচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণোহতেন্দ্রিয়ঃ ॥
পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নখরীভূতো ন সিধ্যতি।
কালপ্রকর্ষাৎ শূনাঙ্গো যো বা পীতানি পশ্যতি ॥
বদ্ধাল্পবিট্ সহরিতং সকফং যোঽতিসার্য্যতে।
দীনঃ শ্বেতাতিদিগ্ধাঙ্গশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ।
স নাস্ত্যসৃক্ক্ষয়াদ্‌যশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেতত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
পাণ্ডুদন্তনখো যস্তু পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ।
পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি ॥
অন্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং
ম্লানন্তথান্তেষু চ মধ্যশূনং
গুদে চ শেফস্যথমুষ্কয়োশ্চ
শূনং প্রতাম্যন্তমসংজ্ঞকল্পং ॥
বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোর্থী
তথাতিসারজ্বরপীড়িতঞ্চ ॥

জ্বর, অরুচি, বিবমিষা, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, ও ক্লান্তিযুক্ত, পাণ্ডুরোগীকে, এবং ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগীকে ও ক্ষীণ এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইয়াছে তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পীড়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিবে না।

দীর্ঘকাল জাত পাণ্ডুরোগী যদি খরীভূত হয় অথবা কাল প্রকর্ষবশতঃ যে শোথবিশিষ্ট-পাণ্ডুরোগী দৃশ্যবস্তু পীতবর্ণ দৃষ্ট করে, সে পাণ্ডুরোগী কখনই আরোগ্য হয় না, তাহা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে।

যে পাণ্ডুরোগীর মল বদ্ধ হয় এবং অল্প পরিমাণে বদ্ধ মল নিঃসরণ হয়, যাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে এবং যাহার শরীর চর্ম্ম দ্বারা অতিশয় লিপ্ত হয় ও যাহার ছর্দ্দি মূর্চ্ছা এবং তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার দন্ত নখ, ও চক্ষু পাণ্ডু বর্ণ হইয়াছে ও যে দৃশ্য বস্তু নিবিড় পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে সেই পাণ্ডুরোগী নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যে পাণ্ডুরোগীর হস্তপদাদিতে শোথ এবং মধ্যদেহ ক্ষীণ, অথবা মধ্যভাগে শোথযুক্ত ও হস্তপদাদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে সে রোগীকে ত্যাগ করিবে। কিম্বা যাহার গুহ্যদেশ, মুখ মূত্র স্রোত, মুষ্কদ্বয় ফুলিয়াছে ও যে অতিশয় গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহার সংজ্ঞা শূন্য প্রায় হইয়াছে। তাহাকে যশোপ্রার্থী কবিরাজ তাহার পীড়া অসাধ্য জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবেন, তদ্রূপ অতিসার এবং জ্বর পীড়িত পাণ্ডুরোগীও পরিত্যাগ করিবেন।

পাণ্ডুরোগেরঅবস্থান্তরকামলা রোগেরলক্ষণ ও সংপ্রাপ্তি।

পাণ্ডুরোগীতু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্তমসৃঙ্‌মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে ॥

যে পাণ্ডুরোগী অতিশয় পিত্তকর দ্রব্যাদি আহার করে, তাহার পিত্ত অতিশয় কুপিত হইয়া, রক্ত ও মাংসকে দগ্ধ করিয়া কামলা রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

অতিশয় পিত্তকরদ্রব্য ভোজন করিলে পাণ্ডুরোগীর কামলা রোগ উপস্থিত হয় তদ্ব্যতিত কমলা রোগ হইতে পারে না এরূপ নহে। যে রূপ কাস রোগ উপেক্ষিত হইয়া বাত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে এবং স্বতন্ত্র যক্ষ্মা রোগও হইয়া থাকে তদনুরূপ স্বতন্ত্র কামলা রোগও উৎপন্ন হইতে পারে।

কমলারলক্ষণ।

হারিদ্রনেত্রঃ সভৃশং হারিদ্রত্বঙ্‌নখাননঃ।
পীতরক্তসকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ ॥
দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্যসদনারুচিকর্শিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা।
কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা ॥

যে পীড়ায় চক্ষু অতিশয় হরিদ্রা বর্ণ হয়

ও যে রোগে মলমূত্রপীত রক্তবর্ণ ভেকের ন্যায় ও ইন্দ্রিয় শক্তি নষ্ট হয় ও যাহাতে দাহ, অপাক, দৌর্ব্বল্য অবসাদ, কামলা রোগের দুইটী আশ্রয়, একটি কোষ্ঠ, অপর একটি শাখা। কালান্তরে কামলা রোগই ক্ষরীভূত হইয়া কুম্ভ কামলা রূপে পরিণত হয়, এই কুম্ভ কামলা রোগ কষ্ট সাধ্য।

কুম্ভকমলার অসাধ্যলক্ষণ।

ছর্দ্দিরোচকহৃল্লাসজ্বরক্লমনিপীড়িতঃ।
নশ্যতিশ্বাসকাসার্ত্তো বিড্‌ভেদী কুম্ভকামলী॥

যদি কুম্ভ কমলা রোগী ছর্দ্দি, অরুচি, হৃল্লাস, জ্বর ও ক্লান্তি দ্বারা নিপীড়িত হয় ও শ্বাস কাস এবং মলভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই কুম্ভকামলারোগীর জীবন নষ্ট হয়।

উভয়বিধকমলার অসাধ্যলক্ষণ।

কৃষ্ণপীতশকৃন্মূত্রোভৃশং শূনশ্চ মানবঃ।
সরক্তাক্ষিমুখচ্ছর্দ্দিবিণ্মূত্রো যশ্চ তাম্যতি॥
দাহারুচিতৃষানাহতন্দ্রামোহসমন্বিতঃ।
নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং হি কামলাবান্ বিপদ্যতে॥

কামলারোগে যদি অতিশয় শোথ ও মূর্চ্ছা এবং মুখ চক্ষু প্রভৃতি রক্তবর্ণ, মল মূত্র কৃষ্ণ পীততা লোহিত বর্ণ হয়, কিম্বা যদি এই রোগে দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ তন্দ্রা, মূর্চ্ছা অগ্নিমান্দ্য, ও সংজ্ঞা বিনষ্ট হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অতিশয় নিকট জানিও।

পাণ্ডুরোগেরভেদ ও হলিমকরোগের লক্ষণ।

যদাতু পাণ্ডুবর্ণঃ স্যাদ্ধরিত শ্যাবপীতকাঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচির্ভ্রমঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

যখন পাণ্ডু রোগীর বর্ণ হরিত অথবা শ্যাব কিম্বা পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের ক্ষয় হয় এবং তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, রতি ক্রিয়ায় অনিচ্ছা অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ও ভ্রম এই সমস্ত উপদ্রব সংঘটিত হয় তখন পাণ্ডু রোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগেরচিকিৎসা।

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রৈর্ভাবিতৎবাপ্যয়সো রজঃ।
পাণ্ডুপ্রশান্তয়ে দেয়ং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ॥
গোমূত্রসিদ্ধং মণ্ডূরচূর্ণং সগুড়মশ্নতঃ।
পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং যাতি শূলং ক্রিমিশূলঞ্চ দারুণং॥
অয়োমলং সুসন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতং।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ্বা পাণ্ডুরোগী সুখী ভবেৎ॥

পাণ্ডু রোগী লৌহ চূর্ণ গোমূত্রে দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ৭ বার গজ পুটে পোড়াইয়া উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। প্রতি পুটেই গোমূত্র দিয়া মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে, এই প্রকার মণ্ডুর অর্থাৎ পুরাতন লৌহমলচূর্ণ গোমূত্র দিয়া মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পোড়াইয়া পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে খাইলে পাণ্ডু ও সুদারুণ পরিণাম শূল প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যত্রৈফলং তৈল্বকমেবচাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতান্ পিবেদ্বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা বা ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পাণ্ডু রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কিম্বা তিল্বক কল্ক করিয়া চারিগুণ জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করা যাইতেপারে। অথবা বিরেচক দ্রব্য দ্বারা কল্পিত ঔষধ ঘৃতের সহিত পাণ্ডুময়ীকে দেওয়া যাইতে পারে।

বিধিঃ স্নিগ্ধোষ্ণবাতাখ্যে তিক্তশীতস্তুপৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণং কার্য্যংমিশ্রন্তু মিশ্রকে॥

বায়ু জনিত পাণ্ডু রোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্ত জনিত পাণ্ডুরোগে তিক্ত দ্রব্য প্রয়োগ ও শীত ক্রিয়া করিবে। শ্লেষ্ম জনিত পাণ্ডুরোগে কটু দ্রব্য প্রয়োগ এবং রুক্ষ ও ক্রিয়া এবং

দোষ জনিত পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়া করা বিধেয়।

বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ॥

পিত্ত জনিত পাণ্ডুরোগী একুশ আনা দুই রতি তেউড়ী চূর্ণ উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২॥৶০ আনা ৪ রতি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ এক তোলা পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় দিবসে একবার করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে যদি ইচ্ছানুরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে উক্ত চূর্ণের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে।

কফপাণ্ডুশ্চ গোমূত্রযুক্তাং ক্রিয়াং হরীতকীম্॥

কফ জানিত পাণ্ডুরোগে গোমূত্রের সহিত পিষ্ট হরীতকী কিম্বা হরীতকীর চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

সাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণাং পথ্যা যথাশ্মজম্।
গুগ্‌গুলুং বাথমূত্রেণ কফপাণ্ডামিমী পিবেৎ॥

পিপুলের গুড়ার সহিত লৌহ ভস্ম বা পিপুলের গুড়াও হরীতকীর গুড়া কিম্বা শিলাজতু অথবা গুগ্‌গুল গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া কফজনিত পাণ্ডুরোগীকে পান করিতে দিবে।

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ॥

লৌহ ভস্ম গোমূত্রে সাত দিন ভাবনা দিয়া উহা ২ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফলত্রিকামৃতাবাসাতিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ।
কাথঃ ক্ষৌদ্রযুক্ত হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥

হরিতকী, আমলকী বহেড়া, গুলঞ্চ বাসক, কট্‌কী, চিরাতা নিমছাল, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত কাথ জলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কামলার সহিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

অয়স্তিলত্র্যূষণকোলভাগৈঃ
সর্ব্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্।
তৈর্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোপযুক্তঃ
পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তঃ॥

লৌহভস্ম, কৃষ্ণতিল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও কুবদরমজ্জা, (কুল) ইহারা প্রত্যেক সমভাগ শোধিতস্বর্ণমাক্ষিক পূর্ব্বোক্ত সমস্তদ্রব্যের সমান। উহাদিগকে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং মধুর সহিত বাটিয়া বড় বড় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ চারি আনা বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনের পর তক্র (ঘোল) পান করিতে দিবে। ইহাতে দীর্ঘকালের পাণ্ডুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অয়োমলঞ্চ সন্তপ্তং ভূয়োগোমূত্রসেবিতং।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

মণ্ডুরভস্ম (লৌহমল) উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রকার সাতবার উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে শোধন হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ একআনা পরিমাণে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্তের (অন্নের) সহিত সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নির উদ্দীপন ও অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, এবং শোথ এবং পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবায়সলৌহ।

ত্র্যূষণত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গচিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসোভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা।
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগকুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্॥

মরিচ একভাগ, পিপুল, একভাগ, শুঁঠ একভাগ আমলকী একভাগ, বহেড়া একভাগ, মুতা একভাগ, বিড়ঙ্গের শাঁস একভাগ, ও রক্তচিতার মূল একভাগ এবং লৌহভস্ম নয়ভাগ এই দ্রব্য সকল ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারি আনা বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত

সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, অর্শ ও কামলারোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

যোগরাজ।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়োভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ ॥
পঞ্চাশ্মজতুনোভাগস্তথারূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য লৌহস্য চ রজস্তথা ॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎসর্ব্বং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেনাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে ॥
উদুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্‌যথাগ্নিনা।
দিনে দিনে প্রয়োগেন
জীর্ণে ভোজ্যং যথোচিতম্ ॥
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থাংশ্চ কাকমাচীকপোতকান্।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্ ॥
কুষ্ঠান্যজরকং মেহং শ্বাসং হিক্কামরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ ॥

হরিতকী আট তোলা আমলকী আট তোলা, বহেড়া আট তোলা শুঁঠ আট তোলা, রক্তচিতারমূল আট তোলা, বিড়ঙ্গের শাঁস আট তোলা, শোধিত শিলাজতু চল্লিশ তোলা রৌপ্য ধাতুর মল চল্লিশ তোলা, শোধিত মাক্ষিক চল্লিশ তোলা, লৌহভস্ম চল্লিশ তোলা, চিনি চৌষট্টি তোলা এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যাহাদিগকে চূর্ণ করিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত সমস্ত চূর্ণ লৌহপাত্রে রাখিয়া তাহাতে এই পরিমাণে মধু দিতে হইবে যাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি বিশেষরূপে ভিজিয়া যায়। এই ঔষধ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া কুলত্থকলাই কাকমাচি ও কপোত অর্থাৎ পায়রা ভক্ষণ করিবে না। এই অমৃতোপম শরীরপোষক সর্ব্বব্যাধিহন্তা ঔষধ যোগরাজ বলিয়া বিখ্যাত। বিশেষতঃ এই ঔষধ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, বিষ কাস, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর অজীর্ণ মেহ, শ্বাস, হিক্কা অরুচি অপস্মার ও অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

বিশালা কটুকামুস্তকুষ্ঠদারুকলিঙ্গকাঃ।
কর্ষাংশা দ্বিপিচুমূর্ব্বা কর্ষার্দ্ধা চ ঘুনপ্রিয়া ॥
পীত্বা তচ্চূর্ণ মস্তোভিঃ সুখৈর্লিহ্যাত্ততো মধু।
পাণ্ডুরোগং জ্বরং দাহং কাসং শ্বাসমরোচকং ॥
গুল্মানাহামবাতাংশ্চ রক্তপিত্তঞ্চ তজ্জয়েৎ ॥

রাখালশশা, কট্‌কী, মুথা, কুড়, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ইহারা প্রত্যেকে ২ তোলা, মুর্চ্চামূর্ব্বা, ৪ তোলা, আতুষ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ এক তোলা চারি তোলা বা একছটাক জলে পূর্ব্বদিনে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবসে প্রাতে ছাকিয়া সেই জল পান করিবে, পানান্তে কিঞ্চিৎ মধু লেহন করিয়া খাইবে, সেবনে পাণ্ডু, জ্বর, গাত্র জ্বালা কাস শ্বাস, অরুচি, আনাহ আমবাত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

লৌহপাত্রে শৃতং ক্ষীরং সপ্তাহং পথ্যভোজনঃ।
পিবেৎ পাণ্ড্বাময়ী শোথী গ্রহণীদোষপীড়িতঃ ॥

হিতকরপথ্যভোজী পাণ্ডুরোগী শোথী ও গ্রহণীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি চতুর্গুণ জল মিশ্রিত দুগ্ধ লৌহপাত্রে জ্বাল দিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত পান করিলে রোগের কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়া থাকে।

কল্যাণকং পঞ্চগব্যং মহাতিক্তমথাপি বা।
স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগিণে ॥

উন্মাদরোগের চিকিৎসাস্থানে ব্যবস্থিত কল্যানঘৃত ও পঞ্চগব্যঘৃত এবং কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত ইহাদের কোন একটি ঘৃত, কামলা ও পাণ্ডুরোগীকে স্নিগ্ধকরণার্থ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

রেচণং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রয়োজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা ॥

চিকিৎসকগণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কামলারোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া প্রথমতঃ পিত্তনিঃসারক দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবেন। তদনন্তর প্রশমন ক্রিয়া অর্থাৎ সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ত্রিফলায়াগুড়ূচ্যা বা দার্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥

আমলা হরিতকী, বহেড়া এই তিনদ্রব্য মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া সেই জল বা গুলঞ্চের রস কিম্বা দারুহরিদ্রা-শাকের রস অথবা নিমছালের রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে কামলারোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবন করিলে কামলারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃস্মৃতঃ।
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কামলারোগের শান্তির জন্য রোগীর চক্ষু মধ্যে দ্রোণপুষ্পীপত্রের রস দিবে, অথবা হরিদ্রা চূর্ণ গেরিমাটি ও আমলকী সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ মধুলিপ্ত শলাকায় করিয়া চক্ষে দিবে; ইহাতে কামলা আরোগ্য হয়।

দার্ব্বীসত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গান্যয়সো রজঃ।
মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্॥

দারুহরিদ্রাছাল, হরিতকী আমলা বহেড়া মরিচ, পিপুল শুঁঠ, বিড়ঙ্গের শাঁস এই দ্রব্য গুলি সমভাগে লইয়া পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া লইবে। চূর্ণদ্রব্যের একভাগের সমপরিমাণ লৌহভস্ম উহাদিগের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

তুল্যা অয়োরজঃ পথ্যাহরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাৎ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্॥

লৌহভস্ম একভাগ, হরিতকী চূর্ণ একভাগ, হরিদ্রাচূর্ণ একভাগ, এই চূর্ণদ্রব্য কএকটী একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই আনা পরিমাণ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা গুড় ও মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রী লৌহরজোব্যোষনিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি॥

আমলকী চূর্ণ একভাগ, লৌহভস্ম একভাগ মরিচ একভাগ, পিপুল চূর্ণ একভাগ, শুঁঠ চূর্ণ একভাগ, হরিদ্রাচূর্ণ একভাগ, এই চূর্ণ পদার্থগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু এবং চিনীর সহিত দুই আনা বা চারি আনা চূর্ণ সেবন করিলে অতি কঠিন কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রনির্ব্বাপিত মণ্ডূরাত্‌।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনাঽচিরেণ। কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি

বহেড়ার কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ সাতবার দগ্ধ করিয়া সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া লইবে। অর্দ্ধ আনা পরিমিত চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কুম্ভ কামলা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যা দৃষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত চিকিৎসা বিধানানুসারে হলীমক রোগের চিকিৎসা করিবে। কারণ পাণ্ডু ও কামলারোগের চিকিৎসার সহিত হলীমকরোগের চিকিৎসার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ।

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাদেবদারুষড়ূষণৈঃ।
তুল্যামাত্রময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
তৈরক্ষমাত্রাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্দিনে দিনে।
কামলাপাণ্ডুরোগার্ত্তঃ সুখমাপদ্যতে চিরাৎ॥

বিড়ঙ্গের শাঁস, মুথা, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, দেবদারু, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে স্বতন্ত্র ২ চূর্ণ করিয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমভাগ লৌহ চূর্ণ লইয়া লৌহের আটগুণ গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে

পাক করিতে করিতে গাঢ় হইলে নামাইবার সময় উক্ত বিড়ঙ্গ প্রভৃতির চূর্ণগুলি উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণ সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ আশু আরোগ্য হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূর।

ত্র্যূষণং ত্রিফলামুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকোধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ চূর্ণং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্॥
মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেত্ততঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কুর্য্যাদ্বটকাংস্তান্ যথানলং॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্।
মণ্ডূরবটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্॥
কুষ্ঠান্যজরকং শোথমূরুস্তম্ভকফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলামেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ হরীতকী আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গের শাঁস, চৈ, রক্তচিতার-মূল দারুহরিদ্রার ছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলের-মূল, দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক ষোল তোলা গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিবে। অতঃপর বিশোধিত মণ্ডূর চৌষট্টি তোলায় সেরের সাতসের, ছাপ্পান্নসের গোমূত্রে নিক্ষেপ করতঃ প্রথমতঃ মণ্ডূর ও গোমূত্র একত্র জাল দিতে থাকিবে। পাক শেষ হইলে মরিচ ও পিপুল প্রভৃতির চূর্ণগুলি উহাতে প্রদানপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ণ করিয়া অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ কুষ্ঠ অজীর্ণদোষ শোথ উরুস্তম্ভ কফজনিতরোগ, অর্শ, কামলা, মেদ ও প্লীহা-রোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মণ্ডূরশোধন।

নির্দ্দাপ্য বহুশোঽঙ্গারে মণ্ডূরং গ্রাহয়েত্ততঃ।
গ্রাহ্যমষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ॥

মণ্ডূর অর্থাৎ লৌহমল গোমূত্রে ভিজাইয়া উহাকে তুলিয়া দগ্ধ করিবে। এইরূপ দগ্ধ করিয়া মূত্রধারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

পুনর্নবামণ্ডূর।

পুনর্নবাত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলীমরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
ত্রিফলাং দ্বে হরিদ্রে চ দন্তীঞ্চ চবিকং তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
পাণ্ডুশোথোদরানাহশূলার্শঃ ক্রিমিগুল্মনুৎ॥

পুনর্ণবা তেউড়ীমূলেরছাল, শুঠ পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গের শাঁস দেবদারু রক্তচিতারমূল, কুড় হরীতকী আমলকী বহেড়া হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব কটকী পিপুলের মূল মুথা এ সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া রাখিবে। শোধিত মণ্ডূর অর্থাৎ লৌহমল সমস্ত চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ, মণ্ডূরের আটগুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডূর পাক করিতে থাকিবে। যে সময় দেখিতে পাইবে যে জলীয়াংশ শেষ হইয়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে তৎকালীন পুনর্ণবা প্রভৃতির দ্রব্যের চূর্ণ সমস্ত তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ণ করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ এক সিকি পরিমাণে সেবন করিলে পাণ্ডু, শোথ, উদর, আনাহ অর্থাৎ মলমূত্রের অবরোধ, শূল, অর্শ, ক্রিমি ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

বজ্রবটকমণ্ডূর।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারুফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গং মুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ।
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ॥
ততোঽক্ষমাত্রান্ গুড়কান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥

অর্শাংসি গ্রহণীদোষমুরুস্তম্ভমথাপি বা।
ক্রিমিপ্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥
মণ্ডূরবজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতারমূল, শুঁট মরিচ, দেবদারু হরিতকী আমলকী, বিড়ঙ্গের শাঁস ও মুথা এই পদার্থ সমুদায় প্রত্যেক তিনতোলা করিয়া লইয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিবে। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডূরভস্ম, আটগুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডূরগুলি পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে গাড় হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে পিপুল প্রভৃতির চূর্ণসমুদায় তাহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত প্রতিদিন সেবন করিয়া ঘোল পান করিলে পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, অর্শ, গ্রহণী উরুস্তম্ভ ক্রিমি, প্লীহা উদর ও গরবিষজনিত সমস্ত রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। এই মণ্ডূরবজ্র অনেক প্রকার রোগকে বিনাশকরণার্থ বজ্রের ন্যায় তীব্র কার্য্যকারী হয় বলিয়া উহার নাম মণ্ডূর বজ্রবটক।

ধাত্র্যরিষ্ট।

ধাত্রীফলসহস্রে দ্বে পীড়যিত্বা রসং ভিষক্।
ক্ষৌদ্রাষ্টভাগং পিপ্পল্যাশ্চ পার্দ্ধকুড়বান্বিতম্॥
শর্করার্দ্ধতুলোন্মিশ্রং পক্বং স্নিগ্ধঘটে স্থিতম্।
প্রপিবেৎ পাণ্ডুরোগার্ত্তো জীর্ণে হিতমিতাশনঃ॥
কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগবাতাসৃগ্‌বিষমজ্বরান্।
কাসহিক্কারুচিশ্বাসানেষোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ॥

দুইহাজার আমলকীর রসে ছয় সের একপোয়া চিনী মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে একপোয়া (ষোল তোলা) পিপুলের চূর্ণ এবং আমলকীর রসের সাতভাগের এক ভাগ মধু মিশ্রিত করিয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া মুখবন্ধ করিয়া একুশ দিন অথবা এক মাস রাখিবে। অতঃপর ভাণ্ডের মুখখুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে এই ঔষধ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃত।

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তিজ্বরমেহোদরাপহঃ॥

পুরাতন ঘৃত ৪ সের। কল্ক কিস্‌মিস্ একসের। কিস্‌মিস্ এবং ষোলসের জল ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে, সমস্ত জল শেষ হইয়া আসিলে গোদুগ্ধ ষোলসের প্রদান করতঃ পাক করিবে, দুগ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দ্রাক্ষাঘৃত প্রত্যহ চারি আনা মাত্রায় অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা, গুল্ম পাণ্ডু উদরকর্ত্তনবৎ বেদনা, জ্বর, প্রমেহ ও উদররোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

হরিদ্রাঘৃত।

হরিদ্রাত্রিফলানিম্ববলামধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা হরিতকী আমলকী বহেড়া, নিমছাল, বেড়ালা ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমস্ত মিলিত একসের। প্রথমতঃ ঘৃতমধ্যে হরিদ্রা প্রভৃতি কল্কদ্রব্য এবং ৮ সের জল প্রদান করতঃ পাক করিতে থাকিবে; পরে মহিষের দুগ্ধ আটসের প্রদান পূর্ব্বক জাল দিয়া দুগ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে পরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত কিছুদিন সেবন করিলেই কামলারোগ শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যোষাদিঘৃত।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলাদ্বিপুনর্নবা।
মুস্তাভয়োরজঃ পাঠাবিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥

হৃদ্‌চিত্রালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈর্ঘৃতং শৃতম্‌।
সর্বান্‌ প্রশময়ত্যেতদ্বিকারান্‌ ত্রিফলাকৃতান্‌॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক যথা—মরিচ, পিপুল শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরিতকী আমলকী বহেড়া, শ্বেত পুনর্ণবা, মুথা, লৌহভস্ম, মাকনাদ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছটী, বামুনহাটীর মূল, এই দ্রব্যগুলি সমস্ত মিলিত একসের। ঐ সমস্ত কল্কদ্রব্য হইতে লৌহ পৃথক করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট কল্কদ্রব্যগুলি এবং জল ষোল সের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। জল প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ফেলিবে। অতঃপর ঐ ঘৃতে ষোলসের গোদুগ্ধ প্রদান করিয়া পাক করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে পাক সিদ্ধির লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত চারি আনা অথবা অৰ্দ্ধতোলা কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূর।

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্‌।
ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্‌।
যমানীজীরযুগ্মঞ্চ শটীধান্যকচব্যকম্‌॥
প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্‌॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্‌ বৈদ্যো লৌহকিট্টাৎ চতুর্গুণে।
পুনর্নবাষ্টগুণিতং কাথং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধেহবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্‌।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষাম্বুপানতঃ॥
গ্রহনীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্‌।
অগ্নিকৃতকে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্‌॥

লৌহ, তাম্র, গন্ধক অভ্র, পারা, শুঁঠ পিপুল মরিচ, আমলা, হরিতকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ চিতামূল, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে, চই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর। মণ্ডুর চূর্ণের চতুর্গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্ণবার কাথ। গোমূত্র, পুনর্ণবার কাথ ও মণ্ডুরচূর্ণ একত্র পাক করিয়া পাকশেষে লৌহাদির চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থানুযায়ী মাত্রা বিবেচনা করিবে। অনুপান কুলেখাড়া শাকের রস। ইহাতে গ্রহনী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস।

সূতকং গন্ধং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্‌।
শঙ্খটঙ্কবরাটঞ্চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ॥
গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দীয়তে।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং খল্লযন্ত্রে বিভাবয়েৎ॥
পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা।
কুণ্ডলী দন্তিনী বাসা কাকমাচীন্দ্রবারুণী॥
বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শলিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা।
প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু॥
চতুর্দ্দশবটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ॥
হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং।
জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকং॥
শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলাকেন্দ্রবিদ্রধীন্‌।
শোথংমন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিং॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রুকণ্ডুব্রণাপচীঃ।
দাহং তৃষ্ণা মূত্রকৃচ্ছ্রমামবাতং কটীগ্রহং॥
যুক্তা মদোন মণ্ডেন মূলাযুষেণ বারিণা।
গুড়চীত্রিফলারাস্নাকাথনীরেণ বা কচিৎ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ পল শঙ্খভস্ম সোহাগার খই, কড়িভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ১ পল, এই সমুদায় একত্রিত করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপরা বামুন হাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গুলঞ্চ, গুলঞ্চ, ডানিকুনিশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা ও পুনর্ণবা কেশুরিয়া, সালিঞ্চা, ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেক ৪ পল পরিমিত রসে তপ্তখল্লে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ একএক বটিকা সেবনীয়, ঔষধ সেবনের নিয়ম ১৪ দিন। অনুপান ছাগ দুগ্ধ।

ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর ও অন্যান নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। স্থল বিশেষে মধ্য, মুদ্গযূষ, গুড়ূচীর ক্বাথ বা বাসকের ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

প্রাণবল্লভরস।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবং।
লৌহং তাম্রং বরাটিঞ্চ তুল্যং হিঙ্গুফলত্রয়ং ॥
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গনং ত্রিবৃং।
প্রত্যেকঞ্চ সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ ॥
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনা সহ।
প্রাণবল্লভনামায়ং সহনানন্দভাষিতঃ ॥
শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদং তথা ॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কৃচ্ছ্রাণিচ হলীমকম্।
শোথং শূলমূত্রস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥
হন্তি মূর্চ্ছাং বমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহং।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্ ॥
জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কমলান্তিরজাপহং ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কীড়ী ভস্ম, তুঁতিয়া, হিং, ত্রিফলা, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই, তেউড়ী মূল এই সমুদায় সমভাগ মর্দ্দন করিয়া ছাগ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া, ছাগ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু বা জল। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা হলীমক ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননবটী।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্‌গুলুঃ।
জৈপালবীজতুল্যঞ্চ ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্ ॥
ভক্ষয়েদ্ বদরাস্থাভং শোথপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননবটীখ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা ॥

পারদ্ গন্ধক, তাম্র, অভ্র, গুগ্‌গুল, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল বীজ একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমান বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু রোগ, শোথ প্রভৃতি নিবারিত হয় অনুপান থল বসিয়া পাতার রস।

পাণ্ডুসূদনরস।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তাঃ গুড়িকাঃ কারয়েদ্‌ভিষক্ ॥
একৈকাং খাদয়েদ্বৈদ্যঃ পাণ্ডুশোথপ্রশান্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চায়ং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে ॥

পারা গন্ধক, তাম্র, জয়পাল, গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই পাণ্ডুসূদন সেবন কালে শীতল জল ও অম্ল পরিবর্জ্জনীয়।

পাণ্ডুপঞ্চাননরস।

লৌহাভ্রকঞ্চ তাম্রঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চবিকং কৃষ্ণজীরকম্ ॥
চিত্রকঞ্চ নিশেদ্বেচ ত্রিবৃতামানমূলকম্।
কুটজস্য ফলং তিক্তা দেবদারু বচা ঘনম্ ॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষঞ্চ নিক্ষিপেৎ পাকবিত্তিষক্।
সর্ব্বাস্থ দ্বিগুণং দেয়ং শুদ্ধমণ্ডূরচূর্ণকম্ ॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় উষ্ণতোয়ানুপানতঃ ॥
হলীমকং শোথপাণ্ডুমূত্রস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ।
রসায়নবরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিকারকঃ ॥
যকৃতঃ প্লীহগুল্মঞ্চ সর্ব্বরোগহরঃপরঃ ॥

লৌহ, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক ৮ তোলা, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, দন্তীমূল, চৈ, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, তেউড়ী মূল, মান মূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ, মূতা, প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডূর, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমত গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য সমস্ত প্রক্ষেপ দিবে। উক্ত জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। ইহা সেবনে, পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুনর্ণবাতৈল।

পুনর্ণবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

ত্রিকটু ত্রিফলাপৃশ্নীধন্যাকং কটফলং তথা।
শটীদারুপ্রিয়ঙ্গুশ্চ দেবদারুহরেণুভিঃ॥
কুষ্ঠং পুনর্ণবামূলং যমানী কারবী তথা।
এলাত্বচং পদ্মকঞ্চ পত্রং নাগরকেশরম্॥
এষাঞ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা॥
রক্তপিত্তং প্রমেহাংশ্চ কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
মূঢ়বেচ পরাং কান্তিং প্রদীপ্তজঠরানলম্।
তৈলং পুনর্ণবা নামসর্ব্বব্যাধীন্ নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ পুনর্ণবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের শেষ ষোল সের। কল্কার্থ যথা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, কট্‌ফল, শটী, দারু হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক, পদ্ম কাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে, অতঃপর পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়।

আনন্দোদয়রস।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেবচ।
সমাংশং মরিচং চাষ্ট টঙ্গনঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্তভাবনাম্লাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বযং পর্ণখণ্ডে খাদেৎসাধ্যং নিহন্তি চ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥
সর্ব্বতোঽপি হি জীর্ণোক্ত প্রাশনাদস্তলেহন।
ভর্জ্জয়নস্নমাষঞ্চ তক্রণাদেব জীর্যাতি॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খই ৪ তোলা, এই সকল পদার্থ একত্র মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ও অম্ল দাড়িম ফলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অরুচি, পাণ্ডুরোগ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া অতি শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঔষধব্যবস্থা।

পাণ্ডুরোগে বমন বিরেচন করাণ আবশ্যক। যকৃতের কার্য্য মন্দ হইয়াই এই পাণ্ডু রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে পাণ্ডুরোগের প্রথমাবস্থায়, পিত্তঘ্ন কষায় যথা ধনে, গুলঞ্চ, রক্ত চন্দন, কণ্টকারী প্রভৃতি যোগ দিয়া চিকিৎসা করিবে, যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ঐ কষায়ের সহিত কট্‌কী আঙ্গিহরীতকী, ইত্যাদি মৃদু বিরেচক দ্রব্য দিয়া বিবেচন করাইবে, এবং প্রথমতঃ নবায়সলৌহ মধুর সহিত প্রাতে ব্যবস্থা করিয়া বৈকালে পিত্তঘ্ন কষয়াদি প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডুর মধ্যাবস্থায় মণ্ডূর ঘটিত ঔষধ, এবং যে সমস্ত গোমূত্রাদিদ্বারা প্রস্তুত এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। এবং বিদাহী পিত্তকর দ্রব্য অড়হর দাউল, লঙ্কার ঝাল ইত্যাদি সমস্ত পরিবর্জ্জন করিবে। ইহার সহিত জ্বর ও শোথ উপস্থিত হইলে পুনর্ণবা মণ্ডূর ও জ্বরঘ্নশোথহর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য।

পুরাতনগমেরুরুটী, মুগ ও মশূরদাউলের যূষ, পটোল, পুরাতন কুমড়ার ও কচি কলার তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যাদির ঝোল, পুনর্ণবার শাক, শিঙ্গিমৎস্য, গোমূত্র, আমলকী, ঘোল, ঘৃত, পাকাআম, বিম্বফল, (তেলাকুচ) প্রভৃতি ব্যবহার করাইবে।

রক্তস্রাব, ধূমপান বমির বেগধারণ ঘর্ম্মনিঃসরণ মৈথুন, অপর কোন শাকশিম্বি (শিম) মাসকলাইয়ের দাউল, তাম্বুল, সর্ষপসম্বন্ধীয় কোন তরকারী ব্যবহার কি মদ্যপান, মাটী ভক্ষণ, দিবা নিদ্রা, তীব্র দ্রব্য, বেশী পরিমাণে লবণ, দূষিত জল, গুরুপাক অন্ন প্রভৃতি এই সমস্ত অহিতকর পথ্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রক্তপিত্তনিদান।

ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্বব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্বিদহত্যাশু শোণিতং।

[ঘর্ম্ম আতপঃ, তীক্ষ্ণবীর্য্যং মরিচাদি, উষ্ণোঽগ্নিতাপঃ, ক্ষারো যবক্ষারাদিঃ, ঘণ্টাপাটল্যাদিকৃতশ্চ, বিদগ্ধং, কুপিতং স্বগুণৈরিতি, পিত্তং তীক্ষ্ণপূতীতাদিভির্বিদহতি কোপয়তি স্বগুণৈরেব বিদাহশ্চাত্র রক্তস্য পিত্তবদিত্যুক্তেঃ]

অত্যন্ত রৌদ্রসেবন, পরিশ্রম, শোক, পথ পর্য্যটন, স্ত্রীসংসর্গপ্রভৃতির অতি সেবন দ্বারা এবং তীক্ষ্ণগুণ, উষ্ণগুণ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটুরসাঢ্য দ্রব্যের অতিভোজনে, পিত্ত স্বীয় গুণের দ্বারা বিদগ্ধ হইয়া, রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহার পর ঊর্দ্ধ অধ এবং ঊর্দ্ধাধঃ উভয় পথকর্ত্তৃক রক্ত বহির্গত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎপ্রবর্ত্ততে॥

ঊর্দ্ধ রক্তপিত্ত রোগে নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হয়, অধোগরক্তপিত্তে মূত্র, স্রোতঃ ও মল দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয়, অত্যন্ত কুপিত হইলে সমস্ত লোম কূপ দিয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ।
লোহগন্ধশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥

শরীরের অবসন্নতা, শীতলতা, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হওয়ার ন্যায়, বমি, নিশ্বাসে লোহ-গন্ধ, রক্তপিত্তরোগ হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকরক্তপিত্তের লক্ষণ।

সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলং চ কফান্বিতং।

কফান্বিত রক্তপিত্তপীড়ায়, ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, স্নেহযুক্ত পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

বাতজরক্তপিত্তের লক্ষণ।

শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকং।

বাতিক রক্তপিত্তে শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, ফেণা বিশিষ্ট রুক্ষ ও তরল রক্ত নির্গত হয়।

পিত্তজরক্তপিত্তের লক্ষণ।

রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভং।
মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকং॥

পিত্তপ্রধান রক্তপিত্তে, কষায়সদৃশ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ, অথবা গোমূত্র তুল্য, অথবা চিক্কণ কৃষ্ণ, বা ঝুলের ন্যায় কিম্বা স্রোতোঽঞ্জনের ন্যায় রক্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে।

দ্বিত্রিদোষজরক্তপিত্তের লক্ষণ।

সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং।
ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং মারুতানুগং॥
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যাং তৎ প্রবর্ত্ততে।

শ্লৈষ্মিকাদি দোষভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলা হইল তাহাদের দুই প্রকারের একত্র প্রকাশিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিবিধ লক্ষণ

মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রক্তপিত্তরোগের সাধ্যাসাধ্যের লক্ষণ।

একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতং।
রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবং॥
একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে।
যত্ত্রিদোষমসাধ্যং স্যান্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ॥
ঊর্দ্ধং সাধ্যমধোযাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতং।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতশ্চ যৎ॥

যদি রোগীর বল থাকে, এবং রক্তপিত্ত যদি অচিরজাত অল্পবেগ বিশিষ্ট ও কম উপদ্রব বিশিষ্ট কেবল উর্দ্ধমার্গনিঃসারী হয় এবং কাল ও যদি উপযুক্ত অর্থাৎ হেমন্ত, অথবা শিশির ঋতু হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

একদোষজাত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য, ত্রিদোষজ ও মন্দাগ্নিপীড়িত ব্যক্তির অতিবেগ-বিশিষ্ট রক্তপিত্ত অসাধ্য।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তান্নের বিদাহ, সর্ব্বক্ষণ অসহিষ্ণুতা, হৃদয়ে অতুল্য পীড়া, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে তাপ, দুর্গন্ধনিষ্টিবন (পচাগয়ের) আহারে দ্বেষ ও আহারাপাক এই সমস্ত লক্ষণ হইলে রক্তপিত্ত রোগ অসাধ্য।

রক্তপিত্তের অসাধ্যলক্ষণ।

মাংসপ্রক্ষালনাভং কথিতমিব চ যৎ কর্দ্দমাম্ভো নিভং বা
মেদঃ পূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদি বা পক্কজম্বুফলাভং।
যৎ কৃষ্ণং যচ্চনীলং ভৃশমতকুনপং যত্র চোক্তা বিকারা
স্তদ্বর্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা যচ্চতুল্যং বিভাতি॥
যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ।
পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চাপি তদসাধ্যমসংশয়ং॥

যে রক্তপিত্ত রোগীর মাংসপ্রক্ষালিতজলের অথবা কাথের ন্যায়, কিম্বা কর্দ্দমজলসদৃশ কিম্বা মেদ, পূয় বা পরিস্রুত রক্তের ন্যায় কিম্বা যকৃতের ন্যায় ও সুপক্ক জামের সদৃশ বর্ণ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ নীলবর্ণ অতিশয় দুর্গন্ধ শোণিত নিঃসরণ হয় এবং যে রোগীর উল্লিখিত উপদ্রব সমস্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিম্বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় অর্থাৎ নানা বর্ণের রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহার পীড়া অসাধ্য জানিয়া পরিত্যাগ করিবে।

অথবা যে রোগী দৃশ্য আকাশ রক্ত বর্ণ দর্শন করে তাহার পীড়াও দুঃসাধ্য বুঝিয়া ত্যাগ করিবে।

রক্তপিত্তেরঅরিষ্টলক্ষণ।

লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্যস্তু বহুশোলোহিতেক্ষণঃ।
লোহিতোদ্গারদর্শী চ ম্রিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ॥

যে রক্তপিত্ত রোগী অত্যন্ত রক্ত বমন করে ও যাহার চক্ষুদ্বয় লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হয় ও যে লোহিতোদ্গার দর্শন করিয়া থাকে, তাহার রক্তপিত্তরোগে মৃত্যু হয়।

রক্তপিত্তরোগচিকিৎসা।

নোত্রিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোপ্যশ্নতশ্চ যৎ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষপ্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥

রক্তপিত্ত রোগী বলবান ও আহারক্ষম হইলে তাহার অতি প্রবাহন রক্তস্রাব বন্ধ করিবেনা যেহেতু এই প্রকার দূষিত রক্ত শরীর মধ্যে অবস্থিতি হইয়া গেলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি রোগ আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্॥
ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্।
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্॥

উর্দ্ধগামীরক্তপিত্তে রোগী যদি ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস না হয় এবং অগ্নিবল থাকে, তাহা হইলে প্রথমে উক্ত রোগীর পক্ষে লঙ্ঘনই প্রশস্ত।

উর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের রোগীকে প্রথমাবস্থায় তর্পন (অর্থাৎ জ্বর চিকিৎসার ন্যায়) দিবে এবং সময়ে সময়ে বিরেচণ করাণ বিধেয়।

অধোগামী রক্তপিত্তপীড়ায় চিকিৎসকগণ প্রথমাবস্থায় বলের অবিরোধীভাবে বমন এবং আহারার্থে পেয়াবিধান করিবেন। কিন্তু রোগী বমনোপযোগী কিনা ইহা সর্ব্বত্রই অগ্রে দেখা আবশ্যক।

তর্পণ।

তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্রলাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি॥
জলং খর্জ্জুরমৃদ্বীকামধুকৈঃ সপরূষকৈঃ।
শৃতশীতং প্রযোক্তব্যং তর্পণার্থং সশর্করম্॥

ঘৃত ও মধু মিশ্রিত খৈর মণ্ডকে তর্পণ বলে। উহা যথাযোগ্য সময়ে সেবিত হইলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তর্পণে জলীয় দ্রব্য মিশ্রিত করণার্থ এই প্রণালীতে জল প্রস্তুত করিয়া লইবে। যথা পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্ মধুকপুষ্প, পরূষকফল, এই দ্রব্য সকল সমস্ত মিলিত এক ছটাক, জল দুই সের শেষ অর্দ্ধসের। এই প্রকারে জল প্রস্তুত করিয়া উক্ত জলে খৈর গুড়া ৪ তোলা এবং ঘৃত মধু ও চিনি প্রত্যেকে এক তোলা একত্র আলোড়ণ করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলী শর্করা মধু।
মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধরক্তপিত্তজ্বরাপহঃ॥

তেউড়িমূলের ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামবর্ণ তেউড়ী মূলের ছাল, পিপুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে মোদকপাকের নিয়মানুসারে দ্বিগুণ চিনি দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত উপরোক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

শালপর্ণ্যাদিনা সিদ্ধা পেয়া পূর্ব্বমধোগমে॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পদার্থ গুলি সমস্ত মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করত অল্প কুট্টিত করিয়া দুই সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। ঐ জল এবং অভ্যস্থ তণ্ডুলের চারিভাগের এক ভাগ কুট্টিত তণ্ডুল একত্র পাক করিতে থাকিবে, পেয়ার লক্ষণ দৃষ্টি হইলে নামাইয়া অধোগরক্তপিত্তরোগীকে প্রথমতঃ আহার করিতে দিবে।

বমনং মদনোন্মিশ্রোমন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।

অধোগামী রক্তপিত্ত প্রথমত মদনোন্মিশ্র অর্থাৎ মধু, যষ্টিমধু, সৈন্ধব এবং ফানিত গুড় (মাতগুড়) যুক্ত ময়না ফলের কাথ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দিবে, পরে চিনি, মধু ও খৈর গুড়াদ্বারা প্রস্তুত পূর্ব্বোক্ত মন্থ আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে।

মসূর, মুগ, ছোলা, বনমুগ এবং অড়হর ইহাদের ডাউল ব্যঞ্জন এবং যূষের নিমিত্ত প্রশস্ত জানিবে।

পটল, পটলপত্র, বেতেরডগা কাঁটানটের শাক রক্তপিত্ত রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। লাব, কপোত, শশ, এনহরিণ, ও হরিণ প্রভৃতি জন্তর মাংস উভয় বিধ রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর।

শুঁঠ ভিন্ন ষড়ঙ্গদ্বারা অর্থাৎ মুথা, ক্ষেতপাপড়া বেনারমূল রক্তচন্দন ও পাথারকুচি এই দ্রব্য সমস্তে দুইতোলা চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল শীতল করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত জল রক্তপিত্তরোগীকে পানার্থ দিলে ইহা রক্তপিত্তের রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ক্ষীণমাংসবলং বালংবৃদ্ধং শোষানুবন্ধিনম্।
অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

রক্তপিত্তরোগী যদি বল, মাংসক্ষয় প্রযুক্ত বা বালক কিম্বা বৃদ্ধ বলিয়া বমন ও বিরেচনের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে সংকোচক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

সংকোচকযোগ।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেৎ তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্।

বাসকের পাতার রস কিঞ্চিৎ মধু ও চিনীর সহিত সেবন করিলে অতি বেগবান রক্তপিত্ত ও প্রশমিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা জানা প্রয়োজন যে বাসকপত্রগুলি একটি পাত্রে রাখিয়া অপর পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে কিছুক্ষণ অগ্নিসন্তাপ প্রদত্ত হইলে ঐ পত্র হইতে রস পীড়ন করিয়া লইতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে সহজে রস সংগৃহীত হয় নচেৎ উহা হইতে রস বাহির করা বড়ই কঠিন।

আটরূষকনির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গুমৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

বাসকপত্র ও ছাল দুই তোলা, অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল প্রিয়ঙ্গু, মৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধকাষ্ঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমস্ত দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া উহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে রক্তপিত্তরোগের শান্তি হয়।

বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গু
লোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।
পীত্বা শীতা ক্ষৌদ্রযুতা নিহন্যাৎ
পিত্তাসৃজোবেগমুদীর্ণমাশু॥

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাসকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ এবং চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে যথা নীলোৎপল সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, রসাঞ্জন, জলপদ্মের কেশর; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং চিনী এক সিকি ও মধু একসিকি। এই ঔষধ সেবনমাত্রেই অতিবেগবান রক্তপিত্ত তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

তালীশচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ।
কফপিত্ততমকশ্বাসস্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ।

বাসকপত্রের রস ২ তোলা, তালীশপত্রের চূর্ণ ৬ রতি মধু দুই আনা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এইরূপে কিছুদিন সেবন করিলে রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মপিত্তরোগ তমকশ্বাস ও স্বরভেদ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আটরূষকমৃদ্বীকাপথ্যাকাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কাসশ্বাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরিতকী, একত্রকটী-দ্রব্য সমস্ত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই কাথজলে চিনী চারি আনা ও মধু চারিআনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রকার কিছুদিন সেবন করিলে রক্তপিত্ত কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতোরসঃ শোণিতমাশু হন্তি।
মধযষ্ট্যাহ্বিজঃ কাথস্তদ্বৎ সমধুশর্করঃ॥
অতসীকুসুমসমঙ্গাবটারোহস্তথাম্ভসা পীতা।
প্রশময়তি রক্তপিত্তং যদি ভুঙ্‌ক্তে মুদ্গযূষেণ॥

নানাপ্রকার কষায়প্রয়োগদ্বারা রোগীর অগ্নিপ্রদীপ্ত ও কফক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বায়ুবৃদ্ধি হইলেও যদি রক্তপিত্তরোগের শান্তি না হয় তাহা হইলে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পাঁচগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে।

কষায়যোগৈর্বিবিধৈর্দীপ্তাগ্নৌ নির্জিতে কফে।
রক্তপিত্তং ন চেচ্ছাম্যেৎ তত্র বাতোল্বণে পয়ঃ॥
ছাগং পয়োঽথবা গব্যং শৃতং পঞ্চগুণে জলে।
অভ্যসেৎ সসিতাক্ষৌদ্রং পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ॥

শালপানি, চাকুলে, বৃহতি কণ্টকারী ও গোক্ষুর একএকটি দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুইতোলা দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া জল দেড়পোয়া একত্র সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া

ছাঁকিয়া তাহাতে চিনী চারিআনা ও মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

দ্রাক্ষয়া পর্ণিনীভির্বা বলয়া মধুকেন বা।
শ্বদংষ্ট্রয়া শতাবর্য্যা রক্তজিৎ সাধিতং পয়ঃ॥

নিম্নলিখিত ছয়টী দ্রব্য পূর্ব্বোক্তনিয়মে পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত করিয়া যাহাদের মূত্রপথ দিয়া রক্ত নির্গত হয় এরূপ রক্তপিত্তরোগিকে পান করিতে দিবে। যথা কিস্‌মিস্ দুইতোলা দুগ্ধ আটতোলা জল দেড়পোয়া, একত্র সিদ্ধ করিয়া জলশোষ পাইয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এইরূপে শালপাণি, চাকুলে মুদগপর্ণি ও মাষপর্ণীসহ পচিতদুগ্ধ, বেড়ালা সহিত পক্ব দুগ্ধ, যষ্টিমধুসহ পচিত দুগ্ধ, গোক্ষুর অথবা শতমূলীর সহিত পাক করা দুগ্ধ রক্তপিত্ত রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

পক্বোদুম্বরকাশ্মর্য্যাঃ পথ্যাখর্জ্জুরগোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্॥

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারীফল, হরীতকী, পিণ্ডখর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্, ইহাদের যে কোন একটি দ্রব্য দুই তোলা করিয়া পেষণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই তিন বার করিয়া রক্তপিত্তরোগে সেবন করিতে দিবে।

ভূনিম্বাদোটকত্বগ্রসবিন্দুষিতযুক্তো দ্বিগুণিতঘৃতঃ।
ভুনিম্বকল্ক উর্দ্ধগপিত্তাস্রকাসশ্বাসয়ঃ॥

চিরাতার চূর্ণ চারি আনা, ঘৃত অর্দ্ধতোলা এবং নূতন শাগুড়াবৃক্ষের ছালের রস দুই ফোঁটা একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, এইরূপে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তরোগ, শ্বাস ও কাস রোগ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হরিতকীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলাপরিমাণে তদুপযুক্ত মধুর সহিত সেবন করিলে পাচক ও অগ্নি-দীপক হইয়া শ্লেষ্মাজনিত রক্তপিত্ত, শূল ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ আপ্লুত করিয়া ঐ হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমানে তদুপযুক্ত মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন করিলে কিম্বা পিপুল উল্লিখিত প্রকারে বাসকের রসে সিক্ত ও শুষ্ক করতঃ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগ অতি সত্বর বিনষ্ট হয়। কোন দ্রব্যের রসে কোন বস্তু সিক্ত করিয়া শুষ্ক করার নাম ভাবনা। ঐ ভাবনাকার্য্যে বস্তুর রস এরূপ পরিমানে দেওয়া বিধেয়, যেন তাহাতে সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে সিক্ত হয়।

এলাদিগুড়িকা।

এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।
সিতামধুকখর্জ্জুরমৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েন্না দিনে দিনে॥
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
শোথপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥

ছোট এলাচি এক তোলা, তেজপত্র এক-তোলা, দারুচিনী একতোলা, চিনি আট তোলা, যষ্টিমধু আট তোলা, পিণ্ডখর্জ্জুর আট তোলা। উক্ত ছোট এলাচি প্রভৃতি দ্রব্য গুলি উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে চিনী মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে দুইবার সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমন, মূর্চ্ছা, মহাত্যয়রোগ, ভ্রম, রক্তবমন, পিপাসা, পার্শ্ব শূল, অরুচি, শোথ, প্লীহা, বাতরক্ত, স্বর ভেদ ও ক্ষত ক্ষীণ রোগ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধে পুষ্টিকারিতা ও বলকারিতা গুণ আছে।

যে ব্যক্তির নিশ্বাসে, ও উদগারে রক্তের গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রক্তপিত্ত রোগীকে

কৃষ্ণ জীরারচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও এক তোলা চিনী একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

যে ব্যক্তির নাসিকাদ্বারা শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার মস্তকের তালু প্রদেশে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত পতিত হওয়া নিবারিত হয়। কিম্বা চিনী জলের সহিত বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলেও উপকার দর্শাইয়া থাকে।

চিনির সহিত কিস্‌মিসের রস, অভাবে কাথ বা চিনি ও ঘৃত, কিম্বা ইক্ষু গুড়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগে উপকার দর্শে। এতদ্ব্যতীত দাড়িম্বপুষ্পের রস বা দুর্ব্বাঘাসের রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলেও রক্তপতন বন্ধ হয়। আম্রকেশী, অথবা পেঁয়াজ, ইহাদের রস নাসিকাপথে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নাসিকাপথে প্রবাহমান রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

মেঢ়্রগেহতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিকরস্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥

যে রক্তপিত্তপীড়ায় মূত্রদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয় তাহাতে লিঙ্গপথে উত্তরবস্তি অর্থাৎ পিচকারী প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত অবস্থায় রোগীকে কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ও ইক্ষু এই দ্রব্য গুলি সমস্ত মিলিত দুই তোলা দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, একত্র পাক করিয়া জল শেষ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ কিছু দিন সেবন করিলে প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তপাত বন্ধ হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাদিঘৃত।

দুর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠ সৈলবালুকা।
সিতা শীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকম্॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈ রেতৈঃ সর্পিরাজং সুধান্বিনা।
তণ্ডুলাম্বুজাক্ষীরং দত্বা চৈব চতুর্গুণং॥
তৎপানং বমতোরক্তং নাবনং নাসিকাগতে।
কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেত্ত তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥
চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে তু পূরয়েত্তেন চক্ষুষী।
মেঢ়্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥
রোমকূপ প্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গে প্রযোজয়েৎ॥

ছাগ ঘৃত চারি সের, কল্ক—দুর্ব্বাঘাস, নীলোৎপলের কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেত চন্দন, বেনার মূল, মুথা রক্তচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠ, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ২ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে, এবং উহাতে তণ্ডুলের জল ১৬ ষোল সের প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জল প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ঘৃতে ছাগ দুগ্ধ ষোল সের প্রদান করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। শেষ পাক লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ করিয়া ঘৃতগ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে রক্তবমন, নিবারিত হয়। নাসিকা পথের রক্ত, কর্ণে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কর্ণ পথের রক্ত চক্ষুতে দিলে, চক্ষের রক্ত এবং লিঙ্গ ও গুহ্য স্থানে ঘৃত দ্বারা পিছকারী দিলে লিঙ্গ ও গুহ্য স্থানের রক্ত বন্ধ হয়। পরন্তু গাত্রে মালিষ করিলে লোমকূপ দিয়া রক্তপতিত হওয়া নিবারিত হয়।

শতাবরীঘৃত।

শতাবরীদাড়িমতিন্তিড়ীকং
কাকোলী মেদে মধুকং বিদারীম্।
পিষ্ট্বা চ মূলং মলপূরকস্য
ঘৃতং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণজ্ঞঃ॥
কাসজ্বরানাহবিবন্ধশূলং
তদ্রক্তপিত্তঞ্চ ঘৃতং নিহন্যাৎ॥

ঘৃত চারি সের। কল্ক—শতমূলী, দাড়িমের খোলা, তিন্তিড়ী, কাকোলি, মেদ, মহামেদ, যষ্টিমধু, ভূমি কুষ্মাণ্ড ও ছোলঙ্গ নেবুর মূল, এই দ্রব্যগুলি সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া পেষণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে; তদনন্তর

চারি সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধ ষোল সের পৃথকরূপে জাল দিতে থাকিবে। দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ পাক করিয়া পাকসিদ্ধির লক্ষণ উদিত হইলে অর্থাৎ সমস্ত জলীয়াংশ নিঃশেষ হইলে পুনঃ ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ঘৃত চারি আনা অথবা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর, মলবন্ধ ও শূল প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃত।

শতাবর্য্যাস্তু মূলানাং রসপ্রস্থদ্বয়ং মতম্।
তৎসমঞ্চ ভবেৎ ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা তথৈব চ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মৃদ্বীকা মধুকন্তথা॥
মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী রক্তচন্দনম্।
শর্করা মধুসংযুক্তং সিদ্ধং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্॥
রক্তপিত্তবিকারেষু বাতরক্তগদেষু চ।
ক্ষীণশুক্রেষু দাতব্যং বাজীকরণমুত্তমম্॥
যোনিশূলঞ্চ দাহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পৈত্তিকম্।
এতান্ রোগান্নিহন্ত্যাশু ছিন্নাভ্রাণীব মারুতঃ।
শতাবরীসর্পিরিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
স্নেহপাদঃ স্মৃতঃ কল্কঃ কল্কবন্মধুশর্করে।
ইতিবাক্যবলাৎস্নেহে প্রক্ষিপ্যং পাদিকং ভবেৎ॥

ঘৃত চারি সের। কল্ক জীবক, ঋষভক, মেদ মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, কিস্‌-মিস্, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষানী, ভুইকুমড়া, ও রক্ত চন্দন, এই পদার্থ গুলি সমস্ত মিলিত এক সের লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে, জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পুনঃ ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এবং চিনি অর্দ্ধসের ও মধু অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত এক সিকির কম বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত ও রক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্ত পিত্ত ও বাতরক্তরোগ প্রশমিত হয়। এবং ক্ষীণশুক্ররোগে শুক্রবর্দ্ধক হইয়া মহোপকার সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত অংশদাহ, মস্তক জ্বালা, পিত্তজ্বর, যোনীশূল ও জ্বালা, পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ও বাতাহত মেঘের ন্যায় বিদূরিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এই ঘৃত বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

বাসাঘৃত।

বাসাং সশাখাং সপলাশমূলাং
কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতং তৎ
সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্॥
শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য কর্কুভস্য চ।
কল্কাদ্যাৎ পুষ্পকল্কং গ্রহে পলচতুষ্টয়ম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্ক—বাসকের পুষ্প অর্দ্ধসের এবং জল আটসের ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিবে। তদনন্তর বাসকের শাখাপত্র ও মূল সমস্ত ৮ সের, চৌষট্টি সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করতঃ পাক সমাধা করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া একশিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে শন, রক্তকাঞ্চন, বাসক ও অর্জ্জুনবৃক্ষের পুষ্পের কল্ক করিবার বিধান আছে সেই স্থলে চারিসের স্নেহদ্রব্যে চারিপল অর্থাৎ অর্দ্ধসের পুষ্প কল্করূপে গ্রহণ করা বিধেয়। এই নিয়মানুসারে বাসাঘৃতে বাসকের পুষ্প গ্রহণ করা হইল।

কামদেবঘৃত।

অশ্বগন্ধাপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্ত চ।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা॥
অশ্বত্থস্ত চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা।
কাশ্মরীফলমেতত্ত্ মাষবীজং তথৈবচ॥
পৃথক্ দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেহম্ভসঃ পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষস্ত কাষায়মবতারয়েৎ॥
মৃদ্বীকাপদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলীরক্তচন্দনম্।
বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তফলং তথা॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ।
পৃথক্কর্ষসমৈশ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥
রসস্তপৌণ্ড্রকেক্ষুণামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্।
হলীমকং তথা শোথং বর্ণভেদং স্বরক্ষয়ম্॥
অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
এতদ্রাজ্ঞাং প্রয়োক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্।
ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্॥
সবর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্।
কামদেব ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥

ঘৃত চারিসের। কল্ক—কিস্‌মিস্, পদ্মকেশর কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, নাগকেশর, শুকশিম্বী নীলোৎপল, অনন্তমূল শ্যামালতা, ক্ষীর, কাকোলী, জীবনীয়দশক, অর্থাৎ জীবক ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মুগানী মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দশ প্রকার। এই সকল দ্রব্যগুলি প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ করত কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে; এবং চিনি একপোয়া উহাতে দিবে। তারপর অশ্বগন্ধা সাড়েবারসের, গোক্ষুর ৬।০ সের শতমূল ৬।০ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড ৬।০ সের পদ্মবীজ ৬।০ সের, পুনর্ণবা ৬।০ সের, গাম্ভারী ফল ৬।০ সের, মাষকলাই ৬।০ সের, এই সমস্ত দ্রব্য ২৫৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এস্থলে বিশেষবিবেচনার বিষয় এই যে এত বহু পরিমাণে দ্রব্য ও জল একত্র পাক করিতে হইলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং ঐ অসুবিধা নিবারণের উপায় কি? এমতাবস্থায় এইরূপ নিয়মে কাথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যে অশ্বগন্ধা ১২।০ সের, জল চৌষট্টি সের, অবশিষ্ট ১৬ সের, গোক্ষুর শতমূলী উভয়ে ১২॥০ সের জল চৌষট্টি সের, অবশিষ্ট ষোলসের, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শালপাণি উভয়ে ১২।০ সের, জল চৌষট্টি সের অবশিষ্ট ১৬ সের, বেড়েলা, অশ্বথের কুঁড়ি, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা গাম্ভারী ফল, মাষকলাই এই ছয়খানিতে ১২।০ সের, জল চৌষট্টি সের, অবশিষ্ট ১৬ সের এই প্রণালীতে এক একটি কাথ প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক পাক করিবে। এই প্রকার নিয়মে সমস্ত কাথ শেষ হইলে কল্ক দ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া পৌণ্ড্রক নালক ইক্ষু বিশেষের রস আট সের ও দুগ্ধ ১৬ সের ক্রমে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষপাকের অর্থাৎ পাকসিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত একসিকি অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষত ক্ষীণ, কামলাবাতরক্ত, হলীমক, শোথ, স্বরভঙ্গ অরুচী মূত্রকৃচ্ছ্র ও পার্শশূল বিনষ্ট হয়। অপর বহুস্ত্রীগণের স্বামীস্বরূপ রাজা, বন্ধ্যাস্ত্রী দুর্ব্বল ব্যক্তি, ক্লীব, অল্পশুক্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উক্ত ঘৃত শুক্র ও বলবর্দ্ধক হইয়া মহোপকার সাধিত করিয়া থাকে। এই ঘৃত যথানিয়মে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত হইয়া জলসিক্ত বৃক্ষের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এক কামদেবঘৃত সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত।

সপ্তপ্রস্থঘৃত।

শতাবরী পয়োদ্রাক্ষা বিদারীক্ষ্বামলৈরসৈঃ।
সর্পিষাসহ সংযুক্তৈঃ সপ্তপ্রস্থং পচেদ্ ঘৃতম্
শর্করা পাদসংযুক্তং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।
উরঃক্ষতে পিত্তশূলে যোনিবাতেঽপ্যসৃগ্দরে
বল্যমোজস্করং বৃষ্যং সুধাহ্বরোগনাশনম্॥

ঘৃত চারিসের। শতমূলীর রস চারিসের শাখর কুচির রস চারিসের, কিস্‌মিসের রস চারিসের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চারিসের, ইক্ষুরস চারিসের ও আমলকীর রস চারিসের, এবং চিনি একসের, প্রথমতঃ চিনি ঘৃতের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে শতমূলীর রস চারিসের দিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্ত পদার্থগুলি প্রদান করিয়া পাক নিষ্পন্ন করিবে। এইরূপে পাকসমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, পিত্তজনিত শূল, যোনি-রোগ ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে বলকারক, তেজস্কর ও বৃষ্য হইয়া বিশেষ উপকার দর্শা-ইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডক।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নীকুলীকৃতম্।
পচেত্তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ক্ষিপেৎ।
পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বেপলে জীরকস্য চ॥
ত্বগেলাপত্রমরিচধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যানংঘট্টয়েন্মুহুঃ॥
তৎপক্বং স্থাপয়েত্তাতে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
কাসশ্বাসতমশ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাজ্বরনিপীড়িতঃ।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্।
উরঃসন্ধানকরণং বৃংহণং স্বরবর্দ্ধনম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্।
খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ।
পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবানত্র রসো ভবেৎ।
অত্রাপি মৃত্স্না পাকো নিস্তচং নিষ্কুলীকৃতম্॥

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের ত্বক ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিবে, কুষ্মাণ্ডের শস্য গুলি কুষ্মাণ্ড হইতে যে জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেই জল দ্বারা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিতে হইবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে কুষ্মাণ্ডের শাঁশ ঝিনুক বা লৌহময় যন্ত্র দ্বারা আঁচড়া-ইয়া লইবে। কারণ পুরাতন কুষ্মাণ্ড অতি কঠিন, সুতরাং সিদ্ধ করিলেও গলিয়া যায় না। এ নিমিত্তই উহা সূক্ষ্মরূপে লইতে হয়। কুষ্মাণ্ডের শুষ্ক শাঁস ১২॥০ সের, চারি সের ঘৃতে তাম্র পাত্রে করিয়া ভাজিবে, ভাজিবার সময় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিসন্তাপে রাখিতে হইবে যত-ক্ষণ না উক্ত পদার্থ গুলি মধুবর্ণ হয়; পরে বার সের চিনি আট সের জলে অথবা যে পরিমাণ কুষ্মাণ্ড জল ছাকিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিতকুষ্মাণ্ডগুলি পাক করিতে থাকিবে, এবং পুনঃ পুনঃ নাড়িতে থাকিবে যেন পাত্রের নিচে লাগিয়া না যায়। এইরূপ পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নিম্নলিখিত চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে; এবং অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে অঙ্গুলীতে সংলগ্ন না হইলেই পাক সমাধা হইবে। উক্ত দ্রব্য গুলি যথা পিপুলের চূর্ণ ষোল তোলা, শুঁটের, গুড়া ১৬ তোলা, জীরার চূর্ণ ষোল তোলা, দারুচিনি চারি তোলা, ছোট এলাইচ চারি তোলা, তেজপত্র চারি তোলা, মরিচ চারি তোলা। এই প্রকার পাক সমাধার লক্ষণ উদিত হইলে উহার সহিত দুই সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত ক্ষয়কাস, তম, রোগ বমন, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতিপীড়ার শান্তি প্রাপ্ত হয়। এই মহৌষধ পুষ্টিকারী, বল ও বর্ণ প্রসাদক গুণ আছে বলিয়া বৃদ্ধ সেবন করিলেও তাহার যৌবনাবস্থা হইয়া থাকে। এই ঔষধ সুরবৈদ্য অশ্বিনী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ইহাতে উরঃক্ষতরোগে ক্ষতের শুষ্কতা, রসাদিধাতুর বৃদ্ধি ও স্বরবর্দ্ধন প্রভৃতি গুণ দর্শাইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থবাজ্যতঃ।
প্রাস্থং পলশতং খণ্ডং বাসাকাথাঢকে পচেৎ॥

স্বত্বাধাত্রী শুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
শ্রীলেয়বিশ্বধন্যাকমরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ॥
পিপ্পলীকুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্॥
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি॥

পুরাতন কুম্মাণ্ডের ছাল ও বীজ ফেলিয়া দিয়া তাহা হইতে ঝিনুক দিয়া ছয়সের অর্দ্ধপোয়া শস্য লইবে। কুম্মাণ্ড হইতে যে জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেই জল দ্বারা কুম্মাণ্ডের শস্যগুলি সিদ্ধ করিবে, শস্যগুলি অগ্নিসন্তাপে কোমল হইলে নামাইয়া জল পৃথক রাখিয়া শস্যগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এস্থলে জানা প্রয়োজন যে উক্ত কুম্মাণ্ডের শস্য ২।৩ দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক করা বিধি নহে, যে দিবস সিদ্ধ করিবে সেই দিনই শুষ্ক করিয়া পুনরায় পাক করিতে হইবে। উক্ত শুষ্ক শস্যগুলি চারি সের ঘৃতে ততক্ষণে ভাজিবে যতক্ষণ উক্ত ভর্জ্জিত দ্রব্য মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট না হয়। উক্ত নিয়মে ভর্জ্জিত হইলে বাসক আট সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ জলে সাড়ে বার সের চিনি মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত পদার্থে প্রদান করিবে, এবং মুথা দুই তোলা, আমলকী দুই তোলা, বংশলোচন দুই তোলা, বামুনহাটির মূল দুইতোলা, দারুচিনি দুইতোলা, ছোট এলাইচ দুইতোলা, ও তেজপত্র দুইতোলা দিয়া পাক করিতে থাকিবে। অগ্নির উত্তাপে জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইলে আবার নিম্নলিখিত পদার্থের চূর্ণগুলি উহাতে প্রদান করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে, এবং উহাতে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে, যদি অঙ্গুলীতে না লাগে তাহা হইলে নামাইয়া তদনন্তর ছোটএলাইচ চূর্ণ আটতোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ আটতোলা ধনিয়ারচূর্ণ আটতোলা, মরিচচূর্ণ আটতোলা ও পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের। পাক সমাধা হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া উহার সহিত এক সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে এই ঔষধ এক তোলা বা ব্যক্তি বিশেষে তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, হলীমক রোগ, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

বাসাখণ্ড।

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে।
তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢ়কং ভিষক্॥
চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধং তথা শতম্।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ।
কুড়বং পলমাত্রঞ্চ চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপ্‌ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
কাসশ্বাসপরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ।

বাসক সাড়েবারসের আড়াই মণ জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিঠেবাদ দিবে উক্ত ২৫ সের কাথজলে সাড়েবারসের চিনি ও হরিতকীর চূর্ণ ৮ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, যখন দেখিবে জলীয়াংশ প্রায় শেষ পাইয়া আসিয়াছে সেই সময়ে পিপুলের চূর্ণ ১৬ তোলা, দারচিনীর চূর্ণ ৮ তোলা, ছোটএলাইচের চূর্ণ ৮ তোলা তেজপত্রের চূর্ণ ৮ তোলা ও নাগেশ্বরের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত পদার্থ হাতে করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা পীড়ন করিলে যদি অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হয়, তাহা হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় দিবসে দুই তিনবার করিয়া সেবন করিলে রক্ত পিত্ত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মারোগের শান্তি হয়।

খণ্ডকাদিলৌহ।

শতাবরী ছিন্নরুহা বৃষোমুণ্ডিকা বলা।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্তচস্তথা॥
ভার্গীপুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
দিব্যৌষধহতস্যাপি মাক্ষিকেনহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলোহস্য চূর্ণিতম্॥

খণ্ডচূর্ণাৎ ঘৃতং দেয়ং পলংষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো যথা মতম্॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যাজাজীপলং পলম্॥
ত্রিফলাধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচকেশরং।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যং মাংসরসং পয়ঃ॥
গুরুবৃষ্যানুপানানি স্নিগ্ধং মাংসাদিবৃংহনম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পংক্তিশূলং বিশেষতঃ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্রিমীন্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরন্তথা।
আনাহং রক্তসংস্রাবং চাম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যং বৃংহনং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনং॥
আরোগ্যং পুত্রদং শ্রেষ্ঠং কামাগ্নিবলবর্দ্ধনং।
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ।
কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানি যোজয়েৎ
নারিকেলপয়ঃ পানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্।
শুষ্কমূলকজীরাখ্যং পটোলং বৃহতীফলং॥
ফলং বার্ত্তাকুপক্বাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদু দাড়িমম্।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রকুর্ব্বতা।
লোহান্তরবদত্রাপি পুটনাদিক্রিয়েষ্যতে॥

শতমূল ৪০ তোলা, গুলঞ্চ ৪০ তোলা, বৃষক ৪০ তোলা, মুণ্ডিরী ৪০ তোলা, তালমূলী ৪০ তোলা, খদিরকাষ্ঠ বা খয়ের ৪০ তোলা, আমলকী ৪০ তোলা, বামনহাটী ৪০ তোলা, পুষ্করমূল ৪০ তোলা। (অভাব পক্ষে কুড় ৪০ তোলা) এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অতঃপর ১৬ পল অর্থাৎ দুইসের ঘৃত, তাম্রপাত্রে করিয়া অগ্নিউত্তাপে রাখিয়া তাহাতে মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত লৌহচূর্ণ বারপল অর্থাৎ ৯৬ তোলা প্রদান করতঃ আলোড়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত কাথ দিবে এবং চিনি ৯৬ তোলা দিয়া পাক করিতে থাকিবে এই প্রকার পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নিম্নলিখিত পদার্থের চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। চূর্ণ যথা শিলাজতু, দারুচিনি, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের আটতোলা চূর্ণ এবং হরিতকী আমলকী, বহেড়া, ধনিয়া, তেজপত্র, মরিচ, নাগকেশর ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহাতে প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে, এবং শীতল হইলে দুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিলে বিকৃত হয় না (স্নিগ্ধপাত্র, ঘৃতপাত্র ইত্যাদি।)

এই খণ্ডকাদ্যলৌহ অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া তিন রতি হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত পরিমাণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঔষধ সেবনের পর গব্যদুগ্ধ পান করা বিধেয়। আহার সম্বন্ধে মাংসরস, দুগ্ধ ও অন্যপ্রকার বলকারক দ্রব্য সকল হিতপ্রদ।

এই খণ্ডকাদ্যলৌহ উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পক্তিশূল, উদর, মলমূত্রের রোধ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার বলকারক এবং পুষ্টিকারক ও চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক প্রভৃতি গুণ ও দেখিতে পাওয়া যায়।

খণ্ডকাদ্যলোহসেবীর পক্ষে ছাগ, পারাবত, তিত্তিরি, ক্রকর, শশ, কুরঙ্গ ও কৃষ্ণসারের মাংস, ডাবের জল, সুষুনিশাক, শুষ্কমূলক, জীরক শাক, পটোল, বৃহতীমূল, বেগুণ, আম, পিণ্ডখেজুর ও সুস্বাদু প্রভৃতি ঔষধ হিতকর, এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত বস্তুর নামে আদিতঅক্ষর, ককার বর্ণ আছে, সেই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিবে।

পিত্তজ্বরে এবং ক্ষীণ ক্ষতরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরপ্রয়োগসম্বন্ধীয় যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে রক্তপিত্ত রোগে সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

অর্কেশ্বররস।

মৃতার্কসূতবঙ্গঞ্চ মৃতাভ্রঞ্চ সমাংশিকং।
অমৃতাস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তকপুটে ভিষক্

বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং লেহং গুঞ্জাচতুষ্টয়ং ।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং ॥

তামা, রসসিন্দূর, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া গুলঞ্চর রসে একবিংশতি বার ভাবনা দিয়া পরে পুট পাক দিয়া চারি রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস অনুপানে প্রতিদিন প্রাতে একবার করিয়া সেবন করিবে ইহাতে সকল প্রকার রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

সুধানিধিরস।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চৈব লৌহং
সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
লৌহপাত্রে গোময়ৈঃ পাচয়িত্বা
রাত্রৌ দদ্যাং রক্তপিত্তপ্রশান্তয়ে ॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার কাথের সহিত লৌহ পাত্রে গোময়াগ্নি (অর্থাৎ ঘুটিয়া) সন্তাপে পাক করিবে। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আমলাদিলৌহ।

আমলাপিপ্পলীচূর্ণং তুল্যাংশ সিতয়াসহ।
রক্তপিত্তহরং লৌহং যোগরাজমিতিস্মৃতং।
তৃষাগ্নিদীপনং বল্যমম্লপিত্তবিনাশনম্।
পিত্তোত্থানপি বাতোত্থান্ নিহন্তি বিবিধান্‌গদান্ ॥

আমলকী ও পিপ্পলীচূর্ণ, সমভাগে গ্রহণ করতঃ তাহার সহিত ও দ্রব্যের সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। সমভাগে শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। এই ঔষধকে যোগরাজ কহে, ইহা সেবনে বল বৃদ্ধি ও অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে, এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি পৈত্তিক ও বাতিক বিবিধরোগ ধ্বংশ হয়।

শতমূল্যাদিলৌহ।

শতমূলীসিতাধান্যনাগকেশরচন্দনৈঃ।
ত্রিকত্রয়ত্রিজৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহং।
তৃষাদাহজ্বরছর্দ্দিরক্তপিত্তবিনাশনং।
রক্তপিত্তে পিবেদ্বোমসচ্ছিত্তং পর্পটীরসং।
বাসাদ্রাক্ষাভয়ানাঞ্চ কাথং বা শর্করান্বিতং।
যোগবাহিরসান্ সর্ব্বান্‌রক্তপিত্তে প্রযোজয়েৎ ॥

একভাগ শতমূলী, শর্করা, ধনিয়া, নাগেশ্বর, চন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা হরিতকী, বহেড়া নাগেশ্বর দারুচিনি, এলাইচ ও তিল সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ এই সমস্ত একত্র করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর ছর্দ্দি, রক্তপিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ধ্বংশ হয়। রক্তপিত্তরোগে ক্ষেৎপাপড়ার রসের সহিত অভ্রভস্ম কিম্বা বাসক, দ্রাক্ষা ও হরীতকী এই সকল পদার্থের কাথ করিয়া চিনির সহিত পান করিবে, এবংযাবতীয় যোগবাহী ঔষধ ইহার সহিত প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তান্তকরস।

মৃতাভ্রমুক্তাতীক্ষ্ণং মাক্ষিকং রসতালকং।
গন্ধঞ্চ ভাবয়েত্তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতদ্রবৈঃ।
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে সিতাক্ষৌদ্রসমন্বিতং।
মাসমাত্রং নিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণং।
জ্বরং দাহং ক্ষতক্ষীণং তৃষ্ণাশোষমরোচকং।

অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, পারা, হরিতাল, গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, ও গুলঞ্চ ইহাদিগের কাথের সহিত এক দিবস মর্দ্দন করিবে, এই ঔষধ এক-মাস মাত্রায় শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয়, এই ঔষধ সেবনে সুদারুণ রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ ক্ষতক্ষীণতা, তৃষ্ণা শোষ ও অরুচি এই সমস্ত পীড়া আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

রসামৃতরস।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ শিলাজতু।
চন্দনং গুড়ূচী দ্রাক্ষা, মধুপুষ্পঞ্চ বাস্তকং।

কূটজস্য ত্বচং বীজং ধাতকীনিম্বপত্রকং।
ষষ্টিমধুসমাযুক্তং মধুশর্করয়ান্বিতং।
দ্বিদিনা মর্দ্দয়িত্বা তু কর্ষমাত্রন্ত ভক্ষয়েৎ।
ধারোষ্ণপয়সাযুক্তং প্রাতরেব সমুত্থিতঃ।
পিত্তং তথাম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বদোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ।
রসামৃতরসো নাম গহনানন্দভাষিতঃ॥

পারা একভাগ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, মৌয়াফুল, ধনিয়া, প্রত্যেক দুইভাগ, এই সমস্ত পদার্থ একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দুই তোলা প্রমাণ ধারোষ্ণদুগ্ধের সহিত চারিরতি পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে পিত্তরোগ, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বর নিঃসংশয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শর্করাদিলৌহ।

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সুতস্বয়ঃ।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তহরং পরং॥

শর্করা, তিল, ত্রিকটু, (শুঁঠ পিপুল, মরিচ আমলা, হরীতকী বহেড়া, দারুচিনি তেজপত্র, এলাইচ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সকলের সমান লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে এই ঔষধ সেবন দ্বারা রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, প্রভৃতি পীড়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সমশর্করালৌহ।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমং।
চূর্ণং পাদন্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যাম্মধুসিতে সমে।
তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে।
মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকং।
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকং।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্রমম্লপিত্তক্ষতক্ষয়ং।
প্রহৃষ্টকান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমং॥

লৌহ একপল, দুগ্ধ চারিপল, ঘৃত দুই পল, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে পাক করিবে। সুপক্ক হইলে বিড়ঙ্গচূর্ণ দুই তোলা ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাতে একপল শর্করা প্রদান করিয়া পাক সমাধা করিবে। শীতল হইলে একপল মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত-ভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ একমাষা মাত্রা হইতে যথা নিয়মে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। নারিকেলজলের সহিত অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনদ্বারা অম্ল-পিত্ত ও ক্ষতক্ষয় ধ্বংস হয় এবং রোগীর শারি-রীক কান্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া আয়ুর্বর্দ্ধন হইয়া থাকে।

কপর্দ্দকরস।

সূতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসকুসুমদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তেন পূর্ণা বরাটিকা।
নিরুধ্য চান্ধমূষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধ্বা পুটে পচেৎ।
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ॥
গুঞ্জামাত্রং ঘৃতেনৈব ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
উড়ুম্বরং ঘৃতঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ।
কপর্দ্দকো রসো নাম রক্তপিত্তবিনাশনঃ॥
নীলোৎপলসিতাক্ষৌদ্ররসংযুক্তং পদ্মকেশরং।
তণ্ডুলোদকপানেন রক্তপিত্তং নিযচ্ছতি॥

রসসিন্দুর কার্পাস মূলের ছালের রসে কিম্বা কাথে এক দিবস পেষণ করিয়া শোধন করতঃ কড়ির মধ্যে পূর্ণ করিয়া অন্ধ মূষাযন্ত্রে পুটপাক করিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া দ্বিগুণ পরি-মাণে মরিচ চূর্ণের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিবে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া এই ঔষধ একরতি প্রমাণমাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। যজ্ঞডুমুরের রস ও ঘৃত এই ঔষধের অনুপান। এই ঔষধ রক্তপিত্ত রোগের পক্ষে মহোপকারক।

রক্তপিত্তান্তকলৌহ।

ধাত্রী চ পিপ্পলীচূর্ণং তুল্যাংশঃ সিতয়াসহ।
রক্তপিত্তহরং লৌহমম্লপিত্তং বিনাশয়েৎ॥

আমলা এক তোলা, পিপুল এক তোলা, চিনি এক তোলা, লৌহ এক তোলা এই কএক দ্রব্য একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক দুই রতি প্রমাণ বটীকা

প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত অম্ল পিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

সুধানিধিরস।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং
সর্ব্বং দৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা
দদ্যাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন॥
লৌহপাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা
ধাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করিয়া মুষামধ্যে ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। বটীর মাত্রা ২ রতি ত্রিফলার জল অনুপান ও লৌহ পাত্রে গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া রাত্রিতে সেবন করিবে।

হ্রীবেরাদিতৈল।

হ্রীবেরং নলদং লোধ্রং পদ্মকোশীরপত্রকম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তা তথা শঠী॥
চন্দনঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
ত্রিফলা শৃঙ্গবেরঞ্চ ভূতবাসহচস্তথা॥
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি মূলং রক্তোৎপলস্য চ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।
রক্তপিত্তং ত্রিবিধং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
কাসং পঞ্চবিধংহন্তি তথাশ্বাসমুরঃক্ষতম্।
হ্রীবেরাদ্যমিদং তৈলং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল চারি সের, লাক্ষার কাথ ষোল সের, দুগ্ধ চারি সের। কল্কার্থ বালা, বেনার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগকেশর, বেল শুঁঠ, নাগর মুথা, শঠি, রক্ত চন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, আমলা, হরীতকী বহেড়া, শুঁঠ, বয়ড়া ছাল আমের আঁটী তৈলে প্রদান করিয়া তৈল পাক সমাধা করিয়া নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, উরঃক্ষত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

উশীরাসব।

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মীরীং চ নীলোৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠাং ধন্বযাসকম্॥
পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোডুম্বরং শটীম্।
পর্পটং পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকম্॥
জম্বুশাল্মলিনির্য্যাসং প্রত্যেকং পলসংমিতং।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
মাসং সংস্থাপয়েত্তাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে।
উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।
পাণ্ডুকুষ্ঠপ্রমেহার্শঃক্রিমিশোথহরস্তথা॥

বেনার মূল, বালা, পদ্মমূল, গাম্ভরী ছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শঠি, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়, পটোল পত্র, কাঞ্চনফুলের ছাল, জাম ছাল, মোচরস, প্রত্যেক ৮ তোলা, দ্রাক্ষা ১৬০ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, চিনী সাড়ে বার সের এই সমস্ত পদার্থ একত্রে আচ্ছাদিতপাত্রের মধ্যে এক মাস রাখিবে। তদনন্তর জটামাংসী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা বিধেয়। এই আসব ব্যবহার করিলে রক্তপিত্তাদি নানাবিধ পীড়া শান্তি হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তাদিপীড়ারপথ্যাপথ্য।

পুরাতন দাউদখানি চাউলে অন্ন, ময়দা, মসূর, ছোলা, পটোল ডুমুর, মোচা, পক্কুষ্মাণ্ড, ও তণ্ডুলীশাক, ছাগাদি মাংসের যূষ, ছাগ দুগ্ধ, খর্জ্জুর দাড়িম, পানিফল, কিস্‌মিস্ আমলকী, কচিতাল শাঁস, মিছরি, নারিকেল, তিলতৈল ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি বিশেষ হিতকারী। দিবসে অন্ন এবং মুগ প্রভৃতি দাউলের অথবা মাংসাদির যূষ ও উল্লিখিত তরকারী। অল্প পরিমাণে দুগ্ধ, আলু মৎস্যডিম্ব এবং পক্ষি

ভিন্ন অন্ন ব্যবহার করিতে পারেন। পাতিলেবু ব্যতীত অপর কোন অম্লাদি খাওয়া নিষেধ। ব্যঞ্জনাদি সর্ষপতৈলে পাক না করিয়া কেবল ঘৃতে পাক করিয়া ব্যবহার করিবেন, সর্ষপ তৈল ব্যবহার এককালীন বর্জ্জন করিলেই ভাল হয়। যদি এই পীড়ায় আনুসঙ্গিক অর বা অধিক রক্তনির্গমন থাকে তাহা হইলে এককালীন অন্ন বন্ধ করিয়া দিবে। এরূপ অবস্থায় কেবল অল্প মাত্র রুটী, অথবা তরকারী কিম্বা দুগ্ধ খই কি দুগ্ধসাগু ব্যবস্থা করিবে। ময়দা, সুজি, ছোলার বেসম, ঘৃত ও অত্যল্প মিষ্ট মিছারি ইত্যাদির সংযোগে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য খাইতে পারেন। গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য দধি মৎস্য, রুক্ষ দ্রব্য পান ও ভোজন, অধিক সারক দ্রব্য সর্ষপ তৈল, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, লাউ কুমড়া প্রভৃতি, শাক, অড়হর, কলাইয়ের ডাউল, মল মুত্রাদির বেগ ধারণ, ব্যায়াম, ভ্রমণ, চরস, গাঁজা, বা তামাকের ধুমপান, হিম লাগান রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি অহিতচারাদি দ্বারা বিপুল অনিষ্ট উৎপাদন হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যহ স্নান, সঙ্গীত চিৎকার, মৈথুন ও অশ্বাদিযানে ভ্রমণ প্রভৃতি অত্যন্ত অনিষ্টজনক।

রক্তপিত্ত রোগের প্রথমাবস্থায় যদ্যপি অত্যন্ত রক্ত উঠিতে থাকে তাহা হইলে অন্নবন্ধ করিয়া রুটী ইত্যাদি পথ্য দিবে, এবং রক্ত পিত্তান্তক লৌহ কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিবে। উহার সহিত যদি জ্বর থাকে তাহা হইলে বাকাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, খণ্ডকাদ্যলৌহ ইত্যাদি ঔষধ দিবে এবং লবণ তৈল বন্ধ করিয়া ঘৃত সৈন্ধবপক্ব পথ্য দিয়া ঔষধ ব্যবহার করাইবে। যদি রক্তপিত্তের সহিত জ্বরকাস উপস্থিত হয় তাহা হইলে বাসকমূল ছাল, যমনহাটীর মূল, যষ্টিমধু ক্ষেৎপাপড়া ধনে-জলক রক্তচন্দন, কন্টকারী, ইত্যাদি শ্লেষ্মনাশক কষায় প্রয়োগ করাইবে।

রাজযক্ষ্মানিদান।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥

বায়ু ও মল মূত্রাদির বেগধারণ, মৈথুন, উপবাস এবং ধাতুক্ষয়কারককার্য্য, বলবান ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য্য অধিক পরিমাণে ও অকারণে আহার এই চতুর্ব্বিধকারণ হইতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যক্ষ্মারোগ সান্নিপাতিক ব্যাধি। তন্ত্রাদিতে এই যক্ষ্মা রোগের বহুবিধ কারণ কথিত আছে, কিন্তু সে সমুদায়ই চতুর্ব্বিধ হেতুর অন্তর্নিবিষ্ট জানিও।

যক্ষ্মারসংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণেরেতস্যনন্তরাঃ।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যন্তি মানবাঃ॥

কফ প্রধান বাতাদিত্রিদোষ কর্ত্তৃক রসবাহি নাড়ী সমস্ত রুদ্ধ হইলে শরীরস্থ সপ্তধাতুই ক্ষীণ প্রাপ্ত হইতে থাকে। যে হেতু রসই সমস্ত ধাতুর পোষককারী, সেই রসের গতিরুদ্ধ হওয়ায় পোষণাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়কে অনুলোম কহে। আর অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা শুক্রধাতু ক্ষীণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু সকল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থাৎ শুক্র ধাতুক্ষয় হইলে বায়ুপ্রকোপজনিত তৎপূর্ব্ব ধাতু মজ্জাক্ষয়ে বায়ুর অতিকোপজন্য তৎপূর্ব্ব ধাতু অস্থিক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই প্রকারে বিলোমভাবে মেদঃ মাংস রক্ত ও রস ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষয়কে বিলোমক্ষয় কহিয়া থাকে। ধাতুক্ষয় হওয়াতে মানব ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

চরকোক্ত মার্গাবরোধে রসক্ষয়ের হেতু।

রসঃ স্রোতঃসু রুদ্ধেষু স্বস্থানস্থো বিদহ্যতে।
স ঊর্দ্ধং কাসবেগেন বহুরূপঃ প্রবর্ত্ততে॥

চরকঃ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রসধাতুরুদ্ধ হইয়া শুক্রধাতুকে ক্ষয় করে অর্থাৎ কারণভূত রস ধাতুক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কার্য্যভূত সমস্ত ধাতুই অনুক্রমে ক্ষয় হইয়া থাকে।

এক্ষণে চরক কহিতেছেন যে রসবাহি স্রোতঃ সমস্ত রুদ্ধ হইলে রসের গতি হয় না, পরে স্বস্থানে অবস্থিতি করিয়া করিয়া বিদগ্ধ হয়, তদনন্তর নানাবর্ণ হইয়া কাস বেগে উর্দ্ধমার্গে প্রবৃত্ত হয়। এবং টীকাকার কহিয়া থাকেন স্রোতাবরোধহেতু প্রকোপিতবায়ুকর্ত্তৃক কাস ব্যতিরেকে ও রসক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

গ্রন্থান্তরে ও কথিত হইয়াছে যে মার্গাবরোধ ও ধাতুক্ষয়ে বায়ুর প্রকোপ হয়, কফপ্রধান দোষকর্ত্তৃক রসবর্ত্ম অর্থাৎ রসবাহি নাড়ী রুদ্ধ হইয়া যে ক্ষয় করে তাহার নাম অনুলোম ক্ষয় এবং শুক্রক্ষয়ে বায়ু কুপিত হইয়া তৎপূর্ব্বোক্ত ধাতু সকলকে ক্ষয় করে তাহাকে প্রতিলোম কহিয়া থাকে। অতএব কার্য্যভূত শুক্রধাতু ক্ষয়ে কারণভূত রসাদিধাতুর ক্ষয় কি প্রকারে হয়। শুক্রক্ষয়ে বায়ুকুপিত হইয়া সান্নিধ্য প্রযুক্ত মজ্জাদির ক্ষয় করে।

যক্ষ্মারপূর্ব্বরূপ।

শ্বাসাঙ্গসাদকফসংস্রবতালুশোষ
বম্যগ্নিসাদমদপীনসকাসনিদ্রাঃ।
শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপিজন্তুঃ।
শুক্রেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ॥
স্বপ্নেষু কাকশুকশল্লকিনীলকণ্ঠ
গৃধ্রাস্তথৈব কপয়োকৃকলাসকাশ্চ।
তংবাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ পশ্যেৎ
শুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূমদবার্দ্দিতাংশ্চ॥

যক্ষ্মারোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গাবসাদ কফনিঃসরণ, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, নাসারোগ, (পীনস) কাস অতিনিদ্রা এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষু শুক্লবর্ণ, মাংস ভোজনপ্রীয় ও অতিশয়মৈথুনপ্রিয় হয় এবং স্বপ্নে, কাক, শল্লকী (সজারু) নীলকণ্ঠ, শকুনি বানর ও কাঁকলাস তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং নদী সকল যেন জলশূন্য হইয়াছে, শুক বৃক্ষ সকল ঝড় বাতাস, ধূম ও দাবাগ্নি কর্ত্তৃক যেন আকুলিত যইতেছে এরূপ দর্শন করিয়া থাকে।

যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।

অংশপার্শ্ব ভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
জ্বরঃসর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

অংশ অর্থাৎ স্কন্ধদেশ ও দুই পার্শ্বে অতিশয় উত্তাপ, ততন্ত্রূপ হস্তপদদ্বয়ের সন্তাপ এবং সার্ব্বাঙ্গিক জ্বর, রাজযক্ষ্মার এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতাদিদোষত্রয়ের আধিক্যভেদে যক্ষ্মার একাদশপ্রকারলক্ষণ কথিতহইতেচে

স্বরভেদোঽনিল [illegible] র্শ্বয়োঃ।
জ্বরোদাহোঽ [illegible] সঃ।
শিরসঃ পরিপূর্ণ [illegible]
কাসঃ কণ্ঠস্য [illegible] শপতঃ॥

যক্ষ্মারোগে বায়ুর আধিক্য হইলে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ, শূলবেদনা, পিত্তের আধিক্য হইলে জ্বর দাহ, অতিসার ও রক্তউঠা এবং কফের প্রাধান্য থাকিলে মস্তকের ভার বোধ অরুচি কাস, কণ্ঠে সর্ব্বদা সুরসুর করা অর্থাৎ কাশি উপস্থিত হইবার ন্যায় এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যক্ষ্মার অসাধ্য লক্ষণ।

একাদশভিরেভির্ব্বা ষড্ভির্ব্বাপি সমন্বিতং।
ত্রিভির্ব্বা পীড়িতং লিঙ্গৈর্জ্বরকাসাসৃগাময়ৈঃ॥
জহ্যাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিমলং যশঃ।
সর্ব্বৈরর্দ্ধৈস্ত্রিভির্ব্বাপি লিঙ্গৈর্মাংসবলক্ষয়ে॥

উল্লিখিত স্বরভেদ প্রভৃতি একাদশ প্রকার সমস্ত কিম্বা তন্মধ্যে ছয়প্রকার বা ত্রিবিধ লক্ষণা-

ক্রান্ত যক্ষ্মারোগীকে, যশোলাভেচ্ছু বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

সাধারণযক্ষ্মারোগের নিশ্চয় অসাধ্যতার লক্ষণ।

যুক্তো বর্জ্জ্যাচিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোৎপাতোহথবা।
মহাশনং ক্ষীয়মাণমতীসারনিপীড়িতং।
শূনমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যদি কাস, অতিসার পার্শ্ববেদনা স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই ষড়বিধ অথবা কাস শ্বাস ও রক্ত উঠা এই তিন প্রকার লক্ষণউপস্থিত হয় তাহা হইলে পরিত্যাগ করিবে।

এরূপ স্থলে বক্তব্য, যদি যক্ষ্মারোগীর বল মাংস ক্ষয় হয় তাহা হইলেই একাদশ প্রকার লক্ষণাক্রান্ত কিম্বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ ছয় প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট অথবা তদর্দ্ধ তিন প্রকার লক্ষণ যুক্ত যক্ষ্মারোগী ত্যাগযোগ্য, কিন্তু যদি বলমাংস ক্ষয় না হয় তাহা হইলে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ একাদশ প্রকার লক্ষণযুক্ত হইলেও যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিবে।

যে যক্ষ্মারোগী অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করে অথচ দিনদিন ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যে রোগী অতিসার উপদ্রবে পীড়িত এবং যাহার মুষ্কদেশ (অর্থাৎ অণ্ডকোষ) ও উদরে শোথ উপস্থিত হয় সে রোগীর চিকিৎসা হইতে বিরত হইবে।

যক্ষ্মার অরিষ্ট লক্ষণ।

শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টার মূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতং।
কৃচ্ছ্রেণ বহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবং॥

যে যক্ষ্মারোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ হইয়াছে এবং আহারে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে অর্থাৎ প্রবল অরুচি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাস কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয় ও কষ্টে যে বহু শুক্রের সহিত মূত্র ত্যাগ করে। এরূপ যক্ষ্মারোগ অসাধ্য।

যক্ষ্মারোগের সীমা ও চিকিৎসার নিয়ম।

পরং দিনসহস্রন্তু যদি জীবতি মানবঃ।
সুভিষগ্ভিরুপক্রান্তস্তরুণঃ শোষপীড়িতঃ॥

যুবা পুরুষ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া সুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া যদি একাধিক সহস্র দিন জীবিত থাকে এবং একাধিক সহস্র দিনের অধিক যক্ষ্মা রোগী জীবিত থাকে, এইরূপ যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত রূপে, যদি শব্দ পূর্ব্বাদ্ধে দিয়া ব্যাখ্যা করেন, যদি যুবাপুরুষ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে একাধিক সহস্র দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার উপযোগী লক্ষণ।

জ্বরানুবন্ধরহিতং বলবন্তং ক্রিয়াসহং।
উপক্রমেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নরং॥

যক্ষ্মাপীড়িত ব্যক্তি বলবান ও চিকিৎসাদির নিয়মপালনক্ষম হয় এবং যত্নবান দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ হয় কিম্বা যদি সর্ব্বক্ষণ জ্বর না থাকে, তাহা হইলে এপ্রকার যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিবে।

নিদানবিশেষোৎপন্ন শোষের লক্ষণ।

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্যব্যায়ামাধ্বপ্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥

অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, অতিরিক্ত পথভ্রমণ, ব্রণ, (ক্ষত) উরঃক্ষত এই সপ্ত প্রকার কারণ দ্বারা সপ্তবিধ শোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইক্ষণে তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গজনিত শোষ-রোগের লক্ষণ।

ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গজনিত যে শোষরোগ উপস্থিত হয় তাহাকে ব্যবায়শোষ কহিয়া থাকে। ইহাতে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ বেদনা, মৈথুনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও বিলম্বে শুক্র অথবা রক্তের অল্প লক্ষণ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত। এবং ক্রুত পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এবং শুক্রক্ষয়জন্ত বায়ুপ্রকোপে তাহার অস্থি মজ্জা প্রভৃতি বিলোমভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোক শোষজনিত শোষরোগের লক্ষণ।

প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয়কৃতৈর্বিকারৈরুপলক্ষিতঃ॥

শোকজন্ত শোষে রোগী, প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় কাতর ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয় লক্ষণ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ব্যবায়শোষের যাবতীয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

জরাজন্য শোষরোগীর লক্ষণ।

জরাশোষী কৃশো মন্দবীর্য্যবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ।
কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্নকাংস্যপাত্রহতস্বরঃ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারুচিপীড়িতঃ।
সংপ্রস্রুতাস্য বা সাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥
প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ।

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজন্ত যে শোষ হয় তাহাকে জরাশোষ কহে, ইহাতে শরীরের কৃশতা, বীর্য্য বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস, কাস, অরুচি, ভগ্নকাংসপাত্রের সদৃশ স্বরভঙ্গ হয়, শরীরে ভারবোধ শ্লেষ্মহীন শুষ্ক কাস, চিত্তের চাঞ্চল্যতা মুখ নাক ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব শুষ্ক মল ও রুক্ষ দেহ এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্বশোষীর লক্ষণ।

অধ্বপ্রশোষীস্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।

অত্যন্ত পথপর্য্যটন জন্ত শোষরোগী, শিথিলাঙ্গ ও ভৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় নিস্নেহ অর্থাৎ রুক্ষাবয়ব, হইয়া থাকে।

ব্যায়ামজন্য শোষের লক্ষণ।

ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠ মেভিরেবসমন্বিতঃ।
লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা॥

ব্যায়াম জন্ত শোষরোগীর অঙ্গাদি শিথিল অত্যন্ত পরিমাণে হইয়া থাকে ও উরুঃক্ষত ব্যতীত উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

ব্রণশোষের লক্ষণ।

রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভি স্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষো স চাসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

কোন বিশেষ ক্ষতপ্রযুক্ত, রক্তস্রাব, বেদনা ও আহারযন্ত্রণাহেতু যে শোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্রণশোষ কহিয়া থাকে। এই শোষ রোগ অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উরঃক্ষতের ও উরঃক্ষত শোষের লক্ষণ।

ধনুষায়স্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুং।
যুদ্ধমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ।
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং চান্যং নিগৃহ্নতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্॥
অধীয়ানস্য বাতুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতোদ্রুতং।
মহানদীং বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাপি প্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা॥
স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ।
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে॥
প্রপীড্যতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রকম্পতে।
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে॥
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদোঽগ্নিবধস্তথা।
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতোবহুঃ॥
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধনুদ্বারা আয়াস ধনুরাকর্ষণ ও অতিশয় গুরুভার বহন করে এবং বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ করে, অতি উর্দ্ধস্থান হইতে পতিত হয় ও প্রধাবিত বৃষ, অশ্ব, বা অপর

দমনীয় জন্তুকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করে, শিলা প্রস্তরখণ্ড, কাষ্ঠ বা নির্ঘাতনামক অস্ত্র বিশেষের বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ, শত্রুতাড়ণ অতি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, দ্রুতবেগে বহুদূরে গমন, সন্তরণ দ্বারা বড় নদী অতিক্রম করা, ধাবমান ঘোটকে দৌড়ন, দূর হইতে লম্ফপ্রদান এবং শীঘ্র শীঘ্র নৃত্যকরা এই সমস্ত কারণ দ্বারা এবং অপরাপর কঠোর কর্ম্মসাধন জন্য অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গমকারী ও অতি রুক্ষাল্পভোজিব্যক্তির বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ বল, বীর্য্য, বর্ণ ও রুচি এবং জঠরাগ্নির হ্রাস হয়, জ্বর গাত্রবেদনা মনের দৈন্যতা ও মলভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। কাসের সহিত পচাদুর্গন্ধ, শ্যাব বা পীত বর্ণ, গ্রন্থিরূপ সরক্ত কফ নিয়ত,অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয়। উরঃক্ষতরোগে বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গমাদিদ্বারা শুক্র ও ওজক্ষয়হেতু উরঃক্ষত রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে।

উরঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ।

উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ ॥

উরঃক্ষতরোগীর বক্ষবেদনা রক্তবমন ও প্রবল কাস হয় এবং ক্ষয়েতে রক্তমূত্র, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশ বেদনাযুক্ত হয়।

উরঃক্ষতের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ।

অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
পরিসম্বৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্ত বর্জ্জয়েৎ ॥

রোগের অল্প লক্ষণ প্রকাশ হইলে জঠরাগ্নির দীপ্ততা থাকিলে ও রোগী বলবান হইলে নূতন উরঃক্ষত রোগ সাধ্য হয়। পরিসম্বৎসর অর্থাৎ অল্প সমস্ত লক্ষণ থাকিয়া একবৎসরের অধিক কালোৎপন্ন উরঃক্ষত রোগ যাপ্য ও সম্পূর্ণলক্ষণ বিশিষ্ট উরঃক্ষত রোগ অসাধ্য।

যক্ষ্মরোগচিকিৎসা।

শালিষষ্টিকগোধূমযবমুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্ ॥
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ ॥

এক বৎসরের শালিষষ্টিক ধান্য গোধূম, যব, মুগ, প্রভৃতি এবং সজ্জাঙ্গল পক্ষীর মাংস যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। পরন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যাঘ্র ও গৃধ্রাদির মাংস বিবিধ উপায়ে অর্থাৎ রোগীর অজ্ঞাতসারে পাক করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবেন। কারণ মাংসভোজী প্রাণীগণের মাংস অতিশয় বলকারী হইয়া থাকে।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনং।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্ ॥
শুদ্ধকোষ্ঠস্য যুঞ্জীত বিধিং বৃংহণদীপনম্ ॥

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মার আধিক্য হইলে রোগীকে স্বেদ প্রয়োগ ও স্নেহপান অর্থাৎ ঘৃতপান করাইয়া স্নিগ্ধদ্রব্য দ্বারা এরূপ ভাবে বমন ও বিরেচণ দ্রব্য প্রদান করিবে যেন রোগী কোন মতে দুর্ব্বল না হয়; এই প্রকারে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে বলকারক ও অগ্নেয় আহার ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবিতম্।
তস্মাদ্‌যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী ॥

বল শুক্রের অধীন, মলের অধীন জীবন, এই কারণে যক্ষ্মারোগীর মল এবং শুক্র অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং সিদ্ধমাজরসং পিবেৎ ॥
তেন ষড়্ বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ ॥

ছাগমাংস বারতোলা, পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা শুঁঠচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, যব দুই তোলা, কুলথ কলাই দুই তোলা, দাড়িম অর্দ্ধতোলা, আমলকী অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যে পরিমাণে হইবে তাহার আটগুণ

অর্থাৎ ১৪৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে; চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ঘৃতে সম্তলন পূর্ব্বক ক্ষয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তাহা সেবনে পীনস, শিরশূল, শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

রসে দ্রব্যাম্বুপেষাবং সূদশাস্ত্রবশাদিহ।
পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্।
মাংসস্ত ষটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে॥

মাংসরস প্রস্তুত বিষয়ে গ্রন্থকার চক্রপাণির মত এই যে ষড়ঙ্গজল প্রস্তুতের নিয়মানুসারে ঔষধ দ্রব্য ও জল গ্রহণ করিয়া উক্ত নিয়মানুসারেই জল প্রস্তুত করিবে। এবং মাংসের সম্বন্ধে সূদশাস্ত্রোক্ত এই নিয়ম অবলম্বিত হইতেছে; যথা গাঢ় মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে মাংস দ্বাদশপল অর্থাৎ ৯৬ তোলা এবং অত্যন্ত তরল মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে মাংসের পরিমাণ ৮ তোলা, এই নিয়মানুসারে মাংস গ্রহণ করিয়া পেষণ পূর্ব্বক বটীকা (অর্থাৎ বড়া) করিবে। তৎপরে পুনঃ পেষণ করিয়া উল্লিখিত নিয়মে পরিমিত জলের সহিত পাক করিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে।

ধন্যাকপিপ্পলীবিশ্বদশমূলীজলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূলজ্বরশ্বাসপীনসাদিনিবৃত্তয়ে॥

ধনিয়া, পিপুল, শুঁঠ, বেলছাল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শলিপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দ্রব্যগুলি সমস্ত মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহা সেবনে পার্শ্বশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, পীনস প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধামৃতাভীরুদশমূলীবলা বৃষাঃ।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ।

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শত মূলী, বেলছাল, শোনা গাম্ভারী, গোক্ষুর, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণি চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বাসক, কুড় ও আতুষ। এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে এবং দুগ্ধ ও মাংস রস পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবে, ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দশমূলবলারাস্নাপুষ্করসুরদারুনাগরৈঃ কথিতং।
পেয়ং পার্শ্বাংসশিরোরুক্ক্ষয়-
কাসাদিশান্তয়ে সলিলম্॥

বেলছাল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল গণিয়ারি শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, রাস্না কুড, দেবদারু ও শুঁট, এই সকল দ্রব্য মিলিত দুইতোলা, অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, এই ঔষধ পান করিলে পার্শ্ব, স্কন্ধ ও মস্তকবেদনা, ক্ষয়রোগ কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ককুভত্বক্ নাগবলাবানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি।
পক্বং ঘৃতমধুযুক্তং সমিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ আটতোলা, গোরক্ষ চাকুলের মূলের চূর্ণ আটতোলা, বানরীবীজচূর্ণ আটতোলা, চিনি আটতোলা, এই সকল পদার্থ একত্র পাক করিয়া গাঢ় করিবে। পরন্তু দুই তোলা ঘৃতে ভাজিয়া শীতল হইলে মধুমিশ্রিত করিয়া অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পায়রা, বাঁদর, ছাগ ও মৃগ, ইহাদিগের কোন একটী মাংসের চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ নিবারিত হয়।

গোরক্ষ চাকুলের মূলের চূর্ণ একআনা বা দুই আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

কাকজঙ্ঘার মূল, একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল, কিস্‌মিস ও চিনি একত্র পেষণ

করিয়া তাহাতে মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধা ও পিপুল, এই দুইটি দ্রব্য প্রত্যেক একতোলা করিয়া গ্রহণ করতঃ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চিনি ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে।

চিনি ও মধুর সহিত ঘৃত কিছুদিন প্রাতে সেবনে রোগ বিশেষে উপকার দর্শিয়া থাকে।

ক্ষয়রোগী দুগ্ধাশী হইয়া অসম পরিমাণ ঘৃত ও মধু একত্র কিছুদিন পান করিলে উহা পুষ্টিকারক হইয়া মহোপকার সাধিত করে।

সিতোপলাদিলেহ।

সিতোপলাতুগাক্ষীরীপিপ্পলীবহুলাত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
চূর্ণিতং প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনমল্পাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥
হস্তপাদাংসদাহেষু জ্বরে রক্তে তথোর্দ্ধগে॥

দারুচিনি একতোলা, ছোট এলাইচ, দুই তোলা, পিপুল চারিতোলা, বংশলোচন আট তোলা, এ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে এবং ষোলতোলা চিনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই চূর্ণ ঔষধ দুইআনা মাত্রায় মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয় অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পার্শ্বশূল, হস্তপদদাহ, জ্বর ও উর্দ্ধগ রক্তস্রাব প্রশমিত হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণ।

লবঙ্গককোলমুশীরচন্দনং নতং
সনীলোৎপলজীরকং সমম্।
ত্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং
কণা সবিশ্বা নলদং সহাম্বুদম্॥
অতীন্দ্রজাতীফলবংশলোচনা-
সিতাষ্টভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ॥
উরো বিবন্ধং তমকং গলগ্রহং
সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসারভগন্দরার্ব্বুদং
প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্॥

লবঙ্গ, কাকোলী, বেনারমূল, রক্তচন্দন, তগর পাদিকার মূল, নীলোৎপল, জীরা, ছোটএলাইচ পিপুল- অগুরু দারচিনি, নাগকেশর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী মুথা, অনন্তমূল, জাতীফল, বংশ লোচন, এই সকল পদার্থ ভিন্ন করিয়া চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে এবং চিনি আটতোলা। এ সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া উহার চারি আনা পরিমাণে দিবসে দুই তিন বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে আহারে রুচি, শরীরে দীপ্তি, অগ্নিও বলবৃদ্ধি এবং বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা, তমকশ্বাস, গলরোগ, কাস হিক্কা অরুচি, যক্ষ্মা, নানারোগ, গ্রহণী, অতিসার ভগন্দর অর্ব্বুদ, প্রমেহ জ্বর ও গুল্মরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তালীশাদিমোদক।

তালিশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যাষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
শ্বাসকাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগপ্লীহশোষজ্বরাপহম্।
ছর্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্গুড়িকাং চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকাং গ্রাহয়েত্তোকে শুভা বংশলোচনাম্॥

তালিশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তেলো, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দারচিনী অর্দ্ধ তোলা বংশলোচন ৫ তোলা, ছোট এলাইচ অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া যথোক্তপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে অতঃপর ৩২ তোলা ইক্ষুচিনী অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে থাকিবে; যখন দেখিবে যে উহা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে তখন উহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে, এবং হস্তদ্বারা লাড্ডুকবৎ মোদক প্রস্তুত করিয়া মৃৎপাত্রে বা কাচপাত্রে করিয়া রাখিয়া দিবে। এইস্থলে ইহা স্মরণ রাখা

আবশ্যক যে, যে পাত্রে মোদক রাখিবে তাহাতে যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, বায়ু লাগিলে গলিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এই ঔষধ চূর্ণরূপে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহা চারি আনা করিয়া দিবসে দুই কি তিন বার সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অরুচি, প্লীহা রোগ হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, ছর্দ্দি, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

শৃঙ্গাদিচূর্ণ।

শৃঙ্গার্জ্জুনাশ্বগন্ধানাগবলাপুষ্করাভয়াছিন্নরুহাঃ।
তালীশাদিসমেতা লেহ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং যক্ষ্মহরাঃ॥
মধুতাপ্যবিড়ঙ্গাশ্মজতুলৌহঘৃতাভয়াঃ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥

কাঁকড়া শৃঙ্গী, অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ চাকুলে, পুষ্কর মূল, অভাবে কুড় হরীতকী, গুলঞ্চ। এবং তালিশাদি চূর্ণোক্ত দ্রব্য সমস্ত। ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত দিবসে দুই তিনবার করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা কিছুদিন সেবিত হইলে যক্ষ্মারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বিন্ধ্যবাসিযোগ।

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি যে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোহয়ং লৌহরজোহন্বিতঃ॥
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, শতমূলী, হরীতকী, বহেড়া আমলকী, বেড়ালা, গোরক্ষ চাকুলে, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ এক তোলা, এবং সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহ ভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সায়ং কালে লেহন করিয়া সেবন করিলে রোগী সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ উরঃক্ষত, কণ্ঠ রোগ, অত্যুগ্র রাজযক্ষ্মা বাহুস্তম্ভ ও অর্দ্দিতরোগ অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্লয়েত্তাবৎ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ততঃ॥
জলকর্ণাককমাচীরসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গস্বরসেন বিভাবিতম্॥
চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডন্তু গুড়ীং স্বিন্নকলায়বৎ॥
কুর্য্যাদৌ শিবমভ্যর্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥

শোধিত পারা দুই তোলা, জয়ন্তীপাতার রসে ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গাঢ় করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অতঃপর জলকর্ণ (কর্ণাশোথ) ও কাকমাচির রসে ক্রমশঃ মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার সাতবার করিবে। অপর শোধিত গন্ধক ৮ তোলা ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত পারার সহিত উত্তম মিশ্রিত করিবে। পরে ষোল তোলা ছাগ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক কলাইয়ের ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা একটি করিয়া প্রতি দিন সেবন করিয়া মাংস যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়রোগ কাস, রক্ত পিত্ত, অরুচি প্রভৃতি শান্তি প্রাপ্ত হয়। এমন কি শত শত চিকিৎসক দ্বারা পরিত্যক্ত অম্লপিত্ত পীড়া এই ঔষধ সেবনে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এলাদিমন্থ।

এলাজমোদামলকাভয়াক্ষ
গায়ত্রীনিম্বাশন শালসারান্।
বিড়ঙ্গভল্লাতকচিত্রকাংশ্চ
কটুত্রিকাম্ভোদসুরাহ্বকাংশ্চ॥
পক্ত্বা জলে তেন পচেত্তু সর্পিঃ
তস্মিন্ সুসিদ্ধে ত্ববতারিতে হি।
ত্রিংশৎপলান্যত্র সিতোপলায়া
দদ্যাত্তুগাক্ষীরিপলানি ষট্ চ॥

প্রস্থে ঘৃতস্য দ্বিগুণঞ্চ দদ্যাৎ
ক্ষৌদ্রং ততো মর্দ্দিতং নিদধ্যাৎ।
পলং পলং প্রাতরতো লিহেচ্চ
পশ্চাৎ পিবেৎ ক্ষীরমতন্দ্রিতশ্চ॥
এতদ্ধি মেধ্যং পরমং পবিত্রং
চক্ষুষ্যমায়ুষ্যতমং তথৈব।
যক্ষ্মাণমাশু ব্যপহন্তি শূলং
পাণ্ড্বাময়ঞ্চাপি ভগন্দরঞ্চ॥
ন চাত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্জ্জনীয়ং
রসায়নঞ্চৈতদুপাস্যমানম্॥

ছোট এলাচি, যমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদির, নিমছালের সার, পীতশাল, ও শালের সার, বিড়ঙ্গের শাঁস, ভেলা, রক্ত চিতার মূল, মরিচ, পিপুল শুঁঠ, মুথা ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক সের, ষোড়শ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোড়ষাংশের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত জল দ্বারা ৪ সের ঘৃত পাক করিতে থাকিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়াত্রিশ পল চিনি, বংশলোচন ৪৮ তোলা এবং মধু ৮ সের মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিবে। এই ঔষধ চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবনান্তর বিশেষ সাবধানতার সহিত একমাত্র দুগ্ধ সেবন করিলে মেধা ও দর্শন শক্তির বৃদ্ধি, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ শূল এবং ভগন্দর অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়। এই ঔষধ প্রভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। এই ঔষধ সেবন করিতে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না।

সর্পিগুড়।

বলা বিদারী হ্রস্বা চ পঞ্চমূলী পুনর্নবা।
পঞ্চানাং ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শুঙ্গা মুষ্টাংশিকাঃ পৃথক্॥
এষাং কষায়ে দ্বিক্ষীরে বিদার্য্যাজরসাংশিকে।
জীবনীয়ৈঃ পচেৎ কর্ষৈরক্ষমাত্রৈর্ঘৃতাঢ়কম্।
সিতাপলানি পূতে চ শীতে দ্বাত্রিংশদাবপেৎ।
গোধূমপিপ্পলীবাংশী চূর্ণং শৃঙ্গাটকস্য চ॥
সমাক্ষিকং কৌড়বিকং তৎসর্ব্বং খজমূর্চ্ছিতম্।
স্ত্যানং সর্পিগুড়ান্ কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥
তান্ জগ্ধ্বা পলিকান্ ক্ষীরং মদ্যঞ্চানুপিবেৎ কফে।
শোষে কাসে ক্ষতক্ষীণে শ্রমস্ত্রীভারকর্ষিতে॥
রক্তনিষ্ঠীবনে তাপে পীনসে চোরসি স্থিতে।
শস্তাঃ পার্শ্বশিরঃশূলে ভেদেচ স্বরবর্ণয়োঃ॥
ক্বাথো ত্রয়োদশপলে দ্বব্যাৎ স্বতয়াজ্জলম্।
অষ্টগুণং ক্বাথসমৌ বিদার্য্যাম্বরসৌ পৃথক্॥
কেচিদ্ যথোক্তক্বাথো তু ক্বাথং ঘৃতং সমং জগুঃ॥

গব্য ঘৃত ১৬ সের। কাম্বার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে দুই তোলা ঘৃতে প্রদান করিবে। বেড়ালা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, স্বল্পপঞ্চ মূল (শালপানি, চাকুলে, বৃহতি কণ্টকারী ও গোক্ষুর) পুনর্ণবা পঞ্চক্ষীরী বৃক্ষের (বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুর, বৈতস,) শুষ্ক কুড়ি এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ষোল সের কাথজল উল্লিখিত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে থাকিবে, তদনন্তর ক্রমশঃ ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, গোদুগ্ধ ১৬ সের ও ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের এবং ছাগ মাংসের কাথ ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। এইরূপে পাকসমাধা হইলে ছাকিয়া তাহাতে চারিসের চিনি, এবং গোধূমচূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধসের এবং মধু অর্দ্ধসের দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই সর্পিগুড় ভূর্জ্জপত্র বেষ্টন করিয়া রাখিয়া দিবে। উক্ত ঔষধ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এক হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত এবং বালক অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিবে, এবং ঔষধ সেবনের পরক্ষণেই গরম দুগ্ধ কিম্বা মদ্য পান করা বিধেয়। এই ঔষধ কফরোগ মাত্রেই বিশেষতঃ ক্ষয়কাস ক্ষতক্ষীণ, রক্তবমন, পীনস, প্রভৃতি বিবিধপীড়া, এবং অতিরিক্ত মৈথুন, ভারবহণ ও পরিশ্রমজনা ক্ষীণতা, পার্শ্বশূল, শিরশূল, এবং স্বর ও বর্ণ সম্বন্ধীয় বিকারে বিশেষ প্রশস্ত।

চ্যবনপ্রাশ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাককাশ্মর্য্যঃ পাটলী বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতিদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গীতামলকীদ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু।
অভয়া সামৃতা ঋদ্ধিজীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্ণবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলীকাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চদদ্যাত্তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্ পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুষ্পলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলন্তথা॥
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥

মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বং
বপুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং
বলপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্যরূপং
বিভর্ত্তিরূপং নবযৌবনানাম্॥

সিতামৎস্যণ্ডিকালাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রায়োব্যবাং গতরসং ভবেৎ॥

বেলছাল, গনিয়ারিছাল, শ্যোনাকছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, বেড়ালা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, পিপুল, গোক্ষুর বৃহতি, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূমিআমলকী, কিস্‌মিস্, জবন্তী, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়), অগুরু হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, (অভাবে লোধকাষ্ঠ) জীবক ঋষভক (অভাবে দুই ভাগ অশ্বগন্ধা) শটী, মুথা, পুনর্ণবা, মেদ, (অভাবে কুড়) ছোট এলাইচ, নিলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমি কুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী, কেউয়া ঠুঁটী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা, এবং কাঁচা আমলকী পাঁচশত একত্রে ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিয়া যোল সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এস্থলে ইহা বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক যে আমলকী গুলি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া অপরাপর ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর আমলকীর পুটুলী স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিবে। এবং অপর পদার্থ গুলি বস্ত্রে ছাঁকিয়া ক্বাথ একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরে আমলকীর বীজ ও আঁটী পরিত্যাগ করিবে। তিল তৈল, ৪৮ তোলা এবং ঘৃত ৪৮ তোলা এই উভয় স্নেহ দ্রব্য একত্র একটি মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নির সন্তাপ দিয়া আমলকী গুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু ভর্জ্জন করিয়া লইবে। এইরূপ করা সমাধা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথজলে গুড়ের বাতাসা ছয় সের এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত আমলকীতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং সতর্কতার সহিত নাড়িবে যেন নিম্নে না ধরিয়া যায়। এই প্রকার পাক করিয়া যখন দেখিতে পাইবে যে লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তখন নামাইয়াই হউক, অথবা উনানের উপরেই হউক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির চূর্ণ গুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, এবং শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। চূর্ণ দ্রব্যসমূহ যথা বংশলোচন, ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা এবং দারুচিনি দুই তোলা, ছোট এলাচি দুই তোলা, তেজপত্র দুই তোলা, ও নাগকেশর দুই তোলা। এই চ্যবনপ্রাশ ঔষধি চারি আনা অথবা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে শরীরের পুষ্টীসাধন এবং শ্বাস ও কাস নাশক, বিশেষতঃ ক্ষতক্ষীণ ও বালকগণের অঙ্গবর্দ্ধক হইয়া উপকার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থল,

সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, পিপাসা, মূত্র ও শুক্রদোষনাশক, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিকারক, কান্তি এবং স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, বল এবং ইন্দ্রিয়শক্তিজনক, অগ্নিদীপক, বর্ণ প্রসাদক, বায়ুর অনুলোমকারী এবং রতিক্রিয়ার উদ্দীপক। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া আহারে বাধা বা অগ্নিমান্দ্য বোধ হইলে ঔষধের মাত্রা হ্রাস করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রভাবে জরাজীর্ণ চ্যবণঋষি পুনঃ নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

জীবন্ত্যাদিঘৃত।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীপুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাং।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি॥

গব্যঘৃত চারি সের, কল্ক দ্রব্য যথা জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইন্দ্রযব, শটী, কুড়, বৃহতি, গোক্ষুর, বেড়ালা, নীলোৎপল, ভূমি আমলা, বলালতা, দুরালভা, ও পিপুল, এই সকল কল্ক পদার্থ গুলি সমস্ত মিলিত একসের পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অল্প কুটিয়া ঘৃতে দিবে, এবং উহাতে যোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, পাক সিদ্ধির লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে নামাইয়া কিছু উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে একাদশ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মা রোগ অচীরে মুক্ত হইয়া থাকে।

পারাশর ঘৃত।

যষ্টিবলাগুড়ূচ্যল্পপঞ্চমূলীতুলাং পচেৎ।
শূর্পেঽপামষ্টভাগস্থে তত্র পাত্রং পচেৎ ঘৃতম্।

ধাত্রীবিদারীক্ষুরসে ত্রিপাত্রে পয়সোঽর্ম্মণে।
সুপিষ্টৈ র্জীবনীয়েশ্চ পারাশরমিদং ঘৃতম্॥
সক্ষৈব্যং রাজযক্ষ্মাণ মুখ্‌লয়তি শীলিতম্॥

ঘৃত যোল সের। বামুনহাটীর মূল, বেড়ালা, গুলঞ্চ, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী ও গোক্ষুর, এই পদার্থ সমস্ত মিলিত সাড়ে বার সের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট যোল সের জল থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ লইবে। অতঃপর উক্ত যোল সের ক্বাথ উল্লিখিত ঘৃতে প্রদান করিবে এবং জীবক ঋষভক, মেদ, মহা মেদ, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষনী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত চারি সের লইয়া অল্পপেষণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিবে। অতঃপর গোদুগ্ধ ৬৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের, ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের ও ইক্ষুরস ১৬ সের ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাক সমাধার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে একাদশ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বলাগর্ভ ঘৃত।

ত্রিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
প্রস্থদ্বয়ে মাংসরসস্য চৈকে।
কল্কং বলায়াঃ সুনিযোজ্য গর্ভং
সিদ্ধং পয়ঃ প্রস্থযুতং ঘৃতঞ্চ॥
গর্ম্মাভিঘাতোত্থিতযক্ষশূল
ক্ষতক্ষয়োৎ কাসহরং প্রদিষ্টম্॥

গব্য ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ যথা বেড়েলার মূল একসের, বেড়ালার মূল গুলি কুটিয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া আটসের জলের সহিত পাক করিবে। অতঃপর বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, চাকুলে

বৃহতি, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এ সমস্ত দ্রব্য সমস্ত মিলিত চারিসের গ্রহণ করিয়া পেষণ করিয়া ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং অবশিষ্ট ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত বাছিয়া ঐ কাথ জল ঘৃতে প্রদান করিবে। তদনন্তর ২ সের মাংস ১৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ ৪ সের থাকিতে ছাঁকিয়া কাথ লইবে। এই কাথ চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্যবহার করিলে সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত যক্ষ্মারোগ শূল, ক্ষতক্ষয় ও কাসরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৃহদ্বলাদি ঘৃত।

এলাশ্বদংষ্ট্রাবৃহতীকলসী ধাবনীস্থিরাম্।
নিম্বং পর্পটকং মুস্তং ত্রায়মানাং দুরালভাম্ ॥
কৃত্বা কষায়ং পেষ্যার্থং দদ্যাত্তামলকীং শটীম্।
দ্রাক্ষা পুষ্করমূলঞ্চ মেদামামলকানি চ ॥
ঘৃতং পয়শ্চ তৎসিদ্ধং সর্পিজ্বরহরং পরম্।
ক্ষয়কাসপ্রশমনং শিরঃপার্শ্বরুজাপহম্ ॥
চরকোদিতবালাদ্যাঘৃতামন্তরমুক্তিতঃ।
বদন্তীহ ঘৃতাৎ কাথং পয়শ্চদ্বিগুণং পৃথক্ ॥

গব্যঘৃত চারিসের। কল্কদ্রব্য যথা ভূমি আমলা, শটী, কিস্‌মিস্ কুড়, মেদ, আমলকী এই সমুদায় মিলিত একসের। এই সমস্ত দ্রব্য অল্প পরিমাণে পেষণ করিয়া কিছু জল দিয়া ঘৃত পাক করিবে। অতঃপর বেড়েলা, গোক্ষুর বৃহতী, চাকুলে, কণ্টকারী শাকুপালনী, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বলালতা ও দুরালভা, এই দ্রব্য গুলি সর্ব্বশুদ্ধ ৪ সের লইয়া ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আটসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ জল ঘৃতে প্রদান করিবে কাথ প্রায় শেষ হইলে পুনরায় ছাকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া আটসের গব্যদুগ্ধ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক ঘৃত পুনরায় পাক করিবে। অতঃপর পাকসমাধার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে জ্বর, ক্ষয়কাস, এবং মস্তকের ও পার্শ্বের বেদনা প্রভৃতি সমস্ত পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদিতৈল।

চন্দনাম্বুনখং বাপ্যং যষ্টীশৈলেয়পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতিকেশরম্ ॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্ ॥
ত্বগ্রেণু নালিকা চৈভিস্তৈলং মস্তচতুর্গুণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ ॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদ কৃত্যালক্ষ্মীবিনাশনম্।
আয়ুঃ পুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্ ॥
ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যেতু যক্ষ্মনুৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ। রক্তচন্দন, বালা, পদ্মনখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ মঞ্জিষ্ঠা সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, ছোটএলাইচ, খাট্টাসী, তেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুথা হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা অনন্তমূল, শ্যামালতা কট্‌কী, লবঙ্গ, অগুরু কুম্‌কুম্ দারচিনী, রেণুক ও নালুকা এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া পেষণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে। এবং তাহাতে ১৬ সের দধি দিয়া জ্বাল দিবে। দধিরমাত শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে পরে লাক্ষা ৩সের, জল ১৬ সের দিয়া জ্বাল দিয়া ৪ সের অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমতঃ লাক্ষাগুলি একটী বস্ত্রের পুট্টলি বাঁধিয়া পাকপাত্রে এরূপ নিয়মে ঝুলাইয়া দিবে যেন পাক পাত্রের নিম্ন দেশে না লাগে কিন্তু জলে ডুবিয়া থাকা আবশ্যক। এইরূপ নিয়মে লাক্ষার কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, অবশিষ্ট কাথ ৪ সের উক্ত তৈলে প্রদান করিয়া পুনরায় পাক করিবে এবং শেষপাকের সমস্ত লক্ষণ উদিত হইলে ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বল ও বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই চন্দনাদি তৈল ব্যবহারে

যক্ষ্মা, কাস, রক্তপিত্তরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ছাগ মাংস শর্করার সহিত ছাগদুগ্ধ এবং শর্করার সহিত ছাগঘৃত বিশেষ হিতকর। অপর ছাগলের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশননাদি হিতকর এই সমস্ত ক্রিয়ায় কৃষ্ণবর্ণ ছাগই প্রশস্ত।

বৃহদ্বাসাবলেহ।

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্বাসকস্য চ।
ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশচ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা॥
মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কণাচূর্ণং চতুঃপলম্।
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
মুরামাংসীমুশীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্।
ত্বগ্ ভার্গী বালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
স্নক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্বং লেহীভূতে বিনিক্ষিপেৎ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং জ্বরং শ্রীচানমেবচ।
বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ॥
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলমম্লপিত্তং বমিং তথা।
বৃহদ্বাসাবলেহোঽয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসক মূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২৫ পল, ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথে ২ সের চিনী মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। গাঢ় হইয়া আসিলে অভ্র ১ পল, পিপুল চূর্ণ ১ পল, কুড়, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক বামুনহাটী, বালা মুথা, ইহাদের প্রত্যেকর চূর্ণ ২ তোলা, গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রদান করিবে। পাক সমাধা হইলে অর্দ্ধসের ঘৃত দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু এক সের মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ বাল বৃদ্ধ, যুবা প্রভৃতি সকলকার পক্ষেই উপকারক। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। একতোলা হইতে আরম্ভ করিয়া দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রাবৃদ্ধি করিবে অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্রাও অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সমাকৃক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এবং দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে। আলতার জল দুইতোলা ও মধু ৪ মাষা একত্র করিলে রক্তবমন নিবারণ হইয়া থাকে।

যক্ষ্মান্তক লৌহ।

রাস্নাতালীশকর্পূরত্বক্‌কর্পূর্ণীশিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈ র্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্॥
বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ।

রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুনকুড়ি শিলাজতু শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরিতকী বহেড়া বিড়ঙ্গ মুথা, চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ সর্ব্বসমষ্টি লৌহভস্ম প্রভৃতি এই সমস্ত একত্র গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ সেবনে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি রোগ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং বর্ণ বল ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভি র্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগান্বিতং লৌহং সমং সিদ্ধ্রসান্বিতম্॥
ছাগীদুগ্ধেন, সংপিষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্তীয়ং ক্ষয়কেশরী॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরিতকী বহেড়া এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১ তোলা লৌহ ৯ তোলা, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ইহা সেবন করিলে ক্ষয়কাস রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারি লৌহ।

মধুতাপ্যাবিড়ঙ্গাশ্মজতুলৌহঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণ মত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতৈশিনা॥

স্বর্ণমাক্ষিক বিড়ঙ্গ শিলাজতু, হরিতকী চূর্ণ লৌহ এই সমস্ত সমভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন করিলে উগ্রযক্ষ্মা নিবারিত হয়।

কল্যাণসুন্দরাভ্র।

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটিতৈঃ সুজীর্ণং।
ধাত্রীপয়োদবৃহতী শতমূলিকেক্ষু।
বিল্বাগ্নিমন্থজলবাসককণ্টকারী
শ্যোনাকপাটলিবলাশ্চ রসৈ রমীষাম্॥
সংমর্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশস্ত
গুঞ্জাসমঃ সুবলিতঃ বটিকা কৃতাপি।
যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষবলাসপিত্তং
শ্বাসং সমীরমরুচিং সকলাঙ্গসাদং॥
শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দশূলং
মেহং জ্বরং [illegible]।
কার্শ্যং ক্রিমিং বলবিনাশন মগ্নিসাদং
প্লীহাময়ং সহ হলীমককামলাঞ্চ॥
তৃষ্ণাম্লবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
হিক্কোৎকটকর্ণনয়নাস্যশিরোগদাংশ্চ।
মূর্চ্ছাং বমিং বিষমতাং [illegible]
কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুরূপাম্॥
মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং
নাশায় যক্ষ্মনিবহে কথিতং হরেণ॥

অভ্রভস্ম ৮ তোলা, আমলা, মুতা, বৃহতী শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারিপত্র, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী, শোনা, পারুল, বেড়ালা ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমিত রসে কিম্বা ক্বাথে ভিন্ন ভিন্ন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অনুপানবিবেচনায় প্রয়োগ করিবে ইহা সেবনে যক্ষ্মা, ক্ষয় ও স্বর ভঙ্গাদি যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

মৃগাঙ্করস।

সূতান্নেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণংততঃ।
গন্ধকস্য সমং তেন রসপাদশ্চ টঙ্কনম্॥
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন চ শোষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈ র্ভক্ষয়েদ্ ভিষক্॥
পিপ্পলীদশকৈ র্বাথ মধুনা লেহয়েদ্ বুধঃ।
পথ্যং সুলঘুমাংসেন প্রাণশোষস্য প্রযোজয়েৎ।
দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্বৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ॥
বৃন্তাকং তৈলবিল্বাদি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥

পারা ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ মাষা এই সমস্ত কাঁজিতে পেষণ করিয়া লড্ডুকবৎ করিবে। তদনন্তর উহা রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া মৃগামধ্যে স্থাপিত করিয়া লবণ যন্ত্রে পাক করিবে। ৪ রতি পরিমাণ মরিচ কিম্বা পিপুলের গুড়া মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিবে। লঘুমাংসের যূষ, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্বব্যঞ্জনাদি যক্ষ্মারোগক্রান্ত ব্যক্তিকে পথ্যব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিবে। এবং অধিক ক্ষারদ্রব্য বেগুণ, তৈল উচ্ছে, বেল, প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে দিবে না। স্ত্রীসংসর্গ এক-কালীন নিষিদ্ধ এবং ক্রোধ করিবেন না।

রাজমৃগাঙ্করস।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃতভাম্রস্য ভাগৈকং শিলতালকগন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং তত্রাপ্যেকীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
বরাটীঃ পূরয়েত্তেন ছাগীক্ষীরেণ টঙ্কনং॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্‌ভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জং ক্ষয়াপহম্।
দশপিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্ম্মরিচৈকোনবিংশতিঃ॥
সঘৃতৈর্দাপয়েদ্ বাতপিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে॥

পারা ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পুরিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সোহাগা পেষণ করিয়া ঐ সমস্ত কড়ির মুখবন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপিত ও ভাণ্ডের মুখবন্ধ করিয়া

লেপন করিবে। অতঃপর ঐ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে, উহা শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণিত করিয়া লইবে। ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিবে। পিপুল কিম্বা মরিচের গুঁড়ার সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্থাৎ একাদশ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মহামৃগাঙ্করস।

শিরুধ ভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্।
ত্রিগুণং ভস্ম মুক্তানাং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্॥
মৃততাপ্যস্য পঞ্চাংশং দদ্যাদত্র ভিষক্ সুধীঃ।
সপ্তভাগং প্রবালস্য রসতুল্যঞ্চ টঙ্কনম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং লুঙ্গবারিণা।
তৎ ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে॥
লবণৈঃ পাত্র মাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ॥
তন্মুখঞ্চ মুদা রুদ্ধা পচেৎ যামচতুষ্টয়ম্।
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্ব্বভাগিকম্॥
বজ্রঞ্চ তদভাবেতু বৈক্রান্তং তৎসমাংশিকম্।
মহামৃগাঙ্ক খলু সিদ্ধ এষ
শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্।
বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ
সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ॥
অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়প্রদোদিতাঃ।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং পূর্ববিরোধি যৎ॥
যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং
মন্দাগ্নিং স্বরভেদকাসমরুচিং বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমম্।
অষ্টাবেব মহাগদান্ গলগদান্ পাণ্ডাময়ং কামলাং
পিত্তার্তিং সমনগ্রহান্ বহুবিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ॥

স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, রসসিন্দুর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, এই সমস্ত গোঁড়ানেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করতঃ গোলাকার করিবে, এই গোলাকার প্রখর রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া মূষা মধ্যে লবণ যন্ত্রে ৪ প্রহরকাল পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ উঠাইয়া লইয়া তাহার সহিত বৈক্রান্ত একভাগ মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে ঔষধের পরিমান ২ রতি মরিচ কিম্বা পিপুলের গুড়া ও মধু অনুপানে ঔষধ সেবনকরিবে। এই ঔষধ সেবনের সময়ে ঘৃতপক্কাদি বলকারক দ্রব্য আহার করা বিধেয় এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধানানুসারে নিয়ম পালন করিতে হয়। ইহা সেবনে যক্ষ্মা স্বরভেদ, ক্ষয়কাস, উরঃক্ষত প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রত্নগর্ভপোট্টলীরস।

রসং বজ্রং হেমতারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্॥
শঙ্খঞ্চ তুল্যাতুল্যাংশং সপ্তাহং চার্দ্রকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ॥
টঙ্কনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তন্মুখং লেপয়েৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুধ্যাথ সম্যক্ গজপুটে পচেৎ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্তভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
যক্ষ্মারোগং হিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্মরিচৈস্তথা।
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে॥
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ।
বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠমেহোদরভগন্দরাঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

রসসিন্দুর হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খভস্ম, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করতঃ কড়ির মধ্যে স্থাপিত করিবে। এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা ও আকন্দর আটা একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখবন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া ভাণ্ড আবৃত ও ভাণ্ডের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া যথা নিয়মানুসারে গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে ঔষধ উঠাইয়া লইয়া ঔষধ চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার পত্ররসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া ৪ রতি পরিমাণে মধু মরিচ ও পিপুলের গুড়ার সহিত এই ঔষধসেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জরাদি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। মহারোগ যথা—বাত-ব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ ভগন্দর

অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটি পীড়াকে পণ্ডিতেরা মহারোগ কহিয়া থাকেন।

কাঞ্চনাভ্ররস।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমভস্ম তারং কস্তুরী চ মনঃশিলা॥
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ।
নানারোগপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমুদ্ভবম্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমন্বিতম্॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সদা এবহি।
বলবৃদ্ধিং বীর্য্যবৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ॥
কাঞ্চনস্য সমা কান্তির্মদনস্য সমং বপুঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ॥

স্বর্ণ ভস্ম, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, মৃগনাভি, মন ছাল, সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে, ইহা সেবনে, ক্ষয়কাস জ্বর ও বিবিধ পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

চূড়ামণিরস।

দ্বিনিষ্কং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং হেমজারিতম্।
নিষ্কদ্বয়ং গন্ধকঞ্চ মর্দ্দয়েচ্চিত্রাকদ্রবৈঃ॥
কুমারিকাদ্রবৈর্যামং ছাগদুগ্ধৈস্ত্রিযামকম্।
মুক্তাবিদ্রুমবঙ্গানাং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ॥
গোলকং পূরয়েদ্ ভাণ্ডে রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম॥
মধুনা ক্ষয়রোগঘ্নং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।
অজাম্বুক্ষীরম্পিবেৎ শর্করামধুসংযুতম্॥

রস সিন্দুর এক তোলা, স্বর্ণ আদতোলা, গন্ধক এক তোলা, এই সকল দ্রব্য চিতারসে ও ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর ও ছাগদুগ্ধে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত মুক্তা প্রবাল বঙ্গ প্রত্যেক আদতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে। ঐ চক্র সমস্ত বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উঠাইয়া লইবে, মধু ও ছাগ ঘৃত অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর কাস ক্ষয়রোগ যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

রাজযক্ষ্মা ও কাসরোগের পথ্যাপথ্য।

যক্ষ্মারোগে শ্লেষ্মপ্রধান থাকিলে, এবং পিত্তাধিক্য থাকিলে অবস্থাবিশেষে বিরেচন করান বিধেয়। এবং ঈষৎ স্বেদ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, আর যে সমস্ত ক্রিয়া দৌর্ব্বল্যজনক নহে তাহা করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে যক্ষ্মারোগীর বল শুক্রাধীন ও জীবন মলায়ত্ত, অতএব, সর্ব্বতোভাবে যক্ষ্মারোগীর মল ও শুক্র যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। তবে বিরেচন ক্রিয়া কি প্রকারে বিহিত হইতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর এই যদি ও যক্ষ্মারোগে বিরেচন সর্ব্বাংশে নিষেধ আছে কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে মৃদু বিরেচক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রাতে ময়দার অথবা সুজিররুটী, মাংসাদির যূষ, পাটাল, ডুমুর, মোচা, অল্প পরিমাণে আলু, প্রভৃতির তরকারী। রাত্রিতে ক্ষুধা থাকিলে এবং সহ্য হইলে এই প্রকার করিতে পারেন। অল্প দুগ্ধ খাইতে পারেন। কিন্তু মাংসের সহিত দুগ্ধ ব্যবহার অতীব অহিতকর। মাংস যে বেলায় খাইবেন সেবেলা দুগ্ধ না খাইয়া অপর সময় দুগ্ধ খাইবেন। যদি অধিক রক্ত নিঃসরণ হয় তাহা হইলে রুটী বন্ধ করিয়া দুগ্ধ সাগু প্রভৃতি পথ্য করিবেন। ঘৃতপক্ব তরকারী ব্যতীত তৈলপাকের কোন দ্রব্যই খাইবেন না। খর্জ্জুর দাড়িম পানিফল, কিস্‌মিস্ ছোলার দাউল, মুগের ডাউলের যূষ, ছোলার ডাউলের বেশমের প্রস্তুত কোন মিষ্টান্ন খাইতে পারেন। মৎস্য, দধি, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, কুষ্মাণ্ড, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অধিক ভ্রমণ, ধূমপান, ব্যায়াম, অধিক চীৎকার, স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি এককালীন পরিবর্জ্জনীয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

কাসরোগ।

কাসরোগের নিদান।

ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব
ব্যায়ামরূক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য
বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো
মুনিষিভিঃ কাসঃ ইতি প্রদিষ্টঃ॥

মুখ ও নাসিকামধ্যে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, অত্যন্ত পরিশ্রম, রূক্ষান্ন আহার, ভুক্ত দ্রব্যের অযথা পথে গতি মল মূত্রাদির ও হাঁচির বেগ ধারণ ইত্যাদি কারণ দ্বারা দূষিত প্রাণবায়ু উদান বায়ুর অনুগত হইয়া ভগ্নকাংস্যের শব্দ-সদৃশ শব্দ হইয়া যে সহসা মুখ হইতে নির্গত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে কাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কাসের সংখ্যা।

পঞ্চকাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরং॥

বায়ু, পিত্ত, কফ, ক্ষত, ও ক্ষয়কাস, এই পাঁচ প্রকার কিন্তু সমস্ত কাসই অচিকিৎসিত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্ষয় রোগে পরিণত হয়।

কাসরোগের পূর্ব্বরূপ।

পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গলা ও মুখে শুঁয়া কাঁটার ন্যায় এবং কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা চুলকায় ভুক্ত দ্রব্যের অবরোধ হইয়া থাকে।

বাতকাসের লক্ষণ।

হৃচ্ছঙ্খপার্শ্বোদরমূর্দ্ধশূলী
ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ।
প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন
ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব॥

বাতজ কাসরোগে হৃদয়, শঙ্খ, পার্শ্বদেশে, উদর, ও মূর্দ্ধদেশে বেদনা উপস্থিত হয় মুখম্লান এবং বল স্বর ও ওজধাতুর ক্ষয় হয়, সর্ব্বদা, কাসবেগ, স্বর ভাঙ্গিয়া যায় এবং শুষ্ককাসি হইয়া থাকে।

পিত্তজকাসের লক্ষণ।

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈ-
রভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি
কাসেৎ সপাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

পিত্তজ কাসে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দাহ, জ্বর মুখশোষজন্য রোগী অত্যন্ত কাতর হয়, মুখ তিক্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয় এবং পীতবর্ণ বমন করিয়া থাকে, কটুরস কাসি উঠে, এবং সর্ব্বদা গাত্র দাহ এবং পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

শ্লৈষ্মিককাসের লক্ষণ।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্
শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্গৌরবকণ্ডুযুক্তঃ
কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন॥

শ্লেষ্মজ কাস রোগে রোগীর মুখে সর্ব্বদা শ্লেষ্ম জড়াইয়া থাকে, রোগী অবসন্ন থাকে, এবং শিরঃবেদনায় কাতর হয়, উদর শরীর কফে পরিপূর্ণ হয় অরুচি হয় ও শরীর ভারবোধ হয়, গলা সর্ব্বদা চুলকায় এবং অতিশয় কাস হয় ও ঘন শ্লেষ্মা উঠে।

উরঃক্ষতকাসের সংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

অতিব্যায়ামভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাচরেৎ॥

অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, অত্যন্ত ভারবহণ, অধিক ভ্রমণ, যুদ্ধ, অশ্ব, গজনিগ্রহ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক ধারণ, এই সমস্ত কারণে শরীর রুক্ষভূত ও বক্ষঃস্থল অর্থাৎ ফুস্ ফুস্ ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করতঃ কাসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

উরঃক্ষতের লক্ষণ।

স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতং।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভি স্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোত্থিতাৎ॥

এই উরঃক্ষত কাসরোগে প্রথমত শ্লেষ্মহীন, শুষ্ককাস, তদনন্তর রক্তের সহিত শ্লেষ্ম নিষ্ঠীবন এবং কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্বেদনা, তীক্ষ্ণ সূচীভেদবৎ যাতনা ও শূলনিখাবৎ অত্যন্ত অসহনীয় কষ্ট অনুভব হয়। এবং পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ভঙ্গবৎ পীড়াদায়ক শূলযাতনা উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন, সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা জ্বর, কাস শ্বাস, তৃষ্ণা, ও স্বরভঙ্গ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাসিবার সময়ে পারাবৎ কূজনের (পায়রার ডাকের) ন্যায় শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষয়কাসের নিদান ও লক্ষণ।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়োমলাঃ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদং।
সগাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্ প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু
প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়ং॥
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং
চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি॥

অতিরিক্ত পরিমাণে আহার, অতিশয় স্ত্রী সংসর্গ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আহারাভাবে আত্মাধিকার শোককরণ ইত্যাদি; এই সমস্ত কারণে পাচকাগ্নি বিকৃত হইয়া দেহক্ষয়কারী ক্ষয়কাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেই ক্ষয় কাস-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রবেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ এবং বলক্ষয় হইয়া প্রথমে শুষ্ককাস হয় তৎপশ্চাৎ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ মাংস হইয়া পূযের সহিত রক্ত নিষ্ঠীবন করিয়া থাকে চিকিৎসকেরা এইরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয় কাসকে অতীব দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া থাকেন।

ক্ষয়কাসের সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য লক্ষণ।

ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ॥
এবং ক্ষতোত্থিতঃ ক্ষীণানা মসাধ্যঃ।
বলবতাং সাধ্যো যাপ্যো বা স্যাৎ।
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্রীন্ পূর্ব্বান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্
পথ্যৈর্যাপ্যাংস্তু যাপয়েৎ॥

ক্ষয়কাস, এবং উরুক্ষত কাস, ক্ষীণ ব্যক্তিদের দেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু রোগীর বল থাকিলে উভয়ই সাধ্য কিম্বা যাপ্য হইতে পারে। কিন্তু এই উভয় বিধ কাস যদি নূতন হয় এবং সৌভাগ্য বশতঃ সৎবৈদ্য, উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত পরিচারক থাকে এবং রোগী যদি সত্যবচনাদি বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে কদাচিৎ রোগের সফল দেখা যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের জরানিবন্ধন প্রযুক্ত যে কাস হয় তাহাকে জরাকাস কহে। সর্ব্ববিধ জরাকাসই যাপ্য হইয়া থাকে। বাতজ, পিত্তজ, ও শ্লেষ্মজ কাস, সাধ্য ভাবাপন্ন হইলে সুচিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করিবে। নচেৎ

উপেক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে যাপ্য ও অসাধ্য হইয়া উঠে।

কাসরোগের চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাস সমুদস্যতি॥

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল পারুলীর ছাল, গণিয়ারির ছাল এই দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চারি আনা পরিমাণ পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া মাংসরসের সহিত অন্নভোজী ব্যক্তি পান করিলে বাতজকাস নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

শৃঙ্গীশটীকণাভার্গী গুড়বারিদযাসকৈঃ।
সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ॥

কাকরাশৃঙ্গী, শটী, পিপুল, বামুনহাটীর মূল, পুরাতন গুড়, মুথা, ও দুরালভা এই গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ইহা চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে অত্যন্ত প্রবল বাতজ কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুঁঠ, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী, কিস্‌মিস্ শটী ও চিনি, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঐ চূর্ণদ্রব্য ও কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈল সংযুক্ত করিয়া উভয়ে মিশ্রিত করত রোগীকে অবলেহ করিয়া সেবন করিতে দিলে বাতকাস নিবারণ হইয়া থাকে।

বামনহাটীর মূল, কিস্‌মিস্ শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও শুঁঠ, এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে চূর্ণ করত চারি আনা পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের ও তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতজ কাসিতে প্রয়োগ করিলে অচীরে কাসি প্রশমিত হয়।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্॥

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়াহিতাঃ॥

পিত্তজকাসরোগে কফের তরুণাবস্থায় চিকিৎসক মধুর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তেউড়ী চূর্ণ এবং গাঢ় কফে তিক্তদ্রব্য মিশ্রিত তেউড়ী চূর্ণ রোগীকে সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত দোষ নির্গত করিয়া ফেলিবেন, অতঃপর জীবক ঋষভক, মেদ, মহামেদ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ জলে জাঙ্গলজন্তুর মাংস আটতোলা অথবা ১৬ তোলা দিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই মাংস যুষের সহিত শ্যামাক বা যব বা কোদ্রব ধান্যের অন্ন আহার করিতে দিবে। এবং মুগ প্রভৃতি দাউলের যুষ ও তিক্তশাকের সহযোগে শ্যামা প্রভৃতি ধান্যের অন্ন ও প্রদান করা যাইতে পারে। বেড়ালা, বৃহতী, কন্টকারী, বাসক ও কিস্‌মিস্, এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুইতোলা, লইয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনী ও মধু মিশ্রিত করিয়া কাসরোগীকে পান করিতে দিবে, ইহা সেবনে পিত্তজনিত কাস নিবারিত হয়।

কুশ, কেশে, শর, দর্ভ ও ইক্ষু ইহাদিগের মূল এবং পিপুল ও কিস্‌মিস্ এই দ্রব্যগুলির সমস্ত মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুইসের থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া কাথ লইবে। তদনন্তর ঐ কাথজলের সহিত দুগ্ধ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, জলীয়াংশ শেষ হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পিত্তজকাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে

পান করিতে দিবে ; ইহা সেবনে পিত্তজকাস অচীরে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

> বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনাম্।
> যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥
> পিপ্পলীক্ষারকৈর্য়ূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ।
> লঘূন্যান্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ॥

চিকিৎসক প্রথমত কফকাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বমন বিরেচনাদি করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া দিবেন। তদনন্তর কফনাশক কটু রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যাদির দ্বারা যবের মণ্ড প্রভৃতি রোগীর আহারার্থ ব্যবস্থা করিবেন। পশ্চাৎ পিপুল ও যবক্ষারযুক্ত কুলথের বা মূলকের যূষ অথবা কটু দ্রব্যযুক্ত মাংসরসের সহিত লঘুঅন্ন আহার করিতে দিবেন। এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে দুগ্ধ বা ঘৃতাদি কফজনক বস্তু, অতএব কাসরোগে কখনই দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য শ্লেষ্মবর্দ্ধকগুণ থাকায় বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

কুড়, কট্‌ফল, বামনহাটী, শুঁঠ ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি মিলিত দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইবে। উক্ত ক্বাথ প্রাতঃকালে একছটাক ও বৈকালে একছটাক কিঞ্চিৎ মধুসহযোগে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে শ্লেষ্মজকাস, শ্বাস ও বক্ষস্থলের বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে,

নবাঙ্গযুষ।

> মুদ্গামলকাভ্যাং যবদাড়িমাভ্যাং কর্কন্ধুনা মূলকশুণ্ঠকেন।
> শুণ্ঠীকণাভ্যাঞ্চ কুলত্থকেনাথ যো নবাঙ্গং কফরোগহন্তা॥

যব, আমলকী, দাড়ীমফল, কুল, মূলক ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বসমেৎ দুইতোলা পরিমাণ হইবে। চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা মুগ ও কুলথের যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে কফজ কাসরোগ নষ্ট করে।

দশমূলীকষায়।

> পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
> পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ॥

বিল্ব, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মজাত পার্শ্বশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

> কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃসকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।
> বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্॥
> স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্য বিধারিতম্॥

কণ্টকারী দুইতোলা, অল্প কুট্টিত করিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত ক্বাথ-জলে পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিতকী, ঘৃতাক্ত করিয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন করতঃ ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে যে পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে অভ্যন্তরস্থ হরীতকী সুসিদ্ধ হয়। এই প্রকার হরীতকী বীজ, ছাড়াইয়া মুখে ধারণ করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, লাক্ষা, সমভাগে লইবে। এবং উহাদের একভাগের দ্বিগুণ বংশলোচন; অর্থাৎ পিপুল হইতে বংশলোচন পর্য্যন্ত যে পরিমাণ সর্ব্বসমেৎ চূর্ণ হইবে। তাহার দ্বিগুণ চিনী উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারিআনা মাত্রায় মধু

সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাস প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

পিপুল পদ্মকাষ্ট, লাক্ষা ও পক্ববৃহতী ফল, এই দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে কাস ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিতকী মুথা ও শুঁঠ এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে, পরে ঐ সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষুগুড়ের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে অর্থাৎ চুষিয়া ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত প্রবল কাশ শ্বাস, অনতিবিলম্বে নিবারিত হয়।

মরিচাদিচূর্ণ।

কর্ষার্দ্ধমথোপলং পলদ্বয়মথার্দ্ধকর্ষঞ্চ।
মরিচস্য পিপ্পলীনাঃ দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্॥
সর্ব্বোষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিবর্জ্জিতাঃ
অপিপূযং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদমৌষধং পথ্যম্॥

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ তোলা, গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া একসিকি কিম্বা তদপেক্ষা কিছু অল্প মাত্রায় সেবন করিলে কাসরোগে প্রশমিত হইয়া থাকে। এমন কি যে কাসরোগ অন্যান্য সমস্ত ঔষধ ফলপ্রদ না হওয়ায় চিকিৎসকগণ রোগীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই রোগে ও এই মরিচাদিচূর্ণ মহোপকার সাধন করিয়াছে।

সমশর্করাচূর্ণ।

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং
ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষযুগ্মনমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ
পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য
রোগা বিনাশাগুবলাধিকত্বাৎ।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্॥

লবঙ্গচূর্ণ ২ তোলা, জাতীফল চূর্ণ ২ তোলা পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, এই সকল চূর্ণ পদার্থের সর্ব্বসমান চিনি একত্র উহাদের সহিত মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ দিবসে ২।৩ বার করিয়া সেবন করিবে। এই প্রকারে এই ঔষধ কিছু দিন সেবিত হইলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি বিদূরীত হয়।

ব্যোষান্দিকাগুড়িকা।

তালিশপত্র, রক্তচিতারমূল, যমানী, চৈ, অম্ল, বেতস্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ; তেজপত্র, দারচিনী, ছোটএলাইচ, এই তিনটি দ্রব্যের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের চূর্ণের চারিভাগের একভাগ লইয়া উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ সেবনে, কাস, শ্বাস, অরুচী, পীনসরোগ, কফরোগ এবং গ্রহণী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

অর্কজ্জ্বশীলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্।
চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমস্ত যোগবিৎ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বুলং পিবেদ্ দুগ্ধমথাম্বুনা।
কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি শান্তিমাশু নংশয়ঃ॥

আকন্দেরছাল ১ ভাগ, মনছাল ১ ভাগ, ত্রিকটু অর্দ্ধভাগ, এই সমস্ত চর্ণ একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূমপানান্তে তাম্বুল ভক্ষণ ও সজল দুগ্ধ পান করিলে পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মরিচ, মনছাল ও আকন্দেরছাল আকন্দের আটার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া যথা নিয়ম পূর্ব্বক তাহার ধূম গ্রহণ করিলে কাসরোগ প্রমমিত হয়।

দশমূলঘৃত।

ঘৃত ৪ চারিসের। কল্কদ্রব্য যথা, বামুনহাটীর মূল একসের, উহার মূলগুলি উত্তম কুট্টিত

করিয়া চারিসের জল দিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিবে, পরে দশমূল চারিসের ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঐ ক্বাথ জল ঘৃতে প্রদান করিবে। উক্ত ক্বাথসহ ঘৃতের শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ঘৃতমধ্যস্থ সিটে বাদ দিবে, তদ্‌পশ্চাৎ কুক্কুটমাংস দুইসের এবং, তিত্তিরির মাংস দুইসের এই উভয় মাংস ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে ঘৃতের পাককার্য্য সমাধা হইলে অর্থাৎ শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ উদিত হইলে ঘৃত নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা মাত্রায় অথবা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বায়ু-কফজনিত কাসরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলাদি ঘৃত।

দশমূলাঢ়কে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশটীবিল্বসুরসব্যোষহিঙ্গুভিঃ॥
পেয়ানুপানং তৎপেয়ং কাসে বাতকফাদিকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ॥

ঘৃত চারিসের, কল্কদ্রব্য যথা, কুড়, শটী, বেল-শুঁঠ, তুলসী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও হিঙ্গু, এই দ্রব্যগুলি সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া চারিসের জলের সহিত ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতেথাকিবে এবং দশমূল আটসের লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। অল্প জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তখন নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে একবার করিয়া পেযার সহিত অনুপানে সেবন করিলে বাত ও কফজনিত কাস, আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং বাতশ্লেষ্ম-জনিত কাসরোগ প্রশমিত হয়। এই ঘৃত কফ বাতজনিত শ্বাসরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশমূলষট্‌পল ঘৃত।

দশমূলীচতুঃ প্রস্থে রসে প্রস্থোন্মিতং হবিঃ।
সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু কল্কিতং সাধু সাধিতং॥
কাসহৃৎপার্শ্বশূলঘ্নং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্।
কল্কং ষট্‌পলমেবাত্র গ্রাহয়ন্তি ভিষগ্বরাঃ॥

ঘৃত ৪ চারিসের, কল্কদ্রব্য, পিপুল, পিপুলের মূল চৈ, চিতা ও শুঁঠ, যবক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একপল গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া চারিসের জলসহ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। অতঃপর আটসের দশমূলে ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। এইরূপে জ্বাল দিয়া ক্বাথাংশ প্রায় শেষ হইয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। এইরূপ করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কাস, হৃদয় ও পার্শ্বশূল, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়া আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণ্টকারী ঘৃত।

ঘৃতং রাস্নাবলা ব্যোষশ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্।
কণ্টকারীরসে সর্পিঃ পঞ্চকাসনিসূদনম্॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কদ্রব্য, রাস্না, বেড়ালা মরিচ, শুঁঠ, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে পরে কণ্টকারীর রস ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। কণ্টকারীর রস তিন চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। এবং শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে পঞ্চ প্রকার কাসরোগ একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃহৎকণ্টকারী ঘৃত।

সপত্রমূলশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যারসাঢ়কে।
ঘৃতং প্রস্থং বলাব্যোষবিড়ঙ্গশটীচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষারবিল্বামলকপুষ্করৈঃ।
বৃশ্চীরবৃহতীপথ্যাযমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ॥
দ্রাক্ষাপুনর্ণবাচব্যধম্বযাসাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গীরাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তু সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসেচ শস্যতে।
কণ্টকারীঘৃতং সিদ্ধং কফব্যাধিবিনাশনম্॥

ঘৃত চারি সের কল্কদ্রব্য যথা,—বেড়ালা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, শটী, রক্তচিতার মূল, সৌর্ব্বল লবণ, যবক্ষার, বেলশুঁঠ আমলকী কুড়, শ্বেত পুনর্ণবা, বৃহতি, হরীতকী যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, কিস্‌মিস্, পুনর্ণবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ভুমি আমলকী, বামুন হাটী, ও গোক্ষুর, এই সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া চারি সের জল ঘৃতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং কণ্টকারীর রস আট সের উহাতে প্রদান পূর্ব্বক পাক করিবে, এই রূপে পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কসিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, এবং পুনরায় জ্বাল দিয়া পাক করিতে করিতে যখন শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস এবং কফ জনিত সর্ব্ব প্রকার পীড়া উপশমিত হয়।

রাস্নাদি ঘৃত।

দ্রোণেঽম্ভসঃ সাধয়েদ্রাস্নাং দশমূলীং শতাবরীম্।
পলিকান্ মাষিকাংশাংশ্চৈব কুলত্থান্ বদরান্ যবান্॥
তুলার্দ্ধং চাজমাংসস্য পাদশেষেণ তেন চ।
ঘৃতাঢ়কং সমক্ষীরং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ॥
সিদ্ধং তদশভিঃ কল্কৈ র্নস্যপানানুবাসনৈঃ।
সমীক্ষ্য বাতরোগেষু যথাবহং প্রযোজয়েৎ॥
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ সপ্লীহোর্দ্ধানিলং জয়েৎ॥

ঘৃত ষোল সের। কল্কার্থ যথা জীবক একপল, ঋষভক একপল, মেদ একপল' মহামেদ একপল, কাকোলী একপল, মুগানী, একপল, মাষানী একপল, জীবন্তী একপল, ও যষ্টি মধু একপল, এই দ্রব্য সকল অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃত মধ্যে প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ রাস্না একপল, দশ মূল প্রত্যেক একপল, শতমূলী একপল, কলথকলাই ৮ আটপল, যব আটপল বদরী ফল আটপল, ক্লীনপুংসক ছাগের মাংস ছয় সের এক পোয়া, এই সমস্ত পদার্থ ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চতুরাংশের এক অংশ অর্থাৎ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ জল ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, এইরূপে জ্বাল দিয়া জলীয়াংশ নিঃশোষিত হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃতে গব্য দুগ্ধ ষোল সের প্রদান করিয়া পুনঃ পাক করিবে, এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে, এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পাক করিলে পঞ্চবিধ কাস, পার্শ্ব শূল প্রভৃতি পীড়া নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

অগস্ত্যহরীতকী।

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকান॥
ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতঞ্চৈকং জলপঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥

যবৈঃ সিদ্ধৈঃ কষায়েণ পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেদ্গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ।
তিলাৎ যে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ।
তদ্বলীপলিতং হন্যাৎ বর্ণায় বলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাং সবিষমজ্বরান্॥
হন্যাত্তথা গ্রহণ্যর্শোহৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং শ্রেষ্ঠমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥

বেলছাল, ২ পল, শোনাছাল ২ পল, গাম্ভারী ছাল ২ পল, পারুলছাল ২ পল গোক্ষুর ২ পল, শূকশিম্বী বীজ ২ পল, শঙ্খপুষ্পী ২ পল, শটী ২ পল বেড়ালা ২ পল, গজপিপুল ২ পল, আপাঙ্গ ২ পল, পিপুলের মূল ২ পল, রক্তচিতার মূল ২ পল, বামুনহাটীর মূল ২ পল, কুড় ২ পল এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া দুই মণ জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এবং আট সের যব, ও একশত হীতকী, এই উভয় প্রকার দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রে পুটলী বাঁধিয়া উহাতে প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে জাল দিয়া যখন দেখিবে যে দুই মণ জলের চতুর্থাংশের এক অংশ অর্থাৎ কুড়ি সের অবশিষ্ট জল আছে তখন নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথে ইক্ষুগুড় সাড়ে বারসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত হরীতকী একশত, বস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া বাঁসের শলাকা দ্বারা ছিদ্র করিবে এবং ঘৃত এক সের ও তিলতৈল একসের একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা হরীতকী ভাজিয়া উক্ত গুড় মিশ্রিত কাথের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া লেহবৎ হইলে তাহাতে অর্দ্ধ সের পিপুল চূর্ণ প্রদান করতঃ মিশ্রিত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা কিম্বা এক তোলা মাত্রায় প্রত্যহ কাসরোগীকে সেবন করিতে দিবে, এবং তন্মধ্যস্থিত হরীতকীও একটী করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ যথোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বার্দ্ধক্যজনিত বলিপলিত প্রভৃতি লক্ষণ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া বল ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং পঞ্চবিধ কাস ক্ষয়কাস্ শ্বাস, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও পীনস রোগ সমস্ত একবারে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়। অগস্ত্য ঋষি এই ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

ব্যাঘ্রী হরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যা
স্তুলাঃ জলদ্রোণপরিপ্লুতায়াঃ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ
যাবৎপক্বাচ্চরণাবশেষম্॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেতদগ্নৌ
বিপক্বমুর্ব্বী ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকস্য ত্রিপলপ্রমাণং
পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য তত্র॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জাতপলং যথাগ্নি
প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ
দ্বিদোষকাসানপি যঃ ত্রিদোষান্॥
ক্ষয়োদ্ভবং ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ
সপীনসশ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ।
যক্ষ্মাণমেকাদশরূপমুগ্রং
ভৃগূপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ॥

কন্টকারী মূল পুষ্প ও পাতা সর্ব্বসমেৎ ১২॥• সের লইয়া ৬৪ সের জলে প্রদান করিবে, এবং একশত হরীতকী বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বাঁধিয়া ইহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। ৬৪ সের জলের অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথে ১২॥• সের ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিবে, এবং উক্ত হরীতকী সমস্ত বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া গুড় মিশ্রিত কাথে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। যখন পাক সমাধা হইয়া লেহবৎ হইবে তখন, মরিচ চূর্ণ ২ পল, পিপুল চূর্ণ ২ পল, শুঠ চূর্ণ ২ পল, দারুচিনী চূর্ণ ২ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ২ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ২ তোলা এবং নাগেশ্বর চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে। পশ্চাৎ শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিশ্রিত

করিয়া লইবে, এই ঔষধ অগ্নে বল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কাস, পীনস, শ্বাস উরঃক্ষত এবং একাদশ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ মহর্ষী ভৃগুমুনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পীড়ায় এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শাইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত।

বাসাবলেহ।

বাসক স্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলীপিপলং দত্বা সর্পিষঃ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাদ্ধিতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥

বাসকছাল ২ সের গ্রহণ করিয়া ১৬ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ঐক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত মিছরি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে. এইরূপে পাক করিতে করিতে লেহবৎ হইয়া আসিলে উহাতে এক পোয়া পিপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে শীতল হইলে উহার সহিত মধু একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একসিকি কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ সেবন করিলে রাজযক্ষা, কাস, শ্বাস, ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তালিশাদিমোদক।

তালিশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পলষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসরুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগপ্লীহশোষজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্ গুড়িকাশ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্॥
গুড়িকাশ্চাগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা।
পৈত্তিকে গ্রাহয়েত্যেক শুভাগ্রা বংশলোচনম্॥

তালিশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুরুত্বক ।০ তোলা, এলাইচ ।০ আদ-তোলা চিনি ॥০ আদসের একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। যে পরিমাণে চিনি সেই পরিমানে জল দিয়া পাক করিবে পাক শেষ হইলে যথানিয়মে উল্লিখিত চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে তাহা মোদক অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অরুচি, প্লীহা প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রামৃতরস।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্যজীরক সৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগী ক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্কনস্য পলং দত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বা মৃতেশ্বরীম্॥
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।
নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা॥
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষসমুদ্ভবম্॥
রক্তনিষ্ঠীবনং চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্॥
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী॥
বলবর্দ্ধিনী মেধ্যা প্লীহগুল্মোদরাপহা।
আনাহক্রিমিহৃৎ পাণ্ডুজীর্ণ জ্বরবিনাশিনী॥
ইয়ং চন্দ্রামৃতানাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা।
বাসা গুড়ূচী মুস্তকং কণ্টকারীকা॥
সেবনান্তে প্রকর্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা হরীতকী, বহেড়া, চৈ, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ তোলা, পারা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার, খই ৮ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গ্রহণ করিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলত্থ কলায় ৩ আনা। এসই সকলের যে কোন দ্রব্যের

রস অথবাক্কাথ কিম্বা পিপুলের গুড়া ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই চন্দ্রামৃত রস সেবন করিলে বহুবিধ কাস, রক্তবমন, খাস যুক্ত জর ও অপরাপর নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া হইয়া থাকে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বাসক, শুলঞ্চ বামুনহাটী মুতা ও কণ্টিকারী মিলিত ২ তোলা ॥০ আধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আদপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথের সহিত অল্প পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মহাকালেশ্বররস।

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গমৃতার্কং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্ ॥
জাতীফললবঙ্গঞ্চ ত্বগেলানাগকেশরম্।
উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্ ॥
দেখিবে যে দুই [illegible]
এতানি সমভাগানি মরিচং হস্তি[illegible]।
সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডে চ মর্দ্দয়েৎ ॥
শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
গুঞ্জা মাত্রা প্রদাতব্যা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতা ॥
তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্।
পঞ্চকাসান্ কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্।
মহাকালেশ্বরোহন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ ॥

লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারা, গন্ধক, স্বর্ণ মাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতরাবীজ ও জয়পাল বীজ প্রত্যেক ১ এক তোলা, মরিচ ৩ তিন তোলা, সিদ্ধি পত্র রসে অথবা কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বালক ও বৃদ্ধাবস্থায় অর্দ্ধরতি প্রমাণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আদার রস অনুপানে ঔষধ সেবন করিতেদিবে এবং যথাযোগ্য পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে, এই ঔষধ সেবনে কাস যক্ষ্মা ও কণ্ঠ রোগ নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত থাকে।

বিজয়ভৈরবরস।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষকঞ্চাভ্রতালকম্।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি শুল্বং দ্বিগুণ মুচ্যতে ॥
তিন্তিড়ীবীজমাত্রেণ প্রাতঃকালেতু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্ ॥
অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা ॥
অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহং ॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতোহ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুথা, এলাইচ, পিপুল মুল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, চিতামূল শোধিতজয়পালবীজ এই সকল পদার্থের প্রত্যেকের এক তোলা, এই সমস্ত একত্রে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে, তেতুল বীজের শস্তের ও মধুর সহিত অনুপানে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎরসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ ॥
মনঃশিলায়াঃ ক্ষীরাণাং বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
মরিচস্যাপি সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
জয়ন্তী চিত্রকংমাণ আটরুষোষ মণ্ডকী।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজাব্দকং তথা ॥
সিন্ধুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষ মাত্রৈর্বিভাবয়েৎ।
কলায়পরিমাণাস্ত গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
কফবাতাময়ানুগ্রানানাহং শোথমুদরপাণ্ডুকামলাম ॥
রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রসাদনী ॥
মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্।
ঘৃতপক্কং সদা ভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনছাল, যবক্ষার, মাচিক্ষার সোহাগা, ধুতুরা বীজ, মরিচ, এই, এই সমস্ত দ্রব্য সম-

ভাগে গ্রহণ করিয়া জয়ন্তী, চিতা, মান ঘেঁটফুল, ওল, থুনকুড়ি, সিদ্ধিপত্র, ভৃঙ্গরাজ কেশুরিয়া, নিসিন্দা ইহাদের রস অথবা কাথ প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত দিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া কলাই প্রমান বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস,শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, ও শোথ প্রভৃতি অশেষবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন,জাঙ্গল মাংস ও অপরাপর বলকারক দ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা বিধেয়। তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

সমশর্করলৌহ।

লবঙ্গং কট্‌ফলং কুষ্ঠং যমানী জ্যাষণং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥
চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চতুর্জ্জাতং হরীতকী।
শটী কক্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম॥
সর্ব্বং প্রতিসমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়াম্বিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।
ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ॥
ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী চই, কাঁকড়া শৃঙ্গী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরিতকী শটী, কাঁকলা মুতা, লৌহ, অভ্র, যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বচূর্ণের সমান চিনি সর্ব্বসমেৎ একত্রে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ৪ মাষা মাত্রায় সেবন করিবে। এই সমশর্করালৌহ সেবনে সর্ব্ববিধ কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

কাসলক্ষ্মীবিলাস।

পলং বঙ্গং পলং কান্তং ঘনং তাম্রঞ্চ কাংস্যকম্।
শুদ্ধসূতং সজলক তালাকুরং সখর্পরম্॥
কেশরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্।
কুলত্থস্বরসে বাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ॥
এলাজাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রলবঙ্গকম্।
যমানী জীরকঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্॥
সত্বং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্॥
তৎপশ্চাৎ বটীকা কার্য্যা চনকপ্রমিতা তথা।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমানপ্রকাসনিবৃত্তয়ে॥
মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্॥
ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্।
অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ॥
কামদেবসমং চূর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্।
বর্দ্ধং শাকাম্লমাদৌ চ তুষ্টপ্রবাং হুতাশনম্॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাবিতঃ॥

বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তামা কাঁসা, পারা, হরিতাল মনছাল, খর্পর, প্রত্যেক ৮ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুরিয়া পত্রের রসে ও কুলথ কলাইয়ের কাথে প্রত্যেক ৩ বার ভাবনা দিয়া উহার সহিত এলাইচ,জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা হরিতকী বহেড়া, তগরপাদুকা, গুরদ্বক বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ পুনঃ কেশুরিয়া পত্রের রসে ও কুলথকলায়ের কাথে মর্দ্দন করিয়া চনকপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান শীতল জল, এই মহৌষধ সেবন করিলে কাস ও যক্ষা প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস।

রসগন্ধকতুল্যাংশৌ দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কনস্য চ।
মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খং মারনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
হেমভস্মার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিধাপয়েৎ।
নিম্বদ্রবস্য যোগেন পিণ্ডিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
পশ্চাদ্গজপুটং দদ্যাৎ শীতলঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
হেমভস্মসমং তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণার্দ্ধং মরিচং মতঃ॥
ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত রসস্য দিবসে শুভে॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো নাম রোগরাজকুলান্তকৃৎ॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক একতোলা, সোহাগার খই ২ তোলা মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, প্রত্যেক ২

তোলা, স্বর্ণ ৷৹ আদতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া নিমছালের রসে মর্দ্দন ও গোলাকার করিয়া তীব্র অগ্নিতে বস্ত্রমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া লৌহ ৷৹ তোলা ও হিঙ্গুল ।৹ চারি আনা পরিমাণে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ২ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ মধু অনুপানে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে যক্ষ্মা, সর্ব্ববিধ কাসরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারাভ্র।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং
শানমানং যদস্তং
কর্পূরং জাতীকোষং সজলমিভকণা
তেজপত্রং লবঙ্গম্।
মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমপদং
ধাতকী চেত্তিতুল্যং
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটু রথ পৃথক্
কর্ষমানং বিশাণন্॥
এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিদিমা
শুদ্ধগন্ধস্য কোলং।
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং
পিষ্টমেকত্রমিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যা পরিণতচনক
বিম্বতুল্যাশ্চ বটাঃ
প্রাতঃখাদ্যাশ্চতত্রস্তমনু চ কিয়
চ্ছ্রবেরং সর্পনম্॥
পানীয়ং শীতমন্তে প্রবমপহরতি
ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্
কোষ্ঠেদুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো
রাজযক্ষ্মাণ।
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং
মেহমেদোবিকারান॥
ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি মহতীং
গুল্মজালং বিশালম্।
পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্
পীনসান্ প্লীহরোগান্
হন্ত্যামানিলোত্থান্ কফপবনকৃতান্
পিত্তরোগানশেষান্॥
বল্যো রসাশ্চ ভোগ্যাস্তরুণতরকরঃ
সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ
পথ্যং মাংসৈশ্চ যুষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈ
র্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ॥
ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া
দীয়মানং মুদায়
শৃঙ্গারেণ কামী ধৃতজিন শতা-
ভোগযোগাদতুষ্টঃ॥
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিদথ
স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্নম্
দীর্ঘায়ুঃকামমূর্ত্তিশ্চবলিপলিতো
মানবোহস্য প্রসাদাৎ॥

বিশুদ্ধ কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ২ পল, কর্পূর, জায়ত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী তালিশপত্র দারচিনী, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেকে ।৹ অর্দ্ধ তোলা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহারা প্রত্যেক ২ মাষা, এলাচী, একতোলা জাতীফল ও গন্ধক এবং পারা অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। প্রথমতঃ পারা ও গন্ধক উভয়ে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিবে। উত্তমরূপে মাড়িয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রভাতে পান ও আদার সহিত চিবাইয়া ৪ টা করিয়া বটী সেবন করিবে। ঔষধসেবনান্তে শীতল জল পান করিবে। ইহাতে কোষ্ঠগত মন্দাগ্নিপীড়া জ্বর, পেটের পীড়া, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস, শোথ, মেহ, মেদোরোগ, ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, বিষজরোগ পীনস, প্লীহা আমাশয়রোগ, বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিকরোগ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধ তরুণবৎ হইতে পারে। ইহা সর্ব্বরোগেই ব্যবহার হইতে পারে। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসেরযূষ ও গব্যদুগ্ধ দ্বারা পথ্য করিতে হয়। এই ঔষধপ্রভাবে রোগীব্যক্তি শতযুবতী ভোগ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক অম্ল পরিত্যাগ করিবে। ইহা সেবনে রোগীব্যক্তিও বলিপলিত শূন্য হইয়া কামদেবসদৃশ দিব্য

কান্তিমান হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। এই শৃঙ্গারাভ্ররসের সহিত স্বর্ণ অথবা লৌহ মিশ্রিত করিলে সার্ব্বভৌমরস হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ও রোগনাশকতা শক্তি সমস্তই শৃঙ্গারাভ্রের ন্যায় জানিও।

সর্ব্বেশ্বররস।

রসগন্ধকয়োশ্চূর্ণমেকীকৃত্যাভ্রকস্তথা।
হেমভস্ম সমং কৃত্বা মর্দ্দয়েদ্ যামকদ্বয়ং॥
ত্র্যূষণানি লবঙ্গৈলা টঙ্কনং হেমতুল্যকং।
কণ্টকার্য্যা রসৈর্ভাব্যমেকবিংশতিবারকং॥
শিগ্রুসীজার্দ্রকরসৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্।
রসঃ সর্ব্বেশ্বরো নাম্না কাসশ্বাসক্ষয়াপহঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং বিভীতকফলত্বচং॥

পারা গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র পেষণ করিবে। অতঃপর ইহার শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লবঙ্গ এলাচি ও সোহাগা একভাগ করিয়া মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর কণ্টকারীরসের সহিত একুশবার ভাবনা দিবে। এবং সজিনার রসে ৭ বার ও আদার রসে ৭ বার ভাবনা, ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, ও ক্ষয়কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। বহেড়ার ছালচূর্ণ ও মধু অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

অমৃতার্ণবরস।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্কনং।
রাস্না বিড়ঙ্গং ত্রিফলা দেবদারু চ চিত্রকং।
অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চৈব বিমর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবং॥

শোধিত পারা, গন্ধক, লৌহভস্ম, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা দেবদারু, চিতা, গুড়ূচী পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও বিষ এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। বটীকার মাত্রা ২ রতি, ইহা সেবনে বাতজনিত কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

তরুণানন্দরস।

কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ।
কজ্জলীকৃত্য যত্নেন শিলাতলগতে দৃঢ়ে॥
বিল্বাগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ কাশ্মরী পাটলা তথা।
মূর্ব্বা পুনর্নবা ধাত্রী বৃহতী বৃষপত্রকং॥
বিদারী শতমূলী চ কর্ষৈরেষাং পৃথগ্রসৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা পুনর্ব্বাসারসৈর্দ্দশতোলকৈঃ॥
মর্দ্দয়েত্তত্র শুষ্কাভ্রং রসস্য দ্বিগুণং ক্ষিপেৎ।
রসস্যার্দ্ধঞ্চ কর্পূরং তত্রৈব দাপয়েদ্ভিষক্॥
জাতীকোষফলে মাংসী তালীশৈলালবঙ্গকং।
চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নেন মাষমাত্রং ক্ষিপেৎ পৃথক্॥
বিদারীস্বরসেনৈব বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং ক্ষয়রোগমুরঃক্ষতং॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং স্বরঘাতমরোচকং।
জীর্ণজ্বরং তৃষাগুল্মং গ্রহণীমাময়ঞ্জয়াং॥
অতীসারঞ্চ শোথঞ্চ শূলানি চ ভগন্দরং
নাশয়েদেষ বিখ্যাত তরুণানন্দসংজ্ঞিতঃ॥
রসায়নবরো হ্যাশু স্থূলঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
সহস্রং যাতি নারীণাং তরুণাদস্য মানবঃ॥
ক্ষীণতা নচশুক্রস্য নচবুদ্ধির্বলক্ষয়ঃ।
বিমানস্থপযোগেন নিহন্তি কামলান্ গদান্॥
শুক্রসন্দিপনং কৃত্বা স্বয়ং হন্তি ন সংশয়ঃ।
নারিকেলজলেনৈব ভক্ষ্যোঽয়ঞ্চ রসায়নঃ॥
ক্ষীরানুপানত্ যোঽয়ং ন কচিৎ প্রতিহন্যতে॥

শোধিত পারা ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ৮ তোলা দ্রব্য উভয়ে একত্র উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। বিশ্ব. গাম্ভারী শোনা গণিয়ারি পারুল বেড়ালা মূতা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক পত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের দুই তোলা পূর্ব্বোক্ত কজ্জলীতে প্রদান করিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে। তৎপশ্চাৎ ১৪ তোলা বাসকের রস দিয়া মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক হইলে অভ্র ৮ তোলা কর্পূর দুইতোলা জয়িত্রী জায়ফল জটামাংসী, তালিশপত্র লবঙ্গ এলাচি ইহাদিগের প্রত্যেকচূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করতঃ ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন

করিলে অতিউগ্র রাজযক্ষা, ক্ষয়রোগ- উরঃক্ষত পঞ্চপ্রকার কাসরোগ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি কামলা পাণ্ডু, প্লীহা, হলীমক, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা গুল্ম, আমজগ্রহণী, অতিসার, শোথ, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ রসায়নশ্রেষ্ঠ বৃষ্য চক্ষুর তেজোবর্দ্ধক ও পুষ্টিপ্রদ এই ঔষধ সেবনে মানব সহস্রনারী গমন করিতে পারে, কখনও তাহার শুক্রক্ষয় হয় না ও বল বুদ্ধির হ্রাস হয় না, এই ঔষধ দুইমাস সেবন করিলে কামলা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, শুক্রবৃদ্ধি ও জরানাশ হয়। এই ঔষধ নারিকেল জলের সহিত সেবন করিলে রসায়নের ন্যায় কার্য্যকরে এবং ক্ষীরের সহিত সেবন করিলে বৃষ্যকারক হইয়া থাকে। এই ঔষধ এই সমস্ত পীড়ায় ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ জানিবে।

মহোদধিরস।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চৈব বরাঙ্গকং।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকং॥
ত্রিকটুং ভদ্রমুস্তঞ্চ বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেবচ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাব্যা তত্রদাতব্যা গজপিপ্পলীকাম্বুভিঃ।
চনমাত্রাবটীকার্য্যা সংগ্রহগ্রহণীহিতা।
কাসং হন্তি তথা শ্বাস মর্শাংসি চ ভগন্দরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাং।
হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জঠরাণি চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব চতুর্ব্বিধমজীর্ণকং॥
নচান্নপানে পরিহার্য্য মস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু।
যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে
নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনী তাম্র বঙ্গ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ ভদ্রমুস্তক, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, রেণুক, আমলকী, পিপুলমূল ইহারা প্রত্যেক দ্রব্য ২ ভাগ সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপিপ্পলীর কাথে ভাবনা দিবে। এবং চনক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ গ্রহণীরোগেও বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, অর্শ ভগন্দর, হৃৎশূল পার্শ্বশূল, কর্ণরোগ, প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত সংগ্রহগ্রহণী অষ্টবিধ উদররোগ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া ও ইহা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পান ভোজনাদিতে কোনই নিয়ম পালন করিতে হয় না। এবং শীত, বাত রৌদ্র-সেবা এবং মৈথুনাদিতেও কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। রোগী স্বীয় স্বেচ্ছানুসারে বিহারাদি করিতে পারে। ইহা সেবন করিলে কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

জয়াগুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং বৎসকমেব চ।
বিড়ঙ্গং কেশরং মুস্তমেলাগ্রন্থিকরেণুকং॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুষ্কং জৈপালবীজকং।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে॥
তিন্তিড়ীবীজমানেন প্রাতঃকালে চ ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরং॥
অজীর্ণং গ্রহণীরোগং শূলং পাণ্ডুাময়ন্তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে॥
অরুচাবতিসারে চ সূতিকাতঙ্কপীড়িতে।
জয়াখ্যানিম্মিতা শ্রেষ্ঠা ভক্ষণীয়া সুরৈরপি॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুটজ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুথা, এলাচী, পিপ্পলীমূল, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, জয়পাল, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাদের সর্ব্বসমষ্টি গুড় মিশ্রিত করিবে, তেতুল বীজের ন্যায় বটীকা করিয়া সেবন করিবে। প্রতিদিন প্রাতে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, মেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণীরোগ, শূল, পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়। গুহ্য দ্বারে ও হৃদয়ে যে শূল উৎপন্ন হয় তাহাতে, এবং অরুচি অতিসার ও সূতিকা প্রভৃতি, এই সমস্ত পীড়াতে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

বিজয়গুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপত্রকং।
বিড়ঙ্গরেণুকামুস্তমোকেশরগ্রন্থিকং॥
ফলত্রিকং ত্রিকটুকং শুল্বভস্মতথৈব চ।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ॥
কাসেশ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে।
শূতায়াং গ্রহণীরোগে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা॥
হস্তপাদাদিদাহে চ গুড়িকেয়ং প্রশস্যতে॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতাপত্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুথা, এলাচী নাগেশ্বর, পিপুলমূল, অমলকী, হরীতকী, বহেড়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্যের সমষ্টির দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ সেবনে কাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর গ্রহণী, শূল পাণ্ডু ও হস্তপদাদিদাহ এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বচ্ছন্দভৈরব।

রসমেকং দ্বিধা গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ সৈন্ধবং।
জ্বালামুখিরসে পঞ্চ দিনানি পরিমর্দ্দয়েৎ॥
মূষকায়াং নিরুধ্যাথ পুটেত্রাত্রে চ মধ্যমং।
সর্ব্বং ভস্ম যদাযাতি খল্লমেনং প্রয়চ্ছতি॥
গ্রহণ্যাং সংগ্রণ্যাঞ্চ কাসে শ্বাসে বিশেষতঃ।
উগ্রাসু জ্বরতন্দ্রাসু নিদ্রাখল্লাসু যোজয়েৎ॥
অন্যরোগেষু তং দদ্যাদ্রসং স্বচ্ছন্দভৈরবং।
তুষ্টিং পুষ্টিমনো কুর্য্যাৎ সৌকুমার্য্যঞ্চ কারয়েৎ॥

পারা একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ সৈন্ধব দুই ভাগ এই দ্রব্য গুলি একত্র গ্রহণ করিয়া ভেলার রসে পাঁচ দিবস ভাবনা দিবে তদনন্তর উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া মুষামধ্যে বদ্ধ করিয়া এক রাত্রি পুটপাক করিবে। তৎপরে ভস্মীভূত হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া দুই রতি প্রমাণ মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী কাস, শ্বাস, জ্বর, তন্দ্রা প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ ফল দর্শাইয়া থাকে। অপরাপর রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে মনে প্রীতি, দেহের পুষ্টিসাধন এবং সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রসগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগো বিভীতকঃ॥
পঞ্চভাগস্ত্বামলা চ ষড়্গুণা সপ্তভাগিকা।
ভার্গীচূর্ণং সর্ব্বমিদং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ॥
একবিংশতিবারঞ্চ মধুনা গুড়িকা কৃতা।
বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকান্তু ভক্ষয়েৎ॥
কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রাকাশত্তবম্যুক্ষ্যা॥

পারা একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, পিপ্পলী তিন ভাগ, হরীতকী চারিভাগ, বহেড়া পাঁচভাগ, আমলকী ছয় ভাগ, বামুনহাটী সাতভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ পদার্থ চূর্ণ করিয়া কয়বীর রসে একবিংশতি বার ভাবনা দিবে। তদনন্তর মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান বিবেচনা করিয়া প্রাতকালে সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়।

রসেন্দ্রগুড়িকা।

মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবমভ্রকং তালকন্তথা।
এতাংস্তু মিলিতান্ সর্ব্বান্ ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
রক্তিদ্বয়প্রমাণান্তু কল্পয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্।
জীর্ণান্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
পঞ্চকাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ।
পাণ্ডুক্রিমিজ্বরহরী কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধিনী॥
শুক্রবৃদ্ধিকরী চৈষা অম্লপিত্তবিনাশিনী।
বহ্নিসন্দীপনী শ্রেষ্ঠা অরোচকবিনাশিনী॥

স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র, ও হরিতাল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র পেষণ করতঃ আদার রসে ভাবনা দিবে। পরে দুই রতি প্রমাণ বটীকা করিয়া অন্নের জীর্ণাবস্থায় একটি করিয়া বটী সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য করা

বিধেয়। এই ঔষধ প্রভাবে পঞ্চপ্রকার কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু জ্বর, ও ক্রিমি রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুরন্দরবটী।

সূতকাদ্বিগুণং গন্ধমেকধাকজ্জলীকৃতং।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতং
অজাক্ষীরেন সংভাব্য বটীকাং কারয়েত্ততঃ।
আর্দ্রকস্ক রসৈঃ সেব্যা শীততোয়ং পিবেদনু॥
কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধিনী।
ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদাক্ষাদৃযোগবাহিকা॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে॥

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপশ্চাৎ ঐ কজ্জলীর সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ও আমলা, হরীতকী, বহেড়া এক এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পান করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে কাশ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাসান্তকরস।

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব শালপর্ণী চ ধান্যকং।
যবস্থোতানি চূর্ণানি তাদৃক্ষাত্রং মরিচকং॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেন্মধুনা কাসশান্তয়ে॥

পারা, গন্ধক, বিষ, শালপানি, ধনিয়া এই দ্রব্য গুলি সমভাগ গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং সর্ব্ব চূর্ণ সমান মরিচ চূর্ণ; সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া পেষণ করতঃ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ চারি রতি মধুর সহিত সেবন করিলে কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

কাসকুঠার।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং সব্যোষং টঙ্কণস্তথা।
ত্রিভজ্মার্দ্রকাবঃ সন্নিপাতং সুদারুণং॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল মরিচ, সোহাগা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিয়া, দুইরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সুদারুণ সন্নিপাত, অশেষবিধ কাসরোগ ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রামৃতলৌহ।

ত্রিকটু ত্রিফলা ধান্যং চব্যজীরকসৈন্ধবং।
নিবেশ্যৈতানি তত্তুল্যামায়সো রজঃ॥
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বা মৃতেশ্বরীং॥
একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসাপ্লুতাং।
নীলোৎপলরসেনৈব কুলত্থস্বরসেনচ॥
নিহন্তি ত্রিবিধং কাসং দোষত্রয়সমুদ্ভবং।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব সরদোষসমুদ্ভবং॥
সরক্তমথনীরক্তং জ্বরং শ্বাসসমন্বিতং।
ভ্রমদাহতৃট্‌শূলঘ্নং রুচ্যং বহ্নিপ্রদীপনং॥
বলবর্ণকরং বৃষ্যং জীর্ণজ্বরবিনাশনং।
ইদং চন্দ্রামৃতং লৌহং চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতং॥

শুঁঠ পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ধনিয়া, চৈ, জীরা, সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। তদনন্তর ইহাদের সহিত সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমষ্টি মনঃশিলা দ্বারা লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ নয় রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে শুচি হইয়া অমৃতেশ্বরীকে চিন্তা করতঃ একটি করিয়া বটিকা সেবন করিবে। রক্তোৎপল, কিম্বা নিলোৎপল অথবা কুলথকলায়ের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষজনিত, কাস, [illegible] পৈত্তিক রোগ, সরক্ত কিম্বা নীরক্ত শ্বাসকাসসংযুক্ত জ্বর, ভ্রম, দাহ, পিপাসা ও শূল প্রভৃতি অশেষ প্রকার পীড়া বিনষ্ট হয়। আহারে রুচি জন্মে, উদারাগ্নি উদ্দীপিত হয়, দৈহিক বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পায় জীর্ণ জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ চন্দ্রনাথ স্বয়ং আবিষ্কার করেন।

অমৃতমঞ্জরী ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষঞ্চৈব কণা মরিচটঙ্গণং ।
জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীররসমর্দ্দিতং ॥
রক্তিমানাং বটীং কুর্য্যাদার্দ্রকরসসংযুতং ।
বটীদ্বয়ং ত্রয়ং খাদেৎ সন্নিপাতং সুদারুণং ।
উষ্ণতোয়ানুপানেন সর্ব্বং ব্যাধিং নিযচ্ছতি ।
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং সর্ব্বাঙ্গগ্রহমেব চ ।
জীর্ণজ্বরং ক্ষয়ং কাসং হন্ত্যাদমৃতমঞ্জরী ॥

হিঙ্গুল, বিষ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা জয়িত্রী এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপশ্চাৎ একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া আদার রস অনু-পানে দুই কিম্বা তিনটি বটি সেবন করিবে। ইহা সেবনে দারুণ সান্নিপাত, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, আমলকী, প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে, এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে পঞ্চ প্রকার কাস, শ্বাস, অঙ্গগ্রহ জীর্ণ জ্বর, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি অসাধ্য পীড়ার শান্তি হয়।

কাসান্তক ।

ত্রিফলা ব্যোষচূর্ণঞ্চ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ ।
মধুনা সহ পানাত্ত দুষ্টকাসং নিযচ্ছতি ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকটী সমভাগে গ্রহণ করত একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দুষ্ট কাস প্রশমিত হয়।

বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্কণং নাগকেশরং ।
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকং ॥
সুবর্ণকাণি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ ।
শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণঞ্চ চতুঃকর্ষং প্রযোজয়েৎ ॥
তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসীত্বকৃধাত্রিপুষ্পিকা ।
এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী ॥
কর্ষদ্বয়ঞ্চ চৈতেষাং পিপ্পলীকাথমর্দ্দিতং ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমাযুতং ॥
অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাং ।
উদরাণি তথা শোথ মানাহং জ্বরমেব চ ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্ত্যাদ্‌যক্ষ্মাণমেব চ ।
নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকং ॥
বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং ।
এতস্যাভ্যাসমাত্রেণ নিরুগাদি জায়তে নরঃ ॥

পারা, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়ত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ও ধুস্তুরবীজ ইহা-দের প্রত্যেক ২ তোলা, শুদ্ধ কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনী, ধাতকী পুষ্প, এলাচী, শুঠ, পিপুল মরিচ, আম-লকী, হরীতকী, বহেড়া, গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পিপুলের কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটী করিবে। দারুচিনী চূর্ণ ও মধুর সহিত ঔষধ সেবন করিবে।

এই ঔষধ সেবনে মন্দাগ্নি, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদরী, শোথ, আনাহ, জ্বর, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ও যক্ষ্মা রোগ, প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বল ও অগ্নিবৃদ্ধি করে। স্বয়ং বিষ্ণু এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নিত্যোদয়রস ।

শুদ্ধঞ্চ পারদং গন্ধং প্রত্যেকং রক্তিসম্মিতং ।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
শিবাগ্নিমন্থশ্যোনাকং কাশ্মরী পাটলা বলা ।
মুস্তং পুনর্নবা ধাত্রী বৃহতী বৃষপত্রকং ॥
বিদারী বহুপুত্রী চ এষাং কষৈর্দ্বৈস ভিষক্ ।
সুবর্ণং রজতং তাম্রং প্রত্যেকং শাণমাত্রকং ॥
পলমাত্রঞ্চ কৃষ্ণাভ্রং তদর্দ্ধঞ্চ সিতাভ্রকং ।
জাতীকোষফলে মাংসী তালীশৈলা লবঙ্গকং ॥
প্রত্যেকং কোলমাত্রঞ্চ বাসানীরৈ বিমর্দ্দয়েৎ ।
শোষয়িত্বাতপে পশ্চাৎ বিদার্য্যাঃ পেষয়েদ্রসৈঃ ॥
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং কৃত্বা পিপ্পলীমধুনা ভজেৎ ।
নাম্না নিত্যোদয়শ্চায়ং রসো বিষ্ণুবিনির্ম্মিতঃ ॥
পঞ্চকাসান্ নিহন্ত্যাশু চিরকালোদ্ভবানপি ।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং জীর্ণজ্বরমরোচকং ॥
ধাতুস্থং বিষমাখ্যঞ্চ তৃতীয়কচতুর্থকং ।

অর্শাংসি কামলাং পাণ্ডুমগ্নিমান্দ্যং প্রমেহকম্‌॥
সেবনাদস্য কন্দর্পরূপো ভবতি মানবঃ॥

প্রথমতঃ, পারা দুই তোলা, ও গন্ধক ২ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপশ্চাৎ বিল্ব, গণিয়ারি, শোনা, গাম্ভারী, পারলী, বেড়ালা, মুথা, পুণর্ণবা, ধাইফুল, বৃহতী, বাসক পত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকর রস অথবা কাথ দুই তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক্‌ রূপে ভাবনা দিবে। এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা এবং চারি তোলা শ্বেতাভ্র চূর্ণ আর জয়িত্রী, জাতিফল, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাচি, লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া রৌদ্র তাপে করিয়া পরে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে পেষণ করিবে, এবং উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পিপ্পলী চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করা বিধেয়। বিষ্ণুই স্বয়ং এই ঔষধের নির্ম্মাণকর্ত্তা। এই ঔষধ সেবনে চিরকালোৎপন্ন পঞ্চবিধ কাস, একাদশ লক্ষণাক্রান্ত রাজযক্ষ্মা, জীর্ণজ্বর অরুচি, ধাতুস্থ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাসসংহারভৈরব।

রসগন্ধকতাম্রাভ্রশঙ্খটঙ্কনলৌহকং।
মরিচং কুষ্ঠতালীশং জাতীফললবঙ্গকং॥
কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দত্তেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ।
ভেকপর্ণীকেশরাজনির্গুণ্ডী কাকমাচিকা॥
দ্রোনপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দরকং তথা।
ভার্গী হরিতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈরসৈঃ॥
বটীকাং কারয়েদ্বৈদ্যং পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বাতজং পৈত্তিকং কাসং শ্লৈষ্মিকং চিরজন্তথা॥
শ্রীমন্মহনাথেন কাসসংহারভৈরবঃ।
রসোহয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে॥
বাসাশুণ্ঠীকণ্টকারী কাথেন পায়য়েদ্ যঃ
কাসংনানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রমরোচকং॥
বলবর্দ্ধকঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদঃ কান্তিবর্দ্ধনঃ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, সোহাগা, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালিশপত্র, জাতিফল ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। খুনকুড়ি, কেশরাজ, নিসিন্ধা, কাকমাচী, দ্রোণপুষ্পী, শালপাণি, গিমাশাক বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক এই সকলের প্রত্যেকের রস ২ তোলা উহাতে দিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া পেষণ করিবে। পরে পাঁচ রতি প্রমাণ বটিপ্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে, বাতিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি বহু দিনকার কাসরোগ আরোগ্য হয়। বাসক, শুষ্ঠী, ও কণ্টকারী ইহাদিগের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, অরুচি, বিনষ্ট হয় এবং রোগীর বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষয়কাসাদিরোগের পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পটোল, ডুমুর, আলু, বেগুণ প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, মুগ বা ছোলার ডাউলের ঝোল, ছাগ হরিণ বা পক্ষী মাংসের যূষ। যদ্যপি ইহার সহিত প্রবল জ্বর থাকে এবং কফ প্রধান হইলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সুজির বা আটার রুটী ব্যবহার করিবে। কিস্‌মিস্‌ বেদানা খর্জ্জুর পাণিফল, মোহনভোগ, আমলকীর মোরব্বা খাইতে দিবে। রাত্রিতে রুটী অথবা লুচী, অল্প পরিমাণে তরকারী, অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ও সুজির পায়স খাইতে পারে, ক্ষুধামান্দ্য অথবা উদরাময় থাকিলে যবের মণ্ড, বার্লি, এরারুট, প্রভৃতি আহার করা বিধেয়।

লঙ্কার ঝাল, রৌদ্রেরতাপ, হিমনাগান, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।

কাসরোগের প্রথম অবস্থায় তালীশাদি চূর্ণ, কণ্টকারী বামনহাটীর মূল বাসক মূল ছাল, যষ্টিমধু প্রভৃতি পাচন ব্যবহার করাইবে। যদি শ্লেষ্মা অতিরিক্ত পরিমাণে উঠিতে থাকে এবং ফুস্‌ফুসে ও গাত্রে

বেদনা বোধ হয়, তাহা হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস, শৃঙ্গাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। যদি কাস শুষ্ক হইয়া যায় শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে চন্দ্রামৃত রস প্রভৃতি স্নিগ্ধ ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। কাস যদি অধিক দিনকার হয় এবং ফুস্‌ফুসের দোষ বোঝা যায় এবং তৎসহিত জ্বর থাকে তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মহারাজ মৃগাঙ্ক, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে, জ্বর থাকিলে অগ্নির কোন ঔষধ শ্লেষ্ম ও জ্বরঘ্ন পাচন প্রয়োগ করিবে। আহারাদি ঐরূপ অবস্থায় কুটীপক্ষী মাংস কি অন্যান্য বলকারক মাংসাদির যূষ ও রুটী পথ্য দিবে। এই অবস্থাপ্রাপ্ত রোগীকে মৈথুন বর্জ্জিত হইতে বিশেষরূপে পরামর্শ দিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষ কবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

হিক্কা ও শ্বাসরোগ।

বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্থানরজোধূমাতপানিলৈঃ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগাঘাতাপতর্পণৈঃ।
হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে॥

বিদাহি গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, কফ জনক এবং ক্লেদজনক দ্রব্যের ভোজন শীতল দ্রব্যপান, শীতল স্থানে অবস্থান, নাসিকাদি পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, রৌদ্র ও প্রবল বাতাস সেবন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, গুরুভারবহন অধিক পথভ্রমণ, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ ও উপবাসাদি অপতর্পণ ক্রিয়া ইত্যাদি এই সকল কারণে হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হিক্কারসম্প্রাপ্তি।

বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি।
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীন্তথা॥

বায়ু কফানুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা গম্ভীরা ও মহতীনামে পঞ্চবিধ হিক্কা উৎপন্ন করে।

হিক্কারসামান্যলক্ষণ।

মুহুর্মুহু র্বায়ু রুদেতি সস্বনঃ
যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্।
সঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যত
স্ততশ্চ হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ॥

হিক্কানাং স্বরূপং নিরুক্তিঞ্চাহ। মুহুর্মুহুরিত্যাদি। বায়ুরত্র সোদানঃ প্রাণ ইত্যাহুঃ উদেতি ঊর্দ্ধং গচ্ছতি। সস্বন ইতি হিগিতি শব্দবান্। ঊর্দ্ধগমনমেব বিশিনষ্টি যকৃদিত্যাদি, অত্র প্লীহো হ্রস্বকারবান্ ছন্দোঽনুরোধাৎ। মুখাদিতিল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, তেন যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখমানীয় নিঃসারয়ন্নিবেত্যর্থঃ। স ইতি বায়ু হিনস্ত্যসূন ইতি। হিক্কেতি নিরুক্তিঃ পৃষোদরাদিনা রূপসিদ্ধিঃ হিগিতি কৃত্বা কায়তি শব্দায়তে ইতি হিক্কেতি শাব্দিকাঃ।

প্রাণ ও উদান বায়ু শব্দবিশিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয়। এই বায়ু নির্গমনকালে এই প্রকার বোধ হয় যেন যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র সমস্ত মুখদিয়া বহির্গত হইয়া গেল। ইহা আশু প্রাণনাশক ও হিক্ হিক্ শব্দকরে; সেই জন্য পণ্ডিতগণ হিক্কা বলিয়া থাকেন।

হিক্কারপূর্ব্বরূপ।

কণ্ঠোরসো গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা।
হিক্কাণাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এবচ॥

কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখের কষায় রস এবং কুক্ষিদেশে আটোপ অর্থাৎ গুড়গুড় শব্দ প্রভৃতি; হিক্কারোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অন্নজাহিক্কার লক্ষণ।

পানান্নৈ রতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্॥

অতিরিক্ত পরিমাণে পান ও ভোজন দ্বারা বায়ু সহসা ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে তাহাকে অন্নজা কহিয়া থাকে।

যমলাহিক্কার লক্ষণ।

চিরেণ যমলৈ র্বেগৈ র্যা হিক্কা সম্প্রবর্ত্ততে।
কম্পয়তি শিরোগ্রীবাং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে অর্থাৎ যুগ্মরূপে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার নাম যমলা হিক্কা।

ক্ষুদ্রিকাহিক্কার লক্ষণ।

বিকৃষ্টকালৈ র্যা বেগৈ র্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে॥
ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলং প্রধাবতি॥

যে হিক্কা (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিতে) জত্রুমূল হইতে বিলম্বে বিলম্বে মন্দবেগে প্রধাবিত হয় তাহার নাম ক্ষুদ্রিকা হিক্কা।

গম্ভীরাহিক্কারলক্ষণ।

নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী।
অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা॥

যে হিক্কা নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃষ্ণা জ্বরাদি নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করাইয়া অতিশয় ভয়ঙ্করী এবং গম্ভীর শব্দ সহকারে প্রবর্ত্তিত হয় তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহিয়া থাকে।

মহতীহিক্কারলক্ষণ।

মর্ম্মাণি পীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পনী॥

সর্ব্ব শরীর কম্পিত এবং বোধ হয় যেন বস্তি হৃদয় শিরঃ প্রভৃতি পীড়িত করিয়া নিরন্তর যে হিক্কার প্রবৃত্তি হয় তাহাকে মহাহিক্কা কহে।

হিক্কারঅসাধ্যলক্ষণ।

আয়ম্যতে হিক্কতো যস্য দেহো
দৃষ্টি শ্চোর্দ্ধং তস্য তে নিত্যমেব।
ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ ক্ষৌতিযশ্চাতিমাত্রং
তৌ দ্বৌ চান্ত্যৌ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কমানৌ॥

হিক্কা পীড়ায় যে ব্যক্তির সমস্তদেহ অসাড় হয় এবং দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হইতে থাকে অথবা যে রোগী ক্ষীণ ও অরুচি পীড়িত হয় এবং যাহার অত্যন্ত হিক্কা হয় এই দ্বিবিধ লক্ষণ অর্থাৎ যে রোগী গম্ভীর বা মহতী হিক্কাদ্বারা আক্রান্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

হিক্কার অপরঅসাধ্যলক্ষণ।

অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণ দেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ॥
আসাম্যন্যতমা হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতং।
যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিমোহতৃষ্ণাসমন্বিতা॥

যাহার শরীর বাতাদিদোষ সমস্ত দ্বারা আক্রান্ত অথবা যে অনাহারে বা নানাবিধ পীড়ায় ক্ষীণদেহ কিম্বা বৃদ্ধ বা অতিমৈথুন তাহার এই পঞ্চহিক্কার মধ্যে যে কোন হিক্কা উপস্থিত হয় তাহাই প্রাণনাশক জানিবে।

হিক্কারসাধ্যলক্ষণ।

অক্ষীণশ্চাপ্যদীনস্য স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়স্য চ
তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা॥

যমলা হিক্কায় প্রলাপ দাহ মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে তাহাও প্রাণনাশক। কিন্তু রোগী যদি বলবান, প্রসন্নমনাঃ স্থিরধাতু। অর্থাৎ যাহার ধাতু এবং ইন্দ্রিয় সকল স্থির, তাহা হইলে এই সকল হিক্কাসাধ্য। নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে অসাধ্য জানিবে।

শ্বাসরোগ।

যৈরেবহিক্কাহেতুভিঃ শ্বাসস্তৈরেব জায়তে।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ॥

যে সমস্ত কারণে হিক্কারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণ অত্যন্ত প্রবল হইলে

শ্বাসপীড়া উৎপন্ন হয়। সেই এক মহাব্যাধি বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ভেদে মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস তমকশ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস এই পঞ্চবিধ নামে অভিহিত হয়।

শ্বাসেরপূর্ব্বরূপ ।

প্রাগ্‌রূপং তস্য হৃৎপীড়া শূলমাধ্মানমেব চ।
আনাহো বক্ত্রবৈরস্যং শঙ্খনিস্তোদ এব চ॥

হৃৎপীড়া ও শূল, আধ্মান, মলমূত্ররোধ, মুখ বিরস ও শঙ্খদেশে সূচীভেদবৎবেদনা, শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্বাসের সংপ্রাপ্তি ।

যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিষ্বগ্‌ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ॥

কফপ্রধান বায়ু যে সময়ে প্রাণ ও উদান স্রোতঃসকলকে রুদ্ধ করিয়া নিজে কফকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অর্থাৎ বিমার্গিত ইতস্ততঃ বিচরণ করে তখনই শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহাশ্বাসের লক্ষণ ।

উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্দুঃখিতো নরঃ।
উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশং॥
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানস্তথা বিভ্রান্তলোচনঃ।
বিকৃতাক্ষ্যাননো বদ্ধমূত্রবর্চ্চো বিশীর্ণবাক্॥
দীনশ্চ শ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্বিজ্ঞায়তে ভৃশং।
মহাশ্বাসোপসৃষ্টস্তু ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে॥

যে ব্যক্তির বায়ু উর্দ্ধগত এবং যে ব্যক্তি কষ্টেতে ক্রুদ্ধমত্ত ষাঁড়ের ন্যায় নিরন্তর শব্দ করে মহাশ্বাসে বায়ু উর্দ্ধগত হওয়াতে রোগী ও অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া সেই প্রকার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এই পীড়ায় রোগীর জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, চক্ষু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় ও যে ব্যক্তি বিকৃত চক্ষু ও বিকৃতবদন হয় এবং যাহার মলমূত্র বদ্ধ হয় এবং বাক্য বিশীর্ণ হয় ও যে ব্যক্তি অত্যন্ত ম্লান হয় এবং যাহার প্রবল নিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় সেই রোগীর মহাশ্বাস, অতএব কণ্ঠশ্বাসযুক্ত অনতিবিলম্বেই বিপদগ্রস্থ হইয়া থাকে।

উর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ ।

ঊর্দ্ধং শ্বসিতি যো দীর্ঘং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ।
শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতাঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ॥
ঊর্দ্ধং দৃষ্টিং বিপশ্যংস্তু বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ।
প্রমুহ্যন্ বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যোঽরতিপীড়িতঃ॥
উর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হ্যধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে।
মুহ্যতস্তাম্যতশ্চোর্দ্ধশ্বাসস্তস্য নিহন্ত্যসূন্॥

এই শ্বাসে রোগী যে প্রকার দীর্ঘউর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে সেরূপবেগে অধঃশ্বাস পরিত্যাগে অসমর্থ হয়। তাহার মুখ ও স্রোতঃ সকল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইয়া যায় কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। রোগী উর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচন হইয়া ইতঃস্তত বিরূপ দর্শন করিতে থাকে। মোহপ্রাপ্ত হয় এবং বেদনা পীড়িত হয়, পীড়িত ও মুখশুষ্ক হয়, এবং চিত্ত অনবস্থিত হয় উর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইলে অধঃশ্বাস নিবদ্ধ হয় সেইজন্য রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ ।

যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেনপীড়িতঃ।
নবা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্মচ্ছেদরুজার্দ্দিতঃ॥
আনাহঃ স্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা।
বিপ্লুতাক্ষঃ পরিক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ॥
বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্নরঃ।
ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্॥

যে পীড়ায় রোগী বিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বপ্রাণেতে পীড়িত হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে অথবা শ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে না তজ্জন্য অতিশয় দুঃখার্ত্ত ও মর্ম্মচ্ছেদবৎ বেদনায় পীড়িত হয় এবং যাহার বস্তিদেশে অতিশয় দাহ, এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে ও যাহার চক্ষুদ্বয় বিপ্লুত অথবা একটি চক্ষু রক্তবর্ণ বিশিষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি চেতনা রহিত শুষ্কবদন, বিবর্ণ প্রলাপযুক্ত হয় এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাকে ছিন্নশ্বাস কহিয়া থাকে। ছিন্নশ্বাসযুক্ত পীড়িত রোগী শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে।

তমকশ্বাসের লক্ষণ।

প্রতিলোমং যদা বায়ুঃ স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে।
গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্যতে॥
করোতি পীনসং তেন কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং তথা।
অতীব তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কং॥
প্রতাম্যতি সবেগেন ত্রস্যতে সন্নিরুধ্যতে।
প্রমোহং কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্মুহুঃ॥
শ্লেষ্মণা মুচ্যমানেন ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং লভতে সুখং॥
তথাস্যোদ্ধ্বংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছক্নোতি ভাষিতুং।
ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ॥
পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্নাতি শয়ানস্য সমীরণঃ।
আসীনো লভতে সৌখ্যমুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি॥
উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমার্ত্তিমান্।
বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসো মুহুশ্চৈবাবধম্যতে॥
মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে।
স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা স্যান্নবোত্থিতঃ॥

যৎকালে বায়ু প্রতিলোম ভাবে গমন করিয়া স্রোতঃ সকলকে প্রাপ্ত হয়, তখন গ্রীবা এবং মস্তকে বেদনা হইয়া শ্লেষ্মাকে বিকাশ করিয়া পীনস অর্থাৎ সর্দ্দি উৎপাদন করে। অনন্তর ঐ শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক বদ্ধগতি হইয়া কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ ও অতিশয় হৃদয় বিদারক তীব্র শ্বাস উপস্থিত করিয়া থাকে। রোগী ইহাতে শ্বাস রোগ চারিদিক অন্ধকার দর্শন করে, অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। এবং বারম্বার কাসবেগ উপস্থিত হওয়ায় মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যায় ও শ্লেষ্মা যে পর্য্যন্ত নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয় কষ্ট ভোগ করে, পরে শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া উঠিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য শান্তি বোধ করে। পুনরায় গলা স্বর স্বর করিলে অতি কষ্টে বাক্য কথন, অনিদ্রা শয়ন কালে শ্বাসজনিতকষ্ট ও পার্শ্ব দ্বয়ে বেদনা হইয়া থাকে, এবং বসিয়া থাকিলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে, ঐরূপ অবস্থায় উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে সর্ব্বদা অভিলাষ হয়, রোগীর চক্ষুদ্বয়স্ফীত, কপালে চর্ম্ম যন্ত্রণার আতিশয্য, মুখেরশুষ্কতা, মুহুর্মুহু শ্বাস, এবং গজাদিতে আরোহণবৎ সর্ব্বগাত্রের সঞ্চালন প্রভৃতি লক্ষণ, তমকশ্বাস হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই তমকশ্বাস পীড়া মেঘ বৃষ্টি, শীত ও পুর্ব্ববাতাস এবং শ্লেষ্মাকর দ্রব্যাদি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পীড়া প্রায়ই যাপ্য কিন্তু অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ অল্প দিনকার হইলে কদাচিৎ সাধ্য হইয়া থাকে। তখন শ্বাস জর মূর্চ্ছা থাকিলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে।

প্রতমকশ্বাসের ভিন্নলক্ষণ।

উদাবর্ত্তো রজোঽজীর্ণক্লিন্নকায়নিরোধজঃ।
তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চাশু প্রশাম্যতি॥
মজ্জতস্তমসীবাস্য বিদ্যাৎ প্রতমকন্তুতং॥

উদাবর্ত্ত, নাসিকাদি পথে ধূলি প্রবেশ আমাজীর্ণ বিদগ্ধাজীর্ণ মলমূত্রাদির বেগরোধ এই সমস্ত কারণেও প্রতমকশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রতমক শ্বাস অন্ধকার স্থানে অথবা তমোগুণে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীতল ক্রিয়ায় প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী অন্ধকারে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ করে। প্রতমকশ্বাসের স্বতন্ত্র নাম সন্তমক।

ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ।

রুক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রবাতমুদীরয়ন্।
ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ॥
হিনস্তি ন চ গাত্রাণি ন চ দুঃখো যথেতরে।
ন চ ভোজনপানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিং॥
নেন্দ্রিয়াণাং ব্যথাঞ্চাপি কাঞ্চিদুৎপাদয়েদ্রুজং।
স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ॥

শ্লেষ্মজনক দ্রব্যভোজন ও অতিশয় পরিশ্রম দ্বারা কোষ্ঠাস্থিত বায়ু, কুপিত ও উর্দ্ধগত হইয়া শ্বাস রোগ উৎপন্ন করে। এই ক্ষুদ্র শ্বাস অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্র শ্বাস কহে। মহাশ্বাসাদির ন্যায় শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। ইহা দ্বারা পানভোজনাদির উচিত গতিরোধ করে না এবং ইন্দ্রিয়াদিরও কোন প্রকার পীড়া বা কষ্ট উপস্থিত করে না। এই ক্ষুদ্র শ্বাসপীড়া সাধ্যরোগ।

শ্বাসের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে।
ত্রয়শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ॥
কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা।
যথা শ্বাসশ্চ হিক্কাচ হরতঃ প্রাণমাশু বৈ॥

রোগীর বল থাকিলে এই ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্যতম, অনতিব্যক্তলক্ষণ বিশিষ্ট হইলে সকল প্রকার শ্বাস রোগই সাধ্য হইয়া থাকে, যে পঞ্চবিধ শ্বাসের উল্লেখ হইল তন্মধ্যে ক্ষুদ্রশ্বাস, সুখসাধ্য তমকশ্বাস কষ্টসাধ্য, এবং মহাশ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাস ও ছিন্নশ্বাস সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইলে অসাধ্য. এবং ক্ষীণ ব্যক্তির তমকশ্বাস ও অসাধ্য জানিবে।

সান্নিপাতজ্বরাদি রোগসকল প্রাণ নাশ করিতে পারে সত্য বটে কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস এই উভয়বিধ পীড়া যে প্রকার আশু প্রাণ নাশক, তাহারা তদ্রূপ নহে।

হিক্কা ও শ্বাসচিকিৎসা।

হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তো স্বেদ উচ্যতে।
স্নিগ্ধৈর্ল বণ যোগৈশ্চ মৃদুস্যাচ্চানুলোমনম্॥
ঊর্দ্ধাধঃশোধনং শস্তো দুর্ব্বলে শমনং মতম্॥

প্রথমতঃ হিক্কা ও শ্বাসযুক্ত রোগীকে সৈন্ধব যুক্ত তৈল মালিশ করাইয়া স্নিগ্ধ দ্বারা স্বেদ দিবে। বলবান রোগী হইলে তৎপশ্চাৎ মৃদু-বমনকারক কিম্বা বিরেচক পদার্থপ্রয়োগ করিয়া রোগের মূলীভূতকারণ সমস্ত নির্গত করিয়া ফেলিবে। আবশ্যক হইলে বমন বিরেচন উভয়বিধ ক্রিয়াই করা যায়। অত্যন্ত ক্ষীণ রোগী হইলে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া দোষাদির পরিপাক করাইয়া দিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বমন অথবা বিরেচন প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়াই করা বিধেয় নহে।

এই লিখিত কয়েকটি যোগ হিক্কা রোগে ব্যবহার করিতে দিবে।

এক বৎসর অথবা দুই বৎসরের বদরী ফলের বীজের শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও খৈচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

কট্‌কী ও কাঞ্চন গেরীমাটী সমভাগে গ্রহণ করিয়া বাটীয়া চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা নিবৃত্তি পায়।

পিপুল, আমলকী, শুঁঠ ও চিনি সমপরিমাণে বাটিয়া অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা শান্তি পাইয়া থাকে।

পারুল বৃক্ষের ফল চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা উপশমিত হইয়া থাকে।

মধূকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলীশর্করান্বিতাং।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কায়াং নাবনত্রয়ম্॥

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত, পিপুল চূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঁঠ চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে হিক্কা রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। পিপুল প্রভৃতি শেষোক্ত নস্য দ্রব্যে যথা প্রয়োজন জল দিয়া তরল করিয়া লইতে হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠানস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মক্ষিকারবিষ্টা স্তন্যদুগ্ধের সহিত কিম্বা আলতার জলের সহিত চন্দন মিশ্রিত করিয়া টানিয়া নস্যগ্রহণ করিলে হিক্কারোগ শান্তি হইয়া থাকে।

দুই তোলা ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত মধু চারি আনা ও সৌবর্চ্চল লবণ একসিকি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কার শান্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ দুইতোলা, ছাগদুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের এই কয়টি দ্রব্য একত্র করিয়া অবশিষ্ট একপোয়া দুগ্ধ মাত্র থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া হিক্কাযুক্ত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার হিক্কা শান্তি পাইয়া থাকে।

পিপুল ও আমলকী চূর্ণ এবং চিনি সমপরি-মাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত রোগীকে বারম্বার

সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে হিক্কা শ্বাস উভয়বিধ পীড়াই প্রশমিত হয়।

বামুন হাটীর মূল ও শুঁঠ একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে হিক্কাশ্বাস শান্তি হইয়া থাকে।

চিনি, বামুনহাটীর মূল সৌবর্চ্চল লবণ ও শুঁঠ, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ঐ চূর্ণ দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় যথাযোগ্য উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে হিক্কা ও শ্বাস রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

> শৃঙ্গীকটুত্রিক ফলত্রয় কণ্টকারী ভার্গী সপুষ্করজটা
> লবণানি পঞ্চ।
> চূর্ণং পিবেদশিশিরেণজলেন হিক্কাশ্বাসোর্দ্ধবাত
> কাসনারুচিপীনসেষু॥

কাঁকড়া শৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বামুনহাটীর মূল, কুড় সৌবর্চ্চল, বিট্, উদ্ভিদ, সৈন্ধব, সামুদ্র লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপশ্চাৎ ঐ চূর্ণ এক সিকি মাত্রায় যথাযোগ্য উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে হিক্কা শ্বাস, উর্দ্ধবাত কাস অরুচি ও পীনস প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

> অভয়ানাগরকল্কং পৌষ্করযবশূকমরিচকল্কং বা।
> তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কী চ তচ্ছান্ত্যৈ॥

হরীতকী ও শুঁঠ সমভাগে কিম্বা পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়। বা বামুনহাটীর মূল, যবক্ষার মরিচ, সমভাগে পেষণ করিয়া এক সিকি পরিমাণে যথাযোগ্য উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

> অমৃতানাগরকৃষ্ণাব্যাঘ্রী পর্ণাশসাধিতঃ ক্বাথঃ।
> পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী পত্র এই দ্রব্য গুলি সমস্ত মিলিত ২ তোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ জলে দুই আনা পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে এই কষায় পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসরোগ আশু শান্তি পাইয়া থাকে।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সমস্ত পদার্থ গুলি মিলিত দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কুড় চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে হিক্কা শ্বাস, রোগীর পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্থানের বেদনাও শান্তি হইয়া থাকে।

> গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
> ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ॥
> শৃঙ্গীমহৌষধকণাঘনপুষ্করাণাং চূর্ণং শঠীমরিচ
> শর্করয়া সমেতম্।
> ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূলাঃ শ্বাসং জয়েন
> শময়েদতিদোষমুগ্রম্॥

গুলঞ্চ, বাসক, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল, এই পদার্থ গুলি সমস্ত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইবে। তদনন্তর কাকড়াশৃঙ্গী শুঁঠ, পিপুল, মুথা, কুড় এই দ্রব্যগুলির সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ঐ চূর্ণ পদার্থ দুই আনা কি তিন আনা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উক্ত ক্বাথ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রকার নিয়মে তিন দিবস পান করিলে অতি প্রবল শ্বাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন ইক্ষুগুড় রাস্না, পিপুল ও শটী, এই পদার্থগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ঐ চূর্ণ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিয়া সেবন করিলে ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক শ্বাস নিবারণ হইয়া যায়।

ময়ূর পুচ্ছভস্ম ও পিপুলের গুড়া একত্র করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা ও শ্বাস দূরীভূত হইয়া থাকে।

বহেড়ার চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রবল শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুলথকলাই, শুঁঠ কণ্টকারী বাসক এই দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অৰ্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ অৰ্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে কিম্বা ক্বাথের সহিত কুড়চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হিংস্রাদিঘৃত।

হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতিকত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ।
দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং চতুর্গুণজলান্বিতম্॥
কোলাত্রৈঃ পচেত্তদ্ধি কাসশ্বাসং ব্যপোহতি।
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং সকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা॥

হিংস্রেত্যাদি, হিংস্রা কালাওকড়া, পূতিকং নাটাকরঞ্জস্য মূল ইতি বৃদ্ধাঃ। কোলমাত্রৈরিতি যদ্যপি কোলশব্দেন মাষকাষ্টকং কর্ষশ্চোচ্যতে যদাহ ক্ষারপাণিঃ শানকাভ্যাস্তু জানীয়াৎ কোলং বটকমং কণং। তাভ্যাং কর্ষঃ পিচুস্তাক্ষঃ স্বর্ণং পাণিতলং তথা। বিড়াল পদকং কোলং কিঞ্চিচ্চ সমুদাহৃত মিতি। তথাপি কর্ষ এবাত্র গ্রাহ্যঃ, অন্যথা কল্কস্যাল্পীয়স্ত্বং স্যাৎ। বৃদ্ধকাশ্যপেনাপ্যে বমুক্তং বিড়ঙ্গব্যোষপূতিকপথ্যাহিংস্রাগ্নিভিঃ পচেৎ। কার্ষিকৈঃ সর্পিষঃ প্রস্থং দ্বিক্ষীরং চতুর্গুণ মিতি। এতেন কোলশব্দেন কর্ষস্যাভিধানাৎ সাধ্বীয়ং ব্যাখ্যেতি যৎকিঞ্চিৎ উক্তং, তদপাস্তম্।
সুশ্রুতস্য।

ঘৃত চারিসের, কল্কদ্রব্য যথা—কাল ও কড়া ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ২ তোলা, নাটাকরঞ্জামূল ২ ২ তোলা, হরিতকী ২ তোলা, আমলকী ২তোলা বহেড়া ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা পিপুল ২ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা ও রক্তচিতারমূল ২তোলা এই দ্রব্য সমস্ত অল্প পেষণ করিয়া ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে, জল শেষ হইয়া উহার একচতুর্থাংশ থাকিতে অর্থাৎ ৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে ফেলিয়া দিবে, এবং আটসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত চারি আনা অথবা ততোধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাস শ্বাস, অর্শ, অরুচি, গুল্ম, অতিসার ও ক্ষয়রোগ শান্তি হইয়া থাকে।

তেজবতাদিঘৃত।

তেজোবত্যভয়াকুষ্ঠং পিপ্পলীকটুরোহিণী।
ভূতিকং পৌষ্করং মূলং পলাশঃ চিত্রকঃ শটী
সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেশিকা।
তালিশপত্রং জীবন্তী বচা তৈঃ কর্ষসম্মিতৈঃ॥
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তোয়চতুর্গুণে।
এতদ্যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ॥
শোথানিলার্শো গ্রহণীহৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ যথা—চই ২ তোলা, হরিতকী ২ তোলা, কুড় ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, কট্‌কী ২ তোলা, গন্ধতৃণ ২ তোলা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) কুড় ২ তোলা, পলাশ ২ তোলা, রক্তচিতারমূল ২ তোলা, শটী ২তোলা সৌবর্চ্চল ২ তোলা, ভূমিআমলকী ২ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, তালীশপত্র ২ তোলা, জীবন্তী ২ তোলা, বচ ২ তোলা, হিঙ্গু অৰ্দ্ধতোলা। এই দ্রব্য সকল কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া

পুনর্ব্বার মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্বাল দিয়া পাক সিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে ঘৃত করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতজনিত অর্শরোগ, গ্রহণী হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

ভার্গীগুড়।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাশ্চ দশমূলাত্তথা পরম্।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেত্তোয়চতুর্দ্রোণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়াৎ দ্বাভ্যাং ততঃ॥
পুনঃ পচেত্ মৃদ্বগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্॥
শীতেতু মধুনস্তত্র ষট্‌পলানি প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্ততঃ॥
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
স্বরবর্ণপ্রদোহ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চদীপনঃ।
পলোন্মেয়াদেবমানে ন বৈগুণ্যং মিদেশাতে॥
হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থদ্বাদশকং জলম্॥

বামুনহাটী ১২॥০ সাড়ে বার সের এবং দশমূল ১২॥০ সের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ১১৬ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। এবং উহাতে একশত হরিতকী বস্ত্রখণ্ডে পুটলীবদ্ধ করিয়া দিবে। ২৯ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে উক্ত ক্বাথের সহিত ১২॥০ সারে বার সের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মৃদু জ্বালে পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে হরিতকীগুলি পুটলী হইতে বাহির করিয়া দিবে। এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে যখন লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া উহার সহিত মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা শুঁঠ চূর্ণ ৮ তোলা দারচিনীচূর্ণ ৮ তোলা এলাইচ চূর্ণ ৮ তোলা তেজপত্র চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ মধ্যস্থ হরিতকী একটী ও ঔষধ চারিভাগ করিয়া সেবন করিলে অতি প্রবলতর শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়।

কুলত্থগুড়।

কুলত্থং দশমূলঞ্চ তথৈব বিজয়ষ্টিকা।
শতং শতং চ সংগৃহ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু গুড়স্যার্দ্ধতুলাং ক্ষিপেৎ।
শীতীভূতে চ পক্কে চ মধুনোষ্টৌপলানি চ॥
ষট্‌পলানি তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্।
ত্রিসুগন্ধি সুগন্ধং তৎগান্ধোম্বিবলং প্রতি॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং নাশয়েত্তমকং তথা।
প্রতিশতং দ্রোণ নিয়মাচ্চ জ্ঞেয়ং দোণত্রয়ং বিদুঃ॥

কুলত্থ কলাই ১২॥০ সের ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ১২॥০ সের দশমূল ৩২ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৮ সের এবং বামুনহাটী ১২॥০ সের ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ সের এই তিন পদার্থের ক্বাথ যথানিয়মানুসারে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং উহার সহিত ইক্ষুগুড় ছয়সের এক পোয়া মিশিত করিয়া পুনঃ মৃদু জ্বালে পাক করিতে করিতে লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া তাহাতে বংশলোচন চূর্ণ ৪৮ তোলা পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারচিনী এলাইচ ও তেজপত্র চূর্ণ সমস্ত ১৬ তোলা প্রদান করিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে। উক্ত দ্রব্য শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা বা ততোধিক পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস কাস জ্বর হিক্কা প্রভৃতি পীড়া সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

সুর্য্যাবর্ত্তরস।

সূতকং গন্ধকং মর্দ্দ্যং যামৈকং কন্যাকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপাত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ॥
দিনৈকং হণ্ডিকাযন্ত্রে পচেচ্ছীঘ্রং সমুদ্ধরেৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসো নাম দ্বিগুঞ্জ শ্বাসকাসনুৎ॥

ইন্দ্রবালারনিকামূলং দেবদারুকটুত্রয়ং।
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবর্ত্তয়ে॥

পারা ও গন্ধক সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া এক প্রহর কাল ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে তদনন্তর এই দ্রব্যের সমান তাম্র পাত্র লইয়া উহা উক্ত সর্দ্দি কল্কদ্বারা লেপন করিবে। পরে সেই তাম্রপাত্র বালুকাযন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। ইহার ২।৩ রতি সেবন করিলে কাস রোগ প্রশমিত হয়। গোরক্ষচাকুলিয়ার মূল ত্রিকটু ও দেবদারু চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ও শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে।

বিজয়বটী।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকমেবচ।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্ত মেলা গ্রন্থিককেশরং।
ত্রিকটু ত্রিফলা তাম্রং তুম্বং জৈপালচিত্রকং।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ॥
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে।
সূতাখ্যং গ্রহণী দোষে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা॥
হস্তপাদাদি দাহেষু বটিকেয়ং প্রশস্যতে।
ঘৃতেন পাথয়েন্মূলং পত্রঞ্চ বাসকস্য চ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা॥
পিপ্পলী দেবদারু চ শুন্ঠীচূর্ণং সমং তথা॥
ঊর্দ্ধশ্বাসং সদা হন্তি পিবেদুষ্ণজলেন চ॥

পারা গন্ধক লৌহ বিষ অভ্র বিড়ঙ্গ রেণুক মুথা এলাইচ, পিপুলমূল নাগেশ্বর মরিচ শুঁঠ পিপুল আমলকী হরিতকী বহেড়া তাম্র জয় পাল চিতা এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ গুড় মিশাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। শ্বাস কাস ক্ষয় রোগ গুল্ম প্রমেহ বিষম জ্বর গ্রহণী, শূলও হস্তপদাদিদাহ এই সমস্ত পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বাসক মূল ও পত্র ঘৃতে ভাজিয়া দুই অথবা তিন মাষা সেবন করিলে কাস শ্বাস ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল দেবদারু ও শুণ্ঠী ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ঊর্দ্ধশ্বাস বিনাশ হয়।

লৌহপর্পটীরস।

ভাগৌ রসস্য গন্ধস্য দ্বাবেকো লৌহভস্ম চ।
এতদ্‌ঘৃষ্টং দ্রবীভূতং মৃদ্বগ্নৌ কদলীদলে॥
পাতয়েদ গোময়গতে তথৈবোপরি যোজয়েৎ।
ততঃ পিষ্ট্বা দ্রবৈরেভিঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্॥
ভার্গীমুণ্ডী মুনিবরা জয়া নির্গুণ্ডিকা তথা।
ব্যোষবাসককন্যার্দ্রদ্রবৈস্তাম্রাং পুটে পচেৎ।
আগন্ধং খর্পরে তাম্রে পটাখ্যো রসো ভবেৎ॥
সর্ব্বরোগহর স্তৈস্তৈরনুপানৈর্হি মাষকৈঃ।
তাম্বুলীপত্রসহিতং শ্বাসকাসহরঃ পরঃ॥
গমকঃ সুরসাক্বাথোঽনুপানং বাসকাহ্বয়ং।
অম্লিকাতৈলবার্ত্তাকু কুষ্মাণ্ডং কদলীফলং॥
বর্জ্জ্যং মাংসরসং সর্পিঃ পথ্যং ধন্যাদিচক্ষণঃ।
বর্জ্জয়েচ্চ বিশেষেণ কফকৃৎ স্ত্রীসুখাদিকং॥

পারা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ লৌহ ১ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত হইলে গোময়োপরি কদলী পত্র রাখিয়া তাহাতে দ্রবীভূত ঔষধ ঢালিয়া দিবে। তৎপরে তাহার উপরি আর একটী গোময় যুক্ত কদলী পত্র চাপা দিবে এই প্রকার করিলে যে পর্পটী প্রস্তুত হইবে তাহা চূর্ণ করিয়া বামুনহাটী, মুণ্ডিরী ত্রিফলা বচ জয়ন্তী নিসিন্দা ত্রিকটু বাসক ও ঘৃত কুমারী ইহাদের রসে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাতবার ভাবনা দিবে। তদনন্তর শুষ্ক হইলে তাম্র পাত্রে করিয়া গন্ধনির্গমন পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই ঔষধ বিশেষ বিশেষ অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। তম্বুলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস কাস বিদূরিত হয়। এবং তুলসীর ক্বাথে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশেষ প্রকার পীড়ার শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল তৈল বেগুণ কদলীফল পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া সর্ব্ব প্রকার মাংসযূষ পথ্য দিবে। বিশেষতঃ কফকারী পদার্থ ও স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য।

তাম্রপর্পটী।

লৌহস্থানে তাম্রযোগা তাম্রপর্পটিকা ভবেৎ।

লৌহ পর্পটীতে সমস্ত পদার্থ উল্লেখ হইয়াছে এই তাম্রপর্পটীতে কেবল লৌহের পরিবর্ত্তে তাম্র দিলেই তাম্রপর্পটী হয়। এবং সমস্ত পর্পটীর প্রস্তুত প্রণালী এক প্রকার পর্পটী প্রস্তুত প্রণালী ইতি পূর্ব্বে অনেক বার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কারণে বিশেষ বিস্তার প্রয়োজন হইল না। তাম্রপর্পটীর গুণ ও সেবন প্রণালী এবং পথ্যাপথ্য সমস্তই লৌহ পর্পটীর ন্যায়।

পিপ্পল্যাদিলৌহ।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থিমধুশর্করা।
বিড়ঙ্গপুষ্করৈশ্চূর্ণৈঃ লৌহঃ হন্তি সুদারুণাঃ॥
ছর্দ্দিং হিক্কাং তথা তৃষ্ণাং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥

পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলের আঁটির শাঁস যষ্টিমধু শর্করা বিড়ঙ্গ ও কুড় এই সমস্ত পদার্থ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ তিন রতি সেবন করিলে ঘোরতর ছর্দ্দি হিক্কা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বাসকুঠার।

টঙ্কণং পারদং গন্ধং বিষং শিলা কটুত্রিকং।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা পঞ্চগুঞ্জা প্রমাণতঃ॥
উষ্ণোদকং পিবেচ্চানু ক্ষুদ্রাক্বাথমথাপিবা।
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি শ্বাসশ্লেষ্মসমুদ্ভবং॥
শিরোরোগং নিহন্ত্যাশু বৃক্ষ মিন্দ্রাশনির্যথা॥

সোহাগা, পারা, গন্ধক বিষ, মনঃশিলা শুঁঠ, পিপুল মরিচ, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উত্তম রূপে পেষণ করিবে। অনন্তর পাঁচ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। উষ্ণজল কিম্বা কণ্টকারীর ক্বাথ অনুপানে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে পঞ্চ প্রকার কাসরোগ, শ্লেষ্মা জনিত শ্বাস, ও শিরঃ রোগ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রবজ্র যে প্রকার বৃক্ষ সকল নিপাত করে তদনুরূপ এই ঔষধ ও রোগ সকলকে ধ্বংস করিয়া থাকে।

শ্বাসকাসচিন্তামণি।

পারদং মাক্ষিকং স্বর্ণং সমাংশং পরিকল্পয়েৎ।
পারার্দ্ধং মৌক্তিকঞ্চ স্যাতাদ্বিগুণগন্ধকং॥
অভ্রকঞ্চ তথা যোজ্যং যোজ্যাদ্বিগুণলৌহকং।
কণ্টকারীরসেনৈব ছাগীদুগ্ধেন চ পৃথক্॥
যষ্টিমধুরসেনৈব পর্ণপত্ররসেন চ।
ভাবয়েৎ সপ্তধারঞ্চ বিগুঞ্জাং বটিকাং ভজেৎ॥
পিপ্পলীমধুনা যুক্তাং শ্বাসকাসবিবর্দ্ধিনীং॥

পারা স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ একভাগ, মুক্তা অর্দ্ধ ভাগ, গন্ধক অভ্র দুইভাগ, লৌহ চারি ভাগ এই সমস্ত পদার্থ একত্র কণ্টকারীর রস, ছাগ দুগ্ধ যষ্টিমধুর ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস কাস প্রভৃতি পীড়া অনতি বিলম্বেই সম্পূর্ণ রূপে শান্তি পাইয়া থাকে।

শ্বাসকুঠার।

রসঃ গন্ধং বিষং টঙ্কং শিলোষণকটুত্রয়ং।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং জয়েৎ॥

পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, শুঁঠ পিপুল মরিচ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে দুই রতি প্রমান বটীকা প্রস্তুত করিয়া পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা জনিত শ্বাস, কাস ও ক্ষয় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শ্বাসকুঠাররস।

রসঃ গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্কণং সমনঃশিলং।
এতানি সমভাগানি মরিচং ত্র্যূষণচূর্ণং॥

ত্রিভাগং ত্র্যূষণং জ্ঞেয়ং খল্বে সর্বং বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসজিৎ॥
গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদানস্যং প্রদাপয়েৎ।
মার্ত্তণ্ডাগ্নিকাভক্ষে সংজ্ঞাজননমুত্তমং॥
প্রতিশ্যায়ঃ ক্ষতক্ষীণং একাদশবিধং ক্ষয়ং।
হৃদ্রোগং শ্বাসশূলঞ্চ স্বরভেদং সুদারুণং॥
সন্নিপাতং তথা ঘোরং তন্দ্রামোহান্বিতং জয়েৎ॥

পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা মনঃশিলা এক ভাগ, মরিচ চারি ভাগ, শুঁঠ মরিচ পিপুল তিন ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া এই ঔষধ দুই রতি প্রমাণ সেবন করিলে শ্বাস কাস প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। রোগীর চৈতন্য ধ্বংস হইলে এই ঔষধের নস্য গ্রহণ করিলে আশু চৈতন্য লাভ হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রতিশ্যায় (সর্বদা কাস উঠা) ক্ষতক্ষীণ একাদশ লক্ষনাক্রান্ত ক্ষয়রোগ হৃদ্রোগ শ্বাস শূল স্বরভেদ সন্নিপাত তাম মোহ প্রভৃতি সর্ব প্রকার পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। হিক্কা ও শ্বাস রোগের পথ্যাদির ও নিয়ম সমস্তই কাস রোগের ন্যায় পালন করিতে হয়।

স্বরভেদের লক্ষণ ও সম্প্রাপ্তি।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত
সংদূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্বিধঃ সঃ।
বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েণ চ॥

প্রাণোদানচ্ছিদ্রমার্গত্বাৎ শ্বাসেষ্বপি স্বরভেদো ভবতীতি শ্বাসানন্তরং স্বরভেদ মাহ; অত্যুচ্চভাষণেত্যাদি। অধ্যয়নং উচ্চৈর্বেদাদিপাঠঃ, অভিঘাতঃ কণ্ঠাদিদেশে লগুড়াভিরাঘাতঃ, এতৈঃ সংদূষণৈশ্চান্যৈরপথ্যৈঃ বাতাদিকোপনৈঃ, বিষন্তু সর্বদোষপ্রকোপনমেব স্রোতঃসু স্বরবহেষু চতুর্ষু যদুক্তং সুশ্রুতে "ধাভ্যাং ভাষতে ধাভ্যাং ঘোষং করোতি।" ভাষণঘোষণযোরপ্যত্রসংস্থাভাৎ স্বরঃ। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং কৃত্বা, স ইতি স্বরভেদঃ ষড়্বিধো বাতপিত্তকফসন্নিপাতক্ষয় মেদোজ ভেদাৎ॥

অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন এবং অতি উচ্চৈঃস্বরে বেদাদিঅধ্যয়ন বিষভক্ষণ ও কণ্ঠ দেশে আঘাত এই সমস্ত কারণে এবং অন্যবাতাদির কোপজনক কারণাদি দ্বারা বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরগ্রহ ধমনীচতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিয়া স্বরভঙ্গ করে। এই জন্য স্বরভেদ রোগ উৎপাদন হয়। এই স্বরভেদ পীড়া ষড়্বিধ যথা বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সন্নিপাতিক মেদোজ ও ক্ষয়জনিত।

বাতজস্বরভেদের লক্ষণ।

বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চা।
ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরশ্চ॥

বাতজ স্বরভেদে মল, মূত্র, নয়ন ও মুখ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। এবং গর্দ্দভের ন্যায় কর্মে ধ্বেজক স্বর আস্তে আস্তে নির্গত হইয়া থাকে।

পিত্তজস্বরভেদের লক্ষণ।

পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা
ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন।

পিত্তজনিত স্বরভেদে মল, মূত্র, চক্ষু, ও মুখ পীতবর্ণযুক্ত হয়; এবং কথোপকথনের সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

কফজস্বরভেদের লক্ষণ।

কৃচ্ছ্রাৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ।
স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবাবিশেষাৎ॥

কফজনিত স্বরভেদে, কণ্ঠদেশ সর্বদা শ্লেষ্ম দ্বারা অবরুদ্ধ থাকায় অল্প অল্প বাক্য নির্গত হয় কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্য কিরণ দ্বারা কফের মন্দ গতিভাব হওয়ায় রোগী কতক পরিমাণে ভাল রূপ কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়।

সান্নিপাতিকস্বরভেদের লক্ষণ।

সর্বাত্মকে ভবতি সর্ববিকারসম্পৎ।
তত্রাপ্যসাধ্যা মুনয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ॥

সন্নিপাতজ স্বরভেদে বাতাদিত্রিদোষের সমস্ত

লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই সন্নিপাতক স্বরভেদ রোগ ঋষিরা অসাধ্য বলিয়া থাকেন।

ক্ষয়জনিতস্বরভেদের লক্ষণ।

ধূমোত্ত বাক্ ক্ষয়কৃতে ক্ষয় মাধ যাচ্ছ
স্তাদেষচাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ॥

ক্ষয়জনিত স্বরভেদে বাক্য সকল ক্ষীণ প্রাপ্ত হয়। এবং রোগীর যেন বোধ হয় যে উহা ধুমের সহিত নির্গত হইতেছে। অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধুম নির্গমকালে যেরূপ প্রকার বেদনা অনুভব হইয়া থাকে, বাক্যনিঃস্বরণ সময়ে সেইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। ক্ষয়জনিত স্বর ভেদের রোগী যখন হতবাক হয় তখন তাহাতে পরিত্যাগ করিবে।

মেদজস্বরভেদের লক্ষণ।

অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যাপদং চিরেণ
মেদোহন্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগল স্তৃষার্ত্তঃ।

মেদজনিত স্বরভেদে গলদেশে শ্লেষ্মা বা মেদোদ্বারা লিপ্ত হই সুতরাং রোগী কণ্ঠলগ্ন অস্পষ্টবাক্য বিলম্বে বিলম্বে উচ্চারণ করে ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকে।

স্বরভেদের অসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষীনস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য চাপি
চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ।
মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ স্বরামযো
নৈব স সিদ্ধিমেতি॥

দুর্ব্বল, বৃদ্ধও কৃশ ব্যক্তির স্বরভেদ কিম্বা দীর্ঘ কালোৎপন্ন স্বরভেদ আজন্মজাত স্বরভেদ মেদোস্বী অর্থাৎ অতিশয় স্থূল ব্যক্তির স্বরভেদ এবং সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত সান্নিপাতিক স্বরভেদ অসাধ্য জানিবে।

স্বরভেদের চিকিৎসা।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্ক্রাতে শ্লেষ্মা স্বর শ্চাস্ত প্রসীদতি॥

বাতজ স্বরভেদে উষ্ণতৈলসহ লবণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ অথবা কুলি করিবে। পিত্তজ স্বরভেদরোগে ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ কিম্বা কুলি করিবে এবং কফজ স্বর-ভেদ রোগে মরিচের গুড়ার সহিত যবক্ষার (সোরা) ও মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ বা কুলি করিলে গলনলী তালু জিহ্বা ও দন্তাশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইয়া স্বর পরিষ্কার হইয়া থাকে।

বাতজ স্বরভেদরোগে রোগী ঘৃত ও ইক্ষু-গুড় সহিত অন্ন আহার করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে।

পিত্তজ স্বরভেদ রোগী দুগ্ধের সহিত অন্ন আহার করিবে এবং সুশ্রুতগ্রন্থের খাসাধিকা রোক্ত বাসাঘৃত এক সিকি বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥

পিপুল পিপুলমূল মরিচ ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ দুই আনা কিম্বা চারি আনা পরি-মাণে এক ছটাক কিম্বা অর্দ্ধপোয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবাভাগে একবার করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মাজনিত স্বরভেদ পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

মেদজনিত স্বরভেদ রোগের চিকিৎসা কফজ স্বরভেদের চিকিৎসার ন্যায় কফজনিত স্বর-ভেদরোগে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় মেদ জনিত স্বরভেদ রোগেও সেই সমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ হইতে পারে।

ক্ষয়জনিত স্বরভেদরোগে এবং ত্রিদোষ সান্নিপাতিক স্বরভেদে চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে প্রথমতঃ রোগটী সাধ্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রোগ সাধ্য হইলে ক্ষয়কাসোক্ত বিধানানুসারে জনিত স্বরভেদের চিকিৎসা একত্র যোগ করিয়া ত্রিদোষজ স্বরভেদের চিকিৎসা করা বিধেয়।

চব্যাম্লবেতসকটুত্রিক তিন্তিড়ীক
তালীশজীর কতুগাদহনৈঃ সমা শৈঃ।
চূর্ণং গুড়প্রমৃদিতং ত্রিগুণন্বিতুক্তং
বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্॥

চই অম্লবেতস মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কন্তরী তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতার মূল এই সমস্ত দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেক এক তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে।

দারুচিনি, ছোট এলাইচ, ও তেজপত্র, এই কয়েক দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকের চারি আনা করিয়া লইবে, তদনন্তর সমস্ত চূর্ণপদার্থগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া একাদশতোলা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি আনা পরিমাণে দিবাভাগে দুই বার করিয়া সেবন করিলে স্বর-ভেদ পীনস ও কফজনিত অরুচি প্রভৃতি পীড়া নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পিপুলের গুড়া ও হরীতকীর গুড়া ও শুঁঠের গুড়া সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বনযমানী হরিদ্রা, আমলকী যবক্ষার ও রক্ত চিতার মূল এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদপীড়া প্রশমিত হয়।

বহেড়া সৈন্ধব লবণ ও পিপুল এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রত্যেক সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সিকি পরিমাণে লইয়া তদনুপযুক্ত তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কিম্বা আমলকীর চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্বরভেদ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুলের পাতা জলের সহিত পেষণ করিয়া সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত সহযোগে অল্প ভাজিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে স্বরভেদ আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

কণ্টকারীঘৃত।

ব্যাঘ্রীস্বরসবিপক্বং রাস্নাবাট্যালগোক্ষুরব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্॥
শুষ্কয়া মূলাদায় স্বরনামামনন্তরে।
যা রিপাইগুণে সাধ্য গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ যথা—রাস্না, বেড়ালা গোক্ষুরবীজ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; এই পদার্থ সমস্ত এক সের লইয়া কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং কণ্টকারীর রস ১৬ সের ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তৎপশ্চাৎ, কিঞ্চিৎ রস অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। তদনন্তর পাক সিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে শুষ্ক কণ্টকারী আট সের গ্রহণ করিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। এবং সিদ্ধ করিয়া শেষ ৮ আট সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথদ্বারা ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ ও পঞ্চবিধ কাসরোগ শান্তি পাইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজাদিঘৃত।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লী বাসকদশমূলকাসমর্দ্দরসৈঃ।
সর্পিঃ স পিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিৎমধুনা॥

ঘৃত চারি সের, পিপুল এক সের পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। অপর ভৃঙ্গরাজ গুলঞ্চ, বাসক দশমূল ও কালকাসন্দ এই পদার্থ গুলি সমস্ত মিলিত আট সের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে শেষপাকসিদ্ধির লক্ষণ সমস্ত উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাস রোগে প্রভৃতি বিদূরীত হইয়া থাকে।

ভৈরবরস।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং মরিচং চব্যচিত্রকং।
আদ্রকস্ত রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকা স্ততঃ॥
গুঞ্জত্রয়প্রমানেন খাদেত্তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুস্তরং॥

পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চই, চিতা এই সমস্ত পদার্থ সমভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসে মর্দ্দন করিয়া তিনরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ জলের সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ ও ঘোরতর শ্বাস কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চব্যাম্লবেতসকটুত্রয় তিন্তিড়ীক
তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়প্রমুদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তং॥
অনেনৈবানুপানেন ভস্মযুতং প্রযোজয়েৎ
যোগবাহিরসঞ্চাপি যোজয়ন্তি ভিষগ্বরাঃ॥

চৈ, থৈকল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মহার্দ্রক, তালীশপত্র, বংশলোচন, চিতা, দারচিনী, এলাচী ও তেজপত্র, এই সমস্ত পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান গুড় মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে স্বরভেদ পীনস, কফ ও অরুচিরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। এইরূপে অনুপান প্রয়োগ করিয়া রসসিন্দুর কিম্বা যোগবাহিক রস সকল রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সশর্করং শুণ্ঠীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেন সহযোজিতং।
কোকিলস্বর এব স্যাদ্ গুড়িকাভুক্তমাত্রতঃ॥

শর্করা ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমপরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কোকিলের ন্যায় স্বরলাভ হইয়া থাকে।

অরোচকনিদান।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ
ক্রোধৈর্ম্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন॥

অরোচকরোগ বাত, পিত্ত, কফ ও সান্নিপাতজ আগন্তুক ভেদে পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে বাতজ অরোচকে মুখ কষায়রসযুক্ত হয় এবং দন্ত, অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। আগন্তুজ অরোচক শোক ভয় অতিলোভ অতিক্রোধ ও ঘৃণাজনক আহার, ঘৃণাজনকরূপ দর্শন, ঘৃণাজনক দ্রব্যের আঘ্রাণ এই সমস্ত করিলে আগন্তুক আরোচক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পৈত্তিক জন্য অরোচকের লক্ষণ।

কটুম্লমুষ্ণং চিরসঞ্চ পূতী পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রং।

পিত্তজনিত অরোচকে মুখতিক্ত অম্ল, বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অরোচকের লক্ষণ।

মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্য গুরুত্বশৈত্য বিবদ্ধসংবদ্ধযুতং কফেন॥

শ্লেষ্মাজনিত অরোচকে, মুখ মধুর গুরু, শীতল, আহারে অক্ষম ও কফলিপ্ত হইয়া থাকে।

আগন্তুজনিতস্বরভঙ্গের লক্ষণ।

অরোচকে শোকভয়াতিলোভ
ক্রোধাদ্য হৃদ্যাশুচিগন্ধজেস্যাৎ।
স্বাভাবিকঃস্যান্মুখারুচিশ্চ
ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেচ্চ।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অহৃদ্য ও অশুচিগন্ধ সমস্ত আগন্তুকারণজনিত অরোচকে মুখ স্বভাবিক রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ আস্বাদনের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু অরুচি হয়। আর ত্রিদোষজনিত অরুচিতে মুখের রস এরূপ প্রকার থাকে না, বাতজাদি অরোচকোক্ত সমস্ত রসই উৎপাদন হইয়া থাকে।

বাতজাদিভেদে মুখবিকৃতির এবং শারিরীক লক্ষণ কথিত হইতেছে।

হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ
তৃট্‌দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকং।

শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যা
বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ ॥

বাতজাদিভেদেন মুখবিকৃতি মভিধায়ন্মদেশ বিকৃতি মাহ হৃচ্ছূলমিতি হৃদি শূলেন পীড়ণং, চোষশ্চ ষষণবৎ পীড়া, বহুভিরিতি ত্রিকোষৈঃ। বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরিমিতি উপলক্ষণে তৃতীয়া, বৈগুণ্যং মনসো ব্যাকুলত্বং, অপরমিতি দোষজাদন্যাদাগন্তজমিত্যর্থঃ, সত্যামপি বুভুক্ষায়াং অভ্যবহারসামর্থ্যং অরুচিঃ। অভিলষিত সম্পন্নং দীয়মানং নাভ্যবহরতীত্যনন্নাভিনন্দনং। অন্নস্য শ্রবণস্মরণদর্শনগন্ধস্পর্শনৈযত্রোদ্বিজতে স ভক্তদেষঃ, এবং ত্রিবিধোঽপি রোগ শ্চরক সুশ্রুতাভ্যাং অরোচক শব্দেন গৃহীতঃ। উক্তং হি বৃদ্ধভোজেন প্রক্ষিপ্যন্তু মুখেচান্নং জন্তো র্ণ স্বদতে মুহুঃ। অরোচকঃ স বিজ্ঞেয়ো ভক্তদ্বেষমতঃ শৃণু। চিন্তয়িত্বা তু মনসা দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা তু ভোজনং। দ্বেষমায়াতি যো জন্তুর্ভক্তদ্বেষঃ স উচ্যতে। যস্য নান্নে ভবেৎ শ্রদ্ধা সোঽভক্ত চ্ছন্দ উচ্যতে। কুপিতস্য ভয়ার্ত্তস্য যশ্চ ভক্তনিরোধজঃ ইতি।

বাতজ অরোচকে, তৃষ্ণা দাহ ও চূষণবৎ পীড়া, কফজ অরোচকে, কফপ্রসেক এবং সান্নিপাতজ অরোচকে সমস্ত লক্ষণই সংঘটিত হইয়া থাকে। আগন্তু অর্থাৎ শোকাদি আগন্তু কারণজনিত অরোচকে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হয়। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে তিন প্রকার অরোচকের লক্ষণ প্রকাশ আছে।

অরোচক চিকিৎসা।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ হৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নতো ॥

বায়ুজনিত অরোচকরোগে বমন এবং পিত্তজনিত অরোচকরোগে বিরেচন এবং কফজনিত অরোচকরোগে বমন করান কর্ত্তব্য। এবং শোক ও কাসাদিজনিত অরোচকরোগে মনের অনুকূল অর্থাৎ মনের তুষ্টিজনক ক্রিয়া করিবে।

বান্তো বচাম্ভিবনিলে বিধিবৎ পিবেত্তু
স্নেহোষ্ণ তোয়মদিরাণ্যতমেন চূর্ণম্।
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গযবভস্মহরেণুভার্গী
রাস্নৈলা হিঙ্গুল লবণোত্তমনাগরাণাম্ ॥

বাতজনিত অরোচকরোগীকে যথানিয়মানুসারে বচের কাথ দ্বারা তাহাকে বমন করাইয়া পেয়াদি লঘুদ্রব্য আহার করিতে দিবে। এই প্রকার পেয়া ও মণ্ডাদি লঘুপথ্যভোজনে রোগী কতক বলাধান হইলে নিম্নলিখিত পদার্থের চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। যথা পিপুল বিড়ঙ্গের শাঁস, যবভস্ম, রেণুক, বামুনহাটীরমূল, রাস্না, ছোটএলাইচ, হিঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ এই সমস্ত পদার্থগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঘৃত উষ্ণ জল কিম্বা মদিরা ইহাদিগের যে কোন একটি পদার্থসহযোগে উল্লিখিত চূর্ণ এক আনা করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিত্তজ অরোচকরোগীকে গুড় মিশ্রিত মধুদ্রব্য দ্বারা বমন করাইয়া কিয়দ্দিন পেয়াদি লঘুদ্রব্য আহার দ্বারা রোগীকে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার করিয়া সৈন্ধব, চিনি ও মধু সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

কফজ অরোচকরোগীকে নিমেরকাথ প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে। অতঃপর শোনাফুলের কাথের সহিত মানচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে, কিম্বা পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতি চূর্ণ শোনাফুলের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। অপর বাত, পিত্ত ও কফ, ইহাদিগের প্রত্যেকদোষক্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া সান্নিপাতিক ত্রিদোষজ রোগীকে পান করিতে দিবে।

কুষ্ঠসৌবর্চ্চলাজাজী সর্করা মরিচং বিড়ম্।
তেজোবতী পথ্যা ত্রূষণং সযবাগ্রজম্ ॥
ধাত্র্যো পলা পদ্মকোশীরপিপ্পলীচন্দোৎপলম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্যাসশ্চাজাজীশর্করাযুতঃ ॥
সতৈলমাক্ষি কশ্চৈতে চত্বারঃ কড়বগ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যাব তাদোক জসর্ব্বজাম্ ॥

কুড়, সৌবর্চ্চললবণচূর্ণ কটুতৈল, মধুর সহিত; আমলকী ছোট এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল

পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষারচূর্ণ কটুতৈল মধুর সহিত; লোধকাষ্ঠ চই, হরীতকী, মরিচ, নিলোৎপল চূর্ণ মধুর সহিত অথবা দাড়িম্বের রস, কৃষ্ণজীরা ও চিনি কটুতৈল ও মধুর সহিত কুলি করিলে বাত, পিত্ত প্রভৃতি একদোষজ কিম্বা সর্ব্বদোষজ অরোচক বিদূরীত হইয়া থাকে।

দারুচিনি, মুথা ও ধনিয়া চূর্ণ, মুথা ও আমলকীর চূর্ণ; ও পিপুল ও চইয়ের চূর্ণ যমানী ও অম্লবেতস বা পুরাতন তেঁতুলচূর্ণ এই সর্ব্ববিধ চূর্ণ ঔষধের কোন একপ্রকার চূর্ণ বস্তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কৃত হইয়া অরুচি বিদূরীত হইয়া যায়।

যমানীষাড়ব।

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরং চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ॥
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীবরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাৎ শতমেক দ্বেশতে মরিচস্য চ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচকম্॥
হৃৎপীড়াপার্শ্ব শূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শো বিকারনুৎ।

যমানী, পুরাতনতেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িমের রস, কুল, এই সমস্ত পদার্থ প্রতেক দুই তোলা এবং ধনিয়া, সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও দারচিনী এই সমস্ত পদার্থ একতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক এবং পিপুল, একশত, মরিচ দুইশত ও চিনি ৩২ তোলা লইবে। এই বস্তু যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া সমস্তগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে অর্দ্ধতোলা করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা আহারে রুচিকর তৃপ্তিজনক হৃদ্রোগ ও পার্শ্বশূল নাশক, বিবন্ধ ও মলমূত্র নিঃসারক, কাস ও শ্বাস প্রশমক এবং গ্রহণী ও অর্শরোগহারক, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা জিহ্বার জড়তা দূরীভূত হইয়া থাকে। মধুর দ্রব্য ও অম্ল দ্রব্যের সংযোগবিশেষকে ষাড়ব কহে।

কলহংস।

অষ্টাদশশিগ্রুফলানি দশমরিচানি বিংশতিশ্চ
পিপ্পল্যঃ।
আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থত্রয়মারনালস্য॥
এতদ্বিরলবণযুতং খজাহতং সুরভিগন্ধাঢ্যম্।
ব্যঞ্জনসহস্রঘাতি জ্ঞেয়ং কলহংসংনাম॥

শজিনারবীজ ১৮টী, মরিচ দশটী, পিপুল ২০টী, আদা ৮ তোলা ও ইক্ষুগুড় ৮ তোলা এই পদার্থ সমস্ত যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া ১২ সের কাঁজির সহিত উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং সুগন্ধির নিমিত্ত দারচিনী, ছোট এলাইচ তেজপত্র ও নাগকেশর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে স্বরবহধমনী পরিষ্কৃত হইয়া কলহংসের (রাজহংস) ন্যায় স্বর হয় বলিয়া ইহার নাম কলহংস হইয়াছে।

সুধানিধিরস।

রসগন্ধৌ সমৌশুদ্ধৌ দন্তীক্বাথেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরস্য রসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন চ॥
মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জারসেন চ।
পশ্চাদ্বিশোষ্যান সর্ব্বাংস্তান্ টঙ্গণঞ্চাবচারয়েৎ॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতং।
মাষমাত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং নাগরেণ গুড়েন বা॥
সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তি সামবাতং সুদারুণং।
বিসূচীঞ্চাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণং॥
রসোঽয়ং বারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা॥

পারা একতোলা, গন্ধক একতোলা একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর আদার রস টাবানেবুর রস ও তাহার মজ্জার ক্বাথ ইহাদিগের প্রত্যেকটী সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে সর্ব্বচূর্ণ তুল্য সোহাগা, লবঙ্গ পাঁচ তোলা এবং বিষ দুইমাষা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহার একমাষা শুণ্ঠীচূর্ণ ও গুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অরুচি, শূল, আমবাত, বিসূচিকা অগ্নিমান্দ্য ও অন্নদ্বেষ বিনষ্ট করে। সিংহ যে প্রকার হস্তীকে বারণ করে, তদনুযায় এই

সুধানিধিরস রোগ সমস্ত দূরীভূত করিয়া দেয়।

সুলোচনাভ্র।

পলং সুজীর্ণং গগনস্ত বজ্রকং।
তেজোবতীকোলমুশীরদাড়িমং॥
ধাত্র্যম্লরোলীরুচকং পৃথগ্দশ
পলোন্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতং।
অরোচকং বাতকফত্রিদোষজং
পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাং॥
কাসং স্বরাঘাতমুরুগ্রহং রুজং
শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরং।
প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থং সমীরণং
মেহং ভৃশং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিং॥
শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগ মুদ্ধতং
সরক্তপিত্তং বমিদাহমশ্মরীঃ॥
নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নং॥

অভ্রভস্ম একপল, হীরক একপল, চৈ, কুলের আটীর শাঁস, বেনারমূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলী, প্রত্যেক দশ পল করিয়া একত্র পূর্ব্বক ছোলঙ্গ নেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করাইবে। ইহা সেবনে অরুচি, বাত, কফ ও ত্রিদোষজনিত, পিত্তজ্বর ও গন্ধসমুৎপন্ন কাস, স্বরভঙ্গ, উরুগ্রহ, শ্বাস, কাস, ভগন্দর প্লীহা, মন্দাগ্নি, শোথ, বায়ুরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, অসৃগ্দর ক্রিমিশূল, অম্লপিত্ত, ক্ষয়রোগ রক্তপিত্ত, বমি, দাহ, অশ্মরী ও অর্শ প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে। এই ঔষধ অত্যন্ত বলকারক ও রসায়ন।

রসকেশরী।

রসগন্ধৌ সমৌশুদ্ধৌ দন্তীকাথেন মর্দ্দয়েৎ।
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং তথামৃতং॥
মাষমাত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং নাগরেণ গুড়েণ বা।
সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তিমামবাতং বিনাশয়েৎ॥
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষং সুদারুণম্।
রসো নিবারয়ত্যেষ কেশরী করিণং যথা॥

পারা একতোলা, গন্ধক একতোলা, লবঙ্গ পাঁচ তোলা, বিষ দুই মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য দন্তীর কাথে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শুঁঠ অথবা গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অরুচি আমবাত বিসূচীকা, অগ্নিমান্দ্য অন্নদ্বেষ প্রভৃতি পীড়া দূরীভূত হইয়া থাকে।

ছর্দ্দি বা বমনরোগ।

দুষ্টৈ দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈ বীভৎসালোচনাদিভিঃ।
ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া স্তাসাং লক্ষণ মুচ্যতে॥
অতিদ্রবৈ রতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈল বণৈরতি।
অকালে চাতিমাত্রেশ্চ তথাঽসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ।
শ্রমাদ্ভয়াত্তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্ন সত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ॥
বীভৎসৈ র্হেতুভিশ্চান্যৈ দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ।
চ্ছাদয়ত্যাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ॥
নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ॥

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত কফ, অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষ বিভৎসদর্শনাদি দ্বারা এই পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি অর্থাৎ বমনরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অতিস্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন এবং অহৃদ্য ও লবণরসাঢ্য পদার্থের ভোজন এবং অকালে আহার, অপরিমিত ভোজন, দেহের অননুকূল ভোজন, অতিদ্রুতভোজন এবং শ্রম, ভয় উদ্বেগ অজীর্ণ ক্রিমিদোষ, শীঘ্র উৎকৃষ্ট ও বেগে ধাবমান হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভস্মবৎ পীড়া উৎপন্ন করিয়া নির্গত হয়। ইহাকেই ছর্দ্দি অর্থাৎ বমনরোগ কহিয়া থাকে।

ছর্দ্দির পূর্ব্বরূপ।

হৃল্লাসোদ্গাররোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ।
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণং॥

বমন উৎপাদন হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস অর্থাৎ বমনবেগ, উদগারের অপ্রবৃত্তি মুখ হইতে লবণাক্ত তরল জলস্রাব, পান ভোজনে অতিশয় অপ্রবৃত্তি এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজবমনরোগের লক্ষণ।

হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষশীর্ষ
নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদাঃ।
উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং
বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ং॥
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগে
নার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখং॥

বাতজ বমনরোগে হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ মস্তকে ও নাভিস্থলে শূল, কাস স্বরভেদ ও অঙ্গে সূচীবেধবদ্বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত কষ্টে ও মহাবেগে প্রবল উদ্গার ও অতিশয় শব্দ সহকারে স.ফম বিচ্ছিন্ন তরল কষায়স বিশিষ্ট অত্যল্পমাত্র বমন করিয়া থাকে।

পিত্তজবমনরোগের লক্ষণ।

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধ
তাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ।
পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং
ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহং॥

পিত্তজ বমনরোগে, মূর্চ্ছা, পিপাসা মুখশোষ মস্তকে ও তালুতে এবং চক্ষুতে অত্যন্ত উত্তাপ সর্ব্বদা অন্ধকারদর্শন, ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। রোগী পীত হরিত অথবা ধূম্র-বর্ণ, তিক্তবিশিষ্ট অতিশয় উষ্ণ পদার্থ বমন করিয়া থাকে। বমন করিবার সময় কণ্ঠজ্বালা করিতে থাকে।

কফজবমনরোগের লক্ষণ।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক
সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্বিশুদ্ধং
সরোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেত্তু॥

তন্দ্রা, মুখমধুর, কফ নিঃসরণ, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি ও দেহের ভারবোধ কফজ বমনরোগে এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগী স্নিগ্ধ, ঘন স্বাদু ও সাদা পদার্থ বমনকরে। বমন করিবার কালীন শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। কফজ বমনরোগে অধিক যাতনা হয় না।

ত্রিদোষজ বমনরোগের লক্ষণ।

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা
শ্বাসপ্রমোহপ্রবলা প্রসক্তং।
ছর্দ্দি স্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীল
সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

শূল অপরিপাক, অরুচি দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা, ত্রিদোষজ বমন রোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং রোগী নিয়ত অম্ল ও লবণরসযুক্ত নীল বা লোহিত বর্ণ ঘন ও উষ্ণ পদার্থ বমন করে।

বমনরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

বিট্‌স্বেদমূত্রাম্বুবহানি বায়ুঃ
স্রোতাংসি সংরুধ্য যদোর্দ্ধমেতি।
উৎসন্নদোষস্য সমাচিতং তং
দোষং সমুদ্ধূয় নরস্য কোষ্ঠাৎ।
বিণ্মূত্রয়োস্তৎসমগন্ধবর্ণং
তৃট্‌শ্বাসহিক্কার্ত্তিযুতং প্রসক্তং।
প্রচ্ছর্দ্দয়েদ্দুষ্টমিহাতিবেগা
ত্তয়ার্দ্দিতশ্চাশু বিনাশমেতি॥

প্রকুপিত বায়ু যখন মলমূত্র, স্বেদ ও অম্বুবহ স্রোতঃসকলকে অবরুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয় তখন সেই উৎকাতদোষাক্রান্ত রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত কফ অথবা বাতদুষ্ট স্বেদাদিধাতু মল সকল ঊর্দ্ধে নীয়মান হইয়া অতিশয় বেগে উদ্গীরিত হইয়া থাকে এবং মল মূত্রাদিবাহি স্রোতঃসকলের দুষ্টিহেতু ঐ বমন ও মল মূত্রের সমান গন্ধ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। এই প্রকার বমনরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তৃষ্ণা শ্বাস ও হিক্কা দ্বারা পীড়িত এবং আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আগন্তুজবমনরোগের লক্ষণ।

বীভৎসজা দৌর্হৃদজামজা চ
অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজা চ যাহি।
সাপঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ
দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমার্দৌ॥

কুৎসিত ঘৃণাজনক হেত্বাদি দ্বারা দৌহৃদজ অননুকূল ভোজনাদিজনিত আমরসজ ও ক্রিমিজ এই পঞ্চবিধ বমিই আগন্তু কারণে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা একমাত্র আগন্তু নামে অভিহিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ এবং এই আগন্তুজ এক প্রকার সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচ প্রকার বমি গণ্য করা যায়। আগন্তুজ বমনরোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে তাহাকে সেই দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসাদি করিবে।

ক্রিমিজনিত বমন রোগের লক্ষণ।

শূলহৃল্লাসবহুলা ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ।
ক্রিমিহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা॥

ক্রিমিজনিত বমনরোগে অত্যন্ত শূল ও অতিশয় বমনবেগ এবং ক্রিমি জনিত হৃদ্রোগের তুল্য সমস্ত লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।

যদ্যপি রোগী অত্যন্ত বলহীন হয় এবং নিয়ত পূযরক্তবিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় আভাযুক্ত বমন করে, এবং কাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হয় তাহা হইলে উক্ত বমনরোগ অসাধ্য জানিবে। কিন্তু যদি উপদ্রব না থাকে তাহা হইলে সে বমনপীড়া সুখসাধ্য জানিয়া তাহার চিকিৎসাদি করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

বমনরোগের চিকিৎসা।

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বা
শ্ছর্দ্দ্যোমতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।

সর্ব্ববিধবমনরোগই আমাশয়ের দোষ হইতে জন্মিয়া থাকে। এই জন্য আমাশয়ের দোষ নিবারণার্থ প্রথমতঃ লঙ্ঘন অথবা সংশোধন করিয়া অর্থাৎ বমন বিবেচনাদি দ্বারা রোগীর দোষ লাঘব করিয়া ফেলিবে; অর্থাৎ অতি অল্প দোষে লঙ্ঘন এবং দোষের আধিক্য লক্ষিত হইলে বমন অথবা বিরেচন ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

সাধারণতঃ বমনরোগে লঙ্ঘন ও সংশোধন প্রয়োগের বিধান থাকিলেও বাতজ বমনরোগে লঙ্ঘন ও সংশোধন প্রভৃতি কোনটিই করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু লঙ্ঘন বা বিরেচনাদিপূর্ব্বক বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া আশু বিনাশ ঘটাইতে পারে।

দুগ্ধ ও শীতল জল সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজ বমন রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ তোলা কিম্বা এক তোলা গব্য ঘৃতের সহিত চারি আনা পরিমাণ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজনিত বমন রোগ বিদূরিত হয়।

মুগের ডাউল আমলকী ও সৈন্ধব লবণের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া ঘৃত দ্বারা সম্বলন করিয়া পান করিলে বাতজ বমন রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শালপানি, চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা যথাযোগ্য তণ্ডুলের সহিত যবাগূ পাক করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাতজ বমন রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

পিত্তাত্মিকায়াং ত্বনুলোমনার্থং
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎস্যাৎ।
কফাশয়স্থং ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং
পিত্তং জয়েৎ স্বাদুভি রূদ্ধমেব॥

পিত্তজ বমন রোগে কিস্‌মিসের ক্বাথ, ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস ও ইক্ষু রসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ রোগীকে সেবন করাইয়া পিত্ত নির্গত করিয়া ফেলিবে। এবং কফাশয়ে পিত্ত থাকিলে উক্ত দ্রব্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কিস্‌মিস্ প্রভৃতির রসের সহিত মদন ফল যোগ করিয়া রোগীকে

সেবন করিতে দিবে, তাহা দ্বারা বমন হইয়া নির্গত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে রোগীর দোষ নিঃসারিত হইলে পর, ভোজনকালে খইয়ের গুড়া, মধু ও চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। কিম্বা পেয়াও দেওয়া যাইতে পারে। অতঃপর পেয়াদি পান করিয়া কিঞ্চিৎ-পরিমাণে বলবান হইলেপর মুগের যূষ বা মাংস যূষের সহিত শালী তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে।

শ্বেতচন্দন জল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া এবং উহার সহিত দুই তোলা আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত বমন রোগে সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ নিবারণ হইয়া থাকে।

শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, পাথরকুচি শুঁঠ ও বাসক এই দ্রব্য কয়েকটি প্রত্যেক সমভাগে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাথিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তণ্ডুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন রোগ প্রশমিত হয়। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ চন্দন ও বেনার মূল প্রভৃতি দ্রব্য বাটিয়া ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যবহারই অধিক প্রচলিত আছে।

ভর্জ্জিত মুগের ডাইল যথা নিয়মে পাক করিয়া তাহার সহিত খই মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমন, অতিসার পিপাসা প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, নিমছাল, ও পটোল পত্র, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমনরোগ তৎক্ষণাৎ নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্ষেৎপাপড়া দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমন রোগ নিবারিত হয়।

কফজ বমন রোগে পিপুল, সর্ষপ নিমছাল ও মদনফল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বাটিয়া লইবে উহা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলে কফাশয় ও আমাশয় পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

> বিড়ঙ্গত্রিফলাবিশ্বচূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ।
> বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনামথবা শ্লেষ্মজাং বমিম্॥

বিড়ঙ্গের শাঁস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত দুইতোলা লইয়া চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কিম্বা বিড়ঙ্গের শাঁস কৈবর্ত্ত মুথা ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমন রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

জামের বীজ চূর্ণ ও অম্ল বদরীফলচূর্ণ মধুর সহিত, কিম্বা মুথা ও কাকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ মধুর সহিত, অথবা দুরালভার চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

> কৃতং গুরুচ্যা বিধিবৎ কষায়ং হিমসংজ্ঞিতম্।
> ত্রিদোষমপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥

গুলঞ্চ জলে ভিজাইয়া বাসি করিয়া গ্রহণ করতঃ উক্ত গুলঞ্চ মিশ্রিত জল ছাঁকিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া বাতাদি ত্রিবিধ বমনরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেই দেওয়া বিধেয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের নাম শীতকষায়।

এলাদিচূর্ণ।

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জ
লাজপ্রিয়ঙ্গুঘনচন্দনপিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাঞ্চ॥

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের আটির শাঁস, খই প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্ত চন্দন, পিপুল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনিও মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন করিলে বমি নিবারণ হয়।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ ছর্দ্দিরাশু ব্যপোহতি॥

অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে নির্ব্বাপিত করিবে। অতঃপর ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে শীঘ্র বমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগ।

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বা
ঊর্দ্ধঞ্চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ।
পিত্তং সবাধং কুপিতং নরাণাং
তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাং॥
স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু।
দোষৈশ্চতৃট্ সংভবতীহ জন্তোঃ॥
তিস্রঃ স্মৃতাস্তা ক্ষতজা চতুর্থী
ক্ষয়াত্তথাহ্যামসমুদ্ভবা চ।
ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং
নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু॥

ভয়, পরিশ্রম ও বলক্ষয়, এবং পিত্তবৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবনাদি দ্বারা, স্বস্থানসঞ্চিত কুপিত পিত্ত বায়ু সহকারে উর্দ্ধে গমন করিয়া তালু এবং ক্লোমনামক পিপাসার স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া এই তৃষ্ণা রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। এবং জল বাহিস্রোত সমস্ত দুষ্ট দোষ কর্তৃক দূষিত হইলে মনুষ্যের তৃষ্ণারোগ উৎপাদন হয়। এই তৃষ্ণা রোগ সপ্তবিধ যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, আমজ, অন্নজ। ইহাদের বিবরণ কথিত হইতেছে।

বাতজতৃষ্ণার লক্ষণ।

ক্ষামস্যতা মারুতসম্ভবায়াং
তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং,
শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥

বাতজ তৃষ্ণাপীড়ায় মুখ শুকতা ও ম্লান বিশিষ্ট হয় শঙ্খদেশে ও মস্তকে সূচী বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, রস ও জল বাহিস্রোত সমস্ত বদ্ধ হয় শীতল জল পান করিলে পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তজতৃষ্ণার লক্ষণ।

মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা
রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ।
শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ
পিত্তাত্মিকায়াং পরিদূয়নঞ্চ॥

পিত্তজনিত পিপাসা রোগে মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শীতেচ্ছা মুখের তিক্ততা ও অনুতাপ এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কফজতৃষ্ণার লক্ষণ।

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ
তৃষ্ণা বলাসেন ভবেন্নরস্য।
নিদ্রাগুরুত্বং মধুরাস্যতা চ
তয়ার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রঃ॥

বাষ্পারোধ জন্য জঠরাগ্নি স্বকারণে দূষিত কফ কর্তৃক আচ্ছাদিত হইলে মনুষ্যের কফ জনিত তৃষ্ণা পীড়া উপস্থিত হয় তাহাতে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হয়।

যথা নিদ্রা, শরীরভারবোধ, মুখ মিষ্ট ও কফজনিততৃষ্ণাপীড়িত রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া থাকে।

ক্ষতজতৃষ্ণার লক্ষণ

ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং
তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু।

শস্ত্রাদি দ্বারা আহতব্যক্তির বেদনা ও ক্ষত স্থান হইতে শোণিত স্রাবজনিত যে পিপাসা উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্ষতজতৃষ্ণা কহিয়া থাকে।

ক্ষয়জতৃষ্ণা ও আমজতৃষ্ণার লক্ষণ।

রসক্ষয়াৎ যা ক্ষয়সম্ভবা সা
তয়াভিভূতশ্চনিশাদিনেষু।
পেপীয়তেঽম্ভঃ ন সুখং ন যাতি
তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ॥
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি
তস্যামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ॥
ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ
হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী।

রসক্ষয়জনিত যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণাযুক্ত রোগী দিবারাত্রে ক্ষণেক্ষণে জল পান করিয়া থাকে, তত্রাচ তৃষ্ণানাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ এই প্রকার তৃষ্ণাকে সান্নিপাতোৎপন্ন তৃষ্ণা কহিয়া থাকে। ইহা দ্বারা হৃৎপীড়া ও কম্প এবং শূন্যতা প্রভৃতি সুশ্রুতনির্দ্দিষ্ট রসক্ষয় লক্ষণ সমস্ত ও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমজতৃষ্ণায় হৃদয়শূল মুখ হইতে সর্ব্বদা জল নিঃসরণ, এবং বাতাদি ত্রিদোষজ লক্ষণ সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্নজতৃষ্ণার লক্ষণ।

স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং
গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি।

স্নিগ্ধ আহার, অম্ল, লবণ ও কটুরস এবং গুরু পাক অন্ন ভোজন করিলে শীঘ্র পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে ইহাকে অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

উপসর্গজতৃষ্ণার লক্ষণ।

দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ দীনাননহৃদয়শুষ্কগলতালুঃ।
ভবতি খলু সোপসর্গা তৃষ্ণা সা শোষিণী কষ্টা॥

রোগের উপসর্গ হইতে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাকে উপসর্গজা তৃষ্ণা কহে। ইহাতে স্বরের ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় মূর্চ্ছা ক্লান্তি, মুখ, কণ্ঠ তালু দেশ শুষ্ক হয়। যাহাতে তালু সকল শুষ্ক করে তাহা শরীরশোষিণী এবং কষ্টসাধ্য। এই উপসর্গজ তৃষ্ণা বাতাদিদোষ হইতে উৎপন্ন তৃষ্ণার অন্তর্ভূর্ত বলিয়া অষ্টমাতৃষ্ণা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

তৃষ্ণার উপদ্রব ও আসাধ্য লক্ষণ।

জ্বরমোহক্ষয়কাসশ্বাসাদ্যুপসৃষ্টদেহানাং।
সর্ব্বাস্বতিপ্রসক্তা রোগকৃশাণাং বমিপ্রসক্তানাং॥

জ্বর, মোহ, ক্ষয়, কাস, শ্বাসপ্রভৃতিতে পীড়িত ব্যক্তির তৃষ্ণা যদি অতি প্রবল এবং বমি ও মুখশোষাদি বলবান উপদ্রবে উপদ্রুত হয় তাহা হইলে সেই তৃষ্ণা জীবননাশ করিয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগচিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
মাংসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব চ॥

বায়ুজনিত তৃষ্ণা রোগে গুড়ের সহিত দধি হিতকর। মাংসের ক্বাথ শীতল করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে এবং গুলঞ্চের রস ও বিশেষ উপকারক।

গাম্ভারী ছাল, রক্তচন্দন, বেনার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্ ও যষ্টি মধু এই সমস্ত পদার্থ গুলি সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে পূর্ব্ব দিন ভিজাইয়া রাখিবে। তার পর দিন উহা ছাঁকিয়া অল্প চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তজনিত পিপাসা রোগীকে পান করিতে দিবে।

বাতজনিত পিপাসা রোগে জীবনীয়গণ অর্থাৎ জীবক ঋষভক, মেদ মহামেদ, কাকোলী,

ক্ষীরকাকোরীর সহিত ক্ষীরোত্থিত ঘৃত পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, পিণ্ডখর্জ্জুর ও বেণার মূল, এই দ্রব্য গুলি সমস্ত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে পূর্ব্বদিবসভিজাইয়া পর দিবস ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত বেবন করিলে পিত্তজনিত পিপাসা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কফজনিত তৃষ্ণার্ত্ত রোগীকে নিমছাল বা নিম্ব পুষ্পের ক্বাথ পান করাইলে শ্লেষ্মা নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে।

সজীরকষ্টার্দ্রকশৃঙ্গবেরসৌবর্চ্চলান্যর্দ্ধজলাপ্লুতানি।
মদ্যানি হৃদ্যানি চ গন্ধবন্তি পীতানি সদ্যঃ শময়ন্তি তৃষ্ণাম্॥

জীরা, আদা, শুঁঠ ও সৌবর্চ্চল লবণ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ দ্রব্য দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একছটাক শীতল জল ও একছটাক মদ্য এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ভিজাইয়া রাখিবে এবং উহার সহিত সদ্গন্ধের জন্য দার-চিনি, এলাইচ তেজপত্র ও নাগেশ্বর পুষ্পের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে, ইহাতে এক দিনের মধ্যেই পিপাসা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজনিত পিপাসায় রোগীকে মাংসের যূষ বা এণ ও শশকের শোণিত পান করিতে দিবে ইহা পান করিলে তৃষ্ণা অনতিবিলম্বে নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষয়জতৃষ্ণায় রোগীকে দুগ্ধমিশ্রিত জলপান, মাংসবর্ণ বা মধু মিশ্রিত বৃষ্টির জল পানার্থ দিবে। ইহা ব্যবহারে ক্ষয়জনিত তৃষ্ণা নিবারণ হয়। অর্দ্ধপোয়া খৈ একসের উষ্ণজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া সেই জল গ্রহণ করিবে তদনন্তর ঐ জলে মধু মিশ্রিত করিয়া অল্পে অল্পে রোগী পান করিতে দিবে।

আম্র, কিম্বা জামের কচিপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল অল্প পরিমাণে মধুর সহিত পান করিলে পিপাসা নিবারিত হইয়া থাকে।

কিস্‌মিস্ ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টি মধু, মধু নীলোৎ-পল এই পদর্থ সমস্ত সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিলে অতি প্রবল পিপাসা প্রশমিত হইয়া যায়।

মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, স্ত্রীসংসর্গ ও মদ্য পানাদি কারণে অতিশয় ক্ষীণ ব্যক্তিকে শীতল জল পান করিতে দিবে। রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল ব্যবস্থা করিবে।

বটের ঝুরি, কুড়, খৈ, নীলোৎপল এই পদার্থ গুলি মধু সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাময়াতুরঃ সন্ দীনতৃষ্ণার্দ্দিতোজলং যাচন্।
ন লভেত চেদাশ্বেব মরণ মাপ্নোতি দীর্ঘরোগং বা॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বার্য্যতে॥

জর, রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে জল প্রার্থনা করে, তখন রোগী জল প্রাপ্ত না হইলে রোগের বৃদ্ধি অথবা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। কারণ অত্যন্ত পিপাসার পরে মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছার পরে মৃত্যু ইহা সহজেই অনুমান হয়। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অতএব সাবধানতার সহিত জল দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগ।

ক্ষণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বেগাঘাতাদভিঘাতাদ্ধী নসত্বস্য বা পুনঃ॥
করণায়তনেষুগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥
সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ॥
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ।
ষট্‌স্বপ্যেতাসু পিত্তন্ত প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে।

তৃষ্ণায়াং মোহো ভবতীতী তৃষ্ণানন্তরং মূর্চ্ছা, উক্তং হি "তৃষিতো মোহমায়াতি" ইতি নিদানং সংপ্রাপ্তিঞ্চাহ ক্ষীণস্যেত্যাদি। বহুদোষস্যেতি বিপুলদোষস্য নত্বনেকদোষস্য, তথা সতি এক দোষজায়াঃ সংপ্রাপ্তি র্নোক্তা স্যাৎ। বেগাঘাতাস্বলাদিবেগধারণাৎ, অভিঘাতাৎ লগুড়াদিভিঃ হীনসত্ত্বস্য হীনসত্ত্বগুণস্য, করণং মনঃ, তস্যায়তনানি বাহ্যানি চক্ষুরাদীনি, আভ্যন্তরাণি মনোবহানি স্রোতাংসি, যৈরাগত্য মনশ্চক্ষুরাদীন্যধিতিষ্ঠতি, অথবা বাহ্যানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, অভ্যন্তরাণি ধীন্দ্রিয়াণি, তেষু যদোগ্রা দোষা নিবিশন্তে তদা মূর্চ্ছন্তীতি যোজ্যং। পুনঃ কয়া সাম্প্রাপ্ত্যা ইত্যত আহ সংজ্ঞাবহাস্বিত্যাদি। সংজ্ঞাবহনাড়ীশব্দেন শিরাধমনীস্রোতসাং গ্রহণমিত্যাহুঃ। যতস্তৈর্ম্মন ইন্দ্রিয়াদিদেশং প্রাপ্নোতি, পিহিতাসু আবৃতাসু, তমো মনোগুণঃ অজ্ঞানহেতুঃ অভ্যুপৈতি বর্দ্ধতে, সহসা ঝটিতি, অন্যেষু তমোবহুলেষু রোগেষু মদাত্যয়াদিষু সত্বর জসী দৃশ্যেতে, ন তথা নীয়তে, যথা মূর্চ্ছায়ামিত্যত আহ সুখদুঃখ্যপোহকৃদিতি। সুখদুঃখয়ো রসম্বিত্তি কচারণং, এতত্ত প্রাপ্তিকত্বেনোক্তং ত্রিবিধং জ্ঞানং ভবতি, হেয়োপাদেয়োপেক্ষনীয়ভেদাৎ, তেনোপেক্ষনীয়ো জ্ঞানাভাবোহপি জ্ঞেয়ঃ।

ব্যাবহারার্থং তৎপর্য্যায়মাহ মোহা মূর্চ্ছেতি। বাতাদিভিস্ত্রিঃ, শোনিতমদ্যবিশৈশ্চ তিস্রঃ এবং ষট্। প্রভুত্বেনেতি ব্যাবকত্বেন, তেন বাতজাদিষপি জ্বরবৎ রোগমহিম্নাবশ্যং পিত্তসম্বন্ধঃ, অতএব বক্ষ্যতি মূর্চ্ছা পিত্ততমঃ প্রায়েতি। চিকিৎসায়াঞ্চ শীতক্রিয়াবিধানমিতি॥

বিরুদ্ধ আহার মলমূত্রাদির বেগধারণ শস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত ও সত্বগুণের হ্রাস, এই সমস্ত কারণে ক্ষীণ, বহুদোষব্যাপ্তদেহ মনুষ্যের, বাতাদি উগ্রদোষ সমস্ত যে সময়ে মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি বাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলেতে ও অভ্যন্তর অর্থাৎ বুদ্ধিন্দ্রিয়সকলে স্রোতঃসকলে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ এই মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিম্বা শিরাধবনীস্রোতঃ প্রভৃতি যে সমস্ত নাড়ী আশ্রয় করিয়া, মনঃইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত সংজ্ঞাবহনাড়ী বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক আবৃতা হইলে সুখদুঃখ নাশক অজ্ঞানহেতু তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য সুখদুঃখের নাশহেতু মনুষ্য কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ইহা ষড়্বিধ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছারোগেই পিত্তের আধিক্য থাকে।

মূর্চ্ছারপূর্ব্বরূপ।

হৃৎপীড়া জৃম্ভনং গ্লানিঃ সংজ্ঞানাশো বলক্ষয়ঃ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ॥

হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া, সর্ব্বদা হাই উঠা, গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা, মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

নীলম্বা যদি বা কৃষ্ণ মাকাশ মথবারুণং।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্যচ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণচ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে॥

বাতজনিত মূর্চ্ছারাগে রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এবং আবার শীঘ্রই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কম্প অঙ্গমর্দ্দ হৃদয়ে অতিশয় পীড়া দেহের কৃশতা ও শ্যামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ কান্তি এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ।

রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপিবা।
পশ্যং স্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদঃ প্রতিবুধ্যতে॥
সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপিত্তাকুলেক্ষণঃ।
সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে॥

পিত্তজনিত মূর্চ্ছারোগী রক্ত, পীত, অথবা হরিতবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এবং সংজ্ঞালাভ কালে ঘর্ম্ম পিপাসা, সন্তাপ এবং রক্তপীত্ত বা রক্তবর্ণ চক্ষু, ভাঙ্গামল ও পীতবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট পিত্তজ মূর্চ্ছায় এই সমস্ত লক্ষন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

মেঘসঙ্কাশমাকাশং তমোভির্বা ঘনৈ র্বৃতং।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈ রঙ্গৈ যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে॥

শ্লেষ্মজনিত মূর্চ্ছায় রোগী আকাশকে মেঘ, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন অথবা ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এবং অতি-বিলম্বে সংজ্ঞ লাভ করে। সংজ্ঞালাভকালে স্বীয় অঙ্গ সমস্ত আর্দ্র চর্ম্মবেষ্টিত ভারবোধ করে। এবং তাহার মুখ দিয়া জল উঠে ও বমন করিয়া থাকে।

চরকোক্ত সন্নিপাতমূর্চ্ছার লক্ষণ।

সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতা দপস্মার ইবাগতঃ।
সজন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ
চরকঃ॥

সুশ্রুতগ্রন্থেও মূর্চ্ছারোগ ছয় প্রকার উক্ত আছে কিন্তু চরকগ্রন্থে সান্নিপাত মূর্চ্ছার উল্লেখ থাকায় মাধকর তাহা ও সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব চরকোক্ত সান্নিপাত মূর্চ্ছার লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। এই সান্নিপাত মূর্চ্ছায় বাতাদি ত্রিদোষেরই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং সান্নিপাতিক মূর্চ্ছাক্রান্ত রোগী অপস্মারবৎ প্রবল বেগে পতিত ও অত্যন্ত দীর্ঘকালে সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অপস্মাররোগে যে প্রকার মুখ হইতে ফেনা উঠিয়া থাকে এবং দন্তঘর্ষণ করে এবং চক্ষুদ্বয় বিকৃতি হয় ও অঙ্গাদি বিকৃতিভাবাপন্ন হয় এই সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় তদনুরূপ হয় না কেবল এই মাত্র অপস্মারে ও সান্নিপাতমূর্চ্ছায় প্রভেদ।

রক্তজমূর্চ্ছার সংপ্রাপ্তি।

পৃথিব্যাপ স্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ॥
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি॥

পৃথিবী আপশ্চ এতদ্বয়ং তমোরূপং তমোবহুলং, উক্তং হি "তমোবহুলা পৃথিবী সত্ত্বতমোবহুলা আপ্" ইতি। পৃথিব্যস্ত ইতি পাঠে অয়মেবার্থঃ; তদন্বয়ঃ পৃথিব্যস্তোঽন্বয়ঃ, তন্ময় ইতিপাঠে পৃথিবীজলময়ঃ প্রকৃতিবিকারভাবে ময়ট্। তস্মাদিতি, যস্মাৎ পৃথিব্যাপস্তমোরূপং, রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ, মূর্চ্ছা চ তমঃপ্রায়ো তস্মাদিত্যর্থঃ। ভুবি মানবাঃ ইতি পাঞ্চভৌতিকত্বেঽপি শরীরস্যোদ্ভূতভূমিগুণা যে তে ভুবি মানবাঃ পার্থিবা স্তামসা ইত্যর্থঃ, ন রাজসাঃ সাত্ত্বিকা বা। নম্বু চম্পকাদিগন্ধেনাপি মূর্চ্ছা প্রসজ্যেত? তত্রাপি গন্ধস্য পার্থিবত্বাৎ, পৃথিব্যাশ্চ তমোরূপত্বাদিত্যত আহ দ্রব্যস্বভাব ইত্যাদি। রক্তস্যায়ং স্বভাবঃ। তেন তদগতএব গন্ধো মূর্চ্ছয়তীতি, স্বভাবমেব দৃঢ়য়তি যদ্দৃষ্ট্বাপি মুহ্যতীতি। অন্যেতু গন্ধাসম্বন্ধদপি দর্শনমাত্রান্মূর্চ্ছোপলম্ভাদনৈকান্তিকত্বং গন্ধস্য মন্যমানাঃ স্বভাবমেবাহুঃ, এতেন গন্ধস্য প্রাপ্তিকত্বমুক্তং, যদাহভোজঃ "স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টির্ভবতি শুচো চ্ছ্বাসস্তথৈবচ দর্শনাদসৃজস্তজ্জাদ্ গন্ধাচ্চৈব প্রমুহ্যতি" ইতি। পৃথিব্যা যস্তমোরূপমিতি পাঠান্তরং সুগমং, পৃথিব্যস্ত স্তমোরূপং রক্তগন্ধেন তন্ময়মিতি পাঠান্তরস্য জেজ্জড়লিখিতস্যায়মর্থঃ, রক্তগন্ধেনতু যদুক্তমব্যভিচরিতং প্রকৃতিবিকারয়ো স্তাদর্থ্যাৎ, কিং তৎ ত্রয়মিত্যত উক্ত পৃথিব্যস্তস্তমোরূপমিতি। পৃথিব্যাস্তস্তমসাং রূপমিত্যর্থঃ, শেষং পূর্ব্ববৎ, দৃষ্ট্বেতি রক্তমিতি শেষঃ।

পৃথিবী ও জল এই উভয়েই তমোগুণ বহুল রক্তগন্ধ ও তদন্বয় অর্থাৎ পৃথিবী জলময় সুতরাং উহাতেই তমোগুণের আধিক্য আছে। এবং মানব ও তমোগুণ ভূয়িষ্ঠ এই জন্য যাহাদের শরীরে পৃথিব্যাংশ আছে সেই সমস্ত মনুষ্যই রক্তের গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন দ্রব্যের স্বভাবই কারণ, কারণ যখন গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়া ও কেবলমাত্র দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। অতএব রক্তের এমনই স্বভাব যে উহার আঘ্রাণে বা দর্শনে ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মদ্য ও বিষজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ।

গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ।
ত এব তস্মাত্তাভ্যান্ত মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ॥

বিষ ও মদ্যে এই দশপ্রকার গুণই বর্ত্তমান আছে যথা, লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিষদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্য-রস, এই প্রকার গুণ বিষের, ইহারা তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকল গুলি তাদৃশ তীব্র নহে।

বিষ ও মদ্যে ঐ দশপ্রকার গুণই তীব্ররূপে বর্ত্তমান আছে সেই জন্য বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে তৈলাদিতে সমস্তগুলি তীব্রভাবে না থাকায় উহাতে মূর্চ্ছা হয় না। এক্ষণে বিষজ ও মদ্যজ মূর্চ্ছার বিষয় উল্লেখ হইতেছে।

মদ্যজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ।

স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢোচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
মদ্যেন বিলপন্ শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ॥
গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ॥
বেপথুঃস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ॥

অঙ্গ ও দৃষ্টির জড়তা এবং গূঢ়োচ্ছাস অর্থাৎ অস্পষ্ট শ্বাস এই সমস্ত রক্তজ মূর্চ্ছায় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্য পানাদি দ্বারা মদ্যজমূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। তাহাতে সংজ্ঞাশূন্য ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া হস্তপদাদিসঞ্চালন ও প্রলাপ হইতে হইতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত মদ্য জীর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিষজনিত মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন, এই লক্ষণ উৎপন্ন হয়; এবং কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সমস্ত লক্ষণ সুশ্রুতের কল্প স্থানে সবিশেষ উল্লেখ আছে তাহাও তীব্রভাবে লক্ষিত হইতে দেখা যায়।

মূর্চ্ছা ভ্রম ও তন্দ্রাদি চৈতন্যনাশক রোগের পৃথক পৃথক লক্ষণ।

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃ প্রায়া রজঃ পিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ।
চক্রবত্ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা॥
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ।
তমোবাতকফাত্তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা॥

মূর্চ্ছারোগ পিত্তপ্রধান, বায়ু ও পিত্ত রজো-গুণ যোগে ভ্রম, বায়ু ও কফ তমোগুণযোগে তন্দ্রা, এবং শ্লেষ্মা ও তমগুণযোগে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভ্রমরোগে আপন শরীর এবং বিশ্বস্ত সমস্ত পদার্থ ঘূর্ণায়মান্ বোধ হইয়া থাকে সেই জন্য ভ্রমজনিত রোগী দাঁড়াইতে পারে না, দাঁড়ালেই ভূমিতে পতিত হয়।

নিদ্রা ও তন্দ্রার লক্ষণ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তি র্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহ তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

তন্দ্রা ও নিদ্রার সবিশেষ বিবরণ বিশেষ করিয়া লিখিবার বোধ হয় তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, যে হেতু নিদ্রা ও তন্দ্রার বিবরণ কাহার ও অবিদিত নাই। নিদ্রাতে ইন্দ্রিয়াদি ও মন উভয়েই মোহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্য ইন্দ্রি-য়াদি আপন আপন রূপ রসাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয়মোহ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অসম্যগ জ্ঞান ও নিদ্রিত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করে, শরীর গৌরব সর্ব্বদা হাই উঠে এবং ক্লান্তি বোধ প্রভৃতি তন্দ্রার এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

স্যন্ন্যাস ও মূর্চ্ছার ভেদের লক্ষণ।

দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া হৃতবেগেষু দেহিনাং।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্ব্বিনা॥

মদ ও মূর্চ্ছারোগ ঔষধ প্রদান না করিলে ও দোষ সকল গতবেগ হইলে স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসরোগ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে কখনই প্রশমিত হয় না।

সন্ন্যাসের সংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

বাগ্দেহমনসাং চেষ্টা মাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সন্ন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ॥
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং॥

বাতাদিদোষ সমস্ত অতিশয় প্রকুপিত হইয়া

প্রাণস্থান হৃদয়কে আশ্রয় পূর্ব্বক বাক দেহ ও মনের চেষ্টা নাশ করিয়া ক্ষীণমনুষ্যকে সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছিত করে। অতএব সেই সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকাষ্টবৎ নিক্রীয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। এই সন্ন্যাসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্র যদ্যপি সূচীভেদ, তীক্ষ্ণ অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণনস্য প্রয়োগ ও আলাকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা হয় তাহা হইলে রোগীর শীঘ্রই জীবননাশ হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসের চিকিৎসা।

সেকাবগাহৌ মনয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানিচ গন্ধবন্তিসর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারতানি॥

শীতল জলাভিষেক, অবগাহণ, পদ্মরাগ প্রভৃতি মনিময় হারধারণ, গাত্রে উশীরচন্দনাদি লেপন, বায়ুব্যজন এবং কর্পূর প্রভৃতি সদগন্ধযুক্ত সুশীতল জল সর্ব্ববিধ মূর্চ্ছারোগীর পক্ষেই উপকারক।

বাত ও পিত্ত প্রভৃতি দোষজাত মূর্চ্ছাপীড়ায় জ্বরচিকিৎসোক্ত বাতাদিদোষোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তজনিত মূর্চ্ছারোগে শীতক্রিয়া হিতকর মদ্যজনিত মূর্চ্ছারোগে অর্থাৎ অধিক মদ্যপান জনিত মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হইলে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উদরমধ্যস্থিত মদ্য বমন করাইয়া ফেলিবে। এবং রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে। বিষজ মূর্চ্ছাপীড়ায় রোগীকে বিষঘ্ন ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবে।

কুলের আটির শস্য, পিপুল, বেনামূল; নাগেশ্বর এই সমস্ত সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া শীতল জলের সহিত পেষণ করতঃ শীতল জলসহ পান করিলে অথবা পিপুলের গুড়া মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিয়া মূর্চ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুঁঠ, গুলক, কণ্টকারী কুড় ও পিপুলমূল এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেক তুল্য পরিমাণে লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ লইয়া উক্ত কাথের সহিত পিপুলের গুড়া দুই আনা অথবা চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূর্চ্ছারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শতমূলী, বেড়ালামূল ও কিস্‌মিস্ এই সকল পদার্থ সমস্ত মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া একপোয়া দুগ্ধ ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত দুগ্ধে অল্প মাত্রায় চিনি মিশ্রিত করিয়া ভ্রমরোগাক্রান্ত রোগীকে দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। অথবা দুইতোলা বেড়ালার বীজ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ভ্রম-পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

হরিতকী আমলকী ও বহেড়ারচূর্ণ তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে ভ্রমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীরেকে এই ভ্রমরোগে দুগ্ধ মহোপকারক এবং পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

হরিতকী আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণদ্রব্য চারিআনা পরিমাণে অল্প মধু সহযোগে প্রতিদিন রাত্রিতে সেবন করিয়া ইক্ষুগুড় ও আদা প্রাতঃকালে সেবন করিয়া এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত পথ্যের নিয়মপালন করিলে মদরোগ, মূর্চ্ছা কাস, কামলা ও উন্মাদ প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

মূর্চ্ছারোগের সন্ন্যাসাদি অবস্থাতে নখের অভ্যন্তরে সূচীবেধ, উষ্ণ লৌহশলাকা গাত্রে সংলগ্ন, কেশ ও রোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রেশূকশিম্বীরবীজ ঘর্ষণ করিলে

রোগীর চেতনা লাভ হইয়া থাকে। এই রোগের চরকোক্ত চিকিৎসাবিষয়, ইহার লক্ষণ ও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসরোগ পীড়িত ব্যক্তির যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনালাভ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার মুখে নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ মদ্য এবং কটুরসযুক্ত তরল পদার্থ প্রদান করিবে ছোলঙ্গ নেবুর রসের সহিত শুঁঠ, মদ্য ও অম্ল-কাঁজির সহিত সৌবর্চ্চল লবণ হিঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাইবে।

সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত সংজ্ঞালাভ করিলে লঘু অন্ন আহার করাইবে এবং আশ্চর্য্য তাহার তৃপ্তিকর নানাবিধ মিষ্টবাক্য দ্বারা এবং মধুর গীতাদি দ্বারা এবং অপরাপর তৃপ্তিকর শব্দ ও চিত্রদর্শনাদি দ্বারা রোগীর আনন্দউৎপাদক কার্য্য করিবে। এতদ্ব্যতীত স্রংস, বমন ধূম অঞ্জন-কুদ্ধি, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম এবং সঘর্ষণ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে যাহাতে রোগীর বৈকল্য না হইয়া সর্ব্বদা চিত্ত প্রফুল্ল থাকে তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনযোগ রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পিপুলমূলচূর্ণ ও গুড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছাদিরোগে যাহাতে নিদ্রা আকর্ষণ হয় এরূপ ক্রিয়া সর্ব্বদা করিবে।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রমরোগ।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তাস্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তেন মিথ্যোপযুক্তেন ভবত্যুগ্রো মদাত্যয়ঃ॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং॥

মূর্চ্ছাদি পীড়ায় বিষের যে দশটি গুণ উল্লেখ হইয়াছে মদ্যে ও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। অতএব অনিয়মিত রূপে মদ্যপান করিলে উৎকট মদাত্যয় পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু মানবের পক্ষে অন্নপান যে প্রকার উপাদেয় মদ্য ও তদনুরূপ জানিবে। ইহা অবৈধ নিয়মে অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে রোগহর হয় এবং বৈধবিধি অনুসারে পান করিলে অমৃতসমগুণ হইয়া থাকে। যে অন্ন প্রাণিগণের জীবন সে অন্ন অবৈধবিধিতে সেবিত হইলে প্রাণনাশ করে। আর প্রাণহর যে বিষ তাহা যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ হইলে রসায়ণ অর্থাৎ জরাব্যাধি নাশ করিয়া থাকে। অতএব হিতজনক অবিধিসেবিত হইলে অহিতকর এবং অহিতজনক দ্রব্য ও যথাবিধি সেবিত হইলে হিতকর হইয়া থাকে।

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলং।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতং তথা॥

অতএব যথাযোগ্য সময়ে বিধিপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় হিতকর অন্ন অর্থাৎ মদ্য পানের সহিত উপযুক্ত যে আহারীয় হউক তাহার সহিত সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি মদ্য পান করে তাহার মদ্য অমৃত তুল্য হইয়া থাকে।

বিধিপূর্ব্বক সেব্যমান মদ্যের গুণ।

স্নিগ্ধৈস্তদন্নৈর্মাংসৈশ্চ ভক্ষৈশ্চ সহ সেবিতং।
ভবেদায়ুঃপ্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায়চ॥
কাম্যত মনসন্তুষ্টি স্তেজো বিক্রম এবচ।
বিধিবৎসেব্যমানেতু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ॥

স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতির সহিত মদ্যপান করিলে আয়ুবর্দ্ধক বলকর ও দেহের পুষ্টিসাধক হইয়া থাকে। এবং বিধিবৎ সেব্যমান মদ্য দেহের কমনীয়তা, মনের তুষ্টি, উৎসাহ ও বিক্রম নির্ভীকতা এই সমস্ত গুণ ও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

সাত্বিক মদ্যের লক্ষণ।

বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ
পানান্ননিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ।
সংপাঠগীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ
প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদোহি॥

প্রথম মদ অর্থাৎ মত্ততার প্রথমাবস্থায় বুদ্ধি স্মৃতি ও প্রীতিকর সুখজনক অধ্যয়ন গান ও স্বরশক্তিবর্দ্ধক। এবং পান ভোজন ও নিদ্রার

অতিবর্দ্ধক অর্থাৎ অশক্তিদায়ক। এই প্রথম সাত্ত্বিক মদ অতি মনোরম।

দ্বিতীয় মদের লক্ষণ।

অব্যক্ত বুদ্ধিস্মৃতিবাগ্বিচেষ্টঃ
সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ॥
আলস্যনিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ
মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥

মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয়মদে বুদ্ধিস্মৃতি ও বাক্যকথন প্রায় থাকে না। উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য ও আকৃতি হয় এবং অস্থিরতা এবং পুরুষ মুহূর্ত্তের মধ্যে মত্ত হইয়া আলস্য এবং নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া থাকে।

তামস অর্থাৎ তৃতীয় মদের লক্ষণ।

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চমন্যেৎ
খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদিস্থিতানি
মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥

তামস অর্থাৎ তৃতীয়মদে মনুষ্য একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অগম্যগমন করে অভক্ষ্য ভোজন এবং গুরু জনকে অবমাননা ও হৃদয়ের অতি গুহ্য কথা সকল ও প্রকাশ করিয়া থাকে। মানব এ অবস্থায় নিজায়ত্ত থাকে না, নিতান্ত মদপরবশ হইয়া থাকে।

চতুর্থ মদের লক্ষণ।

চতুর্থে তু মদেমূঢ়ো ভগ্নদার্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপি পরোমতঃ॥
সুশ্রুতঃ।

যদিও তিন প্রকার মদ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তথাপি সুশ্রুতোক্ত তামস অর্থাৎ চতুর্থমদের বিষয় বলা হইতেছে। চতুর্থ মদে মনুষ্য নিতান্ত জ্ঞান শূন্য হয় ভগ্নকাষ্ঠবৎ ক্রিয়াশক্তিবিহীন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান অর্থাৎ সৎকার্য্য কুকার্য্য মনে করায় মদমত্ত ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

কো মদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিবচাপরং।
বহুদোষমিবামূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী॥

জ্ঞানী বিবেচক এরূপ কোন ব্যক্তি বহু বিপদযুক্ত দুর্গম পথের ন্যায় অপর একটী উন্মাদরোগ স্বরূপ তাদৃশ মদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ প্রকার মদকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই বিবেচক লোকে এ প্রকার মদ্যপান করে না।

অবৈধ মদ্যপানের ফলাফল।

নির্ভক্ত একান্ততএব মদ্যং
নিষেব্যমানং মনুজেন নিত্যং।
উৎপাদয়েৎ কষ্টতমান্ বিকারা
নুৎপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদং॥

নিত্য অন্নহীন এবং অবৈধ নিয়মানুসারে মদ্যপান করিলে অতি কষ্টতমরোগ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। অবশেষে জীবনসংশয় ঘটিয়া থাকে।

মদাত্যয়াদির হেত্বন্তর কথিত হইতেছে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়ামভারাধ্বপরীক্ষীতেন।
বেগাবরোধাভিহতেন বাপি॥
অত্যম্লরুক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া অথবা ব্যায়াম ভারবহন এবং পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া কিম্বা অপরিমিত পানাহারে উদর পূর্ণ হইয়া অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া কিম্বা দুর্ব্বল অবস্থায় অথবা উত্তাপ তাপিত হইয়া মদ্যপান করিলে অশেষ প্রকার পীড়া অর্থাৎ পানাত্যয় পরমদ পানাজীর্ণ ও উৎকট পানবিভ্রম পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর উহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বায়ুজনিত মদাত্যয়ের লক্ষণ।

হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্পপার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ং॥

বায়ু প্রধান মদাত্যয়ে হিক্কা, শ্বাস শিরঃ কম্প পার্শ্বশূল নিদ্রানাশ ও বহুপ্রলাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত মদাত্যয়ের লক্ষণ।

তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদমোহোতীসারবিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ং॥
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসতন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরিতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ং।
জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বলিঙ্গৈর্ম্মদাত্যয়ঃ॥

পিত্তপ্রধান মদাত্যয়ে তৃষ্ণাদাহ ঘর্ম্ম, মোহ অতিসার বিভ্রম ও দেহের হরিতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এবং শ্লেষ্মপ্রধান মদাত্যয়ে বমি অরুচি বমির বেগ, তন্দ্রা আর্দ্র বস্ত্রে অবগুণ্ঠনবৎবোধ দেহের ভারবোধ ও অতিশয় শীত এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। আর সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে উল্লিখিত বাতাদিপ্রধান ত্রিদোষ মদাত্যয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পরমদের লক্ষণ।

শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ
বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ।
লিঙ্গং পরস্য চ মদস্য বদন্তি তজ্‌জ্ঞা
তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপিভেদঃ॥

শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, শরীরভার মুখের কটুতা মল মুত্ররোধ তন্দ্রা অরুচি তৃষ্ণা মস্তকবেদনা এবং সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ পরমদে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণের লক্ষণ।

আধ্মানমুগ্রমথ চোদ্গিরণং বিদাহঃ
পানেঽজরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি

অত্যন্ত উগ্র উদরাধ্মান বমি উদ্গার উদরে বিদাহ এবং পীত মদ্যের অপরিপাক পানাজীর্ণ রোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পানবিভ্রমের লক্ষণ।

হৃদ্গাত্রতোদকফসংস্রবকণ্ঠধূম
মূর্চ্ছাবমিজ্বরশিরোরুজনপ্রদাহাঃ
দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষু চ তেষু তেষু
তং পানবিভ্রমমুশন্ত্যখিলেষু ধীরাঃ॥

হৃদ ও গাত্রবেদনা, কফস্রাব কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গতবৎ পীড়া, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শিরশূল দাহ এবং সুরা জনিত খাদ্যে ও অন্ন বিকারে দোষ, পানবিভ্রম রোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

মদাত্যয়রোগের অসাধ্য লক্ষণ।

হীনোত্তরৌষ্ঠমতিশীতমমন্দদাহ
তৈলপ্রভাস্যমপি পানহত স্ত্যজেচ্চ।
জিহ্বৌষ্ঠদন্তমশিতস্ত্বথ বাপিনীলং
পীতে চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভে চ॥
হিক্কাজ্বরোবমথুবেপথুপার্শ্বশূলাঃ।
কাসভ্রমাবপিত্তপানাহতং ত্যজন্তে॥

মদাত্যয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যাহার উপরিস্থ ওষ্ঠ হীন অর্থাৎ ঝুলিয়া পরিয়াছে, যাহার শীত এবং অত্যন্ত দাহ হয় যাহার মুখ তৈলাক্তবৎ হয়, জিহবা কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নীল বর্ণ এবং যাহার চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং যাহার হিক্কা জ্বর বমি কম্প পার্শ্বশূল কাস ও ভ্রম এবং এই সমস্ত গুলি মদাত্যয় রোগীর উপদ্রব, পূর্ব্বোক্ত মুখ জিহ্বা চক্ষুরাদির বিকৃতবর্ণ লক্ষিত হইলে সে রোগীকে ত্যাগ করিবে।

মদাত্যয় চিকিৎসা।

মস্তুঃখর্জ্জুরমৃদ্বীকাবৃক্ষাম্লাম্লিকদাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারণুৎ॥
জলে চতুষ্পলে শীতেধুন্নদ্রব্যপলং ক্ষিপৎ।
মৃৎপাত্রে মর্দ্দয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

খৈরচূর্ণ খেজুর কিস্ মিস্, অম্লবেতস তেতুল দাড়িম পরুষ ফল ও আমলকীর রস এই সমস্ত

স্ত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়।

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥

মদ্যের সঙ্গে সৌবর্চ্চল লবণ শুঁঠ পিপুল মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এবং মদ্যের উগ্রতা কমিয়া শীত সুরা সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হইয়া গেলে ইহা রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা পান করিলে বাতজ পানাত্যয় রোগ বিদূরীত হয়।

চিনীর সহিত মুগের যূষ এবং মাংস রস পান করাইবে এতদ্ব্যতীত শিতল ক্রিয়া করিবে এইরূপ করিলে পিত্তজনিত পানাত্যয় রোগীর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কফজনিত পানাত্যয় পীড়ায় রোগীর শারিরীক বল বিবেচনা করিয়া অল্প অথবা তদপেক্ষা অধিক লঙ্ঘন দেওয়া বিধেয় এবং পঞ্চ কোলের চূর্ণ সহযোগে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুরা পান করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকগণ এই মদ্যের পরিমাণ এই প্রকারত্য বল করিয়া থাকে! মদ্য এক পোয়া জল এক ছটাক সচল লবণ চারি আনা ও শুঁঠ পিপুল মরিচ চূর্ণ সমস্ত মিলিত অৰ্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া মদাত্যয় রোগীকে পান করিতে দিয়া থাকেন।

সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রয়োক্তব্যং চিকিৎসিতম্।
আভিঃ ক্রিয়াভির্মিশ্রাভিঃ শান্তিং যাতি মদাত্যয়ঃ॥
ন চেন্মদাক্রমং মুক্ত্বা ক্ষীরমস্য প্রযোজয়েৎ।
লঙ্ঘনাদ্যৈঃ কফে ক্ষীণে জাতদৌর্ব্বল্যলাঘবে॥
ওজস্তুল্যগুণং ক্ষীরং বিপরীতঞ্চ মদ্যতঃ॥

ত্রিদোষজাত মদাত্যয়ে উল্লিখিত বাতাদি ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিবে, সে সমস্ত ক্রিয়া নিয়মানুসারে প্রয়োগ ত্রিদোষজ মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই মদাত্যয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিধানানুসারে সুরা পান করাইবে এবং তৎসঙ্গে দুগ্ধ ও পান করিতে দিবে। লঙ্ঘন বিরেচনাদি দ্বারা শ্লেষ্ম জনিত মদাত্যয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মার ক্ষয় এবং রোগী কিছু দুর্ব্বল হইলে কেবল দুগ্ধই আহার করিতে দিবে কিন্তু মদ্যপান করিতে দিবে না। যেহেতু সুরা কর্ত্তৃক ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে অতএব ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে রোগীর অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে রোগীর দুগ্ধ আহার করিয়া ক্রমে বল সঞ্চয় বুঝিতে পারিলে তখন দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দিয়া মদ্য পান করাইতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে পুনঃমদ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা হইলে পাঠকগণ বিশেষ সন্দেহ করিতে পারেন, অতএব সহজেই জ্ঞানে ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে এইরূপ অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেবল মদ্য নহে, অহিফেন, গাঁজা প্রভৃতি যে কোন প্রার মাদক দ্রব্য হউক না কেন মাদকভোজী ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা কালে রোগীদিগকে সম্পুর্ণরূপে মাদক দ্রব্য বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন না। অর্থাৎ মাদক পদার্থ একবারে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে গেলে কোন প্রকারেই চিকিৎসার উদ্দেশ্য সফল হয় না মাদক বস্তু না দিলে রোগের কোন উপকার সাধিত হয় না। এরূপ অবস্থায় মদ্যপানজনিত মদাত্যয়ে মদ্য ব্যতীত অপর কোন পদার্থই সেই পীড়ায় শান্তি করিতে সমর্থ হয় না। যেমন কোন সম্রাট কোন প্রজার প্রতিভাবান্বিত হইলে সম্রাট স্বয়ং ব্যতীত কোন ব্যক্তি উক্ত ক্রোধের নিবারণ করিতে পারে না তদ্রূপ মদ্যজনিত মদাত্যয় রোগে ও মদ্য ভিন্ন অপর কোন পদার্থ শান্তিকরণে সমর্থ নহে। অতএব নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মদ্য পান দ্বারা ঐ সমস্ত অযথা মদ্যপানজনিত সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয় পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

পুনর্ণবা ঘৃত।

পয়ঃ পুনর্ণবাকাথযষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্।
ঘৃতং পুষ্টিকরং পানাম্মদ্যপানহতৌজসঃ॥

ঘৃত ৪ সের গ্রহণ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু একসের কুট্টিত করিয়া প্রদান করিবে এবং ৮ সের পুনর্ণবা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোল সের অথবা ১২ সের অবশিষ্ট হইতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া উহার সহিত দুগ্ধ ৪ সের মিশ্রিত করিয়া আবার অল্প অগ্নি উত্তাপে পাক করিতে থাকিবে এই ঘৃত চারি আনা অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে পুষ্টিকারকহইয়া মদাত্যয়রোগ জন্য ক্ষীণ ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ লবণ।

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লসাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশশর্করাভাগযোজিতম্।
হিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দিনংপরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্।

সৌবর্চ্চল লবণ একতোলা কৃষ্ণজীরা একতোলা বৃক্ষাম্ল একতোলা অম্লবেতস একতোলা দারুচিনী অর্দ্ধতোলা ছোট এলাইচ অর্দ্ধতোলা মরিচ অর্দ্ধতোলা এবং চিনি এক তোলা এই সমস্ত দ্রব্য গুলির চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই অগ্নিদীপক চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে কফ প্রধান মদাত্যয়ে স্রোতঃবিশোধক হইয়া বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

চৈ সৌবর্চ্চল লবণ, হিঙ্গ ছোলঙ্গ লেবুর ছাল শুঁঠ ও যমানী এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ ঔষধ দুই আনা মাত্রায় অল্প মদ্যের সহিত সেবন করিলে পানাত্যয় জনিত বেদনাদির শান্তি হইয়া থাকে।

জলাপ্লুতচন্দনরুষিতাঙ্গঃ
স্রগ্বীসভক্তাং পিশিতোপদংশাম্।
পিবন্ সুরানৈব লভেত রোগান
মনোমতিঘ্নঞ্চ মদং ন যাতি॥

টবে শীতল জল পূর্ণ করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক অথবা জল সহযোগে ঘর্ষণ করিয়া ঐ চন্দন গাত্রে লেপন করিয়া মাংসের সহিত মদ্যপান করিলে মদ্যজনিত মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং বিকৃতিকারী কোন প্রকার মত্ততা ও উৎপাদন করে না।

দ্রাক্ষাকপিত্থফলদাড়িমপানকং
যতৎপানবিভ্রমহরং মধুশর্করাঢ্যম্।

দ্রাক্ষা কদবেল, ভক্ষণ করিয়া মত্ততা উপস্থিত হইলে মধু ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিলে মত্ততার শান্তি হয়।

সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতিসারমদাং পুগফলোদ্ভবম্।
মদ্যং প্রশাময়েৎ পীত মাতৃপ্তের্বারি শীতলম্॥

সুপারি ভক্ষণ জনিত যদি বমি মূর্চ্ছা কিম্বা অতিসার ও মত্ততা উপস্থিত হয় তাহা হইলে, কিন্তু অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিলে অনতিবিলম্বে মত্ততা প্রভৃতি বিদূরীত হইয়া থাকে।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণাদবলেহি শর্করাসঘৃতাম্।
জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতং বীর্য্যমপি॥

সুরা পান করিয়া তদ্দণ্ডেই ঘৃতসহযোগে চিনি ভক্ষণ করিলে মদ্যপান জনিত এবং মদ্য যদি উষ্ণবীর্য্য হয় তাহা হইলেও মত্ততা আসিতে পারে না।

মহাকল্যানবটি।

হেমাভ্রঞ্চ রসং গন্ধমথো মৌক্তিকমেব চ।
ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তিলক্ষৌমদ্রুধুপ্লুতান্॥
সিতাক্ষৌদ্রযুতাং বাপি নবনীতেন বা সহ॥
অযথাপানজা রোগা বাতজাঃ কফপিত্তজা।
যদাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি ধ্রুবমস্য নিষেবণাৎ॥

স্বর্ণ, অভ্র, পারা, গন্ধক, লৌহ, ও মুক্তা এই

সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া, এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে তিন রতি চূর্ণ ও মধুপানে অথবা নবনীর সহিত প্রতিদিন প্রত্যূষে সেবন করিবে। ইহা সেবনে মদ্যজনিত ও মদাত্যয় প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

স চব্যহিঙ্গুস্কচকং ধন্যাকং বিশ্বদীপ্যকং।
চূর্ণং সঘৃতং মদ্যেন পীতং পানাত্যয়ং জয়েৎ॥

খই, হিঙ্গুল, সচললবণ ধনিয়া, শুণ্ঠী, যমানী ও রসসিন্দুর এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিলে মদ্যের সহিত ইহা পান করিলে মদাত্যয় বিনষ্ট হয়।

দাহরোগ

মদ্যজদাহ।

ত্বচং প্রাপ্তঃ স পানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দাহঃ প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবত্তত্র ভেষজং॥

মদ্যপানজনিত পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক অতি-মূর্চ্ছিত ত্বককে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দাহ উপস্থিত করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহিয়া থাকে।

রক্তজদাহ।

কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতিদ্রবং।
সউষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ॥
লৌহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে॥

সমস্ত দেহানুগত রক্ত অতি বৃদ্ধ হইলে দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তজনিত দাহ বলে, এই দাহ উপস্থিত হইলে রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণায় কাতর তাম্র ও তাম্রচক্ষু হয়। এবং তাহার যাবতীয় অঙ্গাদি ও মুখ লৌহ বা রক্ত গন্ধযুক্ত হয়। এবং সে তাহারি চতুর্দিকে অগ্নি ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করে। এবং সেইরূপ উত্তাপিত হইয়া থাকে।

পিত্তজদাহ।

পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধিঃস্মৃতঃ।

পিত্তজ দাহের সমস্ত লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের ন্যায়, তবে তাহার সহিত এই মাত্র প্রভেদ যে পিত্তজ্বরের ন্যায় ইহাতে অনবস্থিত চিত্ত ও আমাশয় দূষিত থাকে না।

তৃষ্ণানিরোধদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুদ্ধতং।
স বাহ্যাভ্যন্তরঃ দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ॥
সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য বেপতে॥

পিপাসা নিগ্রহ জন্য শরীরের জলীয় ধাতু ক্ষীণ হওয়াতে তেজঃ অতিবৃদ্ধি হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে। এই দাহ উপস্থিত হইলে গলা, তালু ওষ্ঠ প্রভৃতি শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজদাহ।

অসৃজঃ পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ।

অত্যন্ত অস্ত্রাঘাতে, হৃদয়াদি কোষ্ঠ, রক্ত পূর্ণ হইলে ঘোরতর দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে রক্ত পূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে। পূর্ব্বে যে রক্তজনিতদাহের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেহানুগত রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার রক্তজ দাহের উল্লেখ হওয়া পুনরুক্তি দোষ বলিয়া বোধ হয় না।

ধাতুক্ষয়জনিতদাহ।

ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃড়ন্বিতঃ।
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ভৃশপীড়িতঃ॥

শরীরস্থ রক্তাদি ধাতুক্ষয় হইলে যে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণ স্বর ও নিশ্চেষ্ট হয়। এবং ক্ষীণ হইবে।

মর্ম্মাভিঘাতজনিতদাহ।

মর্ম্মাভিঘাতজেঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ।
সর্ব্ব এব চ বর্জ্যাস্যুঃ শীতগাত্রস্য দেহিনঃ॥

মস্তক হৃদয় ও উদর মর্ম্মস্থান, অত্যন্ত আঘাৎ হইলে যে প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, ইহাকে মর্ম্মাতি ঘাতজ দাহ কহে। এই দাহ রোগ অসাধ্য। আর দাহ পীড়ায়রোগী যদ্যপি শীতগাত্র হয় এবং তৎসহিত দাহ পীড়াক্ত হয় তাহা হইলে সর্ব্ববিধ দাহই অসাধ্য হইয়া থাকে।

দাহচিকিৎসা।

যৎপিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহেতৎসর্ব্বমিষ্যতে।

পিত্তজ্বরে দাহ নিবারণ জন্য যে সমস্ত ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সমস্ত ঔষধই দাহ নিবারণ জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শতধৌতঘৃতাভ্যক্তং লিম্পাদা যবশক্তুভিঃ।

শতধৌত ঘৃত শরীরে লেপণ করিলে কিম্বা যবের ছাতু গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

কোলামলকযুক্তৈর্ব্বা ধান্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্।
ছাদয়েত্তস্য সর্ব্বাঙ্গমারণালার্দ্রবাসসা॥

বদরী ফল (অর্থাৎ কুল) ও আমলকী পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে কিম্বা ধান্যের কাঁজি শরীরে মাখিলে গাত্র দাহ শান্তি হয়। এতদ্ব্যতীত কাঁজিতে বস্ত্র ভিজাইয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিলে গাত্র দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দাহশুক রস।

সূতাৎ পঞ্চার্কতশ্চৈকং কৃত্বা পিষ্টং সুশোভনং।
জম্বীরস্বরসৈর্দ্দ্ব্যং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকং।
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রপাত্রীং প্রলেপয়েৎ।
প্রপুটেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।
দ্বিগুঞ্জমাদ্রকদ্রাবৈস্ত্র্যূষণৈর্ব্বযোজয়েৎ।
নিহন্তি দাহসন্তাপং মূর্চ্ছাপিত্তসমুদ্ভবাং॥

পারা পাঁচ ভাগ, তাম্র একভাগ, এই উভয় দ্রব্য পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে, তদনন্তর উহার গন্ধক পাঁচ ভাগ মিশ্রিত করিবে। তৎ-পশ্চাৎ পানের রস ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে ভূধরযন্ত্রে করিয়া ভস্ম করিবে। ঐ ঔষধ ২ রতি প্রমাণে আদার রস ও শুঁঠ, পিপুল মরিচ ইহার চূর্ণের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে দাহজনিত সন্তাপ পিত্তজনিত মূর্চ্ছা প্রতি পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

উন্মাদ রোগ।

মদয়ন্ত্যাকাতা দোষা যস্মাদূর্দ্ধমার্গমাগতাঃ।
মানসোঽয়ং মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

প্রবৃদ্ধ দোষ সমস্ত ঊর্দ্ধমার্গকে আশ্রয় করিয়া পিত্তকে আক্ষেপ জন্মায় বলিয়া ইহাকে উন্মাদ কহে। উন্মাদ মানসিক ব্যাধি।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
মানসেন চ দুঃখেন স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥
বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজং।
সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ॥

অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু, পিত্ত ও কফ ও মিলিত ত্রিদোষ মানসিক দুঃখ ও বিষসেবা এই ষষ্ঠ-বিধ কারণে উন্মাদ রোগ মদনামে অভিহিত। মানসিক দুঃখ ও বিষসেবা জনিত উন্মাদ রোগে যে দোষের আধিক্য থাকিবে, সেই দোষের চিকিৎসা করিবে। বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অবশ্য প্রয়োগ বিধেয়।

বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাং।
উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো
মনোঽভিঘাতো বিষমা চ চেষ্টা॥

সংযোগবিরুদ্ধ মাত্রা কিম্বা মাত্রা বিরুদ্ধ দ্রব্য দুষ্ট অর্থাৎ ধুস্তূর বীজ সংযুক্ত দ্রব্য, অশুচি অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীদিগের স্পর্শ দ্রব্য এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন, দেবতা গুরু এবং ব্রাহ্মণাদির পরাভব, এই সমস্ত কারণে উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়। এই উন্মাদরোগ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে ভয় হর্ষ এবং বলবান দিগের সহিত বল বিক্রম প্রকাশ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

উন্মাদের সম্প্রাপ্তির লক্ষণ।

তৈরল্পসত্বস্য মলা প্রদুষ্টাঃ
বুদ্ধেনিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য।
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি।
প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥

স্বল্পসত্বগুণ বিশিষ্ট মানবের উল্লিখিত কারণে বাতাদি দোষ প্রকোপিত হইয়া বুদ্ধির স্থান যে যে হৃদয়কে দূষিত করিয়া হৃদয়াশ্রিত স্রোতঃ সকলেতে অধিষ্ঠান হইয়া মনুষ্যের চিত্তকে বিকৃত করিয়া মোহ উৎপাদন করে।

উন্মাদরোগের সামান্যরূপ ও লক্ষণ।

ধীবিভ্রমঃ সত্বপরিপ্লবশ্চ
পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ।
অবদ্ধবাক্যং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং
সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গং॥

বুদ্ধিভ্রংশ, চিত্তচাঞ্চল্য ইতস্তত দৃষ্টি প্রক্ষেপ, অস্থিরতা, অসম্বদ্ধবাক্য কথন ও হৃদয়ের শূন্যত', এই উপদ্রব গুলি উক্ত প্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ।

বাতজ উন্মাদের নিদান।

রুক্ষোষ্ণশীতাল্পবিরেকধাতু
ক্ষয়োপবাসৈর্নিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য
বুদ্ধিং স্মৃতিং চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রং॥

রুক্ষ, উষ্ণ, শীতল অল্প অন্ন ভোজন, বিরেচন ধাতুক্ষয় ও উপবাস এই সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া চিন্তাদি দুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানবের বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি বিনষ্ট করিয়া বাতোন্মাদ উৎপন্ন করে।

বায়ুজনিত উন্মাদের রূপ।

অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীত
বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতাশ্চ
জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপং॥

বাতোন্মাদের রোগী অনুপযুক্ত স্থানে হাস্য, ঈষদ্ধাস্য নৃত্য গীত বাক্য অঙ্গ বিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে। এবং ঐ রোগীর দেহ রুক্ষ, কৃশ, অরুণ বর্ণ হয়। আহার পরিপাক হইলে ঐ রোগে অত্যন্ত বল বৃদ্ধি হয়।

পিত্তজনিত উন্মাদ রোগের নিদান।

অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈ
র্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগং।
উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য
হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ॥

অজীর্ণকর দ্রব্য, কটু দ্রব্য, অম্ল দ্রব্য, বিদাহী ও উষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজন হিতাহিত জ্ঞান বিহীন ব্যাক্তির পূর্ব্বক সঞ্চিত পিত্ত, উদীর্ণ রোগ হইয়া চিত্তকে দূষিত করিয়া অত্যাচারকারী ব্যক্তির অতি উগ্র উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তজ উন্মাদের রূপ।

অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ
সন্তর্জনা তিদ্রবণৌষ্ণরোষাঃ
প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষাঃ
পীতা চ ভা পিত্তকৃতস্য লিঙ্গং।

পিত্তজ উন্মাদরোগে রোগীর অসহিষ্ণুতা, আবস্তঃ বিবশতা, তর্জ্জন গর্জ্জন দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্র সন্তাপ, ক্রোধ প্রকাশ, ছায়া সেবনেচ্ছা, এবং সর্ব্বদা শীতল পান ভোজ অভিলাষ ও পীতবর্ণতা পিত্তোন্মাদরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কফজনিত উন্মাদের নিদান।

সম্পূরণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য
সোষ্মা কফো মর্ম্মণিসংপ্রবৃদ্ধঃ।
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি চিত্তং
প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারং॥

অতিরিক্ত ভোজনাদি দ্বারা শ্রমহীন মনুষ্যের হৃদয়স্থ কফ প্রদুষ্ট ও পিত্ত সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধি

স্মৃতি শক্তি নাশ করতঃ এবং চিত্তকে মোহ জন্মাইয়া উন্মাদরোগ উৎপন্ন করে। ব্যাধির স্বভাব হেতু কফ উন্মাদ রোগ জন্মাইয়া পিত্তের সহায়তা অপেক্ষা করে।

কফজনিত উন্মাদের রূপ।

বাক্‌চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ
নারীবিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা।
ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চভুক্তো
নখাদিশৌক্লঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ॥

এই কফজনিত উন্মাদরোগে সহিষ্ণুতা, অল্প অল্প বাক্য কথন, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বন এবং নিদ্রা ভাললাগে, বমি, লালাস্রাব ত্বক, মূত্র, চক্ষু, এবং নখাদির শ্বেতবর্ণতা এবং ভোজনান্তে ব্যাধির বল এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উন্মাদের লক্ষণ।

যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ সচ হেতুভিঃ স্যাৎ।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃক্
বিরুদ্ধভেষজ্যবিধির্বিবর্জ্জ্যঃ॥

বাতাদি ত্রিদোষ নিজ নিজ বিবিধ প্রকোপণ জন্য প্রকুপিত হইয়া অতিভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক উন্মাদরোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে বাতাদি দোষত্রয় উন্মাদের লক্ষণ সমস্ত থাকে। রোগ অসাধ্য। অপর সমস্ত সান্নিপাতিক ব্যাধি যদিও এক দোষ শান্তি করিতে অপর দোষ বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রত্যেক দোষের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসায় ব্যাধির শান্তি হয় না। অতএব এরূপ কতকগুলি ঔষধ আছে যে তদ্দ্বারা অন্যান্য সান্নিপাতিক রোগ শান্তি হয় কি সান্নিপাতিক উন্মাদ কখনই উপশমিত হয় না। অতএব ত্রিদোষজনিত সান্নিপাতিক উন্মাদ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

শোকাদিজ উন্মাদের লক্ষণ।

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো
র্জায়েত চোৎকটতমো মনসো বিকারঃ।

চোর রাজপুরুষ, শত্রু ও অন্যান্য হিংস্রকাদি দ্বারা ভীত ধনবন্ধুর নাশজনিত অন্তঃকরণ যে অতিশয় ক্ষুব্ধ হয় তজ্জন্য এবং, দুষ্প্রাপ্য অভিলাষিত স্ত্রীতে গমনেচ্ছুজন্য মনে যে ক্ষোভ উপস্থিত হয় সে জন্য মনের অত্যন্ত বিকার হইয়া থাকে।

চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো।
গায়ত্যথ হসতি রোদিতি চাতিমূঢ়ঃ।

রোগী সংজ্ঞাবিলোপ হইয়া গোপনীয় অত্যাশ্চর্য্য বাক্য সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকে, এককালীন বিবেকশূন্য হইয়া কখন গান গায় এবং কখন বা হাস্য করে এবং কখন রোদন করিয়া থাকে।

বিষজনিত উন্মাদরোগের রূপ।

রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ।
শ্যাবাননো বিষকৃতে তু ভবেৎ বিসজ্ঞঃ॥

বিষজনিত উন্মাদরোগে রক্তবর্ণ চক্ষু শ্যাববর্ণ মুখ, দৈন্যভাবযুক্ত চেতনরহিত এবং বলইন্দ্রিয় ও শরীরের কান্তিশূন্য হইয়া থাকে।

উন্মাদের অরিষ্ট লক্ষণ।

অবাঙ্‌মুখ স্তন্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলোনরঃ।
জাগরুকো হ্যসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি॥

উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সর্ব্বক্ষণ উৰ্দ্ধমুখ বা নিম্নমুখ হইয়া থাকে এবং যদি অত্যন্ত কৃশ ও বলহীন ও নিদ্রারহিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যুর আসন্নতা বুঝিতে হইবে।

দেবগ্রহাদিজ উন্মাদরোগের সামান্য লক্ষণ।

অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টা
জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিযুক্তঃ
প্রকোপকালো নিয়তশ্চ যস্য
দেবাদিজস্য মনসো বিকারঃ॥

দেবগ্রহাদি জন্য উন্মাদরোগে রোগীর সহজ মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন পরাক্রম, শৌর্য্যবুদ্ধি শিল্পাদি বিষয়ে জ্ঞান, চেষ্টা ও অভিমানাদি ইহার কিছুই থাকে না। এই দেবগ্রহজনিত

উন্মাদরোগে বক্ষ্যমান লক্ষণ সকল উৎপাদন হইয়া থাকে।

দেবগ্রহজুষ্ট উন্মাদের লক্ষণ।

সন্তুষ্টঃ শুচিরতিদিব্যমাল্যগন্ধো
নিস্তন্দ্রোঽপ্যবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী
তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা
ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুষ্টঃ ॥

দেবগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী সর্ব্বদাই সন্তোষ, শুদ্ধাচার, দিব্য মাল্যের সদৃশ গন্ধবিশিষ্ট এবং তন্দ্রাযুক্ত, বিশুদ্ধসংস্কৃতভাষী, বলবান ও স্থিরনয়ন হইয়া সকলকে বর প্রদান করিয়া থাকে। এবং ব্রাহ্মণানুরক্ত হয়।

দৈত্যগ্রহজ উন্মাদের লক্ষণ।

সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা
জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ভবতি ন চান্নপানজাতৈ
র্দুষ্টাত্মা ভবতি দেবশত্রুজুষ্টঃ ॥

দৈত্যগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী সর্ব্বদা ঘর্ম্ম কলেবর, ব্রাহ্মণ গুরু ও দেবগণের প্রতি দোষারোপ করে, কুটিল চক্ষু, ভয়শূন্য, বিমার্গ দৃষ্টি দুষ্টাত্মা এবং অতিরিক্ত পানাহারে ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

গন্ধর্ব্বগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।

হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী
স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বৈ প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং
গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥

গন্ধর্ব্বগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া নদীর তটে কিম্বা বনমধ্যে বাস করে আচারবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা গান ও গন্ধমাল্যানুরক্ত হয়। এবং অতিসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে মৃদু মধুর হাস্য করিয়া থাকে।

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।

তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী
গম্ভীরো দ্রুতগতিরল্পবাক্সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ
যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদরোগী, গম্ভীর (অর্থাৎ অল্প বাক্য কথন করে) তাম্রনেত্র, অতিসুন্দর রক্তবস্ত্র পরিধান করে, দ্রুতগমনশীল, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং কাহাকে কি দান করিব কেবল এই সমস্ত নিয়ত বলিয়া থাকে।

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদরোগীর লক্ষণ।

প্রেতানাং স দিশতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিলাষী
তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুষ্টঃ ॥

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী বামোত্তরীস্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক শান্তচিত্তে কুশাসন আস্তরণে পিতৃমাতৃ উদ্দেশে পিণ্ড ও জল দান করিয়া থাকে। এই পিতৃগ্রহ জুষ্ট উন্মাদরোগী একান্ত পিতৃভক্ত ও মাংস তিল, গুড় এবং পায়সভক্ত হইয়া থাকে।

নাগগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।

যস্তুর্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ
সৃক্কণ্যো স্বসুরপি জিহ্বয়া বিলেঢ়ি।
ক্রোধালুর্গুড়মধুদুগ্ধপায়সেপ্সু
র্বিজ্ঞেয়ঃ স খলু ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ ॥

নাগগ্রহজনিত উন্মাদরোগে, কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া ভূমিতে পরিসর্পন ও জিহ্বা দ্বারা অহরহ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করে। এই নাগগ্রহজুষ্ট ব্যক্তি ক্রোধানুরক্ত এবং গুড় মধু, দুগ্ধ ও পায়সাভিলাষী হইয়া থাকে।

রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।

মাংসাসৃক্‌বিবিধসুরাবিকারলিপ্সু
র্নির্লজ্জো ভৃশমতিনিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ।
ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী ॥
শৌচদ্বিড়্ ভবতি সদা রাক্ষসৈর্গৃহীতঃ ॥

রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদরোগে রোগী মাংস রক্ত, সুরাজাত নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্যপ্রিয় এবং লজ্জাশূন্য ও অত্যন্ত নির্দয়, অতিশয় ক্রোধানুরক্ত বলশালী, নিশাবিহারী, শৌচ বিবেকী হইয়া থাকে।

পিশাচগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।

উদ্ধস্তঃকৃশপুরুষো বিরুদ্ধভাষী
দুর্গন্ধঃ ভৃশমশুচি স্তথাতিলোলঃ।

বহ্বাশী বিজনবনান্তরোপসেবী
ব্যাচষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥

পিশাচজনিত উন্মাদরোগে রোগী ঊর্দ্ধবাহু এবং উলঙ্গ কৃশ, রুক্ষাঙ্গ, সদা প্রলাপ কথন দেহের দুর্গন্ধতা অতিশয় অশুচি, অন্নপানাদিতে অত্যন্ত লোভ হওয়া, অপরিমিতাহারী জনশূন্য বনমধ্যে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে থাকে এবং বিরুদ্ধাচারী এবং রোদনপরায়ন এবং সর্ব্বক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

গ্রহজুষ্ট উন্মাদরোগীর অসাধ্য লক্ষণ।

স্থূলাক্ষো দ্রুতমটনঃ সফেনবামী
নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোঽহি।
যশ্চাদ্রিদ্বিরদনগাদিবিচ্যুতঃ স্যাৎ
সোঽসাধ্যো ভবতি তথা ত্রয়োদশেঽব্দে॥

গ্রহগণ, হিংসার্থ বা পূজাপ্রাপ্তার্থ মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। হিংসার্থগৃহীতব্যক্তি স্থূলাক্ষ দ্রুতগমনশীল, ফেন লেহনকারীও নিদ্রানুরক্ত হয়; এবং পতিত হইয়া সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত উন্মাদের রোগী অসাধ্য জানিবে অথবা পর্ব্বত, হস্তিপৃষ্ঠ বা বৃক্ষাদি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়াই গ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এবং ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে সকল প্রকার উন্মাদ রোগীকেই চিসিৎসার বহির্ভূত বিবেচনা করিয়া উক্ত রোগীর চিকিৎসায় বিরত হইবে।

দর্পনান্ যথাচ্ছায়াশীতোষ্ণং প্রানিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহধৃক্॥
বিশন্তি ন চ দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণঃ॥

দেবগ্রহগণ প্রায় পূর্ণিমাতিথেতে, অসুরেরা সন্ধ্যাদ্বয়ে, গন্ধর্বগণ অষ্টমীতে, যক্ষগণ প্রতিপদে পিতৃগ্রহগণ অমাবস্যায়, নাগগ্রহগণ পঞ্চমীতে, রাক্ষস গ্রহগণ রাত্রিতে, পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে নরদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। যে প্রকার প্রতিবিম্ব দর্পনাদিতে, শীতোষ্ণ প্রাণিগণে, সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকান্তমণিতে এবং জীবাত্মা জীব শরীরে আবেশ করে অথচ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ গ্রহাদি মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে অথচ দেখিতে পায় না।

উন্মাদরোগের চিকিৎসা।

উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্।
পিত্তজে কফজে বান্তিঃ পরোবস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ॥

বাতজ উন্মাদরোগে প্রথতঃ স্নেহদ্রব্য পান করাইয়া রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। অতঃপর আস্থাপন বা অনুবাসন ও শিরোবিরেচনাদি ক্রিয়া করিবে। আস্থাপন ও অনুবাসন বাস্ত্রি-রোগের প্রধান চিকিৎসা। যে হেতু আস্থাপন ও অনুবাসন প্রথমতঃ পক্বাশয়ে যাইয়া রোগোৎপত্তির কারণ স্বরূপ বায়ুর মূল চ্ছেদন করে। যেরূপ বৃক্ষাদির মূলদেশ ছেদন করিলে অবশিষ্ট স্কন্ধ শাখাস্থপ ও ফল প্রভৃতি আপনা হইতে বিনষ্ট হয়, তদনুযায়ী বায়ুর মূলচ্ছেদ হইলে বায়ুজনিত রোগ সমস্ত অল্প চিকিৎসা দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যৎ চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্দোষদূষ্যয়োঃ॥

পিত্তজ বায়ুরোগে প্রথমে রোগীকে বিরেচন করাইয়া স্নেনপান ও তৈলমর্দ্দনাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বিরেচনই পিত্তজ বায়ুরোগের প্রধান চিকিৎসা। যে হেতু বিরেচন ঔষধ প্রথমত আমাশয় গমন করিয়া রোগোৎপাদক হেতু পিত্তকে এককালীন নিঃসারিত করিয়া দেয়। যেরূপ গৃহস্থিত অগ্নি নিঃসারিত করিয়া দিলে আপন হইতে শীতল হয় তদ্রূপ শরীরস্থ বিকৃত পিত্তের বিনাশ হইলে পিত্তজনিত সমস্ত পীড়া অতি সত্বেই শান্তি হইয়া থাকে।

কফজনিত উন্মাদরোগে সর্ব্বাগ্রে রোগীকে বিধিপূর্ব্বক বমন করাইবে। তৎপশ্চাৎ তৈলাদি মর্দ্দন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বমনই শ্লেষ্মা জনিত রোগের প্রধান চিকিৎসা। যে হেতু

বমনকারক ঔষধ প্রথমতঃ আমাশয়ে গমন করিয়া শ্লেষ্মার মূল বিনষ্ট করে।

ব্রহ্মীকুষ্মাণ্ডীষড়গ্রন্থাশঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ।
উন্মাদঘ্নাতোদৃষ্টাঃ পৃথগেতেকুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ॥

ব্রহ্মীশাকের রস ও কুড়চূর্ণ মধুর সহিত অথবা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস কুড়চূর্ণ মধুর সহিত বচের ক্বাথ মধুর সহিত কিম্বা শঙ্খপুষ্পীর ক্বাথ মধু সহযোগে সেবন করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

উন্মাদেসমধুঃপেয়ঃশুদ্ধো বা তালশাখজঃ।
রসোনস্তেহভ্যঞ্জনে চ সার্ষপংতৈলমিষ্যতে॥

তালশাখা অর্থাৎ তালের কোমল বাগুড়ার রস ছইতোলা লইয়া তাহার সহিত অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া উন্মাদরোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উল্লিখিত প্রকারে ১০।১২ দিবস সেবন করিলে নানাবিধ উন্মাদরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রোগীকে সর্ষপ তৈল নস্য করিতে এবং মর্দ্দন করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকোহিঙ্গুবচা করঞ্জৌ দেবদারুচ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রিকং॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চশিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণপিষ্টোহয়মগদঃ পানমঞ্জনম্॥
নস্তমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনন্তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদং কৃত্যালক্ষ্মীজ্বরাপহঃ॥
ভূতেভ্যশ্চভয়ংহন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতেনসিদ্ধংবা সগোমূত্রংতদর্থকৃৎ॥

শ্বেত সর্ষপ, হিং, বচ, নাটাকরঞ্জা ও ডহকর ঞ্জারছাল, দেবদারু মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী, আমলকী বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, কড়ুই বৃক্ষের ছাল পিপুল, শুঁঠ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষফল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমস্ত পদার্থগুলি প্রত্যেক সমপরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই সংযোগজ বিষনাশক ঔষধ পান নস্য ও মালিষরূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার বিষদোষ, উন্মাদ ও জ্বর প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে। উল্লিখিত শ্বেত সর্ষপ প্রভৃতি পদার্থের সহিত যথাবিধি নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শিইয়া থাকে।

ত্র্যূষণংহিঙ্গুলবণংবচা কটুকরোহিণী।
শিরীষনক্তমালানাংবীজং শ্বেতাশ্চসর্ষপাঃ॥
গোমূত্রপিষ্টৈরেতৈর্ব্বা বর্ত্তি নেত্রাঞ্জনেহিতা।
চাতুর্থকমপস্মারমুন্মাদঞ্চ নিযচ্ছতি॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিং, সৈন্ধবলবণ, বচ, কটকী, শিরীষফলের বীজ, বকরঞ্জ (করমচা) বীজ ও শ্বেতসর্ষপ, এই সমস্ত পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রের সহিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি চক্ষে অঞ্জন করিলে উন্মাদ অপস্মার এবং চাতুর্থক জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং নাবনমঞ্জনম্।
তাড়নঞ্চমনোবুদ্ধিস্মৃতিসম্বেদনংহিতম্॥
তর্জ্জনংত্রাসনংদানং সান্ত্বনংহর্ষণংভয়ম্।
বিস্ময়োবিস্মৃতেহেতোর্নয়তি প্রকৃতিংমনঃ॥

অত্যন্ত প্রবল উন্মাদ পীড়ায় বমনকারী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর দেহ সংশোধন করিয়া মন, বুদ্ধি ও স্মৃতির ভাবান্তর উৎপাদনের নিমিত্ত তাড়ন, তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, সান্ত্বন, হর্ষণ ভয় প্রদর্শন ও বিস্ময় জনক ক্রিয়া করিবে। উপরোক্ত ক্রিয়াদি দ্বারা বিস্মৃতি হইয়া থাকে বলিয়া অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

কামশোকভয়ক্রোধহর্ষের্ষালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥

কামজ, শোকজ, ভয়জ, ক্রোধজ, হর্ষজ, ঈর্ষাজ, য়শেভজ, উন্মাদরোগ কারণের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কাম উন্মাদরোগগ্রস্থ রোগীকে অভিলষিত স্ত্রী সংঘটন করিয়া দিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে এবং শোকজনিত যে ব্যক্তির উন্মাদরোগ উপস্থিত হইয়াছেন তাহাকে সর্ব্বদা সন্তোষজনক কার্য্যে লিপ্ত রাখিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার চিকিৎসার নিয়ম অন্যান্য এস্থলেও বুঝিতে হইবে।

পানীয়কল্যাণ ঘৃত।

বিশালাত্রিফলাকৌন্তীদেবদার্ব্বেলবালুকম্।
স্থিরা নতংরজন্যৌদ্বে শারিবেদ্বে প্রিয়ঙ্গুকা॥
নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠা দন্তীদাড়িমকেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতীমালত্যাঃ কুসুমংনবম্॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণীচ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কেরেতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
চতুর্গুণং জলংদত্বাঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥
বাতরক্তেপ্রতিশ্যা য়েতৃতীয়কচতুর্থকে।
বমার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রেচবিসর্পোপহতেষুচ॥
কণ্ডুপাণ্ড্বাময়োন্মাদে বিষমেহগরেষুচ।
ভূতোপহতচিত্তানাং গদ্‌গদানামরেতসাম্॥
শস্তংস্ত্রীণাংবন্ধ্যানাং ধন্যমায়ুর্ব্বলপ্রদম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
কল্যানকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ।
দ্বিজলংসচতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ত্বিদম্॥

ঘৃত ৪ চারিসের, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা অনন্তমূল, শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোটএলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা দন্তী, দাড়িমের খোসা নাগেশ্বর, তালীশপত্র বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, চন্দন পদ্মকাষ্ঠ এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং তাহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে উহার চতুর্থাংশের একাংশ অর্থাৎ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সমস্ত সিটেগুলি বাদ দিবে। পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিয়া শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কি তদপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণে অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ অপস্মাররোগ নাশক এতদ্ব্যতীত জ্বর, কাস, শোষ অগ্নিমন্দ্য ক্ষয় বাতরক্ত শর্দ্দি তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর বমি অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডু, পলন্ডু, বিষরোষ, গরদোষ এবং প্রমেহাদিরোগে ও প্রশস্ত। অপর ভৌতিকরোগগ্রস্থ, গদ্‌গদাদভাষী ক্ষীণশুক্রব্যক্তি ও বন্ধ্যা স্ত্রীদিগের পক্ষে ও হিতকর। এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ও বলকারক পানীয় কল্যান ঘৃত পুংসবণের প্রধান জানিবে।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা রাখালশশা হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুক দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর পাদুকা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল ছোটএলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতি, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং ইহাতে আটসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এবং ষোলসের গোদুগ্ধ উহাতে ক্রমশঃ দিবে। জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে, তৎপশ্চাৎ শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ক্ষীর কল্যান ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ইহাও পানীয় কল্যান ঘৃতের ন্যায় গুণ দর্শাইয়া থাকে।

মহাকল্যাণ ঘৃত।

এভ্য এবস্থিরাদীনি জলে পক্ত্বা কবিংশতিম্।
রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পির্গৃষ্টিক্ষীরচতুর্গুণম্॥
বিরা দ্বিমাষকাকোলী স্বয়ংগুপ্তর্ষভর্দ্ধিভিঃ।
মেদয়া চ সমৈঃকল্কৈঃ তং স্যাৎ কল্যাণকংমহৎ।
বৃংহনীয়ংবিশেষেণ সন্নিপাতহরং পরম্॥

ঘৃত ৪ চারি সের। কল্ক দ্রব্য যথা শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামলতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোট এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, চাকুলে, কুড়, চক্ত চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র

বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ এই এক বিংশতি দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে সমস্ত দুইসের লইয়া কুট্টিত করিয়া ষোল সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশের একাংশ জলীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। চাকুন্দ রাজমাষ, ক্ষেত্রমাষ, কাকোলী, আলকুশী বীজ, ঋষভক, ও মেদ্‌ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে জ্বাল দিবে। তদ-ন্তর একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ষোলসের ক্রমশঃ ঘৃতে প্রদান করিবে। এই প্রকার দেওয়া শেষ হইলে দুগ্ধ-প্রদত্ত হইলে এবং দুগ্ধের সমস্ত ভাগশেষ না পাইতে না পাইতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু সন্তাপে ঘৃত পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে।

এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা করিয়া অর্দ্ধতোলা অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বলকারক হইয়া রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই ঔষধ ত্রিদোষ জনিত রোগ নাশক।

চৈতস ঘৃত।

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যো রাস্নৈরণ্ডত্রিবৃদ্বলা।
মূর্ব্বাশতাবরীচেতি ক্বাথৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ॥
কল্যাণকস্কচাঙ্গেন তদ্‌ঘৃতংচৈতসংস্মৃতং।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাংশমনং পরমংমতম্‌॥
ঘৃতপ্রস্থোঽত্রপক্তব্যঃ ক্বাথো দ্রোনাম্ভসা ঘৃতাৎ।
চতুর্গুণোঽত্র সম্পাদ্যঃ কল্ক কল্যাণকেরিতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ যথা বেলছাল, শোনাছাল, পারুলীর ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট-কারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ড মূল, বেড়ালা, শতমূলী, এসমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক ষোল তোলা করিয়া লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। উহার ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ষোল সের কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। কল্ক দ্রব্য। সমস্তই ক্ষীরকল্যান ঘৃতের ন্যায়। যথা রাখাল শসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুক, দেবদারু, এল বালুকা, শালপাণি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল ছোট এলাচী, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমের, খোসা, নাগকেশর তালীশ পত্র, বৃহতি, মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, ও পদ্মকাষ্ঠ এই ২৮ খানি দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের ৩।৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা। কিম্বা একতোলা মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহাপৈশাচিক ঘৃত।

জটিলা পুতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মানা জয়া বীরা চোরকং কটুরোহিনী॥
বয়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষদন্তাচ বয়স্থা নাকুলীদ্বয়ম্‌॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরাচৈব শৃতং ঘৃতম্‌।
সিদ্ধংচাতুর্থকোন্মাদগ্রহাপস্মরনাশনম্‌॥
মহাপৈশাচিকংনাম ঘৃতমেতদ্‌যথামৃতম্‌।
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্‌॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, পদ্ম মৃণাল চারিটী, আল-কুশী বীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোর পুষ্পী, কটুকী, ব্রহ্মীশাক, শূকরী, মৌরী, শুলফা, গুগ্‌গুল শতমূলী, বয়স্থা, রাস্না, মন্দু-বাস্না কণ্ডরা, বিছাটী ও শাল পানি। এই সমস্ত দ্রব্য গুলি সমভাবে সমস্তে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে

থাকিবে। উক্ত জলের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই প্রকার করিয়া শেষে পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহন করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদিরোগ প্রশমিত হয়, এবং মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক দিগের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি ঘৃত।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢকম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধ মুন্মাদনাশনম্॥

ঘৃত ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য, হিং, সৌবর্চ্চল, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ১৬ তোলা গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে অল্প দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

লশুনাদি ঘৃত।

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্।
তদর্দ্ধং দশমূল্যাস্তুদ্ব্যাঢকেপাং বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসংতথা॥
কোলমূলকবৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গার্দ্রকৈ রসৈঃ॥
দাড়িমাম্বুসুরামস্তকাঞ্জিকাম্লৈস্তদর্দ্ধকে॥
সাধয়েৎত্রিফলাদারুলবণব্যোষদীপ্যকৈঃ॥
যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্লবেতসৈশ্চ পলার্দ্ধিকৈঃ।
সিদ্ধমেতৎ পিবেচ্ছুলগুল্মার্শোজাঠরাপহম্॥
ব্রধ্নপাণ্ড্বাময়প্লীহযোনিদোষক্রিমিজ্বরান্।
বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যানুন্মাদাংশ্চাপকর্ষতি॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা হরীতকী, বহেড়া দেবদরু, সৈন্ধব লবণ, মরিচ পিপুল শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, চৈ, হিঙ্গু ও অম্লবেতস্ এই সমস্ত দ্রব্য গুলি প্রত্যেক চারিতোলা করিয়া গ্রহণ করতঃ কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। দশমূল সমস্ত তিনসের অর্দ্ধপোয়া এবং রসুন, ছয়সের একপোয়া লইয়া ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে ঐ কাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তৎপশ্চাৎ রসুনের রস চারিসের, পুরাতন বদরীফলের কাথ দুইসের, মূলকের রস দুইসের বৃক্ষাম্লের রস দুইসের, ছোলঙ্গ নেবুর রস দুইসের, আদার রস দুইসের দাড়িমের রস দুইসের, সুরা দুইসের, দাড়িমের রস দুইসের ক্রমে ক্রমে ঘৃতে প্রদান করিবে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া দিবে এবং পুনরায় মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। এই প্রকার পাক করিয়া শেষ পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ, গুল্ম, অর্শ, উদর, ব্রধ্ন, পাণ্ডু, প্লীহা, যোনিদোষ, ক্রিমি ও জ্বর, প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

শিবাঘৃত।

শিবায়স্তু সুপুতায়াঃ পঞ্চাশৎ পললাংপলম্।
পঞ্চ পঞ্চসমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎপৃথক্॥
কুট্টয়িত্বাচতুঃষষ্টিশরাবৈরম্ভসঃ পচেৎ।
জ্ঞাত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেনচ॥
ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবানাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্ঠীমধুকমঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ॥
বিভীতকশিবাধাত্রীবৃহতীতগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গদাড়িমীদেবদারুদন্তীহরেণুভিঃ॥
তালীশকেশরশ্যামাবিশালাশালপর্ণিভিঃ।
হরিদ্রাযুগলানন্তামেলাহরিবালুকৈঃ॥
সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং যচ্চতন্মেনিগদিতং শৃণু।
দেবাসুরগ্রহগ্রস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে॥
গন্ধর্ব্বধর্ষিতেচৈব পিতৃগ্রহনীপীড়িতে।
ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চপরিপ্লুতে॥
ভুজঙ্গমগৃহীতেচ তথাজাঙ্গলভক্ষিতে।
ষষ্কৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈরপার্দ্দিতে ভৃশম্॥

শস্যতে সর্ব্ববাতেচ সর্ব্বাপস্মার এবচ।
শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসেচ মদাত্যয়ে॥
মেহে মূত্রগ্রহেচৈব জ্বরে জীর্ণেচ শস্যতে।
বৃষ্যং পুংসবনকরং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্।
শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্।
শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা॥
শৃগালোবর্হিণঃ পাকেপুমাংসং তত্রদাপয়েৎ॥

ঘৃত চারিসের। কল্ক দ্রব্য যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্ত চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বৃহতী, তগর পাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমের খোসা দেবদারু দন্তীমূল, রেণুকা তালীশপত্র নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখাল শসা, শালপানী, প্রিয়ঙ্গু, মালতী পুষ্প, কাকোলী, পদ্ম, নীলোৎ-পল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, ছোট এলাচী এলবালুকা ও চাকুলে এই দ্রব্য সকল প্রত্যেক দুই তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ পুরুষ শৃগালের মাংস ছয়সের একপোয়া এবং দশমূল সমস্তে ছয়সের একপোয়া লইয়া ৬৪ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে। অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্তাক্বাথ ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এবং ছাগ দুগ্ধ আটসের উহাতে দিবে। জলীয়াংশ ৩৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত বাদ দিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পাক করিবে। এই প্রকারে শেষ পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দোষজ এবং আগন্তুক উভয়বিধ উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই শিবা ঘৃত সেবন করিলে অপস্মার, সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ, শোষ, উরক্ষত, কাস, পিনস, মদা-ত্যয়, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র জ্বর এবং অজীর্ণ রোগেও বিশেষ উপকার দর্শইয়া থাকে।

উন্মাদগজাঙ্কুশ রস।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দয়েৎ হরাষ্ট্রীদ্রবৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিজলৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্ক চক্রিকিকাং॥
কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।
তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষং॥
মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ॥
দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥

কিঞ্চিৎ পারা গ্রহণ করিয়া তিন দিন ধুস্তুর রসে, তিন দিন বামুনহাটীর রসে, এবং তিনদিন কুচিলার রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর যথানিয়মে গন্ধকের সহিত মর্দ্দন করিয়া কর্জ্জলী করিবে। পরে পাক করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। অনন্তর উহাদের সহিত ধুস্তুর বীজ, তাম্র, গন্ধক, বিষ, এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেক পারদের সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এবং তিন দিন উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া তিন গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে দোষ ও ভূতজনিত উন্মাদ রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

ভূতাঙ্কুশ রস।

সূতায়স্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপিসমং সমং॥
সূতপাদোত্তমং বজ্রং শিলাগন্ধকতালকং।
তুল্যং রসায়নং শুদ্ধমব্ধিফেনং শিলাঞ্জনং॥
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোত্থিতং।
ভৃঙ্গরাজচিত্রবজ্রী দুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ॥
দিনান্তে পিণ্ডিকাং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
ভূতাঙ্কুশো রসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি ভূতোন্মাদনিবারণং।
পিপ্পল্যাক্তং পিবেচ্চানু দশমূলকষায়কং॥
স্বেদয়েৎ কটুতুম্ব্যা চ তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভক্ষয়েৎ॥
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে॥

পারা একতোলা, মুক্তা একতোলা, মনঃশিলা একতোলা। গন্ধক একতোলা, রসাঞ্জন এক-তোলা, সমুদ্রফেনা একতোলা, সৌরীরাঞ্জন, পঞ্চ-লবণ এবং দুই মাষা হীরক এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে, চিতার রসে, সিজের রসে ও দুগ্ধের ইহাদিগের প্রত্যেক এক একবার স্থিরতা পেষন করিয়া দিনান্তে পিণ্ডারকা করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ

দুইরতি প্রমাণ লেহন করিবে। আদার রসের সহিত সেবন করিলে ভূতোন্মাদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই ভূতাঙ্কুশোরস সেবন করিয়া পিপুলের গুঁড়া সহযোগে দশমূলের ক্বাথ পান করিতে হয়, আর তিতলাউ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। কিন্তু তীক্ষ্ণ দ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং মহিষদুগ্ধ মহিষঘৃত সেবন এবং কটুতৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিবে।

উন্মাদভঞ্জিনী।

শুষ্কং মনঃশিলাচূর্ণং সৈন্ধবং কটুরোহিণী।
বচাশিরীষবীজঞ্চ হিঙ্গু চ শ্বেতসর্ষপং॥
করঞ্জবীজং ত্রিকটুং মলং পারাবতস্য চ।
এতানি সমভাগানি গোমূত্রৈর্ব্বটিকাং কুরু॥
গিরিমাত্রবীজসমাং ছায়াশুষ্কঞ্চ কারয়েৎ।
প্রাতঃসন্ধ্যানিশাকালে চক্ষুষোরঞ্জনং হিতং॥
মধুরাদিরসে যাজত্যং রাত্রাবপি পলেন চ॥
বটিকৈকা সমাখ্যাতা নাম্না চোন্মাদভঞ্জিনী।
চাতুর্থকমপস্মার মুন্মাদস্য বিনাশিনী॥

মনঃশিলা সৈন্ধব, কটুকী, বচ, শিরীষবীজ, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, করঞ্জবীজ ত্রিকটু পারাবতের মল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া প্রভাতে সন্ধ্যাকালে ঘৃতের সহিত এবং রাত্রিতে জলের সহিত একবটীকা ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে চাতুর্থক অপস্মার ও উন্মাদ রোগ আস্তে প্রশান্ত হইয়া থাকে।

উন্মাদভঞ্জন রস।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা।
বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা॥
কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্রযবং চিত্রকমেব চ।
বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ জীবনস্য চ॥
শোভাঞ্জনস্য বীজানি ত্রিবৃতাচেন্দ্রবারুণী।
বঙ্গরূপ্যমভ্রকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকং॥
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ।
উন্মাদমপি ভূতোত্থমুন্মাদস্যাত্তজস্তথা॥
অপস্মারস্তথা কার্শ্যং রক্তপিত্তং সুদারুণং।
নাশয়েদবিকল্পেন রসশ্চোন্মাদভঞ্জনঃ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরিতকী বহেড়া, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরাতা, কটুকী কণ্টকারী, যষ্ঠীমধু, ইন্দ্রযব, চিতা, বেড়লা, পিপ্পলী মূল, শজিনাবীজ, তেউড়ী গোরক্ষ চাকুলীয়া, বঙ্গ রৌপ্য তাম্র, প্রবাল, এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহা দিগের সহিত সর্ব্বদ্রব্য সমান লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে তদনন্তর সমস্ত একত্র করিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে উন্মাদ অপস্মার কৃশতা রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিদূরীত হইয়া থাকে।

চতুর্ভুজ রস।

মৃতসূতস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
শিলা কস্তুরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকং॥
সর্ব্বংখল্লতলে ক্ষিপ্তা কণ্যায়া মর্দ্দয়েদ্দিনং।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যগর্ত্তেদিনত্রয়ং॥
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরস্ত্রিফলামধুমর্দ্দিতং॥
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলিপলিতনাশনং।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥
হস্তকম্পশিরঃকম্পগাত্রকম্পে বিশেষতঃ।
বাতপিত্তসমুত্থাংশ্চ কফজান্ নাশয়েদ্ধ্রুবং॥
সর্ব্বৌষধিপ্রয়োগৈয়ে ব্যধয়ো ন প্রসাধিতাঃ।
কর্ম্মভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব মন্ত্রৌষধিপ্রয়োগতঃ॥
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্য্থা।
চতুর্ভুজরসোনাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

রসসিন্দুর দুইভাগ, স্বর্ণভস্ম একভাগ, মনঃশিলা, একভাগ কস্তূরী, একভাগ, হরীতাল একভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র গ্রহণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেবষ্টন করিয়া তিন দিবস ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহা ধান্য রাশির মধ্যে হইতেউদ্ধৃত করিয়া লইয়া সর্ব্বরোগেই প্রয়োজন করিবে। ইহা একটি প্রধান রসায়ন। ত্রিফলার ক্বাথ ও মধুর

সহিত পেষণ করিয়া রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া বলী পলিত বিদূরীত হইয়া থাকে। অপস্মার, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, মান্দাগ্নি ক্ষয় হস্তপদকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প এই সমস্তরোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত ও কফজনিতরোগ সমস্ত প্রশমিত হয়। যাবতীয় ঔষধি প্রয়োগে যে রোগ বিনষ্ট না হয় এই ঔষধ সেবনে তাহা নিশ্চয়ই শান্তি হইয়া থাকে। বজ্র যে প্রকার বৃক্ষসমূহকে পাতিত করে, সেই প্রকার এই ঔষধ সেবন মাত্রে সমস্ত রোগরাশি ধ্বংশ করিয়া থাকে।

উন্মাদপর্পটী রস।

কৃষ্ণধুস্তূরজৈবীজৈঃ পঞ্চভিঃ পর্পটীরসঃ।
সংপ্রযোজ্যঃ প্রশান্ত্যর্থমুন্মাদং ভূতসম্ভবং॥

পাঁচটি কালধুতুরার বীজ ক্ষেৎপাপড়ার রসের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে উন্মাদরোগ দূর হয়।

পিপুল, মরিচ, ও সৈন্ধব লবণ এই তিনটি পদার্থ সমভাগে চূর্ণ মরিয়া মধু ও গোপিত্তের সহিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার ভূতোন্মাদরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা এবং উন্মাদ প্রভৃতি রোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে ও বিকালে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন রোহিত মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মৎস্তের ঝোল, ডুমুর মানকচু, পটোল প্রভৃতির তরকারী কলায়ের ডাউল বা গোছগ্ধ মাখন ঘোল দধি অঙ্গুর দাড়িম, পেঁপে, আতা, ইক্ষু নারিকেল প্রভৃতি চাল এবং মোহনভোগ স্বজির পায়স এই সমস্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে স্নিগ্ধ পুষ্টিকারক পানাহার ও উত্তম রূপ তৈল মর্দ্দন স্রোতস্বিনী নদী বা সরোবরে স্নান বিশেষ হিতজনক।

লঙ্কার ঝাল, ভাজাপোড়া দ্রব্যাদি, মাদক দ্রব্য সেবন এবং চিন্তা ভয় ক্রোধ রৌদ্র লাগান রাত্রি জাগরণ, শৈত্যসেবন ও মৈথুন এই সমস্ত অহিতসেবন বিশেষ অনিষ্টজনক।

উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় স্নিগ্ধ ক্রিয়া স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন তৈলাভ্যঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা বায়ুর অনুলোম যাহাতে হয় সেই রূপে ক্রিয়া করিবে এবং চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করাইবে; ক্রমশঃ যদ্যপি পীড়া প্রবল হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে চৈতস ঘৃত ক্ষীর কল্যাণ ও পানীয় কল্যাণ ঘৃত প্রভৃতি সেবন করাইবে। তাহাতেও বায়ুর তাদৃশ আনুলোম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি বিবেচনা হইলে মহা নারায়ণ ও হিমসাগর প্রভৃতি তৈল ব্যবহার করাইবে। এবং যাহাতে রোগী স্থির থাকে এরূপ কার্য্য করিবে, যে কারণে উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয় তাহার উৎপাদক হেতুর দিকে লক্ষ রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ যদি কোন শোকজনিত উন্মাদ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সন্তোষ জনক কার্য্য করিবে যথাবিহিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার উপকার হইবে যেরূপ কাম হইতে উন্মাদ হইলে কোন একটি সুন্দরী স্ত্রী তাহার সহিত সংঘটিত হইলে তাহার উন্মাদের শান্তি হয় সেই প্রকার উন্মাদ রোগ কোন একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অপস্মাররোগ।

তমঃপ্রবেশসংরম্ভোদোষোদ্রেকহতস্মৃতিঃ।
অপস্মার ইতিজ্ঞেয়ো গদো ঘোরতরোহিহিনঃ॥

অতিশয় কুপিত বাতাদি দোষ সমস্ত স্মৃতি নষ্ট করিয়া এই ঘোর ব্যাধি উৎপন্ন করে, এই ব্যাধিকে অপস্মার কহে। এই অপস্মার ব্যাধি চারিপ্রকার, অন্ধকার দর্শন, নেত্র বিকৃতি ও হস্তপদাদি চালনা, দোষের উদ্রেক জনিত স্মৃতি

শক্তির হীনতা এই সমস্ত অপস্মারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অপস্মারেরপূর্ব্বরূপ।

হৃৎকম্পঃশূন্যতাস্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ॥

হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা ঘর্ম্মাগম অতিরিক্ত মনোমোহ ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতজঅপস্মারের লক্ষণ।

কম্পতেপ্রদশেদ্দন্তান্ ফেনোদ্বামীশ্বসিতাপি।
অভিতোহরুণবর্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ॥

বায়ুজনিত অপস্মারে রোগী কম্পিত হইয়া সর্ব্বদা দন্তদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ ও ফেন বমন করিয়া থাকে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে অবশেষে অচেতন হয়।

পিত্তজঅপস্মারের লক্ষণ।

পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃকরূপদর্শনঃ।
সতৃষ্ণোষ্ণানলব্যাপ্তলোকদর্শীচ পৈত্তিকে॥

পিত্তজনিত অপস্মারে রোগীর মুখ নিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণাভ হয়। সে পীত বা লোহিত বর্ণ অত্যাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করে, সমস্ত বস্তুকে পীত বা লোহিত বর্ণ দেখে। এবং তৃষ্ণার্থ ও উষ্ণদেহ হইয়া থাকে। আর তাহার বোধ হয় যে সমস্ত জগৎ অনল ব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্লেষ্মজঅপস্মারের লক্ষণ।

শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতোহৃষ্টাঙ্গজোগুরুঃ।
পশ্যেচ্ছুক্লানি রূপানি শ্লৈষ্মিকেমুচ্যতে চিরাৎ॥

শ্লেষ্মাজনিত অপস্মারে রোগী ফেনা উদ্গিরণ করে, মুখ ও চক্ষু শুক্লবর্ণ গাত্রশীতল গুরু ও রোমাঞ্চিত হয়। এবং রোগী সমস্ত পদার্থ শুক্লবর্ণ দর্শন করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে এবং অতিশয় বিলম্বে চেতন প্রাপ্ত হয়।

সান্নিপাতঅপস্মারের লক্ষণ।

সমস্তৈর্ল্লক্ষণৈরেতৈর্বিজ্ঞাতব্যাজস্ত্রিদোষঃ।
অপস্মার স চাসাধ্যো যঃ ক্ষীণস্যানবশ্চ যঃ॥

যে অপস্মাররোগে বাতজাদি ত্রিবিধ দোষ সমস্ত প্রকাশিত হইবে, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাত অপস্মার বলিয়া জানিবে। এই ত্রিদোষজ অপস্মার, ক্ষীণ ব্যক্তির ও দীর্ঘকালজাত অপস্মার অসাধ্য জানিবে।

প্রস্ফুরন্তন্ব্বহুশঃ ক্ষীণং প্রচলিতভ্রুবং।
নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ॥

অপস্মাররোগে যদি পুনঃ পুনঃ কম্প ক্ষীণতা ভ্রূদ্বয়সঞ্চালন ও চক্ষুবিকৃতি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু আসন্ন জানিবে।

অপস্মারেরপ্রকোপ উক্ত হইতেছে।

পক্ষাদ্বা দ্বাদশাহাদ্বা মাসাদ্বাকুপিতা মলাঃ।
অপস্মারংপ্রকুর্ব্বন্তি বেগং কিঞ্চিদথান্তরং॥
দেবে বর্ষত্যপি যথা ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ।
শরদি প্রতিরোহন্তি যথা ব্যাধিসমুদ্ভয়ঃ॥

কুপিত দোষ সমস্ত এক পক্ষ দ্বাদশ দিন এবং একমাস কিম্বা ইহাদিগের কিছু অগ্রপশ্চাৎ অপস্মাররোগ উৎপন্ন করে, এই নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কিছু কিছু বেগ হইয়া থাকে বায়ুর প্রকোপ জনিত একপক্ষ, পিত্তের প্রকোপ জনিত ১২ দিন এবং কফ প্রকোপ জনিত একমাস এই সমস্ত অপস্মারের নিদ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় অপস্মারের বেগ হয় কেন? যে হেতু হেতুভূত দোষ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় ব্যাধির প্রকোপ কেন না হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যেমন বৃষ্টি হইলেও ভূমি পতিত কোন কোন বীজ বর্ষাকালে অঙ্কুরিত না হইয়া শরৎকালে

অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ তেজ পৃথিবী, বায়ু ও জল প্রভৃতি উপাদান সত্ত্বেও অন্যান্য বীজের সদৃশ বর্ষাকালে অঙ্কুরিত না হইয়া শরৎকাল সাপেক্ষ করে। তদনুরূপ রোগারম্ভক দোষ সকলের প্রকোপসত্ত্বেও কতকগুলি রোগ কালসাপেক্ষ হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অপস্মারের ন্যায় চাতুর্থক জ্বরাদিতেও কাল সাপেক্ষ বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত রোগের পক্ষে অন্যান্য উৎপাদক হেতুর ন্যায় যথা নির্দ্দিষ্ট কালকে ও একটি প্রধান হেতু বলিয়া গণ্য করিবে।

অপস্মারচিকিৎসা।

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ।
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥
সর্ব্বতঃসুবিশুদ্ধস্য সম্যগাশ্বাসিতস্য চ ॥
অপস্মারবিমোক্ষার্থং যোগান্ সংশমনান্ শৃণু ॥

বাতজ অপস্মাররোগে বস্তিক্রিয়া পিত্তজ অপস্মাররোগে বিরেচনাদি ক্রিয়া এবং শ্লেষ্মজ অপস্মারে বমন ক্রিয়া করা বিধেয়। অর্থাৎ বাতিক বস্তিতে স্নেহ (তৈলাদি) প্রয়োগ করিবে পৈত্তিকে বিরেচক দ্রব্য ও শ্লৈষ্মিকে বমন কারক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। অপস্মাররোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি উল্লিখিত দোষানুযায়ী ক্রিয়াদ্বারা অভ্যন্তর পরিষ্কৃত হইলে এবং আহারাদি দ্বারা রোগীর বল হইলে রোগ বিনাশের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব শকৃৎপারবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥

মনঃশিলা রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা এই তিনটি পদার্থ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহযোগে একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয় এবং এই অঞ্জন উন্মাদরোগে প্রয়োগ হইলে উন্মাদরোগ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কায়স্থান্ শারদান্ মুদ্গান্মুস্তোশীরযবাংস্তথা।
সব্যোষান্বস্তিমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরার্দ্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃস্যু রমৃতোপমাঃ ॥

নিসিন্ধাপত্র, শরৎকালোৎপন্ন মুগ ও মুথা বেনারমূল ও যব, অথবা মরিচ পিপুল ও শুঁঠ এই চারি শ্রেণীর ঔষধ চারিপ্রকার বর্ত্তি প্রস্তুত রোগীর চক্ষু গোলকের চতুর্দ্দিকে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিবে। উক্ত বর্ত্তি সকল দ্বারা অপস্মার উন্মাদ সর্পবিষ জনিত রোগ সংযোগবিষজ রোগ ও পীতবিষ নিবারিত হয়। এমন কি অতিরিক্ত জলপান মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষেও বিশেষ হিতজনক।

যষ্টিমধু, বচ, হিঙ্গু, তগর পাদুকা, শিরীষফল রসোন, কুড় এই পদার্থগুলি সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া অপস্মার রোগীকে সেবন ও অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিতে দিবে ইহাতে অপস্মার ও উন্মাদ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ করিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে অথবা উক্ত কুকুরের পিত্ত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপ গ্রহণ করিলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

শ্বেততুলসী, কুড়, হরিতকী, কেশী, চোরপুষ্পী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মালিষ করিতে দিবে। এই প্রকার ক্রিয়া করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

তিলতৈল রসোন দুগ্ধের সহিত, শতমূলের রস দুগ্ধের সহিত কিম্বা ব্রহ্মীরস (ব্রাহ্মীশাকের রস) মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

যে অপস্মার রোগীর হৃৎকম্প, চক্ষুতে বেদনা ও হস্তপদাদি শীতল হয় তাহার পক্ষে দশমূলের ক্বাথ এবং কল্যাণ ঘৃত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বৃহৎপঞ্চগব্যঘৃত।

দ্বেপঞ্চমূলেত্রিফলারজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গংনীলিনীং কটুরোহিনীম্॥
সম্পাকংফলগুল্মঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোনে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥
ভার্গীপাঠাত্রিকটুকং ত্রিবৃতানিচুলানিচ।
শ্রেয়সীমাঢ়কীংমুর্ব্বাং দন্তীংভূনিম্বচিত্রকৌ॥
দ্বে শারিবে রৌহিষঞ্চ ভূতিকংমদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎপিষ্টাক্ষমাত্রানি তৈঃ প্রস্থং সর্পিষঃপচেৎ॥
গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রেশ্চ তৎসমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিতিখ্যাতং মহত্তদমৃতোপমম্॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরেষু চ।
গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে॥
অলক্ষীগ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ বামনহাটী, আকনাদ্ মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ীবীজ, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়র, শূচীমুখীরমূল, দন্তীরমূল, চিরতা, রক্তচিতারমূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, গন্ধতৃণ, যমানী ও বনমল্লিকা, এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে, ক্বাথার্থ। বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর হরিতকী আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুরচিরছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গেরমূল নীলবৃক্ষ, কটকী শোনালুফল, ডুমুর, কুড়, ও দুরালভা এই সমস্তগুলি প্রত্যেক ১৬ তোলা গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একচতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিকে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে ঐ ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। অপর গোময়ের রস ৪ সের, অম্লদধি ৪ সের ও গোমূত্র ৪ সের, ক্রমান্বয়ে প্রদান করিবে, জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং পুনর্ব্বার পাক করিয়া পাক সমাধা হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই অমৃত সমান ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অপস্মার উন্মাদ অম্ল, গুল্ম, শোথ, পাণ্ডু কামলা, হলীমক প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হয়।

মহাচৈতসঘৃত।

শনস্ত্রিবৃন্তথৈরণ্ডো দশমূলীশতাবরী।
রাস্নামাগধিকাশীগ্রক্বাথ্যংদ্বিপলিকংভবেৎ॥
বিদারীমধুকংমেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃখর্জ্জুরমৃদ্বীকাভীরুযুঞ্জাতগোক্ষুরৈঃ॥
চৈতসস্য ঘৃতস্যার্দ্ধৈঃ পক্তব্যং সর্পেরুত্তমং।
চৈতসসংজ্ঞন্তসর্ব্বাপস্মারনাশনম্।
গরোন্মাদপ্রতিশ্যায়তৃতীয়কচতুর্থকাম্॥
পাপালক্ষীর্জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।
কাসশ্বাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্।
ঘৃতমানংক্বাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতঃ॥
কল্কশ্চৈতসকল্কোক্তদ্রব্যৈঃসার্দ্ধপাদিকঃ।
নিত্যংযুঞ্জতাকা প্রাপ্তৌতালমস্তকমিষ্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ, শনবীজ, তেউরীমূল এরণ্ডমূল, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিরছাল, শালপাণি, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর, শতমূল, রাস্না, পিপুল ও সজিনারছাল, এই দ্রব্যগুলি সমস্ত প্রত্যেক ১৬ তোলা করিয়া লইয়া কুট্টিত করতঃ ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া উহার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। কল্কার্থ যথা ভূমিকুষ্মাণ্ড যষ্টিমধু, মেদ মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী চিনী, খর্জ্জুর বৃক্ষের মাতি, কিস্‌মিস্ শতমূল, তালের মাতি, গোক্ষুর, রাখালশশা, হরিতকী গোক্ষুর, রথ লশনা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোটএলাচি, মঞ্জিষ্ঠা দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনঃ পাক করিবে এই প্রকারে পাক সমাধা লইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত, বিষদোষ, উন্মাদ ছর্দ্দি, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থক, কাস, শ্বাস, শুক্রদোষ ও আবর্ত্তদোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডকঘৃত।

কুষ্মাণ্ডকরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ।
ষষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী এই তিনটি দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের তাহাতে প্রদান করিয়া জাল দিবে। তদনন্তর উহার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিসের জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিবে। পাক করিয়া পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত লইবে। এই বমনকারক ও মেধাশক্তি সম্পন্ন ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদপ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পলঙ্কষাদিতৈল।

পলঙ্কষাবচাপথ্যা বৃশ্চিকাল্যপৈঃ।
জটিলাপূতনাকেশীলাঙ্গলীহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
লশুনাতিরসা চিত্রা কুষ্ঠৈর্বিড় ভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণম্।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলমপস্মারবিনাশনম্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ কোন একটি দৃঢ় কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। ঐ তৈলে যখন ফেনা রহিত হইবে। অর্থাৎ যে সময়ে কোন বৃক্ষের পল্লব তৈলে প্রদান করিলে ফেনা উত্থিত না হইবে এমন সময় বুঝিয়া তৈল অগ্নি হইতে নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত করিয়া হরিদ্রা কিঞ্চিৎ জল সহ ক্রমান্বয়ে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর উত্তমরূপ শীতল হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি তাহাতে প্রদান করিবে। যথা মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া লোধ একছটাক, মুথা একছটাক, নালুকা এক ছটাক, আমলকী একছটাক, হরীতকী একছটাক, বহেড়া একছটাক, কেয়ার মূল একছটাক, ও বলা লতা একছটাক, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এবং ১৬ সের জল উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। কিঞ্চি জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন তদবস্থায় রাখিয়া দিবে। এবং গুগ্গুল এবং বচ, হরীতকী, বিছাটী, আকন্দ, সর্ষপ, জটামাংসী, ভূতকেশী, লঙ্গনী (ইষলঙ্গল) হিঙ্গু, চোর পুষ্পী, রসুন লতাকটকী, দন্তী, কুড় এবং গৃধ্রাদির পক্ষীর বিষ্ঠা, এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। এবং তাহাতে ছাগ দুগ্ধ ষোল সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। অনন্তর তিন কি চারি সের জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে, এই প্রকারে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিষ করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গং সর্ষপাংতৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধংস্যাচ্চো শকৃন্ম ত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেবচ॥

সর্ষপ তৈল ৪ চারিসের। এই তৈল প্রথমতঃ কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে জাল দিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুসারে নিস্ফেনা হইলে নামাইবে, এবং কুট্টিত হরিদ্রা দুইতোলা জলের সহিত ক্রমে ক্রমে তৈল নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া, আমলকী ২ তোলা, মুথা দুইতোলা বেলছাল দুইতোলা, দাড়িম ছাল দুইতোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, কৃষ্ণ জীরা ২ তোলা, বালাপাতা ২ তোলা, নালুকা ২ তোলা, এই দ্রব্য গুলি কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া

তাহাতে ১৬ ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদন্তর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় রাখিবে। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ১৬ ষোলসের গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিয়া পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল গাত্রে মালিষ করিয়া গোময় দ্বারা শরীর মার্জ্জন এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিলে অপস্মার প্রশমিত হইয়া থাকে।

চণ্ডভৈরব।

সূতমূতার্কলৌহঞ্চ তালংগন্ধং মনঃশিলা।
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশংগোমূত্রেনাপি মর্দ্দযেৎ॥
তৎ গোলংদ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রেক্ষণং পচেৎ।
পকগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং কুষ্ঠংগবাংমূত্রেণ সর্পিষা॥
কর্ষমাত্রংপিচ্ছোহৈরসেৎপিংশ্চণ্ডভৈরবে।

পারা, তামা, লৌহ, হরিতাল গন্ধক মনঃশিলা রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমপরিমানে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করি পুনর্ব্বার গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল লৌহপাত্রে চারিরতি মাত্রায় হিঙ্গ ও সবণ লবণ ও কুড় চূর্ণের সহিত গোমূত্র ও ঘৃত অনুপানে ইহা সেবন করিলে উন্মাদ অপস্মার রোগ বায়ুরোগাধিকারোক্ত নারায়ণাদিতৈল, বৃহচ্ছাগাদি ঘৃত এবং চতুর্ম্মুখ ও রসরাজ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করান আবশ্যক। অপস্মাররোগের পথ্যাপথ্য সমস্তই মূর্চ্ছা ও উন্মাদরোগের নিয়মানুসারে চলিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বাতব্যাধিরোগ।

ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবম্।
চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি॥
বায়োঃপ্রকৃতিভূতস্য ব্যাপন্নস্য চ কোপনৈঃ।
স্থানংকর্ম্মচ রোগাংশ্চ বদ মে বদতাংবর॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বাপ্রাব্রবীং ভিজাং বরঃ।
স্বয়ংভূরেষভগবান্বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ॥
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাত্তথৈবচ।
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥
কুর্য্যাৎসরাগতঃ শূনং সিরাকুঞ্চনপুরনম্।
স্নায়ুপ্রাপ্তঃ স্তম্ভকম্পৌ শূলমাক্ষেপনংতথা॥
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোফৌ করোতিচ।
অস্থিশোষঞ্চ ভেদঞ্চকুর্য্যাচ্ছূলঞ্চ তৎস্থিতঃ॥
তথা মজ্জগতে রুক্চ ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি।
অপ্রবৃত্তি প্রবৃত্তির্ব্বা বিকৃতিঃ শুক্রগেঽনিলে॥
হস্তপাদশিরোধাতুংস্তথা সঞ্চরতি ক্রমাৎ।
ব্যাপ্য়াদ্বাখিলং দেহে বায়ুঃসর্ব্বগতোনৃণাং।
স্তম্ভনাক্ষেপনস্বাপশোকশূলানি সর্ব্বগঃ।
স্থানে যুক্তেষুমিশ্রশ্চ সংমিশ্রাঃ কুরুতে রুজ॥
কুর্য্যাদবয়প্রাপ্তোমারুতস্তু ভিতান্গদান্।
দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যু র্ব্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে॥
শৈত্যশোফগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফাবৃতে।
সূচীভিরিব নিস্তোদঃস্পর্শদ্বেষঃ প্রসুপ্ততা॥
শেষাঃপিত্তবিকারাঃস্তর্ম্মারুতে শোনিতান্বিতে।
প্রাণেপিত্তাবৃতে চ্ছর্দ্দি র্দাহশ্চৈবোপজায়তে॥
দৌর্ব্বল্যংসদনং তন্দ্রা বৈবর্ণঞ্চ কফাবৃতে।
উদানে পিত্তসংযুক্তে মূর্চ্ছাদাহভ্রমক্লমাঃ॥
অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীতস্তম্ভৌ কফাবৃতে।
সমানে পিত্তসংযুক্তে স্বেদদাহৌষ্ম্যমূর্চ্ছনম্॥
কফাধিকঞ্চ বিম্মূত্ররোমহর্ষঃ কফাবৃতে।
অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহৌষ্ণ্যেস্যাদসৃগ্দরম্।
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ তস্মিন্নেব কফাবৃতে।
ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহোগাত্রবিক্ষেপণংক্লমঃ॥
গুরূনি সর্ব্বগাত্রানিস্তম্ভনংচাস্থিপর্ব্বনাম্।
লিঙ্গংকফাবৃতে ব্যানে চেষ্টাতস্তস্তথৈবচ।
প্রায়শঃসুকুমারাণাংমিথ্যাহারবিহারিনাম্।
শোকাচ্চ প্রমদামদ্যব্যায়ামৈশ্চাতিপীড়নাৎ॥
ঋতুসাত্ম্যবিপর্য্যায়াৎ স্নেহাদীনাঞ্চ বিভ্রমাৎ।
অব্যবায়ে তথা স্থূলে বাতরক্তং প্রকুপ্যতি॥

হস্তখোষ্ট্রৈর্গচ্ছতোঽন্যৈশ্চ বায়ুঃ, কোপংযাতঃ কারনৈঃসেবিতৈঃ স্বৈঃ, তীক্ষ্ণোষ্ণাম্লক্ষার শাকাদিভোজ্যৈঃসন্তাপাদ্যৈ র্ভূয়সা সেভিতৈশ্চ॥ ক্ষিপ্রংরক্তং দুষ্টিমায়াতি তচ্চ, বায়োর্ম্মার্গং সংরুণ ব্ধ্যাশু যাতঃ, ক্রুদ্ধোঽত্যর্থংমার্গরোধাত্স বায়ুরত্যুদ্রিক্তংদূষয়েদ্রক্তমাশু। তত্সমপৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন, তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তং, তদ্বৎপিত্তং দূষিতেনাস্জাক্তং,শ্লেষ্মা দুষ্টো দূষিতো নাস্জাক্তঃ স্পর্শোদ্বিগ্নৌতোদভেদপ্রশোষ, স্বাপোপেতৌ বাতরক্তেন পাদৌ। পিত্তাস্গভ্যা মৃত্রদাহৌ ভবেতা, মত্যর্থৌ রক্তশোফৌ মৃদুচ॥ কণ্ডুমন্তৌ শ্বেতশীতৌ সশোফৌ, পীনস্তঃব্ধৌ শ্লেষ্মদুষ্টে তু রক্তে। সর্ব্বৈদুষ্টৈশোণিতে চাপিষদাষাঃ, স্বং স্বং রূপংপাদয়োর্দর্শয়ন্তি॥

প্রাগ্রূপেশিথিলৌস্বিন্নৌ শীতলৌ সবিপর্য্যয়ৌ।
বৈবর্ণ্যতোদসুপ্তত্তগুরুত্বৌষধসমন্বিতৌ॥
পাদয়ো র্মলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োঽপি।
আখোর্ব্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমনুসর্পতি॥
আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ।
উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ॥
শোণিতং তদসাধ্যং স্যাদ্যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতম্।
যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ॥
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ।
মুহুর্মুহুস্তদাক্ষেপাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥
সোপতানকসংজ্ঞো যঃ পাতয়ত্যন্তরান্তরা।
কফান্বিতো ভৃশং বায়ু স্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি॥
হনুগ্রহস্তদাত্যর্থং সোঽন্নং কৃচ্ছ্রান্নিষেবতে॥
ধনুস্তুল্যং ন মেদ্যস্ত স ধনুঃস্তম্ভসংজ্ঞকঃ।
অঙ্গুলীগুলফজঠরহৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ॥
স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদা ক্ষিপতি বৈ গবান্।
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্॥

অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ।
তদা সোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী॥
বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।
তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্॥
কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্ব্বায়ুরেবচ কেবলঃ।
কুর্য্যাদক্ষেপকং ত্বন্যং চতুর্থমভিঘাতজনম্॥
গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাশ্চজঃ।
অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ॥
অধোগমাঃ সতির্য্যগ্‌গা ধমনীরূর্দ্ধদেহগাঃ।
যদা প্রকুপিতোঽত্যর্থং মাতরিশ্বা প্রপদ্যতে॥
তদান্যতরপক্ষস্য সন্ধিবন্ধান্বিমোক্ষয়ন্।
হন্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ভিষগ্বরাঃ॥
যস্য কৃতস্নং শরীরার্দ্ধমকর্ম্মন্যমচেতনং।
ততঃ পতত্যসূন্বাপি জহাত্যানিলপীড়িতঃ॥
শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেন সংসৃষ্টং মসাধ্যং ক্ষয়হেতুকং॥
বায়ুরূর্দ্ধং প্রজেৎস্থানাৎকুপিতো হৃদয়ংশিরঃ।
শঙ্খৌ চ পীড়য়ত্যঙ্গান্যাক্ষিপেন্নময়েচ্চ সঃ॥
নিমীলিতাক্ষো নিশ্চেষ্টস্তব্ধাক্ষো বাপি কূজতি।
নিরুচ্ছ্বাসোঽথবা কৃচ্ছ্রামুচ্ছ্বস্যান্নষ্টচেতনঃ॥
স্বস্থঃ স্যাদ্ধৃদয়ে মুক্তে চাবৃতে চ প্রমুহ্যতি।
কফান্বিতেন বাতেন জ্ঞেয এষোঽপতন্ত্রকঃ॥
দিবাস্বপ্নসমস্থানবিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণা বৃতঃ॥
গর্ভিণীসূতিকাবালবৃদ্ধক্ষীণেষ্বসৃক্ক্ষয়ে।
উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ॥
হসতো জৃম্ভতোভারাদ্বিষমাচ্ছয়নাদপি।
শিরোনাসৌষ্ঠচিবুকললাটেক্ষণসন্ধিগঃ॥
অর্দ্দয়িত্বাঽনিলো বক্ত্রমর্দিতং জনয়ত্যতঃ।
বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবাচাপ্যপবর্ত্ততে॥
শিরশ্চলতি বাক্‌সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে তু বেদনা॥
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষোবেপথুর্নেত্রমাবিলং॥
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদোমন্যাহনুগ্রহঃ।
তমর্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিশারদাঃ॥
ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ।
ন সিধ্যত্যর্দিতং বাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ॥
পার্ষ্ণীপ্রত্যঙ্গুলীনান্তু কণ্ডরা যানিলার্দিতা।
সক্থ্নঃ ক্ষেপং নিগৃহ্নীয়াদ্‌গৃধ্রসিতি হি সা স্মৃতা॥
বলং প্রত্যঙ্গুলীনান্তু কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচীতি সাস্মৃতা॥
বাতশোণিতজঃ শোফো জানুমধ্যে মহারুজঃ।
শিরঃক্রোষ্টুকশীর্ষন্তু স্থূলং ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ॥
বায়ুঃ কট্যাং স্থিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্যদা॥
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ।
প্রক্রামন্বেপতে জন্তু খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি॥
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্।
ন্যস্তে তু বিষমে পাদেরুজঃ কুর্য্যাৎসমীরণঃ॥
বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ॥
বিশেষতঃশ্চ ক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ।
হৃষ্যতশ্চরণৌ যস্য ভবতশ্চ প্রসুপ্তবৎ॥
পাদহর্ষঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপজঃ।
অংশদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়িত্বা সবন্ধনম্॥
শিরস্থাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়ত্যববাহুকম্।
যদা শব্দবহং স্রোতো বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতোবাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে।
হনুশঙ্খশিরোগ্রীবং যস্য ভিন্দন্নিবানিলঃ॥
কর্ণয়োঃ কুরুতে শূলং কর্ণশূলং তদুচ্যতে।
আবৃত্য বায়ুঃ সকোপো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ॥
নরান্‌করোত্যক্রিয়কান্মূকমিন্মিণগদ্গদান্॥
অধো যা বেদনা যাতিবর্চোমূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দন্তীব গুদোপস্থং সাতূণীত্যুপদিশ্যতে॥
গুদোপস্থোত্থিতা সৈব প্রতিলোমবিসর্পিণী।
বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূণী তু সাস্মৃতা॥
সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্।
আধ্মানমিতি জানীয়াদ্ঘোরং বাতনিরোধজম্॥
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্॥
অষ্ঠীলাবদ্‌ঘনং গ্রন্থিমূর্দ্ধমায়তমুন্নতম্।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্বহির্ম্মার্গাবরোধিনীং॥
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীং।
প্রত্যষ্ঠীলামিতিবদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্॥

সুশ্রুতঃ।

সেই ধার্ম্মিক প্রবর ধন্বন্তরির চরণ বন্দনা পূর্ব্বক সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, যে উপদেশ কুশল দেহ যন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃতি হইয়া প্রকুপিত হইলে দেহের মধ্যে যে যে স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা যে যে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল আপনি ব্যক্ত করুণ। অনন্তর সেই ভিষক্‌কুলভূষণ ধন্বন্তরি সুশ্রুতের এই বাক্য অবধান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ভগবান

সমস্তই বায়ুনামে অভিহিত। ইনি স্বতন্ত্র নিত্য ও সর্ব্বগত। সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সকলের আত্মার স্বরূপে বিরাজ করেন। ইনি প্রাণী সমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ স্বরূপ স্বয়ং অব্যক্ত, ইহার ক্রিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ। ইহা রুক্ষ শীতল লঘু খর তীর্য্যক্ গামী শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত, রজোগুণ বহুল অচিন্ত্যশক্তি দেহস্থ দোষ সমূহের নায়ক, এবং রোগসমূহের রাজা। ইনি দেহ মধ্যে আশু-কার্য্যকারী ও শীঘ্রগামী। পক্কাশয় ও গুহ্য দেশ ইহার স্থান, দেহ মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে বায়ুর যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাই এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

বায়ু কুপিত না হইলে, দোষ ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং বায়ুর ক্রিয়া সকল ও সরল ভাবে হইতে থাকে। নাম স্থান ও ক্রিয়া ভেদে অগ্নি যেরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। নাম স্থান ক্রিয়া ও রোগ ভেদে একমাত্র বায়ু ও সেইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান এই পঞ্চবিধ বায়ু পঞ্চস্থানে অবস্থিতি করিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে তাহাকে প্রাণ বায়ু বলে। প্রাণ বায়ু দ্বারা দেহ রক্ষা হয়। ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ করে। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়; যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে তাহার নাম উদান বায়ু। এই উদান বায়ু কুপিত হইলে ইহা স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে উৎপন্ন করে। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিতি করে। সমান বায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, এবং তজ্জনিত রস সমস্ত পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম অগ্নিমান্দ্য অতিসার প্রভৃতি উৎপাদন হইয়া থাকে। ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে বিচরণ করে, আহার জনিত সমস্ত রস শরীরে বহণ করে। ইহার দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্তস্রাব হয় অথবা পঞ্চবিধ কার্য্যই ইহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অপান বায়ু পক্কাশয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বারা মল মূত্র শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তব শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্য দেশে আশ্রিত সকলরোগ উৎপন্ন হয়। ব্যান ও অপান এই দ্বিবিধ বায়ু একত্র কুপিত হইলে, শুক্র দোষ ও প্রমেহ রোগ জন্মায়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

অতঃপর বায়ু বিবিধ প্রকারে প্রকুপিত হইয়া যে যে স্থান আশ্রয় করিলে সেই রোগ উৎপন্ন হয় তাহা সবিশেষ কথিত হইতেছে। বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয় আশ্রয় করিলে বমনাদিরোগ উৎপন্ন হয়। এবং মোহ মূর্চ্ছা পিপাসা হৃৎগ্রহ ও পার্শ্ব দেশে বেদনা এই সকল উপদ্রব ও প্রকাশিত হয়। পক্কাশয় আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজন, নাভিশূল, কষ্টে মলমূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা, এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, স্রোত প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থান আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয় কর্ম্মের অভাব হয়। ত্বক আশ্রয় কহিলে, বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, রুক্ষতা, সুপ্তি অর্থাৎ ত্বকের সঙ্কোচভাব চুম্‌চুম্ শব্দ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা, ত্বকভেদ এবং রস নিঃসরণ এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়।

শোনিতে আশ্রয় করিলে ব্রণরোগ জন্মায়। মাংসে আশ্রয় করিলে শূল অর্থাৎ কন্‌কনানি বিশিষ্ট গ্রন্থিরোগ উৎপন্ন হয়। মেদ আশ্রয় করিলে ব্রণ না হইয়া অল্প বেদনা বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। সিরা আশ্রয় করিলে সিরা মধ্যে শূল বেদনা হয়, এবং শিরাসকল আকুঞ্চিত ও পূর্ণ হয়। স্নায়ু আশ্রয় করিলে স্তম্ভ কম্প শূল ও আক্ষেপ জন্মে। সন্ধিস্থান আশ্রয় করিলে সন্ধিবিচ্ছেদ হয় ও সন্ধিস্থানে শূল ও শোক জন্মায়। অস্থি আশ্রয় করিলে, অস্থিশোষ অস্থিভেজ ও অস্থিশূল জন্মায়। মজ্জা আশ্রয়

করিলে, বেদনার কদাচ শান্তি হয় না। বায়ু শুক্র গত হইলে ক্ষরিত হউক বা না হউক শুক্র বিকৃত হয়। বায়ু কুপিত হইয়া দেহ মধ্যে সর্ব্বত্র গমন করিলে, হস্তপদে মস্তকে ও সমস্ত ধাতু মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারণ করিয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়। সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইলে স্তম্ভন আক্ষেপন তন্দ্রা শোক ও শূল উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থানের মধ্যে এককালে দুই তিন স্থান আশ্রয় করিলে মিশ্ররোগ উৎপন্ন হয়। দেহের কোন অবয়ব আশ্রয় করিলে, সেই অবয়বের সমস্ত অংশেই রোগ জন্মিয়া থাকে। বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে দাহ ও সন্তাপ ও মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হয়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে শৈত্য শোফ ও গুরুত্ব জন্মায়, কুপিত বায়ু শোণিতের সহিত মিলিত হইলে সূচিভেদবৎ বেদনা বা স্পর্শ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা ও সুপ্ততা উপস্থিত হয়। প্রাণবায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমন ও দাহ জন্মিয়া থাকে।

উদান পিত্তের সহিত মিলিত হইলে মূর্চ্ছা দাহ ভয় ও ক্লান্তি জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, ঘর্ম্মের অভাব, অগ্নিমান্দ্য লোম হর্ষণ, শীতানুভাব ও জড়তা হইয়া থাকে। সমান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, ঘর্ম্ম, দাহ, উষ্ণতা, ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, মলমূত্রে কফের আধিক্য ও রোমহর্ষ হয়। অপান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে দাহ উষ্ণতা ও আর্ত্তবশোণিতের প্রবৃত্তি হয়, কফ মিলিত হইলে শরীরের অধোভাগ ভার হয়। ব্যানবায়ু পিত্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে দাহ ও গাত্র বিক্ষেপ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে সর্ব্বশরীরে ভারবোধ ও অস্থিপর্ব্বের স্তব্ধভাব হয় ও ইন্দ্রিয় সমস্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। শোক, অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান বা ব্যায়াম ঋতু ও প্রকৃতির বিপরীত আচরণ ও অতি স্নেহাদিদ্রব্যের সেবন এককালে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ ও শরীর স্থূল হওয়া এই সমস্ত কারণে কোমলাঙ্গ, মিথ্যা আহার ও বিহারাচারী ব্যক্তিগণের দেহে বাতরক্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্রদ্বারাগমন বা অন্য কোন প্রকার বায়ু প্রকোপকর কারণ সংঘটিত হইলে বায়ুকুপিত হয়। তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল ক্ষার শাকাদি-ভোজনের দ্বারা বা পরস্পর সন্তাপাদি সেবনের দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া কুপিত বায়ুকে অবরুদ্ধ করে। গমনপথ রোধ হওয়া হেতু বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয় সেই কুপিত রক্তকে আর ও দূষিত করে। সেই দুষ্টরক্ত দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বায়ুর প্রাধান্য হেতু বাতরক্ত নামে অভিহিত হয়। সেই প্রকার পিত্ত বা শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। বাতরক্ত কর্ত্তৃক পাদদ্বয়ে স্পর্শে যাতনা বোধ হয় এবং বেদনা, ভেদ ও শোষ উৎপন্ন হয় এবং স্পন্দ থাকে না। পিত্তরক্তে পাদদ্বয়ে উগ্রদাহ অতিশয় উষ্ণতা এবং রক্তবর্ণ মৃদুশোফ জন্মে। শ্লেষ্মকর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে, পাদদ্বয় কণ্ডুযুক্ত শ্বেতবর্ণ শীতল স্থূল নিস্পন্দ এবং শোফবিশিষ্ট হয়। সকল দোষের দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে প্রত্যেক দোষই পাদদ্বয়ে নিজ নিজ লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগের, পূর্ব্বরূপে পাদদ্বয় শিথিল ঘর্ম্মাক্ত শীতল বিপরীতভাবাপন্ন বিবর্ণ বেদনা ও দাহযুক্ত ভার স্পন্দনরহিত হইয়া থাকে। পাদদ্বয় বা হস্তদ্বয়ের মূল হইতে সেই কুপিত রক্ত মূষিক বিষে [illegible] দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়। যখন জানু [illegible] স্ফুটীত ও ভিন্ন হইয়া দূষিতশোণিতবি[illegible], তখন তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে, একবৎসরের অনধিক কাল জন্মিলে রোগ যাপ্য থাকে। কুপিত বায়ু ধমনী মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তৎকালে সমস্ত শিরা ক্ষণে ক্ষণে দেহমধ্যে বিচরণ করে, ক্ষণে ক্ষণে এই প্রকার আক্ষেপ জন্মায় বলিয়া ইহাকে আক্ষেপ করিয়া থাকে। আক্ষেপক রোগে রোগীর মধ্যে মধ্যে ভূতলে পতন হইলে তাহাকে অপতানক কহে। বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া ধমনী

মধ্যেঅবস্থিতি করিলে রোগী যদি দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকে তাহাকে দণ্ডাপতনক কহে। ইহাতে হনুগ্রহ, অর্থাৎ চুয়ালধরা উপস্থিত হয়; তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে।

হনুস্তম্ভরোগে, অঙ্গুলী গুলফ জঠর হৃদয় বক্ষ ও গলদেশ, বায়ু এই সকল স্থান আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই বায়ু যখন বেগবান হইয়া স্নায়ু সমুহের মধ্যে ক্ষেপণ করিতে থাকে, তখন চক্ষু ও হনুদ্বয় স্তব্ধ হয়, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন হয় এবং মুখ হইতে কফ বা লালাস্রাব হয়। ধনুস্তম্ভরোগে রোগী যদি সম্মুখদিকে নত হয় তাহাকে অভ্যন্ত রায়াম কহে। বায়ু যদি শরীরের বাহ্য দেশস্থ শিরা সমস্ত আশ্রয় করে, তাহাতে শরীর বাহ্য-দিকে (অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে) নত হয়, তাহাকে বাহ্যায়াম কহে। এই রোগ অসাধ্য; ইহাতে বক্ষ কটিদেশ ও উরুভঙ্গ হয়। বায়ু কুপিত হইয়া স্বয়ং থাকুক, বা পিত্ত বা কফের সহিত মিলিত হউক, এই তিন কারণেই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হয়। চতুর্থতঃ অভিঘাতোত্থ ও হইয়া থাকে। গর্ভস্রাবজনিত অতিশয় শোণিতস্রাব হইলে বা শরীরে কোন প্রকার আঘত প্রাপ্ত হইলে যে অপতানকরোগ উৎ-পন্ন হয়, তাহা আরোগ্য হয় না; বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া অধঃঊর্দ্ধ ও তীর্য্যকৃগামিনী ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিলে একদিগের অঙ্গের সন্ধি-বন্ধন বিশ্লিষ্ট করে। শরীরে একপক্ষ নাশ হয় বলিয়া তাহাকে পক্ষাঘাত কহিয়া থাকে। বায়ু কর্তৃক পীড়িত হই[illegible]রের সমস্ত বা অর্দ্ধ অঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও নি[illegible]ইলে রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় কিম্বা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষা-ঘাত কেবল বায়ুজনিত হইলে অতি কষ্টে আরোগ্য হয়, সেই বায়ুর সহিত পিত্ত বা শ্লেষ্মা মিলিত থাকিলে সহজে আরোগ্য হয় এবং শরীর ক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত হইলে আরোগ্য হয় না। বায়ু স্বস্থান হইতে কুপিত হইয়া মস্তক ও হৃদয় দেশ আশ্রয় করিলে শঙ্খদ্বয় অর্থাৎ লাটেরঅস্থি পীড়িত হয় অঙ্গসমস্ত আক্ষেপযুক্ত ও নত হয়।

চক্ষুদ্বয় নিমীলিত ও স্পন্দ রহিত হয়, অথবা স্থিরদৃষ্টি হইয়া কুজন শব্দ করে, উচ্ছাস থাকেনা অথবা অতিকষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে এবং চেতন-শূন্য হয়। পূর্ব্বোক্ত বায়ু ও কফের দ্বারা হৃদয় দেশ আবৃত হইলে এই প্রকার সংজ্ঞাশূন্য হয়, এবং মুক্ত হইলে সুস্থ হয়। ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ কহে। বায়ু শ্লেষ্মা কর্তৃক আবৃত হইলে দিবাস্বপ্ন ও অসম স্থানে (অর্থাৎ সম্মুখে নহে) বিকৃত বা উর্দ্ধ দৃষ্টির দ্বারা মন্যাস্তম্ভরোগ উৎ-পন্ন হয়। গর্ভিনী নবপ্রসূতা বালক বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ ইহাদিগের শরীরে শোণিত ক্ষয় হইলে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে কঠিন দ্রব্য ভক্ষণকরিলে হাস্য জৃম্ভন বা ভারবহন করিতে থাকিলে কিম্বা বিপরীতরূপে শয়ন করিলে, মস্তক নাসিকা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও চক্ষু এই সমস্ত সন্ধির স্থল গত বায়ুর দ্বারা বক্ত দেশ পীড়িত হইয়া মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়, এবং গ্রীবা বক্র হয়। এবং শিরশ্চালন বাক্যরোধ নেত্রাদির বিকৃতি এবং যে পার্শ্ব বক্র হয় সেই পার্শ্বের গ্রীবা চিবুক ও বেদনা রোমহর্ষ কম্প আবিলদৃষ্টি বায়ুর উর্দ্ধগতি ত্বকের সুপ্ততা তোদ, মান্যগ্রহ (অর্থাৎ ঘাড় এককালীন ফেরেনা) ও হনুগ্রহ এই সমস্ত উপসর্গ উৎপন্ন হয়। ইহাকে অর্দ্দিত বায়ুরোগ কহে। ক্ষীণ স্থিরদৃষ্টি প্রসক্ত অথবা অব্যক্তভাষী হইলে তিন বৎসরের অধিক রোগ হইলে অথবা কম্প হইলে ও উরুদ্বয়ের সঞ্চালন শক্তির হানি হইলে তাহাকে গৃধ্রসীরোগ কহে। বাহুর পৃষ্ঠদেশ হইতে অঙ্গুলীর তল ও কণ্ডরা বায়ু কর্তৃক আহত হইলে বিশ্বচী রোগবলে ইহাতে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়াশক্তির নাশ হয়। বাত রক্তজন্য জানুমধ্যে শোনাবিশিষ্ট শৃগালের মস্তকসদৃশ শূল যে শোফ জন্মে তাহাকে ক্রোষ্টুকশির কহে।

বায়ুকটীদেশে অবস্থিতি করিয়া কোন উরুর কন্ডরা আক্ষেপন অর্থাৎ টানিয়া ধরিলে খঞ্জ হয়। এবং উরুদ্বয়ের ক্রিয়াশক্তিনাশ হইলে পঙ্গু হয়। পদসঞ্চালন করিতে পা কম্পিত হইলে তাহাকে

কলায়খঞ্জ বলে। পাদ বিপরীত ভাবে ন্যস্ত হইলে যদি বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হয় তাহাকে বাতকণ্টক কহে। ইহা খুড়ু দেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। পিত্ত ধাতুর সহিত বায়ু মিলিত হইয়া যদি পাদদ্বয়ে বিশেষতঃ ভ্রমণ করিবার কালে দাহ জন্মায়, তাহাকে পাদদাহ বলে। পদদ্বয় নিস্পন্দ থাকিয়া হৃষ্ট হইতে থাকে তাহাকে পাদ হর্ষ বলে। ইহা কফবাতজনিতরোগ; স্কন্ধ সন্ধিস্থিত বায়ু স্কন্ধসন্ধির বন্ধনশোষণ করিয়া তত্রস্থ শিরাসকল আকুঞ্চন করে। ইহাকে অববাহকরোগ বলে। বায়ু স্বয়ং অথবা শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহী শিরা আবৃত করিয়া অবস্থিত করিলে বধিরতা জন্মে। বায়ু কর্ত্তৃক হনু শঙ্খ মস্তক গ্রীবাদেশ ভেদ হইয়াই যেন কর্ণে শূল জন্মিতেছে এই প্রকার রোগ হইলে তাহাকে কর্ণশূল কহে। কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিয়া থাকিলে রোগী অকর্ম্মন্য মূক মিন্মিন বা গদ্‌গদ্‌ভাষী হয় (অর্থাৎ স্পষ্ট কথা কহিতে পারে না।) মল ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিয়া থাকিলে তাহাকে তুনী বলে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতুনিকহে বায়ুরুদ্ধ হইয়া শব্দ ও যাতনা সহকারে উদর শীঘ্র আধ্মাত করিলে আধ্মানরোগ কহে। পার্শ্ব ও হৃদয় দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাশয়ে আধ্মানরোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মানরোগ বলে।

বায়ু কফ কর্ত্তৃক আকুলিত হইলে এইরোগ উৎপন্ন হয়। অষ্ঠিলার ন্যায় ঘনগ্রন্থি উর্দ্ধদিকে আয়ত ও উন্নত ভাবে জন্মিলে, তাহাকে বাতাষ্ঠিলা কহে। ইহা দ্বারা দেহের বাহ্যপথ রুদ্ধ হয়। বেদনাযুক্ত এবং বায়ুমলমূত্ররোধকারী, পূর্ব্বোক্ত ঘনগ্রন্থির আকারে জঠরে তির্য্যকভাবে উত্থিত হইলে প্রত্যষ্ঠীলা কহিয়া থাকে।

বাতব্যাধি চিকিৎসা।

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাতরোগিণঃ।
অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥

বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সাগু, অম্ল লবণ রস যুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহ বস্তি ক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতেক্ষারং পিবেন্নরঃ।
আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথা দোষহরীক্রিয়া॥
আমাশয়ে গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্।
দেয়ঃ ষড়্‌ধরণোযোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা॥

কোষ্ঠাস্থিত বায়ু রোগীকে যবক্ষার কিম্বা গ্রহণীরোগোক্ত অগ্নিদ্বীপন ক্ষার সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবনে আমাশয়স্থ বিকৃত বাত প্রশমিত হয়। এবং আমাশয়স্থ বাতে রোগীকে বিরেচণ অথবা বমন দ্বারা কিম্বা উক্ত উভয়বিধ ক্রিয়া দ্বারা সংশোধন করিয়া যথাদোষনাশক ক্রিয়া করিবে: বায়ু আমাশয়স্থ হইলে রোগীকে বমন করান বিধেয় এবং আহারার্থ পেয়াদি ব্যবস্থা করিবে অতঃপর বাতনাশক ষড়্‌ধরণ নামক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এই অবস্থায় আমাশয় স্নিগ্ধ স্বেদ ও দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। যেহেতু আমাশয় কফস্থান বলিয়া লঘু আহার ও স্বেদ দ্বারা মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে।

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠাকটুকাতিবিষাভয়াঃ।
মহাব্যাধিপ্রশমনো য়োগঃ ষড়্‌ধারণঃস্মৃতঃ॥
পলদশমাংশোধরণং যো[illegible]য়ং সৌশ্রুতস্তুতস্য।
মাষেণ পঞ্চগুঞ্জকমানেন [illegible]দেয়ঃ॥

রক্তচিতার মূল ইন্দ্র[illegible]ফনাদ্ কটকী আতুশ ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সুশ্রুতোক্তমানের নিয়মানুসারে ৬ মাষা ২ রতি করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই সকল চূর্ণ দ্রব্যই একদিবসে সেবন করিবার বিধান আছে। কিন্তু এক্ষণে উক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, সেইজন্য চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এক দিবসে দুইবার জলের

সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার নিয়মানুসারে সপ্তাহকাল সেবিত হইলে মেদ ও কফাশ্রিত ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। একপলের (অর্থাৎ আট তোলার) দশ ভাগের একভাগকে ধরণ কহে, সুতরাং চিতারমূল প্রভৃতি পদার্থ ধরণ পরিমাণে গৃহীত হয় বলিয়া এই যোগটীকে ষড় ধরণ যোগ কহে।

পক্কাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্।
বস্তয়ঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ॥

পক্কাশয়ে বাতরোগ উপস্থিত হইলে রোগীর পক্ষে স্নেহ বিরেচন হিতকর, অর্থাৎ তৈলাদি স্নিগ্ধ পদার্থ দ্বারা বিরেচন করান কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিরেচক পদার্থের কাথ প্রস্তুত করাইয়া উক্ত কাথ দ্বারা বস্তিকার্য্য করিবে। এবং লবণোত্তরপ্রাশ অর্থাৎ আহার দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

স্বহীলবণবার্ত্তাকুস্নেহান্ ছন্নে ঘটে দহেৎ।
গোময়ৈঃ স্নেহলবণং তৎপরং বাতনাশনম্॥

পঞ্চ লবণ ও বার্ত্তাকু ফল, শিজ, একটি মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া তাহাতে তদনুরূপ ঘৃত তৈল, বসা ও মজ্জা প্রদান পূর্ব্বক অপর একটি পাত্র দ্বারা পাত্রমুখ আচ্ছাদিত করিবে, এবং উত্তমরূপে উভয়পাত্রের সন্ধিস্থান লেপাদিদ্বারা বন্ধ করিয়া ঘুঁইটার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পাত্রের মধ্যস্থ পদার্থ গ্রহণ করিবে। উক্তপদার্থ মৃদু ও মধ্য প্রভৃতি কোষ্টবিরেচনায় মাত্রাকল্পনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পক্কাশয়বাত বিনষ্ট হয়। ইহাকে লবণোত্তরপ্রাশ কহে।

বস্তিপ্রদেশে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, বস্তিবিশোধন বিধেয় অর্থাৎ মূত্রাঘাৎ ও অশ্মরীরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতের চিকিৎসা।

ত্বক্‌মাংসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্ছাসৃগ্বিমোক্ষণম্।

ত্বক, মাংস, রক্ত ও শিরাগত বাতরোগ উৎপন্ন হইলে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। কিন্তু এবিষয়ে কোন কোন ব্যক্তির মতভেদ লক্ষিত হয়, যথা ত্বক্ মাংস অথবা শিরাস্থ বাতে তৈল মালিশ, উপনাহ মর্দ্দন প্রভৃতি ব্যবস্থা এবং রক্তবাতে রক্তমোক্ষণ হিতকর বলিয়া জানিবে। কিন্তু রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে রোগী রক্তাস্রাবের উপযুক্ত কিনা এই লিখিতমত রোগীদিগের রক্তমোক্ষণ করা কোনমতেই বিধেয় নহে। ক্ষীণ ব্যক্তি, অল্প ভোজন জনিত সর্ব্বদা শোথ বিশিষ্ট, পাণ্ডুরোগী অর্শরোগী উদরী, শোষী, এবং গর্ভিনী, এই সমস্ত ব্যক্তিদের শোথাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবেনা; অস্ত্রধারণ ক্রিয়া দুই প্রকার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহাদের একটির নাম প্রচ্ছানান ও অন্যটীর নাম শিরাব্যধন। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, অনবগাঢ় অনুত্তম ও সমানভাবে শীঘ্র অস্ত্র পাত করিবে। কিন্তু অস্ত্রপাত সময়ে ইহা ও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে মর্ম্ম ও সন্ধিস্থানের বিদারণ শিরা ও স্নায়ুর ছেদন না ঘটে। তাহাও আবার অসময়ে বিদ্ধ হইলে, শীত ও বাতের সময়ে অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদিত হইলে এবং ভোজনের পূর্ব্বে বা ভুক্তমাত্র রক্ত স্রাবিত হইলে রক্তের গাঢতা নিবন্ধন রক্তস্রাব হয় না। যদি ও হয় তাহা হইলে অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। যাহারা মদ মূর্চ্ছা ও পরিশ্রম দ্বারা ক্লিষ্ট, বায়ু মল ও মূত্র যাহাদের রুদ্ধ, নিদ্রাভিভূত ও ভীত এই সমস্ত ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয় না। অজ্ঞাতবশতঃ অতুষ্ণ কালে, অতি ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় কিম্বা যাহাকে অধিক পরিমাণে স্বেদ দেওয়া হইয়াছে কিম্বা অতি বিদ্ধ হইলে অধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে মস্তকবেদনা দৃষ্টিশক্তির হীনতা, ধাতুক্ষয় আক্ষেপক পক্ষাঘাৎ, একাঙ্গবিকার, পিপাসা, গাত্রজ্বালা, হিক্কা, কাস, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ, উৎপন্ন হয়। এমন কি রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব যাহারা সূর্য্যতাপাদি দ্বারা

অধিক তাপিত হয় নাই, এবং অল্প পরিমানে স্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নাতি-শীতোষ্ণকালে প্রথমত যবাগু পান করাইয়া রক্ত মোক্ষণ করাইবে। শোণিতস্রাব করিতে করিতে যথন দেখিবে যে রক্তবর্ণ কিশুদ্ধ শোণিত নির্গত হইতেছে, সেই সময় শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। এবং যথন দেখিবে যে রক্ত নিস্রিত হইতে হইতে স্রাব বন্ধ হয় তখন সম্যক্ বিস্রাবিত বলিয়া জানিবে, এতদ্ব্যতীত শরীরের লঘুতা বেদনার শান্তি রোগের বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্নতা ও সম্যক স্রাবের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদি রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে কর্পূর, কুড়-তগর পাদুকা, আকনাদ দেবদারু, বিড়ঙ্গ, রক্ত-চিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গৃহধূম, হরিদ্রা, অর্কাঙ্কুর (আকন্দের অঙ্কুর, ডহকরঞ্জ এই সমস্ত পদার্থ যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তিন চারিটি বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যকরূপে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু, রক্ত চন্দন, গৈরিক, ধূনা রসাঞ্জন, শালমলীপুষ্প, শঙ্খ, শুক্তি, মাষকলাই যব এবং গোধূম, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমানে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অঙ্গুলীতে করিয়া ক্ষত স্থানে অতি সাবধান পূর্ব্বক সংলগ্ন করিয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, অরিমেদ ক্রাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও ধবন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে, কিম্বা পট্টবস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম সমুদ্র ফেনা ও লাক্ষা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর রোগীকে শীতল আচ্ছা-দন, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল গৃহে বাস, শীতল বস্তর পরিষেক ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। বলকরণার্থ রোগীকে কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতি বলকারক দ্রব্যের ক্বাথ শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, উরভ্র, শশক, মহিষ ও শূকর দিবে। এতদ্ভিন্ন রোগীর কোন রূপ উপদ্রব থাকিলে দোষানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবজনিত ধাতু ক্ষয় প্রযুক্ত রোগীর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় এবং বায়ুর ও অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটে। স্থতরাং এপ্রকার রোগীকে যত্নপূর্ব্বক নাতি শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট বা অম্লরসবিহীন আহার প্রয়োগ করা বিধেয়।

স্নায়ু ও সন্ধ্যাদিপ্রাপ্ত বাতের চিকিৎসা।

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্মবন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসংপ্রাপ্তে কুর্য্যাৎবাতে বিচক্ষণঃ॥

তৈলাদি মর্দ্দন, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন এবং মর্দ্দন দ্বারা স্নায়ু সন্ধি ও অস্থিগত বাতের চিকিৎসা করিবে। স্নায়ুগত, সন্ধিস্থ ও অস্থিগত রোগে গুড় বা স্নেহ দ্বারা অগ্নিকর্ম্ম অর্থাৎ দগ্ধ করিবে। গুড় মধু বা মৃত্তিকাদি বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বাতি অর্থাৎ পলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহা জলিয়া পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। এস্থলে ইহা জানা বিশেষ আবশ্যক, যে পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসংযুক্ত বস্তু পীড়িত স্থানে অধিক কাল সংলগ্ন করিয়া রাখিতে নাই। উহা সংলগ্ন মাত্রেই তুলিয়া লইতে হয়। রোগ বিশেষে বিবেচনা করিয়া তিন চারি বা ততোধিকবার সংলগ্ন করিয়া রাখিতে নাই। সংলগ্ন মাত্রেই তুলিয়া লইতে হয়। রোগ বিশেষে বিবেচনা করিয়া তিন কি চারি বা ততোধিক বার সংলগ্ন করিতে হয়। চলিত ভাষায় এই প্রকার ক্রিয়াকে "ছেকা' দেওয়া" কহিয়া থাকে। শরৎ গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত সমস্ত ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে কিন্তু যদি অগ্নিসাধ্য রোগ অতি প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে শরৎ ও গ্রীষ্মবিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্য ক্রিয়া করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবে। এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকার্য্য

নিষিদ্ধ যথা পিত্ত প্রকৃতি, অন্তঃশোণিত ভিন্নকোষ্ঠ অম্লকৃত শল্য দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ভীরু বহুসংখ্যকব্রণপীড়িত এবং অস্বেদ্য অর্থাৎ যাহারা স্বেদ ক্রিয়ার অযোগ্য।

ত্বগাশ্রিতবাতের চিকিৎসা।

ত্বগাশ্রিত অর্থাৎ রসগত বাতে স্বেদ তৈলাদি মালিষ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্ন হিতকর।

রক্তস্থবাতের চিকিৎসা।

শীতাং প্রদাহোরক্তস্থে বীরেকারক্তমোক্ষণম্॥

রক্তস্রিত বাতরোগে শীতল প্রলেপ ও বিরেকদ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

যদি এই উপায়ে রোগের প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ দ্বারা রোগের শান্তি করিবে, কিন্তু রোগী রক্তমোক্ষণ যোগ্য কি না ইহা সর্ব্বত্রই দেখা আবশ্যক।

মাংসমেদস্থ বাতের চিকিৎসা।

বিরেচন, নিরুহবস্তি ও সংশমন বস্ত দ্বারা মাংস ও মেদস্থ বাতের চিকিৎসা করিবে।

অস্থিমজ্জগত বাতের চিকিৎসা।

বায়ুনাশক ঘৃতাদিপান ও তৈলাদির মালিশ দ্বারা অস্থিমজ্জগত বাতের চিকিৎসা করিবে।

শুক্রগতবাতের চিকিৎসা।

হর্ষোন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্।
বিবদ্ধমার্গং শুক্রস্ত দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্বিরেচনম্॥

মনের হর্ষজনক ক্রিয়া এবং বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয় দ্বারা শুক্রস্থ বাতের চিকিৎসা করিবে। কিন্তু শুক্রের পথ রুদ্ধ হইলে বিরেচন দেওয়া বিধেয়।

গর্ভস্থবাতের চিকিৎসা।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যোর্হিতমুত্থাপানে পয়ঃ॥

বাতরোগে গর্ভ শুষ্ক হইলে এবং গর্ভিনী ক্রমে কৃশতা প্রাপ্ত হইলে যষ্টিমধু একতোলা ও গাম্ভারী ফল একতোলা গ্রহণ করিয়া এক পোয়া দুগ্ধ ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনী মিশ্রিত করিয়া গর্ভিনীকে পান করিতে দিবে ইহাতে গর্ভস্থ সন্তান ও গর্ভিনী পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

শিরোগ্রহের চিকিৎসা।

মস্তকে শিরোগ্রহ নামক বাতরোগ উৎপন্ন হইলে বাতজনিত শিরোরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

হনুগ্রহের চিকিৎসা।

ব্যাদিতাস্থে হনুং স্বিন্না মঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নামনং হিতম্॥

মুখবিস্তৃত হইয়া থাকিলে হনুদ্বারে পুরাতন ঘৃতাদি মালিস করিয়া স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক চাপিয়া নামাইবে।

অর্দ্দিতরোগের চিকিৎসা।

অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ।
ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ॥
স্নেহাভ্যঙ্গশিরোবস্তিপাননস্যপরায়ণঃ।
অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তিকম্॥

নবনিত অর্থাৎ মাখনের সহিত মাষকলায়ের পিষ্টক অর্দ্দিত রোগীকে আহার করিতে ব্যবস্থা করিবে। রোগী প্রথমতঃ পিষ্টক ভক্ষণ করিবে পিষ্টক ভক্ষণান্তে দুগ্ধ ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তৈলাদিমর্দ্দন শিরোবস্তি পান নস্যপরায়ন বক্তি উত্তর ভক্তিক ঘৃত পান দ্বারা অর্দ্দিত রোগের শান্তি করিবে।

মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা।
রুক্ষস্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে॥

বেলছাল শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল

ছাল ও গনীয়ারীছাল এই দ্রব্য গুলি সম পরিমাণে সমস্ত মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে মন্যাস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই রোগে রুক্ষস্বেদ ও নস্যদ্বারা ও বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা।

বায়ু কর্তৃক বাগ্বাহিনী ধমনী বিকৃত হইলে বাতনাশক তৈল বা ঘৃত দ্বারা কুল্লি করিলে জিহবাস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কল্যাণলেহ।

সহরিদ্রাবচাকুষ্ঠং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
মজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ॥
জড়গদ্গদমূকত্বং লেহকল্যাণকো জয়েৎ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর এই চূর্ণ দ্রব্য চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বিংশতি রাত্রের মধ্যে জিহ্বা ও কণ্ঠ দেশের জড়তাদি দূরীভূত হইয়া কণ্ঠস্বর অতি পরিষ্কৃত ও সুমধুর হয় এবং মনুষ্য শ্রুতিধর হয়।

মাষবলাদি।

মাষবলাশূকশিম্বীকর্ত্তৃণরাস্নাশ্বগন্ধোরুবূকাণাম্।
ক্বাথো নস্যনিপীতোরামঠলবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ॥
অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তম্ভং সকর্ণনাদরুজম্।
দুর্জ্জয়মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্॥

মাষকলাই, বেড়ালার মূল, শূকশিম্বীর মূল, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও ভেরাণ্ডার মূল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইয়া উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু এক বা দুই রতি ও সৈন্ধব লবণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সায়ংকালে নাসিকাদ্বারা পান করিতে দিবে। যদি রোগী নাসিকা দ্বারা পান করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে মুখদ্বারা পান করিবে। ইহা সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে পক্ষাঘাত ও মন্যাস্তম্ভ কর্ণনাদ ও অর্দ্দিত রোগ বিদূরীত হয়।

বিশ্বচী ও অববাহুক চিকিৎসা।

দশমূলীবলামাষক্বাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্।
সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্বচ্যামববাহুকে॥

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ছাল, গনিয়ারি ছাল, শালপর্ণী, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী গোক্ষুর বেড়ালারমূল ও মাষকলাই এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে নাসিকা দ্বারা পান করিতে দিবে। যদি নাসিকা দ্বারা পান করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে মুখ দ্বারা সেবন করিলে ও উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

মূলং বলায়া স্তথ পারিভদ্রাত্তাম্রগুস্তাস্বরসংপিবেৎ বা।
নস্যস্ত যো মাংসরসেন দদ্যাম্মাসাদসৌ বজ্রসমানবাহঃ॥

বেড়ালার মূলের রস, অথবা পালিধামাদারের মূলের রস কিম্বা শূকশিম্বী (আলকুশীর) মূলের রস অথবা মাংসবল সৈন্ধব লবণ সহযোগে নাসিকা দ্বারা প্রতিদিন পান করিলে একমাসের মধ্যে বাত রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা।

মাষাত্মগুপ্তকৈরণ্ডবাট্যালকশৃতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্॥

মাষকলাই, আলকুশির মূল, এরণ্ডমূল, ও বেড়ালার মূল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্ত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত একরতি পরিমাণ হিঙ্গ ও সৈন্ধব লবণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বাহুশোষ চিকিৎসা।

রোগী পথ্যভোজী হইয়া আহারান্তে উন্মাদ রোগোক্ত মহাকল্যান ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাহু শোষ নিবারিত হয়।

স্বল্পরসোনপিণ্ড।

পলমর্দ্ধং পলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরকসিন্ধুত্থৈঃ সৌবর্চ্চলকটুত্রয়ৈঃ॥
চূর্ণিতৈর্ম্মাষকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।
যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতরুব্ কাথানুপানতঃ॥
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাষমেকং নিরন্তরম্।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্।
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথাসর্ব্বাঙ্গরোগিণে।
উরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিকোষ্ঠে বিশেষতঃ॥
কটীপৃষ্ঠাময়ং হন্ত্যাদ্‌দরঞ্চ বিশেষতঃ॥

রসোন ১২ তোলা, গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর হিঙ্গ, জিরা, সৈন্ধব লবণ সৌবর্চ্চল লবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই পরিমাণে গ্রহণ করিয়া রসোনের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

অপতানকচিকিৎসা।

হন্তি প্রাগ্ ভোজনাৎ পীতং দধ্যম্নং সবচোষণম্।
অপতানকমঙ্গোপি বাতব্যাধিক্রমোহিতঃ॥

অম্ল দধি একপোয়া, বচচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও মরিচ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে অপতানক রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বাতব্যাধি রোগোক্ত অন্যবিধ উপায়ে ও এই অপতানক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কুব্জচিকিৎসা।

বাতনাশক ভদ্রদার্ব্বাদি গণের কাথ এবং দশমূলের কাথ দ্বারা কিম্বা বাতনাশক ঘৃতাদি এবং মাংস রসের দ্বারা কুব্জরোগীকে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু উল্লিখিত রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে।

তূণী ও প্রতিতূণীচিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদিরজস্তূণীপ্রতিতূণ্যোঃ সুখাম্বুনা।
পিবেদ্বাস্নেহলবণং সঘৃতং ক্ষীরহিঙ্গু বা॥

পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যাদি চূর্ণ করিয়া অল্প উষ্ণজলের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। কিম্বা স্নেহলবণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সূহী লবণ ও বার্ত্তাকু তৈল এবং ঘৃতের সহিত দগ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা ঘৃত দুইতোলা, যবক্ষার অর্দ্ধ তোলা এবং হিঙ্গু ছয়রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে তূনী ও প্রতিতূনী সেবনে বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদরাধ্মানচিকিৎসা।

লঙ্ঘন, উদরে হস্ত উষ্ণ করিয়া সংলগ্ন করা, ফল বর্ত্তি, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ এবং শোধন বস্তিদ্বারা আধ্মানের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রত্যাধ্মানচিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন দ্বারা এবং অগ্নিদীপক ঔষধ দ্বারা প্রত্যাধ্মানের চিকিৎসা করিবে। প্রত্য-

স্থানে রোগ আমাশয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুচিকিৎসা।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানী, পৃশ্নিপনী বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়ালামূল, রাস্না শুলফ ও শুঁঠ, এই দ্রব্য সমভাগে সমস্ত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ লইয়া উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী বিদূরিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমূলকষায়ন্ত রুব্ তৈলং ত্রিবৃদঘৃতম্।
ত্রিবৃত্তৈর্ব্বাথ বা যুক্তং গৃধ্রসীগুল্মশূলনুৎ॥

বেলছাল, শোনাছাল গাম্ভারীছাল, ও গনিয়ারিছাল এই দ্রব্য সমস্ত সমপরিমাণে মিশ্রিত দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথে ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে গৃধ্রসী রোগ প্রশমিত হয়।

আদার রস মধুকুক্কুটীর রস, চুক্র ও ইক্ষুগুড়, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কটীদেশ উরু পৃষ্ঠদেশ এবং পৃষ্ঠের দাঁড়ায় বাত গৃধ্রসী গুল্ম, শূল ও উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

এরণ্ডতৈল গোমূত্রের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে একমাস মধ্যে গৃধ্রসী ও উরু দেশের বেদনা শান্তি হয়।

গৃধ্রসীবাতেঅস্ত্রপ্রয়োগ।

গৃধ্রস্যার্ত্তস্য জঙ্ঘায়াঃ স্নেহস্বেদে কৃতে ভৃশম্।
পদ্ভ্যাং নির্ম্মর্দ্দিতাশ্চ সূক্ষ্মমার্গেন গৃধ্রসীম্॥
অবতার্য্যাঙ্গুলৌ সম্যক্ কনিষ্ঠায়াং শনৈঃ শনৈঃ।
জ্ঞাত্বা সমুন্নতং গ্রন্থিং কণ্ডরায়াং ব্যবস্থিতম্।
তৎশাস্ত্রেণ বিদার্য্যাশু প্রবলাঙ্কুরসন্নিভম্॥
সমুদ্ধৃত্যাগ্নিনা দগ্ধ্বা লিম্পেদ্‌যষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ।
বিধ্যেচ্ছিরামিন্দ্রবস্তেরধস্তাচ্চতুরঙ্গুলেঃ॥
যদি নোপশমং গচ্ছেদ্দহেৎ পাদকনিষ্ঠকাম্॥

গৃধ্রসীরোগগ্রস্ত রোগীর জঙ্ঘায় স্নেহস্বেদ অধিক পরিমাণে দেওয়া হইলে উভয় পদদ্বারা গৃধ্রসীকে মর্দ্দন করিয়া ক্রমশঃ রোগীর পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। এই প্রকার করিয়া পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীলগ্ন কণ্ডরাতে সমুন্নত গ্রন্থির অবয়ব যে পদার্থ দৃষ্ট হইবে সেই কণ্ডরা অস্ত্রদ্বারা সূক্ষ্ম ভাবে বিদীর্ণ করিয়া দিলে প্রাবালাঙ্কুরের সদৃশ উক্ত গ্রন্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা অতিশীঘ্র বাহির করিয়া সে বিদীর্ণ স্থান রক্তরোধার্থ উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন বাটিয়া লেপন করিয়া দিবে। পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুলফ নামক মর্ম্ম। জঙ্ঘার মধ্যপ্রদেশে ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম। উক্ত ইন্দ্রবস্তি মর্ম্মের চারি অঙ্গুলি প্রমাণ নিম্ন প্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিলে ও উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহা দ্বারা ও যদি রোগের শান্তি না হয় তাহা হইলে পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দগ্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু গৃধ্রসীর এই চিকিৎসার সহিত সুশ্রুতের অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সুশ্রুত করিয়া থাকেন অপচীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ইন্দ্রবস্তির অধোভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে এবং গৃধ্রসীর জানুসন্ধির চারি অঙ্গুলী উপরে অথবা চারি অঙ্গুলী নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। কিন্তু এ স্থলে বিশেষরূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, বেশীবার যে স্থানে বিদ্ধ করিতে হইবে সেই শীবার সেই স্থানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ প্রদেশে ফালি বা বস্কল দ্বারা বন্ধন করিয়া লইবে। নতুবা

অতিমাত্র রক্তস্রাব হইয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অস্ত্রক্রিয়ার বিবরণ। চিকিৎসক অস্ত্রক্রিয়ার পূর্ব্বে বলাধানার্থ রোগীকে হিতকর আহার প্রদান করিবেন। এবং যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাতের বেদনা সহ্য করিতে পারে না তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্যপান করিতে দিবে এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি মাত্রকেই তীক্ষ্ণ মদ্যপান করাইয়া লইতে হইবে। অস্ত্রক্ষত বন্ধন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক হয় সে সমস্ত অগ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। বন্ধন দ্রব্য কি কি আবশ্যক হইয়া থাকে তাহা লিখিত হইতেছে যথা রেশমীবস্ত্র সূত্রবস্ত্র মেষ কিম্বা ছাগলেররোম নির্ম্মিতবস্ত্র সূক্ষ্মবস্ত্র রেশম কম্বল চীনবস্ত্র পট্টবস্ত্র, অন্তর্বল্কল, এই সমস্ত বন্ধন করার সময়ে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে আবশ্যক অনুযায়ী দৃঢ় পট্টবস্ত্র কিম্বা কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ড বা ফালী বন্ধনের উপযুক্ত করিয়া ক্ষতমধ্যে বিকেশিকা প্রবেশ করাইয়া দিয়া ঘন ঘন জরাইয়া বামহস্তে ঘুরাইয়া এ প্রকার সরলভাবে ব্রণক্ষত বন্ধন করিবে যে যে দেখিবে যেন বন্ধন শিথিল বা সঙ্কোচিত না হয়। অথচ বস্ত্রের কোমলতা থাকে এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে ব্রণের উপরের যেন বস্ত্রখণ্ডের গ্রন্থি (অর্থাৎ পাইট) না থাকে। চিকিৎসক প্রথমতঃ ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থান পরীক্ষা করিবেন, বাসগৃহটী সুলক্ষণ বিশিষ্ট ও শয্যাদি পরিষ্কার হওয়া কর্ত্তব্য এবং বাসগৃহ প্রশস্ত বাতস্থানে হওয়া আবশ্যক। যেহেতু গৃহের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কৃত হইলে এবং অত্যন্ত উত্তাপ ও প্রবল বায়ুবিহীন হইলে এবং গৃহ প্রকাশ্য স্থানে সংস্থিত হইলে উক্ত গৃহবাসী রোগীর শারিরীক মানসিক এবং আগন্তুক ব্যাধি কখনই উৎপন্ন হয় না। রোগীর শয্যা বিস্তীর্ণ ও মনোহর ভাবে সুশৃঙ্খলরূপে করাইবে, যেন শয্যার নীচে কোন প্রকার বাধাজনক লোষ্ট্র বা কাষ্ঠাদি না থাকে। শয্যার নিকটে রোগীর আত্মরক্ষার জন্য কোন প্রকার অস্ত্র রাখিবে। এবং রোগীকে পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে ব্যবস্থা দিবে। ক্ষতপীড়িত ব্যক্তি সুবিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিলে পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি শারিরীক ক্রিয়া অনায়াসে সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। রোগীর গৃহে মিষ্টভাষী আত্মীয় বন্ধুগণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া রোগীর সেবা সুশ্রূষা করিবেন। যেহেতু প্রিয়ম্বদ সুহৃদগণ নানাপ্রকারে রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া মনোহর উপাখ্যান বলিলে রোগীর ক্ষতজনিত যন্ত্রনা লাঘব হয়।

কটিশূল চিকিৎসা।

দশমূলীকষায়েন পিবেৎ নাগরাম্ভসা।
কটীশূলেষু সর্ব্বেষু তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥

বেলছাল, শোনছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিয়ছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ লইবে। উক্ত জলের সহিত দুইতোলা পরিমাণে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা দুইতোলা শুঁঠ গ্রহণ করিয়া উক্ত প্রণালী অনুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত এরণ্ডতৈল দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কটীশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিশ্বচী ক্রুষ্টু কশীর্ষ ও খঞ্জাদির চিকিৎসা।

বিশ্বচী, খঞ্জ, পঙ্গু, পাদদাহ, পাদহর্ষ ও ক্রুষ্টকশীর্ষকরোগে শিরাব্যধ বিধি অনুসারে পীড়িত স্থানের শিরা বিদীর্ণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ ক্রুষ্টকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগে রোগীর গুলফমর্ম্মের চারি অঙ্গুল উপরিভাগে জঙ্ঘায় শিরা বিদ্ধ করিবে। গৃধ্রসীরোগে পাদদেশের যে শিরা বিদ্ধ করিতে হয় বিশ্বচীরোগে ও সেই শিরা বিদ্ধ করিবে।

এই কার্য্যে মণ্ডলাগ্র বা উৎপলপত্র নামক অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে যে পদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে সেই পদ সমতল স্থানে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে হইবে, অপর পদ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করতঃ উচ্চ করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত জানুসন্ধির নিম্নপ্রদেশে বন্ধন করিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা গুল্‌ফদেশ পীড়ন করিবে। কারণ যে স্থান পীড়ন করা যায় সেই স্থানে রক্তের গতি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এইপ্রকার করিলে অস্ত্রধারা শিরা সূক্ষ্ম ও সরলভাবে বিদ্ধ করিবেন, তীর্য্যকভাবে বিদ্ধ হইলে মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ সতর্কতার সহিত এ কার্য্য করিতে হইবে।

আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু

বটক।

পৃথক্ পলাংশা ত্রিফলা পিপ্পলী চেত্তিচূর্ণিতম্॥
দশমূলাম্বুনা ভাব্যং ত্বগেলার্দ্ধপলান্বিতম্।
দত্বা পলানি পঞ্চৈব গুগ্‌গুলোর্বটকীকৃতঃ॥
এষ মাংসরসাভ্যাসাদ্বাতরোগান্ বিশেষতঃ।
হন্তি সন্ধ্যস্থিমজ্জস্থান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথোহষ্টাংশশস্ততেন চ।
অজং যাবদ্দিনং ভাব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ॥

হরিতকীচূর্ণ একপল, আমলকীচূর্ণ একপল, বহেড়া একপল, পিপুলচূর্ণ একপল, দারুচিনীচূর্ণ ২ তোলা, ছোট এলাচীচূর্ণ ২ তোলা, ও শোধিত গুগ্‌গুল পাঁচপল,এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া দশমূলের কাথের দ্বারা ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া মাংসরস প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে সর্ব্ববিধ বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে বিশেষতঃ সন্ধি অস্থি ও মজ্জস্থ বাত বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী
শতাবরী গোক্ষুরবৃদ্ধদারকম্।
রাস্নাশতাহ্বা সশটী যমানী
সনাগরাশ্চেতি সমৈশ্চূর্ণম্।
তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্রমধ্যে
দেয়ং তথাসর্পিরতোর্দ্ধভাগম্।
অর্দ্ধাক্ষমাত্রং ত্বথ তৎপ্রয়োগাৎ
কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ॥
মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ
ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি।
কটীগ্রহে গৃধ্রসীবাহুপৃষ্ঠে
হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে॥
সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে
মজ্জগতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে।
রোগান্ জয়েদ্বাতকফানুবিদ্ধান্
বাতেরিতান্ হৃদ্‌গ্রহযোনিদোষান্।
ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে
ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

আভা, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ, রাস্না গুল্‌ফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ করিয়া এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমষ্টি গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলের অর্দ্ধভাগ ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া সুরাপান কিম্বা বা ঈষদুষ্ণ জল অথবা দুগ্ধ বা মাংস রস পান করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাহু ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের বাতরোগ সকল বিদূরীত হইয়া থাকে।

সুপ্তিবাতে ত্বসৃঙ্‌মোক্ষং কারয়েদ্বহুশো ভিষক্।
দিহ্যাচ্চ লবণাগারধূমৈ স্তৈলবিমর্দ্দিতৈঃ॥

সুপ্তিবাতে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করিয়া রক্ত রোধার্থে কেবল গৃহধূম ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। দূষিত রক্তদ্বারা শিরা কিম্বা শরীরের যে কোন অঙ্গ ব্যাপ্ত হইলে যে সকল রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত রোগে ত্বকের উপরিভাগে শৃঙ্গ, অলাবু বা

জোঁক বসাইয়া রক্ত নিঃসারণ করিতে হয়, শৃঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে শরীরের যে কোন স্থান হইতে এই ক্রিয়া করিতে হইবে, সেই স্থানের শিরা কিম্বা ধমনী অস্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ করিয়া এই স্রোতে শৃঙ্গের মুখ সংলগ্ন করিয়া দিবে এবং উহার মুখ এরূপে ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে যেন কোন প্রকারে বায়ু নির্গত হইতে না পারে। তৎপরে শৃঙ্গের অপর ছিদ্রে মুখদ্বারা সজোরে চুষিয়া রক্ত নিঃসৃত করিয়া ফেলিতে হয়। রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ ভীরু, নারী সুকুমার ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাব করিতে হইলে জোক প্রয়োগই সর্ব্বপ্রধান উপায়। জলৌকা (জোঁক) দ্বাদশবিধ। তহাদিগের মধ্যে ছয়প্রকার সবিষ এবং অপর ছয় প্রকার নির্বিষ। নির্বিষ জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ছয়প্রকার নির্বিষ জলৌকাদিগের নাম কথিত হইতেছে যথা কপিলা, পিঙ্গলা শঙ্কুমুখী মুষিকা পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা। যে জলৌকার মনঃশীলার ন্যায় বর্ণ এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুদ্গের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহাকে কপিলা জলৌকা কহে। যে জলৌকা বৃত্তাকার এবং শীঘ্র শীঘ্র গমন করে, ঈষৎ রক্তমিশ্র পিঙ্গলবর্ণ তাহাকে শঙ্কুমুখী জলৌকা কহে। মুষিকের অবয়ব ও বর্ণবিনষ্ট এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলৌকার নাম মুষিকা জলৌকা। এবং যাহার মুখ পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃত এবং মুগের ন্যায় অল্প পিঙ্গল বর্ণযুক্ত তাহার নাম পুণ্ডরীকমুখী। পদ্মপত্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, দশ অঙ্গুলি পরিমিত এ প্রকার জলৌকার নাম সাবরিকা। যকৃতের ন্যায় বর্ণ, শীঘ্রপায়ী দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণমুখ তাহাকে শঙ্কুমুখী জলৌকা কহে। পশ্বাদির রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে সাবরিকা জলৌকা ব্যবহৃত হয়। এই নির্বিষ জলৌকা সমস্ত সুগন্ধি জলেই বিচরণ করিয়া থাকে এবং ইহারা সঙ্কীর্ণচারী নহে। ইহারা বিষাদি বিরুদ্ধ ভোজন করে না। এবং পঙ্কাকীর্ণ স্থানে বাস করে না। যে সমস্ত জলৌকার মধ্যস্থল স্থূল শরীর ক্লিষ্ট এবং ক্ষীণ চেষ্টা বিহীন ও যে সমস্ত জলৌকা সহজে রুগ্নস্থান গ্রহণ করে না এবং যে সকল জলৌকা বিষাক্ত তাহাদের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার রোগ জলৌকাবসেকসাধ্য তাহার পীড়িত স্থানে যদি কোন বেদনা অনুভব না হয় তাহা হইলে ঐ পীড়িত ব্যক্তির সেই রুগ্ন স্থানে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা শুষ্ক করিয়া রোগীকে বসাইয়া অথবা শয়ন করাইয়া রাখিবে। তদনন্তর জলৌকা ধরিয়া তাহাদের শরীর পিষ্ট সর্ষপ ও হরিদ্রা মিশ্রিত জলে সিঞ্চিত করিয়া জল পূর্ণ শরাবে কিঞ্চিৎক্ষণ রাখিয়া দিবে এবং দেখিবে যে জলৌকা সকলের গ্রহণজনিত শ্রম অপনোদন হইয়াছে কি না। যখন দেখিবে উহাদিগের গ্লানি দূরীভূত হইয়াছে তখন তাহাদের শরীরের রুগ্ন স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে।

যে কএকটি জলৌকা পীড়িত স্থানে যোজনা করিবে তাহাদের গাত্র সূক্ষ্ম, শুষ্ক এবং আর্দ্র তুলা বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে মুখ অপসারিত করিবে। জলৌকা যগ্যপি পীড়িত ব্যক্তির রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে তাহা হইলে দুগ্ধ কিম্বা একবিন্দু রক্ত প্রদান কিম্বা অস্ত্র দ্বারা ঐ স্থান ক্ষত করিয়া জলৌকা সংলগ্ন করিয়া দিবে। যে সময় দেখিতে পাইবে যে জলৌকা সমস্ত অশ্বের মুখের সদৃশ এবং স্কন্ধ উন্নত করিয়া নিবিষ্ট হয় তখন জানিবে যে জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ করিয়াছে। জলৌকা এই প্রকারে রক্ত পান করিতে থাকিলে তখন উহাকে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জল সিঞ্চন করিতে থাকিবে। যেহেতু জলৌকার গাত্র শুষ্ক হইয়া গেলে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। জলৌকাদষ্ট স্থানে বেদনা ও কণ্ডুর প্রাদুর্ভাব হইলে জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিবে এবং এই রূপ অবস্থা ঘটিলেই জলৌকা অপসারিত করিবে। যদি রক্তের লোভে জলৌকামুখ রোগীর গাত্র ত্যাগ না করে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ জলৌকার মুখে প্রদান করিলেই

রক্ত পান পরিত্যাগ করিবে। তদনন্তর অধঃ পতিত জলৌকার গাত্রে চাউলের গুড়া প্রদান করিয়া মুখে তৈল মিশ্রলবণ মালিশ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা জলৌকার লেজ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা অনুলোমক্রমে ধীরে ধীরে জলৌকার গাত্র মার্জ্জিত করিয়া বমন করাইবে। অসম্যক বমিত জলৌকার ইন্দ্রমদ নামক অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যকবমিত জলৌকাকে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে যথা স্থানে রাখিয়া আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক পালন করিবে। শোনিতের যোগাযোগে দেখিয়া জলৌকা কৃত ক্ষত স্থানে মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং শীতল জল দ্বারা আর্দ্র করিবে, কিম্বা বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর ঐ ক্ষত স্থান কষায় মধুর স্নিগ্ধ এবং শীতল প্রলেপ দিয়া লিপ্ত করিয়া রাখিবে।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জপানা ভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ।
স্বেদাঃ স্নিগ্ধানি বাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণি চ।
রসাঃ পয়াংসি ভোজ্যানি স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
বৃংহনং যত্ত তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্।

ঘৃত তৈল; বসা, মজ্জা পান, অঞ্জন, বস্তিকর্ম্ম স্নিগ্ধ স্বেদ, নিবাত, প্রাবরণ, মাংস দুগ্ধ এবং স্বাদু, অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য এবং বলকারক দ্রব্য বাতরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নিম্নলিখিত কএকটি যূষ বাতরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর অতএব এই নিম্নলিখিত যূষ বাতরোগীদিগকে প্রয়োগ করিবে।

দুই তোলা বেড়েলার মুল এবং ছাগলের মস্তকের মাংস উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া চারিসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ঘৃত সহযোগে সম্বরণ করিয়া পরে সৈন্ধব, অম্লদধি মরিচ চূর্ণ পিপুল চূর্ণ যথ্যযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া নামাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দুই তোলা বেড়ালার মূল ও কচ্ছপমাংস চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সৈন্ধবাদির সহিত যথানিয়মানুসারে মাংসরস প্রস্তুত করিয়া লইবে।

দুই তোলা বেড়ালার মূল ও ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী প্রাণীর মাংস চারিসের জলেরসহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাংসরস প্রস্তুত করিয়া লইবে। বেলছাল, সোনাছাল, পারুণ ছাল ও গনিয়ারির ছাল, এই সমস্ত পদার্থ গুলি সমপরিমাণে সমস্ত মিলিত দুই তোলা লইয়া ছাগমস্তকের মাংস চারিসের জলের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাংস রস প্রস্তুত করিয়া লইবে।

বেলছাল শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল গাম্ভারীছাল, গণিয়ারি ছাল, শালপাণি চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্য গুলি সমস্তে সমপরিমাণে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ছাগ মস্তকের মাংস দ্বারা চারিসের জলের চহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত সন্তলন করিয়া সৈন্ধব লবণ অম্লদধি, মরিচচূর্ণ পিপুল চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ প্রদান করিয়া নামাইবে।

বাজিগন্ধা বলাস্তিস্রো দশমূলীমহৌষধম্।
দ্বে গৃধ্রনখ্যৌ রাস্না চ গণো মারুতনাশনঃ॥

অশ্বগন্ধা, শ্বেত বেড়ালা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল গনিয়ারিছাল, শালপাণি চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী গোক্ষুর শুঁঠ, গৃধ্রনখীদ্বয় ও রাস্না, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্ত মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এই ক্বাথ সেবন করিলে পর্ব্ব প্রকার বাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোলং কুলত্থং সুরদারুরাস্নামাষা উমাতৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচাশতাহ্বে যবচূর্ণময় মুফানি বাতামযিণাং প্রদেহঃ॥

বদরী (অর্থাৎ কুল) কুলত্থকলাই, দেবদারু

রাস্না মাষকলাই, তিসী, তৈলফল, কুড়, শুলফ্‌ ও যব চূর্ণ এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিবে এবং উষ্ণ করিয়া রুগ্ন স্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতের বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে।

আনূপবেশবারোষ্ণপ্রদেহো বাতনাশনঃ।
নিরস্থিপিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতম্॥
কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেশবার ইতিস্মৃতঃ॥

আনূপ অর্থাৎ বরাহাদির মাংস দ্বারা বেশবার প্রস্তুত করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে বাতরোগ আশু শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অস্থিশূন্য মাংস পেষণ পূর্ব্বক পিপুল ও মরিচের চূর্ণ এবং গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া লইলে তাহাকে বেশবার কহিয়া থাকে।

সাল্বন স্বেদ।

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ॥
সুখোষ্ণঃ স্পষ্ট লবণঃ স্বাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাম্।
বাতঘ্নো ভদ্রদার্ব্বাদিঃ কাকোল্যাদিস্তথোক্তঃ।
মাংসেনাত্রৌষধং তুল্যং যাবতাম্লেনচাম্লতা॥
পটুস্যাৎ স্বেদনার্থং কাঞ্জিকাদ্যম্লমিষ্যতে।
চতুঃস্নেহোঽত্র তাবান্ স্যাৎ সুস্বিন্নত্বং যতো ভবেৎ॥
সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীতেতিবচনং সর্ব্বত্র গণকর্ম্মণি।

কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদ, (অভাবে অশ্ব গন্ধ) মহামেদ (অনন্ত মূল) শুলফ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, ঋদ্ধি (অভাবে লোধ) কিস্‌মিস্‌ জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই কাকোল্যাদিগনোক্ত দ্রব্য এবং ভদ্রদার্ব্বাদিগণোক্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে, শূকরের মাংস অম্ল দ্রব্য, (অর্থাৎ কাঁজি সুরা, শৌধীর তুষোদকাদি) স্নেহ দ্রব্য (ঘৃত তৈল, বসা ও মজ্জা) এবং সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে সাল্বন কহিয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্বেদ দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে সাল্বন স্বেদ কহে। উল্লিখিত দ্রব্য সমস্তের পরিমাণ সম্বন্ধে এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য এক ভাগ (ককোলাদিগণ, কাকোল্দী, ক্ষীরকাকোলী জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, ভদ্রর্দ্দাদিগণোক্ত একভাগ এবং শূকরের মাংস এক ভাগ, এই তিন প্রকার দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিবে। অপর তদনুযুক্ত মাত্রায় অম্লদ্রব্য, স্নেহদ্রব্য ও লবণদ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। উল্লিখিত প্রকারে মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ ঔষধযুক্ত মাংস উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পীড়িত স্থানে প্রলেপরূপে লাগাইয়া দিবে, এবং প্রলেপ দিয়া তদুপরি রোমযুক্ত কোমল উষ্ণবীর্য্য চর্ম্মদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া কিছুকাল রাখিবে। লেপ শুষ্ক হইয়া গেলে উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উষ্ণ মাংস দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে স্বেদ প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে স্বেদ প্রদান করিলে বাতরোগে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

প্রথমত স্নেহ প্রয়োগ করিয়া তৎপরে স্বেদ দিতে হয়। স্বেদের দ্বারা দারুণ দুশ্চিকিৎস্য বাতরোগও বিনষ্ট হইয়া যায়। শুষ্ক কাষ্ঠেও যথা রীতি অনুসারে স্নেহ ও স্বেদ দেওয়া হইলে উহা কোমলতা প্রাপ্ত হয়, এই কারণে জীবিত দেহে বাতশুষ্কঅঙ্গে যে, এই প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে স্বেদকর্ম্ম নিষেধ।

মুষ্ক (অণ্ডকোষ) হৃদয় ও চক্ষুতে স্বেদ প্রয়োগ করিবেনা। এই সমস্ত স্থান গুলিতে স্বেদ ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন বুঝিলে কোমল স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। মদ্যপায়ী, গর্ভিনী, রক্তপিত্তরোগাক্রান্ত পিত্তপ্রধান, অতীসারী, রুক্ষব্যক্তি দগ্ধব্যক্তি, নাড়ীব্রণরোগী, মদাত্যয় রোগী, ক্লান্তব্যক্তি, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, স্থূল ব্যক্তি,

পিত্তমেহী, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ক্রুদ্ধ কামলারোগী, ক্ষতরোগী, কৃশ ব্যক্তি এব' চক্ষুরোগগ্রস্থ প্রভৃতি এবংবিধ ব্যক্তিদিগকে স্বেদ প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

স্বেদের প্রকারভেদ।

স্বেদ ত্রয়োদশবিধ। যথা, সঙ্কর স্বেদ, প্রস্তর স্বেদ, নাড়ীস্বেদ, পরিষেক স্বেদ, অবগাহস্বেদ, জেন্তাকস্বেদ, অশ্মঘনস্বেদ, কর্ষ স্বেদ, কুটীস্বেদ, ভূস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ কূপস্বেদ হোলাকস্বেদ।

সঙ্করস্বেদ।

ঔষধ দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে পুরিয়া পুট্টলীবদ্ধ ও উষ্ণ করত স্বেদ দেওয়ার নাম সঙ্করস্বেদ।

প্রস্তরস্বেদ।

রোগীর গাত্রে উত্তমরূপে তৈল ঘৃত মাখাইয়া প্রস্তরে ছাগাদি রোমজ বস্ত্র, কিম্বা কম্বলে শয়ন করাইয়া অথবা ভেরেণ্ডা বা আকন্দ পত্রের উপর শয়ন করাইয়া শূকধান্য শমীধান্য কিম্বা পুলক ধান্য সিদ্ধ করিয়া পুট্টলীবদ্ধ করিয়া, তাহা দ্বারা কিম্বা বেশবার, পায়স, তিল্বক, অথবা উৎকারিকা (মাষ কলাই দ্বারা প্রস্তুত পিষ্ঠকাদি) দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দেওয়াকে প্রস্তর স্বেদ কহে।

নাড়ীস্বেদ।

স্বেদোপযোগী পদার্থের ফল, মূল পত্র এবং উষ্ণস্বভাব পশু ও পক্ষী প্রভৃতির মাংস মস্তক পদাদি গ্রহণ করিয়া উপযুক্তরূপে অম্ল দ্রব্য ও সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত তৈলাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা মূত্র ও দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া উত্তমরূপে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ জ্বাল দিয়া শরপত্র, বংশ পত্র, করঞ্জার পত্র, অথবা আকন্দের পত্রের কোন এক পত্র গ্রহণ করিয়া হস্তীশুঁড়ের ন্যায় নল প্রস্তুত করিয়া ধুম লইয়া রোগীর সর্ব্বগাত্রে লাগাইবে। ধুম লাগাইবার পূর্ব্বে রোগীর দেহে বায়ু নাশক তৈলাদি মালিশ করিয়া স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। এই প্রকার স্বেদ দেওয়াকে নাড়ীস্বেদ কহে।

পরিষেকস্বেদ।

বায়ুনাশক পদার্থের যথোপযুক্ত ফল, পত্র, শুঙ্গ গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্কাথ অল্প উষ্ণ থাকিতে কলসীতে বা ঘটির মধ্যে পুরিবে এবং ঔষধ তৈল রোগীর গাত্রে মাখাইয়া এবং বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। বায়ুনাশক দ্রবের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত এবং মাংসরস মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ অবস্থাতেই টবের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এবং রোগীকে ঔষধ তৈল মালিস করাইয়া টবে অবগাহন করিতে দিবে। এই প্রকার করাকে অবগাহন স্বেদ কহে।

জেন্তাক স্বেদ।

রোগীকে এই স্বেদ ব্যবহার করাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভূমি পরীক্ষা করিতে হয়। উক্ত ভূমি নদী, দির্ঘীকা, বা পুষ্করণী প্রভৃতি জলাশয়ে দক্ষীণ বা পশ্চিম তীরের সাত বা অষ্ট হাত অন্তরে অবস্থিতি হওয়া কর্ত্তব্য। সেই ভূমির উপরে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তর দ্বারী এক খানি গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও প্রশস্ততা ষোল হাতের ন্যূন বা অধিক না হয় এবং গৃহের মধ্যে এক হস্ত প্রশস্থ উন্নত পিন্দিকা অর্থাৎ আল, প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং মধ্যস্থলে চারিহস্ত বিস্তৃত এবং সাত হস্ত উচ্চ কন্দুর ন্যায় বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ও আয়তনযুক্ত একটি উনান প্রস্তুত করিবেক। তৎপরে সেই উনানে খদির বা অন্যান্য কাষ্ঠ জ্বালাইবে; যখন সেই কাষ্ঠ গুলি পুড়িয়া গিয়া অঙ্গার সদৃশ এবং যে সময়ে গৃহের মধ্য ভাগ স্বেদযোগ্য উষ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে তখন রোগীকে বাতঘ্ন তৈল অথবা ঘৃতের দ্বারা সিক্ত

করিয়া গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে, এবং সেই সময়ে রোগীকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিবে যে তুমি কল্যাণ এবং আরোগ্য জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিতেছ অতএব প্রবেশ করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডিকাতে শয়ন করিবে। সাবধান যেন অতিশয় ঘর্ম্মাদি দ্বারা ক্লান্ত হইয়া ও এই পিণ্ডিকা কদাচ পরিত্যাগ করিও না, যদ্যপি পিণ্ডিকা পরিত্যাগ কর তাহা হইলে মূর্চ্ছাগ্রস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ সংশয় হইবে অতএব সাবধান হও।

এই প্রকারে স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন রোগী সমুদায় স্রোত বিমুক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দোষ সমস্ত নিঃসৃত হইবে এবং নিজের শরীর লঘু, স্তব্ধতা বিবন্ধ, সুপ্তি অর্থাৎ অসাড়বোধ, এবং বেদনা শূন্য বোধ হইবেক, তৎকালে পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবেক। তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য তাহাতে সহসা শীতল জল সেবন করিবে না। কিছুকাল পরে সেকজনিত ক্লান্তি দূর হইলে অল্লোষ্ণ স্নান করিয়া যথোচিত আহার করিবেক। ইহার নাম জেন্তাক স্বেদ।

অশ্মঘন স্বেদ।

রোগীর প্রমাণ অনুসারে একখানি প্রস্তর বায়ু নাশক কষ্ঠাদি দ্বারা সন্তপ্ত করিয়া পরে ঐ সমস্ত অঙ্গার প্রস্তর হইতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ প্রস্তর উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিবে অনন্তর ঐ প্রস্তরে ছাগাদি লোমজ বস্ত্রের অথবা কম্বলের শয্যা প্রস্তত করিয়া রোগীকে ঘৃত অথবা তৈল মাখাইয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া এবং রোগীর গাত্র উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া দিবেক। এই প্রকার স্বেদকে অশ্মঘনস্বেদ কহে।

কর্ষূস্বেদ।

কর্ষূস্থান (অর্থাৎ অভ্যন্তর বিস্তৃত অল্প মুখসম্পন্ন) বিভাগজ্ঞ বৈদ্য প্রথমতঃ রোগীর শয়ন যোগ্য মৃত্তিকাতে গর্ত্তখনন করিয়া ঐ গর্ত্ত ধুম শূন্য জলন্ত অঙ্গার দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেক। পরে গর্ত্ত উত্তপ্ত হইয়াছে জানিয়া উহা হইতে সমস্ত অঙ্গার উদ্ধৃত করিয়া উহাতে কম্বলাদির শয্যা করিয়া রোগীকে শয়ন করাইবে। এই প্রকার করাকে কর্ষূস্বেদ কহিয়া থাকে।

কটীস্বেদ।

অতিশয় উচ্চ না হয় এবং অতিশয় বিস্তীর্ণ না হয় এরূপ জনশূন্য গোলাকার একখান কুটীর প্রস্তুত করিয়া কুড় প্রভৃতি ঔষধ দ্রব্য দ্বারা ঐ কুটিরের ভিত্তিলেপন করিবে। তদনন্তর কুটীরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিচূর্ণ হাঁড়ীসকল রাখিয়া কুটীরের মধ্যে কম্বলাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তত করিয়া রোগীকে তৈল কিম্বা ঘৃত মালিশ করিয়া উক্ত শয্যাতে শয়ন করাইবেক এই প্রকার স্বেদকে কটীস্বেদ কহে।

ভূস্বেদ।

অশ্মঘন ও ভূস্বেদ এই উভয় স্বেদই একপ্রকার অর্থাৎ রোগীর প্রমাণানুসারে একখানি মৃত্তিকাখণ্ড বায়ুকাষ্ঠাদি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া ঐ সমস্ত অঙ্গার মৃত্তিকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ মৃত্তিকাখণ্ডে কম্বলাদির শয্যা প্রস্তত করিয়া রোগীকে ঘৃত অথবা তৈল মালিস করিয়া তাহাতে শয়ন করাইবে এবং রোগীর গাত্র উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ইহার নাম ভূস্বেদ।

কুম্ভীস্বেদ।

একটী সুবৃহৎ বড় হাঁড়ীতে বাতঘ্ন পদার্থের ক্কাথ পরিপূর্ণ করিয়া প্রশস্ত বায়ুশূন্য সমতল ভূমিতে ঐ হাঁড়ীটীর অর্দ্ধভাগ কিম্বা তিনভাগ পুতিবে। তদনন্তর হাঁড়ীর উপরিভাগে অতিশয় ঘন না হয় এবং অতিশয় সূক্ষ্ম না হয় এরূপ প্রকার একখানি আসনে রোগীকে পাতলা কাপড় পরিধান করাইয়া উপবেশন করাইবেক এবং লৌহখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড উত্তমরূপে গরম করিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থ ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে,

ইহার দ্বারা হাঁড়ী হইতে যে বাষ্প নির্গত হইবে, তাহা দ্বারাই রোগীর স্বেদ ক্রিয়া সমাধা হইবে। এইরূপ স্বেদ দেওয়াকে কুম্ভিস্বেদ কহে।

কূপস্বেদ।

বায়ুশূন্য স্থানে রোগীর প্রমাণানুসারে শয্যার দ্বিগুণ একটা গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যস্থল উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

হোলাক স্বেদ।

রোগীর শয্যার তুল্য একখানি বৃহৎ পিত্তল পাত্রের উপর পূর্ব্বোক্ত হস্তি প্রভৃতির শুষ্ক বিষ্ঠা রাখিয়া দগ্ধ করাইবে। তদনন্তর উহা হইতে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া ঐ পাত্রের উপরি-ভাগে ছাগাদির লোমজ বস্ত্রের শয্যা করিয়া রোগীকে ঘৃত তৈলাদি মাখাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ উহার উপর শয়ন করাইবে। এইরূপ স্বেদের নাম হোলাকস্বেদ।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতুর্গুণম্।
ঘৃতং পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত চারিসের। অশ্বগন্ধা ৮ সের ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং একসের দুগ্ধ ঘৃতে দিয়া জাল দিবে, তদনন্তর দুগ্ধ ষোলসের ঘৃতে প্রদান করিবে। এই প্রকার জাল দিয়া জলীয়াংশ অল্প থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে, পরে পাক সমাধা হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া বাতরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশমূল ঘৃত।

দশমূলস্য নির্য্যূহে জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ক্ষীরেণ চ ঘৃতং পক্বং তর্পণং পবনার্ত্তিনুৎ॥
ক্বাথোঽত্র ত্রিগুণঃ সর্পিঃ প্রস্থঃ সাধ্যঃ পয়ঃ সমঃ॥

ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ জীবক্ ঋষভক মেদ মহা-মেদ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুগানী মাষানী জীবন্তী, যষ্টীমধু এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক একপল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। অতঃপর বেলছাল শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল গণিয়ারিছাল শালপানি চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে আটসের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিবে। এবং জলীয়াংশ অল্প অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৪ সের গব্য দুগ্ধ দিয়া পুনর্ব্বার মৃদু সন্তাপে পাক করিবে এই প্রকার পাক করিয়া পাকসমাধার সমস্ত লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে।

ছাগলাদি ঘৃত।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গখুরাদিকম্।
পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরীম্॥
ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে॥
জড়গদ্গদপঙ্গুনাং খঞ্জে গৃধ্রসীকুব্জয়োঃ।
অপতানেঽপতন্ত্রে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥
দ্রোণে দ্রব্যতুলাক্রত্যা স্যাচ্ছাগ দশমূলয়োঃ।
পৃথক্ তুলার্দ্ধং যষ্ট্যাহ্বদ্বয়ং দেয়ং দ্বিধোক্তিতঃ॥

ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ, জীবক, ঋষভক, মেদ মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী মাষানী ও জীবন্তী, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক

পাঁচতোলা পাঁচ আনা গ্রহণ করিবে। এবং যষ্টীমধু দশতোলা দশ আনা লইবে।

এই পদার্থ গুলি সমস্ত কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে। এবং স্ত্রীনপুংসক ছাগলের মাংস ছয় সের এক পোয়া এবং দশমূল ছয়সের একপোয়া পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ লইয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এবং শতমূলীর রস ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের ঘৃতে দিবে। অতঃপর জলীয়াংশ অল্প শেষ থাকিতে নামাইবে এবং সিটে গুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে। এবং পুনর্ব্বার ঘৃত মৃদু অগ্নি উত্তাপে জাল দিয়া পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে এই ঘৃত অৰ্দ্ধ বা একতোলা পরিমাণে অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতি দিন প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা যথোক্ত নিয়মে সেবন করিলে অর্দ্দিত কর্ণশূল বাধির্য্য বোবা মিম্মিন জড়তা, গদগদ স্বর পঙ্গু, খঞ্জ গৃধ্রসী, কুব্জ, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি সকল পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

এলাদি তৈল।

এলামুরাসরলশৈলজদারু
কৌন্তীচণ্ডা শটীনলচম্পকহেমপুষ্পম্।
স্থৌণেয়গন্ধরসপূতিদলামৃণাল
শ্রীবাসকুন্দুরুনখাম্বুবরাঙ্গকঠম্॥
কালীয়কঃ জলদকর্কটচন্দন শ্রী
র্জাত্যাঃ ফলং সবিকসং সহকুঙ্কুমঞ্চ॥
পৃক্কাতুরস্কলঘুলাভতয়া বিনীয়
তৈলং বলাক্কথনদুগ্ধযুতঞ্চ দগ্ধা।
সার্দ্ধং পচেত্তু হিতমেতদুদাহরন্তি
গতাময়েষু বলবর্ণবপুঃ প্রকারিঃ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি উত্তাপে ফেনা শূন্য হইলে নামাইয়া অল্প শীতল হইলে দুই তোলা পরিমাণ হরিদ্রা গুলিয়া কিঞ্চিৎ সহযোগে তৈল ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্ত কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া লোধ, নালুকা মুথা, আমলকী বহেড়া কেওয়ার মাথী বা বচ ও বালা পাতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিবে। তদনন্ত অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া নিম্ন লিখিত পদার্থ সমস্ত উহাতে প্রদান করিবে। কল্কার্থ ছোট এলাচি, মুরামাংসী সরল কাষ্ঠ শৈলজ, দেবদারু, রেণুকা, চোর পুষ্পী শটী, জটামাংসী, চম্পক পুষ্প গ্রন্থি পর্ণ গন্ধবোল, খট্টাশী, তেজপত্র বেনার মূল, নবনীত খোটী, কুন্দুরু খোটী নাগেশ্বর, শোধিত পদ্মনখী বালাপাতা দারুচিনী, কুড় কালীয়া কাষ্ঠ, মুথা শোধিত সমুদ্রকর্কট অর্থাৎ কাকড়া শ্বেত চন্দন জাতীফল, মঞ্জিষ্ঠা কুঙ্কুম পীড়ক পুষ্প, সিহলক ও অগুরু এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং বেড়ালামূল চারিসের ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আটসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া উক্ত ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। এই প্রকারে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে।

এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ শান্তি হয় এবং শরীরের বল বৃদ্ধ ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বলাতৈল।

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ।
যবকোলকুলথস্য ক্বাথস্য পয়সা তথা॥
অষ্টাবষ্টৌ শুভাভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ।
পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্॥
তথা গুরুসর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কাল্যানুশারিবাম্॥
মাংসী শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্।
শতাবরী মশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥

তৎ সাধু সিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপি বা।
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥
বলাতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
যথা বলমথো মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ॥
যা চ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
ক্ষীণবাতে মর্ম্মহতেঽভিহতে মথিতেঽ বা॥
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈ বোপযোজয়েৎ।
সর্ব্বানাক্ষেপকাদীংশ্চ বাতব্যাধীন্ ব্যপোহতি॥
হিক্কাকাসমধীমন্থং গুল্মশ্বাসং সুদুস্তরম্।
যণ্মাসানুপযুজ্যোতদন্ত্রবৃদ্ধি মপোহতি॥
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ।
এতদ্ধিরাজ্ঞা কর্ত্তব্যং রাজমাত্রাশ্চনেনরাঃ॥
সুখিনঃ সুকুমারাশ্চ বলিনশ্চাপি যে নরাঃ॥

তিলতৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কড়াইয়ে ঢালিয়া অগ্নিসন্তাপে ফেনশূন্য হইলে নামাইয়া এ কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া জলে গুলিয়া ক্রমান্বয়ে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুটিয়া জলে ভিজাইয়া তৈলে দিবে। অথবা লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী, হরিতকী বহেড়া, সূচীমুখীর মূল ও বালাপাতা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একছটাক গ্রহণ করিয়া কুটিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিবে, তদনন্তর অল্পজল থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। কিছুদিন এইরূপ প্রকারে রাখিয়া পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে ফেলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত কল্ক দিয়া তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ যথা কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী জীবক, ঋষভক মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, বৃদ্ধি, কিস্‌মিস্, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, অগুরু সর্জরস, সরলকাষ্ঠ দেবদারু মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, ছোটএলাচি, তগর পাদিকা, মাংসী, শৈলজ, তেজপত্র পিণ্ডতগরের মূল, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধ, শুল্‌ফা ও পুনর্ণবা, এই দ্রব্য সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর বেড়েলার মূল ষোলসের লইয়া ১২৮ সের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া উহার ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইয়া তৈলে দিবে। পরে বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে মিলিত ১৬ সের লইয়া ১২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩২ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে দিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইবে এবং সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ৩২ সের দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক পাক করিবে। এইরূপে পাক পাক সমাধা করিয়া তৈল নামাইবে। এই তৈল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এরূপভাবে বন্ধ করা চাই যেন কোন প্রকারে তাহার মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়। এই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধ বাতজনিত রোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল মূঢ়গর্ভ, সূতিকারোগে ও ব্যবহৃত হয়।

নারায়ণতৈল।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোণাকপাটলাপারিভদ্রকঃ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলা চাতিবালা চৈবশ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃঃপচেৎ॥
পাদশেষং পরিশ্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণচতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবাম্॥
এষাং দ্বিপলান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
আজস্য যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথা ভাঙ্গে ভোজ্যেচৈব প্রশস্যতে॥
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বানরঃ।
পঙ্গুলঃ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি॥
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
দন্তশূলে হনুস্তম্ভে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণে ক্রিয়া নষ্টশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥

খঞ্জিরা শল্প জিহ্বাশ্চ মন্দ মেধস এবচ।
অল্প প্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং বিন্দতি॥
বাতার্ত্তো বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
এতত্তৈলবরস্তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্।
তগরং নতমত্রস্বাদভাবে শীয়লিছোপড়ঃ॥

তিলতৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে ফেনা শূন্য হইলে নামাইয়া একপোয়া পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং একসের মঞ্জিষ্ঠা জল সিক্ত করিয়া কুটিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালাপাতা। এইপদার্থগুলি প্রত্যেকে এক পোয়া পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এবং ৬৪ সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর কিছু জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া গুলফা, দেবদারু, জঠামাংসী, শৈলজ, বচ, শ্বেতচন্দন, তগরপাদিকা, কুড়, ছোটএলাচি, শালপাণি চাকুলে মুগানী, মাষানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা সৈন্ধবলবণ ও পুনর্ণবা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১৬ তোলা লইয়া তৈলে প্রদান করিবে। অতঃপর বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল পারুলছাল, পালিদামাদারের ছাল, গান্ধাইল অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলারমূল, গোরক্ষ চাকুলে গোক্ষুর ও পুনর্ণবা, এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেকে দশপল পরিমাণে বলিয়া ২৫৬ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং শেষ ৬৪ সের জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। পরে অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত বাদ দিয়া এবং উক্ত তৈলে ছাগদুগ্ধ অথবা গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এইপ্রকারে পাক করিয়া পাক সমাধা হইলে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এইতৈল পান কার্য্যে ও বস্তিকার্য্যে ও মর্দ্দনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অশ্ব হস্তী বা মহিষ ইহাদিগের মধ্যে যে কোন প্রাণী বাতরোগাক্রান্ত হইলে এই তৈল প্রভাবে বাতরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মহানারায়ণতৈল।

শতাবরী ছংশমতি পৃশ্নিপর্ণী শটীবরা
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদাদাবশেষে পূতেচ গর্ভং যৈনং সমাকল্পেৎ।
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনা গুরু॥
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানিচ পেষয়ৎ॥
গব্যাজ পয়সং প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ।
শতাবরী রস প্রস্থং তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অশ্বানাং বাতভগ্নাগং কুঞ্জরাণাং নৃনাওথা॥
তৈলমেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাত নিবারণম্।
আয়ুষ্মানশ্চ নবঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দেৎ কিং পুনর্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগাঞ্চ অশ্মরীঞ্চাপি নাশয়েৎ॥
তৈলমেতদ্ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
নারায়ণমিতি খ্যাতং বাতান্তকরণং পরম্॥

তিলতৈল ৪ চারি সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নি সন্তাপে ফেনাশূন্য হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং একপোয়া পরিমাণে মঞ্জিষ্ঠা লইয়া কুট্টিত করিয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। অনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল, বচ ও বালাপাতা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং তাহা ১৬ সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে অতঃপর

অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটেগুলি ফেলিয়া দিয়া পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু শুলকা শ্বেতচন্দন, অগুরু শৈলজ, তগরপাদিকা কুড়, ছোটএলাচি, জঠামাংসী, শালপাণি বেড়ালা অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা পরিমাণে লইয়া কুটিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, এরণ্ডমূল গোরক্ষ চাকুলে ও নলঋিন্টীর মূল, বৃহতীমূল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দশপল্, পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুটিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া একচতুর্থাংশ অর্থাৎ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। পরে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া গোদুগ্ধ ৮ সের ও ছাগদুগ্ধ ৮ সের এবং শতমূলীর রস ৮ সের তৈলে দিবে। এই রূপে পাক করিয়া পাক সমাধা হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ দূরীভূত হয়। আয়ুষ্মান ব্যাক্তি এই তৈল পান করিলে বলবান ও দৃঢ়কায় ও বন্ধ্যাস্ত্রী পুত্রবতী হয়। বিশেষতঃ অশ্বতরী ও এই তৈল প্রভাবে গর্ভ-লাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা ব্যবহারে হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধভেদক অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডু ও অশ্মরী-রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক এই তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছিল এইজন্য ইহার নাম নারায়ণ তৈল হইয়াছে।

অশ্বগন্ধাতৈল।

শতং পক্বাশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণে হংসশোষিতম্।
বিশ্রাব্য বিপচেত্তৈলং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্॥
কল্কৈর্ম্ণাল শালুক বিসকিঞ্জল্কমালতী।
পুষ্পৈর্হ্রীবের মধুক শারিবা পদ্ম কেশরৈঃ॥
মেদা পুনর্ণবা দ্রাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা বৃহতীদ্বয়ৈঃ।
এলৈলবালু ত্রিফলা মুস্ত চন্দন পদ্মকৈঃ॥
পক্বং রক্তাশ্রয়ং বাতং রক্তপিত্ত মসৃগ্ দরম্।
হন্যাৎ পুষ্টিবলং সূর্য্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনম্॥
রেতোযোনিবিকারঘ্নং স্রাণশোষাপকর্ষণম্।
ষণ্ডানপি বৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কটাহে মৃদু অগ্নিতে ফেনা রহিত হইলে নামাইয়া কিছু শীতল হইলে একছটাক পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া জলে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুটিয়া জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদ-ন্তর লোধ, মুথা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, অথবা বচ, ও বালাপাতা এই পদার্থি সমস্ত প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে লইয়া উহাতে ষোল সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। অতঃপর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে গুলি সমস্ত বাদ দিয়া, মৃণাল শামুক, বিস (সূক্ষ্ম মৃণাল) কিঞ্জল্ক (পদ্মরাট) মালতী পুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্ম-কেশর, মেদ, পুনর্ণবা, কিস্‌মিস্, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী কণ্টকারী ছোট এলাচি, এলবালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, শ্বেত চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই পদার্থ গুলি সমভাগে মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া কুটিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। ১২॥০ সাড়ে বারসের অশ্বগন্ধা ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ষোলসের অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। তদনন্তর ১৬ সের দুগ্ধ প্রদান করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তৈল পাক করিবে। এই প্রকারে পাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে রক্তাশ্রিত বাত, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, শুক্রদোষ, যোনিদোষ, ও ব্রণদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। এই তৈল মালিষ করিয়া আমরা পান করিলে দুর্ব্বল ব্যাক্তি বলবান কৃশ ব্যক্তি স্থুল হয় এবং জননেন্দ্রিয়ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

মূলকাদি তৈল।

মূলকস্বরসং তৈলং ক্ষীরদধ্যম্লকাঞ্জিকম্।
তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলাচিত্রকসৈন্ধবৈঃ॥
পিপ্পল্যাতিবিষারাস্নাচবিকাগুরুচিত্রকৈঃ।
ভল্লাতকবচাকুষ্ঠশ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ।
পুষ্করাহ্বশটীবিল্বশতাহ্বা নতদারুভিঃ।
তৎ সিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্॥

তিলতৈল ৪ চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে অগ্নিসন্তাপে ফেনা রহিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া জলের সহিত গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা, কুটিয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। লোধ, মুথা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে। অতঃপর কিঞ্চিৎ জল থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিবে। পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলি বাদ দিয়া এবং বেড়েলার মূল চিত্রক, (সজিনার ছাল) সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আতুষ, রাস্না, চই, অগুরু, রক্তচিতারমূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, শুলফা তগরপাদিকা ও দেবদারু, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া কুটিয়া তৈলে প্রদান করিবে। এবং মূলার শাকের রস ৪ সের দিয়া জাল দিতে থাকিবে, অতঃপর দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবে। কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্ব্বার তৈল পাক করিবে। এই প্রকারে পাকসমাধা হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল পান করিলে অতি ঘোরতর বাত রোগ শান্তি হইয়া থাকে।

রসোন তৈল।

রসোনকল্কস্বরসেন পক্কং তৈলং
পিবেদ্‌যস্তু নিলাময়ার্ত্তঃ।
তস্যাশু নশ্যন্তি হি বাতরোগা
গ্রন্থাবিশালা ইব দুর্গৃহীতাঃ॥

তিলতৈল ৪ চারিসের, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে অগ্নিসন্তাপে তৈল ফেনা রহিত হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে লইয় কুট্টিত করতঃ তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল উহাতে দিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে অল্প জল অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে, তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া একসের রসোন কুটিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং তৈলে রসোনের রস ১৬ ষোল সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। রসোনের রসের অভাবে রসোনের ক্বাথ করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পরে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পাক করিবে এই প্রকার পাক সমাধা হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অনতিবিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে।

কেতকাদি তৈল।

কেতকীনাগবলাতিবলানাং
যদ্বহুলেন রসেন বিপক্কম্।
তৈলমনল্পতুষোদকসিদ্ধং
মারুতমস্থিগতং বিনিহন্তি॥
অনল্পবচনাত্তত্র তুষোহ্যে ক্বাথতুষোদকে।
অকল্কোহপি ভবেৎ স্নেহো যঃ সাধ্যঃ কেবলদ্রবে॥

তিলতৈল ৪ চারিসের প্রথমতঃ তৈল কটাহে

দিয়া মৃদু অগ্নি উত্তাপে ফেনারহিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঘৃতে প্রদান করিবে, এই প্রকার করিলে পর একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে, অপর লোধ, মুথা নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালা পাতা, এই সমস্ত পদার্থ গুলি লইয়া কুটিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং ষোলসের জল প্রদান করতঃ জাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলি বাদ দিয়া ফেলিয়া দিবে। এবং কেওয়ার মাথী গোরক্ষচাকুলে ও অতিবালা, এই তিনটি পদার্থ সমভাগে সমস্ত মিলিত আটসের গ্রহণ করিয়া ১২৮সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া শেষ একঅষ্টমাংশ অর্থাৎ ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথজল তৈলে প্রদান করিয়া তৈল জাল দিবে, অতঃপর ষোলসের কাঁজি উহাতে দিবে, এই প্রকার পাক সিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল সর্ব্বশরীরে মালিশ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৈন্ধবাদি তৈল।

> ষেপলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ।
> দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতি দ্বে তথাঢ়কে॥
> আরণালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলমেতৈরপথ্যদম্।
> গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোর্ত্তিসর্ব্ববাত বিকারনুৎ॥

তিলতৈল ৪ চারিসের, প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে ফেনারহিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, একছটাক কাঁচা হরিদ্রা, জল সহযোগে ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, অথবা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে, তদনন্তর ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলি বাদ দিয়া ফেলিয়া দিয়া সৈন্ধব লবণ ২ পল, শুঁঠ ৪ পল, পিপলের মূল ২ পল, রক্ত চিতার মূল ১৬তোলা ও ভেলা বীজকুড়িটী, অতঃপর এই দ্রব্য গুলি কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিবে। এই প্রকারে পাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী, উরুগ্রহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

সপ্তমাষ তৈল।

> মাষাত্মগুপ্তাতিবিষোরুবূক-
> রাস্না শতাহবা লবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
> চতুর্গুণে মাষবলাকষায়ে
> তৈলং কৃতং হন্তি চ পক্ষবাতম্॥

তিল তৈল ৪ চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ মুথা নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালা পাতা। এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। অতঃপর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকাতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলি ফেলিয়া দিবে, এবং একসের সৈন্ধব

লবণ উহাতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর আটসের মাসকলাই ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে পাক সমাধার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শিরা সঙ্কোচক রোগে মালিষ করিবে, এবং বাহু ও মস্তকে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নস্য ও পানীয়রূপে প্রয়োগ করিবে।

মাষ তৈল।

মাসপ্রস্থং সমাবাপ্য পচেৎ সম্যক্ জলাঢ়কে।
পাদশেষে চ তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্বাক্ষসম্মিতম্।
জীবনীয়ানি যাষ্ট্যৌ শতপুষ্পং সসৈন্ধবম্॥
রাস্নাত্মগুপ্তামধুকং বলাব্যোষং ত্রিকণ্টকম্।
পক্ষাঘাতার্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে সুদারুণে॥
মন্দশ্রুতৌচাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বব্যামবাহুকে॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে তদনন্তর আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালাপাতা, এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ষোল সের জল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন অতিবাহিত হইলে ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে বাদ দিয়া ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শুলফা, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, আলকুশীর বীজ, যষ্টিমধু, বেড়ালার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঠ ও গোক্ষুর, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর মাষকলাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। অতঃপর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া এবং তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে পাক সমাধার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বাধির্য্য, তিমিররোগ, হস্তকম্প, বিশ্বচী, অববাহক প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল পানীয়রূপে ও মালিশ রূপে এবং বস্তিকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাষ তৈল।

মাষাতসীযবকুরুণ্টককণ্টকারী
গোকণ্টটুণ্টুকজটাকপিচ্ছুশৈয়ৈঃ।
কার্পাসকাস্থিশণরাজকুলথকোলে
ক্বাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি॥
শুন্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ
সৈরণ্ডমূলসপুনর্নবয়া সরণ্যা।
রাস্না বলামৃতলতা কটুকৈর্বিপকং।
মাষাখ্যমেতদবাহুরঞ্চ তৈলম্॥
অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানক মাঢ্যবাত
মাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্
নপেব বস্তিবিধিনা পরিষচনেন॥
হন্যাৎ কটিজঘনজানুরুজশ্চ সর্ব্বাঃ॥

তিলতৈল ৪ সের প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদুঅগ্নিতে ফেনাশূন্য হইলে নামাইয়া কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক কুট্টিত করিয়া জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে। পরে একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী হরিতকী, বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা এই সমস্ত

পদার্থ প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোল সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া শুঁঠ ছোট এলাচী, শুল্‌ফা এরণ্ড মূল, পুনর্ণবা, গন্ধভাদালি রাস্না, বেড়ালারমূল, শুলঞ্চ ও মরিচ, এই দ্রব্য গুলি, সমভাগে সমস্ত মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং আতুষীবীজ, যব, নাঁটী কণ্টকারী, গোক্ষুর শোনামূল, ও আলকুশী বীজ, এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে সমস্তে ৮ সের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। এবং কার্পাসবীজ, শনবীজ, কুলথকলাই ও পুরাতন বদরীফল এই দ্রব্য সমভাগে সমস্ত আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে এবং ক্লীনপুংসক ছাগলের মাংস ছয়সের একপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এই তৈল প্রয়োগ করিলে অববাহুক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, অপতন্ত্রক আঢ্যবাত অবশিষ্ট রোগ ভুজকম্প, শিরঃ কম্প, এবং কটী জঙ্ঘা ও জানু প্রদেশের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহন্মাষ তৈল।

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে।
যবকোলকুলথানাং ছাগমাংসভবে পৃথক্।
প্রস্থে তৈলস্য চ প্রস্থং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্।
রাস্নাত্মগুপ্তাসিন্ধুত্থশতাহ্বৈরণ্ডমুস্তকৈঃ॥
জীবনীয়ৈর্ব্বলাব্যোষৈঃ শথেদক্ষয়তৈর্ভিষক্।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহুশোষেঽববাহুকে॥
বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদেন দারুনে।
বিশ্বচ্যামর্দ্দিতে গৃধ্রস্যামাপতানকে॥
বস্তভাঞ্জনপানেষু লাবনে চ প্রয়োজয়েৎ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥
ক্বাথপ্রস্থাঃ ষড়েত্রাত্র বিভক্তেন কীর্ত্তিতাঃ॥

তিলতৈল ৪ সের প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া জল সহযোগে ক্রমশ তৈলে নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। পরে লোধ, বালা, মুতা, নালুকা আমলকী, হরীতকী বহেড়া, কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং ষোল সের জল তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিবে এই প্রকার কিছুদিন রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলি বাদ দিয়া ফেলিবে এবং রাস্না আলকুশীবীজ, সৈন্ধব লবণ, শুলফা, এরণ্ডমূল, মুথা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু বেড়ালার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ছুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, অতঃপর মাষকলাই ছুই সের, গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আট সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ছুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে রাস্না ছুই সের গ্রহণ করিয়া আট সের জল জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ছুই সের জল থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে দিবে। অপর দশমূল সমস্ত ছুই সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছুই সের জল থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া সেই

ক্বাথ জল তৈলে প্রদান করিবে। এবং ক্ষীনপুংসক ছাগলের মাংস দুই সের গ্রহণ করিয়া আট সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুই সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ফেলিয়া এবং তৈলে ১৬ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ ও পান করিলে হস্তকম্প, মস্তককম্প বাহুশোষ, অববাহুক, বাধির্য্য কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বিশ্বচী, অর্দ্দিত, কুব্জ, গৃধ্রসী ও অপতাক প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহামাষ তৈল।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবতারিতে।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়োদদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
আত্মগুপ্তোরুবূকস্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রককটফলম্॥
নব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্নামধুকসৈন্ধবম্।
দেবদার্ব্বমৃতাকুষ্ঠং বাজিগন্ধাবচাশটী॥
এতৈ রক্ষসমৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েৎ মৃদুনাগ্নিনা।
পক্ষঘাতার্দ্দিতে বাতবাধির্য্যে চ হনুগ্রহে॥
কর্ণনাদে শিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
পাণিপাদশিরোগ্রীবাভ্রমণে মন্দচংক্রমে॥
কলায়খঞ্জপাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামবাহুকে।
পানে বস্তৌ তথা ভঙ্গে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে॥
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্।

তিল তৈল ৪ সের প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন হইলে নামাইয়া শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল অথবা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে তদনন্তর ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে বাদ দিয়া আলকুশী বীজ ভেরাণ্ডার মূল, শুলফা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ জীবক, ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চই, রক্তচিতার মূল, কট্‌ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু সৈন্ধব লবণ, দেবদারু, শুলঞ্চ বচ, শটী, কুড় অশ্বগন্ধা, এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। এবং মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ছয়সের একপোয়া ও ক্ষীনপুংসক ছাগলের মাংস তিন সের একপোয়া এই ত্রিবিধ পদার্থ ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং দুগ্ধ ১৬ সের উহাতে প্রদান করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এই তৈল পানীয়রূপে ও মালিশরূপে ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বাধির্য্য, হনুগ্রহ, খঞ্জতা পঙ্গুতা ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মহামাষ তৈল।

দ্বিপঞ্চমূলীং নিঃক্বাথ্য তৈলাৎ ষোড়শভিগুণৈঃ।
মাষাঢ়কং সাধয়িত্বা তস্মিন্নহং চতুর্গুণম্॥
গ্রাহয়িত্বা তু বিপচেত্তৈলপ্রস্থং পয়ঃ সমম্।
কল্কার্থঞ্চ সমাবাপ্য ভিষগ্‌দ্রব্যাণি বুদ্ধিমান্॥
অশ্বগন্ধাং শটীং দারুবলাং রাস্নাং প্রসারণীম্।
কুষ্ঠং পরুষকং ভার্গীং দ্বে বিদার্য্যৌ পুনর্নবাম্॥
মাতুলুঙ্গফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকাম্।
শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূলচিত্রকম্॥

জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্।
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ॥
বস্ত্যাভ্যঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রয়োজয়েৎ।
পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে সাপতন্ত্রকে।
অববাহুকবিশ্বচ্যোঃ খঞ্জপঙ্গুলয়োরপি।
হনুমন্যাগ্রহে চৈব অধিমন্থে চ বাতিকে॥
শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণশূলে চ দারুণে।
দশমূলাঢ়কং দ্রোণে নিঃক্বাথ্য পাদিকো ভবেৎ॥
ক্বাথশ্চতুর্গুণস্তেনাম্বায ক্বাথেৎপ্যয়ং বিধিঃ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নিতে ফেনারহিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া তৈলে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে অতঃপর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী হরিতকী বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালা পাতা। এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে।

তৎপরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া অশ্বগন্ধা শঠী, দেবদারু, বেড়েলারমূল. রাস্না, গন্ধভাদালী, কুড়, পরুষফল, বামুনহাটী. কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড পুনর্ণবা, ছোলঙ্গলেবু, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গ, শুলফা শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল রক্তচিতারমূল জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী যষ্টি মধু সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া একসের কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, ক্বাথার্থ দশমুল, ৮ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এবং মাষকলাই ৮ সের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক সিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ রূপে ও পানীয় রূপে বা বস্তিকর্ম্মরূপে প্রয়োগে পক্ষাঘাত হনুস্তম্ভ অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, মন্যাগ্রহ, বাতজনিত অধিমন্থনামক চক্ষুরোগ, শুক্রক্ষয়, কর্ণশূল, কর্ণ নাদ প্রভৃতি দুঃসাধ্য বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মজ্জস্নেহ। ৭৮

গ্রাম্যানূপৌদকানান্তু ভিন্নাস্থীনি পচেজ্জলে।
তৎস্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃপচেৎ॥
জীবকর্ষভকা স্ফোতা বিদারীকপিকচ্ছুভিঃ।
বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্॥
তংসিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাত্তথা পানাণুবাসনাৎ।
শিরঃপার্শ্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্॥
যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌজসশ্চ যে।
বলপুষ্টিকরস্তেষ মেতৎ স্যাদমতোপমম্॥

ছাগমাংস শূকরের মাংস ও কচ্ছপমাংস। এই তিন প্রকার মাংস সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথা প্রয়োজন জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে চারিসের ঘৃত গ্রহণ করিবে। তদনন্তর বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, গনিয়ারিছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর এই সমস্ত পদার্থ গুলি তুল্য পরিমাণে মিলিত ৪ সের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিরা আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এই ক্বাথ পূর্ব্বোক্ত স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং জীবক ঋষভক অস্ফো (হাপরমালী) ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশীবীজ ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণ এবং জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দ্রব্য গুলি

সমভাগে সমস্ত এক সের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত স্নেহে প্রদান করিবে এবং উহাতে আট সের দুগ্ধ দিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এইরূপ পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া স্নেহ গ্রহণ করিবে। এই স্নেহ নস্য মালিশ পানীয় রূপে প্রয়োগে মস্তক ও পার্শ্ব ও কোষ্ঠ প্রদেশের বাতরোগ প্রশমিত হয়।

কুব্জপ্রসারণী তৈল।

প্রসারণীশতং ক্ষুন্নং পচেত্তোয়ার্ম্মণে শুভে।
পাদশিষ্টে সমং তৈলং দধি দদ্যাৎ সকাঞ্জকম্॥
দ্বিগুণঞ্চ পয়ো দত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকাংস্তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলমধুকং সৈন্ধবং বচাম্॥
শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং লবণ পিপ্পলীং।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতামুস্বা ময়ান্ জয়েৎ।
অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যাপোহতি॥
কুব্জং স্তিমিত পঙ্গুত্বং গৃধ্রসীখুড় কার্দ্দিতম্।
হনুপৃষ্ঠশিরোগ্রীবাস্তম্ভং বাপি নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিফেন হইলে নামাইয়া শীতল হইলে একপোয়া কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং একসের পরিমাণে মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা এই পদার্থগুলি প্রত্যেক একপোয়া পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে। এবং ৬৪ সের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া রক্ত চিতারমূল, পিপুল মূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, বচ, শলুফা দেবদারু রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদালিরমূল, জটামাংসী ও ভেলারমুটী এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ১৬তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। এবং গন্ধভাদালি ১২৷৷৹ সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর দধিরমাথ ষোলসের এবং কাঁজী ষোলসের ও দুগ্ধ ৩২ সের তৈলে দিবে পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে সমস্ত বাদদিয়া এবং পুনঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল সর্ব্বশরীরে মালিশ করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত রোগ যাবতীয় রোগ বিশেষতঃ কুব্জতা স্তিমিতত্ব ও পঙ্গু প্রভৃতি অশীতি প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল।

প্রসারণ্যাস্তুলামশ্বগন্ধায়া দশমূলতঃ।
তুলাং তুলাং পৃথগ্বারি দোণে পাদাংশশেষিতে॥
তৈলাঢকং চতুঃক্ষীরং দধি তুলাং দ্বিকাঞ্জিকম্।
দ্বিপলৈ গ্রঁ স্থিকক্ষারপ্রসারণ্যব্দসৈন্ধবৈঃ॥
সমঞ্জিষ্ঠামিষষ্টাহ্বৈঃ পলিকৈর্জীবনীয়কৈঃ।
শুণ্ঠ্যাঃ পঞ্চপলং দত্বা ত্রিংশৎ ভল্লাতকানি চ॥
পচেদ্বাস্তাদিনা বাতং হন্তি সন্ধিশিরাস্থিতম্।
পুংস্ত্বোৎসাহস্মৃতিপ্রাজ্ঞবল বর্ণাগ্নিবৃদ্ধয়ে॥
প্রসারণীয়ং ত্রিশতী অক্ষাংস্নৌবর্চলং ত্বিহ॥

তিল তৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ কটাহে তৈল মৃদু অগ্নিউত্তাপে নিফেন হইলে নামাইয়া শীতলাবস্থায় একপোয়া কাঁচা হরিদ্রা গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে পরে একসের মঞ্জিষ্টা কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে।

তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী হরিতকী, বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালা-পাতা এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেকে একপোয়া করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং ৬৪ সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে ছাঁকিয়া সমস্ত সিটেগুলি বাদ দিয়া ফেলিয়া দিবে এবং জীবক, ঋষভক, মেদ, মহা-মেদ কাকোলি, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু এই পদার্থ গুলি প্রত্যেক একপল, শুঁঠ্ ৫ পল, ভেলার মুটী ৩০ পল অর্থাৎ ২০ তোলা, পিপুল-মূল ১৬ তোলা রক্তচিতারমূল ১৬ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা সৈন্ধবলবণ ১৬ তোলা, সৌবর্চ্চল লবণ, ১৬ তোলা মঞ্জিষ্টা ১৬ তোলা, গন্ধভাদালী ১৬ তোলা ও যষ্টিমধু ১৬ তোলা, গ্রহণ করিয়া কুটিয়া তৈলে দিবে এবং গন্ধ-ভাদালী ১২॥০ সাড়ে বার সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ লইয়া তৈলে প্রদান করিবে দশমূল ১২॥০ সাড়ে বারসের গ্রহণ করিয়া কুটিয়া ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। দুগ্ধ ৬৪ সের দধির মাত ১৬ সের ও কাঁজী ৩২ সের তৈলে ক্রমশঃ প্রদান করিবে অতঃপর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদদিয়া তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাক সমাধার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে সন্ধি ও শিরস্থিত বাতরোগ বিনষ্ট হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং ইহা দ্বারা উৎসাহ স্মৃতি বল ও বর্ণের উৎকর্ষতা সাধন এবং অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

সপ্তশতীকপ্রসারিণীতৈল।

সমূলপত্রামুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্।
শতং গ্রাহ্যং সহচরাচ্ছতাবর্য্যাঃ শতন্তথা॥
বলাশ্বগন্ধাশ্বগন্ধা কেতকীনাং শতং শতম্।
পচেত্তুত্তনে তোয়ে দ্রবৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্॥
মস্তমাংসরসং চক্রপয়শ্চাঢ়কমাঢ়কম্।
দধ্যাঢ়কসমাযুক্তং পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রব্যানান্ত প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা।
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বকং॥
রাস্না সৈন্ধবপিপ্পলৌ মাংসী মঞ্জিষ্ঠযষ্টিকা।
তথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ॥
শতপুষ্পা ব্যাঘ্রামং শুণ্ঠী দেবাহ্বমেবচ॥
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা ভল্লাতকস্তথা।
পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী॥
নাতি পক্বংনহীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ।
যত্র যত্র প্রদাতব্যা তম্মে দিশ্নতঃ শৃণু॥
কুব্জানামথ পঙ্গুনাং বামনানাং তথৈবচ।
যস্থ শুধ্যাতি চৈকাঙ্গং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ॥
বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতাপহতচেতসাম্।
স্ত্রীষু প্রক্ষীণশুক্রাণাং বাজীকরণমুত্তমং॥
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে চৈব প্রদাপয়েৎ।
প্রযুক্তাং শময়ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্॥

তিল তৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতলাবস্থায় একপোয়া কাঁচা হরিদ্রা কুটিয়া জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্টা একসের কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল অথবা বচ ও বালাপাতা ইহাদের প্রত্যেক একপোয়া পরিমানে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট যোলসের থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে বাদদিবে এবং তগর পাদিকা মদনফল কুড়, নাগেশ্বর মুথা, দারুচিনী, রাস্না সৈন্ধবলবণ, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্টা, যষ্টিমধু মেদ মহামেদ, জীবক, ঋষভক, শুল্ফা, শোধিত পদ্মনখী, শুঁঠ

দেবদারু, কাকোলী, বচ ও ভেলার মুটী, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক চারিতোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং পত্র ও মূল সংযুক্ত গন্ধভাদালিয়া ১২৷৷০ সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৫০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১২৷৷০ সাড়ে বারসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ তৈলে প্রদান করিবে এবং তৈল জাল দিতে থাকিবে। পরে সাড়ে বারসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত কাথ তৈলে দিবে এবং বেড়ালার মূল, সাড়ে বার সের ৫০ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সাড়ে বার সের থাকিতে সেই কাথ জল তৈলে প্রদান করিবে। আলকুশীর মূল সাড়ে বারসের ৫০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সাড়ে বারসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ তৈলে প্রদান করিবে। পরে শতমূলী সালে বারসের ৫০ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট সাড়ে বারসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ তৈলে প্রদান করিবে অতঃপর অশ্বগন্ধা সাড়ে বারসের ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ তৈলে দিবে। পরে কেওয়ার মাথী সাড়ে বারসের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে কাথ তৈলে প্রদান করিবে তদনন্তর দধির মাথ ষোলসের তৈলে দিবে এবং পরে স্ত্রীনপুংসক ছাগলের মাংস ৮ সের ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ তৈলে প্রদান করিবে। পরে চুক্র ষোলসের দুগ্ধ ষোলসের ও দধি ষোল সের তৈলে প্রদান করিতে হইলে কিঞ্চিৎ জলী-য়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাক সমাধার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এই সপ্তশতীক প্রসারনী তৈল মর্দ্দন অথবা পানীয় রূপে প্রয়োগ করিলে কুব্জতা, পঙ্গুতা, বামনতা ও একাঙ্গগুরুতা প্রশমিত হয় এবং ভগ্নাস্থি ও ভগ্নসন্ধি সংযোজিত হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত বাতরক্ত ক্ষয় ও তিন প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একাদশশতীক প্রসারণীতৈল।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণিতুলাস্তিস্রঃ কুরণ্টাত্তুলে-
ছিন্নাম্নাশ্চতুলেতুলে রুবকতো রাস্না শিরীষাত্তুলা।
দেবাহ্বচ্ছসকেতকাদৃষটশতে নিঃকাথ্য কুম্ভাংশিকে
তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বুকলসৌ দত্বাঢ়কং মস্তুনঃ॥
শুক্তচ্ছাগরসাদথেক্ষুরসতঃক্ষীরাচ্চ দত্বাঢ়কং,
পৃক্কাকর্কট জীবকাদ্যবিকসা কাকোলী কাকচ্ছুরা।
সূক্ষ্মৈলাঘনলারিকুন্দসরলাকাশ্মীরমাংসীনখৈঃ,
কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বয়নিশাকক্কোলকগ্রন্থিকৈঃ॥
ভয়বোচপূগকটুকাজাতীফলাভীরুভিঃ
শ্রীবাসামরদারুচন্দনাবচাশৈলেয়সিন্ধুত্থৈঃ।
তৈলাস্ফোদকটঙ্গরাজ্জ্বিনলিকারুশ্চীরকচ্চোরকৈঃ,
কস্তুরীদশমূলকেতকযবধ্যামাশ্বগন্ধাম্বুভিঃ॥
কোশাতাক্ষ জাশল্লকী ফললবুশ্যামা শতাহবামধৈঃ,
ভল্লাতত্রিফলাজকেশরমহাশ্যামালবঙ্গান্বিতৈঃ।
সব্যোষৈ স্ত্রিফলৈম হীয়সী পচেৎ মন্দেন প্যত্রেঽগ্নিনা,
পানাভ্যঞ্জনবস্তিনস্ত বিধিনাতন্মারুতং নাশয়েৎ॥
সর্ব্বাঙ্গার্দ্ধগতং তথাবয়বগং সন্ধস্থিমজ্জান্বিতম্,
শ্লেষ্মোত্থানথ পৈত্তিকাংশ্চ সমযেন্নানাবিধানাময়ান্।
ধাতূন্ বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং,
বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি সুমহদ্বন্ধ্যাসু ভক্রপ্রদম্॥
পিত্বা তৈলমিদং রজত্যপিসুতং সুতেঽমুনাভূরুহাঃ,
সিক্তঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনস্নিগ্ধা ভবন্তিস্থিরাঃ
ভগ্নাঙ্গা সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুগারোহঽসং কুঞ্জরাঃ॥

তিল তৈল ৬৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিফেন করিয়া নামা-ইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একসের পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে তদনন্তর ৪ সের মঞ্জিষ্টা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং লোধ মুতা আমলকী, হরীতকী বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেক একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ২৫৬ সের জল দিয়া সিদ্ধ কয়িয়া কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া

সুশুদ্ধতিলতৈলস্য দ্রোণং দ্রবেন সংযুতম্।
কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে।
আদ্য এভি র্দ্রবৈঃ পাকঃ কল্কো ভল্লাতকং কণা॥
নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্ পলোম্মিতম্।
ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দনমুচ্যতে।
পথ্যাক্ষ ধাত্রঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটো বচা॥
চোরপুষ্পী, শটীমুস্তং স্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্।
পিপ্পলীমূলমঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পুনর্নবা॥
দশমূলং সমুদিতং চক্রোমর্দ্দোরসাঞ্জনম্॥
গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়ো গণস্তথা॥
এষাং ত্রিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকবধীয়তে।
দেবপুষ্পীবোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে।
প্রিয়ঙ্গুশীরমধুরীমাংসী দারুবলাচলম্।
শ্রীবাসোনলিকাথোটিঃ সূক্ষ্মেলাকুন্দুরুম্রা॥
নখীত্রঞ্চত্বকপত্রী পমরা পূতিচম্পকম্।
মদনং রেণুকা পৃক্কামরুরঞ্চ পলত্রয়ম্॥
প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।
গন্ধোদকস্ত ত্বকপত্রীপত্রকোশীরমুস্তকম্॥
প্রত্যেকং সবনামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ।
কুষ্ঠার্দ্ধভাগোহত্র জলপ্রস্থাস্তথঞ্চবিংশতিঃ॥
অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মণি।
গন্ধাম্বুচন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।
কল্কোহত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কানীয়ককুসুমম্।
ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপূর্ণং লতা কস্তূরিকা তথা॥
লবঙ্গাগুরুককোল জাতীকোষফলানি চ।
এলালবঙ্গছল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোম্মিতম্॥
কস্তূরী ষট্ পলাচন্দ্রাংপলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে।
বেধার্থঞ্চ পুনশ্চন্দ্রমদৌ দেয়ৌ তথোম্মিতৌ॥
মহাপ্রসারণী দেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
গুনান্ প্রসারণীনাস্ত বহত্যেষা বলোত্তমান্॥
কাঞ্জিকং মানতোদ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে॥

তিলতৈল ৬৮ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে অল্প অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একসের পরিমাণে কাঁচা-হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং চারিসের মঞ্জিষ্ঠা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে পরে লোধ, বালুকা, মুথা আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একসের পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ২৫৬ সের জল উহাতে প্রদান কয়িয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। এই প্রকার কিছুদিন পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে গুলিন বাদ দিয়া ফেলিয়া দিবে এবং ভেলার মুটি, পিপুল, শুঠ ও মরিচ এই তিনটী প্রত্যেকে ৪৮ তোলা হরিতকী, আমলকী; বহেড়া, সরল-কাষ্ঠ, শুলকা, কাকলা, বচ, চোরপুষ্পী শটী, মুথা, নাগরমুথা, পদ্মপুষ্পী, নীলোৎপল পীপুল মূল মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা পুনর্ণবা, দশমূল, কালকা-সন্দবীজ, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ হরিদ্রা ও জীবনীয় দশক এই পদার্থগুলি প্রত্যেকে ২৪ তোলা পরি-মাণে গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং গন্ধভাদলি সাড়ে-সাইত্রিশ সের, নীলঝিণ্টী পঁচিশসের এবং অশ্ব-গন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়ালমূল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানি, চাকুলে বৃহতী, কন্টকারী গোক্ষুর ও পালিথামা-ন্দরেরছাল এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেকে সাড়ে-বারসের এবং দেবদারু ছয়সের একপোয়া শিরীষছাল ছয়সের একপোয়া লাক্ষা তিনসের অর্দ্ধপোয়া ও লোধ তিনসের অর্দ্ধপোয়া এই সমস্ত দ্রব্য ৮৪০০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১২৮ সের জল থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কাঁজি ৪৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, দধিরমাত ১৬ ইক্ষুরস ৩২ সের তৈলে দিবে। এবং নপুংসক ছাগলের মাংস সাড়েসাইত্রিশ সের ১৮০ সের জল দিয়া সিদ্ধ করি ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে, মঞ্জিষ্ঠা সাড়েবারসের গ্রহণ করিয়া ৬০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। অপর লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু বেনারমূল, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু, বালাপাতা, শিলাজতু নালুকা, শ্বেতচন্দন,

লোবান, ছোটএলাচি, কুন্দুরুখোটী, মুরামাংসী শোধিত ত্রিবিধনখী, তেজপত্র, খট্টাসী মৌকুল রেণুকা, চম্পকপুষ্পকলিকা, পিড়ীকপুষ্প এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ২৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে, গন্ধোদক প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইতেছে যথা ত্বকপত্র, বেনারমূল, মুথাও পাথর-কুচিমুল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ২০০ তোলা কুড় ১০০ তোলা, এই দ্রব্যগুলি ১০০ সের জলের সহিত তৈলের সিদ্ধ করিয়া ৫০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া গ্রহণ করিবে। এই গন্ধোদকের সহিত তৈলের দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এবং কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে, তদনন্তর নাগেশ্বর কুড়, দারুচিনী কালীয়া কাষ্ঠ কুঙ্কুম্ শ্বেতচন্দন গাটীয়ান বাতকস্তূরী ছোটএলাচি ও লবঙ্গবৃক্ষের ছাল এই দ্রব্যগুলি প্রাত্যকে ২৪ তোলা মৃগনাভি ৪৮ তোলা ও কর্পূর ১২ তোলা তৈলে প্রদান করিবে শ্বেত-চন্দন ৪০০ তোলা গ্রহণ করিয়া ৫০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে এবং তৈল জাল দিতে থাকিবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ২৫ সের গন্ধোদক প্রস্তুত করিয়া তৈলে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। সদ্গন্ধের নিমিত্ত এইতৈলের কিয়দংশের সহিত মৃগনাভি ৪৮ তোলা এবং কর্পূর ১২ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পরে সমস্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইতৈল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তৈল বলিয়া ইহার নাম মহারাজ প্রসারণী হইয়াছে ইহা সমস্তৈল অপেক্ষা অধিক গুণ করিয়া থাকে।

মহাসুগন্ধিতৈল ও লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

জিঙ্গীচোরকদেবদারুসরলং ব্যাঘ্রী বচা
চেলকত্বক্ পত্রৈঃ সহগন্ধকপত্রশটী পথ্যাক্ষধাথৈঃ।
এতৈঃ শোধিতস্য স্বতৈঃ পলযুগেভ্যাগাতয়াসংখ্যা
তৈলপ্রস্থমছিতৈঃ স্থিরমতিঃ কল্কৈঃ পচেক্কাক্ষিকম্॥
মাংসী মুরামদনচম্পকসুন্দরীত্বক্ গ্রন্থিযুক্তমরুব-
কৈর্দ্বিপলৈঃ সপৃক্কৈঃ।
শ্রীবাস কুন্দুরুনখীনলিকা মিষিনাং প্রত্যেকতঃ
পলযুগাম্য পুনঃ পচেত্তু॥
এলালবঙ্গচলচন্দনজাতিপূতিঃ কক্কোলতা
গুরুলতা ধূম্বৈঃ পলার্দ্ধৈঃ।
কণ্ডুরিকাক্ষনহিতা মলদীপ্তিযুক্তৈঃ পক্ত্বাতু
মন্দশিখিনৈব মহাসুগন্ধম॥
পঞ্চদ্বিকেন চার্দ্ধেন দদাৎ কর্পূরমিষাতে।
কর্পূরমদয়োরর্দ্ধং পত্রকল্কাদিহেষাতে।
পকপূতেহপ্যাক এব সম্যক্ পেষণবর্জ্জিতম্।
দীয়তে গন্ধবৃর্দ্ধ্যর্থং পত্রকল্কং তদুচ্যতে॥
প্রান্তক্তৌ শুক্কসংস্কারৌ গন্ধানমিহতৈঃ পুনঃ।
দ্বিগুণৈর্লক্ষীবিলাসঃ স্যাদয়ং তৈলসত্তম॥
পঞ্চপত্রাম্বুনা চাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা।
তৃতীয়োপি চ তেনৈব পাকো বা ধূপিতাম্বুনা॥

মহাসুগন্ধিতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে অল্প অগ্নিসন্তাপে ফেনাশূন্য হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে পরে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, তদনন্তর লোধ, মুথা নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল বা যব ও বালাপাতা এই দ্রব্য সমস্ত প্রক্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যোলসের জল উহাতে দিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপে কিছুদিন রাখিয়া পরে তৈল ছাকিয়া সমস্ত সিটে বাদ দিয়া ফেলিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা চোরপুষ্পী, দেবদারু সরল কাষ্ঠ, নখী, বচ, গুবাবৃক্ষের ছাল, তেজপত্র, গন্ধকপত্র, শটী, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও মুথা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে যোলতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া প্রথম কল্ক পাক করিবে, জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া জটামাংসী, মুরামাংসী, মদন, চম্পকপুষ্প কলিকা, প্রিয়ঙ্গু দারুচিনি, গেঁটেলা, বালা কুড়, মরুবকপুষ্প ও পিড়ীকপুষ্প এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ষোলতোলা এবং শ্বেতচন্দন কুন্দুরু-খোটি, নখী, নালুকা ও মৌরী ইহারা প্রত্যেক ৮ তোলা জটামাংসী প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে গন্ধোদক ১৬ ষোল সের প্রদান করিয়া দ্বিতীয় কল্ক পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া এলাচি, লতাকস্তূরী ও কঙ্কুম, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ৪ তোলা এবং মৃগনাভি ২ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ও ৪ রতি, এই দ্রব্য গুলি তৈলে প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে অগুরু ধুপিত গন্ধবারি ১৬ সের প্রদান করিয়া তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবেচনানুসারে গন্ধদ্রব্য গুলি শোধন করিয়া প্রদান করিবে। অশোধিত বস্তু ব্যবহার করিবেনা। এই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বাত জনিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীবিলাসতৈল।

তিলতৈল ৪ সের প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নিতে ফেনা শূন্য হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর একয়োয়া মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চি জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ মুথা নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম-রূপে কুট্টিত করিয়া তৈলে দিতে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে, এই প্রকারে কিছুদিন রাখিয়া পরে তৈল ছাঁকিয়া সমস্ত সিটে ফেলিয়া দিবে এবং মজিষ্ঠা চোরপুষ্পী, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, নখী, বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, তেজপত্র গন্ধকপত্র, শটী, হরীতকী, বহেড়া আমলকী ও মুথা এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ৩২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং উহাতে বিল্বাদি পঞ্চ পল্লবের ক্বাথ ১৬ সের প্রদান করিয়া প্রথম কল্ক পাক করিবে, জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে মুরমাংসী, মদন, চম্পকপুষ্প কলিকা, প্রিয়ঙ্গু দারুচিনী, গেঁটেলা বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প ও পিড়ীক পুষ্প, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ৩২ তোলা এবং শ্বেত চন্দন, কুন্দুরু-খোটি, নখী, নালুকা, ও মৌরী ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা জটা মাংসী, প্রভৃতি দ্রব্য গুলি কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে গন্ধোদক ১৬ সের প্রদান করিয়া দ্বিতীয় কল্ক পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ছোট এলাচি লবঙ্গ শিলাজতু শ্বেতচন্দন, জাতীফল, খট্টাসী, কাঙ্কাল অগুরু লতা কস্তূরী ও কুঙ্কুম, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ৮ তোলা এবং মৃগনাভি ৪ তোলা ও কর্পূর ২ তোলা বা ১২ মাষা ৪ রতি, এই দ্রব্য গুলি তৈলে প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে অগুরু ধুপিত গন্ধ বারি ১৬ সের প্রদান করিয়া তৃতীয় কল্ক পান করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে গন্ধ দ্রব্য গুলি শোধন করিয়া প্রদান করিবে। অশোধিত কোন বস্তুই ব্যবহার করিবে না। এই তৈল সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিলে নান বিধ বাতজনিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পঞ্চপল্লবোদক।

পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধাশং ক্ষালনস্তথা।
শোধনঞ্চাপি সংস্কারো বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে॥

আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপুরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ ॥

গন্ধদ্রব্য শোধনার্থ পঞ্চপল্লবোদক প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রস্তুত প্রণালী, যথা আম, জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গনেবু ও বিল্ব ইহাদিগের পত্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ আটগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে, তদনন্তর উক্ত জল দ্বারা শোধধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

নখাশুদ্ধি।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলৈঃ।
নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃণ্ময়েন তু ॥
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ।
গুড়পথ্যাম্বুনাহেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বদর পত্র উৎপল পত্র, অশ্বখুর ও গজকর্ণ, ভেদে নখী চারি প্রকার। মহিষীর বিষ্ঠা বা তেঁতুল ফল কিম্বা মৃত্তিকার সহিত নখী জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া গুড় মিশ্রিত হরীতকীর জলে সিক্ত করিলে উহা শোধন হয়। এতদ্ব্যতীত গোময়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভর্জন করিয়া লইলেও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে উল্লিখিত নিয়মানুসারে কর্কট ও শোধন করিরা লইতে হয়।

বচ ও হরিদ্রাশুদ্ধি।

গোমূত্রে চালম্বুষকে পক্ত্বা পঞ্চলোদকে।
পুনঃ সুরভি তোয়েন বাষ্পস্বেদেন স্বেদয়েৎ ॥
গন্ধোগ্রা শুধ্যতে হেবং রজনী চ বিশেষতঃ ॥

গোমূত্রে এবং মুণ্ডিরীযুক্ত জলের সহিত বচ সিদ্ধ করিবে। তদনন্তর গন্ধোদক পূর্ণ পাত্রের মুখে একটি, সছিদ্রপাত্র স্থাপন করিবে এবং উভয় পাত্রের সন্ধিস্থান উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া উক্ত সছিদ্র পাত্রের উপর বচ রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা বচ গুলি ঢাকিয়া দিবে, এবং গন্ধোদক পূর্ণ পাত্রের নীচে জ্বাল দিতে থাকিবে, এইরূপ বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ বচ সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই প্রণালী অনুসারে হরিদ্রা ও বিশুদ্ধ হয়।

মুথাশুদ্ধি।

মুস্তকন্ত মনাকৃক্ষুণ্ণং কাঞ্জিকে ত্রিদিনোষিতম্।
পঞ্চপল্লবপানীয়স্বিন্নমাতপশোষিতম্ ॥
গুড়াম্বুনাসিচামানং ভর্জ্জয়েচ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
আজশৌভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চেতি শুধ্যতি ॥

মুথা অল্প কুট্টিত করিয়া তিন দিবস কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিবে। অতঃপর পঞ্চপল্লব জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া গুড় মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিবে এবং পরে ভর্জ্জন করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর ছাগমূত্রের ও সজিনার রসে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে মুথা বিশুদ্ধ ও সদ্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

শৈলজশুদ্ধি।

কাঞ্জিকে ক্বথিতং শৈলং ভৃষ্ট্বা পথ্যাগুড়াম্বুনা।
সিঞ্চেদেবং পুনঃ পুষ্পৈর্বিবিধৈরধিবাসয়েৎ ॥

শৈলজ কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়া লইবে, তদনন্তর গুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত এবং নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, এই প্রকারে শৈলজ বিশুদ্ধ ও সদ্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

খট্টাসী শুদ্ধি।

ফলালাভমপামার্গস্য ক্ষারদিক্ষারলেপিতম্।
বাষ্পস্বেদেন মাংস্বেদ্য পূতিং নির্লোমতাং নয়েৎ ॥
দোলাপক্বং পচেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপল্লববারিণী।
খল্লঃসাধুমিবোৎ পিডা ততোনিঃস্নেহতাং নয়েৎ ॥
আজশৌভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
শিগ্রু মূলে চ কেতক্যাঃ পুষ্পপত্রপুটে চ তং ॥
পচেদেবং বিশুদ্ধঃ সম্যগ্‌নাভিসমোভবেৎ ॥

খট্টাস নামক প্রসিদ্ধ বস্তুর অণ্ডকোষকে খট্টাসী কহে। পাটনা প্রভৃতি প্রদেশে খট্টাসীই উৎকৃষ্ট, এতদ্দেশে তদ্রূপ নহে। অপাঙ্গ এবং মনসাসিজ, প্রভৃতির রস দ্বারা খট্টাদি লিপ্ত করিয়া বাষ্পস্বেদ প্রদান করিবে অর্থাৎ একটি

জল পূর্ণ পাত্রের উপরে অপর সছিদ্র পাত্র স্থাপন করিয়া উহাদের সন্ধিস্থান উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে, এবং উক্ত উপরিস্থ সছিদ্র পাত্রে খট্টাসী রাখিয়া অপর একখানি শরা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। তদনন্তর জল পূর্ণ পাত্রের তলাতে জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে স্বেদ প্রদত্ত হইলে খট্টাসীর গাত্রস্থ রোমসকল সহজেই স্খলিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্রিয়া দ্বারা খট্টাসী লোম শূন্য করিয়া একটী পাত্রে আম ও জাম প্রভৃতি পঞ্চবিধ পল্লব এবং জল রাখিয়া খট্টাসী বস্ত্রে পুট্‌লী বদ্ধ করিয়া উক্ত পাত্রের মধ্যে দোলাবৎ ঝুলাইয়া রাখিবে এবং পরে অগ্নি সন্তাপে জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার সিদ্ধ করিয়া খট্টাসী নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক উহার স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ছাগ মূত্র ও সজিনা ছালের রসে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিবে, এই প্রকারে সাত কি আট বার করিয়া কুশ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া পুট পাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে, এই প্রকার খট্টাসী বিশুদ্ধ ও মৃগনাভির ন্যায় সদ্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

শিলাজতু ও কুঙ্কুম্ প্রভৃতিরশুদ্ধি।

তুরুষ্কং মধুনাভাব্যং কাশ্মীরঞ্চাপি সর্পিষা।
রুধিরেণায় সংপ্রোক্তের্গোমূত্রৈরগ্নিপর্ণকম্ ॥
মধুদকেন মধুরীং পত্রকং তণ্ডুলাম্বুনা ॥

শিলাজতু মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সাত বার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে কুঙ্কুম ঘৃতের সহিত, অগুরু কুঙ্কুমের সহিত গ্রন্থি পূর্ণ গোমূত্রের সহিত, মৌরী মধু মিশ্রিত জলের সহিত এবং তেজপত্র তেঁতুল জলের ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মৃগনাভির লক্ষণ।

ঈষৎক্ষারাহ্বয়া তু গন্ধাযাতি ন ভস্মতাম্।
পীতা কেতকগন্ধা চ লঘুস্নিগ্ধা মৃগোত্তমা ॥

যে মৃগনাভির গন্ধ কেতকী পুষ্পের ন্যায় তৃপ্তি জনক, বর্ণ পিঙ্গল; বা পীত, আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত অথবা কটু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র দগ্ধ না হইয়া চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এবং পরিশেষে উহা যখন দগ্ধ হইতে থাকে সেই সময়ে দগ্ধ চর্ম্মের গন্ধ বহির্গত হয়, এই প্রকার লক্ষণযুক্ত মৃগনাভিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানিবে।

কর্পূরের লক্ষণ।

পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্।
তত্রাপি স্যাদ্‌যদক্ষুদ্রং স্ফটিকাভং তদুত্তমম্ ॥
পক্কঞ্চ সদলং স্নিগ্ধং হরিতচ্ছাতিচোত্তমম্ ॥
ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তিতঃ কণাঃ ॥

পক্ক অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর অধিক গুণ বিশিষ্ট, অপক্ক কর্পূরের মধ্যে যাহা অক্ষুদ্র ও স্ফটিক বা সচ্ছ তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট যদি পক্ক কর্পূর দানা বিশিষ্ট হরিতবর্ণ হয় এবং ভাঙ্গিলে ঈষৎ চঞ্চল ও উহা হইতে কণা পতিত হয় না। তাহা হইলে পক্ক কর্পূর ও উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কর্পূরের অপর পরীক্ষা এই যে, হস্তে কর্পূর ঘর্ষণ করিলে যদি উহার সচ্ছতা নিবন্ধন হস্তরেখা লক্ষিত হয় তাহা হইলে সেই কর্পূর শ্রেষ্ঠ কর্পূর জানিবে।

কুড়ের লক্ষণ।

মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং কীটদোষবিবর্জ্জিতং ॥

কুড় কন্দজাতীয় লতার মূল ইহা পাটনা প্রভৃতি প্রদেশে পাওয়া যায়। যদি কুড় মৃগশৃঙ্গের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং উহা কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত না হয় তাহা হইলে সেই কুড়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শ্বেতচন্দনের লক্ষণ।

শ্বেতচন্দনমত্যন্তং স্নিগ্ধং গুরু সুগন্ধি চ।
ভবেৎ যচ্চন্দনং রক্তপীতসারং তদুত্তমং ॥

যে শ্বেতচন্দন অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গুরু ও সদগন্ধযুক্ত, যাহার সারভাগ লোহিত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট সেই শ্বেতচন্দনই শ্রেষ্ঠ।

অগুরুর লক্ষণ।

কাকতুণ্ডাকৃতিঃ স্নিগ্ধো গুরুশ্চৈবোত্তমোঽগুরুঃ।
অসারং পাণ্ডুরং রুক্ষং লঘু চাধমমাদিশেৎ॥

যে অগুরু স্নিগ্ধ, গুরু ও কাকতুণ্ডাকৃতি, তাহাই উত্তম ও প্রশস্ত, অসার, পাণ্ডুবর্ণ রুক্ষ ও লঘু এ প্রকার অগুরু অপকৃষ্ট।

কুঙ্কুমের লক্ষণ ও খট্টাসীর লক্ষণ।

স্নিগ্ধাল্পকেশরন্বজং শালিনো রক্তমাংসস্রঃ।
খট্টাসোঽম্বুপজশ্রেষ্ঠো বস্তুলোমাংসলশ্চয়ঃ॥

যে কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ কেশরবিহীন এবং যে কুঙ্কুম রক্তবর্ণ তাহাই উৎকৃষ্ট কুঙ্কুম, এবং যে কুঙ্কুম নীলবর্ণ ও দুইবর্ণ বিশিষ্ট ও পাণ্ডুবর্ণ ও কর্কশ কেশরযুক্ত তাহা অপকৃষ্ট জানিবে সজলদেশীয় পোকার ও মাংস বিশিষ্ট খট্টাসীই উৎকৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র লক্ষণ বিশিষ্ট খট্টাসী তাহা অব্যবহার্য্য।

মাংসী ও রেণুকার লক্ষণ।

মুরা পীতা বরা প্রোক্তা মাংসীপিঙ্গজটাকৃতিঃ।
রেণুকা মুক্তাসংস্থানা শস্তমানূপজং ঘনম্॥

মুরামাংসী কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ ও জটামাংসী পিঙ্গলবর্ণ ও জটা সদৃশ হইলে উৎকৃষ্ট, এতদ্ব্যতীত উভয় পদার্থই নিকৃষ্ট ও অপ্রশস্ত। যে রেণুকা আনুপদেশ সম্ভূত ও মুগের আকৃতি বিশিষ্ট তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যাহা স্থূল ও মরিচের ন্যায় আকৃতি তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

জাতীফলের লক্ষণ।

জাতীফলং সশব্দঞ্চ স্নিগ্ধং গুরু চ শস্যতে।
লঘুকং শব্দহীনঞ্চ রুক্ষাঙ্গমতিনিন্দিতম্॥

যে জাতীফল শব্দ বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও গুরু তাহাই উত্তম যাহা লঘু শব্দ বিহীন ও রুক্ষ তাহা অপকৃষ্ট তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না।

ছোটএলাচির লক্ষণ।

এলাককোলবীজাভা সাগ্রাহ্যাকোদ্রবাকৃতিঃ।
যা কক্কোলসমাকারা কর্পূর রেণুসংযুতা॥
সরলা সা ত্রুটিঃশ্রেষ্ঠা বিপরীতাতুনেষ্যতে॥

যে সমস্ত ছোটএলাচি কাঁকলাবীজের ন্যায় এবং কোদ্রবের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং যাহাতে কর্পূরের রেণুর ন্যায় লক্ষিত হয় সেই ছোটএলাচিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ভিন্ন প্রকার হইলে তাহা অগ্রাহ্য জানিবে।

প্রিয়ঙ্গুর লক্ষণ।

যা কিঞ্চিৎ পাণ্ডুরা শ্যামা কীটদোষ বিবর্জ্জিতা।
সা প্রিয়ঙ্গু র্মতা ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা॥

যে প্রিয়ঙ্গু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট এবং কীটাদি কর্ত্তৃক দষ্ট নহে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে এবং ইহার সতন্ত্র লক্ষণযুক্ত হইলে তাহা প্রশস্ত নহে।

নখীর লক্ষণ।

নখমশ্বখুরং হস্তিকর্ণঞ্চৈবাত্র শস্যতে।
এতেষামপরেষাঞ্চ নবতা প্রবলো গুণঃ॥

নখী পঞ্চবিধ পূর্ব্বে শোধনবিধিরকালীন উক্ত হইয়াছে এবং এখানে ও কথিত হইল। যথা কাকডুম্বুর পত্রাভা উৎপল পত্রায়তা, অশ্বমুখের ন্যায় আকৃতি বিশেষ, গজবর্ণসমা (হাতীর কানের ন্যায়) ও বরাহবর্ণ সঙ্কাশা। ইহা দিগের পরস্পর ভেদ নামের তাৎপর্য্য দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। উল্লিখিত পঞ্চবিধ নখীর মধ্যে অশ্বখুর ও গজকর্ণ নামক দুইপ্রকার নখী মহারাজ প্রসাবনী তৈলে গন্ধকার্য্যে প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চতুর্ম্মুখরস।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং সমং সূতাজ্জি হেমচ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্তা কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ ততুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

এতদ্রসায়বরং ত্রিফলামধুযোজিতম্।
তদ্‌যথাগ্নিবলংখাদেদ্ বলীপলিত নাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসংশূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্ল পিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বনাঢ্যবাতং বিসর্প বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারংমহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥
ক্রমেণশীলিতংহন্তিবৃক্ষ মিন্দ্রাশনির্যথা।
পৌষ্টিকংধন্তমায়ুষ্যং স্ত্রীনাংপ্রসব কারণম্॥
চতুর্ম্মুখেন দেবন কৃষ্ণাত্রেয়স্ত সূচিতম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে ১ তোলা স্বর্ণ দুইমাষা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ড পত্রেদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া দিবে, তদন্তর ধান্যরাশির মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করতঃ ২ রতি প্রমান বটিকা প্রস্তত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার ভিজার জল। রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বলী, পলিত ক্ষয় পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা অম্ল পিত্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, অপস্মার ও উন্মাদ পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

চিন্তমণিচতুর্ম্মুখ।

বিশুদ্ধংরসসিন্দুরং তদর্দ্ধংলৌহমভ্রকম্।
তদর্দ্ধংকনকংখল্লে কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌনিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষুযোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরংত্রিফলা মধুনংযুতম।
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলিপলিতনাশনম্॥
অপস্মারমহোন্মাদংরোগান্ বাতসমুদ্ভবান্।
ক্রমেণশীলিতং হন্তিবৃক্ষমিন্দ্রাশনিযদা॥

রসসিন্দুর দুইভাগ, লৌহ একভাগ, অভ্র একভাগ, স্বর্ণ লৌহের অর্দ্ধেক এসমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ড পাত্রদ্বারা জড়াইয়া ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ৩ দিবস ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিয়া পরে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুসারে ২ রতি প্রমান বটিকা প্রস্তত করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল ও মধু ইহা সেবন করিলে অপস্মার উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাতজরোগ বিদূরীত হয়।

যোগেন্দ্ররস।

বিশুদ্ধংরসসিন্দুরং তদর্দ্ধং শুদ্ধহাটকম্।
তৎসমংকান্তলৌহঞ্চ তৎসমং চাভ্রমেবচ॥
বিশুদ্ধং মৌক্তিকঞ্চৈব বঙ্গঞ্চতৎসমংমতম্।
কুমারিকা রসৈর্ভাব্যং ধান্যরাশৌদিনত্রয়ম্॥
ততোরক্তিদ্বয়মিতাংবটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যোগবাহীরসোহ্যেষ সর্ব্বরোগ কুলান্তকঃ॥
বাতপিত্তভবান রোগান্ প্রমেহান্ বহুমূত্রতাম্।
মূত্রাঘাত সপস্মারং ভগন্দর গুদাময়ম্।
উন্মাদমূর্চ্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতংহতেন্দ্রিয়ম্।
শূলাম্লপিত্তকং হন্তিভাস্করস্তিমিরংযথা॥
ত্রিফলারসযোগেন শুভ্র শীতয়াপি বা।
ভক্ষয়িত্বাভবেদ্রোগী কামরূপী সুদর্শনঃ॥
রাত্রৌসেব্যংগবাং ক্ষীরং কৃশাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
যোগেন্দ্রাখ্যোরসোনাম্না কৃষ্ণাত্রেয় বিনির্ম্মিতঃ॥

একতোলা রসসিন্দুর, স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ তোলা এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমান বটীকা প্রস্তত করিয়া লইবে, ইহা ত্রিফলা ভিজার জল অথবা চিনি ভিজার জল অনুপানে সেবন করিবে। রাত্রিতে গব্যদুগ্ধ প্রভৃতি পান করিবে। ইহা সেবন করিলে উন্মাদ মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

রসরাজরস।

পলৈকংশুদ্ধসূতস্য ব্যোমসত্বঞ্চকার্ষিকম্।
তদর্দ্ধংকাঞ্চনংদেয়ং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্॥
লৌহংরূপ্যং মৃতংবঙ্গং বাজিগন্ধাংলবঙ্গকম্।
জাতীকোষং তথাক্ষীরকাকোলীঞ্চতদর্দ্ধতঃ॥
কাকমাচীরসৈঃপিষ্ট্বা পঞ্চগুঞ্জা মিতাবটী।
ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতেবাতেহনুস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে।
ধনুস্তম্ভেঽপতানেচ বাধির্য্যে মস্তকভ্রমে॥
সর্ব্ববাত বিকারেষু রসরাজ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ॥

রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা স্বর্ণ এক তোলা এই সমস্ত ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্ষীরকাঁকলা, প্রত্যেক ॥০ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া মিশ্রিত করতঃ কাক মাচীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমান বটীকা প্রস্তত করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল পক্ষাঘাত অর্দ্দিত হনুস্তম্ভ অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ ইহার প্রভাবে শান্তি পাইয়া থাকে।

বৃহদ্বাত চিন্তামণি।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রূপ্যমভ্রকম্।
লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালাঞ্চ মৌক্তিং ত্রয়সম্মিতং॥
ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
বল্ল মাত্রা বটী কর্য্যা ভিষগ্‌ভিঃ পরিযত্নতঃ॥
যথাব্যাধ্যনুপানেন নাশয়েদ্রোগসংকুলম্।
বাতরোগং পিত্তকৃতং নিহন্তি নাত্রচিন্তকম্॥
বৃদ্ধোঽপিতরুণস্পর্দ্ধী কন্দর্পসমবিক্রমঃ।
পুষ্টঃসিদ্ধফলশ্চায়ং বাতচিন্তামণিস্থিহঃ॥

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দুর ৭ ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমান বটীকা প্রস্তত করিবে। ব্যাধি বিবেচনায় অনুপান নির্দ্দেশ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বায়ুজ ও পিত্তজ বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে ও বিকালে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মাংসের ঝোল, ডুমুর, মানকচু, পটোল প্রভৃতির তরকারী কলাইয়ের ডাইল, ধারোষ্ণদুগ্ধ মাখন, ঘোল দধি, আঙ্গুর, দাড়িম্ব, পেঁপে, আতা, ইক্ষু, নারিকেল প্রভৃতি ফল এবং মোহনভোগ সুজির পায়স ইত্যাদি সুপথ্য প্রদান করিবে। এই রোগে স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক পানাহার ও উত্তম তৈল মর্দ্দন স্রোতস্বিনী, নদী বা সরোবরের স্নান বিশেষ হিতজনক।

লঙ্কার ঝাল, ভাজাপোড়া দ্রব্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন এবং চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, রৌদ্র লাগান রাত্রি জাগরন শৈত্য সেবন এই সমস্ত অনিষ্টকারক অহিত সেবনে সর্ব্বদা বিরত করিবে।

বাতরক্তনিদান।

লবণাম্ল কটুক্ষার স্নিগ্ধোষ্ণা জীর্ণ ভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বু জানাম্বু জানূপমাংস পিণ্যাকমূলকৈঃ॥
কুলত্থমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ।
দধ্যারনাল সৌবীর শুক্ত তক্র সুরাসবৈঃ॥
বিরুদ্ধাধ্যশন ক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
প্রায়শঃ সুকুমারাণং মিথ্যাহারবিহারিণাঃ॥
স্থূলানাংসু খিনাঞ্চপি কুপ্যতেশোণিতং॥

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অজীর্ণে ভোজন, পচা ও শুষ্কমাংস, মৎস্য ও কচ্ছপাদির মাংস গোড়াদি পূর্ব্বদেশজাত জন্তুর মাংস তিলকল্কমূল, কুলথকলাই, মাষকলাই, শিম, বার্ত্তাকু মাংস, ইক্ষুরস, দধি, কাঁজি, শুক্ত তক্র, সুরা, বিরুদ্ধ ভোজন, ক্রোধ, দিবা নিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সমস্ত কারণ বশতঃ এবং অযথা আহার ও আচারশীল কোমল শরীর বিশিষ্ট, মিথ্যাচার বিশিষ্ট স্থূল ব্যক্তিদিগের এবং সুখী ব্যক্তিদিগের।

বাতরক্তেরসংপ্রাপ্তি।

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতশ্চাশ্নতশ্চ
বিদাহ্যন্নংসংবিদাহোঽশনস্য।
কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ
দুষ্টংস্রস্তং পাদয়োশ্চীয়তু॥
তৎসংপৃক্তং বায়নাদূষিতেন
তৎপ্রবল্যাছচ্যতে বাতরক্তং॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হস্তী, অশ্ব, অথবা উষ্ট্রদ্বারা

ভ্রমণ ও বিদাহ জনক অন্নভোজন করে এবং ভুক্তান্ন বিদাহ হয়, সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু সহযোগে পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদি ও বাত ও রক্ত উভয়েই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি রোগরে বিষয়ে বায়ুর প্রাধান্য হেতু ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাত রক্তই কহিয়া থাকে, বিদাহি, অন্ন ভোজন জন্য রক্ত হস্ত্যাদি গমন দ্বারা বায়ুকুপিত হয়। এবং পাদদ্বয় লম্বভাবে থাকায় ঐ দূষিত রক্ত বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পদদ্বয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বাতরক্তেরপূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং
ক্ষতেঽতিরুক।
সন্ধিশৈথিল্যমালস্য সদনং পিড়কোদ্গমঃ॥
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস হস্ত পাদাঙ্গসন্ধিষু।
নিস্তোদঃস্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেবচ॥
কণ্ডূ সন্ধিষুরুকদাহো ভূত্বা নশ্যতি চাকৃৎ।
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্ পূর্ব্বলক্ষণং॥

বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মাগমন কিম্বা ঘর্ম্মের অনির্গম্ স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন স্পর্শশক্তি রোধ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা সন্ধি সকল শৈথল্য আলস্য অবসন্নতা ও পিড়কার উৎপত্তি হয় এবং জানু জঙ্ঘা উরু কটী, স্কন্ধ, হস্তপদ ও সন্ধি সকলে সুচীভেদবৎবেদনা স্ফুরণ বিদারনবৎ পীড়া গুরুত্বস্পর্শ শক্তির হ্রাস ও কণ্ডু হয় এবং সন্ধিস্থানে বারম্বার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায় এতদ্ব্যতীত দেহের বিবর্ণতা ও চাকা চাকা চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতরক্তেরবাতের প্রাধান্যের লক্ষণ।

বাতেঽধিকংতত্রশূলধিকেস্ফুরণ ভঞ্জনং।
শোথস্য রৌক্ষং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ॥
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গ গ্রহোঽতিরুক্।
শীতদ্বেষানুপশয়ৌস্তম্ভবেপথু সুপ্তয়ঃ॥

বাতরক্তে যদ্যপি অধিক পরিমানে বায়ু প্রকোপ হয় তাহা হইলে শূল, স্ফুরন ও ভগ্নবৎ পীড়া এবং শোথের রুক্ষতা কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণতা ও বাতরক্ত লক্ষণের কখন বৃদ্ধি কখন হ্রস হইয়া থাকে, ধমনী, অঙ্গুলী ও সন্ধিসকলের সঙ্কোচক অঙ্গবেদনা অতিশয় যাতনা শীত সেবন ও শীতে অনুপশয়, স্তব্ধতা কম্প ও স্পর্শ শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এবং এই বাতরক্তে যদি রক্ত কোপের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে শোথ তাম্রবর্ণ, কণ্ডুক্লেদসমন্বিত অতিশয় দাহ, তোদ ও চিমিচিমি বেদনা বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না পিত্তাধিক্য বাতরক্তে দাহ, মোহ ঘর্ম্মাগমন, মূর্চ্ছা মত্ততা ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। আর শোথ, অর্শ দাহ, যুক্ত, রক্তবর্ণ, স্ফীত এবং পাক ও অতিশয় উষ্ম বিশিষ্ট হয়। কফাধিকবাতরক্তে স্তৈমিত্য গুরুত্ব, স্পর্শ শক্তির অল্পতা চাকচিক্য শৈত্য কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের প্রাবল্য তদুভয় দোষকৃত ও দোষত্রয়ের আধিক্য ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সমূহের মিলন হয়।

পাদদ্বয়ব্যতীত অন্যান্যস্থানাশ্রিত বাতরক্তের লক্ষণ।

পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্বিষমিবক্রুদ্ধং তদ্দেহমুপসর্পতি॥

বাতরক্ত, পাদমূল কখন কখন বা হস্তমূল হইতে ও আরম্ভ করিয়া মূষিক বিষের ন্যায় মন্দমন্দ বেগে ক্রমশঃ সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

বাতরক্তেরযাপ্য ও অসাধ্যতার লক্ষণ।

অজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ।
উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাং সক্ষয়াদিভিঃ।
বাতরক্তমসাধ্যংস্যাদ্যাপ্যং সম্বৎসরোত্থিত॥

যে বাতরক্ত পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ত্বক, বিদীর্ণত্বক্ পূয়রক্তস্রাবী ও বলমাংস ক্ষয়াদি উপদ্রবে উপদ্রুত এই লক্ষণাক্রান্ত বাতরক্ত অসাদ্ধ, কিন্তু সম্বৎসরজাত বাতরক্ত অর্থাৎ একবৎসর হইয়াছে তাহা যাপ্য।

বাতরক্তেরসাধ্যঅসাধ্য লক্ষণ।

অসপ্নারোচকশ্বাস মাংসকেথশিরোগ্রহাঃ।
মূর্চ্ছাতিমঙ্গরুক্তৃষ্ণা জ্বরমোহপ্রবেপকাঃ॥
হিক্কাপাঙ্গুল্যবীসর্পপাকতোদ ভ্রমক্লমাঃ।
অঙ্গুলীবক্রতাস্ফোটদাহমর্ম্ম গ্রহার্ব্বুদাঃ॥
এতৈরুপদ্রবৈর্ব্বর্জ্জ্যং মোহনৈকেন বাপিযৎ।
অকৃৎস্নোপদ্রবং যাপ্যংসাধ্যংস্যান্নিরুপদ্রবঃ।
একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজং।
ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ যস্য চস্যুরপদ্রবাঃ॥

অনিদ্রা, অরোচক, শ্বাস, মাংসপতন শিরবেদনা, ইন্দ্রিয়মোহ মত্ততা, ব্যাথা তৃষ্ণা, জ্বর, মনোমোহ কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প শোথ পাক, সূচীভেদবৎবেদনা, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলীর বক্রতা স্ফোট পর্ব্ববেদনা ও অর্ব্বুদ এই সমস্তউপদ্রবযুক্ত কিম্বা একমাত্র মোহযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য জানিবে। একদোষানুগত ও অচিরোৎপন্ন বাতরক্ত সাধ্য। দ্বিদোষজনিত যাপ্য এবং ত্রিদোষ জনিত ও বহুল উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য জানিবে।

বাহ্যংলেপাভ্যঙ্গসেকোপানাহৈর্ব্বাতশোনিতম্।
বিরেকাস্থাপনস্নেহপানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ॥

উত্তান ও গম্ভীর ভেদে বাতরক্তরোগ দুই প্রকার ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি অন্তর্বর্ত্তী ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর কহে (প্রলেপ, মালিশ, সেক ও উপনাহ দ্বারা উত্তান অস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীরাখ্য বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে।

সয়োর্দ্ধ্বকেদ্ স্বক্শৃঙ্গ শূচ্যলাবুজলৌকসা।
দেশাদ্দেশংব্রজেৎ স্রাব্যংশিরাভিঃ পুচ্ছনেনবা॥
অঙ্গগ্লানৌ চন স্রাব্যং রুক্ষোবাতোত্তরেচৎ॥

শৃঙ্গ, সূচী, অলাবুচক্র বা জলৌকা দ্বারা উভয় বিধ, বাতরক্তরোগেই রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে। বাতরক্তরোগ প্রসরনশীল (অর্থাৎ গতিশীল) বলিয়া উহাতে শিরাভেদ বা পুচ্ছন দ্বারা রক্তস্রাব করিবে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে রুক্ষ বা বাতপ্রধান হইলে রক্তমোক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

বাতরক্তরোগে অড়র, ছোলা, মুগ, মসুর ও বনমুগের যূষ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা করিবে এবং পুরাতন যব, গোধুম উড়িধান্য শালি ও যষ্ঠিকধান্য এবং গব্য মহিষ ও ছাগদুগ্ধ এই প্রশস্ত।

যোগ।

গুলঞ্চ, ধনিয়া ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া বাতরক্ত রোগাক্রান্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতরক্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসক গুড়ূচী, সোণালু ফলের মজ্জার ক্বাথ সহ এরণ্ড তৈল পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ প্রস্রবণ শীল অশেষবিধ বাতরক্ত বিকার নষ্ট হয়।

মধু ও ঘৃত সঙ্কালিত মুণ্ডিরী চূর্ণ লেহন করিয়া গুড়ূচীর ক্বাথ অনুপান করিলে সুদারুন বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিস্রোথবা পঞ্চগুড়েন পথ্যাজগ্ধা
পিবেচ্ছিন্নরুহাকষায়ম্।
তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণ মাজানু সংভিন্ন মপিহ্ বস্তম্॥
ঘৃতেন বাতং সগুড়াবিবন্ধং
পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
বাতাসৃগুগ্র রুবুতৈলমিশ্রা
শুণ্ঠ্যা মবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী॥
গুড়ূচ্যা স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা কাথমেব বা।
প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥

সমানাংশ গুড়ের সহিত তিনটী বা পাঁচটী,

হরীতকী, সেবন করিয়া গুড়ূচীর ক্বাথ অনুপান করিলে আজানুস্ফুটীত অত্যুগ্র বাতরক্ত নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। ঘৃত মিশ্রিত গুড়ূচী বাত নিবারক, সগুড় বিবন্ধ, শর্করা মিশ্রিত পিত্তরোগ, মধুমিশ্রিত কফরোগ, এরণ্ডতৈলমিশ্র উগ্রবাত নিবারক, গুড়ূচীর রস, ক্বাথ, কল্ক, অথবা চূর্ণ বহুদিবস সেবন করিলে রাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

দশমূল সহ পক্ব দুগ্ধ বাতরক্ত স্থানে সেচন করিলে সদ্য শূল নিবারণ করে, বাতোম্বিত হইলে কোঞ্চ ঘৃত সেবন করিবে।

পিত্তজনিত রোগ হইলে পটোল পত্র কট্‌কী, শতমূল ত্রিফলা ও গুড়ূচী এই সমুদয়ের ক্বাথ পান করিলে সদাহ বাতরক্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

ছাগ দুগ্ধ ও গোধূমচূর্ণ; অথবা ছাগঘৃত কিম্বা ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ড বীজ কল্ক লেপন বিধেয় শত ধৌত ঘৃত বা মহিষ দুগ্ধের সহিত পরিষেক প্রশস্ত, ভৃষ্ট তিল দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া পেষণ করতঃ পূর্ব্ববৎ লেপন করিবে।

কট্‌কী গুড়ূচী ও শুণ্ঠী এই সমস্ত সমধুকল্ক গোমূত্র সহ পান করিলে কফজ, বাতরক্ত নষ্ট হয়। আমলকী, হরিদ্রা, মুথার ক্বাথ কফাধিক্যে পান করা বিধেয়।

উপযুক্ত পথ্য সেবী কফাধিক্য রোগে তাল মাখনা ও গুড়ূচীর ক্বাথে পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যে বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

সমানাংশ গুড় ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কফ রক্ত কণ্ডূ, বিসর্প ও বাতরক্ত নিবারিত হয় এবং হৃদয়ের হিতজনক হইয়া মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

দ্বিদোষজনিত বাতরক্ত রোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক দোষের বা মিশ্র দোষের চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বদোষজনিত বাতরক্ত রোগে গুড়ের সহিত হরীতকী কিম্বা গুড়ূচীর ক্বাথ বা পিপ্পলী চূর্ণ প্রতিনিয়ত সেবন করিবে।

নবকার্ষিক।

ত্রিফলা নিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী।
বৎসাদনী দারুনিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ॥
বাতরক্ত তথাকুষ্ঠং পানামং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি॥
পঞ্চরক্তিক মাষেণ কার্য্যোয়ং নবকার্ষিকঃ।
কিং ত্বেবং সাধিতে ক্বাথে যোগ্যমাত্রাপ্রদীয়তে॥

ত্রিফলা, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুড়ূচী, ও দারু হরিদ্রা, এ সমুদায় নয় কর্ষ দ্রব্যের ক্বাথ পান করিবে। ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা রক্ত মণ্ডল, এবং কষ্ট সাধ্য কাপালিক নিবারক, পাঁচ রতি পরিমিত মাষানুসারে নবকর্ষ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এতদ্বিধ পরিমানানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করাই প্রয়োক্তব্য।

গুড়ূচী ঘৃত।

গুড়ূচী ক্বাথকল্কাভ্যাং সপয়াস্কং শৃতং ঘৃতম্।
হন্তিবাতং তথারক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্॥

ক্বাথ, কল্ক, এবং দুগ্ধের সহিত যথা নিয়মে পক্ব ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত এবং দুস্তর কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়।

শতাবরী ঘৃত।

শতাবরীকল্কগর্ভং রসে তস্যাশ্চতুর্গুণে।
ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং পক্বং বাতশোণিতনাশনম্।

ঘৃতের চতুর্গুণ শতমূলী রস ও শত মূলের কল্ক এবং তুল্য পরিমাণে দুগ্ধসহ পক্ব ঘৃত পান করিলে বাত শোণিত নিবারণ করে।

অমৃতাদি ঘৃত।

অমৃতামধুর দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা।
বাসারগ্বধবৃশ্চীর দেবদারু ত্রিকণ্টকম্॥
কটুবাসবরী কৃষ্ণ কাশ্মর্য্যস্য ফলানি চ।
রাস্নাক্ষুরকগন্ধর্ব্বরুবুকদার ঘণোং পলৈঃ॥
কল্কৈরেভিঃ সমৈঃ কৃত্বা সর্পিঃপ্রস্থঃ বিপাচয়েৎ॥
ধাত্রীরস সমং দত্ত্বা বারিত্রিগুণ সংযুতম্॥

গম্যাকসিদ্ধত্ব বিজায় ভোজ্যপানে চ শস্যতে।
বহুদোষা স্থিতং যাতং রক্তেন সহ মূর্চ্ছিতম্॥
উত্তানঞ্চাপি গম্ভীরং ত্রিকজঙ্ঘোরুজানুজম্।
ক্রোষ্টুশীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে।
বাতরোগোপসৃষ্টস্য বেদনাঞ্চাতি দুস্তরাম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তপ্রমেহং বিষমজ্বরম্।
এতান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তকফোত্থিতান্।
সর্ব্বকালোপযোগেন বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥

গুড়ূচী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী বেড়েলা, সোণালু, শ্বেত পুনর্ণবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটুকী, শতমূল, পিপ্পলী, গাম্ভারীফল, রাস্না, তালমাখনা এরণ্ডমূল, বৃদ্ধদাড়ক, মুথা, নীলোৎপল, এই সমুদায় কল্ক, ত্রিগুণ জল এবং তুল্যাংশে আমলকীরস সহ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। সুপক্ব হইলে ভোজ্য বা পানীয় সহ ব্যবস্থা করিবে। অশ্বিনীসুত নির্ম্মিত অনুত্তম শ্রেষ্ঠ ঘৃত উত্তান, গম্ভীর, কফ, জানু কোষ্ঠাশ্রিত, বহু দোষ সমন্বিত বাতরক্ত, ক্রোষ্ঠ মহৎ, শূলরোগ, সুদারুণ, আমবাত, রোগ সম্বন্ধীয় সুদুস্তরবেদনা, মূত্রকচ্ছ্র উদাবর্ত্ত, প্রমেহ, বিষমজ্বর, কফোত্থিত বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ সমূহ আশু নিবারণ করিয়া থাকে। এই ঘৃত নিয়মিত সেবন করিলে বল বর্দ্ধক হইয়া মহোপকার সাধন করে।

দশপাকবলা তৈল।

বেড়েলার ক্বাথ, কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ তৈল, পাক করিবে, এইরূপে দশবার পাক করিয়া তৈল পাক সমাধা করিবে। এই রক্ত-বাত নিবারক, বল্য পুত্রকর পুরুষের শুক্র-বর্দ্ধক, বাতযোনি-বিকার নিবারক এবং বাত বিকারঘ্ন।

দুগ্ধ ও গুড়ূচীর ক্বাথ এবং লক্ষারসের সহিত অথবা যষ্টিমধু, গাম্ভারীর ক্বাথ সহ বিপক্ব তৈল বাতরক্ত নাশক।

খরুকপদ্মক তৈল।

শ্বেতপদ্ম, কীরণমূল, যষ্টিমধু হরিদ্রা, এই সমুদয়ের ক্বাথ চন্দন, এই সমস্ত কল্ক দ্রব্য সহ তৈল পাক করিবে, এই খরুকপদ্মক তৈল বাত রক্ত ও দাহ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ নাগবল সাড়ে বার সের বস্ত্র পূত, ক্বাথ ও তগর পাদুকা, যষ্টিমধু, প্রত্যেক পাঁচ পল কল্ক এবং তুল্য ছাগদুগ্ধ সহ ষোল সের পরি-মিত তৈল পাক করিবে, বিপক্ব তৈলে বস্তি প্রয়োগ করিলে সপ্ত দিবসে এবং পান করিলে দাহে মধ্যে উত্তীর্ণ বাতরক্ত নষ্ট করিয়া আরোগ্য বিধান করে। তুলা পরিমিত দ্রব্যে জল দ্রোণে প্রদান করিবে।

পিণ্ড তৈল।

ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, মোম ও অনন্তমূল সহ তৈল যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পাক করিবে, এই তৈল মালিশ করিলে পিত্ত বাতবেদনা বিনষ্ট হয়।

কৈশোরগুগ্‌গুলু।

বরমহিষলোচনোদর সন্নিভ বর্ণস্য গুগ্‌গুলো প্রস্থম্।
প্রক্ষিপ্যাতোয় রাশৌ ত্রিফলাঞ্চযথোক্তপরিণামাম॥
দ্বাত্রিংশচ্ছিন্ন রুহা পলাকিদেয়ানি যত্নেন
বিপেবেদ্‌প্রমত্তো দর্ব্ব্যা সংঘটন্ মুহুর্মুহুঃ।
অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জাতং জ্বলনস্য সাপর্কাৎ॥
অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপিসমপাদয়েৎ পাত্রে।
সান্দ্রীভূতেতস্মিন্নবতার্য্য হিমপল প্রথ্যে॥
ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রুটৌশচূর্ণং ষড়ক্ষপরিমাণম্।
তিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষংবিরূর্দ্ধন্ত্যোঃ
পলমেকাঞ্চগুড়ূচ্যা দত্ত্বাসংমূর্চ্ছ্য যত্নেন।
উপযুজ্য চানুপানংযূষংতোয়ং সুগন্ধিসলিলেন।
ইচ্ছাহার বিহারী ভেষজপযুজ্যসর্ব্বকালমিদম্।
তনুরোধিবাতশোণিত মেকজমথ দ্বন্দ্বজচিরোত্থম্॥
জয়তি স্রুতংপরিশুষ্কং স্ফুটিতঞ্চাজানুজঞ্চাপি।
ব্রণকাসকুষ্ঠগুল্মং শ্বয়থুদরপাণ্ডুমেহাংশ্চ॥
মন্দাগ্নিঞ্চবিবন্ধং প্রমেহ পীড়কাঞ্চনাশয়ত্যাশু।
সততংনিষেব্যমানঃ কালবশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্॥
অভিভূয় জরাদোষং যাতিকৈশোরকং রূপম্।

প্রত্যেকং ত্রিফলাঃ প্রয়োজনংতত্র ষড়াঢ়কম্॥
গুড়বদ্গুড় গুলোঃপাকঃসুগন্ধস্ত বিশেষতঃ॥

মহিষের চক্ষুর বর্ণ বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ গুগ্‌গুলু দুই সের, ত্রিফলা দুইসের ও গুড়ূচী চারিসের ৬৪ সের জল সহ পাক করিবে, এবং বারম্বার দার্ব্বি সঞ্চালন করিবে অগ্নিসন্তাপ, অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত গুগ্‌গুলু পুনর্ব্বার মিশ্রিত করিয়া হিমোপ লাক্ষ লৌহপাত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া ত্রিফলা চূর্ণ ৩ তোলা, ত্রিকটু চূর্ণ ৬ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ী ও দন্তী চূর্ণ ২ তোলা ও গুড়ূচী চূর্ণ ৮ তোলা যত্ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল বা সুগন্ধ জল অনুপান করিবে। ইচ্ছাহার বিহারীর সর্ব্বদাই এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা একজ, দ্বন্দ্বজ বা চিরোত্থিত শুষ্ক কিম্বা পরিস্রাবী এবং আজানুস্ফুটিত শরীর নাশক বাতরক্ত ব্রণ, কাস্ গুল্ম, কুষ্ঠ, শোথ উদর, পাণ্ডু, শূল, মন্দাগ্নি বিরুদ্ধ, প্রমেহ ও পীড়কা, প্রভৃতির আশু নিবারক, সতত সেবন করিলে কালে সমুদয় রোগই নষ্ট হয়। অতিভূত জরা রোগে পরিবর্ত্তে কৈশোররূপ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ত্রিফলা দুইসের এবং তাহাকে ৯৬ সের জল প্রদান করিবে। গুড়ের ন্যায় গুগ্‌গুলু অনুভূত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু।

প্রস্থমেকং গুড়ূচ্যাস্ত অর্দ্ধপ্রস্থঞ্চ গুগ্‌গুলোঃ।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াঞ্চ তৎ প্রমাণং বিনির্দ্দিশেৎ॥
সর্ব্বমেকত্র সংক্ষুদ্য সাধয়েত্তর্ম্মণেহম্ভসী॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য পুনরগ্না বধিশ্রয়েৎ।
তাবৎ পচেৎ কষায়ন্তু যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতঃ॥
ততস্তার্দ্ধপলং পূতং গৃহ্ণীয়াচ্চ প্রতিপ্রতি॥
কর্ষন্ত ত্রিবৃতায়াস্ত সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
তস্মিন্ সুসিদ্ধং বিজ্ঞায় করোকে প্রক্ষিবেত্ত্বধঃ।
ততশ্চাগ্নিবলং জ্ঞাত্বা তস্ত মাত্রাং প্রদাপয়েৎ॥
বাতরক্তং তথারুষ্ঠং গুদজাস্তগ্নিসাদনম্॥
দুষ্টব্রণপ্রমেহাংশ্চ সামবাতং ভগন্দরম্।
নাড্যাঢ্য বাতশ্বয়থূন্ সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বমমৃতাখ্যোহিগুগ্‌গুলম্॥
অর্দ্ধপ্রস্থং ত্রিফলায়াঃ প্রত্যেকমিহগৃহ্যতে॥

গুলঞ্চ দুইসের, হরীতকী, একসের, আমলকী একসের ও বহেড়া একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোল সের অবশিষ্ট উক্ত ক্কাথের সহিত একসের গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে দন্তীর চূর্ণ ৪ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৪ তোলা আমলকী চূর্ণ ৪ তোলা বহেড়ার চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীর চূর্ণ ২ তোলা, প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, আঢ়াজাত ও শোথ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। এই অমৃতাদ্য গুগ্‌গুলু অশ্বিনী কুমারদ্বয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পুনর্ণবা গুগ্‌গুলু।

অমৃতায়াশ্চ দ্বিপ্রস্থং প্রস্থমেকঞ্চ গুগ্‌গুলোঃ।
প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থ মেব চ।
সর্ব্বমেতচ্চ সংক্ষুদ্য কাথয়েন্নানেহম্ভসি।
পুনঃ পচেৎ পাদশেষং যাবতসান্দ্রত্বমাগতম্।
দন্তীচিত্রক মূলানং কণাবিশ্বফলা ত্রিকম্॥
গুড়ূচীত্বগ্বিড়াঙ্গনাং প্রত্যেকার্দ্ধপলোন্মিতন্॥
ত্রিবৃত্তাকর্ষমেকন্ত সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
সিদ্ধেচোকে ক্ষিপেত্তত্র তমৃতাগুগ্‌গুলোঃপরম্॥
যথাবহ্নিবলং খাদেদম্লপিত্তী বিশেষতঃ।
বাতরক্তং তথাকুষ্ঠং গুদজাস্তগ্নিসাদনম্॥
দুষ্টব্রণপ্রমেহাশ্চ সামবাতং ভগন্দরম্।
নাড্যাঢ্যবাতশ্বয়থূন্ তুনাৎ সর্ব্বাময়ানয়ম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতেহেযোহমৃতাক্ষ্যো
গুগ্‌গুলুঃপুরা॥

গুলঞ্চ ৪ সের, হরীতকী ২ সের, আমলকী ১ সের, বহেড়া ২ সের ও পুনর্ণবা ২ সের; এই

দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত গুগ্‌গুলু দুইসের মিশ্রিত করিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে দন্তী, রক্তচিতারমূল, পিপুল শুঁঠ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং তেউড়ীর চূর্ণ ২ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, আঢ্যবাত ও শোথরোগ প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ অম্লপিত্তরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

যোগসারামৃত।

শতাবরীনাগবলাবৃদ্ধদারকমুচ্ছটাঃ।
পুনর্নবামৃতাকৃষ্ণাবাজি গন্ধাত্রি কণ্টরাম্॥
পৃথাদশপলান্তেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তদর্দ্ধশর্করাযুক্তং চূর্ণং সংমর্দ্দয়েদ্‌বুধঃ॥
স্থাপয়েৎ সুদৃঢ়েভাণ্ডে মধ্বর্দ্ধাঢ়কসংযুক্তম্।
ঘৃতপ্রস্থোসমালোড্য ত্রিসুগন্ধিপলেন তু॥
তং খাদেদিষ্টচেষ্টান্নো যথাবহ্নিবলং নরঃ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কুষ্টংকার্শ্যং পিত্তাস্রসম্ভবম্।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ রোগাননন্যাংশ্চতদ্বিধাম্।
হন্ত্যাকরোতি পুরুষং বলী পলিতবর্জ্জিতম্॥
যোগোসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনঃ॥

শতমূল, গোরক্ষ, চাউলা (গোরক্ চাকুলে) বিস্তারক (বৃদ্ধদারক) মুচ্চটা (রক্তেতেচূড়া) পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেক পদার্থের চূর্ণ ৮০ তোলা, চিনি ৪০ তোলা, মধু ১৬ সের ও ঘৃত ৪ সের; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং দারুচিনি চূর্ণ ৮ তোলা, ছোট এলাচিরচূর্ণ ৮ তোলা ও তেজপত্রের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। রোগী পথ্যভোজী হইয়া এই ঔষধ সেবন করিলে বাতরক্ত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কৃশতা ও রক্তপিত্তরোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। বিশেষতঃ এই ঔষধের প্রভাবে বৃদ্ধ ব্যক্তি ও বলী পলিত হইয়া নবযৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বর্জ্জনীয়বিধি।

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তপং ব্যায়ামং মৈথুনংতথা।
কটুষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দিলবণাম্লানি বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিবানিদ্রা, অগ্নিসন্তাপ বতায়ম, স্ত্রীসংসর্গ, কটুদ্রব্য (ঝালদ্রব্য) উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য অভিষ্যন্দি (ক্লেদজনক দ্রব্য) ও লবণদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

বৃহদ্‌গুড়ূচী তৈল।

শতংছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেনপাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরংচতুর্গুণং দদ্যাৎ কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ।
অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোলোহরিচন্দনম্॥
শতাবরী চাতিবলা খদংষ্ট্রাবৃহতীদ্বয়ম্।
ক্রিমিঘ্নংত্রিফলারাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা॥
জীবন্তীগ্রন্থিকং বোষাং বাওজীভেকপর্ণিকা।
বিশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চমঞ্জিষ্টা চন্দনংনিশা॥
শতাহ্বসপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাস্তপকল্পয়েৎ।
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বাতরক্তে প্রয়োজয়েৎ॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তংকুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
হন্যুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চকামলাং পাণ্ডতাং জয়েৎ॥
বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্।
বিচর্চিকাং গাত্রকণ্ডূপাদদাহং বিশেষতঃ॥
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিত নাশনম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতং চৈববলবর্ণকরং স্মৃতং॥

তিল তৈল, ৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, বেড়েলা গোক্ষুর বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল

ত্রিকটু হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশসারমুল, গোঁটেলা, মঞ্জিষ্টা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা গুলঞ্চ ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল পান অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ট, হস্তপদাদির দাহ ও নানা প্রকার বতাপৈত্তিক নষ্ট হয়।

বিষতিন্দুক তৈল।

বিষতরুফলমজ্জ প্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রু।
স্বরসলকুচবারি প্রস্থমেকৈকশশ্চ।
কনকবরুণচিত্রাপত্রনিগু‍‍র্ণ্ডী কাম্মুকং
স্বরসতুরগগন্ধ বৈজন্তীরসশ্চ॥
পৃথগিতিপরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং
বিষতরুফল মজ্জাতুল্যতৈলং বিপক্বম্।
লশুনসরলযষ্টি কুষ্টসিন্ধুত্থং
দহনতিমিরকুষ্টাকল্কযুক্তং সুসিদ্ধম্॥
হরতিসকলবাতন্ ঘোররূপানসাধ্যান্
প্রতিদিনমঙ্গলেপাৎ সুপ্তবাতস্থ জন্তোঃ॥
কুষ্টমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোনিতম্।
বৈবর্ণং ত্ব্যাগতান্ দোষান্নাশয়ত্যাশুস্ত মর্দ্দনাৎ॥

তিল তৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ কুট্টিত কুঁচের বীজ ৪ সের, জল ৩২ সের, সেশ ৮ সের, সজিনা মূলের ছাল, ২ সের; জল ১৬ সের, সেশ ৪ সের, দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কালধুতুরা ২ সের জল সের, শেষ ৪ সের, বরুণ ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের চিতা-পত্ররস ৪ সের অভাবে চিতাপত্র ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের। নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের। (স্বরসের অভাবে ক্কাথ) সিজপত্র বরা ৪ সের অভাবে ক্কাথ, অশ্বগন্ধার ক্কাথ ৪ সের, জয়ন্তী-পত্ররস ৪ সের (স্বরসের অভাবে ক্কাথ)। কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিট, চিতামুল, হরিদ্রা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি কুষ্ঠ, বাতরক্ত বিবর্ণতা ও একদোষ নিবারণ হয়।

রুদ্র তৈল।

পুনর্ণবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু বৃহতীত্বচম্।
কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নিগু‍র্ণ্ডী বৃষমূলকম্॥
আপামার্গং পটোলঞ্চধূস্তুরং দাড়িমীফলম্।
জয়ন্তীমূলকং দন্তীপ্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম॥
ত্রিফলায়াঃ প্রদাতব্যং দ্বিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দত্ত্বাচ্ছিন্নরুহায়াশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ॥
পাচয়েদ্ ভাজনং তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
কটুতৈলস্থ চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চতৎসমং ভবেৎ॥
বাসকস্বরস প্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
গন্ধংশটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকংনখী॥
পূতিকং কেশরং কুষ্টং হন্ত্যস্থিমজ্জগং পুনঃ।
হস্তপদাঙ্গুলীসন্ধি গলিতং স্ফুটিতং তথা॥
কৃষ্ণংশ্বেতংতথারক্তং নানাবমং সদাহকম্।
পামাংবিচর্চিকাং কাণ্ডুং হাযাংত্বচঞ্চ কালিনীম॥
মসূরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলমঞ্চ বিসর্পকম্।
নাড়ীব্রণংমর্ম্মহীনং গাত্র বৈবর্ণ্য দদ্রুকম্॥
নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

কটু তৈল ৪ সের, ক্কাথার্থ গুলঞ্চ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ৪ সের বাসক রস ৪ সের কল্কার্থ পুনর্ণবা, হরিদ্রা নিমছাল, বেগুন, বৃহতী গুড়ত্বক্, কণ্টকারী করঞ্জ, নিসিন্দা বাসকমূল, আপাং, পটোলপত্র, ধুতুরা দাড়িম ফলেরছাল, জয়ন্তীমূল, দন্তী ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। গন্ধার্থ কৃষ্ণাগুরু শটী, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠে নখী, খটাশী, নাগেশ্বর, কুড়। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থি-গত ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত পাশা বিচচিকা ও নানাপ্রকার ত্বগদোষ নিবারণ হয়।

মহারুদ্র তৈল।

পুনর্ণবানিশানিম্বং বার্ত্তাকুদাড়ীমীফলম্।
বৃহত্যৌ পুতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্॥
পটোলপত্রংধুস্তুর মপামার্গং জয়ন্তিকা।
দন্তীবরা পৃথক্ সর্ব্বংকর্ষদ্বয় মিতংপুনঃ॥
বিষস্তদ্বিপলংদেয়ং পৃথক্ ব্যোষং পলপত্রম্।
প্রস্থঞ্চসার্ষপং তৈলং প্রস্তাম্বু বৃষজত্রজম্॥
গুড়চাস্তচতুঃষষ্টি জলক্কাথ রসেন চ।
বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদংশুভম্॥
বাতরক্তংনিহন্ত্যাশু নানাদোষ সমুদ্ভবম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠংহন্তিবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম॥
ক্রিমিং দুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহংকণ্ডুং নিহন্তি চ।
অশ্বদনং মহাস্বেন মভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি॥
বামারুদ্রগুড়ূচীতৈল মিত্যস্তনংজ্ঞাপরম্॥

কুটুতৈল ৪ সের, বাসকপত্ররস ৪ সের, ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্ণবা, হরিদ্রা, নিমছাল বেগুন দাড়িমফলেরছাল, বৃহতী কন্টকারী নাটামূল বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র ধুতুরা, আপাং মূল, জয়ন্তী দন্তী, ত্রিফলা, প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। জল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত কুষ্ঠ ব্রণ, কন্ডু ও দাহ প্রভৃতি নিবারণ হয়।

রসাভ্রগুগ্‌গুল।

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্।
লৌহগন্ধসমংচাভ্রংগুগ্‌গুলুং কুডবদ্বয়ম্॥
অমৃতায়া রসপ্রস্থেরসপ্রস্থে ফলত্রিকে।
সান্দ্রীভূতেরসে তস্মিন্ সভংদদ্যাবিচক্ষণঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলাদন্তীগুড়ূচী চেন্দ্রবারুনী।
বিড়ঙ্গংনাগপুষ্পঞ্চত্রিবৃতা চ সুচূর্ণিতম্॥
প্রত্যেকংকর্ষ মাদয় সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎকোলমাত্রন্তু ছিন্নাক্বাথানুপানতঃ॥
বাতরক্তং মহাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্মরীং তথা॥
ভগন্দরংগুদভ্রংশংশ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্।
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামাকন্ডুবিচর্চিকাঃ॥
চর্ম্মকিলং মহাদদ্রু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
বাতরক্তবিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতঃ পুরা॥
রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তেঽমৃতোপমঃ॥

পারদ ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোল, গন্ধক ৪ তোলা অভ্র ৮ তোলা, গুগ্‌গুল ১ সের। গুলঞ্চ ২ সের সের পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের। ত্রিফলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই দুই ক্বাথ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পারদাদি দ্রব্য সকল পাক করিবে। ঘনী ভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা দন্তীমূল গুলঞ্চ, রাখালশশার মূল বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর তেউড়ীমূল, প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে গলিত স্ফুটিত ঘোরতর বাতরক্তরোগ কুষ্ঠরোগ ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল।

অমৃতায়াস্তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
সিচুমর্দ্দত্বচং ক্ষুণ্ণাং ভাজন প্রমিতাং তথা॥
জলদ্রোণে বিনিক্বাথ্য গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য গোমূত্রংঞ্চাপি তৎসমম্॥
অমৃতাবাগুজী কুন্তীকরবীর ফলত্রিকম্।
দাড়িমনিম্ববীজঞ্চ বাজগ্নৌ বৃহতীদ্বয়ম্॥
নাগবালা ত্রিকটুকং পত্রমাংসী পুনর্ণবা।
গ্রন্থিকং কিকসাস্বহ্বো শতপুষ্পা চ চন্দনম্॥
শারিবেদ্বেসপ্তপর্ণো গোময়স্য রসস্তথা।
এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈ্য সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
কুষ্ঠঞ্চষ্টাদশবিধং বিসর্পঞ্চ ব্রণাময়ম্॥
মহারুদ্র গুড়ূচ্যাখ্যং তৈলং ভুবনদুর্ল্লভম্॥

কুটু তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ, গুলঞ্চ ১২॥০ সের ৬৪ সের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ সোবাজিবীবা দন্তীমূল করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ নিমবীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কন্টকারী, গোরক্ষ চাকুলে ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্ণবা, পিপুল মূল, মঞ্জিষ্টা, অশ্বগন্ধা শুল্‌ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা অনন্তমূল, ছাতিমছাল, গোময়রস প্রত্যেকে দুই তোলা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তৈল পাক করিয়া পাক সিদ্ধে তৈল নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত কুণ্ড বিসর্প ও ব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদং গন্ধকং সূতং লৌহং ঘনং তালং মনাঃশিলা।
শিলা জতু পুরং শুল্কং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ মক্কিকেনং পুনর্ণবা।
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বী শ্বেতাপরাজিতা॥
চূর্ণমেষাং পৃথকতুল্যং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ॥
ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা।
সন্তাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চাম্মাষমাত্রং দিনে দিনে॥

কৃষ্ণাম্বুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমং।
পানমাত্রং ঘৃতৈঃ কূর্য্যাৎ সর্ব্ববাত বিকারনুৎ।
বাতরক্তঃ মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল মনছাল শিলাজতু, শোধিত, গুগ্গুল বিড়ঙ্গ, আমলা, হরিতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সমুদ্রফেন পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতামূল দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথা ক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই প্রমান বটীকা প্রস্তত করিবে। অনুপান ঘৃত ও নিম্ব-পুষ্প বা ত্বকের ক্বাথের সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে উপদ্রবযুক্ত ভয়ানক বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পটোল, বেগুন মানকচু, পুরাতন কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ঘৃত পক্ক ব্যঞ্জনাদি অন্নের মধ্যে পাতিলেবু। রাত্রিতে খই, দুগ্ধ, যবের মণ্ডরা বালি আহার করিবেন। এই সমস্ত পীড়ার আহারকালে অথবা আহারের অনেকক্ষণ পরে জল পান করিয়া একঘণ্টা পরে পরে জল পান করা বিধেয়।

গুরুপাক ভাজাপোড়া দ্রব্যাদি ডাইল, মৎস্য, দধি, রুক্ষ ও অম্ল দ্রব্য লঙ্কার ঝাল মাদক দ্রব্য প্রভৃতি বিশেষরূপে পরিত্তব্য।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊরুস্তম্ভরোগ।

শীতোষ্ণদ্রব সংশুষ্ক গুরুস্নিগ্ধৈ র্নিষেবিতৈঃ।
জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস সংক্ষোভস্বপ্নজাগরৈঃ।
সশ্লেষ্মমেদঃ পবনঃ শমমত্যর্থসঞ্চিতং।
অভিভূয়েতরং দোষ মূরুচেৎ প্রতিপদ্যতে॥
সক্থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণাস্তিমিতেন সঃ।
তদস্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতবাতচেতনৌ।
পরকীয়াবিবগুরূ স্যাতা মতিশয়েন তৌ॥
ধ্যানাঙ্গমর্দ্দস্তৈমিত্যং তন্দ্রাচ্ছর্দ্দ্যরুচি জ্বরৈঃ।
সংযুতৌ পাদসদন কৃচ্ছ্রোদ্ধরণ সুপ্তিভিঃ।
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহু রাঢ্যবাতমথাপরে॥

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরুলঘু স্নিগ্ধ ও রুক্ষদ্রব্য সেবন অনেক ভাগ জীর্ণ ও অল্প অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীর চালনা) দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ুদুষ্ট হইয়া মেদঃ ও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, আমরসযুক্ত অতিসঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত শ্লেষ্মদ্বারা উর্দ্ধ স্থিপূর্ণ করিয়া উহাকে স্তব্ধ, শীতল অচেতন ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত করে। এবং রোগী মনে করে যে উরু তাহার নয় অপরের। অর্থাৎ উত্তোলন ও গমনাদি ক্রিয়ার সামর্থ থাকে না।

ঊরুস্তম্ভেরপূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

প্রাগ্রূপং তস্মনিদ্রাতিধ্যানং স্তিমিততা জ্বর
রোমহর্ষোঽরুচিচ্ছর্দ্দির্জঙ্ঘোর্বোঃ সদনং তথা॥

উরুস্তম্ভকে কেহ কেহ আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন। এই রোগ অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা স্তৈমিত্য, তন্দ্রা বমি. অরুচি ও জ্বর হয়। এবং পাদের অবসাদ স্পর্শাভিজ্ঞতা ও কষ্টে সঞ্চালন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঊরুস্তম্ভের উপশয়ের লক্ষণ।

বাতশঙ্কিভিরজ্ঞানাৎ তত্রস্যাৎ স্নেহনাৎপুনঃ।
পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা॥
জঙ্ঘোরুগ্লানিরত্যর্থং শশ্বচ্চাহবেদনা॥

২ উরুস্তম্ভ জন্মিবার পূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য জ্বর, রোমরু অরুচিও বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর দুর্ব্বলতা এবং সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সুপ্তি সঙ্কোচ ও কম্পাদি বাতরোগ সদৃশ লক্ষণ সকল দেখিয়া বাতরোগ ভ্রমে উরুস্তম্ভে তৈলাদি স্নেহ প্রয়োগ করিলে পাদের অবসাদ স্পর্শানভিজ্ঞতা, উত্তোলন সঞ্চালনাদি ক্রিয়ার কষ্টসাধ্যতা জন্মে এবং জঙ্ঘা ও উরুর অতিশয় গ্লানি হয়। নিরন্তর অত্র অল্প জ্বালা ও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। পাদন্যাসে ব্যাথা জন্মে শীতস্পর্শ বোধ হয় না। পা কোন স্থানে রাখিলে টিপিতে বা চালনা করিতে পারা যায় না। অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইলেও মনে হয় বুঝি পা ও উরুদেশ ভাঙ্গিয়া গেল।

ঊরুস্তম্ভের অরিষ্ট লক্ষণ।

যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ।
উরুস্তম্ভস্তদা হন্যাৎ সাধয়েদন্যথা নবং॥

উরুস্তম্ভরোগ যদি দাহ, সূচীবেধ বদ্বেদনা ও কম্প হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু জানিবে কিন্তু রোগটি যদি অচিরোৎপন্ন হয় ও উরু

উপদ্রব না থাকে তাহা হইলে চিকিৎসা করিবে।

উরুস্তম্ভের চিকিৎসা।

শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যৎস্যান্ন চ মারুত কোপনম্।
তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমুরুস্তম্ভে ভেষজম্॥

যে সমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্দ্ধক নহে, তৎসমস্তই উরুস্তম্ভরোগের ঔষধ। কিন্তু উল্লিখিত প্রকার ঔষধ অতি বিরল। কারণ সাধারণতঃ স্নিগ্ধ দ্রব্য বায়ুনাশক গুণ এবং রুক্ষ দ্রব্যে শ্লেষ্মনাশক গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ বায়ুনাশক স্নিগ্ধদ্রব্য শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মনাশক রুক্ষদ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব ঈদৃশ জটিলাবস্থায় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

তস্মিনস্নেহনং কার্য্যং ন বাস্তির্ণব নেচনম্।
সর্ব্বোরুক্ষঃ এমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ॥
পশ্চাদ্বাতবিনাশায় কৃৎস্নঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াক্রমঃ॥

উরুস্তম্ভ রোগে তৈলাদি পান বা মালিশ কিম্বা স্নেহবস্তি (অনুবাসন) বিরেচন দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

উল্লিখিত রোগে প্রথমতঃ শ্লেষ্মানাশক রুক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে, তদনন্তর বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে।

শিলাজতুং গুগ্‌গুলং বা পিপ্পলীমথনাগরম্।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈঃ দশমূলীরসেন বা॥

শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু গোমূত্রের সহিত কিম্বা পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ দশমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠীদারুপথ্যাপুনর্নবাঃ।
শর্ব্বমূলীরযোম্মিশ্রা উরুস্তম্ভ নিবর্হণাঃ॥

ভেলা, গুলঞ্চ শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্ণবা, বেলছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি ছাল, শালপাণী, বৃহতী (বভাকুড়) কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলভল্লাতকাথ এব বা।

পিপুল, পিপুলের মূল ও ভেলা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভ শান্তি হইয়া থাকে।

কল্কো বা সমধুদে'র উরুস্তম্ভবিনাশনঃ॥

পিপুল, পিপুলের মূল ও ভেলা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া এক বা দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বটী মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাচব্যকটুকগ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চৈ, মরিচ, পিপুল শুঁঠ ও পিপুল মূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উক্ত চূর্ণ একশিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উরুস্তম্ভবিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥

উরুস্তম্ভ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি উরুস্তম্ভ বিনাশের জন্য গুগ্‌গুলু অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত সেবন করিবেন।

লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাদযুতম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সুখাম্বুনা পিবেদ্বাপিচূর্ণং ষড়ধরণং নরঃ॥

বাতব্যাধি রোগোক্ত ষড়ধরণ নামক ঔষধ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা॥

জ্বর রোগক্ত পিপ্পলী বর্দ্ধমান নামক নিয়মানুসারে পিপুলের গুঁড়া মধু বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

গম্ভীরারিষ্ট।

উরুস্তম্ভ প্রশংসন্তি বাম্ভীরারিষ্টমেব বা॥

গাম্ভারী (সমঠ) সাড়ে বার সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত সাড়ে বারসের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া একটী মৃত্তিকা পত্রে রাখিয়া উক্ত পাত্রের মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর তিন সপ্তাহ কি চারি সপ্তাহ পরে উল্লিখিত পাত্রের মুখ খুলিয়া দেখিবে যে পাত্রস্থ পদার্থ ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট হইয়াছে কিনা, যদি উহা অম্লরস বিশিষ্ট হবয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধ উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। এই ঔষধ উরুস্তম্ভ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রাচীন চিকিৎসকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

চৈ, হরীতকী ও রক্ত চিতারমূল এই দ্রব্য ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উহা উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগের শান্তি হয়। ডহরকরঞ্জারফল সর্ষপ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ব্যাধিযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভ রোগের শান্তি হয়। মধু সর্ষপ ও বাল্মীক মৃত্তিকা এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উক্ত স্থানে মালিশ বা প্রলেপ রূপে ব্যাবহার করিবে। উরুস্তম্ভ রোগীর কফক্ষয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যায়াম, প্রত্যূষে উচ্চস্থান লঙ্ঘন ও নদী স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ ব্যবস্থা করিবে।

অষ্টকট্বর তৈল।

পলাভ্যাং পিপ্পলীমূলনাগরা দষ্টকট্বরঃ।
তৈলপ্রস্থঃ সমোদধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ॥
অষ্টকট্বরতৈলেঽত্র তৈলং সার্ষপমিষ্যতে॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে, এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে দিবে, এবং এক পোয়া কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পিপুলের মূল ১৬ তোলা, শুঁঠ ১৬ তোলা এবং দধি ৪ সের উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, উহাতে ৩২ সের কট্বর (সরযুক্ত দধির তক্র) প্রদান করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে উরুস্তম্ভ ও গৃধ্রসীবাত নিবারিত হয়।

কুষ্ঠাদি তৈল।

কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদিচ্যং সরলং দারুকেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ॥
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্মাদূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছাটাক কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা কিঞ্চিৎজলের সহিত ক্রমশঃ তৈলে

নিক্ষেপ করিবে, এবং এক পোয়া পরিমাণে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, বা বচ ও বালা-পাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং ষোল সের জল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কুড় নবনীতখোটী (লোবান,) বালাপাতা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বন-যমানী, অশ্বগন্ধা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ তৈলে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদি তৈল এবং বাতরক্ত চিকিৎসোক্ত পুনর্ণবা গুগ্‌গুলু ও অমৃতাদি গুগ্‌গুলু ও উরুস্তম্ভরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গুঞ্জাতদ্রোরস।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশগন্ধকম্।
গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্‌ নিষ্কং নিষ্কং জৈপাল বীজকম্॥
জয়াজম্বীরধুস্তূর কাকমাচী দ্রবৈর্দিনম্।
ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ ঘৃতৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ীম্॥
গুঞ্জাভবো রসো নাম্না হিঙ্গুসৈন্ধব সংযুতঃ।
শময়ত্যেবনোচিত্র মুরুস্তম্ভং সুদুর্জ্জয়ম্॥

পারা ১॥০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা কুঁচের ৩ তোলা জয় পাল বীজ ॥০ আদ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী, জামীর ধূতুরা ও কাকমাচীর রসে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বাটী প্রস্তুত করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

আমবাতনিদান ও সংপ্রাপ্তি।

বিরুদ্ধাহার চেষ্টাভ্যাং মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ।
স্নিগ্ধং ভুক্তবতোহ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বতস্তথা॥
বায়ুনা প্রেরিতোহ্যামঃ শ্লেষ্মাণাং প্রধাবতি।
তেনাত্যর্থং বিদগ্ধোহসৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে॥
বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ সোহন্নজোরসঃ।
স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি নানাবর্ণোহতি পিচ্ছিলঃ॥
জনয়ত্যাশু দৌর্ব্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ।
ব্যাধিনামাশ্রয়োহ্যেষ আমসংজ্ঞোহতি দারুণং॥

এককালীন ক্ষীর ও মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ আহার, আহারান্তে ব্যায়ামাদি বিরুদ্ধ চেষ্টা অগ্নিমান্দ্য, অব্যায়াম এবং স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন, ভোজনান্তে ব্যায়াম, এই সকল কারণ প্রযুক্ত বায়ু কর্ত্তৃক আমরস প্রেরিৎ হইয়া শ্লেষ্মার স্থানকে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সন্ধিস্থানাদিতে গমন করে। তদনন্তর শ্লেষ্মা স্থানে গমন জনিত ঐ আমরস অতিশয় অপক্ক হইয়া ধমনী সকলে সঞ্চালিত হয় এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া স্রোতঃ সমুদয়কে আশ্রয় করিয়া রস বাহিনী শিরা সকলের অবরোধ করে ও বিবিধ বর্ণ যুক্ত পিচ্ছিলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। একারণে রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও হৃদয়ের গুরুতা জন্মায়। এই অতি দারুণ আমরসই সমস্ত ব্যাধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমবাতের সামান্য লক্ষণ।

যুগপৎ কুপিতা বেতৌত্রিকসন্ধি প্রবেশকৌ।
স্তব্ধঞ্চকুরুতো গাত্রমামবাতঃ স উচ্যতে॥

শ্লেষ্মা ও বায়ু যুগবৎ কুপিত হইয়া ত্রিক সন্ধিতে প্রবেশ করতঃ শরীরকে যে স্তব্ধ করে তাহাকেই আমবাত কহে।

আমবাতের অপর লক্ষণ।

অঙ্গমর্দ্দোহরুচিতৃষ্ণা আলস্যং গৌরবংজ্বরঃ।
অপাকঃশূনতাঙ্গনা আমবাতস্য লক্ষণং॥

যে পীড়ায় সমস্ত শরীরে বেদনা, অরুচি, পপাসা, আলস্য, দেহের ভারবোধ, জর অপাক এবং সর্বাঙ্গে শোথ উপস্থিত হয় তাহাকেই আমবাত কহিয়া থাকে, যেহেতু আমবাতে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়।

আমবাতেরবৃদ্ধির লক্ষণ।

সকষ্টঃসর্ব্বরোগাণাং যদা কুপিতাভবেৎ।
হস্তপাদশিরোগুল্ফ ত্রিক জানুরুসন্ধিযু॥
করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষ প্রপদ্যতে।
সদেশোরুজ্যাতেঽত্যর্থং ব্যাধিদ্ধ ইব বৃশ্চিকে॥
জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং প্রসেকারুচিগৌরবং।
উৎসাহহানিবৈরস্যং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাং।
কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রাবিপর্য্যয়ং॥
তৃট্‌ছর্দ্দিভ্রমমূর্চ্ছা চ হৃদ্‌গ্রহং বিড়্‌বদ্ধতাং।
জাড্যান্ত্রকূজমানাহং কষ্টাংশ্চান্যান্‌ পদ্রবান॥

আমবাত যে সময় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন হস্ত, পাদ, মস্তক, গুল্ফ, ত্রিক্ জানু, উরু ও সন্ধি সমূহেতে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপাদন করে। দূষিত, দোষ যে স্থানে উপস্থিত হয় সেই স্থানে বৃশ্চিকের দংশনের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে এবং অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, অরুচি শরীরের গুরুতা, উৎসাহ হীন, মুখের বিরসতা, গাত্রদাহ, বহুমূত্রতা, কুক্ষিদেশের কঠিনতা, শূল, নিদ্রা, নাশ, তৃষ্ণা, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বক্ষঃস্থলেবেদনা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য,অন্ত্রকূজন, আনাহ এবং খঞ্জাদি প্রভৃতি অন্যান্য কষ্টকর উপদ্রব উপস্থিত হয়।

আমবাতেরবিশিষ্ট লক্ষণ।

পিত্তাৎসদাহং রাগঞ্চ সশূলং পবনাত্মকং।
স্তিমিতং গুরুকণ্ডুকং কফজুষ্টং তমাদিশেৎ॥

পিত্তজনিত আমবাতে দাহ ও শরীর রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। বায়ুজনিত আমবাতে অত্যন্ত বেদনা, এবং কফ জনিত আমবাতে শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আবৃতের ন্যায় বোধ হয় এবং শরীর অতিশয় ক্লান্তিযুক্ত হয়।

আমবাতেরসাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

একদোষানুগঃ সাধ্যোদ্বিদোষো যাপ্যউচ্যতে।
সর্ব্বদেহচরঃ শোথঃ স কষ্টঃ সান্নিপাতিতঃ॥

একদোষজনিত হইলে আমবাত সাধ্য, এবং দ্বিদোষ জনিত হইলে যাপ্য সান্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষ জনিতহইলে আমবাত অসাধ্য এবং সান্নিপাতিক আমবাত উৎপন্ন হইলে সর্ব্ব শরীরে শোথ জন্মায়।

আমবাতচিকিৎসা।

রুক্ষঃস্বেদো বিধাতব্যো বালুকা পুটকৈস্তথা॥

উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা আমবাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে স্বেদ প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়। সেকদেওনার্থ বালুকা খোলায় করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়, অতঃপর বস্ত্রখণ্ডের উপরে এরণ্ডপত্র বা আকন্দপত্র স্থাপন করিয়া তদুপরি উত্তপ্ত বালুকা রাখিয়া পুটুলী বাঁধিবে এবং উক্ত বালুকা পুটুলী সর্ব্বশরীরে লাগাইবে। বালুকা দ্বারা পুটুলী বদ্ধ করিয়া সেকদিতে হইবে। এই প্রকার উপর্য্যুপরি স্বেদ প্রদান করিলে শরীরের ভার ও বেদনা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

শটীশুণ্ঠ্যভয়া চোগ্রা দেবাহ্বাতিবিষামৃতা।
কষায়মামবাতঘ্নং পাচনং রুক্ষভোজনম্॥

শটী, শুঁঠ, হরিতকী, বচ, দেবদারু, আতুষ ও গুলঞ্চ, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া উক্ত আমবাতরোগাক্রান্ত রোগীকে পান করিতে দিবে এবং রুক্ষ পদার্থ আহার করিতে দিবে।

শটীবিশ্বৌষধীকল্কং বর্ষাভূক্বাথসংযুতম্।
সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তু রামবাত বিপাচনম্॥

পুনর্ণবা দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর শটী ও শুঁঠ প্রত্যেক চারিআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উল্লিখিত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার সাত দিবস পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে আমবাতরোগ বিনষ্ট হয়।

রাস্না দশমূল।

দশমূলাম্বুভিরণ্ড রাস্নানাগর দারুভিঃ।
ক্বাথোরুবুক তৈলেন সামং হন্ত্যনীলং গুরম্॥

দশমূল (বিল্ব, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর) গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু এই সকল পদার্থ গুলি সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত যথা প্রয়োজন এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অত্যুগ্র আমবাত বিদূরীত হইয়া থাকে।

রাস্নাপঞ্চক।

রাস্নাংগুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎসর্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধস্থিমজ্জগে॥

রাস্না, গুড়ূচী এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক এবং সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাগত আমবাত প্রশমিত হয়। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যদি রোগীর দাস্ত করান বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উক্ত ক্বাথের সহিত যথা পরিমাণে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

রাস্নাসপ্তক।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারুত্রিকণ্টকৈরণ্ড পুনর্নবানাম্।
ক্বাথংপিবেন্নাগরচূর্ণ মিশ্রং জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিক পার্শ্বশূলী॥

রাস্না, গুলঞ্চ, শোনালুফল, দেবদারু, গোক্ষুর এরণ্ডমূল ও পুনর্ণবা ; এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে উক্ত ক্বাথে শুঁঠের চূর্ণ চারিআনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে আমবাত জনিত জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ ত্রিক ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ আট আনা এবং গোক্ষুর জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমবাত জনিত কটীশূল এবং শরীরের বেদনা নিবারিত হয়।

দশমূল ক্বাথে পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া আমবাত নিবারণ জন্য রোগীকে পান করিতে দিবে।

হরিতকী ও শুঁঠের চূর্ণের সহিত গুলঞ্চ পাল সেবন করিলে আমবাত নিবারিত হয়।

এরণ্ড তৈলের সহিত হরিতকীর চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিলে আমবাত গৃধ্রসী ও কুড়ঙ্গরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা পরিমাণে শুঁঠের গুড় কাঁজির সহিত প্রত্যহ সেবন করিতে আমবাত ও বাতশ্লেষ্মারোগ প্রশমিতত হয়।

পিপুল, পিপুলেরমূল, চৈ, চিতারমূল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, উক্ত চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, আমবাত ও অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে

গুলঞ্চ, শুঁঠ গোক্ষুর মুণ্ডিরী ও বরুণছাল, এই পদার্থ সমস্ত সমভাগে ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

উক্ত চূর্ণদ্রব্য চারিআনা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দধির মাথ অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

বৈশ্বানরচূর্ণ।

মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব তু।
ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ভাগ পঞ্চকম্॥
দশদ্বৌচ হরীতক্যাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ।
মস্তরণালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা॥
পীতং জয়ত্যামবাতগুল্মং হৃদ্বস্তিজানুগদান্।
প্লীহানংহন্তি শূলাদীনানাহং গুদজানিচ।
বিবন্ধং জঠরান্ রোগাংস্তথা বৈ হস্ত পাদজান্।
বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্॥

সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা শুঁঠ ৫ তোলা ও হরিতকী ১২ তোলা, এই পদার্থ গুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে দধির মাথ, কাঁজি, ঘোল, ঘৃত, অথবা উষ্ণ জল ইহাদের যে কোন একটির সহিত সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, হৃদয় ও মূত্রাশয়স্থরোগ প্লীহা, শূল, আনাহ অর্শঃ বিবন্ধ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অলম্বুষাদিচূর্ণ।

অলম্বুষাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীংবৃদ্ধদারকম্।
পিপ্পলীংত্রিবৃতাং মুস্তাং বরুণংসপুনর্নবম্॥
ত্রিফলাংনাগরঞ্চৈব সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
মস্তারণালতক্রেণ পয়োমাংসরসেণবা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতম্।

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিস্তাড়ক পিপুল তেউড়ী মূলের ছাল, মুথা, বরুণছালের ছাল পুনর্ণবা হরিতকী, আমলকী, বহেড়া শুঁঠ, এই পদার্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কাঁজি, ঘোল দুগ্ধ অথবা মাংসের কাথ প্রভৃতি ইহাদের যে কোন পদার্থের সহিত সেবন করিলে আমবাত ও সন্ধিস্থ শোথ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গাদিচূর্ণ।

হিঙ্গুচব্যংবিড়ং শুণ্ঠি কৃষ্ণাজাজী স পৌষ্করম্।
ভাগোত্তর মিদং চূর্ণপীতং বাতাম জিত্তবেৎ॥

হিং একতোলা, চৈ দুইতোলা বিট্‌লবণ তিন তোলা, শুঁঠ চারিতোলা, পিপুল পাঁচ তোলা কৃষ্ণজীরা ছয়তোলা ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) সাততোলা এই সকল পদার্থের চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাতরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানীং কারবীন্তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদাশ্চ জীরকং সুরদারু চ॥
চব্যৈলাসৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নাগোক্ষুরধান্যকম্।
ত্রিফলা মুস্তকংব্যোষংত্বগুশীরং যবাগ্রজম্॥
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানিতাবন্মাত্রস্তু গুগ্‌গুলুম্॥
সংমর্দ্দ্যসর্পিষাগাঢ়ং স্নিগ্ধেভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ততোমাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহার বান পি॥
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
আমবাতাঢ্য বাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণানপি॥
প্লীহগুল্মোদরা নাহ দুর্ণামানি বিনাশয়েৎ॥
অগ্নিঞ্চকুরুতেদীপ্তং তেজো বৃদ্ধিংবলন্তথা॥
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধি মজ্জগতানপি॥

রক্ত চিতারমূল, পিপুলমূল যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী জীরা, দেবদারু, চৈ ছোট-এলাচি, সৈন্ধবলবণ কুড়, রাস্না, গোক্ষুর ধনিয়া, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, মরিচ, পিপুল, শুঠ, দারুচিনী বেনারমূল যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই পদার্থগুলি সমভাগে গ্রহণ করতঃ ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণগুলি সমপরিমাণে গুগ্‌গুলু গ্রহণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে তদনন্তর উহার সহিত

চূর্ণ পদার্থগুলি মিশ্রিত করিয়া একটি স্নিগ্ধপাত্রে রাখিয়া দিবে। এস্থলে ঘৃত এরূপ পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে চূর্ণ পদার্থগুলি উত্তম মিশ্রিত হইতে পারে। অতিরিক্তভোজী হইয়াও যদি এই ঔষধ সেবন করা যায় তাহা হইলেও উহার অমৃতের সদৃশ গুণ দর্শাইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা সেবন দ্বারা আমবাত অঢ্যবাত, ক্রিমিরোগ দুষ্টব্রণ প্লীহা, গুল্ম, উদর আনাহ ও অর্শঃরোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বল ও তেজবৃদ্ধি হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত সন্ধি ও মজ্জাগত বাতরোগেরও শান্তি হইয়া থাকে।

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।

পলত্রয়ং কষায়স্যত্রিফলায়াং সুনিতম্।
সৌগন্ধিক পলশ্চৈকং কৌশিকমাপনন্তথা॥
কুড়বং চিত্রতৈলস্যসর্ব্বমাদায়যত্নতঃ।
পাচয়েৎ পকবিদৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়েদৃঢ়ে॥
হন্তিবাতংতথাপিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতান্।
শ্বাস সুদুর্জ্জয়ং হন্তিমাসঃ পঞ্চবিধং তথা॥
কুষ্ঠানিবাতরক্তাঞ্চ গুল্মশূলো দরানিচ।
আমবাতং জয়েদেত দপি বৈদ্যা বিবর্জ্জিতাম্॥
এতদভ্যাস যোগেন জরাপলিত নাশনম্।
সর্পিস্তৈলরসোপেত মশ্নীয়াৎ শালিষষ্টিকম্॥
সিংহনাদইতিখ্যাত রোগবারুণ দর্পহা।
খস্থিরিক্ষকঃ পুংসাং তাম্বিতোদণ্ড পানিনা॥

হরিতকীর ক্বাথ ২৪ তোলা আমলকীর ক্বাথ ২৪ তোলা বহেড়ার ক্বাথ ২৪ তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা এরণ্ড তৈল একসের, প্রথমতঃ এরণ্ডতৈল লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে রাখিবে। পরে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত হরিতকী প্রভৃতির ক্বাথ উক্ত তৈলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর গন্ধকচূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিতে থাকিবে। এইপ্রকার পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বায়ুপিত্ত ও কফ প্রশমিত হয়। এবং খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ বাতরক্ত গুল্ম শূল উদর ও দুশ্চিকিস্য আমবাত নিবারিত হয়। এতদ্ব্যতীত উহা অধিক দিন সেবন করিলে অগ্নিদ্দীপক, হইয়া জরাজনিত ও পালিত দূরীভূত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘৃত ও মাংসাদি পুষ্টিকারক দ্রব্যের সহযোগে শালি ও যষ্টিক তণ্ডুলের অন্নভোজন করা বিধেয়।

পথ্যাদিচূর্ণ।

পথ্যাবিশ্বযমানীভি স্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ।
তক্রেণোষ্ণদকনার্থ অথবা কাঞ্জিকেনবা।
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথংমন্দাগ্নিতামপি॥

হরিতকী, শুঠ ও যমানী এই পদার্থগুলি সম পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ঔষধ চারিআনা অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে তক্র (ঘোল) বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত শোথ ও অগ্নিমান্দ্য আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

অজমোদাদি বটীকা।

অজমোদামরিচ পিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরাদারুচিত্রকাশ
তাহ্বাবাঃ।
সৈন্ধবপিপ্পলীমূলং ভাগানবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ॥
শুণ্ঠীদশপলকাস্যাৎ পলানিস্যাৎ পলানিভবতি
বৃদ্ধাদারস্য।
পথ্যাপঞ্চপলানি সর্ব্বাণ্যেকত্র কারয়েচ্চূর্ণম্॥
সমগুড়বটকান্ খাদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণাপিবতঃ।
নশ্যন্ত্যামানিলজাঃ সর্ব্বরোগাঃ সুকষ্টাস্ত॥
বিশ্বচিকা প্রতিতূনীতূণীহৃদ্রোগাশ্চ গৃধ্রসীচোগ্রা।
কটিবস্তিগুদস্ফুটনঞ্চৈবাস্থি জঙ্ঘয়োস্তীব্রম্॥
শ্বয়থুস্তথাদিসন্ধিষুযে চান্যে হপ্যামবাত সম্ভূতা।
সর্ব্বৈপ্রজস্তিনাশং ত ইম সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তন্॥

যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু রক্ত চিতার মূল শুল্‌ফা সৈন্ধব ও পিপুলমূল, এই পদার্থগুলি প্রত্যেক ৮ তোলা শুঁঠ ৮০ তোলা বিদ্ধারক ৮০ তোলা হরিতকী ৪০ তোলা উক্ত দ্রব্যের চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সমপরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে পাক করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া

এই বটীকা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত জনিত সর্ব্ববিধ রোগ নিবারিত হয় এবং বিসূচিকা প্রতিতূনী, হৃদ্রোগ, গৃধ্রসী প্রভৃতিরোগ সূর্য্যাহত অন্ধকারের ন্যায় আশু নিবারণ হইয়া থাকে।

শুণ্ঠিঘৃত।

নাগরক্কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেনতেনাথ কেবলেনোদকে নবা॥
বাতশ্লেষ্ম প্রশমন মগ্নিসন্দিপনং পরম্।
নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কট্যামশূলনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ শুঁঠ আটসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া জলীয়াংশ ষোলসের অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে কুট্টিত শুঁঠ একসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জাল দিতে দিবে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতে গ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ইহাতে শুঁঠের ক্কাথ না দিয়া কেবল মাত্র ষোলসের জলের সহিত এই ঘৃত পাক করা যাইতে পারে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত আঢ্যবাত ক্রিমিরোগ দুষ্টব্রণ অর্শঃ, গুল্ম ও শূলরোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

গুড়ূচীঘৃত।

অমৃতায়াঃ কষায়েণ কল্কেন চ মহৌষধাৎ।
মৃদ্বগ্নিনাবৃতপ্রস্থং বাতরক্তং হরং পরম্॥
আমবাতাঢ্য বাতাদীন ক্রিমিদুষ্ট ব্রনানপি।
অর্শাংসী গুল্মশূলঞ্চ নাশয়ত্যাশুযোজিতম্॥

ঘৃত ৪ সের। গুলঞ্চ আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং উহাতে কুট্টিত শুঁঠ একসের প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত আঢ্যবাত ক্রিমিরোগ, দুষ্টব্রণ, অর্শঃ, গুল্ম ও শূলরোগ অনতি বিলম্বে বিদূরীত হইয়া থাকে।

কাঞ্জিষট্পলঘৃত।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈবচ।
কল্কান্ কৃত্বা চ পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আরণালাঢকং দত্বা তৎ সর্পির্জঠরাপহম্।
শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্॥
নাশয়েদ্ গ্রহণী দোষং মন্দাগ্নের্দ্দীপনং পরম্।
পুষ্ট্যর্থং পয়সাসাধ্যং দধ্নবিমূত্রসংগ্রহে।
দীপনার্থং মতিমতা মস্তুনা চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ঘৃত ৪ সের হিং ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, চৈ ৮ তোলা, ও সৈন্ধবলবণ ৮ তোলা, ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে কাঁজি ষোলসের প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, এই ঘৃত, অর্দ্ধ তোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে আমবাত, উদর রোগ, বিবন্ধ, আনাহ, কটীদেশের বেদনা, গ্রহণী রোগ, ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাক করিবার সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে যদি পুষ্টির জন্ম ব্যবহার করা উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কাঁজির পরিবর্ত্তে দুগ্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া লইবে, এবং যদি উহা মল এবং মূত্রের কাঠিন্য নিবারণার্থ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে দধিদ্বারা এবং অগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত দধির মাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া লইতে হইবে।

শুণ্ঠীঘৃত।

সর্পির্নাগরকল্কেন সৌবীরকচতুর্গুণম্।
সিদ্ধমগ্নিকরং শ্রেষ্ঠমামবাত হরং পরম্॥

ঘৃত ৩ সের। শুঁঠ একসের গ্রহণ পূর্ব্বক, কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং সৌবীর ষোল সের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ-তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উহা অগ্নিবর্দ্ধক হইয়া আনবাত রোগ শান্তি করিয়া থাকে।

রসোনপিণ্ড।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা।
হিঙ্গুত্রিকটুকং ক্ষারৌ পঞ্চৈব লবণানিচ॥
শতপুষ্পা তথাকুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
অজমোদা যমানী চ ধান্যকঞ্চাপিবুদ্ধিমান্॥
প্রত্যেকন্তু পলঞ্চৈষাং সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়েচৈতং স্থাপয়েদ্দিনষোড়শং॥
প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ।
খাদেৎ কর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু॥
আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রিতে।
অপস্মারেঽনলে মন্দে কাসে শ্বাসে সরোম্বু চ॥
সোন্মাদেবাতভগ্নে চ শূলে জন্তুষু শস্যতে॥

রসোন সাড়ে বারসের ৩ তিল অর্দ্ধসের পেষন করিয়া লইবে এবং উহার সহিত হিং ৮ তোলা মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৮ তোলা, যবক্ষার ৮ তোলা সাচিক্ষার ৮ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, শুলফা ৮ তোলা, পিপুল মূল চূর্ণ ৮ তোলা, রক্তচিতার মূল চূর্ণ ৮ তোলা, যমানী চূর্ণ ৮ তোলা, যমানী চূর্ণ ৮ তোলা ও ধনিয়া চূর্ণ ৮ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত তিলতৈল একসের ও কাঁজি দুই সের প্রদান পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পাত্রে করিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া ষোল দিবস রাখিয়া, দিবে। অতঃপর উক্ত ঔষধ চারি আনা অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল বা মদ্যপান করিলে আমবাত, বাতরোগ অবস্থার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, উন্মাদ, শূল ও ক্রিমি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রসোন সুরা।

বলঙ্কায়া সুরায়াস্তু সুপক্কায়াঃ শতং ঘটে।
ততোঽর্দ্ধেন রসোনস্ত সংশুদ্ধং কুট্টিতং ক্ষিপেৎ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলমজাজী কুষ্ঠচিত্রকম্।
নাগাবং মরিচং চব্যচূর্ণিতঞ্চাক্ষসম্মিতম্॥
সপ্তাহাৎ পরতঃ পেয়া বাতরোগামনাশিনী।
ক্রিমিকুষ্ঠক্ষয়ানাহগুল্মার্শঃ প্লীহমেহনুৎ॥
অগ্নিসন্দীপনী চৈব পাণ্ডুরোগবিনাশিনী॥

সুরা সাড়ে বার সের, পেষিত রসোন ছয় সের এক পোয়া, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা পিপুল মূল চূর্ণ ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ২ তোলা, রক্ত চিতার মূল চূর্ণ ২ তোলা শুঠ চূর্ণ ২ তোলা এই পদার্থ গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ কাল একটী পাত্রে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। অতঃপর উক্ত ঔষধ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিলে বাতরোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, আনাহ গুল্ম অর্শঃ প্লীহা মেহ, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

শিণ্ডাকী।

সিদ্ধার্থকাৎলীপ্রস্থং সুধৌতং নিস্তুষং জলে।
মণ্ডপ্রস্থং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্দিবসত্রয়ম্॥
ধান্যরাশৌ ততোদদ্যাৎ সঞ্চূর্ণ্যপলিকানি চ।
অলম্বুষা গোক্ষুরকং শতপুষ্পীপুনর্নবে॥
প্রসারণীবরুণত্বকশুণ্ঠী মদন মেব চ।
সম্যক্ পাকন্তু বিজ্ঞায় সিদ্ধতণ্ডুলমিশ্রিতা॥
মূর্দ্ধাসর্ষপতৈলেন হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতা।
ভক্ষিতা লবণোচোতাজয়েমাদং মহাজ্বরম্॥
একজাং দ্বন্দ্বজং সাধ্যং সাধ্যং সান্নিপাতিক মেধচ।
কটীরুবাতমানাহজাম্বুজং ত্রিক্‌মাগতন্॥
উদাবর্ত্তহরী পেয়া বলবর্ণাগ্নিকারিণী॥

সর্ষপের খৈল ২ সের গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তুষ বাদ দিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে, এবং উক্ত খৈলের সহিত মণ্ড চারিসের মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে করিয়া ধানের মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া দিবে। পরে অলম্বুষা, গোক্ষুর, শুলফা পুনর্ণবা গন্ধ-ভাদুলী, বরুণ ছাল, শুঠ ও মদন ফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া

লইবে। অতঃপর উক্ত পদার্থ ২ তোলা চাউলের গুড়া ৮ তোলা, ৪৮ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সর্ষপ তৈল দুই তোলা দ্বারা সন্তলন করিয়া লইবে। এবং উহাতে হিঙ্গু ৫ রতি ও সৈন্ধব লবণ চারি আনা, মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর রোগীকে উহা সেবন করিতে দিবে। এই প্রণালী ক্রমে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই ঔষধ আমবাত এবং জ্বর প্রভৃতি রোগের শান্তি করিয়া থাকে।

সিধ্মলা।

ত্বগাদিহীনাঃ সংশুষ্কাঃ প্রত্যগ্রাঃ সকুলাদয়ঃ।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতম্ তেষাং শীতে পলশতত্রয়ম্॥
শতেন কটুতৈলস্য ব্যোমরামঠধান্যকৈঃ।
ক্রিমিঘ্নদীপ্যকনিশাচবিকাগ্রন্থিকার্দ্রকৈঃ॥
জীরকদ্বয়বৃশ্চীরমুরসার্দ্ধকশিগ্রুকৈঃ॥
দশমূলাশ্বগুপ্তাভ্যাং মার্কবৈলবণৈস্ত্রিভিঃ।
চূর্ণিতৈঃ পলিকৈঃ সার্দ্ধমারণালপরিপ্লুতৈঃ॥
বিন্যসেৎ স্নেহপাত্রে চ ধান্যরাশৌ পুনর্ন্যসেৎ।
সপ্তরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য পানভক্ষণ ভোজনৈঃ॥
সিধ্মলেয়ং প্রযোক্তব্যা সামেবাতে বিশেষতঃ।
ভগ্নরুগ্নাভ্যুপহতাঃ কম্পিনঃ পীঠসর্পিণঃ॥
গৃধ্রসীমগ্নিসাদঞ্চ শূলগুল্মোদরাণি চ।
বলিপলিতখালিত্যং হত্বা স্যারমলেন্দ্রিয়াঃ॥

শীতকালে নূতন সকুল প্রভৃতিকে (শোল মৎস্য) ত্বকাদি মুক্ত করিয়া শুষ্ক করিবে এবং উত্তমস্তপে চূর্ণ করিয়া লইবে। উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, সর্ষপতৈল সারে বারসের, এবং মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, ধনিয়া, বিড়ঙ্গ, যমানী, হরিদ্রা, চই, গ্রন্থিণ (গঠিয়ান) আর্দ্রক (আদা,) জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত পুনর্নবা, তুলসী, শ্বেততুলসী, শজিনারছাল, দশমূল, শূকশিম্বী (আলকুশী) ভীমরাজ ও লবণ ত্রয় ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; এই দ্রব্য গুলি যথা প্রয়োজন কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী তৈলাক্ত পাত্রে করিয়া সপ্তাহ কাল ধান্যের মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর পানীয় ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে আমবাত, ভগ্ন, আহত, কম্প, পীঠসর্পী, গৃধ্রসী, অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, উদর পলিত, খালিত্য (টাকপড়া) নিবারিত হইয়া থাকে।

আমবাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিবেন; যথা দধি, মৎস্য গুড়, দুগ্ধ, পুইশাক মাষকলাইয়ের পিষ্টক, গুরু দ্রব্য এবং ক্লেদজনক দ্রব্য।

বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল।

সৈন্ধবংশ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
সর্জিকামরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
বচাজমোদা মধুকংজীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যর্দ্ধ পলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থশুশতপুষ্পজম্।
কাঞ্জিকংদ্বিগুণংদত্ত্বা তথা মস্তুশনৈঃপচেৎ॥
সিদ্ধমেত প্রয়োক্তব্যামামবাতহরং পরম্।
পানাভ্যঞ্জন বস্তৌ চ কুরুতেহগ্নি বলং ভৃশম্॥
বাতার্ত্তরক্ষণে শস্তংকটীজানূরু সন্ধিজে।
শূলেহৃৎপার্শ্ব পৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেঽশ্মরি নিপীড়িতে।
ব্যয়ামামার্দ্দিতাহে অন্ত্র বৃদ্ধি নিপীড়িতে।
অনভাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয় ত্যাশু দেহিনাম্॥

এরণ্ড তৈল ৪ সের, শুলফার ক্বাথ ৪ সের, কাঁজি ৮সের, দধির মাথ ৮সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুলফা, যমিনী, শ্বেতধুনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিটলবণ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, পান ও অভ্যঙ্গ দ্বারা আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবাদি তৈল।

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কট্ফলম্।
শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ॥
হিঙ্গুলস্তত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা।
শটীবিড়ঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষারুবু॥
অশ্বগন্ধানীলিনীদন্তী মূলং মরিচমেব চ।
অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্॥
এষাং কর্ষ মিতৈঃকল্কৈঃ শনৈর্মৃদ্বাগ্নিনা পচেৎ।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্যমূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥

এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ।
বিশেষেণমবাতেষু কটীজানূরু সন্ধিষু॥
হৃৎপার্শ্বসর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চ বিনাশয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামস্বরুক্ষৌ ভগন্দরে॥
শস্তংনাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ নাশায়ত্যথ দেহিনাম্।
অস্ত্যাংশষিবিধান্ বৃক্ষমিস্রাশনির্য্যতা॥
সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বমায় নিসূদমম্॥

কটু তৈল ৪ সের। তৈল প্রথমতঃ যথা বিধি অনুসারে হরিদ্রা গুলিয়া মূর্চ্ছিত করিয়া লইয়া তৎসহিত কল্ক সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কট্‌ফল, শুলফা, মুথা, চই, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, বালা, চিতামূল, ঝামনহাটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষমূল, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল-মূল, প্রত্যেক দুই তোলা এই কল্ক দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, সমাধা হইলে, ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ আমবাত রোগে ব্যবহার করিলে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

আমগজসিংহোমোদক।

শুঠীচূর্ণস্ত গ্রাহ্যেকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
জীরকস্ত পলদ্বন্দং ধন্যাকস্ত পলদ্বয়ম্॥
পলৈকং শত পুষ্পায়া লবঙ্গস্ত পলংতথা।
টঙ্কনস্ত পলং গ্রাহ্যং মরিচস্ত পলং ভবেৎ॥
ত্রিকূক্তা ত্রিফলাক্ষার পিপ্পলীনাং পলং পলম্॥
এতেষাং সর্ব্ব চূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাদ্ গুড়ম্বয়ঃ॥
চতুভি রথি বসোঽস্ত তোলৈকং খাদয়েদ্ বুধঃ।
শরীরং বীক্ষ মাত্রাস্ত যুক্ত্যা বা ক্রমিবর্দ্ধনম্॥
আমবাত প্রশমনঃ কটীগ্রহ বিনাশনঃ।
শূলয়ো রক্ত পিত্তয়শ্চায় পিত্ত বিনাশনঃ॥
শ্রীমতীচন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতং শুভম্।
গর্জন্নামগজেন্দ্রো ইয় মজীর্ণ বলমাগতঃ॥
যথাসিংহোবলে হন্তি দন্তিনং বলিনংশুভম্।
তথামরাজকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়॥

শুঁঠ চূর্ণ ২ সের, যমানী ১ সের, জীরা ২ পল, ধনিয়া ২ পল, শুলফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা ১ পল, মরিচ ১ পল, তেউড়ী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যবক্ষার ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের এক পল সর্ব্ব চূর্ণ সমষ্টির চতুর্গুণ চিনী। ঘৃত ও মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। শটী, এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক, ইহাদের প্রতেকের ২ তোলা করিয়া লইয়া অধিবাসন কর্ত্তব্য। বলাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা ২ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও আমবাত বিদূরীত হইয়া থাকে।

আমবাতাদি বটিকা।

রসগন্ধক লৌহার্ক তুল্য টঙ্কন সৈন্ধবান।
সমভাগে বিচূর্ণার্থে চূর্ণ দ্বিগুণ গুগ্‌গুলুঃ॥
গুগ্‌গুলোরপাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতা চূর্ণ মুত্তমম্॥
তৎসমং চিত্রকস্যায় ঘৃতেন বটীনাং কৃরু॥
খাদেস্তাষবয়ঞ্চেদং ত্রিফল জল যোগতঃ।
আমবাতাগ্নি বটীকা পাচিকা ভেদিতামতা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ।
যকৃৎ প্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥
হলীমকং চাম্লপিত্তং শ্বয়ংশ্লীপদাবধুসৌ।
গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিং কুষ্ঠবিনাশিনী।
বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহাবস্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, তুথ, সোহাগা, সৈন্ধব, প্রত্যেক সমভাগ। সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ গুগ্‌গুল গুগ্‌গুলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি পরিমাণ তৈউড়ী চূর্ণ, তেউড়ী চূর্ণের সমান। চিতামূল চূর্ণ। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম শূল ও যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বজ্রপাত্বাদি লৌহানাং গ্রাহ্যং পলপলং শুভম্।
চূর্ণং মৃতাভ্রকন্যাপিলৌহার্দ্ধং পারদং তথা॥
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্য লৌহভাৎ ষোড়শেজলৈঃ।
পক্ত্বাষ্টভাগশেষন্ত গ্রাহ্যং ক্বাথজলং সমং ততঃ।
তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্॥
শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ॥

লৌহমর্য্যাপবেদ্ দার্ব্ব্যা পাত্রে যায়সীতা য়কে।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ ॥
সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গাদি যথোদিতান্।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্ ॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতাষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ।
আমবাতগজেন্দ্রস্থ কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।
আমবাতঞ্চ শোকাঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্ ॥

লৌহ পাঁচ পল, অভ্র আড়াই পল, পারা আড়াই পল। ত্রিফলা প্রত্যেকে সাড়েসাত পল। জল ৩৬০ পল, অবশিষ্ট ৪৫ পল, এইক্বাথ জলে লৌহ ও অভ্র পাক করিবে। ইহার সহিত ঘৃত সাড়ে সাতপল, শত মূলীর রস সাড়ে সাত পল, এই সমস্ত দ্রব্য লৌহ বা তাম্র পাত্রে লৌহ দার্ব্বী দ্বারা মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। দ্রব্য যথা, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পলাশবীজ, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তী মূল, এলাইচ এরণ্ডতৈল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধড়কবীজ সাড়েসাতপল ইহা সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমকরোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরসলৌহ।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলম্ শুভম্।
গুগ্গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্ ॥
শুদ্ধসূতমভ্র সমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ।
ত্রিগুণাময়নশ্চূর্ণাং কৃত্বাতাং ত্রিফলাং পচেৎ ॥
দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্।
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লৌহাভ্র গুগ্গুলুম্ ॥
ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যারসং দত্বা তথাশুভম্।
প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্থ শনৈ মৃদ্বাগ্নিনা পচেৎ ॥
লৌহমর্য্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চয়সি মৃন্ময়ে।
ততঃ পাক বিধিজ্ঞস্তু পাক সিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড় চীসত্ত্বজীরকম্।
পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্ ॥
সূচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেক মেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।
রসস্থ কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ ॥

উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতং।
ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্ মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ ॥
গুড়ূচী নাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্ব জলং পিবেৎ।
ভক্ষয়েচ্ছ্ক্ত দেহস্থ শুভেঽহনি সুরার্চ্চিবাঃ ॥
আমবাতমহাব্যাধি বিনাসায়েষ্টদেবতা।
সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্ ॥
জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীং গৃধ্রসীং হন্তি গঙ্গতাম্।
গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্ ॥
আমবাত গজেন্দ্রস্থ কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।

লৌহ ৫ পল, গুগ্গুলু ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারা ২॥০ পল, গন্ধক ২॥০ পল। ক্বাথার্থ ত্রিফলা প্রতেক ৫ পল, জল ৩০ সের, অবশিষ্ট ৩ সের ৬ পল, এই ক্বাথে লৌহ, অভ্র, গুগ্গুলু পাক করিবে। ঘৃত ২২ পল, শতমূলীর রস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল। লৌহ বা মৃন্ময়, পাত্রে লৌহদার্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। আসন্ন পাকে, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া গুলঞ্চ, জীরা, পঞ্চ-কোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, মুতা, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। রস ও গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিক্ষেপ করা বিধেয়। ঘৃত মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ও এরণ্ড মূলের ক্বাথের সহিত ঔষধ সেবন করিবে। অগ্রে বিরেচকাদি দ্বারা দেহ পোষণ করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য ইহা যথা নিয়মে সেবন করিলে আমবাত সন্ধিবাত ও কটিশূলাদি রোগ বিদূ-রীত হয়।

বাতগজেন্দ্রসিংহ।

অভ্র লৌহং রসং গন্ধং তাম্রং নাগং চ টঙ্কণং।
বিষং সিন্ধুং লবঙ্গঞ্চ হিঙ্গু জাতীফলং সমম্ ॥
তদর্দ্ধং ত্রিসুগন্ধঞ্চ ত্রৈফলং জীরকং তথা।
কন্যা রসেন সংপিষ্য বটী কার্য্যা বিরক্তিকা ॥
সেব্যা পয়োঽনুপানেন সদা প্রাতঃ সুখান্বিতে।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চত্বারিংশচ্চপৈত্তিকান্ ॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকান্ রোগান্ সেবনাদেব নাশয়েৎ ॥
অভিঘাতেন যে ক্ষীণাঃ ক্ষীণাৰ্দ্ধাবয়বাশ্চ যে ॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ।
তেষাং বৃষ্যশ্চ, বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এবচ।
খঞ্জানাং পঙ্গুকুব্জানাং ক্ষীণানাং মাংসবর্দ্ধনঃ ॥

অরোগী সুখমাপ্নোতি রোগী রোগাৎবিমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন নাস্তি রোগান্তরং ক্বচিৎ॥
বাতগজেন্দ্রসিংহোহয়ং রসোরোগবিনাশন॥

অভ্র লৌহ পারা, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা বিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিং, জায়ফল, প্রত্তেক ১ তোলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ। ত্রিফলা, জীরা প্রত্যেক ৮ আটতোলা, এই সমস্ত ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল, ইহা সেবন করিলে আমবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বিজয়ভৈরব তৈল।

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মম্বারনালেন পেষয়েৎ॥
তৈলকল্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃপরম্।
তৈলার্দ্রং কারয়েদ্বর্ত্তি মূর্দ্ধভাগে চ দীপয়েৎ॥
বর্ত্ত্যধঃ স্থাপিতে পাত্রে তৈলং পততি শোভনম্।
লেপয়েত্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ॥
নাশয়েৎ সূতৈতলং তদ বাতরোগান বিশেষতঃ।
বাহুকম্পং শিরকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃপরম্॥
ঐকাঙ্গঞ্চ তথা বাতং হন্তি লেপান্নসংশয়ঃ॥

রস, গন্ধক, মনছাল, ও হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা, কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে। অনন্তর এই বাতি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প তৈল ঢালিয়া দিবে, ঐ তৈল প্রজ্জলিত হইয়া নিম্ন স্থাপিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে। উল্লিখিত বর্ত্তিতে ১৬ তোলা মাত্র তৈল প্রস্তুত হইবে। ইহার নাম বিজয়ভৈরবতৈল, ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। এই তৈল ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

আমবাতের চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে উপবাস, স্বেদ, এবং কটু তিক্ত, ও অগ্নিদ্দীপক বস্তু এবং বিরেচন স্নেহ পান শোধন বস্তি অর্থাৎ বিরেচণ দ্রব্য দ্বারা পিচকারি প্রদান এই সমস্ত আমবাত রোগেরব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে, প্রথমত উপবাস ও মল নিঃসরণ দ্বারা আমারসের ক্ষয়সম্পাদন, করিয়া তিক্ত, ও ঝাল প্রভৃতি দ্রব্যের সহযোগে রোগীকে ঘৃত পান করাইয়া বায়ুর শান্তি করিবে। এবং বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈলের দ্বারা অনুপান করিয়া ক্ষয় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

পানীয়পথ্য।

পিপুল, পিপুলেরমূল, চৈ, চিতার মূল ও শুঠ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে। উক্ত জল পিপাসা শান্তির নিমিত্ত রোগীকে পান করিতে দিবে। অপর উল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত জলের দ্বারা তণ্ডুল সহযোগে যবাগু প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ রোগীকে প্রদান করিবে।

পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল বেগুণ, আলু, করোলা, মূলা মানকচু, সজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী উষ্ণজল শীতল করিয়া পান শুক, লঘু আহার এবং তিক্ত দ্রব্যাদি হিতকর। বিকালে রুটী, অথবা লুচি ও তরকারী খাইতে পারে।

গুরুপাক, দ্রব্যাদি, দধি, অধিক মিষ্ট, শীতল জল পান, দিবা নিদ্রা, তৈল মর্দ্দন ইত্যাদি অহিতকর, কোষবৃদ্ধিতে নাংওঠ, ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শূল, পরিণামশূল, অন্নদ্রবশূল নিদান।

দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তামদ্বৈঃ শূলোহষ্টাধা ভবেৎ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ॥

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, আমজ, দ্বন্দজ (যথা

বাতশ্লৈষ্মিক ও বাত পৈত্তিক) এবং সন্নিপাত ভেদে শূল অষ্ট প্রকার প্রায় সর্ব্বপ্রকার শূলেতে বায়ুর প্রধান্য থাকে।

বায়ুজন্যশূলের লক্ষণ।

ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ
প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ।
কলায়মুদ্গাঢ়কিকোরদূষা-
দত্যর্থরূক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ।
কাষায়তিক্তাতিবিরূঢ়জান্ন
বিরুদ্ধবল্লূবকশুষ্কশাকৈঃ।
বিট্‌শুক্রমূত্রানিলসন্নিরোধা-
চ্ছোকোপবাসাদতিহাস্যভাষাৎ॥
বায়ুঃ প্রবৃদ্ধোজনয়েদ্ধি শূলং
হৃৎপৃষ্ঠপার্শ্বত্রিকবস্তিদেশে।
জীর্ণে প্রদোষে ঘনাগমে চ
শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ং॥
মুহুর্মুহুশ্চোপশম প্রকোপৌ
বিণ্মূত্রসংস্তম্ভনতোদভেদৈঃ।
সংস্বেদনাভ্যঞ্জন মর্দ্দনাদ্যৈঃ
স্নিগ্ধোষ্ণভোজ্যৈশ্চ শমং প্রজাতি॥

ব্যায়ামো মল্লযুদ্ধাদিঃ, যানং তুরগরথাদি, মৈথুনং স্ত্রীসেবা, প্রজাগরং রাত্রৌ এষামতিযোগাৎ শীতলজলপ্রভূতপাণাৎ কলায় ত্রিপুটঃ আঢ়কী তুবরী কোরদূষং কোদ্রবঃ অতিরূক্ষদ্রব্যসেবা অধ্যশনং ভুক্তস্যোপরিভোজনং অভিঘাতো লোষ্ট্রাদিভিঃ কাষায়তিক্তর সেবা বিরূঢ়জান্নং বিরূঢ়মঙ্কুরিতমন্নং কলায়চণকাদি তজ্জমন্নং ভক্ষ্যং। বল্লূরসং শুষ্কমাংসং।

মল্লযুদ্ধাদি তুরগ ও রথাদিতে গমন, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, অতিশয় রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত পরিমাণে শীতলজল পান, কলায়, মুগ অড়হর, সোরা, দুগ্ধ ও অতিশয় রুক্ষদ্রব্য সেবন, ভোজন পরিভোজন, লোষ্ট্র ও লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, কষায় কটু ও তিক্তরস সেবন, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ সংযোগ বিরূদ্ধ দ্রব্য, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভক্ষণ, মল, ও শুক্র, মূত্র ও অধোবায়ু বেগরোধ, সোক, উপবাস, অতিশয় হাস্য ও অতিশয় কথা বলা এই সকল কারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয়, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, গ্রীবা ও বস্তিদেশে শূল জন্মায়। এই শূল ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণকালে, সন্ধ্যাকালে, মেঘাগমে এবং শীতে অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিণ্মূত্র সংস্তম্ভন তোদ ও ভেদে মুহুর্মুহু ঐশূলের হ্রাস ও প্রকাশ হয়। স্বেদ, অভ্যঞ্জন, অঙ্গমর্দ্দন, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভোজনের দ্বারা শূল শাম্য হয়।

হৃৎশূলেরস্থান।

কফপিত্তাবরুদ্ধস্তু মারুতো রসবর্দ্ধিতঃ।
হৃদয়স্থঃ প্রকুরুতে শূলমুচ্ছ্বাসরোধকং॥
সহৃচ্ছুল ইতি খ্যাতো রসমারুতকোপজঃ॥

রস বর্দ্ধিত হৃদয়স্থ বায়ু কফ ও পিত্ত কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া উচ্ছ্বাসের অবরোধ বা শূলের উৎপন্ন করে। রস এবং বায়ুর প্রকোপজ সেই শূলকে হৃৎশূল কহে।

পার্শ্বশূলের লক্ষণ।

কফং নিগৃহ্য পবনঃ সূচীভিরিব নিস্তুদন্।
পার্শ্বস্থঃ পার্শ্বয়োঃ শূলং কুর্য্যাধ্মানসংযুতম্॥
তেনোচ্ছ্বসিতি বক্ত্রেণ নরোঽন্নঞ্চ নকাঙ্ক্ষতি।
নিদ্রাঞ্চ নাপ্নুযাদেষ পার্শ্বশূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

পার্শ্বদেশাশ্রিত বায়ু কফকে আশ্রয় না করিয়া সূচীবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত পার্শ্বদ্বয়ে শূল জন্মায়। তদ্দরুণ রোগী নিদ্রা ও আহার করিতে ইচ্ছা করেন। এবং রোগী মুখ হইতে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে, এই সমস্ত লক্ষণ পার্শ্বশূলে লক্ষিত হয়।

বস্তিশূলের লক্ষণ।

সংরোধাৎ কুপিতো বায়ুর্বস্তিং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতে।
বস্তেরধ্বনি নাড়ীষু ততঃ শূলোঽস্য জায়তে।
বিণ্মূত্রবাতসংরোধী বস্তিশূলঃ স উচ্যতে॥
প্রকৃত মনুসরতি জীর্ণে ভুক্তো। প্রদোষে রাত্রাগমে রাত্রিভবশীতেন। বাতপ্রকোপাৎ। ঘনাগমে বর্ষাসু মেঘোদয়ে চ।

মলমূত্রাদির বেগধারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিস্থানে আশ্রয় করিয়া বস্তিমার্গের

নাড়ীতে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী মলমূত্র ও অধোবায়ু পরিত্যাগ করিতে পারে না ইহাকে বস্তিশূল বলা যায়।

পিত্তজন্যশূলের লক্ষণ।

ক্ষারাতিতীক্ষোষ্ণবিদাহি তৈলং।
নিষ্পাক পিণ্যাককুলত্থযূষৈঃ॥
কটম্লসৌবীরসুরাবিকারৈঃ।
ক্রোধানলায়াসরবিপ্রতাপৈঃ।
গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্ব্বিদগ্ধৈঃ।
পিত্তং প্রকুপ্যাশু করোতি শূলং॥
তৃষ্ণোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং।
সংস্বেদমূর্চ্ছাভ্রমশোষযুক্তং॥
মধ্যং দিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে।
নিদাঘকালে জলদাত্যয়ে চ॥
শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং।
সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ।

ক্ষারদ্রব্য, অতিশয় তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তৈল, মাংস, তিল, খলি, কুলথ কলায়েরযূষ, কটুদ্রব্য অম্লরসদ্রব্য, কৌবীর, সুরাবিকারদ্রব্য, ক্রোধ, অগ্নিরউত্তাপ অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, বিদগ্ধদ্রব্যভোজন এই সমস্ত কারণ বশতঃ পিত্ত কুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই শূলরোগীর তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ইন্দ্রিয়মোহ, ভ্রম, রাত্রির মধ্যকালে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীতকালে, শীতল আহার আচার মধুর শীতলদ্রব্য ভোজনে উপশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিকশূলের লক্ষণ।

আনূপবারিজকিলাটপয়োবিকারৈ-
র্মাংসেক্ষুপিষ্টকৃশরাতৈলশষ্কুলীভিঃ।
অন্যৈর্ব্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ
শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলং॥
হৃল্লাসকাসদনারুচিসংপ্রসেকৈ-
রামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরোগুরুত্বৈঃ।
ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেহতিমাত্রং
সূর্য্যোদয়েহথ শিশিরে কুসুমাগমে চ॥

বহু জলদেশজ ভক্ষ্যদ্রব্য শালুকাদী তক্র-কুর্চ্চিকা পায়সাদি ক্ষীরবিকার, মাংস ইক্ষু, মাষকলায়াদি নির্ম্মিত পিষ্টক, খিচুড়ী তিলপুলি ও অন্যান্য গুরুদ্রব্য ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণে কফকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল জন্মায়। এই শূলে রোগীর হৃল্লাস (বমনবেগ) কাস শরীরের অবসন্নতা অরুচি, মুখ দিয়া জল উঠা কোষ্টের আদ্রতা কোষ্ট ও শিরোগুরুত্ব ভোজন করিলে সর্ব্বদাই বেদনা অনুভব, বিশেষ প্রাতঃকালে শিশির ঋতুতে ও বসন্তকালে অতিশয় বেদনা হয়।

ত্রিদোষজশূলের লক্ষণ।

সর্ব্বেষু দেশেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং
বিদ্যাদ্ভিষক সর্ব্বভবং হি শূলং।
সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং
বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

ত্রিদোষজশূলে, হৃদয় পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, ত্রিক বস্তি নাভি ও আমাশয় প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে বেদনা হয় এবং ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ শূল অতিশয় কষ্টকর বিষও বজ্রতুল্য অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ শূলকে চিকিৎসা করিবেন না।

আমজন্যশূলের লক্ষণ।

আটোপহৃল্লাসবমি গুরুত্ব-
স্তৈমিত্যমানাহ কফপ্রসেকৈঃ।
কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গ-
মামোদ্ভবং শূলমুদাহরন্তি॥

আম জন্য শূলে উদরে গুড়গুড় শব্দ হৃল্লাস বমি শরীরের গুরুত্ব ও স্তিমিততা এবং কফ জন্য শূলের সমস্ত লক্ষণ ও প্রকাশিত হয়।

দোষবিশেষ আমজন্যশূলের বিশেষস্থান।

বাতাত্মকং বস্তিগতং বদন্তি
পিত্তাত্মকঞ্চাপি বদন্তি নাভ্যাং।
হৃৎপার্শ্বকুক্ষৌ কফসন্নিবিষ্টং
সর্ব্বেষু দেশেষু চ সন্নিপাতাৎ॥

বস্তৌ হৃৎকটীপার্শ্বেষু সশূলং কফবাতিকঃ।
কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যে তু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ॥

আমজন্য শূল, বাত প্রধান হইলে বস্তিদেশে. পিত্তপ্রধান হইলে নাভিদেশে এবং কফপ্রধান হইলে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে কুক্ষিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ আমশূল সকল স্থানে হয়।

বস্তি, হৃদয় কটী ও পার্শ্বদেশে বাত শ্লৈষ্মিক শূল হয়। কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিতে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল হয়। বাতজ ও পিত্তজ শূল যে স্থানে হয় সেই স্থানে বাতপৈত্তিক শূল হইয়া থাকে, এই শূলে অতিশয় দাহ ও জ্বর হয়।

শূলের উপদ্রব।

বেদনাতিতৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবজ্বরঃ।
ভ্রমোঽরুচিকৃশত্বঞ্চ বলহানিস্তথৈবচ।
উপদ্রবা দশৈ বৈতে যস্য শূলেষু নাস্তি সঃ॥
কাসঃ শ্বাসো বমিঃ হিক্কা শূলস্যোপদ্রবাঃস্মৃতাঃ॥

অতিশয় বেদনা, পিপাসা মূর্চ্ছা আনাহ শরীরের কৃশতা বলহানি যাহার শূলে এই দশটি উপদ্রব থাকে তাহার জীবন সংশয়।

শূলের অসাধ্য লক্ষণ।

একদোষানুগঃ সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বদোষান্বিতো ঘোরস্ত্বসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ॥

একটিমাত্র দোষ জন্য শূল সাধ্য দুইটী দোষ জন্য শূল কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষ জন্য শূল অসাধ্য যে কোন দোষ জন্য শূল হউক না কেন যদি উপদ্রব থাকে তাহা হইলেই অসাধ্য।

পরিণামশূলের লক্ষণ।

স্বৈ র্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বাতঃ সন্নিহিতো যদা।
কফপিত্তে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্বলী॥
ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণামজং॥

শূলের স্বীয় কারণ বশতঃ বায়ুকুপিত হয় এবং সেই বায়ুকফ ও পিত্তের সমীপস্থ হইয়া কফ ও পিত্তকে দূষিত করত পরিণামশূল উৎপাদন করে। এই পরিণাম শূল ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকাবস্থায় হইয়া থাকে।

পরিণামশূলের বাতাদিভেদের লক্ষণ।

আধ্মানাটোপবিণ্মূত্রবিবন্ধারতিবেপনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং পৈত্তিকং তদ্বদেৎ ভিষক্॥
তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদ কট্বম্ল বনোচত্তরং।
শূলং শীতশমপ্রায়ং পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্বুধঃ॥
ছর্দ্দিহৃল্লাসসংমোহস্বল্পরুক্ দীর্ঘসন্ততিঃ।
কটুতিক্তোপশমস্তৌ চ বিজ্ঞেয়ঞ্চ কফাত্মকং
সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ ক্ষীণমাংসবলানলং॥

বায়ুজন্য পরিণামশূলে আধ্মান, আটোপ, মল ও মূত্রের বদ্ধতা গ্লানি ও কম্প হয় এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াতে ইহা শাম্য হয়। পিত্তজন্য পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ গ্লানি ও ঘর্ম্ম হয়। শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে, বমি, হৃল্লাস, সংমোহ ও অল্প বেদনা হয় এবং এই বেদনা অনেকক্ষণ থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে এই শূল সাম্য হয়। মিলিত লক্ষণের দ্বারা দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষজ পরিণামশূল অবগত হইবে, ত্রিদোষজ পরিণামশূলে রোগীর মাংস অগ্নি ও বল ক্ষয় হইলে রোগ অসাধ্য হয়।

অন্নদ্রবশূলের লক্ষণ।

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূল মুপশায়তে।
পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনীভোজনেন চ॥
ন শমং যাতি নিয়মাৎ সোঽন্নদ্রব উদাহৃতঃ।

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে ও ভুক্তদ্রব্য বধ্যমান হইলে এবং অজীর্ণ অবস্থায় যে শূল সর্ব্বদাই উদ্ভব হয় পথ্য বা অপথ্য আহার অনাহার প্রভৃতি কিছুতেই শমতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই অন্নদ্রবক্ষশূল কহে এ শূল অসাধ্য নহে ইহার চিকিৎসা বিধান আছে।

শূলের চিকিৎসা।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাবনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥

পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদ এব সুখাবহঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বাপিসিতোৎকরৈঃ॥

বমন, উপবাস সেক, পাঁচন ফলবর্ত্তি, ক্ষার চূর্ণ ও গুড়িকা শূলরোগে প্রশস্থ। এস্থলে বিশেষ কথা এই যে, শ্লেষ্মাধিক্য বেদনার্থ বমন এবং বাত ও শ্লেষ্মাজনিত বেদনারোগে সেক হিতকর। শূলরোগ অজীর্ণতা নিবন্ধন হয় বলিয়া আমপাকার্থ লঙ্ঘন প্রযোজ্য সেক প্রদান করিতে হইলে পায়স, তিল বাটা স্নিগ্ধ পিষ্টক বা সিতোৎকারের সেকই সুখজনক।

বাতাত্মকং হন্ত্যচিরেণ শূলং স্নেহেন যুক্তস্তুকুলত্থযূষঃ।
সসৈন্ধবো ব্যোষযুতঃ সলাবঃ সহিঙ্গু সৌবর্চ্চল
দাড়িমাঢ্যঃ॥

কুলথকলাই ৪ তোলা ও লাবমাংস ৪ তোলা, দুইসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ৩২ তোলা, অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথ হিঙ্গু-যুক্ত ঘৃতে সম্তলন করিয়া উহাতে সৈন্ধবলবণ সৌবর্চ্চলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঠের চূর্ণ সমস্ত দুইতোলা প্রদান করিয়া নামাইবে। এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া বাতজনিত শূল রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বলাপুনর্নবৈরণ্ডবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গুলবণং শীতং সদ্যোবাতরুজাপহম্॥

বেড়েলারমূল, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমস্ত সম-ভাগে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজনিত বেদনার আশু শান্তি হইয়া থাকে।

হিং, আতুষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বচ, সৌবর্চ্চল লবণ ও হরিতকী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ অর্দ্ধতোলা ও এরণ্ডমূল দেড়তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে উক্ত ক্বাথের সহিত হিং ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ, এরণ্ড মূল, ও যব, এই দ্রব্য গুলি সম-পরিমাণে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গ ও পুষ্করমূল চূর্ণ কিম্বা হিং ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল রোগ অনতিবিলম্বে প্রশমিত হয়।

ভেরেণ্ডার মূল, ও যব, এই দুইটী দ্রব্য সম-ভাগে উভয়ে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অব-শিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে উক্ত ক্বাথের সহিত হিং ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজ শূল রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

হিং, অম্লবেতস্, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উক্তচূর্ণ পদার্থ দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ বারুণী নামক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতজনিত শূল অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শূল রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গু, অম্লবেতস, মরিচ, পিপুল শুঁঠ যমানী, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধব, বিট্ লবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছোলঙ্গ নেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ শূল রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিম্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তত করিয়া লইবে।

উক্ত গুড়িকা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া বেদনাস্থলে লাগাইলে বাতশূল নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

পিত্তশূলচিকিৎসা।

পৈত্তে তু শূলে বমনং চ পয়োভি-
রসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ॥

প্রথতমঃ চিকিৎসক পিত্তশূল চিকিৎসা কালীন পটোল পত্র ও নিমছাল পেষণ করিয়া দুগ্ধ বা ইক্ষু রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া শূল রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবেন। তদনন্তর সংশমন যোগের দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। অন্যথা আমাশয়ে পিত্ত থাকিয়া গেলে অভীষ্ট সাধনের পক্ষে অনেক ব্যাঘাৎ ঘটিয়া থাকে। যেহেতু বেদনার মূলীভূত কারণ আমাশয়স্থ পিত্ত নিঃসারিত করিয়া না ফেলিলে আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারেনা। শূল রোগে মদন ফলের দ্বারা ও বমন করান যাইতে পারে।

পিত্তশূলাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল পান, নদীতটস্থ বায়ুসেবন এবং শীতলজলপূর্ণ কাংস্য পাত্রাদি উদরে ধারণ প্রশস্ত ও হিতজনক।

চিকিৎসক পিত্তনিঃসারক মধুর দ্রব্য দ্বারা বিরেচন শশ ও লবমাংস খৈ ও মধুযুক্ত সন্তর্পণ এবং মধুযুক্ত সুশীতল ঔষধ পিত্তজনিতবমন জ্বর ও শূল রোগে ব্যবস্থা করিবেন।

আমরুলীররস ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত শূলরোগ সদ্য নিবারিত হয়। বলালতা ও কিস্মিস্, এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জনিত শূল প্রশমিত হয়।

বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ডকুশকাশেক্ষুবালিকাঃ।
পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশেরমূল, কেশেরমূল ও খাগড়ামূল এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত দুইতোহা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজ শূল দূরীভূত হইয়া থাকে।

শতাবরী সযষ্ট্যাহ্ববাট্যালকুশগোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্॥
পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্॥

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়ালা, কুশেরমূল ও এই সকল পদার্থগুলি সমভাগে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ লইয়া উক্ত ক্বাথ শীতল হইলে ইক্ষুগুড় চারিআনা ও মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল, রক্তপিত্ত, জ্বালা ও পিত্তজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলানিম্বযষ্ট্যাহ্ব কুটুকারগ্বধৈঃ শৃতম্।
পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলে পশান্তয়ে॥

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটকী ও শোণালুরআটা এই পদার্থগুলি সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করত কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথজল মধুর সহিত সেবন করিলে দাহশূল সদ্যো বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া উক্ত ক্বাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত শূল ও পৈত্তিক জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথং সক্ষৌদ্রং শর্করান্বিতম্।
পায়য়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং দাহশূলনিবারণম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোনালুর আটা এইকয়েকটী পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল দাহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মজনিত শূল চিকিৎসা।

শ্লেষ্মাধিকে ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি
শিরোবিরেকং মধুশীধুপানম্।
মধূনি গোধূমযবানরিষ্টান্
সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্॥

শ্লেষ্মজশূলরোগে বমন, লঙ্ঘন শিরোবিরেচন মদ্য, মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট রুক্ষ ও কটু দ্রব্য প্রভৃতি প্রশস্ত।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
যবাগুর্দ্দীপনীয়া স্যাচ্ছূলঘ্নী তোয়সাধিতা॥

পিপুল, পিপুলমূল, বচ, রক্তচিতারমূল ও শুঁঠ কর্ত্তৃক ষড়ঙ্গ পরিভাষার নিয়মানুসারে কাথ দ্বারা যবের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উহা অগ্নিদীপক হইয়া কফজ শূলরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিটলবণ, পিপুল, পিপুলমূল, বচ, চিতা শুঁঠ ও হিং এই পদার্থ সমস্ত সমপরিমাণে প্রত্যেকের চূর্ণ করিবে, উক্ত চূর্ণ দ্রব্য সমস্ত চারি আনা মাত্রার কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কফজ শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, রক্তচিতারমূল ও শুঁঠ এই সমস্ত গুলি সমভাগে মিলিত দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ লইবে, এবং উক্ত কাথের সহিত অল্প পরিমাণে হিং ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফজনিত শূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচাব্দাগ্ন্যভয়াতিক্তাচূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্।
সক্ষারং বা পিবেৎ কাথং বিশ্বাদেঃ কফশূলবান্॥

বচ, মুথা, রক্তচিতারমূল, হরীতকী ও কট্‌কী, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিলে কিম্বা দশমূল সমস্তে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জল সহিত সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত কাথ অল্প পরিমাণে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফজনিত শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ছোলঙ্গ লেবুর মূলের কাথ মধু ও যবক্ষারের সহিত অথবা শোভাঞ্জন (শাজিনা) ছালের কাথ মধু ও যবক্ষারের সহিত সেবন করিলে পার্শ্ব হৃদয় ও মূত্রাশয়ের শূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

আমজশূল চিকিৎসা।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সেব্যামমহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥

আমজনিত শূলে কফশূলনাশক ক্রিয়া করিবে এবং যে সমস্ত অগ্নিবর্দ্ধক তাহারা সমস্তই আমনাশক জানিবে। যথা ঃ পঞ্চকোল, প্রভৃতি। কিন্তু এ প্রকার অবস্থায় ঘৃতাদি প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু, ঘৃতাদি স্নিগ্ধ পদার্থে আমরসের পরিপাক না করিয়া বরং উহার বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। অতএব পঞ্চকোল প্রভৃতি ঔষধ প্রথমতঃ আমরসকে পরিপাক করিয়া অগ্নির বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে।

চিত্রকং গ্রন্থিকৈরণ্ডশুণ্ঠীধান্যং জলৈঃ শৃতম্।
শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গুবিড়সৈন্ধবম্॥

রক্তচিতারমূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও ধনিয়া; এই সমস্ত পদার্থ গুলি সমপরিমাণে

সমস্তে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করত কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত অল্প পরিমাণে হিঙ্গু, বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল, আনাহ ও বিবন্ধ নিবারিত হইয়া।

দীপ্যাকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
ভূশং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী, ও শুঁঠ, এই পদার্থগুলি সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত শূল, তদ্দণ্ডেই নিবারিত হয়।

দ্বিদোষজনিত শূল চিকিৎসা।

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎপিত্তানিলাত্মকে।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এরণ্ডমূল, কুশেরমূল, কেশেরমুল ও খাগড়ামূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বায়ু পিত্তজনিত শূল নিবারণ হইয়া থাকে।

ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাচ্ছূলে পিত্তানিলাত্মকে।
পিত্তজে কফজে বাপি যা ক্রিয়া কথিতা পৃথক্॥
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে॥

বাতপিত্তজনিত শূলে মিশ্র ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ শূলে পৃথক্ পৃথক্ যে যে সমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে সেই উভয় বিধ ঔষধ একত্র করিয়া বাত পিত্তজ শূলে ব্যবহার করিবে। এবং কফ ও পিত্তশূলোক্ত ঔষধ একত্র করিয়া কফ পিত্তজনিত শূলের চিকিৎসা করিবে।

পটোলত্রিফলারিষ্ট ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দিদাহশূলোপশান্তয়ে॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও নিমছাল এই পদার্থগুলি সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া, কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিতজ্বর, বমন, গাত্রজ্বালা ও শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিশ্বাদি।

বিশ্বোরুবূকদশমূলযবাম্ভসা তু
ক্ষারহিঙ্গুলবণত্রয়পুষ্করাণাম্।
চূর্ণং পিবেৎ হৃদয়পার্শ্বকটীগ্রহাম
পক্কাশয়াংসভৃশরুক্জ্বরগুল্মশূলী॥
ক্বাথেন চূর্ণপানং যত্তত্র ক্বাথপ্রধানতা।
প্রবর্ত্ততে ন তেনাত্র চূর্ণাপেক্ষী চতুর্দ্রবঃ॥

শুঁঠ, ভেরেণ্ডারমূল, বিশ্বছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল পদার্থ সমপরিমাণে সমস্তে মিলিত একতোলা এবং যব একতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথ সহিত যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিং, সচললবণ, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ ও পুষ্কর মূলের (অভাবে কুড়) চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদয়, পার্শ্ব ও কটিদেশের শূল, জ্বর ও গুল্মরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

রুচকাদি।

চূর্ণং সমং রুচকহিঙ্গুমহৌষধানাং
শুঠ্যম্বুনা কফসমীরণসম্ভবাসু।
হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠজঠরার্ত্তিবিষূচিকাসু
পেয়স্তথা যবরসেন তু বিড়্বিবন্ধে॥
সমং শুঠ্যম্বুনেত্যেবং যোজনা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
তেনাম্বুমানমেবাত্র হিঙ্গু সংপরিদীয়তে॥

শুঁঠ একতোলা, লইয়া অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া উক্ত ক্বাথের সহিত সচললবণ দুই আনা শুঁঠ চূর্ণ একাসিকি ও হিঙ্গু ছয় রতি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও জঠর প্রদেশের বেদনা এবং বিসূচিকা রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে যবেরক্বাথের সহিত শুঁঠ প্রভৃতির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ বিদূরীত হইয়া শূল রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলাদি।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতুম্বুরু।
পৌকরঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবাম্ভবা॥
পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংশশূলে তন্দ্রাপতানকে।
শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥

বেলছাল,শোনাছাল,গাম্ভারীছাল,পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেকে দুই আনা সাত রতি এবং যব দুই তোলা এই পদার্থ সমস্ত একসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু এক আনা সৌবর্চ্চল লবণ এক আনা, বিট্ লবণ এক আনা, সৈন্ধব লবণ এক আনা, তুম্বুরু (অভাবে কুড়) চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া উক্ত ঔষধ একছটাক পরিমাণে দিবসে তিন চারিবার সেবন করিলে, পার্শ্ব, হৃদয়, কটী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশেরশূল, অপতন্ত্রক, শোথ, কফস্রাব ও কর্ণ রোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

এরণ্ডসপ্তক।

এরণ্ডবিল্ববৃহতীদ্বয়মাতুলুঙ্গ-
পাষাণভিৎত্রিকটুমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সক্ষারহিঙ্গুলবণোরুবুতৈলমিশ্রঃ-
শ্রোণ্যাং সমেঢ্রহৃদয়স্তনরুক্‌সুপেয়ঃ॥

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ছোলঙ্গলেবুরমূল, পাষানভেদী ও গোক্ষুর মূল, এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে সমস্তে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব ও ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, নিতম্ব, স্কন্ধ, লিঙ্গশূল, হৃদয় ও স্তন দেশের শূল প্রশমিত হয়।

হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্য সমস্ত সমপরিমাণে চূর্ণ করত একত্র মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর এই চূর্ণ দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে চোলঙ্গ লেবুর মূলের ক্বাথের সহিত বা উক্ত লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে শূল ও প্লীহা রোগ শান্তি পাইয়া থাকে।

হরিণশৃঙ্গ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ এক আনা মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিতম্বের শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গের চূর্ণ এক আনা অথবা দুই আনা মাত্রায় বকপত্রের রসের সহিত সেবন করিলে লৌহাজীর্ণ জনিত শূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

ভূমিকুষ্মাণ্ডেররস দুই তোলা মরিচ চূর্ণ চারিআনা, পিপুলচূর্ণ চারি আনা, শুঁঠচূর্ণ চারি আনা এবং সৈন্ধবলবণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে তিন চারিবার সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত শূল রোগ প্রশমিত হয়।

এরণ্ডদ্বাদশক।

এরণ্ডফলমূলানি বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
পর্ণিনাঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছী ক্ষুরালিকা॥
তুল্যৈরেতৈঃ শৃতং তোয়ং যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
পৃথগ্‌ দোষভবং শূলং হন্যাৎ সর্ব্বভবং তথা॥

এরণ্ডফল ও মূল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, সহদেবা, সিংহ পুচ্ছী ও ইক্ষুরালিকা, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করত কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৃথক্ দোষজ এবং ত্রিদোষ জনিত শূল রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

মণ্ডূর গোমূত্রে শাতবার শোধন করিয়া লইবে। ঐ শোধিত মণ্ডূর ত্রিফলার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোজনিত শূল বিদূরীত হয়।

শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই পদার্থ সমস্তের চূর্ণ তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই আনা পরিমাণে অল্প জলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম দুই তোলা চারি আনা, হরীতকী চূর্ণ একতোলা, আমলকী চূর্ণ একতোলা ও বহেড়া চূর্ণ একতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহচূর্ণ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করতঃ উল্লিখিত প্রকারে শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ একতোলা, হরীতকী চূর্ণ একতোলা ও পুরাতন ইক্ষুগুড় দুই তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্তচূর্ণ ঔষধ এক আনা মাত্রার অল্প পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া কটু তৈলাক্ত ছাতুর ধূম গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল শ্বাস রোধ করিয়া থাকিলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

দাধিকঘৃত।

পিপ্পলীনাগরং বিল্বং কারবীচব্যচিত্রকম্।
হিঙ্গুদাড়িমবৃক্ষাম্লবচাক্ষারাম্লবেতসম্॥
বর্ষাভূকৃষ্ণলবণমজাজীবীজপূরকম্।
দধি ত্রিগুণিতং সর্পিস্তৎসিদ্ধং দাধিকং স্মৃতম্॥
গুল্মার্শঃ প্লীহহৃৎপার্শ্বশূলযোনিরুজাপহম্।
দোষঘ্নংশমনং শ্রেষ্ঠং দাধিকং পরমং স্মৃতম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা পিপুল ও শুঁঠ বেলেরমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতামূল, হিঙ্গু, দাড়িমেরখোসা, বৃক্ষাম্ল, বচ, থৈকল, যবক্ষার, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, বনযমানী ও ছোলঙ্গলেবুর মূল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে মিলিত একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। অতঃপর দধি বারসের উহাতে প্রদান করিবে। কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদয়, পার্শ্ব ও যোনিপ্রদেশের শূল, গুল্ম, অর্শ ও প্লীহারোগ বিনষ্ট হয় এবং সমস্ত দোষেরই শান্তি হইয়া থাকে।

শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান, অধিকলবণ, কটু দাইল মল ও মূত্রাদির বেগরোধ, শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

পরিণামশূলচিকিৎসা।

বমনং তিক্তমধুরৈর্বিরেক শ্চাপি শস্যতে।
বস্তয়হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে॥

পরিণামশূলে রোগীকে তিক্তমধুর দ্বারা বমন ও বিরেচন করাইবে এবং আবশ্যক বোধ হইলে বস্তিকর্ম্ম অর্থাৎ পিচ্‌কারী প্রয়োগও

করা যাইতে পারে। এবং অপরাপরে ও কহিয়া থাকেন যে লঙ্ঘন ও ব্যবস্থা হইতে পারে। অর্থাৎ দোষ আমাশয়ে অবস্থিত হইলে বমন ও লঙ্ঘন এবং দোষ পচ্যমানাশয়ে অবস্থিত হইলে দস্তে ও নিরূহবস্তি এবং দোষ-পক্বাশয়ে অবস্থিত হইলে অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলব্যোষং ত্রিবৃদ্দন্তীসচিত্রকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংস্কৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
গুড়েন মোদকং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ প্রাতুরুত্থিতঃ।
উষ্ণোদকানুপানন্তু দদ্যাদগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥
জয়েত্রিদোষজম্ শূলং পরিণামসমুদ্ভবম্।

বিড়ঙ্গেরশাঁস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেঁউড়ী-মূলের ছাল, দন্তীমুলেরছাল ও রক্তচিতারমূল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র করিবে এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুগুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া লইবে। উক্ত মোদক প্রাতঃকালে সেবন করিয়া উষ্ণজল পান করিলে অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিণাম শূল বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শুঁঠচূর্ণ দুইতোলা, পুরাতন গুড় দুইতোলা ও তিল ৮ তোলা দুইসের গব্যদুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

শামুকভস্ম উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল আশু বিনষ্ট হয়। এস্থলে বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উহা পান করিবার পূর্ব্বাহ্নে মুখমধ্যে ঘৃত লেপন করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ চূণে মুখ দগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বহেড়াচূর্ণ, আমলকীরচূর্ণ, হরীতকীর চূর্ণ সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিয়া সেবন করিলে পরিণামশূল বিদূরীত হইয়া যায়।

তিল, শুঁঠ, হরীতকী ও শামুকভস্ম এই সমস্ত বস্তুর চূর্ণ তুল্যপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্তমোদক প্রাতে সেবন করিয়া শীতল জল ও দুগ্ধ পান করিবে এবং উক্ত ঔষধ বিকালে সেবন করিয়া যূষপান করিবে। এই প্রকারে ঔষধ সেবন করিলে দুরন্ত পরিণামশূল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শামুকভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, ও সামুদ্রলবণ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া কলম্বলেবুর রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটিকা প্রাতঃকালে অথবা আহার সময়ে সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

লৌহভস্ম, হরীতকীর চূর্ণ, বহেড়ার চূণ এই চূর্ণ সমস্ত সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ঔষধ চারি আনা পরিমাণে অল্পমধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

পিপুলচূর্ণ একতোলা, হরীতকীচূর্ণ এক-তোলা, ও লৌহভস্ম একতোলা, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে এবং এই ঔষধগুলি দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল, উদররোগ, অগ্নি-মান্দ্য ও আমবাত প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে।

এই সকল বস্তু সমভাগে একত্র করত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ঔষধের দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চৎ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত পরিণামশূল প্রশ-মিত হয়।

সামুদ্রাদিচূর্ণ।

সামুদ্র সৈন্ধবং ক্ষারোরুচকং রৌমকং বিড়ম্।
দন্তীলোহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্॥
দধিগোমূত্রপয়সা মন্দ পাত্রকপাচিতম্।
তৎ যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিনা॥
জীর্ণেঽজীর্ণে তু ভক্ষীত মাংসাদিঘৃতসাধিতম্।

নাভিশূলং যকৃচ্ছূলং গুল্মপ্লীহকৃতঞ্চ যৎ ॥
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবাস্তথা।
শূলনামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্ ॥
পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্ ॥

করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, রোমকলবণ, বিটলবণ, দন্তীমূলচূর্ণ, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, তেউড়ীমূলেরছাল, চূর্ণ ও ওলকচুচূর্ণ এই সকল পদার্থ সমভাগে একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধ এই দ্রব্যত্রয় সমস্ত চূর্ণ সমষ্টির চারিগুণ গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত চূর্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, এই প্রকারে পাক শেষ হইলে উহা একসিকি পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে নাভি ও যকৃৎ প্রদেশের শূল, গুল্ম, প্লীহা, বিদ্রধি, অষ্ঠীলা এবং সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা পরিণামশূলের অদ্বিতীয় ঔষধ।

নারিকেললবণ।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্।
বিপক্কমগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজশূলনুৎ ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥

জলযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ প্রবেশ করাইয়া দিবে, তৎপরে মুখবন্ধ করিয়া কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া কিয়ৎক্ষণ শুষ্ক করিয়া লইবে, অতঃপর উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, শীতল হইলে উহার মধ্যস্থিত লবণ বহিষ্কৃত করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত লবণ চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিকশূল প্রশমিত হয়।

সপ্তামৃতলৌহ।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণ ময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পিচ্ছুতং সম্যক্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু ॥
ছর্দ্দিং সতিমিরাং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্।
আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি সঃ ॥

যষ্টিমধুচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, আমলকীচূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ ও লৌহভস্ম এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ঔষধ দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে বমন, শূল, অম্লপিত্ত, জ্বর, মূত্ররোধ ও শোথরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুড়পিপ্পলীঘৃত।

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। পিপুল অর্দ্ধসের ও ইক্ষুগুড় অর্দ্ধসের ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ১৬ সের দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অতি বৃদ্ধি পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি উপশমিত হয়।

পিপ্পলীঘৃত।

ক্বাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং
সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিকসং প্রযুক্তম্।
ক্ষীরানুপানস্য নিহন্ত্যবশ্যং শূলং
প্রবৃদ্ধং পরিণামসংজ্ঞম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। পিপুল আট সের ৬৪ সের জলসহযোগে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ এবং পিপুল এক সের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধপান করিলে পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোলাদিমণ্ডূর।

কোলাগ্রন্থিকশৃঙ্গবেরচপলাক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং।
মণ্ডূরং স্বরভীজলেঽষ্টগুণিতে পক্ত্বাথ সান্দ্রীকৃতম্॥
তং খাদেদশনাদিমধ্যবিরতৌ প্রায়েন দুগ্ধান্নভুক্।
জেতুং বাতকফাময়ান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানিচ॥

চই, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল ও যবক্ষার এই পদার্থ সকলের চূর্ণ সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং সমস্ত চূর্ণ পদার্থের সমান মণ্ডূরচূর্ণ গ্রহণ করিবে এবং মণ্ডূরের আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডূর প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত চই ও পিপুল প্রভৃতির চূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণে সেবন করিয়া দুগ্ধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

ভীমবটকমণ্ডূর।

কোলাগ্রন্থিক সহিতৈ র্বিশ্বৌ যথমাষধী যবক্ষারৈঃ।
প্রস্থমযোরজসাং পলিকাং শৈশ্চূর্ণি তৈর্মিশ্রৈঃ॥
অষ্টগুণমূত্রযুক্তং ক্রমপাকাৎ পিণ্ডতাং নয়েৎসর্ব্বম্।
কোলপ্রমাণগুড়িকাস্তস্রোভোজ্যাদিমধ্যবিরতৌ চ॥
রসসর্পির্যূষপয়ো মাংসৈরশ্নন্নরো নিবারয়তি।
অন্নবিবর্ত্তনশূলং গুল্মং প্লীহাগ্নিসাদাংশ্চ॥

চই, পিপুলমূল, শুঁঠ, ছোটএলাচি ও যবক্ষার এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। লৌহভস্ম দুইসের গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহের আটগুণ গোমূত্রে উক্ত লৌহভস্ম প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহাতে প্রদান করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে আহারের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং মাংসরস, ঘৃত, যূষ, দুগ্ধ বা মাংসের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। এই প্রকার নিয়ম পালন করিয়া ঔষধ সেবিত হইলে পরিণামশূল, গুল্ম, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্ষীরমণ্ডূর।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রার্দ্ধাঢ়কে পচেৎ।
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসিদ্ধং পক্তিশূলহরং নৃণাম্॥

মণ্ডূর একসের গ্রহণ করিয়া আটসের গোমূত্রের সহিত জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে ৪ সের দুগ্ধ প্রদান করিবে, এই প্রকারে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তশূল দূরীভূত হয়।

চবিকাদিমণ্ডূর।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌগোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
চবিকানাগরক্ষারপিপ্পলীমূলপিপ্পলী॥
সঞ্চূর্ণ্য নিক্ষেপেত্তস্মিন্ পলাংশাঃ সান্দ্রতাং গতে।
গুড়িকা কল্পয়েত্তেন পক্তিশূলনিবারিণী॥

চই, শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুল পিপুলমূল, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে আটতোলা গ্রহণ করিবে এবং মণ্ডূর একসের লইয়া আটগুণ গোমূত্রের সহিত জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ একসিকি পরিমাণে সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

শতাবরীমণ্ডূর।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরস্য পলাষ্টকম্।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌদধ্নস্তু পয়সস্তথা॥
পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ।
বিপচেৎ সর্ব্বমেকধ্যং যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্॥
সিদ্ধস্তভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোঽপি বা।
বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥
নিহন্ত্যেব হি যোগঽয়ং মণ্ডূরস্য ন সংশয়ঃ॥

মণ্ডূর একসের, শতমূলের রস একসের দুগ্ধ একসের ও ঘৃত অর্দ্ধসের এই পদার্থ সমস্ত একত্রিত করিয়া অগ্নি উত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিবে অতঃপর গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ চারিআনা মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে মধ্যে ও শেষে সেবন করিলে পরিণামশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

তারামণ্ডূর গুড়।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলাত্র্যূষণানি চ।
নবভাগানি চৈতানি লোহকিট্টসমানি চ॥
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধিকগুড়ান্বিতম্।
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাংগতম্॥
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাগ্মধ্যাদিক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ॥
যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং ক্রিমিগুল্মোদরানি চ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চৈবাপকর্ষতি॥
বর্জ্জয়েচ্ছুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনি চ।
পক্তিশূলান্তকো হ্যেষ গুড়ো মণ্ডূরসংজ্ঞকঃ॥
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বিড়ঙ্গের শাঁস, রক্তচিতারমূল, চই, হরীতকী, আমলকী বহেড়া; মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান মণ্ডূর গ্রহণ করিয়া মণ্ডূর ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতির চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণে গোমূত্র এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমষ্টি গুড়ের সহিত মণ্ডূর পাক করিতে থাকিবে পরে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণগুলি প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে আহারের পূর্ব্বে মধ্যে ও পরে সেবন করিলে পরিণামশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, গুল্মরোগ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়া আশু নিবারণ হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া শুষ্কশাক, বিদাহী, অম্ল ও কটুদ্রব্য আহার করিবে না।

রামমণ্ডূর।

খশিরং শ্বেতবাট্যালং মধুপর্ণিময়ূরকম্।
তণ্ডুলীয়ঞ্চ কর্ষার্দ্ধং দত্ত্বাধশ্চোর্দ্ধমেব চ॥
পাক্যং সুজীর্ণমণ্ডূরং গোমূত্রেণ দিনদ্বয়ম্।
অন্তর্ধূমদগ্ধঞ্চ তথা স্থাপ্যং দিনত্রয়ম্॥
বিচূর্ণ্য দ্বিগুণেনৈব গুড়েন সুবিমর্দ্দিতম্।
ভোজনস্যাদিমধ্যান্তে ভক্ষ্যং কর্ষং ত্রিভাগতঃ॥
তক্রানুপানং বর্জ্জ্যঞ্চ বাক্ষময়কমাত্র তু।
অম্লপিত্তে চ শূলে চ হিতমেতৎ যথামৃতম্॥

সূর্য্যাবর্ত্ত, শ্বেতবেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গ, কাঁটানটিয়া এই দ্রব্যগুলির কিয়দংশ একটী পাত্রে রাখিয়া তদুপরি পুরাতন মণ্ডূর আচ্ছাদন করিয়া দিবে এবং তাহাতে ক্রমশঃ অল্প অল্প গোমুত্র প্রদান পূর্ব্বক দুই দিন পর্য্যন্ত এরূপ প্রকারে পাক করিতে হইবে, যেন পাত্র মধ্যস্থ মণ্ডূর দগ্ধ না হয়। অতঃপর উক্ত পাত্রটী নামাইয়া পাত্রের মুখ শরাদ্বারা আবৃত করিবে এবং পাত্রটি ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া দিবে। এই প্রকার করিয়া পরে মধ্যস্থিত মণ্ডূর গ্রহণ করিয়া পরিস্কৃত ও ধৌত করিয়া লইবে। উক্ত মণ্ডূরের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মণ্ডূরের সহিত মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিয়া তক্র পান করিলে অম্লপিত্ত ও শূলরোগে অমৃতের ন্যায় উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া বদরী ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি পরিত্যাগ করা বিধেয়।

রসমণ্ডূর।

কুড়বপথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্মলোহকিট্টক।
শুদ্ধরসস্যার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসঞ্চ কেশরাজস্য॥
প্রত্যেকশিতঞ্চ দত্ত্বা লৌহে পাত্রেঽথ দণ্ডসংঘৃষ্টম্।
শুষ্কংঘৃতমধুযুতং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাণ্ডে স্নিগ্ধং॥
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্ রোগান্।
শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্॥

শোধিত গন্ধক আটতোলা ও শোধিত পারা চারিতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং হরিতকী চূর্ণ অর্দ্ধসের ও মণ্ডূর আটতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রস দুইসের ও কেশুত্যের রস দুই সের প্রদান পূর্ব্বক লৌহ পাত্রে করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রথম দিবসে দুই রতি মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে অতঃপর প্রত্যেক দিন দুইরতি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে কফ পিত্তজরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলালৌহ।

অক্ষামলকশিবানাং স্বরসৈশ্চ পক্বং সুলোহজচূর্ণক্ম্।
সগুড়ং সদ্যাপভুঙক্তে মুঞ্চতি ত্রিদোষজং শূলম্॥

লৌহভস্ম একসের, হরিতকীর রস অথবা ক্বাথ ৪ সের আমলকীর রস ৪ সের, বহেড়ার রস কিম্বা ক্বাথ ৪ সের ও ইক্ষুগুড় একসের এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া জাল দিতে থাকিবে মোদকের ন্যায় গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া ফেলিবে। তদনন্তর এই ঔষধ দুই আনা কিম্বা চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহগুড়িকা।

লোহস্য রজসো ভাগ ত্রিফলায়াস্তথা ত্রয়ঃ।
গুড়স্যাষ্টৌ তথা ভাগা গুগ্গুলোশ্চ ত্রং চতুর্গুণম্॥
এতৎসর্ব্বঞ্চ বিপচেদ গুড়পাকবিধানবিৎ।
লিহেচ্চ তদ্ যথাশক্তি ক্ষয়ে শূলে চ পাকজে॥

লৌহভস্মএকসের, হরিতকীচূর্ণ একসের বহেড়ারচূর্ণ একসের, ইক্ষুগুড় আটসের ও গোমূত্র ৩২ সের, প্রথমতঃ গুড় ও গোমূত্র একত্র করিয়া জাল দিতে থাকিকে, কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে লৌহ প্রভৃতি পদার্থের চূর্ণগুলি উহাতে প্রদান করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয় ও পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

ধাত্রীলৌহ।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লোহচূর্ণস্য।
যষ্টীমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাদ্ গুপলে ঘৃষ্টম্॥
অমৃতাকাথেনৈতচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্তাহম্।
চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা নবে ঘটে স্থাপ্যম্॥
ঘৃতমধুনা সহ যুক্তং ভুক্ত্বাদৌ মধ্যতোঽন্তে চ।
ক্ষীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষাদ্যনুবন্ধেন॥
ভক্তস্যাদৌ নাশয়তি ব্যাধীন্ পিত্তানিলোদ্ভবান্।
মধ্যেঽন্নবিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে নান্নং॥
পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভুক্তান্তে শীলিতং জয়তি।
এবং জীর্য্যতি চান্নে শূলং নৃণাং সুকষ্ট মপি॥
হরতি সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎপিত্তম্।
চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নঃ কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়েদ্রোগান্॥
প্রসাদয়ত্যপি রক্তং পাণ্ডুত্বং কামলাং জয়তি॥

আমলকীচূর্ণ ৬৪ তোলা একত্র করিয়া লৌহচূর্ণ ৩২ তোলা ও যষ্টিমধুচূর্ণ ১৬ তোলা একত্র করিয়া প্রস্তরময় পাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং উহাতে আমলকী ১১২ তোলা জল ৮৯৬ তোলার সহিত সিদ্ধ করিয়া ১১২ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ প্রদান করিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে এই প্রকার নিয়মে আমলকীর ক্বাথ প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত উক্ত ক্বাথের সহিত চূর্ণগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে এই ঔষধ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করা বিধেয়। এই ধাত্রীলৌহ আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সেবন করিলে পিত্তানিলোদ্ভবরোগ প্রশমিত হয়।

আহারের মধ্য সময়ে সেবন করিলে বিষ্টব্ধা জীর্ণ বিনষ্ট হয়,এবং আহারের পর সেবনে পান ও অন্নকৃত রোগ অন্নদ্রবাখ্য শূল ও অম্লপিত্ত বিদূরীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধ প্রভাবে রক্তের দোষজনিত চক্ষুর পাণ্ডুত্ব ও কামলা বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং পিত্তশ্লেষ্ম জনিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

লৌহাদিঘৃত।

তনূনি লৌহপত্রাণি তিলোৎসেধসমানি চ।
শ্বশিকামূলকল্কেন সংলিপ্য সর্ষপেণ বা॥
বিশোষ্য সূর্য্যকিরণৈঃ পুনরেবাবলেপয়েৎ।
ত্রিফলায়া জলে ধ্মাতং বাপয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
ততঃ সংচূর্ণিতং কৃত্বা কর্পটেন তু ছালয়েৎ।
ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং যথাগ্ন্যেতং প্রয়োজয়েৎ॥
মাষকং ত্রিগুণং বাথ চতুর্গুণমথাপি বা।
ছাগস্য পয়সঃ কুর্য্যাদনুপানমভাবতঃ॥
খবাং ঘৃতেন দুগ্ধেন চতুঃষষ্টিগুণেন চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতন্মাসেনৈকেন নিশ্চিতম্॥
লৌহামৃতমিদং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ যচ্চাম্লং পরিকীর্ত্তিতম্॥
সেব্যংতন্ন ভবেদত্র মাংসং চানুপসম্ভবম্॥

লৌহকে এ প্রকার সূক্ষ্মভাবে পাত করিতে হইবে যে যেন তিলের ন্যায় পাতলা হয়। শ্বেত আকন্দের মূল এবং শ্বেত সর্ষপ পেষণ পূর্ব্বক উহা দ্বারা উক্ত লৌহ পাত লেপন করিয়া রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে এবং উহাকে ঘুইটার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ডুবাইয়া এক দিন পর্য্যন্ত রাখিবে, যতদিন পর্য্যন্ত উহাকে সহজে চূর্ণ করিতে পারা যায়। অতঃ পর উক্ত লৌহপাত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য প্রণালীতেও চূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায়, অন্য প্রণালী যথা প্রথমতঃ লৌহপাত পেষিত করিয়া শ্বেতআকন্দের মূল ও শ্বেত সর্ষপ দ্বারা লেপন করিয়া পূর্ব্ববৎ রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ডুবাইবে এইরূপে উত্তপ্ত ত্রিফলার ক্বাথে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিয়া পরে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই লৌহ চূর্ণ দুই রতি বা তিন রতি মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে একমাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পরিণাম শূল নিবারিত হয়। উক্ত ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্যের আদিতে "ক" বর্ণ আছে, সেই সমস্ত দ্রব্য এবং আনূপ মাংস ও যাবতীয় অম্ল দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করিবে।

নারিকেলখণ্ড।

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টকং
পলপরিমিতসর্পিপাচিতং খণ্ডতুল্যম্॥
নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং
গুড়বদথসুশীতে শাণভাগান্ ক্ষিপেচ্চ॥
ধন্যাকপিপ্পলীপয়োদতুগাদ্বিজীরান্
শানং ত্রিজাতমিভকেশরবহ্নিচূর্ণ্য।
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষারমম্লপিত্তং
শূলং বমিং সকলপৌরুষকারিহারি॥

নারিকেল শস্য পেষণ করিয়া নিষ্পীড়ন (নিঙ্ড়াইয়া) করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত নারিকেল শস্য অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত অর্দ্ধপোয়ার সহিত ভর্জ্জিত করিয়া লইবে। তদনন্তর ডাবনারিকেলের জল ৪ সের গ্রহণ করিয়া তাহাতে অর্দ্ধসের চিনী মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া উক্ত জল উল্লিখিত ভর্জ্জিত নারিকেল শস্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিয়া পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া ধনিয়া পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা, এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং দারুচিনী, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগেশ্বর, ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকের দুই আনা পরিমাণে উহাতে প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে অম্ল-পিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত শূল ও বমন রোগ নিবারিত হয় এতদ্ভিন্ন এই মহৌষধ নারিকেলখণ্ড সেবনে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া দেহের মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

খণ্ডামলকী।

সিন্নপীড়িতকুষ্মাণ্ডাত্তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ।
প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যন্তু পচেদামলকীরসাৎ॥
প্রস্থে সুসিন্নকুষ্মাণ্ডরসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্।
দর্ব্ব্যা পাকং গতে তস্মিংশ্চ শীতীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ

দ্বে দ্বে পলে কণাজাজীশুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ।
পলং তালীশধন্যাকচাতুর্জাতকমুস্তকম্॥
কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতদ্দোষত্রয়ভবঞ্চ যৎ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তমূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসকাসাবরোধকম্।
হৃৎচ্ছূলং রক্তপিত্তঞ্চ পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্॥

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শস্য ছয়সের একপোয়া গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া নিপীড়ন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ড শস্য শুষ্ক করিয়া লইবে। উক্ত শুষ্ক কুষ্মাণ্ড শস্য দুই সের ঘৃত দ্বারা সন্তলন করিয়া লইবে, তদনন্তর আমলকীর রস ৪ সের ও কুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের একত্র করিয়া উহাতে চিনি ছয়সের একপোয়া মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া উক্ত রস কুষ্মাণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, জীরারচূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচচূর্ণ ৮ তোলা তালীশপত্রচূর্ণ ২ তোলা. ধনিয়া চূর্ণ ২ তোলা দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, ধনিয়া চূর্ণ ২ তোলা, দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, তেজপত্রচূর্ণ ২ তোলা ও মুথার চূর্ণ ২ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। উক্ত ঔষধ শীতল হইলে মধু দুই সের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, বমনরোগ মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, অরুচি, হৃদয়শূল, পৃষ্ঠশূল ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

সংশমণযোগ।

কলায়চূর্ণভাগৌ দ্বৌ লৌহচূর্ণস্য চাপরঃ।
কারবেল্লপলাংশানাং রসেনৈব বিমর্দ্দিতঃ॥
কর্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েদ্ গুড়িকাং নরঃ।
মণ্ডাম্বুপানাৎ সা হন্তি জরৎপিত্তং সুদারুণম্॥

বর্ত্তুলকলায় চূর্ণ দুই তোলা, লৌহ চূর্ণ একতোলাও করেল্লা পত্রেররস আটতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটিকা সেবন করিয়া যবের মণ্ড পান করিবে, ইহাতে অতিশয় উগ্র অম্লপিত্ত ও শূল রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকীর চূর্ণএকতোলা, বহেড়ারচূর্ণ একতোলা ও লৌহ চূর্ণ তিনতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণে অল্প মধুর সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরীত হয়।

শূল রোগীর পিত্তাধিক্য লক্ষিত হইলে বমন দ্বারা পিত্তের হ্রাস করিবে, এবং কফাধিক্য হইলে বিরেচন দ্বারা কফের শান্তি করিবে।

অম্লপিত্ত রোগে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্নদ্রবাখ্য শূলে সেই সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অন্নদ্রবাখ্য শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তির আমাশয় ও পক্বাশয় পরিষ্কৃত হইলে অন্নদ্রব শূল আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

অন্নদ্রবাখ্যশূলরোগে তুষযুক্ত মাষেণ্ডরী অর্থাৎ তুষযুক্ত মাষকলাইয়ের পিষ্টক বিশেষ হিতকর। ঘৃত ও গুড়যুক্ত গোধূমের মণ্ড অথবা চিনি ও দুগ্ধযুক্ত মৃদিত নামক লৌহ হিতজনক। শালিতণ্ডুলের ঈষৎ উষ্ণ মণ্ড এবং দুগ্ধ চিনি ও ঘৃত দ্বারা সম্পাদিত যবের মণ্ড পথ্য ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত রোগীকে চিনী সেবন করাইয়া সিদ্ধ করা দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কিম্বা পটোলের যূষের সহিত ছোলার ছাতু সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসম মণ্ডূর।

সদ্যোলৌহমলাজ্যমাক্ষিকসিতা ভাগাঃ সমা মানতঃ
পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তমথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাৎ তদ্‌ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃস্থাপয়েৎ
পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয় মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে॥
পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ্বা জলং শীতলং
পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতৌ সচ্ছন্দভোজ্যো নরৈঃ।
জেতুং শূলহুতাশমান্দ্যকসনশ্বাসাম্লপিত্তজ্বরো
ন্মাদাশস্মৃতি মেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বা রুজঃ॥

শোধিতমণ্ডুর আটতোলা, ঘৃত আটতোলা, মধু আট তোলা, চিনি আটতোলা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাম্র পাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক দিন রৌদ্রে এবং এক রাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে। পরে কোন তাম্র পাত্রে বা ঘৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ ৪ মাষা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে মধ্য সময়ে ও পরে সেবন করা বিধেয়। ইহা সেবনে শূল প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা ৪ মাষা মাত্রায় সেবন করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাই তিন ভাগ করিয়া আহারের কালত্রয়ে সেবন করিবে।

শর্করালৌহ।

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে।
অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ।
লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ।
দত্ত্বাজ্যকুড়বং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষযমানী গজপিপ্পলী॥
দ্বিজীরকং ঘনং লৌহমভ্রং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ॥
শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥
কাসং শ্বাসং তথাশোথং গ্রহণীদোষমেব চ।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহরাজযক্ষ্মবিনাশনম্॥
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডুর ৬৪ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা, ঘৃত ৩২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে নামাইয়া তদনন্তর শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া শুঁঠ পিপুল, মরিচ, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ভোজনের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সকল প্রকার শূলের বিশেষতঃ পিত্তশূলের পক্ষে ইহা একটি মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে অপরাপর পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

নারিকেলামৃত।

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জ্জিতং ঘৃতে।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণস্য তৎসমম্॥
দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ক্ষিপেৎ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্॥
কটুত্রয়ং চতুর্জ্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
ধাত্রীজীরকমুস্তধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
তুগাপয়োদমূলানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরি মথাপরম্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং মুক্তায়ুষং পিবেদনু॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যগ্র শূলঞ্চৈব সুদারুণম্।
পরিণামভবং শূলং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
অম্লদ্রবভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্॥
মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ॥
রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্॥

সুপক্ব নারিকেল শস্য ২ সের প্রথমত উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া জলীয়াংশ বাহির করিয়া লইবে। তদনন্তর ৪ সের ঘৃতে উক্ত নারিকেলশস্য সন্তলন করিয়া লইবে। পাকার্থ নারিকেল জল ৩২ সের গব্য দুগ্ধ ৩২ সের চিনি ১২॥০ সাড়ে বার সের আমলকীর রস ৪ সের এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এবং পাক করিতে করিতে ঘনিভূত হইয়া শীতল হইলে নামাইবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ নাগেশ্বর, প্রত্যেক আট তোলা আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁটেলা বংশলোচন, মুথা প্রত্যেক ৬ তোলা, এই সকল পদার্থের

চূর্ণ একত্রিত করিয়া উহাতে প্রদান করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে, অতঃপর মধু অর্দ্ধসের দিয়া লইবে। ইহা এক তোলা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। অনুপান দুগ্ধ মুদ্গযূষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অশেষবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি প্রভৃতি রোগের মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে।

হরীতকীখণ্ড।

ত্রিফলাব্দং চতুর্জাতং যমানী কটুকত্রয়ম্।
ধান্যকং মধুরিকা চৈব শতপুষ্পালবঙ্গকম্॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং গ্রাহ্যং ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা।
পলবন্ধপ্রমাণেন সর্ব্বতুল্যা হরীতকী॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি সিতা চবিগুণা মতা।
পক্তে,তানি বিধানেন ক্ষীরেনোক্তেন সর্পিষেৎ॥
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ ষড়শীংস্তনিলাময়ম্।
কোষ্ঠবাতং কটীশূলমানাহমপি দারুণম্॥

আমলা, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনিয়া, মৌরী, শুলফা, লবঙ্গ, চূর্ণ প্রত্যেক দুই তোলা, তেউড়ী ও সোনাপাতা প্রত্যেক চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা। ইহা যথাবিধি পাক করিবে। ইহা এক তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে, ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অর্শ প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হয়।

পুগখণ্ড।

প্রত্যেকং পুগচূর্ণস্য পয়সশ্চাঢ়কং ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্॥
চতুর্জাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্।
মাংসীতালীশপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্॥
নীলোৎপলং তথা বাংশী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা।
বিদারীকন্দজশ্চৈব রজো গোক্ষুরসম্ভবম্॥
শতমূলীরজশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা।
ধাত্রীচূর্ণং সমং কর্ষং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ॥
মন্দেহদ্যৌ বিপচেদ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
খাদেৎ প্রাতুরুত্থায় কর্ষমেকং প্রমানতঃ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তহৃদ্দাহভ্রমিমূর্চ্ছাপহং নৃণাম্।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাতবিনাশনম্॥
মেহমেদোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ॥
রেতোবৃদ্ধিকরং হৃদ্যং পুষ্টিদং কামদং তথা।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥

সুপারি চূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনী ১২৷৷০ সের, ঘৃত ২ সের এই সমুদায় একত্র পাক করিবে এইরূপে পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে গুড়ত্বক তেজপত্র এলাইচ, নাগকেশর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, লবঙ্গ, রক্তচন্দন জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প, আমলকী, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা কর্পূর ৪ তোলা, উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা যথাবিধি সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শূল বমিও অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

শূলগজকেশরী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রসংপুটং তংনিরোধয়েৎ॥
উর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
রুদ্ধ্বা গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সম্পুটং চূর্ণয়েচ্ছ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গুশুঠী সজীরকা॥
বচামরিচজং চূর্ণং কর্ষ মুক্তজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী॥

শোধিত পারদ ২ তোলা, শোধিত গন্ধক ৩ তোলা এইদ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া গোড়া লেবুররসে মাড়িয়া ৬ তোলা পরিমাণে তাম্রপুটে অভ্যন্তরভাগ লিপ্ত করিবে। তদনন্তর একটি হাঁড়ির মধ্যে লবণ রাখিয়া তদুপরি ঐ তাম্রসংস্থাপিত করিয়া তাহার উপরিভাগে ও লবন প্রদান করতঃ স্থানীর মুখ

বদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপর দিন তাম্রপুট উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণিত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ দুইরতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া হিঙ্গ, শুঠ, জীরক বচ, মরিচ, ইহাদিগের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে, ইহা সেবনে ঘোরতর অসাধ্যশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৈশ্বানরলৌহ।

দ্বিপলং তিন্তিড়ীক্ষীরং তথাপামার্গসম্ভবম্।
শম্বূকভস্মসংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা॥
চতুর্ণাং সমভাগাঃ স্যুস্তুল্যঞ্চ লৌহচূর্ণকম্॥
চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতাং ভিষক্॥
শূলস্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাষদ্বয়ং নরঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

তেঁতুলছালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, শামুকের মুটিভস্ম সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ।॰ একপোয়া লৌহ একসের। এই সমস্ত পদার্থ একত্র পেষণ করিবে বেদনা উপস্থিত হইলে এই চূর্ণ ঔষধ দুইমাষা মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলবর্জ্জিনী বটী।

রসং গন্ধং চ লৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্।
টঙ্কনং রামঠং শুঠী ত্রিকটু ত্রিফলা শটী।
ত্বগেলাপত্রতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং কোলকং শুভম্॥
মাষিকা বটিকা কার্য্যাচ্ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা।
গণেশং যোগিনীং শম্ভুং হরিং সূর্য্যং প্রপূজ্যত॥
শীততোয়ানুপানেন চ্ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবর্জ্জিনী॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরজ্বরম্।
অষ্ঠীলানাহমেহাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অম্লপিত্তামবাতাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।
গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥
সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা॥

পারা, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা সোহাগা হিঙ্গু, শুঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ধনিয়া এই সমুদয় দ্রব্যের প্রত্যেকেরচূর্ণ একতোলা। এসমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে শূল, গুল্ম প্রভৃতি অশেষ প্রকার পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যাধরাভ্র।

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলা গুড়ূচী
দন্তীত্রিবৃদ্ বহ্নিকটুত্রিকঞ্চ।
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং
পলানি চত্বার্য্যয়সো মলস্য॥
গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য
যদ্বায়সো বাপি চিরাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রকাচূর্ণপলং বিশুদ্ধং
নিশ্চন্দ্রং শ্লক্ষ্মতীব সূক্ষ্মাৎ॥
পালানকর্ষং স্বরসেন খল্ল
শিলাতলে মস্যমনী দলস্য।
সংমর্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধ
পাষাণচূর্ণেন পিচুস্মিতেন॥
যুক্ত্বা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্বা
সর্পির্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য পশ্চাৎ।
সংস্থাপ্যেৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে
ততঃ প্রয়োজ্যাস্য রসায়নস্য॥
প্রস্রাষকৌ দ্বাবথ বা ত্রয়ে বা
গব্যং পয়ো বা শিশিরজলং বা।
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূত
কলপ্রনষ্টানলদীপকশ্চ।
রোগেষু হন্যাৎ পরিণামশূলং
শূলং তথাম্লদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ।
যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্॥
নশ্যন্তি তে যান্ ন নিহন্তি রোগান্
যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

বিড়ঙ্গ, মুথা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল শুঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। গোমূত্র শোধিতমণ্ডুর অথবা লৌহভস্ম ৩২ তোলা অভ্র

৮ তোলা থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোথ পারা দেড়তোলা শোধিত গন্ধক ২ তোলা। প্রথমতঃ পারা ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তত করিবে তদনন্তর উহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপিত করিয়া রাখিবে। প্রথমতঃ দুই কি তিন মাষা পরিমাণ মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ইহা গব্য দুগ্ধ কিম্বা শীতল জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে বিশেষতঃ ইহা সেবনে, পরিণামশূল সদ্যো বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলান্তকরস।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা।
একৈকশঃ সমোভাগ স্তদর্দ্ধং রসগন্ধয়োঃ॥
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্দ্বিগুণো ভবেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু॥
নিহন্তি পরিণামোত্থমম্লপিত্তং বমিং তথা।
অন্নদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
সর্ব্বশূলান্নিহন্ত্যাশু শুষ্কদার্ব্বনলো যথা॥

শুঁঠ পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরিতকী বহেড়া, মুথা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক এক তোলা, কজ্জলী একতোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে দুইতোলা। এই সমস্ত চূর্ণ পদার্থ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া করিয়া একমাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা কাঁজির সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা যথা বিধি পূর্ব্বক সেবিত হইলে শূল প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলগজেন্দ্রতৈল।

এরণ্ডদশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ॥
বিশ্বং জীরং যমানীঞ্চ ধান্যকং পিপ্পলীং বচম।
সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকং চ পলদ্বয়ম্॥
যবক্কাথঃ পয়শ্চৈব তৈলাদ্দেয়ং গুণত্রয়ম্।
তৈলমেতন্মহাতেজো নাম্না শূলগজেন্দ্রজম্॥
নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলমুপদ্রবসমন্বিতম্।
অগ্নিপ্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচীর্জ্জয়েৎ॥
জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহগুল্মবিনাশনম্।
শ্রীমদ্‌গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিল তৈল আটসের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক ৪০ তোলা, এই সকল দ্রব্য ৫৫ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ইহার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৩।০ সাড়েতেরসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথ তৈলে প্রদান করিবে। কল্কার্থ যথা শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধন্যা, পিপুল, চই সৈন্ধব, কুলপত্র প্রত্যেক দুইতোলা এই সমস্ত পদার্থ অল্প জলের সহিত কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে শূল ও তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব সমস্ত এবং শ্বাসাদিরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চতুঃসমলৌহ।

অভ্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য যত্নতঃ কুশলো ভিষক্॥
আজ্যপলদ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে।
পক্ত্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাবহ্নিত্রিকটুনাং তথৈবচ।
পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতান্ তথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ॥
তুর্ত্তু পিষ্টং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্॥
ঘৃতেন মধুনা মর্দ্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষকাবধি।
ক্রমেন বর্দ্ধয়েত্তচ্চ সমাহিতমনাঃ সদা॥
অনুপানঞ্চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকে নবা।
জীর্ণান্নে হিতশাল্যন্ন মুদ্গমাংসরসাদিভিঃ।
রসায়নাবিরুদ্ধানি চান্যান্যপি চ কারয়েৎ॥
হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাতকটিগ্রহম্।
গুল্মশূলঞ্চ হৃচ্ছুলং যকৃৎপ্লীহানমেব চ।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চ্চিকাম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন সাধয়েৎ॥

অভ্র, গন্ধক, পারা, লৌহ, প্রত্যেক ৮ আট তোলা এই সকল দ্রব্য ও ৯৬ তোলা ঘৃত ৯৬ তোলা দুগ্ধে একত্র করিয়া নিম্ন লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ সমস্ত প্রদান করিবে উক্ত দ্রব্য সমস্ত যথা বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, চিতামূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ সমস্ত প্রক্ষেপ দিবে। এবং উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা একমাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে দুগ্ধ কিম্বা নারিকেল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। শালিতণ্ডুলের অন্ন মুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে, ইহা যথা বিধানানুসারে সেবিত হইলে অশেষবিধ শূল ও গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগের মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুণ, ডুমুর, মানকচু, পুরাতনকুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ঘৃত পক্ক ব্যঞ্জনাদি, অন্নের মধ্যে পাতিলেবু রাত্রিতে দুগ্ধ খই, যবের মণ্ড আহার করিবে। কুমড়ার মিঠাই, আমলকী অথবা হরিতকীর মোরব্বা জল খাবার খাইতে পারা যায়, ইহাতে বিশেষ হিতজনক হইয়া থাকে। শূল প্রভৃতি পীড়ায় আহার কালে বা আহারের ক্ষণকাল পরে জল পান না করিয়া অন্যূন একঘণ্টা পরে জল পান করিলে ভাল হয়। আহারের পরে জল পান না করিয়া ডাবের জল পান করিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

এই সকল পীড়ায় গুরুপাক বিদাহী দ্রব্যাদি ডাইল, মৎস্য, দধি, রুক্ষ ও অম্লদ্রব্য লঙ্কাঝাল মাদক দ্রব্য সেবন করা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ নিদান।

বাতবিণ্মূত্র জৃম্ভাশ্রু ক্ষবোদ্গার বমিন্দ্রিয়।
ক্ষুতৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥

অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা অর্থাৎ হাইউঠা নেত্রজল, হাঁচি উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘনিশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ জনিত যে যে সমস্তরোগ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে উদাবর্ত্ত কহিয়া থাকে। এক্ষণে ক্রমে প্রত্যেক উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গা ধ্মানং ক্লমো রুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ॥

অধোবায়ুর বেগ ধারণ জনিত উদাবর্ত্তে বায়ু (অধোবায়ু) মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা, তোদ (অর্থাৎ সূচীভেদবৎ বেদনা) শূল ও গুল্ম প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মলেরবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ
সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষ মাস্যাদথবা নিরেতি
পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য॥

পুরিষবেগ অর্থাৎ মলবেগ ধারণ করিলে উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দ প্রকাশয়ে শূল ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া মলের অপ্রবৃত্তি ও উদ্গার এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং কখন বা মুখ হইতে বিষ্ঠা নির্গম হইয়া থাকে।

মূত্রবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে॥

মূত্রের বেগধারণ জন্য উদাবর্ত্তে বস্তি ও লিঙ্গে শূলবেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃরোগ, ব্যাখ্যাহেতু দেহের নততা এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জৃম্ভাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

মন্যাগলস্তম্ভশিরোবিকারাঃ
জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ।
তথাক্ষিনাসা বদনাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ কর্ণরোগৈঃ॥

জৃম্ভার বেগ ধারণ হেতু বাতাত্মক মন্যাস্তম্ভ গলদেশের স্তব্ধতা বায়ুজন্য শ্বাসরোগ, চক্ষুরোগ কর্ণরোগ, নাসারোগ, ও মুখরোগ উৎপন্ন হয়।

অশ্রুবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

আনন্দজং বাপ্যথ শোকজং বা
নেত্রোদকং প্রাপ্ত মমুঞ্চতো হি।
শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন॥

আনন্দ অথবা শোকজনিত নয়নে অশ্রুজল উপস্থিত হইলে তাহা যদ্যপি ত্যাগ না করা যায় তাহা হইলে শিরোগুরুত্ব, তীব্র, চক্ষুরোগ ও পীনসরোগ প্রভৃতি জন্মে।

হাঁচিবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃ শূলমর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যা দ্বিধারণাৎ॥

হাঁচিবেগ ধারণ জন্য মস্তস্তম্ভ শিরঃশূল, অর্দ্দিত অর্দ্ধাবভেদক (অধিকপানে) এবং ইন্দ্রিয় সকলের দুর্ব্বলতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়।

উদ্গারবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বমতীব তোদঃ
কূজশ্চ বায়োরথবা প্রবৃত্তিঃ।
উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি
ঘোরা বিকারাঃ পবন প্রসূতাঃ॥

উদ্গার বেগ ধারণ হেতু কণ্ঠ ও মুখে পূর্ণতা হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচীভেদবদ্বেদনা অব্যক্ত ভাষণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিরোধ হিক্কা প্রভৃতি নানাবিধ বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়।

বমনবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

কণ্ডূকোঠারুচিব্যাঙ্গশোথপাণ্ড্বাময় জ্বরাঃ।
কুষ্ঠহৃল্লাস বীসর্পশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ॥

বমনবেগ ধারণ করিলে কণ্ডু, কোঠ অরুচি, মুখব্যঙ্গ শোথ, পাণ্ডুরোগ জ্বর, কুষ্ঠ হৃল্লাস (অর্থাৎ উপস্থিত বমন) ও বীসর্প প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শুক্রবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

মূত্রাশয়ে বৈ গুদমুষ্কয়োশ্চ
শোথোরুজামূত্রাবিনিগ্রহশ্চ।
শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেচ্চ
তেতে বিকারাবিহতে তু শুক্রে॥

শুক্রবেগ ধারণ জনিত মূত্রাশয়ে গুহ্যদেশে ও শুক্রক্ষরণ এবং বাত কুণ্ডলিকাদি বিবিধপীড়া হইয়া থাকে।

ক্ষুধাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচি শ্রমশ্চ
ক্ষুধাভিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ॥

ক্ষুধাবেগ ধারণ করিলে তন্দ্রা গাত্র বেদনা. অরুচি শ্রমবোধ এবং চক্ষুর বল হ্রাস হইয়া থাকে।

তৃষ্ণাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

কণ্টাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধ
তৃষ্ণাভিঘাতাৎ হৃদয়ে ব্যথা চ।

তৃষ্ণাবেগ ধারণ জনিত কণ্ঠশোষ মুখশোষ শ্রবণ শক্তির রোধ এবং হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্বাসবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

শ্রান্তস্য নিশ্বাসবিনিগ্রহেণ
হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ॥

অত্যন্ত পরিশ্রমক্লান্ত ব্যক্তি নিশ্বাস রোধ করিলে হৃদ্রোগ মোহ ও গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়।

নিদ্রাভিঘাতজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

জৃম্ভাঙ্গ মর্দ্দোক্ষিশিরোঽতি জাড্যং
নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা।

নিদ্রাবেগধারণ করিলে জৃম্ভা (হাইউঠা) গাত্র বেদনা তন্দ্রা এবং দেহ ; চক্ষু ও মস্তকের অতিশয় জড়তা উপস্থিত হয়।

বেগরোধ ও রুক্ষাদিভোজবশতঃ বায়ুজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বায়ু কোষ্ঠানুগোঃ রুক্ষৈঃ কষায় কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ॥
বাতমূত্রপুরীষাসৃকফমেদো বহানি বৈ।
স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষং চ প্রবর্ত্তয়েৎ॥
ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায় দাহমোহ তৃষাজ্বরান্।
বমিহিক্কাশিরোরোগমনঃশ্রবণবিভ্রমান্॥
বহুনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্।

রুক্ষদ্রব্য, কষায়, কটু ও তিক্ত দ্রব্য সেবনাদি দ্বারা কোষ্ঠাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বায়ু (অর্থাৎ অধোবায়ু) মূত্র, পুরীষ, করিয়া রক্ত, কফ ও মেদোবহ স্রোত সকলকে অবরোধ করিয়া পুরীষের অপ্রবৃত্তি করে, এজন্য হৃদয় ও বস্তিশূল, হৃল্লাস, অনুৎসাহ, কষ্টে বায়ু, মূত্র ও মলত্যাগ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ তৃষ্ণা, জর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, ভ্রান্তি, শ্রবণ বিভ্রম্ এবং বাত প্রকোপ জনিত অপরাপর বিবিধ পীড়া সকল হইয়া থাকে।

উদাবর্ত্তের অসাধ্য লক্ষণ।

তৃষ্ছর্দ্দি পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরুপদ্রুতং।
শকৃদ্বমন্তং মতিমান্ উদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ॥

তৃষ্ণা ও ছর্দ্দিতে ক্লিষ্ট, ক্ষীণ, বেদনায় কাতর ব্যক্তি বিষ্ঠা বমনকরে এ প্রকার উদাবর্ত্ত রোগীকে বুদ্ধিমান চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন না।

আনাহের লক্ষণ।

আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ
ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন।
প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং
বিকার মানাহ মুদাহরন্তি॥

আহার জনিত অপক্ক রস বা মল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পুনর্ব্বার রুদ্ধ হয় এবং ঐ পুরীষ অধো নিঃসৃত হয় না, এই প্রকার লক্ষণাক্রান্তকে আনাহ কহিয়া থাকে।

আমজনিত আনাহের লক্ষণ।

তস্মিন্ ভবন্ত্যামসমুদ্ভবেতু
তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায় শিরোবিদাহাঃ।
আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং
হৃৎস্তম্ভ উদ্‌গার বিঘাতনঞ্চ॥

আম জনিত আনাহ রোগে, পিপাসা, প্রতিশ্যায় মস্তক জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও শরীরে, গুরুতা, হৃদয়ের স্তব্ধতা ও উদ্গারের অবরোধ হইয়া থাকে।

মলসঞ্চারজনিত আনাহের লক্ষণ।

স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে
শূলোঽথ মূর্চ্ছা শকৃতোশ্চছর্দ্দিঃ।
শোথশ্চ পক্কাশয়জে ভবন্তি
তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি॥

মলসঞ্চয় জনিত আনাহ রোগে, কটি ও পৃষ্ঠের জড়তা, মল মূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষবমন, শোথ, এবং অলসকের সমস্ত লক্ষণ অর্থাৎ আধ্মান ও বাত নিরোধাদি লক্ষণ সকল, প্রকাশিত হয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা।

ত্রিবৃৎসুধাপত্রতিলাদিশাক
গ্রাম্যৌদকানূপরসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিলমূত্রবিড়্‌ভি
র্দদ্যাৎ প্রসন্নাগুড়সীধুপায়ী॥

তেউড়ীর পত্র, সিজপত্র, ও তিলপত্রের শাক, গ্রাম্য ও আনুপপ্রাণীর মাংসরস এবং বায়ু প্রশমক, বিরেচক ও মূত্রকারক গুণ বিশিষ্ট (অর্থাৎ দুগ্ধ প্রভৃতি) দ্রব্যের সহিত যবাগূ উদাববর্ত্ত রোগাক্রান্তকে সেবন করিতে দিবে এবং প্রসন্না ও গুড় কৃত সীধু নামক মদ্য পান করিবে।

আস্থাপনং মারুতজেস্নিগ্ধ সিন্নস্ত শস্যতে॥

বায়ুর বেগ ধারণ জনিত উদাবর্ত্ত রোগীকে স্নিগ্ধ সেক প্রদান পূর্ব্বক স্থাপন (বস্তিক্রিয়া) করা আবশ্যক।

পুরীষজেতু কর্ত্তব্যোবিধিরানাহিকশ্চয়ঃ॥

পুরীষবেগ রোধ জনিত উদাবর্ত্ত রোগে চিকিৎসক আনাহিক বিধির বিধান করিবেন।

ক্ষারবৈতরণৌ বস্তীযুঞ্জ্যাত্তত্র চিকিৎসকঃ॥

বাতজনিত উদাবর্ত্ত রোগে চিকিৎসক উল্লিখিত অস্থাপন অর্থাৎ ক্ষার বস্তি এবং বৈতরণ বস্তিই প্রয়োগ করিবেন।

শ্যামা দন্তী দ্রবন্তীত্বল্লাহাস্তামাসূহীত্রিবৃৎ।
সপ্তলা শঙ্খিনী শ্বেতা রাজবৃক্ষঃ সতিল্বকঃ॥
কম্পিল্লকং করঞ্জশ্চ হেমক্ষীরীত্যয়ং গণঃ।
সর্পি স্তৈলরজঃ ক্বাথ কল্কেষস্ততমেষু চ॥
উদাবর্ত্তোদরানাহবিষগুল্মবিনাশনঃ॥

শ্যাম (শ্যামা মূলা তেউড়ী) দন্তী, দ্রবদন্তীর, ছাল, বৃদ্ধতারক, সিজ, অরুমূলা, তেউড়ী, সপ্তা (নীলবৃহ্লা) শঙ্খিনী, (শ্বেত বুহ্ল) শ্বেতা অপরাজিতা) শোনালু, পাটিয়া লোধ, কমলা গুড়ি, ডহকরঞ্জা, ও স্বর্ণ ক্ষীরী এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, ক্বাথ, অথবা কল্ক ইহাদের যে কোন প্রকার ঔষধ প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিলে উদাবর্ত্ত উদররোগ আনাহ, বিষদোষ ও গুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়িকাগুড়তুল্যাস্তাবিড়্ বিবন্ধগদাপহাঃ॥

তেউড়ীচূর্ণ দুই তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪তোলা, হরতকীচূর্ণ ৫ তোলা ও ইক্ষুগুড় ১১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত গুড়িকা প্রস্তত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিস্কার হইয়া উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকীযবক্ষারপীলুনি ত্রিবৃতা তথা।
ঘৃতৈশ্চূর্ণ মিদং পেয়মুদাবর্ত্ত বিনাশনম্॥

হরীতকী, যবক্ষার, পীলুফল ও তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

হিং এক তোলা, কুড় ২ তোলা বচ ৪ তোলা সাচিক্ষার আটতোলা বিটলবণ ১৬ তোলা এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত।

নারাচচূর্ণ।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতা সমযুগকৃষ্ণাকর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণম্।
প্রাগ্ভোজনেচ সমধু বিড়ালপদকং লিহেৎপ্রাজ্ঞঃ॥
এতদ্গাঢ় পুরীষে পিত্তে কফেচ বিনিযোজ্যম্।
সুস্বাদুনৃপযোগ্যোহয়ং চূর্ণো নারাচকোনাম্না॥

চিনি একপল, তেউড়ী চূর্ণ একপল, ও পিপুল চূর্ণ দুই তোলা, এই সমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ এক সিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্ব্বক ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ কোষ্টবদ্ধে, পিত্তে ও কফে প্রয়োগ করিবে।

রসোন উত্তম রূপে পেষণ পূর্ব্বক মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, গুল্ম, উদাবর্ত্ত শূল, প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গুমাক্ষিক সিন্ধূত্থৈঃ পক্ত্বাবর্ত্তি সুনির্ম্মিতাম্।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে দদ্যাদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্॥

হিঙ্গু, অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, মধু ৮ তালা একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপে গাঢ় করিবে, তদনন্তর নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহা দ্বারা বাতি প্রস্তত করিয়া লইবে। উক্ত বাতিতে ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে উদাবর্ত্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মদনং পিপ্পলীকুষ্ঠং বচাগৌরাশ্চ সর্ষপাঃ।
গুড়ক্ষারসমাযুক্তা ফলবর্ত্তিঃ প্রশস্যতে॥

মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ, শ্বেত সর্ষপ ও যবক্ষার এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিবে, এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমপরিমাণে গুড় লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ সমস্ত উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে

আলোড়ন করিয়া নামাইবে, এবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। ঐ বাতি মল দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে উদাবর্ত্ত রোগের মহোপকার সাধন হইয়া থাকে।

মলদ্বারে সেক প্রদান করিয়া গৃহধূম, সৈন্ধব লবণ ও তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া অঙ্গমূলকে মাখাইয়া মলদ্বারে দিবে অথবা মলদ্বারে সেক প্রদান করিয়া উল্লিখিত গৃহধূমাদির সহিত নিশিন্দা পত্রের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মল দ্বারের মধ্যে শঙ্কু নামক অস্ত্রের সাহায্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে উদাবর্ত্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

> সৌবর্চ্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রেহভিহতে পিবেৎ।
> এলাংবাপ্যথ মদ্যেন ক্ষীরবারি পিবেচ্চনঃ॥

একপোয়া মদ্যের সহিত সৌবর্চ্চল লবণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া অথবা একপোয়া মদ্যের সহিত ছোট এলাচির চূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া উদাবর্ত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে এবং ও দুগ্ধ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দুরালভারস বা অর্জ্জুন ছালের রস সৈন্ধব লবণের সহিত উদাবর্ত্ত রোগীকে পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কাকুড়বীজচূর্ণ, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া জল সহযোগে সেবন করিলে উদাবর্ত্ত শান্তি হইয়া থাকে।

স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কিম্বা একমাত্র কিস্‌মিসের ক্বাথ পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ বিদূরীত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগে যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত আছে, সে সমস্তই মূত্ররোধ জনিত উদাবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বায়ু নাশক স্নিগ্ধ বস্তুর সেকের দ্বারা জৃম্ভার রোধজনিত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা করিবে।

অশ্রুর বেগ রোধ জনিত উদাবর্ত্ত রোগে রোগীর অশ্রুজল নির্গত করান আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দিবা নিদ্রা, মদ্য পান, এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা রোগীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে।

হাঁচিবেগধারণজনিত উদাবর্ত্ত পীড়ায় ক্ষত পত্র অর্থাৎ হাঁচুটীর নস্য গ্রহণ করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

উর্দ্ধজত্রুগত রোগে তৈলাদি মর্দ্দন, সেক, ধূম ও প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর এবং বাতনাশক দ্রব্য উত্তরবস্তিকস্থত ও মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

উদ্গারজনিত উদাবর্ত্ত রোগ চিকিৎসক স্নিগ্ধ ধূম পান দ্বারা উল্লিখিত রোগের শান্তি করিবেন।

> ছর্দ্দ্যাঘাতং যথাদোষং নস্য স্নেহাদিভির্জয়েৎ।
> ভুক্তাপ্রচ্ছর্দ্দনং ধূমোলঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্॥
> রুক্ষান্নপানে ব্যায়ামোবিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥

বমনবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে যে দোষের আধিক্য বোধ হইবে সেই দোষ নাশক নস্য, স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা উদাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসা করিবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত রোগে ধূমপান, লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষগুণযুক্ত অন্ন ও পানীয়, ব্যায়াম, বিরেচন এবং ভোজনের পর বমন প্রশস্ত।

> বস্তিশুদ্ধিকরাবাপং চতুর্গুণ জলং পয়ঃ।
> আবারিনাশাৎ ক্বথিতং পীতবন্ত প্রকামতঃ॥
> রময়েয়ুঃ প্রিয়ানার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্॥

চতুর্গুণ জলযুক্ত দুগ্ধে মূত্রাশয় শোধক (তৃণপঞ্চমূলাদি) প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে, জলীয়াংশ শুষ্ক হইলে ছাঁকিয়া উক্ত দুগ্ধ শুক্রবেগরোধ জনিত উদাবর্ত্ত রোগাক্রান্ত রোগীকে পান করিতে দিবে। উক্ত দুগ্ধ পানান্তে রোগী প্রিয় স্ত্রীসঙ্গম করিলে উল্লিখিত রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

শুক্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্ত রোগে তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন, মদ্য, কুক্কুট মাংস, শালিতণ্ডুল, দুগ্ধ, নিরুহবস্তি ও স্ত্রীসংসর্গ প্রশস্ত।

ক্ষুধাবেগধারণ জনিত উদাবর্ত্ত রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য উপকারী হইয়া থাকে। বিশে-

যতঃ এই উদাবর্ত্তপীড়ায় অতি অল্প পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তৃষ্ণাবেগরোধ জনিত উদাবর্ত্ত পীড়ায় চিকিৎসক মন্থ অথবা শীতল যবাগূ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শ্রমশ্বাসাতুর ব্যক্তি অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিয়া মাংস রসের সহিত অন্ন সেবন করিবে।

নিদ্রাভিঘাতজনিত উদাবর্ত্ত রোগে দুগ্ধ পান, নিদ্রা ও সংবাহন উপকারী অতএব এই রোগীর যাহাতে সুনিদ্রা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক।

অনাহ চিকিৎসা।

উদাবর্ত্ত ক্রিয়ানাহে সামে লঙ্ঘন পাচনম্॥

আনাহ রোগে উদাবর্ত্ত রোগোক্ত ক্রিয়া সকল অবলম্বন করিবে। সাম্যাবস্থায় লঙ্ঘন ও পাচন হিতপ্রদ।

ত্রিবৃত্তরা হিঙ্গুবচা সকুষ্ঠা
সুবর্চ্চিকা চেতি বিড়ঙ্গ চূর্ণম্।
সুখাম্বুনানাহ বিসূচিকার্ত্তি
হৃদ্রোগ গুল্মোর্দ্ধ সমীরণঘ্নম্॥

হিং একতোলা, বচ দুইতোলা, কুড় চারি তোলা, সৌবর্চ্চললবণ আটতোলা, ও বিড়ঙ্গ ষোল তোলা, এই সকল দ্রব্য উল্লিখিত মাত্রায় চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য দুই আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আনাহ, বিসূচিকা, শূল, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও উর্দ্ধবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বচ, হরীতকী, রক্তচিতারমূল, যবক্ষার, পিপুল, আতুষ ও কুড়, এই পদার্থ গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আনাহ ও উদাবর্ত্ত পীড়া সদ্যো বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়ী, হরীতকী ও শ্যামলতা এই পদার্থ গুলি তুল্যাংশে চূর্ণ করিয়া সিজের ক্ষীরের (আটার) সহিত একত্র পেষণ পূর্ব্বক উক্ত ঔষধ দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারক হইয়া আনাহ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরেচনোক্ত
হিঙ্গ্বর্কমূলং দশমূলমগ্র্যম্।
স্নুক্ চিত্রকৌ চৈব পুনর্নবা চ
তুল্যানি সর্ব্বৈর্লবণানি পঞ্চ॥
স্নেহৈঃ সমূত্রৈঃ সহ জর্জ্জরাণি
শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে।
পক্বং সুপিষ্টং লবণং তদন্নৈঃ
পানৈস্তথানাহরুজাঘ্নমগ্র্যম্॥
[চরকঃ]

চরক গ্রন্থে অপামার্গ তণ্ডুলীয়াধ্যায়ে যে সমস্ত বিরেচক দ্রব্য বর্ণিত হইরাছে তাহাদের ফল ও মূল, তদ্ব্যতীত হিঙ্গু, আকন্দমূল, দশমূল, সিজ, চিতামূল চৈ, পুনর্নবা, এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি মৃত্তিকার হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইবে, এবং তাহাতে পঞ্চলবণ তৈল ও গোমূত্র প্রদান করিয়া উক্ত পাত্রের মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে, তদনন্তর উক্ত পাত্রের নিম্নে জাল দিতে থাকিবে, এই প্রকারে পাত্রমধ্যস্থ পদার্থ সমস্ত দগ্ধ হইলে নামাইয়া পাত্রমধ্যস্থ লবণ গ্রহণ করিবে, উক্ত লবণ চূর্ণ করিয়া ভোজ্য বস্তুর সহযোগে সেবন করিলে আনাহ এবং পেটের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

রাঠধূমবিড়ব্যোষগুড়মূত্রৈর্বিপাচিতা।
গুদেঽঙ্গুষ্ঠসমবার্ত্তির্বিধেয়ানাহশূলনুৎ॥

মদনফল (ময়না ফল) গৃহের ঝুল, বিট লবণ, ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়, এই পদার্থ গুলি সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে, গুড় ও গোমূত্র একত্র জাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ গুলি উহাতে প্রদান করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উহা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ত্তি অর্থাৎ বাতি প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর উক্তবাতি মল দ্বারে প্রবিষ্ট

করিয়া দিলে আনাহ এবং শূল রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, সর্ষপ, গৃহধুম (গৃহঝুল) কুড় ও মদন ফল, এই দ্রব্য সমস্ত সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া মধু অথবা ঘৃতের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্তবর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া মলদ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে আনাহ উদাবর্ত্ত উদর ও গুল্মরোগ শান্তি পাইয়া থাকে।

শুষ্কমূলাদি ঘৃত।

মূলকং শুষ্কমাদ্রঞ্চ বর্ষাভূপঞ্চমূলকম্।
আরেণতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেদ্ ঘৃতম্॥
তৎপীয়মানং শময়েছদাবর্ত্ত মসংশয়ম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কদ্রব্য যথা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, পুনর্নবা শোনালুফল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং উহাতে জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পুনরায় পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ নিশ্চই প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্থিরাদিঘৃত।

স্থিরাদিবর্গস্থ পুনর্ণবায়াঃ
সম্পাকপূতীকরঞ্জয়োশ্চ।
সিদ্ধঃ কষায়ে দ্বিপলাং শিকানাং
প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিরুদ্ধবাতে॥

ঘৃত চারি সের। কল্কদ্রব্য, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, পুনর্নবা, শোণালুফল, ডহরকরঞ্জছাল, এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট .থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে আনাহ রোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়িকা গুড়তুল্যা সা বিড়্ বিবন্ধগদাপহ॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ, গুড় ১১ ভাগ এই সমস্ত একত্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে মলরোধ নিবারণ হইয়া থাকে।

নারাচরস।

সূতগন্ধক তুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
টঙ্গনং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তীনাং নিস্তুষাণি চ।
স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ দিবসত্রয়ম্॥
নারিকেলোদরে স্থাপ্যং মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ।
তৎকল্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্রংখল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ॥
তন্মধ্য নাভিলেপেন রাজযোগ্যং বিবেচনম্।
বটিকা লেপমাত্রেণ দশবারং বিরেচয়েৎ॥
তদ্‌গন্ধ ঘ্রাণ মাত্রেণ বিরেকো জায়তেধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ সোহাগা পিপুল, শুঁঠ, প্রত্যেক ২ ভাগ সর্ব্ব সমান নিস্তুষ জয়পাল। এই সকল পদার্থ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বা ইহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিলে বিরেচন হইয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তি।

বস্তিস্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ গৃহধূম কুষ্ঠমদনফলৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্ত্বা পাণীরিতাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণা॥
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ শনৈঃ প্রণিহিতা ঘৃতাভ্যক্তা॥
আনাহোদাবর্ত্ত প্রশম নিজঠরঃ গুল্ম নিবারিণী চ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম ও গুড় মিলিত দুই তোলা; মদনফল ১ টা এই সমস্ত দ্রব্য ৮ তোলা মধু বা গুড়ের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে, ইহাতে ভেদাদি হইয়া আনাহ উদাবর্ত্ত জঠর ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্মনিদান।

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ।
কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণং॥
তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ॥

অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা বাতাদি ত্রিদোষ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্মরোগ উৎপাদন করে। এই গুল্ম পঞ্চবিধ। পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি গুল্মের অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

গুল্মেরসামান্য লক্ষণ।

হৃদ্বস্ত্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।
বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

হৃদয় এবং বস্তির মধ্যস্থলে গ্রন্থিরূপ সঞ্চরণশীল বা অচল কখন পুষ্ট বা কখন অপুষ্ট যে গোলাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে গুল্ম কহিয়া থাকে।

গুল্মেরপূর্ব্বরূপ।

উদ্গারবাহুল্য পুরীষ বন্ধ
তৃপ্ত্যাক্ষমতান্ত্রবিকূজনানি।
আটোপমাধ্মান মপক্তিশক্তি
রাসন্ন গুল্মস্য বদন্তি চিহ্নং॥

অরুচিকৃচ্ছ্র বিণ্মূত্র মুবাতত্বং চান্ত্রকূজনং।
আনাহ শোর্দ্ধবাতত্বং সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ॥

গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অতিশয় উদ্গার মলবদ্ধতা, ভোজনে অনিচ্ছা, অন্ত্রকূজন, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, আধ্মান, অপরিপাক ও শূল এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অরুচি এবং মল মূত্রের ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্ত্তন, অন্ত্রকূজন, অনাহ ও বায়ুর উর্দ্ধগতি এই সমস্ত লক্ষণ সর্ব্ববিধ গুল্মরোগেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

বায়ুজনিতগুল্মেরনিদান ও লক্ষণ।

রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং
বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহঞ্চ।
শোকাভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ
নিরন্নতা চানিল গুল্মহেতুঃ॥
যঃ স্থান সংস্থানরুজাবিকল্পং
বিড্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষং।
শ্যাবারুণত্বং শিশির জ্বরঞ্চ
হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংস শিরোরুজঞ্চ॥
করোতি জীর্ণেঽধিকং প্রকোপং
ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ।
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্ররুক্ষং
কষায়তিক্তং কটুচোপ শেতে॥

অধিক কিম্বা অল্প মাত্রায় অথবা অসময়ে রুক্ষান্ন ও পানীয়সেবন, বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি বিরুদ্ধচেষ্টা, মলমূত্রের বেগধারণ, শোকাঘাত প্রাপ্তি, বিরেচনাদি দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং অনশন প্রভৃতি বাত গুল্মের হেতু।

বাতজনিত গুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই। কখন বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায়। ইহার অবয়ব ও সর্ব্বক্ষণ একরূপ প্রকার থাকে না, কখন ক্ষুদ্রাকার, কখন বৃহদাকার এবং কখন বা গোলাকার বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এইরূপ যন্ত্রনার ও কোন স্থিরতা নাই, কখন অল্প কখন মহৎ, কখন সূচীভেদবৎ এবং কদা-

চিৎ নানা প্রকার যন্ত্রনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি মুখ ও গলনলীরশোষ, শরীরের শ্যাব বা অরুণ বর্ণত্ব, শীত, জ্বর এবং হৃদয়ে কুক্ষিতে, পার্শ্বে, স্কন্ধে ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্ত আহার পরিপাক হইলে রোগের অধিক প্রকোপ, কিন্তু আহার করিলে কিছু উপশম হইয়া থাকে। রুক্ষকষায়, তিক্ত ও কটু দ্রব্য সেবনে বাত গুল্মের অনুপশয় হয়।

পিত্তজনিতগুল্মের নিদান ও লক্ষণ।

কটু ম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ
ক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং
পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তং॥
জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গ রোগঃ
শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ।
স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ
স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপং॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি ও রুক্ষপদার্থ আহার, ক্রোধ, অতিরিক্তপরিমাণে মদ্যপান, অতিশয় রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ সেবন, বিদগ্ধাজীর্ণ জনিত দুষ্ট আমরসের আধিক্য এবং দুষ্টরক্ত, এই সমস্ত পৈত্তিক গুল্মের হেতু ইহাতে জ্বর পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষতঃ মুখের লোহিত বর্ণত্ব আহারের পরিপাকাবস্থায় অত্যন্ত বেদনা ঘর্ম্মাগম, ও বিদাহ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং গুল্ম, ব্রণবৎস্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

কফজনিত ও সান্নিপাতিক গুল্মের হেতু।

শীতং গুরুস্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ
সংপূরণং প্রস্বপনং দিবা চ।
গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য
সর্ব্বস্তু দুষ্টো নিচয়াত্মকস্য॥

শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শ্রমশূন্য, অধিক ভোজন এবং দিবা নিদ্রা, এইগুলি কফ জনিত গুল্মের হেতু। আর উল্লিখিত বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে সমস্ত হেতু কথিত হইয়াছে সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক গুল্মের জানিবে।

কফজনিত গুল্মের লক্ষণ।

স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদ
হৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি।
কফস্য লিঙ্গানি চ যানিতানি
ভবন্তি গুল্মে কফকোপজাতে॥

স্তৈমিত্য অর্থাৎ গাত্রে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা আবৃতের ন্যায় অনুভব, শীত, জ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরের গুরুতা, শীতানুভব, অল্পবেদনা এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি এই সমস্ত কফজনিত গুল্মে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংস্তুগুল্মাং
স্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থং।

ঔষধ প্রয়োগের জন্য দ্বন্দ্বজ তিনটী গুল্মের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবে।

ত্রিদোষ গুল্মের লক্ষণ।

মহারুজং দাহপরীত মশ্মবৎ
ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহি দারুণং।
মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং
ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ

ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিকগুল্ম, অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত, প্রস্তরবৎ কঠিন উন্নত, শীঘ্র বিদাহী অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং মন শরীর ও অগ্নির বলকারক। অতএব এই পীড়া অসাধ্য জানিবে।

আর্ত্তব জনিত গুল্মের লক্ষণ।

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা
যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃর্তৌ বা।
বায়ুর্হিতস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং
করোতি গুল্মং সরুজং সদাহং॥
পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমান লিঙ্গং
বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিরোধ।

যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈ
শ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ॥
সরৌরিধঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো
মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ॥

প্রসবান্তে, অপক্ক গর্ভস্রাবান্তে বা ঋতুকালীন অহিত জনক আহার বিহারাদি করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক গুটিকাকার এবং পিণ্ডজন্য গুল্মের ন্যায় লক্ষণ যুক্ত গুল্ম উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত রক্ত জনিত গুল্মে গর্ভের সমস্ত লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু না হওয়া সহ মুখের পীতবর্ণতা, স্তন ও মুখের কৃষ্ণবর্ণতা এবং দোহদাদি লক্ষণ ও হইয়া থাকে। যদিও এই সমস্ত গর্ভের লক্ষণ হয় বটে কিন্তু হস্তাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দরুণ গর্ভ যে প্রকার নিঃশূল ভাবে স্পন্দিত হয়, রক্তজনিত গুল্ম তদ্রূপ না হইয়া রক্তপিণ্ডাকার অবস্থিতি করিয়া বহুকালপরে বেদনার সহিত গর্ভাশয়কে স্পন্দিত করিয়া থাকে। দশমাস উত্তীর্ণ হইলে এই গুল্মের চিকিৎসা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কি জানি গর্ভ বা গুল্ম হইল এই প্রকার সংশয় বিবেচনা করিয়া দশমাস অতীত হইলে চিকিৎসা করিবে। যদি প্রকৃত গর্ভ হয় তাহা হইলে নবমমাস পরে গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হইবে। আর যদ্যপি তাহা না হয় অর্থাৎ প্রকৃত যদি গুল্ম হয় তাহা হইলেও গুল্ম বেশী দিনের হইলে চিকিৎসার বিষয়ে সুবিধা হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কেবল অহিতকর দ্রব্য ভোজন জন্য রক্ত গুল্ম হয় কিন্তু উপলক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করিতে হইবে যে অহিতকর বিহারাদি দ্বারা ও রক্ত জনিত গুল্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব চরক কহিয়াছেন যে ঋতুকালীন অনাহার, ভয়, রুক্ষদ্রব্যআহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সংস্তম্ভন, উল্লেখন এবং যোনিদোষ এই সমস্ত কারণবশতঃ রক্তগুল্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুল্মের অসাধ্য লক্ষণ।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ।
কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো যদা কূর্ম্ম ইবোত্থিতঃ॥
দৌর্ব্বল্যারুচিহৃল্লাস কাসছর্দ্দ্যরতিজ্বরৈঃ।
তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে স ন সিধ্যতি॥

গুল্ম যদি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া উদরের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হয় এবং শিরাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত হয় এবং দুর্ব্বলতা, অরুচি বমনবেগ, কাস, বমি, অস্বস্থচিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতিশ্যায়ে (মুখনাসা হইতে জলস্রাব) আক্রান্ত হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

গুল্মের অন্য প্রকার অসাধ্য লক্ষণ।

গৃহীত্বা স জ্বরং শ্বাসছর্দ্দতীসারপীড়িতং।
হৃন্নাভিহস্তপাদেষু শোথঃ কর্ষতিগুল্মিনং॥
শ্বাস শূলং পিপাসান্নবিদ্বেষো গ্রন্থিমূঢ়তা।
জায়তে দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মরণায় বৈ॥

গুল্মরোগে রোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার উপস্থিত হইলে, অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, অকস্মাৎ গুল্মের বিলয় এবং দৌর্ব্বল্য এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।

গুল্মরোগ চিকিৎসা।

লঘ্বন্নং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যত্তবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম॥

লঘু আহার দ্রব্য এবং অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বাতনাশক ও বলকারক দ্রব্য সমস্ত গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতপ্রদ।

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বনম্॥
ভিত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদোগুল্মমপোহতি॥

গুল্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃত পান দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া গুল্মস্থানে সেক দেওয়া কর্ত্তব্য

কারণ, সেক দ্বারা স্নিগ্ধব্যক্তির স্রোতসকল মৃদু, বায়ু সরল এবং দোষের বিবদ্ধতা বিনষ্ট হওয়াতে গুল্মরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলোভিষক্।
উপানাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বনাদয়ঃ।
স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ।
স্বেদানুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

কুম্ভীসেক এবং পিণ্ডসেক (মাসকলাইয়ের পিণ্ড দ্বারা সেক) ও ইষ্টকের সেকই গুল্মরোগে সমধিক উপকারী বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বিধানু-সারে রোগের শান্তি না হইলে বাহু সন্ধির কিঞ্চিৎ নিম্ন প্রদেশস্থ শিরা অল্পরূপে বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করিবে।

পথ্যব্যবস্থা।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলথা ধন্বজা রসাঃ।
খড়াঃ সপঞ্চ মূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ॥

কুলথকলাই ও বাতনাশক দ্রব্যের সহিত প্রস্তুত পেয়াধন্বদেশ জাত প্রাণীর মাংস রস এবং বৃহৎ পঞ্চমূলের সহযোগে প্রস্তুত ঘন যূষ সর্ব্ব প্রকারে গুল্মরোগীর পক্ষেই হিতজনক।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বেপলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন পায়য়েৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

শুঁঠ ৪ তোলা, তুষশূন্য তিল ১৬ তোলা ও গুড় ৮ তোলা; এই দ্রব্য সমস্ত চূর্ণ করিয়া লইবে তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ এক সিকি অথবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

সাধয়েচ্ছুদ্ধ শুষ্কস্য লশুনস্য চতুঃপলম।
ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীবিষমজ্বরম্। ?.
হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোষংশময়ত্যাশু তৎপয়ঃ॥

শুষ্ক রসোন অর্দ্ধসের, দুগ্ধ দুইসের ও জল দুইসের এই দ্রব্যগুলি একত্র জাল দিবে, জলীয়াংশ শোষ পাইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে কিছু কিছু করিয়া ক্রমশঃ সেবন করিতে দিবে। এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, এত অধিক পরিমাণে পদার্থ এক দিবসে এক ব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু রসোন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পদার্থ, সুতরাং উহা অর্দ্ধসের মাত্রায় সেবন করিলে অত্যন্ত উগ্রতাহেতু উদরাধ্মান প্রভৃতি অনিষ্টদায়ক লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। অত-এব উল্লিখিত মাত্রায় উক্ত ঔষধ প্রস্তুত না করিয়া উহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই ঔষধ বাসী করিয়া সেবন করা অতীব দোষ। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসীবাত, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

তৈলেন পীতঃ সময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্।

সাচিক্ষার দুই আনা, কুড় চূর্ণ দুই আনা এবং কেতকী জটাক্ষার চারিআনা মিশ্রিত করিয়া তিল তৈলের সহিত সেবন করিলে বাত জনিত গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

চিকিৎসাসূত্র।

বাতগুল্মে কফবৃদ্ধে বান্তিশ্চূর্ণাদিরিষ্যতে।
পৈত্তেতু রেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্॥
স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংশনং হিতম্
রুক্ষোষ্ণেণ তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥
কাকোল্যাদি মহাতিক্তবাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনম্।
স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্‌যোজয়েদ্বস্তিকর্ম্মণা॥

বাতজ গুল্মরোগে কফাধিক্য হইলে বমন ও চূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। এস্থলে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে গুল্মরোগে বমন সিষিদ্ধ, ইহা আয়ুর্ব্বেদের স্থির সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু এস্থলে বমনের ব্যবস্থা কি প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে।? সত্য বটে, গুল্মরোগে বমন নিষিদ্ধ, তথাপি অবস্থা বিশেষে দূষনীয় হইতে পারে না। এই জন্য

ইহা বিশেষ বিধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পিত্তজনিত গুল্মরোগে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং রক্ত গুল্মের যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব করান কর্ত্তব্য। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ কারণে উৎপন্ন পৈত্তিক গুল্ম রোগে বিরেচন এবং রুক্ষ ও উষ্ণ কারণে জাতগুল্ম রোগে ঘৃত হিতজনক। অপর কাকোল্যাদি ঘৃত, মহাতিক্তঘৃত ও বাসাদ্য ঘৃত দ্বারা পৈত্তিক গুল্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এই প্রকার করিয়া পরে বস্তি কর্ম্ম করা আবশ্যক।

স্নিগ্ধ ও উষ্ণ কারণে উৎপন্ন পিত্তগুল্মে বিরেচন করান প্রয়োজন হইলে কমলাগুড়ী মধুর সহযোগে অথবা দ্রাক্ষা কাথের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

যে গুল্মরোগে গাত্রজ্বালা, শূল, বায়ুর ক্রূরতা, অনিদ্রা, অরুচি ও জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় পচ্যমান বলিয়া অনুমিত হইবে, সেই গুল্ম স্থানে ব্রণ শোথোক্ত পাচন দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পক্বেতুব্রণবৎ কার্য্যং ব্যধশোধনরোপণম্।
স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি স চেদ্দোষঃ প্রপদ্যতে॥
দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুপদ্রবান্।
পরন্তু শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে সমধু তিক্তকম্॥

গুল্ম পাকিলে ব্রণ চিকিৎসোক্ত বিধানানুসারে অস্ত্রক্রিয়াদি করিবে। যদি আপনা হইতেই গুল্ম বিদীর্ণ হইয়া উহা হইতে পূঁয উর্দ্ধ বা অধোদেশ দ্বারা নির্গত হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত সংশোধন বা রোপণ ক্রিয়া (শুষ্কিকরণ ক্রিয়া) করিবে না। কিন্তু কেবল জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হইতে রোগীকে রক্ষা করিবে। দ্বাদশ দিবসের পর সংশোধনার্থ রোগীকে শোধক দ্রব্য যুক্ত ঘৃত পান করিতে দিবে। সংশোধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে ব্রণ শুষ্কার্থ তিক্ত দ্রব্য যুক্ত ঘৃত মধুর সহযোগে পান করিতে দিবে।

রোহিণী কটুকা নিম্বং মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কর্ষাং শাস্ত্রায়মানাচ পটোল ত্রিবৃতা পলে॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণেহম্ভসি।
ঘৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুঃপলম্॥
পিবেৎ সংমুর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরতৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমমূর্চ্ছারতিস্তথা॥

কটকী ২ তোলা, নিমছাল ২ তোলা, যষ্টি-মধু ২ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, পটোল পত্র ৮ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা ও মসুর ডাইল ১৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য গুলি চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া জলীয়াংশ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত অর্দ্ধসের ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বর্ত্তমান সময়ে এত অধিক পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। সুতরাং উহা অপেক্ষা অল্পপরিমাণে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই ঔষধ বাসী হইলে বিকৃত হয় বলিয়া প্রতিদিন প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে পিত্তজনিতগুল্ম, জ্বর, পিপাসা, শূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা ও মনের গ্লানি বিদূরীত হইয়া থাকে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে অনিষ্টদায়ক হয় না। যথা দীপ্তাগ্নি, মহাকায়, স্নেহ, সাত্ম্য, গুল্মী, সর্প দষ্ট বিসর্প রোগাক্রান্ত, লঙ্ঘিত, উল্লেখনযুক্ত, এবং যাহাকে সেক দেওয় হইয়াছে।

কফ জনিত গুল্মরোগে যবক্ষার ও ত্রিকটুর সহযোগে ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে।

যে গুল্ম রোগীর, অগ্নিমান্দ্য, অল্পবেদনা উদয় ও গুরু এবং স্তিমিত উপস্থিত বমনোদ্বেগ ও অরুচি থাকে, সেই রোগীকে বমন করান যাইতে পারে।

কফ জনিত গুল্মে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, বায়ু আবৃত এবং আশয় স্নেহযুক্ত বোধ হইলে গুড়িকা চূর্ণ, কাথ, ক্ষার ও অরিষ্টাদি প্রয়োগ

করিবে। যদি উল্লিখিত ক্রিয়া দ্বারা গুল্মের শান্তি না হয়, তাহা হইলে পরিশেষে লৌহ শলাকাদি উত্তপ্ত করিয়া গুল্মস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে।

মহতপঞ্চমূলেরক্বাথ, পুরাতন বারুণী বা পুরাতন মধু কফগুল্ম রোগীকে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

তিল, এরণ্ডবীজ অতসী (তিসী) ও সর্ষপের দ্বারা শ্লেষ্মজ গুল্মস্থানে সেক দিবে কিম্বা লৌহ পাত্র উত্তপ্ত করিয়া গুল্মস্থানে পুনঃ পুনঃ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

> বচাবিড়াভয়াশুণ্ঠী হিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ।
> দ্বিত্রিষট্ চতুরেকাষ্টসপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ॥
> চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্।
> শূলার্শঃশ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণী দীপনং পরম্॥

বচ দুই ভাগ, বিটলবণ তিন ভাগ, হরীতকী ছয় ভাগ, শুঁঠ চারি ভাগ, হিঙ্গু এক ভাগ, গুড় আট ভাগ, চিতার মূল সাতভাগ ও যমানী পাঁচ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ উল্লিখিত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ ও হরীতকী এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ সম-পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থ সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গাদ্যচূর্ণ।

> হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
> অজমোদাজ গন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ॥
> দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্।
> দ্বৌক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
> চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমন্নপানেষ্বনত্যয়ম্॥
> প্রাগ্ ভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা।
> পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে॥
> আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ গুদযোনিরুজাসু চ।
> গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহি পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ॥
> উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।
> ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা॥
> বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কর্ম্মকাঃ স্যুস্ততোঽধিকম্॥

হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আকনাদ, হবুষা হরিতকী, শটী, যমানী, বনযমানী, তিন্তিড়ী থৈকল, দাড়িম,কুড়,ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, বচ, সাচিক্ষার, যবক্ষার সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ ও চই, এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ সমপরি মাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরি-মাণে মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও মুত্রাশয়ের শূল, বাতজগুল্ম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ মলদ্বার ও যোনি প্রদেশের শূল, গ্রহণী, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, অরুচি, উরুবিবন্ধ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, ও গলগ্রহরোগ প্রশমিত হয়। এই চূর্ণ ছোলঙ্গ-লেবুর রসের দ্বারা সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ তোলা অথবা একতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে চূর্ণাপেক্ষা অধিক উপকার দর্শাইয়া থাকে।

> পুতীকপত্রগজচির্ভিটী চব্য বহ্নিব্যোষৎ
> সংস্তরচিতং লবণোপধানম্।
> দগ্ধা বিচূর্ণ্য দধিমণ্ডযুতং প্রযোজ্যং
> গুল্মোদরশ্বয়থুপাণ্ডু গদোদ্ভবেষু॥

নাটাকরঞ্জ, তেজপত্র, গোরক্ষকর্কটী সকল চিতারমূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, এই পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একটি মৃত্তিকা পাত্রের মধ্যে এ প্রকারে স্থাপন করিবে যে পাত্রমধ্যে প্রথমতঃ নাটাকরঞ্জ ও তেজপত্র প্রভৃতির কিয়দংশ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি সৈন্ধব লবণ রাখিবে, তদুপরি পুনঃ অবশিষ্ট নাটাকর-ঞ্জাদি স্থাপন করিয়া পাত্রের মুখবন্ধ করিবে এবং উক্ত পাত্রটী চুল্লির উপরে চাপাইয়া জাল দিকে থাকিবে। এই প্রকার জাল দিতে দিতে পদার্থ সমস্ত দগ্ধ হইলে নামাইয়া পাত্র মধ্যস্থ

অঙ্গারবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে। অতঃপর উক্ত দ্রব্য সমস্ত চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্॥
যবক্কাথোদকেনৈতদ্ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥

হিঙ্গু, পুষ্করমূল (অভাবেকুড়) তুম্বুরু (অভাবে ধনিয়া) হরিতকী, তেউড়ী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ, এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অতঃপর উক্ত চূর্ণ দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া যবের কাথের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত কাথ ঘৃত দ্বারা সন্তলন করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুল্ম বিলীন হইয়া যায় এবং শূলের ও শান্তি হইয়া থাকে।

বচ, হরিতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার, যমানী, এই সমস্ত দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূল সপ্তাহকাল মধ্যে বিদূরীত হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিপুল, পিপুলেরমূল, চিতারমূল, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সুদুস্তর গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

নাদেয়ী কুটজার্কশিগ্রু বৃহতীস্নুগিল্ব ভল্লাতকব্যাঘ্রী।
কিংশুকপারিভদ্রকজটাংপামার্গনীপাগ্নিকম্॥
বাসামুষ্ককপাটলাঃ সলবণা দগ্ধা জলে পাচিতম্।
হিঙ্গ্বাদি প্রতিবাপমেতদুদিতং গুল্মোদরাষ্ঠীলিষু॥

নাদেয়ী (ভূমিজম্বুকা) কুরচি, আকন্দমূল, শজিনাছাল, বৃহতী, সিজ, বিল্বমূল, ভেলা, কণ্টকারী, পলাস, পালিধা মান্দারেরমূল, আপাঙ্গ, কদম্ববৃক্ষের মূল, চিতারমূল, বাসক, ঘণ্টাপরুলী, পারুলছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপন করিবে এবং উক্ত পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া চুল্লির উপরে চাপাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে পাত্রমধ্যস্থ পদার্থ দগ্ধ হইলে নামাইয়া অঙ্গারবৎ দগ্ধ পদার্থ গ্রহণ করিবে। উক্ত দগ্ধ অঙ্গার আটসের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে। তদনন্তর ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে উক্ত ক্ষারজল একুশবার ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে উল্লিখিত বিশুদ্ধ ক্ষারজল দুইতোলার সহিত নিম্নলিখিত হিঙ্গাদি চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া মাংস ঘৃত বা দুগ্ধের সহযোগে সেবন করিলে গুল্ম, উদর ও অষ্ঠীলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ আহার দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করাই বিধেয়। যে হেতু ঔষধের তীক্ষ্নতা হেতু একমাত্র ক্ষারজল প্রয়োগে ও জরক্ষয়ের সম্ভাবনা লক্ষিত হয়।

হিঙ্গাদিচূর্ণ।

হিঙ্গু প্রগন্ধা বিড়শুঠ্যজাজী
হরীতকীপুষ্করমূলকুষ্ঠম্।
ভাগোত্তরং চূর্ণিতঃ মেত দিষ্টং
গুল্মোদরাজীর্ণবিসূচিকাসু॥

হিঙ্গ একতোলা, বচ দুইতোলা, বিট্‌লবণ তিনতোলা, হরিতকী ছয়তোলা, পুষ্করমূল (অভাবেকুড়) এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিত উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম

উদর অজীর্ণ ও বিসূচীকা রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঞ্চনক্ষীরী সপ্তলা, নীলবহ্লা, বচ, বলালতা, হবুষা, কট্‌কী তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপুল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গোমূত্র উষ্ণজল বা মাংস রসাদির কোন একটীর সহিত সেবন করিলে গুল্ম, উদর, প্লীহা প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হয়।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা।

শটীপুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢকীম্।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈব কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ।
যবক্ষারপলে দ্বেপলে চাম্লবেতসাৎ॥
যমান্যজাজী মরিচং চ ধান্যকঞ্চেতিকার্ষিকম্।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথা চাষ্টমিকামপি॥
মাতুলুঙ্গরসেনৈব গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
তাসামেকাং পিবেদ্ দ্বে চ তিস্রো বাপি সুখাম্বুনা॥
অম্লৈশ্চ মদ্যৈর্যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা।
এষা কাঙ্কাকায়নেনোক্তা গুড়িকা গুল্মনাশিনী॥
অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমিনাঞ্চ বিনাশিনী।
গোমূত্রযুক্তা সময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতম্॥
ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যেরম্লৈশ্চ বাতিকম্।
ত্রিফলারস মূত্রৈশ্চ নিযচ্ছেদ সান্নিপাতিকম্॥
রক্তগুল্মে চ নারিণা মুষ্টীক্ষীরের পায়য়েৎ॥

শটী একপল, পুষ্করমূল (অবাবেকুড়) এক পল, চিতারমূল একপল, অড়র একপল শুঁঠ একপল, বচ একপল, তেউড়ী একপল, হিঙ্গু তিনপল, যবক্ষার ২ দুইপল, অম্লবেতস দুইপল মরিচ দুইতোলা, ধনিয়া দুইতোলা, কৃষ্ণজীরা চরিতোলা ও বনযমানী চারিতোলা, এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত মাত্রায় চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর টাবালেবুর রসেরসহিত উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত গুড়িকা একটি বা দুইটী কিম্বা তিনটি কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত কিম্বা অম্লদ্রব্য মদ্য অথবা যূষের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ, বিনাশ করিয়া থাকে। উক্ত গুড়িকা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ কাঙ্কায়ণ ঋষি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম কাঙ্কয়ণ গুড়িকা হইয়াছে।

হবুষাদ্যঘৃত।

হবুষাব্যোষপৃথ্বীকাচব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
সাজাজীপিপ্পলীমূলদীপ্যকৈর্ব্বিপচেদ্ঘৃতম্॥
সকোলমূলকরসং সক্ষীরং দধিদাড়িমম্।
তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥
যোন্যর্শো গ্রহণীদোষ শ্বাসকাসাৎরুচি জ্বরম্।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

হবুষ (অভাবে ধনিয়া) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতারমূল, সৈন্ধবলবণ, জিরা পিপুলমূল ও যমানী, এই সকল পদার্থ সমভাগে সমস্তে এক সের প্রদান করিবে এবং শুক কুলের ক্বাথ ৪ সের শুক মুলারক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের দধি ৪ সের ও দাড়িমের রস ৪ সের ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলিয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত-গুল্ম, শূল, আনাহ, বিবন্ধ যোনি প্রদেশের অর্শঃ গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পার্শ্ব হৃদয় ও মূত্রাশয়ের শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চপলকঘৃত।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চঘৃতাচ্ছুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি।
যোনি শূলং শিরঃশূল মর্শাংসি বিষমজ্বরান্॥

ঘৃত পাঁচপল, কল্কদ্রব্য যথা, পিপুল ৩তোলা দাড়িমবীজ ১৬ তোলা, ধনিয়া ৮ তোলা শুঁঠ ২ তোলা, এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া জ্বাল

দিতে থাকিবে। এইরূপে ঘৃত পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিকা ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একতোলা অথবা দুইতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম সদ্য প্রশমিত হয় এবং যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শঃ ও বিষমজর প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

ত্র্যূষণাদ্যঘৃত।

ত্র্যূষণত্রিফলাধান্যবিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ।
কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা। মরিচ, পিপুল শুঁঠ, হরিতকী, বহেড়া, ধনিয়া, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতামূল, এই সমস্ত পদার্থ কুট্টিত করিয়া ঘৃত মধ্যে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিয়া ঘৃত পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একতোলা অথবা দুইতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত গুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুঃপলম্।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ॥
রোহিণীকটুকামুস্তত্রায়মাণাদুরালভাঃ।
কল্কৈস্তামলকীবীরাজীবন্তীচন্দনোৎপলৈঃ॥
রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানিপৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ॥
পিত্তগুল্মং রক্তগুল্মং বীসর্পং পৈত্তিকং জ্বরম্।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতদ্‌ঘৃতোত্তমম্॥
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
চত্বারিংশৎপলং তেন তোয়ঃ দশগুণং ভবেৎ॥

ঘৃত একসের। বলালতা অৰ্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে জল ৫ সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলিয়াংশ আড়াইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং কট্‌কী, মুথা, বলালতা, দুরালভা, ভূমিআমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর আমলকীর রস একসেরও দুগ্ধ একসের উহাতে দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে, এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এইপ্রকার পাক করিতে করিতে পাক সমাধার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ঘৃত একতোলা বা দুইতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে পিত্তজনিত গুল্ম, রক্তগুল্ম, বীসর্প পিত্তজ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত।

দ্রাক্ষামধুকখর্জ্জুরং বিদারীং সশতাবরীম্।
পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পল সম্মিতাম্॥
জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াকল্কপাদিকম্॥
সাধয়েত্তু ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্।
যোজয়েৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ॥
সাহচর্য্যাদিহ পৃথগ্‌ঘৃতাদেঃ কাথতুল্যতা॥

ঘৃত ২ সের। কাথ্যদ্রব্য। কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু পিণ্ডখর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূল, পরুষফল, হরীতকী আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে উক্ত কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং আমলকীর রস দুইসের, ইক্ষুরস দুইসের ও দুগ্ধ দুইসের প্রদান করিবে। তদনন্তর হরীতকী অর্দ্ধসের ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

সিটে বাদ দিয়া ফেলিবে এবং পুনর্ব্বার ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃতের সহিত চিনী একপোয়া ও মধু একপোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত পিত্তজনিত গুল্ম ও পিত্তজ সমস্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ক্ষারষট্পলকঘৃত।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকং।
গ্রহনী পাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহং॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা; পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর উহাতে জল বারসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদন্তর চারিসের দুগ্ধ প্রদান করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে পাক সমাধার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এই রূপ পাক করিতে করিতে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কফ জনিত গুল্ম গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাস রোগ বিদূরীত হয়।

ধাত্রীষট্পলকঘৃত।

ধাত্রীফলানাং স্বরসে ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ ঘৃতম্।
শর্করা সৈন্ধবো পেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা; পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আট তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতগ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকায় গুল্মরোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

ভার্গীষট্পলকঘৃত।

ষড়্ভিঃ পলৈর্ম্মগধজাফলমূলচব্যবিশ্বৌষধ
জ্বলনযাবককল্কপক্বম্।
প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যুরুবুকভার্গীকাথেহপ্যথো
পয়সি দধ্নি চ ষট্ পলাঙ্কাম্॥
গুল্মোদরারুচিভগন্দরবহ্নিসাদকাস জ্বরক্ষয়
শিরোগ্রহণীবিকারান্।
সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোত্থা ভার্গাখ্য
ষট্ পলমিদং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, চিতামূল ও যবক্ষার এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে আট তোলা গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। তদন্তর দশমূল, ভেরাণ্ডারমূল ও বামনহাটির মূল, এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত আট সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া উহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংস ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে সমস্ত বাদ দিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ও দধি চারিসের প্রদান করিয়া পুনবর্ব্বার জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, এই ঘৃত এক তোলা বা

দুই তোলা পরিমাণে কিঞ্চিত উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে গুল্ম, অরুচি, উদর, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ, গ্রহণী ও বাতশ্লেষ্মজনিত রোগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভল্লাতকঘৃত।

ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্।
সাধ্যং বিদারীগন্ধাঢ্যমাপোথ্য সলিলাঢ়কে॥
পাদাবশেষে পূতে চ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশূকং বিড়ং শটীম্॥
চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্ষসমান্ ভিষক্।
প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ভল্লাতকং নাম কফ গুল্মহরং পরম্॥
প্লীহা পাণ্ড্বাময়শ্বাসগ্রহণীকাসগুল্মহৃৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা; ভেলা ১৬ তোলা, বিদারীগন্ধযুক্ত সল্পপঞ্চমূল প্রত্যেকে আট তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। জলীয়াংশ চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, বা পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার বিট্‌লবণ, শটী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রাস্না; এই পদার্থগুলি প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং উহাতে দুগ্ধ চারিসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কফজনিত গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস, ও অপরাপর গুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

রসোনাদ্যঘৃত।

রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতম্।
সুরারণালদধ্যম্লমূলকস্বরসৈঃ সহ॥
ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্লযমানীচব্যসৈন্ধবৈঃ।
হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী দীপ্য কৈশ্চ পলান্বিতৈঃ॥
সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃশ্বাসোন্মাদক্ষয়জ্বরান্।
কাসাঽপস্মারমন্দাগ্নিপ্লীহ শূলানিলান্ জয়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দাড়িম, বৃক্ষাম্ল, যমানী, চৈ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অম্লবেতস, কৃষ্ণজীরা, ও বন যমানী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক আট তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে এবং রসোনের রস ৪ সের। পঞ্চমূলের ক্বাথ ৪ সের, সুরা ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধি ৪ সের ও অম্ল মূলক রস ৪ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদন্তর ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পুনঃ পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাক সমাধার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, অপস্মার, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, ও শূল রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যো বিংশতি পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি ভবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥
তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তীসমং গুড়ম্।
তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাত্তৈলাচ্চাপি চতুঃপলম্॥
পলমেকং কণা শুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধলেহে চ শীতলে।
ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জ্জাত পলস্তথা॥
ততোলেহপলং লীঢ্বা জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্।
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষ প্রস্থমনাময়ঃ॥
প্লীহশ্বয়থুগুল্মা শোফ্হৃৎ পাণ্ডু গ্রহণী গদাঃ।
শাম্যন্ত্যৎক্লেশ বিষমজ্বর-কুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥

২৫টী হরীতকী এক খানি বস্ত্রে পট্টলী বদ্ধ করিয়া রাখিবে। দন্তীমূল ৩ সের অর্দ্ধপোয়া চিতামূল ৩ সের অর্দ্ধপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ৩২ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত হরীতকী পুট্টলী উহাতে প্রদান করিবে। জলীয়াংশ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এবং হরীতকীর পুট্টলীটী সাবধানে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথের সহিত তিনসের অর্দ্ধপোয়া ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। উক্ত হরীতকী গুলি পুট্টলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্দ্ধসের তিল তৈলের সহিত ভর্জ্জন করিবে। এবং উহাতে উক্ত গুড় মিশ্রিত ক্বাথ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই রূপে জাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে অর্দ্ধসের তেউড়ী চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ চারি তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ চারিতোলা প্রদান করিয়া নামাইবে। তদনন্তর শীতল হইলে অর্দ্ধ-সের মধু ও চাতুর্জ্জাত চূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুই তোলা ও হরীতকী একটী করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া প্লীহা, শোথ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, ও অরুচি প্রভৃতির শান্তি হইয়া থাকে।

বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট।

বৃশ্চীর মুরুবুকঞ্চ বর্ষাহরং বৃহতীদ্বয়ম্।
চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পচেৎ পাদাবশেষিতম্॥
মাগধীচিত্রকক্ষৌদলিপ্তকুম্ভে নিধাপয়েৎ।
মধুনঃ প্রস্থমাবাপ্য পথ্যাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্॥
ব্যুষোষিতং দশাহাঞ্চ জীর্ণভক্তাঃ পিবেন্নরঃ।
অরিষ্টোহয়ং জয়েদ্ গুল্মমবিপাকং সুদুস্তরম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, ভেরেণ্ডার মূল, বৃহতী, কণ্ট-কারী ও চিতামূল; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্ত সাড়েবারসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পিপুল, চিতারমূল ও মধু দ্বারা লিপ্ত-ভাণ্ডে স্থাপন করিবে এবং উহাতে মধু চারিসের হরীতকী চূর্ণ একসের, প্রদান করিয়া মুখরুদ্ধ করিবে এবং তুষ ধান্যরাশির মধ্যে দশ দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর পাত্রস্থ ঔষধ বহি-ষ্কৃত করিয়া সেবন করিলে দুরন্ত গুল্ম নিবারিতত হইয়া থাকে।

রক্তগুল্মচিকিৎসা।

রৌধিরস্তু গুল্মস্য গর্ভ কালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

রক্তগুল্ম ও গর্ভ, এই উভয়ই প্রায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া গুল্ম ভ্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভের হানি ঘটিতে পারে। তজ্জন্য গর্ভকাল দশমাস অতীত হইলে উল্লিখিত গুল্মরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক গুল্ম রোগীকে প্রথমতঃ ঘৃত পান দ্বারা স্নিগ্ধ করিবেন। তদনন্তর গুল্ম স্থানে সেক প্রদান করিবে। সেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবেন।

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ।
কল্কপীতো হরেদ্গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্॥

শুলফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামন-হাটীরমূল ও পিপুল, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্ত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলক্বাথো গুড়ব্যোষ হিঙ্গুভার্গীযুতোভবেৎ।
পানং রক্ত ভবেগুল্মে নষ্টপুষ্পে চ যোষিতাম্॥

পুরাতনগুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বামনহাটীর মূল, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সম-ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্ত গুল্ম প্রশমিত হয়।

এতদ্ব্যতীত পারুল্যাদির ক্ষার অথবা যবক্ষার মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মদ্যের সহিত সেবন করিলে রক্ত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্ছন।
উষ্ণৈর্ব্বা ফেদয়েচ্ছিন্নে বিধির স্বদৃগরো হিতঃ॥
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্॥

যথাবিধি পলাশক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া উক্ত জল চারিগুণের সহিত ঘৃতপাক করিয়া লইবে। উল্লিখিত ঘৃত রক্ত গুল্মরোগীকে সেবন করিতে দিবে। অথবা উষ্ণবীর্য্য সুরামণ্ডাদিদ্বারা গুল্মকে দ্রব করিবে। দ্রব করনান্তর অসৃগ্দরো-রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। উল্লিখিত ক্রিয়া দ্বারা গুল্ম দ্রব না হইলে যোনি বিশোধনবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ।
রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া॥

তিলচূর্ণ ও পলাশ ক্ষার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া অথবা তিল চূর্ণ ও পলাশক্ষার সীজের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া যোনি পথ দ্বারা জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। এই উপায়ে গুল্ম দ্রব হইয়া স্রাব হইতে থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে স্রাব হইতে থাকিলে রক্ত পিত্তরোগোক্ত বিধানুসারে চিকিৎসা করিবে।

ভল্লাতকাৎ কল্ক কষায় পক্কং
সর্পিঃ পিবে চ্ছর্করয়া বিমিশ্রম্॥
তদ্রক্ত পিত্তং বিনিহন্তি শীতঃ
বলাশগুল্মং মধুনা সমেতম্॥

ভেলার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা সাধিতঘৃত, ঘৃতের এক চতুর্থাংশ চিনী মধু ও মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত গুল্ম ও রক্তপিত্ত রোগ বিদূরীত হয়। অপর উক্ত ঘৃত কেবল মধুর সহিত সেবন করিলে কফ জনিত গুল্ম প্রশমিত হয়।

রসায়নামৃতলৌহ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমানীদ্বয় ভূনিম্বং জীরূদন্তী চ নিম্বকম্॥
সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্।
খণ্ডস্ত ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥
জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা।
পাচ্য সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্বা পলদ্বয়ম্॥
সিদ্ধেপাকে পুনর্দ্দেয়ং ঘৃতং পল চতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্॥
গুল্ম পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণিচ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা॥
রোগান সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং তথা॥

চিনি ১২৮ তোলা, পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের জল ১৬ সের সহিত একত্রে পাক করিবে অবশিষ্ট ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ১২৮ তোলা গোঁড়ালেবুর রস প্রদান করিয়া যথা বিধানে পাক করিবে। পাক সমাধা হইয়া গাঢ় হইলে, ত্রিফলা ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা,যমানী,বনযমানী,চিরাতা, তেউড়ী দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব, অভ্র প্রত্যেক দুই তোলা, লৌহ ১৬ তোলা ঘৃত ৩২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে অলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মাদি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিখিবাড়বরস।

মারিতং তাম্র সূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্।
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্ষবক্ষার যুতং দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লী দলেন চ।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥

তাম্র, পারা, অভ্র, গন্ধক,স্বর্ণ,মাক্ষিক যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া চিতার ক্বাথে,অথবা রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে বাত গুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুল্মকালানলরস।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্কনং সমম্।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎ সমম্॥
মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্পটং মুণ্ডকং শুণ্ঠ্যাপামার্গং পাপচেলিকম্॥
তৎ পুণ শ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্ব গুল্ম নিবারণম্।
গুঞ্জা চতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যম্বু পানতঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্ম শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাস্তু বাতগুল্মং বিশেষতঃ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥

পারা, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, প্রত্যেকে ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষেত পাপড়া, মুতা, শুঁঠ, অপাঙ্গ, আকনাদি প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় হরীতকী ভিজার জল সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকারে গুল্ম প্রশমিত হয়।

বৃহদ্‌ গুল্মকালানলরস।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্কনং কটুকং বচাম্।
ক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যষণং সুরদারুচ॥
পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সার মেবচ।
গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণ চূর্ণংপ্রকল্পয়েৎ॥
জয়ন্তী চিত্রকোন্মত্ত কেশরাজ দলং তথা।
নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎ কুশলোভিষক॥
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েত্ততঃ।
উত্থায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥
হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা।
গ্রহণী মার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥

অভ্র, লৌহ, পারা, গন্ধক, সোহাগা, কট্‌কী বচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, খদির, প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করত মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা, কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে জল অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম বিনষ্ট হয়।

নাগেশ্বররস।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা।
নিশাদলঞ্চ ত্রিক্ষারং লৌহং শুল্বং তথাভ্রকম্॥
এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকং বাসকং দন্তী ক্বাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ॥
দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ।
গুল্ম প্লীহপাণ্ডুশোথনাশ্চনঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
ভক্ষয়েন্মাষ মেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্॥

পারা, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, লৌহ, তাম্র, অভ্র, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক, দন্তী, এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এক দিন মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পানের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে গুল্ম প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তগুল্মরসচিকিৎসা।

পঞ্চাননরস।

পারদাংশক তুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপাল পিপ্পলী।
আরগ্বধ ফলামজ্জা বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
ধাত্রী রস যুতং খাদেদ্রক্ত গুল্ম প্রশান্তয়ে।
চিঞ্চাদল রসঞ্চাম্বু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্॥

পারা, গন্ধক, তুঁতিয়া, জয়পাল, পিপুল, সোঁদালফলের মজ্জা, এই সমস্ত সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। আমলকীর রস অথবা তেঁতুলপত্রের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিয়া দধি ও অন্ন পথ্য করিবে। ইহা সেবনে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধবিধি।

বল্লরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্ক শাকানি বৈদলম্।
নখাদেচ্চালুকং শুষ্মী মধুবাণি ফলানিচ॥

শুষ্ক মাংস, মূলাশাক, মৎস্য, শুকশাক, ্রাইল আলু ও মধুরফল (ক্ষীরীবৃক্ষ ফল ও হরীতকীবর্গ) এই সেবন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুণ, ডুমুর, মানকচু, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, প্রভৃতির ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি অন্নের মধ্যে পাতিলেবু, রাত্রিতে খইদুগ্ধ, যবেরমণ্ড বা বালি আহার করিতে পারিবেন। জল খাবার। কুমড়ারমিঠাই, আমলকী ও হরীতকীর মোরব্বা হিতজনক। এই সমস্ত পীড়ায় আহারের পরে জল পান না করিয়া অন্যূন এক ঘণ্টা পরে জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

গুরুপাক, ভাজাপোড়াদ্রব্যাদি, ডাইল, মৎস্য, দধি, রুক্ষ ও অম্ল দ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি বিশেষ অনিষ্টজনক।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হৃদ্রোগনিদান।

অত্যুষ্ণগুর্ব্বম্লকষায়তিক্তশ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ।
সচিন্তনৈর্ব্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥

অতিশয় উষ্ণ, গুরু, কষায় ও তিক্ত ভোজন শ্রম, অভিঘাত প্রাপ্তি ও অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ব্বার ভোজন এই সমস্ত আতিশয্যের এবং নিরন্তর চিন্তা ও মলাদির বেগ ধারণ এই সমস্ত কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার।

হৃদ্রোগেরসম্প্রাপ্তি।

দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ঙ্গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥

কুপিত বাতাদি ত্রিদোষ হৃদয়ে গমন করিয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করিয়া নানা প্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ কহিয়া থাকে।

বায়ুজনিতহৃদ্রোগের লক্ষণ।

আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যতে দীর্যতে চ স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি বা॥

বায়ুজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, দণ্ড দ্বারা কোন স্থান মন্থন করিলে যে প্রকার বেদনা হয়, তদ্রূপ বেদনা, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধা করিলে যে প্রকার বেদনা হয়, তদ্রূপ বেদনা, অস্ত্র দ্বারা স্ফুটিত হইলে যে প্রকার বেদনা, তদ্রূপ বেদনা এবং কুঠারের দ্বারা উৎপাটন করিলে যে প্রকার বেদনা তদ্রূপ বেদনা উপস্থিত হয়, বায়ুজনিত হৃদ্রোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিতহৃদ্রোগের লক্ষণ।

তৃষ্ণোষ্মা দাহ চোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়েক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ॥

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, উষ্মা, দাহ, শরীরে চূষণবৎপীড়া, হৃদয়ের আকুলতা, কোষ্ঠ হইতে ধূম নির্গত বোধ হওয়া, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিতহৃদ্রোগের লক্ষণ।

গৌরবং কফসংস্রবোঽরুচিস্তম্ভোঽগ্নিমার্দ্দবং।
মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি॥

শ্লেষ্মজনিত হৃদ্রোগে, কুপিত কফ কর্ত্তৃক হৃদয় স্থানে ব্যাপ্ত থাকা প্রযুক্ত হৃদয়ের গুরুত্ব, কফস্রাব, শরীরেরজড়তা, অগ্নিমান্দ্য এবং মুখের মধুরতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রিমিজন্যহৃদ্রোগের লক্ষণ।

উৎক্লেদষ্ঠীবন তোদঃ শূলং হৃল্লাসকস্তমঃ।
অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোষশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ॥

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে, বমনোদ্রেক, নিষ্ঠীবন, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল, হিক্কা, অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, অরুচি, চক্ষুর শ্যাববর্ণতা এবং যক্ষ্মারোগ উপস্থিত করে।

হৃদ্রোগের উপদ্রব।

ক্লমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ।
ক্রিমিজে তু ক্রিমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকানাঞ্চ যে মতাঃ॥

ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসাদ, ভ্রম ও শোষ এই সমস্ত উপদ্রব সর্ব্ব প্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে, এতভিন্ন শ্লৈষ্মিক ক্রিমির যে সমস্ত উপদ্রব তাহাও সংঘটিত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিতহৃদ্রোগের লক্ষণ।

বিদ্যাত্রিদোষন্তপি সর্ব্বলিঙ্গং
তীব্রার্ত্তিতোদং ক্রিমিজং সকণ্ডুং।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণ সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহাতে অপচার ঘটিলে অর্থাৎ তিল, ক্ষীর ও গুড়াদি আহার করিলে হৃদ্রোগের কোন স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্রন্থির রস ও ক্লেদ হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগেরচিকিৎসা।

বাতোৎসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমারুতম্।
দ্বিপঞ্চমূলীক্বাথেন সস্নেহলবণেন চ॥
পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবং।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদাবচূর্ণিতম্॥
ফলধান্যাম্লকৌলত্থদধিমদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েচ্ছুদ্ধ দেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেনবা॥

হৃদ্রোগ রস অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় এবং উক্ত রসের আধার স্থান হৃদয়। সুতরাং সুশ্রুত বলেন বাতজনিত হৃদ্রোগে স্নিগ্ধরোগীকে রমন করান আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি চরক সুশ্রুত মতের পক্ষপাতি নহেন। চরক কহিয়া থাকেন হৃদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই বমন করাইবে না। কিন্তু মহর্ষি চরকের মতই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

হৃদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বমন করাইতে হইলে, প্রথমতঃ উহাকে ঘৃতাদি পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর দশমূলের ক্বাথের সহিত ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া উক্ত ক্বাথ প্রচুর পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বমনান্তে পিপুল, ছোট এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ ও যমানী এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ ছোলঙ্গলেবু, ধান্যাম্ল, কৌলত্থযূষ, দধি, মদ্য ও আসব প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত ঘৃতাদির মধ্যে কোন এক প্রকার স্নেহ পান করিতে দিবে।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নি বর্দ্ধনম্।
কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্॥

শুঁঠেরক্বাথ, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে উহা অগ্নিবর্দ্ধক হইয়া কাস, শ্বাস, বিকৃত বায়ু শূল ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পিত্তজলিতহৃদ্রোগেরচিকিৎসা।

শ্রীপর্ণি মধুকক্ষৌদ্রসিতা গুড় জলৈর্ব্বমেৎ॥

গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু; এই উভয় দ্রব্যের ক্বাথের সহিত মধু, চিনী ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পিত্তজনিত হৃদ্ রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে।

পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্।
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনাম্॥
শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি
তথা রিকো হৃদি পিত্তদুষ্টে॥

মধুরগণ (কাকোল্যাদিগণ) দ্বারা সাধিত ঘৃত এবং পিত্তজ্বর নাশক কষায়, শীতল প্রলেপ শীতল দ্রব্য পরিসেচন ও বিরেচন পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগীর পক্ষে হিতজনক।

দ্রাক্ষসিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যা
চ্ছুদ্ধে চ পিত্তাপহময়পানম্।
পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপিসিতা জলেন
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিনীঞ্চ॥

বমনাদি দ্বারা রোগীর শরীর পরিষ্কৃত হইলে কিস্‌মিস্, চিনি, মধু ও পরুষফল দ্বারা সাধিত যূষ ও পানীয় সেবন করিতে দিবে এবং যষ্টিমধু ও কট্‌কী চিনীর জলের সহিত পেষণ করিয়া উক্ত জল সহযোগে পান করিতে দিবে।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা॥

অর্জ্জুন ছাল দুই তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া ও জল এক সের, এই দ্রব্যগুলি একত্র জাল দিবে এবং অবশিষ্ট এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত দুগ্ধের সহিত চিনী মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রকার নিয়মে সল্প পঞ্চমূলের ক্বাথ, বেড়েলার ক্বাথ বা যষ্টিমধুর ক্বাথ রোগীকে প্রদান করা যাইতে পারে।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়া ম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরমুক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥

অর্জ্জুন ছালের চূর্ণ ঘৃতের সহিত বা দুগ্ধের সহিত কিম্বা গুড় মিশ্রিত জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়।

কফজনিতহৃদরোগচিকিৎসা।

বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ যোজয়েৎ॥

বচ ও নিমছালের ক্বাথ কফজনিত হৃদ্‌রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। বমন হইয়া রোগীর দেহ পরিস্কৃত হইলে বাতজ-হৃদ্রোগোক্ত পিপুল ও ছোট এলাইচ প্রভৃতির চূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজনিতহৃদ্রোগচিকিৎসা।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃস্যা
দন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ং।
হীনাধিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব
কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥

ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন তৎপরে ত্রিদোষনাশক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। তদনন্তর দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক পৃথক বাতাদি দোষোক্ত ঔষধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে হৃদয়ের শূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ও হিক্কা রোগ নিবারিত হয়।

তৈলাজ্য গুড় বিপক্বং চূর্ণংগোধুম পার্থজং বাপি।
পিবতি পয়োহনু চ যঃ সভবতি জিতসকল
হৃদাময়ঃ পুরুষঃ॥

গোধুম চূর্ণ, অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ গুড় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ও ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক সেবন করিবে। সেবনান্তে দুগ্ধ পান করিলে সকল প্রকার হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোধুম চূর্ণ ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ছাগদুগ্ধ ও গব্য ঘৃতের সহিত পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হৃদ্‌রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্॥
রসায়নং পরং বল্যং বাতজিন্মাসযোজিতম্।
সম্বৎসরপ্রয়োগেন জীবেদ্বর্ষশতদ্বয়ং॥

গোরক্ষ চাউলার (গোরক চাকুলের) মূল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন অর্জ্জুনছাল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে শরীরের রসাদি ধাতুর বৃদ্ধিজনক হইয়া বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং একমাস কাল ব্যবহার করিলে বায়ু প্রশমিত হয় এবং একবৎসর কাল ব্যবহার করিলে দীর্ঘ-জীবন লাভ হয়।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়বিশ্বকৃষ্ণাকুষ্ঠাভয়া চিত্রকযাবশূকং।
পিবেচ্চ সৌবর্চ্চলপুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসাশূলহৃদাময়েষু॥

হিঙ্গু, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড় হরিতকী রক্তচিতারমূল, যবক্ষার, সৌবর্চ্চলবণ ও পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্‌রোগ নিবারিত হয়।

দশমূলীকষায়ন্তু লবণক্ষারযোজিতম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মং শূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

দশমূলের কাথের সহিত সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়ামম্লবেতসং।
দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যূষণঞ্চ ফলত্রিকম্॥
শঠিং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সুখোদকেন মদ্যের্ব্বা চূর্ণান্যেতানি পায়য়েৎ।
অর্শঃ শূলানি হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশুব্যপোহতি॥

আকনাদ, বচ, যবক্ষার, হরিতকী, অম্লবেতস দুরালভা, রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, শটী, পুষ্করমূল, তিন্তিড়ী, দাড়িম ও গোক্ষুরমূল এই সমস্ত দ্রব্য-সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণজল বা মদ্যের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ অর্শঃ শূল ও গুল্ম আশু শান্তি পাইয়া থাকে।

পুটদগ্ধ মশ্মপিষ্টং হরিণবিষাণন্তু সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠশূলমুপশমমুপযাত্যচিরেণ কষ্টমপি॥

হরিণশৃঙ্গ কুপদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ঘুইটার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, এবং উহা চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশের শূল অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিজহৃদরোগ চিকিৎসা।

ক্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্।
দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ॥

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে প্রথমতঃ রোগীকে মাংসযুষ মিশ্রিতঅন্ন তিলচূর্ণ ও দধির সহিত ৩ দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। তদনন্তর সদ্গন্ধদ্রব্যযুক্ত সৈন্ধবলবণ কৃষ্ণজীরা ও চিনী মিশ্রিত বিরেচকদ্রব্য সেবন করিতে দিবে ইহাতে ক্রিমি পতিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গগাঢ়ং ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্॥

বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ মিশ্রিত গোমূত্র পান করিলে হৃদয়স্থ ক্রিমি সকল স্থানচ্যুত হইয়া দাস্তের সহিত নির্গত হইয়া থাকে।

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্।
হৃদিস্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিমযোনৃণাম্॥
যবান্নং বিতরে চ্চাশ্মৈ সবিড়ঙ্গ মতঃ পরম।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে গোমূত্র পানান্তে দাস্ত হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইলে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত যবমণ্ড রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও অবশিষ্ট ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন ঘৃত।

পার্থস্য কল্কস্য রসেন সিদ্ধং
শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু॥

ঘৃত ৪ সের। অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং অর্জ্জুনছাল আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে।

শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত।

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠাবল্যাকাশ্মর্য্যকর্তৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা॥
পলিকান্ সাধয়েত্তেষাং রসেক্ষীরে চতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তর্ষভকমেদাজীবন্তিজীবকৈঃ॥
শতাবর্য্যৃদ্ধিমৃদ্বীকাশর্করাশ্রাবণীবিষৈঃ।
প্রস্থঃ সিদ্ধোঘৃতাদ্বাতপিত্তহৃদ্রোগশূলনুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহার্শঃ শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ।
ধনুঃ স্ত্রীমদ্যভারাধ্বক্ষীণানাং বলমাংসদঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথদ্রব্য, কণ্টকারী বেনামূল মঞ্জিষ্ঠা, বেড়ালা, গাম্ভারীফল, গন্ধতৃণ, দর্ভমূল, চাকুলে, পলাশ, ঋষভ ও শালপানি, এই দ্রব্য

গুলি প্রত্যেকে ৮ তোযা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া উহাতে ১৬ সের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে এবং এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে দুগ্ধ যোলসের প্রদান করিবে। অপর আলকুশী,ঋষভক,মেদ,মহামেদ, জীবন্তী, জীবক, শতমূল, ঋদ্ধি, কিস্‌মিস্ চিনী মুণ্ডতিকা ও মৃণাল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ১ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে পিত্তজনিত হৃদ্রোগ, শূল মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ অর্শঃ, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বল্লভঘৃত।

মুখাং শতার্দ্ধং হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ।
পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃচ্ছ্বাসশূলোদরমারুতঘ্নম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, হরিতকী ৫০টি ও সৌবর্চ্চল লবণ ১৬ তোলা; এই দ্রব্যগুলি ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক উহাতে যোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল ও উদররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বলাদ্যঘৃত।

ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনাম্বু
সিদ্ধং সযষ্টিমধুকল্কপাদম্।
হৃদ্রোগশূলক্ষতরক্তপিত্তং
কাসা নিলাস্রকশময়ত্যু দীর্ঘম্॥

ঘৃত ৪ সের। যষ্টিমধু একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং বেড়ালা গোরকচাকুলে, ও অর্জ্জুনছাল, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাবিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত ও প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশ্বেশ্বররস।

স্বর্ণাভ্রলৌহ বঙ্গানাং রস গন্ধকয়োরপি।
বৈক্রান্তস্য চ সংগৃহ্য ভাগাং স্তোলক সম্মিতাম্॥
কর্পূর সলিলেনাথ ভাবয়িত্বা যথাবিধি।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন বিদধ্যাদ্ বটিকা স্ততঃ॥
অয়ং বিশ্বেশ্বরো নাম রসঃ ফুপফুসজান্ গদান্।
হৃদ্রোগাংশ্চ জয়েৎ সর্ব্বান্ সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারা, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া কর্পূর জলে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ ও ফুপ্‌ফুসজ রোগ সমস্ত বিদূরীত হইয়া থাকে।

কল্যানসুন্দররস।

সিন্দূরমভ্রং তারঞ্চ তাম্রংহেম চ হিঙ্গুলম।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা মর্দ্দয়েদ বহ্নিবারিণা॥
হস্তিশুণ্ডাম্বুনা পশ্চাদ্ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা কোষ্ণতোয়েন দাপয়েৎ॥
উরস্তোয়ঞ্চ হৃদ্রোগং বক্ষোবাত মুরোগ্রহকম্॥
কৌফ্‌ফুসান্ হন্তি রোগাংশ্চ রসঃকল্যাণসুন্দরঃ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চিতার রসে

অথবা ক্বাথে একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে তদনন্তর হাতিশুঁড়ার রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে উরস্তোয় হৃদ্রোগ, বক্ষোবাত বক্ষোরুধির এবং ফুক্ফুসজরোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

প্রভাকর বটী।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ তুগাক্ষীরীং শিলাজতু।
ক্ষিপ্তা খল্লোদরে পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ পার্থবারিণা॥
বলদ্বয়মিতাং কুর্য্যাদ্ বটিং ছায়াবিশোষিতাম্।
প্রভাকরবটী সেয়ং হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ জয়েৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন, ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। যথা যোগ্য অনুপান ব্যবস্থা করিয়া সেবন করাইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

চিন্তামণিরস।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং লৌহং বঙ্গং শিলাজতু।
সমং সমং গৃহীত্বা চ স্বর্ণং সুতাৰ্দ্ধ্ সম্মিতম্॥
স্বর্ণস্থ দ্বিগুণং রৌপ্যং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকস্য দ্রবেণাপি ভৃঙ্গরাজাম্ভসা ততঃ॥
পার্থস্যাথ কষায়েণ সপ্তকৃত্বো বিভাবয়েৎ।
ততো গুঞ্জামিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।
একৈকাং দাপয়েদাসাং গোধূমক্বাথবারিণা।
হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ হন্তি ব্যাধীন ফুপ্ফুসজানপি॥
প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কাসানপি সুদুস্তরান্।
বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো রসশ্চিন্তা মণিঃ স্মৃতঃ॥

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা স্বর্ণ।০ আনা, রৌপ্য ॥০ অৰ্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। গোধুমের ক্বাথের সহিত একটি করিয়া বটি সেবন করিবে। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ, ফুপ্ফুস্ রোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সঙ্কর বটী।

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো বলোরষ্টৌ তথা মতাঃ।
ত্রয়ো লৌহস্য নাগস্য দ্বাবিত্যেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
ভাবয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ চিত্রকস্যার্দ্রকস্য চ।
স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ বাসায়া বিল্বপার্থয়োঃ॥
ততো গুঞ্জাদ্বয়মিতা বিদধ্যাদ্বটিকাভিষক্।
একৈকাং দাপয়েদাসামীষদুষ্ণেন বারিণা॥
জয়েদিয়ং ফুপ্ফুসজান্ রোগান্ হৃদয়সম্ভবান্।
জীর্ণজ্বরং তথা ঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ গ্রহণীমপি দুস্তরাম্।
বটী শ্রীশঙ্করপ্রোক্তা বলপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী॥

পারা, ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ, ৩ ভাগ ও সীসা ২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথাক্রমে কাকমাছী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে ফুপ্ফুস্ রোগ হৃদ্রোগ ও অপরাপর অশেষ বিধপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

হৃদয়ার্নব রস।

সুতার্কগন্ধকং ক্বাথে বরায়া মর্দয়েদ্ দিনম্।
কাকমাচ্যা বটিং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
হৃদয়ার্ণবনামায়ং হৃদ্রোগদমনো রসঃ॥

পারা, গন্ধক ও তাম্র, ত্রিফলার ক্বাথে ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান।

ব্যায়ামতীক্ষৌষধরুক্ষমদ্য
প্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমৎস্যাধ্যশনাদজীর্ণাৎ
স্যুর্মূত্র কৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ॥

ব্যায়াম, তীব্রঔষধ ও রুক্ষজন্য, ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবন ঘোটকা দিতে গমন আনূপদেশ জাত মাংস, অধ্যশন ও অরুচি এই সমস্ত কারণ বশতঃ আট প্রকার মূত্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আট প্রকার যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ ও শুক্রজ এবং অশ্মরীজ।

মূত্রকৃচ্ছ্রের সংপ্রাপ্তি।

পৃথক্মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ
সর্ব্বেঽথবা কোপ মুপেত্য বস্তৌ।
মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি
যদাতদা মূত্রয়তীহকৃচ্ছ্রাৎ॥

বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষ স্বীয় কারণ বশতঃ কুপিত হইয়া অথবা ত্রিদোষ এক কালীন কুপিত হইয়া বস্তি দেশকে অবলম্বন করিয়া মূত্রদ্বারকে পীড়ন করে তখন অতি কষ্টের সহিত মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহা যায়।

বাতজনিতমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

তীব্রাতি রুগ্বংক্ষণ বস্তিমেঢ়্রে
স্বল্পং মুহুর্ম্মূত্রয়তীহবাতাৎ॥

বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ অর্থাৎ কুঁচকি-স্থান বস্তি, (মূত্রাশয়) ও মেঢ়্রে (শিশ্নে) অতিশয় বেদনা উপস্থিত এবং মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

পিত্তজনিতমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

পীতং সরক্তং সরুজঃ সদাহং
কৃচ্ছ্রং মুহুর্ম্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ।

পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগী পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বেদনা ও দাহযুক্ত মূত্র বারম্বার কষ্টের সহিত ত্যাগ করে।

শ্লেষ্মজনিতমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ
মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।

শ্লেষ্মজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও শিশ্ন গুরু ও শোথযুক্ত হয় এবং শূল হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

সর্ব্বানি রূপাণি তু সান্নিপাতাৎ
ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রং।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র উক্ত বাতাদি ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শল্যজমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেষভিহতেষু বা।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তদাঘাতাৎ জায়তে ভৃশদারুণং।
বাতকৃচ্ছ্রেণ তুল্যানি তস্য লিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ॥

কণ্টকাদি শল্য কর্ত্তৃক মূত্রবাহি স্রোত ক্ষত বা আহত হইলে অতি নিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় হইয়া থাকে।

পূরীষজনিতমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

শকৃতস্তু প্রতিঘাতাদ্বায়ুর্বিগুণতাং গতঃ।
আধ্মানং বাতশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি চ॥

পুরীষজনিত প্রতিঘাত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুকুপিত হইয়া, আধ্মান বাতবেদনা এবং মূত্ররোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অশ্মরীজ ও শুক্রজমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

শুক্রে দোষৈরুপহতে মূত্রমার্গে বিধা বিতে।
সশুক্রং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বস্তি মেহনশূলবান্॥
অশ্মরী হেতুকঞ্চাপি মূত্রকৃচ্ছ্র মুদাহৃৎ॥

অশ্মরী রোগ কর্ত্তৃক যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

শুক্রজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত ও মূত্রমার্গে বিধাবিত হইয়া যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয় তাহাকে শুক্রজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বলে এই রোগে বস্তি ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা এবং অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ করে।

শর্করাজমূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যসম্ভবলক্ষণে।
বিশেষণং শর্করায়া শৃণু কীর্ত্তয়তো মম॥
পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাৎ শোষ্য মানা চ বায়ুনা।
বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শর্করা মতা॥
পিত্তেন পচ্যমানা মূত্রশুক্র শ্লেষ্মসংহতিঃ॥

অশ্মরী ও শর্করার কারণ ও লক্ষণ একপ্রকার জানিবে। এক্ষণে শর্করার বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। মূত্র, শুক্র ও কফ, প্রথমে পিত্তোষ্ম দ্বারা পক্ব, তদনন্তর বায়ুদ্বারা শোধিত এবং কফদ্বারা অশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে অশ্মরী কহা যায়। ঐ অশ্মরী যদি কোন কারণ বশতঃ কফসংশ্লেষ রহিত হয়, তাহা হইলে শর্করাবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে। তাহাকেই শর্করা কহে। সেই শর্করা হইতে ভয়ঙ্কর মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়। ইহাতে হৃৎপীড়া কম্প কুক্ষদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অশ্মরী গুড়িকা শর্করা মূত্রবেগে যখন স্রোতোমুখে আসিয়া সংলগ্ন হয় তখন দারুণ বেদনা উপস্থিত করে, কিন্তু মূত্রবেগ বর্জ্জিত হইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

শর্করার উপদ্রব।

হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নিশ্চদুর্ব্বলঃ।
তয়া ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণং॥
মূত্রবেশ নিরস্তাভিঃ প্রশমং যাতিবেদনা।
যাবদস্থাঃ পুনর্নৈতি গুড়িকা স্রোতসো মুখং॥

অশ্মরীই শর্করা রূপে পরিণত হয় বলিয়া এই উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলা যাইতে পারে।

সুতরাং অশ্মরী ও শর্করা হইতে জাত মূত্র কৃচ্ছ ও একজাতীয়, অতএব শর্করাজ আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অভিহিত হইয়াছে।

মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তি
স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্ব্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্
দদ্যাদ্রসাংশ্চ নিলমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

অভ্যঞ্জন, স্নেহ পান, নিরূহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ (প্রলেপ) উত্তরবস্তি, বাতনাশক শালপাণি প্রভৃতি পঞ্চ মূলের সেক ও মাংসের যূষ বাত জনিত মূত্র কৃচ্ছ্রে বিশেষ হিতজনক।

অমৃতানাগরং ধাত্রীবাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকান্।
প্রপিবেদ্বাতরোগার্ত্ত সশূলী মূত্রকৃচ্ছ্রবান্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র জনিত শূলরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পিত্তজমূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

সেকাবগাহাঃ শিশির প্রদেহা
গ্রৈষ্মোবিধির্ব্বস্তিপয়োবিকারাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ॥

সেক, অবগাহ, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মকালীন শৈত্য ক্রিয়া, বস্তি, দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য, কিস্‌মিস্ ভূমি কুষ্মাণ্ডেররস, ইক্ষুরস, ও ঘৃত পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর এই সমস্ত পথ্য।

কুশকাশঃ শরোদর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্॥
এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্॥

কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইকড়েরমূল, এই পঞ্চমূলের ক্কাথ পান করিলে পিত্তজনিত মূত্র কৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়, এবং বস্তি বিশোধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পঞ্চমূল দুগ্ধ সহ পান করিলে কেবল লিঙ্গনাল স্থিত রক্ত নিবারিত হয়।

শতাবরী কাশকুশশ্বদংষ্ট্রা
বিদারীশালীক্ষুকশেরুকাণাম্।
ক্কাথং সুশীতং মধুশর্করাক্তং
পিবন্ জয়েৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রম্

শতমূল, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকষ্মাণ্ড, শালিধান্য মূল, ইক্ষুমূল, ও কেশুর, এই দ্রব্য গুলি সমস্তে মিলিত দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও চিনী মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্ত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

হরীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষ
পাষাণভিদ্ধিম্বযবাসকানাম্।
ক্কাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং
কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে॥

হরীতকী, গোক্ষুর, শোনালুফল, পাষাণ ভেদী, বেলশুঁঠ, ও দুরালভা, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্কাথ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া বেদনা ও বিদগ্ধ যুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্।
পিত্তাসৃগ্দাহ শূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণম্॥

ইক্ষুগুড়, ও আমলকীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রসাদি ধাতুর বৃদ্ধিজনক হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, গাত্রজ্বালা, শূল, ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উক্ত চূর্ণ চাউলের জলের সহিত সেবন করিলে পিত্ত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং
স্বেদোযবান্নং বমনং নিরূহাঃ।
তক্রং সতিক্তৌষধসিদ্ধতৈলা
ভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

ক্ষারদ্রব্য, উষ্ণ এবং তীক্ষ্ণঅন্ন ও পানীয় দ্রব্য, স্বেদ, যবমণ্ড বমন, নিরূহবস্তি, তক্র ও তিক্ত ঔষধ সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন ও পান কফজনিত মূত্র কৃচ্ছ্রে হিতকর।

মদ্যের সহিত কিম্বা কদলীমূলেররসের সহিত পান করিলে কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রবাল চূর্ণ চাউলেরজলের সহিত কিম্বা গোক্ষুর ও শুঁঠের ক্কাথ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ
স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্।

এই রোগে বায়ুর প্রতি লক্ষ করিয়া বাতাদি পৃথক রোগোক্ত ঔষধ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ত্রিদোষের মধ্যে কফাধিক্য লক্ষিত

হইলে প্রথমতঃ বমন পিত্তাধিক্যে বিরেচন, বাতাধিক্যে পিচকারী ব্যবহার করা আবশ্যক।

বৃহতীধাবনীপাঠাযষ্টিমধুকলিঙ্গকাঃ
পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু, ও ইন্দ্রযব, সমস্ত দ্রব্য সমভাগে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

অভিঘাত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সদোব্রণ চিকিৎসোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এবং যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয় তদ্বিষয়ে চিকিৎসকের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরীষ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

হিতা ক্রিয়াশ্মরিশর্করায়াং
যা মূত্রকৃচ্ছ্রে কফমারুতোত্থে॥

অশ্মরীও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এবং বাতশ্লেষ্মজমূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বাতশ্লেষ্মজ রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

লেহং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্।
বৃষ্যৈর্বৃংহিতধাতোশ্চ বিধয়োঃ প্রমদোত্তমাঃ॥

শুক্ররোধ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে রোগীকে মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিয়া সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন বৃষ্যাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগীর বল বর্দ্ধিত হইলে স্ত্রী সংসর্গের ব্যবস্থা করিবে।

ছোঠ এলাচির চূর্ণ ও হিঙ্গু ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রের দোষ দূরীভূত হইয়া শুক্র দোষ নিবারিত হয়।

রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে চিকিৎসক পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহার শান্তি করিবেন।

গোক্ষুর, শোণালুফল, দন্তীমূল, কেশের মূল, দুরালভা, পাষাণ ভেদী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগী ও অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়।

লৌহভস্ম মধুর সহিত তিন দিন সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিশ্চয়ই আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

যথোক্ত বিধানানুসারে শ্বেত বেড়ালার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

এলাশ্মভেদকশিলাজতুপিপ্পলীনাম্
চূর্ণানি তণ্ডুলজলৈলুলিতানি পীত্বা।
যদ্বা গুড়েন সহিতান্যবলিহ্য তানি
চাসন্নমৃত্যুরপি জীবতি মূত্রকৃচ্ছ্রী॥

চোট এলাচি, পাষানভেদী, শিলাজতু ও পিপ্পলী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ চাউলের জলের সহিত অথবা গুড়ের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী আসন্ন মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

যবক্ষার (সোরা) ও চিনী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

কণ্টকারীর রস দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত সহিত পান করিলে উক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শতাবরী ঘৃত ঃ

শতাবরী কাশকুশাশ্বদংষ্ট্রা,
বিদারীকেক্ষ্বামলকেষু সিদ্ধম্।
সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু যোজ্যম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা শতমূল, কেশেমূল, কুশমূল, কণ্টকারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল, আমলকী; এই সমস্ত পদার্থ গুলি সমপরিমাণে একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি নিয়মানুসারে পাক সমাধা

করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ কুট্টিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে ও উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্ঠকাদি ঘৃত।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরু
কর্কারুকেক্ষুস্বরসেন সিদ্ধম্।
সর্পিশ্চ ড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং
কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাতহেতোঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য যথা গোক্ষুর, এরণ্ড মূল, তৃণপঞ্চমূল, কর্কারু ও ইক্ষু; এই সমস্ত দ্রব্যের রস বা অভাব পক্ষে ক্বাথ চারিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করিবে, এবং উক্ত রস অথবা ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি অনুসারে ঘৃত পাক করিবে। পরে উক্ত ঘৃতের সহিত ইক্ষুগুড় দুই সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, ও মূত্রাঘাৎ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সুকুমারকুমারক।

পুনর্নবা মূলতুলা দশমূলং শতাবরী।
বলাশ্বগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্॥
বিদারী গন্ধনাগাহ্বা গুড়ূচাতিবলা তথা।
পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢকং পচেৎ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলীঃ॥
দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্ দদ্যাদ্ যমান্যাঃ কুড়বস্তথা।
ত্রিংশৎপলানি গুড়াত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ॥
প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যগ্ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ ভোজনমনিন্দিতম্॥
রাজ্ঞাং রাজসমানাঞ্চ বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীস্তম্ভে তথা গাঢ়পুরীষিণাম্॥
মেঢ্রবঙ্ক্ষণশূলে চ যোনিশূলে চ শস্যতে।
যেখোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতকাশ্চ যে॥
বল্যং রসায়নং শীতং সুকুমারকুমারকম্।
পুনর্নবাশতে দ্রোণো দেয়োঽন্যেষু তথাপরঃ॥

ঘৃত ৮ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য যথা পুনর্নবা মূল সাড়ে বার সের গ্রহণ করিয়া উহাতে জল ৬৪ সের প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর দন্তীমূল, বেড়েলা অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেতবেড়েলা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক একসের একপোয়া পরিমাণে অর্থাৎ সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তাহাতে জল ৬৪ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এবং অবশিষ্ট ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

উল্লিখিত উভয়বিধ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এবং যষ্টিমধু, আদা, কিস্‌মিস্, সৈন্ধবলবণ, ও পিপুল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক ষোল তোলা, যমানী অর্দ্ধসের, ইক্ষুগুড়, তিন সের তিন পোয়া এবং এরণ্ড তৈল চারিসের ঘৃতে দিবে। পশ্চাৎ জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি অশেষ প্রকার পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে।

ত্রিনেত্রাখ্য রস।

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা
লৌহে পাত্রে মর্দ্দয়েদেকযত্রং।
দূর্ব্বাযষ্টিগোক্ষুরৈঃ শাল্মলীভিঃ।
মৃদ্ভাগমধ্যে ভূধরে পাচয়িত্বা।
তত্তৎ দ্রাবৈ র্ভাবয়িত্বাস্য বল্লং
দদ্যাৎ শীতং পায়নং বক্ষ্যমাণং।
দূর্ব্বাযষ্টিশাল্মলীতোয়দুগ্ধৈ
স্থল্যোঃ কুর্য্যাৎ পায়নং তদ্দদীত
প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানাৎ।
মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চংক্রমেণ॥

বঙ্গ, পারা, গন্ধক, এই সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর শাল্মলী

ইহাদিগের ক্বাথে ভাবনা দিয়া এক দিবস খলে পেষণ করিবে। তদনন্তর মূষামধ্যে বন্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার উল্লিখিত ক্বাথে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মূর্ব্বা, যষ্টিমধু, শাল্মলীর ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত ঔষধ সেবন করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিলে যদি প্রস্রাব হয় তাহা হইলে রোগীর স্বাস্থ্যবোধ হইবে।

বরুণাদ্য লৌহ।

দ্বিপলং বরুণং ধ্যাত্র্যাস্তদর্দ্ধং ধাত্রীপুষ্পকং।
হরীতক্যাঃ পলার্দ্ধঞ্চ পৃশ্নীপর্ণং তদর্দ্ধকং॥
কর্ষমানঞ্চ লৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শানমানং বিধানবিৎ॥
মূত্রাঘাতং তথাঘোরং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণং।
অশ্মরীং বিনিহন্ত্যাশু প্রমেহং বিষমজ্বরং॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বৃষ্যমায়ুষ্যমেব চ।
বরুণাদ্যমিদং লৌহং চরকেণ বিনির্ম্মিতং॥

বরুণছাল দুইপল, ধাইফুল একপল, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে দুইতোলা, অভ্র দুইতোলা এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রভাতে সেবন করিবে। ইহা সেবনে মূত্রঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরী, প্রমেহ ও বিষমজ্বর প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়। এবং রোগীর কান্তি-পুষ্টি ও আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চরক ঋষি এই ঔষধ নির্ম্মান করেন।

অয়োরজঃ শ্লক্ষপিষ্টং মধুনা সহ যোজয়েৎ।
মূত্রাঘাতং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণং॥

লৌহ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে ঘোরতর মূত্রঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রসগন্ধযবক্ষারং সিতাতক্রযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাণ্যশেষাণি নিহন্তি নিয়তং নৃণাং॥
ভৈষজ্যৈরশ্মরীপ্রোক্তৈ মূর্ত্রকৃচ্ছ্রমুপাচরেৎ।
যোগবাহিরসৈর্ব্বাপি চানুপানবিশেষতঃ॥

পারা গন্ধক, যবক্ষার ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিবে, ইহা সেবন দ্বারা মনুষ্যের অশেষ বিধ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে। অশ্মরী রোগোক্ত ঔষধ এবং যোগবাহী রস সকল অনুপান বিশেষে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রয়োজ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।

শতাবরীরসৈঃ পিষ্ট্বা মৃতসূতঞ্চ তালকং।
শিখিতুত্থাঞ্চ তুল্যাংশং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং॥
তদ্গোলং সার্ষপে তৈলে পাচ্যং যামঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকশ্চাস্য ক্ষৌদ্রেণ গুঞ্জাচতুষ্টয়ং॥
ভক্ষণান্মাত্র সন্দেহো মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যলং।
তুলসী তিলপিণ্যাকং বিল্বমূলং তুষাম্বুনা॥
কর্ষৈকং বাম্নুপানেন সুরয়া বা সুবর্চ্চলৈঃ॥

রসসিন্দুর, হরিতাল, চিতা, তুঁতিয়া এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক শতমূলীর রসে এক দিবস পেষণ করিবে। তদনন্তর এই ঔষধ গোলাকৃতি করিয়া সর্ষপ তৈলে লেপন করিয়া এক প্রহর পাক করিবে। পরে ইহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত চারিরতি প্রমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন মাত্র নিঃসন্দেহ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তুলসী, তিলের খৈল ও বিল্বমূল ইহাদিগের দুই তোলা পরিমাণে লইয়া তাহার ক্বাথ কিম্বা সুরার সহিত সৌবর্চ্চললবণ পান করিবে।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর মানকচু, তিক্তশাক, মোচা প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, দুগ্ধ অন্নের মধ্যে পাতিলেবু ঘোল ছাগমাংসের যূষ প্রভৃতি হিতকর। মাখম মিছরি, তালশাঁস তাল বা খেজুর মাতি ও অন্যান্য পক্ক সুমিষ্ট ফল প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করা আবশ্যক যদ্যপি সহ্য না হয় তাহা হইলে প্রত্যহ

কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

গুড়, শাক অম্ল মৎস্য গুরুপাক, দ্রব্যাদি লঙ্কার ঝাল, কলাইয়ের ডাইল, মদ্যপান মৈথুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

মূত্রাঘাত নিদান।

জায়ন্তে কুপিতৈর্দোষৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।
প্রায়োমূত্রবিঘাতাদ্যৈর্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ॥
রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ।
মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সংপ্রবর্ত্ততে।
বাতকুণ্ডলিকাং তাস্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণং॥

মূত্রাদির বেগ ধারণ এবং রুক্ষ ভোজনাদি দ্বারা বাতাদিদোষ সমস্ত প্রকুপিত হইয়া বাত-কুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশবিধ মূত্রাঘাত রোগ উৎপন্ন করে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে বিভিন্ন এই; মূত্রকৃচ্ছে মূত্রত্যাগ কালীন অত্যন্ত যাতনা ও বিবদ্ধতা কম কিন্তু মূত্রাঘাতে বিবদ্ধ অধিক এবং মূত্রত্যাগ কালে তাদৃশ যন্ত্রনা হয় না।

বাতকুণ্ডলিকাতে দেহের রুক্ষতা কিম্বা মূত্রা-দির বেগধারণ জন্য বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে মূত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত আর্ত্তবের ন্যায় কুণ্ডলাকারে সঞ্চলণ করিয়া থাকে তাহাতে মূত্র অল্প অল্প অথবা যাতনার সহিত নির্গমন হয়, বাতকুণ্ডলিকাতে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকা-শিত হয়।

অষ্ঠীলার লক্ষণ।

আধ্মাপয়ন্বস্তিগুদং রুদ্ধ্বা বায়ুশ্চলোন্নতাং।
কুর্য্যাত্তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিন্মার্গরোধিনীং॥

বায়ু মূত্রাশয় ও গুহ্যদ্বারকে অবরোধ করিয়া আধ্মান উৎপাদন করে, এবং সেই কারণে রোগীর মলমূত্রের অবরোধকারী সঞ্চলন শীল উন্নত এবং তীব্র বেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাকেই অষ্ঠীলারূপ মূত্রাঘাত বলা যায়।

বাতবস্তির লক্ষণ।

বেগং বিধারয়েদ্ যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ।
নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ॥

যে ব্যক্তি মূর্খতাপ্রযুক্ত মূত্রের বেগধারণ করে তাহার বস্তিস্থ বায়ু কর্ত্তৃক মূত্রাশয়ের মুখরুদ্ধ ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে। এবং ঐ কুপিত বায়ু পতিত হইয়া বস্তি ও কুক্ষিদেশে অবস্থিত করে। ইহাকেই বাতবস্তি কহে, এই বাতবস্তি অতিশয় কষ্টসাধ্য পীড়া।

মূত্রাতীতের লক্ষণ।

চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে।
মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে॥

বহুক্ষণ হইতে মূত্রের বেগ ধারণ করিলে প্রস্রাব সত্বর হয় না, কিম্বা অতি অল্প অল্প পরি-মাণে মত্র নির্গত হয় এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত মূত্রাতীত কহিয়া থাকে।

মূত্রজঠরের লক্ষণ।

মূত্রস্য বেগেঽভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ।
অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পুরয়েদ্ ভৃশং॥
নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েত্তীব্রবেদনং।
তন্মূত্রজঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনিরোধজং॥

মূত্রেরবেগ অভিহত হইলে অপানবায়ু অতি-শয় কুপিত হইয়া উদরকে অত্যন্ত পরিপুরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্র যন্ত্রনাদায়ক আধ্মানযুক্তকে মূত্রজঠর বলে। এই মূত্রজঠর রোগে বস্তির অধোভাগ বিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ।

বস্তৌ বা প্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ॥
স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাপানীরুজং।
বিগুণা নিলজো ব্যাধিঃ স মূত্রোৎসঙ্গসংজ্ঞিতঃ॥

এই মূত্রোৎসঙ্গ পীড়ার, বস্তিদেশে লিঙ্গনালে কিম্বা লিঙ্গগ্রন্থিতে মূত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে, নির্গত হইতে পারে না। অতিশয় কুন্থনের সহিত বেগ দিলে বস্থি প্রভৃতির গাত্রভেদ হও-

য়াতে রক্তের সহিত মূত্র বেদনার সহিত অথবা বেদনা ব্যতীত অল্প অল্প বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হইতে থাকে। বিগুণবায়ু দ্বারা এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত হইলে ইহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহা যায়।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ।

রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ং॥

রুক্ষ ও ক্লান্ত ব্যক্তির বস্তিস্থিত পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে ইহাকে মূত্রক্ষয় কহিয়া থাকে। এই মূত্রক্ষয় পীড়ায় অত্যন্ত বেদনা ও দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ।

অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ।
অশ্মরীতুল্যরুগ্ গ্রন্থিঃ মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে॥

বস্তিমুখের অভ্যন্তর গোলাকার স্থির, ক্ষুদ্র অশ্মরীর ন্যায় বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকেই মূত্রগ্রন্থি মূত্রাঘাত বলা যায়। অশ্মরী এবং মূত্রগ্রন্থির এইমাত্র বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় যে অশ্মরীতে ক্রমে ক্রমে দোষের সঞ্চয় হইয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু মূত্রগ্রন্থি দোষের সঞ্চার অপেক্ষা না করিয়া সহসা উৎপন্ন হয়। বিশেষ প্রভেদ এই যে অশ্মরী পিত্তাধিক্য, মূত্রগ্রন্থি রক্তাধিক্য তন্ত্রে আরও বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে যে বায়ু ও কফ কর্তৃক রক্তপুষ্ট হইয়া বস্তিদ্বারে অতিশয় কষ্টকর গ্রন্থি উৎপন্ন করে। ঐ গ্রন্থি দ্বার মূত্রমার্গ রুদ্ধ থাকায় অকিকষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয়।

মূত্রশুক্রের লক্ষণ।

মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধৃতং।
স্থানাচ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে॥

মূত্রবেগযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্তৃক উর্দ্ধনীত হয় এবং মূত্রকালে ভস্ম মিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রশুক্র কহে।

উষ্ণবাতের লক্ষণ।

ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলাবৃতং।
বস্তিং মেঢ়্রং গুদঞ্চৈব প্রদহন্ স্রাবয়েদধঃ॥
মূত্রহারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃপুনর্জ্জন্তো উষ্ণবাতং বদন্তি তং॥

ব্যায়াম, অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন এবং আতপ জনিত কুপিত বায়ু সহপিত্ত বস্তিদেশকে আশ্রয় করিয়া বস্তি, শিশ্ন ও গুহ্যদ্বারে দাহ জন্মায় তদ্দরুণ রোগী অতিকষ্টে পুনঃ পুনঃ কিঞ্চিৎ রক্ত মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণ মূত্র এবং কোন সময় বা কেবলমাত্র রক্তত্যাগ করে এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে উষ্ণবাত মূত্রাঘাত কহিয়া থাকে।

মূত্রাসাদের লক্ষণ।

পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মূত্র তথা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং স্রবেৎ॥
সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ।
শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তং॥

যদ্যপি পিত্ত, বায়ু অথবা কফ কিম্বা পিত্তকফ উভয়েই বায়ু কর্তৃক ঘনীভূত হইয়া পীতবর্ণ রক্তবর্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণ মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হয় তবে তাহা হইলে দাহযুক্ত ও গোরোচনার বর্ণ সদৃশ হয় কফজনিত হইলে শঙ্খচূর্ণ সদৃশ কিম্বা সান্নিপাত জনিত হইলে উক্ত বহুবিধ বিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

বিড়বিঘাতের লক্ষণ।

রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতে নোদাবর্ত্তং শকৃদ্যদা।
মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্ সংসৃষ্টঃ তদানরঃ॥
বিড়্ গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্ বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥

দেহ অতিশয় রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে, পুরীষ বা মলদ্বারা উর্দ্ধগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয় সেই কারণে মলগন্ধযুক্ত অথবা মল মিশ্রিত

মূত্র অতিকষ্টে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাকে বিড়-বিঘাত কহিয়া থাকে।

বস্তিকুণ্ডলীর লক্ষণ।

দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ॥
শূলস্পন্দদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
পীড়িতস্তু সৃজেদ্ধারাং সংস্তম্ভোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্॥
বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমং।
পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ॥
তস্মিন্ পিত্তান্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা।
শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতং॥

অতিশয় দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন পরিশ্রম অভিঘাত ও পীড়ন এই সমস্ত কারণ বশতঃ মূত্রাশয় স্বীয় স্থান হইতে উর্দ্ধদিগে গমন করিয়া গর্ভের ন্যায় শূলাকৃতি হয়, সেই কারণে শূল, স্পন্দন ও দাহের সহিত অল্প অল্প মাত্রায় মূত্র নির্গত হয় এবং নাভির অধোভাগে পীড়ন করিলে ধারে মূত্র নির্গত হয় এবং রোগী স্তম্ভ ও উদ্বেষ্টনেতে অতিশয় কাতর হয় এই প্রকার রোগকে বস্তিকুণ্ডলী কহিয়া থাকে। ইহা শস্ত্র ও বিষের ন্যায় প্রাণনাশকারী অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ভিন্ন অন্য কেহ ইহার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হয় না। এই রোগ পিত্তাধিক্য হইলে দাহ শূল ও মূত্র বিবর্ণতা হইয়া থাকে। এবং কফাধিক্য হইলে শরীরের গুরুতা ও শোথ উৎপন্ন হয় এবং রোগীর স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ গাঢ় মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

বস্তিকুণ্ডলীর সাধ্য লক্ষণ।

শ্লেষ্মরুদ্ধবিলোবস্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি।
অবিভ্রান্তবিলঃ সাধ্যো ন চ যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
স্যাদ্বস্তৌ কুণ্ডলীভূতে তৃণ্মোহঃ শ্বাসএব চ॥

যদি এই রোগে বস্তির মুখরন্ধ্র কফ কর্ত্তৃক আবৃত হয় কিম্বা বস্তির মুখরন্ধ্রে পিত্ত সঞ্চিত হয় তাহা হইলে উক্ত রোগ অসাধ্য, আর যদি কর্ত্তৃক বস্তিরন্ধ্র আবৃত হয় এবং বস্তিমধ্যে বায়ু যদি কুণ্ডলীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত পীড়া অসাধ্য, তবি বায়ু বস্তিমধ্যে কুণ্ডলীভূত থাকে তাহা হইলে রোগীর পিপাসা মোহ ও শ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে,

মূত্রঘাত চিকিৎসা।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগের চিকিৎসা বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে বিশেষতঃ উত্তরবস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচণ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কাঁকুর বীজ ও সৈন্ধবলবণ সেবন করিলে সমভাগে মূত্রঘাতের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পাটল্যা যাবশূকাচ্চ পারিভদ্রাত্তিলাদপি।
ক্ষারোদোকেন মদিরাং ত্বগেলোষণসংযুতাম্॥
পিবেদ্ গুড়োপদংশান্ বা লিহ্যাদেতান্ পৃথক্ পৃথক্॥

পারুলীর ক্ষারোদক, যবক্ষারোদক পালিত মান্দারের ক্ষারোদক বা তিলনালের ক্ষারোদকের সহিত মদ্য, দারুচিনী, এলাইচ এবং মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। কিম্বা উল্লিখিত কোন প্রকার ক্ষারচূর্ণের সহিত পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক মূত্রাঘাত রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা মূত্রাঘাত রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কুম্কুম্ ও মধু জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বাসী করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রকার করিয়া সেবনে মূত্রাঘাতরোগ প্রশমিত হয়।

সৌবর্চ্চললবণ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত রোগ অচিরে অপনীত হয়। এলাইচ চূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা সৈন্ধবলবণযুক্ত মদ্য পান করিলে মূত্রাঘাতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

বীরতরাদিগণের ক্বাথের সহিত শিলাজতু ক্বাথ কিম্বা বাসকের ক্বাথ পান করিলে মূত্রাঘাত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডশতাবরীভিঃ
সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ।
গুড়প্রপায়ং সঘৃতং পয়োবা
রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্তমেতৎ॥

গোক্ষুর এরণ্ডমূল ও শতমূলের সহিত পাচিত দুগ্ধ অথবা তৃণপঞ্চমূলের সহিত পাচিত দুগ্ধ গুড় সহযোগে পান করিলে মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ও মূত্রাঘাত রোগীর পক্ষে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

অশোক বীজ চূর্ণ দুইআনা অথবা একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত পান করিলে মূত্রবাত ও অশ্মরীরোগ উপশমিত হয় পাচিত দুগ্ধ শীতল করিয়া তৎসহযোগে অন্ন সেবন করিয়া শর্করা মিশ্রিত তণ্ডুল জলের সহিত শ্বেতচন্দন পান করিলে রক্তযুক্ত উষ্ণবাত প্রশমিত হয়।

দেহের অধঃকায় (নিম্নভাগ) মূত্রাশয় পর্য্যন্ত শীতল জলে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে অথবা যবক্ষার ও শর্করা চালকুমড়ার রসের সহিত পান করিলে উষ্ণবাত নিবারিত হয়।

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা রক্তস্রাব হইলে স্ত্রী সংসর্গ হইতে বিরত থাকা এবং বলকারক প্রক্রিয়া করা বিধেয়।

মস্তপ্রাফলমৃদ্বীকা কৃকেক্ষুরসিতারজঃ।
সমাংশমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতানি চ॥
সর্ব্বং সম্যগ্বিমথ্যাক্ষমানং লীঢ়্বা পয়ঃপিবেৎ।
হন্তি শুক্রাশয়োত্থাংশ্চ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদম্॥

শূকসিম্বীবীজ, (আলুকুশী) কিস্‌মিস্, পিপুল ও কোকিলাক্ষ বীজ, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উহাদের এক ভাগ চিনী ও সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্ব্বক সেবন করিবে। তদনন্তর দুগ্ধ পান করিলে শুক্রাশয়জাত বিবিধ দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি এই ঔষধে বন্ধ্যা স্ত্রী ও গর্ভবতী হয়।

চিত্রকাদ্য ঘৃত।

চিত্রকং শারিবা চৈব বলাকালানুশারিবা।
দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পলীস্তথা চিত্রকলা ভবেৎ॥
তথৈব মধুকং দদ্যাদ্দদ্যাদামলকানি চ।
ঘৃতাঢকং পচেদেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসিদ্ধমবতারয়েৎ।
শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করাপ্রস্থসংযুতম্॥
তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ তৎ সর্ব্বং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ।
ততোমিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলম্॥
বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মরেতাশ্চ যো ভবেৎ।
রক্তরেতাঃ গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগতাম্॥
জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্মহাগুণম্।
প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবম্॥
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানা স্ত্রীগর্ভং লভতেহচিরাৎ।
অসৃগ্দোষান্ জয়েচ্চৈব যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্॥
মূত্রদোষেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্॥

ঘৃত ষোল সের। কল্কদ্রব্য যথা, চিতামূল, অনন্ত মূল, বেড়ালা, তগরপাদুকা, কিস্‌মিস্ রাখালশসা, চিত্রকলা, যষ্টিমধু ও আমলকী, এই সকল পদার্থ প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। তৎপরে উহাতে দুগ্ধ বত্রিশসের ও জল বত্রিশ সের প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। তৎপরে উহাতে চিনী দুই সের ও বংশলোচন দুইসের প্রদান করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত দোষ বল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

তারকেশ্বর রস।

মৃতসূতাভ্রগন্ধঞ্চ মর্দ্দয়েন্মধুনা দিনং।
তারকেশ্বরনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্র প্রশান্তয়ে।
ওড়ম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকং॥
সংলিহ্যান্মধুনা সার্দ্ধমধুপানং সুখাবহং॥

রসসিন্দুর, অভ্র, গন্ধক, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিবে। ইহাকে তারকেশ্বর রস কহিয়া থাকে। গহনানন্দ নাথ এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা এক মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র পীড়া বিদূরীত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুই তোলা পক্ক ডুমুরের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে রোগী আশু সুখানুভব করিয়া থাকে।

লঘুলোকেশ্বর রস।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং চত্বারি শুদ্ধগন্ধকাৎ।
পিষ্ট্বা বরাটিকা পূর্য্যা রসপাদেন টঙ্কনং।
ক্ষীরে পিষ্ট্বা মুখং লিপ্ত্বা ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ লঘুলোকেশ্বরো মতঃ॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণন্তু মরিচেন তথৈবচ।
জাতীমূলফলৈর্যুক্ত মজাক্ষীরেণ পায়য়েৎ॥
শর্করাভাবিতঞ্চানু পীত্বা কৃচ্ছ্রহরঃ পরঃ॥

রস সিন্দুর একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, এই উভয়দ্রব্য উল্লিখিত পরিমাণে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটি কপর্দ্দকের মধ্যে পুরিবে এবং রস সিন্দুরের চতুর্থাংশ সোহাগা দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্বারা এই কপর্দকের মর্দ্দন করিবে। পরে মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। শীতল হইলে তাহা লইয়া চূর্ণ করিবে এবং ইহার চারি রতি চূর্ণ মরিচ, জাতিমূল ও তাহার ফল ছাগী দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহার নাম লঘু লোকেশ্বর রস। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

যেনৌষধেন মতিমান্ মূত্রকৃচ্ছ্রমুপাচরেৎ।
তেনৌষধেন শ্রেষ্ঠেন মূত্রাঘাতানুপাচরেৎ।

সুদক্ষ্য বৈদ্য যে সমস্ত ঔষধাদি দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা করিবে, মূত্রাঘাতে ও সেই সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পথ্যাদিও ঐ পীড়ার ন্যায় ব্যবস্থা করিবে।

সুশ্রুতোক্ত অশ্মরী নিদান।

চতস্রোঽশ্মর্য্যো ভবন্তি শ্লেষ্মাধিষ্ঠানা স্তদ্যথা শ্লেষ্মণা বাতেন পিত্তেন শুক্রেণ চেতি॥ তত্রাসংশোধনশীলস্যাপথ্যকারিণঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মা-মূত্রসমপৃক্তোঽনুপ্রবিশ্য বস্তিমশ্মরীং জনয়তি তাসাং পূর্ব্বরূপাণি বস্তিপীড়ারোচকৌ মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিশিরোমুষ্কশেফসাং বেদনা কৃচ্ছ্র জ্বরাবসাদৌ বস্তগন্ধিত্বং মূত্রস্যেতি॥

যথাস্বং বেদনাবর্ণং দুষ্টং সান্দ্রমথাবিলম্।
পূর্ব্বরূপেঽশ্মনঃ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং সৃজতি মানবঃ॥

অথ জাতাসু নাভিবস্তিসেবনীমেহনেষ্বন্যতমস্মিন্মেহতোবেদনা মূত্রধারাসঙ্গঃ সরুধিরমূত্রতা-মূত্রবিকিরণঞ্চ গোমেদকপ্রকাশমনাবিলং সসিকতং বিসৃজতি ধাবনলঙ্ঘনপ্লবনপৃষ্ঠযানাধ্ব-গমনৈশ্চাস্য বেদনা ভবতি॥

তত্রশ্লেষ্মাশ্মরী শ্লেষ্মলমন্নমভ্যবহরতোঽত্যর্থ মুপালপ্যাধঃ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো বিরুণদ্ধি তস্য মূত্রপ্রতিঘাতাদ্দালাতে ভিদ্যাতে নিস্তুদ্যত ইব চ বস্তির্গুরুঃ শীতশ্চ ভবতি। অশ্মরী চাত্র শ্বেতা স্নিগ্ধা মহতী কুক্কুটাণ্ডপ্রতীকাশামধুকপুষ্পবর্ণা বা ভবতি তাং শ্লৈষ্মিকীমিতি বিদ্যাৎ।

পিত্তযুক্তস্তু শ্লেষ্মাসঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুনদ্ধি তস্য মূত্রপ্রতীঘাতদ্দ্যাতে চূষ্যতে দহ্যতে পচ্যতইব বস্তিরুষ্ণবাতশ্চ ভবতি। অশ্মরী চাত্র সরক্তা পীতাবভাসা কৃষ্ণা ভল্লাতকাস্থিপ্রতিমা মধুবর্ণা বা ভবতি তাং পৈত্তিকী-মিতি বিদ্যাৎ॥

বাতযুক্তস্তু শ্লেষ্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি তস্য মূত্রপ্রতীঘাতাত্তীব্রা বেদনা ভবতি তথাতার্থং পীড্যমানো দন্তান্ খাদতি নাভিং পীড়য়তি মেঢ়্রং মৃদ্নাতি বায়ুং স্পৃশতি বিশর্দ্ধতে বিদহতি বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ বাস্য মেহতো নিঃসরন্তি। অশ্মরী চাত্র শ্যামা পরুষা

বিষমা খরা কদম্বপুষ্পবৎকণ্ঠকাচিতা ভবতি তাং বাতিকীমিতি বিদ্যাৎ।

প্রায়েণৈতাস্তিস্রোঽশ্মর্য্যো দিবাস্বপ্নমশনাধ্যশনশীতস্নিগ্ধগুরুমধুরাহারপ্রিয়ত্বাদ্বিশেষেণ বালানাং ভবন্তি তেষামেবাল্পবস্তি কায়ত্বাদনুপচিতমাংসত্বাচ্চ। বস্তেঃ সুখগ্রহণাহরণা ভবন্তি। মহতান্তু শুক্রাশ্মরীনিমিত্তা ভবতি। মৈথুনাভিঘাতাদতিমৈথুনাদ্বা শুক্রশ্চলিতমনির্গচ্ছদ্বিমার্গগমনাদনিলোঽভিতঃ সংগৃহ্য মেঢ্রবৃষণয়োরন্তরে সংহরতি সংহৃত্যচোপশোষয়তি সা মূত্রমার্গমাবৃণোতি মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিবেদনাং বৃষণয়োশ্চ শ্বয়থুমাপাদয়তি পীড়িতমাত্রে চ তস্মিন্নেব প্রদেশে প্রবিলয়মাপদ্য তে তাং শুক্রাশ্মরী মিতি বিদ্যাৎ॥ ভবতি চাত্র॥

শর্করা সিকতা মেহো ভস্মাখ্যোঽশ্মরীবৈকৃতম্।
অশ্মর্য্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা॥
পবনেঽনুগুণে সা তু নিরেত্যল্পা বিশেষতঃ।
সা ভিন্নমূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে॥
হৃৎপীড়া সকৃথিসদনং কুক্ষিশূলঃ সবেপথুঃ।
তৃষ্ণোর্দ্ধগোঽনিলঃ কার্শ্যং দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডুগাত্রতা॥
অরোচকাবিপাকৌ তু শর্করার্ত্তে ভবন্তি চ।
মূত্রমার্গপ্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্॥
দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিশূলমরোচকম্।
পাণ্ডুত্বমুষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিং॥
নাভিপৃষ্ঠকটীমুষ্কমুদবঙ্ক্ষণশেফসাং।
একদ্বারস্তনুত্বকো মধ্যে বস্তিরধোমুখঃ॥
অলাবা ইব রূপেণ সিরাস্নায়ুপরিগ্রহঃ।
বস্তির্বস্তিশিরশ্চৈব পৌরুষং বৃষণৌ গদং॥
ফকসম্বন্ধিনো হেতে গুদাস্থিবিবরস্থিতাঃ।
মূত্রাশয়ো মলাধারঃ প্রাণায়তনমুত্তমম্॥
পক্কাশয়গতাস্তত্রনাড্যোমূত্রমহাস্তু যাঃ।
তর্পয়ন্তি সদা মূত্রং সরিতঃ সাগরং যথা॥
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মুখন্যাসাং সহস্রসাঃ।
নাড়ীভিরুপনীতস্য মূত্রস্যামাশয়ান্তরাৎ॥
জাগ্রতঃ স্বপতশ্চৈব স নিঃস্যন্দেন পূর্য্যতে।
আমুখাৎসলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে নবঃ॥
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে।
এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্তং কফোঽপি বা॥
মূত্রযুক্ত উপস্নেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেঽশ্মরীম্।
অপ্সু স্বচ্ছাস্বপি যথা নিষিক্তাসু নবে ঘটে।
কালান্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা।
সংহন্ত্যাপো যথা দিব্যা মারুতোঽগ্নিশ্চ বৈদ্যুতঃ॥
তদ্বদ্বলাসং বস্তিস্থমূষ্মা সংহন্তি সানিলঃ।
মারুতে প্রগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্প্রবর্ত্ততে॥
বিকারা বিবিধাশ্চাপি প্রতিলোমে ভবন্তিহি॥
মূত্রাঘাতাঃ প্রমেহাশ্চ শুক্রদোষাস্তথৈবচ।
মূত্রদোষাশ্চ যে কেচিদ্বস্তাবেধ ভবন্তি হি॥

[সুশ্রুতঃ]

অশ্মরী রোগ চারি প্রকার। শ্লেষ্মাই এই অশ্মরী রোগের প্রধান কারণ ও মূল। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক, বায়ু কর্ত্তৃক, এবং শুক্র কর্ত্তৃক অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসংশোধনশীল অপথ্য ভোজী ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তি দেশে পীড়া, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশির মুষ্ক ও উপস্থে বেদনা, জ্বর, দেহের অবসন্নতা, ও মূত্রে ছাগলের ন্যায় (বোটকা) গন্ধ অশ্মরী রোগ হইবার পূর্ব্বে, কারণভেদে বেদনা ও মূত্রের বর্ণ-দোষ গাঢ়তা ও আবিলতা হইয়া থাকে, ও কোষ্ঠে নিঃসরণ হয়। রোগ উপস্থিত হইলে মেহন কালে (প্রস্রাব নিঃসরণ) নাভি বস্তি সেবনী ও উপস্থ ইহাদিগের মধ্যে কোন স্থানে বেদনা হয়, এবং গোময়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, আবিল সিকতাযুক্ত ও রুধির মিশ্রিত মূত্র, ধারাশূন্য হইয়া বিকীর্ণ ভাবে নিঃসরণ হয়, এবং ধাবন লম্ফন সন্তরণ অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন বা পথশ্রমের দ্বারা বেদনা জন্মে। শ্লেষ্মাজনিত অশ্মরী, শ্লেষ্মল অন্ন অত্যর্থ সেবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, অধোভাগে বস্তিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক স্রোতমার্গ রোধ করে। তদ্দ্বারা মূত্র প্রতিহত হইয়া ভেদ করণ বা সূচির দ্বারা বিদ্ধ করণের ন্যায় পীড়া জন্মায়, এবং শেষ গুরু ও শীতল হইয়া থাকে, শ্লেষ্মাশ্মরী শ্বেত স্নিগ্ধ বৃহৎ কুক্কুটাণ্ড বা মধুক পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

শ্লেষ্মা পিত্তযুক্ত হইলে সংহত ও পূর্ব্বোক্ত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তিমুখে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্রোতমার্গ রোধ করিয়া থাকে। তাহাতে মূত্র প্রতিহত হইয়া উষ্ণতা চোষ দাহ এবং পাক

হইবার ন্যায় যন্ত্রনা উপস্থিত হয়, ও বস্তিদেশ উষ্ণ ও বায়ুযুক্ত হয়। পিত্তাশ্মরী, রক্তযুক্ত, পীতের আভাবিশিষ্ট, ভল্লাতকের অস্থি সদৃশ কৃষ্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বায়ুযুক্ত শ্লেষ্মা সংহত ও পূর্ব্বোক্ত অনুসারে বৃদ্ধি হইয়া বস্তিমুখে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নাড়ীপথ রোধ করে। তাহাতে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। বেদনায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে রোগী দন্তের দ্বারা দন্ত পেষণ করে, নাভি ও মেঢ্র দেশ মর্দ্দন করিতে থাকে, মলদ্বার স্পর্শ করিতে থাকে ও শীর্ণ হয়। বায়ুজনিত অশ্মরী, শ্যাম বর্ণ পরুষ খরস্পর্শ বিষম ও কদম্বপুষ্পের ন্যায় কন্টকযুক্ত হইয়া থাকে।

দিবাস্বপ্ন অসম বা অতিরিক্ত আহারে এবং শীতল স্নিগ্ধ ও মধুর পাকের দ্রব্য আহারে প্রিয় বলিয়া এই তিন প্রকার অশ্মরী বিশেষতঃ বালকেরই হইতে দেখা যায়।

তাহাদিগের শরীর ও বস্তিদেশের পরিমাণ অল্প, ও শরীরের মাংস বৃদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অশ্মরীটি বস্তিদেশ হইতে অনায়াসে বাহির করিতে পারা যায়। বয়ঃস্থ লোকের শুক্রজন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়া থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে বা অতিরিক্ত মৈথুনের দ্বারা চলিত শুক্র নিঃসৃত না হইয়া অন্যপথে গমন করে। পরে বায়ু কর্ত্তৃক সেই শুক্র সেই সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া মেঢ্র এবং মুষ্কের দ্বার মধ্যে সঞ্চিত ও শুষ্ক হয়। তদ্দ্বারা মূত্রমার্গ আবৃত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র বস্তি বেদনা ও মুষ্ক দ্বয়ের শ্বয়থু হয়। সেই স্থান পীড়ন করিলে অশ্মরী বিলয় হয়।

শর্করা সিকতা ও ভস্ম নামক মেহ, অশ্মরীর বিকৃতি মাত্র। শর্করা রোগেরও অশ্মরীর ন্যায় লক্ষণ ও যাতনা জানিবে। বিশেষ এই, যে শর্করা বায়ুর গুণের দ্বারা অল্প হয় ও নিঃসরণ হয়। বায়ু কর্ত্তৃক বিভিন্ন মূর্ত্তি হইয়াই কেবল শর্করা নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হৃৎপীড়া, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, কুক্ষিশূল, বেপথু, তৃষ্ণা, বায়ুর উর্দ্ধগতি, শরীরের কৃষ্ণত্ব দৌর্ব্বল্য ও পাণ্ডুতা, অরুচি ও অপাক, শর্করা রোগে এই সমস্ত উপদ্রব উৎপন্ন হয়। সেই শর্করা মূত্রনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সঞ্চিত হইলে, দৌর্ব্বল্য সদন কৃশতা কুক্ষিশূল অরুচি পাণ্ডুত্ব বায়ুর উষ্ণতা তৃষ্ণা হৃৎপীড়া ও বমি, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। নাভি পৃষ্ঠ কটী মুষ্ক উদর বঙ্ক্ষণ এবং উপস্থ, শরীরের এই সমস্ত অংশই একদ্বারে সংলগ্ন। তাহার মধ্যস্থলে বস্তি অধোমুখে স্থিত। সেই দ্বার বা অস্ত্রি অলাবুর আকারে স্থিত এবং সমস্ত শিরা বা স্নায়ু তাহাতে মিলিত।

বস্তি, বস্তির শিরা সমস্ত উপস্থ মুষ্কদ্বয় ও মলদ্বার, ইহাদিগের সকলেরই মলদ্বারস্থ অস্থি বিবরের সহিত সংযোগ থাকায়, পরস্পর একত্র সংবদ্ধ বলা যায়। মূত্রাধার ও মলাশয় প্রাণের আশ্রয় স্থান। নদী যে প্রকার সাগরাভিমুখে জল বহন করে, পক্কাশয় মূত্রবহ নাড়ী ও সকল প্রকার বস্তিমধ্যে মূত্র বহন করে। যে সকল নাড়ী আমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতিশয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহাদিগের উপলব্ধি হয় না। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রাশয় পরিপূর্ণ করে। যেমন নূতন ঘটের মুখ পর্য্যন্ত সলিল ন্যস্ত হইলে পুনর্ব্বার পার্শ্বস্থ নাড়ীর দ্বারা পূরিত হয়। সেই প্রকার বস্তিদেশে মূত্র দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রকার বাতপিত্ত বা কফ, স্নেহসদৃশ পদার্থ প্রযুক্ত মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তি মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী উৎপন্ন হয়। যেমন নূতন কলশীতে নির্ম্মল জল রাখিলেও কালে তাহার তলে পঙ্ক সঞ্চিত হয়, সেই প্রকার বস্তিমধ্যে অশ্মরী উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন আকাশীয় বায়ু অগ্নি ও বৈদ্যুতী শক্তির দ্বারা জল সংহত হইয়া হিমানী খণ্ড জন্মায়, সেই প্রকার বস্তির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও উষ্ণতার দ্বারা সংহত হইয়া অশ্মরী জন্মায়। বায়ুর সরলভাব দ্বারা বস্তিদেশে মূত্র সঞ্চারিত হয়। তাহার বিপরীত হইলে নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হয় মূত্রা-

জাত প্রমেহ শুক্রদোষ ও মূত্রদোষ প্রভৃতি যে কিছু রোগ বস্তিদেশেই জন্মিয়া থাকে।

অশ্মরী রোগ।

বাতপিত্তকফৈস্তিস্র শ্চতুর্থী শুক্রজা পরা।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অশ্মর্য্যঃ স্যু র্যমোপমাঃ॥

কুপিত বায়ু, পিত্ত কফ ও শুক্রদ্বারা অশ্মরী-রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং অশ্মরীরোগ চারি প্রকার। যথা বাতজ পিত্তজ কফজ ও শুক্রজ, শুক্রজ অশ্মরীভিন্ন সকল প্রকার অশ্মরীরই সমবায়ি কারণ শ্লেষ্মা, শুক্রাশ্মরীর সমবায়ি কারণ শুক্র। কাহার ও কাহার ও মতে শুক্রাশ্মরীর ও সমবায়ি কারণ কফ। অশ্মরী অতিশয় ভয়ঙ্কর রোগ, অচিকিৎসিত হইলে নিশ্চয়ই জীবন সংশয় ঘটিয়া থাকে। অশ্মরীর সুশ্রুতোক্ত বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তথাপি পুনর্ব্বার লিখিত হইতেছে।

অশ্মরীরসংপ্রাপ্তি।

বিশোষয়েদ্বস্তিগতং সশুক্রং
মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা।
যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু
ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ॥

যখন কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র কিম্বা পিত্ত ও কফ বিশোধিত হয় তখনই অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন গোপিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া ক্রমশঃ গোরোচনা-রূপে পরিণত হয়, অশ্মরী ও সেই প্রকার ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অশ্মরী সর্ব্বদোষাশ্রিত বলিয়া উক্ত।

শ্লৈষ্মদোষাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অথাসাং পূর্ব্বলক্ষণং।
বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্নদেশেষু পরিতোঽতিরুক্।
মূত্রবস্তসগন্ধত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ॥

সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীই ত্রিদোষজনিত তবে বাতাদিদোষের আধিক্যানুসারে কেহ বাতজ কেহ পিত্তজ কেহ বা কফজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশ্মরী উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে স্ফীততা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘোরতর বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ।

সামান্যলিঙ্গং রুজনাভিসেবনীবস্তিমূর্দ্ধসু।
বিশীর্ণধারং মূত্রং স্যাত্তয়া মার্গনিরোধনে॥
তদ্ব্যপায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমং।
তৎসংক্ষোভাৎ ক্ষতে সাস্রমায়াসাচ্চাতিরুগ্ ভবেৎ॥

নাভি, সেবনী (অর্থাৎ পায়ু হইতে কোষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের স্থান) ও বস্তির শিরোদেশে অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে সবিচ্ছেদধারে মূত্র নির্গম হয় কিন্তু যদি কখন অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মূত্রমার্গ হইতে স্থানান্তরে গমণ করে তাহা হইলে বিনাক্লেশে গোমেদক মণির ন্যায় ঈষৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিরুদ্ধপথপ্রবৃত্ত মূত্রের আঘাতে অথবা অশ্মরীপীড়নে মূত্রবাহি স্রোতঃ ক্ষত হইলে সরক্ত মূত্র নির্গত হয়, আর বেগ দিয়া প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত অশ্মরীর লক্ষণ।

তত্র বাতাৎ ভৃশন্মার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে।
মৃদ্নাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যনিশং ক্বণন্॥
সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্মেহতি বিন্দুশঃ।
শ্যাবা রূক্ষাশ্মরী চাস্য স্যাৎ স্থচিতা কণ্টকৈরিব॥

বাতজ অশ্মরীরোগে আর্ত্তনাদ এবং সর্ব্বদা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া থাকে; দেহ কম্পিত হয়, সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থল টিপিতে থাকে। মূত্রত্যাগার্থ কুন্থন করিলে বায়ুর সহিত মল ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। বায়ুজ অশ্মরী শ্যাম বা অরুণবর্ণ এবং কণ্টকবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্কুর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত অশ্মরীর লক্ষণ।

পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান ইবোষ্মবান।
ভল্লাতকাস্থিসংস্থানা রক্তা পীতা সিতাশ্মরী॥

পিত্তজ অশ্মরীরোগে বস্তিদেশে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয় এবং অনুমান হয় যেন উহা ক্ষার দ্বারা পচ্যমান হইতেছে। পিত্তাশ্মরী স্পর্শে উষ্ণ ও ভেলাবীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং উহা রক্ত কিম্বা পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজনিত অশ্মরীর লক্ষণ।

বস্তির্নিস্তুদ্যত ইব শ্লেষ্মণা শীতলোগুরুঃ।
অশ্মরী মহতী শ্লক্ষ্ণা মধুবর্ণাথবা সিতা॥

শ্লেষ্মজ অশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয় শীতল গুরু ও সূচীভেদবৎ বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং অশ্মরী বৃহদাকারে পরিণত হইয়া মসৃণ ও মধুবৎ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

এতা ভবন্তি বালানাং তেষা মেবতু ভূয়সা।
আশ্রয়োপচয়াল্পত্বাদ্ গ্রহণাহরণে সুখাঃ॥

এই ত্রিবিধ অশ্মরী প্রায় বাল্যকালেই হইয়া থাকে, বাল্যাবস্থায় মূত্রাশয় ছোট এবং অল্প মাংস বিশিষ্ট অতএব শস্ত্রক্রিয়া করণান্তর অনায়াসে অশ্মরীকে আকর্ষণ ও গ্রহণ করিতে পারা যায়।

শুক্রজ অশ্মরীর লক্ষণ ও সম্প্রাপ্তি।

শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাৎ।
স্থানাচ্চ্যুতমমুক্তং হি মুষ্কয়োরন্তরেঽনিলঃ॥
শোষয়ত্যুপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী।
বস্তিরুক্ মূত্রকৃচ্ছ্র মুষ্কশ্বয়থুকারিণী॥
তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে।
পীড়িতেত্ববকাশেঽস্মিন্নশ্মর্য্যেব চ শর্করা॥
অনুশো বায়ুনা ভিন্না সা তস্মিন্ননুলোমগে।
নিরেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে নিরুদ্ধতে॥
মূত্রস্রোতঃ প্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্॥
দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিশূলমথারুচিং।
পাণ্ডুত্বমুষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিং॥

শুক্রবেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হয়, যেহেতু উপস্থিত মৈথুন বেগে স্বস্থানচ্যুত শুক্র মৈথুনাভাবে বহির্গত হইতে না পারিয়া লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত বস্তিমুখে বায়ু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শোষিত হইয়া অশ্মরীরূপে পরিণত হয়, ইহাকে শুক্রাশ্মরী কহিয়া থাকে।

এই অশ্মরী মৈথুনক্ষম পুরুষদিগেরই হইয়া থাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগেরও এই অশ্মরী হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রোগ উপস্থিত হইলে বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মুষ্কদেশে শোথ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইবামাত্র উহাতে শুক্র আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু যদি লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত অশ্মরী স্থান পীড়ন করা যায় তাহা হইলে অশ্মরী বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ উহা বায়ু দ্বারা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া শর্করা ও সিকতা রূপে পরিণত হয়! শর্করা ও সিকতার প্রকার ভেদ এই, যে শর্করা অপেক্ষা ও সিকতা অতি সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। বায়ু অনুলোম থাকিলে সেই শর্করা বা সিকতা মূত্রের সহিত মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হয় কিন্তু প্রতিলোম থাকিলে উহা বহির্গত হইতে না পারিয়া মূত্রস্রোতে উপস্থিত হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং দৌর্ব্বল্য অবসাদ কৃশতা কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুতা, উষ্ণবাত, তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া ও বমি এই সমস্ত উপদ্রব আনয়ন করিয়া থাকে।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ।

প্রশূননাভিবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজাতুরং।
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু শর্করা সিকতান্বিতা॥

এই ত্রিবিধ প্রকার রোগে যদি রোগীর নাভি ও মুষ্কদ্বয়ে শোথ, মূত্ররোধ, শূলবৎ বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় হইলে রোগীর মৃত্যু কাল অতি আসন্ন জানিও।

অশ্মরীর চিকিৎসা।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্।
যবক্ষারগুড়ং দত্বা ক্বাথয়িত্বা পিবেদ্ধি তাম্॥
অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর এই পদার্থগুলি সমস্ত দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ অৰ্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অৰ্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্তক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বহুকাল জাত বাতজ অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বীরতরাদিগণ।

বীরতরঃ সহচরৌ দর্ভোবৃক্ষাদনী নলঃ।
তন্দ্রাকাশকুশাবশ্মভেদমোরটটুণ্টুকাঃ॥
কুরুণ্টিকা চ বশিরোবসুকঃ সাগ্নিমন্থকঃ।
ইন্দিবরী শ্বদংষ্ট্রা চ তথা কপোতবঙ্কুকঃ॥
বীরতবাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারণুৎ।
অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্রঘাতরুজাপহঃ॥

বীবতর (শর) নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী দর্ভ (উলুয়া) পরগাছা, নল, গুলঞ্চ, কেশে, কুশ, পাষাণভেদী, ইক্ষুমূল, শ্যোনা, কুরুণ্টিকা, বশির, (সূর্য্যাবর্ত্ত বিশেষ) বসুক (বসুহট্ট) গণিয়ারি ইন্দীবরী (নীলোৎপল) গোক্ষুর ও কপোত বঙ্কক (কড়ুই) এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অৰ্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অৰ্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে বাতজরোগ, অশ্মরী, শর্করারোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও শূল, রোগ নিবারিত হয়।

শুণ্ঠাগ্নিমন্থপাষাণশিগ্রুবরুণগোক্ষুরৈঃ।
অভয়ারগ্বধফলৈঃ কাথং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
রামঠক্ষারলবণচূর্ণং দত্বা পিবেন্নরঃ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্॥
হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদমেঢ়্রগম্॥

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, শজিনা, বরুণ, গোক্ষুর, হরিতকী ও শোনালুরফল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অৰ্দ্ধসের জলসহযোগে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অৰ্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কটী, উরু, মলদ্বার ও লিঙ্গ প্রদেশের বাত প্রশমিত হয়। আর অপর উক্ত ক্বাথে পাচকতা এবং অগ্নিবৰ্দ্ধকতা প্রভৃতি গুণ ও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুশাদি ঘৃত।

পাষাণভেদো বসুকো বশিরোঽশ্মন্তকস্তথা।
শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকাঃ॥
কপোতবঙ্ক্বার্ত্তগলকাঞ্চনোশীরগুন্দ্রিকাঃ।
বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্॥
যবাঃ কুলথাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ।
উষিকাদিপ্রতিবাপ মেষাং ক্বাথে শৃতং ঘৃতম্॥
ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগুঃ পেয়াশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ॥
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য, পাষাণভেদী, বসুক, বশির, অশ্মন্তক, শতমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্ট-কারী, কাপোত, বঙ্ক, আগর, কাঞ্চন, বেনারমূল, গুলঞ্চ, বৃক্ষাদনী (পরগাছা) শ্যোনা, বরুণ, শাকজফল, যব, কুলথ, বদরীফল (কুল) বাত-ফল এই সমস্ত পদার্থ সমস্ত সমপরিমাণে আট সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত উষকাদিগণোক্ত দ্রব্যগুলি সমস্ত একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত অশ্মরী আশু বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন

করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পানীয় ক্ষার যবাগূ, পেয়া কষায় দ্রব্য ও দুগ্ধ সেবন করা বিধেয়।

উষকাদিগণ।

উষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয়গুগ্‌গুলু।
শিলাজতু তুথ্যকঞ্চ উষকাদিরুদাহৃতঃ॥
উষকাদিঃ কফং হন্তি গণোমেদোবিশোধনঃ।
অশ্মরী শর্করা মূত্র শূলঘ্নঃ কফগুল্মনুৎ॥

উষক, (ক্ষারমৃত্তিকা) সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, কাশীশদ্বয় (দ্বিবিধ হিরাকস) গুগ্‌গুলু শিলাজতু ও তুতিয়া এই দ্রব্য সমষ্টির নাম উষকাদিগণ। ইহা কফনাশক মেদঃনাশক ও অশ্মরী প্রভৃতি পীড়ানাশক।

কুশাদি ঘৃত।

কুশঃ কাশঃ শরোগুন্দ্র ইৎকরোমোরটোঽশ্মভিৎ।
দর্ভোবিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ॥
ভল্লুকঃ পাটলী পাঠা পত্তূরোঽথ কুরুণ্টিকাঃ।
পুনর্নবে শিরীষশ্চ কথিতাস্তেযু সাধিতম্॥
ঘৃতং শিলাহ্বমধুকবীজৈরিন্দীবরস্য চ।
ত্রপুষৈর্ব্বারুকাণাং বা বীজৈশ্চা বাপিতং শৃতম্॥
ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ॥
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে।

ঘৃত ৪ সের। কুশমূল, কেশেরিমূল, গুলঞ্চ শরমূল, ইকড়েরমূল, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, দর্ভ-মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, শালিমূল, গোক্ষুর, শ্যোনা, পারুল, আকনাদি, সেচিশাক, করুণ্টিকা শ্বেতপুনর্নবা ও শিরীষ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্ত আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে অপর শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলোৎপলবীজ ও কাঁকুড়বীজ সমভাগে সমস্ত একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে পূর্ব্বো-ল্লিখিত কাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে। তদনন্তর মৃদু অগ্নিতে পুনর্ব্বার পাক করিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী বিদীর্ণ হয়। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া পানীয় ক্ষার যবাগূ ও দুগ্ধ সেবনে বিশেষরূপে কর্ত্তব্য।

বরুণাদি ঘৃত।

গণে বরুণকাদৌ চ গুগ্‌গুল্বেলাহরেণুভিঃ।
কুষ্ঠমুস্তাহ্বমরিচচিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ॥
এতৈ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ॥
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥

ঘৃত ৪ সের! বরুণাদিগণোক্ত দ্রব্য আটসের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উষক (ক্ষারমৃত্তিকা) সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু কাশীশদ্বয় অর্থাৎ দ্বিবিধহিরাকস, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুতিয়া, এই দ্রব্য গুলি সম-ভাগে সমস্ত একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর পুনরায় ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে শ্লৈষ্মিক অশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পানীয় ক্ষার, যবাগূ পেয়া ও দুগ্ধ সেবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বরুণাদিগণ।

বরুণার্ত্তগণঃ শিগ্রু তর্কারী মধুশিগ্রুকাঃ।
মেষশৃঙ্গীকরঞ্জৌ চ বিম্বাগ্নিমন্থমোরটাঃ॥

খোরিয়ো বশিরো দর্ভোবরী বস্থকচিত্রকৌ।
বিল্বং চৈবাজ শৃঙ্গী চ বৃহতীদ্বয়মেব চ॥
বরুণাদিগণোহ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাদ্যন্তরবিদ্রধীন্॥

বরুণ, আর্ত্তগল (হোগলা পাতা) শাজিনা, তরকারী (জয়ন্তী মূল) মধুশিগ্রু (রক্তশজিনা) নাটাকরঞ্জ, ডহকরঞ্জ, মেষশৃঙ্গী, বিম্বী, (তেলা-কুচা) গণিয়ারি, মোরটা, (ইক্ষুমূল) পীতঝিণ্টী, নীল ঝিণ্টী, (নীলঝাঁটী) বসীর, দর্ভ, শত-মূল, বস্থক, চিতামূল, বিল্ব, অজাশৃঙ্গী, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দ্রব্য সমষ্টিকে বরুণাদিগণ কহে। ইহা কফ ও মেদনাশক, শিরঃশূল, অন্তর বিদ্রধি ও গুল্মনাশক।

বরুণত্বকষায়ন্তু পীতন্তু গুড়সংযুতঃ।
অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলনিবারণঃ॥

বরুণ ছাল দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী পতিত হয়, এবং মূত্রাশ-য়ের শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসের সহিত যবক্ষার ও গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করা ও অশ্মরী রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিবেদ্বরুণ মূলত্বক্ ক্বাথং তৎকল্কসংযুতম্।
কাথশ্চ পিগ্রুমূলোত্থঃ কদুষ্ণোঽশ্মরীপাতনঃ॥

বরুণছাল, দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ-সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত বরুণ মূলের ছাল বাটীয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা শজিনা মূলের ঈষৎ উষ্ণ ক্বাথ সেবন করিলে অশ্মরী রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

নাগরবরুণগোক্ষুরপাষাণভেদকপোতবঙ্কজঃ ক্বাথঃ।
গুড়যাবশূকমিশ্রঃ পীতোহন্ত্যশ্মরী মুগ্রাম॥

শুঁঠ, বরুণ ছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, ও কপোতবঙ্ক; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গুড় যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উগ্র অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়।

বরুণত্বকৃশিলাভেদশুণ্ঠীগোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ।
কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি॥

বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ, ও গোক্ষুর, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং উক্ত ক্বাথের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শর্করা ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোক্ষুর পত্র, এরণ্ড পত্র, শুঁঠ ও বরুণছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে অশ্মরী বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

গোক্ষুরমূল, ইক্ষুরকের মূল, ভেরেণ্ডারমূল, বৃহতীর মূল, ও কণ্টকারীর মূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্ত এক তোলা বা দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে এবং মধুর রস বিশিষ্ট দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস সেবন করিলে অশ্মরী বিদীর্ণ হইয়া নির্গত হয়।

সুপক তিক্ত লাউয়ের রস, যবক্ষার ও চিনী, এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মদ্যের সহিত সৌবর্চ্চললবণ, মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিলনালের ক্ষারের সহিত মধু ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অশ্মরী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গোক্ষুর চূর্ণ মেষদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ কাল পান করিলে পাথরী রোগ বিদূরীত হয়।

অশ্মরী নাশক সামান্য বিধানানুসারে শুক্রাশ্মরীর চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

এলাদি।

এলোপকুল্যামধুকাশ্মভেদ
কৌন্তীশ্বদংষ্ট্রা বৃষকোরুবুকৈঃ।
ক্বাথং পিবেদশ্বজতুপ্রগাঢ়ং
সশর্করে সাশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

ছোট এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, প্রিয়ঙ্গু, গোক্ষুর, ও ভেরেণ্ডারমূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

পাষাভেদ্যাদ্যচূর্ণ ও ঘৃত।

পাষাণভেদং বৃষকং শ্বদংষ্ট্রা
পাঠাভয়াব্যোষশটীনিকুম্ভাঃ।
হিংস্রা খরাশ্বাসিতিমারকাণ্ডা
সের্ব্বারুকাচ্চ ত্রপুষাচ্চ বীজম্।
উকুব্কিকা হিঙ্গু সবেতসাম্লং
স্যাদ্‌ দ্বে বৃহত্যৌ হবুষা বচা চ।
চূর্ণং পিবেদশ্মরিভেদি পক্বং
সর্পিশ্চ গোমূত্রচতুর্গুণং তৈঃ॥

পাষাণভেদী, বাসক, গোক্ষুর, আকনাদ, হরীতকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, শটী, দন্তী, কালওকড়া, খোরাসানী, যমানী, সেচিশাক, ফুটীবীজ, খীরাই বীজ, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, অম্লবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষা ও বচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ রূপে কিম্বা উহাদিগের সহযোগে চারি গুণ গোমূত্রের সহিত ঘৃতে পাক করিলে অশ্মরী রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কুলথাদি ঘৃত।

কুলত্থসিন্ধুত্থবিড়ঙ্গসারং
সশর্করং শীতলিযাবশূকম্।
বীজানি কুষ্মাণ্ডকগোক্ষুরাভ্যাং
ঘৃতং পচেদ্বরুণস্য তোয়ে॥
দুঃসাধ্যসর্ব্বাশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রং
মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্র বন্ধম্॥
এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং
প্ররূঢ়বৃক্ষানিব বজ্রপাতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য, কুলত্থকলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শীয়লীছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ, ও গোক্ষুর বীজ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং বরুণ ছাল আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত পুনর্ব্বার অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে।

এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমানে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার দুঃসাধ্য অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগ প্রভৃতি পীড়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শরাদি পঞ্চমূল্যাদি ঘৃত।

শরাদিপঞ্চমূল্যা বা কষায়েণ পচেদ্ ঘৃতম্।
প্রস্থং গোক্ষুরকল্কেন সিদ্ধমদ্যাৎ সশর্করম্॥
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রেতোমার্গরুজাপহম্।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য। শর, ইক্ষু, দর্ভ, কাশ ও শালী, এই পঞ্চবিধ তৃণের মূল সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর গোক্ষুর একসের

কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, উহাতে উল্লিখিত ক্বাথ দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত চিনীর সহযোগে সেবন করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শুক্রপথের বেদনা নিবারিত হয়।

বরুণাদি ঘৃত।

বরুণস্ত তুলাং ক্ষুন্নাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
বরুণং কদলীবিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্॥
অমৃতা চাশ্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোত্তবম্।
শতপর্ব্বতিলক্ষারং পলাশক্ষারমেবচ।
যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ॥
অস্ত মাত্রাং পিবেজ্জন্তর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া।
জীর্ণে তস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণন্তু মস্তুনা॥
অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। বরুণছাল সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর বরুণছাল, কদলীর আম (কচি) ফল বা মূল, বিল্ব, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, খীরাইবীজ, বাঁশের মূল, তিল, যবক্ষার, পলাশক্ষার, ও যূথিপুষ্পের মূল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে, এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিবে এবং ঘৃত পরিপাক পাইলে পুরাতনগুড় দধিরমাতের সহিত সেবন করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বরুণাদি তৈল।

ত্বকপত্রমূলপুষ্পস্ত বরুণাৎ সত্রিকণ্টকাৎ।
কষায়েণ পচেত্তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ।
শর্করাশ্মরীশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিফেন করিয়া নামাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধকাষ্ঠ নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, বালাপাতা ও কেওয়ারমূল বা বচ, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ১৬ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং বরুণছাল, পত্র ও পুষ্প এবং গোক্ষুরপত্র ও পুষ্পাদি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, তদনন্তর উক্ত ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে শর্করা, অশ্মরী শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

শস্ত্রপ্রয়োগ।

শল্যবিত্তামশাম্যন্তীং প্রত্যাখ্যায় সমুদ্ধরেৎ।
পায়ু ক্ষিপ্তাঙ্গুলীভ্যাঞ্চ গুদমেঢ্রান্তরে গতাম্॥
সেবন্যাঃ সব্যপার্শ্বে চ যবমাত্রং বিমুচ্য তু।
ব্রণং কৃত্বাশ্মরীমাত্রং কর্ষেত্তাং শস্ত্রকর্ম্মবিৎ।

ভিন্নে তু বস্তৌ স্বজ্ঞানাম্ মৃত্যুঃ স্যাদশ্মরীং বিনা।
নিঃশেষামশ্মরীং কুর্য্যাদ্বস্তৌ রক্তঞ্চ নির্হরেৎ॥
হৃতাশ্মরীকমুষ্ণাম্ভোগাহয়েদ্ভোজয়েচ্চ তম্।
গুড়ং মূত্রবিশুদ্ধ্যর্থং মধ্বজ্যাক্তব্রণং ততঃ॥
দদ্যাৎ সাজ্যাং ত্র্যহং পেয়াং সাধিতাং মূত্রশোধিভিঃ।
আদশাহং ততোদদ্যাৎ পয়সা মৃদ্বোদনম্॥
স্বেদয়েদ্ দ্রবমধ্বাঢ্যং কষায়ৈঃ ক্ষালয়েদ্ব্রণম্।
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাযষ্টিলোধ্রৈশ্চ লেপয়েৎ॥
এতৈশ্চ সলিলৈঃ সিদ্ধং ঘৃতমভ্যঞ্জনে হিতম্।
অপ্রশান্তে তু সপ্তাহাদ্ ব্রণেদাহোঽপি চেষ্যতে॥
দৈবাদ্যাভে তু যা লগ্না তাং বিপাট্যাপকর্ষয়েৎ॥

যে সমস্ত ঔষধ উল্লিখিত হইল তদ্দ্বারা অশ্মরী-রোগের শান্তি না হইলে শস্ত্রের সাহায্যে অশ্মরী নিঃসারিত করিয়া ফেলা শল্য চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। অশ্মরীর জন্মস্থান মূত্রাশয়। সুতরাং মূত্রাশয়স্থ অশ্মরী অস্ত্র ক্রিয়া দ্বারা বাহির করিতে হইলে মলদ্বার হইতে উর্দ্ধদেশের দুই অঙ্গুলী বাদ দিয়া সেবনীর অর্থাৎ সেলাইয়ের ন্যায় যে একটি রেখা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়, সেই রেখার বামপার্শ্বের যবমাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশ্মরী নির্গত করণযোগ্য একটি ক্ষত করিবে। উক্ত ক্ষতস্থান দ্বারা অশ্মরী আকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিবে। কিন্তু এস্থলে বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শস্ত্রধারী ভ্রমে পতিত হইয়া যদি বস্তি (মূত্রাশয়) ভেদ করেন, তাহা হইলে শস্ত্র ক্রিয়ার দোষে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। অশ্মরী এবং বস্তিগত রক্ত নিঃশোষিত রূপে বাহির করিয়া ফেলা উচিত অন্যথা পুনঃ অশ্মরী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, এই প্রকারে অশ্মরী বহিষ্কৃত হইলে রোগীকে উষ্ণ জলে অবগাহন করিতে দিবে। তদনন্তর মূত্রশোধক তৃণপঞ্চমূলের সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক রোগীকে তিনদিবস পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। তৎপরে দশদিবস পর্য্যন্ত লঘুপাক অন্ন দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং উল্লিখিত অন্নে যব ও মধু প্রচুর পরিমাণে থাকা আবশ্যক। অপর সাবধানতার সহিত দশ দিবস পর্য্যন্ত ক্ষত স্থানে স্নেহদ্বারা দ্রব স্বেদ প্রদান করিবে, এবং দশাহ পরে ক্ষীরীবৃক্ষের ক্বাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করিয়া প্রপৌণ্ডরিক, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, ও লোধকাষ্ঠ পেষণ করিয়া ক্ষত স্থানে লেপন করিবে এবং উহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া লইবে এবং উল্লিখিত ঘৃত ক্ষত স্থানে লেপন করিয়া দিবে। যদি সপ্তাহ কালে ক্ষত স্থান সংযোজিত হইয়া শুষ্ক প্রায় না হয়, তাহা হইলে উহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইবে। যদি সহসা অশ্মরী লিঙ্গনালে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে লিঙ্গনাল শস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিয়া অশ্মরী নির্গত করিয়া ফেলিবে।

পাষাণবজ্ররস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং রসৈঃ শ্বেতপুনর্নবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দিনং খল্লে রুদ্ধা তদ্ ভূধরে পচেৎ॥
দিনান্তে তৎ সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদ্ গুড়সংযুতং।
অশ্মরীং বস্তিশূলঞ্চ হন্তি পাষাণবজ্রকঃ॥
গোরক্ষকর্কটীমূলক্বাথং কৌলত্থকন্তথা।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলং॥

পারা একভাগ, গন্ধক দুইভাগ শ্বেতপুনর্নবার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে, তদনন্তর পুটরুদ্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বলাবল বিবেচনায় গোক্ষুর ও কর্কটীরমূলের ক্বাথ অথবা কুলত্থের অনুপান করিবে।

ত্রিবিক্রম রস।

মৃততাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যং গতে দ্রবে।
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমং॥
নির্গুণ্ডীস্বরসৈ র্মর্দ্যং দিনং তদ্গোলকী কৃতং।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্ত্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকং॥
বীজপূরস্য মূলঞ্চ সজলঞ্চানু পায়য়েৎ।
রস ত্রিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ॥

তাম্রচূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া যখন দ্রবভাগ শুষ্ক হইবে তখন তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাম্রের সমান গন্ধক ও পারা মিশ্রিত করিবে

তদনন্তর এক দিবস নিসিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিতে হইবে। এই প্রকার করিয়া পরে উহা গোলাকৃতি করিয়া একপ্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক সমাধা হইয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চারিরতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে টাবালেবুর (গোঁড়ালেবুর মূল ও জল অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবনে অশ্মরী ও শর্করারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টং মধুনা সহ যোজিতং।
অশ্মরীং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং দারুণং॥

মধুর সহিত অতিসূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ সেবন করিবে ইহা দ্বারা অশ্মরী ও সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিদূরিত হয়।

ইন্দ্রবারুণিকামূলং মরিচংক্ষীরপাচিতং।
পর্পটীরসসংযুক্তং সপ্তাহাদশ্মরীং জয়েৎ॥

গোক্ষুর, কর্কটীরমূল ও মরিচ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ক্ষেৎপাপড়ার রসে মিশাইয়া সপ্তাহ পান করিলে অশ্মরীরোগ দূরীভূত হয়।

গন্ধকং জীরকং ক্ষুদ্রাফলং টঙ্কদ্বয়ং সদা।
অশ্মরীং শর্করাং মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষপয়তি ধ্রুবং॥

গন্ধক, জীরা, বৃহতীফল, একত্র পেষণ করিয়া চারি মাষা সেবন করিলে অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাষাণ ভিন্ন।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্।
শ্বেতপুনর্ণবা বাসা রসৈঃ শ্বেতাপরাজিতৈঃ॥
প্রতিদিনং ত্র্যহং মর্দ্দ্যং শুষ্কং তদ্ ভাণ্ডসংপুটে।
স্বেদয়েদ্ দোলিকাযন্ত্রে সংশুষ্কং তং বিচূর্ণয়েৎ॥
রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্যাদ্ দিগুঞ্জশ্চাশ্মরীং হরেৎ।
ভূধাত্রীফল বিশালাং পিষ্ট্বা দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
কুলত্থকাথ সংপীত মধুপানং সুখাবহম্॥

পারা ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া শ্বেত পুনর্নবা, বাসক ও অপরাজিতার রসে এক এক দিন মর্দ্দিত করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধকরত দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। ভূম্যামলকীর ফল ও রাখালশসার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। কুলত্থের কাথের সহিত ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহা সেবনে অশ্মরী রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

অশ্মরী রোগের পথ্যাপথ্য সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় জানিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সুশ্রুতোক্ত প্রমেহের বিবরণ।

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালস্যপ্রসক্তং শীতস্নিগ্ধমধুর মেদ্যদ্রবান্নপানসেবিনং পুরুষং জানীয়াৎ প্রমেহো ভবিষ্যতীতি। তস্য চৈবং প্রবৃত্তস্যাপরিপক্কা এব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যদা মেদসা মেহৈকত্বমুপেত্য মূত্রবাহিস্রোতাংস্যনুসৃত্যাধো গত্বাবস্তের্মুখ মাশ্রিত্য নির্ভিদ্যন্তে তদা প্রমেহান্ জনয়ন্তি।

তেষাস্তু পূর্ব্বরূপাণি হস্তপাদতলদাহঃ স্নিগ্ধ পিচ্ছিলগুরুতা গাত্রাণাং মধুরশুক্লমূত্রতা তন্দ্রা সাদঃ পিপাসা দুর্গন্ধশ্চশ্বাস স্তালুজিহ্বাদন্তেষু মলোৎপত্তির্জটিলীভাবঃ কেশানাং বৃদ্ধিশ্চ নখানাং। তত্রাবিলপ্রভূতমূত্রলক্ষনাঃ সর্ব্ব এব প্রমেহাঃ সর্ব্বদোষ সমুত্থাঃ সহ পিড়কা ভিঃ॥

তত্র কফাদুদকেক্ষুসুরাসিকতাশনৈর্ল বণপিষ্টসান্দ্রশুক্রফেনমেহাঃ দশ সাধ্যা দুষ্টাণাং সমক্রিয়ত্বাৎ॥ পিত্তান্নীলহরিদ্রাম্লক্ষারমঞ্জিষ্ঠা শোণিতমেহাঃ ষট্ যাপ্যা দোষদুষ্যাণাং বিষম ক্রিয়ত্বাৎ॥ বাতাৎ সর্পির্ব্বসাক্ষৌদ্রহস্তিমেহাশ্চ ত্বারোঽসাধ্যতমা সা মত্যয়িকত্বাৎ॥

তত্র বাতপিত্তমেদোভিরন্বিতঃ শ্লেষ্মা শ্লেষ্ম প্রমেহান্ জনয়ন্তি বাতকফশোণিতমেদোভিরন্বিতং পিত্তং পিত্তপ্রমেহান্ কফপিত্তবসা মজ্জমেদোভিরন্বিতো বায়ুর্ব্বাতপ্রমেহান্॥

তত্র শ্বেতমবেদনমুদকসদৃশমেহী মেহতি ইক্ষুরসতুল্য মিক্ষুমেহী সুরাতুল্যং সরুজং সিকতানু বিদ্ধং সিকতামেহী শনৈঃ সকফং মৃৎস্নং শনৈর্মেহী বিশদং লবণতুল্যং লবনমেহীহৃষ্ট রোমা পিষ্টরসতুলং পিষ্টমেহী আবিলং সান্দ্রং সান্দ্রমেহী শুক্রতুল্যং শুক্রমেহী শুক্রতুলং শুক্রমেহী স্তোকং স্তোকং সফেনং ফেনমেহী মেহতি॥

অত উর্দ্ধং পিত্ত নিমিত্তান্বক্ষ্যামঃ।

সফেনমচ্ছং নীলং নীলমেহী মেহতি সদাহং হরিদ্রাভং হরিদ্রামেহী অম্লরসগন্ধমম্লমেহী স্রতক্ষার প্রতিমং ক্ষারমেহী মঞ্জিষ্ঠোদকপ্রকাশং মঞ্জিষ্ঠা মেহী। শোণিতং প্রকাশং শোণিতমেহী মেহতি।

অত উর্দ্ধং বাতনিমিত্তান্বক্ষ্যামঃ। সর্পিঃ প্রকাশং সর্প্পির্মেহী মেহতি বসাপ্রকাশং বসামেহী ক্ষৌদ্ররসবর্ণ ক্ষৌদ্রমেহী মত্তমাতঙ্গবদনু প্রবৃদ্ধং হস্তিমেহী মেহতি॥

মক্ষিকোপণসর্পমালস্যং মাংসাপচয়ঃ প্রতিশ্যায়ঃ শৈথিল্যারোচকাবিপাকাঃ কফপ্রসেক চ্ছর্দ্দি নিদ্রাকাসশ্বাসাশ্চেতি শ্লেষ্মজানামুপদ্রবাঃ।

বৃষণয়োরবদরণং বস্তিভেদো মেঢ্ তোদো হৃদিশূলমম্লীকাজ্বরাতীসারারোচকা বমথুঃ পরিধূমায়নং দাহো মূর্চ্ছা পিপাসানিদ্রানাশঃ পাণ্ডুরোগঃ পীতবিণ্ মূত্রত্বঞ্চেতি পৈত্তিকানাম্॥ হৃদ্গ্রহোলৌল্যমনিদ্রা স্তম্ভঃ কম্পঃ শূলং বদ্ধ পুরীষত্বঞ্চেতি বাতজানাম্। এব মেতে বিংশতি প্রমেহাঃ সোপদ্রবা ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র বসামেদোম্যামভিপন্নশরীরস্য ত্রিভির্দোষৈশ্চানুগত ধাতোঃ প্রমেহিণো দশপিড়কা জায়ন্তে। তদ্যথা শরাবিকা সর্ষপিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতা পুত্রিণী মসূরিকা অলজী বিদারিকা বিদ্রধিকা চেতি।

শরাবমাত্রা তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা।
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী॥
সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।
জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা॥
মহতী পিড়কা নীলা পিড়কা বিনতা স্মৃতা।
মহত্যাল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা সা তু পুত্রিণী॥
মসূরসমসংস্থানা জ্ঞেয়া সা তু মসূরিকা।
রক্তসিতাস্ফোটকবতী দারুণা ত্বলজী ভবেৎ॥

বিদারী কন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা।
বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তাজ্ঞেয়া বিদ্রধিকাবুধৈঃ॥
যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহাস্তেষা মেতাস্তু তৎকৃতাঃ।
গুদে হৃদি শিরস্তংসে পৃষ্ঠে মর্ম্মণি চোত্থিতাঃ॥
সোপদ্রবা দুর্ব্বলস্য পিড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
কৃৎস্নং শরীরং নিষ্পীডা সেদোমজ্জবসাযুতঃ॥
অধঃ প্রক্রমতে বায়ুস্তেসামাধ্যাস্তু বাতজাঃ।
প্রমেহপূর্ব্বরূপাণামাকৃতির্যত্র দৃশ্যতে॥
কিঞ্চিচ্চাপ্যধিকং মত্রং স্থং প্রমেহিণ মাদিশেৎ।
কৃৎস্নাস্তর্দ্ধানি বা যস্মিন্ পূর্ব্বরূপাণি মানবে॥
প্রবৃত্তমূত্রমত্যার্থং তং প্রমেহিণমাদিশেৎ।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়মুপসৃষ্টমুপদ্রবৈঃ॥
মধুমেহিন মাচষ্টে স চাসাধ্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
স চাপি গমনাৎস্থানং স্থানাদাসনমিচ্ছতি॥
অপানাদ্বৃণুতে শয্যাং শয়নাৎ স্বপ্ন মিচ্ছতি॥

যথাহি বর্ণনাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবলবভ্রুকপিলকপোতমেচকাদীনাং বর্ণানামনেকেষা মুৎপত্তির্ভবতি। এবমেব দোষধাতুমলাহারবিশেষেণোৎকর্ষাকর্ষ কৃতেন সংযোগবিশেষেণ প্রমেহানাং নানা কারণংভবতি॥ ভবতি চাত্র।

সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালোনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাঽসাধ্যা ভবন্তি হি॥ সুশ্রুতঃ।

দিবানিদ্রা, পরিশ্রমেবিরত ও আলস্য আসক্ত হইলে এবং শীতল স্নিগ্ধ মধুরদ্রব্য ও অন্ন সেবন করিলে নিশ্চয়ই প্রমেহ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার অনিয়মকারী পুরুষের বাতপিত্ত কফ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়াই মেদ ধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় বস্তিমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ করণের ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, করতল ও পাদতলে দাহ, দেহ স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্লবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা অবসাদ, পিপাসা, দুর্গন্ধ, শ্বাস, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎপত্তি হয়।

কেশের জটিলভাব এবং নখ বৃদ্ধি, প্রমেহ রোগের এই সমস্ত গুলি পূর্ব্বলক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহেই মূত্র,আবিল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগ মাত্রেই সকলদোষ সম্ভূত ও পিড়কা বিশিষ্ট।

উদক,ইক্ষু,সুরা,সিকতা,শনৈঃ, লবণ,পিষ্ট,সান্দ্র শুক্র ও ফেন এই দশ প্রকার মেহ কফ জনিত। শ্লেষ্ম জনিত মেহে দোষ ও শারীরিক দূষিত পদার্থের একই প্রতীকার বলিয়া এই দশবিধ শ্লেষ্মা জনিত প্রমেহ সাধ্য।

নীল হরিদ্রা অম্ল ক্ষার মঞ্জিষ্ঠা শোণিত এই ছয় প্রকার মেহ পিত্ত জনিত। দোষ এবং দূষিত পদার্থের বিপরীত প্রতীকার বলিয়া এই কয় প্রকার প্রমেহ যাপ্য। সর্পি, বসা, ক্ষৌদ্র ও হস্তিমেহ, এই চারি প্রকার প্রমেহ বায়ু জনিত। দোষ ও দূষিত পদার্থের অতি বৈপরীত্য বলিয়া ইহারা সমস্ত অসাধ্য।

শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত মেদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। পিত্ত বায়ু কফ ও শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া পিত্ত জনিত মেহ উৎপন্ন হয়। বায়ু কফ পিত্ত বসা মজ্জার সহিত মিলিত হইয়া বায়ু জনিত মেহ জন্মিয়া থাকে।

শ্লেষ্ম জনিত যে দশ প্রকার মেহ জন্মে তন্মধ্যে উদক মেহে শ্বেতবর্ণ বেদনাহীন উদক সদৃশ মেহ নিঃসৃত হয়। ইক্ষুমেহে ইক্ষুরস তুল্য, সুরা মেহে সুরা তুল্য, সিকতা মেহে অতিশয় যন্ত্রণার সহিত সিকতাবিশিষ্ট প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। শনৈঃমেহে অধিক পরিমাণে কফযুক্ত প্রস্রাব অল্প অল্প নিঃসৃত হয়। লবণমেহে লবণতুল্য ও পিষ্টমেহে পিষ্টরসতুল্য স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তৎকালে রোগীর শরীর রোমাঞ্চ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব আবিল ও সান্দ্র হয়। শুক্রমেহে শুক্রের ন্যায় এবং ফেনমেহে ফেনাযুক্ত হইয়া স্তোকে স্তোকে নিঃসরণ হয়।

এক্ষণে পিত্তজনিত যে ছয়প্রকার মেহ উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ কথিত হইতেছে। নীলমেহে ফেনাযুক্ত নির্ম্মল নীলবর্ণ প্রস্রাব নিঃসারিত হয়। হরিদ্রামেহে দাহযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ প্রস্রাব হয়। অম্লমেহে অম্লরস ও গন্ধবিশিষ্ট,ক্ষারমেহে

পরিস্রুত ক্ষারের ন্যায়, মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায় এবং শোণিতমেহে শোণিতের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত চারিপ্রকার প্রমেহের মধ্যে সর্পি-মেহে, সর্পিরন্যায় বসামেহে বসার ন্যায় এবং ক্ষৌদ্রমেহে, ক্ষৌদ্রের ন্যায় রস ও বর্ণবিশিষ্ট প্রস্রাব হয়। হস্তিমেহে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় প্রস্রা-বের পর লিঙ্গবৃদ্ধি হইয়া থাকে শ্লেষ্মাজনিত মেহে গাত্রে মক্ষিকার উপসর্পন, আলস্য মাংস বৃদ্ধি প্রতিশ্যায়, অঙ্গেরশিথিলতা, অরুচি, সম্যক পরিপাকের অভাব, কফনিঃসরণ,বমন, কাস ও শ্বাস এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

পিত্তজনিতমেহে বৃষণদ্বয়ের অবদরণ (অর্থাৎ লম্বিত হওয়া) বস্তিভেদ অর্থাৎ মলনিঃসরণ মেঢ়তোদ্ (উপস্থের টনটন) হৃদিশূল অম্লিকা জ্বর অতিসার অরুচি বমন গাত্রের উত্তাপ,দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, পাণ্ডুরোগ ও বিষ্ঠামূত্রের পীতবর্ণতা, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। বসাজনিত মেহে হৃদগ্রহ অর্থাৎ বক্ষদেশ টানিয়া ধরে, চঞ্চলতা, নিদ্রার অভাব স্তব্ধ কম্প শূল ও পুরীষ বদ্ধ হওয়া. এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয়। শরীরে বসামেদ অধিক পরিমাণে থাকিলে এবং ধাতু সমস্ত ত্রিদোষের দ্বারা দূষিত হইলে,প্রমেহ রোগীর শরীরে দশবিট পিড়কা উৎপন্ন হয়।

যথা শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিনী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা ও বিদ্রধিকা শরাবের পরিমাণ ও তাহার ন্যায় মধ্যস্থল নিম্ন হইলে শরাবিকা কহে। শ্বেত সর্ষপের তুল্য পরিমাণ ও তাহার ন্যায় শরীরে সংস্থিত হইলে সর্ষপী কহে। দাহযুক্ত ও কূর্ম্মের ন্যায় সংস্থিত হইলে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। পিড়কা নীলবর্ণ ও উন্নত হইলে বিনতা কহে। মসূ-রের ন্যায় সংস্থিত হইলে মসূরিকা কহে। রক্ত ও শ্বেতবর্ণ কঠিন স্ফোটযুক্ত পিড়কা হইলে অলজী কহে। ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন হইলে বিদারিকা কহে বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট হইলে বিদ্রধিকা কহে। যে প্রকার প্রমেহ হয় পিড়কা সেই মেহ জনিত জানিবে। দুর্ব্বল অব-স্থায় মলদ্বার হৃদয়ে মস্তকে অংসদেশে পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থানে উপদ্রব বিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত শরীরে নিস্পীড়ন করিয়া যদি মেদ মজ্জা ও বসাযুক্ত আস্রাব বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে নিঃসৃত হয় তবে তাহা বায়ু জনিত অসাধ্য বলিয়া জানিবে। প্রমেহের পূর্ব্বলক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলে ও মূত্র কিছু অধিক পরিমাণে হইলেই প্রমেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে। পূর্ব্বলক্ষণের সমস্ত বা কিয়দংশ দৃষ্ট হইলে ও অত্যর্থ মূত্রের প্রবৃত্তি থাকিলে প্রমেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে। পিড়কাতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে মধু মেহ বলা যায়। মধু মেহ অসাধ্য। মধুমেহীরোগী কোন স্থানে বমন করিলে শ্রান্তি প্রযুক্ত উপবেশন করিলে ইচ্ছা করে,উপবেশন করিয়া শয়ন করিতে ইচ্ছা করে, শয়ন করিয়া নিদ্রা ইচ্ছা করে। যেমন পঞ্চ প্রধান বর্ণের সংযোগের তারতম্যে শবল বভ্রু কপিল কপোত মেচক প্রভৃতি নানাবর্ণের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার দোষ ধাতু মল ও আহারের সংযোগের তারতম্যে প্রমেহের বিবিধ প্রকার কারণ হইয়া থাকে।

সকল প্রমেহই কালগত হইলে যখন অপ্রতি বিধেয় হইয়া উঠে, তখন মধু মেহত্ব প্রাপ্ত হয়। মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

সুশ্রুতানুসারে প্রমেহের বিবরণ লিখিত হইল এক্ষণে মাধবকর সংগ্রহের প্রমেহের নিদান কথিত হইতেছে।

প্রমেহনিদান।

আস্যসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি
গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্ন পানং গুড় বৈকৃতঞ্চ
প্রমেহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বং।

সুখশয্যায় নিশ্চিন্ত ভাবে উপবেশন অথবা শয়ন সকল প্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য জন্তুর মাংস জলদেশজাত প্রাণির মাংস (বরাহ কচ্ছপাদি) নূতনতণ্ডুলের অন্ন, গুড়জাত দ্রব্য সমূহ এবং

অপরাপর যাবতীয় কফজনক দ্রব্য প্রমেহ রোগের হেতু অর্থাৎ এই সমস্তের সেবন জনিত প্রমেহরোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কফজনিত মেহের আধিক্য ও সাধ্যত্ব হেতু সর্ব্বপ্রথমে কফজনিত মেহের, তৎপরে যথাক্রমে পিত্তজ ও বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে।

শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক ও বাতিকজনিত প্রমেহের লক্ষণ।

মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈ
স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥
ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য ধাতূন্
সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ॥

বস্তিগত কফ, মেদঃ, মাংস ও শরীরগত ক্লেদ পদার্থ দূষিত করিয়া কফজ প্রমেহ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার অতিশয় উষ্ণবীর্য্য দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ঐরূপ বস্তিগত মেদ, প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মে। এবং বায়ু ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সমূহকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্
যাপ্যা ন সাধ্যাঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ।
সমক্রিয়ত্বা বিষমক্রিয়ত্বা
ন্মহত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥

বিংশতি প্রকার প্রমেহ তন্মধ্যে ক্রিয়ার সমতা প্রযুক্ত অর্থাৎ কফ এবং মেদ ধাতু সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট, অতএব কফনাশক দ্রব্য সেবনে মেদ প্রভৃতিও শাম্য হয় এজন্য কফজ দশ প্রকার সাধ্য, ক্রিয়ার বিষমত্ব হেতু অর্থাৎ পিত্তঘ্ন মধুর দ্রব্যাদি সেবনে মেদ প্রভৃতি ধাতু এবং মেদো নাশক কটুকাদি দ্রব্য ভক্ষণে পিত্ত বর্দ্ধিত হয় এজন্য পিত্তজনিত মেহ যাপ্য।

বায়ুজনিত চারিপ্রকার মেহ।

মহাত্যয়ত্বহেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীরধাত্বাশ্রয়ী, বহুবিধ পিত্তজনক ও আশু অনিষ্টকারী হওয়াতে কোন প্রকার ঔষধেই তাহার প্রতিকার হয় না সেই জন্য বাতজমেহ অসাধ্য হইয়া থাকে।

কফঃসপিত্তঃ পবনশ্চ দোষো
মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
মজ্জা রসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ
প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥

সর্ব্ব প্রকার প্রমেহেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম এই ত্রিবিধ দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র দৈহিকজল বসা (মাংসস্নেহ) লসীকা (মাংসত্বকের অভ্যন্ত রস্থ জল বিশেষ) মজ্জা (অস্থি মধ্যগত স্নেহ) রস; ওজঃ (সর্ব্বধাতুর সারাংশ) ও মাংস এই সমস্ত দুষ্ট পদার্থ। সমুদায়ে বিংশতি প্রকার প্রমেহ তন্মধ্যে কফজনিত দশপ্রকার এবং পিত্ত জনিত ছয় প্রকার, ও বায়ু জনিত ৪ প্রকার।

এক্ষণে প্রমেহের পূর্ব্বরূপ উক্ত হইতেছে।

দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্রূপং পাণিপাদয়োঃ।
দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

মেহ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দন্ত ও চক্ষু কর্ণাদিতে অধিক মল সঞ্চয় হয়, পদাদিরজ্বালা দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।
অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও আবিলবর্ণতা এই দুইটি লক্ষণ সকল প্রকার প্রমেহেই দৃষ্টি হইয়া থাকে।

দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ।
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥

বাতজাদি সর্ব্বপ্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সমস্ত সমান, তত্রাচ মেহরোগ একপ্রকারে না হইয়া বিংশতি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

তাহার কারণ এই যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাম এই পাঁচ বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ বিশেষে কপিলাদি নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই প্রকার মেহ সম্বন্ধে দোষদূষ্য সম্বন্ধে পদার্থ সমূহের প্রভেদ না থাকিলে ও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদি ভেদ হইয়া থাকে। এবং সেই মূত্রাভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে।

দশবিধ কফজমেহের লক্ষণ।

অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমং।
মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিচ্চাবিলপিচ্ছিলং॥
ইক্ষোরসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ।
সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্র মেহেনমেহতি॥
সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধো ঘনং।
সংহৃষ্ট রোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতং॥
শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রামেহী প্রমেহতি।
মূর্ত্তাণূন্ সিকতা মেহী সিকতা রূপিণো মলান্॥
শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলং।
শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহেতি॥
লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলং॥

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্ট-মেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ শনৈর্মেহ ও লালা মেহ এই দশপ্রকার কফজনিত মেহ তন্মধ্যে উদকমেহে রোগী স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলবৎ, গন্ধহীন কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্রত্যাগ করে।

ইক্ষুমেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব পর্য্যুসিত অর্থাৎ বাসী হইলে ঘনীভূত হয়। সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে সচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে। পিষ্টমেহে মূত্রকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহুপরিমাণে পিটুলি গোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে, প্রস্রাব শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে। সিকতামেহে বালুকা কণার ন্যায় অতিসূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিনকণাযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়। শীতমেহে মূত্র অত্যন্ত শীতল মধুরাস্বাদ ও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। শনৈমেহে শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ হয়। লালামেহে লালাযুক্ত তন্ত বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়।

ষট্‌বিধ পিত্তজনিত মেহের লক্ষণ।

গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ।
নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভং॥
হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রা সন্নিভং দহৎ।
বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমং॥
বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহিনঃ॥

ছয়প্রকার পিত্তজনিত মেহ। যথা ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ! ক্ষারমেহে ক্ষার জলের ন্যায় গন্ধ বর্ণস্বাদ ও স্পর্শ বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। নীলমেহে নীলবর্ণ ও কালমেহে মসীনিভমূত্র নির্গত হয়। হারিদ্রমেহে, মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস হয় এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালে জ্বালা উপস্থিত হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে, মূত্র অশ্ব-গন্ধযুক্ত ও মঞ্জিষ্ঠা জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়। রক্তমেহে মূত্র, আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ লবণাস্বাদ রক্তবর্ণ হয়।

চতুর্ব্বিধবাতজ মেহের লক্ষণ।

বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ।
মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহ মুহুর্মুহুঃ॥
কষায়ং মধুরং রূক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্বুধঃ।
হস্তীমত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগ বিবর্জ্জিতঃ।
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি॥

বাতজমেহ চারিপ্রকার যথা। বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ। তন্মধ্যে বসামেহে মুহুর্মুহু বসাভ অথবা বসাশ্রিত প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। মজ্জমেহে, মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র মূত্র নিঃসৃত হয়। ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায় ও মধুর রস এবং রুক্ষমূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। চরক গ্রন্থে এই ক্ষৌদ্রমেহে মধুমেহ নামে উক্ত হই-য়াছে। হস্তিমেহ রোগী মত্তহস্তির ন্যায় নির-ন্তর বেগ বর্জ্জিত মূত্রত্যাগ করে। এবং কখন

বা মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকানামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

কফজমেহের উপদ্রব কথিত হইতেছে।

অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ।
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাং॥

আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রাতিশয্য, কাস এবং প্রতীশ্যায় পীনস এই সমস্ত কফজমেহে উপদ্রব সংঘটিত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত মেহের উপদ্রব।

বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ।
দাহস্তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছা বিড়্ভেদঃ পিত্তজন্মনাং॥

পিত্তজনিতমেহে বস্তি ও শিশ্নে বেদনা মুষ্কদ্বার (অণ্ডকোষে) বিদারণবৎবেদনা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ ইত্যাদি এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

বাতজমেহের উপদ্রব।

বাতজানামুদাবর্ত্তঃ কম্পহৃদ্গ্রহলোলতাঃ।
শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ শ্বাসঃ কাসশ্চ জায়তে॥

বায়ুজনিতমেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃৎবেদনা সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল অনিদ্রা শ্বাস ও কাস এই সমস্ত জন্মায়।

মেহের অসাধ্য লক্ষণ।

যথোক্তোপদ্রবারিষ্টমতিপ্রস্রুত মেব চ।
পীড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবং॥

মেহ পীড়াক্রান্তরোগী উল্লিখিত বাতজাদি উপদ্রবযুক্ত হইলে এবং যদি অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মূত্র নির্গত হয় ও শরাবিকাদি পীড়কা সমস্ত প্রকাশিত হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

জাতঃ প্রমেহী মধুমেহিনো বা
ন সাধ্যরোগঃ সহি বীজদোষাৎ।
যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা
ভবন্তি তাং শ্চাপি বদন্ত্যসাধ্যান্॥

যদি প্রমেহরোগীর পিতার শুক্রশোণিতের দোষ থাকে তাহা হইলে রোগ শমতা হয় না; এতদ্ব্যতীত কুলজ দোষজন্য কুষ্ঠাদিরোগ ও অসাধ্য হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের অবস্থা ও মধুমেহের বিশেষ বিবরণ।

সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদসাধ্যা ভবন্তি হি॥
মধুমেহে মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা।
ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্বায়ৌ দোষাবৃতপথেঽথবা॥
আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়ন্।
ক্ষণাৎক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাং॥
মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি।
সর্ব্বেঽপি মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোরতঃ॥

প্রমেহ পীড়া যথানিয়মে চিকিৎসিত না হইলে সর্ব্বপ্রকার মেহই শেষ মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হইয়া অসাধ্য হয়। মধুমেহে মূত্র মধু সদৃশ হয় অর্থাৎ ধাতুক্ষয় কুপিত কেবল মাত্র বায়ুদ্বারা অথবা পিত্তাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃতমার্গ বায়ুদ্বারা মধুমেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ধাতুক্ষয়জনিত কুপিত বায়ু হেতু মধুমেহের রূপ কেবল বাতিক মেহের ন্যায় কিন্তু পিত্তাদি দোষাবৃত বায়ুজনিত মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ ও বায়ু পিত্তাদি যে দোষ কর্ত্তৃক আবৃতমার্গ হইয়া মেহ উৎপাদন করে, তাহার ও লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হয়, এবং এই মেহ সহসা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ ও পিত্তাদি আবৃত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষণে ক্ষণে প্রবল হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য জানিবে অচিকিৎসিত সর্ব্বপ্রকার মেহেই মূত্র মধুর সদৃশ মধুর ও দেহ মধুররস ভূয়িষ্ঠ হইয়া থাকে বলিয়া উহাদের সকলকেই মধুমেহ নাম অর্পিত হয়।

পিড়কার বিবরণ।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী।
মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা॥
বিদ্রধিশ্চেতি পীড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ।
সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু॥

অন্তোন্নতা তু তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা।
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী॥
সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।
জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা।
অবগাঢ়রুজা ক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি বা॥
মহতী পিড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা।
মহত্যল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী॥
মসূরাকৃতিসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা।
রক্তাসিতাস্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ॥
বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা।
বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা॥

প্রমেহ পীড়া যদি উপেক্ষিত হইয়া চিকিৎসিত না হয় তাহা হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিণতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিনী, বিদারিকা ও বিদ্রধি এই দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে। শরাবিকা নিম্ন ও চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ, মধ্যভাগে সরার আকৃতি এই প্রকার পিড়কাকে শরাবিকা কহে।

কচ্ছপিকা। যে পিড়কার কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি এবং দাহযুক্ত তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

জালিনী। যে পীড়কা তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজল ব্যাপ্ত তাহাকে জালিনী কহে।

বিনতা, যাহার পৃষ্ঠে কিম্বা উদরে উৎপন্ন হয়; অতিশয় বেদনা ও ক্লেদযুক্ত এবং বৃহদাকার, নীলবর্ণ যে পীড়কা হয় তাহাকে বিনতা কহিয়া থাকে। অলজী, রক্তবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত এবং অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক এই প্রকার পিড়কার নাম অলজী কহে।

মসূরিকা। যে পীড়কা মসুর কলাইয়ের ন্যায় পরিমাণে ও আকৃতি বিশিষ্ট তাহাকে মসূরিকা বলে।

সর্ষপিকা। যে পীড়কা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পরিমাণ ও আকৃতি তাহার নাম সর্ষপিকা।

পুত্রিনী পীড়কা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোটকাবৃত বৃহদাকার তাহাকে পুত্রণা কহে।

বিদারিকা। যাহার আকৃতি ভূমিকুষ্মাণ্ড কন্দরের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন উক্ত পিড়কাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধি। বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহিয়া থাকে। বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ ও বিবরণ স্থানান্তরে কথিত হইবে।

যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহোস্তেষামেতাস্ত তন্ময়াঃ।
বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ॥
তাবচ্চৈতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদ্বাস্তপরিগ্রহাঃ॥

যে প্রমেহ সকলদোষানুবন্ধ অর্থাৎ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই মেহজাত পিড়কা ও তদ্দোষ জনিত বলিয়া জানিবে। কিন্তু মেহ ব্যতিরেকেও এই সমস্ত পিড়কা দুষ্ট স্বেদঃ হইতে জন্মাইতে দেখা যায়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত পিড়কা আপন আপন আকৃতি ধারণ না করে তাবৎ উহাদের লক্ষণ বিশেষরূপ নিরূপণ হয় না।

গুদেহৃদি শিরস্কংশে পৃষ্ঠে মর্ম্মসু চোত্থিতাঃ।
সোপদ্রবা দুর্ব্বলাগ্নেঃ পীড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যদি ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তির গুহ্যে, হৃদয়ে, মস্তকে, স্কন্ধে, পৃষ্ঠদেশে অথবা অপর কোন মর্ম্মস্থানে পিড়কা জন্মে তাহা হইলে উক্ত পিড়কা রোগ অসাধ্য হয় জানিবে।

প্রমেহচিকিৎসা।

শ্যামাককোদ্রবোদ্দালগোধূমচণকাঢ়কী।
কুলত্থাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা॥
জাঙ্গলং তিক্তশাকানি যবান্নঞ্চ তথা মধু॥

শ্যামাকধান্য, কোদ্রব অর্থাৎ চিট্‌ধান্য, উদ্দাল, (বনকোদ্রব) গোধূম (ময়দা) চনক অর্থাৎ ছোলা, অড়হর, কুলথকলাই; এই সমস্ত পুরাতন দ্রব্য এবং জঙ্গলপ্রাণীর মাংস, তিক্তশাক, যবান্ন (যবের ছাতু প্রভৃতি) ও মধু, মেহ রোগীর পক্ষে সর্ব্বদা হিতজনক।

পারিজাতজয়ানিম্ববহ্নিগায়ত্রীণাং পৃথক্।
পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাদ্বয়স্য শারদস্য চ॥
জলেক্ষুমদ্যসিকতাশনৈলবণপিষ্টকান্।
সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ঘ্নন্তি কাথাঃশাষ্টৌ সমাক্ষিকাঃ॥

পালিথামাঁদারের ক্বাথ, জয়ন্তীরক্বাথ, নিম ছালের ক্বাথ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ, অগুরু ও আকনাদ্ এই উভয় দ্রব্যের ক্বাথ, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা এই দ্রব্যের ক্বাথ ও ছাতিম ছালের ক্বাথ অষ্টবিধ ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যথাক্রমে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ পালিথামাঁদারের ক্বাথে উদকমেহ, জয়ন্তীর ক্বাথে ইক্ষুমেহ, নিমের কাথে সুরামেহ, চিতার ক্বাথে সিকতা মেহ, খদির ক্বাথে শনৈর্মেহ, অগুরু ও আকনাদের ক্বাথে লবণমেহ, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রার ক্বাথে পিষ্ট মেহ, ও দাড়িমের ক্বাথে সান্দ্র মেহে উপকার হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাকশেরুপূতীককুম্ভীকপ্লবশৈবলম্।
জলেন ক্বথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরম্॥

দূর্ব্বাঘাস, কেশুর, নাটাকরঞ্জা, কুম্ভীক (পানা) মুথা ও শৈবাল (শেলা) এই গুলি সমভাগে সমস্তে ছুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলারগ্বধদ্রাক্ষাকষায়োমধুসংযুতঃ।
পীতো নিহন্তি ফেনাখ্যং প্রমেহং নিয়তং নৃণাম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শোনালুফল ও কিস্‌মিস্, এই পদার্থ সমস্ত সমভাগে ছুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করত উক্ত ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ফেনামেহ বিনষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত চারিটি ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজনিত মেহরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কট্‌ফল, ও মুথা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে ছুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে সেই ক্বাথ সেবন করিবে।

বিড়ঙ্গ, আকনাদ্ অর্জ্জুনছাল ও হরিদ্রা, এই পদার্থ গুলি সমপরিমাণে সমস্তে ছুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে।

কদমছাল, শালবৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুনছাল, ও যমানী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে ছুই তোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা, খদির ও শল্লকী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে ছুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

অশ্বত্থ ছাল ছুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে নীলমেহ নিবারিত হয়।

শোনালুর ছাল বা ফল ছুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তত করিয়া উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হরিদ্রা মেহ প্রশমিত হয়।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু ককুভ (অর্জ্জুন) জম্বুকদ্বয়, পিয়াল, মধুকবৃক্ষ, রোহিনী (কট্‌কী) বঞ্জুল, বদর, তিন্দুক, শল্লকী, লোধ, ভল্লাতক, পলাশ, ও নদীবৃক্ষ; এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্তে ছুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের

সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শুক্ল মেহ (কৃষ্ণ মেহ) দূরীভূত হয়।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষার মেহ নিবারিত হয়।

অশ্বথাচ্চতুরঙ্গুল্যান্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রিকাৎ।
সজিঙ্গীরক্তসারাচ্চ ক্কাথাঃ পঞ্চসমাক্ষিকাঃ॥
নীলহারিদ্রশুক্লাখ্যক্ষারমাঞ্জিষ্ঠকান্থরযান্॥

মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দন, এই উভয় পদার্থ সমপরিমাণে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মঞ্জিষ্ঠামেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহনুৎ।
ক্কাথঃ খর্জ্জুরকাশ্মর্য্যাতিন্দুকাস্থমৃতাকৃতঃ॥

পিণ্ডখর্জ্জুর, গাম্ভারীফল, তিন্দুকের (গাবের) বীজ ও গুলঞ্চ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ক্কাথ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত মেহের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

লোধকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, বেণারমূল ও রক্ত চন্দন, এই দ্রব্য গুলি গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জনিত প্রমেহ নিবারিত হয়।

নিমছাল, বেনারমুল, আমলকী ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিয়া উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত মেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এবং উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত মেহ নিবারণ হয়।

লোধ্রার্জ্জুনোশীরকুচন্দনানাং-
অরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাম্।
ধাত্র্যর্জ্জুনারিষ্টকাৎ সকানাং
নীলোৎপলানাংতিনিশার্জ্জুনানাম্॥
চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ
পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥

নীলোৎপল, তিনিশ, ও অর্জ্জুনছাল, এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত মেহ উপশমিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাবহ্নিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্।
তিক্তাং কুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মেহে পিবেন্নরঃ॥

গুলঞ্চ একতোলা ও চিতারমূলএকতোলা; এই উভয় দ্রব্য কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে।। অপর আকনাদ কুরচিছাল, হিঙ্গু, কটুকীও কুড় এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে এবং এই চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্পিমেহ প্রশমিত হয়।

বিট, খদির ও সুপারি এই দ্রব্যগুলি

সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে ক্ষৌদ্রমেহ প্রশমিত হয়।

গণিয়ারিরছাল দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে বসামেহ প্রশমিত হয়।

আকনাদ, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বা, পলাশ, তিন্দুক (গাব) ও কদ্‌বেল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে হস্তিমেহ প্রশমিত হয়।

কমলাগুড়ি, ছাতিমেরছাল ও শালবৃক্ষের ছাল, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত এবং রোহিতক ও কুরচি ইহাদের চূর্ণ এবং কদ্‌বেলের পুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবনে কফজমেহ ও পিত্তজনিতমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বমেহহরাধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলাদারুমুস্তকৈরথবা কৃতঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুথা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, তদনন্তর ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে উক্ত ক্বাথের সহিত মধু হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং
মুস্তঞ্চ নিক্বাথ্য নিশাংশকল্কম্।
পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং
সর্ব্বেষু মেহেষু সমুত্থিতেষু॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা ও বিশালা এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ শান্তি পাইয়া থাকে।

কটং কটেরী মধুক ত্রিফলা চিত্রকৈঃসমৈঃ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ॥

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী বহেড়া ও রক্তচিতারমূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসেরের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে; উক্ত ক্বাথ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ মেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলার চূর্ণ, লৌহচূর্ণ, শিলাজতুচূর্ণ, বা হরীতকীচূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে কিম্বা গুলঞ্চেররস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহ রোগ নিবারিত হয়।

শালবৃক্ষেরসার, ঘণ্টাপারুলীর মূল ও কমলাগুড়িরছাল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একতোলা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া আমলকীররস মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ প্রশমিত হয়।

ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ।

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থশ্যোনাকারগ্বধাশনম্।
আম্রজম্ব কপিত্থঞ্চ পিয়ালী ককুভং ধবঃ॥
মধূকোমধুকং লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকম্।
পটোলং মেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী॥
করঞ্জত্রিফলাশক্রভল্লাতকফলানি চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥

ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
ফলত্রয়রসঞ্চানুপিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি।
এতেন বিংশতির্ম্মেহামূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ।
প্রশমং যান্তি যোগেন পীড়কা ন চ্যায়তে।
ন্যগ্রোধাদ্যমিদন্ত্বত্র চাম্রজম্বৃস্থি গৃহ্যতে॥

বচ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শ্যোনা, শোণালু, আম্রবীজ, জামবীজ, কদ্বেল, পিয়াল, অর্জ্জুন ছাল, ধব, (খদির বিশেষ) যষ্টিমধু, লোধ, বরুণ, পালিধামাদার, পটোল, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, চিতামূল, অড়হরডাল, করঞ্জফল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও ভেলা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণ গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ মধুর সহিত সেবন করিয়া ত্রিফলারক্কাথ পান করিবে। ইহাতে মূত্র পরিষ্কৃত হয় এবং সর্ব্ববিধ মেহ নিবারিত হয়।

ধান্বন্তর ঘ্নত।

দশমূলং করঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারুহরীতকী।
বর্ষাভূবরুণোদন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্॥
সুধা নীপকদম্বাশ্চ বিল্বভল্লাতকানি চ।
শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ॥
পৃথক্ দশপলান্ ভাগান্ ততস্তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
যবকোল কুলত্থানাং প্রস্থং প্রস্তঞ্চদাপয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
নিচুলং ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী॥
শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কাম্পিল্লকস্তথা।
গর্ভেণানেন তৎ সিদ্ধং পায়য়েত্তু যথাবলম্॥
এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্।
কুষ্ঠং গুল্মং প্রমেহাংশ্চ শ্বয়থুং বাতশোণিতম্॥
প্লীহোদরং তথার্শাংসি বিদ্রধিং পীড়কাশ্চ যাঃ।
অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি॥
পৃথক্ তোয়ার্ম্মণে তত্র পচেদ্দ্রব্যার্দ্ধতং শতম্।
শতত্রয়াধিকে তোয়মুৎসর্গ ক্রমতোভবেৎ॥

ঘ্নত ৪ সের। ক্কাথ্য দ্রব্য। দশমূল, নাটা করঞ্জফল, ডহকরঞ্জারফল, দেবদারু, হরীতকী, শ্বেতপুনর্নবা, বরুণ, দন্তী, চিতার মূল, রক্তপুনর্নবা, সিজেরমূল, নীপ, কদম্ব, বিল্ব, ভেলা, শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দশপল গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ১৯২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, এবং যব ৪২ সের পুরাতন বদরী ফল (কুল) ২ সের ও কুলাথ কলাই ২ সের বস্ত্র খণ্ডে পুট্‌লী বদ্ধ করিয়া উহাতে দিবে। পার ৪৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর হিজলবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বামনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপুল, আর্দ্রক, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুড়ি, এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘ্নতে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্কাথ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘ্নত পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘ্নত গ্রহণ করিবে। এই ঘ্নত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ,গুল্ম, মেহ শোথ, বাতরক্ত, প্লীহা, উদর, অর্শ, বিদ্রধী, পিড়কা, অপস্মার ও উন্মাদ রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণাদি গুড়িকা।

ত্রিকটুত্রিফলাচূর্ণতুল্যযুক্তঞ্চ গুগ্‌গুলম্।
গোক্ষুরক্কাথসংযুক্তং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
দোষকালবলাপেক্ষী ভক্ষয়েচ্চানুলোমিকীম্।
ন চাত্র পরিহারোঽস্তি কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্॥
প্রমেহান্ মূত্রঘাতংশ্চ বাতারোগোদরং জয়েৎ॥

মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা ও গুগ্‌গুলু ১২ তোলা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে এবং গোক্ষুর ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ পদার্থে প্রদান পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এই প্রকারে উহাতে

সপ্তাহ কাল গোক্ষুরের ক্বাথ প্রদত্ত হইলে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় বিশেষতঃ এই গুড়িয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া যদৃচ্ছা পথ্য করিতে পারা যায়।

শিলাজতু প্রয়োগ।

শালসারাদিতোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতু।
পিবেত্তেনৈব সংশুদ্ধদেহঃ পিষ্টং যথাবলম্॥
জাঙ্গলানাং রসৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদেবং তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত মানবঃ॥
মধুমেহং বিহায়াসৌ শর্করামশ্মরীন্তথা।
বপুর্ব্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যনাময়ঃ॥

সুশ্রুতোক্ত শালসারাদির ক্বাথের সহিত শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে, এই প্রকারে উক্ত ক্বাথের সহিত সপ্তাহকাল শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর শালসারাদির ক্বাথের সহিত শিলাজতু উপযুক্ত মাত্রায় বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। উক্ত সেবিত ঔষধ জীর্ণ হইলে জঙ্গল প্রাণীর (কপিঞ্জ কুক্কুটাদির) মাংসের ক্বাথের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। ইহা কিছু দিন সেবন করিলে একমাত্র মধুমেহ ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার মেহ শর্করাও অশ্মরী রোগ দূরীভূত হয়,

এবং শরীরের বলবৃদ্ধি হয় বলিয়া উহার প্রভাবে নীরোগ শরীরে শতবৎসর জীবন ধারণ করিতে পারা যায়।

মাক্ষিক প্রয়োগ।

মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুঞ্জ্যাত্তত্তস্যাপ্যয়ং গুণঃ॥

শালসারাদির ক্বাথের দ্বারা স্বর্ণমাক্ষিক সংশোধন করিয়া প্রয়োগ করিলে শিলাজতুর ন্যায় গুণদায়ক হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ।
জীরকাভ্যাং যুতোহন্তি প্রমেহানতিদুস্তরান্॥
লৌহো মূত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব ন সংশয়ঃ॥

বিড়ঙ্গেরশাঁস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া যে পরিমাণে চূর্ণ দ্রব্য হইবে, সেই পরিমাণ লৌহ ভস্ম উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক আনা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহ মূত্রবিকার নিবারিত হইয়া থাকে।

সালসারাদি লেহ।

সালসারাদিবর্গস্থ ক্বাথে তু ঘনতাং গতে।
দন্তীলোধ্রশিবাকান্তলৌহতাম্ররজঃ ক্ষিপেৎ॥
ঘনীভূতমদগ্ধঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি॥

সুশ্রুতোক্ত শালসারাদি গণোক্তো দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লেহ পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী কান্তলৌহভস্ম ও তাম্রভস্ম উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহরোগ প্রশমিত হয়।

ব্যায়াম।

মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যায়াম অবলম্বন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। কারণ, ব্যায়ামে কফ ও মেদের হ্রাস নিবন্ধন শরীরের কোমলতা দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। সুতরাং মেহরোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না, কোমল শরীরেই উহার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

পাদত্রচ্ছত্ররহিতো ভিক্ষাশী মুনিবদ্‌যতঃ।
যোজনানাং শতং গচ্ছেদ্‌ধিকং বা নিরন্তরম্॥
মেহান্ যেতুং বনে বাপি নীবারামলকাশনঃ॥

যে ব্যক্তি চর্ম্ম পাদুকা ও আতপছত্র বিহীন, মুনিবৎ সংযতেন্দ্রিয় এবং ভিক্ষোপযোগী হইয়া নীবারধান্যাদি ও আমলকী ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি বল পূর্ব্বক মেহ রোগ জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

পিড়কা চিকিৎসা।

শরাবিকদ্যাঃ পীড়কাঃ সাধয়েচ্ছোথবত্তিষক।
পক্কাশ্চিকিৎ সেদ্‌ব্রণ বত্তাসাং পানে প্রশস্ততে॥
ক্কাথং বনস্পতের্ব্বাস্তং মূত্রঞ্চ ব্রণশোধনম্॥

চিকিৎসক ব্রণ শোথোক্তো বিধানানুসারে শরাবিকা প্রভৃতি পিড়কা রোগের চিকিৎসা করিবেন। অপর, উক্ত পীড়কা সকল পাকিলে ব্রণ চিকিৎসোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন বিশেষতঃ বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতির ক্কাথ পান করিতে দিবে এবং ছাগমূত্র দ্বারা ব্রণ সংশোধন করিবে।

সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্কাথ দ্বারা তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদিগণের ক্কাথ পানার্থ এবংপরিষেকার্থ ব্যবস্থা করিবে। এবং শাল সারাদিগণোক্তো দ্রব্যের ক্কাথ ক্ষত স্থানে সিঞ্চন করিবে। অপর সুশ্রুতোক্তো পিপ্পল্যাদি গণের সহযোগে আহার দ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রস প্রয়োগ

মেহকুলান্তক রস।

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্র শুদ্ধপারদ গন্ধকম্।
ভুনিম্বং পিপ্পলী মূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্॥
গোপালকর্কটী মূল স্বরসৈন্ধব টিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্॥
অশ্মরীং কমলাং পাণ্ডু মূত্রাঘাত মরোচকম্।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং ছাগী দুগ্ধং পয়োঽথবা॥
ধাত্রী ফলস্থ নির্য্যাসং ক্কাথং কৌলথ জং পিবেৎ॥

বঙ্গ, অভ্র, পারা গন্ধক, চিরাতা, পিপুল মূল, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, তেউড়ী, রসোত, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেল-শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, শিলা জতু ৮ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বাঁকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া চারি রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীরস, অথবা কুলথ কলায়ের ক্কাথ সহ এই ঔষধি সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার মেহ বিদূরীত হইয়া থাকে।

পঞ্চানন।

মৃতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাং শিকম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীততোয়ং বিবেদনু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতং স্তথাশ্মরীম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্র মম্ং পঞ্চাননো রস॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক ১ তোলা বঙ্গ আট তোলা, এই সমস্ত পদার্থ উল্লিখিত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া মধুর সহিত ১ দিন মর্দ্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। শীতল জল সহযোগে এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

মেহমুদ্গার রস।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্বগোক্ষুরদাড়িমং।
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহ চূর্ণঞ্চ তৎসমম্॥
পলৈকং গুগ্‌গুলুং দত্বা ঘৃতেন বটীকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্তপিত্তং বাত পিত্ত কফোদ্ভবম্॥
গ্রহণীমাম দোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্ব মরো চকন্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষানিন্দ্রাশনির্যথা॥

রসোথ, বিটলবণ, বেলশুঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা গুগ্‌গুলু ৮ তোলা। এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া ঘৃতে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৬ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থজ্বর, হলীমক, রক্তপিত্ত, গ্রহণী অগ্নিমান্দ্যবিংশতিপ্রকার প্রমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শক্রমাতৃকাবটী।

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্।
ধান্তকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গ দাড়িমৌ॥

প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্‌গুলোঃ কর্ষমেব চ।
রসাভ্র গন্ধলৌহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং জাতি ভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্।
দাড়িমস্থ রসে নৈব চ্ছাগদুগ্ধেন বাম্ভসা॥
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটীকা শুক্রমাতৃকা।
প্রমেহান্ বিংশতি হন্তি বাত পিত্ত কফোদ্ভবান্॥
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্।
বল বর্ণাগ্নিজিনী জ্বরদোষ নিসূদনী॥

দাড়িম রসেনৈব বটীকার্য্য।

গোক্ষুরবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, চই, জীরা, তালীশ পত্র, সোহাগা, দাড়িমবীজ, প্রত্যেক ৪ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সমস্ত পদার্থ উল্লিখিত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক দাড়িমেররসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। দাড়িমেররস, ছাগদুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, ও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

মেহানল রস।

ভস্মসূতং মৃতং বঙ্গং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং মেহং হন্তি চিরোত্থিতম্॥
গুঞ্জামূলং পিপেচ্চানু ক্ষীরেরেব প্রশম্যতি॥

রসসিন্দূর ও বঙ্গ তুল্য পরিমাণে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কুচের ও দুগ্ধ সহিত ইহা সেবন করিবে। ইহাতে পুরাতন মেহ বিনষ্ট হয়।

তারকেশ্বর।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাভ্রকং সমং।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো রসোঽয়ং তারকেশ্বর॥
মাসমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রে বহুমূত্রাপশুত্তয়ে।
উড়ুম্বরং পক্কফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ॥

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু সংযুক্ত যজ্ঞডুম্বুর ফল বীজ চূর্ণ। ইহা ব্যবহারে বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

চন্দ্রকলা।

সূভাভ্র বঙ্গ রস ভস্ম সর্ব্ব
মেতৎ সমানং পরিভাবয়েত্তু।
গুড়ূচিকা শাল্মলিকা কষায়ৈ
বিল্ব প্রমাণাং মধুনা ততশ্চ॥
বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্র কলেতি সংজ্ঞাং
মেহেষু সর্ব্বেষু নিয়োজয়েত॥

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক এক ভাগ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চ এবং শিমূলছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহেই প্রয়োগ হইয়া থাকে!

বঙ্গেশ্বর।

রসস্থ ভস্মনাতুল্যং বঙ্গভস্ম প্রয়োজয়েৎ।
অস্থ মাষদ্বয়ং হন্তি মেহান্ ক্ষৌদ্র সমন্বিতম্॥

রসসিন্দূর, ও বঙ্গ সমভাগে একত্র করিয়া ২ মাষা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহ বিদূরীত হয়।

সর্ব্বেশ্বর রস।

স্বর্ণং রূপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু।
লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টী চ পিপ্পলী॥
মরিচং বিশ্বকঞ্চেতি সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ শক্রাশন রসে পৃথক্॥
বিমর্দ্দং প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতি সন্নিভম্।
প্রমেহং বিবিধং হন্তি মধুমেহং সুদুর্জ্জয়ম্॥
বাতপিত্ত সমুদ্ভূতম্ তথকফ সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বেশ্বরো রসোনাম্না প্রমেহ কুল নাশনঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। তদনন্তর ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ উপশমিত হয়।

সোমেশ্বর রস।

শাল্মার্জ্জুনং লোধ্রকঞ্চ কদম্বাগুরুচন্দনম্।
অগ্নিমন্থংনিশাযুগ্মং ধাত্রীদাড়িমগোক্ষুরম্॥
জম্বুবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্।
রসগন্ধকধান্যাব্দমেলাপত্রং তথা ত্বকম্॥
লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্কজীরকং।
প্রত্যেকং শানকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্।
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহান্ নিহন্ত্যলং।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
উপদ্রব সমাযুক্তং চিরকাল সমুদ্ভবম্।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কমলাঞ্চ হলীমকম্॥
ভগন্দরোপদংশ চ বিবিধা পিড়কব্রণান্।
বিস্ফোটার্ব্বুদকণ্ডুশ্চঞ্চ বাত পিত্তাম্ল পিত্তকে।
যকৃৎ প্লীহোদর গুল্মঃ শূলার্শঃ কাস বিদ্রধীঃ॥
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনম্॥
বলবর্ণাগ্নি জননো গ্রহবৈগুণ্য নাশনঃ।
ছাগী দুগ্ধানুপানেন নারিকেলোদকেন বা॥
শীতেন পাকতৈলেন যবযূষাদি যোগতঃ।
যুক্ত্যা প্রযোজ্যা ভিষজা রসোদোষবিদাহয়ম্॥

শিমুলমূলেরছাল, অজপূর্ণমূলেরছাল, লোধ কাষ্ঠ, কদম্বমূলেরছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলেরছাল, হরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম বীজ, গোক্ষুরবীজ, জামেরমূলের ছাল, বেণার মূল, প্রত্যেকে ৪ তোলা, পারা, গন্ধক, ধনিয়া, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্ম কাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরা, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, গুগ্গুলু ৪ তোলা এই সমস্ত পদার্থ একত্রিত করিয়া ঘৃতে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১৬ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ছাগদুগ্ধ, নারিকেলজল প্রভৃতির সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে, এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহাদি অশেষ প্রকার পীড়া দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রূপ্যং কর্পূর মভ্রকম্।
কর্ষং কর্ষং মান মেষাং সূতাভ্যি হেমমৌক্তিকম্॥
কেশরাজ রসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতি হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্ত পিত্তং বাতপিত্ত কফোদ্ভবম্॥
গ্রহণী মামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

বঙ্গ, পারা, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র, প্রত্যেক ৪ মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া কেশুরিয়া পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া প্রশান্ত হইয়া থাকে।

বসন্তকুসমাকর।

পৃথক্ দ্বৌ হাটকং চন্দ্র স্ত্রয়োবঙ্গাহিকান্তকাঃ।
চত্বারো মৃতমভ্রঞ্চ প্রবালং মৌক্তিকং তথা॥
ভাবনা গব্য দুগ্ধেন ভাবনেক্ষু রসেন চ।
বাসা লাক্ষারসো দীচ্য বস্তাকন্দ প্রসূনকৈঃ॥
শত পত্র রসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমেন চ।
পশ্চান্মৃগমদৈ র্ভাব্যং সুসিদ্ধো রসবাড় ভবেৎ॥
কুসুমাকর বিখ্যাতো বসন্ত পাদ সংযুতঃ।
বলীপলিত হৃন্মধ্যাঃ কামদঃ সুখদঃ সদা॥
মেহয়ঃ পুষ্টিদঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্র প্রসবকারনম্।
ক্ষয় কাসয়ঃ উন্মাদ শ্বাসরক্ত বিষাপহঃ।
সিতা চন্দন সংযোগা দম্লপিত্তাদি রোগজিৎ॥

স্বর্ণ দুইভাগ, রৌপ্য দুইভাগ, বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রতেক তিনভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ, এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে গব্য দুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার রস, বালার রস, বালার ক্বাথ, কদলী মূলের রস, পদ্মের রস, মালতী মূলের ও মৃগনাভি এই সমুদায়ের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঘৃত ও চিনি ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। মেহ রোগের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা সেবনে অপরাপর অশেষ প্রকার পীড়ার উপকার হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অম্ল-পিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

চন্দ্রপ্রভাবটিকা।

চন্দ্রপ্রভা বচামুস্তা ভূনিম্ব সুরদারবঃ।
হরিদ্রাতিবিষা দার্ব্বী পিপ্পলী মূল চিত্রকম্॥

ত্রিবৃদ্দন্তী পত্রকঞ্চ ত্বগেলাবংশলোচনা।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রানি কুর্য্যাদেতাদি বুদ্ধিমান্॥
ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।
স্বর্ণমাক্ষিকং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণ ত্রয়ম্॥
এতানিটঙ্কমাত্রাণি সংগৃহ্নীয়াৎ পৃথক্ পৃথক্।
দ্বিকর্ষং হতলোহং স্যাচ্চতুষ্কর্ষা সিতা ভবেৎ॥
শিলাজত্বষ্টকর্ষং স্যাদষ্টৌ কর্ষশ্চ গুগ্‌গুলোঃ।
বিধিনা যোজিতৈ রেতৈঃ কর্তব্যা গুটিকা শুভা॥
চন্দ্র প্রভেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগ প্রণাশিনী।
নিহন্তি বিংশতি মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা॥
চতস্রশ্মরী স্তব্ধম্ ত্রাধাতং ত্রয়োদশ।
অন্ত্রবৃদ্ধি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
কাসং শ্বাসং তথা কুষ্ঠমগ্নিমান্দ্য মরোচকম্।
বাত পিত্ত কফব্যাধীন্ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥
সমারাধ্য শিবং তস্মাৎ প্রযত্নাদ্ গুড়িকামিমাম্।
প্রাপ্তবাংশ্চন্দ্রমা যস্মাৎ তস্মাচ্চন্দ্র প্রভাস্মৃতা॥

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, তেউড়ী, দন্তীমূল. তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, বংশলোচন, প্রত্যেক ২ তোলা, ধন্যা, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, যবাক্ষার, সাচিক্ষার প্রত্যেক চারি তোলা চিনি আট তোলা গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা এই সমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৬ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি অশেষ প্রকার পীড়া নিবারিত হয়।

সোমনাথ রস।

হিঙ্গুল সম্ভব সূতং পালিধারস মর্দ্দিতম্।
রসো শোধিত গন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
তদ্বয়ো দ্বিগুণং লোহং কন্যারস বিমর্দ্দিতম্।
অভ্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাক্ষিকন্তথা॥
সুবর্ণঞ্চ সমং সর্ব্বং প্রত্যেকঞ্চ রসোর্দ্ধকম্।
তৎসর্ব্বং কন্যকা দ্রাবৈর্মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েত্তথা॥
ভেকপর্ণী রসেনৈব গুঞ্জাদ্বয় বটিং হিতাম্।
মধুনা ভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগনিবৃত্তয়ে॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্।
মূত্রাতিস্যার মত্যুগ্রং মূত্রাঘাতং সুদারুণম্॥
মূত্রদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধুসংজ্ঞকম্।
হস্তিমেহ মিক্ষুমেহং নানা মেহান্ বিনাশয়েৎ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সোমসংজ্ঞিকম্॥
নাশয়েদ্বহুমূত্রঞ্চ প্রমেহ মবিকল্পতঃ।
সোমনাথ রসশ্চায়ং চরকেন বিনির্ম্মিতঃ।
বৃষ্যাত্ ষাতয়োহেষ মূত্রদোষ কুলান্তকৃৎ॥

পালিধামাঁদারের রসে শোধিত পারা ২ তোলা ও ইন্দুরকানী পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে উহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, উহাতে অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ এক তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্র মাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ ও সোম রোগ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ সেতু।

সূতাভ্রঞ্চ বটক্ষীরৈর্মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ং।
বিশোষ্য পক মূষায়াং সর্ব্বরোগ প্রযোজয়েৎ॥
বিশেষান্মেহরোগেষু ত্রিফলা মধুসংযুতম্।
যুক্তীত বল্ল মেকন্তু রসেন্দ্র স্যাস্থ বৈদ্যরাট্॥

পারা, অভ্র, একত্র বটেরদুগ্ধে দুই প্রহর পেষণপূর্ব্বক, মূষামধ্যে রুদ্ধ করত পুটপাক করিবে। পরে শীতল হইলে উহা লইয়া তিন রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ ত্রিফলার চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। প্রমেহ রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

হরিশঙ্কর রস।

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং ধাত্রীফলনিজদ্রবৈঃ।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্লে যোগোঽয়ং হরিশঙ্করঃ।
মাষমাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দুর ও অভ্র একত্র আমলকীর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া খলে উৎকৃষ্টরূপে পেষণ

করিবে। ইহাকে হরিশঙ্কর রস কহে। এবং একমাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

ইন্দ্রবটী।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমর্জ্জুনস্য ত্বচান্বিতং।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা।
এষা ইন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহ প্রশান্তকৃৎ॥

রসসিন্দুর বঙ্গ ও অর্জ্জুনবৃক্ষেরছাল এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একদিন শাল্মলী বৃক্ষের (শীমূল) মূলের রসে পেষণ করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী সেবন করিবে। এই ইন্দ্র-বটী সেবনে মধুমেহ প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হয়।

মেঘনাদ রস।

ভস্মসূতং সমং কান্তমভ্রকন্তু শিলাজতু।
শুদ্ধ তাপ্যং শিলাব্যোষত্রিফলাঙ্কোঠজীরকং॥
কার্পাসবীজং রজনীচূর্ণং ভাব্যঞ্চ বহ্নিনা।
বিংশবারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনাসহ॥
মাষমাত্রং হরেন্মেহং মেঘনাদ রসো মহান্॥

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণ-মাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু; ত্রিফলা, আকের মুল, জীরা, কপিত্থবীজ, হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র চিতাররসে বিংশ-তিবার ভাবনা দিবে। একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ দূরীভূত হয়।

বঙ্গভস্ম মৃতং স্বর্ণং রসং ক্ষৌদ্রৈবিমর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং হন্তিমেহ চিরোদ্ভবং॥
গুঞ্জামূলং তথা ক্ষৌদ্রৈরনুপানং প্রশস্যতে॥

বঙ্গ,স্বর্ণ, রসসিন্দূর এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে একত্র মধুর সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে ইহা সেবনে চিরকালীন মেহরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

বৃহৎহরিশঙ্কর রস।

রসগন্ধকলৌহঞ্চ স্বর্ণং বঙ্গঞ্চ মাক্ষিকং।
সমভাগন্তু সংপিষ্য বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
সপ্তাহমামলাদ্রাবৈর্ভাবিতোয়ং রসেশ্বরঃ।
হরিশঙ্করনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সত্যং সত্যং ন সংশয়ং॥

পারা, গন্ধক, লৌহ স্বর্ণ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমস্ত পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া সপ্তাহ আদাররসে ভাবনা দিবে। তদনন্তর রোগীর বল বিবেচনায় পরি-মাণ স্থির করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

ইক্ষুমেহেবঙ্গেশ্বর রস।

রসভস্মং সমাযুক্তং বঙ্গ ভস্ম প্রকল্পয়েৎ।
অস্য মাষদ্বয়ং হন্তি মেহান্ ক্ষৌদ্র সমন্বিতং॥

রসসিন্দূর ও বঙ্গভস্ম সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুইমাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে, ইহা সেবনে ইক্ষুমেহ বিনষ্ট হয়।

কস্তূরীমোদক।

কস্তূরী বনিতা ক্ষুদ্রা ত্রিফলা জীরকদ্বয়ং।
এলাবীজং ত্বয়ং যষ্টিমধুকং মিষি বালকং॥
শতপুষ্পোৎপলং ধাত্রী মুস্তকং ভদ্রসংজ্ঞকং।
কদলীনাং ফলং পক্বং খর্জ্জুরং কৃষ্ণ তিলকং॥
কোকিলাখ্যস্য বীজঞ্চ মাষমাত্রং সমং সমং
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি দ্বিগুণা সিতশর্করা॥
ধাত্রীরসেন পয়সা কুষ্মাণ্ড স্বরসেন চ।
বিপচেৎ পাক বিদ্বৈদ্যো মন্দমন্দেনে বহ্নিনা॥
অবতার্য্য সুশীতে চ যথা লাভং বিনিঃক্ষিপেৎ।
অক্ষমাত্রং প্রযুঞ্জীত সর্ব্ব মেহ প্রশান্তয়ে॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
সোমরোগং বহুবিধং মূত্রাতিসার মুল্বণং॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু মূত্রাঘাত তথাশ্মরীং।
গ্রহনীং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং কুম্ভকামলাং॥
বৃষ্যো বলকরোহৃদ্যঃ শুক্রবৃদ্ধিকরঃ পরঃ।
কস্তূরী মোদকশ্চায়ং চরকেন চ ভাষিতঃ॥

কস্তূরী, প্রিয়ঙ্গু, কন্টকারী, আমলকী, হরি-তকী, বহেড়া,জীরা কৃষ্ণজীরা,এলাচী,দারুচিনী,

মৌরী, বালা, শুলফা, কুড়, আমলকী, ভদ্রমণ্ডক, পক্ককদলী, খর্জ্জুর, কৃষ্ণতিল, তালমাথনা, ইহারা প্রত্যেকে একমাষা এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনী, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া সুবিজ্ঞ বৈদ্য আমলকীর রস দুগ্ধ ও কুষ্মাণ্ডের রসের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেন। পাক সমাধান্তে শীতল হইলে নামাইয়া দুইতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা সেবনে অশেষ বিধ মেহরোগ শান্তি হইয়া থাকে। এবং বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক সোমরোগ, বহুবিধ মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ কামলা কুম্ভকামলা প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হয়। এই ঔষধ, বৃষ্য, বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, এই কস্তূরীমোদক চরক আবিষ্কার করিয়া ছিলেন।

মেহকেশরী।

মৃতং বঙ্গং সুবর্ণঞ্চ কান্তলৌহঞ্চ পারদং।
মুক্তা গুড়ত্বঞ্চৈব সূক্ষ্মৈলা পত্র কেশরং॥
সমভাগং বিচূর্ণ্যাঞ্চ কন্যানীরেণ ভাবয়েৎ।
দ্বিমাষাং বটীকাং খাদেৎ দুগ্ধান্নং প্রপিবেত্ততঃ॥
প্রমেহং নাশয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা।
শুক্রজাতং প্রবাহঞ্চ মধুমেহঞ্চ নাশয়েৎ॥
চিরজাতং প্রবাহঞ্চ মধুমেহঞ্চ নাশয়েৎ॥

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারা, মুক্তা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া দুইমাষা প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে। ইহার এক একটি বটি সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য করিবে। সিংহ যে প্রকার হস্তিকে বিনাশ করে তদ্রূপ এই ঔষধ প্রমেহরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে। তিনদিবসমাত্র এই ঔষধ সেবন করিলে শুক্রমেহ ও চিরজাত মধুমেহ ধ্বংস হয়।

মেহবজ্র।

ভস্মসূতং মৃতং কান্তলৌহ ভস্ম শিলাজতু।
শুদ্ধতাপ্যং শিলাব্যোষং ত্রিফলা বিল্বজীরকং॥
কপিত্থং রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ।
ত্রিংশদ্বার বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনা সহ॥
নিষ্কমাত্রং হরেন্মেহান্ মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণং।
মহানিম্বস্য বীজঞ্চ ষড়্ নিষ্কং পেষিতন্তুষৎ॥
পলং তণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ।
একী-কৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরোত্থিতং॥

রসসিন্দুর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক' শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, বিল্ব, জীরা, কদ্বেল, হরিদ্রা, এই সমস্তপদার্থ সমাভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে ত্রিশবার ভাবনা দিবে এবং অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটী প্রস্তত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ ও দারুণ মূত্রাকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া মহানিমের বীজ তিনতোলা তণ্ডুল জল একপল ঘৃত দুইতোলা অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা চিরজাত প্রমেহ বিদূরীত হইয়া থাকে।

যোগেশ্বর রস।

সূতকং গন্ধকং লৌহং নাগঞ্চাপি বরাটীকাং।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশিকং॥
সূক্ষ্মৈলাপত্রমুস্তঞ্চ বিড়ঙ্গ নাগ কেশরং।
রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যা ধাত্রী ফলরসেন চ॥
মাত্রা চনক তুল্যা চ গুড়িকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
প্রমেহং বহুমূত্রঞ্চ অশ্মরী মূত্র কৃচ্ছ্রকং॥
ব্রণং হন্তি মহাকুষ্ঠং অর্শাংসি চ ভগন্দরং।
যোগেশ্বরো রসো নাম্না মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, সীসা, কপর্দ্দক,তাম্র,বঙ্গ, ও অভ্র প্রত্যেকে একভাগ, ছোটএলাচি, তেজপত্র, মুথা, বিড়ঙ্গ,নাগকেশর, রেণুকা, আমলকী, পিপুলমূল ইহারা প্রত্যেকে দুইভাগ। এই সমুদায় একত্র করিয়া আমলীর রসে ভাবনা দিবে। পরে চনক প্রমাণ গুড়িকা করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ বহুমূত্র, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ব্রণ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর এই

সমস্ত উৎকট পীড়া সত্ত্ব প্রশমিত হইয়া থাকে এই ঔষধ মহাদেব স্বয়ং আবিষ্কার করেন।

পথ্যাপথ্য।

প্রমেহরোগের চিকিৎসার কালীন চিকিৎসকের দেখা উচিত যে প্রমেহ কি জনিত সহজ কি কুপথ্য জন্য, প্রমেহ এই দুই প্রকার। পিতৃ-মাতৃ বীজদোষ জন্য যে প্রমেহ হয় তাহাকে সহজ কহে এবং অহিতকর আহার বিহারাদি দ্বারা উৎপন্ন প্রমেহকে কুপথ্য জন্য প্রমেহ কহে। এই উভয় বিধ প্রমহের উপদ্রব প্রথত: শরীরের কৃশতা রুক্ষতা অল্প ভোজন পিপাসা ও বেগে পরিসরণ করা উত্তরকালের উপদ্রব দেহের স্থূলতা, স্নিগ্ধতা, অধিক আহার শয্যাপ্রিয়তা, আসনপ্রিয়তা বা নিদ্রাশীলতা ঘটিয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশই এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কৃশ হইলে অন্নপানের নিয়মের দ্বারা ও স্থূল হইলে উপবাসাদি কার্শ্যকর ক্রিয়ার চিকিৎসা করিবে।

বর্জ্জনীয় আহার।

কাজি, তুষোদক শুক্ত মৈয়ের সুরা আসব দুগ্ধ জল তৈল ঘৃত ইক্ষুবিকার, দধি পিষ্টান্ন অন্ন পানক গ্রাম্য বা অনূপ মাংসজাত পশুরমাংস সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই এই সমস্ত আহার পরিবর্জ্জন করিবে।

পথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পটোল ডুমুর, মোচা ঝিঞ্চা, ঠোটেকলা প্রভৃতি ঘৃতপক্ক তরকারী মুগ মসুর ও ছোলারডাইল, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল অম্লের মধ্যে পাতি ও কাগজিলেবু। রাত্রিতে সম্ভমতরুটী বা লুচী তরকারী অল্প শুদ্ধ জল খাবারের মধ্যে মোহন ভোগ ইক্ষু, পানিফল কিস্‌মিস্ বাদাম খেজুর আঙ্গুর এই সমস্ত পথ্য দিবে।

চিকিৎসা বিধি।

প্রমেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া কোন প্রকার তৈলের দ্বারা বা প্রিয়ঙ্গু আদি সিদ্ধ করিয়া কিম্বা ঘৃতের দ্বারা নিঃশেষ বমন করাইয়া বিরেচন করাইবে। বিরেচন করাইয়া পরে সুরাদির কষায়ের দ্বারা অস্থাপন করিবে।

শরীরে যদি দাহ থাকে তাহা হইলে স্নেহবর্জ্জিত ন্যগ্রোধাদির কষায়ে শুষ্ঠীভদ্রদারুও মুথা প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মধু সৈন্ধব যোগে পান করাইবে। অতঃপর বিশুদ্ধ দেহ হইলে হরিদ্রা আমলকীররস সহ মধুপান করাইবে। অথবা ত্রিফলা রাজ গুমুক দেবদারু ও মও ইহাদিগের একত্র যোগে কষায় বা শাল কপিত্থ ও মুষ্কক একত্র যোগে অক্ষ পরিমিত কল্ক অথবা হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রস মধু সংযোগে মধুর সহিত পান করাইবে। অথবা কুটজ (কুড়চী) কপিত্থ রোহিতক বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একত্রযোগে কল্ক অথবা নিম্ব আরগ্বধ সপ্তপর্ণ মুর্ব্বা কুটজ সোমবৃক্ষ বা পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষের ত্বক পত্র মূল ফল ও পুষ্পের একত্রযোগে কষায় এই পঞ্চ প্রয়োগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে বিশেষ করিয়া চিকিৎসা বিষয় কথিত হইতেছে। উদকমেহে পারিজাত কষায় ইক্ষুমেহে জয়ন্তী কষায়, সুরামেহে নিম্বকষায় সিকতামেহে চিত্রক কষায় শনৈমেহে খদির কষায় লবণমেহে পাঠাও অগুরু একত্রযোগে কষায় পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্র যোগে কষায় সান্দ্রমেহে সপ্তর্পণ কষায়, শুক্রমেহ দূর্ব্বা শৈবল করঞ্জা কসেরুকযোগে কষায় ফেনমেহে ত্রিফলা আরগ্বধ দ্রাক্ষা ইহাদিগের একত্রযোগে পান করাইবে। কফজনিত মেহে শেষোক্ত দুইপ্রকার কষায় অধিক পরিমাণে মধুসংযোগে পান করাইবে। পিত্তজনিত নীল মেহে শালসারাদি কষায়, অথবা অশ্বত্থ কষায় হরিদ্রামেহে রাজবৃক্ষ কষায় অম্লমেহে মধুমিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায় ক্ষারমেহে ত্রিফলা কষায়

মঞ্জিষ্ঠাদেহে মঞ্জিষ্ঠা ও চন্দন একত্রযোগে কষায় শোণিতমেহে গুড়ূচী তিন্দুকাস্থি (গাবেরআঁটি) খর্জ্জুর ও গাম্ভারী একত্রগোগে কষায় মধুসংযোগে পান করাইবে।

এক্ষণে অসাধ্য প্রেমেহরোগ যাপ্য রাখিবার জন্য বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। সর্পিমেহে কুষ্ঠ কুটজ পাঠা হিঙ্গু কটুকী, ইহাদিগের ক্বাথ গুড়ূচী ও চিত্রকের কষায় সহযোগে পান করাইবে। বসামেহে অগ্নিসন্ধ বা শিংশাপার কষায় পান করাইবে। ক্ষৌদ্রমেহে খদির বা গুবাক কষায় হস্তিমেহে তিন্দুক কপিত্থ শিরীষ পলাশ পাঠা মূর্ব্বা দুরালভা একত্রযোগে কষায় মধুসংযোগে এবং হস্তি অশ্ব শূকর গর্দ্দভ উষ্ট্র ইহাদিগের অস্থির ক্ষার সেবন করাইবে। প্রমেহে জ্বালা থাকিলে জলীয় কন্দ ও দুগ্ধসহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া মধুসংযোগে সেবন করাইবে।

রোগী নির্ধন হইলে ও নিঃসহায় হইলে পাদুকা ও ছত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাহারী ও সংযতাত্মা হইয়া শত যোজনের অধিক ভ্রমণ করিবে। শ্যামাক নীবার আমলকী কপিত্থ তিন্দুক অশ্মন্তকফল আহার করিয়া সর্ব্বদা মৃগের সহবাস করিবে ও সর্ব্বদা গো ব্রহ্মাণের অনুগামী হইয়া গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ করিবে। ইতরলোক কূপ খনন করিবে। রোগী কৃশ হইলে তাহার শরীর রক্ষা যাহাতে হয় এরূপ প্রকার কার্য্য করিবে। নির্ধন ব্যক্তি সর্ব্বদা চিকিৎসকের অনুমতি অনুসারে চলিবে। তাহা হইলে এক বৎসর মধ্যে প্রমেহ রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

প্রমেহ পিড়কা চিকিৎসা বিধি! সরাবিকা প্রভৃতি যে নয়প্রকার পিড়কার বিষয় উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বলবান ব্যক্তির অগভীর কোমল অল্প যাতনাযুক্ত ব্রণ হইয়া শীঘ্র পাকিয়া ভেদ হইয়া সহজে আরোগ্য হয়।

প্রমেহের পূর্ব্বরূপে উপবাস করিবে এবং কষায়রস ও ছাগমূত্র পান করিবে। এপ্রকার প্রতিকার না করিলে ও মধুর দ্রব্য আহার করিলে, মূত্র স্বেদ ও শ্লেষ্মা মধুর হয় ও প্রমেহ রোগ প্রকাশিত হয়। রোগ প্রকাশ হইলে বমন বিরেচন দ্বারা সংশোধন করিবে। এপ্রকার প্রতীকার না করিলে সমস্ত দোষ বৃদ্ধি পাইয়া মাংস শোণিত দূষিত করিয়া শোফ বা অন্য কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। এপ্রকার অবস্থা সংঘটিত হইলে শোফ প্রভৃতির যে রূপ প্রতীকার কথিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রতিকার করিবে ও রক্ত মোক্ষণ করিবে। এ অবস্থায় প্রতিকার না করিলে শোফ বৃদ্ধি হয়, এবং যাতনা ও দাহ উপস্থিত হয়। শোফ বৃদ্ধি হইলে শস্ত্র ক্রিয়া ও ব্রণ রোগের অপরাপর প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে পিণ্ডাকার অভ্যন্তর দেশ আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া পূয নির্গত হইতে থাকে। তাহাতে মুখ বৃহৎ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অসাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব প্রমেহ রোগের পূর্ব্বরূপেই চিকিৎসা করা বিশেষ আবশ্যক।

মধুমেহ রোগীর সহজে বিরেচন হয় না, তাহার বিশেষ কারণ এই যে তাহাদিগের সর্ব্বশরীর মেদে পরিপূর্ণ থাকে। এই জন্য তাহাদিগকে বমন বিরেচন জন্য তীক্ষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উপদ্রব বিশিষ্ট পিড়কা হইলে, সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ রোগেই স্বেদে ও শ্লেষ্মাতে মধুর রস ও মধুর গন্ধ হইয়া থাকে। সেই সময়ে সামান্যতঃ মেহ মাত্রকেই মধু মেহ বলা যায়। মধুমেহে রোগীকে কদাচ স্বেদ ব্যবস্থা করিবেন না, যেহেতু মেদ বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাদিগের দেহ স্বেদ কর্ত্তৃক শীর্ণ হইয়া যায়।

প্রমেহ রোগীর শরীর স্থূল অথচ দুর্ব্বল হইলে দোষের উর্দ্ধ গতি হয় না। এই জন্য মধু মেহে সমস্ত দোষ শরীরে অধোভাগে সঞ্চরণ করিয়া পিড়কা উৎপন্ন হয়। অপক্ব পিড়কা শোফের ন্যায় পাকিয়া উঠিলে, ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে। ব্রণের রোপণাদির জন্য যে সমস্ত তৈল বিহিত হইয়াছে তাহাও উহাতে ব্যবস্থা করিবে। পিড়কা ব্রণের উৎসাদনার্থে আরগ্ব-

ধাদি কষায়, পরিসেচন সালসরাদিকষায়, ও পান ভোজনে পিপ্পলাদির কষায় ব্যবহার করিবে। পাঠা চিত্রক শার্ঙ্গষ্টা বৃহতী ক্ষুদ্রা, সরিষা, শুক্র খদির সপ্তপর্ণ আরগ্বধ কুটজ, এই সকল দিগের মূল চূর্ণ করিয়া মধু মিশ্রিত পূর্ব্বক সেবন করিবে। সালসরাদির বর্গের কষায় পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। সেই ক্বাথে আমলকী প্রিয়ঙ্গু দন্তী কৃষ্ণায়স ও তাম্র, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক খর না হইয়া অবলেহের ন্যায় হইলে, নামাইয়া কলসীতে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদন ন্তর যথা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধুমেহ চিকিৎসা বিধি।

প্রমেহ অধিক দিনকার হইলে অবশেষে মধু মেহে পরিণত হয় এবং মধুমেহ চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে নিম্ন লিখিত যোগের দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য্য কিরণে পার্ব্বতীর শিলা তাপিত হইলে, তাহা জতুর ন্যায় রস প্রক্রুত হয়। তাহাকে শিলা জতু কহে, ইহা সকল ব্যাধির বিনাশক। ইহা যথোক্ত পরিমাণে সেবনে মধু মেহ প্রশমিত হয়।

সোমরোগ নিদান।

স্ত্রীনা মপি প্রসঙ্গাদ্বা শোকযাপি শ্রমাদপি।
অভিচারিক যোগাদ্বা গরদোষস্তথৈব চ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্য ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তস্যাস্তা প্রচ্যুতাস্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তিহি॥

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, শোক, পরিশ্রম অভিচার এবং বিষদোষ এই সমস্ত কারণে পুরুষদিগের শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষুব্ধ হইয়া মূত্র স্রোত দ্বারা স্রাবিত হইয়া থাকে।

সোমরোগের লক্ষণ।

প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নিরুজাঃ সিতাঃ।
শ্রবন্তি চাতিমাত্রন্ত শান শাক্লোতি দুর্ব্বলী॥
বেগং ধারয়িতুং তাসা ন বিন্দতি সুখং ক্বচিৎ।
শিরঃ শিথিলতা তন্যা মুখং তালু চ শুষ্যতি॥
মূর্চ্ছা জৃম্ভাচ প্রলাপশ্চ তত্র্ক্ষ চাতিমাত্রতঃ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ ন তৃপ্তিং লভতে সদা॥
কস্থারণাচ্ছরীস্থ সোম্যা যাঃ সোম সংজ্ঞিতাঃ।
ততঃ সোমক্ষয়াৎ নৃনাং সোমরোগ ইতি স্মৃতং॥

সোমরোগে, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, বেদনাশূন্য, গন্ধহীন, শীতল, শ্বেতবর্ণ বস্তু প্রস্রাব দ্বার হইতে স্রাবিত হয়। ইহাতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া ঐ সমস্ত স্রাবিত বস্তুর বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না এবং রোগীর মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শুকতা, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ ও চর্ম্মের রুক্ষতা হয়, এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হয় না, শরীর ধারণে সোম নামক যে সমস্ত ধাতু অবস্থিতিকরে তাহার ক্ষয় হইলে তাহাকে সোম রোগ কহা যায়।

মূত্রাতিসারের লক্ষণ।

সোমরোগে চিরপ্লাতে যদা মূত্রমতি শ্রবেৎ।
মূত্রাতিসারতং প্রাহুর্বলবিধ্বংশনং পরং॥

সোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় যদি অতিশয় মূত্রস্রাব হয় তাহা হইলে তাহাকেই মূত্রাতীসার কহা যায়। এই রোগে অত্যন্ত বলক্ষয় হইয়া থাকে।

তালকেশ্বর রস।

তালং সূতং সমং গন্ধং মৃতলৌহাভ্র বঙ্গকং।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চৈব রসোয়ং তালকেশ্বরঃ॥
মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্ব্বহুমূত্র প্রশান্তয়ে।
উড়ুম্বর ফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমানতঃ।
সংলেহ্যং মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহং॥

হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমস্ত পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ইহাকে তালকেশ্বর রস কহে। বহুমূত্ররোগ দূরীকরনার্থ এই ঔষধ পক্ক উড়ুম্বর চূর্ণ দুই তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই রতি মাত্রায়

সেবন করিবে। এই প্রকার অনুপান সেবন করিলে রোগী শান্তি অনুভব করিয়া থাকে।

সোমনাথ রস।

কর্ষং জারিতলৌহঞ্চ তদর্দ্ধং রসগন্ধকং।
এলাপত্রং নিশাযুগ্মং জাম্বুবীরণগোক্ষুরং॥
বিড়ঙ্গং জীরকং পাঠা ধাত্রী দাড়িম টঙ্গণং।
চন্দনং গুগ্গুলু লোধ্রশালার্জ্জুনরসাঞ্জনং॥
ছাগী দুগ্ধেন বটীকাং কারয়েৎ দশরক্তিকাং।
নির্ম্মিতো নিত্যনাথেন সোমনাথ রসস্ত্বয়ং॥
সোমরোগং বহুবিধং প্রদরং হন্তিদুর্জ্জয়ং।
যোনিশূলং মেঢ্রশূলং সর্ব্বজং চিরকালজং॥
বহুমূত্রং বিশেষেণ দুর্জ্জয়ং হন্ত্যসংশয়ঃ॥

লৌহ দুই তোলা, পারা, গন্ধক, এলাচী, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বেণামূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী দাড়িম্ব, সোহাগা, চন্দন, গুগ্গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুনবৃক্ষ, রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ দশরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে, নিত্যানন্দনাথ এই ঔষধ নির্ম্মান করেন। এই ঔষধ সেবনে নানাবিধ সোমরোগ, প্রদর, যোনিশূল, মেঢ্রশূল, ও বহুমূত্র নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

গগনাদি লৌহ।

গগনং ত্রিফলা লৌহং কুটজং কটুকত্রয়ং।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব বিষটঙ্গণ সর্জ্জিকাঃ॥
ত্বগেলা তেজপত্রঞ্চ বঙ্গং জীরকযুগ্মকং।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তদর্দ্ধং চিত্রকং চূর্ণং কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ।
অবশ্যং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রাতিসারসোমকং॥

অভ্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ, কুটজ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সর্জ্জিকাক্ষার, দারুচিনি, এলাচী, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা এই সমস্ত সম-পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধ চিতা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ দুই তোলা মধুর সহিত লেহন করিলে মূত্রাতিসার ও সোম রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহৎ সোমনাথ রস।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং পালিধারসমর্দ্দিতং।
রসা শোধিতগন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতং॥
তদ্দ্বয়ো দ্বিগুণং লৌহং কন্যারসবিমর্দ্দিতং।
অভ্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাক্ষিকন্তথা॥
সুবর্ণঞ্চ সমংসর্ব্বং প্রত্যেকঞ্চ রসার্দ্ধকং।
তৎসর্ব্বং কন্যাকাদ্রাবৈর্মর্দ্দয়েত্তাসয়েৎ ততঃ॥
ভেক পর্ণী রসেনৈব গুঞ্জাদ্বয় বটীং ততঃ।
মধুনাভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগ নিবৃত্তয়ে॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকং।
মূত্রাতিসারং কৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণং॥
বহুদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধুসংজ্ঞকং।
হস্তিমেহমিক্ষুমেহং লালামেহং বিনাশয়েৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সোমসংজ্ঞকং।
নাশায়েদ্বহুমূত্রঞ্চ প্রমেহ মবিকল্পতঃ॥

হিঙ্গুলোত্থপারা, পালিধামান্দারের রসে এবং গন্ধক ইন্দুরকানীপানার রসে শোধন করিয়া ঐ শোধিত পারা গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। তদনন্তর ঐ কজ্জলী তাহার দ্বিগুণ লৌহ, এবং অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণ মাক্ষিক ও স্বর্ণ এই সমস্ত প্রত্যেকে পারার অর্দ্ধ পরিমাণে গ্রহণ করিবে।

প্রথমতঃ কর্জ্জলী ও লৌহ এই উভয় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত অভ্র মিশ্রিত করিবে। এবং পুনর্ব্বার ঘৃত-কুমারীর রসে পেষণ করিয়া ইন্দুকানীর রসে ভাবনা দিবে। তৎপরে দুই রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, সোমরোগ, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুদোষান্বিত নানাবিধ মধুমেহ, ইক্ষুমেহ, নানা প্রকার মেহ এবং বাতিক পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক সোমরোগ প্রভৃতি পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে।

সোমেশ্বর রস।

শালার্জ্জুনং লোধ্রকঞ্চ কদম্বাগুরু চন্দনং।
অগ্নিমন্থং নিশাযুগ্মং ধাত্রীদাড়িমগোক্ষুরং॥

জম্বুবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকং।
রসগন্ধকধান্যাব্দমেলাপত্রং তথাভ্রকং॥
লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্কজীরকং।
প্রত্যেকং পলিকং ভাগং পলার্দ্ধং গুগ গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটীকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাং।
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজা সোমরোগং নিহন্ত্যলং।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সন্নিপাত সমুদ্ভবং॥
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকং।
ভগন্দরোপদংশৌচ বিবিধান পীড়কাত্রনান্॥
বিস্ফোটার্ব্বুদকণ্ডুঞ্চ সর্ব্বমেহং বিনাশয়েৎ।

শালকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কদম্ব, অগুরু, চন্দন, গণিয়ারি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম, গোক্ষুর, জাম, বেলেরমূল, প্রত্যেক ৪ তোলা, পারা, গন্ধক, ধনিয়া, মুথা, এলাচী, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরা, এই সমস্ত পদার্থ একত্রে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ষোল রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। গহনানন্দনাথ এই সোমেশ্বর রস আবিষ্কার করেন ইহা সেবনে সোমরোগ দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত একজ, দ্বন্দ্বজ, সন্নিপাতিক, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক, ভগন্দর, পীড়কা, বিস্ফোটক, অর্ব্বুদ, কণ্ডু ও মেহ প্রভৃতি রোগ এই সোমেশ্বর রস সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

মধুমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার ও সোম-রোগ প্রভৃতি পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, ঝিঙা, মোচা, কাচকলা প্রভৃতির তরকরী মুগ ও মসূরের ডাউল, মাখনতোলাদুগ্ধ, মাংসেরযূষ এবং রুক্ষক্রিয়া প্রভৃতি হিতপ্রদ। গুরুপাক অন্ন, দধি, দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই লাউ, অধিক জলপান, সুরা, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন চিন্তা প্রভৃতি অনিষ্ট জনক বিষয় সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

রোগ অধিক দিনকার ও বেশী উপদ্রব যুক্ত হইলে অন্ন আহার বন্ধকরিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে গমের আটাররুটী মাংসেরযূষ এবং পটোল, ঝিঙে যজ্ঞডুম্বুরের তরকারী ও মাখন তোলা দুগ্ধ খাইবেন।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃত আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মেদ নিদান।

অব্যায়াম দিবা স্বপ্ন শ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ।
মধুরোঽন্নরসঃ প্রায়ঃ স্নেহান্মেদঃ প্রবর্দ্ধয়েৎ॥
মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্তন্যে ন ধাতবঃ।
মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

যে ব্যক্তি ব্যায়াম বর্জ্জিত এবং দিবানিদ্রা কফবর্দ্ধকদ্রব্য ভোজন করে, তাহার ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে, অন্নরস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাক না পাইয়া মধুর রস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এবং মেদ মধুর আম (অপক্ব) অন্ন রসের স্নেহ হইতে মেদঃ পদার্থের বৃদ্ধি হয়। মেদ-বৃদ্ধি জনিত রসরক্তাদি বাহি স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হওয়াতে শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্ট হইতে পারে না। কেবল মেদ ধাতু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে সকল কার্য্যে অশক্ত করিয়া ফেলে।

মেদের লক্ষণ।

ক্ষুদ্রশ্বাসতৃষামোহস্বপ্নক্রথনসাদনৈঃ।
যুক্তঃক্ষুৎ স্বেদ দুর্গন্ধৈরল্পপ্রাণোঽল্প মৈথুনঃ।

মেদো রোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা অত্যন্ত নিদ্রা, অকস্মাৎ উচ্ছাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘর্ম্মনির্গম, শরীরেরদৌর্গন্ধ, বলের হ্রাস ও মৈথুনশক্তির অল্পতা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মেদস্তু সর্ব্বভূতানামুদরেষস্থিষু স্থিতং।
অত এবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদোস্বিনোভবেৎ॥

মেদঃ পদার্থ, সমস্ত জীবের উদরে ও অস্থিতে থাকে, সেই জন্য মেদস্বি ব্যক্তির প্রায় উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নি মাহারং শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয় ত্যাহারমভিকাঙ্ক্ষতি।
চিকারাংশ্চাপ্নুতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ॥

যেরূপ কুম্ভকারের পয়ন, কর্দ্দম দ্বারা আবৃত হওয়াতে, অন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে, তদনুরূপ মেদধাতু দ্বারা মার্গাবরোধ হেতু বায়ু কোষ্ঠ মধ্যেই বিশেষরূপে সঞ্চরণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিতে সন্ধুক্ষিত ও আহারকে শোষিত করিয়া থাকে। সেই হেতু মেদস্বি ব্যক্তির আহার শীঘ্র পরিপাক হয় ও তাহার পুনর্ভোজনে আকাঙ্খা উৎপন্ন হয়। এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম ঘটিলে, নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাদগ্নিমারুতৌ।
এতৌ তু দহতঃ স্থূলং বনদাবো বনং যথা॥
মেদস্যতীব সংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ।
বিকারান্ দারুণান্ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতং॥

যে প্রকার দাবানল, বনদাহ করে সেই প্রকার মেদস্বি ব্যক্তিদিগের অগ্নি ও মারুত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত করিয়া স্থূল ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

মেদের অসাধ্য লক্ষণ।

মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাচ্চলস্ফিগুদরস্তনঃ।
অযথোপচয়োৎ সাহো নরোঽতিস্থূলউচ্যতে॥

মেদ ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে বাতাদিদোষ সমস্ত সহসা প্রমেহ পিড়কা জ্বর ও ভগন্দরাদি দারুণ পীড়া সমস্ত আনয়ন করিয়া আশুমেদো রোগীর জীবন নাশ করে।

অতিশয় স্থূলের লক্ষণ কথিত হইতেছে। মেদ ও মাংসের অতিশয় বৃদ্ধি জনিত গমনকালীন যাহার ফিক্ (পাছা) উদর ও স্তন সঞ্চালিত হইতে থাকে, এবং অথবা মাংসোপচয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহাকে অতি স্থূল কহিয়া থাকে।

মেদ অর্থাৎ স্থৌল্য রোগ চিকিৎসা।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্বক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনঃ॥
অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ॥

শ্রম, চিন্তা, স্ত্রীসংসর্গ, পথভ্রমণ, মধুপান, জাগরণ, যব ও শ্যামাক ভোজন এই সকল সেবন দ্বারা দেহের স্থূলতা নিশ্চয় দূরীভূত হয় অর্থাৎ দেহের স্থূলতা হ্রাস করিতে ইচ্ছা হইলে জাগরণ স্ত্রীসংসর্গ ব্যায়াম ও চিন্তা ক্রমে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

প্রাতর্ম্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্।
উষ্ণমন্নস্যমণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥

প্রত্যহ প্রাতে মধুর সহিত জল পান করিলে দেহের স্থূলতা কমিয়া যায়। অথবা উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলেও শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে।

সচব্যজীরকব্যোষহিঙ্গুসৌর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতামেদোঘ্নাবহ্নিদীপনাঃ॥

চই, জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু সৌরর্চ্চল ও চিতামূল এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ দ্রব্য যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণ যব চূর্ণ উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধির মাতের সহিত যথাযুক্তি সেবন করিলে স্থূলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বিড়ঙ্গনাগরক্ষারকাললোহরজোমধু।
যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী ও যবচূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা লৌহভস্ম চারিতোলা এই সমস্ত চূর্ণ পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রযোগ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, শজিনাবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদ, আতুষ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেওয়াপুষ্পেরমূল, যমানী, ধনিয়া, চিতামুল, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা (অভাবে ধনিয়া) এই সকল পদার্থের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে ঘৃত তিলতৈল ও মধু ইহাদের প্রত্যেক সমস্ত দ্রব্যের সমান এবং যবের ছাতু সমস্ত চূর্ণ পদার্থের ষোলগুণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অতঃপর উক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সহিত যথা প্রয়োজন জল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই তৃপ্তিজনক আহার দ্রব্য ভক্ষণ করিলে রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি জনক ক্রিয়ার দ্বারা যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রমেহ, মূঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলরোগ, কৃমি, গ্রহণী, শ্বিত্র এবং অগ্নি প্রদীপ্ত ও স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়। এবং অগ্নি প্রদীপ্ত স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদ্য তৈল।

ত্রিফলাতিবিষামূর্ব্বাত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধ ষড়্গ্রন্থা সপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরাকৃষ্ণাকুষ্ঠ-সর্ষপ নাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমং পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডূষনস্যবস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ কটাহে করিয়া তৈল মৃদুঅগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে তদনন্তর একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা এক-

পোয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। অতঃপর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, কেয়াপুষ্পমূল ও বালাপত্র, এই সমস্ত প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এই প্রকার করিয়া পরে হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, আতুষ, মূর্ব্বা, তেউড়ী, চিতামূল, বাসক, নিমছাল, শোনালুছাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রস্বুরা, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং সুশ্রুতোক্ত সুরাদিগণের ক্বাথ ষোলসের তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং তৈল পুনরায় অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পানীয় ও মালিশ রূপে ব্যবহৃত হইলে স্থূলতা ও কণ্ডূ প্রভৃতি কফ জনিত পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেজপত্র, বালা, অগুরু, হরীতকী, ও রক্ত চন্দন এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বাসক পত্রের রসের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে অথবা বিল্বপত্র রসের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়।

শিরীষ, বেনারমূল, নাগকেশরপত্র ও লোধ কাষ্ঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে ত্বকের দোষ এবং ঘর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

হরীতকী, লোধ, নিমপাতা, আমেরছাল ও দাড়িমেরছাল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে এবং অশ্বারোহী-দিগের বিবর্ণ জঙ্ঘাতে লেপণ করিলে বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্টং
বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্॥
কক্ষাদি দৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ
শস্তং বশীকৃন্ত্রজনী দ্বয়ে ন॥

হরিতাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ট বিনষ্ট হয় এবং গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বর্ণ উজ্জ্বল ও কক্ষাদি স্থানের দুর্গন্ধ বিনাশ হয়। এতদ্ব্যতীত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত হরি-তালের তিলক ধারণ করিলে অঙ্গনা বশীভূত হয়।

তেজপত্রের রস কক্ষপ্রদেশে লেপন করিলে এবং দগ্ধ হরিদ্রা চিঞ্চাপত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ অপনীত হইয়া থাকে।

বাড়বাগ্নি লৌহ।

সূতভস্ম সতালঞ্চ লৌহং তাম্রং সমং সং।
মর্দ্দয়েৎ সূর্য্যপত্রেণ চাস্য বল্লং প্রয়োজয়েৎ॥
মধুনা স্থূল রোগে চ শোথে শূলে তথৈব চ।
মধ্বাজ্যমনুপানঞ্চ দেয়ম্বাপি কফোল্বণে॥

রসসিন্দূর, হরিতাল, লৌহ, তাম্র, এই সমস্ত সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আকন্দপত্রের রসে পেষণ করিবে। অনন্তর তিনরতি প্রমাণ বটীকা করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। স্থৌল্য রোগ শোথ ও শূলরোগে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার সাধন হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মধু ও ঘৃত পান করিবে। ইহা কফাধিক্যে প্রযোজ্য।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ।

ত্র্যূষণং বিজয়া চব্যং চিত্রকং বিড়মৌদ্ভিদং।
বাগুজী সৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চ্চলসমন্বিতং॥
অয়শ্চূর্ণেন সংযুক্তং ভক্ষয়েন্মধুসর্পিষা।
স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং॥

মেহস্য কুষ্ঠশমনং সর্ব্বব্যাধিহরংপরং।
নাহারে যন্ত্রণা কার্য্যা ন বিহারে তথৈব চ॥
ত্র্যযণাদ্যমিদং লৌহং রসায়নবরোত্তমং॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ভাঙ্গ, চৈ, চিতা, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সর্ব্বচূর্ণসমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ দূর হয় এবং রোগীর বলবর্ণের ও অগ্নির উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ প্রভাবে মেহ, কুষ্ঠ, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে। ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া আহার বিহারাদির কোন কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় না। এই ঔষধ যাবতীয় রসায়নের প্রধান।

বাড়বাগ্নি রস।

শুদ্ধসূতং সমংগন্ধং তাম্রং তালং সমংসমং।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং ক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং ত্রিগুঞ্জকং॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া আকন্দ পত্রের রসে এক দিবস পেষণ করিবে। এই ঔষধ তিনরতি প্রমাণ লইয়া মধুর সহিত লেহণ করিবে। ইহা সেবনে স্থৌল্যরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

প্লীহা যকৃৎ চিকিৎসা।

যমানিকাচিত্রকযাবশূকষড়্‌
গ্রন্থিদন্তীমগধোদ্ভবানাম্।
প্লীহানমেষিনিহন্তি চূর্ণং
উষ্ণাম্বুনা মস্তসুরাসবৈর্ব্বা॥

যমানী, রক্তচিতারমূল, যবক্ষার, পিপুলেরমূল, ও পিপুল এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা অথবা চারিআনা পরিমাণে উষ্ণজল দধিরমাত সুরা বা আসবের সহিত পান করিলে প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলী কিংশুকক্ষারভাবিতাং সাং প্রয়োজয়েৎ।
গুল্মপ্লীহাপহাং বহ্নিদীপনীঞ্চ রসায়নীম্॥

পলাশক্ষারোদক দ্বারা পিপুল সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। উক্ত পিপ্পলী বর্দ্ধমান নামক যোগের নিয়মানুসারে প্রয়োগ করিয়া প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধপান করিলে অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্লীহা ও গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতারমূল, সৈন্ধবলবণ ও বচ এই সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। উক্ত দগ্ধ দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গুল্ম প্লীহা উদররোগ বিনষ্ট হয়।

তালজটারক্ষার পুরাতনগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ শান্তি হয়।

নাটাকরঞ্জারমূলেরক্ষার কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া সাতবার ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্ষারজজল সহিত বিট্‌লবণ ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ভেলা, হরিতকী ও কৃষ্ণজীরা ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া লইবে। উক্ত মোদক সাত দিবস সেবন করিলে অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহং সৈন্ধবাগ্নি-কণান্বিতম্।
পলাশক্ষার যুক্তং বা যবক্ষারং প্রয়োজয়েৎ॥

শজিনাছাল দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলেরসহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত সৈন্ধবলবণ চিতামূলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহারোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে অথবা পলাশ ক্ষার জলের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্লীহারোগীকে প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণতিলের সহিত সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহারোগীকে

সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত ষট্পলঘৃত ও প্লীহারোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

রসোন, পিপুলমুল ও হরীতকী সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া প্লীহারোগীকে সেবন করিতে দিবে। তদনন্তর উহাকে গোমূত্র পান করাইবে, শরপুঙ্খারমূল পেষণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে অথবা একমাত্র পেয়া ভোজন করিয়া শরপুঙ্খারমূল চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে প্লীহা-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। রোহিতক (রয়না) ছাল হরীতকী এই উভয় পদার্থের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্র বা জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর, প্লীহা, মেহ, অর্শ, ক্রিমি ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

প্লীহারোগাক্রান্ত রোগীকে দধিদ্বারা অন্ন ভোজন করাইয়া প্লীহা নাশার্থ রোগীর বাম বাহুর মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে। শিরা বিদ্ধ করিয়া দূষিত রক্তস্রাবিত হইবার নিমিত্ত প্লীহা ও যকৃৎ স্থান গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে।

মানাদ্য গুড়িকা।

মানমার্গাম্বুতাবাদাস্থিরা চিত্রকসৈন্ধবম্।
নাগরং তালগুঞ্জ প্রত্যগ্রঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার পিপ্পল্যশ্চাপিকার্ষিকা।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্থাঢ়কে পচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ীং কুর্য্যাদত্রা ত্রিপলমাক্ষিকম্।
যকৃৎ প্লীহোদরহরোগুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ॥
যোগঃ পরিকরো নাম্না চাগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥

পুরাতনমানকচু, আপাঙ্গেরমূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, শালপর্ণি, রক্তচিতারমুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ও তাল জটাভস্ম, এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে ছয় তোলা, বিটলবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার, ও পিপুল, এই সমস্ত প্রতেংক দুই তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া উল্লি-খিত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদন-ন্তর গোমূত্র ষোলসের গ্রহণপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পুর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্য গুলি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। উক্ত দ্রব্য শীতল হইলে উহাতে মধু চব্বিশ তোলা মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, অর্শ ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

পিপ্পলি বর্দ্ধমান।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্।
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ॥
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
পিপ্পলীনাং প্রয়োগোঽয়ং সহস্রস্থ রসায়নঃ॥
দশ পৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠোমধ্যমঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতঃ।
যস্তিপিপ্পলিপর্য্যন্ত প্রয়োগঃ সোঽবরঃ স্মৃতঃ॥
বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্।
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥
পঞ্চাপিপ্পলীকঞ্চাপি দৃশ্যপে বর্দ্ধমানকঃ।
পিষ্টাস্তা বলিভিঃ পেয়াঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ॥
শীতিকৃতা হ্রস্ববলৈর্দ্দেহদোষাময়ান্ প্রতি॥

প্রথম দিবস দশটি পিঁপুল, দ্বিতীয় দিবস কুড়িটি তৃতীয় দিবসে ত্রিশটি, চতুর্থ দিবসে চল্লি-শটি, পঞ্চম দিবসে পঞ্চাশটি, ষষ্ঠ দিবসে ষাটটি, অষ্টম দিবসে আশীটি, নবম দিবসে নব্বইটি, ও দশম দিবসে একশতটি পিপুল দুগ্ধের সহিত ক্রমাগত সেবন করিবে। এই প্রকারে প্রত্যেক দিবস দশটি বৃদ্ধির নিয়মানুসারে পুনঃ প্রত্যহ দশটী করিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত হ্রাস করিবে। পুনর্ব্বার পুর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বৃদ্ধি করিবে। এই প্রকার নিয়মে সহস্রটি পিপুল সেবন করিবে। প্রত্যহ দশটি করিয়া বৃদ্ধি করা প্রধান যোগ, ছয়টি করিয়া বৃদ্ধি করা মধ্যম যোগ, এবং তিনটি করিয়া বৃদ্ধি করাকে অধম যোগ কহে। ব্যক্তি বিশেষে উল্লিখিত ন্যূনাধিক্য-রূপে পিপ্পলী বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়।

পিপ্পলী এইরূপে সেবন হইলে প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ু বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পিপুলের মাত্রানুসারে দুগ্ধের মাত্রা ও বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। পাঁচটি করিয়া বৃদ্ধি করিবার প্রণালীও দেখা যায়। বলবান ব্যক্তিরা পিপুলের চূর্ণ সেবন করিবে এবং মধ্যবল ব্যক্তিরা পিপুলের কাথ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ পিপুলের শীত কষায় সেবন করিবে। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত মাত্রায় ব্যবহার নাই। এইক্ষণে একটী বা দুইটি করিয়া বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

পিপ্পলি ঘৃত

পিপ্পলী কল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
পচেৎ প্লীহাগ্নিসদাদি যকৃদ্রোগহরং পরম্॥

ঘৃত চারিসের, দুগ্ধ ষোল সের ও পিপুল একসের, এই দ্রব্য গুলি একত্র করিয়া পাক করিতে থাকিবে। যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পাক কার্য্য সমাধা হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে; উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে প্লীহা যকৃৎ ও অগ্নিমান্দ্য পীড়া দূরীভূত হইয়া থাকে।

চিত্রক ঘৃত।

পিপ্পলীচিত্রকাম্বুলং পিষ্ট্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।
ঘৃতং চতুর্গুণক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ। পিপুল ও চিতামূল একসের, এই দ্রব্য সমস্ত একত্রিত করিয়া এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া যথাবিধি নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা রোগ নিবারিত হয়।

রহিতক ঘৃত।

রোহিতকত্বচঃ শ্রেষ্ঠাঃ পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ॥
পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ তৎ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া।
রোহিতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্লীহা বিবৃদ্ধিং শময়েদেতদাশু গুয়োজিতম্।
তথাগুল্মজ্বরশ্বাসক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলা॥

ঘৃত চারি সের। ক্বাথ দ্রব্য। রোহিতক ছাল তিনসের অর্দ্ধপোয়া; এই দ্রব্য গুলি সাতান্ন সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চৌদ্দ সের এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। আবার পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঠ ও রোহিতক ছাল; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে আট তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে! পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস, কামলা, ও কাস রোগ আশু বিনষ্ট হয়।

চিত্রক ঘৃত।

চিত্রকস্য তুলাক্বাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরণালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥
পঞ্চতোল কতালীশক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ।
দ্বিজীরকনিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ॥
প্লীহগুল্মোদরাধ্যানপাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্।
বস্তিহৃৎপার্শ্বকট্যূরুশূলোদাবর্ত্তপীনসান্॥
হন্যাৎ পীতং তদর্শাংসি শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥

ঘৃত চারি সের, চিতার মূল সাড়েবারসের গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টিসেরজলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, সোরা, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ। এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং

উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর ক্রমশঃ কাঁজি আট-সের, দধিরমাত ষোলসের উহাতে প্রদান করিবে। অতঃপর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে, এবং পুনঃ ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, জ্বর, শূল, উদাবর্ত্ত, অর্শ, শোথ প্রভৃতি রোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

মহা রোহিতক ঘৃত।

ঘৃত ৪ চারি সের। ক্বাথ্য দ্রব্য; রোহিতক ছাল সাড়েবারসের চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শুককুল আটসের জল চৌষট্টি সের অবশিষ্ট ষোলসের, ছাগদুগ্ধ ষোলসের, কল্কার্থ ত্রিকটু ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, ধনিয়া, বিট্‌লবণ, কৃষ্ণলবণ, জীরা, দাড়িমবীজ, দেবদারু পুনর্নবা, রাখালশসার মুল, যবক্ষার, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়) বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মুল, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেকে দুই তোলা গ্রহণ করিবে। পাকার্থ জলষোল সের যথা বিধানা-নুসারে ঘৃতের পাক সমাধা করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। দুইতোলা কিম্বা তিনতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান মাংস রস, যুষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি, ইহা সেবনে যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

লোকনাথ রস।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ যত্নতঃ পরিমর্দ্দয়েৎ॥
রসদ্বিগুণ লৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকং।
ভস্ম বরাটিকায়াশ্চ তাম্রতস্ত্রিগুণং কুরু॥
নাগবল্লীদলেনৈব মর্দ্দয়েদ্‌যত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্‌গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গং শীতং সমুদ্ধরেৎ॥
যকৃৎপ্লীহোদরং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তাং সাগুড়াং বা হরীতকীং।
গোমূত্রঞ্চ পিবেচ্চানু গুড়ং বা জীরকান্বিতং॥

পারাও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিবে। তদনন্তর ইহার সহিত পারদের সমান অভ্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে পারার দ্বিগুণ লৌহ, লৌহ-তুল্য তাম্র এবং তাম্রের দ্বিগুণ কপর্দ্দক ভস্ম মিশ্রিত করিয়া পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অতঃপর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, গুল্ম ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু অথবা গুড় ও হরীতকী অথবা গোমূত্র বা গুড় ও জীরার চূর্ণ অনুপান করিবে।

রোহিতক লৌহ।

রোহিতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয় যুত্ত্যঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

রোহিতক (রয়না) ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমষ্টি লৌহ এই সমস্ত একত্র করিয়া মধুর সহিত লৌহ পাত্রে পেষণ পূর্ব্বক একরতি হইতে প্রতিদিন একরতি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহৎ লোকনাথ রস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলং।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।
কাকমাচীরসেনৈব সর্ব্বং তৎপরিমর্দ্দয়েৎ।
সূতাচ্চ দ্বিগুণং গন্ধং বারাটীসম্ভবং রজঃ॥
পিষ্ট্বা জম্বীর নীরেণ মুষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপ্তা যত্নেন ছাদয়েদ্ভিষক্।
শরাবসম্পুটং কৃত্বা মৃত্তস্ম লবমাম্বুভিঃ॥

শরাবসন্ধিমালিপ্য চাতপে শোষয়েৎ ক্ষণং ॥
ততো গজপুটং দত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
পিষ্ট্বা তু সর্ব্বমেকত্র স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে ॥
খাদেদ্বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য মূত্রঞ্চাস্থ পিবেন্নরঃ।
মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীং ॥
অজাজীং বা গুড়েনৈব ভক্ষয়েত্ত্ব্যাযোগতঃ।
যকৃৎ প্লীহোদরাণ্যঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥
বাতাষ্ঠীলাঞ্চ কমঠীং প্রত্যষ্ঠীলাং তথৈব চ ॥
কাংস্যক্রোড়াগ্রমাংসঞ্চ শূলঞ্চৈব ভগন্দরং ॥
বহ্নিমন্দ্যঞ্চ কাসঞ্চ লোকনাথ চ সোত্তম ॥

পারা একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, এই উভয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর ইহার সহিত অভ্র একভাগ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীরসে পেষণ করিবে। তৎপরে ইহার সহিত দুইভাগ লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচির রসে পুনর্ব্বার পেষণ করিয়া ইহার সহিত পারার দ্বিগুণ গন্ধক ও কপর্দ্দকভস্ম মিশ্রিত করিবে, এবং জমিরেররসে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। এই গোলাকার একটি শরার মধ্যে রাখিয়া অপর একখানি শরা দ্বারা আবৃত করিবে, এবং মৃত্তিকা ভস্ম ও লবণ দ্বারা উভয় শরার সন্ধিস্থান লেপন পূর্ব্বক শরা-দ্বয়ের সন্ধি রুদ্ধ করিয়া কিছুকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তদনন্তর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে তাহা গ্রহণ করিবে, এবং পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ছয় রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া উত্তম ভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া গোমূত্র কিম্বা মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ কিম্বা গুড় ও হরীতকী, অথবা জীরা ও গুড় সমভাগে অনুপান করিবে। ইহার প্রভাবে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং বাতষ্ঠিলা, কমঠি, কাংস্যক্রোড়, অগ্রমাংস, শূল, ভগন্দর, ও কাস রোগ দূরীভূত হয়।

অগ্নিকুমার লৌহ।

যমানী মরিচং শুণ্ঠী লবঙ্গৈলা বিড়ঙ্গকং।
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং লৌহচূর্ণন্ত তৎসমং।
রসস্য গন্ধকস্যাপি পলৈকং কজ্জলীকৃতং ॥
ঘৃতেন মধুনা খাদ্যং লৌহমগ্নিকুমারকং।
যকৃৎপ্লীহোদরহরং গুল্মঞ্চাপি হলীমকং ॥
বলবর্ণাগ্নিজননং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনং।
শ্রীমদগহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে ॥

ফুঁতিয়া, হিঙ্গু, সোহাগা, সৈন্ধব, ধনিয়া, জীরা, যমানী, মরিচ, শুণ্ঠী, লবণ, এলাচী, বিড়ঙ্গ, ইহারা প্রত্যেকে এক তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এবং সর্ব্বসমষ্টির লৌহ চূর্ণ এবং কজ্জলী ৮ তোলা দিয়া এই সমস্ত একত্র পেষণ করিবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে; এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, উদরী, গুল্ম ও হলী-মক, বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বল, বর্ণ, অগ্নি, কান্তি, পুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জগৎ রক্ষার জন্য শ্রীগহনানন্দ নাথ এই ঔষধ আবি-ষ্কার করেন।

তাম্রেশ্বর বটী।

হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চাপামার্গস্য চ পাত্রকং।
অর্কপাত্রস্তথা স্নুহীপত্রঞ্চ সমভাগিকম্ ॥
সৈন্ধবন্তৎসমং গ্রাহ্যং লৌহং তাম্রঞ্চ তৎসমং।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমাম বাতং সুদারুণং ॥
অর্শাংসি ঘোরমুদরং মূর্চ্ছাং পাণ্ডুং হলীমকং।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ যক্ষ্মানং শোথ মেব চ ॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু, অপামার্গপত্র, আকন্দপত্র, সিজপত্র, ইহারা প্রত্যেকে একভাগ, এবং সর্ব্ব-সমান সৈন্ধবলবণ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ইহার সহিত সমুদায়ের সমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত একত্র পেষন করিয়া সেবন করিবে প্লীহা, যকৃৎ, আমবাত, অর্শ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অতিসার, যক্ষ্মা ও শোথ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণবল্লভ রস।

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুল্যং হিঙ্গুফলত্রিকং।
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গণং ত্রিবৃৎ ॥
প্রত্যেকঞ্চ পলং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধে ন পেষিতং।
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্বারিণা মধুনাপিবা ॥
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দ ভাষিতঃ।
দোষং রোগঞ্চ সংবীক্ষ্যযুক্ত্যাবা রুচি বর্দ্ধনং ॥

নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদার্ব্বুদং।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানি চ হলীমকং॥
অপচীং বাতরক্তঞ্চ কণ্ডুং বিস্ফোটককুষ্ঠকং।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলার্ত্তি ভয়েষপি॥

লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজমূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা, তেউড়ী, ইহাদের প্রত্যেকের আটতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারি রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া জল অথবা মধুর সহিত সেবন করিবে।

এই ঔষধ স্বয়ং পঞ্চানন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রোগ ও দোষ বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রাবৃদ্ধি করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে কামলা, পাণ্ডু, আনাহ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ব্রণ, হলীমক, অপচী, বাতরক্ত, কণ্ডু বিস্ফোট ও কুষ্টরোগ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয় লৌহ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং সমং।
গন্ধকাদ্দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রঞ্চ তুত্থকং॥
দ্বিক্ষারং টঙ্কণবিড়ং বরাটমথ শঙ্খকং।
চিত্রকং কুনটী তালকটুকী রাম-ঠন্তথা॥
রোহিতকস্ত্রিবৃচ্ছিম্বা বিশালাধবমম্বোঠং।
অপমার্গং তালগুমল্লিকা চ নিশাযুগং॥
কানকত্বথকঞ্চৈব যকৃদর্দ্দং রসাঞ্জনং।
এতানি সমভাগানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসেনৈব গুড়্চ্যা স্বরসেন চ।
মধুনঃ কুড়বৈর্ভাব্যং বটিকা মাষমাত্রতঃ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগকুলান্তকং॥
প্লীহানং স্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরং।
চিরজং কুলজঞ্চৈব শ্লীপদং হন্তি দারুণং॥
রোগানী করিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতং পুরা।
মৃত্যুঞ্জয়মিদং লৌহং সিদ্ধিদং শুভদং নৃনাং॥

পারা গন্ধক ইহারা প্রত্যেকে একভাগ দুইভাগ লৌহ, তাম্র চারিভাগ, ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার সাচিক্ষার) সোহাগা, বিটলবণ, কপর্দ্দক, শঙ্খ, চিতা মনঃশিলা, হরিতাল, কটুকী, হিঙ্গু, রোহিতক (রয়না) তেউড়ী, তালজটা, তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জয়পাল, তুঁতিয়া, রসাঞ্জন, রোহিতক ইহারা প্রত্যেকে একভাগ এইসকল পদার্থ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করত আদার রসে সাতবার গুড়ূচীর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। এবং মধু দ্বারা ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণে বটীকা করিবে। রোগীর রোগ ও দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান স্থির করিয়া প্রতিদিন প্রাতে এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং প্লীহা, জর, কাস, বিষমজ্বর, শ্লীপদ প্রভৃতি চিরজাত ও কৌলিকরোগ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং ধন্বন্তরি এই ঔষধ পূর্ব্বকালেপ্রকাশ করিয়াছেন।

যকৃদরি লৌহ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য চাভ্রকস্য পলার্দ্ধকং।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং নিষ্পাকাজ্যিতচং পলং॥
মৃগাজিনভস্মপলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
যাবৎ প্লীহোদরঞ্চৈব কামলাঞ্চ হলীমকং।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্ত্যাশু বর্ণাগ্নিকারকং।
যকৃদম্বিত্তিদং লৌহং বাতগুল্ম বিনাশনং॥

লৌহ চারিতোলা, অভ্র চারিতোলা, তাম্র, দুইতোলা, লেবুরমূলেরছাল আটতোলা, মৃগচর্ম্মভস্ম আটতোলা. এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া নয়রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা প্লীহা, উদরী, কামলা, হলীমক, কাস, শ্বাস, জর বিনষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি পাইয়া থকে। ইহা ঔষধ প্রভাবে বাত গুল্ম নষ্ট হইয়া থাকে

প্লীহার্ণব রস।

হিঙ্গুলং গন্ধকং টঙ্কমভ্রকং বিষমেব চ।
প্রত্যেকং পলিকং ভাগং চূর্ণয়েদতিচিক্কণং॥
পিপ্পলী মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ পলার্দ্ধকং।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাৎ বল্লমাত্রাং প্রযত্নতঃ॥
সেব্যা শেফালিদলজৈর্ব্বটী মক্ষিকসংযুতা।
প্লীহানং ষট্ প্রকারঞ্চ হন্তি শীঘ্রং ন সংশয়ঃ
জ্বরং মন্দানলঞ্চৈব কাসং শ্বাসং বমিংভ্রমিং।
প্লীহার্ণব ইতি খ্যাতো গহনানন্দ ভাষিতঃ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, ও বিষ ইহারা প্রত্যেকে একপল গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তাহাদিগের সহিত পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক চারিতোলা মিশ্রিত করিবে। সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া ছয়রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ সেফালী পত্রের রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে ষট্প্রকার প্লীহা এবং জর মন্দাগ্নি কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি প্রভৃতি ধ্বংশ হইয়া থাকে।

প্লীহারি রস।

দিকর্ষং লৌহভস্মাপি কর্ষং তাম্রং প্রদাপয়েৎ॥
শুদ্ধ সূতং তথাগন্ধং কর্ষনানং ভিষগ্বরঃ॥
মৃগাজিনং ভস্মপলং লিম্পাকা জিবৃতং চ পলং।
এবং ভাগ ক্রমেণৈব কুর্য্যাৎ প্লীহারিকাং বটীং॥
নবগুঞ্জামিতাং খাদোচ্চাথ নিত্যং হিপুতবান্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মাদিকভগন্দরান্॥

লৌহ চারিতোলা, তাম্র, পারা ও গন্ধক দুইতোলা মৃগচর্ম্মভস্ম ও নেবুরমূলের ছাল প্রত্যেক আটতোলা এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন করিয়া নয়রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে। ইহা দ্বারা অসাধ্য প্লীহারোগ যকৃৎ, পাণ্ডুরোগ গুল্ম ও ভগন্দর নিশ্চয় ধ্বংস হয়।

প্লীহা শার্দ্দুল রস।

সূতকং গন্ধকং ব্যোষং সমভাগং পৃথক্ পৃথক্।
এভিঃ সমং তাম্রভস্ম যোজয়েদ্বৈদ্য বুদ্ধিমান্।
মনঃশিলা বরাটঞ্চ তুল্যং রামঠলৌহকং।
জয়ন্তী রোহিতঞ্চৈব ক্ষার টঙ্গণ সৈন্ধবং॥
বিড়ং চিত্রং কাণকঞ্চ রস তুল্যং পৃথক্ পৃথক্।
ভাবয়েস্ত্রিদিনং যাবৎ ত্রিবৃচ্ছিত্রকণাদ্রকৈঃ॥
গুঞ্জা মাত্রাং বটীং খাদেৎ সদা প্লীহ বিনাশনম্।
মধু পিপ্পলী সংযুক্তং দিগুঞ্জাং বা প্রয়োজয়েৎ॥
প্লীহানাং হোংসঞ্চ যকৃদ্ গুল্মং সুদুস্তরং।
অগ্নি মান্দ্যে জরেঞ্চৈব সর্ব্বজ্বরেষু চ॥
শ্রীমদগ হল নাথেন ভাষিতঃ প্লীশার্দ্দূলং।

পারা, গন্ধক, ত্রিকটু ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ এবং সর্ব্বসমান তাম্রভস্ম আর পারদের তুল্য মনঃশিলা, কপর্দক, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতক, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতা, জয়পাল এই সমস্ত একত্র করিয়া তেউড়ী, চিতা, পিপুলী ও আদার রসে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়। কিম্বা মধু ও পিপ্পলী চূর্ণের সহিত দুই-রতি প্রমাণ এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা প্লীহা, অগ্রমাংস যকৃৎ ও গুল্মদুর সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, উদরী, শোথ, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য জর প্লীহা প্রভৃতিরোগে এই ঔষধ প্রশস্ত। শ্রীগহনানন্দ নাথ এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং কুনটীমৃততাম্রকং।
বিষমুষ্টিবরাটঞ্চ তুত্থং শঙ্খং রসাঞ্জনং॥
জাতিফলঞ্চ কটুকী দ্বিক্ষারং কানকন্তথা।
ব্যোষং হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চ প্রত্যেকং সূততুল্যকং॥
শ্লক্ষচূর্ণী কৃতং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েত্ততঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্র রসে ন চ॥
সূর্য্যাবর্ত্তেন মতিমান্ বটীকাং কারয়েত্ততঃ।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমষ্টলাঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অগ্রমাংসং তথা শোথং তথা সর্ব্বোদরানি চ।
বাতরক্তঞ্চ কমঠং চান্তর্বিদ্রধি মেব চ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, বিষমুষ্টি, কপর্দ্দক, তুতিয়া, শঙ্খ, রসাঞ্জন, জাতী-ফল, কটুজ, ক্ষারদ্বয়, জয়পালবীজ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিবে পরে স্থলটার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া বিল্বপত্রের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর স্থলটার রসে পেষণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, অগ্রমাংস, যাবতীয় উদরী বাতরক্ত অন্তর্বিদ্ধি এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্‌গুড় পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং হিঙ্গু কুষ্ঠং লবণপঞ্চকং।
ত্রিক্ষারং ফেণকং চব্যং শ্রেয়সী কৃষ্ণজীরকং॥
তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাত্যাং কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গোদ্ভবং ক্ষারং চিত্রায়াঃ চিত্রকস্তথা॥
এতানি সমভাগানি পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
গুড়তুল্যাং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চৈব কণোদ্ভবং॥
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাত্রে মোদকান্ সুপকল্পয়েৎ।
ভক্ষয়েদ্বর্দ্ধয়েন্নিত্যং প্লীহানং হস্তিদুস্তরং।
প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং বহ্নিমান্দ্যকং।
জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধস্তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মাতা হ্যেষা সুবৃহদ্গুড়পিপ্পলী॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, কুড়, পঞ্চলবণ, ক্ষারত্রয়, সমুদ্রফেন,চৈ, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুষ্মাণ্ডলতাভস্ম, অপামার্গভস্ম, তেঁতুলেরকল্কলভস্ম, এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাদিগের সহিত সর্ব্বসমান পুরাতন গুড় এবং গুড়ের সমান পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া দৃঢ়পাত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ এই মোদক এক একটি সেবন করিলে প্লীহা, প্রমেহ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, গুল্ম, জীর্ণজ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস বিদূরীত হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমার এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

মহামৃত্যুঞ্জয় রস।

রস গন্ধকলৌহাভ্রং কুনটীতুল্য তাম্রকং।
সৈন্ধবঞ্চ বরাটঞ্চ বাগুজী বিড়শঙ্খকং॥
চিত্রকং হিঙ্গু কটুকী দ্বিক্ষারং কট্‌ফলস্তথা।
রসাঞ্জনং জয়ন্তী চ টঙ্গনং সমভাগিকং॥
এতৎসর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ দিনমেকং বিভাবয়েৎ।
আর্দ্রাকস্বরসেনৈব গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেন চ॥
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েন্মধুনাসহ।
নানা রোগপ্রশমনো যকৃদ্গুল্মোদরা পিচ॥
অগ্রমাংসং তথা প্লীহমগ্নিমান্দ্যমরোচকং।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
মহামৃত্যুঞ্জয়ো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা তুঁতিয়া তাম্র, সৈন্ধব, কপর্দ্দক,সোমরাজ, বিট্‌লবণ, শঙ্খ, চিতা, হিঙ্গু, ত্রিকটু, ক্ষারদ্বয়, কট্‌ফল, রসাঞ্জন জয়ন্তী ও সোহাগা এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিবে। পরে এক দিবস আদার রসে ও এক দিবস গুড়ূচীর রসে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী মধুর সহিত সেবন করিলে নানারোগ বিনষ্ট হয়। এবং যকৃৎ, গুল্ম, উদরী, অগ্রমাংস, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য,অরুচী বিদূরীত হইয়া থাকে। স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ আবিষ্কার করেন।

তাম্রকল্প।

অক্ষপারদগন্ধঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্।
সর্ব্বৈঃ সমং ভবেত্তাম্রং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্ত রসৈঃ পশ্চাৎ কণামোচরসেন চ।
যোজয়েত্তীব্র ঘর্ম্মেতু যাবৎ সর্ব্বন্ত জীর্য্যতি॥
জম্বীরস্য রসৈর্ভূয়ো রসং দণ্ডেন চালয়েৎ।
দৃঢ়ে শিলাময়ে পাত্রে চূর্ণয়েদতি শোভনং॥
রক্তিদ্বয়ক্রমেণৈব যোজ্যং মাষদ্বয়াবধি॥
হ্রাসয়েচ্চৈব ক্রমেণৈব তথা চৈব বিবর্দ্ধয়েৎ॥
জীর্ণে ভুঞ্জীত শাল্যন্নং ক্ষীরং ঘৃতং সমন্বিতং।
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং গ্রহণীং বিষমজ্বরং॥
চিরজ্বরং প্লীহাগদং যকৃদ্রোগং মূহুস্তরং।
অগ্রমাংসং তথা শোথং কাস্যক্রোড়ং সুদুর্জ্জয়ং॥
কমঠঞ্চ তথা শোথমুদরঞ্চ সুদারুণং।
ধাতুবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং বলবর্ণকরং শুভং॥
সদ্যো বহ্নিকরঞ্চৈব সর্ব্বরোগ হরং পরং।
মুখশুদ্ধির্ব্বিধাতব্যাপথৈশ্চূর্ণ সমন্বিতৈঃ॥
তাম্রকল্পমিদং নাম্না সর্ব্বরোগপ্রশান্তয়ে।

সৌবর্চ্চল, পারা, গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা এই সকলের সমান তাম্র মিশ্রিত করিয়া জামিরের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে সুণ্টার রস, পিপ্পলীর কাথ ও সিমুলের রস ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর পুনরায় জামিরের রসে পেষণ করিয়া দৃঢ় শিলাতলে পেষণ করিতে করিতে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুইমাসা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন দুইরতি

করিয়া বৃদ্ধি করত দুইমাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। পরে দুইরতি করিয়া হ্রাস করিতে হইবে। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে শালী তণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ ও ঘৃত পথ্য করিতে হয়। ইহার প্রভাবে অম্লপিত্ত, গ্রহণী, বিষমজ্বর. চির-কালীনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ,অগ্রমাংস,শোথ, কাংস্য-ক্রোড় ও কমঠরোগ প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহা ধাতুবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, বলবর্ণকর অগ্নিদ্দীপক, এই ঔষধ সেবন করিয়া চূর্ণনক্ত পান ভক্ষণ করিয়া মুখ শুদ্ধি করিতে হয়।

বজ্রক্ষার।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারং সুবর্চ্চলং।
টঙ্গণং স্বর্জ্জিকাক্ষারন্তুল্যং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ॥
অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েত্র্যহং।
তেন লিপ্তার্কপত্রঞ্চ রুদ্ধা চান্তঃপুটে পচেৎ॥
তৎক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যূষণস্ত্রিফলা রজঃ।
জীরকং রজনীবহ্নিনবভাগং সমং সমং॥
ক্ষীরার্দ্ধমেব সর্ব্বঞ্চ একীকৃতং প্রযোজয়েৎ।
বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা॥
সর্ব্বোদরেষু গুল্মেষু শূলদোষেষু যোজয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যেপ্য জীর্ণেহপি ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ং॥
বাতাধিকে জলং কোষ্ণং ঘৃতং বা পৈত্তিকে হিতং।
কফে গোমূত্র সংযুক্তমারনালাং ত্রিদোষজে॥

করকচ, সৈন্ধব, কুড়, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল, সোহাগা, সাচিক্ষার এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিবে। তদনন্তর আক-ন্দেরক্ষীর ও সীজের দুগ্ধে তিন দিবস রৌদ্রতাপে ভাবনা দিয়া ইহা দ্বারা একখণ্ড তাম্রপত্র লেপন করিবে পরে মূষা মধ্যে রুদ্ধ করত পাক করিবে ঐ তাম্রপত্র ভস্ম হইলে চূর্ণ করিয়া তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা, চিতা, এই নয় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে ক্ষারের অর্দ্ধ পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। স্বয়ং পিনাকী এই ঔষধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই ঔষধ দ্বারা অশেষবিধ উপদ্রবযুক্তগুল্ম, শূলরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ-রোগে দুই রতি নিষ্ক পরিমাণে সেবন করিবে। বাতরোগে কিঞ্চিৎ গরম জল পৈত্তিকরোগে ঘৃত শ্লৈষ্মিকরোগে গোমূত্র এবং ত্রিদোষ জন্য রোগে কাঁজির সহিত সেবন করিবে।

বারিশোষণ রস।

চতুর্ব্বিংশতি ভাগাঃ স্যুর্গন্ধাদ্বঙ্গং তদর্দ্ধকং॥
বঙ্গভাগাত্তবেদর্দ্ধঃ পারদঃ কৃষ্ণমভ্রকং॥
চতুর্দ্দশবিভাগং স্যাদ্ মৃতং তদ্বীয়তে পুনঃ।
মৃতলোহমষ্টভাগং মৃততাম্রং নবাত্র তৎ॥
মৃত হেমদ্বয়ং তেষাং মৃতরূপঞ্চ সপ্তকং।
অতিশুদ্ধমতিস্থূলং মৃতং হীরং ত্রয়োদশ।
ভাগা গ্রাহ্যা মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্যাত্র ষোড়শ॥
অষ্টাদশমিতং গ্রাহ্যং নবকাশীশকং পুনঃ।
তুত্থাঞ্চষড়েবাত্র নবীনং গ্রাহ্য মেব চ॥
তালকঞ্চ চতুর্ভাগং শিলা যোজ্যাত্রয়োবুধৈঃ।
শৈলেয়ং পঞ্চ দাতব্যং সর্ব্বমেকত্র নূতনং॥
মৃতমৌক্তিকভাগৈকং সৌভাগ্যং দ্বয় মেব চ॥
কুট্টয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ জম্বীরস্য রসেন বৈ।
ভাবয়েৎ সপ্তধা গাঢ়ং গুড়িকাস্তস্য কারয়েৎ॥
পানকদ্বিতয়ে কৃত্বা মুদ্রয়েৎ পানকদ্বয়ং।
ঘটমধ্যে নিবেশ্যাথ দত্বা পূর্ব্বঞ্চ বালুকাং॥
উর্দ্ধঞ্চতাং পুনর্দত্বা বালুকাং মুদ্রয়েন্মুখং।
অহোরাত্রং দহে দগ্নৌ সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
বকুলস্য চ বীজেন কণ্টকারী দ্বয়ে ন চ।
গুড়ূচী ত্রিফলা বারা ভাবয়েৎ সপ্তসপ্ততঃ॥
বৃদ্ধদাররসোনাপি তথা দেয়াস্তু ভাবনাঃ।
গিরিকর্ণ্যা রসেনাপি রোহিতমৎস্যপিত্ততঃ॥
এবং সিদ্ধো ভবেৎ সম্যক্ রসার্গো বারিশোষণঃ।
দেবান্ গুরূন্ সমভ্যর্চ্য যতিনো গুরুবস্তথা॥
রক্তিকাদ্বিতয়ং দেয়ং সন্নিপাতে সমুচ্ছ্রয়ে।
মরিচেন সমং দেয়ং তেন জাগর্ত্তি মানবঃ॥
শ্লৈষ্মিকে চ গদে দেয়ং গ্রহণ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
প্লীহ্নি পাণ্ডৌ প্রযোক্তব্যং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
শূলরোগে প্রযোক্তব্যমুদাবর্ত্তে বিশেষতঃ।
কুষ্ঠে সদুষ্টে দেয়োয়ং কাকোডুম্বরিকাম্ভসা॥
অতিবহ্নিকরঃ শ্রীদো বল বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
ধন্বন্তরি কৃতঃ সদ্যো রসঃ পরম দুর্লভঃ।
সর্ব্বরোগে প্রযোক্তব্যো নিঃ সন্দেহ ভিষগ্বরৈঃ॥

গন্ধক ২৪ ভাগ, বঙ্গ ১২ ভাগ, পারা ৬ ভাগ কৃষ্ণাভ্র ১৪ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, তাম্র ৯ ভাগ স্বর্ণ ২ ভাগ রৌপ্য ৭ ভাগ অতিশয় শুভ্র ও অতিশয় স্থূল হীরক ১৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬

ভাগ হিরাকস ১৮ ভাগ তুঁতিয়া ২ ভাগ, হরিতাল ৪ ভাগ মনঃশিলা ৩ ভাগ শিলাজতু ৫ ভাগ মুক্তা দুইভাগ সোহাগা ২ ভাগ এই সমস্ত পদার্থ একত্র চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া একটি মুছির মধ্যে রাখিয়া অপর মুছি দ্বারা আবৃত করিবে এবং উহা একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়ি বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে ঐ হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া একদিবামাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে নামাইয়া তাহার সহিত বকুলবীজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুড়ূচী, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, অপরাজিতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে সাতবার ভাবনা দিবে তদনন্তর এই প্রকারে ভাবনা সমাধা করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে ব্রিশোষণ রস কহে। দেবতা, গুরুদেবের পূজা করিয়া প্রবল সান্নিপাতিক রোগে মরিচের চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। শ্লেষ্মজন্য রোগ, গ্রহনী, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা ও পাণ্ডু রোগে এই বটী ত্রিফলার ক্বাথের সহিত এবং এবং শূল, উদাবর্ত্ত ও কুষ্ঠ রোগে কাঠডুমুরের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা অগ্নিদীপক, শ্রীপদ এবং বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। স্বয়ং ধন্বন্তরি ইহার আবিষ্কারক।

উদরাময়কুম্ভকেশরী।

রসগন্ধকভস্মতাম্রকং কটুকক্ষার যুগং সটঙ্কণং।
কণমূলকবচব্যচিত্রকং লবণা নি যমানি রামঠং॥
সমভাগ মিদং বিভাবয়েৎ থরাতপেস্বথ জম্বুবারিণা।
উদরাময়কুম্ভকেশরীরস এষ প্রথিতোস্য মাষকঃ॥
সুরবার্য্যনুপানয়েন্তিষক্ প্রসভং হন্তিগ্রহণজং গদং।
যকৃতং ক্রিমিযগ্রমাংসকং কমঠং প্লীহজলোদরা স্বয়ং॥
জঠরানলসান্দ্ধিগুল্মকং পরমসাম্যমথাম্লপিত্তকং॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, ত্রিকটু, যবক্ষার, সোহাগা, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, পঞ্চলবণ, যমানী, হিঙ্গু, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া জামছালের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাকে উদরাময় কুম্ভকেশরী কহে। ইহা একমাস সেবন করিয়া সুরা অথবা জল অনুপান করিবে। ইহা সেবনে যকৃৎ, ক্রিমি, অগ্রমাংস, কমঠ, প্লীহা জলোদর, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

দারুভস্ম।

দারুসৈন্ধব গন্ধঞ্চ ভস্মীকৃতো প্রযত্নতঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

দারুমুষ, গন্ধক, ও সৈন্ধবলবণ এই সমস্ত ভস্ম করতঃ একত্র চূর্ণ করিবে, ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্র-মাংস ও যকৃৎ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বতোভদ্র।

সূতং গন্ধং তপনগগনং কান্তলৌহস্য চূর্ণং।
কৃত্বৈকস্মিন্ দৃশদি পিষিতং শৃঙ্গবেরস্য বারা॥
যুঞ্জ্যাদ্রোগে যকৃতি গুদজে প্লীহ্নি সর্ব্বজ্বরেষু।
শোথে পাণ্ডৌ ক্রিমিকৃতগদে সর্ব্বতঃ কামলায়াঃ॥
কাসে শ্বাসে চ মেহে জঠরজলগদে সর্ব্বদোষ প্রভূতে।
খ্যাতো যোগঃ সুরমণিকৃতঃ সর্ব্ব রোগৈকহন্তা॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ও কান্তলৌহ, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া একত্র পাষাণপরি আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বড়ি করিবে। ইহা যকৃৎ, গুদরোগ, প্লীহা, সর্ব্ব প্রকার জ্বর শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমিরোগ, কামলা, কাস, শ্বাস, মেহ ও উদর রোগে প্রযোজ্য। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্বর প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতিতে পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মুগ, বা, ছোলার ডাউলেরঝোল, পটোল, বেগুণ প্রভৃতির তরকারী, কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, বদ্ধাদুগ্ধ হিতকর, রোগী দুর্ব্বল হইলে কাপোত, কুক্কুট, বা ছাগমাংসের যূষ হিতকর।

রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে সুজির রুটী, দুগ্ধ সাগু, এরারুট, খাইতে পারেন। জল খাবার মিছরি, খেজুর, কিস্‌মিস, গুরুপাক দ্রব্য, ভাজা পোড়া, দ্রব্য শাক, অম্ল, অম্ল, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শৈথ্য সেবন প্রভৃতি সর্ব্বথা পরি বর্জ্জন করিবে।

উদর রোগ।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সুতরামুদরাণি চ।
অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জ্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ॥

সমস্ত রোগই বিশেষতঃ উদর রোগ অগ্নিমান্দ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত অজীর্ণকরদ্রব্য অজীর্ণ দোষ জনক দ্রব্য সেবনে এবং মল সঞ্চয়ের দরুণ ও উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উদর রোগের সম্প্রাপ্তি।

রুদ্ধা স্বেদাম্বুবাহিনী দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ।
প্রাণাগ্ন্য পানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাং॥

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া উদর রোগ উৎপন্ন করে।

উদর রোগের সামান্য লক্ষণ।

আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ॥
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তিহি॥

উদরে আধ্মান, এবং গমনে অসমর্থ, দেহের দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, সমস্ত অঙ্গের অবসাদ, অধোবায়ু ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, দাহ, তন্দ্রা, এই সমস্ত, লক্ষণ সকল প্রকার উদর রোগে প্রকাশিত হয়।

উদর রোগের নিদান ও সংখ্যা।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।
সম্ভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু॥

উদর রোগ অষ্টবিধ যথা; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, প্লীহা, বদ্ধ, ক্ষত এবং উদক ভেদে এই আট প্রকার উদর রোগ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বাতজ উদর রোগের লক্ষণ।

তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভি কুক্ষিষু।
কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনং॥

শ্যাবারুনত্বগাদিত্বমকস্মাদ্বৃদ্ধিহ্রাসবৎ॥
সতোদভেদমুদরং তনুকৃষ্ণ শিরাততং।
আধ্মাতদৃতিবচ্ছব্দমাহতং প্রকরোতি চ॥
বায়ুশ্চাত্রসরুক্শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতো গতিঃ॥

বায়ু জনিত উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ, এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটী, ও পর্ব্ব সমূহে বেদনা, শুষ্ককাস, গাত্রবেদনা, শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব, মলরোধ, ত্বক্‌চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির শ্যামবর্ণতা বা অরুণ বর্ণতা, অকস্মাৎ উদর শোথের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি, উদরে সূচীভেদবৎ বেদনা বা ভঙ্গবৎবেদনা, এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহের উৎপত্তি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সমস্ত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

পিত্তিজনিতউদররোগের লক্ষণ।

পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা।
ভ্রমোতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং দহ্যতে॥
ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রকারং প্রস্য়তে॥

পৈত্তিক উদররোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, কটুতা, ভ্রম, অতিসার ও ত্বক্ নয়নাদির পীতবর্ণতা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং উদর ঘর্ম্মযুক্ত, উষ্মা বিশিষ্ট, দাহান্বিত কোমল স্পর্শও হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হয়। এবং বোধ হয় যেন উহা হইতে ধূমোদ্বমন হইতেছে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদর রূপে পরিণত হয়। এবং সর্ব্বদা বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত উদররোগের লক্ষণ।

শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বাপশ্বয়থুগৌরবং।
নিদ্রোৎক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিষু॥
উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং মহৎ।
চিরাভিবৃদ্ধং কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরং॥

শ্লেষ্মাজনিত উদর রোগে অঙ্গের অবসন্নতা, শোথ, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং উদরশোথ বৃহৎ, স্তিমিত, স্নিগ্ধ, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু, স্থির, এবং শুক্রবর্ণ শিরা সমুহে আবৃত হয় এবং এই কফোদর অতিদীর্ঘ কালে বর্দ্ধিত হয়।

সন্নিপাতজন্য উদররোগের লক্ষণ

স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখলোমমূত্র
বিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ।
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাশ্চ
দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা॥
তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ
কুর্য্যঃ সুঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গং।
তচ্ছীতবাতে ভূশদুর্দ্দিনে চ
বিশেষতঃ কুপ্যতিদহ্যতে চ॥
স চাতুরো মুহ্যতি হি প্রসক্তং
পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ।
দূষ্যোদরং কীর্ত্তিত মেতদেব
প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥

যে দুষ্ট স্বভাবা স্ত্রীলোক উপপতিকে বশীভূত করিবার জন্য অন্ন পানীয় পদার্থের সঙ্গে, নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা ও আর্ত্তব শোণিত প্রদান করিয়া থাকে, সেই মলিন অন্ন আহার করিলে, কিম্বা শত্রু প্রদত্ত সংযোগজ বিষ ভোজনে অথবা সবিষ মৎস্য ও তৃণ পত্রাদির ক্বাথ মিশ্রিত দূষিত জল, অথবা দূষিত বিষ সেবন করিলে রক্ত ও বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর জঠর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই ত্রিদোষ অর্থাৎ সন্নিপাতিক উদর রোগ কহিয়া থাকে। এই প্রকার উদর রোগ শীতে, বাতে, ও অতি দুর্দ্দিনে অতিশয় কুপিত হইয়াও দাহ যুক্ত হয়। এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃষ্ণ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দূষ্যোদর কহা যায়।

প্লীহোদর।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ
প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
প্লীহোত্থ মেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র॥
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্ত লিঙ্গৈ
রূপদ্রুতঃ ক্ষীণ বলোঽতিপাণ্ডুঃ।
সব্যান্যপার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে
জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব॥

বিদাহি ও শ্লেষ্মকরদ্রব্য আহারজনিত ব্যক্তির রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্লীহাজনিত উদররোগকে প্লীহোদর কহে। প্লীহোদরে বামপার্শ্ব বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার হইলে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিশক্তিহীন, কফ পিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। যে প্রকার উদরের বামপার্শ্বে প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, সেই প্রকার উদরের দক্ষীন পার্শ্বে যকৃদ্দাল্যুদর কহিয়া থাকে।

উদাবর্ত্তরুজানাহৈর্মোহতৃড়্দহনজ্বরৈঃ।
গৌরবারুচিকাঠিন্যৈর্বিদ্যাত্তত্র মালান্ ক্রমাৎ॥

প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরে বায়ুর কোপ হইলে উদাবর্ত্ত, বেদনা ও অনাহ, পিত্তের প্রকোপ থাকিলে, মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর, কফের প্রকোপ থাকিলে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কাঠিন্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বদ্ধগুদোদরের লক্ষণ।

যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্ব্বা
বলাশ্মভির্ব্বা পিহিতং যথাবৎ।
সঞ্চীয়তে তস্য মলঃ সদোষঃ
শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাড্যাং॥
নিরুধ্যতে তস্য গুদে পুরীষং-
নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পচাল্পং।
হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি
তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি॥

যাহার অন্ত্রনাড়ী, শাকশালুকাদি পিচ্ছিল অন্ন অথবা চুল ও কর্করাদি দ্বারা বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ মল, সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত ধুলি রাশির ন্যায় ক্রমে যাহার অন্ত্রনাড়ী আচ্ছাদিত হয় এবং সেই সমস্ত কারণ দ্বারা যাহার মল ক্রমে ক্রমে সম্মার্জ্জনীক্ষিপ্ত তৃণ ধুলাদির ন্যায় অন্ত্র নাড়ির মধ্যে সঞ্চিত হয়, তাহার গুহ্যদ্বারে মল বদ্ধ হইয়া কখন বা অতি অল্প অল্প নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তি স্থানে উদরের বৃদ্ধি হয়, ইহাকেই বদ্ধগুদোদর কহিয়া থাকে।

ক্ষতোদরের লক্ষণ।

শল্যং তথান্নোপহিতং যদন্ত্রং
ভুক্তং ভিনত্ত্যাগতমন্যথা বা।
তস্মাৎস্রুতোঽন্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ
স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ॥
নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিং
নিস্তুদ্যতে দাল্যতি চাতিমাত্রং।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং
দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥

যদি ভুক্ত দ্রব্যের সহিত কণ্টক ও কারকাদি ভক্ষণ করা যায়, কিম্বা আহার ব্যতীত অন্য কোন কারণ বশতঃ উহা প্রবিষ্ট হইয়া অন্ত্র-নাড়ীকে ভেদ করে, এনিমিত্ত ঐ অন্ত্রের ক্ষত স্থান হইতে জলের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হইয়া বারম্বার গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়, একারণ নাভির নিম্নভাগে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা ও বিদারণবৎ অতিশয় বেদনা-যুক্ত হয় ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহিয়া থাকে।

জলোদরের লক্ষণ।

যঃ স্নেহোপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা
বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথবা নিরূঢ়।
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য
স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হি তদ্বহানি॥
স্নেহোপলিপ্তেম্বথবাপি তেষু
দকোদরম্প র্ব্ববদভ্যুপৈতি।
স্নিগ্ধং মহত্তৎ পরিবৃত্তনাভি
সমাততং পূর্ণমিবাম্বুনা চ।
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতিকম্পতে চ
শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ॥

যে ব্যক্তি স্নেহদ্রব্যপান, অনুবাসন (স্নেহ পদার্থ দ্বারা পিচ্‌কারী) বমন, বিরেচন, অথবা নিরূহবস্তি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে শীতলজল পান করে, তাহার উদকবহা ধমনী সমস্ত পুরিত ও স্নেহ দ্বারা উপলিপ্ত হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় রস বহানাড়ীর বহির্ভাগে অন্ন রস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপাদন করে। এই জলো-দর রোগে উদর স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত প্রায়) ও বৃহৎ হয়, নাভির চারি পার্শ্বে বেদনা ও নাভি গভীর হয়। চতুপার্শ্বে জল পূর্ণের ন্যায় অনুভব এবং উদরে জল পূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় জল সঞ্চিত এবং উদর কম্পিত ও গুড় গুড় শব্দযুক্ত হয়। ইহাকেই জলোদর কহিয়া থাকে।

উদররোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

জন্মনৈবোদর সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতং।
বলিনস্তদজাতাম্বু যত্নসাধ্যং নবোত্থিতং॥
পক্ষাঘদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকংতথা।
প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রং চোদরং নৃণাং॥

সমস্ত প্রকার উদর রোগই উৎপন্ন হইবা মাত্রই প্রায়ই কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু রোগীর যদি বল থাকে এবং উদরে জল সঞ্চয় না হয় এবং রোগ অচিরোৎপন্ন, অর্থাৎ অল্পদিন

জাত হয় তাহাহইলে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসায় সাধ্য হয়।

বদ্ধ গুদোদর প্রায় পক্ষান্তেই প্রাণ নাশক হইয়া থাকে। কিন্তু শল্যশাস্ত্রোক্ত অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা ১৫ দিনের পর ও ইহাদিগকে কখন কখন সাধ্য হইতে দেখা যায়।

চরকোক্তো জাতকের লক্ষণ।

পয়ঃপূর্ণা দৃতিরিব ক্ষোভে শব্দকরং মৃদু।
অপ্রব্যক্তশিরাশৃঙ্গং নীরার্ত্তমুদরং মহৎ॥
আলস্তমাস্তবৈরস্তং মূত্রং বহু শকৃচ্ছ্রয়ং।
জাতোদকাস্ত লিঙ্গং স্যান্মন্দাগ্নিঃ পাণ্ডুতাপিচ॥
[চরকঃ]

বাতোদরে উদর ক্ষুব্ধ হইলে জল পূর্ণ চর্ম্ম পুটকের স্থায় অল্প শব্দ হয়, শিরা সকল অদৃশ্য হয় জলের দরুণ উদর অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত ঘটিলে রোগীর অতিশয় আলস্য, মুখের বিরসতা, মুত্রবাহুল্য, তরলমল, অগ্নিমান্দ্য ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

উদররোগেরঅন্যপ্রকারঅসাধ্য লক্ষণ।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থং উপক্লিন্নং তনুত্বচং।
বলশোণিতমাংসাগ্নি পরিক্ষীণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
পার্শ্বভঙ্গান্নবিদ্বেষশোথাতীসার পীড়িতং।
রক্তস্থাপ্যুদরিণং পূর্য্যমাণং বিবর্জ্জয়েৎ॥

রোগীর অক্ষিদ্বয়ে শোথ, শিশ্নবক্রতা, ত্বক পাতলা ও ক্লেদযুক্ত এবং অগ্নি রক্ত ও মাংস পরিক্ষীণ হয় এই প্রকার লক্ষণযুক্ত উদর রোগীকে ত্যাগ করিবে। এবং যে রোগীর পার্শ্বভঙ্গ, অগ্নিবিদ্বেষ, ও অতিসার হয় অথবা বিরেচন করাইলেও কোষ্ঠ পূর্য্যমান হইয়া থাকে তাহাকে ও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতঃপর সুশ্রুতোক্তউদর রোগের বিবরণ কথিত হইতেছে।

সুশ্রুতোক্তো উদররোগের বিবরণ।

ধন্বন্তরির্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠো রাজর্ষিরিন্দ্র প্রতিমো বভূব।
ব্রহ্মর্ষিপুত্রং বিনয়োপপন্নং শিষ্যং শুভং সুশ্রুতমন্বশাস্তঃ॥
পৃথক্ সমস্তৈরপি চেহ দোষৈঃ প্লীহোদরং বদ্ধগুদং তথৈব।
আগন্তুকং সপ্তমমষ্টমঞ্চ দকোদরং চেতি বদন্তি তানি॥
সুদুর্ব্বলাগ্নেরহিতাশনস্য সংশুষ্কপূত্যন্ননিষেবনাদ্বা।
স্নেহাদিমিথ্যাচরণাচ্চ জন্তোর্বৃদ্ধিং গতাঃ কোষ্ঠমভিপ্রপন্নাঃ
গুল্মাকৃতিব্যঞ্জিতলক্ষণানি কুর্ব্বন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দোষাঃ
কোষ্ঠাদুপস্নেহবদসসারো নিঃসৃত্য দুষ্টোঽনিলবেগনুন্নঃ॥
ততঃ সমুন্নমাংশনৈঃ সমন্তাদ্বিবর্দ্ধমানো জঠরং করোতিঃ।
তৎপূর্ব্বরূপং বলবর্ণ কাঙ্ক্ষা
বলী বিনাশো জঠরেহিরাজ্যঃ॥
জীর্ণাপ্যরিজ্ঞানবিদাহবত্যৌ বস্তৌ রুজঃ পাদঃ গতশ্চ শোকঃ
সংগৃহ্য পার্শ্বোদর পৃষ্ঠনাভীর্যদ্বর্দ্ধতে কৃষ্ণসিরাবনদ্ধং॥
সশূলমানাহ বহুপ্রশব্দং সতোদ ভেদং পবনাত্মকং তৎ।
যচ্চোষতৃষ্ণাজ্বরদাহযুক্তং পীতং সিরা যত্র ভবন্তিপীতাঃ॥
পীতাক্ষিবিন্মূত্রনখাননস্য পিত্তোদরং তত্বচিরাভিবৃদ্ধি।
যচ্ছীতলং শুক্লসিরা বনদ্ধং স্থিরং শুক্লনখাননস্য॥
স্নিগ্ধং মহচ্চোফযুক্তং সাসাদং কফোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি
স্ত্রিয়োঽন্ন পানং নখরোগমূত্রবিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তঽমসাধুবৃত্তাঃ॥
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়োগরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা।
তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষ্যাঃ কুর্ব্বন্তি
ঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গং॥
তচ্ছীত বাতভ্রসমুদ্ভবেষু বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ॥
সচাতুরো মূর্চ্ছতি সাম্পুসক্তং
পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতিতৃষ্ণয়া চ।
প্রকীর্ত্তিত দূষ্যদরন্তঘোরং প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥
বিদ্র্যাহভিষ্যান্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং সততং করোতি
প্লীহোদরং তৎপ্রবদন্তি তজজ্ঞাঃ॥

বামে চ পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র॥
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরূপদ্রুতঃ ক্ষীণ বলোঽতিপাণ্ডুঃ॥
সব্যেতস্মরস্মিন্ যকৃতিপ্রদুষ্টেজ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব।
যস্যান্ত্রমন্নৈরূপলেপিভির্ব্বা বালাশ্মভির্ব্বা সহিতৈঃ পৃথগ্বা॥
সঞ্চীয়তে তত্রমলঃ সদোষঃ ক্রমেণ নাড্যামিবসঙ্গরোহি।
নিরুধ্যতে চাস্য গুদেপুরীষং নিরেতিকৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পং॥
হৃন্নাভিমধ্যেপরিবৃদ্ধিমেতি যচ্চোদরং বিট্‌সমগন্ধিকঞ্চ।
প্রচ্ছর্দয়ন্ বদ্ধগুদীবিভাব্যস্ততঃ পরিস্রাব্যুদরং নিবোধ॥
শল্যং যদন্নোপহিতং তদন্ত্রং ভিনত্তিযস্যাগতমন্যথা বা।
তস্মাৎস্রুতান্ত্রৎসলিল প্রকাশঃ স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তুভূয়ঃ।
নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিংনিস্তুদ্যতেঽতীব বিদহ্যতে চ।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ।
যঃ স্নেহপীতোপ্যনুবাসিতো বা
বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথ বা নিরূঢ়।
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হিতবহ্যানি

স্নেহোপলিপ্তে ষথ বাপি তেষু দকোদরং পূর্ববদম্যুপৈতি,
স্নিগ্ধং মহৎ সম্পরিবৃত্ত নাভি ভৃশোন্নতং পূর্ণমিবাম্বুনা চ॥
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ
শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ।
আধ্মানং গমনে শক্তির্দৌর্ব্বল্য চ দুর্ব্বলাগ্নিতা॥
শোফঃ সদনমঙ্গানাং মঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ।
দাহস্তৃষ্ণা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি॥
অন্তে সলিলভাবন্ত ভজন্তে জঠরা নিতু।
সর্ব্বাণ্যেব পরীপাকাত্তদা তানি বিবর্জ্জয়েৎ॥

[সুশ্রুতঃ]

বিনয়াবনত শিষ্য ব্রহ্মর্ষিপুত্র সুশ্রুতকে ধন্বন্তরি উপদেশ করিতেছেন। শরীরস্থ দোষ সমস্ত পৃথকভাবে অথবা মিলিত হইয়া প্লীহোদর বদ্ধগুদ আগন্তুক ও দকোদর প্রভৃতি উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুষ্ক ও পুতি অন্ন ভোজনাদি দ্বারা অথবা স্নেহাদি মিথ্যা আচরণের দ্বারা দুর্ব্বলাগ্নি বা আহত ভোজনশীল প্রাণীর দোষ বর্দ্ধিত হয়। সেই বর্দ্ধিতদোষ কোষ্টদেশে গমনপূর্ব্বক গুল্মাকৃতি ও স্পষ্ট লক্ষণ বিশিষ্ট ঘোরতর উদরীরোগ জন্মাইয়া থাকে। স্নেহ সদৃশ অন্নের সারভাগ কোষ্ট হইতে নির্গত হইয়া ও কুপিত বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ত্বক উন্নমন পূর্ব্বক জঠর দেশ ক্রমে বর্দ্ধিত করে বল বর্ণ ও রুচি হ্রাস হওয়া ও জঠরে রেখা সমস্ত দৃশ্য হওয়া তাহার পূর্ব্বরূপ। জীর্ণের অপরিজ্ঞান অর্থাৎ জঠরদেশে সর্ব্বদা ভারবোধ থাকা অন্নের দ্বারা গলা জ্বালা করা, বস্তিদেশে পীড়া পাদশোফ, পার্শ্ব উদর পৃষ্ঠ ও নাভিদেশ বৃদ্ধি ও সেই সমস্ত অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ শিরার দ্বারা বদ্ধ উদর শূল অনাহের ন্যায় উগ্র শব্দ যুক্ত ও তোদ ভেদ বিশিষ্ট এই প্রকার উদররোগ বায়ু জন্য। শোথ তৃষ্ণা জ্বর দাহবিশিষ্ট পীতবর্ণ শিরাবর্দ্ধিত নেত্রমল, মূত্র নখ ও মুখ পীতবর্ণ, উদরীরোগে এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিলে পিত্তোদর কহা যায়। জঠরদেশ শীতল ও শুক্ল শিরার দ্বারা ব্যাপ্ত নখ ও মুখ শুক্লবর্ণ শরীর স্নিগ্ধ, অতিশয় শোফ এবং অবসাদ বিশিষ্ট কফোদরে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং কফোদর বিলম্বে বৃদ্ধি হয়। দুষ্টা স্ত্রীলোকের দ্বারা নখ রোম মূত্র মল বা আর্ত্তবযুক্ত অন্নপান প্রদত্ত হইলে বা শত্রুকর্ত্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে সেবন করিলে রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া জঠরে সান্নিপাতিক লক্ষণ বিশিষ্ট ঘোরতর উদরীরোগ জন্মায়। শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃতদিনে এই রোগে দোষ সকল কুপিত হইয়া দাহ উৎপন্ন হয়, রোগী মূর্চ্ছিত পাণ্ডুবর্ণ কৃশ ও তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়। ইহাকে দূষ্যোদর কহে। অতঃপর প্লীহোদরের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যাহারা বিদাহী ও অভিষ্যন্দ জনক দ্রব্য ভোজনে অনুরক্ত তাহাদিগের রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধন করে। ইহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহা বামপার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগী শীর্ণ হয়। দক্ষিণভাগে যকৃৎ দূষিত হইলে মন্দ মন্দ জ্বর হয়, অগ্নিমান্দ্য হয়। কফ পিত্তের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, রোগী দুর্ব্বল ও অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হয় ইহাকে যকৃদুদর কহে। অন্ন বা উপলেপী অর্থাৎ চট্‌চটে দ্রব্যের বা ক্ষুদ্র অশ্মখণ্ডের সংযোগ থাকুক বা না থাকুক যদি অন্ত্রমধ্যে দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া সোপান শ্রেণীর ন্যায় নাড়ীর মধ্যে অবস্থিত করে ও তদ্দ্বারা মলাধারে পুরীষ বদ্ধ হইয়া অতিকষ্টে অল্প অল্প নিঃসৃত হয়, হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরদেশ বৃদ্ধি হয় এবং বমনে বিষ্টার গন্ধ হয়, তাহাকে বদ্ধগুদ কহে। ভুক্ত অন্নে যদি কোন প্রকার শল্য অর্থাৎ কণ্টকাদি থাকে তবে সেই শল্যের নিঃসরণের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে অন্ত্রভেদ হইলে সেই অন্ত্র হইতে জলের ন্যায় আস্রাব নিঃসৃত হইয়া মলদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ বহির্গত হয়। তাহাতে নাভির অধোভাগের উদরদেশ বৃদ্ধি হয় এবং তোদ ও দাহ উৎপন্ন হয়। ইহাকে পরিস্রাবী উদরী কহিয়া থাকে।

এক্ষণে দকোদর অর্থাৎ জলোদর উক্ত হইতেছে। স্নেহপানের দ্বারা অনুবাসিত হইলে বমন বিরেচন করান হইলে অথবা বস্তি প্রয়োগ করা হইলে যদি শীতল জল পান করে,

তবে সেই জল বাহিনী নাড়ী সমস্ত দূষিত হইয়া অথবা পূর্ব্বের ন্যায় সেই জঠর দেশস্থ অগ্নী সমস্ত স্নেহোপলিপ্ত হইয়া দকোদর উৎপন্ন হয়, তাহাতে নাভিমণ্ডল স্নিগ্ধ অথচ বৃত্তাকারে শীঘ্র উন্নত জলপূর্ণের ন্যায় হয়। চর্ম্মখণ্ড জল পূর্ণ হইলে যেরূপ ক্ষুব্ধ কম্পিত হয়, দকোদর ও সেই প্রকার হইয়া থাকে। আগ্মান, গমনে অশক্তি দৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য শোফ অঙ্গের অবসন্নতা বায়ু ও পুরীষবদ্ধ হওয়া, সকল প্রকার জঠররোগে এই উপদ্রবগুলি জন্মে। যখন সমস্ত পরিপাক হইয়া জঠর মধ্যে সলিল ভাব প্রাপ্ত হয় তখন রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

উদর রোগের চিকিৎসা।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দোঽযতোঽনলঃ।
তস্মাদ্ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ॥
রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
পয়োমূত্রাসবারিষ্টান্মধুসীধু তথা পিবেৎ॥

উদররোগে রোগীর কুক্ষিপ্রদেশ দোষে পরিপূর্ণ থাকায় অগ্নিমান্দ্য ঘটে, তন্নিমিত্ত অগ্ন্যু-দ্দীপক ও লঘুদ্রব্য আহারার্থ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং রক্ত শালী যব, মুগ এবং মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের ক্বাথ, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট ও মধুকৃত সীধু রোগীকে পান করিতে দিবে।

বাতোদরং বলবতঃ পূর্ব্বং স্নেহৈর্বিরেচয়েৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্॥
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
তথাস্যানবকাশত্বাদ্বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥

বাতজ উদররোগে বলবান রোগীকে সর্ব্বাগ্রে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। তৎ-পর উহার উদরে সেক প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দ্রব্য দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এইপ্রকারে দোষের হ্রাস হওয়ায় পেটের স্ফীততার লাঘব হইলে বস্ত্রদ্বারা উদর প্রদেশ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিবে। উক্ত বস্ত্র বেষ্টনদ্বারা উদর চাপিত থাকায় বায়ু অতিরিক্ত স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায় কুক্ষিপ্রদেশে পুনঃ স্ফীততা উৎপন্ন হইতে পারে না।

উদরীরোগে দোষের অর্থাৎ বাতপিত্ত কফের অতিমাত্র সঞ্চয় এবং দোষ দ্বারা রস ও রক্ত বহ প্রণালী সমূহের মুখরুদ্ধ হওয়ায় উদররোগ উৎপন্ন হয়, সেই জন্য উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিন বিরেচণ করাণ বিশেষ আবশ্যক। রোগীর বিরেচন হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে যথা দোষ নাশক (অর্থাৎ বাতপিত্ত কফ) এই তিন দোষের যে কোন দোষ হইতে রোগ উৎপন্ন হইবে) দ্রব্যের সহ-যোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিলে উদররোগের প্রশমন করে।

পিপুল ও সৈন্ধবলবণ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতজনিত উদররোগীকে পান করাইলে উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিনী ও মরিচচূর্ণযুক্ত তক্র পিত্তজনিত উদর রোগীকে পান করাইলে পিত্তজনিত উদররোগ নিবৃত্তি হয়।

যমানী, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠেরচূর্ণ সহযোগে মধু মিশ্রিত তক্র কফোদ রীকে পান করাইলে কফজ উদররোগ শান্তি হয়।

মধুতৈলবচা শুণ্ঠী শতাহবাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরী জাতং সব্যোষন্তদকোদরী॥

মধু, তৈল, বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ এইদ্রব্যগুলি তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্লীহোদরীকে পান করাইবে। এতদ্ভিন্ন মরিচ পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত তক্র জলোদরীকে পান করিতে দিবে। ইহা জলোদরীকে পান করাইলে উল্লিখিত রোগ প্রশমিত হয়।

হবুষা (অভাবে ধনিয়া) যমানী, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবযুক্ত তক্র বদ্ধোদরীকে পান করাইলে উক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল ও মধু মিশ্রিত তক্র ছিদ্রোদরীকে পান করাইলে ছিদ্রোদর শান্তি হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিচয়োদরীকে পান করাইলে উক্তরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে। শরীরের গুরুতা অরুচি অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত এবং বাতকফ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তক্র অমৃতের স্থায় মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

বায়ুজনিত উদররোগে রোগী ক্রমশঃ দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিতে অভ্যাস করিবে। এই প্রকারে দুগ্ধ পান করিয়া শরীর সবল হইলে দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত দশমূলের ক্বাথের দ্বারা নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। উদাবর্ত্তযুক্ত উদররোগে বাতঘ্ন দ্রব্য ও কাঁজি প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের সহযোগে পাচিত এরণ্ড তৈল দ্বারা অনুসাবনবস্তি প্রয়োগ করিবে।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

সামুদ্রসৌবর্চ্চল সৈন্ধবানি,
ক্ষারং যবানামজমোদকঞ্চ।
সপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরং
হিঙ্গু বিড়ঞ্চেতি সমানিচূর্ণ্যাৎ॥
এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি
ভুঞ্জীত পূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্॥
বাতোদরং গুল্ম মজীর্ণভুক্তং
বায়ু প্রকোপং গ্রহণীঞ্চ দুষ্টাম্।
অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং
ভগন্দরঞ্চেতি নিহন্তি সদ্যঃ॥

সামুদ্রলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, পিপুল, চিতারমূল, আদা, হিঙ্গু ও বিট-লবণ এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে যথা প্রয়োজন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতোদর গুল্ম, অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তোদরে তু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
অনুবাস্য বলংক্ষীর বস্তিশুদ্ধং বিরেচয়েৎ॥

পিত্তজনিত উদররোগে বলবান রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচন করাইবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে প্রথমতঃ অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর ক্ষীরপ্রধান বস্তি দ্বারা সংশোধন করিয়া রোগীর অগ্নিবল বৃদ্ধি ও শরীর স্নিগ্ধ হইলে নিম্ন লিখিত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। পিত্তজনিত উদররোগে দাস্তের জন্য তেউড়ীর চূর্ণ দুগ্ধের সহিত বা ভেরেণ্ডার বীজ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া কিম্বা সাতলা বলালতা ও শোণালুফল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

কফাদুরিণং শুদ্ধং কটুক্ষারান্নভোজিতম্।
মূত্রারিষ্টায়স্কৃতিভির্যোজয়েচ্চ কফাপহৈঃ॥

শ্লেষ্মজনিত উদররোগে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইয়া উহার অভ্যন্তরস্থ দোষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এই প্রকারে দোষ রহিত শুদ্ধ রোগীকে কটু ও ক্ষারদ্রব্যযুক্ত পেয়া প্রভৃতি অন্ন আহারার্থ প্রদান করিয়া কফনাশক গোমূত্র অরিষ্ট ও অয়স্কৃতি (নবায়স লৌহ) দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ॥

ত্রিদোষজনিত অর্থাৎ সান্নিপাতোদরে পূর্ব্বোল্লিখিত পৃথক পৃথক দোষজ উদররোগের চিকিৎসোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিবে।

প্লীহোদরে প্লীহহরং কর্ম্মোদরহরন্তথা॥

প্লীহোদরে প্লীহানাশক ও পশ্চাল্লিখিত প্লীহোদর নাশক প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

স্নিগ্ধায় বদ্ধোদরিণে মূত্রংতীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্।
সতৈলং লবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্॥
পরিস্রংসীনি চান্নানিতীক্ষ্ণ চৈব বিরেচনম্।

বদ্ধোদরীকে প্রথমতঃ সেক প্রদান করিবে, তদনন্তর তীক্ষ্ণ ঔষধযুক্ত গোমূত্র এবং ভেরেণ্ডা-তৈল ও লবণযুক্ত নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে অনুবাসনবস্তি ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপিচ দোষের

প্রকৃতিস্থকারক অন্ন এবং তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

ছিদ্রোদর মৃতে স্বেদাং শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ॥

ছিদ্রোদরে সেক ভিন্ন শ্লেষ্মোদরোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ ছিদ্রোদরে স্বভাবতই ক্লেদকে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিকরে বলিয়া উল্লিখিত রোগে সেক নিষিদ্ধ।

জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ।
জলোদরে বিশেষেণ দ্রবমেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

জলোদরে পুনঃ পুনঃ জলস্রাব করাণ আবশ্যক এবং শাস্ত্রোক্তো বিধানানুসারে শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে, বিশেষতঃ এই রোগে তরল দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ।

দেবদারু, পলাশবীজ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, সজিনা, ও অশ্বগন্ধা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কুক্ষিতে ক্রমে ক্রমে লেপন করিবে এবং চিকিৎসক অষ্টমূত্র উদরে সিঞ্চন ও পানার্থ ব্যবস্থা করিবেন। অষ্টমূত্র যথা, মেষ, ছাগ, গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দভ, এই আট, প্রকার পশুর মূত্র।

পিপুলকে সীজের দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত পিপুল প্রত্যহ দুইটি বা তিনটি করিয়া দুগ্ধের সহিত এত দিন পর্য্যন্ত উদরী রোগী সেবন করিবে, যত দিনে এক সহস্র পিপুল না সেবিত হয়।

শিলাজতু, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুল বা সীজেরক্ষীর উদর রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। স্বতরাং উহা প্রয়োগ করিলে উদর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবিত চাউলের গুড়া দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া উদরী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উহাতে কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইয়া সপ্তাহের মধ্যে রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পিপ্পলী বর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রয়োজয়েৎ।
জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥

চরক গ্রন্থ মধ্যে কল্প স্থানে পিপ্পলীবর্দ্ধমান নামক যে ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা যদি উদর রোগে প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। পিপ্পলীবর্দ্ধমান প্রয়োগটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বৈদ্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

পটোলাদ্য চূর্ণ।

পটোলমূলং রজনী বিড়ঙ্গং ত্রিফলাত্বচম্।
কম্পিল্লকং নীলিনীঞ্চ ত্রিবৃতাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাং স্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্॥
কৃত্বা চূর্ণং ততোমুষ্টিং গবাং মূত্রেণ না পিবেৎ।
বিরিক্তোজাঙ্গলরসৈর্ভুঞ্জীত মৃদুমোদনম্॥
মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষং ষড়হংপয়ঃ।
শৃতং পিবত্তু তচ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃ পুনঃ।
হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি॥

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া, ইহারা প্রত্যেকে দুই তোলা, নীলবুহ্লা ছয়তোলা ও তেউড়ী আট তোলা, উল্লিখিত মাত্রায় সমস্ত পদার্থের চূর্ণ গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে উদর রোগীর কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইয়া মহোপকার সংসাধিত হয়। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের সহিত লঘুপাক অন্ন সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার উদর রোগ, কামলা পাণ্ডু ও শোথ রোগ নিবারিত হয়।

নারায়ণ চূর্ণ।

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা সোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধাশটীবচা॥
শতাহ্বা জীরক, ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরি সচিত্রকা।
দ্বৌক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণ পঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যাভাগত্রয়ন্তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এষনারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।
নৈনং প্রপ্যাভিবর্দ্ধন্তে রোগ বিষ্ণুমিবাসুরাঃ॥

তক্রেণো দরিভিঃ পেয়েগুল্মিভির্ব্বদরাম্বুনা।
আনদ্ধ বাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া॥
দধিমণ্ডেন বিট্ সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শ সৈঃ।
পরিকর্ত্তে চ বৃক্ষাম্লেরুষ্ণাম্বুভির জীর্ণ কে॥
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠেমন্দানলে জ্বরে॥
দংষ্ট্রাবিষে মুলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥

যমানী, হবুষা (অভাবে ধনিয়া) ধনিয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণজীরা, সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, সোরা শালী, যমানী, শটী, বচ, শুলফা, জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঠ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতারমূল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) পঞ্চলবন ও বিড়ঙ্গ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে এক তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে। দন্তীমূল তিনতোলা, তেউড়ী মূল দুইতোলা; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্তচূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের সহিত উদর রোগীকে বদরীর ক্বাতের সহিত গুল্ম রোগীকে, সুরার সহিত আনাদ্ধ বাতে, প্রসন্নার সহিত বাতরোগে দধির মাত্রের সহিত কোষ্টবদ্ধে দাড়িমের রসের সহিত অর্শরোগে বৃক্ষাম্লের সহিত পরিকর্ত্তিকা রোগে, উষ্ণ জলের সহিত অজীর্ণ, ভগন্দর, পাণ্ডু. কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ, গ্রহনী, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বররোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দন্তীমূল, বচ, গবাক্ষী, শ্বেতবুহ্না, তিল্বক, ও তেউড়ী, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ, সমভাগে গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ গোমূত্রের সহিত পান করিলে, উদর রোগ প্রশমিত হয়।

একমাত্র দুগ্ধের সহিত মহিষমূত্র সেবন করিয়া অভুক্তবস্থায় থাকিলে সপ্তাহ মধ্যে উদর রোগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

গবাক্ষী (রাখাল শসা বা মামালাড়ু) শঙ্খিনী দন্তী ও নীলবুহ্না এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ এই উভয় পদার্থ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। উক্ত দগ্ধ পদার্থ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্লীহোদরের শান্তি হয়।

শজিনার ক্বাথের সহিত পিপুল, মরিচ অম্ল বেতস ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহোদর দূরীভূত হইয়া থাকে।

রোহিতক ছাল ও হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র বা জলের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ উদর রোগ মেদ, অর্শ, প্লীহা, ক্রিমি ও গুল্ম রোগ প্রশমিত হয়।

দেবদারু শজিনার ছাল, অপাঙ্গমূল, অথবা অশ্বগন্ধা, গোমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে শোথযুক্ত উদর রোগ প্রশমিত হয়।

দশমূল, দেবদারু, শুঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে জলোদর শোথ, শ্লীপ, গলগণ্ড ও বাতরোগ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গুগ্গুল ও গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উদর ও শোথ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশমূলের ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া কিম্বা ত্রিফলার সহিত গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতোদর শোথ ও শূল নিবারিত হয়, এতদ্ব্যতীত দশমূলের ক্বাথের সহিত গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ও উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ ও গুগ্ গুল গোমূত্রের সহিত পান করিলে চর্ম্মরোগ, শোথ, পাণ্ডু ও স্থূলতা নিবারিত হয়।

গোমূত্রের সহিত ত্রিফলার চূর্ণ অথবা ক্ষীরান্ন

ভোজী, হইয়া একমাত্র গোমূত্র পান করিলে শোথ ও উদর রোগ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাষ্টক।

পুনর্নবা নিম্বপটোলশুণ্ঠী
তিক্তামৃতাদার্ব্বভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূল
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, হরীতকী, দেবদারু, গুলঞ্চ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

পুনর্নবাদ্য চূর্ণ

পুনর্নবা দার্ব্বমৃতা পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রিকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যশ্চিত্রকং বৃষম্॥
সমভাগানি সংচূর্ণ্য গবাং মূত্রেণ না পিবেৎ।
বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্॥
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাং শ্চৈবেদ্ধতানপি॥

পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আকনাদি, বিল্ব মূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, চিতামূল ও বাসক, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণপদার্থ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদর ও ব্রণ রোগ নিবারিত হয়।

মাণমণ্ড।

পুরাণং মানকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীর তোয়াভ্যাসেৎ পায়সংততঃ॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধোভিষগভিরা খ্যাতঃ প্রয়োগংস্বং নিবত্যয়ঃ॥

পুরাতন মানকচুর চূর্ণ এক ভাগ চাউলের গুড়া দুইভাগ গ্রহণ করিয়া তদুপযুক্ত দুগ্ধ ও জলের সহিত পাক করিয়া উদরী রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য কোন প্রকার অন্ন বা ব্যাঞ্জনাদি ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা দ্বারা বাতোদর শোথ গ্রহনী পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই মহৌষধের উপকারীতা দর্শনে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দশমূল ষট্পলক ঘৃত।

দশমূল তৃতার্দ্ধরসে যক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈঃ পলিকৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতার্দ্ধপাত্রং হ্রিমস্তক মুদরগুল্মঘ্নম্॥

ঘৃত আট সের। দশ মূল ছয়সের একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অপর যবক্ষার পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকে আটতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর দধিমাত ষোলসের উহাতে প্রদান করিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃত পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উদর ও গুল্ম রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিত্রক ঘৃত।

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে।
কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥

ঘৃত ৪ সের। চিতার মূল আট তোলা ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর আটসের গোমূত্র উহাতে প্রদান করিবে। এই

রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উদররোগ নিবারিত হয়।

বিন্দু ঘৃত।

অর্কক্ষীরপলে দ্বেচ স্নুহীক্ষীরপলানিষট্।
পথ্যাকম্পিল্লকং শ্যামা সম্পাকং গিরিকর্ণিকা॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকস্তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবতোঽস্য পিবেদ্বিন্দুংস্তাবদ্বারান্ বিরিচ্যতে॥
কুষ্ঠং গুল্মমুদাবর্ত্তশ্বয়থুং ন ভগন্দরম্।
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রা শনির্যথা॥
এতদ্বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতে॥

ঘৃত চারিসের। আকন্দের ক্ষীর (আটা) ষোল তোলা, সিজের ক্ষীর (আটা) চল্লিশ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী শ্যামামূলাতেউড়ী, শোনালুফল, শ্বেতঅপরাজিতা, নীলবুহ্না, তেউড়ী, দন্তীমূল, শ্বেতবুহ্না ও চিতার মূল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রদান করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত আকন্দাদির ক্ষীর ও যোলসের জল ঘৃতে প্রাদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তনন্তর ঘৃত পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষন প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, ভগন্দর এবং সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ বজ্রহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সীজের ক্ষীর দুইসের চৌষট্টিসের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত দধির মাত ষোল সের গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত প্রকারে প্রস্তুত ঘৃত ৪ সের গ্রহণ করিবে, এবং উহাতে সীজের ক্ষীর এক সের ও দধির মাত ষোল সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে পাক সামাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহোদর শান্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিত বিধানানুসারে দধির মাত হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত প্রকার ঘৃত ৪ সের গ্রহণ করিবে এবং উহাতে সীজের ক্ষীর ৮ তোলা ও তেউড়ীর মূলের ছাল ৪৮ তোলা ও ঘৃতের আট গুণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিবে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে উক্ত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

নারাচ ঘৃত।

স্নুক্ক্ষীরদন্তী ত্রিফলা বিড়ঙ্গ
সিংহী ত্রিবৃচ্চিত্রক কল্কযুক্তম্।
সীতোঽফমন্তোঽংশুপিবেদ্বিরিক্তে
পেয়াং সুখোষ্ণং বিতরেদ্দ্বিজঃ।
নারাচ মেতজ্জঠরা ময়ানাং
দুক্তোপযুক্তাং শমনং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত অর্দ্ধসের। কল্কদ্রব্য, সীজেরক্ষীর, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, কন্টকারী, তেউড়ী ও চিতার মূল, এই সমস্ত দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এইরূপে যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া উষ্ণ জলে পান করিবে ইহাদ্বারা কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইয়া প্লীহারোগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বৈশ্বানরী বটী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মৃতার্কায়ঃ শিলাজতু।
রসমানং প্রদাতব্যং রসস্ত দ্বিগুণং বিষং॥
ত্রিকটু চিত্রকং বীরা নিশুণ্ডী মুষলীরজঃ।
অজমোদা বিষাংশেন প্রত্যেকঞ্চ নিয়োজয়েৎ॥
নিম্বপঞ্চাম্লকাথৈর্ভাবনা চৈকবিংশতিঃ।
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত দত্বা ক্ষৌদ্রে বিলোড়য়েৎ॥
ভক্ষয়েদ্বরস্তাভ্যাং বটিকাং তাং দিবানিশি।
শ্লেষ্মোদরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বৈশ্বানরী বটী॥
দেবদারুবহ্নিমূলকল্কং ক্ষীরেণ পায়য়েৎ।
ভোজনং মেষ দুগ্ধেন কুলথানাং রসেনতু॥

পারা, একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, তাম্র, লৌহ, শিলাজতু, ইহারা প্রত্যেকে একভাগ, বিষ দুই ভাগ,ত্রিকটু, চিতা, কাকোলী, নিসিন্দা, তালমূলী চূর্ণ, যমানী, প্রত্যেকে এক ভাগ। এই সমস্ত পদার্থ একত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিমের ও এরণ্ড মূলের রসের সহিত একুশবার ভাবনা দিবে। তদনন্তর ভৃঙ্গ রাজ রসে সাতবার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া কুলের আঁটির প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া দিবা ও রাত্রিতে মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মজনিত উদরী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দেবদারু ও চিতারমূল তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধের সহিত অনুপান করিবে। পরে মেষী দুগ্ধ ও কুলথের সহিত পথ্য করা বিধেয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং তাম্রাভ্রং সৈন্ধবং বিষং।
কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়ূচীসত্বচিত্রকং।
উগ্রগন্ধা যবক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকং।
নিশুণ্ডিকাদ্রবৈরগ্নিবীজপূরদ্রবৈর্দ্দিনং॥
মর্দ্দয়েৎ শোষয়েৎ সোঽয়ং রস ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতৈলেঽহং বাতোদর কুলান্তকং॥
বহ্নিচূর্ণং যবক্ষারং প্রত্যেকঞ্চ বালদ্বয়ং।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গোমূত্রেশ্চ চতুগু ণৈঃ॥
ঘৃতাবশেষং কর্ত্তব্যং কর্ষমাত্রং পিবেদনু॥

পারা একতোলা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব, বিষ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, গুড়ূচীসত্ব, চিতা, বচ ও যবক্ষার ইহারা প্রত্যেকে দুই তোলা, এই সমস্ত পদার্থ উল্লিখিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা, চিতা এবং টাবানেবু ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে এক একদিন পেষণ করতঃ শুষ্ক হইলে দুই রতি করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর দুই পল চিতা ও যবক্ষার চারিসের ঘৃত এবং ষোল সের জলসহ পাক করিয়া ঘৃতাবশেষ থাকিতে তাহার দুই তোলা অনুপান করিবে। ইহা বাত জনিত উদর রোগের শান্তি করিয়া থাকে।

জলোদরারি রস।

পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণ সংযুতং।
স্নুহীক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং তুল্যং জৈপালবীজকং।
নিষ্কং খাদেদ্বিরেকং স্যাৎ সদ্যো হন্তিজালোদরং।
রেচনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্নং স্তম্ভনে হিতং॥
দিনান্তে চ প্রদাতব্য মন্নং বা মুদ্গাযূষকং॥

পিপ্পলী, মরিচ, তাম্র, ধনিয়া, হরিদ্রা এই সমুদায় পদার্থ প্রত্যেকে এক ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক একদিবস সীজের দুগ্ধে পেষণ করিবে। তদনন্তর ইহার সহিত জয়পালবীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুই গুঞ্জা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সদ্যো জলোদর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ বিরেচনই দধ্যন্ন রেচন স্তম্ভন করে। অতএব এই ঔষধ সেবনেও দিনান্তে দধ্যন্ন অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

ত্রৈলোক্যডুম্বর রস।

দ্বৌভাগৌ শিববীজস্য গন্ধকস্য চতুষ্টয়ং।
অভ্রবহ্নি বিড়ঙ্গানং গুড়ূচী সত্বনাগয়োঃ॥
কৃষ্ণজীরকটুনাঞ্চ লবণ ক্ষীরয়োরপি।
প্রত্যেকং ভাগমাদায় মর্দ্দয়েৎ সুবসা দ্রবৈঃ॥
বীজ পূর রসৈর্ভূয়ো মর্দ্দয়িত্বা বিশেষয়েৎ।
ত্রৈলোক্যডুম্বরোনাম বাতোদরকুলান্তকঃ॥
ভিগুঞ্জাদ্বয়ং ততশ্চাস্য দদীত ঘৃতসংযুতং।
ভোজয়েৎ স্নিগ্ধমুদ্গঞ্চপায়কঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

পারা দুই ভাগ, গন্ধক চারিভাগ, অভ্র, চিতা, বিড়ঙ্গ, শুড়্‌চীসত্ত, সীসা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, সৈন্ধব ও যবক্ষার এই সমস্ত প্রত্যেকে একভাগ গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা পত্র রসে পেষণ করিবে। তদনন্তর নেবুররসে ভাবনা দিয়া শোধন করিবে। এই ঔষধ বাতোদরের কৃতান্ত স্বরূপ। দুইরতি পরিমাণে ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া স্নিগ্ধ উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে না।

বহ্নি রস।

সূতস্য গন্ধকস্যাষ্টৌ রজনী ত্রিফলাশিলাঃ।
প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগং স্যাৎ ত্রিবৃজ্জৈপালচিত্রকং॥
প্রত্যেকঞ্চ ত্রিভাগঞ্চ ব্যোষং দন্তিকজীরকং।
প্রত্যেকং সপ্তভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তীস্নুক্‌পয়োভৃঙ্গবহ্নিবাতারিতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
মহাবহ্নিরসো নাম্না নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রং ভুক্তং সসৈন্ধবং॥
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েচ্ছীতলং জলং।
সর্ব্বোদরহর প্রোক্তাঃ শ্লেষ্মবাত হরঃ পরঃ॥

পারা ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেক আট ভাগ। হরিদ্রা, ত্রিফলা ও মনঃশিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে দুই ভাগ তেউড়ী, জাপাল ও চিতা প্রত্যেকে সাতভাগ এই সমস্ত পদার্থ একত্র চূর্ণ করিবে, পরে জয়ন্তীররস, সীজের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজের রস, চিতার রস, ও এরণ্ড তৈল ক্রমশঃ ইহাদিগের প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুইরতি প্রমাণ গরম জলের সহিত সেবন করিবে।

এই ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে সৈন্ধবের সহিত ঘোল পান করিবে এবং দিনান্তে পথ্য করিবে। এই ঔষধ সেবনে শীতল জল ত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় উদরী রোগ ও বাতশ্লেষ্ম রোগ ধ্বংশ হয়।

মহাবহ্নি রস।

সূতস্য গন্ধকস্যাষ্টৌ রজনী ত্রিফলাশিলাঃ।
প্রত্যেকস্তু ত্রিভাগং স্যাৎ ত্রিবৃজ্জৈপাল চিত্রকং॥
প্রত্যেকঞ্চত্রিভাগঞ্চ ব্যোষং দন্তীজীরকং।
প্রত্যেকংসপ্তভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তীস্নুক্‌পয়োভৃঙ্গবহ্নিবাতারিতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
মহাবহ্নিরসো নাম্না নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রং ভুক্তং সসৈন্ধবং॥
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েচ্ছীতলংজলং।
সর্ব্বোদরহরং প্রোক্তো শ্লেষ্মবাত হরঃপরঃ॥

পারা চারি ভাগ, গন্ধক আটভাগ, হরিদ্রা, ত্রিফলা, মনঃ শিলা প্রত্যেকে তিন ভাগ, দন্তী, ত্রিকটু, জীরা প্রত্যেকে আট ভাগ, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। তদনন্তর জয়ন্তীর রস, সীজের দুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজের রস, চিতার রস ও এরণ্ডতৈল ইহাদিগের প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। ইহাকে মহাবহ্নিরস কহিয়া থাকে। এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে সৈন্ধবের সহিত তক্র পান করিবে এবং দিনান্তে পথ্য করিবে। এই ঔষধ সর্ব্ব প্রকার উদর রোগে ও মূঢ় বাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই ঔষধ দ্বারা এই সমস্ত পীড়া অবিলম্বে বিদূরীত হয়।

ইচ্ছাভেদী রস।

শুণ্ঠী মরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণং।
জৈপালো দ্বিগুণং প্রোক্তং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহদাপয়েৎ।
পিবেত্তু চুলকান্ যাবত্তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ॥

শুণ্ঠী, মরিচ, পারা, গন্ধক, সোহাগা, ইহাদের প্রত্যেকে একভাগ জয়পালবীজ দুই ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে শর্করার সহিত সেবন করিবে। ইহাকে ইচ্ছা ভেদী রস কহে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যত গণ্ডূষ জল পান করা যায়, ততবার বিরেচন হইয়া থাকে।

উদরারি রস।

পারদং শুক্তিতুল্যঞ্চ জৈপালং পিপ্পলীসমং।
আরগ্বধ ফলামজ্জা যজ্ঞীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমাত্রং বটীং খাদেৎ শ্রীণাং জলোদরং জয়েৎ।

চিঞ্চাফলরসকাঞ্জ পথ্যং দধ্যোদনং হিতং ॥
দকোদরহরশ্চৈব তীব্রেণ রেচনেন বা ॥

পারা, শুক্তিভস্ম, জয়পাল, পিপ্পলী, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ করিয়া শোনালু ফলের মজ্জা ও সীজেরক্ষীরের সহিত পেষণ করত একমাষা প্রমাণ বটীকা করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীগণের উদর রোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তেঁতুলের রস ও দধির সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া জলোদর বিনষ্ট হয়।

বঙ্গেশ্বর রস।

সূততস্য বঙ্গভস্ম ভাগৈকং সংপ্রকল্পয়েৎ।
গন্ধকং মৃততাম্রঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ চতুঃপলং ॥
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং সর্ব্বস্তদ্গোলকীকৃতং।
রুদ্ধাতদ্ভূদরে পক্ত্বা পুটকেন সমুদ্ধরেৎ ॥
এষ বঙ্গেশ্বরো নাম পীতো গুল্মোদরং জয়েৎ।
ঘৃতেস্তু গুঞ্জাদ্বয়ং লেহ্যং নিষ্কাং শ্বেতপুনর্ণবাং ॥
গবাং মূত্রৈঃ পিবেচ্চানু রজনীম্বা গবাং জলৈঃ ॥

রস সিন্দুর বঙ্গ প্রত্যেকে একপল, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেকে চারিপল এই সমস্ত দ্রব্য এক দিন সীজের দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। শীতল হইলে ইহা গ্রহণ করিবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে উদরী ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে ঘৃতের সহিত লেহণ করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শ্বেতপুনর্ণবা অর্দ্ধতোলা অথবা হরিদ্রা, অর্দ্ধতোলা গোমূত্রের সহিত অনুপান করিবে ইহা ব্যবহারে সর্ব্ববিধ উদরী রোগ বিনষ্ট হয়।

এক্ষণে সুশ্রুতোক্ত উদররোগের চিকিৎসা বিধির উপদেশ কথিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উদর রোগ আট প্রকার তন্মধ্যে বদ্ধ গুদ ও পরিশ্রাবী এই প্রকার রোগ স্বভাবতই অসাধ্য, অবশিষ্ট ছয় প্রকার কষ্টসাধ্য। সর্ব্ববিধ উদর রোগেই প্রত্যাক্ষাণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। উদর রোগে প্রথম চারিটি ঔষধ সাধ্য দীর্ঘকাল হইলে, সকল প্রকার উদর রোগ শস্ত্র সাধ্য হইয়া উঠে। তৎকালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উদররোগাক্রান্ত ব্যক্তি গুরু অভিষ্যন্দি বিদাহী ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, মাংস পরিষেচন ও অবগাহন প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

বাতোদরে, বিদারীগন্ধাদী সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে, এবং লোষ্ট্রসহ ঘৃত পাক করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বিদারী গন্ধাদির কষায়ের সহিত চিত্রা ফলের তৈল প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া অস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। উদরের উপরিভাগে শাল্বনের দ্বারা উপনাহ স্বেদ দিবে। বিদারী গন্ধাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তৎসহযোগে ভোজন করাইবে এবং হরিণ মাংসের ক্বাথে সর্ব্বদা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

পিত্তোদরে মধুপান ঘৃতপান করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। শ্যামালতা ত্রিফলা ও ত্রিবৃৎ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এবং ন্যগ্রোধাদির কষায়, শর্করা মধু ও ঘৃত সহযোগে গাঢ় করিয়া অস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পায়সের দ্বারা উদরে উপনাহ স্বেদ দিবে, এবং বিদারী গন্ধাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

শ্লেষ্মোদরে পিপ্পলাদির কষায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। স্নূহীক্ষীর সহহোগে ঘৃত গাক করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। মুষ্ককাদির কষায়ের সহিত ত্রিকটু মূত্রাক্ষার ও তৈল প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া অনুবাসন ও অস্থাপন ব্যবহার করিবে। শাল আতশী ধাতকী ও মূলক ইহাদিগের বীজ সুরা বীজ ও সর্ষপ এই সমস্ত সহযোগে উদরে উপনাহ স্বেদ দিবে। প্রচুর পরিমাণে ত্রিকটু সহযোগে পাক করা কুলত্থের যূষ সহযোগে ভোজন করাইবে।

ছুষ্যোদরে রোগীকে প্রত্যাক্ষাণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। প্রথমত সপ্তলা ও শঙ্খিনীর রসে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচন করাইবে। মহাবৃক্ষের ক্ষীর সুরা ও গোমূত্র একত্র সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া, অথবা, কোষ্ঠ শুদ্ধ থাকিলে, করবীরগুঞ্জা, কাকাদনী, এই সমস্ত মূলের কল্ক, মদ্য সহযোগে একপক্ষ বা একমাস কাল পান করাইবে, অথবা ইক্ষু কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া সেই ইক্ষু ভক্ষণ করাইবে। অথবা বল্লীফল কিম্বা মূলজগত বা কন্দরবীজ বিষ সেবন করাইবে।

সর্ব্বপ্রায় রোগই কুপিত বায়ু ও সঞ্চিত মলের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য পুনঃ পুনঃ অনুলোম ক্রিয়া প্রশস্ত।

এক্ষণে কতকগুলিন সামান্য যোগ কথিত হইতেছে। এরণ্ড তৈল একমাস অথবা দুই মাস কাল মূত্রযোগে অথবা দুগ্ধযোগে সর্ব্বদা সেবন করিবে। কিম্বা সপ্তাহ জলবর্জ্জন পূর্ব্বক অনাহারে থাকিয়া দুগ্ধের সহিত মহিষ মূত্র সেবন করিবে। অথবা অন্ন জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উষ্ট্রীর দুগ্ধ একমাস কাল পান করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পিপ্পলী একমাস সেবন করিবে সৈন্ধব ও অজামোদা যুক্ত নিকুম্ভ তৈল পান করিবে। বায়ুজন্য শূল থাকিলে আদ্রক ও শৃঙ্গবেরের একশতপত্র রসে উক্ত তৈল পান করিবে। শৃঙ্গবের সহিত দুগ্ধ পান করিয়া সেবন করিবে। অথচ চৈ ও শুঁঠের একত্র যোগে কল্ক অথবা সরলকাষ্ঠ দেবদারু ও চিত্রকের একত্র যোগে কল্ক দুগ্ধ সহযোগে বা মুরুঙ্গী শালপাণি, পুনর্নবা একত্র যোগে কল্ক, কিম্বা চিত্রকরণের তৈল দুগ্ধ সহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কিম্বা গুড় সংযোগে হরীতকী ভক্ষণ করিবে। কিম্বা সহস্র সংখ্যক পিপ্পলী স্নুহী ক্ষীরে ভাবিত করিয়া ক্রমশঃ সেবন করিবে। অথবা হরীতকী ও পিপ্পলী চূর্ণ স্নুহী ক্ষীরে ভাবিত করিয়া উৎকারীকা পাক করিয়া সেবন করিবে।

হরীতকী চূর্ণ এক প্রস্থ ও ঘৃত এক আঢ়ক অঙ্গারের অগ্নিতে হাতা দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ণ পূর্ব্বক পাক করিয়া কলসী মধ্যে নিহিত করিয়া মুখরোধ পূর্ব্বক অর্দ্ধমাস কাল যবরাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। তদনন্তর সেই কলস উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে হরীতকীর কাথ স্রাবিত করিয়া লইয়া অম্ল দধি সহযোগে পাক করিবে। তাহা যথাসাধ্য পরিমাণে এক মাস বা অর্দ্ধ মাস কাল পান করিবে।

গব্যদুগ্ধে মহাবৃক্ষের ক্ষীর প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, ঠিক সিদ্ধ হইলে অবতারিত করিবে, পরে শীতল হইলে মন্থনদণ্ডের দ্বারা মন্থন করিয়া নবনীত গ্রহণ করিবে। সেই নবনীত পুনর্ব্বার মহাবৃক্ষের (মনসা) ক্ষীরে পাক পরিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে এক মাস বা অর্দ্ধ মাসকাল পান করিবে।

প্লীহোদর রোগীকে, স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দধি সহযোগে ভোজন করাইয়া বাম বাহুর কূর্পরের অভ্যন্তরস্থ সিরা বিদ্ধ করিবে। শোণিত নিঃস্বরনের জন্য হস্তের দ্বারা প্লীহা মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দেহ শোধিত হইলে সামদ্রিকশুক্তির ক্ষার দুগ্ধ সহযোগে পান করাইবে। এবং হিঙ্গু ও সর্জ্জিকাক্ষার পরিশ্রুত করিয়া তৎ সহযোগে, অথবা পলাশ ক্ষার সহযোগে যবক্ষার পান করাইবে। অথবা পারিজাতক (পালিত মাদার) ইক্ষু বক (কুলে খাড়া) ও অপামার্গ, ইহাদিগের ক্ষার তৈলের সহিত কিম্বা শজিনার কষায় পিপ্পলী সৈন্ধব ও চিত্রক সহযোগে সৈন্ধব লবণ পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় করিয়া পান করিবে।

বদ্ধ গুদরোগে বা পরিশ্রাবি উদর রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নাভির অধোদেশে বামভাগে লোমরাজী হইতে চারি অঙ্গুল অন্তরে উদরদেশ ভেদ করিয়া চারি অঙ্গুল পরিমাণে অন্ত্রি সমস্ত নির্গত করিবে। বদ্ধ গুদরোগে সেই সমস্ত অন্ত্রিমধ্যে প্রস্তর খণ্ড বা শুষ্ক ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহা কিছু পথরুদ্ধ করিয়া

থাকে, তাহা নির্ণয় ও নির্গত করিয়া, সেই সমস্ত অন্ত্রি মধু ও ঘৃতের দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যথা স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের মুখ শীতল করিবে। পরিস্রাবী উদররোগে এইরূপ অন্ত্রিমধ্যস্থ শল্য উদ্ধার করিয়া, অন্ত্রির স্রাব সংশোধন করিবে। ইহাতে যে ছিদ্র করিতে হইবে, সেই ছিদ্রের মুখ সংযত করিয়া কৃষ্ণ পিপ্পলীকার দ্বারা দংশন করাইয়া তাহাদিগের শরীর ছিন্ন করিয়া লইবে, এবং মস্তক সমেত অন্ত্রি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক উদরের উপরিস্থ ব্রণের মুখ শীতল করিবে, তদুপরি যষ্টিমধু মিশ্রিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা লেপন করিয়া বন্ধন করিবে। পরে আচরণের প্রণালী উপদেশ দিয়া রোগীকে বায়ু-শূন্য গৃহে রাখিবে, এবং এবং সেই ব্রণ তৈল অথবা কপির দ্বারা বাসিত করিবে।

জলোদর রোগীকে অগ্রে বায়ু-শান্তিকর তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদকের স্বেদ প্রদান করিবে। তদনন্তর আত্মীয়গণ তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কক্ষদেশ ধারণ করিয়া থাকিবে। নাভিদেশের অধোভাগে বামদিকে রোমরাজী হইতে আয়ত করিয়া উদরদেশ বিদ্ধ করিবে বাড় সীমা প্রভৃতি ধাতুতে নির্ম্মিত দ্বিমুখ নল একটী বা দুইটীকেই ছিদ্রে সংযোজিত করিবে। তদ্দ্বারা দূষিতজল বহির্গত হইলে নল জলস্থত করণান্তর ব্রণের স্থানে তৈল ও লবণ অভ্যক্ত করিয়া, ব্রণ বন্ধনের নিয়মে বন্ধন করিবে। সমস্ত দূষিত জল নির্গত করিলে, তৃষ্ণা জ্বর অঙ্গমর্দ্দ অতীসার শ্বাস পাদদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিম্বা রোগী সবল না হইলে, পুনর্ব্বার উদরে শীঘ্র জল সঞ্চিত হয়। অতএব তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টম দশম দ্বাদশ অথবা ষোড়শ দিবশ অন্তরে দূষিত জল ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া নিঃসারিত করিবে। দোষোদক নিঃশেষে নিঃস্থত হইলে অধিক কৌশেষ বা চর্ম্মের দ্বারা উদর দেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তাহাতে বায়ু কর্ত্তৃক উদর আধ্মাত হয় না। দুগ্ধ বা হরিণ মাংসের ক্বাথ সহযোগে ছয়মাস কাল ভোজন করাইবে। অথবা তাহার মধ্যে তিন মাস কাল অর্দ্ধোদক দুগ্ধ ব্যবহার করাইবে। অবশিষ্ট তিনমাস কলায় রস অথবা জাঙ্গল রস সহযোগে লঘু হিতকর অন্ন সেবন করাইবে। এই নিয়মে সংবৎসর থাকিলে আরোগী হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ উদর রোগেই অস্থাপন বিরেচন পান ও আহার বিধিতে অগ্নিপক্কদুগ্ধ প্রয়োগ করিবে।

শোথরোগ নিদান ও সংপ্রাপ্তি।

রক্তপিত্তকফান্ বায়ুদুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ।
নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎত্বঙ্ মাংসসংশ্রয়ং॥
উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ।
সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকং॥
দোষৈর্ পৃথগ্দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি॥

দূষিত বায়ু দূষিত রক্ত পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরা সমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং ইহাদের দ্বারা অবরুদ্ধগতি হইয়া ত্বঙ্মাংসাশ্রিত সংহতায়ব উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চতা উৎপাদন করে, ইহাকেই শোথ কহিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রক্ত পিত্ত কফ ও বায়ু ইহারাই শোথ পদার্থের উপাদান। হেতু বিশেষে অর্থাৎ বাতাদি পৃথক্ দোষে, দ্বন্দ্ব দোষে মিলিত ত্রিদোষে, অভিঘাত ও বিষ সেবনে এবং রূপভেদে শোথ সমস্ত নয়প্রকার হইয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাত পিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ।

শোথের পূর্ব্বরূপ।

তৎপূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোঽঙ্গ গৌরবং॥

শোথ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সন্তাপ, শিরাবিস্তারবৎ পীড়া ও গাত্র গুরুতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধাময়া ভুক্ত কৃশাবলানাং।
ক্ষারাম্লতী ক্ষ্ণোফগুরূপ সেবা।
দধ্যামমৃচ্ছা কবিরোধিদুষ্ট
গরোপসৃষ্টান্ন নিষেবণঞ্চ॥

অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধি
র্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ
নিজস্য হেতুঃশ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ॥

বমন, বিরেচন, শুদ্ধিক্রিয়া জ্বরাদিব্যাধি অভোজন অথবা বিগুণ ভোজন এই সমস্ত কারণে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার অম্ল তীক্ষ্ণবীর্য্য উষ্ণগুণ ও গুরুদ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে শোথরোগ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ দধি অপক্ক দ্রব্য মৃত্তিকা শাক ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন দুষ্ট বা বিষ মিশ্রিত অন্নাহার অর্শরোগে শ্রম রহিত বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন যোগ্য দেহের অশোধন, মর্ম্মাভিঘাত গর্ভস্রাব এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অসম্যক করণ এই সমস্ত কারণে ও শোথ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে এই শোথোক্ত সমস্ত কারণ গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথের হেতু। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মর্ম্মাভিঘাত আগন্ত শোথেরও হেতু হইয়া থাকে।

শোথের সাধারণ লক্ষণ।

সগৌরবং স্যাদন বস্থিতত্বং
সোৎসেধ মুষ্মাথে শিরাতনুত্বং।
সলোমহর্ষঞ্চ বিবর্ণতা চ
সামান্য লিঙ্গং শ্বয়থো প্রদিষ্টং॥

শোথের স্থিতি, ভার স্ফীততা ইহাদের অনিয়-তত্ব অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যতিরেকেও কখন নিবৃত্তি কখন বা উৎপত্তি হইয়া থাকে। শোথস্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও বিবর্ণ হয়। এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত শোথের লক্ষণ।

চলস্তনুত্বক্ পরুষোহরুণোহসিতঃ
সুষুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো
দিবাবলী চ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ॥
মৃদুঃসগন্ধোঽসিত পীতরাগবান্
ভ্রমজ্বরস্বেদ তৃষা মদান্বিতঃ।
য উষ্যতেস্পৃষ্টরুগক্ষিরাগকৃৎ
সপিত্ত শোথে ভৃশ দাহ পাকবান্।
গুরুঃ স্থিরং পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ
প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥
সকৃচ্ছ্র জন্মপ্রশমোনিপীড়িতো।
নচোন্নমেদ্রাত্রিবলীকফাত্মকঃ।
নিদানাকৃতি সংসর্গাৎ শ্বয়থুঃ স্যাদ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাৎ শোথোব্যামিশ্র লক্ষণঃ॥

বায়ুজনিত শোথ সঞ্চরণশীল (অর্থাৎ একস্থানে স্থির থাকে না) পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তি হীন ঝিণি ঝিণি বেদনা বিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন বিনা কারণে ও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়াইয়া দিলে পুনরায় উদ্ধত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান ও রাত্রিতে শুষ্ক প্রায় হয়।

পৈত্তিক শোথ কোমল গন্ধ এবং কৃষ্ণ পীত রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ইহা উষ্মাযুক্ত এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক ও বিশেষ দাহান্বিত হইয়া পাকিয়া থাকে। রোগীর ভ্রমজ্বর ঘর্ম্ম পিপাসা মত্ততা ও চক্ষু রক্তিমাবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে অরুচি মুখাদি হইতে জল স্রাব নিদ্রা বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ সম্যক প্রকাশিত ও প্রশমিত হইতে অধিক সময় সাপেক্ষ করিয়া থাকে ইহা টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উন্নত না হইয়া নিম্ন ভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রিতে বলবান ও দিবাভাগে শুষ্কপ্রায় হইয়া থাকে।

যে শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সম-বেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিন দোষের নিদান লক্ষণ মিলিত হয় তাহাকে ত্রিদোষজ কহিয়া থাকে।

অভিঘাতজ শোথের লক্ষণ।

অভিঘাতেন শাস্ত্রাদিচ্ছেদ ভেদক্ষতাদিভিঃ।
হিমানিলোদধ্যনিলৈ ভল্লাতকপিকচ্ছু জৈঃ॥

রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাৎ শ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্।
ভৃশোষ্মা লোহিতা ভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ॥

অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ বিদ্ধ ও ক্ষত প্রভৃতি কারণাদিদ্বারা যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে অতিঘাতজ শোথ কহে। এই প্রকার হিমবায়ু সামুদ্রিক বায়ু ভেলার রস ও আলাকুশীর শুঁয়া স্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল উষ্মাবিশিষ্ট লোহিত বর্ণ ও প্রায় পিত্ত লক্ষনাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বিষজ শোথের লক্ষণ।

বিষজঃ সবিষপ্রাণিপরিসর্পণমূত্রণাৎ।
দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষপ্রাণিনামপি॥
বিণ্মূত্রশুক্রোপহতমলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ।
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্‌গরযোগাবচূর্ণাৎ॥
মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রোদাহরুজাকরঃ।

বিষধর প্রাণী শরীরে চলিয়া গেলে বা তাহাদের মূত্র গায়ে লাগিলে, কিম্বা নির্বিষ প্রাণি দিগের হাড় দন্ত ও নখাঘাতে আহত হইলে, কিম্বা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে বা বিষবৃক্ষাগত বায়ুস্পর্শে অথবা সংযোগজ বিষমিশ্রিত চূর্ণ দ্বারাগাত্র-ঘর্ষণে শোথ জন্মাইয়া থাকে। এই রূপ প্রকার শোথকে বিষজনিত শোথ কহিয়া থাকে, বিষজ শোথ কোমল-সঞ্চারী অধোগমনশীল শীঘ্রজন্মা এবং দাহ ও বেদনাজনক হয়। এই শোথের অন্তর্ভূত হইলেও বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পৃথক পঠিত হইয়া থাকে।

দোষাঃ শ্বয়থুমূর্দ্ধং হি কুর্ব্বন্ত্যামাশয়স্থিতাঃ॥
পক্বাশয়স্থা মধ্যে তু বর্চ্চাশানগতাস্তথঃ॥
কৃৎস্নদেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা।

আমাশয় স্থিত দোষ, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি উর্দ্ধ দেহে, পক্বাশয়স্থ দোষ মধ্য দেহে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত, মলাশয়স্থ দোষ অধোদেহে এবং সর্ব্বশরীর গত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যো মধ্যদেশে শ্বয়থুঃ স কষ্টঃ সর্ব্বগশ্চযঃ।
অর্দ্ধাঙ্গেরিষ্ট ভূতঃ স্যাৎ যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতি॥
শ্বাসঃ পিপাসা ছর্দ্দিশ্চ দৌর্ব্বল্যং জ্বর এব চ।
যস্য চান্নে রুচিনাস্তি শ্বয়থুন্তং বিবর্জ্জয়েৎ॥
অনন্যোপদ্রব কৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ।
পুরুষংহন্তি নারীঞ্চ মুখজো গুহ্যজোদ্বয়ং॥
নবোঽনুপদ্রবঃ শোথঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ পুরেরিতঃ।
বিবর্জ্জয়েৎ কুক্ষ্যুদরাশ্রিতঞ্চ তথা গলে মর্ম্মনি সংশ্রিতঞ্চ।
স্থূলঃ খরশ্চাপি ভবেদ্বিবর্জ্জ্য।
যশ্চাপি বালস্থবিরাবলানাং॥

মধ্যদেহে ও সর্ব্বাঙ্গে যে শোথ হইয়া থাকে, তাহা কষ্টসাধ্য। যে শোথ অর্দ্ধাঙ্গে অর্থাৎ হরগৌরী বা নরসিংহাকারে উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য। কিম্বা যে শোথ নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয়, অর্থাৎ যে শোথে অন্যরোগের উপদ্রবকৃত না হইয়া নিজ প্রকোপন হেতুদ্বারা পুরুষের পাদ সমুত্থিত হইয়া উর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয়, সেই শোথই প্রাণিকে ধ্বংশ করিয়া থাকে, কিন্তু পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপদ্রব স্বরূপ যে শোথ পাদদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা জীবন নাশক নহে। স্ত্রীলেক দিগের মুখজাত শোথ অধোগমনশীল হইলে, তাহা সাংঘাতিক।

গুহ্যজাত শোথে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই বিনষ্ট করে, যে শোথে শ্বাস, পিপাসা বমি দৌর্ব্বল্য জর অন্নে অরুচি এই সমস্ত উপদ্রব ঘটে তাহা ত্যাগ করিবে।

অচিরোৎপন্ন উপদ্রব রহিত শোথ সাধ্য অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি অসাধ্য শোথের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন কুক্ষি উদর গলদেশ ও মর্ম্মস্থান জাত অসাধ্য, যে শোথ অতি স্থূল ও কর্কশ, তাহাও অসাধ্য। বালক বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শোথও ত্যাগ করিবে।

শোথ চিকিৎসা।

শুণ্ঠী পুনর্নবৈরণ্ডপঞ্চমূলশৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে॥
দশমূলং সর্ব্বথা চ শস্তং বাতে বিশেষতঃ॥

শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পঞ্চমূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ বাতজনিত শোথরোগে অন্নপানীয়রূপে প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ দশমূলের ক্কাথ বাতজনিত শোথ রোগের পক্ষে সর্ব্বথা হিতকর জানিবে।

ক্ষীরাশনঃ পিত্তকৃতেহথ শোথে
ত্রিবৃদ্ গুড়ূচী ত্রিফলা কষায়ম্।
পিবেদ্‌গবাং মূত্রবিমিশ্রিতঞ্চ বা
ফলত্রিকা চূর্ণ মথাক্ষ মাত্রম্॥

তেউড়ী, গুলঞ্চ ও ত্রিফলা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথগ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ ক্ষীরভোজী পিত্তজ শোথ রোগীকে পান করিতে দিবে, অথবা ত্রিফলার চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে।

অভয়াদারু মধুকং তিক্তা দন্তী সপিপ্পলী।
পটোলং চন্দনং দার্ব্বী ক্রমমাণেন্দ্রবারুণী॥
এষাং ক্কাথঃ সসর্পিষ্কঃ শ্বয়থুজ্বর দাহহা।
বিসর্পতৃষ্ণাসন্তাপসন্নিপাতবিষাপহঃ॥

হরীতকী, দেবদারু, যষ্টিমধু, কটুকী, দন্তী, পিপ্পলী, পটোল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, বলালতা ও ইন্দ্রবারুণী এই সকল পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণকরতঃ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথে অল্প পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথ, জ্বর, শরীরের জ্বালা, বিসর্প ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাবিশ্বত্রিবৃদ্‌গুড়ূচী
সম্পাকপথ্যামরদারুকল্কম্।
কফোথে মহিষাক্ষযুক্তং
মূত্রং পিবেদ্বা সলিলং তথৈষাম্॥

পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, শোণালুফল, হরীতকী ও দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গো-মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গুগ্‌গুলু প্রদানপূর্ব্বক কফজনিত শোথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা উল্লিখিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পুনর্নবা প্রভৃতি পদার্থের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া গুগ্‌গুলের সহিত পান করিলেও বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খইল, শজিনাছাল ও তিসী, এইসমস্ত পদার্থ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শোথযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিলে কফজ শোথের শান্তি হইয়া থাকে।

কুলথকলাই ও শুঁঠের ক্কাথ অথবা কুলথকলাই, শুঁঠ ও গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া শোথযুক্ত স্থানে সিঞ্চন করিবে এবং চোরপুষ্পী ও অগুরু কিঞ্চিৎ জল সহযোগে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিতে দিবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা কফজনিত শোথ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, মুথা, পিপুল, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ কণ্টকারী ও হরীতকী ও হরিদ্রা, ইহা দিগের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহযোগে পান করিলে কফজ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

চিরাতা ও শুঁঠ এই দুই পদার্থ দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ পান করিলে ত্রিদোষ জনিত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুনর্নবাষ্টক।

পুনর্নবানিম্বপটোলশুণ্ঠী
তিক্তামৃতাদার্ব্বভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শোথ দরকাশশূল
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডু গদং নিহন্তি॥

পুনর্নবা নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, এই সমস্ত দ্রব্য

সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদর, কাস, শ্বাস, ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোথরোগী ছাগদুগ্ধ পায়ী হইয়া আর্দ্রক রসের সহিত পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ অপনীত হইয়া থাকে।

পুনর্নবা, বেদদারু ও শুঁঠ, এই সমস্ত পদার্থের ক্বাথের অথবা গোমূত্রের, কিম্বা দশমূলের রসেরসহিত গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথ বিদূরীত হয়।

বিল্বপত্রেররসের সহিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

পুরাতন গুড়, পিপুল ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দদার্থ দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে শোথ, আমাজীর্ণ ও শূলরোগ প্রশমিত হয়, এবং বস্তি (মূত্রাশয়) পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুল অথবা দুগ্ধের সহিত পিপুল কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকী বা শুঁঠ সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

গুড়ার্দ্রকং বা গুড়নাগরং বা
গুড়াভয়ং বা গুড়পিপ্পলীং বা।
কর্ষাভিবৃদ্ধ্যা ত্রিপলপ্রমাণং
খাদেন্নরঃ পক্ষমথাপি মাসম্‌॥
শোথপ্রতিশ্যায় গলাস্য রোগান্‌
সশ্বাস কাসরুচি পীনাসংশ্চ।
জীর্ণজ্বরার্শোগ্রহণীবিকারান্‌॥
হৃস্তাণ্ডবাস্তান্‌ কফবাতরোগান্‌॥

গুড় ও আদা, কিম্বা গুড় ও শুঁঠ অথবা হরীতকী, গুড় ও পিপুল চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এই নিয়মে পোনের দিন অথবা একমাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচী, জীর্ণজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, অন্ত্রবিধ বাত ও কফজনিত যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্থলপদ্ম পেষণ করিয়া, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ রোগ নিবারিত হয়।

দেবদারু, গুগ্‌গুল ও শুণ্ঠী একত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথরোগ নিবারিত হয়।

সিংহাস্যামৃতভাণ্ডাকীক্বাথং কৃত্বাসমাক্ষিকম্‌।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং বমিং জ্বরম্‌॥

বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে সমস্তে মিলিত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শোথ, কাস, শ্বাস, বমি ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চিরাতা ও শুঁঠ, একত্র করিয়া পেষণ করিয়া সেবন করিবে। সেবন করিয়া পুনর্নবার ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ সদ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

কোকিলাক্ষের ভস্ম গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ অপনীত হইয়া থাকে।

দেবদারু, পুনর্নবা ও শুঁঠ, ইহাদিগের সহিত দুগ্ধসিদ্ধ করিয়া পান করিলে, কিম্বা রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ী ও দেবদারুর সহযোগে পাচিত দুগ্ধ সেবন করিলে শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পুনর্নবামৃতকপিত্থদারু
ছিন্নোদ্ভবা চিত্রকমূলসিদ্ধাঃ।
রসাযবাশ্চ পয়াংসি যূষাঃ
শোথে প্রদেয়াদশমূলগর্ভাঃ॥

পুনর্নবার মূল, কদবেল, দেবদারু, গুলঞ্চ ও রক্ত চিতার মূল, ইহাদিগের সহিত পাচিত জল, যবাগু, দুগ্ধ ও যূষ দশমূলের কল্কের সহিত

প্রস্তুত করিয়া শোথ গ্রস্তরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শোথরোগ দূরীভূত হয়।

ক্ষার গুড়িকা।

ক্ষারদ্বয়ং স্যাল্লবণানি চত্বা
র্য্যয়োরজো ব্যোষফলত্রিকে চ।
সপিপ্পলীমূলবিড়ঙ্গসারং
মুস্তাজমোদামরদারুবিল্বম্॥
কলিঙ্গকশ্চিত্রকমূলপাঠে।
যষ্ট্যাহ্বয়ং সাতিবিষং পলাংশম্॥
সহিঙ্গুকর্ষং তনুশুকচূর্ণং
দ্রোণস্তথা মূলকশুণ্ঠকানাম্॥
স্যাদ্ ভস্ম নস্তৎসলিলেন সাধ্য
মালোড্য যাবদ্ঘনমপ্যদগ্ধম্।
স্যানন্ততঃ কোলসমাঞ্চ মাত্রাং
কৃত্বা সুশুষ্কাং বিধিনা প্রযুঞ্জ্যাৎ॥
প্লীহোদরশ্বিত্রহলীমকার্শঃ
পাণ্ড্বাময়া রোচক শোথ শোষান্।
বিসূচিকা গুল্মগরাশ্মরীশ্চ
স্বংশ্বাসকাসান্ প্রণুদেৎ সকুষ্ঠাম্॥
সৌবর্চ্চল সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
চতুর্ল বণমত্র স্যাজ্জলমষ্টগুণ ভবেৎ॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, লৌহভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল মূল, বিড়ঙ্গ, মুথা, যমানী, দেবদারু, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, চিতারমূল, আকনাদি, যষ্টিমধু ও আতুষ, এই পদার্থ সকলেরচূর্ণ প্রত্যেকে আটতোলা গ্রহণ করিবে। মূলক ও শুঠীরভস্ম চৌষট্টিসের গ্রহণপূর্ব্বক ভস্মের বারগুণ জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্ষারোদক গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্ষারোদক যবক্ষারাদি সমস্ত চূর্ণের চতুর্গুণ গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থের সহিত পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত গুড়িকা সেবন করিলে প্লীহা, উদর, শ্বিত্র, হলীমক, অর্শ, পাণ্ডু, অরুচি, শোথ, যক্ষা, বিসূচিকা, গুল্ম, অশ্মরী, শ্বাস, কাস ও কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

স্বল্প পুনর্নবাদ্য ঘৃত।

ঘৃত চারিসের, পুনর্নবা আটসের গ্রহণ করিয়া চৌষট্টিসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর পুনর্নবা একসের এবং উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, শোথরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদ্য ঘৃত।

পুনর্নবাচিত্রকদেবদারু
পঞ্চোষণক্ষারহরীতকীনাম্।
কল্কেনপক্বং দশমূলতোয়ে
ঘৃতোত্তমং শোথ নিসূদনঞ্চ॥

ঘৃত চারি সের। কল্কদ্রব্য, পুনর্নবা, রক্তচিতার মূল, দেবদারু, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, যবক্ষার ও হরীতকী; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং দশমূল আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একতোলা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চকোলাদ্য ঘৃত।

রসে বিপাচয়েৎ সর্পিঃ পঞ্চকোলকুলথয়োঃ।
পুনর্নবায়া কল্কেনঃ ঘৃতং শোথবিনাশনম্॥

ঘৃত চারিসের, কল্কদ্রব্য, পিপুল পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে মিলিত চারিসের এবং কুলথকলাই চারিসের গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

উক্ত ক্কাথ এবং পুনর্নবা একসের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে; পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়।

শুণ্ঠী ঘৃত।

বিশ্বৌষধস্য কল্কেন দশমূলজলে শৃতম্।
ঘৃতং নিহন্ত্যাঢ্ছ্যথুং গ্রহণীং পাণ্ডুতাময়ম্॥

ঘৃত চারিসের। শুঁঠ একসের দশমূল আটসের গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টিসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে, এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ এবং শুঠচূর্ণ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রকাদ্য ঘৃত।

সচিত্রকাধান্যযমানীপাঠাঃ
সদীপ্যকত্র্যূষণ বেতসাম্লাঃ।
বিল্বাৎফলং দাড়িম যাবশূকং
সপিপ্পলীমূলমথাপি চব্যম্॥
পিষ্ট্বাক্ষমাত্রানি জলাঢকেন
পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থমথোপযুজ্যাৎ।
অর্শাংসি গুল্মান্ শ্বয়থুং কৃচ্ছ্রং
নিহন্তি বহ্নিঞ্চ করোতি দীপ্তম্॥

ঘৃত চারিসের কল্কদ্রব্য, চিতারমূল, ধনিয়া যমানী, নিমুকালতা, জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, বেলশুঁঠ, দাড়িম, যবক্ষার, পিপুল মূল, ও চৈ, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং জল ষোলসের ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিরে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতেকরিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে ইহাতে অতি দুঃসাধ্য শোথ, অর্শ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রক ঘৃত।

ক্ষীরং ঘটে চিত্রককল্কলিপ্তে
দধ্যাগতং সাধু বিমথ্য তেন।
তজ্জং ঘৃতং চিত্রকমূলকল্কং
তক্রেণ সিদ্ধং শ্বয়থুঘ্নমগ্র্যম্॥
অর্শোঽতিসারানিলগুল্মমেহাং
স্তদ্ধনি সংবর্দ্ধয়তে বলঞ্চ॥

একটি পদ্মের মধ্যভাগ পেষিত চিতার মূল দ্বারা লেপন করিবে তদনন্তর উক্ত পাত্রে রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে, এবং উক্ত দধি মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃত ৪ সের গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিতার মূল একসের এবং ষোলসের তক্র প্রদান করিয়া জাল থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেস পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ অর্শঃ, অতীসার বাতজগুল্ম ও মেহরোগ প্রশমিত হয়।

মানক ঘৃত।

মানবকাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥

ঘৃত ৪ সের। কানকচু আটসের গ্রহণ করিয়া ১২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ এবং মানকচু এক-সের ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্থলপদ্মক ঘৃত।

স্থলপদ্ম পলাষ্টৌ ত্র্যূষণস্থচতুঃপলম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভিঃ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
পঞ্চকাসান্ হরেচ্ছীঘ্রং শোথঞ্চৈব সুদুস্তরম্॥

ঘৃত চারিসের। স্থল পদ্ম (মানকচু) এক-সের অর্থাৎ চৌষট্টি তোলা, মরিচ পিপুল ও শুঁঠ সমস্তে ৩২ তোলা, এই দ্রব্যগুলি উল্লিখিত পরিমাণে গ্রহণ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত কল্ক দ্রব্যগুলি এবং ষোলসের দুগ্ধ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে দুশ্চিকিৎস্য শোথ ও পঞ্চ-বিধ কাস আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

শৈলেয়াদ্য তৈল।

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদারুকৌন্তী
ত্বকৃপদ্মকৈলাম্বুপলাশমুস্তৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুথৌণেয়কহেমমাংসী
তালীশপত্রপ্লবপত্রধান্যৈঃ॥
শ্রীবেষ্টকধ্যামক পিপ্পলীভিঃ
পৃক্কানখৈর্শ্চাপি যথোপলাভম্।
বাতাভিভূতেষ্বঙ্গেষু মুষন্তি তৈলং
সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক-ছটাক কিঞ্চিৎ জলের সহিত গুলিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধকাষ্ঠ, মুথা, নালুকা আমলকী, বহেড়া হরিতকী কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক-ছটাক গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে এবং শৈলজ, কুড়, অগুরু, দেবদারু, কৌন্তী (রেণুক) দারুচিনী, পদ্মকাষ্ঠ, ছোটএলাচি বালাপাতা, পলাশ, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, গাঠিয়ান, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তালিশপত্র, কৈবর্ত্তমুথা, তেজপত্র, ধনিয়া, শ্রীবেষ্টক (নবনীত খোটী) গন্ধতৃণ, পিপুল, পিড়িকপুষ্প ও পদ্মনখী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বাতজনিত শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গে মালিশ করিলে শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শৈলজ প্রভৃতি পদার্থ সমস্ত পেষণ করিয়া স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলেও রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলাদ্য তৈল।

শুষ্কমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ।
পক্বমভ্যঞ্জনতৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। এই তৈল মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি

পদার্থের সহিত মূর্চ্ছা পাক করিয়া পরে শুষ্ক মূলা পুনর্নবা দেবদারু রাস্না ও শুঁঠ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে শূলযুক্ত শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবা লেহ।

পুনর্নবমৃতাদারু দশমূলরসাঢকে।
আদ্রকস্বরসে প্রস্থেগুড়স্তু তলাং পচেৎ॥
তৎসিদ্ধং ব্যোষচব্যেলাত্বক্ পত্রৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্
চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ॥
লেহঃ পৌনর্নবোনাম শোথ শূলনিসূদনঃ।
শ্বাসকাসৎরুচিহৃরোবলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট যোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ও আদার রস চারিসের একত্র করিয়া তাহার সহিত সাড়েবার সের গুড় মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চই, এলাচি, দারুচিনী ও তেজপত্র এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। তদনন্তর শীতল হইলে মধু একসের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, ও অরুচি বিনষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশমূল হরীতকী।

দশমূলকষায়স্য কংসে পথ্যাশতং পচেৎ।
তুলাং গুড়াদ্দ্বনে দদ্যাদ্ব্যোষক্ষারং চতুঃ পলম॥
ত্রিসুগন্ধং সুবর্ণাংশং প্রস্থার্দ্ধং মধুনোহিমে।
দশমূলী হরীতক্যঃ শোথানুহন্ত্যঃ সুদারুণান্।
জরারোচক গুল্মার্শোমেহপাণ্ডুদরাময়ান্।
প্রত্যেক সেককর্ষাংশং ত্রিসুগন্ধ মিতোত্তবেৎ॥
কংসহরীতকী চৈষা চরকেপাঠাত্তেহস্তথা।
এতস্মানেন তুল্যত্বং তেনতত্রাপি বর্ণ্যতে॥

দশমূল আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত সাড়েবারসের গুড় মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে একশত হরিতকী নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ জ্বাল দিতে দিতে উক্ত পদার্থ গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা পিপুল চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮ তোলা যবক্ষার ৮ তোলা দারুচিনী ২ তোলা ছোট-এলাচি চূর্ণ ২ তোলা ও তেজপত্র চূর্ণ ২ তোলা প্রদানপূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত মধুদুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে দুঃসাধ্য শোথ জ্বর অরুচি গুল্ম অর্শঃ মেহ, পাণ্ডু ও উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কংস হরীতকী।

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
কংসেহভয়নাঞ্চশতং গুড়াচ্চ॥
লেহে সুসিদ্ধে চ বিনীয় চূর্ণং
ব্যোষ ত্রিসৌগন্ধমুষাচ্ছতে চ॥
প্রস্থার্দ্ধমাত্রং মধুনঃ সুশীতে
কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহ
চ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুঃ প্রবৃদ্ধম্।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্মান্
প্লীহত্রিদোষোত্তব পাণ্ডুরোগান্।
কার্শ্যা সবাতাবহগাম্লপিত্তং
বৈবর্ণ্য মূত্রানিল শুক্রদোষান্॥

দশমূল আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথের সহিত গুড় সাড়েবারসের মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। অতঃপর গাঢ় হইলে নামাইয়া মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা পিপুল চূর্ণ ৮ তোলা শুঁঠচূর্ণ ৮ তোলা যবক্ষার চূর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনী চূর্ণ ২ তোলা ছোটএলাচি চূর্ণ ২ তোলা, ও তেজপত্র চূর্ণ ২ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে মধু দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শোথ, কাস, জ্বর অরুচি ও গুল্ম শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

তিল, দুগ্ধ, মধু ও মাখমের সহযোগে ভেলা পেষণ করিয়া শোথযুক্ত স্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে শোথ নিবারিত হয়। ভেলা বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশস্থ মৃত্তিকা দ্বারা বা পেষিত শালপত্র দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে শোথ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। বিষজ শোথরোগের বিষরোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে।

কটুকাদ্য লৌহ।

কটুকী ত্র্যূষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা।
চিত্রকো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিবৃন্নারণ পিপ্পলী॥
তুল্যাংস্তানি চূর্ণানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণপীতমেতত্তু শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনাশনং॥

কটুকী, ত্রিকটু, দন্তী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতা, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী এই সমস্ত সমভাগে লইয়া তাহার সহিত দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত পান করিতে হয়। ইহা সেবনে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদ্য লৌহ।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী মার্গত্রিমদশুঠকৈঃ।
পুনর্নবাসমাযুক্তং শোথং হন্তি সুদুস্তরং॥
লৌহং শোথদরং স্থৌল্যং জলোদরনিবারণং॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা দন্তী অপামার্গ ত্রিমদ (অর্থাৎ চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ) মূলা, শুঁঠ ও পুনর্নবা এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা শোথ স্থৌল্য ও জলোদর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ।

অয়োরজস্ত্র্যূষণযাবশূকং
চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন।
শোথ নিহন্যাৎ সহসা নরস্য
যথাশনিরক্ষমুদীর্ণবেগঃ॥

ত্রিকটু ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণকরত ইহার সহিত সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিবে। বজ্র যেমন বৃক্ষাদি বিনাশ করে তদ্রূপ এই মহৌষধ শোথরোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

সুবর্চ্চলাদ্য লৌহ।

সুবর্চ্চলা ব্যাঘ্রনখং চিত্রকং কটুরোহিনী।
চব্যঞ্চ দেবকাষ্ঠঞ্চ দীপ্যাকং লৌহমেব চ॥
শোথং পাণ্ডু তথাকাসমুদরানি নিহন্তি চ।

সৌবর্চ্চল ব্যাঘ্রনখী, চিতা, কটুকী, চৈ, দেবদারু, যমানী এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান লৌহভস্ম মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন দ্বারা শোথ পাণ্ডু ও উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বর।

সূতভস্ম বঙ্গভস্ম ভাগৈকৈকং প্রকল্পয়েৎ।
গন্ধকং মৃততাম্রঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ চতুর্গুণঃ॥
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং সর্ব্বন্তদগোলকীকৃতং।
রুদ্ধা তু ভূধরে পক্বা পুটকেন সমুদ্ধরেৎ॥
এষবঙ্গেশ্বরো নাম্না প্লীহগুল্মোদরান জয়েৎ।
ঘৃতৈর্গুঞ্জাত্রয়ং লিহ্যাম্নিষ্কার শ্বেতপুনর্নবা॥
গবাং মূত্রৈঃ পিবেচ্চানু রজনীং বা গবাংজলৈঃ॥

রসসিন্দুর, বঙ্গবস্ম, প্রত্যেকে একভাগ গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকে চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য

যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া একদিন আকন্দের দুগ্ধে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। পরে ভূধর-যন্ত্রে পুটপাক করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্লীহা উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া পুনর্নবা ও গোমূত্র অনুপান করিবে।

বর্জ্জনীয় বিধি।

গ্রাম্যাজানূপপিশিতলবণং শুকশাকং নবান্নকম্।
গৌড়ং পিষ্টান্নং দধি সকৃশরং বিজ্জলং মদ্যমম্লম্॥
ধানাবল্লূরং সমাশনমথোগুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি॥
স্বপ্নঞ্চারাত্রৌ শ্বয়থু গদবান বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ॥

গ্রাম্য (ছাগাদি) অর্জ্জুন (জলজ কচ্ছবাদি) ও আনূপ সজল ভূমিজাত শূকরাদি) পশুরমাংস এবং গ্রাম্যলবণ (পাক্যলবণ) অব্জ লবণ (সামুদ্র লবণ) আনূপলবণ (সমুদ্রতীরোদ্ভব লবণ) শুকশাক, নবান্ন, গৌড় (গুড় দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য) পিষ্টক, দধি, কৃশরা, (তিলান্ন) জল সহিত মদ্য দ্রব্য ও অম্লদ্রব্য। অঙ্কুরিত ধান্য, শুষ্কশাক, সমশন (পথ্য ও অপথ্য দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজন) গুরুপাক দ্রব্য (অস্বস্থ দ্রব্য) বিদাহী দ্রব্য, দিবানিদ্রা ও স্ত্রী সংসর্গ, এই সমস্ত শোথরোগ গ্রস্থ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে।

পথ্যবিধি।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুন, পুনর্নবা শাক, শজিনার ডাঁটা প্রভৃতি তরকারী; দুগ্ধান্ন, উষ্ণজল শীতল করিয়া পান, লঘু ও তিক্ত দ্রব্যাদি শোথ রোগীর পক্ষে বিশেষ হীতকারী।

বৃদ্ধিরোগ নিদান।

ক্রুদ্ধোঽনূর্দ্ধগতির্বায়ুঃ শোথশূলকবশ্চরন্।
মুষ্কোবঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ
প্রপীড্য ধমনী বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ।
দোষাস্র মেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধাগদঃ॥

মূত্রান্ত্রজাবপ্যনিলাৎ হেতুভেদস্তু কেবলং।
বাতপূর্ণ দৃতিস্পর্শো রুক্ষোবাতাদহেতুরুক্॥
পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্॥
কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোঽল্পরুক্॥
কৃষ্ণোস্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ।
কফবন্মেদসা বৃদ্ধিঃ মৃদুস্তালফলো পমঃ॥
মূত্রাধারণশীলস্য মূত্রজ স তু গচ্ছতঃ।
অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্ মৃদুঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমধঃ স্যাচ্চ চলয়ন্ ফলকোষযোঃ॥

কুপিত অধোগামী বায়ু বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) স্থান হইতে অণ্ডকোষে গমন পূর্ব্বক ফলকোষ বাহিনী সকলকে প্রপীড়িত করে।

তাহাতে ঐ সকল দোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত স্ফীত ও অতিসার বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি রোগ সাত প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ এই সকলের মধ্যে মূত্র বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি বায়ুর প্রকোপেই উৎপন্ন হয়, তার হেতু ভেদ বশতঃ পৃথক পরিগণিত হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ড অল্প কারণে বেদনাযুক্ত, রুক্ষ ও বস্ত্রপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পৈত্তিকজনিত বৃদ্ধিরোগ পক্ক উড়ুম্বর সদৃশ; দাহ উষ্মা বিশিষ্ট, ইহা পাকিয়া থাকে।

শ্লেষ্মাজনিত প্রবৃদ্ধ কোষ শীতল ভারাক্রান্ত চিক্কণ কণ্ডুযুক্ত কঠিন ও অল্প বেদনা যুক্ত হয়।

রক্তজবৃদ্ধি কৃষ্টবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

মেদোজ বৃদ্ধি রোগ মৃদু, পক্ক তালফল সদৃশ নীলবর্ত্তুল ও কফজ বৃদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত হয়।

যাহারা সর্ব্বদা মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজ বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মূত্রজবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কোষ্ঠ কালে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় ক্ষোবযুক্ত মৃদু ও বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে।

বাতকোপিভিরা হারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ।
ধরণেরণ ভারাধ্ববিষমাঙ্গ প্রবর্ত্তনৈঃ॥

ক্ষোভাদ্যৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা।
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ ॥
কুর্য্যাদ্বঙ্ক্ষণ সন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা।
উপেক্ষমানস্য চ মুষ্ক বৃদ্ধিং
আধ্মানরুক্ স্তম্ভবতীং স বায়ুঃ
প্রপীড়িতোঽন্তঃ স্বনবান প্রয়াতি
প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ।
অন্ত্রবৃদ্ধি রসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধি সমাকৃতি॥

বাত প্রকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, মল মূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ বা অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষম ভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন ও বলবদ্বিগ্রহ ধনুরাকর্ষণাদি ক্ষোভজনক অন্যায় কর্ম্মদ্বারা বায়ু ক্ষোভিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রক কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধি স্থলে গ্রন্থি-রূপ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহিয়া থাকে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত স্ফীত বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। প্রপীড়িত হইলে বায়ু শব্দ বিশিষ্ট হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি বাতজ বৃদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত। এই ব্যাধি অসাধ্য।

বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা।

গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

শোধিত গুগ্‌গুলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে অধিক দিনজাত বাতজ বৃদ্ধি আশু বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ এরণ্ড তৈল দ্বারা সিক্ত গুগ্‌গুলু অর্দ্ধতোলা গোমূত্র অর্দ্ধপোয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, অথবা অর্দ্ধপোয়া গোমূত্রের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

এরণ্ডতৈল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক-মাসকাল পান করিলে কুরণ্ডরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা প্রস্তুত তৈল পান ও বস্তিকোষ্ঠে প্রয়োগ করিলে কিম্বা এরণ্ড তৈল দশমূলের ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে কুরণ্ড রোগ প্রশমিত হইতে থাকে।

রক্তচন্দন যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেনারমূল, বিল্ব ও নীলোৎপল, এই পদার্থ গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত কুরণ্ডের জ্বালা স্ফীততা ও বেদনার শান্তি হয়।

পঞ্চপল্লবকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপণম্।
সর্ব্বং পিত্তহরং কার্য্যং রক্ত রক্তজে মোক্ষনম্॥

আম্র, জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু ও বিল্ব, ইহাদের পত্র একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত রুগ্ন স্থানে প্রলেপ দিবে এবং পিত্তনাশকক দ্রব্য সমস্ত প্রয়োগ করিবে। রক্তজ কুরণ্ডরোগে জলৌকাদ্বারা কুরণ্ড হইতে রক্ত স্রাব করান কর্ত্তব্য। জলৌকাদ্বারা কিরূপে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় তাহা ব্যাধির চিকিৎসা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

সুশ্রুতোক্ত উষ্ণবীর্য্য অজগন্ধাদিগণ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া কুরণ্ডস্থানে লেপন করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা জনিত কুরণ্ডরোগ উপশমিত হয়।

পীতদারু কষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্।

দেবদারু দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ শ্লেষ্মাজনিত কুরণ্ডরোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা দেবদারু চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্লেষ্মাজনিত বৃদ্ধিরোগে গোময় পিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া অণ্ডকোষে সেক প্রদান করিবে। তদন-ন্তর সুরসাদিগনোক্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে লেপন করিবে। অথবা শিরো বিরেচক দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ

করিয়া অণ্ডকোষে লেপন করিলে কুরণ্ডরোগের উপশম হইয়া থাকে।

মূত্রজনিত কুরণ্ডরোগে অণ্ডকোষে মৃদুস্বেদ লেপন করিয়া বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিবে। তদনন্তর কোষের নিম্নদেশে সেবণীর পার্শ্বদেশ ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। এবং সেই বিদ্ধমুখে দ্বিমুখ বিশিষ্ট শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া সঞ্চিত জল (মূত্র) নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর স্থগিকা নামক বন্ধন প্রয়োগ করিয়া ক্ষত স্থান শুষ্ক করিবে।

শাখোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা সেবনিমাদরাৎ।
ব্যত্যাসাদ্বা শিরাং বিধ্যেদন্ত্রবৃদ্ধি নিবৃত্তয়ে॥

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া যে পর্য্যন্ত কোষ মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়মে উহার চিকিৎসা করিতে হইবে, বায়ুবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যে প্রণালীতে চিকিৎ-করা যায়, ইহাতে ও সেই প্রণালীতে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য যখন দেখিবে যে, অন্ত্রবৃদ্ধি হইয়া বঙ্ক্ষণ প্রদেশ (অর্থাৎ কুঁচকি প্রদেশ) আশ্রয় করিয়াছে, সেই সময় অর্দ্ধচন্দ্র মুখ বিশিষ্ট শলাকা উত্তপ্ত করিয়া বঙ্ক্ষণ প্রদেশস্থ অন্ত্র দগ্ধ করিয়া দিবে। এই প্রকার করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত কোষমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত শঙ্খদেশের উপরিভাগে সেবনী পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের অন্তভাগস্থ শিরা বিদ্ধ করিলেও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কোষে প্রবেশ করিতে পারে না এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, দক্ষিণ অথবা বাম ইহার যে ভাগের অন্ত্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার বিপরীত ভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কোষবৃদ্ধি করিলে তাহার শান্তি হয় না। উল্লিখিত অবস্থায় দক্ষিণ বা বামে, ইহার যে ভাগের কোষ বৃদ্ধি হয়, তাহার বিপরীত দিকের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থিত ত্বক্ ভেদ করিয়া শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। ইহাতে উক্ত রোগের অনেক শান্তি হইয়া থাকে।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়ালা ও গোক্ষুর, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত রেড়ীক ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

বেড়েলার সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া লইবে উক্ত দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আধ্মান ও শূলযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি নিবৃত্তি পায়।

হরিতকী দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল এ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ বাতজনিত অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ নিবৃত্তি হয়।

হরীতকী, গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং উক্ত হরীতকী এরণ্ডতৈলে ভর্জ্জন করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত সেবনপূর্ব্বক উষ্ণজল পান করিলে অধিক দিনজাত বৃদ্ধি প্রাপ্ত কুরণ্ডরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জনিত অণ্ডকোষস্থ শোথ বিনষ্ট হয়।

সরলকাষ্ঠ, অগুরু, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথগ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গোমূত্র ও কাঁজি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্ম জনিত অণ্ডকোষস্থ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

হরিতকী চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলে ও ভর্জ্জন

করিবে এবং উহার সহিত পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কুরণ্ড রোগের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

গব্যঘৃত সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীবিত শম্বুক খোলায় করিয়া রৌদ্রে রাখিবে এই প্রকারে সপ্তাহকাল সূর্য্য পক্কঘৃত সেবন করিলে অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কুরণ্ড ও শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোরক্ষ কর্কটীরমূল চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে। এবং উক্ত পদার্থ দুগ্ধের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুরণ্ড অপনীত হয়।

শিবজটা পেষণপূর্ব্বক কুরণ্ডে লেপন করিয়া করকটের কণ্ঠদ্বারা পেষণ করিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিলে কুরণ্ডরোগ নিবারিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বর্দ্ধমূলকুরণ্ড ও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

বচ ও সর্ষপ জলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া কুরণ্ড স্থানে লেপন করিবে। এই প্রকার কিছু দিন করিলে উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

বিল্বমূল, কদবেলের মূল, শোণামূল, চিতামূল, বৃহতী, কণ্টকারীর মূল, বৃদ্ধদারকের মূল, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও যমানী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থে কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ব্রধ্নরোগ নিবারিত হয়।

ময়দা ও কুন্দুরুক চূর্ণ মেষীক্ষীর সহযোগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রধ্ন ও শূলরোগ অপনীত হয়।

> মৃতমাত্রে তু বৈ কাকেবিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ॥
> ব্রধ্নং মূলর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণদ্রুজং ভবেৎ॥

বৃদ্ধি প্রাপ্তদোষ বঙ্ক্ষণ স্থানে অর্থাৎ কুঁচকি ও যে গ্রন্থিযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, সেই গ্রন্থিল শোথের নাম ব্রধ্নরোগ। কোন একটি কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদারণ পূর্ব্বক বঙ্ক্ষণ স্থানে বসাইয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রধ্নরোগ জনিত বেদনার শান্তি হয়। কাক মারিয়া তক্ষাৎ তাহার ক্রোড় দেশ বিদীর্ণ করিয়া সংলগ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে কফদেহের উষ্ণতার অভাব হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাৎ হইতে পারে।

কৃষ্ণজীরা হাবুষা (অভাবে ধনিয়া) কুড়। গোধূমচূর্ণ ও শুষ্ক বদরীমূল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ব্রধ্ন স্থানে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎসৈন্ধবাদি তৈল।

> সৈন্ধবং মদনং কুষ্টং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্॥
> হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীদেবদারু সনাগরম্॥
> কট্ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকং চিত্রকংশটীম্।
> বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্॥
> বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীরাস্নে প্রপিষ্য চ।
> সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফাবাতনুৎ॥
> ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃ প্লীহমেহাত্যমারুতান্।
> আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাত্তদনু বাসনাৎ॥
> মৃতং সৌরেশ্বর যোজ্যং ব্রধ্নবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে॥

তিলতৈল বা এরণ্ডতৈল চারিসের। কল্কদ্রব্য সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুলফা, নিচুল, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটি, দেবদারু, শুঁঠ, কট্ফল, পুষ্কর মূল, মেদ, চই, চিতারমূল, শটী, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপাণি, বেলশুঁঠ, যমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না এইদ্রব্যগুলি সমস্তে সমভাগে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং তাহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে। তদনন্তর পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। কফ বাতনাশক এই তৈল অঙ্গে মালিশ বা

পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, আঢ্যবাত, আনাহ ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চিকিৎসক শ্লীপদরোগোক্ত সৌরেশ্বর ঘৃত ব্রধ্ন ও কুরণ্ডরোগ শান্তির নিমিত্ত রোগীকে প্রয়োগ করিতে দিবেন।

গলগণ্ড গণ্ডমালা অপচী গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নিদান।

নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুস্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্ বা যদি বা হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ॥

গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র মুস্কবৎ যে দৃঢ় শোথ উপস্থিত হয় তাহাকে গলগণ্ড কহে।

বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রদুষ্টৌ
মন্যে চ সংশ্রিত্যতথৈব মেদঃ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ।
সমন্বিতং তংগলগণ্ডমাহুঃ॥

প্রদুষ্টবায়ু কফবাত মেদঃ গলদেশে মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত গলগণ্ড উৎপাদন করে ঐ গণ্ড অর্থাৎ শোথবিশেষকে পণ্ডিতেরা গলগণ্ড কহিয়া থাকেন।

বাতজগলগণ্ডের লক্ষণ।

তোদান্বিতঃ কৃষ্ণ শিরাবনদ্ধঃ।
শ্যাবোঽরুণো বা পবনাত্মকস্তু॥
পারুষ্যযুক্তশ্চির বৃদ্ধ্যপাকো
যদৃচ্ছয়া পাকমিয়াৎ কদাচিৎ॥
বৈরস্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তো
র্ভবেত্তথা তালুগলপ্রশোষঃ।
স্থিরঃ সবর্ণো গুরুরুগ্রকণ্ডুঃ
শীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্তু॥
চিরাভিবৃদ্ধিং ভজতে চিরাদ্বা
প্রপচ্যতে মন্দরুজঃ কদাচিৎ।
মাধুর্য্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তো
র্ভবেত্তথা তালগলপ্রলেপঃ॥
সিগ্ধো গুরুঃ পাণ্ডুরনিষ্টগন্ধো
মেদোভবঃ কণ্ডুযুতোঽল্পরুক্‌চ।
প্রলম্বতেঽলাবুবদল্পমূলো
দেহানুরূপ ক্ষয়বৃদ্ধিযুক্তঃ॥
স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তো
র্গলেঽনুশব্দং কুরুতে চ নিত্যং॥

বাতজ গলগণ্ড স্ূচীভেদবেদনা বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণশিরাব্যাপ্ত শ্যাম বা অরুণ বর্ণ ও কর্কশ। ইহা অতি দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার গলগণ্ড প্রায় পাকেনা, কিন্তু দৈবাৎ কোন কোনটী পাকিয়া যায়। বাতজনিত গলগণ্ড রোগীর মুখের বিরসতা এবং তালু ও গলের শুষ্কতা হইয়া থাকে।

কফজ গলগণ্ড কঠিন প্রকৃতি সমবর্ণ অর্থাৎ কফ প্রকৃতি হেতু শ্বেতাভ কণ্ডুযুক্ত উগ্রকণ্ডু বিশিষ্ট শীতল ও বৃহৎ। ইহা দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয় ও কখন বা মন্দ মন্দ বেদনান্বিত হইয়া পাকিয়া ও থাকে। এই রোগে মুখ মধুর এবং তালু ও গলদেশ শ্লেষ্মালিপ্ত হয়।

মেদজনিত গলগণ্ড চিক্কণ ভারী পাণ্ডুবর্ণ দুর্গন্ধ কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়। অলাবুর ন্যায় ইহা অল্প মূল ও ক্রমে স্থূলাগ্র হইয়া গলদেশে লম্বিত থাকে দোষের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি ও দোষের হ্রাসে ইহার হ্রাস হয়। এই রোগে রোগীর মুখ তৈলাভ্যক্তবৎ চিক্কণ ও গলদেশে সর্ব্বদা শব্দযুক্ত হইয়া থাকে।

গলগণ্ডেরঅসাধ্য লক্ষণ।

কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসন্তং মৃদুসর্ব্বগাত্রং
সংবৎসরাতীতমরোচকার্ত্তং।
ক্ষীণঞ্চ বৈদ্যো গলগণ্ডযুক্তং
ভিন্নস্বর স্বরঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েচ্চ॥

যে গলগণ্ড রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট সর্ব্বগাত্র কোমল দেহাক্ষী, আহারে অরুচি ও স্বরভঙ্গ হয়। এবং রোগীটী যদি বৎসরের অধিক কাল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

কর্কন্ধু কোলামলক প্রমাণৈঃ
কক্ষংসমন্যা গলাবজ্ঞণেষু।

মেদঃকফাভাং চিরমন্দপাকৈঃ
স্যাদ্‌গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ॥
তেপ্রস্থয়ঃ কেচিদবাপ্ত পাকাঃ
স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে॥
কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি
সৈবাপচীতি প্রবদন্তিতজ্‌জ্ঞাঃ॥
সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনস পার্শ্বশূল
কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিযুতাস্ত্বসাধ্যাঃ॥

গণ্ডমালা।

দুষ্ট মেদঃ ও কফ দ্বারা কক্ষ স্কন্ধ মন্যা (গ্রীবা-দেশস্থ স্থূল শিরাদ্বয়) গল ও বঙ্ক্ষণ দেশে শেয়াকুল, কুল অথবা আমলকীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট বহুসংখ্যক যে গণ্ড উৎপন্ন হয় তাহাকে গণ্ডমালা কহে। গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে সামান্য রূপ পাকে এই সমস্ত যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্রাবযুক্ত কতকগুলি অদৃশ্য ও অপর কতকগুলি নূতন উদ্‌ভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে অপচীরোগ কহা যায়। নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি এই সমস্ত উপ-দ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য জানিবে।

গ্রন্থিরোগ।

বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতঞ্চ শোথং
বাতাদয়ো মাংসমসৃক প্রদুষ্টাঃ
সংদূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ।
বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতঞ্চ শোথং
কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ॥

বতাদি দোষসকল রক্ত মাংস মেদঃ ও পীড়া সকলকে দূষিত করিয়া গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপা-দন করে বলিয়া উহাকে গ্রন্থিরোগ কহে।

বাতিকগ্রন্থি।

আয়ম্যতে বৃশ্চতি তুদ্যতে চ
প্রত্যস্যতে মথ্যতি ভিদ্যতেচ।
কৃষ্ণোমৃদুর্বস্তি রিবাততশ্চ
ভিন্নঃ স্রবেচ্চানিল জোঽস্রমচ্ছ'।

বাতিক গ্রন্থি যেন আকৃষ্ট হইয়া দীর্ঘীকৃত ছিন্ন সূচীবেধবদ্বেদনা বিশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত মথিত ও দ্বিধাকৃত হয়। ইহা কৃষ্ণবর্ণ এবং বস্তির ন্যায় মৃদু ও আয়ত। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে নির্ম্মল রক্ত নির্গত হয়।

পিত্তজগ্রন্থি।

দংদহ্যতে ধূপ্যতি বৃশ্চ্যতে চ
পাপচ্যতে প্রজ্বলতীব চাপি।
রক্তঃ সপীতোঽপ্যথবাপি পিত্তাৎ।
ভিন্নঃ স্রবেদুষ্ণমতীব চাস্র॥

পিত্তজনিত গ্রন্থিতে অন্তর্দাহ অন্তস্তাপ ভেদেবৎপীড়া অতিশয় পাক ও অগ্নি শিখার ন্যায় জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহা রক্ত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং বিদীর্ণ হইলে অতীব উষ্ণ রক্ত স্রাবিত হয়।

কফজনিতগ্রন্থি।

শীতোঽবিবর্ণোঽল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ
পাষাণবৎ সংহননোপপন্নঃ।
চিরাভিবৃদ্ধিশ্চ কফ প্রকোপপাদ
ভিন্নঃস্রবেচ্ছুক্লঘনঞ্চ পূয়ং॥

কতজনিত গ্রন্থি শীতল অবিবর্ণ, অল্প বেদনা বিশিষ্ট পাষাণবৎ কঠিন ও দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়। ইহা বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ ঘন পূয স্রাব করে।

মেদোজগ্রন্থি।

শরীরবৃদ্ধি ক্ষয়বৃদ্ধিহানিঃ
স্নিগ্ধো মহান্‌ কণ্ডুযুতোঽরুজশ্চ।
মেদঃকৃতোগচ্ছতি চাত্র ভিন্নে
পিণ্যাকি সর্পিঃ প্রতিমান্তমেদঃ॥

মেদোজগ্রন্থি চিক্কণ বৃহৎ কণ্ডুযুক্ত ও অবেদন হয়। শরীরের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস ইহার হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এই গ্রন্থি ভিন্ন হইলে তিল কল্ক সদৃশ ঘৃত তুল্য মেদঃ নির্গত হইয়া থাকে।

শিরাজগ্রন্থি।

ব্যায়ামজাতৈরবলস্য তৈস্তৈ
রাক্ষিপ্যবায়ুস্তু শিরাপ্রতানং॥
সঙ্কুচ্য সংপিণ্ড্য বিশোষ্য চাপি
গ্রন্থিকরোত্যুন্নতমাশু বৃত্তং
গ্রন্থিঃ শিরাজঃ সতু কৃচ্ছ্রসাধ্যো॥
ভবেৎ যদি স্যাৎ সরুজশ্চলশ্চ
মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিবর্জ্জনয়েঃ
মর্ম্মোত্থিশ্চাপিবিবর্জ্জনীয়ঃ॥

বলবদ্বিগ্রহাদি ব্যায়াম সমুহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তির শিরাসকলকে আক্ষিপ্ত, সঙ্কোচিত, সংপিণ্ডিত ও বিশোষিত করিয়া আশু উন্নত ও গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, ইহাকে শিরাজ গ্রন্থি কহিয়া থাকে। এই গ্রন্থি সবেদন ও চলিষ্ণু হইলে কৃচ্ছ্রাসাধ্য, কিন্তু যদি অবেদন অচল বৃহৎ ও মর্ম্মোত্থিত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে।

অর্ব্বুদরোগের লক্ষণ।

গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ
সংমুর্চ্ছিতা মাংসমস্থক্ প্রদূষ্য।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্ত
মনমল্পমূলং চিরবৃদ্ধপাকং॥
কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং
তদর্ব্বুদং শাস্ত্র বিদো বদন্তি।
বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি
রক্তেন মাংসেন চ মেদসা বা॥
তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি
গ্রন্থেঃ সমানানি তদাভবন্তি॥

বাতাদি দোষ সমস্ত কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোন স্থানে গোলাকার অচল, অল্পবেদনাযুক্ত দূরানুপ্রবিষ্ট সুতরাং অনল্পমূল বৃহদাকার যে মাংসোচ্ছ্রয় থাকে, তাহাকেই অর্ব্বুদ রোগ কহিয়া থাকে। অর্ব্বুদ দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রায় পাকে না। বিকৃত বায়ু পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস ও মেদোদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাতজ পিত্তজ, কফজ, ও মেদোজ অর্ব্বুদের লক্ষণ তত্তদগ্রন্থির ন্যায়, রক্তজ ও মাংসজ গ্রন্থির লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দোষঃ প্রদুষ্টো রুধিরং শিরাশ্চ
সংকুচ্য সংপিণ্ড্য ততস্ত্বপাকং।
সাস্রাবমুন্নহ্যতি মাংস পিণ্ডং
মাংসাঙ্কুরৈরাচিতমাশু বৃদ্ধিং॥
করোত্যজস্রং রুধিরপ্রবৃত্তি
সমাধ্যমেতদ্রুধিরাত্মকন্তু।
রক্তক্ষয়োৎপব পীড়িতস্ত
পাণ্ডুর্ভবেদর্ব্বুদপীড়িতস্তু॥

প্রদুষ্ট দোষ (অর্থাৎ পিত্ত) রক্ত ও শিরা সকলকে সঙ্কোচিত ও সংপিণ্ডিত করিয়া মাংসাঙ্কুরাবৃত, ঈষৎপাক ও স্রাবরিশিষ্ট মাংস পিণ্ড উদ্গত করে। ইহা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, এবং অজস্র রুধির স্রাব করিতে থাকে। ইহাকেই রক্তার্ব্বুদ কহে যদিও সমস্ত অর্ব্বুদেই রক্ত ও মাংস দৃষ্য পদার্থ, তথাপি রক্তার্ব্বুদে রক্তের ও মাংসার্ব্বুদে মাংসের বিশেষ দুষ্টি জানিবে। রক্তক্ষার জনিত উপদ্রবে উপদ্রুত হওয়ায় রক্তার্ব্বুদ পীড়িতব্যাপ্ত পাণ্ডু বর্ণ হইয়া থাকে। এই পীড়া অসাধ্য জানিও।

মাংসার্ব্বুদের লক্ষণ কথিতহইতেছে।

মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেঽঙ্গে
মাংসং প্রদুষ্ঠং জনয়ে দ্বিশোথং।
আবেদনং স্নিগ্ধ মনন্যবর্ণ
মপাক মশ্মোপমম প্রচাল্যং॥
প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য গাঢ়
মেতদ্ভবেন্মাংস পরায়ণস্য।
মাংসার্ব্বুদত্বে তদসাধ্য মুক্তং
সাধ্যেষ্বপীমানিতু বর্জ্জয়ে চ্চ॥

মুষ্টি প্রহারাদি দ্বারা কোন অঙ্গ অৰ্দ্দিত হইলে তথাকার প্রদুষ্ট মাংস অবেদন বা ঈষদ্বেদনা যুক্ত, চিক্কণ, দেহ সমবর্ণ পাক রহিত অথবা অল্পপক্ক বিশিষ্ট প্রস্তরবৎ কঠিন ও স্থির শোথ উৎপাদন করে, ইহাকেই মাংসার্ব্বুদ কহে। মাংসার্ব্বুদের উৎপাদক দোষ বায়ু। মাংস ভোজনশীল ব্যক্তির মাংস দুষ্টি হেতু এই মাংসার্ব্বুদ গাঢ়তর ও অসাধ্য হইয়া থাকে। সাধ্য লক্ষণাক্রান্ত অর্ব্বুদের মধ্যেও যে গুল

পর শ্লোকোক্ত লক্ষণযুক্ত হইবে, তাহাদিগকে ও ত্যাগ করিবে।

অর্ব্বুদেরঅসাধ্য লক্ষণ।

সংপ্রস্রুতং মর্ম্মণি যচ্চ জাতং
স্রোতঃ সু বা যচ্চ ভবেদ্‌চাল্যং।
যজ্জায়তেঽন্যং খলু পূর্ব্বজাতে
জ্ঞেয়ংতদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ
যদ্বন্দ্বজাতং জুগজং ক্রমাদ্বা
দ্বিরর্ব্বুদং তচ্চ ভবেদ্‌সাধ্যং॥

উল্লিখিত বাতজাদি অর্ব্বুদের মধ্যে যে অর্ব্বুদ স্রাবযুক্ত মর্ম্মোৎপন্ন বা নাড্যাদি স্রোতোজাত অথবা অচাল্য তাহা অসাধ্য। অধ্যর্ব্বুদ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপর যে অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় তাহাতে ত্যাগ করিবে। এককালীন বা ক্রমে উৎপন্ন অর্ব্বুদদ্বয়কে দ্বিরর্ব্বুদয়কে দ্বির্ব্বুদ কহে এই অর্ব্বুদ পরিত্যাগ করা বিধেয়।

ন পাকমায়ন্তি কফাধিকত্বাৎ
মেদোবহুত্বাচ্চ বিশেষস্তু।
দোষ স্থিরত্বাৎ গ্রথনাচ্চতেষাং
সর্ব্বার্ব্বুদান্তেব নিসর্গতস্তু॥

কফের আধিক্য, মেদের বাহুল্যতা দোষের স্থিরত্ব ও গ্রথিতত্ব এবং বগাধর স্বভাব বশতঃ অর্ব্বুদসমস্ত পাকে না।

গলগণ্ডচিকিৎসা।

যবমুদ্গপটোলানি কটুরুক্ষঞ্চ ভোজনম্।
ছর্দ্দিং সরক্ত মুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রয়োজয়েৎ॥

যব, মুগ, পাটাল, কটু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন বমন ও রক্ত মোক্ষণ প্রক্রিয়া গলগণ্ড রোগে প্রয়োগ করিবে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মুল, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া গলগণ্ডে লেপন করিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়। সর্ষপ শোভাঞ্জনবীজ, শণবীজ, তিসী, যব, মুলারবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া গলগণ্ড প্রদেশে লেপন করিলে উক্ত রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্বং গোমূত্র গালিতম্।
পিবেৎ কোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ড প্রশান্তয়ে॥

পানাশুক করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিবে। উক্ত ভস্ম পানীয় ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া একবিংশতিবার ছাঁকিয়া জলগ্রহণ করিবে। তদনন্তর কোদ্রবান্ন ভোজনকারী গলগণ্ড রোগীকে উক্ত ক্ষারোদক পান করিতে দিবে, ইহাতে উল্লিখিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সূর্য্যাবর্ত্তও রসুন পেষণ করিয়া গলগণ্ড স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে, উহা দ্বারা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া গলগণ্ডের মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। সুপক্ব তিক্তলাউ সপ্ত দিবস জলে অথবা মদ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল অথবা মদ্য পান করিয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

কটুফলের চূর্ণ গলগণ্ডে কিছুদিন ঘর্ষণ করিলে উক্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্বেতঅপরাজিতার মূলের চূর্ণ, ঘৃতের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

মণ্ডুর মহিষমূত্রে একমাস ভিজাইয়া রাখিবে। তদনন্তর উক্ত মণ্ডূর অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, উক্ত চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে গলগণ্ড রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অস্ত্র চিকিৎসা।

জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোঽধস্তাচ্ছিরাদ্বাদশ কীর্ত্তিকাঃ।
তাসং স্থুল শিরে কৃষ্ণে বিধাত্তে চ শনৈঃ শনৈঃ॥
বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশমাত্রেণ বুদ্ধিমান্।
ক্ষতে রক্তো ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড় মার্দ্রকম্॥
ভোজনঞ্চানভিষ্যান্দি যূষঃ কৌলত্থ ঈষ্যতে॥

গলগণ্ডরোগে যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইল। উক্ত ঔষধ সমস্তপ্রয়োগদ্বারা রোগের প্রতীকার না হইলে উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা উক্ত রোগের অপনয়ন করা, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকের

কর্ত্তব্য। এই পীড়ায় অস্ত্র করিতে হইলে চিকিৎসক প্রথমতঃ রোগীর মুখ ব্যাদান করিয়া জিহ্বা আকর্ষণপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে, জিহ্বার নিম্ন পৃষ্ঠে অধোদিকে জিহ্বার পার্শ্বে বারটি শিরা দেখিতে পাইবেন। তন্মধ্যে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূল শিরা আছে; উক্ত স্থূল শিরাদ্বয় বড়িশ যন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া কুশ পত্র নামক অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবে। তদনন্তর যথা প্রয়োজন রক্ত স্রাবিত হইলে বেদনা বিনাশার্থ গুড় ও আদা রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। তৎপরে কফনাশক বস্তুর সহযোগে কুলথকলায়ের যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কর্ণদ্বয়ের পৃষ্ঠ সন্ধিস্থানে উপর্য্যুপরি তিনটী শিরা আছে। উক্ত শিরাত্রয় কুশপত্রাক্ষ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া দিবে। ইহাতে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হয়।

তুম্বী তৈল।

বিড়ঙ্গক্ষারসিন্ধু প্রারাস্নাগ্নিব্যোষ হিঙ্গুভিঃ।
কটুতুম্বীফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ॥
চিরোত্থমপি নস্তেন গলগণ্ডং নিবারয়েৎ॥

কটুতৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত ও জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেয়ার মূল বা বচ ও বালা পাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে উক্ত তৈলে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং বিড়ঙ্গ, যবক্ষার সৈন্ধবলবণ, বচ, রাস্না, চিতামূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও হিঙ্গু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে, এবং সুপক্ব তিক্তলাউয়ের রস ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, তদনন্তর তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা নাস্যরূপে গ্রহণ করিলে, বহু দিবস জাত গলগণ্ড নিবারিত হয়।

অমৃতাদ্য তৈল।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব
হংসাহ্বয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু
হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী॥

তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল দৃঢ় কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক, কিঞ্চিৎ জল সহযোগে উক্ত তৈলে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিয়া এক পোয়া কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা জল সিক্ত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপত্র, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। জল ষোলসের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর গুলঞ্চ নিমছাল, হংসপদী, কুটজ, পিপুল, বেড়ালা, গোরক্ষ চাকুলে ও দেবদারু, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোল সের জল সহযোগে জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে; তৎপরে তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত

হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান করিলে গলগণ্ডরোগ নিবারিত হয়।

গণ্ডমালা চিকিৎসা।

মক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ কাথোবরুণমূলজঃ
গণ্ডমালাং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

বরুণবৃক্ষ মূলের ক্বাথ মধুর সহিত একবার পান করিলে গলমালা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ আতপ তণ্ডুলের সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গণ্ডমালা রোগ অপনীত হয়।

শোনালুর মূল তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক নস্যরূপে গ্রহণ করিলে অথবা প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দামূল জলে পেষণপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা রোগ নিবারিত হয়।

ঘোষাফলের রস বা তিক্ত লাউয়ের রস অথবা পিপ্পলী যুক্ত নিম্বফলের তৈল অথবা মধুর সহিত বচ মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে গণ্ড-মালা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রবারুণীর পত্রের রস চারিতোলা পরিমাণে পান করিলে অপচী গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মযষ্টির মূল (বামনহাটীর মূল) আতপ তণ্ডুলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে গলগণ্ড গণ্ডমালা ও কুরণ্ড রোগ অপনীত হয়।

ছুছুন্দরী তৈল।

অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ পূর্ণাং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।
ছুছুন্দর্য্যা বিপকংতু কণাতৈলবরং ধ্রুবম্॥

তিলতৈল চারিসের প্রথমতঃ লৌহ কটাহে তৈল প্রদানপূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে প্রদান করিবে, এবং, মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া, জলসিক্ত করিয়া, উহাতে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই কয় পদার্থ গুলি প্রত্যেকে একছটাক গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে. এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ছুঁচা (চিকার) মাংস একসের এবং জল ষোলসের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মাংসাদি বাদ দিবে। তদনন্তর পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

শাখোটক তৈল।

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক-ছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে উহাতে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করত জলসিক্ত করিয়া উহাতে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা নালুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে একছটাক, পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে। এবং তৈলে শেওড়া বৃক্ষেরছাল একসের এবং জল ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-

ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়।

বিম্বাদ্য তৈল।

বিম্ব্যশ্বমার নির্গুণ্ডী সাধিতম্বাপি নাশনম্॥

তৈল ৪ সের গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদন ন্তর তেলাকুচার মূল, শ্বেতকরবীর মূলও নিসিন্দা পত্র এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়।

নির্গুণ্ডী তৈল।

নির্গুণ্ডীস্বরসে চাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতম্।
তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।

তৈল ৪ সের গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত শাখোটক তৈলের মূর্চ্ছাপাকের নিয়মানুসারে মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উহাতে নিশিন্দাপত্রের রস ষোলসের ও লাঙ্গলীর মূল একসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্যরূপে গ্রহণ করিলে দুস্তর গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

অপচী চিকিৎসা।

বনকার্পাসিকা মূলং তণ্ডুলৈঃ সহযোজিতম্।
পক্কাতু পূপিকাং খাদেদপচী নাশনায় তু॥

বনকার্পাসেরমূল চূর্ণ একতোলা গ্রহণ করিয়া তিনভাগ চাউলের গুড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। উক্ত পিষ্টক সেবন করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শজিনারছালও দেবদারুর ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে দুস্তর অপচীরোগ নিবারিত হয়।

সর্ষপ নিমপাতা ও ভেলা এই পদার্থত্রয় অন্তর্ধুমে দগ্ধ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে অপচীরোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বত্থকাষ্ঠ নিচুল (বেতস) ও গরুর দাঁত, এই পদার্থগুলি অন্তর্ধুমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ শূকরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগ স্থানে প্রলেপ দিলে অপচী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপচীরোগে শস্ত্র প্রয়োগ।

পাদের দ্বাদশাঙ্গুল বিশিষ্ট পার্ষ্ণি প্রদেশে ইন্দ্রবস্তি নামক চর্ম্ম * পরিত্যাগ করিয়া উক্ত উভয় পার্ষ্ণি প্রদেশের দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া মৎসের অণ্ডকৃতি মেদজাল বিদারণ পূর্ব্বক নির্গত করিবে এবং উক্ত স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। এই প্রকারে অপচীরোগের মূলচ্ছেদন হইলে অপচীর শান্তি হইয়া থাকে।

* ইন্দ্রবস্তি, প্রত্যেক পার্ষ্ণি ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে ইন্দ্রবস্তি বলিয়া অভিহিত হয়। উল্লিখিত স্থান মর্ম্মস্থনের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অস্ত্রক্রিয়ার সময়ে উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ ইন্দ্রবস্তি প্রদেশে আহত বা বিদ্ধ হইলে রক্ত স্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

কক্ষ ও কুর্পর সন্ধিগত অপচীরোগে মণিবন্ধের (হাতের কবজি প্রদেশের) উরিভাগে পরস্পর এক অঙ্গুল অন্তর অস্ত্রের সাহায্যে তিনটিরেখা পাত করিবে। ইহাতে কক্ষ ও কুর্পর সন্ধিস্থ (কনুই ভাগস্থ) অপচী প্রশমিত হয়।

বোষ্যাদ্য তৈল।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেতৈঃ শৃতং নস্যাৎকৃচ্ছ্রা মপ্যাপচীং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে ফেন রহিত হইলে নামাইয়া কাঁচা হরিদ্রা একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে এবং লোধ,নালুকা, মুথা, আমলকী,হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিবে এবং জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক-সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইশা ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্যরূপে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে অপচীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্য তৈল।

চন্দনং স্বাভয়ালাক্ষাবচাকটুকরোহিণী।
এতৈ স্তৈলং শৃতং পীতং সমুলামপচীং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে ফেন রহিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া গুলিয়া জলে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং রক্তচন্দন,হরীতকী, লাক্ষা ও কটকী, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে গ্রহণ করিবে। এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অপচীরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাদ্য তৈল।

গুঞ্জাহয়ারিশ্যামার্কসর্ষপৈমূত্র সাধিতম্।
তৈলঞ্চ দশধা পশ্চাৎ কণালবণপঞ্চক॥
মরিচৈশ্চূর্ণি তৈর্য্ৎক্তং সর্ব্বাবস্থাগতাং জয়েৎ।
অভ্যাঙ্গদপচীং নাড়ী বল্মীকার্শোর্ব্বুদ ব্রণান্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে অগ্নিসন্তাপে ফেন রহিত হইলে, নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্টা কুট্টিত করিয়া জল সহযোগে উহাতে প্রদান

করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে তৈলে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং গুঞ্জামূল, করবীর মূল, বৃদ্ধদারক আকন্দের ক্ষীর, সর্ষপ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে ষোল সের গোমূত্র প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপ পাক করিতে করিতে, শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, নামাইয়া তৈল গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত তৈলের সহিত, পিপুলচূর্ণ, পঞ্চলবণ ও মরীচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে মালিশ করিলে, অপচী, নাড়ী, বল্মিকার্শঃ অর্ব্বুদ ও ব্রণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থি চিকিৎসা।

গ্রন্থিষামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথ প্রতি ক্রিয়াম্।
পক্কানাপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ব্রণ ভেষজৈঃ॥

অপক্ক গ্রন্থিরোগ চিকিৎসক ব্রণশোথোক্ত বিধানানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবেন। অপর গ্রন্থি পাকিলে, অস্ত্রক্রিয়া দ্বারা ছেদন, এবং সংশোধন করিয়া শোষক ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থান শুষ্ক করিয়া দিবেন।

হিংস্রা (কালাকড়া) কট্কী, গুলঞ্চ, বামনহাটি, শোনা, বিল্ব, অগুরু, কৃষ্ণগন্ধা, ও তালমূলী, এই দ্রব্য গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া, পিত্তজনিত গ্রন্থিতে প্রলেপ প্রদান করিলে, উক্ত রোগ নিবারিত হয়।

পিত্তজনিত গ্রন্থিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ও দুগ্ধ মিশ্রিত জল সিঞ্চন হিতকর, এতদ্ভিন্ন সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করিয়া তাহাতে চিনী মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, কিম্বা কিসমিসের ক্বাথ বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীর চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে, এবং মধুর বৃক্ষের ছাল,জামছাল,অর্জ্জুনছাল, ও ছাতিমছাল পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে।

বমনাদিদ্বারা এবং রক্ত মোক্ষণ দ্বারা শ্লেষ্মজ গ্রন্থিরোগাক্রান্ত ব্যক্তির দোষ অপসারিত হইলে চিকিৎসক স্নেহ ও সেক প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক প্রয়োগ করিবেন।

শৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে সেকের সাহায্যে কোমল ভাবাপন্ন হইলে অঙ্গুষ্ঠরেণু দৃশতিপুত্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গ্রন্থিতে অঙ্গের সহিত বিলীন করিয়া বসাইয়া দিবে।

বিকঙ্কত (বঁইচ) শোণালু, গুঞ্জা, কাকাদনী ও তাপসবৃক্ষ ইহাদিগের মূল পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে প্রলেপ দিবে এবং তিক্তলাউ ব্রহ্মযষ্টি, করঞ্জ, দন্তী, বালা ও মদন ফল এই দ্রব্যগুলি লেপন করিয়া গ্রন্থিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা গ্রন্থি বিলীন হইয়া যায়।

দন্তীমূলের ছাল রক্তচিতার মূলের ছাল, সীজেরক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলা ও হিরাকস, এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে লেপন করিলে গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া যায়।

মাতৃবাহক কীট পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে লেপন করিলে গ্রন্থিরোগ অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রশমিত হয়।

সাচিক্ষার, মূলাশাকের ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ এই দ্রব্যগুলি একত্র কিঞ্চিৎ জল সহযোগে পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যদি মর্ম্ম রহিত স্থানে উৎপন্ন গ্রন্থি প্রলেপ দ্বারা বসিয়া না যায় তাহা হইলে চিকিৎসক্ অপক্ক অবস্থাতেই অস্ত্রের সাহার্য্যে ছেদন করিয়া সেই স্থানে অগ্নি দগ্ধ করিয়া দিবেন। এই প্রকার চিকিৎসা বাতজ এবং শ্লেষ্মজ গ্রন্থিতে করা বিধেয়। কিন্তু পিত্তজ গ্রন্থি হইলে উক্ত গ্রন্থি

অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া ক্ষার লেপন করিয়া দিবেন। এইরূপে ক্ষার ক্রিয়া যথা শাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অর্ব্বুদ চিকিৎসা।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাং ন যতো বিশেষঃ
প্রদেশহেত্বাকৃতি দোষ দূষ্যৈঃ
ততশ্চিকিৎসেদ্ভিষগর্ব্বুদানি
বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন॥

প্রদেশ (স্থান) কারণ, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য, ইহার সহিত গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের কোন ইতর বিশেষ নাথাকায় চিকিৎসক গ্রন্থিরোগোক্ত চিকিৎসা অনুসারে অর্ব্বুদরোগের চিকিৎসা করিবে।

বাতজনিত অর্ব্বুদরোগে প্রলেপও স্নিগ্ধ মাংস দ্বারা কিম্বা বেশবার দ্বারা সেক প্রদান করিবে অথবা নাড়ীস্বেদ দিবে এবং শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব করিবে। নাড়ী স্বেদ, যথা স্বেদযোগ্য পদার্থের যথা উপযুক্ত ফল, মূল ও পত্র এবং উষ্ণস্বভাব পশু ও পক্ষীর মাংস মস্তক ও পদাদি লইয়া উপযুক্ত অম্লদ্রব্য সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও তৈলাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া কিম্বা মূত্র দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া উত্তম রূপে মুখবন্ধ করিয়া জাল দিতে থাকিবে। কিছুক্ষণ জাল দেওয়া হইলে শরপত্র, বংশপত্র, করঞ্জপত্র, অথবা আকন্দপত্র ইহাদের কোন এক প্রকার পত্র গ্রহণ করিয়া হস্তীর শুঁড়ের ন্যায় নল প্রস্তুত করিয়া ঐ নলের ছিদ্র সমস্ত বায়ুনাশক পত্রের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহা দ্বারা উক্ত হাঁড়ী হইতে ধুম গ্রহণপূর্ব্বক রোগীর ব্যাধিস্থানে লাগাইবে। ধুম লাগাবার পূর্ব্বে রোগীর শরীরে বায়ু নাশক তৈলাদি মালিশ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার নিয়মানুসারে সেক দেওয়াকে নাড়ীস্বেদ কহে।

পিত্তজনিত অর্ব্বুদরোগে মৃদুস্বেদ মৃদু প্রলেপ ও কষার বিরেচণ প্রয়োগ করিবে। উড়স্বর পত্র, সেকপত্র (সেগুন বৃক্ষের পত্র) বা, গোজী পত্র দ্বারা অর্ব্বুদ ঘর্ষণ করিবে। উহাদ্বারা অর্ব্বুদের গাত্রস্থছাল সকল উঠিলে ধুনা প্রিয়ঙ্গ পতঙ্গ (রক্তচন্দন) লোধ, অর্জ্জুনছাল ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

শঙ্খচূর্ণ ও মূলাশাক ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত অর্ব্বুদ স্থানে প্রলেপ দিবে ইহাদ্বারা কফজনিত অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

শ্বেতশিম পিনাক কুলথ কলাই ও মাংস এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ অর্ব্বুদস্থানে লেপন করিয়া দিলে ক্রিমি ও মক্ষিকা সকল মূর্চ্ছিত হয় এবং প্রলেপে উপরে মক্ষিকাগণ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

উল্লিখিত উপায় অর্ব্বুদ কীটদষ্ট হইয়া ও যদি অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে উক্ত কীট বিনাশার্থ লেপন করিয়া পরে অগ্নি দ্বারা অর্ব্বুদ দগ্ধ করিয়া দিবে। ইহাতে অর্ব্বুদের মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উল্লিখিত প্রকারে অগ্নিকর্ম্ম করিলেও যদি অর্ব্বুদের মূল নিঃশোষিত রূপে ধ্বংশ না হয় তাহা হইলে রাঙ, তাম্র, সীস বা লৌহ পাতদ্বারা অর্ব্বুদ মূলদেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিতে হইলে জীবনের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

অর্ব্বুদ পাকিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকব্রণ পাকোক্ত পাটল ও শোধন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা উহা আবৃত করিয়া রাখিলে অর্ব্বুদের শান্তি হয়।

উপোদিকাপত্রের (পুইপত্রের) রস দ্বারা অর্ব্বুদ আর্দ্র করিয়া এক উপোদিকা পত্র দ্বারা উহা আবৃত করিয়া রাখিলে অর্ব্বুদ জনিত পীড়কার শান্তি হয়।

উপোদিকাপত্র কাঁজি ও তক্রের সহযোগে পেষণ করিবে এবং উহাতে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে তিন দিনের মধ্যে মর্ম্মস্থানজাত অর্ব্বুদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কলার সেকের ভস্ম, তুষ, ও শঙ্খচূর্ণ দ্বারা

প্রলেপ প্রদান করিলে অর্ব্বুদরোগ প্রশমিত হয়।

আদা, গন্ধক, যবক্ষার বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ, এই সমস্ত পদার্থের চূর্ণ কৃকলাশের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অর্ব্বুদরোগ নিবারিত হয়।

সীজের ছাল উত্তপ্ত করিয়া লেপন প্রদান করিলে কিম্বা উত্তপ্ত সীসক দ্বারা বা উষ্ণলবণ দ্বারা কিম্বা পিণ্ডারক জল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা পোটলী করিয়া সেক প্রদান করিলে অর্ব্বুদরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

মেদোজ অর্ব্বুদরোগে হরিদ্রা লোধ পতঙ্গ (রক্তচন্দন) গৃহধূম ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উল্লিখিত অর্ব্বুদরোগের শান্তি হইয়া থবক।

অর্ব্বুদরোগের যে সমস্ত চিকিৎসার নিয়ম ও ঔষধ উক্ত হইল সে সমস্ত দ্বারাই শর্করার্ব্বুদরোগের ও চিকিৎসা করিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃত আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একোনবিংশতোঽধ্যায়ঃ।

শ্লীপাদরোগ নিদান।

যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ
শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ।
তৎশ্লীপদংস্যাৎ করকর্ণনেত্র
শিশ্নৌষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ॥
বাতজং কৃষ্ণরুক্ষঞ্চ স্ফুটিতং তীব্রবেদনং।
অনিমিত্তরুজং তস্য বহুশো জ্বর এব চ॥
পিত্তজং পীতসঙ্কাশং সহ জ্বরযুতংমৃদু।
শ্লৈষ্মিকং স্নিগ্ধবর্ণঞ্চ শ্বেতং পাণ্ডু গুরুস্থিরং॥

শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, ও প্রথমে জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণ দেশে বেদনাযুক্ত শোথ হয়। পরে সেই শোথ ক্রমে ক্রমে পাদে উপস্থিত হয়। ইহাকেই শ্লীপদ কহিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন কর্ণে নেত্রে লিঙ্গে ও ওষ্ঠতেও শ্লীপদ হইয়া থাকে। ইহাকে বায়ুজনিত শ্লীপদ কহিয়া থাকে। বায়ুজনিত শ্লীপদ কৃষ্ণ বর্ণ রুক্ষ স্ফুটিত ও তীব্র বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ কোমল পীতবর্ণ দাহ ও জ্বরবিশিষ্ট। শ্লেষ্মজ শ্লীপদ কঠিন চিক্কণ শ্বেতজ পাণ্ডুবর্ণ ও ভারযুক্ত হয়।

বল্মীকমিব সঞ্জাতং কণ্টকৈরুপচীয়তে।
অব্দাত্মকং মহত্তচ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

শ্লীপদ প্রবৃদ্ধ হইয়া বল্মীকের ন্যায় বহু শিখর বিশিষ্ট হয়, কিম্বা যাহা একবৎসরের অধিক কাল জাত, কিম্বা যাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অসাধ্য জানিবে।

ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াৎ শ্লীপদানিকফোচ্ছ্রয়াৎ।
গুরুত্বঞ্চ মহত্বঞ্চ যস্মান্নাস্তি কফংবিনা॥

বাতজাতি ত্রিবিধ শ্লীপদেই কফ প্রধান্য থাকে জানিবে, যেহেতু কফ ব্যতিরেকে গুরুত্ব ও মহত্ব হইতে পারেনা।

পুরাণোদকভূয়িষ্ঠা সর্ব্বর্ত্তু যু চ শীতলাঃ।
যে দেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ॥

যে দেশে অধিক পরিমাণে পুরাণ জল সঞ্চিত থাকে, এবং দেশ সকল ঋতুতেই শীতল সেই দেশেই বাহুল্য রূপে শ্লীপদ উৎপন্ন হয়।

যাস্রাবমত্যুন্নত সর্ব্বলিঙ্গং
সকণ্ডুরং শ্লেষ্মযুতং বিবর্জ্জ্যং॥

যে শ্লীপদ রোগ স্রাবযুক্ত, কণ্ডূ বিশিষ্ট, ও শ্লেষ্মানুগত হয়, এবং যে শ্লীপদ বাতাদি যে দোষে উদ্ভূত সেই দোষ লক্ষণ সকল অত্যুন্নত ভাবে যাহাতে প্রকাশ পায় সে শ্লীপদ অসাধ্য।

শ্লীপদ চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদরেচনৈরক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্ম হরৈরুষ্ণৈ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥

উপবাস, প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন (মলঃ নিঃসারক দ্রব্য প্রয়োগ) রক্ত মোক্ষণ এবং উষ্ণ প্রায় সমস্ত দ্রব্য দ্বারাই শ্লীপদ (গোদরোগের) চিকিৎসা করিবে।

ধুস্তূর পত্র, এরণ্ডমূল, নিশিন্ধাপত্র, পুনর্নবা, শজিনার ছাল ও সর্ষপ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত দীর্ঘ কালজাত গোদ বিনষ্ট হয়।

আকন্দমূলেরছাল, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিলে, বদ্ধমূল গোদেরও শান্তি হইয়া থাকে।

পিণ্ডারক বৃক্ষজাত বৃন্দাকের (পরগাছার) মূল অর্দ্ধতোলা গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একতোলা পরিমাণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিলে কিম্বা উক্ত মূল রক্ত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া গোদযুক্ত জঙ্ঘাতে বন্ধন করিলে গোদ শান্তি হইয়া থাকে।

রক্তচিতার মূল ও দেবদারু ছাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কিম্বা সর্ষপ ও শজিনার ছাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণ করিয়া গোদে প্রলেপ প্রদান করিলে উক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শস্ত্রপ্রয়োগ।

স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
কৃত্বগুল্‌ফোপরি শিরাং বিধ্যেত্তু চতুরঙ্গুলে॥

বায়ুজনিত গোদরোগে চিকিৎসক স্নিগ্ধ সেক ও স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদান পূর্ব্বক গোদযুক্ত স্থানে দৃঢ়তার হ্রাস করিয়া গুল্‌ফের উপরিভাগের চারি অঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শিরাবিদ্ধ করিয়া গোশৃঙ্গের নির্ম্মিত শিঙ্গাদ্বারা রক্ত স্রাব করিবেন।

পিত্তজনিত গোদে গুল্‌ফের নিম্ন প্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবেন, এবং পিত্তজনিত অর্ব্বুদ ও বিসর্প রোগোক্ত পিত্তনাশক উপায় দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। পিত্তজনিত রোগে রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে, শিরার যে স্থান বিদ্ধ করা হয়, সেই স্থানে অলাবু যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে দীপ প্রজ্জলিত করিয়া দিবে, এইরূপ করিলে, কিৎয়ৎক্ষণ পরে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া অভ্যন্তরস্থ বায়ু লাঘবত্ব বশতঃ শোণিত স্রাব হইতে থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, হিংস্রা ও পুনর্নবা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ব্যাধিযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত গোদের শান্তি হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত রোগে চিকিৎসক পদের বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিবেন এবং রোগীকে কফনাশক দ্রব্যের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে দিবেন, অথবা নাটাকঞ্জার ছালের রস সর্ষপ তৈল সহযোগে গোদের শান্তির জন্য রোগীকে সেবন করিতে দিবেন। উক্ত প্রণালী ক্রমে পুত্রঞ্জীর বৃক্ষের ছালের রস পান করিতে দিলে ও উদ্দেশ্য সাধন হয়।

বৃদ্ধদারক বীজচূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ কাঞ্জিকের সহিত পান করিলে কিম্বা হরিদ্রা ও পুরাতন গুড় একত্রে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সংবৎসরজাত শ্লীপদ (গোদ রোগ) বিনষ্ট হয়। বিশেশতঃ দদ্রুকুষ্ঠ (দাদ রোগ) নিবারিত হইয়া থাকে।

গন্ধর্ব্ব (গাব বা ভেরেণ্ডা) তৈলে হরীতকী ভর্জ্জন করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ গোমূত্রের সহিত পান করিলে সপ্তাহকাল মধ্যে শ্লীপদ রোগমুক্ত হইতে পারা যায়।

কাঁজি তৈলের সহিত পান করিলে বায়ু, কফ ও শ্লীপদ রোগ নষ্ট হয় এবং উহার অগ্নিদীপক শক্তি থাকায় আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

চিকিৎসক গোধাপদীর মূল একভাগ ও মাষ কলাই দুইভাগ পেষণপূর্ব্বক যথা নিয়মে মাষেণ্ডরী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবেন ইহাতে শ্লীপদ জনিত জ্বর নিশ্চয়ই প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চের রস সর্ষপ তৈলের সহিত কিছু দিন পান করিলে শ্লীপদ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদারক চূর্ণ।

ত্রিকটুত্রিফলাচব্যং দার্ব্বীবরুণগোক্ষুরম্।
অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পেয়মক্ষমাত্রং প্রমাণতঃ॥
জীর্ণেচাপরিহারং স্যাদ্ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
নাশয়েৎ শ্লীপদং স্থৌল্যমামবাতং সুদারুণম্॥
গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, অলম্বুষা ও গুলঞ্চ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিলে, যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণে বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ কাঁজির সহিত পান করিলে শ্লীপদ, স্থৌল্য, অথবা গুল্ম, কুষ্ঠ ও বাত শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ।

পিপ্পলীত্রিফলাদারুনাগরং সপুনর্নবম্ ॥
ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্ ॥
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চাপারিহার্য্যং স্যাদ্ভোজনং সর্ব্বকামিকম্ ॥
শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহনমেব চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি ॥

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু শুঁঠ, পুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ষোলতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান বৃদ্ধদারকবীজ চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়ে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কাঁজির সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বাতরোগ ও প্লীহা নিবারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাদ্য মোদক।

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্।
বিংশতিশ্চ হরীতক্যো গুড়স্তদ্বৎ পলদ্বয়ম্ ॥
মধুনা মোদকং খাদেৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্ ॥

পিপুলচূর্ণ দুইতোলা, চিতামূল চূর্ণ চারিতোলা ও দন্তীমূল চূর্ণ আটতোলা, হরীতকী কুড়িটি এবং গুড় ষোলতোলা উল্লিখিত হরীতকী গুলি কুট্টিত করিয়া বীজ রহিত করিবে এবং উক্ত অবশিষ্ট ছাল চূর্ণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ পদার্থের সহিত মোদক পাক করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত মোদক সেবন করিলে, দুঃসাধ্য শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৌরেশ্বর ঘৃত।

সুরসোদেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটুস্ত্রিফলে তথা ॥
লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গন্যথ চিত্রকম্ ॥
চবিকাপিপ্পলীমূলং শুগ্‌গুলুর্হবুষা বচা।
ক্ষারাবজঞ্চ পাঠা চ শটোলা বৃদ্ধদারকম্ ॥
কল্কৈশ্চকার্ষিকৈরেভির্ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীকষায়েণ ধান্যাম্লং যত্নবেণ চ ॥
দধিমণ্ড সমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
পক্বং স্যাদ্বদ্ধতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষদ্বয়ং হবিঃ ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদঃ শ্রীতঞ্চ পিত্তোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্ ॥
নাশয়েদ্গ্রহণী দোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ।
পরমাগ্নি করং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্ ॥
ঘৃতং সৌরেশ্বরং নাম শ্লীপদং হন্তি সেবিতম্।
জীবকেন কৃতং হেতদ্রোগানী কবি নাশনম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—তুলসী, দেবদারু মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিড়ঙ্গ রক্তচিতারমূল, চৈ, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, হবুষা, (অভাবে ধনিয়া) বচ, যবক্ষার, (সোরা) আকনাদি, শটী, এলাইচ, ও বিস্তারক, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া, ঘৃতে প্রদান করিবে। তদনন্তর দশমূল চারি সের ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে পরে ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। কাঁজি চারিসের ও দধির মাথ চারিসের, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে

বাতশ্লৈষ্মিক, মাংস রক্তাশ্রিত মেদজ, ও পিত্তজ শ্লীপদ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গণ্ডমালা অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ, গ্রহণী, শোথ, অর্শ ও কোষ্টজ ক্রিমি প্রভৃতি রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদ্য তৈল।

বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যেষু সর্ব্বেষু লবণেষু চ॥
তৈলং পক্কং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥

তৈল চারিসের। কল্কার্থ, বিড়ঙ্গ, মরিচ আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, এলাইচ ও পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ বিটলবণ ও উদ্ভিদলবণ,) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপুর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল পান করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জন কবিরাজকৃত আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর
একোনবিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

বিংশতোঽধ্যায়ঃ।

বিদ্রধি নিদান্।

ত্বগ্রক্ত মাংসমেদাংসি সংদূষ্যাস্থি সমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোথং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশং॥
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তং।
স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয় ষড়্বিধশ্চ সঃ॥
পৃথগ্ দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
ষন্নাম্বপি হি তেষাস্ত লক্ষণং সং প্রচক্ষতে॥

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয় অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক রক্ত মাংস ও মেদজ দুষ্টি করিয়া ক্রমশঃ অত্যবগাঢ় শূল, অতিশয় বেদনা যুক্ত আয়ত ও গোলাকার কষ্টদায়ক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে।

বিদ্রধি ছয় প্রকার বাতজ, পিত্তজ, ক্ষতজ, ও রক্তজ, এই ছয় প্রকারের পৃথক্ পৃথক্, লক্ষণ কথিত হইতেছে।

কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ।
পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ॥
শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানঃ প্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ।
তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতা॥

বাতজনিত বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ কখন বা বৃহৎ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। বায়ুর বিষম ক্রিয়ত্ব হেতু ইহার উৎপত্তি পাক নানাবিধ হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত বিদ্রধি পক্কাড়ুম্বর সদৃশ বর্ণ হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক শীঘ্র হইয়া থাকে। উৎপত্তি কালেই ইহাতে জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, পাকিবার সময় ইহাতে বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠে।

কফজনিত বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনা যুক্ত। ইহার উত্থান ও পাক দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয়।

বাতজ বিদ্রধি স্রাব পাতলা ও বাতানুরূপ বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণাদি, পৈত্তিকে পীত ও শ্লৈষ্মিকের শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে।

সন্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ।

নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।
বিষমং পচ্যতে চাপি বিদ্রধিঃ সন্নিপাতিকঃ॥

সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণপীতাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট তোদদাহাদি নানা বেদনাযুক্ত ও শ্বেত পীতাদি বহু স্রাবযুক্ত হইয়া ঘাটাল অর্থাৎ অত্যুন্নতাগ্র বিষমাকৃতি ও বৃহৎ। ইহা বিষমভাবে পাকিয়া থাকে।

আগন্তুজ বিদ্রধির লক্ষণ।

তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে বাপথ্যকারিণঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তঃ পিত্তমীরয়েৎ॥
জ্বরতৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ।
আগন্তুর্বিদ্রধির্হ্যেষ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ॥

শস্ত্র লোষ্ট্রকাদি ক্ষত বা আহত ব্যক্তি অপথ্য সেবন করিলে, তাহার ক্ষতোষ্মা বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাকে ক্ষত বা আগন্তুজ বিদ্রধিকহে। ইহা পিত্ত বিদ্রধি লক্ষণা-

ক্রান্ত ইহাতে জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে

রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণ।

কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাকরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রোধিরুচ্যতে॥

রক্ত প্রকোপজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত শ্যামবর্ণ, তীব্রদাহ ও বেদনাযুক্ত। রক্তজ বিদ্রধিতে রক্ত পিত্তজ বিদ্রধির তাবৎ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণং।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধং অন্তঃকুর্ব্বন্তি বিদ্রধিং॥
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোম্নি বাপ্যথ॥
তেষামুক্তানি লিঙ্গানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।
অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ॥
গুদে বাত নিরোধশ্চ বস্তৌকৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা।
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনং॥
কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রোধৌ।
বৃক্কয়োপার্শ্ব সঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসা বরোধনং॥
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি কাসশ্চ জায়তে।
শ্বাসো যকৃতি হিক্কা চ ক্লোম্নি পেপীয়তে পয়ঃ॥

বাহ্য বিদ্রধির বিষয় লিখিত হইল, এক্ষণে অন্ত বিদ্রধির লক্ষণ কথিত হইতেছে।

কুপিত বাতাদিদোষত্রয় পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত ভাবে, দেহের অভ্যন্তরে উৎপাদন করে, গুহ্যে বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে, বঙ্ক্ষণ দ্বয়ে প্লীহায়, যকৃতে, হৃদয়ে, ও ক্লোমে এইরূপ বিদ্রধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধি লক্ষণের ন্যায়, তদ্ভিন্ন উৎপত্তি স্থানভেদে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

গুহ্যনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা নাভিতে হইলে হিক্কা ও উদরে সবেদন গুড়গুড় শব্দ, কুক্ষিতে হইলে, বায়ু প্রকোপ, বঙ্ক্ষণে হইলে, কটী ও পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা, বৃক্কে পার্শ্বে সঙ্কোচ প্লীহার শ্বাসাবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস, যকৃতে শ্বাস ও হিক্কা, ক্লোম নামক পিপাসা স্থানে জন্মিলে, পুনঃ পুনঃ জল পানের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

নাভেরুপরিজাঃ পক্কা যান্ত্যূর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ।
অধঃ শ্রুতেষু জীবেত্তু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি।
হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জ্যা যে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ।
জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন॥
সাধ্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ বিবর্জ্জ সান্নিপাতিকঃ॥
আমপক্কবিদগ্ধত্বং তেষাং শোথবদাদিশেৎ।
আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃষান্বিতং।
রুজাশ্বাসসমাযুক্ত বিদ্রধির্নাশয়েন্নরং॥

নাভির উর্দ্ধে অর্থাৎ বুক্ক প্লীহাদি স্থানে যে যে সকল বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে পূযাদি মুখ দিয়া, এবং নাভির অধোভাগে জাত বিদ্রধির পূযাদি, গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। অধঃস্রাবে জীবন রক্ষা হইতে পারে কিন্তু উর্দ্ধস্রাব মৃত্যুর কারণ, হৃদয় নাভি ও বস্তি ব্যতীত অন্য স্থানের বিদ্রধি বাহ্যদেশ হইতে অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন হইলে রোগী কদাচিৎ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু ঐ তিন স্থানের বিদ্রধিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত মৃত্যু। বিদ্রধির আমাবস্থা পর্য্যমানাবস্থা ও পক্কাবস্থা ব্রণ শোথের ন্যায় জানিবে।

উদরাধ্মান মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা তীব্র বেদনা ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বিদ্রধি প্রাণ নাশ করিয়া থাকে।

এক্ষণে সুশ্রুতোক্ত বিদ্রোধির বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

সর্ব্বামরগুরুঃ শ্রীমান নিমিত্তান্তর ভূমিপঃ।
শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিদ্রধি লক্ষণং॥
ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি প্রদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোফং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্॥
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং চাপ্যথবায়তং।
তমাহুর্বিদ্রধিং ধীরাবিজ্ঞেতঃ ষড়্‌বিধঃ স চ॥
পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
যষ্মামপিহি তেষান্তু লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে॥
কৃষ্ণোঽরুণো বা পুরুষো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।

চিরোত্থো ন প্রপাকশ্চ বিদ্রধির্ব্বাত সম্ভবঃ ॥
পক্কোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বর দাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্ত সম্ভবঃ ॥
শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্তব্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ সকণ্ডুশ্চ কফোত্থিতঃ ॥
তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ
নানরূপরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্ ॥
বিষমং পচ্যতে বাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ ॥
তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহথ্যে ক্ষতে চাপথ্যসেবিনঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ ॥
জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্যদেহিনঃ ॥
এষ বিদ্রধিরাগন্তুঃ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ।
কৃষ্ণস্ফোটাকবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ ॥
পিত্ত বিদ্রধি লিঙ্গস্তু রক্ত বিদ্রধিরুচ্যতে।
উক্তা বিদ্রধি যেতে তেষসাধ্যস্তু সর্ব্বজঃ ॥
আভ্যন্তরানতস্তূর্দ্ধং বিদ্রধিৎপরিচক্ষতে ॥
সর্ব্বসাৎম্যবিরুদ্ধান্ন শুষ্কসংক্লিষ্ট ভোজনাৎ।
অতিব্যাবায়ব্যায়ামবেগাঘাতবিদাহিভিঃ ॥
পৃথক সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতগুল্মণমরূপিন।
বল্মীকবৎসমুন্নদ্ধ মন্তঃ কুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্ ॥
গুদেবস্তিমুখেনাভ্যাং কুক্ষৌবঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়ো প্লীহ্নি যকৃতি হৃদয়ে ক্লোম্নি বা তথা ॥
তেষাং লিঙ্গনি জানিয়াদ্বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।
আমপাক্কৈষনীয়েন পক্কাপক্কং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ।
গুদে বাতনিরোধস্তু বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্প মূত্রতা ॥
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্।
কটীপৃষ্ঠ গ্রহস্তীব্রোবঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ ॥
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যাচ্ছাসবরোধনম্।
সর্ব্বাঙ্গ প্রগ্রহস্তীব্রো হৃদিশূলঞ্চ দারুণঃ ॥
শ্বাসো যকৃতি তৃষ্ণা চ পিপাসা ক্লোমজেঽধিকা।
আমোবা যদি বা পক্কো মহান্ যদি চেচ্চরঃ ॥
সর্ব্বো সর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিদ্রধিঃ কষ্ট উচ্যতে।
নাভেরূপরিজাঃ পক্কা যাস্ত্যর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ ॥
জীবত্যধো নিস্রুতেষু স্রুতেষূর্দ্ধন জীবতি।
হৃন্নাভি বস্তিবর্জ্জ যে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ।
জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন।
স্রাণামসপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাঽহিতৈঃ ॥
দাহজ্বরকরো ঘোরো জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ।
অপিসম্যক্‌প্রজাতানামসৃক্কায়াদনিঃ হৃতং ॥
রক্তজং বিদ্রধিং বিদ্যাৎকুক্ষৌ মক্কলসংজ্ঞিতং।
সপ্তাহন্নোপশান্তশ্চেত্ততোঽসৌ সংপ্রপচ্যতে।
বিশেষমথ বক্ষ্যামি স্পষ্টং বিদ্রধিগুল্মযোঃ।
তুল্যদোষসমুত্থানাদ্বিদ্রধেগুল্মকস্য চ।
কস্মান্ন পচ্যতে গুল্মো বিদ্রধিং পাকমেতি চ।
গুল্মাকারা স্বয়ং দোষা বিদ্রধির্ম্মাংসশোণিতে ॥
বিবরাস্থচরো গ্রন্থির সহবুদ্বুদকো যথা।
এবং প্রকারো গুল্মস্ত তস্মাৎ পাকং নগচ্ছতি ॥
মাংস শোণিত বাহুল্যাৎ পাকং গচ্ছতি বিদ্রধি।
গুল্মমস্তিষ্ঠতি দোষে স্বে বিদ্রধির্ম্মাংসশোণিতে ॥
বিদ্রধিঃ পচ্যতে তস্মাদ্‌গুল্মশ্চাপি ন পচ্যতে।
হৃন্নাভিঃ বস্তিজঃ পক্কো বর্জ্যো যশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥
অথ মজ্জপরীপাকো ঘোরঃ সমুপজায়তে।
সোঽস্থিমাংসং নিরোধেন দ্বারং ন লভতে যদা ॥
ততঃ স ব্যাধিনা তেন জ্বলনেনেব দহ্যতে।
অস্থিমজ্জোষ্মনা তেন শীর্য্যতে দহ্যমানবৎ ॥
বিকারঃ শল্যভূতোঽয়ং ক্লেশয়ে দাতুরং চিরং।
অথাস্য কর্ম্মণা ব্যাধির্দ্বারস্তু লভতে যদা ॥
তো মেদঃ প্রভং স্নিগ্ধং শুক্লং শীতমথো গুরু।
ভিন্নেঽস্থি নিস্রবেৎপূয়মেতদস্থিগতং বিদুঃ ॥
বিদ্রধিং শাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বদোষরুজাবহং ॥

(সুশ্রুতঃ)

দেবতাদিগের গুরু শ্রীমান্ নিদান তত্ত্ববিৎ কাশিপতি ধন্বন্তরি অশেষ বিধ বিদ্রধির লক্ষণ শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন। দোষ সমূহ ত্বক, রক্ত মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া অস্থিদেশ আশ্রয় করিলে, ক্রমে ক্রমে ঘোরতর উন্নত শোফ হয়। সেই শোফ মহামূল যন্ত্রণাবিশিষ্ট বৃত্তাকার অথবা আয়ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিদ্রধি কহিয়া থাকেন। বিদ্রধি ছয় প্রকার পৃথক্ পৃথক্ দোষের দ্বারা অথবা শোণিতক্ষয়ের দ্বারা এই ছয় প্রকার বিদ্রধি হয়। তাহাদিগের লক্ষণ বলা হইতেছে কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ, পারুষ্য অত্যন্ত বেদনা বিবিধ আকারে উত্থিত হওয়া ও পাকিয়া উঠা, এই গুলি বায়ুজনিত বিদ্রধির লক্ষণ। শ্যাম বা পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ জ্বর ও দাহ শীঘ্র উত্থানও পাক এই গুলি পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ শরাবের ন্যায় আকার, পাণ্ডুবর্ণ শীতল স্তব্ধ অল্প বেদনা বিশিষ্ট ক্রমে ক্রমে উত্থান ও পাক এবং কুণ্ডুযুক্ত এই সমস্ত গুলি কফজনিত বিদ্রধির লক্ষণ।

বায়ু পিত্ত কফ জন্য ব্রণের আস্রাব যথাক্রমে

তনু পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে নানাপ্রকার পীড়া ও আস্রাব বিশিষ্ট ঘাটাল (অর্থাৎ ঘাড়ের ন্যায় উন্নত) বিষম, আয়ত, বিপরীত পাক সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপথ্যসেবী ব্যক্তির ক্ষতস্থান উপর্যুক্ত কোন প্রকার দোষে দূষিত হইলে ক্ষত স্থানের উষ্ণতা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শোনিতের সহিত পিত্তকে সঞ্চালিত করে। তদ্দ্বারা জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ হয়। ইহাকে আগন্ত বিদ্রধি কহে ইহার লক্ষণ পিত্তজন্য বিদ্রধির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ফোটে আবৃত শ্যামবর্ণ, তীব্রদাহ যাতনা ও জ্বর বিশিষ্ট ও পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে রক্ত বিদ্রধি বলা যায়। সর্ব্ববিধ বিদ্রধির বিষয় কথিত হইল তন্মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অতঃপর দেহের আভ্যন্তরিক বিদ্রধির বিষয় বলা যাইতেছে। গুরু বিরুদ্ধ অন্ন অথবা শুষ্ক সংক্লিন্ন দ্রব্যভোজন করিলে অতিশয় মৈথুনাশক্ত হইলে, ব্যায়াম না করিলে মলমূত্রের বেগধারণ করিলে অথবা বিদাহীদ্রব্য সেবন করিলে, দোষ সকল মিলিত হইয়া একত্র বা পৃথকরূপে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে বল্মীকের ন্যায় উন্নত ও গুল্মের ন্যায় আকার বিশিষ্ট বিদ্রধি জন্মায়। পায়ু বস্তিমুখ নাভি কুক্ষি বঙ্ক্ষণ বৃক্ক (বুক) প্লীহা যকৃৎ হৃদয় ও ক্লোম এই সমস্ত স্থানেই অভ্যন্তর বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। বাহ্য বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় তাহাদিগের লক্ষণ হইয়া থাকে। পক্কাপক্ক নির্ণয়ের বিধানানুসারে ইহার ও পক্কাপক্ক নির্ণয় করিবে।

স্থানভেদে বিদ্রধির যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয় তাহা কথিত হইতেছে, অবধান কর। পায়ুদেশে হইলে বাত নিঃসরণ রোধ হয়। বস্তিদেশে হইলে, অল্পমূত্র কষ্টে নিঃসরণ হয়। নাভিদেশে হইলে হিক্কা ও আটোপ হয়। কুক্ষিদেশে হইলে বায়ু কুপিত হয়। বঙ্ক্ষণে হইলে কটী ও পৃষ্টগ্রহ (কটী ও পৃষ্টদেশে অতিশয় বেদনা হয়। বৃক্কস্থলে (অর্থাৎ বুকের দুই পার্শ্বে) সঙ্কুচিত হয়। প্লীহাতে হইলে উর্দ্ধশ্বাসের অবরোধ জন্মে। হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গ গ্রহ ও হৃদয়ে দারুণ শূল উৎপন্ন হয়। যকৃতে হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা এবং ক্লোমে হইলে অতিশয় পিপাসা হয়। পক্ব অথবা আমব হউক বা না হউক বিদ্রধি মর্ম্ম স্থানে হইলেই ক্লেশকর হয়। নাভির উর্দ্ধদেশে বিদ্রধি জন্মিয়া পাকিয়া উঠিলে পূযাদি উর্দ্ধপথ হইতে নির্গত হয়। অপরাপর বিদ্রধির পূযাদি অধোভাগে নিঃসৃত হয়। অধো নিঃসরণ হইলে রোগী রক্ষা পায়। উর্দ্ধ নিঃসরণ হইলে রোগী রক্ষা পায়না হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে স্থিত বিদ্রধি স্বয়ং অথবা শস্ত্রের দ্বারা হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে স্থিত বিদ্রধি স্বয়ং অথবা শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াই হউক শরীরের বহির্ভাগে ভিন্ন হইলে এবং অধোভাগে বা উর্দ্ধভাগে নিঃসৃত না হইয়া শরীরের বহির্ভাগে তাহার পূযাদি নিঃসৃত হইতে থাকিলে, পুরুষ কদাচ আরোগ্য স্ত্রীলোক আরোগ্য হয় না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইলে অথবা পুত্রবতী স্ত্রী অহিতাচারিণী হইলে, ঘোরতর দাহ ও জ্বরযুক্ত রক্ত বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। বহুসংখ্যক সন্তান জন্মিলে ও নারীর শরীর হইতে সম্যক রূপে শোনিত নিঃসৃত না হয় তবে কুক্ষিদেশে মক্কল্ল নামে রক্ত বিদ্রধি জন্মে। সপ্তাহ মধ্যে তাহার শান্তি না হইলে পাকিতে আরম্ভ হয়। বিদ্রধি ও গুল্ম একই কারণে উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে গুল্ম পাকিয়া উঠে এবং বিদ্রধি পাকে না। ইহার কারণ এক্ষণে বিশেষ রূপ কথিত হইতেছে। কুপিত দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হইয়া গুল্মরোগ উৎপন্ন হয় এবং রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। জলে যে প্রকার বদ্বুদ উৎপত্তি হয়, গুল্মরোগে সূক্ষ্ম শিরার বিবরগামী সকল দোষ সেই প্রকার আকার ধারণ করে। একারণ গুল্ম পাকে না। মাংস শোনিত বাহুল্য প্রযুক্ত বিদ্রধি পাকে এবং মাংস শোণিতের অভাব বশতঃ গুল্ম পাকে না।

দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হয়, এবং মাংস শোণিত দূষিত হইয়া বিদ্রধি জন্মে। হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে জন্মিয়া থাকিলে, অথবা সান্নিপাত জন্য হইলে বিদ্রধি রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। বিদ্রধিরোগে মজ্জা পাক হইতে থাকিলে রোগ অতি ঘোরতর হইয়া উঠে। যদি অস্থি মাংসের দ্বারা রুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত পূযাদি নিঃসৃত হওয়ায় পথ না পায় তবে অগ্নিদাহের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং অস্থি ও মজ্জার উষ্ণতার দ্বারা রোগী দগ্ধ হওয়ার ন্যায় শীর্ণ হইতে থাকে। এই শল্য জন্য বিকারে রোগী বহুকাল যাতনা ভোগ করে। ক্রিয়ার দ্বারা যদি পথ পায় তাহা হইলে মেদের ন্যায় স্নিগ্ধ শুক্লবর্ণ শীতল ও গুরু আস্রাব হয়। অস্থি ভেদ হইয়া পূয নিঃসরণ হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে অস্থিগত সান্নিপাতিক বিদ্রধি কহে।

বিদ্রধি চিকিৎসা।

জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকোলঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা॥

জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ, মল নিঃসারক মৃদু বীর্য্য দ্রব্য ও লঘুপাক দ্রব্য সর্ব্ববিধ বিদ্রধি রোগেই হিতজনক। এতদ্ব্যতীত বাত ও শ্লেষ্মজ বিদ্রধিরোগে সেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পিত্তজ বিদ্রধির কোন অবস্থাতেই সেক প্রদান করা উচিত নহে। জলৌকা প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ নির্ব্বিষ জলৌকা পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত করিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর রোগীর পীড়িতস্থানে যদি বেদনা থাকে তাহা হইলে, উক্ত পীড়িত স্থান শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা শুষ্ক করিয়া রোগীকে উপবেশন অথবা শয়ন করাইয়া রাখিবে। অতঃপর পাত্র হইতে জলৌকা (জোঁক) গ্রহণ করিয়া তাহাদের শরীর পেষিত সর্ষপ ও হরিদ্রা মিশ্রিত জলে রঞ্জিত করিয়া জল পূর্ণ শরাবে (শরাতে) জলৌকা সকল রাখিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিবে যে তাহাদের গ্রহণ জনিত ক্লান্তি দূর হইয়াছে কি না। ক্লান্তি দূরীভূত হইলে, তাহাদিগকে রুগ্ন স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে। যে কয়েকটী জলৌকা পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিবে, তাহাদের গাত্রে সূক্ষ্ম, শুক্ল ও অভ্র তুলা বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, তাহারা মুখ অপসারিত করিবে। যদি উহারা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে তাহা হইলে দুগ্ধ কিম্বা শোণিতবিন্দু সেই স্থানে প্রদান করিবে কিম্বা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিয়া জলৌকা প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে যে, জলৌকা সকল অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ এবং স্কন্ধ দেশ উন্নত করিয়া নিবিষ্ট হয়, তখন জানিবে, যে, উহারা সমস্ত রুগ্নস্থান গ্রহণ করেছে। এই প্রকারে জলৌকা সমস্ত রক্ত পানে প্রবৃত্ত হইলে, উহাদিগকে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া করিয়া জল সিঞ্চন করিতে থাকিবে। কারণ জলৌকার গাত্র শুষ্ক হইয়া গেলে অভিষ্ট সাধনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। জলৌকা দষ্ট স্থানে বেদনা ও কণ্ডুর প্রাদুর্ভাব হইলে, উহারা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিবে, এবং এইরূপাবস্থা ঘটিলের জলৌকা অপসারিত করিবে। যদি রক্তের লোভে জলৌকার মুখ গৃহীত স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ জলৌকার মুখে প্রদান করিলেই রক্তপান হইতে নিবৃত্তি হইয়া রোগীর গাত্র ত্যাগ করিবে। তদনন্তর অধঃপতিত জলৌকার গাত্রে চাউলের গুঁড়া প্রদান করিয়া, মুখে তৈল ও সৈন্ধবলবণ মালিশ করিয়া বাম-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা জলৌকার লেজ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা অনুলোমক্রমে লেজ প্রদেশ হইতে মস্তকের দিকে ধীরে ধীরে মার্জ্জিত করিয়া বমন করাইবে। যে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ না পায়, সেই পর্য্যন্ত উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিবে। এইরূপে যে জলৌকা সম্যকরূপে রক্তবমন করে, তাহাকে জলপূর্ণ পাত্রে নিঃক্ষেপ করিলে আহার করিবার জন্য ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে, আর যে জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে

এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায় না, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে বমন ক্রিয়া সংসাধিত হয় নাই বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এই প্রকার অবস্থাপন্ন জলৌকাকে পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে বমন করাইবে। অসম্যক্ বমিত জলৌকা সকলকে যথা নিয়মে জলপূর্ণপাত্রে রাখিয়া আহারাদি প্রদানপূর্ব্বক পালন করিবে। শোণিতের যোগাযোগ দেখিয়া জলৌকা কৃত ক্ষতস্থান মুখ দ্বারা মর্দ্দন করিবে, এবং শীতল জলধারা আর্দ্র করিয়া রাখিবে কিম্বা বন্ধন করিয়া রাখিবে। অবশ্যক হইলে ক্ষত স্থান কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিয়া রাখিবে।

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতপ্লুতৈঃ।
সুখোষ্ণ বহুলোলেপঃ প্রযোজ্যাবাতবিদ্রধৌ॥

বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের যথাযোগ্য ছাল ও মূল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে এবং উহার সহিত বসা তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উহা উত্তপ্ত করিয়া বিদ্রধির স্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে বাতজনিত বিদ্রধি নিবারিত হইয়া থাকে।

সেদোপনাহো কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রু মূল সমন্বিতাঃ।
যব গোধূম মুদ্গৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলপয়েৎ।
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥

বেসবার কৃশরাযুক্ত দুগ্ধ ও পায়স প্রভৃতি দ্বারা বিদ্রধিযুক্ত স্থানে সেক প্রদান করিয়া প্রলেপ প্রদান করিয়া যব, গোধুম ও দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি বিলীন হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আনুপমাংস কাকোল্যাদি গনোক্ত দ্রব্যসকল এবং স্নেহ জল ও লবণ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদারুবিশ্বদশমূলাভয়াম্ভসা।
গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বাপিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, বেলছাল, শোনা-ছাল পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। তদনন্তর নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুল অথবা এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে বায়ুজনিত বিদ্রধি সকল প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিনী, খৈ, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বিদ্রধি স্থানে লেপন করিয়া দিলে অথবা ক্ষীরকাকেলী বেণারমূল ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বিদ্রধিতে লেপন করিলে পিত্তজ বিদ্রধির শান্তি হয়।

হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে পরে ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিদ্রধি রোগের শান্তি হয়।

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস বৃক্ষের ছাল, চূর্ণ করতঃ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিদ্রধিতে প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত বিদ্রধি প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষচূর্ণ ও পাংশুচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করিবে। উক্ত উত্তপ্ত দ্রব্য এরণ্ড পত্রে স্থাপন করিয়া বিদ্রধিতে স্বেদ প্রদান করিলে শ্লেষ্মজনিত বিদ্রধিরোগ নিবারিত হয়।

বিল্বছাল, শোলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তত করিয়া নামাইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন

করিবে। কিম্বা উল্লিখিত ক্কাথের সহিত মাংস রস মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিবে। ইহাতে রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

দশমূল ক্কাথের সহিত ত্রিফলা চূর্ণ শজিনার ছালচূর্ণ ও বরুণমূল চূর্ণ পান করিলে অথবা গোমুত্রযুক্ত গুগ্গুল পান করিলে কফজনিত বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হয়।

রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিরোগে চিকিৎসক পিত্তবিদ্রধিরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবেন।

শজিনার ছালের ক্কাথের সহিত উদ্ভিত লবণ হিঙ্গ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিদ্রধিরোগ অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শজিনার ছাল মূল কুট্টিত করিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্তরসের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

শ্বেত পুনর্নবার মূল ও বরুণ বৃক্ষের মূল এই উভয় বিধ দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ পান করিলে, অপক্ক বিদ্রধি নিবারিত হয়।

বরুণাদিগণ অর্থাৎ বরুণ বৃক্ষের ছাল নীলঝিণ্টী শজিনা, মধুশিগ্রু (রক্তশজিনা) জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, মোরটা গণিয়ারী, ঝিণ্টী, বিম্বী, রক্তঝিণ্টী, বসীর, (গজপিপুল,) চিতামূল, শতমূল, বেলছাল, অজাশৃঙ্গী, দর্ভ, বৃহতী, কণ্টকারী, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে, এই ক্কাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উষকাদি অর্থাৎ উষর (ক্ষারমৃত্তিক) সৈন্ধব, শিলাজতু, দ্বিবিধ হীরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতিয়া, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক বিদ্রধিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে, উক্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

আকনাদি মূল চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অন্ত্রবিদ্রধি প্রশমিত হয়।

বিদ্রধি রোগে চিকিৎসার যে সমস্ত উপায় লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই অপক্কবিদ্রধি রোগে প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা করাই বিধেয়।

অন্ত্র বিদ্রোধি আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া উর্দ্ধ বা অধোমার্গে দ্বারা পূঁযরূপে নির্গত হইলে মৈরেয় (মদ্য বিশেষ) কাঁজি, সুরা ও আসব, রোগীকে পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন বরুনাদি গণোক্ত দ্রব্যের ক্কাথ, মধুমিশ্রিত অর্থাৎ রক্ত-শজিনার ছালের রসও পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
বিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একোবিংশতোঽধ্যায়ঃ।

ব্রণশোথ নিদান।

একদেশোত্থিতঃ শোথো ব্রণানাং পূর্ব্বলক্ষণং।
ষড়্‌বিধঃ স্যাৎ পৃথক্ সর্ব্বরক্তাগন্তুনিমিত্তজঃ॥
শোথাঃ ষড়তে বিজ্ঞেয়াঃ প্রাগুক্তৈঃ শোথলক্ষণৈঃ।
বিশেষ কথ্যতে চৈষাং পক্কাপক্ক বিনিশ্চয়ে॥
বিষমং পচ্যতে বাতাৎ পিত্তোত্থশ্চরিরাচ্চিরং।
কফজঃ পিত্ত বচ্চোথো রক্তা গন্তুসমুদ্ভবং॥

যে স্থানে ব্রণ শোথ হইবে, তথায় অগ্রে একটী শোথ হয়, ব্রণশোথের এই মাত্র পূর্ব্ব রূপ, ব্রণ ছয় প্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথের লক্ষণের ন্যায় জানিবে। তবে পক্কাপক্কাদি বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। অবধান কর। বাতজ ব্রণ শোথ বিষম ভাবে পক্ক হয়, পিত্তজ শোথ ও কফজ শোথ বিলম্বে পাকে। রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্তবৎ শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

অপক্কশোথের লক্ষণ।

মন্দোষ্মতাল্পশোথত্বং কাঠিন্যং ত্বকসবর্ণতা।
মন্দবেদনাতা চৈতং শোথানামামলক্ষণং॥
দহ্যতে দহনেনেব ক্ষারেণেব চ পচ্যতে।
পিপীলীকাগণেনেব দশ্যতে ছিদ্যতে তথা॥
ভিদ্যতে চৈব শস্ত্রেণ দণ্ডেনেব চ তাড়্যতে।
পীড়্যতে পাণিনেবান্তঃ সূচীভিরিবতুদ্যতে॥
সোষা চোষো বিবর্ণঃ স্যাদঙ্গুল্যোবাবঘট্টতে।
আসনে শয়নে স্থানে শান্তিং বৃশ্চিকবিদ্ধবৎ॥
ন গচ্ছেদাততঃ শোথো ভবেদাধ্মাতবস্তিবৎ।
জ্বরতৃষ্ণারুচিশ্চৈব পচ্যমানস্য লক্ষণং॥

অল্প উষ্মা অল্প শোথ, কঠিনতা, ত্বকসম বর্ণতা ও মন্দবেদনা এই গুলি আম অর্থাৎ অপক্ক শোথের জানিবে।

ব্রণশোথ যখন পাকিতে আরম্ভ হয়, তখন উহা যেন অগ্নিদ্বারা দহ্যমান, ক্ষারদ্বারা পচ্যমান, পিপীলিকাদ্বারা দশ্যমান, শস্ত্রদ্বারা ছিদ্যমান ও ভিদ্যমান, দণ্ডদ্বারা তাড্যমান, পানিদ্বারা পীড্যমান, সূচীদ্বারা তুদ্যমান ও অঙ্গুলিদ্বারা বিঘট্টমান হয়। এবং অত্যন্ত দাহান্বিত ও পার্শ্বস্থ অগ্নিসন্তাপবৎ উত্তাপ বিশিষ্ট এবং বিবর্ণ হইয়া থাকে। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় রোগী বসিয়া শুইয়া বা কোন স্থানে থাকিয়া সুস্থলাভ করিতে পারে না। এই শোথ বায়ুপূর্ণ আধ্মাত বস্তির ন্যায় আয়ত হয়। ইহাতে জ্বর, তৃষ্ণা ও অরুচি বিদ্যমান থাকে।

বেদনোপশমঃ শোথো লোহিতোঽল্পো ন চোন্নতঃ।
প্রাদুর্ভাবো বলীনাঞ্চ তোদঃকণ্ডুর্মুহুর্মুহুঃ॥
উপদ্রবাণাং প্রশমো নিম্নতা স্ফুটনং ত্বচাং।
বস্তা বিবাম্বুসঞ্চার স্যাচ্ছোথেঽঙ্গুলিপীড়িতে॥
পূযস্য পীড়য়ত্যেকমন্তমন্তে চ পীড়িতে।
ভক্ত্যাকাঙ্ক্ষা ভবেচ্চৈতং শোথানাং পক্কলক্ষণং॥

ব্রণশোথ পাকিলে বেদনা কমিয়া যায়, শোথ ও তাদৃশ উন্নত থাকেনা। অল্পায়ত ও লোহিত বর্ণ হয় শোথের মাংস কুঁচকাইয়া যায়, সূচীবেধ বেদনা উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে। পিত্তজনিত উপদ্রব সকলের উপশম। টিপিলে বা আপনা আপনি শোথ নিম্ন হইয়া যায়। ত্বক কিঞ্চিৎ ফাটা ফাটা হয়। বস্তিতে (চর্ম্মপুটে) যেমন জলসঞ্চয় হয় ইহাতেও তদ্রূপ পূয সঞ্চার হইয়া থাকে, অর্থাৎ অঙ্গুলিদ্বারা এক প্রান্ত টিপিলে অপর প্রান্তে পূয়ের অভিঘাত হয়। শোথের পক্কাবস্থায় ভোজনে ইচ্ছা হইয়া থাকে।

নর্ত্তেঽনিলাদ্রুগ্ বিনা চ পিত্তং
পাকঃ কফঞ্চাপি বিনা নপূয়ঃ।
তস্মাদ্ধি সর্ব্বে পরিপাককালে
পচন্তি শোথাস্ত্রিভিরেব দোষৈঃ॥

বায়ু ব্যতিরেকে বেদনা হয় না, পিত্ত ব্যতীত পাক সম্ভবেনা ও কফ ব্যতিরেকে পূয়োৎপত্তি হয় না, অতএব পক্কাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার শোথেই ত্রিদোষ অনুবন্ধ হয় জানিবে।

কক্ষং সমাসাদ্য যথৈব বহ্নি
র্বায্বীরিতঃ সংদহতি প্রসহ্য।
তথৈব পূয়ো হ্যবিনিঃস্মৃতোহি
মাংসংশিরাঃ স্নায়ুচ খাদতীহ॥

অগ্নি যেমন বায়ু কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত হইয়া প্রাপ্ত তৃণাদিকে শীঘ্র শীঘ্র দগ্ধ করে সেই প্রকার পূয় বিনিঃসৃত না হইলে মাংস শিরা ও স্নায়ু সকলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাৎ যে বা পক্কমুপেক্ষ্যতে।
শ্বপচাবিব মন্তব্যৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ॥
আমং বিদহ্যমানঞ্চ সম্যক্ পক্কঞ্চয়োভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষস্তস্করবৃত্তয়ঃ॥

অগ্নি যে প্রকার অজ্ঞানতাবশতঃ অপক্ক শোথে অস্ত্র প্রয়োগ করে, কিম্বা, পক্ক শোথকে উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকারী অজ্ঞ চিকিৎসক দ্বয়কে চণ্ডাল সদৃশ পাপাত্মা বলিয়া মনে করিবে।

যিনি শোথের আম পচ্যমান ও পক্ক অবস্থা বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, যিনি তাহা না বুঝেন তাহাকে লোভবস তস্কর বৃত্তি জ্ঞান করিবে।

ব্রণশোথ চিকিৎসা।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্॥
পঞ্চমং শোধনঞ্চৈব ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতেক্রমা ব্রণ স্যোক্তাঃ সপ্তমোবৈকৃতাপহঃ॥

ব্রণ শোথের প্রথমাবস্থায় বিম্লাপন অর্থাৎ শোথ দূরীকরনার্থ প্রলেপও মর্দ্দনাদি প্রক্রিয়া করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা শান্তি না হইলে বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ করিবে, ইহাদ্বারা ও যদি উক্ত রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্বেদ বা বন্ধন করিবে। স্বেদান্তে কোমল হইলে পাটন ক্রিয়া (শস্ত্রক্রিয়া) সম্পন্ন করিবে। তৎপরে শোধন ক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষত দ্বারা দূষিত রস রক্তাদির নিঃসারণের উপায় অবলম্বন করিবে।

ইহা সম্পন্ন হইলে রোপণ অর্থাৎ ক্ষতপুরণ বা ক্ষত শুষ্কীকরণ ক্রিয়ার উপায় অবলম্বন করিবে। অগুকোষে শুষ্ক ব্রণের বিকৃতি দূরীকরণার্থ অর্থাৎ ত্বকের সমানবর্ণ করণোপায় ও রোমজনন ক্রিয়া অবলম্বন করিবে। ইহা সংক্ষেপতঃ ব্রণের চিকিৎসার প্রণালী বর্ণিত হইল। কিন্তু শুশ্রুত গ্রন্থের দ্বিব্রণের চিকিৎসা স্থানে ষষ্টি প্রকার চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত যথা (উপবাস, আলেপন, পরিষেক, অভ্যঙ্গ সেক, বিম্লপন) (বসাইয়া দেওয়া) উপনাহ) (প্রলেপ বিশেষ) পাচন (পাকান) বিদ্রাবন (গালিয়া দেওয়া) স্নেহন (ঘৃত তৈলাদি মালিশ দ্বারা স্নিগ্ধ করা) বমন, বিরেচন (দাস্ত করান) ছেদন, ভেদন, দারণ (ফাটান) লেখন, এষণ (দেহভ্যন্তরস্থ অনিষ্ট জনক পদার্থের অন্বেষণ) আহরণ ব্যধন (শিরাদি বিদ্ধ করা) বিশ্রাবন, সীবন (সেলাই করা) সন্ধান (যোড় লাগান) পীড়ন, শোণিতস্রাব, নির্ব্বাপণ, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তিকল্ক, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ধূপন, (ধূমপ্রয়োগ) উৎপাদন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, কৃষ্ণকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন লোমাপহরণ, বৃংহন, (শরীরের পুষ্টি সাধন) বিষনাশন, শিরোবিরেচণ, নস্য, কবরধারণ, (কুল্লিকরা) ধুম, সর্পি, যন্ত্র, আহার ও রুক্ষ বিধান, এই ষষ্টি প্রকার ব্রণের প্রক্রিয়া সুশ্রুতোক্ত ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

যোগ।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারুমহৌষধম্।
অহিংস্রাচৈব রাস্না চ প্রলেপোবাতশোথহা॥

মাতুলুঙ্গের (ছোলঙ্গলেবুর) মূল, গণিয়ারীর ছাল, দেবদারুর ছাল, শুঁঠ, অহিংস্রা (কুড়করাণি ও রাস্না এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া ব্রণ শোথস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে, ব্রণ শোথ নিবারিত হয়।

শেওড়া বৃক্ষের ছাল, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহযোগে শোথস্থানে লেপন করিলে বাতজনিত ব্রণশোথ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাঘাস, নলের মূল, যষ্টিমধু ও চন্দন পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কিম্বা সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদি ও উৎপলাদি প্রভৃতি শীতবীর্য্য-গণোক্ত দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে, পিত্তজনিত ব্রণশোথ নিবারিত হয়।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস বৃক্ষের ছাল, পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণশোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুক ব্রণশোথ রোগে পিত্তজ ব্রণ শোথোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

বনযমানী, অশ্বগন্ধা, কালা, সরলকাষ্ঠ, তেউড়ী ও অজাশৃঙ্গী, এই দ্রব্য গুলি পেষণ করিয়া, প্রলেপ প্রদান করিলে, শ্লেষ্মজ ব্রণ-শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

পুনর্নবা, শজিনারছাল, দেবদারুর ছাল, দশ-মূল ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ ও উত্তপ্ত করিয়া শোথ স্থানে লেপন করিলে, বাত শ্লেষ্মাজনিত ব্রণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্দত্তঞ্চপতিতন্তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধীরয়েৎ ॥

রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ রাত্রিতে প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ শোথের তাপ শৈত্যদ্বারা অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং তাপ নির্গত হইতে না পারিলে বিকার বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। কদাচিৎ ও পর্য্যুষিত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবেন। কারণ, পর্য্যুষিত প্রলেপের ঘনত্বপ্রযুক্ত শোথের সন্তাপ, বেদনা ও জ্বালা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবং লেপের উপর পুনর্ব্বার লেপ প্রদান করিবে না। অথবা যাহা একবার প্রয়োগ হইয়াছে, সেই ব্যবহার্য্য দ্রব্য পুনঃ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, ঘনত্ব ও শুষ্কতা নিবন্ধন বীর্য্য হীন হয়, সুতরাং শুষ্কদ্রব্য দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে, উহা গুণদায়ক হয় না। ব্রণের প্রলেপ শুষ্ক না হওয়ার পূর্ব্বে উপেক্ষা করিবেনা। প্রলেপ শুষ্ক হইলে তুলিয়া ফেলিবে। কারণ শুষ্ক প্রলেপ নিষ্ফল ও ব্রণ জনক।

শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাপি মুখমালিম্পত্তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে ॥

সুশ্রুতের মিশ্রকাধ্যায়োক্ত পীড়ন দ্রব্য দ্বারা পীড়নযোগ্য ব্রণ ব্যতীত অন্য ব্রণের প্রলেপ শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, শুষ্ক হইলে তুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু পীড়নযোগ্য ব্রণের প্রলেপ শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না। কারণ প্রলেপ শুষ্ক হইয়া ব্রণের মুখ নিষ্পীড়ন করিয়া, পূয নিঃসরণ করিয়া থাকে। এস্থলে প্রলেপ সম্বন্ধে ইহা জানা আবশ্যক যে, প্রতিলোমে অর্থাৎ যে দিকে লোমের গতি তাহার বিপরীত দিকে আলেপ করিবে, অনুলোম ভাবে অর্থাৎ লোমের গতি যে দিকে, সেই দিকে আলেপন করিবে না। আলেপ প্রতিলোম ক্রমে প্রয়োগ করিলে ঔষধ লোমকূপ দ্বারা সহজেই রস বাহী শিরাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে এবং ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলেপ দ্বারা ব্রণের মুখ পরিষ্কৃত থাকিলে তদ্দ্বারা দূষিত পদার্থ নিঃসৃত হইতে পারে।

ব্রণ শোথ কঠিন হইলে, এবং তাহাতে যদি অল্প বেদনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত শোথে বাতকফনাশক স্নেহ দ্রব্য মালিশ করিয়া সেক প্রদান করিবে। সেকান্তে বংশযষ্টি দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উক্ত শোথ উক্ত স্থলে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিবে। এই প্রকার করিলে শোথ বিলীন হইয়া বসিয়া যায়।

রক্তাব সেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ।
শোথে মহতি সংবদ্ধে বেদনাবতি চ ব্রণে ॥
নিবারণায় পাকস্য বেদনাপশমায় চ ॥
অচিরোৎ পতিতে শোথে কার্য্যং শোণিমোক্ষণং ॥
যোন যাতি শমং লেপ লেপ সেকাপতর্পণৈঃ ॥
সোঽপি নাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিত মোক্ষণাৎ।

একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ ॥
রক্তহিব্যম্রতাং যাতি তচ্ছেয়াভি ন চান্তিরুক ॥

শোথ উৎপন্ন হইবামাত্র অতিশয় সংবন্ধ ও অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট হইলে, বেদনা ও পাক নিবারনার্থ রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এমন কি প্রলেপ সেক ও অপতর্পণ দ্বারা যে শোথের শান্তি হয় না, সেই শোথ স্রাব দ্বারা আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রণশোথে অপর সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া একদিকে অর্থাৎ অপর সমস্ত কার্য্য ফল একমাত্র রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়ার ফলের তুল্য। স্থতরাং বহুবিধ ক্রিয়া করণাপেক্ষা একমাত্র রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া করাই সুবিধাজনক রক্ত বিকৃত হওয়াতে বেদনা ও স্ফীততাদি উপ-দ্রব উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থতরাং সেই বিকৃত রক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিলে রোগ ও রোগের উপদ্রব সকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যে চেদেবমুপা ক্রান্তঃ শোথো ন প্রশথং ব্রজেৎ।
তস্তোপনাহৈঃ পক্বস্য পাটলং হিতমুচ্যতে ॥

পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম সমস্ত অবলম্বিত হইলে ও যদি ব্রণশোথ বসিয়া না যায় তাহা হইলে প্রলেপ দ্বারা পাকাইয়া অস্ত্রের সহোয্যে উহা বিদীর্ণ করিয়া পূয় রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। চিকিৎসক অস্ত্র ক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে রোগীর বলাধানার্থ উহাকে হিতকর আহার প্রদান করিবেন। অপর যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাতের বেদনা সহ্য করিতে অসমর্থ তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্যপান করাইয়া লইতে হইবে। অস্ত্রক্রিয়ান্তে ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে হয় ব্রণ (ফোড়া) বন্ধন করিতে এই সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন। যথা পট্টবস্ত্র বা রেশমীবস্ত্র কার্পাসবস্ত্র (স্থতার কাপড়) আবিক (মেষ বা ছাগরোম নির্ম্মিত পদার্থ) স্বক্ষ্মবস্ত্র রেশম, কম্বল, চীনবস্ত্র, চর্ম্ম অন্তর্বল্কল (যে বল্কলের বাহ্যদেশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে) লাউয়ের খাপড়া লতার বা বাঁশের চটা ও রজ্জু ইত্যাদি। বন্ধন করিবার সময়ে এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রয়োজন মতে দৃঢ় বট্টবস্ত্র কার্পাস বস্ত্রের খণ্ড বা ফালী বন্ধনের উপযুক্ত করিয়া লইয়া ক্ষতমধ্যে প্রয়োজন বিকেশিকা (ঔষধ দ্রব্য, ঘৃত ও মধু দ্বারা লিপ্ত বস্ত্র বা স্থত্রের বর্ত্তিকে বিকেশিকা কহে) প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঘন ঘন জড়াইয়া বা পেঁচ দিয়া বাম হস্ত দ্বারা ঘুরাইয়া সরলভাবে ক্ষতস্থান বন্ধন করিবে। দেখিবে যেন বন্ধন শিথিল বা সংকোচিত না হয় অথচ বস্ত্রের কোমলতা থাকে এবং ক্ষতের উপরে যেন বস্ত্রখণ্ডের পীড়া জনক গ্রন্থি না পড়ে ব্রণের আয়তন বিশেষে তিন প্রকার বন্ধনের প্রয়োজন। যথা গাঢ় সম ও শিথিল যে বন্ধনে পীড়া বোধ হয় কিন্তু বেদনা জন্মে না তাহাকে গাঢ় বন্ধ কহে। যে বন্ধন উন্নত বা ফাঁকযুক্ত তাহাকে শিথিল কহে এবং বন্ধন না শিথিল না গাঢ় তাহাকে সম বন্ধ কহিয়া থাকে। তন্মধ্যে গাঢ় বন্ধন স্ফিক্ (নিতম্ব প্রোথ) কুক্ষি, কক্ষা (বাহুমূল) বঙ্ক্ষণ (উরুসন্ধি) বক্ষঃস্থল এবং শিরোদেশে প্রয়োজ্য

হস্তপদ বদন কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, অণ্ডকোষ পৃষ্ট, পার্শ্ব উদর ও বক্ষঃস্থলে সমবন্ধ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ পিত্তপ্রধান হইলে গাঢ়স্থানে সম এবং সমস্থানে শিথিল বন্ধ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ পিত্তপ্রধান হইলে গাঢ় স্থানে সম এবং সমস্থানে শিথিল বন্ধন করিবে। আর শিথিল স্থানের ব্রণ বন্ধন করিবে না। রক্ত দুষ্ট ব্রণ পক্ষে এই নিয়ম অনুসরণ করিবে। শ্লৈষ্মিক ব্রণে শিথিল স্থানে সমবন্ধ সম্থানে গাঢ় বন্ধ ও গাঢ় স্থানে গাঢ়তর বন্ধন করিবে। এই প্রকারে বাতিক ব্রণ ও বন্ধন করিবে। পৈত্তিক শরৎ ও গ্রীষ্মকালে দিবসে দুইবার বন্ধন করিবে। রক্ত পৃষ্ঠব্রণ ও এই নিয়মে বন্ধন করিবে। শ্লৈষ্মিক ব্রণ হেমন্ত ও বসন্তকালে তিন দিবস পরে বন্ধন করিবে। বাতদুষ্ট ব্রণে ও এই নিয়-মালম্বন করা যাইতে পারে। এই স্থানে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শিথিল ব্রণ স্থানে গাঢ় বন্ধন প্রয়োগ করিলে বিকেশিকার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না বরং শোথে বেদনার প্রাদুর্ভাব হইয়া

থাকে। গাঢ় ও সম বন্ধন যোগ্য স্থানে শিথিল বন্ধন করিলে বিকেশিকা পড়িয়া যায় ব্রণ বন্ধন বস্ত্রের ইতস্ততঃ পরিচালন বশতঃ ব্রণমুখ ঘর্ষিত হয়। গাঢ় ও শিথিল বন্ধন যোগ্যস্থানে সমবন্ধ প্রযুক্ত হইলে কোন উপদ্রব না ঘটিলে ও বন্ধনের কোন ফল হয় না। অবিপরীত বন্ধনে অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বন্ধন হইলে বেদনার উপশম রক্তের প্রসন্নতা ও কোমলতা উৎপন্ন হয়। ব্রণস্থান বন্ধন না করিলে বন মল্লিকা মশা, তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড ধূলী, শীতবাত ও রৌদ্র প্রভৃতি দ্বারা অভিহত ক্ষতে নানাপ্রকার বেদনা ও উপদ্রব সংঘটিত হয় এবং কখন বা ক্ষত দূষিত হইয়া আলেপন প্রভৃতি শীঘ্র শোষণ করিয়া থাকে। অস্থি চূর্ণিত, মথিত ভগ্ন বা অতিপতিত হইলে কিম্বা শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইলে বন্ধন দ্বারা শীঘ্রই শোথ দূরীভূত হইয়া বিশ্লেষানির শান্তি হয় এবং রোগী অনায়াসে শয়ন উপয়বশন বা গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় এবং ব্রণ ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

যবের ছাতু সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত ও উত্তপ্ত করিয়া বাত ও কফজ ব্রণশোথে প্রলেপ প্রদান করিবে এবং উহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও উত্তপ্ত করিবে পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণশোথে এবং তৈল ও ঘৃত উভয় বিধ পদার্থের সহিত মিশ্রিন ও উতপ্ত করিয়া শ্লেষ্ম ব্রণশোথে প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে।

যবচূর্ণের সহিত তিল, তিসী, দধি, কাঁজি, সুরাবীজ, কুড় ও লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ শোথ পাকিয়া থাকে।

বালক, বৃদ্ধ অসহিষ্ণু, দুর্ব্বল, ভয়শীল ও স্ত্রীলোকদিগের ব্রনশোথ এবং মর্ম্মস্থান জাত ব্রণশোথ পাকিলে বিদারক ঔষধ প্রদান করিবে কিন্তু উল্লিখিত ব্রণে শস্ত্র ক্রিয়া কদাচিত করিবে না।

সর্পের খোলস অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া লইবে। উক্ত ভস্মের সহিত সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্রণে প্রলেপ প্রদান করিলে উহা শীঘ্র বিদীর্ণ হয়।

ডহকরঞ্জ লাঙ্গলীমূল, দন্তীমূল চিতামূল কবরী মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে এবং পায়রা মাচরাঙ্গা ও গৃধ্র ইহাদের বিষ্ঠা ব্রণস্থানে লাগাইয়া দিলে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ক্ষার দ্রব্য সংলগ্ন করিয়া দিলেও উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।

পিচ্ছিল দ্রব্যের ছাল মূল দ্বারা ব্রণস্থান উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। যব গোধূম ও পাষাণ চূর্ণ একত্র করিয়া ব্রণস্থান ঘর্ষণ করিবে, তদনন্তর পাটোলপত্র ও নিম্বপত্রের কাথ দ্বারা ব্রণস্থান ধৌত করিবে।

ব্রণশোথ শুদ্ধই হউক বা অশুদ্ধই হউক ন্যগ্রোধাদির ত্বগোদ্ভব কাথ এবং দশমূলের কাথ বাতজনিত ব্রণে এবং ন্যগ্রোধাবির কাথ পিত্তজনিত ব্রণে আরগ্বধাদির কাথ কফজ ব্রণের সমস্ত কার্য্যই প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণতিল সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা তেউড়ীমূল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিম্বপত্র এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া ব্রণ শোথে প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

নিম্বপত্র, কৃষ্ণতিল, দন্তীমূল, তেউড়ী, সৈন্ধবলবণ ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে দুষ্টব্রণ প্রশমিত ও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

একমাত্র অনন্তমূল পেষণ করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

পটোলপত্র, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্বপত্র, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ পরিষ্কৃত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া খদির, দারুহরিদ্রা এবং ন্যগ্রোধাদিগনোক্ত দ্রব্য বেড়ালা কুশ নিম্ব ও কদলীপত্র ইহাদিগের কাথ ব্রণ শোথেন কার্য্যে বিশেষ হিতকর।

নিম্বপত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত

করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শোধিত হয়। নিম্বপত্র মধু ও ঘৃত এই তিন পদার্থ দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ শুষ্ক হয়।

নিম্বপত্র ও তিল পেষণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়, যব পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে ও ক্ষত শুষ্ক হয়।

নিমপাতা, দারুহরিদ্রার ছাল ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রের সহ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে উহা পরিস্কৃত ও শুষ্ক হয়।

ছাতিম বৃক্ষের ক্ষীর (রস) ক্ষতস্থানে কিছু দিন লেপন করিলে দুষ্ট ব্রণের শান্তি হইয়া থাকে।

শরপুঙ্খার মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া উহা দ্বারা ক্ষতমধ্যে প্রলেপ প্রদান করিলে সর্ব্ব প্রকার ব্রণ শুষ্ক হইয়া যায়।

মনুষ্য মস্তকের খুলি বানরদেহাস্থি গোধুমের সহিত ঘর্ষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে উল্লিখিত খুলি বা অঙ্গে পুরাতনই সমধিক গুণকারী সহস্র সহস্র ঔষধ প্রয়োগে ও যে ক্ষত শুষ্ক না হয় সেইস্থানে এই ঔষধ প্রয়োগে নিস্ফল হয় না।

মর্ম্ম সন্ধিস্থানোৎপন্ন স্থক্ষ্ম মুখ বিশিষ্ট ব্রণ (ফোড়া) সকলকে বস্তিদ্বারা শোধন (পরিস্কৃত) করিয়া হরীতকী তেউড়ী দন্তী লাঙ্গলী মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া উল্লিখিত ব্রণে প্রলেপ দিবে কিম্বা কদলীপত্র শালিঞ্চি কর্ণ মোট ও কুঠারিকা। এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া ব্রণে প্রলেপ প্রদান করিলে অতি গভীর ব্রণ পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়।

পঞ্চবল্কলচূর্ণ অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর বট অশ্বত্থ বেতস ও পাকুড় বৃক্ষের ছাল চূর্ণ ও বদরীর (কুলবৃক্ষের) ছাল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে দিবে অথবা ধাইফুল ও লোধকাষ্ট চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে দিবে। ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

বাতজ ফোড়াতে বেদনা ও জ্বালা থাকিলে মাংস ও তিল ভর্জ্জন করিয়া দুগ্ধে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিবে এবং উক্ত মাংস ও তিল সেই দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে উল্লিখিত ফোড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

তিল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত চিনী, মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্রণে প্রলেপ প্রদান করিলে শোথ বেদনা জ্বালা রক্ত স্রাব ও ক্ষত নিবারিত হয়।

অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসা।

পিত্ত বিদ্রধি বীসর্পশমং লেপনাদিকম্।
অগ্নিদগ্ধে ব্রণেসম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥

চিকিৎসক পিত্তজ বিদ্রধি ও বিসর্পরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের চিকিৎসা করিবেন অর্থাৎ উল্লিখিত রোগদ্বয় নাশক যে সমস্ত প্রলেপাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎসমস্ত দ্রব্য অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্রিরমুল পেষণ করিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিলে উক্ত ক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে।

পুরাতন গৃহের তৃণ (খড়) চূর্ণ করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে উক্ত ব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

জিরার ক্বাথ করিয়া চারিগুণ জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃতের সহিত মোম ও ধুনা মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে মালিশ করিলে ক্ষত আশুনিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

কুঠারক বৃক্ষ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করিয়া ক্ষতে সংলগ্ন করিয়া দিলে অথবা অশ্বত্থ বল্কল পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করিয়া সেই

চূর্ণ পদার্থ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

তৈলের একচতুর্থাংশ কিঞ্চুলুক (কেচুয়া) গ্রহণ করিয়া চারিগুণ জলের সহিত যথা নিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল ক্ষতস্থানে মালিশ করিলে অতি দুঃসাধ্য ব্রণও শুষ্ক হইয়া থাকে।

শিমুলতুলার সহিত নদী বা সরোবরস্থ বালুকা পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলে ব্রণের শান্তি হইয়া থাকে।

সদ্যোব্রণ চিকিৎসা।

সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্য সশূলং পরিষেচয়েৎ।
যষ্টিমধুকযুক্তেন কিঞ্চিৎচুষ্ণেন সর্পিষা॥

শস্ত্রাদির আঘাতে যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। এই ব্রণ সম্বন্ধীয় বিস্তর বিবরণ নিদান গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। চিকিৎসক যষ্টিমধু কল্ক করিয়া চারিগুণ জলের সহিত যথা বিধি ঘৃত পাক করিয়া বেদনাযুক্ত ক্ষতে লাগাইতে দিবেন। সপ্তাহভ্যন্তরে এই ঘৃত লাগান কর্ত্তব্য। যদি অত্যল্প সময়ের মধ্যে উক্ত প্রণালীতে ঘৃত প্রস্তুত করিবার সুবিধা না ঘটে তাহা হইলে ঘৃত ষোলতোলা জল ৪৮ তোলা ও যষ্টিমধু ৪ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অগ্নিসন্তাপে কিছুক্ষণ রাখিয়া নামাইবে এবং উহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে।

সদ্যঃ বা আগন্তুক ব্রণ নির্ণীত হইলে শতধৌত ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া পিত্ত ও রক্ত নাশক শৈত্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে উক্ত পদার্থ ক্ষত মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে ক্ষতজনিত বেদনার শান্তি হয় এবং ক্ষত স্থান পাকে না।

শরপুঙ্খা কাকজঙ্ঘা বা অভিনবজাত মহিষ বৎসের প্রথম মল কিম্বা লজ্জালুলতা ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলে সদ্যো ব্রণ শান্তি হয়।

যাহার ক্ষত মধ্যে শল্য (কণ্টকাদি) প্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই রোগীকে যবক্ষার অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে এবং পানান্তে শৃগাল কোলিরমূল পেষণপূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া ব্রণমুখে স্থাপন করিবে। এই প্রকার প্রণালীতে লাঙ্গলীর মূল বা গবাক্ষীর (মামাডুর) মূল প্রয়োগ করিলেও ব্রণ মধ্যস্থ কণ্টকাদি বহির্নিস্থত হইয়া থাকে।

শস্ত্রাদি দ্বারা আমাশয় বিদীর্ণ হইয়া উহা রক্ত পূর্ণ [illegible] রোগীকে বমন দ্রব্য সেবন করাইয়া, [illegible] য় রক্তপূর্ণ হইলে বিরেচন দ্রব্য সেবন [illegible] নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে।

[illegible] এরণ্ডমূল. [illegible]াক্ষুর ও পাষানভেদী [illegible] ন সমভাগে [illegible]স্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কোষ্টস্থ রক্ত নিঃসৃত হয়।

যব, কোল ও কুলথকলাই ইহাদিগের যূষের সহিত তৈলাদি স্নেহ পদার্থের যোগ না করিয়া উহাদ্বারা অম্ল বা সৈন্ধব যুক্ত যবাগূ যূষ রোগীকে সেবন করাইবেন।

বিবিধ প্রকার ক্ষতের মধ্যে যে কোন ক্ষত হইতে অতিমাত্র রক্ত স্রাব হইয়া বায়ু ও বেদনার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্নেহপান, পরিষেক ক্ষত স্থানে স্নেহ পদার্থ লেপন ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত বাতঘ্ন ঔষধের সহিত স্নিগ্ধ স্নেহ দ্বারা পিচকারি করিবে।

সদ্যোব্রণ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধান বর্ণিত হইল তৎসমস্তই সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সদ্যোব্রণে ব্যবহার্য্য কিন্তু সপ্তাহের পরে শারীর ব্রণের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিতে হয়।

ডহকরঞ্জার পত্রের রস নিম্বপত্রের রস ও নিসিন্দা পত্রের রস ক্ষত স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলে ব্রণস্থ কীট বিনষ্ট হয়।

কলায়বিদলীপত্র ও কুকুন্ত ফল চূর্ণ করিয়া সমভাগে গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ব্রণস্থ ক্রিমি নিবারিত হয়।

সুশ্রুতোক্ত সুরসাদি গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা সেক বা উহাদের রস ক্ষত স্থানে লেপন করিলে ব্রনস্থ কীট নিবারিত হয়।

নিমছাল, শোনালুর ছাল, জাতীপত্র, আকন্দের ক্ষীর বা ছাল ছাতিম ছাল, ও অশ্বমারকের ছাল, গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষতস্থ ক্রিমি [illegible] য়, এবং শুষ্ক হইয়া থাকে।

রসোন পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে [illegible] ক্ষতস্থ কীট বিনষ্ট [illegible] পুরাত [illegible] কীট জন্মিয়া থাকে [illegible] সুতরাং সেই [illegible] বিনাশার্থ রসোন প্রয়োগ অতীব ফলপ্রদ।

ত্রিফলা গুগ্‌গুলু।

যে ক্লেদপাকস্রতিগন্ধবন্তো
ব্রণামহান্তঃ শরুজ সশাখঃ।
প্রযান্তি তে গুগ্‌গুলু মিশ্রিতেন
পীতেন শান্তিং ত্রিফলা রসেন॥

যে বৃহদাকার ব্রণ ক্লেদ, পূযস্রাব ও দুর্গন্ধাদি যুক্ত, সেই প্রযুক্ত ব্যক্তি ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উক্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

বটীকা গুগ্‌গুলু।

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তো গুগ্‌গুলুর্বটকীকৃতঃ।
নির্যন্ত্রণোবিবন্ধঘ্নো ব্রণশোধনরোপনঃ।
অমৃতা গুগ্‌গুলুশস্তোহিতং তৈলঞ্চ বজ্রকম্।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে,এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ যত, তত পরিমাণ গুগ্‌গুলু গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহযোগে বটীকা প্রস্তত করিয়া লইবে। এই বটীকা সেবন করিলে ব্রণ যন্ত্রণা ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয় এবং ব্রণ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বটীকা গুগ্‌গুলু।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটকীকৃত্য খাদেন্বা হিতভোজনঃ॥
দুষ্টব্রণাপচীমেহকুষ্ঠনাড়ীব্রণাপহঃ॥

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে চূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিলে সমস্ত চূর্ণ পদার্থ যত হইবে, তত পরিমাণে গুগ্‌গুলু উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত ঘৃতের সহিত বটীকা প্রস্তত করিবে। ব্রণরোগী হিতকর পথ্যভোজী হইয়া এই ঔষধ সেবন করিলে দুষ্ট ব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

অমৃতা গুগ্‌গুলু।

অমৃতা পটোলমূল ত্রিফলাকটুত্রিমিষানাম্।
সমভাগানাং চূর্ণং সর্ব্বসমা গুগ্‌গুলোর্ভাগঃ॥
প্রতিবাসরমেকৈকাং গুড়িকাং খাদেদক্ষপ্রমাণাঞ্চ।
জেতুং ব্রণানং বাতহগ্‌ গুল্মোদর শ্বয়থুপাণ্ডুরোগঞ্চ॥

গুলঞ্চ, পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিলে যে পরিমাণে চূর্ণ পদার্থ হইবে, সেই পরিমাণ গুগ্‌গুলু উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহযোগে বটীকা প্রস্তত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

জাতিকাদ্য ঘৃত।

জাতীনিম্বপটোলপত্রকটুকাদার্ব্বীনিশাশারিবা।
মঞ্জিষ্টাভয়তুথসিকৃথমধুকৈর্নক্তাহব বিজৈঃ সমৈঃ॥

সর্পিঃসিদ্ধমনেনসূক্ষ্মবক্তনামর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণো
গম্ভিরাঃ সরুজোব্রণাঃ সগতীরাঃ শুষ্যন্তি রোহন্তি চ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কট্কী, দারুহরিদ্রা, অনন্তমুল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, তুঁতিয়া, মোম, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইপ্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মর্ম্মস্থানস্থ সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট গম্ভীর ব্রণ সকল পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। এমন কি ক্ষত স্থানে শোথ বা নালী হইলে তাহারও শান্তি হইয়া থাকে।

গৌরাদ্য ঘৃত।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং স চন্দনম্॥
জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধুচ্ছিষ্টং মধুকঞ্চ মহামেদা তথৈব চ॥
পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরমহাবীর্য্যঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ॥
আগন্তঃ সহজশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপি নাড়ীঞ্চ শোধয়েচ্ছীঘ্রমেব চ॥
গৌরাদ্যং জাতীকাদ্যঞ্চ তৈল মেবং প্রসাধ্যতে।
তৈলং সূক্ষ্মাননে দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এব চ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক, গৌরা, (হরিদ্রা) হরিদ্রা, (দারু হরিদ্রা) মঞ্জিষ্ঠা, মাংসী, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীককাষ্ঠ, বলাপত্র মুথা, চন্দন, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পাটালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, মোম, মধুকপুষ্প ও মহামেদ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং পঞ্চপল্লব অর্থাৎ আম জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু ও বিল্ব, ইহাদের পত্র সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক হয়।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ।
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়ো স্তথা॥
দ্বে হরিদ্রে মধুচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্ত রোহিনী।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিবৃৎ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণা প্রশমনং তথা নাড়ী বিশোধনম্॥
সদ্যশ্ছিন্ন ব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদেষ্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, ডহরকঞ্জারপত্র ও কচিফল জাতীপুষ্পপত্র, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) যষ্টিমধু, কট্কী, মঞ্জিষ্টা চন্দন, বেনারমূল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও তেউড়ী; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে, দুষ্ট ব্রণ, ছিন্ন ও ভিন্ন নানাবিধ ব্রণের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য ঘৃত

প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠামধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সহরিদ্রৈঃ শৃতং সর্পিঃ সক্ষীরং ব্রণ রোপণম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, প্রপৌণ্ডরীককাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেনার মূল, পদ্মকাষ্ঠ ও হরিদ্রা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ষোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার ব্রণের গর্ত্ত পূর্ণ হয় এবং শুষ্ক হইয়া থাকে।

তিক্তাদ্য ঘৃত।

তিক্তাসিক্থনিশাযষ্টিনক্তাহবকরপল্লবৈঃ।
পটোলমালতীনিম্বপত্রৈর্ব্রণ্যং ঘৃতং পচেৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, কট্কী, সিক্‌থ (সোম) হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহরকরঞ্জার ফল ও পত্র পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ও মালতীপত্র, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার ঘৃত পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত ব্রণ পূরক ও শোধক।

বিপরীতমল্ল তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য, সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিঙ্গু, রসোন, চিতারমূল, শরপুঙ্খার মূল ও লাঙ্গলীমূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপ প্রকারে তৈল পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার ক্ষতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অঙ্গারক তৈল।

কুঠারকাৎ পলশতং সাধয়েন্নল্বনেঽম্ভসি।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈঃ কুঠারপামার্গপ্রোষ্ঠিকা মক্ষিকাযুতৈঃ।
এতদঙ্গারকং নাম ব্রণশোধনরোপণম্॥
নাড়ীষুপরমাংসভাঙ্গো মিজাস্থাগন্তকীষু চ॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য, কুঠারিয়া, আপাঙ, শফরীমৎস্য (পুটিমাছ) ও মক্ষিকা এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া আটসের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে ক্ষত শোধন ক্ষত পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং কাকোল্যৌ দ্বে সচন্দনে।
সিদ্ধমেভিঃ সমং তৈলং তৎপরং ব্রণরোপণম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও রক্ত চন্দন, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে

থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে ক্ষত গহ্বর পূর্ণ হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাদ্য ঘ্বত ও তৈল।

> দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন চ।
> দার্ব্বীত্বচ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণং॥
> যে নৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
> রক্তপিত্তোত্তরং জ্ঞাত্বা সর্পিরেবাব চারয়েৎ॥

ঘ্বত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, কমলাগুড়ী ও দারু হরিদ্রাছাল, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে একসের গ্রহণ করিয়া ঘ্বতে প্রদান করিবে এবং উহাতে দূর্ব্বাঘাসের রস ষোলসের প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘ্বত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘ্বত গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত দ্রব্যের সহযোগে যথাবিধি নিয়মে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই ঘ্বত ও তৈল প্রয়োগ করিলে ব্রণরোগের শান্তি হয়। বিশেষতঃ রক্ত ও পিত্ত প্রধান ক্ষত রোগে ঘ্বত ব্যবহারই সমধিক উপকারী।

মঞ্জিষ্ঠাদ্য ঘ্বত।

> মঞ্জিষ্টাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ।
> সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥

ঘ্বত ৪ সের। কল্কদ্রব্য। মঞ্জিষ্টা রক্তচন্দন ও স্থচীমুখী, এই দ্রব্য গুলি সমপরিমাণে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ ঘ্বতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘ্বত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে ঘ্বত পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘ্বত গ্রহণ করিবে। এই ঘ্বত প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে।

পাটলী তৈল।

> সিদ্ধং কষায় কল্কাভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্।
> দগ্ধব্রণরুজাস্রাবদাহবিস্ফোটনাশনম্॥

তৈল ৪ সের। পারুলীর ছাল একসের তৈলে প্রদান করিবে এবং পারুলীর ছাল আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া উক্ত ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে দগ্ধক্ষতের বেদনা স্রাব জ্বালা ও বিস্ফোট নিবারিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্য যমক।

> চন্দনং বটশুঙ্গঞ্চ মঞ্জিষ্ঠামধুকং তথা।
> প্রপৌণ্ডরীকং দূর্ব্বাচ পত্তঙ্গ ধাতকী তথা॥
> এভিস্তৈলং বিপক্তব্য সর্পিঃ ক্ষীরসমন্বিতম্।
> অগ্নিদগ্ধ ব্রণেষ্বিষ্টং রক্ষণাদ্রোপণং পরম্॥

ঘ্বত ২ সের ও তিল তৈল দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। কল্ক দ্রব্য, শ্বেতচন্দন, বটেরঝুড়ী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, দূর্ব্বাঘাস, রক্তচন্দন ও ধাইফুল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত

করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ঘোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত ও তৈল গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের শান্তি হয়।

মনঃশিলা, হরীতাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরীদ্রা ও দারু হরিদ্রা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ জনিত ক্ষতে প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম, হিরাকস্ ও ত্রিফলার পুষ্প (হরীতকী আমলকী ও বহেড়া পুষ্প) এই পদার্থ গুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া শুষ্ক ব্রণস্থানে লেপণ করিয়া দিলে এক দিবসের মধ্যেই চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কালীয়কলতা (প্রিয়ঙ্গু) আম্রাস্থি হেম (নাগকেশর) কালা, (মঞ্জিষ্ঠা) ও পারদ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া নামাইবে উক্ত চূর্ণ পদার্থ গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া শুষ্ক ব্রণস্থানে লেপণ করিলে ত্বকের সমান বর্ণ হইয়া থাকে।

চতুষ্পদপ্রাণীর চর্ম্ম, রোম, খুর, শৃঙ্গি ও অস্থিভস্ম চূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ-পদার্থ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোমহীন স্থানে লেপণ করিলে পুনঃ সেই স্থানে রোম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রণ শুষ্ক হইয়া অস্থির ন্যায় দৃঢ় হইলে অস্থি-রোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসক উহার চিকিৎসা করিবেন, অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা গ্রন্থিক্ষার করিবেন।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে একোবিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাবিংশতোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপর সুশ্রুতোক্ত ব্রণের চিকিৎসোপোদেশ কথিত হইতেছে।

উপবাস আলেপন পরিষেক অভ্যঙ্গ স্বেদ বিম্লাপন (অর্থাৎ বসাইয়া দেওয়া) বন্ধর পাচন (পাকান) বিস্রাবন (গালিয়া দেওয়া) স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) বমন বিরেচন ছেদন, ভেদন দারণ এষণ (দেহমধ্যে শল্যের অনুসন্ধান) আহরণ (টানিয়া বাহির করা) বাধন (সিরা প্রভৃতি বিদ্ধকরা) বিস্রাবন সীবন (সেলাই) সন্ধান (যোড়লাগান) পীড়ন (টেপা বা চোঁচা) শোণিত স্রাব নির্ব্বাপণ উৎকারিতা কষায় বর্ত্তী কল্‌ক ঘৃত তৈল রসক্রিয়া অবচূর্ণন ধূপন (ধূম প্রয়োগ) উৎসাদন অবসাদন মৃদুকর্ম্ম, দারুণ-কর্ম্ম ক্ষারকর্ম্ম অগ্নিকর্ম্ম কৃষ্ণকর্ম্ম পাণ্ডুকর্ম্ম প্রতি-সারণ রোমসঞ্জনন লোমপ হরণ বস্তিকর্ম্ম উত্তর বস্তি বন্ধ পত্রদান কৃমিনাশন বৃংহণ (পুষ্টিকরণ) বিষনাশন শিরোবিরেচন নস্য কবলধারণ (কুলি) ধূম মধুসর্পি যন্ত্র আহার রক্ষা বিধান। ইহা-দিগের মধ্যে আটটী শস্ত্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় ও রোপণ মোক্ষণ ক্ষার অগ্নি যন্ত্র আহার রক্ষা বিধান ও বন্ধবিধান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্নেহ স্বেদ বমন বিরেচন বস্তি উত্তরবস্তি শিরোবিরেচন নস্য ধূম ও কবলধারণ অন্যত্র বলা যাইবে ব্রণ চিকিৎসার অবশিষ্ট প্রকরণ এস্থলে বলা যাই-তেছে।

ইতিপূর্ব্বে যে ছয়প্রকার শোফ উক্ত হইয়াছে উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত এই একাদশ প্রকার প্রতীকার তাহাদিগের শোফ অর্থাৎ ফুলা অবস্থাতেই বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। শোফ ব্রণভাবে পরিণত হইলেও এই সমস্ত প্রতীকার অহিতকর নহে। বিবেচনের পর শোফ ব্রণভাবে পরিণত হইলে প্রায় এই সমস্ত প্রতী-কার প্রয়োজন সমস্ত প্রকার শোফের প্রথম অবস্থায় উপবাস প্রভৃতি সামান্যত উৎকৃষ্ট প্রতীকার।

শোফ অথবা ব্রণরোগে কুপিত দোষের শান্তির জন্য দোষও বল বিবেচনা করিয়া রোগীর উপ-বাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বায়ুর উর্দ্ধগতি তৃষ্ণা ক্ষুধা মুখশোষ ও শ্রান্তি এই সকলের দ্বারা যাহারা পীড়িত তাহাদিগের পক্ষে কিম্বা বৃদ্ধবালক দুর্ব্বল অথবা ভীত ব্যক্তির পক্ষে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। শোফ উত্থিত মাত্রেই অথবা তীব্র বেদনা বিশিষ্ট ব্রণ জন্মিবামাত্রেই বায়ু পিত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে দোষের লক্ষণ তাহাতে দৃষ্ট হয় সেই দোষ যে দ্রব্যে নিবৃত্তি পায় সেই পদার্থের প্রলেপ সেই শোফে বা ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গৃহ দাহের স্থলে জল সেচন করিলে যে প্রকার শীঘ্র অগ্নি নিবৃত্ত হয়। শোফের প্রহ্লাদন (পূযাদি জন্মান) শোধন হরণ উৎপাদন (নির্ম্মল করা) ও রোপণ (পূরিয়া উঠা) প্রলে-পের দ্বারা এই সমস্ত ফল হইয়া থাকে।

বায়ু জনিত শোফে বেদনা শান্তির জন্য ঘৃত তৈল কাঞ্জী মাংস অথবা বায়ু শান্তিকর ঔষধের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পরিষেচন করিবে।

পিত্তজনিত ও রক্তজনিত অভিঘাত জনিত অথবা বিষজনিত ব্রণ হইলে দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা জল ইক্ষুরস মধুর রসের ঔষধ অথবা উড়ম্বর

বৃক্ষের ক্বাথ উষ্ণ না থাকে এ প অবস্থায় পরিষেচণ করিবে।

শ্লেষ্মাজন্য শোফে তৈল মূত্র ক্ষারোদক সুরা যুক্ত কফঘ্ন ঔষধের ক্বাথ শীতল না থাকে এরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে। জল সেচনে ও প্রকার অগ্নির শান্তি হয়, ক্বাথের সেবনেও সেই প্রকার দোষ জনিত তীব্র যাতনার শান্তি হয়।

দোষ বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে ও মৃদুতা সম্পাদিত হয়। পুর্ব্বে যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা লিখিত হইল তাহার স্বেদ বিম্লাপন হইতে বিস্রাবন পর্য্যন্ত যে কয়েকটি প্রক্রিয়া আছে তাহাদিগকে পশ্চাৎ কর্ম্মবলে। ভয়ানক কঠিন বেদনা বিশিষ্ট শোফ অথবা ব্রণে স্বেদ (ভাবরা) বিধেয়।

শোফ অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও স্থির (যাহা পাকেও না ও বসেওনা) হইলে তাহাতে বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া) কর্ত্তব্য। শোফে অভ্যঙ্গের দ্রব্য মাখাইয়া প্রথমতঃ স্বেদ দিবে, পরে দংশদ্বারা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অল্প অল্প মর্দ্দন করিবে। শোফ দাহযুক্ত না হইলে বন্ধনের দ্বারা বসিয়া যায় দাহযুক্ত হইলে পাকিয়া উঠে। উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা যদি শোফের শান্তি না হয় তবে দধি তক্র সুরা সুক্ত ও কাঞ্জি সহযোগে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পাকাইবার ঔষধ পাক করিবে। উৎকারিকার (মদকের) ন্যায় পাক কঠিন হইলে উষ্ণ থাকিতে এরণ্ডপত্র সহযোগে শোফে বন্ধন করিবে। শোফ পাকিবার উন্মুখ হইলে আহারের নিয়ম অবলম্বন করিবে। যে শোফ অল্পকাল উত্থিত হইয়াছে তাহার বেদনা শান্তি ও পাকিয়া উঠা নিবৃত্তির জন্য রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। রক্তযুক্ত শ্যামবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট কঠিন শোফ হইলে বিস্রাবণ হিতকর বিশেষতঃ ব্রণ বিষযুক্ত হইলেও জলৌকার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রুক্ষ প্রভৃতি কৃশ ব্যক্তির ব্রণের উপদ্রবে শরীর শুষ্ক হইলে তাহার ব্রণে যে সকল দ্রব্য ঔষধি প্রয়োগ করা যাইতে পারে সেই সকল দ্রব্যসহ যোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। শোফে মাংস উৎসন্ন (ফুলিয়া উঠা) হইলে বিশেষতঃ কফজন্য ব্রণ হইলে অথবা ব্রণের শোণিত পূযভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে রোগী অতিশয় ক্লিষ্ট হইলে নিঃশেষে বমন কর্ত্তব্য। বায়ু পিত্তজনিত দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রণ হইলে বিরেচন প্রশস্ত। শোফ অথবা ব্রণ না পাকিয়া কঠিন হইয়া স্থিরভাবে থাকিলে, অথবা স্নায়ু শোথাদি রোগ হইলে ছেদন কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ব্রণ যদি উন্নত হয় ও তাহার অন্তরে পূয থাকে অথচ নির্গত হইবার মুখ না থাকে ও সেই রোগ শরীরে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করা বিধেয় বালকবৃদ্ধ অসহিষ্ণু ক্ষীণ ভিরু অথবা স্ত্রীলোক হইলে অথবা মর্ম্মস্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইলে ঔষধের দ্বারা দারণ কর্ত্তব্য।

শোফ সুপক ও একত্র সংযত হইলে যদি তাহার অভ্যন্তরস্থ রক্ত পূযভাব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে দারণের লেপ প্রয়োগ করিবে। সুপিষ্ট দারণের ঔষধ ক্ষার সংযোগে প্রয়োগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদীর্ণ হইয়া ও যদি শোফের মুখ কঠিন স্থূল আয়ত হইয়া থাকে ও তাহার চতুর্দ্দিকে কঠিন মাংস উন্নত হইয়া থাকে তবে লেখন কার্য্যের দ্বারা ক্ষতস্থান নিঃশেষে কর্ত্তন করিবে। যে পর্য্যন্ত ক্ষত থাকে সেই পর্য্যন্ত লেখন করিয়া তাহার মধ্যে পট্ট বা কার্পাস বা নিম্বকাষ্ঠ সৈন্ধবযুক্ত যবের শূঙ্গা এবং কর্ক্কশ পত্র (শেওড়া পাত) এই সমস্ত প্রয়োগ করিবে। নাড়ী ব্রন শল্য গর্ভ (দেহমধ্যে যে স্থানে শল্য থাকে) অথবা উন্নত উন্মার্গী (যে ব্রণ ক্রমশঃ দেহ মধ্যে উর্দ্ধদিকে ক্ষত হইতে থাকে) ব্রণ হইলে তাহার অভ্যন্তর দেশ বৃক্ষের অঙ্কুর অথবা এষাণী শলাকার দ্বারা এষণ করিবে।

ব্রণের মুখ সঙ্কুচিত হউক অথবা প্রসারিত হউক শল্য আহরণ করিবার যে প্রকার প্রণালী আছে তদনুসারে তাহা হইতে শল্য বাহির করিবে। কেনিরোগে বিদ্ধ করিতে হইলে যে স্থান যে পরিমাণে বিদ্ধ করিয়া স্রাব করাইবে

মাংসস্থিত ব্রণের মুখ যদি প্রসারিত থাকে, তাহাতে পাক বা অন্য কোন উপদ্রব না থাকে তবে সেই ব্রণের মুখ সংযত করিয়া সেলাই করিবে। ব্রণ মর্ম্মস্থানে জন্মিলে বা সূক্ষ্ম মুখ হইলে অথবা তাহাতে পূযাশয় থাকিলে, তাহার চতুর্দ্দিকে পীড়ন দ্রব্য (যাহার প্রলেপে রস রক্তাদি নির্গত হয়) প্রয়োগ করিবে। পীড়নের প্রদেহ শুষ্ক হইতে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ব্রণের মুখ রুদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে না, তাহাতে অভ্যন্তরস্থ দোষের বৃদ্ধি হয়। তাহাতে শোণিত নিঃসরণ হইলে যথা বিহিত ক্রমে রক্ত মোক্ষণ কর্ত্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ ও জ্বর বিশিষ্ট ব্রণ হইলে ও রক্ত কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে ছেদন করা কর্ত্তব্য! পূর্ব্বোক্ত শীতল দ্রব্য সমস্ত দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রচুর ঘৃত সহযোগে অবলেহ ভাবে লেপ প্রস্তুত করিয়া শীতল অবস্থায় তাহাতে প্রয়োগ করিবে। ব্রণে অল্প মাংস থাকিলে তাহা পাকিয়া না উঠিলে ও তাহাতোদ (টনটনানি) কঠিন কর্কশতা শূল, (কনকনানি) ও কম্প এই সমস্ত উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে বায়ু শান্তিকর ঔষধ অম্লগণ ও কাকোল্যাদিগণ তৈলাক্ত বীজসহযোগে পাক করিয়া প্রলেপ দিবে। কঠিন ও বেদনা বিশিষ্ট হইলে ঐ সকল দ্রব্যের স্বেদ কর্ত্তব্য। দুর্গন্ধ ক্লেদ বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হইলে পূর্ব্বোক্ত শোধনী দ্রব্যের ক্বাথের দ্বারা শোধন করিবে। মাংসাশ্রিত গভীর ব্রণ হইলে ও তাহার অন্তরে শল্য থাকিলে এবং মুখ সূক্ষ্ম হইলে শোধনী দ্রব্যের দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে পূতি মাংসাচ্ছাদিত ব্রণের আভ্যন্তরিক দোষ সকল সংশোধন জন্য পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তির দ্রব্য সকলের মধ্যে যতদূর পাওয়া যায় শিরাতে পেষণ করিয়া লেপ দিবে। পিত্ত দূষিত হইয়া গভীর দাহ ও পাক বিশিষ্ট ব্রণ হইলে পূর্ব্বোক্ত শোধনী দ্রব্য ও কার্পাস ফল সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রুক্ষ ও অল্পস্রাবী ব্রণ হইলে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ মাংস উৎসন্ন ভাবে থাকিলে সর্ষপ স্নেহযুক্ত তৈলের দ্বারা সংশোধন করিবে। তৈলের দ্বারা সংশোধিত না হইয়া কঠিন মাংসাশ্রিত ব্রণের স্থলে পূর্ব্বোক্ত শোধন দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সৌরাষ্ট্রজ (অড়রকলাই) কাসীস হীরাকস ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। টাবানেবুর-রস ও মধু সহযোগে হরিতাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস অন্তর ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গম্ভীর মেদ সংশ্রিত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট ব্রণ হইলে শোধন বর্ত্তির সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ সংশোধিত হইলে শোধনীয় দ্রব্যের ক্বাথের দ্বারা ব্রণের শোধন করা কর্ত্তব্য। ব্রণ বেদনাহীন ও সংশোধিত হইয়া ও গভীর থাকিলে রোপনীয় দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসল স্থানের ব্রণ পূরিয়া না উঠিলে তাহার আভ্যন্তরিক পূতি মাংস সমস্ত নির্গত করিয়া মধু সংযোগে তিল তণ্ডুলের কল্ক প্রয়োগ করিবে। পিষ্টতিল, মধু সংযোগে প্রয়োগ করিলে, মধুরতা উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতা প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে, কষায় ভাব মধুরতা ও তিক্ততা প্রযুক্ত পিত্তের শান্তি করে, এবং কষায় ভাব তিক্ততা প্রযুক্ত কফের শান্তি করে। পিষ্টতিল, শোধনী ও রোপনী দ্রব্যের সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণের সংশোধন ও রোপন হয়, নিম্বপত্র ও মধু ঘৃত সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। পিত্ত, রক্ত, বিষ, অথবা আঘাত জনিত গভীর ব্রণ হইলে, ঘৃত অগ্রে দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পরে সেই ঘৃত রোপণীয় দ্রব্য সহযোগে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। কফ বাত জন্য যাতনা-দায়ী ব্রণ হইলে রোপণীয় দ্রব্য সহযোগে তৈল (সর্ষপ) পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ব্রণ শরীরে সঞ্চরণশীল হউক বা স্থির থাকুক, শুদ্ধ হউক বা দূষিত হউক তাহার রোপণের নিমিত্ত রস ক্রিয়া করিতে হইলে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রণ কঠিন মাংসে অথবা ত্বকে হইলে বা ত্বকের সহিত সমভাবে থাকিলে, রোপণীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

যে সকল শোধনীয় বা রোপণীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে, যে সকল শোধনী দ্রব্য লিখিত হইল, তাহা সকল প্রকার ব্রণেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ ও পরীক্ষিত ইহাতে যুক্তির প্রয়োজন নাই। কষায় প্রভৃতি সাতটি প্রকরণে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহা চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে গ্রহণ করিবেন। বায়ু দূষিত ব্রণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কষায় প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে স্বল্প ও বৃহৎ প্রায় দুই প্রকার পঞ্চ মূলই ব্যবহার্য্য। পিত্ত দূষিত ব্রণের জন্য কষায়াদি প্রস্তত করিতে হইলে ন্যগ্রোধাদিগণও কাকোল্যাদিগণ ব্যবহার্য্য।

কফ দূষিত ব্রণের সম্বন্ধে আরগ্বধাদিগণ ও অপর যে সমস্ত উষ্ণ ঔষধ বলা হইয়াছে (অর্থাৎ বরুণাদিগণ) তাহাই ব্যবহার্য্য। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে সকল প্রকার ঔষধ একত্র প্রয়োগ করিবে। বায়ুজন্য উগ্রযাতনা ও আস্রাব বিশিষ্ট ব্রণ হইলে বৃক্ষের বলকর যব ঘৃত ও অন্যান্য ধূপনীয় দ্রব্য সহযোগে ধূম প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত শুষ্ক অল্প মাংস বিশিষ্ট গভীর ব্রণ হইলে উৎসাদনীয় ঘৃত ও আলেপন প্রস্তত করিবে। ব্রণরোগী মাংসাশী হইলে দেহ পুষ্টির জন্য তাহাকে মাংস ভোজন করাইবে। উৎসন্ন ও কোমল মাস বিশিষ্ট ব্রণ হইলে অবসাদক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পরসাদনীয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে প্রয়োগ করা বিধেয়। বায়ু কর্ত্তৃক মাংস বিশিষ্ট দুষ্ট ব্রণ হইলে, ব্রণের কোমল করা (স্বেদ প্রয়োগে কোমল হয়) ও রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে (বাতঘ্ন ঔষধের দ্রব্যেরগণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য) ঘৃত প্রস্তত করিয়া সেবন করিবে। ব্রণের মাংস স্বভাবতঃ কোমল থাকিলে কঠিন করা কর্ত্তব্য! তজ্জন্য ধব প্রিয়ঙ্গু অশোক রোহিনীর (হরীতকী বিশেষ) ত্বক ত্রিফলা ধাতকীপুষ্প লোধ ও ধুনা এই সকল সকভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে উৎসন্ন মাংস কঠিন কণ্ড যুক্ত ব্রণ হইয়া বিলম্বে অর্থাৎ ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহা সংশোধনীয় দ্রব্যের দ্বারা সংশোধন করিতে না পারিলে ক্ষার কর্ম্মের দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য। ব্রণ হইতে গিরি মৃত্তিকার জলের ন্যায় অথবা মূত্রের ন্যায় স্রাব হইতে থাকিলে রক্তস্রাবী ব্রণ হইলে অথবা কোন সন্ধিস্থান নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পড়িলে অগ্নিকার্য্যের দ্বারা প্রতীকার করিবে। ব্রণ শ্বেতবর্ণ হওয়া প্রযুক্ত শীঘ্র পূরিয়া না উঠিলে, তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবে। ভল্লাতকের ফল গোমূত্রে ভাবিত করিয়া দুগ্ধে এক দিবস মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে সেই সকল দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া লৌহ কুম্ভমধ্যে রাখিবে। অন্য কুম্ভের মুখের সন্ধিস্থান গোময়ের দ্বারা লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে ভল্লাতকের কুম্ভে অগ্নি সংযোগে ভল্লাতকের কুম্ভ হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় তাহা গ্রহণ করিবে। সজল প্রদেশস্থ গ্রাম্য পশুর খুঁর দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম রূপে চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্লবর্ণ ব্রণে আলেপন করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়ঃ কোন প্রকার কাষ্ঠ বা কোন প্রকার ফলের তৈল বাহির করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতকের তৈল নিঃসারণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। ব্রণ কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত যদি পূরিয়া না উঠে তবে ব্রণকে পাণ্ডুবর্ণ করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য রোগিণী ফল সপ্ত দিবস ছাগীদুগ্ধে রাখিবে। পরে সেইফল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিবে। অথবা নূতন কাপালিকা চূর্ণ বৈদুল সজ্জানাভ কাসীস্ এবং যষ্টিমধু একত্র চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা কপিল্য ফলের আভ্যন্তরিক শস্য বাহির করিয়া তাহার মধ্যে হিরাকস, গোরচনা তুথ (তুঁতে) হরিতাল মনঃশিলা, বাঁশের ত্বকের নীল প্রপুন্নাড় ও রসাঞ্জন সমভাগে পুরিবে। অনন্তর ছাগমূত্রের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অর্জ্জুন বৃক্ষের মূলে একমাস পুতিয়া রাখিবে। একমাসের পর সেই ঔষধ কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে লেপ দিলে পাণ্ডুবর্ণ হয়। কুক্কুটাণ্ডের কপাল (কুক্কুটের ডিমের খোলা)

কতক ফল যষ্টিমধু সমুদ্র মন্তকী ও মণিচূর্ণ এই সমস্ত সমভাগে একত্র করিয়া গোমূত্র সহযোগে গুটিকা প্রস্তত করিবে। সেই গুটিকা প্রয়োগ করিলে ব্রণ প্রসারিত হয়। হস্তীদন্তের মশী প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে রসাঞ্জন সহযোগে লেপ দিলে শরীরের রোম হীন স্থানে রোম জন্মে। চতুষ্পদ পশুর ত্বক রোম খুর শৃঙ্গ ও অস্থি এই গুলির ভস্ম চূর্ণ করিয়া তৈল সহযোগে লেপন করিলে ভূমিতে ও রোম জন্মে। কাসীস ও ও নক্তমালের পল্লব কপিল্য রসে পেষণ করিয়া লেপ দিলে শরীরে লোম জন্মে। রোমাকীর্ণ ব্রণ হইলে শীঘ্র পূরিয়া উঠে না। অতএব ক্ষুর কর্ত্তরীর দ্বারা লোম কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। শঙ্খ চূর্ণ দুই ভাগ হরিতাল একভাগ অম্ল রসের সহিত পিষিয়া লেপন করিলে লোম উঠিয়া যায়। ভল্লাতকের তৈল ও স্নুহীক্ষীর (মনসা আটা) একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোম উঠিয়া যায় অথবা কদলী ও শোনাবৃক্ষের ভস্ম লবণ ও শমী বীজ একত্র শীতল জলে পেষণ করিয়া লেপ দিলে অথবা গৃহ গোধিকার (কাঁকলাস) পুচ্ছ বগুল ও ইঙ্গুদীবীজ এই সকলের ভস্ম তৈল ও সহযোগে সূর্য্য পক্ক করিয়া লেপ দিলে ও লোম উঠিয়া যায়।

শরীরের অধোভাগ বায়ু জন্য রুক্ষ ও অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট ব্রণ হইলে বিরেচন বিধান করিবে। মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে অশ্মরী রোগ জন্য ব্রণ হইলে অথবা আর্ত্তব দোষে উত্তর বস্তি প্রশস্ত বন্ধনের দ্বারা ব্রণ সংশোধন হয়, কোমল হয় ও নিঃশেষে পুরিয়া উঠে, অতএত ব্রণ বন্ধন করা কর্ত্তব্য। স্থির অল্প মাংস বিশিষ্ট ব্রণ হইলে রুক্ষ প্রযুক্ত পুরিয়া না উঠিলে দোষ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া তাহার উপরি পত্র আচ্ছাদন দিয়া বন্ধন করিবে বায়ু জন্য ব্রণে এরণ্ড ভূর্জ্জ পুতিক (করঞ্জ) অথবা পত্র, রক্ত বা পিত্ত জন্য ব্রণে আর্দ্রবল গাম্ভার মনসা বা অর্ক বৃক্ষের পত্র, কফ জন্য ব্রণে পাঠা মূর্ব্বা গুলঞ্চ কাকমাচী হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা বা শুকনাসার (সোনাগন্ধ) পত্র আচ্ছাদনে ব্যবহার করিবে। যে পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, তাহা কর্কশ ক্লিন্ন জীর্ণ কঠিন অথবা কীট ভক্ষিত না হয়। স্নেহ বা ঔষধের সারের দ্বারা যে পত্র দূষিত না হয় তাহাই প্রলেপের উপরি আচ্ছাদন করিবে। পত্রের উপরি পট্টবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণে শীতলতা ও উষ্ণতা জন্মাইবার জন্য ও প্রলেপের ঘৃতাদি লেপ হইতে বাহির না হয় এই জন্য লেপের উপরি ভাগে পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ব্রণের উপরিভাগে মক্ষিকার দ্বারা কৃমি জন্মিলে ও সেই ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে ব্রণ অতিশয় ফুলিয়া উঠে, তাহাতে তীব্র যাতনা জন্মে ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। সে স্থলে সুরসাদিগণের উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের কাথে ধৌত করিয়া, পুরিয়া উঠিবার জন্য সেই সমস্ত দ্রব্যই প্রয়োগ করিবে। অথবা সপ্তপর্ণ করঞ্জ অর্ক নিম্ব ও পিয়াল এই সকস্ত বৃক্ষের ত্বক গোমূত্রে পিষিয়া লেপ দিবে, বা মাংস পেশী সকল আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষারোদক সেবন করিবে ও ক্রিমি সকল ব্রণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে কৃমি বিংশতি প্রকার, তাহাদিগের বিষয় পরে কথিত হইবে। ব্রণ কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিলে শরীর কৃশ বা শুষ্ক হইলে রোগীর অগ্নি রক্ষা করা ও শরীরের পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য বিষাক্ত রোগের বিজ্ঞান বিষ নির্ণয় করা ও তাহার চিকিৎসা কল্প স্থানে উক্ত হইয়াছে। স্কন্ধ দেশের উর্দ্ধভাগে যে সমস্ত কণ্ডূ বিশিষ্ট শোফ জন্মে তাহাতে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ঐ সমস্ত স্থানে বায়ু জন্য দাহযুক্ত রুক্ষ ব্রণ হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে। দোষের নিবৃত্তির জন্য যাতনা ও দাহের শান্তির জন্য জিহ্বা ও দন্তীর মল আমরসের জন্য এবং মুখ মধ্যস্থ ব্রণের শোধন বা রোপণ জন্য উষ্ণ বা শীতল কবল গ্রহণ বিধেয়। স্কন্ধ দেশের উর্দ্ধ ভাগে কফ বাতজনিত রোগ অথবা শোফ বা বিশিষ্ট ব্রণ হইলে ধূম পান কর্ত্তব্য। সন্তো-

ব্রণের স্থলে (অস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা যে ব্রণ জন্মে) রক্ত নিঃসরণ রোধ করণার্থে এবং ক্ষতের সন্ধানার্থে (যোড়ালাগা) ঘৃত মধু প্রয়োগ করিবে। শল্য কর্ত্তৃক গভীর ও সূক্ষ্ম মুখ বিশিষ্ট ও তাহা হইতে হস্তের দ্বারা শল্য বাহির করিতে না পারিলে যন্ত্র ব্যবহার করিবে সকল প্রকার ব্রণ রোগেই লঘু স্নিগ্ধ উষ্ণ ও অগ্নিকর আহার লঘু পরিমাণে প্রদান করিবে। ব্রণ পীড়িত রোগীকে পূর্ব্বোক্ত রক্ষা বিধান ও যম নিয়মের দ্বারা নিশাচরগণ হইতে রক্ষা করিবে।

ছয়টি মূল ক্রিয়াকারে অষ্টবিধ শস্ত্র চিকিৎসা রোগের পঞ্চ লক্ষণ এবং ষষ্টি প্রকার চিকিৎসার উপক্রম ব্রণ চিকিৎসার পক্ষে এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থ বাহুল্য প্রযুক্ত অতি সংক্ষেপে কথিত হইল। এই সমস্ত ঔষধ যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট সেই প্রকার গুণবিশিষ্ট অন্য দ্রব্যও লওয়া যাইতে পারে। কোন অধিকারের ঔষধে যদি দুর্লভ দ্রব্য উক্ত হইয়া থাকে সে স্থানে এই প্রকার করিবে। ঔষধের যে সমস্ত গণ বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য যদি স্থল বিশেষে গুণকারী না হয় তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং গণে উল্লেক নাই এমন দ্রব্য ও যদি উপকারী হয় তাহাও গ্রহণ করিবে। ব্রণ রোগের উপদ্রব দুই প্রকার এক প্রকার রোগের অপর প্রকার রোগীর শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি ব্রণের উপদ্রব এবং জ্বর অতিসার মূর্চ্ছা হিক্কা, বমন অরুচি শ্বাস অজীর্ণ ও উষ্ণ এই কয়েকটী রোগীর উপদ্রব। ব্রণ চিকিৎসার প্রতীকার সংক্ষেপে কথিল হইল। অতঃপর সদ্য ব্রণের চিকিৎসার বিষয় বলা হইবে।

সদ্যোব্রণ নিদান।

নানাধারমুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাতিতৈঃ।
ভবন্তি নানাকৃতয়ো ব্রণাস্তাংস্তান্নিবোধ মে॥
ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্ছিত মেব চ।
ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্ঠং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং॥

নানাপ্রকার ধারমুখ বিশিষ্ট শস্ত্র শরীরের নানাস্থানে নিপতিত হইলে নানাকৃতি ব্রণ (ক্ষত) উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ব্রণকে সদ্যো-ব্রণ বা আগন্তুক ব্রণ কহে। ইহ ছয়প্রকার। যথা ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত পিচ্ছিত ও ঘৃষ্ট। অতঃপর ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ছিন্নের লক্ষণ।

তির্য্যক্ ছিন্ন ঋজুর্ব্বাপি যো ব্রণশ্চায়তো ভবেৎ।
গাত্রস্য পাতনং তদ্ধি ছিন্নমিত্যভিধীয়তে॥

অস্ত্র দ্বারা তির্য্যক বা ঋজুভাবে ছিন্ন আয়ত ব্রণ তাহাকে ছিন্ন কহে। অস্ত্রাঘাতে কোন পতন হইলে ও তাহাকে ছিন্ন বলা যায়।

ভিন্নের লক্ষণ।

শক্তিদন্তেষুখড়্গাগ্রবিষাণৈরাশয়ো হতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ প্রস্রবেত্তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে।

শক্তি কিঞ্চিৎ দন্ত বাণ খড়্গাগ্র ও শৃঙ্গ দ্বারা মূত্রাশয় ও রক্তাশয় প্রভৃতি কোষ্ট আহত হইয়া স্রাববিশিষ্ট হইলে তাহাকে ভিন্ন বলা যায়।

বিদ্ধের লক্ষণ।

স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুপ্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥
তস্মিন্ভিন্নে রক্তপূর্ণে জ্বরো দাহশ্চ জায়তে।
মূত্রমার্গগুদাস্যেভ্যো রক্তং ঘ্রানাচ্চ গচ্ছতি॥
মূর্চ্ছা শ্বাসতৃষাধ্মানমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
বিণ্মূত্রবাতসঙ্গশ্চ স্বেদাস্রাবোঽক্ষিরক্ততা॥
লোহগন্ধিত্বমাস্যস্য গাত্রদৌর্গন্ধমেব চ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বয়োশ্চাপি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু॥
আমাশয়স্থে রুধিরে রুধিরং ছর্দ্দয়ত্যপি।
আধ্মানমতিমাত্রঞ্চ শূলঞ্চ ভৃশদারুণং॥
পক্বাশয়গতে চাপি রুজা গৌরবমেব চ।
অধঃকায়ে বিশেষেণ শীততা চ ভবেদিহ॥
সূক্ষ্মাস্যশল্যাভিহতং যদঙ্গন্ত্বাশয়ং বিনা।
উত্তুণ্ডিতং নির্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অমাশয় অগ্নিস্থান (গ্রহণী) পক্বাশয় মূত্রাশয় (বস্তি) রক্তাশয় হৃদয় উণ্ডুক (পুরীষাধান)

ফুপফুস্, এই গুলিকে কোষ্ঠ কহে। কোষ্ঠ শক্তি প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে, লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব জ্বর দাহ মূর্চ্ছা শ্বাস তৃষ্ণা আধ্মান অরুচি মল মূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন স্বেদনির্গমন চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে রক্ত গন্ধ গাত্রে দুর্গন্ধ হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাশয় ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে রক্ত বমন অতীব আধ্মান ও অতি ভয়ঙ্কর শূল বেদনা পক্বাশয় রক্তপূর্ণ হইলে শূল গাত্রগুরুতা ও নাভির অধোভাগে শীতলতা এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ ভিন্ন অন্য অঙ্গ যদি সূক্ষ্মমুখ শল্য দ্বারা অভিহিত হয়, তাহা হইলে ঐ শল্য বহির্গত হউক বা না হউক তাহাকে বিদ্ধ কহা যায়।

ক্ষতের লক্ষণ।

নাতিচ্ছিন্নং নাতিভিন্নমুভয়োর্লক্ষণান্বিতং।
বিষমং ব্রণমঙ্গে যত্তৎ ক্ষতমভিধীয়তে॥

যে ব্রণ অতি ছিন্ন বা অতি ভিন্ন লক্ষণ যুক্ত নহে অর্থাৎ ছেদ ভেদ উভয় লক্ষণাক্রান্ত সেই বিষম ব্রণকে ক্ষত কহিয়া থাকে।

পিচ্ছিতের লক্ষণ।

প্রহারপীড়নাভ্যাস্তু যদঙ্গং পৃথুতাং গতং।
সাস্থি তৎ পিচ্ছিতং বিদ্যান্মজ্জরক্ত পরিপ্লুতং॥

মুদ্গরাদির প্রহার বা কপাটাদির পীড়নে কোন অঙ্গ অস্থি সহিত চেপটাইয়া মজ্জরক্ত পরিপ্লুত হইলে তাহাতে পিচ্ছিত কহে।

ঘৃষ্টের লক্ষণ।

ঘর্ষনাদভিঘাত দ্বা যদঙ্গং বিগতত্বচং।
উষাস্রাবান্বিতং তচ্চ ঘৃষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
শ্যাবং সশোথং পিড়কাচিতঞ্চ
মুহুর্মুহ শোণিতবাহিনঞ্চ।
মৃদূদ্গতং বুদ্বুদতুল্যমাংসং
ব্রণং সশল্যং সরুজং বদন্তি॥

কর্করাদির ঘর্ষণে বা অভিঘাতে কোন অঙ্গের ত্বক উঠিয়া গেলে এবং ঐ অঙ্গ উষ্মাযুক্ত ও স্রাবান্বিত হইলে তাহাকে ঘৃষ্ট কহে। যে ব্রণের মধ্যে শল্য থাকে, তাহা শ্যাবপূর্ণ সশোথ পিড়কাব্যাপ্ত মুহুর্মুহুঃ শোণিত বাহী কোমল উদ্গত মুখ বুদ্বুদ তুল্য মাংসবিশিষ্ট ও বেদনাযুক্ত হয়।

ত্বচোঽতীত্য শিরাদীনি ভিত্ত্বা বা পরিহৃত্য বা।
কোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং শল্যং কুর্য্যাদুক্তানুপদ্রবান্॥

সপ্তত্বক্ অতিক্রম পূর্ব্বক শিরাদি ভেদ করিয়া বা উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শল্য কোষ্ঠে প্রবেশ করিলে আচটাক আনাহ এবং ক্ষত মুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও ভুক্ত দ্রব্যের নির্গম এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

তত্রান্তর্লোহিতং পাণ্ডুশীতপাদকরাননং।
শীতোচ্ছ্বাসং রক্তনেত্রমানদ্ধঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

কোষ্ঠ হইতে রক্ত নির্গত হইতে না পারিয়া উহাতে বদ্ধ থাকিলে রোগীর হাত পা মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শীতল ও চক্ষুঃ রক্ত বর্ণ হয়। এবং আনাহ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

ভ্রমঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোহো
বিচেষ্টনং গ্লানিরথোষ্ণতা চ।
স্রস্তাঙ্গতা মূর্চ্ছনমূর্দ্ধবাত
স্তীব্রা রুজা বাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ॥
মাংসোদকাভং রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরমস্তথৈব।
দশার্দ্ধসংখ্যেষ্বথ বিক্ষতেষু
সামান্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গমুক্তং॥

মাংস শিরা স্নায়ু অস্থি ও সন্ধিগত চর্ম্ম ক্ষত হইলে ভ্রম পিপাসা পতন করচরণাদি বিক্ষেপণ বিরুদ্ধ চেষ্টা বলক্ষয় সন্তাপ অঙ্গ-শৈথিল্য ইন্দ্রিয় মোহ হিক্কা ও উদ্গারাদি উর্দ্ধবাত তীব্রবেদনা দণ্ডাপতানকাদিব্যাধি, লিঙ্গ গুহ্য মুখও নাসিকা দিয়া মাংস ধাবণ জল সদৃশ রক্ত নির্গম ও ইন্দ্রিয় গণের কার্য্যনাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সুরেন্দ্রগোপপ্রতিমং প্রভূতং
রক্তং স্রবেত্তৎ ক্ষতজশ্চ বায়ুঃ।
করোতি রোগান্ বিবিধান যথোক্তান্
শিরাসু বিদ্ধাস্বথ বা ক্ষতাসু॥
কৌজ্যং শরীরাবয়বাবসাদঃ
ক্রিয়াস্বশক্তিস্তুমুলা রুজশ্চ।
চিরাদ্ব্রণো রোহিত যস্য চাপি
তং স্নায়ুবিদ্ধং পুরুষং ব্যবস্যেৎ॥
শোথাভিবৃদ্ধিস্তুমুলা রুজশ্চ
বলক্ষয়ঃ সর্ব্বত এব শোথঃ।
ক্ষতেষু সন্ধিষচলাচলেষু
স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মোপরমশ্চ লিঙ্গং॥
ঘোরা রুজো যস্য নিশাদিনেষু
সর্ব্বাস্ববস্থাসু চ নৈতি শান্তিং।
ভিষগ্বিপশ্চিদ্বিদিতার্থসূত্র
স্তমস্থিবিদ্ধং পুরুষং ব্যাবস্যেৎ॥

মর্ম্ম রহিত শিরাদেশ বিদ্ধ অথবা ক্ষত হইলে সুরেন্দ্র গোপকীট (লোহিতবর্ণ কীট বিশেষ) সদৃশ লোহিতবর্ণ বহুল পরিমাণে নিঃস্রুত হয়। ক্ষতজ বায়ু শিরঃপীড়া অগ্নিমান্দ্য ও আক্ষেপকাদি নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

মর্ম্ম রহিত স্নায়ু প্রদেশ বিদ্ধ হইলে, বিদ্ধ অঙ্গের বক্রতা অঙ্গাবসাদ কার্য্য করণে অসমর্থা অত্যধিক বেদনা ও দীর্ঘকালে ব্রণ রোপণ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মর্ম্মহীন অচল বা সচল সন্ধি ক্ষত হইলে শোথের বৃদ্ধি দারুণ বেদনা বলক্ষয় সন্ধির চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া শোথ ও তাহার কার্য্যনাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়। মর্ম্ম রহিত অস্থিবিদ্ধ হইলে দিবানিশি ঘোরযন্ত্রনা উপস্থিত হয়। রোগী শয়নোপবেশনাদি কোন অবস্থাতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

যথাস্বমেতানি বিভাবয়েচ্চ
লিঙ্গানি মর্ম্ম স্বভিতাড়িতেষু।
পাণ্ডু বিবর্ণঃ স্পৃশিতং ন বেত্তি
যো মাংসমর্ম্মস্বভি পীড়িতঃ স্যাৎ॥

মর্ম্ম রহিত পিত্তাদি বেধের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ অভিহিত হইল মর্ম্ম বিদ্ধ হইলেও সেই লক্ষণ ও তৎসহ পূর্ব্বোক্ত ভ্রম প্রলাপাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

মাংস মর্ম্মবিদ্ধের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই এস্থলে তাহা লিখিত হইতেছে মাংস মর্ম্মবিদ্ধ হইলে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও স্পর্শ শক্তিহীন হয়।

বিসর্পঃ পক্ষঘাতশ্চ শিরাস্তম্ভোঽপতানকঃ।
মোহোন্মাদব্রণরুজো জ্বরতৃষ্ণা হনুগ্রহঃ॥
কাসশ্ছর্দ্দিরতীসারো হিক্কা শ্বাসঃ সবেপথুঃ।
ষোড়শোপদ্রবাঃ প্রোক্তা ব্রণানাং ব্রণচিন্তকৈঃ॥

বীসর্প পক্ষাঘাত শিরাস্তম্ভ অপতানক মোহ উন্মাদ, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, হনুস্তম্ভ, কাস, বমি, অতিসার, হিক্কা, শ্বাস ও কম্প, এই ১৬টি ব্রণের উপদ্রব।

ধার্ম্মিকচূড়ামণি বাক্‌বিশারদ ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তদনুসারে সদ্যোব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। বিবিধ প্রকার শস্ত্র শরীরের ভিন্ন স্থানে পতিত হইলে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। আহত হইলে, চতুষ্কোন, ত্রিকোন, মণ্ডলাকার, অর্দ্ধচন্দ্রকার, কুটিল, বিশাল শরাবের ন্যায়-মধ্যস্থলে-নিম্ন, এবং যবোদর-সদৃশ, আগন্তুক ব্রণের এই প্রকার নানাবিধ আকার হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ব্রণদোষ জন্যই হউক অথবা স্বয়ং ভিন্ন হইয়াই হউক ব্রণের আকৃতিজ্ঞ বৈদ্য তাহাতে মুগ্ধ হইবে না। দুর্দ্দর্শ, বিকৃত, বা যে কোন আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট হউক, তাহারা-লক্ষণ ভেদে ছয় প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা-ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ঘাত, পিচ্ছিত ও ঘৃষ্ট। ইহা দিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলা যাইতেছে। বক্র হউক বা সরল হউক, ব্রণ আয়ত হইলে, অথবা শরীরের কোন অঙ্গ বিছিন্ন হইয়া পড়িলে ছিন্ন বলা যায়।

কুন্ত, শক্তি ঋষ্টি, খড়্গাগ্র, বিষালাদির দ্বারা কোন আশয় ভেদ হইয়া, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ

স্রাব হইলে ভিন্ন বলা যায়। আশয় সাতটি, আমাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয় উণ্ডুক ও ফুসফুস, ইহার কোন একটি আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জ্বর ও দাহ জন্মে, মলমূত্রেরদ্বার, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়, এবং মূর্চ্ছা শ্বাস তৃষ্ণা আগ্মান অরুচি, মলমূত্র ও বায়ুর রোধ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষগন্ধ, শরীরেরদুর্গন্ধ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল, এই সকল উপদ্রব জন্মে। কোন্ আশয় ভেদ হইলে কিরূপ লক্ষণ জন্মে তাহা এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। আমাশয় ভেদ হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন হয়, এবং অতিমাত্র আগ্মান ও শূল উৎপন্ন হয়। পক্কাশয় ভেদ হইলে, বেদনা শরীরের গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল ও কর্ণ নাসিকা মুখ হইতে রক্তস্রাব হয়। আশয় ভেদ না হইয়া যদি অস্থি ভেদ হয়, তবে সূক্ষ্ম পথের দ্বারা বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃপূর্ণ হয় ও আচ্ছন্ন মুখ ঘটের ন্যায় তাহা ভার হয়। সূক্ষ্ম মুখ শল্য শরীরের আশয় ভিন্ন অন্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তুণ্ডিত ভাবেই থাকুক (অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাহির হয়) অথবা শরীর হইতে নির্গত হউক তাহাতে বিদ্ধ বলা যায়। অতিশয় ছিন্ন বা অতিশয় ভিন্ন না হইয়া শরীরের বিপরীত ব্রণ হইলে ক্ষত বলা যায়। প্রহার বা পীড়নের অস্থিস্থান ফুলিয়া উঠিলে পিচ্ছিত বলা যায়, তাহা মজ্জা ও রক্তে পরিপ্লুত হয়। ঘর্ষণের দ্বারা শরীরের ত্বক উড়িয়া যাইয়া রস নিঃসরণ হইলে ঘৃষ্ট বলা যায়। রক্ত ক্ষয় প্রযুক্ত বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই স্থানে বেদনা জন্মায় তাহাতে স্নেহপান, আহত স্থানে স্নেহ সেচন ঘৃতাক্ত কৃশরা ও বেশবার সহযোগে বন্ধন, ধান্য স্বেদ সিগ্ধ আলেপন এবং বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথ সহযোগে স্নেহপান করাইয়া বিরেচন, এই সকল প্রতীকার কর্ত্তব্য পিচ্ছিত বা ঘৃষ্ট হইলে রক্ত অধিক স্রাব হয় না; তজ্জন্য জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে। তাহাতে শোণিতের উষ্ণতা দাহ ও পাকের শান্তির নিমিত্ত শীতল আলেপন ও শীতল পরিসেচন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত ছিন্নাদি ছয় প্রকারের চিকিৎসার উপরই সদ্যোব্রণের সমস্ত চিকিৎসা নির্ভর করে। এক্ষণে ছিন্নাদির ব্রণের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে।

ছিন্নের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

যদি মস্তক বা কোন পার্শ্বদেশ আয়তভাবে আহত হইয়া মাংস লম্বিত হইয়া (ঝুলিয়া) পড়ে তাহা সীবন করিয়া গাঢ় রূপে বন্ধন করিবে। কর্ণ ছিন্ন হইয়া স্থানচ্যুত হইলে তাহা যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক সীবন করিয়া তৈল সেচন করিবে। কৃকাটিকার অন্তভাগ ছিন্ন হইয়া তাহাতে বায়ু গমনাগমন করিলে, তাহা সম্যকরূপে সংযত ভাবে স্থাপন করিবে ও রোগী উত্তানভাব (চীৎ হয়ে) থাকিয়া আহার করিবে। তির্য্যক আঘাতে হস্ত পদ অধিকাংশ ছিন্ন হইয়া পড়িলে, সন্ধি অস্থি প্রভৃতি সম্যকরূপে সংমিলিত করিয়া সীবন করিবে ও বেল্লিতক নামক বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিয়া তৈল সেচন করিবে, অথবা চর্ম্মের দ্বারা গোফণার আকারে বন্ধন করিবে। ব্রণ পৃষ্ঠদেশে হইলে অন্য প্রকারে শয়ন করাইবে। হস্ত বা পাদ নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া (দ্বিখণ্ডিত হইয়া) পড়িলে তৈল সহযোগে দগ্ধ করিবে ও কোশ নামক বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিবে। রোপণ করিয়া চন্দন পদ্মকাষ্ঠ লোধ সোনাবৃক্ষ উৎপল নীলোৎপল রক্তোৎপল হরিদ্রা যষ্টিমধু ও পয়স্যা এই সকল সহযোগে তৈলে পাক করিবে। চন্দন, কর্কট (শাল্মলী) সহা মহাসহা (মাসপর্ণি) জটামাংসী অমৃতা (গুলঞ্চ) রেণুকা মৃনাল, ত্রিফলা পদ্ম ও ত্রিবিধ উৎপল এই ত্রয়োদশ প্রকার দ্রব্য অথবা দুগ্ধ সহযোগে তৈল পাক করিবে। ব্রণের রোপণের পক্ষে সেই তৈল সেবন করা হিতকর।

ভিন্নের চিকিৎসা বিধি।

নাড়ী ভেদ করা হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া (ঝুলিয়া) পড়ে,

শীরা আহত না হয় এরূপ ভাবে সেই নাড়ীকে হস্তের দ্বারা চাপিয়া যথাস্থানে বিনষ্ট রাখিবে। নিবিষ্ট করণের কালে সেই নাড়ী পদ্ম পত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্তের দ্বারা ধারণ করিবে। ছাগীর ঘৃত ক্ষীর পত্র (যজ্ঞডুমুরের পত্র) যষ্টিমধু নীলোৎপল রক্তোৎপল শুক্ল উৎপল জীবক, ঋষভক এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। যে কোন প্রকার নাড়ী আহত হউক তাহার পক্ষে এই ঘৃত বিধেয়। উদরে যে বর্ত্তির আকারে মেদ থাকে, তাহা নির্গত হইলে, শোণাবৃক্ষের ভস্ম ও মৃত্তিকা চূর্ণ তাহার উপরি বিকীর্ণ করিয়া সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে, ও অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দ্বারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে সেই ব্রণের মুখে মধুলেপন করিয়া বন্ধন করিবে ও পূর্ব্ব ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃতের অভাবে দুগ্ধ ও দেওয়া যায়। কিন্তু সেই দুগ্ধ বা ঘৃত শর্করা যষ্টিমধু লাক্ষা অথবা গোক্ষুরী ও চিত্রা সহযোগে পাক করিয়া দিবে। ইহাতে ঐ ব্রণ জন্য বেদনা ও দাহের শান্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত রূপে ছেদন না করিলে উদরের আধ্মান মৃত্যু অথবা শূল জন্মিতে পারে। চিকিৎসিত স্থানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মেদোগ্রন্থি রোগে যে তৈল পরে বলা হইল সেই তৈল এই স্থলে প্রয়োগ করিবে। ত্বকের নিম্নদেশে সিরা প্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ভেদ না করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ পূর্ব্বকপূর্ব্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মাইলে ও তদ্দারা কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত সঞ্চয় হস্ত পদ মুখ শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ, নিশ্বাস শীতল, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ, এই সকল লক্ষণ ঘটিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। কোন কোষ্টদেশ ভেদ হওয়া প্রযুক্ত আমাশায় সঞ্চিত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমন বিরে-চনের জন্য ঘৃত তৈলাদি বর্জ্জিত উষ্ণ ঔষধ ব্যব-হার করিবে। ঘৃত তৈলাদি বর্জ্জিত যব বাকোলার ও কুলথেররস সহযোগে অন্ন ভোজন করাইবে, অথবা সৈন্ধব লবণ সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। কোষ্ট ভেদ হইয়া অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে শোণিত পান করাইবে। কোষ্ট ভেদ হইয়া ও যদি মল মূত্র ও বায়ু স্বভাবিক পথে নিঃসরণ হইতে থাকে কোন প্রকার উপদ্রব না থাকে, তবে সে রোগী রক্ষা পায়। অন্ত্রিভেদ না হইয়া যদি উদর হইতে নির্গত হয় তাহা হইলে তাহা পুনর্ব্বার প্রবেশ করাইবে কেহ কেহ বলেন যে পিপিলিকার দ্বারা সেই নির্গতঅন্ত্রি দংশন করাইয়া তাহার মস্তক সমেত প্রাবশ করাইবে। নির্গত অন্ত্রি দুগ্ধের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে তৃণ শোণিত ও পাংশু লেপন করিয়া ও ঘৃত মাখাইয়া অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইবে। প্রবেশ করাইবার কালে অঙ্গুলীর নখ কর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। শুষ্ক অন্ত্রি প্রবেশ করাইতে হইলে, তাহাতে দুগ্ধ সেবন করিবে, ও অপ্লুত করিয়া ঘৃত মাখাইবে। প্রবেশ করা-ইবার কালে অঙ্গুলির দ্বারা কণ্ঠদেশ মার্জ্জন করিবে, শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া শরীর উদ্বিগ্ন করিবে ও বলিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহার হস্ত পাদ ধারণপূর্ব্বক শূন্যে উত্থাপিত করিয়া যে প্রকার অন্ত্রি সমস্ত অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় সেই মত করিয়া অল্পে অল্পে তাহার শরীর কম্পিত করিতে থাকিবে।

যে স্থান ভেদ হইয়া অন্ত্রি সমস্ত বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্প প্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত যদি নির্গত অন্ত্রি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায় তবে সেই মুখ পরিমিত রূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই নির্গত অন্ত্রি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সীবন করিবে। অন্ত্রি স্বস্থানচ্যুত হইলে রোগীর শ্বাস রোধ করাইয়া যথাস্থানে অন্ত্রি স্থাপন করিবে ও পট্টের দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য চিত্রাতৈল সংযুক্ত উপযুক্ত ঔষধযুক্ত ঘৃত পান করাইবে। পরে ব্রণের রোপ-ণের জন্য নিম্নলিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে।

সাল ধব শাল্মলী মেষশৃঙ্গ শল্লকী অর্জ্জুন শালপানী ও মনসা, এই সকল বৃক্ষের ত্বক্, এবং বেড়ালার মূল একত্রে তৈল পাক করিবে। এই তৈলে ব্রণ পূরিয়া উঠিবে। মুষ্কদ্বয় রহিত করিতে হইলে পাদদ্বয় ও চক্ষুদ্বয়ে জল প্রোক্ষিত করিবে ও তুন্নসেবনী নামক কটী সন্ধিমধ্যে মুষ্কদ্বয় প্রবেশ করাইয়া সীবন করিবে। পরে কটীদেশে গোফনা নামক বন্ধন প্রয়োগ করিবে। তাহাতে স্নেহ সেচন কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে ব্রণে ক্লেদ জন্মে। রক্তচন্দন অগুরু এলাইচ জাতী চন্দন পদ্মকাষ্ঠ শিলা (শৈলজ) দেবদারু আমলকী ও তুত্থ (তুঁতে) একত্র তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সেই ব্রণ পুরিয়া উঠে। শিরোদেশ হইতে শল্য বাহির করিলে সেস্থানে চুলের পলিতা করিয়া প্রবিষ্ট করিবে। চুলের পলিতা না দিলে সেই স্থান হইতে মস্তলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) নির্গত হইতে পারে। তাহা হইলে বায়ুকুপিত হইয়া প্রাণ নাশ হয়। অতএব তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ব্রণ পূরিয়া উঠিতে আরম্ভ হইলে এক একটি চুল পলিতা হইতে নির্গত করিয়া ফেলিবে শরীরের অন্য স্থান হইতে শল্য বাহির করিলে তাহাতে স্নেহযুক্ত পলিতা প্রবিষ্ট করাইবে। সদ্য ক্ষতের স্থলে অগ্রে নিঃশেষে শোণিত নিঃসারিত করিয়া পরে পলিতা পরাইবে। ব্রণের মুখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলে নিঃশেষে শোণিত নিঃসারিত করিয়া সূক্ষ্ম শলাকার দ্বারা তাহাতে চক্র তৈল সেচন করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা পদ্মচারিনী ত্রিকটু ত্রিফলা তুত্থ বিড়ঙ্গ কটুকী হরিতকী গুলঞ্চ করঞ্জ, এই সকল একত্র তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পুরিয়া উঠে। তালীশ পদ্মকাষ্ঠ জটামাংসী হরেণু অগুরু চন্দন হরিদ্রা দারুহরিদ্রা পদ্মবীজ বেণামূল ও যষ্টিমধু এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সদ্যব্রণ পূরিয়া উঠে। ক্ষতের স্থানে ক্ষতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। দুষ্টের স্থানে বেদনার শান্তি করিয়া চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। কোন অঙ্গ বিশ্লিষ্ট পতিত মথিত বা হত হইলে তৈল পূর্ণ দ্রোনীর দ্বারা বাসিত করিবে ও মাংস রস পথ্য দিবে। ক্ষীণ অবস্থায় অথবা মর্ম্ম আহত হইলে ও এই বিধি কর্ত্তব্য। ব্রণ রোপণের কালে রোগীর দেহ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া পরিষেচনে ও পানে তৈল বা ঘৃত ব্যবহার করিবে। পিত্ত বিদ্রধির চিকিৎসায় যে সকল ঘৃত বলা হইবে, সদ্য ব্রণের স্থলে ও তাহা যত্নপূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বেদনা বিশিষ্ট সদ্য ক্ষত ব্রণ হইলে অনতিশীতল ঘৃত অথবা বলা তৈল সেচন করিবে। মঞ্জিষ্টা হরিদ্রা পদ্মচারিনী হরিতকী তুত্থ সর্জ্জিকাক্ষার পদ্মকাষ্ঠ লোধ যষ্টিমধু বিড়ঙ্গ হরেণু তালীশপত্র বেণামূল চন্দন পদ্মকেশর মঞ্জিষ্ঠা বেণামূল লাক্ষা ক্ষীর বৃক্ষের পল্লব পিয়াল-বীজ তিন্দুকীর বীজ অথবা অপক্কফল এই সকলের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক তৈল পাক করিবে। সদ্যব্রণ ও সকলপ্রকার নির্দ্দোষ ব্রণ পূরণের পক্ষে এইটি অতি প্রশস্ত তৈল কষায় মধুর রস এবং শীতল ও স্নিগ্ধ ক্রিয়া ও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। দুষ্ট ব্রণের স্থলে দেহের উর্দ্ধাধোভাগ সংশোধিত করিবে। শোণিতশোষণ আহারের নিয়ম ও রক্ত মোক্ষণ করিবে, রাজবৃক্ষ ও সুরসা বৃক্ষ প্রভৃতির কাথ ব্রণ ধৌত করণে ব্যবহার করিবে ও সেই কাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা ক্ষারকল্পে যে সকল ক্ষার দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তৈল পাক করিবে। দ্রবন্তী চিরবিল্ব দন্তী চিত্রক বড় এলাইচ নিম্বপত্র কাসীস (হিরাকস) তুল্য তৃবৃৎতেজোবতী (গজপিপ্পলী) নীলবৃক্ষ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা সৈন্ধব তিল ভূমিকদম্ব সুবহা (সেবালিকা) শুক (গ্রন্থিপর্ণি) লাঙ্গল, নৈপালী (মনঃশিলা) জালিনী (কোশাতকী) মদয়ন্তী (কাটমল্লিকা) মৃগাদনী (বেড়ালা) সুধা (সুহী) মূর্ব্বা অর্ক কীটারী (বিড়ঙ্গ) হরিতাল করঞ্জিকা (ডহকরঞ্জ) এই সকলের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায় তদ্দারা

শোধনীয় তৈল অথবা ঘৃত পাক করিবে। এবং নিম্নলিখিত কল্ক শোধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে। বাতিকজন্য ব্রণে সৈন্ধব ত্বৃবৃৎ ও পত্রের কল্ক পিত্তজন্য ব্রণে তিল সংযোগে ত্বৃবৃৎ হরিদ্রা যষ্টিমধুর কল্ক এবং কফজন্য ব্রণে তিল তেজপত্র দন্তী সার্জ্জিকাক্ষার ও চিত্রকের কল্ক প্রয়োগ করিবে। যে ছয় প্রকার সদ্যব্রণের বিষয় বলা হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন না। তবে কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী চিকিৎসক উপসর্গ সকল যোজনা করিয়া সদ্যব্রণের বিবিধ প্রকার ভেদ করেন। কিন্তু যতপ্রকার ভেদ হউক তাহা সমস্তই এই ছয় প্রকারে করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে দ্বাবিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োবিংশতোঽধ্যায়ঃ।

সুশ্রুতোক্তভগ্নদিদান।

পতনপীড়নপ্রহারাক্ষেপণব্যালমৃগদশনপ্রভৃতিভিরভিঘাতবিশেষৈরনেকবিধমস্থ্নাংভঙ্গমুপদিশন্তি তত্তু মঙ্গজাতমনুসার্য্যমাণং দ্বিবিধ মেবোৎপদ্যতে সন্ধিমুক্তং কাণ্ডভগ্নঞ্চ॥

তত্র সন্ধিমুক্তমুৎপিষ্টং বিশ্লিষ্টং বিবর্ত্তিতম বক্ষিপ্তমতিক্ষিপ্তং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তমিতি ষড়্‌বিধম্॥ তত্র প্রসারণাকুঞ্চনবিবর্ত্তনাক্ষেপণাঽশক্তি রুগ্রুরুজত্বং স্পর্শাসহত্বং চেতি সামান্যং সন্ধিমুক্তলক্ষণমুক্তম্॥

বিশেষেণোৎপিষ্টে সন্ধাবুভয়তঃ শোফো বেদনা প্রাদুর্ভাবো বিশেষতশ্চ নানাপ্রকারা বেদনা রাত্রৌ প্রাদুর্ভবন্তি॥ বিশ্লেষ্টেঽল্প শোফো বেদনা সাতত্যং সন্ধিবিক্রিয়া চ॥ বিবর্ত্তিতে তু সন্ধিপার্শ্বাপগমনাদ্বিষমাঙ্গতা বেদনা চ॥ অবক্ষিপ্তে সন্ধিবিশ্লেষস্তীব্ররুজত্বঞ্চ॥ অতিক্ষিপ্তে দ্বয়োঃ সন্ধ্যস্থ্নোরতিক্রান্ততা বেদনা চ॥ তির্য্যকক্ষিপ্তেত্বেকাস্থিপার্শ্বাপগমনমত্যর্থং বেদনা-চেতি॥

কাণ্ডভগ্নমত ঊর্দ্ধ বক্ষ্যামঃ॥ কর্ক্কটকমশ্বকর্ণং চূর্ণিতং পিচ্চিতমস্থিচ্ছলিতং কাণ্ডভগ্ন মজ্জানুগতমতিপাতিতং বক্রং ছিন্নং পাঠিতং স্ফুটিতমিতি দ্বাদশবিধং॥ শ্বয়থুবাহুল্যং স্পন্দনবিবর্ত্তনস্পর্শাসহিষ্ণুত্বমবপীড্যমানে শব্দঃ স্রস্তাঙ্গতা বিবিধ বেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ সর্ব্বাস্ববস্থাস্বন শর্ম্মলাভ ইতি সমাসেন কাণ্ডভগ্ন লক্ষণমুক্তম্॥

বিশেষতস্তু সংমূঢ়মুভয়তোঽস্থিমধ্যভগ্নং গ্রন্থিরিরোন্নতং কর্ক্কটকম্॥ অশ্বকর্ণবদুদ্গতমশ্বকর্ণকম্॥ চূর্ণিতমস্থি তত্তু শব্দস্পর্শাভ্যাং বোদ্ধব্যং॥ পিচ্চিতং পৃথুতাং গমনল্পশোফং॥ পার্শ্বয়োরস্থি হীনোদ্গত মস্থিচ্ছল্লিতং॥ খল্লেত প্রকল্পমানং কাণ্ডভগ্নত্বং॥ অস্থ্যাবয়বোঽস্থি মধ্যমনুপ্রবিশ্য মজ্জানমূন্নহ্যতীতি মজ্জানুগতং॥ অস্থি নিঃশেষতচ্ছিন্নমতিপতিতং॥ আভুগ্নমবিমুক্তাস্থি বক্রং॥ অন্যতরপার্শ্বাবশিষ্টং ছিন্নং॥ পাঠিতমণু বহুবিদারিতং বেদনাবচ্চ॥ শূকপূর্ণমিবাধ্মাতং বিপুলং বিস্ফোটোক্তং স্ফুটিতমিতি॥ তেষু চূর্ণিতচ্ছিন্নাতিপাতিতমজ্জানুগতানি কৃচ্ছ্রসাধ্যানি কৃশবৃদ্ধ বলানাং ক্ষতক্ষীণ কুষ্ঠশ্বাসিনাং সন্ধ্যুপগতঞ্চেতি॥ ভবন্তিচাত্র॥

ভিন্নং কপালং কথান্ত সন্ধিমুক্তং তথা চ্যুতং।
জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জয়েত্তচ্চিকিৎসকঃ॥
অসংশ্লিষ্টং কপালন্ত ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ।
ভগ্নং স্তদান্তরে শঙ্গে পৃষ্ঠে মূর্দ্ধি চ বর্জয়েৎ॥
আদিতো যচ্চা দুর্জ্জাত মস্থিসন্ধিবতা পিবা।
সম্যক্ সংহিতমপ্যস্থি দুর্ন্যাসাদ্ দুর্নিবন্ধনাৎ॥
সঙ্গোভস্বাপি যন্নাচ্ছেদ্বিক্রিয়াং তত্তু বর্জয়েৎ।
মধ্যস্থ বয়সোঽবস্থাস্তিস্রোয়াং পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রস্থিয়োভবেজ্জন্তুরুপক্রান্তো বিজানতা।
তরুণাস্থীনি নম্যন্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু॥
কপালানি বিভদ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ॥

পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ অঙ্গ বিক্ষেপ) হিংস্র জন্তুর দশন প্রভৃতির দ্বারা আঘাত ইত্যাদি নানাপ্রকারে অস্থিভগ্ন হইয়া থাকে। অস্থিভঙ্গ নানাপ্রকারে হইলে ও তাহা প্রধানতঃ দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা সন্ধিমুক্ত ও কাণ্ডভগ্ন।

সন্ধিমুক্ত ছয় প্রকারে হইয়া থাকে। যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট বিবর্ত্তিত, অবক্ষিপ্ত অতিক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত। সন্ধিমুক্ত হইলে সামান্যত এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে অঙ্গপ্রসারণ

(বিস্তার) আকুঞ্চন (গুড়াইয়া লওয়া) বিবর্ত্তন (ফেরাণ) ও আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ বিক্ষেপ) এই সমস্ত কার্য্যে শক্তি থাকে না, অতিশয় যাতনা জন্মিয়া থাকে এবং স্পর্শ করিলে অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে

এক্ষণে বিশেষরূপ কথিত হইতেছে প্রথম সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয় পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, অল্প শোফ ও সতত বেদনা জন্মে এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে, এবং বেদনা জন্মে। চতুর্থ সন্ধি অবক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধির বিশ্লিষ্ট হয় এবং ভয়ানক যাতনা হইয়া থাকে। পঞ্চমসন্ধি অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধি ও অস্থি উভয়ের অতিক্রান্ততা ও বেদনা জন্মিয়া থাকে। সন্ধি, তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত হইলে এক অস্থির পার্শ্বে অন্য অস্থি গিয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

অতঃপর কাণ্ডভগ্নের বিষয় কথিত হইতেছে।

কাণ্ডভগ্ন দ্বাদশ প্রকার হইয়া থাকে। যথা, কর্কটক অশ্বকর্ণ, চূর্ণিত, পিচ্চিত অস্থিচ্ছলিত, কাণ্ডভগ্ন, মজ্জানুগত, অতিপতিত, বক্র, ছিন্ন, পাটিত ও স্ফুটিত কাণ্ড ভগ্ন হইলে সামান্যতঃ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতিশয় শ্বয়থু জন্মে, স্পন্দন বিবর্ত্তন ও স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা জন্মে, অবপীড্যমান হইলে (টিপিলে) শব্দ হয়, অঙ্গ সকল শ্রস্ত হয়, নানা প্রকার বেদনা জন্মে এবং কোন অবস্থাতেই শান্তি লাভ হয় না। এক্ষণে বিশেসরূপে এই সকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অস্থিমধ্যে উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে তাহাকে কর্কটকবলে অস্থি ভগ্ন হইয়া অশ্বের কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে, তাহাকে অশ্বকর্ণ কহে। অস্থিচূর্ণ হইলে চূর্ণিত বলে ইহা শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জানাযায়। অতিশয় স্থূল ও অধিক শোফ বিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত বলা যায়। পার্শ্ব দ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত বলে। (প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভগ্ন বলে) কোন অস্থির খণ্ড অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে, তাহাকে মজ্জানুগত কহে। অস্থিনিঃশেষ রূপে ছিন্ন হইলে,অতিপাতিত বলে। অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন হইলে, এবং বিশ্লিষ্ট না হইলে বক্র বলে। অস্থিভগ্ন হইয়া একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন বলে। নানাপ্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে পাটিত বলে। শূকপূর্ণ সদৃশ (শূঙার ন্যায় বস্ত শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায়) ফুটিয়া উঠিলে স্ফুটিত কহে। এই সমুদয়ের মধ্যে চূর্ণিত ছিন্ন অতি পতিত, ও মজ্জানুগত এই সকল কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিবে। কৃশ বৃদ্ধ বালক দিগের ক্ষত ক্ষীণ, ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাস রোগীদিগের সন্ধি ভগ্ন হইলে কষ্টসাধ্য জানিবে।

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে এবং কটীদেশের সন্ধি মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘন দেশ প্রতিপিষ্ট হইয়াছে তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবে।

যাহার কপালাস্থি বিশ্লিষ্ট ও ললাট চূর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহার স্তনমধ্য শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন হইয়াছে, চিকিৎসক তাহাকে বর্জ্জন করিবেন। যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যাহার অস্থি সম্যক্‌রূপে সংহত হইলেও মন্দরূপে বিন্যাস ও বন্ধন হেতু কিম্বা সঞ্চরণ বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। উপরে যে তিন অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, মধ্যম বয়স্ক ব্যক্তির তাহা স্থিরভাবে থাকে।

তরুণ নামক অস্থি নত হয়। নলক অস্থি ভগ্ন হয়। কপাল অস্থি বিভিন্ন হয় ও রুচক অস্থি স্ফুটিত হয়।

ভগ্নচিকিৎসা।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥
সুশ্রুতোক্তঞ্চ ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ॥

শরীরের কোনও অঙ্গ ভগ্ন হইলে, সেই ভগ্ন স্থানে শীতল জল সেচন এবং পঙ্কদ্বারা লেপন করিবে। আবশ্যক হইলে কুশের সহযোগে ভগ্নস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত সুশ্রুতোক্ত বন্ধনের বিধানানুসারে ভগ্ন বিবেচনা করিয়া বন্ধন প্রয়োগ করিবে।

বন্ধন প্রণালী যথা, ভগ্নস্থানের বন্ধন শিথিলতা হইলে, ত্বকে স্ফীততা ও বেদনা জন্মে এবং ভগ্ন-স্থান পাকিয়া উঠে। অতএব ভগ্ন সমবন্ধনই প্রশস্ত। বালকের ভগ্নস্থান সহজেই আরোগ্য হয়। ভগ্নরোগে যদি রোগী অল্প দোষ বিশিষ্ট হয় এবং উহা শীত ঋতুতে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাল্য বয়সে একমাসে, মধ্যম বয়সে দুই মাসে এবং প্রাচীন বয়সে তিনমাসে সন্ধিস্থান দৃঢ় হয়। দীর্ঘভাবে আকর্ষণ, পীড়ন, সঙ্কোচন ও বন্ধন, এই সমস্ত উপায় দ্বারা শরীরের সচল ও অচল সন্ধি সংস্থাপন করিবে।

কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত না হইলে ভগ্নসন্ধি আপনা হতেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ভগ্নস্থান উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রোগীকে অতি সাবধানপূর্ব্বক অবস্থান করিতে দিবে, যেন কোন প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত না হয়। নখ সন্ধিস্থানে উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে "আরা" নামক অস্ত্রের সহযোগে, উক্ত সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিয়া দিবে। পরে তাহাতে শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন পদের সন্ধিস্থানে বিশ্লিষ্ট হইলে, সন্ধিস্থান সমভাগে স্থাপিত করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পট্ট বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিতে থাকিবে। পদতল ভগ্ন হইলে ভগ্ন-স্থানোপরি কুশস্থাপন করিবে, সেই কুশোপরি পাটকরা বস্ত্র স্থাপন করিয়া বন্ধন করিবে। কটী ভগ্ন হইলে কটীর ঊর্দ্ধ ও মধ্যোভাগ আকর্ষণ করিয়া সন্ধি সংযোজিত করিবে। সন্ধিস্থান যোজিত হইলে পর উত্তমরূপে বন্ধনপূর্ব্বক বস্তি ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। পার্শ্বদেশের অস্থিভগ্ন হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ভগ্নস্থানে ঘৃত মাখাইবে। পরে যে পার্শ্বের অস্থিভগ্ন হইয়াছে সেই পার্শ্বস্থ স্থান মার্জ্জিত করিবে। তৎপর উহার উপরিভাগে প্রলেপ প্রদানপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। অংশ সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তৈল পূর্ণ কটাহে রোগীকে শয়ন করাইয়া মূষল দ্বারা রোগীর কক্ষ প্রদেশ অর্থাৎ বাহুমূল ধরিয়া তুলিবে ঐ রূপে অংশ সন্ধি সংশ্লিষ্ট হইলে স্বস্তিক বন্ধন প্রণালী দ্বারা ভগ্নস্থান বন্ধন করিবে। কূর্পর সন্ধি অর্থাৎ কনুই বিশ্লিষ্ট হইলে উল্লিখিত স্থান অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মার্জ্জিত করিবে। তদনন্তর প্রশারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া ছাঁকিয়া বসাইয়া দিবে। তৎপরে ঘৃত সেচন করিতে থাকিবে। জগন্থু গুল্ফ বা মণিবন্ধ ভগ্ন হইলেও উল্লিখিত প্রণালীক্রমে উহার বন্ধন ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। হস্ত বা পদের তল ভগ্ন আরোগ্য হইলে রোগীকে প্রথমতঃ গোময় পিণ্ড এবং পরিশেষে পাষাণ খণ্ড ধারণ করিতে দিবে। গ্রীবাদেশের অক্ষক নামক সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, গ্রীবা প্রদেশে সেক প্রদান করিয়া মূষল দ্বারা সন্ধিস্থ অস্থি উন্নত করিয়া ছাঁকিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিবে। তৎপরে দৃঢ় বন্ধন করিয়া রাখিবে। গ্রীবাদেশ উঠিয়া পড়িলে বা অধো-ভাগে বসিয়া গেলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থান ও হনুদ্বয় গ্রহণ করিয়া উত্তলিত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিক কুশস্থাপন করিয়া বস্ত্র পট্টের দ্বারা বেষ্টন করিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিবে। এই রোগীকে সাতদিন পর্য্যন্ত নিয়ত উত্তান ভাবে (অর্থাৎ চিৎ করাইয়া) শয়ন করা-ইয়া রাখিবে। হনু সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে হনুর অস্থিদ্বয় সমভাগে সংস্থাপিত করিয়া সেক প্রদান করিবে, সেকান্তে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধনের দ্বারা রুদ্ধ করিবে। যুবা ব্যক্তির দণ্ড চালিত হইয়া

রক্তনিঃসৃত হইতে থাকিলে সেই বস্ত্র অবপীড়িত করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া সঙ্কোচক দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। উল্লিখিত অবস্থায় পরনালের সাহায্য দুগ্ধপান ব্যবহার হয় নাসা-ভগ্ন হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে শলাকা দ্বারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং নাসা রন্ধ্রের মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বস্ত্র পট্টের দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেবন করিবে কর্ণ ভগ্ন হইলে তাহা ঘৃতে আপ্লুত করিয়া সম-ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। পরে সদ্যো-ব্রণোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসার বিধান করিবে মস্তক ঘৃতিকা ব্যতীত কেবল কপালে ভেদ হইলে তাহাতে ঘৃত ও মধু প্রয়োগ করিয়া বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

অবনামিতমুন্নহেদুন্নতঞ্চাবনাময়েৎ।
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চো পরিবর্ত্তয়েৎ॥
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকং চাম্লপেষিতম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥

ভগ্নস্থানের অস্থি নত হইলে তাহাকে উন্নমিত করিয়া এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে অবনমিত করিবে। অস্থি অবিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্ধিস্থান অতি-ক্রম করিয়া বহির্গত হইলেই সেই স্থান দীর্ঘভাব অবস্থিত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া সংযোজিত করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহযোগে উল্লিখিত সন্ধিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিয়া ভগ্ন স্থান বন্ধন করিবে।

বন্ধন প্রণালী যথা।—হেমন্ত অথবা শিশির কালে সাতদিন অন্তর শরৎ বা হেমন্ত কালে পাঁচ দিবস অন্তর এবং আগ্নেয় বা গ্রীষ্মকালে তিন দিবস অন্তর ভগ্ন স্থানের বন্ধন পরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ভগ্ন স্থানের কোনও দোষ ঘটিলে উল্লিখিত নিয়মের অধিন না হইয়া উহার মধ্যেই বন্ধন পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ প্রস্তত করিয়া ভগ্ন স্থানের সেচন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বেদনা যুক্ত ভগ্ন রোগীকে পঞ্চমূলের সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া আহারার্থ প্রদান করিবে এবং বেদনা স্থানে সদ্য পীড়িত তৈল মালিস করিতে দিবে।

ভগ্নরোগীকে মাংসের কাথ, ঘৃত, দুগ্ধ ও কুলত্থকলায়ের যূষ প্রভৃতি বলকারক অন্ন ও পানীয় দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত গৃষ্টিদুগ্ধ (একবার প্রসূত গভীর দুগ্ধ) পাক করিয়া উহার সহিত ঘৃত ও লঙ্কা মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন রোগীকে প্রাতঃ-কালে সেবন কলিতে দিবে।

অস্থি সংহার (হাড়ভাঙ্গা লতা) লাক্ষা, গোধুম-চূর্ণ ও অর্জ্জুন ছালচূর্ণ, এই দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র ঘৃত দুগ্ধের সহিত সন্ধিযুক্ত ও সন্ধি ভগ্ন রোগে পান করিতে দিবে।

রসোন, মধু, লাক্ষা ও চিনী, এই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি অচিরে সংযোজিত হইয়া থাকে।

কড়ি অন্তর্ধূমে দুগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই বা তিন রতি রতি পরিমাণে সেবন করিলে অথবা কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে মন্দাগ্নি অচিরে সংযোজিত হয়।

লাক্ষা ও যষ্টিমধুর সহযোগে পক্ক দুগ্ধ অথবা লাক্ষা ও যষ্টিমধুর সহিত পান ঘৃত জীবনীয় ও সুখদায়ক হইয়া থাকে।

দুগ্ধের সহিত অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে অথবা ঘৃতের সহিত গোধুম চূর্ণ (ময়দা) সেবন করিলে ভগ্নরোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষা গুগ্গুলু।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎ ককুভাশ্বগন্ধা
শ্চূর্ণীকৃতানাগবলাপুরশ্চ।
সংভগ্নযুক্তা স্থিরুজং নিহন্যা
দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥
অত্রাস্ততোঽপিদৃষ্টত্বাত্ লাক্ষ্চূর্ণেন গুগ্‌গুলু॥

লাক্ষা, হাড়ভাঙ্গা লতা, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষ চাকুলে, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ

পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া লইবে, এবং সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণে শোধিত গুগ্‌গুল উহার সহিত অগ্নির সাহায্যে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ভগ্নরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অভা গুগ্‌গুলু।

আভাফলত্রিকৈব্যাষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যোগুগ্‌গুলুরাযোজ্যোভগ্নসন্ধিপ্রশাধকঃ॥

আভা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরীচ পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উক্ত সমস্ত চূর্ণ পদার্থের সমপরিমাণ শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণ করিয়া অগ্নির সাহায্যে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ভগ্নসন্ধি সংযোজিত হয়।

ভগ্নস্থানে ক্ষত হইলে ঘৃত ও মধুযুক্ত ন্যগ্রোধাদি দ্রব্যের কষায় ক্ষত স্থানে লেপন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর ক্ষতের চিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাহাতে না পাকে তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টিপাত রাখা আবশ্যক। এইরূপে ভগ্নস্থান পাকিবার আশঙ্কা দূরীভূত হইলে বাতব্যাধ্যুক্ত তৈল ভগ্নস্থানে মালিশ করণার্থ ব্যবস্থা করিবেন।

গন্ধ তৈল।

রাত্র্যৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে।
দিবা দিবৈব সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ॥
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রঞ্চ ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীতান্ সুশুষ্কাংশ্চূর্ণয়েদ্ভিষক্॥
কাকোল্যাদিং শ্বদংষ্ট্রাহবং মঞ্জিষ্ঠাং শারিবাং তথা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্।
শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং বিপচেৎ পুনঃ।
এলামংশুমতীং পত্রং জীরকং তগরং তথা॥
লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুশারিবাম্।
শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্॥
পিষ্টা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ
এভিস্তদ্বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদ্বগ্নিনা॥
এতত্তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে চাঙ্গশোষে তথার্দ্দিতে॥
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু যোজয়েৎ।
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে॥
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং স্যাৎ সুগন্ধি সমীরণম্।
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ।
তিলচূর্ণ চতুর্থাংশং মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥

চারিসের তৈল উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ পরিমাণে কৃষ্ণতিল গ্রহণপূর্ব্বক বস্ত্রে পুটলী বদ্ধ করিয়া রাত্রিতে স্রোত জলে আপ্লুত করিয়া রাখিবে, এবং দিবসে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে এইরূপে সাত দিবস করা হইলে, তিলের তুল্য পরিমাণে গব্যদুগ্ধে উক্ত তিল রাত্রিতে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে। এবং উহা দিবসে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সাত দিবস করা হইলে তিলের তুল্য পরিমাণ যষ্টিমধু আটতোলা জলের সহিত উক্ত যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া অষ্টাংশাবশিষ্ট ক্বাথে উক্ত তিল রাত্রিতে আপ্লুত করিয়া রাখিবে এবং দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার সাত দিন আপ্লুত ও শুষ্ক করিতে হইবে তদনন্তর পুনর্ব্বার তিলের সমপরিমাণ গব্য দুগ্ধে উক্ত তিল রাত্রিতে আপ্লুত করিয়া রাখিয়া দিবসে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই রূপ সাত দিন করা হইলে উল্লিখিত কৃষ্ণতিল তুষশূন্য করিয়া চূর্ণ করিবে। তদনন্তর কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য (কাকোলী ক্ষীর কাকোলী, জীবক, ঋষভক মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি দ্রাক্ষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ও যষ্টিমধু) গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, সর্জরস, (ধুনা) জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুলফা, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে সমস্তে তিল চূর্ণের এক চতুর্থাংশ গ্রহণপূর্ব্বক তিল

চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সর্ব্বগন্ধ গণোক্ত অর্থাৎ এলাদি গণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থে এই পরিমাণ দিবে, যে পরিমাণে চূর্ণগুলি আর্দ্র হয়। এলাদিগণ যথা এলাচি তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী গন্ধতৃণ দারুচিনী তেজপত্র নাগকেশর প্রিয়ঙ্গু রেণুকা ব্যাঘ্রনখী, পদ্মনখী, গেঁটেলা সরলকাষ্ঠ চোঁচখড়িকা বালা গুগ্‌গুলু ধুনা, শিলাজতু, কুঙ্কুম খোটি অগুরু, পৃক্কা, বেণার-মূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও বকুল এই পদার্থগুলির সহিত ক্ষীর পরিভাষার নিয়মানুসারে দুগ্ধ পাক করিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে উক্ত দুগ্ধ দ্বারা তিল চূর্ণ সম্যক আর্দ্র হইলে পর উহা নিষ্পীড়ন করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত তৈল চারিসের দুগ্ধ ষোলসের এবং ছোটএলাচি অব-নতি (শালপাণি) তেজপত্র জীরা, তগরপাদুকা লোধ প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, কালানুশারি বা শৈলে-য়ক ক্ষীরশুক্লা অনন্তমূল, মধুলিকা শৃঙ্গাড়া ও পূর্ব্বোক্ত ককোল্যাদিও যষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর দুগ্ধাদির সহ-যোগে তৈল পাক করিতে হইবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু-অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকা-শিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এইতৈল ভগ্নরোগে সর্ব্বদা হিতকর এত-দ্ব্যতীত আক্ষেপক (অপতানকাদি) পক্ষাঘাত অঙ্গশেষ অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ শিরোরোগ কর্ণ-শূল হনুগ্রহ কাবির্য্য, তিমিররোগ ও শুক্রক্ষীণ এই সমস্ত রোগে পানীয়ও মালিশ রূপে প্রয়োগ করিলে মহান উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

সুশ্রুতোক্ত ভগ্নরোগের চিকিৎসা বিধি।

অল্লাহারী অমিতচারী অথবা বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্নরোগ হইলে অথবা ভগ্নরোগে কোন প্রকার উপদ্রব সংঘটিত হইলে কষ্টে আরোগ্য হয়। লবণ কটুক্ষার অম্ল মৈথুন সূর্য্যতাপ ব্যায়াম অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্নরোগী সেবন করি-বেন না। অভিষ্ট চিকিৎসক ভগ্নরোগীকে শালিধান্যের পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে। মধুক উড়ুম্বর অশ্বথ পলাশ অর্জ্জুন বংশাল অথবা বটের ত্বক ভগ্নের স্থানে কুশ সংলগ্ন করিবে ও মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু অথবা রক্তচন্দন কিম্বা ঘৃত শতবার ধৌত করিয়া পিষ্ট শালিতণ্ডুলের সহ মিশ্রিত পূর্ব্বক ভগ্নের স্থানে লেপ দিবে। সৌম্যঋতুতে (হেমন্ত বা শিশিরকালে) প্রতি সপ্তদিবস অন্তর সাধারণকালে (শরৎ বা বসন্ত কালে প্রতি পঞ্চদিবস অন্তর এবং আগ্নেয় ঋতুতে প্রতি তিন দিবস অন্তর ভগ্নের স্থানে বন্ধন করিবে। ভগ্নের স্থানে কোন দোষ ঘটিলে ও বন্ধন খুলিয়া পুনর্ব্বার বন্ধন কর্ত্তব্য। ভগ্নের বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির থাকে না। বন্ধন গাঢ় হইলে, ত্বক ফুলা ও বেদনা হয় ও পাকিয়া উঠে। অতএব ভগ্নেসম বন্ধনই প্রশস্ত ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল ক্বাথ তাহাতে পরিষেচণ করিবে। ভগ্নের স্থানে বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দগ্ধ অথবা চক্র তৈল তাহাতে সেচন করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ সহযোগে পরি-ষেচন ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভগ্নের উপরি প্রয়োগ করিবে। বরাহ বা শূকরের দুগ্ধ ঘৃত ও মধুর সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে লাক্ষা রসের সহিত ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ব্রণযুক্ত ভগ্ন হইলে সেই ব্রণে প্রতি সারনীয় দ্রব্যের ক্বাথ প্রচুর পরি-মাণে ঘৃত মধু সহযোগে সেচন করিবে এবং যথাবিধি ভগ্নের চিকিৎসা করিবে। বালকের ভগ্ন সহজে আরোগ্য হয়। ভগ্নরোগে যদি রোগী অল্প দোষ বিশিষ্ট হয় ও শিশির কাল হয় তবে বাল্যবয়সে একমাসে মধ্যবয়সে দুইমাসে ও প্রাচীন বয়সে তিনমাসে সন্ধি দৃঢ় হয়। ভগ্নস্থানে

অস্থি নত হইয়া পড়িলে তাহাকে উন্নমিত অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি অতিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে সেইস্থান দীর্ঘ ভাবে আঞ্ছিত করিয়া সন্ধিমুখে ভগ্ন অস্থির মিলন করিবে। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধে উন্নত করিবে। পরে বন্ধন লেপনাদি প্রয়োগ করিবে। আহত (দীর্ঘভাবে টানা) পীড়ন (টেপা) সঙ্কোচকরণ ও বমন এই সকল উপয়ের দ্বারা শরীরের সকল সচল বা অচল সন্ধিসংস্থাপন করিবে। সন্ধি উৎপিষ্ট (মচকান) বা বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা কোন মতে ঘট্টিত না হয়। তাহাতে শীতল পরিষেচণ ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। কোন প্রকার আঘাত না পাইলে ভগ্ন সন্ধি অল্প না হইতেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পাটে ঘৃত মাখাইয়া ভগ্ন সন্ধির স্থানে অগ্রে বেষ্টন করিবে; তাহার উপরি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুশ প্রদান করিবে, তাহা যথা বিধিক্রমে বন্ধন করিবে। এক্ষণে প্রত্যক্ষ ভগ্নের বিধি বলা হইতেছে। নখ সন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরানামক শস্ত্রের দ্বারা স্থান সঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিবে। পরে তাহাতে শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া লেপ দিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পট্ট বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিবে। পদ-তল ভগ্ন হইলে তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া কুশ প্রদান করিবে তাহার উপরি বস্ত্রপটে করিয়া বন্ধন করিবে। এ অবস্থায় ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। জঙ্ঘা বা উরুভগ্ন হইলে দীর্ঘভাবে সন্ধিস্থানে সংযত করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষত্বক বেষ্টন করিয়া বস্ত্রপট্টের দ্বারা বন্ধন করিবে। উরু দেশের অস্থি নির্গত হইলে কিম্বা স্ফুটীত বা পিচ্চিত হইলে তাহাতে চক্র তৈল মাখাইয়া দীর্ঘভাবে টানিবে, পরে পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিবে। কটীভগ্ন হইলে কটীর ঊর্দ্ধ ও অধো-ভাগে টানিয়া সন্ধিস্থানে সংযোজিত করিবে সন্ধি স্থানে সংযোজিত হইলে বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পার্শ্বদেশের অস্থি ভগ্ন হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ঘৃত মাখাইবে। পরে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের (যে পার্শ্বের অস্থি ভগ্ন হইয়া থাকে) অস্থি বন্ধনের স্থান মর্জ্জিত করিবে। তাহার উপরি প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বন্ধন করিবে। অংশসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তৈলপূর্ণ কটাহে বা দ্রোনীতে রোগীকে শয়ন করাইয়া মুষলের দ্বারা তাহার কক্ষাদেশ ধরিয়া তুলিবে। তাহাতে অংশসন্ধি বন্ধন করিবে। কূর্পর সন্ধি (কনুই) বিশ্লিষ্ট হইলে বিশ্লিষ্টসন্ধি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মার্জ্জিত করিবে। পরে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিয়া ঘৃত সেচন করিবে। জানু গুল্ফ বা মনিবন্ধ ভগ্ন হইলেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। হস্ত বা পাদেরতল ভগ্ন হইলে উভয় তল সমভাগে রাখিয়া বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে আম তৈল সেচন করিবে। হস্তের তল ভগ্ন হইয়া আরোগ্য হইলে প্রথমত গোময় পিণ্ড, পরে মৃত্তিকা পিণ্ড, এবং হস্তে বল হইলে পাষাণ খণ্ড ধারণ করাইবে। গ্রীবা দেশের অবটুঃ নামক সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে স্বেদ দিয়া মুষলের দ্বারা উন্নত করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দৃঢ় বন্ধন করিবে। গ্রীবাদেশ উঠিয়া পড়িলে বা অধো-ভাগে বসিয়া গেলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের মধ্য-স্থল ও হনুদ্বয় ধারণ করিয়া উন্নমিত করিবে। উন্নমিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ প্রদান করিয়া বস্ত্রপট্টের দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই রোগীকে সপ্তরাত্র নিয়ত উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। হনুসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে হনুর অস্থিদ্বয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গী বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিবে এবং বাতঘ্ন অথচ মধুর এরূপ দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। যুবা ব্যক্তির দন্ত ভগ্ন না হইয়া যদি চলিত হয়, তবে রক্ত নিঃসরণ হইতেছে এমন অবস্থায় সেই দন্ত অব-পীড়িত করিয়া (চাপিয়া বসাইয়া) বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে

পদ্মের মৃণালের দ্রব্যের দ্বারা দুগ্ধপান তাহার পথ্য। বৃদ্ধের দন্ত চলিত হইলে আরোগ্য হয়।

নাসাদণ্ড ভগ্ন হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে শলাকার দ্বারা তাহা সমভাগে স্থাপিত করিয়া, ও উক্ত নাসারন্ধ্রের মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া, বস্ত্র পট্টের দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিবে। কর্ণ ভগ্ন হইলে তাহা ঘৃতে আপ্লুত করিয়া, সমভাগে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। পরে সদ্যঃক্ষতের প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। মস্তলুঙ্গ ব্যক্তির রোগ কেবল কপালখণ্ড ভেদ হইলে, তাহাতে ঘৃত মধু প্রয়োগ করিয়া বন্ধন করিবে, ও সপ্তাহ ঘৃত পান করাইবে। পতন বা আঘাতের দ্বারা অঙ্গ ক্ষত না হইয়া কেবল ফুলিয়া উঠিলে, তাহাতে শীতল ক্বাথ সেচন, ও শীতল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জঙ্ঘা উরুদেশ ভগ্ন হইলে কপাট শয়ন৷ হিতকর। কপাট শয়নে রাখিয়া রোগীর পঞ্চস্থানে কীলকাকারে বন্ধন করিবে। যেন ভগ্নস্থান চলিত না হয়। সন্ধি স্থানের উভয়দিকে দুইটি করিয়া, তলদেশ একটি শ্রেণী দেশে বা পৃষ্ঠ দণ্ডে অথবা বক্ষঃস্থলে একটী এবং অক্ষদ্বয়ে দুইটি বন্ধনী প্রয়োগ করিবে। ইহা ভগ্ন সন্ধির বিষয় বলা হইল।

অধিক কালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে স্নেহ প্রদান করিয়া সেক প্রদান করিবে ও মৃদু প্রক্রিয়া করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত সকল ক্রিয়া যুক্তি অনুসারে করিবে। কাণ্ড (বৃহদস্থি) ভগ্ন হইয়া বিপরীত ভাবে সংলগ্ন করিয়া ভগ্নের ন্যায় প্রতিকার করিবে। ব্রণের মধ্যে শুষ্ক অস্থি থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনর্ব্বার সংযত করিবে। শরীরের ঊর্দ্ধদেশ ভগ্ন হইলে কর্ণ পূরণ বিধেয়। ইহা মস্তিকের পক্ষে হিতকর। ঘৃতপান ও নস্য ও ইহাতে হিতকর। কোন প্রশাখা ভগ্ন হইলে, অনুপান কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ভগ্নের চিকিৎসার জন্য তৈল পাকের প্রকরণ উক্ত হইতেছে। কৃষ্ণ তিল রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে, এবং দিবাভাগে শুষ্ক করিয়া গাভিদুগ্ধে ভাবিত করিবে। ত্রিরাত্র বা সপ্ত রাত্র এই প্রকার করিয়া পরে মধু মিশ্রিত জলে ভাবিত করিবে। তদনন্তর পুনর্ব্বার দুগ্ধে ভাবিত করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদি গণস্থ দ্রব্য যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা শ্যামালতা কুষ্ঠ ধুনা জটামাংসী দেবদারু রক্তচন্দন ও শতপুষ্প এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত তিল চূর্ণের সহিত একত্র করিবে। সর্ব্বগন্ধা সহযোগে দুগ্ধ পাক করিবে। সেই দুগ্ধ যোগে ঐ সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া তৈল বাহির করিবে, সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে পাক করিবে, তদনন্তর এলা অংশমতি তেজপত্র, জীরক তগরপাদুকা লোধ্র প্রপৌণ্ডরীক শৈলজ, ঝাঁটী শুরুভূমি কুষ্মাণ্ড অনন্তমূল মধুলিকা, ও শৃঙ্গাটক একত্র পিষিয়া উক্ত তৈল সহ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভগ্নরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল প্রকার কার্য্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপক পক্ষাঘাত তালুশোষ, অর্দ্দিত নামক বায়ুরোগ, মন্যাস্তম্ভ শিরোরোগ কর্ণশূল হনুগ্রহ বধিরতা তিমির রোগ ও শুক্রক্ষয় জন্য ক্ষীণতা এই সকল রোগে পানে মর্দ্দনে নস্যে বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মুখ পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও নিশ্বাস সুগন্ধি হয়। ইহার নাম গন্ধ তৈল ইহার বিষয় একবার উক্ত হইয়াছে কিন্তু সুশ্রুতের মতে কিছু ভাবান্তর থাকায় পুনর্ব্বার উক্ত হইল। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ু জন্য বিকারের শান্তি করে, এ পুষ (শশা) বয়ড়া ও পিয়ালের তৈল, মধুর বর্গ ককোল্যাদিগণ প্রভৃতি কোন প্রাণীর বসা ও তৈলের দশগুণ দুগ্ধ, একত্র পাক করিবে। এইটী অতি উৎকৃষ্ট স্নেহ। পান অভ্যঞ্জন নস্য বস্তি ও পরিসেচনে এই তৈল ব্যবহার করিলে ভগ্নরোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে তাহার উপায় করা বিধেয়। ভগ্নস্থানে সিরা স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে ভগ্নরোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না। সন্ধি বিপরীতভাবে ন্যস্ত বা আবিদ্ধ হইলে, বা হীনাঙ্গি না হইলে

এবং সচ্ছন্দে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারিলে সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

নাড়ীব্রণ নিদান।

যঃ শোথমামমতিপক্বমুপেক্ষতেঽজ্ঞো
যো বা ব্রণং প্রচুরপূয়মসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ সপূয়ঃ॥
তস্যাতিমাত্রগমনাদ্গতিরিষ্যতে তু
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী॥

যে অহিতাচার অজ্ঞ ব্যক্তি অপক্ক বা প্রচুর পূয়যুক্ত অতি পক্ক শোথকে উপেক্ষা করে, অর্থাৎ শোধন পীড়নাদি না করে, তাহার শোথই পূয় ক্রমশঃ ত্বঙ্মাংস শিরাস্নায়ু সন্ধিঅস্থি কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থান সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পূয়ের অতিমাত্র গমন হেতু এইপ্রকার ব্রণকে গতিব্রণ কহে। কিন্তু সচ্ছিদ্র নাভীর (লতার) ন্যায় বহনকরে বলিয়া ইহা নাড়ীব্রণনামে বিখ্যাত হইয়াছে।

দোষৈস্ত্রিভির্ভবতি সা পৃথগেকশশ্চ
সং মূর্চ্ছিতৈরপি চ শল্যনিমিত্ততোঽন্যা।
তত্রানিলাৎ পুরুষসূক্ষ্মমুখী সশূলা
ফেনানুবিদ্ধমধিকং স্রবতি ক্ষপাসু।
পিত্তাত্তৃষাজ্বরকরী পরিদাহযুক্তা
পীতং স্রবত্যধিকমুষ্ণমহঃসু চাপি।
জ্ঞেয়া কফাদ্বহঘনার্জ্জুনপিচ্ছিলাস্রা
স্তব্ধা সকণ্ডুররুজা রজনীপ্রবৃদ্ধা।

নাড়ীব্রণ পাঁচপ্রকার। যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শল্য ও নিমিত্তজ। ইহাদিগের মধ্যে বাতিক নাড়ীব্রণ কর্কশ সূক্ষ্মমুখ ও শূল বেদনাযুক্ত। দিবসাপেক্ষা রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে সফেণস্রাব নিস্রিত হয়। পিত্তজনিত নাড়ীব্রণে জ্বর তৃষ্ণা ও অতিশয় দাহ বিদ্যমান থাকে। রাত্রিকাল অপেক্ষা দিবসে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পীতবর্ণ স্রাবপ্রস্রুত হয়। শ্লৈষ্মিক নাড়ীব্রণ কঠিণ কণ্ডু বিশিষ্ট ও অবেদন। রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে ঘন শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়।

দাহজ্বরশ্বসনমূর্চ্ছনবক্ত্রশোষা
যস্যাং ভবন্ত্যভিহিতানি চ লক্ষণানি।
তমাদিশেৎ পবনপিত্তকফপ্রকোপাদ্
ঘোরামসুক্ষয়করীমিব কালরাত্রিং॥

যাহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ী ব্রণের লক্ষণ এবং দাহ জ্বর শ্বাস মূর্চ্ছা ও মুখ শোষ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সান্নিপাতিক নাড়ীব্রণ বলিয়া জানিবে। সান্নিপাতিক নাড়ীব্রণ অতি ভয়ানক ও প্রাণনাশক।

শল্য নিমিত্ত নাড়ী ব্রণ।

নষ্টং কথঞ্চিদনুমার্গমদীরিতেষু
স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং করোতি।
সা ফেনিলং মথিতমুষ্ণমসৃগ্বিমিশ্রং
স্রাবং করোতি সহসা সরুজা চ নিত্যং।
নাড়ী ত্রিদোষ প্রভবা ন সিধ্যেৎ
শেষাশ্চতস্রঃ খলু যত্নসাধ্যাঃ॥

প্রবিষ্ট শল্য অদৃশ্যমান হইলে উহা ত্বগাদি স্থান বিদীর্ণ করিয়া নাড়ীব্রণ উৎপাদন করে। ঐ নাড়ী ব্রণ হইতে উন্মথিত ফেনোক্ত সচ্ছ ও সরক্ত উষ্ণস্রাব, বেদনার সহিত সর্ব্বদা নিঃস্রুত হয়। সান্নিপাতিক নাড়ীব্রন অসাধ্য অপর চারি প্রকার চিকিৎসা সাধ্য।

নাড়িব্রণ চিকিৎসা।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবিৎ।
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥

চিকিৎসক ব্রণের অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, কতদূর পর্য্যন্ত পূয়ের গতি অর্থাৎ নালী ঘা হইয়াছে। উহা যতদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিয়া শোধন ও রোপণাদি ব্রণক্রিয়া করিবেন।

বাতজনিত নাড়ী (নালীঘা) উত্তমরূপে বিদারণ করিয়া উক্ত ক্ষতে আপাঙের বীজ ও তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

পিত্তজনিত নাড়ীতে (নালীঘায়ে) তিল মঞ্জিষ্ঠা শুঁঠ, নাগদন্তী (দন্তী) হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্লেষ্মাজনিত নালী ক্ষতে তিল যষ্টিমধু নিকুম্ভা (দন্তী) নিম্বপাতা ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শল্যজ নাড়ীব্রণ প্রথমতঃ অস্ত্রদ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক শল্য নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থলে লেপন করিয়া দিবে।

শোণালুপত্র হরিদ্রা ও ঘৃত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ব্রণ পরিষ্কৃত ও নালী প্রশমিত হয়।

ঘোণ্টা (অরণ্যবদর) অর্কফুলের ছাল, লাক্ষা সুপারি, সৈন্ধবলবণ ও জ্যোতিষ্মতিপত্র, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া সীজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নিসন্তাপ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নালীঘা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র জাল দিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বাতি নালী ঘায়ে প্রয়োগ করিলে উক্ত নালী ঘায়ের শান্তি হইয়া থাকে।

দুষ্ট ব্রণের যে সমস্ত তৈল বর্ণিত হইয়াছে সেই সমস্ত তৈল প্রয়োগ করিলে, নাড়ী অর্থাৎ নালী ক্ষত আশু প্রশমিত হয়।

জাতীপত্র, আকন্দমূল, শোণালুপত্র, ডহ-করঞ্জার বীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ ও যবক্ষার ও মধুর সহিত অগ্নি সংযোগে বর্ত্তি (অর্থাৎ বাতি) প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে নালী ঘা আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্ম্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন শস্ত্রেণ কদাচন॥
এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষার সূত্রানুসারিণীম্।
সূচীং বিদধ্যাদ্গত্যন্তে চোন্নাম্য চাশু নির্হরেৎ॥
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়ং বন্ধং সমাচরেৎ।
ততঃ ক্ষীণবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ॥
ক্ষারক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষবিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা॥

কৃশ, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের নাড়ীব্রণ এবং মর্ম্ম-স্থানজাত নাড়ীব্রণ কদাপিও শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিবেনা। উহা ক্ষার সূত্রদ্বারা ছেদন করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত নালীঘায়ে এষণী প্রবিষ্ট করিয়া নালী মুখ সকল অনুসন্ধান করিয়া লইবে। তদনন্তর সূচীতে ক্ষার সূত্র সংলগ্ন করিয়া নালীমুখে প্রবিষ্ট করিয়া নালীর অন্তভাগ ভেদ করিয়া সূচী বাহির করিবে। তদনন্তর নালীমুখে ক্ষার সূত্রের দুইমুখ একত্র করিয়া গাঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ক্ষার তীক্ষ্ণ না হইলে উক্ত সূত্রদ্বারা অভীষ্ট সাধন হইবে না। সুতরাং অপর আর একটী ক্ষার সূত্র নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া যতক্ষণ ছেদন হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এক্ষণে ইহা জানা আবশ্যক যে যদি নালীঘা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে একবারে সমস্ত স্থলে ক্ষার সূত্র দ্বারা বন্ধন না করিয়া উহাতে দুই বা তিন অঙ্গুলী পরিমিত স্থান ক্ষারসূত্রে রুদ্ধ করিয়া ছেদন করিবে। এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ক্ষত স্থান ছেদন করা উচিত। অন্যথা সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে বিশেষতঃ ক্ষত স্থানে ক্ষার সূত্র অধিক কাল থাকায় রোগী জ্বালা প্রভৃতি অতিশয় ক্লেশকর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ভগন্দর রোগও এই প্রকার প্রণালীতে ছেদন করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভির্যববক্ত্রাভির্ব্বাচিতং বা সমন্ততঃ॥
মূলেন সূত্রেণ বধ্নীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্ব্রণম্॥

অর্ব্বুদ প্রভৃতি ক্ষার সূত্র দ্বারা বন্ধন করিতে হইলে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অর্ব্বুদের মূল প্রদেশ ক্ষীণ হইবে, সেই অর্ব্বুদা-দিকে উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ দোদুল্যমান অর্ব্বুদকে স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া উহার মূল-দেশে ক্ষার সূত্র বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর

যে অর্শ্বুদের মূল প্রদেশে স্থূল, সেই অর্শ্বুদের মূল প্রদেশ সূত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া সূত্র বন্ধন করিবে। এইপ্রকারে উহা ছিন্ন হইলে পর ক্ষত রোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু।

গুগ্গুলু ত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতঃ।
নাড়ীদুষ্টব্রণশূলভগন্দরবিনাশনঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিলে, যে পরিমাণে চূর্ণ পদার্থ হইবে, তত পরিমাণে শোধিত গুগ্গুলু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

সর্জ্জিকাদ্য তৈল।

সর্জ্জিকাসিন্ধুদন্ত্যগ্নিরূপিকানলনীলিকা।
খরমঞ্জরীবীজেষু তৈলং গোমূত্রপাচিতম্॥
দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, জাতীমূল, চিতারমূল, নলেরমূল, নীলিকাও আপাঙের বীজ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের গোমূত্র প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই তৈলের প্রথমত যথা বিধি মূর্চ্ছা পাক সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে দুষ্ট ব্রণ ও কফজনিত নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

কুম্ভিকাদ্য তৈল।

কুম্ভীকখর্জ্জুরকপিথবিল্ব
বনস্পতীনাঞ্চ শলাটুবর্গৈঃ।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈল
মাবাপ্য মুস্তসরলপ্রিয়ঙ্গু॥
সৌগন্ধিকামোচরসাহিপুষ্প
লোধ্রানি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্য প্রভবা হি নাড়ী
রোহেদ্ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথাবিধি অনুসারে তৈলেরমূর্চ্ছাপাক সম্পন্ন করিয়া লইবে। তদন্তর কুম্ভী (কুম্ভাকুলতা) খর্জ্জুর, কদবেল, বেলশুঁঠ এবং বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতি বৃক্ষের কচিফল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অপর,মুথা,সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু,অনন্তমূল, মোচরস, অহিপুষ্প, লোধকাষ্ঠ, ও ধাইফুল এই দ্রবগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে অল্প মাত্র জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিদ্বারা জাল দিতে থাকিবে। এইরূপে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে শল্য জনিত নাড়ীব্রণ আশু নিবারিত হয়।

ভল্লাতকাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথানিয়মে তৈলের মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া লইবে। তদনন্তর ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতারমূল, এই দ্রব্যগুলি

সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের ভীমরাজের রস প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ ও বাত শ্লেষ্ম জনিত অপচীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নির্গুণ্ডী তৈল।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্।
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথাবিধি তৈলের মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিবে। তদনন্তর নিশিন্দা বৃক্ষের মূল ও পত্রের রস বা কাথ যোলসের গ্রহণ তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। এইরূপে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ দুষ্টব্রণ পামা অপচী ও বিবিধ ব্রণরোগ প্রশমিত হয়।

হংসপদাদি তৈল।

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতিপত্রং ততোরসৈঃ।
তৎকল্কৈর্ব্বিপচেত্তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহনম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। যথাবিধি নিয়মানুসারে তৈলের মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিবে। হংসপাদির রস নিম্বপত্রের রস ও জাতীপত্রের রস, এই রস দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ষোল্সের গ্রহণ করিবে এবং উল্লিখিত পদার্থত্রয়ের ছাল ও মূলাদি একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত রস পদার্থ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
ত্রয়োবিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্ব্বিংশতোঽধ্যায়ঃ।

ভগন্দরনিদান।

গুদস্য শ্বস্থুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিতকার্ত্তিকৃৎ।
ভিন্না ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধোমতঃ॥

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে উহা ভগন্দর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভগন্দরের সংপ্রাপ্তি।

কষায়রুক্ষৈস্থতিকোপিতোঽনিলঃ
স্থপানদেশে পিড়কাং করোতি যাং।
উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং
রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী।
তত্রাগমো মূত্রপুরীষরেতসাং
ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ॥

কষায় ও রুক্ষ সেবনাদি দ্বারা বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা প্রথমাবধি ভাল রূপ চিকিৎসিত না হইলে দারুণ বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে। এবং বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয়। পরে এপ্রকার হয় যে অধমুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও শুক্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ঐ ব্রণ মুখ হইয়া শত পোনক অর্থাৎ চালনীর আকার হইলে শত পোনক কহে।

উষ্ট্রগ্রাবের লক্ষণ।

প্রকোপনৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতং
করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদাশ্রিতাং।
তদাশুকাকাং হিমপূতিবাহিনীং
ভগন্দরন্তু ষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ॥

পিত্ত প্রকোপ হেতুতে পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধ পূযাদি স্রাবিত হয়। উষ্ট্র গ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় বলিয়া এই প্রকার ভগন্দরকে উষ্ট্র গ্রীব করিয়া থাকে।

পরিস্রাবি ভগন্দরের লক্ষণ।

কণ্ডূমনো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥

পরিস্রাবী নামক যে এক প্রকার ভগন্দর আছে তাহা কণ্ডূযুক্ত হয় এবং ঘনস্রাবী কঠিন অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা কফ জনিত ব্যাধি।

শম্বুকাবর্ত্ত ভগান্দরের লক্ষণ।

বহুবর্ণরুজাস্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা।
শম্বুকাবর্ত্তবন্নাড়ী শম্বুকাবর্ত্তকো মতঃ॥

এই পীড়ার প্রত্যেক তগন্দরের বর্ণ বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকৃতি গোস্তনের ন্যায় কিন্তু ভগন্দরাবস্থায় ইহার রূপ বর্ণ নদীর শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত কহে।

উন্মার্গী ভগন্দরের লক্ষণ।

ক্ষতাকাতিঃ পায়ুগতা বিবর্দ্ধতে
হ্যপেক্ষণাৎ স্যুং ক্রিময়ো বিদার্য্য তে।
প্রকুর্ব্বতে মার্গমনেকধা মুখৈঃ
ব্রণৈস্তমুন্মার্গি ভগন্দরং বদেৎ॥

কন্টকাদি দ্বারা গুহ্যদেশ ক্ষত হইলে যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি উৎপন্ন হয়। তদনন্তর ঐ ক্রিমিগণ উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখযুক্ত ব্রণ উৎপন্ন করে। ইহাকে উন্মার্গি ভগন্দর কহিয়া থাকে।

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ।

ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্ব এব ভগন্দরাঃ।
তেষসাধ্যাস্ত্রিদোষত্থঃ ক্ষতজশ্চ বিশেষতঃ॥
বাতমূত্রপুরীষাণি ক্রিময়ঃ শুক্রমেব চ।
ভগন্দরাৎ স্রবন্তস্তু নাশয়ন্তি তমাতুরং।

সর্ব্ববিধ ভগন্দরই অতিশয় কষ্টদায়ক ও কৃচ্ছ্র সাধ্য। তন্মধ্যে ত্রিদোষজ বিশেষতঃ ক্ষতজ ভগন্দর অসাধ্য। যে ভগন্দর দিয়া অধো বায়ু মল মূত্র ক্রিমি ও শুক্র নির্গত হয় তাহা প্রাণ নাশক বলিয়া জানিবে।

শুশ্রুতোক্ত ভগন্দরের লক্ষণ। বলাযাইতেছে।

বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতাগন্তনিমিত্তাঃ শতপোনকোষ্ট্রগ্রীবপরিস্রাবিশম্বুকাবর্ত্তোন্মার্গিণো যথাসঙ্খ্যং পঞ্চভগন্দরা ভবন্তি॥ তেতু ভগগুদবস্তিপ্রদেশ দারণচ্চভগন্দরা ইত্যুচ্যন্তে॥ অপক্কাঃ পিড়কাঃ পক্কাস্তভগন্দরাঃ॥ তেষাস্তু পূর্ব্বরূপাণি কটিকপাল বেদনা গুদকণ্ডূর্দ্দাহঃ শোফশ্চ গুদস্তভবতি॥

তত্রাপথ্যসেবিনাং বায়ু প্রকুপিতঃ সন্নিবৃত্তঃ স্থিরোভূতো গুদমভিতোঽঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বা মাংস শোণিতে প্রদষ্যারুণবর্ণাং পিড়কাং জনয়তিসাস্ত তোদাদীন্বেদনাবিশেষান্ জনয়ত্য প্রতিক্রিয়মানা চ পাকমুপৈতি মূত্রাশয়াভ্যাসগত্বাচ্চ ব্রণঃ প্রক্লিন্নঃ শতপোনকবদণুমুখৈচ্ছিদ্রৈরাপূর্য্যতে তানি চ ছিদ্রণ্যজস্রং ফেণানুবিদ্ধমধিকমাস্রাবং স্রবন্তি ব্রণশ্চ তাড্যতে ভিদ্যতে ছিদ্যতে সূচীভিরিবনিস্তুদ্যতে গুদঞ্চাবদীর্য্যতে বাতমূত্রপুরীষরেতসামপ্যাগমশ্চ তৈরেবছিদ্রৈর্ভবতি তং ভগন্দরং শতপোনমিত্যাচক্ষতে॥

পিত্তন্তু প্রকুপিত মনিলেনাধঃ প্রেরিতং পূর্ব্ববদবস্থিতং রক্তাং তন্বীমুচ্ছ্রিতামুষ্ট্রগ্রীবাকারাং পিড়কাং জনয়তি। সাস্তচোষাদীন্বেদনা বিশেষান্ জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণাচ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চাগ্নিক্ষারাভ্যামিব দহ্যতে দুর্গন্ধমুষ্ণ মাস্রাবং স্রবত্যুপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাং সি বিসৃজতি তং ভগন্দরমুষ্ট্রগ্রীব মিত্যাচক্ষতে॥

শ্লেষ্মাতু প্রকুপিতঃ সমীরণেনাধঃ প্রেরিতঃ পূর্ব্ববদবস্থিতঃ শুক্লা বভাসাং স্থিরাং কণ্ডূমতীং পিড়কাং জনয়তি সাস্ত কণ্ড্বাদীন্বেদনা বিশেষাঞ্জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণাচ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ কঠিনঃ সংরম্ভী কণ্ডূপ্রায়ঃ পিচ্ছিলমজস্র মাস্রাবং স্রবত্যুপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাংসি বিসৃজতি তং ভগন্দরং পরিস্রণামিত্যাচক্ষতে।

বায়ু প্রকুপিতঃ প্রকুপিতৌ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ পরিগৃহ্যাধোগত্বাপূর্ব্ববদবস্থিতঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণাং সর্ব্বলিঙ্গাং পিড়কাং জনয়তি সাস্ত তোদদাহকণ্ড্বাদীন্বেদনা বিশেষান্ জনয়ত্ব প্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ নানাবিধ বর্ণমাস্রাবং স্রবতি পূর্ণনদীশম্বুকাবর্ত্তবচ্চাত্র সমুত্তিষ্ঠন্তিবেদনাবিশেষাস্তং ভগন্দরংশম্বুকাবর্ত্তমিত্যাচক্ষতে॥

মূঢ়েন মাংসলব্ধেন যদস্থিশল্যমন্নেন সহাভ্যবহৃতঃ যদাবগাঢ়পুরীষোন্মিশ্রমপানেনাধঃ প্রেরিতমসম্যগাগতং গুদং ক্ষিণোতি তত্র ক্ষত নিমিত্তঃ কোথ উপজায়তে তস্মিংশ্চ ক্ষতে পূয় রুধিরাবকীর্ণ মাংসকোথে ভূমাবিব জলপ্রক্লিন্নায়াং ক্রিময়ঃ সঞ্চায়ন্তে তে ভক্ষায়ন্তো গুদমনেকধা পার্শ্বতো দরয়ন্তি তস্ত তৈর্ম্মার্গৈঃ ক্রিমিকৃতৈর্ব্বাতমূত্রপুরীষরেতাংস্যভিনিঃসরন্তিতং ভগন্দর মুন্মার্গিণমিত্যা চক্ষতে।

ভবন্তি যাত্র।

উৎপদ্যতেঽল্পরুক শোথ ক্ষিপ্রং চাপ্যুপশাম্যতি।
বাহ্যন্তদেশে পিড়কা সা জ্ঞেয়ান্যা ভগন্দরাৎ॥
ভাগন্দরী তু বিজ্ঞেয়া পিড়কাঽতো বিপর্য্যয়াৎ।
পায়োঃ স্যাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে দেশে গূঢ়মূলা সরুগ জ্বরা॥
যানয়ানাম্বলোৎসর্গাৎকস্তু রুগ্ দাহ শোকবান্।
পায়ুর্ভেদ্রুজঃ কার্য্যাং পূর্ব্বরূপং ভগন্দরে॥
ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্বএব ভগন্দরাঃ।
তেষসাধ্যাস্ত্রিদোষত্থঃ ক্ষতজশ্চভগন্দরঃ॥

বাতপিত্ত শ্লেষ্মা সান্নিপাত এবং আগুন্তু এই পঞ্চবিধ কারণে শত পোনক উষ্ট্রগ্রীব পরিস্রাবী বিম্বুকাবর্ত্ত উন্মার্গী এই পাঁচ প্রকার ভগন্দর জন্মে। ভগ মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে

বলিয়া ইহাদিগকে ভগন্দর কহে। ইহা পাকিলে পীড়কা ও পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর বলা যায়। কটী ও কপালদেশে বেদনা এবং মলদ্বারের কণ্ডূ দাহ ও শোফ এই গুলি ভগন্দরের পূর্ব্ব লক্ষণ।

অপথ্য সেবী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া ও স্থিরভাবে থাকিয়া মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অথবা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দ্বারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয় এবং প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত হয় এবং শতপোনকের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের দ্বারা ব্রণ ক্লেদ পূর্ণ হয়। সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনাযুক্ত আস্রাব নিঃসরণ হইতে থাকে। ব্রণ ও তাড়িত হওনের ন্যায় ও ভিন্ন ছিন্ন বা সূচির দ্বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায় যাতনা উৎপন্ন হয়; মলদ্বার ও বিদীর্ণ হয়, এবং সেই সকল ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসৃত হয়। ইহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে। পিত্ত কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পুর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থিত হইয়া রক্ত বর্ণ সূক্ষ্ম উন্নত উষ্ট্রগ্রীব সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহাতে উষ্ণতা দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। ব্রণে ও অগ্নি ক্ষতের দ্বারা দগ্ধ হওনের ন্যায় দাহ উৎপন্ন হয় এবং উষ্ণ ও দুর্গন্ধ আস্রাব নিঃসরণ হয়। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে তাহা হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয় ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব কহে। শ্লেষ্মা কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ স্থির কণ্ডূযুক্ত পিড়কা জন্মায়। তাহাতে কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রব হয় প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে, ব্রণ ও কঠিন সংরম্ভী ও কণ্ডূ বিশিষ্ট হয় ও তাহা হইতে পিচ্ছিল আস্রাব অজস্র নিঃসরণ হইতে থাকে। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বাতমূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হইতে থাকে। ইহাকে পরিস্রাবী ভগন্দর কহিয়া থাকে।

বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা গ্রহণপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ দাহ কণ্ডূ প্রভৃতি বেদনা বিশেষ প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে ও ব্রণ হইতে নানাপ্রকার বর্ণের আস্রাব নিঃসরণ হয়। পুর্ণ নদীর আবর্ত্তের ন্যায় ইহার আকার। ইহাতে বেদনা জন্মে। ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর কহে।

মূঢ় মাংসলব্ধ ব্যক্তি অন্নের সহিত যে অস্থি শল্য ভোজন করে তাহা অবগাঢ় মূলের সহিত মিশ্রিত হয় অপান বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমনকালে তাহার দ্বারা মলদ্বার ক্ষত হয়। সেই ক্ষত জন্য শোথ জন্মে আর্দ্র ভূমিতে যে প্রকার কৃমি জন্মে পূযরক্ত অবকীর্ণ সেই মাংস মলদ্বারের সকল পার্শ্ব ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত কৃমিকৃত ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেত নিঃসরণ হয়। ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প উপদ্রব ও শোফ বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়া শীঘ্র নিবৃত্তি হয় তাহাদিগকে পীড়কা কহে। ভগন্দর হইতে ভিন্ন যে পীড়কাতে ভগন্দর হয় তাহা ইহার বিপরীত যে পীড়কায় ভগন্দর হয় তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে এবং গূঢ়মূল ও বেদনা এবং জ্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন বা মল ত্যাগ করিলে পায়ুদেশে কণ্ডূ বেদনা দাহ ও শোফ হওয়া ও কটীতে বেদনা হওয়া ভগন্দরের পূর্ব্বলক্ষণ। সকল প্রকার ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ জন্য ও ক্ষত জন্য ভগন্দর অসাধ্য।

ভগন্দরের চিকিৎসা বিধি।

ভগন্দর পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে শম্বুকাবর্ত্ত

ও শল্য নিমিত্ত এই দুই প্রকার ভগন্দর অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার ভগন্দর কষ্টসাধ্য। ভগন্দর জাতীয় ব্রণ হইলে তাহার অপক্ক অবস্থায় রোগীকে অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করিবে। পিড়কা পাকিয়া উঠিলে স্নেহ মর্দ্দন ও অবগাহনে শরীর স্নিগ্ধ হইলে রোগীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া অর্শ-ন্যায় স্থচে বা শাটকযন্ত্রে বন্ধন করিয়া ভগন্দর অধোমুখ বা উর্দ্ধমুখ অন্তর্মুখ কি বহির্ম্মুখ তাহা সমীক্ষণ করিবে। পরে এষণী প্রদান ও উন্নত করিয়া আশয় (পূযাশয়) সমেত ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অন্তর্মুখ ভগন্দর হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বারা সম্যকরূপে বন্ধন করিয়া প্রবাহণ করিতে কহিবে। তাহাতে ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে এষণী প্রদানপূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সাধ্যাত সমস্ত ভগন্দরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার মধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত ছেদ করিবে। সেই সমস্ত পুরিয়া উঠিলে তবে মলদ্বারের মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল সিরা পরস্পর সম্বন্ধ তাহাদিগের প্রত্যেকটী বাহ্যদেশে স্বতন্ত্র ছেদ করা আবশ্যক। যে নাড়ী পরস্পর সম্বন্ধ নহে তাহাও একত্র ছেদন করিলে ব্রণের মুখ অতিশয় বিস্তৃত হয়। সেই সমস্ত মুখ হইতে মল মূত্র নির্গত হয়, বায়ু কর্তৃক আটোপ ও মলদ্বারে কনকনানি যন্ত্রনা উপস্থিত হয়। ইহাতে চিকিৎসা কুশল বৈদ্য ও বিমূঢ় হইয়া পড়েন। অতএব শত পোনক ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়া ছেদ করা বিধেয় নহে। এই বহু ছিদ্রযুক্ত ভগন্দর রোগে সার্দ্ধলাঙ্গলক লাঙ্গলক সর্ব্বতোভবে অথবা গোতীর্থক নামক ছেদ কর্ত্তব্য। মল দ্বারে উভয় পার্শ্বে সমভাবে ছেদ করিলে লাঙ্গলক বলে, এক পার্শ্বে সমান ও অপর পার্শ্বে কিছু হ্রস্বভাবে ছেদ করিলে অর্দ্ধলাঙ্গলক কহে। সেবনী বর্জ্জনপূর্ব্বক মলদ্বার চারিখণ্ডে ছেদ করাকে সর্ব্বোতভদ্র বলে এবং পার্শ্ব হইতে শস্ত্রপাতপূর্ব্বক ছেদ করিলে গোতীর্থক বলে। রক্তাদি স্রাবের পথ সমস্ত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে।

ভীরু বা সুকুমার ব্যক্তির শতপোনক ভগন্দর হইলে আরোগ্য হওয়া দুষ্কর তাহাতে শীঘ্র বেদনা ও আস্রাব নাশক স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কৃশরা বা পায়সের স্বেদ বা লাব তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজল দেশজাত পশুর মাংস সহযোগে বৃক্ষাদনী (বৃক্ষেরমানা) এরণ্ড ও বিম্বাদিগণের ক্বাথ বা চূর্ণ স্নেহকুম্ভে নিহিত করিয়া নাড়ীদেশ বিধানে উক্ত ব্রণোপরি স্বেদ প্রদান করিবে তিল এরণ্ড তিশী মাষকলাই যব গোধূম সর্ষপ লবণ ও অম্লবর্গ এই স্থালী মধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ দিবে। স্বেদ দেওয়া হইলে কুষ্ঠ লবণ বচ হিঙ্গ ও অজমোদা এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত দ্রাক্ষা বা অম্লরস সুরা কাঞ্জী সহযোগে সেবন করাইবে। তদনন্তর মধুক তৈল ব্রণে সেচন করিবে। মলদ্বারে বায়ুরোগ নিবারক তৈল পরিসেচন করিবে। এইপ্রকার প্রতীকার করিলে মল মূত্র স্ব স্ব পথে নিঃসৃত হয় ও অন্যান্য তীব্র উপদ্রবের ও নিশ্চয় শান্তি হয়। শতপোনক ভগন্দরের প্রতীকার কথিত হইতেছে।

উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দরে এষণী দ্বারা এষণ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ক্ষার পাত করিবে। পূতিমাংস সমস্ত ইহা হইতে নির্গত করিতে হয়, এই জন্য অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। ক্লেদ ও পূতিমাংস সমস্ত নির্গত করিবে পরে তিল পিষিয়া ঘৃত সংযোগে উহাতে প্রলেপ দিবে। প্রলেপের উপরি বন্ধন করিয়া ঘৃত পরিষেচণ করিতে থাকিবে। তিন দিবসের পর বন্ধন খুলিবে। ব্রণে যদি কোন দোষ থাকে তবে তাহা অগ্রে সংশোধন করিবে। সংশোধিত হইলে যথা বিধিক্রমে রোপণ করিবে পরিস্রাবী নামক ভগন্দরে রস রক্তাদি আস্রাব হইতে থাকিলে তাহার পথ ছেদন পূর্ব্বক ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। ঈষ-

দুগ্ধ অনুতৈল গুদ মণ্ডলে সেচন করিবে। উপনাহ ও প্রদেহ মূত্র বা ক্ষার সংযোগে প্রয়োগ করিবে ও বমনীয় ঔষধের দ্বারা অল্প পরিমাণে পরিষেচণ করিবে। এই প্রকার প্রতীকারে ব্রণ কোমল হইলে এবং বেদনা ও আস্রাব হ্রাস হইলে, তাহাকে শেষ মুখ অন্বেষণ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া অগ্নির দ্বারা সম্যকরূপে দগ্ধ করিবে। ছেদন করিতে হইলে খর্জ্জুর পত্র অর্দ্ধচন্দ্র চক্র সূচীমুখ ও অবাঙ্‌মুখ এই সমস্ত আকারে ছেদ করিবে। প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা যায়। তদনন্তর ব্রণ কোমল করিয়া সংশোধন করিবে।

বালকের বাহ্যমুখ বা অন্তর্মুখ কোন প্রকার ভগন্দর হইলে বিরেচন অগ্নি ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল ঔষধ কোমল ও তীক্ষ্ণ তাহাই প্রয়োগ করিবে। আরগ্বধ হরিদ্রা ও নীল ইহাদিগের চূর্ণ মধু ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া বর্ত্তির আকারে ব্রণে ব্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। এই যোগের দ্বারা ব্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তুক ভগন্দরে নালী হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জম্বোষ্ঠ শলাকা দাহন পূর্ব্বক অগ্নিবর্গ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে। এবং প্রয়োজন হইলে কৃমিনাশক ও শল্য অপনয়ন করিবে। ভ্রমনশীল ব্যক্তির এ রোগ হইলে অথবা রোগ ত্রিদোষ জন্য হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। সকল প্রকার ভগন্দরেই এই সকল প্রতীকার আনুপূর্ব্বিক আবশ্যক। ভগন্দরে শস্ত্র জন্য যদি বেদনা জন্মে তাহা হইলে তাহাতে উষ্ণ অনুতৈল পরিষেচন কর্ত্তব্য। অথবা স্থালীতে বাতঘ্ন পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত সরাব আচ্ছাদিত করিবে রোগীকে উপবেসন করাইয়া ও তাহার মলদ্বারে ঘৃত সেচন করিয়া তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণস্বেদ দিবে। অথবা রোগীকে শয়ন করাইয়া বেদনা শান্তিকর নাড়ীস্বেদ (নলের দ্বারাস্বেদ) প্রয়োগ করিবে। অথবা উপনাহ ও শাল্বণ প্রভৃতি কদলী পত্র বা মৃগচর্ম্মের স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ত্রিকটু বচ হিঙ্গু প্রভৃতি লবণ শ্যামা দন্তী ত্রিবৃৎ তিল, কুষ্ঠ শতমূলী গোলোমী (শ্বেতদূর্ব্বা) গিরিকাণক (অপরাজিতা) কাসীস (নাগকেশর) কাঞ্চনবৃক্ষ এবং ক্ষীরীবর্গ এই সকলের দ্বারা ভগন্দর ব্রণ সংশোধিত ত্রিবৃৎ তিল নাগদন্তি ও মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধ সহ মধু ও সৈন্ধব যোগে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উৎসাদন হইয়া থাকে। রসাঞ্জন হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপত্র ত্রিবৃৎ গজপিপ্পলী ও দন্তী একত্র ইহাদিগের কল্কের প্রলেপে নালীব্রণ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ ত্রিবৃৎ তিল দন্তী মাগধ্য (পিপ্পলী) সৈন্ধব মধু হরিদ্রা ত্রিফলা তুল্য ব্রণ শোধনের পক্ষে এই গুলি হিতকর। মাগধ্য যষ্টিমধু লোধ কুষ্ঠ এলাইচ রেণুকা মঞ্জিষ্ঠা ধাতকীপুষ্প সারিবা (শ্যামালতা) হরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু সর্জরস পদ্মকাষ্ঠ পদ্মকেশর সুধা (কলিচূর্ণ) বচ লাঙ্গলকী মধুচ্ছিষ্ঠ (মোম) ও সৈন্ধব, এই সকল যোগে তৈল পাক করিবে। ইহাতে ভগন্দর আরোগ্য হয়। গণ্ডমালা মণ্ডল নামক কুষ্ঠ ও মেহ জনিত ব্রণের ও রোপণের পক্ষে ইহা হিতকর। ব্রণ শোধন ও রোপণের পক্ষে ন্যগ্রোধাদিগণ হিতকর। ইহার সহযোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ দন্তী হরিদ্রা অর্কমূল লোহ (অগুরু) করবীর বিড়ঙ্গ ত্রিফলা স্নুহী অর্কক্ষীর কাকোলী মধু মধুচ্ছিষ্ট এই সমস্ত সহযোগে পাক করিবে। এই তৈলে ভগন্দর রোগ বিশেষরূপে নষ্ট হয়। চিত্রক অর্ক ত্রিবৃৎ পাঠা গোডুম্বর করবীরসুধা বচ সপ্তপর্ণ লাঙ্গলকী স্বর্বচ্চিকা জ্যোতিষ্মতি এই সমস্ত একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। ইহাকে সান্দন তৈল বলে ভগন্দর হওয়া মাত্রই প্রয়োগ করিবে। দ্বিত্রনীয় চিকিৎসা প্রণালী ক্রমে ভগন্দরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শোধণ রোপন ও সবর্ণ করণের বিধি অবলম্বন করিবে। অর্শ চিকিৎসায় যে যন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা ভগন্দরে ও ব্যবহার করিবে। ব্যায়াম মৈথুন কোপ অশ্বাদি আরো

হণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ভগন্দর আরোগ্য হইলে ও এক সবৎসরকাল এ সকল পরিত্যাগ করিবে।

উদস্তু শয়থুং জাত্বা বিশোষ্য শোধয়েত্ততঃ।
রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথা পাকং ন গচ্ছতি॥

মলদ্বারে ব্রণ শোথ উৎপন্ন হইবামাত্রেই উহার প্রতীকারের জন্য উপবাস ও শোধন ক্রিয়া (দাস্তদ্বারা কোষ্ঠপরিষ্কার) করিবে। উল্লিখিত শোধন ক্রিয়াদ্বারা যদি শোথের শান্তি না হয়, তাহা হইলে শোথযুক্ত স্থান হইতে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা উক্ত ব্রণশোথ পাকিলে মহান অনিষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে।

বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠীগুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পীড়কাবস্থে লেপঃ শস্তোভগন্দরে॥

বটের কোমল পত্র, ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপুর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া পীড়কারূপ ভগন্দরে প্রলেপ প্রদান করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

পিড়কানামপক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকম্।
কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়াম্॥
বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং যথাক্রমম্॥

মলদ্বারস্থ পিড়কা ব্রণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারস্থ অপতর্পণ ক্রিয়া (শুকী করন ক্রিয়া উপবাসাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া পরিষেচন বিরেক (দাস্তকরান) পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিবে যদি উল্লিখিত ক্রিয়াতে উহার শান্তি না হয়, তাহা হইলে বিদীর্ণাবস্থায় ক্রিয়া অর্থাৎ এষণী ক্ষার ও অগ্নিদাহাদি ক্রিয়া করিবে। তদনন্তর যথারীতি দোষ অনুসারে এবং ব্রণোক্ত বিধানানুসারে ব্রণের অর্থাৎ ক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

তেউড়ী তিল নাগদন্তী ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ ঘৃত সৈন্ধব লবণ ও মধু সহযোগে ভগন্দরে কিছুদিন প্রলেপ প্রদানে উক্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী কল্কোনাড়ীব্রণাপহঃ॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র তেউড়ী জ্যোতিষ্মতি ও দন্তীমূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া কিছুদিন প্রলেপ প্রদান করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রা, ত্রিফলা, ও তুতিয়া; এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ভগন্দর রোগ প্রশমিত হয়।

সীজের ক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যতধুর পর্য্যন্ত ভগন্দরের নালী ক্ষতের গতি হইবে, ততদূর বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিশ্চয়ই ভগন্দর বিদূরীত হইয়া থাকে।

হরিতকী, কুড়, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, লোধকাষ্ট ও গৃহধুম এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপুর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রান করিলে ভগন্দর নাড়ীব্রণ উশদংশ ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

খরাস্রপক্কভূনাগচূর্ণলোপাভগন্দরম্।
হস্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষালেপস্তদ্বচ্ছ্বনোহস্থি বা॥

গর্দ্দভের রক্তের সহিত পক্ক কিঞ্চুলকের (কেচুয়ার) চূর্ণ ভগন্দর জনিত ক্ষতস্থানে লেপন করিলে উক্তরোগ নিবারিত হয়। কিম্বা দন্তীমূল চিতারমূল ও আতুষ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে কিম্বা কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বিতালাদি ঘর্ষণ করিয়া লেপণ করিলে ভগন্দর আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবকার্ষিক গুগ্গুলু।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণনাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা শোথগুল্মার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥

হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা, আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২

তোলা ও গুগগুলু চূর্ণ ১০ তোলা এই দ্রব্য সমস্ত একত্র পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিলে শোথ গুল্ম অর্শঃ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু।

ত্রিকটুত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্।
শটেৌলাপিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ॥
তুম্বুরূপুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।
বিড়ং সৌবর্চ্চলং ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ॥
কাসশ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি সভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্॥
আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ।
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা।
সপ্তবিংশতিকোহ্যেষ সর্ব্বরোগ নিসূদনঃ॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুড়ূচী, রক্তচিতার মুল শটী, ছোটএলাচি, পিপুলমূল, হবুষা (অভাবে ধনিয়া) দেবদারু তুম্বুরু (ধনিয়া) পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) সাচিক্ষার সৈন্ধবলবণ ও গজ পিপ্পলী এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সহিত অগ্নিসংযোগে মিশ্রিত করত গুড়িকা প্রস্তত করিয়া লইবে। এই গুড়িকা মধুর সহিত সেবন করিলে ভগন্দর কাস শ্বাস, শোথ অর্শঃ, হৃদয়ের বেদনা পার্শ্বশূল কুক্ষিশূল, বস্তির বেদনা ও মলদ্বারের বেদনা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি পুরাতন জ্বর ক্ষয় আনাহ উন্মাদ কুষ্ঠ উদর নাড়ীব্রণ দুষ্টব্রণ, প্রমেহ ও শ্লীপদরোগ নিবারিত হয়।

ভগন্দর রোগগ্রস্থ রোগী পথ্য ভোজী হইয়া ব্যাঞ্জন প্রভৃতির সহিত শৃগাল মাংস ভক্ষণ করিলে একমাস কালের মধ্যে ভগন্দর রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু ও ন্যগ্রোধা-দিগণ ভগন্দর রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর এতদ্ব্যতীত ন্যগ্রোধাদিগণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ নিবারিত হয়।

বিষন্দন তৈল।

চিত্রকার্কৌত্রিবৃৎপাঠে মলপূ হয়মারকৌ।
সুধাং বচাং লাঙ্গলীকীং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্॥
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরোবিপাচয়েৎ।
এতদ্বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণস্তথা॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথাবিধি নিয়মানুসারে মূর্চ্ছাপাক সম্পন্ন করিয়া লইবে। তদনন্তর চিতারমূল, আকন্দমূল, তেউড়ী আক-নাদ, করবীবীজ, বচ, লাঙ্গলী, হরিতাল, স্বর্জিকাও জ্যোতিষ্মতি এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈল প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

করবীরাদ্য তৈল।

করবীরনিশাদন্তী লাঙ্গলী লবণাগ্নিভিঃ।
মাতুলুঙ্গার্কবৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথা বিধানু-সারে তৈলের মূর্চ্ছাপাক সম্পন্ন করিয়া লইবে। তদনন্তর শ্বেত করবীর মূল হরিদ্রা দন্তীমূল লাঙ্গলী সৈন্ধবলবণ, চিতারমুল, মাতুলুঙ্গের ফল আকন্দেরমূল ও কুটজের ছাল, এই দ্রব্য-গুলি সমভাগে সমস্ত একসের গ্রহণপূর্ব্বক

কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবেএবং উহাতে জল ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

নিশাদ্য তৈল।

নিশার্কক্ষীরসিন্ধবাগ্নিপুরাশ্বহববৎসকৈঃ।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথা বিধানানুসারে তৈলের মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া লইবে। তদনন্তর হরিদ্রা আকন্দেরক্ষীর সৈন্ধবলবণ চিতারমূল, গুগ্গুলু, করবীরমূল ও কুড়চীর ছাল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে পরে পাক সমাধার লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে ভগন্দররোগ নিবারিত হয়।

ব্যায়াম স্ত্রিসংসর্গ, যুদ্ধ, হস্তী ও অশ্বাদিতে আরোহণ ও গুরুভার বহন, এই সমস্ত কার্য্য উপরূঢ় ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে করিবে না।

বারিতাস্তক রস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতং।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা ততস্তেন প্রলেপয়েৎ॥
দ্বয়োঃ সমং তাম্রপত্রং হস্তিকান্তনিবেশয়েৎ।
তদ্ভাণ্ডং ভস্মনাপূর্য্য চুল্ল্যাং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ॥
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলং।
অম্লীরস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্ত পুটে পচেৎ॥
গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লেপ্তাদ্ধন্তি ভগন্দরং।
মুষলী লবণঞ্চানু আরনালযুতং পিবেৎ॥
ভুঞ্জীত মধুরাহারং দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনং।
বর্জ্জয়েচ্ছীতলাহারং রসেহস্মিন্ বারিতাস্তকে॥

পারা একভাগ, গন্ধক দুইভাগ একত্র তিন দিবস ঘৃত কুমারীর রসে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। তদনন্তর ইহাদ্বারা উভয়ের সমান তাম্র পাত্র লেপন করিবে, অনন্তর ইহা একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তাহার উপরি শরা দ্বারা আবৃত করিবে এবং সন্ধিস্থান লেপন করিয়া তাহার ভস্ম প্রদান করত সেই হাঁড়ী পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপরি রাখিয়া প্রখর অগ্নিতে পাক করিবে এবং দুই প্রহর পাক করিয়া ভস্মিভূত হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে। অনন্তর শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিয়া কাগজী লেবুর রবে সাতবার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার পুটপাক করিবে। একরতি প্রমাণ এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ ধ্বংস হয়। ইহা সেবন করিয়া তালমূলী ও পঞ্চলবণ কাঁজির সহিত অনুপান করিবে এবং মধুর দ্রব্য পথ্য করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দিবা নিদ্রা ও মৈথুন ত্যাগ করিবে।

ভগন্দরহর রস।

সূতস্য দ্বিগুনেন শুদ্ধবলিনা কুন্যাপয়োভির্ত্র্যহং
শুদ্ধং তাম্রময়ং সমস্ততুলিতং পাত্রং নিধায়োপরি।
স্বেদং যামযুগঞ্চ ভস্মপিঠরেনিম্বুজলৈঃ সপ্তধা
পাকং তৎপুটয়েদ্ভগন্দরহরো গুঞ্জোম্মিতঃ স্যাদিতি॥

পারা একভাগ গন্ধক দুইভাগ, একত্র ঘৃত কুমারীর রসে তিন দিবস পেষণ করিয়া সমুদায়ের সমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উহা কোন পাত্রের উপরি রাখিয়া দুই প্রহর স্বেদ প্রদান করিবে। অনন্তর ঐ ভস্ম কাগজীলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পুট পাক করিবে। এই ঔষধ একরতি মাত্রায় সেবন করিলে ভগন্দররোগ ধ্বংস হয়।

পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ছোলা বা মাষকলায়ের ডাইল পটোল ডুমুর ওল, মানকচু পক্বকুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তরকারী দ্রাক্ষা পেপে খেজুর, পক্কবিল্ব দুগ্ধ ঘোল প্রভৃতি ঘৃত কৃষ্ণতিল মিছরি তৈল মর্দ্দন স্রোতস্বতী নদী বা সরোবরে স্নান প্রভৃতি হিতকর।

গুরুপাক দ্রব্যাদি ভাজাপোড়া তীক্ষ্ণবীর্য্য দুষ্পাচ্য এবং রুক্ষদ্রব্য আহার লঙ্কারঝাল রৌদ্র বা অগ্নিতাপ লাগান রাত্রিজাগরণ মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্ট প্রদ।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
চতুর্ব্বিংশতোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চবিংশতোঽধ্যায়ঃ।

উপদংশ নিদান।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতা
দধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে
পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥

অতিশয় অনুরাগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে হস্ত দন্ত বা নখাদির আঘাত এবং অপ্রক্ষালন অধিক মৈথুন দুষ্ট যোনিগমন অথবা ক্ষার মিশ্রিত উষ্ণ জলে প্রক্ষালণ ও ব্রহ্মচারিনী গমনাদি বিবিধ অপচারে উপদংশ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাধি পঞ্চবিধ।

বাতজনিত উপদংশের উক্ষণ।

সতোদভেদৈঃ স্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ
স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশং
পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ
পিত্তেন রক্তাৎপিশিতাবভাসৈঃ॥

স্ফোটৈ সকৃষ্ণৈরধিকং স্রবন্তং
রক্তাত্মকং পিত্তসমানলিঙ্গং।
সকণ্ডুরৈঃ শোথযুতৈর্মহদ্ভিঃ
শুক্লৈর্ঘনৈঃ স্রাবযুতৈঃ কফেন॥

বাতিক উপদংশে স্ফোটক সকল কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাতে সূচীবেধবৎ বা ভেদবৎ ও দপদপানি বিদ্যমান থাকে।

পৈত্তিক উপদংশ স্ফোটক সকল পীতবর্ণ এবং ক্লেদ ও দাহ বিশিষ্ট হয়।

রক্তজনিত উপদংশে স্ফোটক সকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ ও স্রাববিশিষ্ট হয়, ইহাতে পিত্তক উপদংশের লক্ষণ থাকে।

কফজনিত উপদংশে স্ফোটক সকল বৃহদাকার শুক্রবর্ণ কণ্ডু বিশিষ্ট সশোথ ও স্রাব যুক্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষ উপদংশের লক্ষণ।

নানাবিধস্রাবরুজোপপন্ন মসাধ্যমাহুস্ত্রিমলোপদংশং॥

ত্রিদোষ জনিত উপদংশে প্রত্যেক দোষোক্ত স্রাব ও বেদনা থাকে। ইহা অসাধ্য।

উপদংশের অসাধ্য লক্ষণ।

বিশীর্ণমাংসং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং
মুষ্কাবশেষং পরিবর্জ্জয়েচ্চ।
সংজাতমাত্রেন করোতি মূঢ়ঃ
ক্রিয়াং নরো যো বিষয়ে প্রসক্তঃ॥
কালেন শোথক্রিমিদাহপাকৈঃ
বিশীর্ণশিশ্নো ম্রিয়তে স তেন॥

যে উপদংশে কৃমি জন্মিয়া সমস্ত লিঙ্গ ভক্ষণ পূর্ব্বক কেবল মুষ্ক মাত্র অবশিষ্ট করিয়াছে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এবং ব্যাবায়াদি রত যে মূঢ় সঞ্জাত মাত্র উপদংশের চিকিৎসা না করে তাহার উপদংশ শোথ ক্রিমিদাহ ও পাক উপস্থিত হইয়া কালক্রমে লিঙ্গক্ষয় করে। এই প্রকার উপদংশে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্শের লক্ষণ।

অঙ্কুরৈরিব সংঘাতৈরুপর্য্যুপরি সংস্থিতৈঃ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা॥
কোষস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ সর্ব্বসন্ধিগতাপি বা।
সবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা॥
লিঙ্গবর্ত্তিরভিখ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ কথিত হইতেছে। কোষাভ্যন্তর সন্ধিতে বা লিঙ্গে পূর্ব্বের সন্ধিতে উপর্য্যুপরি সংস্থিত অস্ফুটবৎমাংস প্রাণ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে আম্রচূড় শিখার ন্যায় বর্ত্তিরূপে পরিণত হয়। ইহা ত্রিদোষজ আবেদন, পিচ্ছিল ও দুশ্চিকিৎস্য এই ব্যাধি লিঙ্গবর্ত্তি নামে খ্যাত। কেহ কেহ ইহাকে শিঙ্গার্শঃ বলেন।

উপদংশ চিকিৎসা।

স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ ॥
জলোকঃপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা।
পাকোরক্ষঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করোহি নঃ ॥

উপদংশ রোগের আশ্রয়স্থান লিঙ্গানল সুতরাং উক্ত স্থানে স্নেহ ও সেক প্রদানপূর্ব্বক লিঙ্গানলের মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ রাখিবে। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহের উর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ দোষ অপহৃত হইলে বেদনা ও শোথের শান্তি হইয়া থাকে। রোগীর দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত বমন বা বিরেচন প্রয়োগ করিতে না পারিলে নিরূঢ় বস্তি অর্থাৎ কষায় বস্তুদ্বারা পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন যাহাতে লিঙ্গনালস্থ শোথ না পাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য পাক দ্বারা লিঙ্গের ক্ষয় হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ ; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে।

উক্ত কাথের সহিত শোধিত গুগ্গুল ও ত্রিফলা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল, এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুই তোলায় গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত গুগ্গুলু ও ত্রিফলার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশরোগে নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টীমধু, রাস্না, কুড়, পুনর্নবা, সরলকাষ্ট, অগুরু ও দেবদারু, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাই ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ পান ও সেচন করিলে বাত জনিত উপদংশ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বথছাল কদম্ব ছাল এবং আম জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের ছাল ইহাদের কাথ, প্রলেপ ও চূর্ণ পিত্তজনিত উপদংশরোগে প্রয়োগ করিবে।

গেরিমাটি, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেনার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া ব্যধিস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত উপদংশ রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলার কাথ অথবা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা উপদংশ জনিত ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। ইহা উক্ত উপদংশরোগ শান্তি হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহ কটাহে করিয়া দগ্ধ করিবে। উক্ত দগ্ধ পদার্থ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপদংশ জনিত ক্ষতস্থানে লেপন করিলে ব্রণ সত্বই পূর্ণ হইয়া থাকে।

শিরীষ ও গুলঞ্চের সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া উপদংশ জনিত ক্ষত স্থানে লেপন করিলে উপদংশ রোগ বিনষ্ট হয়।

সুপারি জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বা শ্বেতকরবীর মূল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

উপদংশ রোগী যবান্ন ও কৌপজল সেবন করিবে। ইহাদ্বারা উল্লিখিত রোগের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত।

ভূনিম্বনিম্ব ত্রিফলাপটোল।
করঞ্জাতীখদিরাশনানাম্।
সতোয় কল্কে ঘৃতমাশু পক্বং
সর্ব্বোপ দংশাপহরং প্রদিষ্টম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। চিরতা, নিমছাল, হরীতকী আমলকী, বহেড়া পাটালপত্র, ডহকরঞ্জ, জাতী,

খদির ও পীতশাল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ ও কল্কের সহযোগে ঘৃতপাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ বিনষ্ট হয়।

আগারধূমাদ্য তৈল।

আগারধমরজনীসুধাকিম্বক তৈস্ত্রিভিঃ।
ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ড শোথরুজাপহম্॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং তথা॥

তৈল ৪সের। প্রথমতঃ যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিবে। কল্কদ্রব্য; গৃহধূম ১০ তোলা ৫ মাষাতিনরতি হরিদ্রা ২০ তোলা ১০ মাষা ৬ রতি, সুরাবীজ ৩০ তোলা ১৫ মাষা ৯ রতি এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে উপদংশ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসা।

অর্শসাং ছিন্নদগ্ধানাং ক্রিয়া কার্য্যোপদংশবৎ।

লিঙ্গনালে অর্শঃ উৎপন্ন হইলে অর্শ চিকিৎসোক্ত বিধানুসারে উক্ত অর্শ ছেদন করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। পরিশেষে উপদংশের চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠনিদান।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণিচ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাং॥
ব্যায়ামমতিসন্তাপমতি ভুক্ত্বা নিষেবিনাং।
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বু সেবিনাং॥
অজীর্ণাধ্যাশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাং।
নবান্নদধিমৎস্যাতিলবণাম্ল নিষেবিনাং॥
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাং।
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেহন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা॥
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ॥
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন উপস্থিত বমনের ও মলমূত্রাদির বেগধারণ অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের অতি সেবন আতপ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিলে শীতল জল পান, অজীর্ণে ভোজন অধ্যশন বমন, বিরেচনাদি কর্ম্মের পর অহিতাচার এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন দধি মৎস্য অতিশয় লবণ অম্ল মাষকলাই মূল পিষ্টান্ন তিলক্ষীর ও গুড় ভোজন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতেই মৈথুন করণ, দিবানিদ্রা ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান এবং অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ এই সমস্ত কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক রক্ত মাংস ও লসীকাকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন করে। বাতাদি ত্রিদোষ ও রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠরোগের উৎপন্নের হেতু। মহাকুষ্ঠ সপ্তবিধ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার ইহারা অষ্টাদশ প্রকার।

কুষ্ঠেরপ্রকারভেদ।

কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্ দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ॥
সর্ব্বেষপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোহধিকত্বতঃ॥

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাতপ্রকারে পরিগণিত হয় যথা বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক বাতপৈত্তিক বাত শ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক দোষভেদে ইহারা সাতপ্রকার হইলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠেরপূর্ব্বরূপ।

অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শস্বেদাস্বেদাস্ববিবর্ণতাঃ।
দাহঃ কণ্ডুস্ত্বচি স্বাপ স্তোদঃ কোঠোন্নতিভ্রমঃ॥

ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামপিরূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনং।
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণং কুষ্ঠলক্ষণমাগ্রজং॥

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গে বিশেষ অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ অধিক ঘর্ম্ম নির্গম বা বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ শরীরের বিবর্ণতা দাহ, কণ্ডূ অঙ্গ বিশেষের স্পর্শ শক্তি হানি সূচীবেধ বৎ পীড়া শরীরে বোলতা দংশন শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি কিন্তু দীর্গকালস্থিতি এবং অল্প কারণেই প্রকোপ ক্ষত শুক হইলেও ব্রণ বস্তর রুক্ষতা রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা এই সকল পূর্ব্বরূপে প্রকাশ পায়।

সপ্তপ্রকারমহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রূক্ষং পরুষং তনু।
কাপালং তোদবহুলং তৎকুষ্ঠং বিষমং স্মৃতং॥
রুগ্দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরং।
উড়ুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠ মৌড়ুম্বরং বদেৎ।
শ্বেতং রক্তাং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলং।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংযুক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে॥
কর্কশং রক্তপর্য্যন্ত মন্তঃ শ্যাবং সবেদনং।
যদৃষ্যজিহ্বসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতে॥
সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমং।
সোৎসেধঞ্চ সরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে॥
শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়শ্চোরসি তং সিধ্মমলাবুকুসুমোপমং॥
যৎ কাকণন্তিকাবর্ণং সপাকং তীব্রবেদনং।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥

সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল নামক কুষ্ঠ কিয়দংশ কৃষ্ণ ও কিয়দংশ অরুণবর্ণ কপালের (খাপরার) ন্যায় আভাবিশিষ্ট ইহা রুক্ষ খরস্পর্শ ও সূচী ভেদবৎ বেদনা ইহাতে ত্বক্ পাতলা থাকে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

উড়ুম্বর নামক কুষ্ঠ উড়ুম্বর ফলের ন্যায় আকৃতি বিশেষ হয়। ইহা রক্তবর্ণ ও দাহ কণ্ডূযুক্ত এবং ব্যাধি স্থানের রোমসকল পিঙ্গল বর্ণ হয়।

মণ্ডল নামক কুষ্ঠ কতক শ্বেত কতক রক্তবর্ণ স্থায়িভাবাপন্ন, আর্দ্র সস্বেদ উন্নত মণ্ডলাকৃতি ও পরস্পর মিলিত।

ঋষ্যজিহ্ব নামক কুষ্ঠ ঋষ্যের অর্থাৎ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়, ইহা কর্কশ প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ মধ্যে শ্যামবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়।

পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠ পুণ্ডরীক (রক্তপদ্ম) দলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ইহার প্রান্তভাগ সশ্বেত রক্তবর্ণ মধ্যভাগ সশ্বেত আরক্তবর্ণ ইহা উন্নত করে।

সিধ্মনামক কুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায়। ইহা শ্বেত লোহিতাত্মক ও পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে গুঁড়াগুঁড়া পদার্থ সকল নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধি প্রায় বক্ষস্থলেই বাহুল্যরূপে হইতে দেখা যায়। (সিধ্ম ছুলী বিশেষ)

কাকণ নামক কুষ্ঠ, কাকনণ্ডীর (কুঁচের) বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ ও অগ্রে লোহিত ইহা ত্রিদোষজ পাক বিশিষ্ট ও তীব্র বেদনাযুক্ত কাকণকুষ্ঠ অসাধ্য।

একাদশপ্রকারক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ।

অস্বেদনং মহাবাস্ত যন্মৎস্যশকলোপমং।
তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহুলং হস্তি চর্ম্মবৎ॥
শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতং॥
বৈপাদিকং পাণিপাদস্ফুটনং তীব্রবেদনং।
কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতং।
সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতং।
রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং যদ্দলত্যপি।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে।
সূক্ষ্মা বহ্বঃ পিড়কাঃ স্রাববত্যঃ
পামেত্যুক্তাঃ কণ্ডূমত্যঃ সদাহাঃ।
সৈবস্ফোটৈস্তীব্রদাহৈরুপেতা
জ্ঞেয়া পাণ্যোঃ কচ্ছুরুগ্রা স্ফিচোশ্চ।
স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ।
রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারু স্যাদ্বহুব্রণং।
সকণ্ডূ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা চির্চ্চিকা॥

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না যাহা বাস্ত অধিকার করিয়া থাকে, এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায় অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রস্তর সদৃশ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। এক শব্দের অর্থ মুখ্য ইহা ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাতে এককুষ্ঠ কহিয়া থাকে।

যে কুষ্ঠ হস্তি চর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল তাহাকে চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠে হাত ও পা কাটিয়া যায় ও তীব্র বেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে।

যাহা কণ্ডূ বিশিষ্ট রক্তবর্ণ স্ফোটক ব্যাপ্ত তাহাকে অলসক কহে।

যে উন্নত মণ্ডলাকার কুষ্ঠ কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহে ব্যাপ্ত তাহাকে দদ্রুমণ্ডক কহে।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ শূলবদ্বেদনা বিশিষ্ট কণ্ডূ-যুক্ত স্ফোটক ব্যাপ্ত ও স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রাবান্বিত সদাহ কণ্ডূ বিশিষ্ট পিড়কা সমূহকে পামা (চুলকনা) কহে। এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত স্ফোটক ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে কচ্ছু (খোস) কহে। ইহা হস্তে ও নিতম্বে বাহুল্যভাবে হইয়া থাকে। পামা ও কচ্ছু এক জাতীয়কুষ্ঠ।

শ্যাম বা অরুণবর্ণ পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট স্ফোট সমূহকে বিস্ফোটক কহে।

রক্ত বা শ্যামবর্ণ দাহ ও বেদনান্বিত বহুব্রণকে শতারুঃ কহে।

বিবর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ শ্যামবর্ণ স্রাবযুক্ত এবং কণ্ডূ ও পিড়কা বিশিষ্ট বিচর্চ্চিকাই পাদ-জাত হইলে বিপাদিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

> খরং শ্যাবারুণং রুক্ষং বাতকুষ্ঠং সবেদনং।
> পিত্তাৎ প্রকুপিতং দাহরাগস্রাবান্বিতং মতং॥
> কফাৎ ক্লেদি ঘনং স্নিগ্ধং সকণ্ডূশৈত্যগৌরবং
> দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং কুষ্ঠং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং॥

বাতজনিত কুষ্ঠ খরস্পর্শ শ্যাম বা অরুণবর্ণ রুক্ষ ও বেদনাযুক্ত পৈত্তিক জনিত কুষ্ঠ পূতি ক্লেদযুক্ত রক্তবর্ণ এবং দাহ ও স্রাব বিশিষ্ট। কফজ কুষ্ঠ ক্লেদযুক্ত নিবিড়াবয়ব কিরূপ, কণ্ডূ শৈত্য ও গৌরবান্বিত। দ্বন্দ্বজকুষ্ঠ দ্বিদোষ লক্ষণযুক্ত এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠ ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত হয়।

সপ্তধাতুগতকুষ্ঠের লক্ষণ।

> ত্বক্‌স্থে বৈবর্ণ্যমঙ্গেষু কুষ্ঠে রৌক্ষ্যঞ্চ জায়তে।
> ত্বক্‌স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাতিপ্রবর্ত্তনং॥
> কণ্ডূবিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে।
> বাহুল্যবক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ॥
> তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে।
> কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণং॥
> মেদঃ স্থান গতে লিঙ্গ প্রাগুক্তানি তথৈবচ।
> নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেষু ক্রিমি সম্ভবঃ॥
> স্বরোপঘাতশ্চ ভবেদস্থিমজ্জসমাশ্রিতে।
> দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্ট শোণিতশুক্রয়োঃ॥
> যদপত্যং তয়োর্জ্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং॥

যদি কুষ্ঠ রসগত হয় তাহা হইলে অঙ্গের বিবর্ণতা স্পর্শ শক্তির বিলোপ রোমাঞ্চ এবং অতিশয় ঘর্ম্ম হয়। কুষ্ঠ রক্তগত হইলে কণ্ডূ ও অধিক পূয সঞ্চয় হয়। মাংস গত হইলে কুষ্ঠের দুষ্টি ও কার্কশ্য মুখশোষ পিড়কোৎপত্তি সূচী-বেধবদ্বেদনা স্ফোটকোদ্ভব ও কুষ্ঠের স্থিরত্ব মেদোগত হইলে হস্তক্ষয় গতির নাশ অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষত বিস্তার এবং পূর্ব্বোক্ত রস রক্ত ও মাংস ধাতুগত লক্ষণ সমস্ত ও ঘটিয়া থাকে। (এস্থলে বুঝিতে হইবে যে পরপর ধাতুগত কুষ্ঠ তৎলক্ষণ ব্যতীত পূর্ব্বপূর্ব্ব ধাতুগত কুষ্ঠের ও লক্ষণ প্রকাশ পায়) কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নাসা ভঙ্গ চক্ষুর রক্তবর্ণতা ক্ষতে ক্রিমির উদ্ভব স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

শুক্রগত কুষ্ঠের লক্ষণ। কুষ্ঠ বাহুল্য হেতু পিতা মাতার শুক্র শোণিত দুষ্ট হইলে তাহাদের যে সন্তান জন্মে সেও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়।

কুষ্ঠরোগেরসাধ্যাসাধ্য ও অরিষ্ট লক্ষণ।

সাধ্যং ত্বগ্রক্তমাংসস্থং বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চযৎ।
মেদসি দ্বন্দ্বজং যাপ্যং বর্জ্জ্যং মজ্জা স্থিসংশ্রিতং॥
ক্রিমিতৃড্ দাহমন্দাগ্নিসংযুক্তং যত্ত্রিদোষজং।
প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্ত-নেত্রং হতস্বরং॥
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহমানবং॥

রস রক্ত ও মাংসগত এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠসাধ্য মেদোগত দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠযাপ্য। অস্থি ও মজ্জাগত ক্রিমিব্যাপ্ত তৃষ্ণা দাহ ও মন্দাগ্নিযুক্ত এবং ত্রিদোষজ কুষ্ঠ অসাধ্য। যে রোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ স্রাবযুক্ত এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভগ্ন হয় এবং বমন বিবেচনাদি পঞ্চপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ও যাহাতে কোন ফল লাভ হয় নাই সে কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনৌডুম্বরং কফাৎ।
মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋষ্যাখ্যং বাতপিত্তজং॥
চর্ম্মৈককুষ্ঠং কিটীমং সিধ্মালসবিপাদিকাঃ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাঃ শ্লেষ্মপিত্তাদ্দদ্রুশতারুষী।
পুণ্ডরীকং স বিস্ফোটং পামাচর্ম্মদলং তথা॥
সর্ব্বৈঃ স্যাৎ কাকণং পূর্ব্বত্রিকং দদ্রু সকাকণং।
পুণ্ডরীকঋষ্যজিহ্ব চ মহাকুষ্ঠানি সপ্তত্॥

বায়ুদ্বারা কাপাল পিত্তদ্বারা ঔড়ম্বর কভদ্বার, মণ্ডলাখ্য ও বিচর্চ্চী বাতপিত্ত দ্বারা ঋষ্যাখ্য বাত শ্লেষ্মা দ্বারা চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, এককুষ্ঠ কিটীম, সিধ্ম অলসক ও বিপাদিক পিত্তশ্লেষ্ম দ্বারা দদ্রু শতারু পুণ্ডরীক বিস্ফোট পামা ও চর্ম্মদল এবং ত্রিদোস দ্বারা কাকণ নামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কাপাল ঔড়ুম্বর পুণ্ডরীক ও ঋষ্যজিহ্ব এই সাতটি মহাকুষ্ঠ অপর গুলি ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

শ্বিত্রঅর্থাৎধবলরোগের লক্ষণ।

কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং দারুণং ভবেৎ।
নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ং।
বাতরুক্ষারুণং পিত্তাতাম্রং কমলপত্রবৎ॥
সদাহং রোম বিধ্বংসি কফাচ্ছে্তং ঘন গুরু।
সকণ্ডুরং ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদস্থ চাদিশেৎ॥
বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরং॥

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক চিকিৎসা ও একপ্রকার এজন্য শ্বিত্র রোগ কুষ্ঠাধিকার লিখিত হইয়াছে। উভয়ের প্রভেদ এই কুষ্ঠ সান্নিপাতিক শ্বিত্র পৃথক্ পৃথক্ দোষে উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে শ্বিত্র কেবল রক্ত মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রাব হয়, কিন্তু ইহা অস্রাবী। শ্বিত্র অরুণবর্ণ হইলে কিলাস কওয়া যায়।

বাতজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় সাধ্য শ্বেত ও অন্তে লোহিতবর্ণ এবং দাহযুক্ত ও রোম নাশক কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ ঘন গুরু ও কণ্ডূযুক্ত এই অরুণাদি বর্ণদ্বারা শ্বিত্ররোগের রক্তাদির অধিষ্ঠান ও জানিবে; অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ মাংসাশ্রিত তাম্রবর্ণ ও মেদোগত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। রক্তাদি অধিষ্ঠান ভেদে দোষজ, শ্বিত্র বা ব্রণজ শ্বিত্র ক্রমান্বয়ে কষ্টসাধ্য হয়।

শ্বিত্রেরঅসাধ্য লক্ষণ।

অশুক্লরোমাবহুলমসংশ্লিষ্ট মিথে নবং।
অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যংশ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোন্যথা॥
গুহ্যপানিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনং।
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

যদি শ্বিত্ররোগ অচিরোৎপন্ন, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও অল্প পরিমিত হয় এবং উহা যদ্যপি অগ্নিদগ্ধজ না হয় ও শ্বিত্র স্থানের লোম সকল যদি শ্বেতবর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাধ্য ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য জানিবে। গুহ্য (লিঙ্গ ও যোনি) হস্ততল, পদতল ও ওষ্ঠজাত অথবা দীর্ঘ কালোৎপন্ন যে কিলাস বা শ্বিত্র তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

প্রসঙ্গাদগাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানু-লেপনাৎ।
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন এক শয্যায় শয়ন, রোগীর বস্ত্রমাল্য ও অনুলেপ ব্যবহার এই সমস্ত কারণে কুষ্ঠজ্বর রাজযক্ষ্মা নেত্রাভিষ্যন্দ (চোক উঠা) এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজাদি রোগ সমস্ত এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ এই সমস্তরোগ সংক্রামক।

অতঃপরসুশ্রুতোক্তকুষ্ঠেরবিবরন লিখিতহইতেছে।

মিথ্যাহারাচারস্য বিশেষাদ্গুরুবিরুদ্ধসাত্ম্যাজীর্ণাহীতাশিনঃ স্নেহপীতস্য বান্তস্য বা ব্যায়ামগ্রাম্যধর্ম্মসেবিনো গ্রাম্যানুপৌদকমাংসানি বা পয়সাভীক্ষ্ণমশ্নতো যো বা মজ্জত্যপসুম্মাভিতপ্তঃ সহসা ছর্দিংবা প্রতিহন্তিতস্য পিত্তশ্লেষ্মাণৌ প্রতপিতৌ প্রতিগৃহ্যানিলঃ প্রবৃদ্ধস্তির্যগ্নাঃ সিরাঃ সম্প্রতিপদ্য সমুদ্ধুয়বাহ্যং মার্গং প্রতিসমন্তাদ্বিক্ষিপতি। যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্ত্যেবমুৎপন্নস্তচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্যা প্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রতিপদ্যতে ধাতূন্ দূষয়ন্। তস্য পূর্ব্বরূপাণি তথ পারুষ্যমকস্মাদ্রোমহর্ষঃ কণ্ডূঃ স্বেদবাহুল্যমস্বদেনংবাঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপঃ ক্ষতবিসর্পমসৃজঃ কৃষ্ণতা চেতি॥

তত্রসপ্ত মহাকুষ্ঠান্যেকাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠচর্ম্মষ্টাদশ কুষ্ঠানি ভবন্তি তত্রমহাকুষ্ঠামঃ জন্তিঅরুণৌ ডুম্বরর্ষ্যরজিহ্বকপালকাকণকপুণ্ডরীকদদ্রুকুষ্ঠানীতি।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যপি স্থূলারুকং মহাকুষ্ঠমেককুষ্ঠর্ম্মচ্চদলং বিসর্পঃ পরিসপর্পঃ সিধ্ম বিচর্চ্চিকা কিটিমং পামারকসাচেতি॥ সর্ব্বানি কুষ্ঠানিসবতাণি সপিত্তাণি সশ্লেষ্মাণি স ক্রিমীণি চ ববন্ত্যুত্তসন্নতস্তু দোষগ্রহণমভি ভবাৎ॥

তত্র বা তেনারুণং পিত্তেনৌড়ুম্বরঋজিহ্ব কপালকাকণকানি॥ শ্লেষ্মণা পৌণ্ডরীকং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চেতি তেষাস্তু মহত্বং ক্রিয়াগুরুত্বমুত্তরোত্তবং ধাত্বনুপ্রবেশাদসাধত্বঞ্চেচি॥

তত্র বাতেনারুণাভানি তনূনি বিসর্পীণি তোদভেদস্বাপযুক্তান্যরুণানি॥ পিত্তেন পক্কোডুম্বরফলাকৃতিবর্ণন্যৌ ডুম্বরাণি॥ ঋষ্য জিহ্বাপ্রকাশখরত্বানি জিহ্বানি॥ কৃষ্ণঋষ্য কপালিকা সদৃশান্যতীব রক্তকৃষ্ণাণি কাকণকাণি॥ তেষাঞ্চতুর্ণাম প্যোষচোষপরিদাহধূমায়নানিক্ষিপ্রোত্থনপ্রপাকভেদিত্বানি ক্রিমিজন্ম চ সামান্যানি লিঙ্গানি॥

পুণ্ডরীকপত্রকাশানি পৌণ্ডবীকাণি। অতসী পুষ্পবর্ণানি তাম্রানি বা বিসর্পপীণি পিড়কাবন্তি চ দদ্রুকুষ্ঠানি তয়োর্দ্দয়োরপ্যুৎসন্নতা পরিমণ্ডলতা কণ্ডূশ্চিরথানত্বং চেতি সামান্যরূপাণি॥

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যত উর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। স্থূলানি সন্ধিষতিদারুণানি স্থূলারুষিস্থ্যঃ কটিনান্যরূংষি।

ষকোচ ভেদসপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহৎপূর্ব্বযুতে ভবন্তি॥ কৃষ্ণারুণং যেন ভবেচ্ছরীরং তদেক কুষ্ঠং প্রবদন্ত্যসাধ্যম্। স্থৈর্য্যেন কণ্ডব্যথনৌষচোষাস্তলেষু তচ্চর্ম্মনলং বদন্তি॥ বিসপর্প বৎসর্পতি সর্বতোয়ত্বগ্রক্তমাংসান্যভিভূয় শীঘ্রং। মূর্চ্ছাবিদাহারতিতোদপাকাংকৃত্বাবিসর্পস ভবেদ্বিকারঃ॥ শনৈঃ শরীবে পিড়কাঃ স্রবত্যঃ সর্পন্তি যাস্তং পরিসর্পমাহুঃ। কন্ডন্বিতং শ্বেতমপায়িসিধ্মবিদ্যাত্তনু প্রায়শ উর্দ্ধ কায়ে॥ রাজ্যোহতি কন্ডাক্তিরুজঃ সুরূক্ষাভবন্তি গাত্রেষু বিচর্ব্বিকায়াং। কণ্ডূমতিদাহরুহজোপপন্না বিপাদিকাপাদততেহমেব॥ যৎস্রাবিবৃত্তং ধনমুগ্রকণ্ডূ তৎস্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি। স্রাবাবকণ্ডুপরিদাহবন্তিঃ পামানুকাভি পিড়কাভিরূক্ষা॥ স্ফোটৈঃ সদাহেরতি সৈবকুচ্ছ্রঃ স্ফিক্পাণিপাদ প্রভবৈ নিরূপ্যা। কণ্ডন্বিতা যা পিড়কা শরীরে সংস্রাবহীনা রকসোচ্চতেসা॥ অরুঃ সসিধ্মং রকসা মহচ্চ যচ্চৈককুষ্ঠং কফজন্তুমুনি। বায়োঃ প্রকোপাৎপরিসর্পমেকং শেষাণি পিত্তপ্রভবাণি বিদ্যান॥

কিলাসমপি কাষ্ঠ বিকায়পএব। তত্রিবিধং বাতে ন পিত্তেন শ্লেষ্মণাচেতিকুষ্ঠ কিলাসায়াবন্তরস্থ গণতমেত কিলাস মপরি স্রাবি চ। তদ্বাতেন মণ্ডল মরুণং পুরুষং পরিধ্বংসি চ

পিত্তেন পদ্মপত্র প্রতীকাশং সপরিদাহঞ্চ। শ্লেষ্মণাপি শ্বেতং স্নিগ্ধং বহলং কণ্ডূমচ্চ॥ তেষু সম্বদ্ধ মণ্ডল মণ্ডেজাতং রক্তরোমচাঽসাধ্যমগ্নিদগ্ধঞ্চ। কুষ্ঠেষু রুক্ ত্বক্ সঙ্কোচস্বাপস্বেদ শোফ ভেদকৌণ্যস্বরোপধাতা বাতেন। পাকাবদরণাঙ্গুলিপতনকর্ণনাসাভঙ্গাক্ষিরাগসত্ত্বোৎপত্তয়ঃ পিত্তেন। কণ্ডূবর্ণ ভেদশোকাস্রাবগৌরবাণি শ্লেষ্মণা॥ তত্রাদিবলপ্রবৃত্তং পৌণ্ডরীকং কাকণং চাসাধ্যং॥ ভবন্তিচাত্র॥

তথা বনস্পতিজাতঃ প্রাপ্যকাল প্রকর্ষণং।
অন্তর্ভূমিং বিগাহেত মূলৈর্বৃষ্টি বিবর্দ্ধিতৈঃ॥
এবং কুষ্ঠং সমুৎপন্নং ত্বচি কালপ্রকর্ষতঃ।
ক্রমেণ ধাতূন্ব্যাপ্নোতি নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥
স্পর্শহানিঃ স্বেদনত্বমীষৎ কণ্ডূশ্চ জায়তে।
বৈবর্ণ্যং রুক্ষভাবশ্চ কুষ্ঠে ত্বচি সমাশ্রিতে॥
ত্বক্স্বাপোরোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাভি প্রবর্ত্তনম্।
কণ্ডূর্বিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে॥
বাহল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদগমঃ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে॥
দৌর্গন্ধ্যমুপদেহশ্চ পূয়োঽথ ক্রিময়স্তথা।
গাত্রাণাং ভেদনঞ্চাপি কুষ্ঠে মেদঃ সমাশ্রিতে॥
নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেচ ক্রিমিসম্ভবঃ।
ভবেৎস্বরোপধাতশ্চ অস্থিমজ্জসমাশ্রিতে॥
কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণঃ।
শুক্রস্থানগতে লিঙ্গং প্রাগুক্তাতি তথৈব চ॥
স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপথ্যান্তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপিকুষ্ঠীতং।
কুষ্ঠমাত্মবতঃ সাধ্যংতগ্রক্তপিশিতাশ্রিতম্॥
মেদোগতং ভবেদ্যাপ্যমসাধ্যমত উত্তরং।
ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধপরস্বহরণাদিভিঃ॥
কর্ম্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবং।
ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুন জর্জাতেঽপি গচ্ছতি॥
নাতঃ কষ্টতরোরোগো যথা কুষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং।
আহারাচারয়োঃ প্রোক্তা মাস্থায় মহতীং ক্রিয়াং॥
ঔষধীনাং বিশিষ্ঠানাং তপসশ্চ নিষেচনাৎ।
যস্তেন মুচ্যতে চ চক্ষুঃ সপুণ্যাঙ্গতি মাপ্নুয়াৎ॥
প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানু লোপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥
(সুশ্রুতোক্ত)

মিথ্যা আহার বা আচরণ করিলে বিশেষতঃ গুরুপাক বিরুদ্ধ অসাত্ম বা অজীর্ণ কর দ্রব্য, ভোজন করিলে গ্রাম্য অনূপ বা জলজাত জন্তুর মাংস দুগ্ধের [illegible] বিরেচন [illegible] ভোজন করিলে অথবা যে জল [illegible] পৃচ্ছন (কুপিত তাহাকে অবগাহন করিলে [illegible]) এবং মহৎ [illegible] কোন প্রকার বাধাপ্রযুক্ত ব[illegible] করিবে। অপর, [illegible]ইলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া ও কুপিত বলের অবিরোধীত মিলিত হইয়া, তির্য্যক্ গামিনী [illegible] সংশোধন প্রবেশপূর্ব্বক শরীরের বাহ্য প্রদে[illegible] বিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে দোষ বি[illegible] সেই সেই স্থানে ত্বকের উপরিভাগে মণ্ডলা[illegible] হইয়া ক্রমশঃ দোষ বৃদ্ধি হয়, প্রতীকার না করিলে অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে। ত্বকের পারুষ্যভার অকস্মাৎ রোমহর্ষ কণ্ডূ অতিশয় স্বেদ নিঃসরণ বা এককালীন স্বেদের অভাব নিঃসৃত রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা ও ত্বকের ম্লানতা পূর্ব্বক এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার। এবং ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ বিধ। অরুণ উড়ম্বর ঋষ্যজিহ্বা কপালক কাকনক পুণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ। স্থূলারুষ্ক (আয়ত ব্রণ) মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ চর্ম্মদল, বিসর্প, সিধ্ম বিচর্চ্চিকা, কটীম, পামা কুষ্ঠ, এই একাদশ বিধ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

সর্ব্ববিধ কুষ্ঠই বাতপিত্ত শ্লেষ্মা এবং কৃমি বিশিষ্ট। তাহার মধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ, পিত্ত কর্ত্তৃক ঔড়ুম্বর ঋষ্যজিহ্ব কপালক, কাকনক, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক পৌণ্ডরীক ও দদ্রু কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। তাহারা যতই ধাতুমধ্যে প্রবেশ করে, ততই মহৎ গুরুতর চিকিৎসা সাধ্য ও অসাধ্য হইয়া উঠে।

বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ বর্ণ তনু (পাতলা) বিসর্পী (চতুর্দ্দিকে ব্যাপনশীল) তোদ ভেদ ও ম্লানতা যুক্ত হইলে, তাহাকে অরুণ নামক কুষ্ঠ কহে। পিত্ত কর্ত্তৃক পক্ব উড়ুম্বর ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে তাহাকে ঔড়ম্বর কহে। ঋষ্যের (মৃগ বিশেষ)

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন এক শয্যায় শয়ন, রোগীর বস্ত্রমাল্য ও অনুলেপ ব্যবহার এই সমস্ত কারণে কুষ্ঠজ্বর রাজযক্ষ্মা নেত্রাভিষ্যন্দ (চোক উঠা) এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজাদি রোগ সমস্ত এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ এই সমস্তরোগ সংক্রামক।

অতঃপরসুশ্রুতোক্তকুষ্ঠেরবিবরন লিখিতহইতেছে।

মিথ্যাহারাচারস্য বিশেষাদ্গুরুবিরুদ্ধসাত্ম্যা জীর্ণাহীতাশিনঃ স্নেহপীতস্য বান্তস্য বা ব্যায়াম গ্রাম্যধর্ম্মসেবিনো গ্রাম্যানুপৌদকমাংসানি বা পয়সাভীক্ষমশ্নতো যো বা মজ্জত্যপস্বম্মাভিতপ্তঃ সহসা ছর্দিংবা প্রতিহন্তিতস্য পিত্তশ্লেষ্মাণৌ প্রতপিতৌ প্রতিগৃহ্যানিলঃ প্রবৃদ্ধস্তির্যগ্নাঃ সিরাঃ সম্প্রতিপদ্য সমুদ্ধূয়বাহ্যং মার্গং প্রতিসমন্তাদ্বিক্ষিপতি। যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্ত্যেবমুৎপন্নস্ত্বচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য্য প্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রতিপদ্যতে ধাতূন্ দূষয়ন্। তস্য পূর্ব্বরূপাণি তথ পারুষ্যমকস্মাদ্রোমহর্ষঃ কণ্ডূঃ স্বেদবাহুল্যমস্বদেনংবাঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপঃ তবিসর্পমসৃজঃ কৃষ্ণতা চেতি॥

তত্রসপ্ত মহাকুষ্ঠান্যেকাদশ ক্ষুদ্র কষ্ঠচর্ম্ম মষ্টাদশ কুষ্ঠানি ভবন্তি তত্রমহাকুষ্ঠামঃ জন্তি অরুণৌ ডুম্বরর্ষ্যরজিহ্বকপালকাকণকপুণ্ডরীকদদ্রুকুষ্ঠানীতি।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যপি স্থূলারুকং মহাকুষ্ঠমেককুষ্ঠর্ম্মচ্চদলং বিসর্পঃ পরিসপর্পঃ সিধ্ম বিচর্চ্চিকা কিটিমং পামারকসাচেতি॥ সর্ব্বানি কুষ্ঠানিসবতাণি সপিত্তাণি সশ্লেষ্মাণি স ক্রিমীণি চ ববন্ত্যত্বসন্নতস্ত দোষগ্রহণমভি ভবাৎ॥

তত্র বা তেনারুণং পিত্তেনৌড়ুম্বরঋজিহ্ব কপালকাকণকানি॥ শ্লেষ্মণা পৌণ্ডরীকং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চেতি তেষাস্ত মহত্বং ক্রিয়াগুরুত্বমুত্তরোত্তরং ধাত্বনুপ্রবেশাদসাধত্বঞ্চেচি॥

তত্র বাতেনারূণাভানি তনূনি বিসর্পীণি তোদভেদস্বাপযুক্তান্যরুণানি॥ পিত্তেন পক্কোডুম্বরফলাকৃতিবর্ণন্যৌ ডুম্বরাণি॥ ঋষ্য জিহ্বাপ্রকাশখরত্বানি জিহ্বানি॥ কৃষ্ণঋষ্য কপালিকা সদৃশান্যতীব রক্তকৃষ্ণাণি কাকণকাণি॥ তেষাঞ্চতুর্ণাম প্যোষচোষপরিদাহধূমায়নানিক্ষিপ্রোত্থনপ্রপাকভেদিত্বানি ক্রিমিজন্ম চ সামান্যানি লিঙ্গানি॥

পুণ্ডরীকপত্রকাশানি পৌণ্ডরীকাণি। অতসী পুষ্পবর্ণানি তাম্রানি বা বিসর্পীণি পিড়কাবন্তি চ দদ্রুকুষ্ঠানি তয়োর্দ্বয়োরপ্যুৎসন্নতা পরিমণ্ডলতা কণ্ডূশ্চিরথানত্বং চেতি সামান্যরূপাণি॥

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যত উর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। স্থূলানি সন্ধিষ্বতিদারুণানি স্থূলারুষিস্যুঃ কটিনান্যরূংষি।

ত্বকোচ ভেদসপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহৎপূর্ব্বযুতে ভবন্তি॥ কৃষ্ণারুণং যেন ভবেচ্ছরীরং তদেক কুষ্ঠং প্রবদন্ত্যসাধ্যম্। স্থর্য্যেন কণ্ডব্যথনৌষ চোষাস্তলেষু তচ্চর্ম্মনলং বদন্তি॥ বিসপর্প বৎসর্পতি সর্বতোয়ত্বগ্রক্তমাংসান্যভিভূয় শীঘ্রং। মূর্চ্ছাবিদাহারতিতোদপাকাংকৃত্বাবিসর্পস ভবেদ্বিকারঃ॥ শনৈঃ শরীবে পিড়কাঃ স্রবত্যঃ সর্পন্তি যাস্তং পরিসর্পমাহুঃ। কণ্ডন্বিতং শ্বেতমপায়িসিধ্মবিদ্যাত্তনু প্রায়শ উর্দ্ধ কায়ে॥ রাজ্যোহতি কণ্ডাক্তিরুজঃ স্বরূক্ষাভবন্তি গাত্রেষু বিচর্ব্বিকায়াং। কণ্ডূমতিদাহরুংহজোপপন্না বিপাদিকাপাদততেহমেব॥ যৎস্রাবিবৃত্তং ধনমুগ্রকণ্ডূ তৎস্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি। স্রাবাবকণ্ডুপরিদাহবন্তিঃ পামান্নকাভি পিড়কাভিরূক্ষা॥ স্ফোটৈঃ সদাহেরতি নৈবকৃচ্ছঃ স্ফিকৃপাণিপাদ প্রভবৈ নিরুপ্য্য। কণ্ডন্বিতা যা পিড়কা শরীরে সংশ্রাবহীনা রকসোচ্চতেসা॥ অরুঃ সসিধ্মং রকসা মহচ্চ যচ্চৈককুষ্ঠং কফজস্তমুনি। বায়োঃ প্রকোপাৎপরিসর্পমেকং শেষাণি পিত্তপ্রভবাণি বিদ্যান॥

কিলাসমপি কার্ষ্ঠ বিকারপএব। তত্রিবিধং বাতে ন পিত্তেন শ্লেষ্মণাচেতিকুষ্ঠ কিলাসায়াবন্তরস্ত গণতমেত কিলাস মপরি স্রাবি চ। তদ্বাতেন মণ্ডল মরুণং পুরুষং পরিধ্বংসি চ

পিত্তেন পদ্মপত্র প্রতীকাশং সপরিদাহঞ্চ। শ্লেষ্মণাপি শ্বেতং স্নিগ্ধং বহলং কণ্ডূমচ্চ॥ তেষু সম্বদ্ধ মণ্ডল মণ্ডেজাতং রক্তরোমচাঽসাধ্যমগ্নিদগ্ধঞ্চ। কুষ্ঠেষু রুক্ ত্বক্ সঙ্কোচস্বাপস্বেদ শোফ ভেদকৌন্থস্বরোপধাতা বাতেন। পাকাবদরণাঙ্গুলিপতনকর্ণনাসাভঙ্গাক্ষিরাগসত্ত্বোৎপত্তয়ঃ পিত্তেন। কণ্ডূবর্ণ ভেদশোকাস্রাবগৌরবাণি শ্লেষ্মণা॥ তত্রাদিবলপ্রবৃত্তং পৌণ্ডরীকং কাকণং চাসাধ্যং॥ ভবন্তিচাত্র॥

তথা বনস্পতিজ'াতঃ প্রাপ্যকাল প্রকর্ষণং।
অন্তভূ'মিং বিগাহেত মূলৈর্ব্ব'িষ্টি বিবর্দ্ধিতৈঃ॥
এবং কুষ্ঠং সমুৎপন্নং ত্বচি কালপ্রকর্ষতঃ।
ক্রমেণ ধাতূন্ব্যাপ্নোতি নরস্যপ্রতিকারিণঃ॥
স্পর্শহানিঃ স্বেদনত্বমীষৎ কণ্ডূশ্চ জায়তে।
বৈবর্ণ্যং রুক্ষভাবশ্চ কুষ্ঠে ত্বচি সমাশ্রিতে॥
ত্বক্স্বাপোরোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাভি প্রবর্ত্তনম্।
কণ্ডূর্বিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে॥
বাহুল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদগমঃ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে॥
দৌর্গন্ধ্যমুপদেহশ্চ পূয়োঽথ ক্রিময়স্তথা।
গাত্রাণাং ভেদনঞ্চাপি কুষ্ঠে মেদঃ সমাশ্রিতে॥
নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেচ ক্রিমিসম্ভবঃ।
ভবেৎস্বরোপধাতশ্চ অস্থিমজ্জসমাশ্রিতে॥
কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণঃ।
শুক্রস্থানগতে লিঙ্গং প্রাগুক্তাতি তথৈব চ॥
স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপথ্যস্তয়োর্জ'াতং জ্ঞেয়ং তদপিকুষ্ঠীতং।
কুষ্ঠমাত্মবতঃ সাধ্যংতগ্রক্তপিশিতাশ্রিতম্॥
মেদোগতং ভবেদ্যাপ্যমসাধ্যমত উত্তরং।
ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধপরস্বহরণাদিভিঃ॥
কর্ম্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবং।
ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুন জর্জ'াতেঽপি গচ্ছতি॥
নাতঃ কষ্টতরোরোগো যথা কুষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং।
আহারাচারয়োঃ প্রোক্তা মাস্থায় মহতীং ক্রিয়াং॥
ঔষধীনাং বিশিষ্ঠানাং তপসশ্চ নিষেচনাৎ।
যস্তেন মুচ্যতে চ চস্থঃ সপুন্যাঙ্গতি মাপ্নুয়াৎ॥
প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানু লোপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগশ্চ সঙ্ক্রামন্তি নরান্নরং॥
(সুশ্রুতোক্ত)

মিথ্যা আহার বা আচরণ করিলে বিশেষতঃ গুরূপাক বিরুদ্ধ অসাত্ম্য বা অজীর্ণ কর দ্রব্য, ভোজন করিলে গ্রাম্য অনূপ বা জলজাত জন্তর মাংস দুগ্ধের সহিত সর্ব্বদা ভোজন করিলে অথবা যে জল উষ্ণতার দ্বারা তাপিত তাহাকে অবগাহন করিলে অথবা বমনকালে কোন প্রকার বাধাপ্রযুক্ত বমন না হইতে পাইলে বায়ুবৃদ্ধি হইয়া ও কুপিত পিত্তশ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, তির্য্যক্ গামিনী সকল সিরামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরের বাহ্য প্রদেশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে দোষ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই সেই স্থানে ত্বকের উপরিভাগে মণ্ডলাকার হইয়া ক্রমশঃ দোষ বৃদ্ধি হয়, প্রতীকার না করিলে অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে। ত্বকের পারুষ্যভার অকস্মাৎ রোমহর্ষ কণ্ডূ অতিশয় স্বেদ নিঃসরণ বা এককালীন স্বেদের অভাব নিঃসৃত রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা ও ত্বকের ম্লানতা পূর্ব্বক এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার। এবং ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ বিধ। অরুণ উড়ম্বর ঋষ্যজিহ্বা কপালক কাকনক পুণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ। স্থূলারুক (আয়ত ব্রণ) মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ চর্ম্মদল, বিসর্প, সিধ্ম বিচর্চ্চিকা, কটীম, পামা কুষ্ঠ, এই একাদশ বিধ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

সর্ব্ববিধ কুষ্ঠই বাতপিত্ত শ্লেষ্মা এবং ক্রিমি বিশিষ্ট। তাহার মধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ, পিত্ত কর্ত্তৃক ঔড়ুম্বর ঋষ্যজিহব কপালক, কাকনক, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক পৌণ্ডরীক ও দদ্রু কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। তাহারা যতই ধাতুমধ্যে প্রবেশ করে, ততই মহৎ গুরুতর চিকিৎসা সাধ্য ও অসাধ্য হইয়া উঠে।

বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ বর্ণ তনু (পাতলা) বিসর্পী (চতুর্দ্দিকে ব্যাপনশীল) তোদ ভেদ ও ম্লানতা যুক্ত হইলে, তাহাকে অরুণ নামক কুষ্ঠ কহে। পিত্ত কর্ত্তৃক পক্ক উড়ুম্বর ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে তাহাকে ঔড়ম্বর কহে। ঋষ্যের (মৃগ বিশেষ)

জিহ্বার ন্যায় হইলে ঋষ্য জিহ্বা কহে। কৃষ্ণবর্ণ কপাল খণ্ডের সদৃশ হইলে কপাল কুষ্ঠ কহে।

কাকণন্তিকা (কুচ) ফলের ন্যায় অতীব কৃষ্ণ রক্তবর্ণ হইলে কাকণক কহে। শেষোক্ত চারিটির চোষ দাহ উষ্ণতা উত্থান, পাক ভেদ ও কৃমি জন্মান, সামান্যতঃ এই কয়েক প্রকার লক্ষণ হয়। পদ্মপত্রের ন্যায় আকৃতি হইলে পৌণ্ডরীক কহে। অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণ বা তাম্রবর্ণ বিসর্পী পিড়কা বিশিষ্ট হইলে দদ্রুকুষ্ঠ বলে। উৎসন্নতা (উন্নত হওয়া) পরিমণ্ডলতা (চাকা চাকা) কণ্ডূ ও বিলম্বে উত্থিত হওয়া, উপযুক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠের এই গুলি সামান্য লক্ষণ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ।

সন্ধিস্থানে অতিশয় দারুণ ও স্থূল ব্রণ হইলে তাহাকে স্থূলারুক কহে। ত্বকের সপ্তকাণ্ড ভাবে ভিন্নতা ও ম্লানতা এবং অঙ্গের অবসন্নতা এইগুলি মহাকুষ্ঠের লক্ষণ। যদ্দ্বারা শরীর কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তাহাকে এক কুষ্ঠ হয়। এই রোগ অসাধ্য। করতলে পদতলে কণ্ডূ ব্যাথা ও এবং চোষ জন্মিলে চর্ম্মদক কহে। বিসর্প রোগের ন্যায় ত্বক্ রক্ত ও মাংস দূষিত হইয়া ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইলে ও মূর্চ্ছা দাহ স্ফূর্ত্তি হীনতা ভেদে ও পাক এই সমস্ত উপদ্রব হইলে তাহাকে বিসর্পি কহে। পীড়কা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে পরিসর্প কহে।

শরীরের উর্দ্ধদেহে কণ্ড বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ অপ্রসরণশীল যে কুষ্ঠ জন্মে তাহাকে সিধ্ম কহে। শরীরে যে রেখাযুক্ত রুক্ষ এবং অতিশয় কণ্ডূ ও বেদনা বিশিষ্ট কুষ্ঠ জন্মে উহাকে বিচর্চ্চিকা কহে। পাদে কণ্ডূদাহ বেদনা বিষিষ্ট কুষ্ঠ হইলে বিপাদিকা কহে। মণ্ডলাকার ঘন উগ্র কণ্ডূ ও দাহ বিশিষ্ট হইলে পামা কহে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মিয়া এই রোগ-উৎপন্ন হয়।

প্রথমত কণ্ডূযুক্ত স্ফোট হইয়া পণিপাদ ও নিতম্ব দেশে জন্মিলে কচ্ছু (খোস) কহে। স্রাবহীন অথবা কণ্ডূ বিশিষ্ট পীড়কা জন্মিলে রকসা কহে। অরুক সিগ্ম বকসা, মহাকুষ্ঠ এবং এককুষ্ঠ হইয়া কফজ। পরিসর্প কুষ্ঠ বায়ুজন্য ও অবশিষ্ট সকল কুষ্ঠ পিত্তজন্য জন্মিয়া থাকে।

কিলাস (ছুলি) একপ্রকার কুষ্ঠ। ইহা ত্রিবিধ, বায়ুজনিত পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মা জন্য। উভয়ের ভেদ এই মণ্ডলাকার অরুণবর্ণ পুরুষ ও পরিধ্বংসি হয়। পিত্তজনিত হইলে পদ্মপত্র সদৃশ ও দাহযুক্ত হয় শ্লেষ্মা জন্য হইলে, শ্বেত স্নিগ্ধ বহুল ও কণ্ডূ বিশিষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে মণ্ডলাকার ও রক্তবর্ণ রোম বিশিষ্ট হইয়া শরীরের অন্তর্ভাগে জন্মিলে বা অগ্নিদগ্ধ হইলে অসাধ্য হয়। কুষ্ঠ রোগ বায়ুজন্য হইলে, বেদনা ত্বকের শঙ্কোচ ভাব ও ম্লানতা স্বেদ শোক ভেদ ক্ষীণতা (ক্ষয় হইয়া ছোট হওয়া) ও স্বরের উপঘাত হয়। পিত্তজনিত হইলে, পাক অবদারণ (ফাটিয়া যাওয়া) অঙ্গুলি পতন কর্ণ নাসা ভঙ্গ চক্ষু কর্ণ হয়।

শ্লেষ্মা জন্য হইলে, কণ্ডূ বর্ণ ভেদ, শোফ আস্রাব ও গৌরব জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে পিতা মাতার শুক্র শোণিত দোষে, পৌণ্ডরীক বা কাকণকে কুষ্ঠ রোগ জন্মিলে আরোগ্য হয় না।

যেমন বনস্পতি সমস্ত কাল সহকারে বৃষ্টির দ্বারা বর্দ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ ভূমির অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করে, কুষ্ঠ ও সেই প্রকার ত্বকে উৎপন্ন হইয়া প্রতীকার না করিলে কাল সহকারে ক্রমশঃ সকল ধাতুমধ্যে বিস্তার হইয়া পড়ে। কুষ্ঠ ত্বকে আশ্রয় করিলে, স্পর্শজ্ঞান থাকে না, স্বেদ ঈষৎ কণ্ডূ বিবর্ণতা ও রুক্ষতা এই লক্ষণ ঘটে শোণিতে আশ্রয় করিলে, ত্বকের সুপ্ততা, রোম হর্ষ স্বেদ ও কুষ্ঠে কণ্ডূ পূয ও কর্কশতা উৎপন্ন হয়। মাংসে আশ্রয় করিলে, কুষ্ঠে ভেদে স্ফোট স্থিরতা কার্কশ্য ও পীড়কা জন্মে; কুষ্ঠের বাহুল্য ও মুখশোষ হয়। মেদ আশ্রয় করিলে, কুষ্ঠে

দুর্গন্ধ উপদেহ (কীট বিশেষ ক্রিমি) পূয ও জন্মে এবং গাত্র ভেদ হয়।

অস্থিগত মজ্জা আশ্রয় করিলে, নাসভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষত স্থানে ক্রিমি জন্মান, ও স্বরের উপঘাত (স্বরভঙ্গ) এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শুক্রস্থান আশ্রয় করিলে, পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ হয়, এবং ক্ষীণতা, অঙ্গের সঞ্চালন শক্তির হ্রাস, সন্তেদ ও ক্ষত স্থান প্রশারিত হওয়া, এই লক্ষণ গুলিও জন্মে। কুষ্ঠ রোগ কর্ত্তৃক স্ত্রী অথবা পুরুষের শোণিত বা শুক্র দূষিত হইলে, তাহাদিগের যে সন্তান উৎপন্ন হয় সেও কুষ্টিত হইয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তির ত্বক্‌গত রক্তগত বা মাংস গত কুষ্ঠ সাধ্য, মেদ গত হইলে যাপ্য এবং মেদের উত্তর (অস্থি প্রভৃতি) কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, অসাধ্য হয়। ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা সাধু হত্যা পরস্ব হরণ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে এই পাপকুষ্ঠ রোগ জন্মে বলিয়া কথিত আছে। শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে যে কুষ্ঠ রোগে মৃত্যু হইলে পুনঃ জন্মে ও কুষ্ঠ রোগ হয়। অতএব কুষ্ঠের ন্যায় অসাধ্য ব্যাধি আর নাই। আহার আচারের দ্বারা বা শাস্ত্রোক্ত কোন মহতী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা, অথবা বিশিষ্ট ঔষধ অথবা তপস্যার দ্বারা এই রোগ হইতে যে ব্যক্তি মুক্ত হন, তিনি পবিত্র গতি লাভ করেন। একত্র শয়ন ভোজন বা উপবেশন বা আলাপ করিলে, সংস্পর্শ হইলে নিশ্বাস লাগিলে, অথবা রোগীর বস্ত্র মাল্য বা অনুলেপন ব্যবহার করিলে, কুষ্ঠ জর শোষ ও চর্ম্মের অভিষ্যন্দ রোগ প্রভৃতি সমস্ত ঔপসর্গিক পীড়া, এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগচিকিৎসা।

বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষোরক্তস্য বিরেচনং চাগ্রম্॥
পুচ্ছনমল্পে কুষ্ঠে মহতি চ শস্তঃ শিরাব্যধনম্।
বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠী বহুশোঽনুরক্ষতা প্রাণান্॥

বাতপ্রধান কুষ্ঠরোগে ঔষধ সহযোগে পাচিত ঘৃত ও তৈল বিশেষ হিতকর, শ্লেষ্মপ্রধান কুষ্ঠরোগে বমন এবং পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন মহোপকারক। এতদ্ব্যতীত অল্পকুষ্ঠে পৃচ্ছন (অল্প পরিমাণে রক্ত মোক্ষণরূপ ক্রিয়া) এবং মহৎ কুষ্ঠে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অপর, বহুদোষবিশিষ্ট কুষ্ঠরোগীকে বলের অবিরোধীভাবে পুনঃপুনঃ অল্প অল্প করিয়া সংশোধন করিবে।

পঞ্চকষায়।

বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্য ফলিনীত্বচঃ।
কষায়োমধুনাপীতোবান্তিকৃন্মদনান্বিতঃ॥
বিরেচনন্তু কর্ত্তব্যং ত্রিবৃদ্দন্তীফলত্রিকৈঃ॥

বচ, বাসকমূল, পটোলমূল, নিমছাল ও প্রিয়ঙ্গুছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উহা কুষ্ঠরোগীকে বমনার্থ পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইয়া শরীর পরিষ্কৃত হয়।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত তেঁউড়ীমূলের চূর্ণ ও দন্তীমূল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া কুষ্ঠরোগীর বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

যে কুষ্ঠরোগীর রক্তমোক্ষণ ও দোষ নিঃসারিত করা হইয়াছে এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পক্ষে কুষ্ঠনাশক প্রলেপ সকল মহোপকার সংসাধিত করে।

মনঃশিলা, হরিতাল ও মরিচ, এইদ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সর্ষপতৈল ও

আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

ডহকরঞ্জর বীজ ও কুড়, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিবে।

আরগ্বধঃ সৈড়্গজঃ করঞ্জো
বাসা গুড়ূচী মদনং হরিদ্রে।
শ্র্যাহবঃ সুরাহবঃ খদিরোধবশ্চ
নিম্বোবিড়ঙ্গং করবীরকশ্চ॥
গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জ্জোলশুন শিরীষঃ
সলোমশো গুগ্গুলুকৃষ্ণগন্ধে।
ফণিজ্ঝকোবৎসকসপ্তপর্ণ্যো
পীলুনি কুষ্ঠং সুমনঃ প্রবালঃ॥
বচা হরেণু স্ত্রিবৃতা নিকুম্ভো
ভল্লাতকং গৈরিক মঞ্জনঞ্চ।
মনঃ শিলালে গৃহধুম এলা
কাশীশলোধ্রার্জ্জুনমুস্তসর্জ্জাঃ॥
ইত্যর্দ্ধরূপৈর্বিহিতাঃ ষড়েতে
গোপিত্তপীতাঃ পুনরেব পিষ্টাঃ।
সিদ্ধাঃ পরং সর্ষপতৈল যুক্তা
শ্চূর্ণ প্রদেহা ভিষজা প্রযোজ্যাঃ॥
কুষ্ঠানি কৃচ্ছ্রাণি নবং কিলাসং
সুরেন্দ্রলুপ্তং কিটিমং সদদ্রুম্।
ভগন্দরার্শাং স্যপচীং সপামাং
হন্যুঃ প্রযুক্তা অচিরান্নরাণাম্॥

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি গোপিত্ত দ্বারা সপ্তাহ ভাবনা দিয়া সর্ষপতৈলের সহিত কিম্বা চূর্ণ ও প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

(১) শোণালুর পত্র, চাকুন্দের পত্র, ডহকরঞ্জার বীজ, গুলঞ্চ, মদনফল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

(২) নবনীতখোটী; দেবদারু, খদির, বচ, নিম্বপত্র, বিড়ঙ্গ ও করবীরছাল।

(৩) ভূর্জ্জপত্রগ্রন্থি, রসোন, শিরীষ, হিরাকস, গুগ্গুলু ও শজিনা।

(৪) তুলসী, ইন্দ্রযব, ছাতিম, পীলুফল, কুড়ঃ ও সুমনঃ প্রবাল (জাতীপুষ্পবৃক্ষের পত্র।)

(৫) বচ, রেণুকা, তেউড়ী, দন্তী, ভেলা, গৈরিক ও রসাঞ্জন।

(৬) মনঃশীলা, হরিতাল, গৃহধুম, ছোট এলাচী, হিরাকস্ লোধকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, মুথা ও সর্জ্জরস (ধুনা)।

মনঃ শিলাত্বক্ কুটজাং সকুষ্ঠাং
সলোমশঃ সৈড়গজঃ করঞ্জঃ।
গ্রন্থিশ্চ ভোজঃ করবীর মূলং
চূর্ণানি সাধ্যানি তুষোদকেন॥
পলাশনির্দাহরসেন বাপি
কর্ষোদ্ধৃতাস্যাঢ়ক সম্মিতেন।
দার্ব্বীপ্রলেপং প্রবদন্তিলেপ
মেতৎ পরং কুষ্ঠবিনাশনায়॥

মনঃশিলা, কুড়চিরছাল, কুড়, হিরাকস্, চাকুন্দের বীজ, ডহকরঞ্জার বীজ, ভূর্জ্জপত্রগ্রন্থি ও শ্বেতকরবীরমূল, এই পদার্থগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণ করিবে, এবং ষোলসের তুষোদক বা ষোলসের পলাশ নির্দাহ রসে পাক করিয়া তৎসহযোগে উক্তচূর্ণ পদার্থগুলি মিশ্রিত করিয়া লইবে। পলাশনির্দ্দাহরস যথা, পলাশবৃক্ষের প্রধানমূল ছেদন করিয়া সেই ছিন্নমূলের নিম্নপ্রদেশে একটী কলসী স্থাপন করিবে। তদনন্তর উল্লিখিত পলাশ-বৃক্ষটি তৃণাদিদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে উল্লিখিত কলসীতে যে রস পতিত হইবে, সেই রসকে পলাশনির্দ্দাহরস কহে। এই প্রকার নিয়মে প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠাদ্য।

কুষ্ঠং হরিদ্রে সুরসং পটোলং
নিম্বাশ্বগন্ধে সুরদারুশিগ্রূ।
সসর্ষপং তুম্বুরু ধান্যবন্য
চণ্ডাশ্চ দূর্ব্বাশ্চ সমানিকুর্য্যাৎ॥
তৈস্তক্রপিষ্টৈঃ প্রথমং শরীরং
তৈলাক্তমুদ্বর্ত্তয়িতুং যতেত।
তথাস্যকণ্ডূঃ পিড়কাঃ সকোঠাঃ
কুষ্ঠানি শোথশ্চ শমং প্রয়ান্তি॥

কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তুলসী, পটোলপত্র, নিমছাল, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, শাজিনারছাল, সর্ষপ, তুম্বুরু, ধনিয়া, বস্ত, চোরপুষ্পী, ও দুর্ব্বা-ঘাস, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর কুষ্ঠরোগীর গাত্রে সর্ষপতৈল মাখাইয়া উল্লিখিত তক্রযুক্ত পদার্থ উহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কণ্ডূ, পীড়কা, কোষ্ঠ, কুষ্ঠ, ও শোথবিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, চিতার-মূল, ভেলা, সোমরাজী, লৌহভস্ম ও ভৃঙ্গরাজ, এই সমস্ত দ্রব্য পরস্পর ভাগবৃদ্ধির নিয়মানু-সারে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন ও সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, সোমরাজী, সর্ষপ, ডহকরঞ্জার বীজ ও হরিদ্রা, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দা, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ ও বেদনা নিবারিত হয়।

দুর্ব্বাঘাস, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দে ও তুলসী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজি ও তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তিনবার মাত্র লেপন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ নিবারিত হয়।

ধুনা, তুন, চাকুন্দে, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পানীয়ভক্তের জল-দ্বারা পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দদ্রু-কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চাকুন্দের বীজ, আমলকী, ধুনা ও সিজের ছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মূলাশাকের বীজ, আপাঙ্গের রসের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথবা মূলা বীজ কদলীর ক্ষারজলের সহিত পেষণপূর্ব্বক তাহাতে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে সিধ্মনামক কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধক ও যবক্ষার একত্র পেষণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে সিধ্মনামক কুষ্ঠ আশু বিনষ্ট হয়।

কাসমর্দ্দবীজ (কালকাসুন্দে বীজ) মূলা-শাকের বীজ ও গন্ধক এই পদার্থগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য সিধ্ম নামক কুষ্ঠরোগের মহোপ-কার সংসাধিত হয়।

আমলকীর রস, ধুনা ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে সিধ্মনামক কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুড়, মূলাশাকের বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে বহুদিন জাত সিধ্মকুষ্ঠ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নীলঝিণ্টী পত্র পেষণ করিয়া তাহার রস গাত্রে পুনঃ পুনঃ মালিশ করিবে, তদনন্তর মূলা শাকের বীজ তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে সিধ্মকুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চাকুন্দেবীজ সিজের ক্ষীরের সহিত সাত দিবস ভাবনা দিয়া প্রদান করিয়া গোমূত্রের সহযোগে পেষণ করিবে। তদনন্তর উহা রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে কিটিম নামক কুষ্ঠ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোণালুর পত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্মনামক কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

> বিজানী বা মূলকসর্ষপাণাং
> লাক্ষারাজ্যো প্রপুন্নাড়বীজম্।
> শ্রীবেষ্টরুব্যোষবিড়ঙ্গকুষ্ঠং
> পিষ্ট্বা চ মূত্রেণ তু লেপনং স্যাৎ॥

দদ্রুণি সিধ্মং কিটিমানি পামাং
কপালকুষ্ঠং বিষমঞ্চ হন্যাৎ ॥

মূলাশাকের বীজ, সর্ষপ, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ, নবনীতখোটী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, ও কুড়, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। ইহা গাত্রে লেপন করিলে দদ্রু, সিধ্ম, কিটিম, পামা ও কাপালকুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, কাঁজি সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ প্রদান করিলে, ক্রিমি, সিধ্ম, দদ্রু, কিটিম, পামা ও কাপালকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্নুকৃকাণ্ডে সর্ষপাং কল্কঃ কুকূলানল পাচিতঃ।
লেপাদ্বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগইব দ্রুপাম্ ॥

সিজা বৃক্ষের কাণ্ডের (গুড়ির) কিয়দংশের অভ্যন্তরে গর্ত্ত করিবে। তদনন্তর উক্ত গর্ত্ত পেশিত শ্বেতসর্ষপ, দ্বারা পূর্ণ করিয়া নিজের অপর কাণ্ডদ্বারা উহা আচ্ছাদন করিবে। এবং কুশ প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিয়া কর্দ্দমদ্বারা পূর্ণ করিয়া লেপন করিবে। তদনন্তর গোময় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া উল্লিখিত শ্বেতসর্ষপ গুলি চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ গাত্রে লেপন করিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

স্নুক্ কাণ্ডে শুষিরে দগ্ধা গৃহধূম সসৈন্ধবম্।
অন্তর্দ্ধমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্ব্বিকাম্॥

সিজ বৃক্ষের কাণ্ডদেশর কিয়দংশের অভ্যান্তর ভাগ খুলিয়া তন্মধ্যে সৈন্ধবলবণ ও গৃহধুম পূর্ণ করিবে, এবং উক্ত সিজকাষ্ঠ একটি নূতন হাড়ির মধ্যে রাখিয়া সরার দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর উক্ত হাড়ির নিম্নে জ্বাল দিতে দিতে হাড়িমধ্যস্থ বস্তু ভস্মীভূত হইলে নামাইয়া উল্লিখিত ভস্ম গ্রহণ করিবে। উক্ত ভস্ম সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে চিচর্চ্চিকা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চাকুন্দের বীজ, তিল, সর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ ও বিটলবণ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া দধির-মাতে তিনদিবস আপ্লুত করিয়া রাখিবে। তদনন্তর উক্ত পদার্থদ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও কুষ্টরোগ নিবারিত হয়।

ধস্তুরবীজ চূর্ণ ও চারিগুণ মানকচুর ক্ষার-জলের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া মালিশ করিলে বিপাদিকা আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জল ও শস্যযুক্ত নারিকেলের মধ্যে তণ্ডুল পূরিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তণ্ডুল গাত্রে লেপন করিলে দীর্ঘকালজাত বিপাদিকা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্জ্জরসঃ সিন্ধুসগুবগুড়মধুনহিষাক্ষগৈরিকং সঘৃতম্।
সিক্থকমেতং পক্বং পাদস্ফুটনাপহং সিদ্ধম্ ॥

ধুনা, সৈন্ধবলবণ, গুড়, মধু, শোধিত গুগ্গুলু গেরিমাটি, ঘৃত ও মোম, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া লইবে। এইঔষধ প্রয়োগ করিলে পাদস্ফুটন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সোমরাজী, কালকাসন্দাবীজ, চাকুন্দা বীজ, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দধিরমাত বা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে কচ্ছু ও কণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসকের কোমলপত্র ও হরিদ্রা, এই উভয়-বিধ পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিরা লেপণ করিলে তিনদিবসের মধ্যে কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাচূর্ণ একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একপোয়া পরিমাণে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কচ্ছু ও পামারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতকী গোমূত্রের সহিত প্রতিদিন সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কচ্ছু, পামা, শোথ, পাণ্ডু, গুল্ম ও প্রমেহরোগ দ্রবীভূত হইয়া থাকে।

শোধিত গন্ধক চূর্ণ সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া

সূর্য্যসন্তাপে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধভোজী হইয়া তিনদিবস কাল সেবন ও গাত্রে মালিস করিলে দেহ সুবর্ণের দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, সিজপত্র, শোনালুরপত্র, কাকমাচীর পত্র, দারুহরিদ্রা ও চাকুন্দাবীজ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তক্রের সহিত পেষণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মালিস করিলে পামা প্রভৃতি কুষ্টরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সিন্দুর ও মরিচচূর্ণ, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মহিষদুগ্ধের নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে অথবা করবীমূলের সহযোগে পাচিতৈতল মালিশ করিলে পামা নামক কুষ্টরোগ প্রশমিত হয়।

মাংসীচন্দনসম্পাককরঞ্জারিষ্টসর্ষপম্।
যষ্টিকুটজদাব্যব্দং হন্তি কণ্ডূময়ং গণঃ॥

জটামংসী, রক্তচন্দন শোণালুফল, ডহরকরঞ্জার বীজ, নিমপাতা, সর্ষপ, যষ্টিমধু, কটরু, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে পেষণকরিয়া গাত্রে মালিশ করিলে কণ্ডূ নিবারিত হইয়া থাকে।

ভল্লাতকদ্বীপিসুধার্ক মূলং
গুঞ্জাফলং ত্র্যূষণশঙ্খ চূর্ণম্॥
তুত্থ সকুষ্ঠং লবণানি পঞ্চ
ক্ষারদ্বয়ং লাঙ্গলিকাঞ্চ পক্ত্বা।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধে ঘনময়েসন্থং
শলাকয়া তন্না বিদধীতলেপম্।
কুষ্ঠেকিলাসে তিলকালে চ
অশেষদুর্নামসু চর্ম্মকীলে॥

ভেলা, চিতারমূল, সীজেরমূল, আকন্দমূল, গুঞ্জাফল, মরিচ, পিপুল, শুঠ, শঙ্খচূর্ণ, তুঁতিয়া কুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ও লাঙ্গলিকা এই দ্রবাগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সীজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ শলাকায় করিয়া নানাবিধ কুষ্ঠে লাগাইলে মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

কাঠবিষ, বরুনছাল, হরিদ্রা, চিতারমূল, গৃহধূম, ভেলা, মরিচ, ও দূর্ব্বাঘাস. এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণকরিয়া সীজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ শলাকায় করিয়া কুষ্টস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলে নানাবিধ কুষ্ট সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শশাঙ্কলেখা সবিড়ঙ্গসারা
সপিপ্পলীকা সহুতাশমূলা।
সায়োমলা সামলকা সতিলা
সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপহন্তি লীঢ়া॥

সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, চিতারমূল, মণ্ডুর ও আমলকী, এইদ্রব্যগুলিরচূর্ণ সমভাগে গ্রহণকরিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ লেহণপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্টরোগ নিবারিত হয়।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীত দেহো
যঃ সোমরাজী নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিল দ্বিতীয়াং
সসোমরাজীং বপুষাধিশেতে॥

অতিশয় কুষ্টরোগাক্রান্ত ব্যক্তি সোমরাজী এক সিকি ও কৃষ্ণতিল এক সিকি পরিমাণে প্রত্যহ সেবন বরিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবাধে এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে রোগোন্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল সুধাকরের ন্যায় কান্তিলাভ করিয়া থাকে।

একমাত্র দুগ্ধ আহার করি৷ উষ্ণজলের সহিত সোমরাজী অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে যথাসাধ্য রৌদ্র সন্তাপ গাত্রে লাগাইলে তিন সপ্তাহের মধ্যে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণতিল একভাগ ও সোমরাজী দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে গুহ্যস্থানস্থ দদ্রু-বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সোমরাজী অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিয়া ঘৃতান্ন সেবন

করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবকষায়।

ত্রিফলাপটোলরজনীমঞ্জিষ্ঠারো হিনীবচানিম্বৈঃ।
এষকষায়োঽভ্যস্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, হরিদ্রা, কটকী, বচ ও নিম্বপত্র ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এইকাথ কিছুদিন পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গলঞ্চের রস উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে করিবে এবং উক্ত রস জীর্ণ হইলে ঘৃত বা যুষের সহিত অথ সেবন করিলে গলিত কুষ্ঠরোগ অথবা সেবন করিলে গলিত কুষ্ঠরোগ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

পটোলখদিরারিষ্ট ত্রিফলাকৃষ্ণবেত্রজম্।
তিক্তাশনঃ পিবেৎকাথং কুষ্ঠী কুষ্ঠং ব্যপোহিতি ॥

পটোলপত্র, খদির, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণবেত্র, কটকী ও পীতশাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ কিছু দিবস পান করিলে কুষ্টরোগ অপনীত হইয়া থাকে।

তিলাজ্যত্রিফলাক্ষৌদ্রব্যোষভল্লাতশর্করাঃ।
বৃষ্যাঃ সপ্তসমোমেধ্যাঃকুষ্ঠহা কামচারিণঃ ॥

তিল একভাগ, ঘৃত একভাগ, ত্রিফলা এক ভাগ, মধু একভাগ, ও চিনি একভাগ, ত্রিকটূ একভাগ ; এই দ্রব্যগুলির যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া সমুদয় পদার্থগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে আহারাদি করিলেও কুষ্টরোগ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কুষ্ট, কৃমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুভদিনে সিদ্ধিপত্র, গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে দুগ্ধ ও ঘৃতভোজী ব্যক্তি উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকাল কুষ্টরোগ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টং মরিচামলকানি বা।
সজয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

হরীতকী ও নিম্বপত্র, এই উভয় পদার্থ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ পাদার্থ সেবন করিলে কিম্বা মরিচচূর্ণ ও আমলকীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে একমাস অথবা দেড়মাস মধ্যে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিশ্চয়ই বিদূরীত হয়।

দহ্যমানচ্চ্যুতঃ কুম্ভে মূলগে খদিরাদ্রসঃ।
সাজ্যধাত্রীরসক্ষৌদ্রী হন্ত্যাৎ কুষ্ঠং রসায়নম্ ॥

খদিরবৃক্ষের প্রধানমূল ছেদন করিয়া তাহার নিম্ন প্রদেশে একটী কলসী স্থাপন করিবে এবং তৃনাদিদ্বারা বৃক্ষটি আচ্ছাদন করিয়া অগ্নিজ্বালিয়া দিবে। এইপ্রকার করিলে পর উল্লিখিত কলসীতে যে রস পতিত হইবে, সেই রস ও আমলকীর রস সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কুষ্টরোগ দূরীভূত লয়, এবং শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে।

কাকমাচী, কালকুষ্মণ্ডাবীজ, কুড় ও পিপুল, এইদ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে মালিস করিলে শ্বিত্রদোষ (ধবলকুষ্ট) দূরীভূত হইয়া থাকে।

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, নীজ ও সোণালুবৃক্ষ, ইহাদিগের পত্র এবং জাতীপত্র গোমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

গজচিত্রব্যাঘ্রচর্ম্মমসীতৈলবিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকীটবিলেপনাৎ॥

গজচর্ম্ম ও চিত্রব্যাঘ্র চর্ম্ম, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে কিম্বা পূতিকীটের মসী লেপন করিলে শ্বিত্ররোগ অপনীত হইয়া থাকে।

সোমরাজী অর্দ্ধসের ও হরিতাল অর্দ্ধপোয়া, এই উভয় পদার্থ গোমূত্রের সহিত্র পেষণ করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে শিত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্কাথং সীহাবলগুজ সংযুতম্।
শঙ্খেন্দুধবলং শ্বিত্রং তূর্ণং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদির, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত সোমরাজীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন কবিলে শঙ্খ ইন্দু, ধবল ও শ্বিত্ররোগ নিশ্চয় দূরীভূত হইয়া থাকে।

গজপুরীষের ক্ষার ৩২ সের গ্রহণ করিয়া ১৯২ সের গজমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া একুশবার ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে। উক্ত জলের সহিত ৪০৯ তোলা সোমরাজী বীজ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে।

এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই গুড়িকা শ্বিত্রস্থানে ঘর্ষণ করিলে রোগী প্রকৃত বর্ণ লাভ করিয়া থাকে।

শ্বেত জয়ন্তীর মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লইবে এবং উহা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া রবিবারে পান করিলে শ্বিত্ররোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চনিম্ব।

পুষ্পকালেতু পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ।
সংচূর্ণ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্‌ মুলানি দলানিচ॥
দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলা ত্র্যুষণং ব্রাহ্মী শ্বদং ষ্ট্রারুস্করাগ্নিকাঃ॥
বিড়ঙ্গসারবারাহী লোহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ।
হরিদ্রাদ্বয়বাগুজীব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ॥
কুষ্ঠেন্দ্রযবপাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্।
খদিরাশননিকানাং ঘনক্কাথেন ভাবয়েৎ॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বস্ত মার্কস্বরসে ন তু।
স্নিগ্ধশুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভেদিনে॥
মধুনা তিক্ত হবিষা খদিরাশন বারিণা।
লেহ্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যাপলং পিবেৎ॥
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চযৎ।
বিচর্চ্চিকোড়ুম্বরপুণ্ডরীক কপালদদ্রুকিটিমালসাদীন্॥
শতারুবিস্ফোটবিসর্পপামাং কফপ্রকোপং ত্রিবিধং কিলাসম্।

ভগন্দরশ্লীপদবাতরক্তং
জাতান্ধ্যনাড়ীব্রণশীর্ষরোগান্॥
সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্
দ্রংষ্ট্রা বিষং মূলবিষং নিহন্তি।
স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরশ্চ
সুশ্লীষ্টসন্ধির্ম্মধুলোপযোগাৎ॥
সমোপযোগাদপি যে দশন্তি
সর্পাদয়োযান্তি বিনাশমাশু।
জীবেচ্চিরঃ ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ
শুভে রতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ॥

নিম্বের পুষ্প, ফল, ছাল ও মূল প্রত্যেকে ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, রক্তপিতার মূল, বিড়ঙ্গ, বারাহিকন্দ (চামর কসী আলু) লৌহভস্ম, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, শোনালু ফল, চিনী, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি, প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া

লইবে। তদনন্তর খদির, পীতশাল ও নীম-ছালের গাঢ় ক্বাথে এবং ভৃঙ্গরাজের রসে যথা-ক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা কুষ্ঠ রোগীকে সংশোধন করিয়া এই ঔষধ মধু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত খদিরোদক, পীত-শালের ক্বাথ বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। পথ্য সম্বন্ধে ও ঘৃতাদিযুক্ত লঘু অন্ন ব্যবহার করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ না হইতে ভোজন নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা বিচর্চ্চিকা, উড় স্বর পুণ্ডরীক কপাল, দদ্রু, কিটিম, ও অলস প্রভৃতি কুষ্ঠ এবং শতারু, বিস্ফোট, বিসর্প, কফজনিত ত্রিবিধ বিলাস, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতরক্ত, জাত্যন্ধ নাড়ীব্রণ, শিরোরোগ, প্রমেহ, দংষ্ট্রাবিষ ও মূলবিষ বিদূরীত হইয়া থাকে।

একবিংশতিক গুগ্‌গুলু।

চিত্রকত্রিফলাব্যোষমজাজীং কারবীং বচাম্।
সৈন্ধবাতিবিষে কুষ্ঠং চব্যৈলাযাবশূকজম্ ॥
বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ মুস্তান্যমরদারু চ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি তাবন্মাত্রন্তুগুগ্‌গুলুম্ ॥
সংক্ষুদ্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতর্ভোজনকালে চ ভক্ষয়েত্তু যথা বলম্ ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ দুষ্টব্রণানি চ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্ ॥
গৃধ্রসীমথ ভগ্নঞ্চ গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি।
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতাং শ্চান্যান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্।

রক্তচিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চরিচ, পিপুল শুঁঠ কৃষ্ণ জীরা, সূক্ষ্মজীরা, বচ, সৈন্ধব, আতুষ, কুড়, চই, ছোট এলাচি, যবক্ষার বিড়ঙ্গ, যমানী মুথা, ও দেবদারু, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে উক্ত সমস্ত চূর্ণ পদার্থের সমপরিমাণে শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল সংযোগে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে এবং ভোজন সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গ্রহণী, অর্শঃ মুখরোগ, গলরোগ, গৃধ্রসী, ভগ্ন ও গুল্মরোগ আশু নিবৃত্তি পায়।

ভল্লাতক কষায়।

পঞ্চভল্লাতকাংশ্ছিত্বা সাধয়েদ্বিবিধজলে।
কষায়ং তৎপিবেচ্ছীতং ঘৃতেনাক্তোষ্ঠতালুকঃ ॥
পঞ্চবৃদ্ধ্যা পিবেদ্যাবৎ সপ্ততিং হ্রাসয়েত্ততঃ।
জীর্ণেঽদ্যাদোদনং শীতং ঘৃতক্ষীরোপসংহিতম্ ॥
এতদ্রসায়নঃ মেধ্যং বলীপলিত নাশনম্।
কুষ্ঠার্শঃ ক্রিমিদোষঘ্নং দুষ্টশুক্রবিনাশনম্ ॥

ভেলা পাঁচটী গ্রহণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর রোগী ওষ্ঠ ও মুখ গহ্বরস্থ তালুতে ঘৃত মালিশ করিয়া উক্ত ক্বাথ পান করিবে। এই প্রকার পিপ্পলী বর্দ্ধমানের নিয়মানুসারে প্রতিদিন পাঁচটি করিয়া বৃদ্ধি করিবে যে পর্য্যন্ত না সপ্ততিসংখ্যক ভেলা হয়, তদনন্তর পুনঃ পাঁচটি করিয়া ক্রমে হ্রাস করিয়া লইতে হইবে। (কিন্তু এই ঔষধ এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহৃত হয় না,) এইক্ষণে অপেক্ষা অনেক ন্যূনমাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত ক্বাথ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত যুক্তশীতল অন্ন আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা ব্যবহারে কুষ্ট, অর্শঃ, ক্রিমি, ও দুষ্টশুক্র বিনষ্ট হয় এবং বলিও পলিতাদি বার্দ্ধক্য লক্ষণ দূরীভূত হইয়া যৌবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভল্লাতক তৈল।

তৈলং ভল্লাতকানাঞ্চ পিবেন্মাসং যথা বলম্।
সর্ব্বোপতাপনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং দৃঢ়ঃ ॥

যথাপ্রয়োজন ভেলা গ্রহণ করিয়া একটি পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক উহার মুখ এক খানি সরার দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং উল্লিখিত পাত্রের নিম্নপ্রদেশে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবে। তদনন্তর ভূগর্ভে একটি গর্ত্ত করিয়া একটি কাচের বাটী স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি উল্লিখিত ভেলা পূর্ণ পাত্রটী এরূপ ভাবে বসাইবে যে যেন উহার ছিদ্রটি কাচের

বাটীর ঠিকমধ্যে পড়ে। এই প্রকারে উক্ত পাত্র স্থাপিত হইলে তদুপরি ঘুইটার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। এই প্রকার কিছুক্ষণ অগ্নিসন্তাপ পাইলে ভেলা হইতে তৈল নির্গত হইয়া কাচপাত্রে পতিত হইবে। তদনন্তর উক্ত তৈল গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় কুষ্ঠ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই তৈল এক মাস কাল সেবিত হইলে কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বর্জ্জিত হইয়া নিরাপদে শত বৎসর জীবিত থাকে।

খদির প্রয়োগ।

প্রলেপ, মালিশ, স্নান, পান ও ভোজন কার্য্যে খদিরের ক্বাথ ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তিক্তষট্ পল ঘৃত।

নিম্বপটোলং দার্ব্বীং দুরালভাং তিক্তকরোহিণী ত্রিফলাম্।
কুর্য্যাদর্দ্ধপলাংশান্ পর্প্পটকং ত্রায়মাণাঞ্চ॥
সলিলাঢকসিদ্ধানাং রসেঽষ্টভাগস্থিতে ক্ষিপেৎ পূতে।
চন্দনকিরাততিক্তকমাগধিত্রায়মানাঞ্চ॥
মুস্তকবৎসকবীজং কল্কীকৃতমর্দ্ধকার্ষিকান্ ভাগান্।
নব সর্পিষশ্চ ষট্ পলমেতৎ সিদ্ধং ঘৃতং পেয়ম্॥
কুষ্ঠজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীপাণ্ড্বাময়শ্বয়থূন্।
হন্তি পামনাবিসর্পপিড়কা কণ্ডূগলগণ্ডং সিদ্ধম্।

ঘৃত ৪ তোলা, নিমছাল ৪৮ তোলা, পটোলপত্র ৪ তোলা, দারু হরিদ্রহরিদ্রা ৪ তোলা, দুরালভা ৪ তোলা, কট্‌কী ৪ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, বহেড়া ৪ তোলা, ক্ষেতপাপড়া ৪ তোলা ও বলালতা ৪ তোলা, এই দ্রব্য যথোক্তমাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত রক্তচন্দন, চিরতা, কট্‌কী, পিপুল বলালতা, মুথা ও ইন্দ্র যব, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে, এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে।

এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠ, জর, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু শোথ, পামা, বিসর্প, পীড়কা, কণ্ড্ ও গলগণ্ড দূরীভূত হইয়া থাকে।

পঞ্চতিক্ত ঘৃতম্।

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা।
কুর্য্যাদ্দশ পলান্ ভাগানেকৈকস্য সুকুট্টিতান্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলাগর্ভসংযুতম্॥
পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাং শ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণাক্রিমীনর্শঃ পঞ্চকাসাংশ্চ নাশয়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ; নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক মূলের ছাল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দশপল, গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর হরীতকী, অমলকী, ও বহেড়া, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় এবং অশীতিপ্রকার বাতরোগ, চতুর্বিংশতি প্রকার পিত্তজ রোগ, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মজরোগ দুষ্টব্রণ, ক্রিমি, অর্শঃ, ও পঞ্চবিধ কাস নিবারীত হইয়া থাকে।

তিক্তক ঘৃত।

ত্রিফলাদ্বিনিশাবাসাবাসপপ্প টকুলকান্।
ত্রায়ন্তীকটুকানিম্বান্ প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতান॥
ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষেণ তেন তু।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈঃ পিপ্পলীঘনচন্দনৈঃ॥
ত্রায়ন্তীশক্রভূনিম্বৈস্তৎ পীতং তিক্তকং ঘৃতম্।
হন্তি কুষ্ঠজ্বরার্শাংসি শ্বয়থুং গ্রহনীগদম্॥
পাণ্ডুরোগং বিসর্পঞ্চ ক্লীবানামপি শস্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য; হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, বাসক, ক্ষেত-পাপড়া, পটোলপত্র, বলালতা, কট্‌কী ও নিম-ছাল, এই দ্রব্যগুলি ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর পিপুল, মুথা, রক্তচন্দন, বলালতা, শক্র ও চিরতা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে উল্লিখিত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, পাণ্ডু, বিসর্প, ও ক্লীবতা দূরীভূত।

মহাতিক্তক ঘৃত।

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষাং সম্পাকং তিক্তরোহিনীং পাঠাম্
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকম্॥
ধন্বযাসং সচন্দনমুপকুল্যাপদ্মকং রজন্যৌ চ।
ষড়্‌গ্রন্থাং সবিশালাং শাবরীশারিবে চোভে॥
বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বামমৃতাং কিরাততিক্তঞ্চ।
কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান যষ্ট্যাহবং ত্রায়মানাঞ্চ॥
কল্কস্ত চতুর্ভাগোজলমষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্।
দ্বিগুণোঘৃতাৎ প্রদেয়স্তং সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্॥

কুষ্ঠ্যানি রক্তপিত্তং প্রবলান্যর্শাংসিরক্তবাহীনি।
বিসর্পম্লপিত্তং বাতস্বক্ পাণ্ডুরোগঞ্চ॥
বিস্ফোটকান্ সপামাম্নুন্মাদকান্ কামলাং জ্বরং কণ্ডু
হৃদ্রোগগুল্মপিড়কামসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ॥
হন্যাদেতৎ সদ্যঃপীতং কালে যথাবলংসর্পিঃ।
যোগশতৈরপ্যজিতান্ মহাচিকারান্ মহাতিক্তকম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য, ছাতিম ছাল, আতুষ শোনালু ফল, কট্‌কী, আকন্দ, মুথা, বেণামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, নিম-ছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, বিশালা, শতমূল, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, অমৃতা (আমলকী) চিরতা, যষ্টিমধু ও বলালতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে ৩২ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃতে আমলকীর রস ৪ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতজ, পাণ্ডুরোগ, [বিস্ফোট, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু হৃদ্রোগ; গুল্ম,পীড়কা রক্তপ্রদর ও গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

মহাখদিরক ঘৃত।

খদিরস্যতুলাঃ পঞ্চ শিংশপাশনয়োস্তলে।
তুলার্দ্ধাঃ সর্ব্বএবৈ তে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ॥
পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃশঃ ক্রিমিহরস্তথা।
হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ূচীত্রিফলাত্রিবৃৎ॥
সপ্তপর্ণস্ত সংক্ষুণ্ণোদশদ্রোণেচ বারিণাঃ।
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ।
মহাতিক্তককল্কৈশ্চ যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ॥
নিহন্তিসর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যাঙ্গান্নিষেবনাৎ।
মহাখদিরমিত্যেতৎ পরং কুষ্টবিনাশনম্॥

ঘৃত ১৬ সের। খদির কাষ্ঠ ৬২৷৷৹ সাড়ে বাষট্টি সের এইরূপ শিংশপাবৃক্ষ (শিশুকাষ্ঠ বৃক্ষ) সাড়ে বারসের অশন বৃক্ষ, সাড়ে বারসের, ডহরকরঞ্জার ছাল ছয়সের এক পোয়া নিমছাল ছয়সের এক পোয়া, বেতসবৃক্ষের ছাল ছয় সের এক পোয়া, ক্ষেতপাপড়া ছয়সের একপোয়া কুটজের ছাল ছয়সের এক পোয়া, কৃতমাল ছয়সের এক পোয়া হরিদ্রা ছয় সের এক পোয়া ত্রিফলা ছয় সের এক পোয়া, তেউড়ী ছয় সের একপোয়া ও ছাতিমছাল ছয়সের একপোয়া এই দ্রব্য গুলি ৬৪ সের পরিমিত দ্রোণের দশ দ্রোণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। আমলকীর রস যোলসের গ্রহণ করিবে। তদনন্তর মহাতিক্তক ঘৃতাক্ত কল্কদ্রব্য প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কাথ ও রস প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিকে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু।

নিম্বামৃতাবৃষপটোলনিদিগ্ধিকানাম্
ভাগান্ পৃথক্ দশপলান্ বিপচেদঘটেঽপাম্।
অষ্টাংশ শোষিতজলেন সুনিঃসৃতেন
প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ॥
পাঠাবিড়ঙ্গ সুরদারুগজোপকুল্যা
দ্বিক্ষারনাগর নিশামিষিচব্যকুষ্ঠৈঃ।
তেজোবতী মরিচবৎ সকদীপাকাগ্নি
রোহিণ্যরুষ্করবচাকণমূল যুক্তৈঃ॥
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা
সংশুদ্ধ গুগ্‌গুলু পলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ।
তৎসেবিতং বিষমতি প্রবলং সমীরং
সন্ধ্যাস্থিমজ্জগতমপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্॥
নাড়ীব্রণার্ব্বুদভগন্দরগণ্ডমালাং
জত্রূর্দ্ধসর্ব্বগতগুল্মগুদোত্থমেহান্।
যক্ষারুচিশ্বসনপীনসকাসশোষহৃৎ
পাণ্ডুরোগগলবিদ্রধিবাতরক্তম্॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ নিমছাল গুলঞ্চ ও কণ্টকারী এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ৮০ তোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং উহাতে শ্লথপোট্টলীবদ্ধ শোধিত গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা প্রদান করিবে। পরে আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে এবং উহার সহিত পোট্টলিস্থ অবশিষ্ট গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উহা ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন আকনাদ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার সাচিক্ষার শুঁঠ, হরিদ্রা, শুলফা, চই, কুড়, লতাফটকী, মরিচ, ইন্দ্রযব; জীরা, চিতারমূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতুষ, ত্রিফলা, ও বনযমানী এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ কারবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বায়ুর সরলতা সম্পাদিত হয় এবং সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাগত বাত, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর গণ্ডমালা, জত্রূর উর্দ্ধগতরোগ, গুল্ম, অর্শঃ, মেহ, যক্ষা, অরুচি, শ্বাস, পীনস, কাসশ্বস, হৃদ্রোগ পাণ্ডুরোগ গলরোগ বিদ্রধি ও বাতরক্ত রোগ সমূলে দূরীভূত হইয়া থাকে।

বজ্রক ঘৃত।

বাসাগুড়চীত্রিফলাপটোল
করঞ্জনিম্বাশনকৃষ্ণবেত্রম্।
তৎকাথকল্কেন ঘৃতং বিপক্কং
তদ্বজ্রকং কুষ্ঠহরং প্রদিষ্টম্॥

বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিহস্তপাদঃ
ক্রিমার্দ্দিতোভিন্নগলোঽপিমর্ত্ত্যঃ।
পৌরাণিকীং কান্তিমবাপ্য
জীবেদব্যাহতোবর্ষশতঞ্চকুষ্ঠী॥

ঘৃত ৪ সের। বাসক গুলঞ্চ,হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, ডহকরঞ্জার ছাল, নিমছাল পীতশাল ও কালবেত, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট যোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বাসক ও গুলঞ্চ প্রভৃতি পদার্থগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কাথ উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়, এমন কি, ইহা দ্বারা গলিত কুষ্ঠ নির্ম্মূলিত হইয়া থাকে।

আরগ্বধাদ্য তৈল।

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলাম্।
রজনীদ্বয়সংযুক্তং পচেত্তৈলং বিধানবিৎ॥
এতেনাভ্যঞ্জয়েচ্ছিত্রী ক্ষিপ্রং শিত্রং বিনশ্যতি॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিস্ফেন করিয়া লইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল,নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা,বালা-পাতা নালুক ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক দুইতোলা এবং মঞ্জিষ্ঠা যোলতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং শোণালু, বচ, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক তৈল প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৃনক তৈল।

মঞ্জিষ্টারুড় নিশাচক্রমর্দ্দারগ্বধপল্লবৈঃ।
তৃণকস্বরসে সিদ্ধং তৈলং কুষ্টহরং কটু॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া লইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরীতকী, মুথা, বেলছাল, দাড়িম ছাল,নাগেশ্বর,কৃষ্ণজীরা,বালা-পাতা নালুকাও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ যোলতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর হরিদ্রা,চাকুন্দে পত্র ও শোণালু পত্র এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং তৃণকের (চিনা নামক তৃণের) রস যোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মলিশ করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মহাতৃণক ঘৃত।

হরিদ্রা-ত্রিফলাদারুহয়মারকচিত্রকম্।
সপ্তচ্ছদশ্চ নিম্বশ্চ করঞ্জৌ বালকং নখী॥
কুষ্ঠমেড়গজাবীজং লাঙ্গলীগণিকারিকা।
জাতীপত্রঞ্চ দার্ব্বী চ হরিতালং মনঃশিলা॥
কলিঙ্গতিলপত্রঞ্চ অর্কক্ষীরঞ্চ গুগ্গুলু।
গুড়ত্বচ মরিচঞ্চৈব কুঙ্কুমং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
সর্জ্জপর্ণাশখদিরবিড়ঙ্গং পিপ্পলীবচা।
সুবর্ণরেণু মৃতাযষ্টীকেশরং ধ্যামকং বিষম্॥
বিশ্বকট্ফলমঞ্জিষ্টাবোলত্বক্শীফলং তথা।
স্নুহীলম্পাকয়োঃ পত্রং বাগুজীবীজমাংসিকে॥
এলাজ্যোতিষ্মতীমূলং শিরীষোগোময়দ্রবঃ।
চন্দনে কুঠনিগুণ্ডীবিশালামল্লিকাদ্বয়ম্॥
বাসাশ্বগন্ধাব্রহ্মী চ শ্রাহ্বং চম্পককট্ফলম্।
এতৈঃ কল্কৈঃ পচেত্তৈলং তৃণকস্বরসদ্রবম্॥
সর্ব্বত্বগ্দোষহরণং মহাতৃণক সংজ্ঞিতাম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া লইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী হরিদ্রা মুথা, বেলছাল দাড়িমছাল নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা-পাতা,নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা ও মঞ্জিষ্টা ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোল সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, করবীমূল, রক্তচিতারমূল, ছাতিমছাল, নিমছাল, ডহকরঞ্জার ছাল, বালাপাতা, নখী কুড়, চাকুন্দে বীজ,লাঙ্গলী,গণিয়ারি ছাল, জাতীপত্র, গুগগুলু, দারুচিনী, মরিচ কুঙ্কুম গ্রন্থিপর্ণ সর্জ্জ (ধুনা) তুলসী, খদির, বিড়ঙ্গ, পিপুল, বচ, মুথা, রেণুকা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, গন্ধতৃণ, কাঠবিষ, শুঁঠ, কট্ফল, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধরাল,তিতলাউ, সীজের পত্র, শোণালুমূল,পত্র,বাগুজী বীজ (সোমরাজী) জটা-মাংসী, ছোটএলাচি, জ্যোতিষ্মতীর মূল, শিরীষ, গোময় রস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন কুড় নিশুণ্ডী বিশালা,দ্বিবিধ মল্লিকা,বাসক,অশ্বগন্ধা,ব্রহ্মীশাক, নবনীতখোটী, চম্পক, ও কটফল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং তৃণ-কের রস যোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্রক তৈল।

সপ্তপর্ণকরঞ্জার্কমালতী করবীরজম্।
মূলং স্নুহাশিরীষাভ্যাং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
করঞ্জবীজং ত্রিফলাং ত্রিকটুং রজনীদ্বয়ম্।
সিদ্ধার্থকং বিড়ঙ্গঞ্চ প্রপুন্নাড়তিলৈঃসহ॥
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেত্তৈলমেভিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অভ্যঙ্গাদ্বজ্রকং নাম নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া লইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, বেল-ছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, যোলসের গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে! তদনন্তর ছাতিমমূল, শ্বেতকরবীরমূল, সীজেরমূল, নাটাকরঞ্জারমূল, আকন্দমূল, মালতীমূল, শিরীষ মূল চিতার মূল, আস্ফোতার মূল (মহাপারুলীরমূল) ডহকরঞ্জার বীজ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে ও তিল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে

এবং উহাতে ষোলসের গোমূত্র প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণরোগ বিদূরীত হইয়া থাকে!

মরিচাদ্য তৈল।

মরিচালশিলাব্দার্কপয়োশ্বারিজটাত্রিবৃৎ।
শকৃদ্রসবিশালারুড্ নিশাযুগ্মারুচন্দনৈঃ॥
কটুতৈলাং পচেৎ প্রস্থং দ্ব্যক্ষৈর্ব্বিষপলান্বিতৈঃ।
সগোমূত্রং তদভ্যঙ্গাদ্দদ্রুশ্বিত্রবিনাশনম্॥
সর্ব্বেষ্বাপি চ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া লইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে; পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা আকন্দক্ষীর শ্বেতকরবীর মূল, তেউড়ীমূল, গোময় রস, বিশালা কুড়, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঠবিষ ৮ তোলা গোমূত্র ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতেথাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে দদ্রু ও শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং উহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগেই প্রশস্ত।

বৃহৎমরিচাদ্য তৈল।

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ।
দেবদারুহরিদ্রে দ্বে মাংসীক ষ্ঠং সচন্দনম্॥
বিশালাকরবীরঞ্চ হরিতালাং মনঃশিলা।
চিত্রকোলাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্॥
শিরীষং কুটজোনিম্বং সপ্তপর্ণ স্নুহামৃতাঃ।
সম্পাকোনক্তমালোব্দঃ খদিরং পিপ্পলীবচা॥
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রস্য চতুর্গুণম্॥
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
পক্বাতৈলবরং হ্যেতম্ম্রক্ষয়েৎ কৌষ্ঠিকান্ ব্রণান্।
পামাবিচর্চ্চিকাদদ্রুকণ্ডুবিস্ফোটকানি চ।
বলয়ঃ পলিতং ছায়ানীলীব্যঙ্গস্তথৈবচ॥
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যস্ত দীয়তে॥
পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্
বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বা বায়ু পীড়িতঃ॥
এভির ভ্যঞ্জনের্গাঢ়ং ভবেম্মারুতবিক্রমঃ॥

সর্ষপ তৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে তৈল নিক্ষেন করিয়া লইবে তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে! পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর মরিচ, তেউড়ী মুল দন্তীমূল আকন্দক্ষীর, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, বিশালা, শ্বেতকবরীরমূল, হরিতাল, মনঃশিলা, রক্তচিতার মূল, লাঙ্গলী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ শিরীষ, কুটজ নিমছাল দাড়িমছাল, সীজ, গুলঞ্চ শোণালু ডহকরঞ্জা মুথা মঞ্জিষ্ঠা খদিরকাষ্ঠ পিপুল বচ ও লতাকটকী এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা

গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ৬৪ সের গোমূত্র প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে,কুষ্ঠ, ব্রণ, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, কণ্ডূ, বিস্ফোটক, বলয়, পলিত, ছলি নীলী, ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। এবং শরীরের কোমলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিষ তৈল।

নক্তমালং হরিদ্রেদ্বে অর্কং তগরমেবচ।
করবীরং বচা কুষ্ঠমাস্ফোতারক্তচন্দনম্॥
মালতী সপ্তপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠাসিন্ধুবারিকা।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্যপি পলস্তথা॥
চতুর্গুণে গবাংমূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শিত্রবিস্ফোটকিকীটলুমতাবিচর্চ্চিকাঃ॥
কণ্ডু কচ্ছুবিকারাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ।
বিষতৈলামিদং নাম্না সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ, আমলকী, হরিদ্রা, মুথা বেল ছাল, দাড়িম ছাল, নাগেশ্বর পুষ্প, কুষ্কজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ১৬ সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ডহরঞ্জার ছাল, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগর পাদুকা, শ্বেত করবীর মূল, বচ, কুড়, হাপড়মালী, রক্তচন্দন, মাতলী পুষ্প, ছাতিমছাল, ও নিসিন্দা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে ও কাট বিষ আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে গোমূত্র যোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মৰ্দ্দন করিলে শ্বিত্র, বিস্ফোট কীটিম, কীট, লুতা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, কচ্ছু, এবং বিদূষিত রোগ সমস্ত দূরীভূত হয়।

করবীরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীররসো গোমূত্রং চিত্রকং বিড়ঙ্গঞ্চ।
কুষ্ঠেষু তৈলযোগঃ সিদ্ধোয়ং সম্মতোভিষজাম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, মুথা, বেলছাল, হরিদ্রা, নাগেশ্বরপুষ্প, কুষ্কজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর শ্বেতকরবীর মূলের রস আটসের এবং গোমূত্র আটসের চিতারমূল অৰ্দ্ধসের তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মৰ্দ্দন করিলে কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়।

শ্বেত করবীরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীরমূলং বিষাং শমাধিতং গবাংমূত্রে।
চর্ম্মদলপামাসিধ্মবিস্ফোটক্রিমিকিটিমজিত্তৈলম্॥

সর্ষপ তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃহু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া লইবে। তদনন্তর আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা; নালুকা ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তদনন্তর শ্বেত-করবীর মূল ও কাষ্ঠবিষ, এই উভয় পদার্থ সমভাগে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যোলসের গোমূত্র উঁহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল মৃহু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে চর্ম্মদল, পামা, সিগ্ন বিস্ফোটক, ক্রিমি ও কীট বিদূরীরত হইয়া থাকে।

সিন্দূরাদ্য তৈল।

> সিন্দূরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা জীরকস্য পলং তথা।
> কটুতৈলং পচেদ্যানীং সদ্যঃ পামাহরং পরম্॥

সর্ষপ তৈল চারি সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃহু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা, ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি পত্যেকে দুই তোলা মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর সিন্দূর অর্দ্ধসের ও জীরক অর্দ্ধসের তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা নামক কুষ্ঠ রোগ সদ্য বিদূরিত হইয়া থাকে।

মহাসিন্দূরাদ্য তৈল।

> সিন্দূরং চন্দনং মাংসী বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
> প্রিয়ঙ্গুপদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচাম্॥
> জাত্যর্কত্রিবৃতানিম্বকরঞ্জবিষমেব চ।
> কৃষ্ণবেত্রকলোধ্রঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥
> শ্লক্ষপিষ্টানি সর্ব্বানি যোজয়েত্তৈলমাত্রয়া।
> অভ্যঙ্গেন প্রযুঞ্জীত সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনম্॥
> পামা বিচর্চ্চিকাকণ্ডু বিসর্পাদিবিনাশনম্।
> রক্তপিত্তোত্থিতান্ হন্তিরোগানেবং বিধান্ বহুন॥

সর্ষপতৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিবে এবং উহাতে ১৬ সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর সিন্দূর রক্তচন্দন, জটামাংশী বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদির, বচ, জাতীপত্র, আকন্দক্ষার তেউড়ী, মনছাল, ডহকরঞ্জারছাল, কাঠবিষ, কালবেত, লোধ ও চাকুন্দে। এই দ্রব্যগুলি সমগাগে সমস্তে একসের গ্রহণকরিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলেপ্রদান করিয়া এবং উহাতেষোলসের পরিস্কৃত জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং তৈল পুনঃ মৃহু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে শেষ পাকের

লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা কণ্ডূ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ বিদূরীত হয়।

আদিত্যপাক তৈল।

মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলালাক্ষানিশালালগন্ধকৈঃ।
চূর্ণিতৈস্তৈলমাদিত্যপাকং পামাহরং পরম্॥

সর্ষপ তৈল চারিসের। মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লাক্ষা, হরিদ্রা, মনঃশিলা ও গন্ধক, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল রৌদ্রসন্তাপে সংস্থাপন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর জল শুষ্ক হইলে উহা গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গে ম্রক্ষণার্থ ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যবহারে পামারোগ দূরীভূত হয়।

দূর্ব্বাদ্য তৈল।

স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেৎতৈলং চতুগুণম্।
কচ্ছু বিচর্চ্চিকা পামা অভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥

সর্ষপ তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ, আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর পুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া ক্রমাগত পাক করিয়া অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তদনন্তর দূর্ব্বাঘাসের রস ষোলসের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা নামক কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্ক তৈল।

অর্কপত্ররসে পক্বং কটুতৈলং নিশাযুতম্।
মনঃ শিলাযুতং বাপি পামাকচ্ছাদি নাশনম্॥

সর্ষপ তৈল চারিসের প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইয়া তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বরপুষ্প, বালা-পাতা, কৃষ্ণজীরা নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্য-গুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং উক্ত তৈলে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর হরিদ্রা ও মনঃশিলা এই উভয় পদার্থ সমভাগে একসের গ্রহণ করিবে, এবং উহাতে আকন্দ পত্রের রস ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তদনন্তর তৈল পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপ পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা ও কচ্ছু প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

গণ্ডীরাদ্য তৈল।

গণ্ডীরিকাচিত্রমার্কবার্ককুষ্ঠ
দ্রুমত্বকুলবণৈঃ সমূত্রৈঃ।
তৈলং পচেন্মণ্ডলদদ্রু কুষ্ঠ
দুষ্টব্রণাঙ্গঃ কিটিমাপহারি॥

সর্ষপ তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর পুষ্প, কৃষ্ণজীরা বালাপত্র, নালুকা, ও বহেড়া, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণ-পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর

উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তদনন্তর গণ্ডীরীকার (সীজের) ক্ষীর, চিতামূল ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ ক্ষীর, কুড়, শোনালুর ছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তৎপরে ইহাতে ষোলসের গোমূত্র প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে মণ্ডল, দদ্রু, কুষ্ঠব্রণ, ও কিটিম রোগ বিদূরীত হইয়া থাকে।

পৃথ্বীসার তৈল।

চিত্রকস্তাথ নিশু'ণ্ড্যা হয়মারস্থ মূলতঃ।
নাড়ী চ বীজান্বিতঃ কাঞ্চিপিষ্টৈং পলংপলং॥
করঞ্জতৈলাষ্টপলং কাঞ্জিকস্থ পলং পুনঃ।
মিশ্রিতং সূর্য্যসংপক্বং তৈলং কুষ্ঠব্রণাপ্রজিৎ॥

সর্ষপ তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, নাগেশ্বর পুষ্প, বেলছাল, দাড়িম-ছাল, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ১৬ সের জল প্রদানপূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর চিতামূল, নিসিন্দা-মূল, শ্বেতকরবীর মূল, পাট গাছ, ও কাষ্ঠবিষ এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করনান্তর তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর উহাতে ষোলসের কাঁজি প্রদান করিয়া যথা বিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। অথবা ডহকরঞ্জার বীজের তৈল এক-সের গ্রহণ করিয়া চিতারমূল ও নিসিন্দার মূল প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত আট তোলা কাঁজি সহযোগে রৌদ্রসন্তাপে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিয়া কুষ্ঠ এবং ব্রণ রোগ নিবারিত হয়।

সোমরাজী তৈল।

সোমরাজী হরিদ্রে দ্বে সর্ষপারগ্বধং গদম্।
করঞ্জৈড়গজাবীজং গর্ভং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ॥
তৈলং সর্ষপসম্ভূতং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহং।
অনেনাশু প্রশমযান্তি কুষ্ঠান্তষ্টাদশৈবতু॥
নীলিকাপীড়কাব্যঙ্গং গম্ভীরং বাতশোণিতং।
কণ্ডূ কুচ্ছ্র প্রশমনং কচ্ছু পামা বিনাশনং॥
পক্ষ্যাৎ পক্ষার্দ্ধচ্ছর্দ্দনাস্তভ্যুপেয়া
মাস্যামাসাৎ স্রংসনং চাপ্যধস্তাৎ।
ত্র্যহাৎ ত্র্যহান্নস্ততশ্চাবপীড়া
মাসেষ্বস্রং মোক্ষয়েৎ ষট্সু ষট্সু॥
যোষিন্মাংসসুরাত্যাগঃ শালিমুদ্গযবাদয়ঃ।
পুরাণাস্তিক্তশাকঞ্চ জাঙ্গলং কষ্টিনাং হিতম্॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরীতকী, হরিদ্রা, মুথা, নাগেশ্বরপুষ্প, বেলছাল, দাড়িম-ছাল, কৃষ্ণজীরা, বালাপাতা, নালুকা ও বহেড়া, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুইতোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর সোমরাজি হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সর্ষপ, শোনালু, ফল, ডহকরঞ্জা ছাল ও চাকুন্দ বীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে শেষ পাকের

লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, নীলিকা, পীড়কা ঘোরতর বাতশোণিত, কণ্ডূ, কচ্ছু, পামা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগীকে পক্ষান্তে এক এক বার বমন এবং মাসে মাসে বিরেচন করান, ও তিন দিবসান্তর নস্য গ্রহণ করান আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ছয় মাস অন্তর এক এক বার রক্ত মোক্ষণ করানও উচিত।

স্ত্রীসংসর্গ, মাংস ও মদ্য কুষ্ঠরোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এতদ্ভিন্ন পুরাতন শালিধান্য ও যব প্রভৃতি এবং তিক্ত শাক ও জাঙ্গল মাংস কুষ্ঠরোগীর পক্ষে হিতকর।

কন্যাকোটীপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে॥
গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেন চ।
বৃষোৎসর্গে চ যৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥

কন্যাকোটি দান করিলে, গঙ্গাজলে পিতৃতর্পণ করিলে এবং শ্রীবিশ্বেশ্বর পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিলে যে প্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয়, কুষ্ঠরোগ বিনাশ করিতে পারিলে তদ্রূপ ফল সঞ্চয় হইয়া থাকে। কোটী গোদান করিলে কিম্বা শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কিম্বা বৃষোৎসর্গ করিলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, কুষ্ঠরোগ ধ্বংস করিতে পারিলে তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

গলৎকুষ্ঠারি রস।

রসো বলিস্তাম্রময়ঃ পুরোগ্নি
শিলাজতুঃ স্যাদ্বিষনিন্দুকোগ্রে।
সর্ব্বকতুল্যং গগনং করঞ্জ
বীজং তথা ভাগচতুষ্টয়ঞ্চ॥
সংমর্দ্দ্য গাঢ়ং মধুনা ঘৃতেন
বল্ল দ্বয়ঞ্চাস্য নিহন্ত্যবশ্যং।
কুষ্ঠং কিলাশমপি বা তরক্তং
জলোদরং বাথ বিষদ্বমুলং।
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুল নাসিকোপি
ভবেৎ প্রসাদাৎ স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ॥

পারা একভাগ, গন্ধক একভাগ, তাম্র এক ভাগ লৌহ এক ভাগ, গুগ্‌গুলু এক ভাগ, শিলাজতু এক ভাগ, কুচিলা একভাগ, অভ্র চারিভাগ ডহরঞ্জবীজ চারি ভাগ, সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত দৃঢ়রূপে পেষণ করতঃ দুইতোলা পরিমাণে সেবন করিলে কুষ্ঠ কিলাশ, বাতরক্ত, জলোদর ও বিবিধ রোগ ধ্বংশ হয়। কুষ্ঠরোগে কর্ণ, অঙ্গুলি ও নাসিকা, বিশীর্ণ হইলেও এই ঔষধের প্রসাদে সেই ব্যক্তি কন্দর্পবৎ দিব্যমুর্ত্তি লাভ করিতে পারে।

তালকেশ্বর রস।

ধাত্রীটঙ্গণতালানাং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
ধাত্র্যা রসেমর্দ্দয়িত্বা শিখরীমূলবারিণা॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরঃ সেব্যঃ সর্ব্বদা ভৈজনপ্রিয়ঃ॥

আমলকী, সোহাগা ও হরিতাল প্রত্যেকে দশ ভাগ গ্রহণ করিয়া একত্র আমলকীর রসে ও অপামার্গের রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ধ্বংস হইয়া থাকে।

উদয়ভাস্কর।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
উষণং পঞ্চভাগং স্যাদমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকং॥
শ্লক্ষ্ণচুর্ণীকৃতং সর্ব্বং রক্তিকৈকপ্রমাণতঃ
দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগনুপানস্য যোগতঃ॥
গলিতে স্ফুটিতেচৈব বিসূচ্যাং মণ্ডলে তথা।
বিচর্চ্চিকাদদ্রুপামাকুষ্ঠরোগপ্রশান্তয়ে॥

দশভাগ গন্ধক দ্বারা মৃত তাম্র পাঁচভাগ মরিচ, দুই ভাগ বিষ, এই সমস্ত সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ একরতি পরিমাণে কুষ্ঠরোগীকে দিবে। এই উদয় ভাস্কর দ্বারা গলিতকুষ্ঠ, বিসূচিকা, মণ্ডল, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, পাকা বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মরস।

ভাগৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকস্য দ্বিভজী।
চূর্ণন্তু ব্রহ্মবীজানাং প্রতি দ্বাদশভাগিকং॥

ত্রিংশদ্‌ভাগং গুড়স্যাপি ক্ষৌদ্রেণ গুড়িকাকৃতা।
অয়ং ব্রহ্মারসো নাম্না ব্রহ্মহত্যাবিনাশনঃ॥
দ্বিনিষ্কং ভক্ষণাদ্ধন্তি প্রসুপ্তিকুষ্ঠমণ্ডলং।
পাতালগরুড়ীমূলং জলেং পিষ্ট্বা পিবেদনু॥

একভাগ রসসিন্দূর, গন্ধক, চিতা, সোমরাজী, ব্রহ্মযষ্টিবীজ প্রত্যেকে বারভাগ, গুড় ত্রিশভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মধুর সহিত পেষণ করিয়া ছুইতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ইহা সেবনে কুষ্ঠ ও মণ্ডলরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে তিক্ত অলাবু জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অনুপান করিবে।

কুষ্ঠাকালানল রস।

গন্ধং রসং টঙ্কণতাম্রলৌহং
ভস্মীকৃতং মাগধিকাসমেতং।
পঞ্চাঙ্গনিম্বেন ফল ত্রিকেন
বিভাবিতং রাজতরোস্তথৈব॥
নিয়োজয়েদ্বল্লকযুগ্মমানং
কুষ্ঠেষু সর্ব্বেষু চ রোগসংঘে॥

পারা, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, লৌহ ও পিপ্পলী, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিবে। পরে সাতবার নিমপত্র পুষ্প ফল বল্কল ও মূলের রসে সাতবার ত্রিফলার ক্বাথে সাতবার শোনালুর রসে ভাবনা দিয়া ছয় রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে।

বজ্রবটি।

শুদ্ধসূতাগ্নিমরিচং সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকং।
কাঠোডুম্বরিকাক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ॥
বরাব্যোষকষায়েন বটীশ্চাস্য সমাচরেৎ।
লিহাদ্বজ্রবটী হ্যেষা পামারোগবিনাশিনী॥

পারা, চিতা, মরিচ, প্রত্যেকে একভাগ, গন্ধক ছুইভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া কাষ্ঠুডুমুরের রসে এক দিবস পেষণ করত ত্রিফলা ও ত্রিকটুর ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিয়া বড়ী করিবে, ইহা সেবন করিলে পামারোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রাননরস।

সূতব্যোমাগ্নয় স্তুল্যা স্ত্রিভাগাগন্ধকস্তুচ।
কাঠোডুম্বরিকাহারৈঃ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমাত্রাং গুড়ীংকৃত্বা কুষ্ঠরোগে প্রয়োজয়েৎ।
দেহশুদ্ধিং পুরাকৃত্বা সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ॥
এষ চন্দ্রাননো নাম সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবোদিতঃ॥

পারা, অভ্র, চিতা, প্রত্যেকে একভাগ, গন্ধক তিনভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একদ্র কাঠডুমুরের রসে পেষণ করিয়াএকমাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রকান্ত রস।

পলত্রয়ং মৃতং তাম্রং সূতমেকং দ্বিগন্ধকং।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকঞ্চ পলংপলং।
নির্গুণ্ড্যাশ্চাদ্র কদ্রাবৈর্ব্বহ্নিদ্রাবৈর্ব্বিমর্দ্দয়েৎ;
দিনৈকং তদ্বিশোষ্যাথ তুষাগ্নৌ স্বেদয়েদ্দিনং॥
সমদ্ধৃত্য বিচূর্ণ্যাথ বাগুজীতৈলমর্দ্দিতং।
ত্রিদিনং ভাবয়েত্তেন নিষ্কৈকং ভক্ষয়েৎ সদা॥
চন্দ্রকান্তরসো নাম্না কুষ্ঠং হন্তি ন সংশয়ঃ।
তৈলং করবীবীজোত্থং বহ্নিগন্ধকসৈন্ধবৈঃ॥
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং কর্ষং বা বাগুজীং ভবং॥

তাম্র তিনপল, পারা একপল, গন্ধক ছুইপল, ত্রিকটু ও ত্রিফলা প্রত্যেকে একপল গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, আদা, চিতা, ইহা দিগকে প্রত্যেকের রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া এক দিবস তুষাগ্নিতে স্বেদ দিবে। পরে উহা গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সোমরাজীর তৈলের সহিত তিন দিবস পেষণ করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিঃসন্দেহ কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয়। ইহা সেবন করিয়া করঞ্জবীজের তৈল চিতা ও গন্ধক কিম্বা সোমরাজী বীজ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্তবৈ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥
অভ্রকস্য পলশ্চৈকং গন্ধকস্য চতুঃ পলম্।
হরীতকী বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়ো॥

অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানিষট্।
ঘৃতস্যাষ্টগুণং লৌহাদ্ধাত্রিংশত্ত্রিফলাজলং।
একীকৃত্য পচেৎ পাত্রে লৌহেচ বিধিপূর্ব্বকং।
পাকমেবাস্য জানীয়াৎ শাস্ত্রজ্ঞো লৌহপাকবিৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈবঘৃতভ্রামর মর্দ্দিতং॥
লৌহেচ লৌহদণ্ডেণ কুর্য্যাদেতদ্রসায়নঃ।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলজলং পয়ঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলিপালিতনাশনং।
অগ্নিদীপ্তিকরং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনং॥

সেব্যোরসো জাঙ্গললাবকানাং
বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ।
শাল্যোদনং ষষ্টিকামজ্যমুদ্গাং
ক্ষৌদ্রং গুড়ংক্ষারমিহক্রিয়ায়াং॥

রসসিন্দুর (মতান্তরে হিঙ্গুলোত্থ পারা.) লৌহ, তাম্র, ভেলা, অভ্র, প্রত্যেকে একপল, গন্ধক চারিপল, হরীতকী ২ তোলা, বহেড়া ২ তোলা, আমলকী ১৩ তোলা, ঘৃত ৮ পল, ত্রিফলা বত্রিশ পল এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে যথাবিধি পাক করিবে! লৌহ পাক বৈদ্য পাক নিশ্চয় করিয়া প্রভাতে উঠিয়া গুরুদেবের পূজা করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত এক রতি হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে লৌহ দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে নারিকেল জল অনু পান করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ ও বলী পলিতাদি ধ্বংস হয়,ইহা অগ্নির উদ্দীপক হৃদ্য ও অনুবর্দ্ধক। এই ঔষধ সেবনে জাঙ্গল পশু ও লাভ পক্ষীর মাংস রস পথ্য এবং শাক অম্ল ঘৃত ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবে। শালী তণ্ডুলের অন্ন ঘৃত মুগ, মধু গুড় ও দুগ্ধ এই সমস্ত পথ্য করা বিধেয়!

কুষ্ঠকুঠার।

ভস্মসূতসমো গন্ধো মৃতায়স্তাম্রগুগ্গুলু।
ত্রিফলাচ মহানিম্বশ্চিত্রকশ্চ শিলাজতু॥
ইত্যেতচ্চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং ভাগষোড়শ।
চতুঃষষ্টিকরঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
চতুঃষষ্টিমৃতঞ্চাভ্রং মধ্বাজ্যাভ্যাং বিলোড়য়েৎ॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থিতং খাদেদ্দ্বিনিষ্কং সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

রসসিন্দুর গন্ধক, লৌহ, তাম্র, গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা, মহানিম্ব, চিতা, শিলাজতু ইহারা প্রত্যেকে ১৬ ভাগ এই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের চূর্ণ ডহকরঞ্জা বীজেরচূর্ণ ও অভ্র প্রত্যেকের চূর্ণ চৌষট্টিভাগ এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। পরে এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মাণিক্য রস।

পলং তালং পলং গন্ধং শিলায়াশ্চ পলার্দ্ধকং।
চপলঃ শুদ্ধসীসঞ্চ তাম্রমভ্রমযো রজঃ॥
এতেষাং কোলভাগঞ্চ বটক্ষীরেন মর্দ্দয়েৎ।
ততো দিনত্রয়ং ঘর্ম্মে নিম্বক্কাথেন ভাবয়েৎ॥
গুড়ূচী বাল হিন্তালবানরী নীলঝিণ্টিকাঃ।
শোভাঞ্জনমুরাজজী নিশুণ্ডীহয়মারকং॥
এষাং শানমিতং চূর্ণমেকীকৃত্য সরিস্তটে।
মৃৎপাত্রে কঠিনে কৃত্বা মৃদম্বরযুতে দৃঢ়ে॥
একাকী পাকবিদ্বৈদ্যো সমঃ শিথিলক্‌খলঃ।
পচেদবহিতো রাত্রৌ যত্নাৎ সংযতমানসঃ॥
তদ্বিজানীহি ভৈষজ্যং সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনং।
সর্পিষামধুনা লৌহপাত্রে তদ্গুমর্দ্দিতং॥
দ্বিগুঞ্জং সর্ব্বকুষ্ঠানাং নাশনং বলবর্দ্ধনং।
শীতলং সারসং তোয়ং দুগ্ধং বা পাকশীতলং॥
আনীতং তৎক্ষণাদাজমনুপানং সুখাবহং।
বাতরক্তং শীতপিত্তং হিক্কাঞ্চ দারুণাং জয়েৎ॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ বাতরোগান্ পাণ্ডুং কণ্ডুঞ্চ কামলাং।
শ্রীমদগহন নাথেন নির্ম্মিতো বহুযত্নতঃ॥

হরিতাল ও গন্ধক প্রত্যেকে একপল মনঃশিলা চারিতোলা পারা ২ তোলা, সীসা ২ তোলা অভ্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া বটেরক্ষীরে পেষণ করিবে তদনন্তর তিন বিদস নিমের কাথে রৌদ্রে ভাবনা দিবে। পরে গুলঞ্চ বালা, হিন্তাল শৃকশিম্বী নীলঝিণ্টী শজিনা, মুরামাংসী, জীরা, নিসিন্দা করবী, ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কঠিন মৃতপাত্রে রাখিবে এবং অপর একটী মৃৎপাত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া নিধূম অগ্নিতে রক্ষ-

নীতে দুই প্রহর পাক করিবে। পক্ককালে বৈদ্য নগ্ন ও মুক্তকেশে একাকী থাকিবে। সংযতমনে পাক শেষ করিয়া শীতল হইলে প্রভাতে উহা গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ঐ ঔষধ লৌহময় খলে লৌহদণ্ড দ্বারা ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয় ও রোগীর বল বৃদ্ধি হয়॥ এই ঔষধ সেবন করিয়া সরোবরের শীতল জল কিম্বা পাকান্তে শীতল ছাগদুগ্ধ অনুপান করিলে রোগীর স্বাস্থ্য বোধ হয় এবং বাতরক্ত শীতপিত্ত ঘোরতর হিক্কা সর্ব্ববিধ জ্বর বাতরোগ পাণ্ডু কণ্ডূ কামলা দূরীভূত হয়। গহনানন্দ নাথ বহু যত্নে এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রাজতালেশ্বর।

নাগস্য ভস্ম শাণৈকং তোলকং গন্ধকস্য চ।
স্নিনিক্কং শুদ্ধতালস্য সমুদ্ভূতং গবাং জলৈঃ॥
বিপচেৎ ষোড়শগুণৈঃ পাত্রে তাম্রময়ে শনৈঃ।
ঘর্ষে বিষস্রং জম্বীরকুমারীবজ্রকন্দজৈঃ॥
রসৈর্ভৃঙ্গস্য চাম্বোভির্যু তং বল্লদ্বয়ং ভজেৎ।
কুষ্ঠে চাগ্নিগতে চাপি শাখানানাবিভূষকে॥
ঔডুম্বরংহন্তি শিবামধুভ্যাং কৃচ্ছুশ্চকুষ্ঠং ত্রিফলাজলেন।
গুড়াদ্র কার্ডাং গজচর্ম্ম সিধ্ম
বিচর্চ্চিকাস্ফোটবিসর্পকণ্ডুং।
নিহন্তি পাণ্ডুং বিবিধাং বিপাদীং
সরক্তপিত্তং কটুকাসিতাভ্যাং॥
খদেদ্দ্বিজীরস্বমৃতাযুতঞ্চ
সমুদ্গযূষং সঘৃতঞ্চ দদ্যাৎ।
রোহিতক জটাকাথ মনুপানং প্রযচ্ছতি।
চতুর্দ্দশদিনস্যান্তে কুষ্ঠং শুষ্যন্তি যত্নতঃ॥
ক্ষুদ্বোধো জায়তেত্যর্থমত্যর্থং সুভগং বপুঃ।
বর্জ্জয়েৎ সততং কুষ্ঠিমৎস্যমাংসাদিভোজনং॥

সীসা আদতোলা গন্ধক এক তোলা হরিতাল একতোলা এই সমস্ত পদার্থ ষোড়শ গুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পরে উহা তাম্রপাত্রে রাখিয়া জামিরের রসে ঘৃতকুমারীর রসে সিজের মূলের এবং ভাঙ্গের রসে দুই দিবস ভাবনা দিবে। তৎপরে দুইরতি প্রমান বটীকা প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠনাশা ভঙ্গ স্বরভঙ্গ, ক্ষতক্ষীণ ও মণ্ডলরোগে প্রয়োগ করিবে। হরীতকী ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে উড়ুম্বরকুষ্ঠ ত্রিফলার সহিত সেবন দ্বারা কৃচ্ছ্রকুষ্ঠ গুড় আদার সহিত সেবন করিলে গজচর্ম্ম সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা বিস্ফোট বিসর্প কটুকী ও শর্করার সহিত সেবন দ্বারা পাণ্ডু বিপাদিকা রক্তপিত্ত ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া জীরা ও কৃষ্ণজীরা যুক্ত সঘৃত মুগের যূষ এবং রোহিত বৃক্ষের মূলের কাথ অনুপান করিবে। এই প্রকারে চতুর্দ্দশ দিনের পর কুষ্ঠ ক্ষত শুষ্ক হয় এবং রোগীর অতিশয় ক্ষুধা হইয়া থাকে ও তাহার দিব্য শরীর হয়। কুষ্ঠরোগবান ব্যক্তি মৎস্য ও মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে।

রসতালেশ্বর।

গুঞ্জাশঙ্খকরঞ্জচূর্ণ রজনীভল্লাতকাগ্নিশিখা।
কন্যাসূর্য্যপয়ঃ পুনর্নবরজোগন্ধস্তথাসূতকং॥
গোমূত্রে পচিতং বিড়ঙ্গ মরিচৈঃ ক্ষৌদ্রঞ্চ তত্তুল্যকং।
হন্ত্যাদাশু বিচর্চ্চিকারুজমিদং কণ্ডুংতথা কৈটিমং॥

গুঞ্জা, শঙ্খ, করঞ্জবীজ হরিদ্রা ভেলা অগ্নিশ্বর ঘৃতকুমারী আকন্দের দুগ্ধ পুনর্নবা গন্ধক পারদ বিড়ঙ্গ মরিচ এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া সমস্ত দ্রব্যের অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে শীঘ্র বিচর্চ্চিকা কণ্ডূ কিটিম, প্রভৃতি কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠহরিতালেশ্বর।

হরিতালং ভবেদ্ভাগং দ্বাদশাত্র বিশুদ্ধিমৎ।
গন্ধোকোপি তথা গ্রাহ্যো রসঃ সপ্তোত্র দীয়তে॥
অস্ফোঠমূলনীরেণ সেহুণ্ডী পয়সাথবা।
অর্কদুগ্ধেন সংপিষ্য করবীরজলেন চ॥
কাঠোডুম্বরনীরেণ পেষনীয়ো রসোভৃশং।
শুদ্ধ তাম্রকোঠরে চ ক্ষেপনীয়ো রসেশ্বরঃ॥
পূর্ব্ববৎ পচ্চতে যামষষ্ঠ কল্কাগ্নিৎ রসেশ্বরঃ।
পঞ্চগুঞ্জাপ্রমানেন কাঠোডুম্বর বারিণা॥
কুষ্ঠাষ্টাদশসংখ্যেযু দেয় এষ ভিষগ্বরৈঃ।
অচিরেনৈব কালেন বিনাশং যান্তি নিশ্চয়ঃ॥

পথ্যসেব্য বিধাতব্যা প্রণতিঃ সূর্য্যপাদয়োঃ।
শাধকেন তথা সেব্যা রসে রোগৌঘনাশনঃ ॥
পিপ্পলীভিঃ সমং দদ্যাৎ কুষ্ঠরোগ রসেশ্বরং ॥

হরিতাল ও গন্ধক ইহারা উভয়ে প্রত্যেকে চারভাগ কৃষ্ণাভ্র ৭ সাতভাগ এই সমস্ত একত্র করিয়া আকোড়বৃক্ষের মূলের রসে সিজের দুগ্ধে আকন্দের ক্ষীরে করবীর রসে ও কাঠডুমুরেব রসে ভিন্নরূপে মর্দ্দন করিয়া তাম্র কোটরে ছয় প্রহর পুটপাক করিবে। এই ঔষধ পাঁচরতি পরিমাণে কাঠডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ অচির কালে নিশ্চয় ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবনে পথ্য সেব্য করিয়া সূর্য্যদেবের চরণে প্রণাম করিবে এবং পিপ্পলীর সহিত এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

পারিভদ্র রস।

মূর্চ্ছিতং সূতকং ধাত্রীফলং নিম্বঞ্চ চাহরেৎ ॥
তুল্যাংশং খদিরক্কাথৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্য ভক্ষয়েৎ ॥
নিষ্কৈকং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং পারিভদ্রাহ্বয়োরস।
গন্ধকং মূলকক্ষার মাদ্র কস্য রসৈর্দ্দিনং ॥
মার্দ্দিতং হস্তিলেপেন সিধ্মন্ত দিনমেকতঃ।
কৃষ্ণধুস্তুরজং মূলং গন্ধতুল্যং বিচূর্ণয়েৎ ॥
মর্দ্দ্যঃ জম্বীরনীরেণ লেপনং সিধ্মনাশনং।
অপামার্গস্য পঞ্চাঙ্গং কদলীদ্রবসংযুতং ॥
পুটদগ্ধঞ্চ গোমূত্রৈর্লেপনং দদ্রুনাশনং ॥
চক্রমর্দ্দস্যবীজঞ্চ দুগ্ধেপিষ্ট্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
গন্ধর্ব্বতৈলসংযুক্তং মর্দ্দনাৎ সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ ॥

মূর্চ্ছিত পারা, আমলকী ও নিমফল এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিয়া খদিরের কাথে এক দিবস পেষণ করত এক নিক পরিমাণে সেবন করিলে দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ অপনীত হয়। গন্ধক ও মুলার ক্ষার আদার রসে এক দিবস পেষণ করিয়া লেপন করিলে সিধ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপামার্গের পত্র পুষ্প, ফল, মূল ও বল্কল এই সমস্ত কদলীর রসে পেষণ করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। অনন্তর ইহা গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা দদ্রুস্থানে লেপ দিলে দদ্রুরোগ ধ্বংস হয়। চাকুন্দ বীজ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এরণ্ড-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠস্থানে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ শান্তি হয়।

রাজরাজেশ্বর।

আতপে মর্দ্দয়েৎ সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকং।
স্বহস্তমর্দ্দিতং তালং যাবত্তত্র বিলীয়তে ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবং দত্বা দিনমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ।
ত্রিফলা খাদিরং সারমমৃতা বাগুজীফলং ॥
মধ্বাজ্যাভ্যাং লৌহপাত্রে কর্ষাভ্যাং ভক্ষয়েত্ততঃ।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিনাশয়েৎ ॥
শ্বিত্রঞ্চাপি নিহন্ত্যাশু রাজরাজেশ্বরো রসঃ ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করত ভৃঙ্গরাজের রসে একদিবস পেষণ করিয়া ইহাতে ত্রিফলা খদিরকাষ্ঠ গুলঞ্চ সোমরাজী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ একএক ভাগ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ দুইরতি দুই তোলা পরিমাণে মধুর ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে দদ্রু কিটিম ও মণ্ডলরোগ বিনষ্ট করে।

ভূতভৈরব রস।

শুদ্ধাঃ পঞ্চদশাত্র তালকমিতাঃ শুদ্ধাশ্চষড়্গন্ধকাঃ
সপ্তাষ্টৌ মরতিন্তিড়ীকফলকাৎ কাষ্ঠিল্যকানাংদশ।
সেহুণ্ডর্কপয়োভিরেভিরভিতঃ সংচূর্ণ্য তদ্ভাব্যতে
রোহীতস্য জটারসেন মৃদিতং শ্লক্ষ্ণংরস খল্লিতং ॥
একীকৃত্য সমস্তমেতদমৃতং টঙ্কৈকমেতজ্জয়েৎ
পশ্চাৎস্নানবিশুদ্ধবারিসহিতং কিঞ্চিচ্চতৎপীয়তে।
তম্বূলং শিখিপুচ্ছমণ্ডিতবটীমিশ্রং ততঃ স্থাপয়েৎ
শয্যায়াং মৃগলোচনানিগদিতং কর্ম্মাণি নির্ব্বাপয়েৎ ॥
দেহং বীক্ষ্য সুখং মুখং নবিরসং বিজ্ঞায় সম্যক্
সুধীঃ ছাগীমূত্রমিহাপিতং নস্য দিনং সূতঞ্চ তৎ-
পায়েৎ।
নিত্যং নিত্যমিদং করোতি নিরতং সর্ব্বৌষধং যত্নতঃ
নামগ্রায় সমস্তমাশ্বিমতরৎ নীলঞ্চ পীতারুণং ॥
শ্বেতং স্ফীতমনল্পকং সুখমপি প্রায়ঃ ক্রিমিব্যাকুলং
গন্ধালিপ্রতিমং শটিকসদৃশং কুষ্ঠানি চোৎসাদয়েৎ।

কুষ্ঠাষ্টাদশভূতভৈরব ইত খ্যাতিং ক্ষিতৌ বিন্দতে
বাতব্যাধিনিকৃন্তনঃ কফকৃতান্ বিশেধানয়ং ॥
হন্তীতি জ্বরমপমধিকং দাহাভিধানামৃয়ং।
কুর্য্যাদ্রূপমনঙ্গবহ্নিমণ্ডলশ প্রদং বিগ্রহং এবং সমানাং কুরুতে সমানং পথ্যঞ্চ তথ্যং সকলং করোতি ॥
কুষ্ঠঘ্না ছ্ষ্টনা নিরাকরোতিগাত্রং
শুভং ভবতি গন্ধকপাত্রতুল্যং।
ভুঞ্জীতভুক্তং সততং প্রযুক্তং
ঘৃতং শৃতং বারিকৃতং তদেব ॥
যাচ্ছন্দছন্দেযুস্বেনদগ্ধং
পথ্যান্নমেতৎ প্রচণ্ডিমদাঃ ॥

হরিতাল পোনের ভাগ গন্ধক ছয়ভাগ, নূতন তেতুঁল ৮৭ ভাগ করলা দশভাগ এই সমস্ত একত্র করিয়া আকন্দের দুগ্ধে ও সিজে দুগ্ধে ভাবনা দিয়া রোহিত বৃক্ষের রসে ভাবিত পারদ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া খলে পেষণ করিয়া একরতি প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী বটী সেবন করিয়া সৌগন্দ শীতল জল ও কর্পূর পূর্ণ তাম্বুল ভোজন করিবে। ছাগীদুগ্ধ ইহার অপুপান। এই ঔষধ সেবন করিয়া তক্র অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্বোব্যাধি বর্জ্জিত কুষ্ঠরোগে সেবন করিলে রোগী দিব্য কান্তি বিশিষ্ট হয় এবং অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বাতব্যাধি ও দাহজর ধ্বংস হয়।

অর্কেশ্বর রস।

পলমীশস্য চত্বারিবলোর্দ্ধাদশ তাবতী।
তাম্রস্য চ তথা দেয়ং রসস্যোর্দ্ধংশরাবকং ॥
দত্ত্বানিরুদ্ধভাণ্ডং পুরয়েৎ ভস্মনা দৃঢ়ং।
অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ যামদ্বয়ং শনৈঃ বিচূর্ণয়েৎ ॥
পুটেন দ্বাদশধা সূর্য্যাদুগ্ধেনালোড়িতং পুনঃ।
বরাপাবকভৃঙ্গানাং দ্রাবৈস্ত্রিভির্বিভাবয়েৎ।
অয়মার্কেশ্বরো বাতরক্তমণ্ডল কুষ্ঠজিৎ ॥

পারা চারিপল,গন্ধক চারিপল তাম্র চারিপল, এই সমস্ত পদার্থ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা দ্বারা আচ্ছাদন করত ভস্ম দ্বারা হাঁড়ী পূর্ণ করিবে। পরে দুই প্রহর অগ্নির জ্বালে পাক করিয়া শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে আকন্দের ক্ষীরে পেষণ করিয়া দ্বাদশবার পুটপাক করিবে শেষে ত্রিফলার ক্কাথ চিতার রস ও ভৃঙ্গরাজের রস ইহাদিগের প্রত্যেকে তিনবার করিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা রক্তমণ্ডল ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহাতালেশ্বর রস।

তালতাপ্যে শিলাসূতং শুদ্ধং সৈন্ধব টঙ্গণং।
সমং সংচূর্ণয়েৎ খল্লে সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকং ॥
গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম চতুপলং।
জম্বীরাম্লেনতৎসর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্য পুটেৎলঘু ॥
ত্রিং দং শং বিষস্যাস্যাক্ষিপত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মাহিষাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা ॥
মধ্বাজ্যের্কাগুজীচূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু।
সর্ব্বান্ কুষ্ঠন্ নিহন্ত্যাশো মহাতালেশ্বরোরসঃ ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক মনঃশিলা, পারা সৈন্ধব সোহাগা এই গুলি প্রত্যেকে একভাগ; গন্ধক দুইভাগ তাম্র দুইভাগ লৌহ চারিভাগ এই সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া জামিরের রসে এক দিবস পর্য্যন্ত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে লঘু পুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ইহার সহিত সমস্ত বস্তুর ত্রিংশদংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ নিষ্ক পরিমাণ মহিষ ঘৃতের সহিত দুইতোলা পরিমাণে সোমরাজী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া থাকে।

ষড়ানন গুড়িকা।

বিশেষণং টঙ্গণ পারদঞ্চ
সগন্ধচূর্ণঞ্চ সমাংশযুক্তং।
জৈপালচূর্ণং দ্বিগুণং গুড়ান্বিতং
সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং গুড়িকাবিধেয়া ॥
চিত্রৈরুচনী সর্ব্ববিকার নাশিনী
লঘ্বী হিতাদীপনী পাচনীয়ং।
কুষ্ঠৌহিতা তীব্রতরে হিশূলে
চামাশয়ে চাগ্নগতে বিকারে ॥
সংশোধনী শীতলজলেন সম্যক
সংগ্রাহিনী চোষ্ণজলেনযুক্তা ॥

বিষ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও জয়পাল বীজ এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বিরেচন, সর্ব্বপ্রকার বিকারনাশন, লঘুপাকী, দীপন ও পাচন। দারুণ কুষ্ঠ, শূল, আমাশয় ও চর্ম্মগত বিকারে এই সমস্ত ঔষধ বিশেষ উপকারী, শীতল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে শরীর সংশোধন হয় এবং উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নাশ হইয়া থাকে।

বিজয়ভৈরব রস।

সপ্তকঞ্চুকনির্ম্মুক্তমূর্দ্ধশুদ্ধরসেন্দ্রকং।
মৃৎকটাহস্তরে তত্ স্থাপয়েচ্চ সমস্রকং ॥
সূতাদ্দ্বিগুণকং তালং কুষ্মাণ্ডদ্রবসাধিতং।
দোলাযন্ত্রেণ তৈলাদৌ সপ্তত্তা পরিশোধিতং ॥
দত্ত্বাপ্লাব্য দ্রবৈর্ঝিণ্ট্যাঃ কিঞ্চিদাপ্লাব্য যুক্তিতঃ।
তয়োস্ত্রিগুণিতং ভস্ম পলাশস্য পরিক্ষিপেৎ ॥
পুনর্ঝিণ্টীরসেনৈব সর্ব্বমাপ্লাব্য যত্নতঃ।
খাশাশাকরসৈর্ভূয়ঃ পরিপ্লাব্য চ পাকবিৎ ॥
পচেদেব হিতো বৈদ্যঃ শালাঙ্গারৈরযত্নতঃ।
চতুর্ব্বিংশতিযামন্তু পক্ত্বা শীতলতাং নয়েৎ ॥
অবতার্য্য কাচপাত্রে বিধায় তদনন্তরং।
প্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তঃ শোধিতদেহঃ সিতাহরীতকীং ॥
খাদতি মধ্যে কৃত্বা রক্তিবেদাংশকং সপ্তদিনং।
শুন্ঠী রক্তিকয়া যাবৎ শুদ্ধং মধুদ্রব পিবেচ্চাম্ব ॥
সুনারিকেলফলানাং জলমপি জিঙ্গীরসোত্তরং।
নানাসুগন্ধি তৈলৈরভ্যঞ্জনমিহ সুগন্ধি তাম্বূলং ॥
পবনানলদধিশাকখণ্ডরবিকিরণং মৎস্যমাংসসুরতানি।
যদ্ যৎ ককারপূর্ব্বং তত্তন্মতিমান্ ন সেবয়েৎ ॥
বাতরক্ত মামমিশ্রমামখণ্ডাপি সুদারুণং।
সর্ব্বকুষ্ঠঞ্চাপ্যাপিস্তং মাত্রয়া পরিসেবিতং ॥
বিজয়াখ্যো রসো নাম হন্তি দোষাদশগদরং ॥

সপ্তকঞ্চুক বিহীন ও ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পাতিত পারদ মন্ত্রপাঠ করত মৃণ্ময় কটাহে রাখিবে এবং ইহার সহিত কুষ্মাণ্ড রস শোধিত দোলাযন্ত্র পাচিত ও সপ্তধা পরিশোধিত পারদের দ্বিগুণ হরিতাল মিশাইবে। পরে কৈবর্ত্ত মুস্তকের রস ও ঝিণ্টীর রস উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পারা ও হরিতালের দ্বিগুণ পলাশ ভস্ম মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে ঝিণ্টীর রসে আপ্লাবিত করিয়া পোস্তার রসে পুনরায় আপ্লাবিত করিবে। তৎপরে পাকবিৎ বৈদ্য শাল কাষ্ঠের অঙ্গারের অগ্নিতে চতুর্ব্বিংশতি প্রহর যাবৎ সযত্নে অবহিত মনে পাক করিবে।

শীতল হইলে এই ঔষধ কাচ পাত্রে রাখিবে। তদনন্তর রোগী প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধ দেহ হইয়া শর্করা সেবন করতঃ হরীতকীর সহিত চারি রতি প্রমাণে এই ঔষধ সেবন করিবে। দ্বিতীয় দিবস হইতে ক্রমশঃ এক রতি করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মধু, নারিকেল জল, জিঙ্গীনির কাথ অথবা মধু ও শুঁঠী অনুপান করিবে। পরে সুরভি তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে এবং তাম্বূল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য কিরণ মৎস্য মাংস দধি, শাক, করগবাদি নামক কণ্ড বর্জ্জন করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, আমদোষ, সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ বিস্ফোট, ও মসূরিকা রোগ ধ্বংস হয়।

কুষ্ঠনাশন রস।

চিরবিল্বপত্রপাথ্যা শিরীষখণ্ডবিভীতকং।
কাঠোডুম্বরিকামূলং মূত্রৈরালোড্যফেনিতং ॥
বর্ষমাত্রং পিবেদ্রোগী গোস্তন্যা সহ টঙ্গণং।
সপ্ত সপ্তকপর্য্যন্তং সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনং।

ডহরকরঞ্জাপত্র, হরীতকী, শিরীষ বীজ, বহেড়া, কাঠডুমুরের মূল এই সমস্ত পদার্থ সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত আলোড়ন করিয়া ফেন বিশিষ্ট হইলে দুই তোলা পরিমাণে দ্রাক্ষা ও সোহাগার সহিত সপ্তাহ সেবন করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ দূরীভূত হয়।

বিজয়ানন্দ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং শুদ্ধতালকং।
মৃৎকটাহান্তরে পূর্ব্বং স্থাপয়েচ্চ সমস্রকং ॥
দ্বয়োঃ সমং পলাশস্য ভস্ম তন্যোপরিক্ষিপেৎ।
বক্ত্রং মৃৎকর্পটে লিপ্ত্বা শোষয়েচ্চ খরাতপে ॥

চতুর্ব্বিংশতিযামন্ত পক্ত্বা শীতলতাং নয়েৎ।
অবতার্য্য কাচপাত্রে স্থাপয়েদতিযত্নতঃ॥
বিধিবৎ সেবিতশ্চার্নো হন্তিশ্বিত্রং চিরন্তনং।
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু ভাস্বরস্তিমিরং যথা॥
রসোয়ং শ্বিত্রনাশায় ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
বিজয়ানন্দ নামায়ং নিগূঢ়ঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

পারা একভাগ, হরীতাল দুইভাগ, এই উভয় পদার্থ একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করতঃ মৃণ্ময় কটাহে রাখিয়া উভয় দ্রব্যের সমান পলাশ ভস্ম তাহার উপরে নিক্ষেপ করিয়া শরা দ্বারা সেই পাত্র আবৃত করত মৃত্তিকা দ্বারা সেই পাত্রের সন্ধি লেপন করিবে। তদনন্তর প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। শীতল হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া সযত্নে কাচ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ যথাবিধি সেবন করিলে চিরকালীন শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ সূর্য্যোদয়ে তিমির রাশির ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই ঔষধ শ্বিত্ররোগ ধ্বংসার্থ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূমণ্ডলে এই ঔষধ গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

শ্বিত্রদদ্রুপাটলালেপ।

অশ্বহা রজনী হেম প্রত্যেক পুষ্পাপ্রদহ্য চ।
চূর্ণং স্বর্জিকাক্ষারং নীরংদত্ত্বা প্রলেপয়েৎ॥
প্রঘৃষ্যিত্বা ততঃস্থানং মণ্ডলাগ্রেণ লিম্পতি।
পটলানি পতন্ত্যঙ্গে বিস্ফোটাশ্চাতিদারুণাঃ॥
সম্ভবন্তি তিলারক্তা কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তি তে।
মিলন্তি স্বশরীরে চ দিব্যরূপো ভবেন্নরঃ॥

করবী, হরীতকী, ধুস্তুর, অপামার্গ এই সমস্ত পদার্থের ভস্ম এবং চূর্ণ ও সাচিক্ষার এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা সেই শ্বিত্রস্থানে লোহিত বর্ণ ফোস্কা হয়। তদনন্তর তিলক সমূহ জন্মিয়া দেহের সমান বর্ণ হয়।

সৈন্ধব আকন্দের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া শ্বিত্রস্থানে মর্দ্দন করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুখে শ্বিত্র রোগ জন্মিলে, গন্ধ চিতা, হিরাকস, হরিতাল, ত্রিফলা এই সমস্ত সমপরিমাণে পেষণ করিবে।

গুঞ্জাফল ও চিতা সমভাগে চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে অথবা অপামার্গের ভস্ম লেপন করিলে শ্বিত্ররোগ ধ্বংস হয়।

রসমাণিক্য।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ড সলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যম্লেন চ বাপুনঃ॥
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতি।
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।
অরুণাভ মধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ।
তন্নক্তিদ্বিতয়ং খাদেদ্‌ঘৃতক্ষৌদ্রসমর্দ্দিতং।
সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে।
স্ফুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরং॥
নাড়ীব্রণং ব্রণংদুষ্টমুপদংশং বিচর্চ্চিকাং।
নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্তি সুদারুণান্॥
পুণ্ডরীকং চর্ম্মদলং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্র হরিতাল কুষ্মাণ্ডের রসে সাতবার কিম্বা তিনবার, দধিতে সাতবার এবং কাঁজিতে সাতবার ফেলিয়া শোধন করত শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকার চূর্ণ করিবে। পরে উহা একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অপর শরা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ কদলীপত্রের কল্ক দ্বারা সন্ধি লেপন করিয়া যাবৎ সেই পাত্রের নিম্নভাগ লোহিতবর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। শীতল হইলে দেখিবে মাণিক্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছে। গুরুদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ দুই রতি প্রমাণে ঘৃত ও মধু সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং স্ফুটিত ও গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, বিচর্চ্চিকা ও মুখ নাসিকাগত রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাকে রসমাণিক্য কহে।

কুষ্ঠ চিকিৎসা বিধি।

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অস্বাভাবিক আহার, মলমূত্রাদির বেগ

ধারণ, স্নেহাদির অনিয়মিত সেবন, পাপ ক্রিয়া জন্য অথবা পূর্ব্ব কর্ম্ম দোষজন্য ত্বক দোষের উৎপত্তি হয়।

মাংস, বসা, দুগ্ধ, দধি, তৈল, কুলথ, মাষ, ইক্ষুবিকার, অম্ল, অহিতকর বা অপরিমাণিক ভোজন, বিদাহী বা অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও স্ত্রীসমাগম, ত্বকদোষে এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

শালিযষ্টি, যব,গোধূম,কোরদূষ, শ্যামাক উদ্দালক প্রভৃতি পুরাতন হইলে, মুদ্গ বা আমলকীর যূষ বা সূপ সহযোগে অথবা নিম্বপত্র ও ভেলা মিশ্রিত করিয়া মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, বাস ও রূপিকার (শ্বেতআকন্দ) পুষ্প, ঘৃত বা সর্ষপ তৈল সিদ্ধ করিয়া অথবা তিক্ত বর্গের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া তৎসহযোগে ভোজন করিবে। যে রোগীর মাংস আহার করা অভ্যাস, তাহাকে মেদবর্জ্জিত হরিণের মাংস ভোজন করিতে দিবে। অভ্যঙ্গের নিমিত্ত বজ্র তৈল, উৎসদনার্থ আরগ্বধাদির ক্বাথ প্রদান করিবে। কুষ্ঠ রোগীর এই গুলি আহার আচারের নিয়ম।

কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপে বিরেচন ও বমনের দ্বারা শরীরের উর্দ্ধ ও অধোভাগ সংশোধন করিবে। রোগ ত্বকে আশ্রয় করিলে শোধন ও আলেপন প্রয়োগ করিবে। শোণিতে আশ্রয় করিলে, সংশোধন, আলেপন, ক্বাথ, পান ও শোণিত মোক্ষণ করিবে। মাংসগত হইলে শোধন আলেপন ক্বাথ পান ও রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং অরিষ্ট, মন্থ ও প্রাস সেবন করিবে। চতুর্থতঃ কর্ম্মজন্য রোগ রোগী আত্মবান ও নিয়মানুরাগী হইলে রোগ যাপ্য থাকে। সে অবস্থায় সংশোধন ও শোণিত মোক্ষণ করিবে। এবং তদতীত ভল্লাতক, শিলাজতু, গুগ্গুলু, অগুরু, তুবরক, খদির, আসন, অয়স্কৃতি বিধানে সেবন করিবে, কুষ্ঠ রোগের পঞ্চমাবস্থায় চিকিৎসা করিবে না।

কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায় স্নেহপান বিধান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। বায়ুজন্য কুষ্ঠরোগে যোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া পান ও অভ্যঙ্গে সেবন করিবে। পিত্ত জন্য কুষ্ঠরোগে ধব, অশ্বকর্ণ,অসন,পলাশ,নিম্ব,পর্প্পটক (ক্ষেৎপাপড়া), যষ্টিমধু, লোধ্র ও মঞ্জিষ্ঠা সহযোগে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। শ্লেষ্মা জন্য কুষ্ঠরোগে পিয়াল, শাল, আরগ্বধ, নিম্ব, সপ্তপর্ণ, চিত্রক, মরিচ, বচ ও কুষ্ঠ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে।

সকল প্রকার কুষ্ঠরোগে ভল্লাতক, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ যোগে ঘৃত, কষায় রস সহযোগে তৈল প্রয়োজ্য। নিম্নলিখিত অনুসারে কুষ্ঠে প্রলেপ প্রদান করিবে।

কোন প্রকার ঘৃতের দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ ও সিন্ন করিয়া, তাহার একটী বা ততোধিক পাঁচটী পর্য্যন্ত শিরা বিদ্ধ করিবে। শরীরের মণ্ডলাকার চিহ্ন সমস্ত স্ফীতভাবে থাকিলে, তাহাদিগকে অবলেখন করিবে অর্থাৎ চাঁচিয়া ফেলিবে, অথবা সর্ব্বদা লেপ প্রদান করিবে। সমুদ্রফেন, সেগুন, গোজী (গোজিয়া লতা) অথবা গোডুম্বরের পত্র দ্বারা সেই সমস্ত মণ্ডল অবঘর্ষণ করিয়া লেপ দিবে। লাক্ষা, সর্জ্জরস রসাঞ্জন, প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে) অবল্গুজা (সোমরাজ), গজপিপ্পলী, অর্ক, করবীর, কুটজ, রেবত মূল, গোমূত্রে অথবা গোপিত্তে পেষণ করিয়া লেপ ব্যবহার করিবে। অথবা স্বর্জি কাক্ষার, তুথ,কাসীস,বিড়ঙ্গ,গৃহধূম,কটুকী,সুধা (কলিচূণ), হরিদ্রা ও সৈন্ধব, ইহাদিগের একত্র যোগে কল্ক প্রলেপ ব্যবহার্য্য। অথবা পলাশের ক্ষার ক্ষার পাকের প্রণালী মতে প্রাবৃত করিয়া এই সকলের চূর্ণ সহযোগে পাক করিবে। পাক ফণিতের ন্যায় ঘন হইলে অবতারণ করিয়া লেপ প্রয়োগ করিবে। কিম্বা জ্যোতিষ্কফল (গণিকার ফল), লাক্ষা, মরিচ, পিপ্পলীর ফুল বা পত্র একত্র কল্ক করিয়া লেপে প্রয়োগ করিবে। অথবা হরিতাল, মনঃশিলা, অর্কক্ষীর, তিল, শিশু ও মরিচ একত্র যোগে কল্ক, অথবা স্বর্জিকাক্ষার, কুষ্ঠ, তুথ কুটজ চিত্রক বিড়ঙ্গ, মরিচ মনঃশিলা একত্র

যোগে কল্ক, কিম্বা হরীতকী করঞ্জিকা, বিড়ঙ্গ শ্বেতসর্ষপ লবণ শুক্র ত্রিবৃৎ সোমরাজ হরিদ্রা একত্র যোগে কল্ক লেপ প্রয়োগ করিবে। এই সাতটী কুষ্ঠ নাশক লেপ। এই নিম্নলিখিত যোগটী দদ্রু কুষ্ঠে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠ সর্ষপ টারপীন তৈল হরিদ্রা ত্রিকটু, চাকুন্দে বীজ ও মূলকবীজ একত্র তক্র সহযোগে পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুতে লেপন করিবে। সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ (চাকুন্দে) বীজ, শর্করা কেশর (নাগেশ্বর) ও কৃষ্ণাঞ্জন, কপিত্থ রস যোগে লেপ প্রয়োগ করিলে দদ্রুরোগ অতি ত্বরায় প্রশমিত হয়। স্বর্ণক্ষীরী ব্যাধিঘাত (সোঁদাল) শিরীষ, নিম্ব, সাল, কুটজ, লতাসাল, একত্রযোগে কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দদ্রুতে ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দদ্রুরোগ আরোগ্য হয়। এক্ষণে শ্বিত্র নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

ভদ্রা মুস্তা ও ডুমুর মূল, এই উভয় পদার্থের সমানাংশ গোডুম্বরমূল, একত্র চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ সিদ্ধ জলের সহিত পান করিবে। ইহা প্রয়োগে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠের স্থানে স্ফোট উৎপন্ন হয়। সেই শোথ ভিন্ন হইলে (অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে) হস্তির চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তাহার ক্ষার তৈল সংযোগে স্ফোটে প্রলেপ প্রদান করিবে। কৃষ্ণসর্পের মসী (ত্বক) উৎকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়া বিভীতকের তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ শ্বিত্র কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চাকুন্দে বীজ কুষ্ঠ ও যষ্টিমধু, ঘৃত সহযোগে পেষণ করিবে। শ্বেতবর্ণ গৃহকুক্কুটকে অগ্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের চতুর্থাংশ ভোজন করাইয়া রাখিবে পরে ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে ঐ পিষ্ট ভোজন করিতে দিবে। তাহার সেই পুরীষ গ্রহণ করিয়া উৎপাচন পূর্ব্বক সর্ব্বদেহে লেপ প্রদান করিবে ও ভক্ষণ করিবে। ইহাতে একমাসের মধ্যে শ্বিত্র নামক কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়।

হস্তীর বিষ্ঠা উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার অনেকবার গজমূত্রে স্রাবিত করিবে, এক দ্রোণ পরিমিত সেই ক্ষার তাহার দশমাংশ সোমরাজের বীজ একত্র পাক করিবে। যখন পাক্য পদার্থ চিক্কণ দেখাইবে, তখন নামাইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। কুষ্ঠস্থান ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ অতি শীঘ্র শরীরের সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আম্র ও হরীতকীর ক্বাথে বর্ত্তি ভাবিত করিয়া পরে বট ক্ষীরে ভাবনা দিবে, সেই বর্ত্তি আম্র দীপে প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মসী গ্রহণ করিবে সেই মসী পুনর্ব্বার হরীতকীর জলে ভাবিত করিবে। পরে সেই মসী কটু তৈলের সহিত প্রচুর পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে কিলাস (ছুলি) দূরীভূত হয়। নদীতীর জাত অবল্গুজের (সোমরাজের) বীজ বকবৃক্ষ উড়ুম্বর লাক্ষা লৌহচূর্ণ পিপ্পলী ও কৃষ্ণতিল, এই সমস্ত সমভাগে গোরচনা সহযোগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অশেষবিধ শ্বিত্র কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ময়ূরের পিত্ত প্রয়োগ করিলে অথবা হ্রীবের (বালা) দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিত্ত সহযোগে প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া থাকে।

তুথ হরিতাল কটুকী ত্রিকটু, সিংহী অর্ক করবীর কুষ্ঠ সোমরাজ ভল্লাতক উড়ুম্বর বৃক্ষ সর্ষপ স্নুহী তিল্বক (লোধ) নিম্ব পীলু ও আরগ্বধ পত্র কিম্বা বিড়ঙ্গ ও করবীর বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী এই উভয় প্রকার প্রলেপের দ্বারা বিবিধ প্রকার শ্বিত্রকুষ্ঠ প্রশমিত হয়। বায়সী ও ফল্গুতিক্ত ফল (কাকডুম্বুর) প্রত্যেকে একশত লৌহ চূর্ণ দুই প্রস্থ ত্রিফলা তিন আঢ়ক অসন পীত সাল দুই আঢ়ক জল তিন দ্রোণ একত্র পাক করিয়া জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথে ঘৃত পাক করিবে ইন্দ্রযব ত্রিকটু গুড়ত্বক দেবদারু চতুরঙ্গুল (সোঁদাল) পারাবতপদী দন্তী, সোমরাজী নাগকেশর ও কণ্টকারী ইহাদিগের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। কুষ্ঠরোগ দোষ বা ধাতু

আশ্রয় করিলে এই পান করিবে। এবং কেবল্ মাত্র ত্বক গত হইলে মর্দ্দন করিবে! এই প্রকার করিলে অসাধ্য নীলকুষ্ঠ প্যর্য্যন্তও দূরীভূত হইয়া থাকে।

ত্রিফলা গুড়ত্বক ত্রিকটু নিসিন্দা কাষ্ঠমল্লিকা কাকমাচী ও আরগ্বধ প্রত্যেকে এক তোলা কাকমাচী অর্ক, বরুণ বৃক্ষ, দন্তী কুটজ চিত্রক দারুহরিদ্রা ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশপল তিন দ্রোণ জলে পাক করিবে। সেই ক্বাথের ষট্ প্রস্থ অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত গোময় রস গোমূত্র দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে এক আঢ়ক পরিমাণে পাক করিবে। তাহাতে ভূনিম্ব ত্রিকটু চিত্রক করঞ্জফল নীলিকা শ্যামালতা অবল্গুজ পীলুনীলী ও নিম্ব কুসুম এই সকলের চূর্ণ প্রদান করিবে। শ্বিত্ররোগে এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ হয়। এবং ভগন্দর কৃমি অর্শঃ ও মহানীল নামক কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

ঘৃত গোমূত্র চিত্রক ত্রিকটু ও মধু সংযোগে কুম্ভে নিহিত করিয়া একপক্ষকাল রাখিবে। ইহা পান করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ প্রশমিত হয়। পূতিক অর্ক স্নুহী রাজবৃক্ষ ও সৌমন পত্র মূত্রে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ প্রদান করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ দদ্রু দুষ্টব্রণ অর্শ ও নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয় এই সমস্ত প্রতীকারের পর দুষ্টরক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তাহাতে রোগীর বলাধান হইলে ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইয়া বিরেচনের দ্বারা দোষের সংশোধন করিবে। বমন বা বিরেচনের দ্বারা নিঃশেষে দোষ নিঃসারিত না হইলে সমস্ত দোষ কুপিত হইয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে নিশ্চয়ই কুষ্ঠ রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, অতএব দোষ নিঃশেষে নির্গত করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠরোগীকে একপক্ষ অন্তর বমন, একমাসান্তর বিরেচন, বৎসরের মধ্যে দুইবার রক্ত মোক্ষণ ও ত্রিরাত্রি অন্তর নস্য প্রয়োগ করিবে হরীতকী ত্রিকটু ও শর্করা তৈলযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ দূরীভূত হয়। আমলকী, হরীতকী বহেড়া পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ, একত্র ঘৃত মধুযোগে লেহন করিবে, অথবা প্রতিদিন একপল হরিদ্রা মূত্র সংযোগে একমাস কাল সেবন করিবে, অথবা এই নিয়মে পিপ্পলী ও গজপিপ্পলী চূর্ণ মূত্রসহ পান করিবে, অথবা রসাঞ্জন একমাস কাল ঐ নিয়মে পান করিবে এবং সর্ব্বদা অঙ্গে লেপন করিবে। নিমছাল সপ্তপর্ণির ছাল লাক্ষা, মুস্ত, দশমূলী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা অর্ক বাসক দেবদারু হরীতকী চিত্রক ত্রিকটু আমলকী বিড়ঙ্গ, ইহাদিগের প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ একত্র করিয়া একপল পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। অথবা ত্রিফলা সহযোগে দ্রোণ পরিমিত ঘৃত পাক করিয়া ত্রিকটুযোগে সেবন করিবে। আরগ্বধ সপ্তপর্ণ পাটল বৃক্ষক নক্তমাল নিম্ব হরিদ্রা ঘণ্টাপারুলী ইহাদিগের সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত কিছুকাল উপেক্ষা করিয়া জীর্ণ হইলে সেবন করিবে। লোধ্র নিম্ব পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন সপ্তপর্ণী অক্ষ বৃক্ষ ও বীজক কুষ্ঠরোগে গাত্রদাহ থাকিলে এই সমস্ত দ্রব্য স্নানীয় জলে যোজনা করিবে। অথবা মধু সংযোগে ত্রিভণ্ডী পান করিবে। কুষ্ঠরোগে মাংস পাত হইতে থাকিলে পুরাতন মুদ্গ তৈল সংযোগে নিম্বোদক সিক্ত করিয়া পান করিবে। কিম্বা সবল হইলে নিম্ব ক্বাথ বা আকন্দ শ্বেত আকন্দ ও সপ্তপর্ণীর একত্রযোগে ক্বাথ পান করিবে। কোন অঙ্গ ক্ষত হইলে করবীর মূল বিড়ঙ্গ যোগে গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক লেপে ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠরোগীর শরীরে সর্ব্বদা গোমূত্র সেচন করিবে ও তাহার ভক্ষ্য, দ্রব্যের সহিত বিড়ঙ্গ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা করঞ্জ তৈল সর্ষপ তৈল কিম্বা শীগ্ বা কোশাম্রের তৈল কুষ্ঠস্থানে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করিবে। অথবা সর্ব্ববিধ কটু উষ্ণ তিক্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক

যোগে কল্ক, কিম্বা হরীতকী করঞ্জিকা, বিড়ঙ্গ শ্বেতসর্ষপ লবণ শুক্ল ত্রিবৃৎ সোমরাজ হরিদ্রা একত্র যোগে কল্ক লেপ প্রয়োগ করিবে। এই সাতটী কুষ্ঠ নাশক লেপ। এই নিম্নলিখিত যোগটী দদ্রু কুষ্ঠে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠ সর্ষপ টারপীন তৈল হরিদ্রা ত্রিকটু, চাকুন্দে বীজ ও মূলকবীজ একত্র তক্র সহযোগে পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুতে লেপন করিবে। সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ (চাকুন্দে) বীজ, শর্করা কেশর (নাগেশ্বর) ও কৃষ্ণাঞ্জন, কপিত্থ রস যোগে লেপ প্রয়োগ করিলে দদ্রুরোগ অতি ত্বরায় প্রশমিত হয়। স্বর্ণক্ষীরী ব্যাধিঘাত (সোঁদাল) শিরীষ, নিম, সাল, কুটজ, লতাসাল, একত্রযোগে কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দদ্রুতে ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দদ্রুরোগ আরোগ্য হয়। এক্ষণে শ্বিত্র নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

ভদ্রা মুস্তা ও ডুমুর মূল, এই উভয় পদার্থের সমানাংশ গোডুম্বরমূল, একত্র চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ সিদ্ধ জলের সহিত পান করিবে। ইহা প্রয়োগে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠের স্থানে স্ফোট উৎপন্ন হয়। সেই শোথ ভিন্ন হইলে (অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে) হস্তির চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তাহার ক্ষার তৈল সংযোগে স্ফোটে প্রলেপ প্রদান করিবে। কৃষ্ণসর্পের মসী (ত্বক) উৎকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়া বিভীতকের তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ শ্বিত্র কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চাকুন্দে বীজ কুষ্ঠ ও যষ্টিমধু, ঘৃত সহযোগে পেষণ করিবে। শ্বেতবর্ণ গৃহকুক্কুটকে অগ্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের চতুর্থাংশ ভোজন করাইয়া রাখিবে পরে ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে ঐ পিষ্ট ভোজন করিতে দিবে। তাহার সেই পুরীষ গ্রহণ করিয়া উৎপাচন পূর্ব্বক সর্ব্বদেহে লেপ প্রদান করিবে ও ভক্ষণ করিবে। ইহাতে একমাসের মধ্যে শ্বিত্র নামক কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়।

হস্তীর বিষ্ঠা উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার অনেকবার গজমূত্রে স্রাবিত করিবে, এক দ্রোণ পরিমিত সেই ক্ষার তাহার দশমাংশ সোমরাজের বীজ একত্র পাক করিবে। যখন পাক্য পদার্থ চিক্কণ দেখাইবে, তখন নামাইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। কুষ্ঠস্থান ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ অতি শীঘ্র শরীরের সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আম্র ও হরীতকীর ক্বাথে বর্ত্তি ভাবিত করিয়া পরে বট ক্ষীরে ভাবনা দিবে, সেই বর্ত্তি আম্র দীপে প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মসী গ্রহণ করিবে সেই মসী পুনর্ব্বার হরীতকীর জলে ভাবিত করিবে। পরে সেই মসী কটু তৈলের সহিত প্রচুর পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে কিলাস (ছুলি) দূরীভূত হয়। নদীতীর জাত অবল্গুজের (সোমরাজের) বীজ বকবৃক্ষ উড়ুম্বর লাক্ষা লৌহচূর্ণ পিপ্পলী ও কৃষ্ণতিল, এই সমস্ত সমভাগে গোরচনা সহযোগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অশেষবিধ শ্বিত্র কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ময়ূরের পিত্ত প্রয়োগ করিলে অথবা হস্তীবের (বালা) দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিত্ত সহযোগে প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া থাকে।

তুত্থ হরিতাল কটুকী ত্রিকটু, সিংহী অর্ক করবীর কুষ্ঠ সোমরাজ ভল্লাতক উড়ুম্বর বৃক্ষ সর্ষপ স্নুহী তিল্বক (লোধ) নিম্ব পীলু ও আরগ্বধ পত্র কিম্বা বিড়ঙ্গ ও করবীর বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী এই উভয় প্রকার প্রলেপের দ্বারা বিবিধ প্রকার শ্বিত্রকুষ্ঠ প্রশমিত হয়। বায়সী ও ফল্গুতিক্ত ফল (কাকডুম্বুর) প্রত্যেকে একশত লৌহ চূর্ণ দুই প্রস্থ ত্রিফলা তিন আঢ়ক অসন পীত সাল দুই আঢ়ক জল তিন দ্রোণ একত্র পাক করিয়া জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথে ঘৃত পাক করিবে ইন্দ্রযব ত্রিকটু গুড়ত্বক দেবদারু চতুরঙ্গুল (সোঁদাল) পারাবতপদী দন্তী, সোমরাজী নাগকেশর ও কণ্টকারী ইহাদিগের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। কুষ্ঠরোগ দোষ বা ধাতু

আশ্রয় করিলে এই পান করিবে। এবং কেবল্ মাত্র ত্বক গত হইলে মর্দ্দন করিবে! এই প্রকার করিলে অসাধ্য নীলকুষ্ঠ প্যর্য্যন্তও দূরীভূত হইয়া থাকে।

ত্রিফলা গুড়ত্বক ত্রিকটু নিসিন্দা কাষ্ঠমল্লিকা কাকমাচী ও আরগ্বধ প্রত্যেকে এক তোলা কাকমাচী অর্ক, বরুণ বৃক্ষ, দন্তী কুটজ চিত্রক দারুহরিদ্রা ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশপল তিন দ্রোণ জলে পাক করিবে। সেই ক্বাথের ষট্ প্রস্থ অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত গোময় রস গোমূত্র দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে এক আঢ়ক পরিমাণে পাক করিবে। তাহাতে ভূনিম্ব ত্রিকটু চিত্রক করঞ্জফল নীলিকা শ্যামালতা অবলগুজ পীলুনীলী ও নিম্ব কুসুম এই সকলের চূর্ণ প্রদান করিবে। শ্বিত্ররোগে এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ হয়। এবং ভগন্দর কৃমি অর্শঃ ও মহানীল নামক কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

ঘৃত গোমূত্র চিত্রক ত্রিকটু ও মধু সংযোগে কুম্ভে নিহিত করিয়া একপক্ষকাল রাখিবে। ইহা পান করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ প্রশমিত হয়। পূতিক অর্ক মুহী রাজবৃক্ষ ও সৌমন পত্র মূত্রে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ প্রদান করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ দদ্রু দুষ্টব্রণ অর্শ ও নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয় এই সমস্ত প্রতীকারের পর দুষ্টরক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তাহাতে রোগীর বলাধান হইলে ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইয়া বিরেচনের দ্বারা দোষের সংশোধন করিবে। বমন বা বিরেচনের দ্বারা নিঃশেষে দোষ নিঃসারিত না হইলে সমস্ত দোষ কুপিত হইয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে নিশ্চয়ই কুষ্ঠ রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, অতএব দোষ নিঃশেষে নির্গত করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠরোগীকে একপক্ষ অন্তর বমন, একমাসান্তর বিরেচন, বৎসরের মধ্যে দুইবার রক্ত মোক্ষণ ও ত্রিরাত্রি অন্তর নস্য প্রয়োগ করিবে হরীতকী ত্রিকটু ও শর্করা তৈলযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ দূরীভূত হয়। আমলকী, হরীতকী বহেড়া পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ, একত্র ঘৃত মধুযোগে লেহন করিবে, অথবা প্রতিদিন একপল হরিদ্রা মূত্র সংযোগে এ[illegible] সেবন করিবে, অথবা এই নিয়মে পিপ্পলী ও গজপিপ্পলী চূর্ণ মূত্রসহ পান করিবে, অথবা রসাঞ্জন একমাস কাল ঐ নিয়মে পান করিবে এবং সর্ব্বদা অঙ্গে লেপন করিবে। নিমছাল সপ্তপর্ণির ছাল লাক্ষা, মুস্ত, দশমূলী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা অর্ক বাসক দেবদারু হরীতকী চিত্রক ত্রিকটু আমলকী বিড়ঙ্গ, ইহাদিগের প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ একত্র করিয়া একপল পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। অথবা ত্রিফল সহযোগে দ্রোণ পরিমিত ঘৃত পাক করিয়া ত্রিকটুযোগে সেবন করিবে। আরগ্বধ সপ্তপর্ণ পাটল বৃক্ষক নক্তমাল নিম্ব হরিদ্রা ঘণ্টাপারুলী ইহাদিগের সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত কিছুকাল উপেক্ষা করিয়া জীর্ণ হইলে সেবন করিবে। লোধ্র নিম্ব পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন সপ্তপর্ণী অক্ষ[illegible] বৃক্ষ ও বীজক কুষ্ঠরোগে গাত্রদাহ থাকিলে এই সমস্ত দ্রব্য স্নানীয় জলে [illegible] যোজনা করিবে। অথবা মধু সংযোগে [illegible] পান করিবে। কুষ্ঠরোগে মাংস পাত হইতে থাকিলে পুরাতন মুদ্গা তৈল সংযোগে নিম্বোদক সিক্ত করিয়া পান করিবে। কিম্বা সবল হইলে নিম্ব ক্বাথ বা আকন্দ শ্বেত আকন্দ ও সপ্তপর্ণীর একত্রযোগে ক্বাথ পান করিবে। কোন অঙ্গ ক্ষত হইলে করবীর মূল বিড়ঙ্গ যোগে গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক লেপে ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠরোগীর শরীরে সর্ব্বদা গোমূত্র সেচন করিবে ও তাহার ভক্ষ্য, দ্রব্যের সহিত বিড়ঙ্গ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা করঞ্জ তৈল সর্ষপ তৈল কিম্বা শীগ্রু বা কোশাম্রের তৈল কুষ্ঠস্থানে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করিবে। অথবা সর্ব্ববিধ কটু উষ্ণ তিক্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক

করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া যদি আরোগ্য না হয় তাহা হইলে দুষ্টব্রণের চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ বঞ্জক তৈলাদি প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে এবং লাক্ষাদিগণস্থ দ্রব্য গোরোচনা সহযোগে মূত্রে পেষণ ক... ...কাল কটু অলাবুর অভ্যন্তরে রাখিবে সপ্তাহ পরে ইহার পরিমিত মাত্রায় পান করিবে ও অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহাতে শরীরের সমস্ত দোষ নির্গত হয়। এই প্রকার সমস্ত দোষ নির্গত হইলে রোগীকে রৌদ্র হইতে লইয়া খদিরের জলে স্নান করাইবে। পরে খদিরের জলে যবাগু প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে এইরূপে সংশোধন ব্যবস্থা অথবা কুষ্ঠঘ্ন বর্গস্থ সকল ঔষধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রদেহ ও উদগর্ষণে প্রয়োগ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিরেচক যোগ সেবন করিবে, এই প্রকারে পাঁচ ছয় সাত আটবার সেবন করিবে যাহাতে কুষ্ঠ সমস্ত শরীরে আর উত্থিত না হয়। অথবা হস্তি শাবকের মূত্র পান করিবে, তাহা জীর্ণ দুগ্ধ ভোজন করিবে। ইহাতে প্রবল কুষ্ঠ ব্রণ ষণ্মাসের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। কুষ্ঠ রোগী স্নান পান ও ভোজন প্রভৃতি সর্ব্বদা খদির সেবন করিবে। কুষ্ঠ যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়া আপন প্রভাবে রোগীকে বিনাশ করে সেবিত হইলে খদির ও সেইরূপ আপন প্রভাবে কুষ্ঠরোগ নাশ করে। অস্ত্র রোম ও নখ ধারণ অল্প পরিশ্রম করণ হিতকর দ্রব্য ভোজন নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন স্ত্রীসংসর্গ মাংস ও সুরা বর্জ্জন কুষ্ঠরোগী রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিবেন।

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসাবিধি হইতেছে।

কুষ্ঠরোগে, মেহরোগে কফজনিত রোগে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপি শোথরোগে অথবা মেদ বিশিষ্ট হইবে কৃশ করিবার জন্য পশ্চাদুক্ত সমস্ত যোগ কথিত হইতেছে।

যবচূর্ণ রাত্রিকালে গোমূত্রে বাসিত করিয়া বৃহৎ কিলিঞ্জে রাখিবে। দিবাভাগে সেই কিলিঞ্জে রাখিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপে সমস্ত রাত্রি ভাবিত ও দিবাতে শুষ্ক করিয়া খোলায় ভাজিয়া শক্তু প্রস্তুত করিবে। সেই শক্তু কুষ্ঠরোগী বা প্রমেহরোগী প্রত্যহ প্রাতঃকালে শালসারাদির কষায় সহযোগে অথবা কণ্টকী বৃক্ষের কষায় সহযোগে এবং ভল্লাতক চক্রমর্দ্দ, অবল্গুজ (সোমরাজ) আকন্দ চিত্রক বিড়ঙ্গ, ও মুণ্ড এই সমস্তচূর্ণ প্রলেপ পূর্ব্বক পান করিবে এই প্রকার শালসারাদির কষায় অথবা আরগ্বধাদির কষায় অথবা গোময় সহযোগে ভাবিত করিয়া শক্তু প্রস্তুত করিবে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতক প্রভৃতির চূর্ণ অথবা গুড়ূচী ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর ক্বাথ সহযোগে ও দাড়িম্ব বেতসের রসসহ শর্করা মধু ও দ্রাক্ষা যোগে মধুর করিয়া এবং সৈন্ধব লবণাক্ত করিয়া পান করিবে। সকল প্রকার অর্থাৎ গোধূম প্রভৃতির শক্তুও এই প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। যব নির্ম্মিত বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। গোধুম রেণুযব প্রভৃতিরও এই নিয়মে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইবে। এইক্ষণে অরিষ্ট প্রস্তুত প্রকরণ কথিত হইতেছে অতএব নিম্ন লিখিত প্রকরণ কথিত অরিষ্ট প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করাইবে।

পূতিক চর্ব্য চিত্রক দেবদারু শ্যামালতা দন্তী ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ছয় পালিকা বদর এক কুড়ব ও ত্রিফলা এক কুড়ব এই সমস্ত চূর্ণ করিবে। তদনন্তর পিপ্পলী মধু ও ঘৃতের দ্বারা ঘৃতের পাত্রের অভ্যন্তরদেশ লেপন পূর্ব্বক অগ্রে সংস্কৃত করিয়া রাখিবে। পরে পাত্রে সপ্তাদক তিল কুড়ব, লৌহ চূর্ণ অর্দ্ধ কুড়ব, গুড় অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে অনন্তর সেই পাত্রের মুখরুদ্ধ করিয়া যবরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া সপ্তরাত্রি উপেক্ষা করিবে। পরে সেই অরিষ্ট যথাসাধ্য পান করিবে।

ইহাতে কুষ্ঠ মেহ মেদ পাণ্ডুরোগ ও শোথ আরোগ্য হয়। এই প্রকারে শালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদির অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। এইক্ষণে অসার প্রস্তুত প্রকরণ বলা যাইতেছে। পলাশের ক্ষার পরিস্রুত করিয়া উষ্ণ করিবে। শীতল হইলে তাহার তিনভাগ ও ফণিত দুইভাগ একত্র করিয়া অরিষ্ট কল্পের প্রণালীতে প্রস্তুত করিবে এই প্রকার তিল প্রভৃতির ক্ষারে শালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদির ক্ষারে অথবা মূত্রে আসব প্রস্তুত করিবে। এক্ষণে সুরার প্রণালী উক্ত হইতেছে, অতএব নিম্ন লিখিত প্রণালী ক্রমে সুরা প্রস্তুত করিবে।

শিরীষ ও খদিরের কাষ্ঠ শতমূলী, ব্রাহ্মী কোশাতকী এই সমস্ত একত্র করিয়া কষায় প্রস্তুতের প্রণালীতে পাক করিয়া সেই জল গ্রহণ করিবে। মণ্ডোদয় স্বরূপ সেই জলে সুরাবীজ পেষণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে যথোক্ত বিধানে সুরা প্রস্তুত করিবে। শালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদি গণেও এই প্রণালীতে সুরা প্রস্তুত করা যায়। এক্ষণে অবলেহ প্রস্তুত প্রকরণ কথিত হইতেছে।

শালসারাদির সার চূর্ণ একপ্রস্থ অগ্রে আরগ্বধাদির কষায়ে পুনঃ পুনঃ অভিষেচন ও শুষ্ক করিয়া পরে শালসারাদির কষায় তাহাতে পান করাইবে। এই প্রকারে ন্যগ্রোধাদির ফল ও পুষ্পের কষায়ে আরগ্বধাদির চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। এই নিম্ন লিখিত প্রকরণে অয়স্কৃতি প্রস্তুত করিবে।

তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম লৌহপত্র সমভাগে লবণ বর্গে প্রদীপ্ত করিয়া গোময়ের অগ্নিতে সন্তপ্ত করিবে। অত্যন্ত তপ্ত হইলে ত্রিফলা ও শালসারাদির কষায়ে অভিষেচনপূর্ব্বক সেই তাপ নির্ব্বাপিত করিবে। এইপ্রকার ষোড়শবার করিয়া অবশেষে খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে সন্তপ্ত করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে সেই সমস্ত লৌহপত্র সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ যথাসাধ্য পরিমাণে ঘৃত মধুযোগে ভোজন করিবে। তাহা জীর্ণ হইলে ব্যাধি অনুসারে যে প্রকার ভোজন কর্ত্তব্য, অম্ল ও লবণ বর্জ্জন করিয়া সেই প্রকার আহার করিবে। এই প্রকারে তুলা পরিমাণ চূর্ণ সেবিত হইলে, কুষ্ঠ মেহ মেদ শোথ পাণ্ডুরোগ উন্মাদ ও অপস্মার আরোগ্য হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে। এই প্রকার প্রত্যেক তুলাপরিমাণ সেবনে একশত বৎসর করিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহাতেই সমস্ত প্রকার লৌহের অয়স্কৃতি বিধান বলা হইল।

তপ্তলৌহপিণ্ড পলাশকাষ্ঠের দ্রোণীতে রাখিয়া ত্রিবৃৎ শ্যামা অগ্নিমন্থ নবমালিকা শঙ্খিনী অর্কেবুক লোধ ত্রিফল পলাশ ও শিরীষ এই সকলের রসে অভিষেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপে তিন সপ্তবার তপ্ত ও নির্ব্বাপিত করিয়া, অবশেষে এই সকল রস ঐ পিণ্ড অভিষেচন পূর্ব্বক স্থালীমধ্যে রাখিয়া গোময় অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে লৌহপিণ্ডের দ্বিগুণ পরিমাণে স্থালীমধ্যে দিবে তদনন্তর চতুর্থাংশ থাকিতে ঘৃত প্রভৃতি সকল দ্রবপদার্থ স্থালী হইতে প্রাবৃত করিয়া লইবে। পরে সেই দ্রব্য শীতল হইলে, পুনর্ব্বার লৌহপত্র সমস্ত অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে লৌহপাত্রে নিহিত পূর্ব্বক মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে।

এই দ্রব ঔষধ যথাসাধ্য শুক্তি বা প্রকুঞ্চ পরিমাণে সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে ব্যাধি অনুসারে ভোজন করিবে। এই অয়স্কৃতি বিহিত ঔষধদ্বারা অসাধ্য কুষ্ঠরোগ, প্রমেহ, দেহের স্থূলতা, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা রাজযক্ষ্মা রোগে প্রয়োজ্য ইহাদ্বারা শতবর্ষ আয়ু হয়।

লৌহপত্র সমষ্টি তপ্ত করিয়া পলাশ কাষ্ঠের দ্রোণীমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক শালসারাদির কাথ সেবন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে কলসী মধ্যে ঐ ক্কাথ সেচন করিয়া অগ্নিতে শুষ্ক হইলে,

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ গুড় ও মধু প্রত্যেকে লৌহের সমভাগে লৌহ সমেত সেই কলসী মধ্যে নিহিত করিবে। পরে একমাস বা এক পক্ষ কাল উপেক্ষা করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাকে মহৌষধ অয়স্কৃতি কহে। এই প্রকারে ন্যগ্রোধাদি বা রেবতাদিগণেও অয়স্কৃতি প্রস্তত করা যায়।

এক্ষণে খদির প্রকরণ কথিত হইতেছে। প্রশস্ত দেশজাত, কীটকর্ত্তৃক অনুপাতে, মধ্যম বয়স্ক খদির বৃক্ষের চতুর্দ্দিক খনন পূর্ব্বক তাহার মধ্য মূলছেদন করিয়া লৌহ কুম্ভ মধ্যে এরূপ ভাবে রাখিবে যেন তাহার রস নিঃসৃত হয়। অনন্তর সেই কলসী গোময় ও মৃত্তিকাতে লেপন করিয়া গোময় মিশ্রিত কাষ্ঠের জাল দিবে। কলসীতে জাল দিলে সেই কাষ্ঠের রস নিঃসৃত হইয়া অধোভাগে পড়িতে থাকিবে। সেই নিঃসৃত রসে পত্রে পূর্ণ হইলে, সেই রস গ্রহণ করিয়া অন্য পাত্র নিহিত পূর্ব্বক মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যথাসাধ্য পরিমাণে সেই রস, আমলকী রস, ঘৃত ও মধু সহযোগে প্রত্যহ সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে ভল্লাতক বিধানে আহার বিহারাদি করিবে। এই রস একপ্রস্থ পরিমাণে ক্রমশঃ সেবন করা হইলে এতশত বর্ষ আয়ুবৃদ্ধি হয়।

একতোলা পরিমিত খদির কাষ্ঠ একদ্রোণ পরিমিত জলে পাক করিয়া ষোড়শাংশ থাকিতে নামাইয়া পাত্রমধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। আমলকী রস মধু ও ঘৃত সহযোগে সেই ক্বাথ যথাসাধ্য পরিমাণে প্রতিদিন পান করিবে। সকল প্রকার বৃক্ষসারের কল্পের এই প্রণালী জানিবে।

খদির কাষ্ঠ চূর্ণ অথবা খদির কাষ্ঠের ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘৃত পাক করিয়া পান-করিবে। অথবা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ কিম্বা সেই রস বা ক্বাথ সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অপরাহ্নকালে ঘৃতাক্ত অন্ন আমলকীর যষ সহযোগে ভোজন করিবে, একমনে এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিলের তৈল, ভল্লাতক তৈল, আমলকীর রস ও ঘৃত প্রত্যেকে একদ্রোণ, শালসারাদির কষায়, ত্রিফলা, ত্রিকটু, পরুষফলের মজ্জা, বিড়ঙ্গ ফলের সার, চিত্র অর্ক অবল্গুজ হরিদ্রা ত্রিবৃৎ দণ্ডী ইন্দ্রযব যষ্টিমধু অতিবিষা রসাঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, প্রত্যেকে একপ্রস্থ, এক স্নেহপাকের প্রণালীতে পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পাচিত করিয়া কলসে মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর শরীর সংশোধন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে শুক্তি পরিমাণে মধু সংযোগে এই ঘৃত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে খদির ক্বাথে পাককরা অন্নঘৃতাক্ত করিয়া লবণবর্জ্জিত মুদ্গ ও আমলকীর যূষ সহযোগে ভোজন করিবে, ও খদিরোদক সেবন করিবে। এই নিয়মে এক দ্রোণ পরিমিত পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সেবন করা হইলে সকল প্রকার কুষ্ঠ হইতে মুক্ত, শুদ্ধদেহ স্মৃতিমান্ অরোগী ও একশত বৎসর আয়ুবিশিষ্ট হয়।

শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কোঠ নিদান।

শীতমারুত সংস্পর্শাৎ প্রদুষ্টৌ কফমারুতৌ।
পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্তর্ব্বিসর্পতঃ॥

শীতল বায়ু সেবন জন্য কফ ও বায়ু কুপিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বকে ও রক্তাদি ধাতুতে পরিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শীতপিত্তের পূর্ব্বরূপ।

পিপাসারুচি হৃল্লা সদেহসাদাঙ্গগৌরবং:
রক্তলোচনতা তেষাং পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণং॥

শীতপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গৌরব এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ রোগ।

বরটীদষ্টসংস্থানঃ শোথঃ সংজায়তেহত্তিঃ
সকণ্ডূস্তোদবহুলশ্ছর্দ্দিজ্বর বিদাহবান্॥
উদর্দ্দমিমি তং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমথাপরঃ।
বাতাধিকং শীতপিত্তমুদর্দ্দস্তু কফাধিকঃ॥

শীতপিত্ত ও উদর্দ্দরোগে গাত্রে বোলতা দংশন জনিত শোথের ন্যায় শোথ হয়। ইহাতে অতিশয় কণ্ডূ, তোক বমি জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। শীত পিত্ত কারুর ও উদর্দ্দরোগে কফের আধিক্য থাকে।

সোৎসঙ্গশ্চ সরাগেশ্চ কণ্ডূমদ্ভিশ্চ মণ্ডলৈঃ।
শৈশিরঃ কফজো ব্যাধিরুদর্দ্দ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

উদর্দ্দশোথ, মধ্যে নিম্ন রক্তবর্ণ কণ্ডূযুক্ত মণ্ডলাকার ও শিশির সম্ভূত। ইহা কফজ ব্যাধি।

কোঠের লক্ষণ।

অসম্যগ্বমনোদীর্ণ পিত্তশ্লেষ্মান্ন নিগ্রহৈঃ।
মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহুনি চ।
উৎকোঠঃ সানুবন্ধশ্চ কোঠ ইত্যভিধীয়তে॥

বমন ক্রিয়ার দ্বারা সম্যক্‌রূপ বমি না হইলে নিঃসরণোন্মুখ পিত্ত শ্লেষ্মা ও ভুক্তান্নের অনির্গম শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডূ বিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক্ শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাকেই কোঠ কহে। কোঠ সানুবন্ধ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীল হইলে তাহাকে উৎকোঠ কহিয়া থাকে।

উদর্দ্দ, কোঠ ও শীত পিত্ত চিকিৎসা।

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্ততঃ।
উদর্দ্দে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্ট বারিণা॥
ত্রিফলাপুরকৃকাভিবির্বরেকশ্চাত্র শস্যতে॥

উদর্দ্দরোগে সর্ষপ তৈল মালিশ, উষ্ণজলের সেক এবং পটোল পত্র ও নিমছালের ক্বাথ পান দ্বারা বমন করান কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন, ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিরেচনার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন বাতরক্তোক্ত নব কার্ষিকযোগ ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অথবা বিষপোক্ত অমৃতাদি কষায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পুরাতন গুড়, যষ্টিমধু ও আমলকী, এই গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করিলে কিম্বা পুরাতন গুড় ও যমানী সমভাগে পেষণ করিয়া সেবন করিলে উদর্দ্দরোগ সপ্তাহকালের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বেতসর্ষপ হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও তিল এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে পেষণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপ দিলে উদর্দ্দরোগ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাঘাস ও হরিদ্রা একত্র পেষণ পূর্ব্বক লেপন করিলে পামা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গণিয়ারীর মূলের ছাল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কুষ্ঠরোগ সপ্তাহের মধ্যে বিদূরিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা প্রণালী অম্লপিত্ত নাশক দ্রব্য ও উদর্দ্দ রোগোক্ত ঔষধ দ্বারা কোঠরোগের চিকিৎসা করিবে। এতদ্ব্যতীত কোঠরোগীকে মহাতিক্ত ঘৃত পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

নিম্বপত্র চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ ঘৃতের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে বিস্ফোট কোঠ ক্ষত শীতপিত্ত কণ্ডূ ও অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শরীরে মালিশ করিলে কোঠরোগ দূরীভূত হয়।

সুপক্ব শুষ্ক গাম্ভারী ফল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পথ্যভোজী হইয়া সেবন করিলে শীত পিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

সুশ্রুতের এলাদিগণোক্ত দ্রব্য তৈলের সহ-যোগে শীতপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রে মালিশ করিতে দিবে এবং শুষ্ক মূলাশাকের যষ বা কুলচ্চ কলাইয়ের যষের সহিত কম্বা লাব ও তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষীর মাংস যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন দোষ বিবেচনা করিয়া শীতল বা বা উষ্ণ অন্ন ও পানীয় দ্রব্য শীতপিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে।

পারাভস্ম দুইরতি গুড় ও যমানীর সহিত সেবন করিয়া কটুতৈল লেপন করিলে শীতপিত্ত ধ্বংস হয়।

সর্ষপ, হরিদ্রা বলা এলাইচ ও তিল তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া কটু তৈলের সহিত শরীরে মর্দ্দন করিলে শীতপিত্তরোগ দূর হয়।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কচ্ছুপামা বিনাশনঃ।
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তহরঃ পরঃ॥
কুষ্ঠোক্তাঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাংযুক্ত্যা চিকিৎসকঃ।
শীতপিত্তে তথোদর্দ্দে কোঠে চৈব সমাসতঃ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা তুল্য পরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে কণ্ডূ ও পামারোগ এবং ক্রিমি দদ্রু ও শীত পিত্তরোগ ধ্বংস হয়। শীত পিত্তাদি রোগে কুষ্ঠোক্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

অম্লপিত্ত নিদান।

বিরুদ্ধ দুষ্টাম্লবিদাহিপিত্ত
প্রকোপিপানান্নভুজো বিদগ্ধং।
পিত্তং স্বহেতুপচিতঃ পুরাযৎ
তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন দূষিত অন্ন অম্ল ও বিদাহি দ্রব্য এবং অন্যান্য পিত্ত প্রকোপক পান আহার এই সমস্ত কারণে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্ত রোগ রূপে পরিণত হয়।

অম্লপিত্তের সংপ্রাপ্তি।

অবিপাকক্লমোৎক্লেশতিক্তাম্লোদ্গার গৌরবৈঃ।
হৃৎকণ্ঠদাহারুচিভিশ্চাম্লপিত্তং বদেদ্ভিষক্॥

অম্লপিত্তরোগে ভুক্তান্নের অপরিপাক ক্লান্তি-বোধ বমনবেগ তিক্ত ও অম্লোদগার দেহভরে বুক ও গলা জ্বালা এবং অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

তৃড্‌দাহমূর্চ্ছা ভ্রমমোহকারি
প্রযাত্যাধো বা বিবিধপ্রকারং।
হৃল্লাসকোঠনলদাহহর্ষ
স্বেদাঙ্গ পীতত্বকরং কদাচিৎ॥

অধোগ অম্লপিত্তে হরীত পীতাদি নানাপ্রকার বর্ণ বিশিষ্ট দুর্গন্ধ মলভেদ হয়। ইহাতে উষ্ণা দাহ মূর্চ্ছা ভ্রম জ্ঞান বৈপরীত্য বমন বেগ কোঠোৎপত্তি অগ্নিমান্দ্য রোমাঞ্চ ঘর্ম্মোদগম ও অঙ্গের পীত বর্ণত্ব এবং সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়।

উদর্দ্ধগ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

বান্তং হরিৎ পীতকনীলকৃষ্ণ
মারক্তরক্তা ভ্রমতীব চাম্লং।
মাংসোদকাভম্বতি পিচ্ছিলাচ্ছং
শ্লেষ্মানুজাতং বিবিধং রসেন॥
ভুক্তে বিদগ্ধে ত্বথবাপ্যভুক্তে
করোতি তিক্তাপিবমিং কদাচিৎ।
উদ্গারমেবং বিধিনেব কর্ত্তুং
হৃৎকুক্ষিদাহং শিরসো রুজঞ্চ॥
করচরণদাহমৌষ্ণ্যং মহতী
মরুচিং জ্বরঞ্চ কফপিত্তং।
জনরতি কণ্ডূমণ্ডলপিড়কা
শতনিচিতগাত্ররোগনিচয়ং॥

উদর্দ্ধগ অম্লপিত্তে হরিৎ পীত নীল কৃষ্ণ আরক্ত বা রক্তবর্ণ অতীব অম্লাংশ জল সদৃত অতি-পিচ্ছিল কফ সংসৃষ্ট ও কটু তিক্তাদি বিবিধ রস বিশিষ্ট বমি হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধ হইলে অথবা অভুক্তাবস্থাতে ও কখন কখন তিক্ত বা অম্ল বমি হয় এবং উদ্গার ও ঐ

প্রকার তিক্ত বা অম্লবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠ হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ শিরো-বেদনা হাত পা জ্বালা দেহের উষ্ণতা অতিশয় অরুচি পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং শরীরে কণ্ডু বহু সংখ্যক পীড়কোৎপত্তি ও নানাবিধ রোগ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

রোগোঽয়মম্লপিত্তাখ্যো যত্নাৎ সংসাধ্যতে নবঃ।
চিরোত্থিতো ভবেদ্‌যাপ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ সকস্তচিৎ॥

অম্লপিত্ত রোগ অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ অল্পদিন জাত হইলে বিশেষ যত্ন দ্বারা উপশম হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল জাত হইলে অম্লপিত্ত যাপ্য কাহার বা কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে।

সানিলং সানিলকফং সকফং সকফং তচ্ছনক্ষয়েৎ।
দোষলিঙ্গেন মতিমান্ ভিষগ্মোহকরং হিতৎ॥
অল্পপ্রলাপমূর্চ্ছাচিমি চিমি গাত্রাবসাদশূলানি।
তমসো দর্শনবিভ্রম প্রমোহহর্ষানানিলকোপাৎ॥
কফনিষ্ঠীবনগৌরবং জড়তারুচিশীতসাদবমিলেপাঃ।
দহনবলসাদকণ্ডুনিদ্রাঃচিহ্নং মারুতকফসম্ভবে ভবত্যম্লে॥
তিক্তাম্লকটূকোদ্গারহৃৎকুক্ষিকণ্ঠদাহকৃৎ।
ভ্রমো মূর্চ্ছারুচিচ্ছর্দ্দিরালস্যশিরোরুজা।
প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং শ্লেষ্মপিত্তস্য লক্ষণং॥

অম্লপিত্তরোগ বাতাত্মক শ্লেষ্মাত্মক ও বাত শ্লেষ্মাত্মক এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক দোষ লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রোপাব ধারণ করিবে। কারণ অধোগ অম্লপিত্তকে অতিসারে ও উর্দ্ধগ অম্লপিত্তকে বমনরোগ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। বাত প্রকোপজ অম্লপিত্তে অল্প প্রলাপ মূর্চ্ছা প্রলাপ মাত্র চিমিচিমি ও অবসাদ শূলবেদনা অন্ধকার দর্শন জ্ঞান বৈপরীত্য মনোলোভ ও রোমাঞ্চ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কফানুগত অম্লপিত্তে কফ নিষ্ঠীবন দেহের গুরুতা জড়তা অরুচি শীতানুভব অবসন্নতা বমি শ্লেষ্মাদ্বারা মুখের লিপ্ততা অগ্নিমান্দ্য দুর্ব্বলতা কণ্ডু ও নিদ্রাধিক্য এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতশ্লেষ্মোদ্ভব অম্লপিত্তে বাতিক পৈত্তিক উভয় বিধ অম্লপিত্তের লক্ষণ সমস্ত সংঘটিত হয়। শ্লেষ্মজনিত অম্লপিত্তে তিক্ত অম্ল ও কটু উদ্গার হৃদয় কুক্ষি ও কণ্ঠের দাহ ভ্রম মূর্চ্ছা অরুচি বমি, আলস্য মস্তক বেদনা মুখ দিয়া জলস্রাব ও মুখে মধুর স্বাদ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অম্লপিত্তের চিকিৎসা।

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তেতু বিরেকং মৃদুকারয়েৎ।
সম্যগ্বান্তমিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্॥
অস্থাপনং চিরোত্তুতেদেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া॥

অম্লপিত্তরোগে বমন ও মৃদু বিরেচন বিশেষ হিতজনক। সম্যক ও বিবেচনান্তে রোগীকে স্নাপন দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া অনুধাবন ব্যবস্থা করিবে। অধিককালোৎপন্ন অম্লপিত্তে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগে উল্লিখিত রূপ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে মিলিত দোষযুক্ত রোগের অবস্থানুসারে সংশরণ আহার ও সংশমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক উর্দ্ধগ কফ প্রধান অম্লপিত্ত বমন দ্বারা এবং অধোগ বিবদ্ধযুক্ত অম্লপিত্ত বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে তিক্ত দ্রব্যের সহযোগে আহার ও পানীয় দ্রব্য ব্যবস্থা করিবেন।

যবগোধূমবিকৃতীস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।

অম্লপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মধুর দ্রব্য সহযোগে যব ও গোধূমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবে। উক্ত খাদ্য দ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণে লবণ ঝাল ও অম্লাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

দোষ বিবেচনা করিয়া দোষ নাশক মধুর দ্রব্যের কাথের সহিত খৈরগুড়া মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনী ও মধু প্রদান করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তুষশূন্য যব বাসকপত্র ও আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ

পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত দারুচিনী চূর্ণ ছোটএলাচি চূর্ণ তেজপত্র চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অম্লপিত্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এবং আহারার্থ মুগের যূষ ব্যবস্থা করিবে! ইহাতে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

পটোলং নাগরং ধান্যং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
কণ্ডূপামার্ত্তিশূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্য জিৎ॥

শুঁঠ একতোলা ও পটোল একতোলা এই উভয় দ্রব্য একত্র অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই পাচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা বমি, জ্বর বিস্ফোট ও গাত্র জ্বালা দূরীভূত হইয়া থাকে।

পটোল পত্র শুঁঠ ধনিয়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে কণ্ডূ পামা শূল, পিত্তশ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য গাত্র জ্বালা জ্বর ও বমনরোগ প্রশমিত হয়।

তুষশূন্য যব পিপুল ও পটোলপত্র এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত অরুচি ও বমি দূরীভূত হয়।

দশাঙ্গ।

বাসামৃতাপর্পটকনিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ।
ত্রিফলা কুলকৈঃ ক্বাথঃক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥

বাসক ছাল, গুলঞ্চ ক্ষেৎপাপড়া নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া ও পটোলপত্র এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতকী আমলকী বহেড়া ও কটকী এই পদার্থগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত চিনী যষ্টিমধু ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বর বমি ও অম্লপিত্তজনিত বমি প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদি গুগ্‌গুলু।

বাসানিম্বপটোলত্রিফলাশনযাস যোজিতো জয়তি।
অধিক কফাম্লপিত্তং প্রয়োজিতোগুগ্‌গুলো ক্রমেণ॥
ছিন্নাখদিরষ্টোহববার্দ্ধ্যাম্ভো বা মধুদ্রবম্॥

বাসক মূলের ছাল, নিমপাতা, পটোল পত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পীতশাল ও দুরালভা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য সমপরিমাণ শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণ করিয়া অগ্নিসংযোগে কিঞ্চিৎ জলের সহিত পাক করিবে। এই ঔষধ ক্রমে ক্রমে কিছু দিন সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গুড়ূচী খদিরকাষ্ঠ যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

কিসমিস ও হরীতকী এই উভয় দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া পুরাতন গুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

কটুকী চূর্ণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্লপিত্ত রোগীকে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে।

পটোল পত্র ও শুঁঠ এই উভয় পদার্থ সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রক্ত পিত্তরোগে চিকিৎসক যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে রক্তপিত্তোক্ত খণ্ড কুষ্মাণ্ডক প্রয়োগ করিতে পারেন।

পটোলত্রিফলানিম্বশৃতং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দিদাহশূলোপশান্তয়ে॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও নিমছাল, এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, বমি, গাত্র জ্বালা ও শূলরোগ বিদূরিত হয়।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকীক্বাথং পীত্বামনাক্ষিকম্।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসক, কণ্টীকারী, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি বিনষ্ট হয়।

ঘৃতাদি ব্যবস্থা।

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলী ঘৃত মেবচ।
অম্লপিত্তে প্রয়োক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা॥
পক্তিশূলাপহা রোগাস্তথাখণ্ডামলক্যপি॥
পিপ্পলীমধুসংযুক্তা চাম্লপিত্ত বিনাশিনী॥

রক্তপিত্তোক্ত বাসা ঘৃত, কুষ্ঠোক্ত তিক্তকঘৃত পিপ্পলী ঘৃত, গুড় কুষ্মাণ্ডক, পচিলাম শূলোক্ত খণ্ডামলকী ও অন্যান্য ঔষধ অম্লপিত্ত রোগে মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিপুলের গুড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ অপনীত হয়।

বাতাধিক্য অম্লপিত্তরোগে সুপক্ক জমীর ফলের রস সন্ধ্যা কালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। উক্ত মোদক সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মা ও অগ্নি মান্দ্য প্রশমিত হয়।

হিঙ্গু একভাগ, কতকভল দুইভাগ, তেতুলছাল চারিভাগ ও ঘৃত আটভাগ, এই সমস্ত পদার্থ গুলি মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া উহার মুখ শরীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। উক্ত পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া, এই পদার্থ গুলি সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কোনও কান্তলৌহ পাত্রে লিপ্ত করিয়া একরতি রাখিবে প্রাতে মধু ও চিনীর সহিত উক্ত পদার্থ সেবন করিলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ।

একোংংশ পঞ্চনিম্বানাং দ্বিগুণোবৃদ্ধদারকঃ।
শক্তুর্দশ গুণোদেয়ঃ শর্করা মধুরীকৃতঃ॥
শীতেন বারিণা পীতঃ শূলং পিত্তকফোত্থিতম্।
নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্॥

নিমের ছাল, পত্র, পুষ্প, মূল, ও ফল, এই সমস্ত একভাগ বৃদ্ধদারক দুইভাগ ও যবের ছাতু দশভাগ, এই সকল পদার্থের সহিত যথা প্রয়োজন চিনী মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় কিঞ্চিৎ শীতল ও মধুর

সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ শূল ও অম্ল-পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষুধাবতী গুঁড়িকা।

আশুভক্তোদকৈঃ পিষ্টমভ্রকং তত্র সংস্থিতম্।
কন্দমানাস্থিসংহাররক্তকর্ণরসৈরথ ॥
তণ্ডুলীয়ঞ্চ শালিঞ্চ কালমারিষজেন চ।
বৃশ্চীর বৃহতী ভৃঙ্গলক্ষণা কেশরাজজৈঃ ॥
পেষণং ভাবনং কুর্য্যাৎপুটঞ্চানেকশোভিষক্।
যাবন্নিশ্চন্দ্রকং তৎ স্যাচ্ছুদ্ধিরেবং বিহায়সঃ ॥
স্বর্ণমাক্ষিকশালিঞ্চ ধ্মাতং নির্ব্বাপিতং জলে।
ত্রৈফলেহথ বিচূর্ণ্যৈবং লৌহং কান্তাদিকং পুনঃ ॥
বৃহৎপত্রকরীকর্ণ ত্রিফলাবৃদ্ধদারজৈঃ।
মানকন্দাস্থিসংহার শৃঙ্গবেরভবৈরসৈঃ ॥
দশমূলীমুণ্ডিকাতালমূলী সমুদ্ভবৈঃ।
পুটিতং সাধু যত্নেন শুদ্ধিমেবমগোব্রজেৎ ॥
বশিরং শ্বেতবাটগলং মধুপর্ণী ময়ূরকম্।
তণ্ডুলীয়ঞ্চ বর্ষাবহং দত্তাধশ্চোর্দ্ধমেবচ ॥
পচ্যাৎ সুজীর্ণ মণ্ডূরং গোমূত্রেণ দিনত্রয়ম্।
অন্তর্ব্বাষ্প মদগ্ধঞ্চ তথা স্থাপ্যং দিনত্রয়ম্ ॥
বিচূর্ণিতং শুদ্ধিরিয়ং লৌহকিট্টস্য দর্শিতা।
জয়ন্ত্যা বর্দ্ধমানস্য আর্দ্রকস্য রসেনতু ॥
বায়স্যাশ্চানুপূর্ব্বৈবং মর্দ্দনং রসশোধনম্।
গন্ধকং নবনীতাখ্যং ক্ষুদ্রিতং লৌহভাজনে ॥
ত্রিধা চণ্ডাতপে শুষ্কং ভৃঙ্গরাজ রসাপ্লুতম্।
ততোবহ্নৌ দ্রবীভূতং ত্বরিকং বস্ত্রগালিতম্ ॥
যত্নাদ্ ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পুনঃ শুষ্কং বিশুধ্যতি।
গগনাদ্ধিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্ ॥
লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্।
মণ্ডুকপর্ণী রশিরতালমূলীরসৈঃ পুনঃ ॥
বরীভৃঙ্গ কেশরাজকাল মারিষজৈরথ।
ত্রিফলা ভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্বি চূর্ণিতম্ ॥
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষৌ প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ।
তম্মর্দ্দনাচ্ছিলাখল্বে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্ ॥
বচাচব্যং যমানী চ জীরোরং শতপুষ্পিকা।
ব্যোধং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী ॥
ত্রিবৃত্তাচিত্রকোদন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা।
ভৃঙ্গমানককন্দশ্চ খণ্ডকর্ণক এবচ ॥
দন্তোৎপলাকেশরাজ কালাবকড় কোপি চ।
এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টৈঃ সুচূর্ণিতম্ ॥
প্রত্যেকং ত্রিফলরাশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ।
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে তু ভাবয়েৎ ॥
আতপে দত্তসং মৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈস্ত্রিধা।
তদ্রসেন শিলাপিষ্টং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
বদরস্থিনিভাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তাং ত্রিধাপয়েৎ।
তৎ প্রাতর্ভোজনাদৌ তু সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্ ॥
অম্লোদকান্ পানঞ্চ হিতং মধুর বর্জ্জিতম্।
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ ॥
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্ল কাঞ্জিকম্।
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্ ॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদোময়ান্।
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসাংশ্চমন্দাগ্নিত্বম রোচকম্ ॥
গুড়ীক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী ॥

অভ্রশোধন। প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র গ্রহণ পূর্ব্বক পত্র সকল খুলিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর আশু ভাতের কাঁজিতে অহোরাত্র আপ্লুত করিয়া রাখিবে। পরে সেই কাঁজির দ্বারা অভ্র পেষণ করিয়া লইবে। তৎপরে (বনওল) মান, অস্থি সংহার (হাড়ভাঙ্গালতা) খণ্ডকর্ণ কাঁটানটীয়া কালমারিষ শাচিশাক পুনর্নবা বৃহতী ভৃঙ্গরাজ লক্ষণা ও কেশরাজ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ পেষণ ও ভাবনা দিয়া পুট প্রদান করিবে। এই প্রকার প্রক-রণে যতক্ষণে অভ্র চন্দ্রহীন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিবে।

লৌহশোধন। স্বর্ণমাক্ষিক ও শাচিশাক, পেষণ করিয়া উহা দ্বারা কান্তলৌহ পাত্র লেপন করিয়া ভস্তার সাহায্যে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। দগ্ধ করণান্তর অমৃত সারোক্ত বিধানানুসারে ত্রিফলার ক্কাথ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত ক্কাথে উল্লিখিত দগ্ধ লৌহ আপ্লুত করিয়া রাখিবে। এই প্রকার বিশোধিত লৌহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে বৃহৎপত্র করিকর্ণ (হস্তীকর্ণ পলাশ) ত্রিফলা বৃদ্ধদারক মান কন্দ। (বনওল) হাড়ভাঙ্গালতা আদা দশমূল মুণ্ডিকা ও তালমূলী, ইহাদের যথা-যোগ্য রস ও ক্কাথের সহযোগে লৌহচূর্ণ পেষণ করিয়া উহা পুট প্রদান করিবে। এই প্রকারে লৌহ বিশুদ্ধ ও শোধিত হইয়া থাকে।

মণ্ডুর শোধন প্রণালী; বশির শ্বেত বেড়ালা মধুপর্ণি আপাঙ কাঁটানটিয়া ও পুনর্নবা এই

পদার্থ গুলি পুরাতন মণ্ডূরের অধঃ ও ঊর্দ্ধ প্রদেশে স্থাপন করিবে। পরে উহাতে যথা প্রয়োজন গোমূত্র প্রদান করিয়া তিন দিবস জ্বাল দিবে। তদনন্তর উল্লিখিত পাত্রের মুখ শরার দ্বারা বন্ধ করিয়া অন্তর্বাষ্পাবস্থায় তিন দিবস রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত মণ্ডুর উত্তমরূপে ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই প্রকারে মণ্ডূর বিশুদ্ধ ও মর্দ্দন করিবে।

পারাশোধন প্রকরণ। জয়ন্তীপত্র ভেরাণ্ডার মূল আদা, ও কাকমাচীর রসে ক্রমে ক্রমে পারা মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা শোধিত হয়।

গন্ধকশুদ্ধি প্রকরণ। আমলাসা গন্ধক খণ্ড খণ্ড করিয়া লৌহপাত্রে ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লুত করিয়া রাখিবে পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই রূপে তিনবার করা হইলে উক্ত গন্ধক লৌহপাত্রে করিয়া অগ্নিসন্তাপেদ্রব করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রস পূর্ণ পাত্রের মুখ একখানি ঘৃতাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত রাখিয়া সেই বস্ত্রের উপরে উক্ত দ্রব গন্ধক নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উক্ত ভৃঙ্গরাজ রসাদৃত গন্ধক ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকারে গন্ধক শোধন হইয়া থাকে। এই উল্লিখিত ধাতু সমস্ত প্রকরণ শোধিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে ক্ষুধাবতী গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

অভ্রভস্ম ১৬ তোলা লৌহভস্ম ৮ তোলা ও মণ্ডূরচূর্ণ ৪ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া মণ্ডূকপর্ণী (থানকুনি) লশির ও তালমূলী ইহাদিগের রস গ্রহণ করিয়া উক্ত রসের সহিত উল্লিখিত চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া স্থালীপাক করিবে।

শতমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাঁটানটিয়ার রসের সহিত দ্বিতীয় স্থালীপাক করিবে। ত্রিফলা ও মুথার রসের সহিত তৃতীয় স্থালীপাক করিয়া উহা মর্দ্দন করিতে এবং শোণিত পারদ ২ তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণপদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলভা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মুথা, পিপুলমূল, আপাঙের মূল, তেউড়ী মূল, চিতারমূল, দন্তীমূল, শ্বেত হুড়হুড়ের মূল, ভৃঙ্গরাজ, মানকচু, বনওল, খস্তকর্ণক, দ্রোণ-পুষ্পমূল, কেশরাজ, কালামূল ও কাকড়া শৃঙ্গী, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় কাঁজির সহিত প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে অম্লপিত্তও পরিণাম শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ও নারিকেল ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ অতঃপর তন্ত্রান্তরীয় ক্ষুধাবতীর গুড়িকার লিখিত হইতেছে।

শোধিত পারদ শোধিত গন্ধক অভ্র যমানী মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া শুলকা চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা বচ, দন্তীমূল খণ্ডকর্ণক রক্তোৎপল শ্যামালতা ও অনন্তমূল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১ তোলা এবং মণ্ডূর ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ কাঁজির সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য প্লীহা, শ্বাস, আনাহ আমবাত পরিণাম শূল ও সর্ব্ব প্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

জীরকাদ্য ঘৃত।

পিষ্ট্বাজাজীং সধন্যাকং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং জয়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। জীরা ও ধনিয়া এই উভয় পদার্থ একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে

থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত অরুচি মন্দাগ্নি ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

পটোল ঘৃত ও শুণ্ঠিঘৃত।

পটোল শুণ্ঠ্যো ফলকাভ্যাং কেবলং ফুলকেন বা।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং কফপিত্তহরং পরম্‌॥

ঘৃত ৪ সের। পটোল পত্র ও শুঁঠ, এই উভয় পদার্থ একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কিম্বা এক-মাত্র পটোলপত্র একসের লইয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কফজনিত অম্লপিত্তরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী ঘৃত।

পিপ্পলীকাথ কল্কেন ঘৃতং সিদ্ধং মধুপ্লুতম্‌।
পিবেত্তৎ প্রাতরুত্থায় অম্লপিত্ত-নিবৃত্তয়ে॥

ঘৃত ৪ সের। পিপুল একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং পিপুল আটসের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে পরে জলীয়াংশ যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষা ঘৃত।

দ্রাক্ষামৃতাশক্র পটোলপত্রৈঃ
সোশীরধাত্রী ঘন চন্দনৈশ্চ।
ত্রায়ন্তিকাপদ্মকিরাত ধান্যৈঃ
কল্কৈঃ পচেৎ সর্পিরুপেতমেভিঃ॥
যুঞ্জীত মাত্রাং সহ ভোজনেন
সর্ব্বর্ত্তু পানেঽপি ভিষগ্বিদধ্যাৎ।
বলাকপিত্তং গ্রহণী প্রবৃদ্ধাং
কাসাগ্নিসেদং জ্বরময় পিত্তম্‌॥
সর্ব্বং নিহন্যাদ ঘৃতেনেতদগ্রে
সম্যক্‌ প্রযুক্তং হ্যমৃতোপমঞ্চ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য। কিস্‌মিস্‌ গুলঞ্চ ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, বেণারমূল আমলকী মুথা রক্তচন্দন বলালতা পদ্মকাষ্ঠ চিরাতা ও ধনিয়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কফ, পিত্ত গ্রহণী কাস, অগ্নিমান্দ্য জ্বর ও অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

শতাবরী ঘৃত।

শতাবরীমুলকল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্‌।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্‌ ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্‌॥
নাশয়েদম্ল পিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্‌ গদান্‌।
রক্ত পিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপ মেব চ॥

ঘৃত ৪ সের। শতমূল একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে শতমূলের রস ৪ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর দুগ্ধ ১৬ সের ঘৃতে প্রদান করিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত বাতপিত্তজরোগ রক্তপিত্ত পিপাসা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও গাত্রসন্তাপ প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

অম্লপিত্তান্তক রস।

মৃতসূতাভ্রলোহানাং তুলগং পথগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মাগমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রেরম্লপিত্ত প্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর, অভ্র, হোল ও হরীতকী এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া একমাষা পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত রোগ দূর হয়।

লীলাবিলাস রস।

রসো বলিবেগমরবিশ্চ লোহং
ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিরিণং বিমর্দ্দ্য।
তদল্পবৃষ্টং মৃদুমার্কবেন
সংমর্দ্দয়েদস্ত চ বল্লযুগ্মং॥
হন্ত্যম্লপিত্তং মধুনাবলী চং
লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ।
ছর্দ্দিং সশূলং হৃদয়স্ত দাহং
নিবারয়েষ ন সংশয়োঽস্তি॥

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আমলকী বহেড়ার রসে তিন দিবস পেষণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর ছয়রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে অম্লপিত্ত ছর্দ্দি, শূল ও হৃদয়ের রোগ বিনষ্ট হয়।

পানীয়ভক্ত বটিকা।

ত্রিবৃতামুস্তকঞ্চৈব ত্রিফলাত্র্যূষণস্তথা।
প্রত্যেকন্তু পলং ভাগস্তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ॥
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ং।
এতৎ সকলমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তক্রঞ্চাপি পিবেদনু॥
হন্তিশূলং পার্শ্বশূলং কুক্ষিবস্তি গুদে রুজং।
শ্বাসং কাসং তথাকুষ্ঠং গ্রহণী দোষনাশিনী॥

তেউড়ী, মুথা; ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে একপল পারা ও গন্ধক প্রত্যেকে চারিতোলা লৌহ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে দুইপল এই সমস্ত পদার্থ একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রভাতে সেবন করিয়া তক্র অনুপান করিলে শূল পার্শ্বশূল, উদর, বস্তি, গুদরোগ শ্বাস কাস, গ্রহণী ও কুষ্ঠরোগ অপনীত হইয়া থাকে।

ক্ষুধাবতী বটী।

আশুভক্তোদকৈঃ পিষ্টমভ্রকং তত্র সংস্থিতং।
কন্দমানাস্থি সংহার খণ্ড কর্ণরসৈরথ॥
তণ্ডুলীয়ঞ্চ শালিঞ্চ কালমারিষ জেন চ।
বৃশ্চীরবৃহতীভৃঙ্গ লক্ষ্মণাকেশরাজকৈঃ॥
পেষণং ভাবনং কুর্য্যাৎ পুটপাকেনশোভিষক্।
যাবন্নিশ্চন্দ্রকং তৎস্যাচ্ছুদ্ধিরেবং বিহায়সঃ॥
স্বর্ণমাক্ষিকশালিকঞ্চাতং নির্ব্বাপিতং জলে।
ত্রৈফলেন বিচূর্ণ্যৈবং লৌহং কান্তাদিকং পুনঃ॥
বৃহৎ পত্রকরীকর্ণ ত্রিফলাবৃদ্ধদারুজৈঃ।
মানকন্দাস্থিসংহার শৃঙ্গবেরভবৈরসৈঃ॥
দশমূলী মুণ্ডিতিকা তালমূলী সমুদ্ভবৈ।
কুট্টিতং সাধুযত্নেন শুদ্ধিমেব ময়ো ব্রজেৎ॥
বশিরং শ্বেতরুণ্টালং মধুপর্ণী ময়ূরকং।
তণ্ডুলীয়ঞ্চ কর্ষাহবং দন্তাধস্পোর্দ্ধ মেব চ॥
পাক্যং সুজীর্ণমণ্ডূরং গোমূত্রেণ দিনত্রয়ং।
অন্তর্ব্বাষ্পমদগ্ধঞ্চ তথা স্থাপ্যং দিনত্রয়ং॥

বিচূর্ণিতং শুদ্ধিরিয়ং লৌহকিট্টস্য দর্শিতা।
জয়ন্ত্যা বর্দ্ধমানস্য আর্দ্রকস্য রসেন তু॥
বায়স্যাশ্চাম্বুপূর্ব্বৈকং মর্দ্দনং রস শোধনং।
গন্ধকং নবনীতাখ্যং ভর্জ্জিতং লৌহভাজনে॥
ত্রিধাচণ্ডাতপেশুষ্কং ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতং।
ততো বহ্নৌ দ্রবীভূতং ত্বরিতং বস্ত্রগালিতং॥
যত্নাদ্ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পুনঃ শুষ্কং বিশুধ্যতি।
গগনাদ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকং॥
লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতং।
মণ্ডূকপর্ণীবশির তালমূলী রসৈঃ পুনঃ॥
বরাভৃঙ্গকেশরাজ কালমারিষজৈরথ।
ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ পরিপাকাদ্বিচূর্ণিতং॥
রস গন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্য একতঃ।
তপ্তস্বণাশিলাখণ্ডে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতং॥
বচা চব্যং যমানীচ জীরকে শতপুষ্পিকা।
ব্যোষং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী॥
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা।
অঙ্গমানককন্দাশ্চ খস্যকর্ণক এব চ॥
দণ্ডোৎপলা কেশরাজ কালাবকরকোপি চ।
এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতং॥
প্রত্যেকং ত্রিফলারাশ্চ পলার্দ্ধপলমেব চ।
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে তু ভাবয়েৎ॥
আতপে দণ্ডসজ্যুষ্টমত্রিকন্যা রসৈস্ত্রিধা।
তদ্রসেন শিলাপিষ্টং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
বদরাস্থিনিভাং শুষ্কাং স্বগুপ্তাং নিধাপয়েৎ।
তৎ প্রাতর্ভোজনাদৌতু সেবিতং গুড়িকাত্রয়ং॥
অম্বোদকানু পানঞ্চ হিতংতৎ মধুবর্জ্জিতং।
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্বুকাঞ্জিকং।
হস্তিপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজং॥
পাদরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদর গুদাময়ান্।
যক্ষ্মাণাং পঞ্চকাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকং॥
প্লীহাং শ্বাস মানাহনাম বাতং সুদারুণং।
গুড়ী ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী॥

প্রথমতঃ আশু ধান্যের কাঁজিতে কৃষ্ণাভ্র মর্দ্দন করিয়া ঐ কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিবে। তদনন্তর ওল, মান, দারমুচ, ক্ষুদ্রপত্র, নইটে, শালিঞ্চশাক বৃহৎ পত্রনইটে শ্বেত পুনর্ণবা বৃহতী ভৃঙ্গরাজ লক্ষ্মণা কেশরাজ এই সমস্ত দ্রব্যের রসে বারম্বার মর্দ্দন ও ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। যাবৎ সেই অভ্র উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত না হয়, তাবৎ ভাবনা ও পুটপাক করিবে। এই প্রকারে অভ্র শোধন করিয়া পরে স্বর্ণমাক্ষিক শালিঞ্চ শাকের রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লৌহ পত্র লেপন করিবে এবং ভস্মাগ্নি সন্তাপে সেই পত্র অগ্নিবর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। পুনঃ পুনঃ এই রূপে লৌহকে দগ্ধ ও ত্রিফলার ক্বাথে ফেলিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর বৃহৎ পত্র হস্তিকর্ণ পলাশ ত্রিফলা বৃদ্ধদারক মান, ওল, হাড়মূর শুণ্ঠী দশমূলী মুণ্ডিরী ও তাল মূলীর রসে উক্ত সেই চূর্ণ সযত্নে পুটপাক করিবে এইরূপে করিলে লৌহ শুদ্ধ হয়। তদনন্তর শ্বেত শুলটা, শ্বেতবেড়েলা শুলঞ্চ, অপামার্গ পুনর্ণবা এই সমস্ত পুরাতন মণ্ডূরের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বিন্যস্ত করিয়া গোমূত্রের সহিত তিন দিবস পাক করিবে এবং উহা আবৃত করিয়া অন্তর্ব্বাষ্পে তিন দিবস রাখিবে। পরে উহা ধৌত ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই প্রকারে মণ্ডূর শুদ্ধ হয়। অনন্তর জয়ন্তী এরণ্ডমূল আদা ও কাকমাচীর রসে পারা পুনঃ পুনঃ পেষণ করিয়া শোধন করিবে। পরে নবনীতাখ্য গন্ধক চূর্ণ নূতন পাত্রে রাখিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লুত ও সূর্য্যের প্রখরতাপে শুষ্ক করিবে। এইরূপে তিনবার করিয়া বদরাঙ্গারের অগ্নিসন্তাপে লাগাইবে এবং কোন পাত্রে ভৃঙ্গরাজের রস পূর্ণ করিয়া সেই পাত্রের উপরি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করত ঐ বস্ত্রের উপর দ্রবীভূত গন্ধক ঢালিয়া দিবে। দুইবার এই প্রকার করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিবে। এই প্রকার করিলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শুদ্ধ অভ্র দুইপল লৌহ একপল মণ্ডূর চূর্ণ চারিতোলা এই সমস্ত থানকুনি গজপিপ্পলী ও তালমূলীর রসে প্রথম স্থালীপাক করিবে। তদনন্তর শতমূলী ভৃঙ্গরাজ কেশরাজ ও কাঁটা-নটের রসে দ্বিতীয় স্থালী পাক করিবে। পরে ত্রিফলা ও ভদ্রমণ্ডূকের রসে তৃতীয় স্থালী পাক

করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে এবং পারা ও গন্ধক প্রত্যেকে দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া মসৃণ শিলাখণ্ডে মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদি চূর্ণ এবং বচ, চৈ, যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা শলুকা ত্রিকটু মুথা, বিড়ঙ্গ পিপ্পলীমূল অপামার্গ তেউড়ী চিতাদন্তী, শ্বেতসুন্টা, ভৃঙ্গরাজ মান, ওল, ক্ষার কোন দণ্ডোৎপল কেশরাজ কালী ও কড়া এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা এবং ত্রিফলার চূর্ণ প্রত্যেকে চারিতোলা সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করত রৌদ্রে তিনবার ভাবনা দিবে। পরে আদার রসে খলে পেষণ করিয়া বদরাস্থি প্রমাণ গুড়িকা করিবে। এবং ছায়াতে শুষ্ক করিয়া নির্জ্জন স্থলে রাখিবে। এই ঔষধ প্রভাতে ও আহারের পূর্ব্বে তিনটি বটী সেবন করিয়া কাঁজি অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে মধুর দ্রব্য দুগ্ধ নারিকেল ত্যাগ করিবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য যথেষ্ট বস্তু ভোজন করিতে পারে। কিন্তু কাঁজি পান করা এই ঔষধে বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত অরুচি প্লীহা, শ্বাস, আনাহ ও আমবাত ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সর্ব্বরোগ নাশক বলিয়া পরিগণিত।

অবিপত্তিকর চূর্ণ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বীজঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্।
এলা পত্রঞ্চ সর্ব্বঞ্চ সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণ প্রদাপয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ভোজনাদৌ ততোঽন্তে চ মধ্বাজ্যাভ্যামিদং শুভং॥
শীততোয়ানুপানঞ্চ নারীকেলোদকং তথা।
ততো যথেষ্ট মাহারং কুর্য্যাৎ ক্ষীররসাশনঃ॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবদ্ধ মলমূত্রকং।
অগ্নিমান্দ্য ভবাঙ্গোগান্নশয়েচ্চ বাপিকৃতত্তঃ॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব শূলদুর্ন্নামনাশনং।
প্রমেহানি বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতান্ তথাশ্মরীং॥
অথ পক্তিকরং চূর্ণং অগস্ত্যমুনিভাষিতং॥

ত্রিকটু ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ এলাচী তেজপত্র এই সকল তুল্যপরিমাণে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে ও সকল চূর্ণের সমান লবঙ্গচূর্ণ লবঙ্গ চূর্ণের দ্বিগুণ তেউড়ী চূর্ণ ও এই সকল বস্তুর সমান শর্করা এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ ভোজনের প্রথম ও শেষে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিয়া শীতল জল ও নারিকেল জল অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে প্রচুর আহার ও ক্ষীরপান করিতে পারে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত মলমূত্র রোধ মন্দাগ্নিজন্য রোগ দুর্ণাম্য বিংশতিবিধ প্রমেহ মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ দূরীভূত হয় এবং বল পুষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অগস্ত্য-ঋষি এই ঔষধ আবিষ্কার করেন।

পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পটোল বেগুণ ডুমুর, মানকচু পুরাতন কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ঘৃত পক্ক ব্যঞ্জনাদি অন্নের মধ্যে পাতিলেবু রাত্রিতে খই দুগ্ধ যবের মণ্ড বা বার্লি আহার করিবেন। জলখাবার কুমড়ার মিঠাই আমলকী ও হরীতকী মোরব্বা বিশেষ হিতকর। এই সমস্ত পীড়ার আহার কালে কিম্বা আহারের অল্পক্ষণ পরে জল পান না করিয়া অন্তত একঘণ্টা পরে জল পান করা বিধেয়।

গুরুপাক ভাজাপোড়া দ্রব্য ডাইল, মৎস্য, দধি, রুক্ষ, ও অম্লদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল মাদক দ্রব্য পরিবর্জ্জনীয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিসর্প বিস্ফোট নিদান।

লবণাম্লকটুযুক্তা দিসং সেবদোষ পোপতঃ॥
বিসর্পঃ সপ্তধাজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ।
পৃথকৃত্রয় স্ত্রিভিশ্চৈকো বিসর্পা দ্বন্দ্বভাস্ত্রয়ঃ॥
বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব বক্ষ্যতে দ্বন্দ্বাশ্রয়ঃ।
আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যং কফজজতজঃ॥
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফ সম্ভবঃ॥

লবণ, অম্ল কটু ও উক্ত দ্রব্যাদি সতত সেবন দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা শরীরের সকল স্থানে বিসর্পিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিসর্প। বিসর্প রোগ সাত প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ সান্নিপাতিক বাতপিত্তজ, বাত শ্লেষ্মজ, ও পিত্ত-শ্লেষ্মজ ইহাদের মধ্যে বাত পিত্তজ বিসর্পকে অগ্নি বিসর্প, বাত শ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থি বিসর্প ও পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্প কর্দ্দমক কহে।

বিসর্পস্থ দোষ কথিত হইতেছে।

রক্তং লসীকা ত্বঙ্ মাংস দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তধাতবঃ॥
তত্রবাতাৎ স বিসর্পো বাতজ্বর সমব্যর্থঃ।
শোথস্ফুরণ নিস্তোদভেদায়াসর্ত্তি হর্ষবান্॥
পিত্তা দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতি লোহিতঃ।
কফাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বর সমানরুক্॥
সন্নিপাত সমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গ সমন্বিতঃ॥

কুষ্ঠ রোগের ন্যায় বিসর্প রোগেও রক্ত লসীকা ত্বক্ ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ সমুদায়ে সাতটি উপাদান।

কুষ্ঠে ও বিসর্পে এই মাত্র প্রভেদ, যে কুষ্ঠ রোগ দোষ দূষ্য সমস্ত পদার্থই স্থির ভাবে দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া কাষ্ঠাকার, ইহাতে রক্ত পিত্তের প্রাবল্য থাকে না। কন্তু বিসর্প রোগে রক্ত পিত্ত প্রবল ও সর্ব্বশরীরে শীঘ্র শীঘ্র বিসর্পিও হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত নিদানগত ও বিশেষ বৈপরীত্য আছে, ব্রাহ্মণ গুরুর অপমান ও পরদ্রব্য হরণাদি, কুষ্ঠ রোগের নিদান কিন্তু বিসর্পের তাহা নহে। কুষ্ঠ রোগ সান্নিপাতিক কিন্তু কোন কোন মতে বিসর্প রোগ পৃথক্ পৃথক্ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতিক বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় মস্তকে, হৃদয়ে, গাত্রে ও উদরে ব্যথা, স্ফুরণ, সূচী কেধবৎ বা ভঙ্গবদ্বেদনা, শ্রুতি রোধ ও রোমাঞ্চ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয় থাকে।

পিত্তজনিত বিসর্প, অতি লোহিত বর্ণ শীঘ্র বিসর্পণ শীল ও পিত্তজ্বর লক্ষণাক্রান্ত।

কফজ বিসর্প কণ্ডুযুক্ত, চিক্কণ ও কফ জ্বর লক্ষণ যুক্ত।

সান্নিপাতিক বিসর্পে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ সমস্ত মিলিত ভাবে উৎপন্ন হয়।

বাতপৈত্তিক জন্য অগ্নিবিসর্পের লক্ষণ।

বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারতৃড্ভ্রমৈঃ।
গ্রন্থিভেদাগ্নিসদনতমকারোচ্চকৈর্যুতঃ॥
করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ॥
শান্তাঙ্গারসিতো নীলোরক্তো বাশু চ চীয়তে।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বা দ্রুতং স চ॥
মর্ম্মানুসারী বিসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতি বলবত্ততঃ।
ব্যথতেঽঙ্গ হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ॥
হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থা মীদৃশীং লভতে ন না।
কচিচ্ছর্ম্মারতি গ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু॥
চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহ প্রমোহবান্।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নি বীসর্প উচ্যতে॥

এই বাত পৈত্তিক জনিত অগ্নি বিসর্পজ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতীসার, পিপাসা, ভ্রম, গ্রন্থি বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অলস, ও অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ জলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প, শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে সেই সেই স্থানে নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ হয়। কখন কখন নীলবা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়।

অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় চতুর্দ্দিক স্ফোটক ব্যাপ্ত হয়। শীঘ্র গমনশীল বলিয়া ইহা হৃদয়াদি স্থান সকলকে ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায় তন্দ্রা ও নিদ্রানাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে। রোগী এ প্রকার অব্যবহার প্রাপ্ত হয় যে, চেষ্টাবান, হইয়া ও ভূমি শয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। এই প্রকার অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিয়া ক্রমশঃ ক্লিষ্ট অবসন্ন ও সংজ্ঞা হীন হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়া থাকে।

গ্রন্থি বিসর্পের লক্ষণ।

কফেনরুদ্ধঃ প্রবলোভিত্বা তং বহুধাকফং।
রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্ শিরাস্নায়ুমাংসগং॥
দূষয়িত্বা তু দীর্ঘানুবৃত্তাস্থূল খরাত্মনাং।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরক্তাং তীব্ররুগজ্বরাং॥
শ্বাসকাসাতীসারস্থশোথ হিক্কা বমি ভ্রমৈঃ।
মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গাগ্নিসদনৈর্য্ুতাং॥
ইত্যয়ং গ্রন্থিবিসর্পঃ কফ মারুত কোপজঃ।

দূষিত কফ, কুপিত বায়ুকে অবরোধ করিলে সেই কুপিত বায়ু অবরোধক কফকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে, অথবা ঐ বায়ু রক্ত বহুল ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রন্থি মালারূপে উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই গ্রন্থি মালা দীর্ঘ ও বর্ত্তুল করে স্থূল কঠিন এবং রক্তবর্ণ। ইহাতে অতিশয় বেদনা প্রবল জ্বর শ্বাস কাস অতীসার মুখ শোষ হিক্কা বমি ভ্রম জ্ঞান বৈষম্য বিবর্ণতা মূর্চ্ছা অঙ্গ ভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কর্দ্দমাখ্য বিসর্প।

কফপিত্তজ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা।
অঙ্গাবসাদ বিক্ষেপৌ প্রলেপারোচকভ্রমাঃ॥
মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোস্থাং পিপাসেন্দ্রিয় গৌরবং।
আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি॥
প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্নন্নেকদেশং ন চাতিরুক্।
পীড়কৈরব কীর্ণোঽতি পীত লোহিত পাণ্ডুরৈঃ॥
স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ।
গম্ভীরপাকঃ প্রজ্যোষ্মাস্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে॥
পঙ্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্ট স্নায়ুশিরাগণঃ।
শবগন্ধী চ বিসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুষন্তি তং॥

পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্প জ্বর জড়তা নিদ্রা তন্দ্রা শিরো বেদনা দেহের অবসাদ আক্ষেপ মুখ শোষ অরুচি ভ্রম, মূর্চ্ছা অগ্নিমান্দ্য অস্থিভেদ পিপাসা ইন্দ্রিয় গুরুতা অপক্ক পুরীষনির্গম ও স্রোত সকলের অবসন্নতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উদ্ভূত হইয়া একদেশব্যাপী হয়, ইহা অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পীড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষকৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথ বিশিষ্ট ও শবদুর্গন্ধি। এই রোগে মাংস গলিয়া পড়ে সুতরাং শিরা স্নায়ু সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎক্রুদ্ধঃসরক্তপিত্তমীরয়ন্।
বিসর্পং মারুতঃ কুষ্ঠাৎ কুলথ সদৃশৈশ্চিতং॥
স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজাদাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতং।

শস্ত্রাদি প্রহার অথবা হিংস্র জন্তুর নখ দন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতুদ্বারা ক্ষত হইলে, সেই ক্ষত নিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলথ কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত

ও কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ বিসর্প উৎপন্ন করিয়া থাকে ইহা পিত্তজ বিসর্পের অন্তর্ভূত।

বিসর্পের উপদ্রব।

জ্বরাতিসারৌ বমথুস্তত্ মাংসদরণং ক্লমঃ।
অরোচকাবিপাকৌচ বিসর্পাণামুপদ্রবাঃ॥

জ্বর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদাহি ক্লান্তি অরুচি ও অপরিপাক, এই সমস্ত গুলি বিসর্পের উপদ্রব জানিও।

বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সিধ্যন্তি বাতকফ পিত্তকৃতা বিসর্পাঃ
সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি।
পিত্তাত্মকোঽথঞ্জনবপুশ্চ এবেদসাধ্য
কৃচ্ছ্রাশ্চ মর্ম্মসু ভবন্তি হি সর্ব্ব এব॥

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ বিসর্প সাধ্য। ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। এবং উৎকট পিত্ত জনিত যে বিসর্পে শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়, সেই বিসর্প অর্থাৎ অগ্নিবিসর্প বর্জ্জনীয়। যে সকল বিসর্প মর্ম্মস্থানে জন্মে তাহাদিগকে কৃচ্ছ্র সাধ্য বলিয়া জানিবে।

বিস্ফোট নিদান।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ বিদাহিরুক্ষ
ক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতেপৈশ্চ।
তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ
কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়শ্চ॥
ত্বকৃমিশ্রিতা তে রক্ত মাংসাস্থীনি প্রদূষ্যচ।
ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বান্ পুরঃ সরান্॥

কটু, অম্ল তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহি রুক্ষ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন বা অপক্ক দ্রব্য ভোজন, অধিক অশন, আতপ সেবন ও ঋতু বিপর্য্যায় এই সমস্ত কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রক্ত মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক উৎপন্ন করে। বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয়।

অগ্নিদগ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরারক্তপিত্তজাঃ।
ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহেষু বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ॥
শিরোরুক্ শূলভূয়িষ্ঠং ক্ষুত্তৃড়বৈ পর্ব্ব ভেদনং।
সকৃষ্ণ বর্ণতা চেতি বাতবিস্ফোট লক্ষণং॥
জ্বরদাহরুজাস্রাব পাকতৃষ্ণা ভিরন্বিতং।
পীতলোহিত বর্ণঞ্চ পিত্তবিস্ফোটলক্ষণং॥
ছর্দ্দ্যরোচকজাড্যানি কণ্ডুকাঠিন্য পাণ্ডুতা।
অবেদনশ্চিরাৎ পাকী স বিস্ফোটঃ কফাত্মকঃ॥
বাতপিত্ত কৃতো যস্তু কুরুতেতীব্রবেদনাং।
কণ্ডুস্তৈমিত্যগুরু ভির্জ্জানীয়াৎ কফবাতিকং॥
কণ্ডূর্দ্দাহো জ্বরশ্ছর্দ্দিতৈস্তস্তু কফপৈত্তিকং॥

দেহের কোন স্থানে বা সমস্ত দেহে অগ্নিদগ্ধ নিভ ও জ্বর সংযুক্ত যে সমস্ত স্ফোটক জন্মে তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। বিস্ফোটক রক্তপিত্ত প্রকোপজ ব্যাধি।

অত্যন্ত শূলনিজ্জর তৃষ্ণা পর্ব্বভেদ ও স্ফোটকের কৃষ্ণবর্ণতা পিত্তজ বিস্ফোটকে জ্বর দাহ বেদনা স্রাব নির্গম পাক তৃষ্ণা ও স্ফোটকেপীত লোহিত• বর্ণত্ব। শ্লেষ্মজ বিস্ফোটকে বমি অরুচি শিরের জড়তা স্ফোটকের কণ্ডূয়ন, কাঠিন্য পাণ্ডুবর্ণতা ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। এবং দীর্ঘ কালে পাকিয়া থাকে। বাত পিত্তজ বিস্ফোটকে তীব্র বেদনা, বাত শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে কণ্ডূ স্তৈমিত্য ও গুরুতা হয়। পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে কণ্ডূ দাহ জ্বর বমি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সান্নিপাতিক বিস্ফোটের লক্ষণ।

মধ্যে নিম্নোন্নতোঽন্তে চ কঠিনোঽল্প প্রপাকাবন্।
দাহরোগতৃষা মোহচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছ্রারুজাজ্বরাঃ॥
প্রলাপো বেপথুস্তন্দ্রামোহসাধ্যঃ স্তাত্রিদোষজঃ॥

সান্নিপাতিক বিস্ফোটক, মধ্যে নিম্ন ও উন্নত প্রকাণ্ড কঠিন ও অল্পপাক বিশিষ্ট ইহাতে দাহ রক্তবর্ণতা তৃষ্ণা মোহ বমি মূর্চ্ছা বেদনা জ্বর প্রলাপ কম্প ও তন্দ্রা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তজবিস্ফোটের লক্ষণ।

রক্তা রক্ত সমুত্থানা গুঞ্জা বিদ্রুম সন্নিভাঃ।
বেদিতব্যাস্ত রক্তেন পৈত্তিকেন চ হেতুনা॥
নতে সিদ্ধিং সমায়ান্তি সিদ্ধৈর্যোগশতৈরপি।
একদোষোত্থিতং সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যোদ্বিদোষজঃ॥
সর্ব্বদোষোত্থিতো ঘোরস্তসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ॥

পিত্ত প্রকোপজ হেতু দ্বারা রক্ত দুষ্ট হইয়া রক্তজ বিস্ফোটক উৎপাদন করে। ইহা কুঁচ ও প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ। শত শত সিদ্ধফল ঔষধপ্রয়োগেও ইহার উপকার সাধন হয় না।

এক দোষজ বিস্ফোটক সাধ্য। দ্বিদোষজ কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ত্রিদোষজ বহু উপদ্রবযুক্ত বিস্ফোটক অসাধ্য।

বিসর্প ও বিস্ফোট চিকিৎসা।

বিরেক বমনালেপ সেচনাস্থবিমোক্ষণৈঃ
উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পানবিদাহিভিঃ॥

বমন বিরেচন, প্রলেপ, সেচন রক্ত মোক্ষণ ও অবিদাহী অন্নপানাদি দ্বারা দোষ অনুসারে বিসর্প রোগের চিকিৎসা করিবে।

পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনে নচ।
বিসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেন্দ্রযবৈঃসহ॥

পটোল পত্র নিমছাল, ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান দ্বারা কিম্বা পিপুল মদন ফল ও ইন্দ্রযব এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্ত অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বিষজ্বরপ্রশান্তয়ে॥
রসমামলকানাং বা ঘৃত মিশ্রং প্রদাপয়েৎ॥

হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্ত দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত ও তেউড়ীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দাস্ত করণার্থ প্রয়োগ করিবে।

তৃণ পঞ্চমূল ব্যতীত অপর চতুর্ব্বিধ পঞ্চমূল (স্বল্পপঞ্চমূল মহৎপঞ্চমূল কণ্টকী পঞ্চমূল ও ব্রাহ্মী পঞ্চমূল) প্রদেহ সেক ও ঘৃতদ্বারা বাতজ বিসর্প রোগের চিকিৎসা করিবে। কণ্টকীমূল যথা গোক্ষুর, শতমূল, ঝিণ্টী কালাকড়, করমর্দ্দ। বল্লীপঞ্চমূল, মেষশৃঙ্গী, হরিদ্রা, বিদারী অনন্তমূল ও গুলঞ্চ।

কুড়, দেবদারু, মুথা, বারাহিকন্দ, কস্তুম্বুর (অভাবে ধনিয়া) শজিনারমূল, আকন্দমূল, বংশনেলী ও আস্তর্গল (আগড়া মূল ও অর্জ্জুনছাল) এই পদার্থগুলি বাতজ বিসর্প রোগে সেক ও প্রলেপ কালে প্রয়োগ করিবে এবং দ্রব্যের সহযোগে ঘৃতপাক করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রপৌণ্ডরীক (পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ) মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ বেনার মূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পিত্ত জনিত বিসর্প রোগে প্রলেপ প্রদান করিবে।

কেশুর, শৃঙ্গাটক, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শৈবাল, নীলোৎপল ও পদ্মমূল কর্দ্দম এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া লইবে। কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া পৃথকরূপে ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর বিসর্প স্থানে বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি উল্লিখিত পুঙ্কিকর পদার্থ কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহযোগে প্রলেপ রূপে প্রদান করিবে।

পঞ্চ বল্কল অর্থাৎ কপীতন বট, অশ্বত্থ, শ্লেষ্ম ও যজ্ঞডুম্বুরের ছাল দ্বারা কিম্বা পদ্মকাষ্ঠ বেনার মূল যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দ্বারা পিত্তজ বিসর্প রোগের প্রদাহ ও পরিষেক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পদ্মমূলস্থ কর্দ্দম দ্বারা শঙ্খচূর্ণ ও শৈবাল দ্বারা গুলঞ্চমূল ও শুক্তি ভস্ম দ্বারা বা গেরীমাটী দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে বিসর্প রোগের শান্তি হয়। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে উল্লিখিত চতুর্বিধ প্রলেপের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।

খটের ঝুরি, গুলঞ্চ কদলীগর্ভ ও মৃণাল গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ করিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ প্রশমিত হয়।

হরেণু (বর্ত্তুলকলাই) মসুর মুগ বা শালি-ধান্য ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ নিবারিত হয়।

> মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ।
> বমনঞ্চ বিধাতব্যং বিসর্পে কফসম্ভবে॥

মদনফল (ময়নাফল) যষ্টিমধু নিমপাতা ও ইন্দ্রযব, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধ-তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ শ্লেষ্মজ বিসর্প রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে।

হরীতকী আমলকী, বহেড়া পদ্মকাষ্ঠ বেনার মূল বরাহক্রান্তা করবীরমূল নলমূল ও অনন্তমূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে শ্লেষ্মজ বিসর্প রোগ প্রশমিত হয়।

মুথা, নিমছাল ও পটোলপত্র এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী, পটোলপত্র ও মুগ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ-সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প রোগ বিনষ্ট হয়।

নবকষায় গুগ্‌গুলু।

অমৃতবিষপটোলং নিম্বকল্কৈরুপেতম্ ত্রিফল খদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্। ক্বথিতমিদ-মশেষং গুগগুলোর্ভাগযুক্তং জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্॥

গুলঞ্চ কাঠবিষ পটোলপত্র নিমপাতা হরী-তকী আমলকী বহেড়া খদিরসার ও শোণাক্ষু ফল; এই দ্রব্য সকল সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত উপ-যুক্ত মাত্রায় গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষজ বিসর্প ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হয়।

অমৃতাদি কষায়।

> অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণকং।
> খদির মসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে॥
> বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠ বিস্ফোটকণ্ডূ
> রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ বাসকপত্র পটোলপত্র মুথা ছাতিমছাল খদিরকাষ্ঠ অদিতাপত্রের মূল নিমপাতা হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই পদার্থগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ পান করিলে বিবিধ প্রকার বিষ,বিসর্প,কুষ্ঠ ও বিস্ফো-টক কণ্ডূ মসূরী শীতপিত্ত ও জ্বররোগ অপনীত

হয়। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে দাস্ত করান আবশ্যক হইলে উল্লিখিত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

পটোলপত্র গুলঞ্চ চিরাতা, বাসক নিমপাতা ক্ষেৎপাপড়া খদিরকাষ্ঠ ও মুথা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোট বেদনা জররোগ নিবারিত হয়।

পটোলপত্র হরীতকী আমলকী বহেড়া নিমপাতা গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন মুরগমূল কট্‌কী, আকনাদ হরিদ্রা ও দুরালভা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্ম পিত্ত, জর কণ্ডু চর্ম্মদোষ বিস্ফোট বিষ ও বিসর্প প্রশমিত হইয়া থাকে।

> ভূনিম্ববাসাকটুকা পটোল
> ফলত্রিকা চন্দন নিম্বসিদ্ধঃ।
> বিসর্পদাহজ্বর বক্ত্রশোষ
> স্ফোটতৃষ্ণা বমিনুৎকষায়ঃ॥

চিরাতা বাসকপত্র কট্‌কী পটোলপত্র হরীতকী আমলকী বহেড়া ও রক্তচন্দন এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে বিসর্প গাত্রজ্বালা জর মুখ শোষ বিস্ফোট তৃষ্ণা ও বমনরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

> সকফে পিত্তযুক্তেতু ত্রিফলাং যোজয়েৎ ভিষক্॥

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ বিস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে।

> দুরালভাং পর্পটকং পটোলং কটুকন্তথা।
> সোষ্ণং গুগ্‌গুলুসংমিশ্রং পিবেদ্বাথদিয়াষ্টকম্॥

দুরালভা ক্ষেৎপাপড়া পটোলপত্র ও কট্‌কী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত ঘৃত ও শোধিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে রোগীকে পান করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত মসূর্য্যাধিকারোক্ত খদিরাষ্টকের ক্বাথের সহিত শোধিত গুগগুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিস্ফোট রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

> কণ্ডলীপিচুমর্দ্দশ্চনিম্বখদিরেন্দ্র যবাম্বুজঃ।
> বিস্ফোটং নাশয়ত্যন্ত বায়ুর্জ্জলধরানি চ॥

কণ্ডলী, (গুলঞ্চ) নিম, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে অথবা খদির কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযব এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিস্ফোটরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন নাগেশ্বরপুষ্প কাঁটানটিয়া অনন্তমূল শিরীষছাল ও জাতীপত্র এই পদার্থ সমস্ত সমভাগে গ্রহণ করত একত্র পেষণ করিয়া রোগ যুক্তস্থানে লেপন করিলে বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারিত হয়।

শিরীষ তগর পদিকা দেবদারু হরিদ্রা ও বামুনহাটী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে শীতল জলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে সর্ব্ববিধ বিস্ফোটরোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষমূলের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা চই, আমলকী যষ্টিমধু ও জাতীপুষ্প লতারপাতা এই গুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মুখে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া কুল্লি করিলে কিম্বা উল্লিখিত দ্রব্যের কোন একটি পদার্থ পেষণ করিয়া জাতীপত্র ও মধুর সহিত কেবল ধারণ অর্থাৎ কুলি করিলে বিস্ফোটের শান্তি হইয়া থাকে।

শিরীষ যজ্ঞডুমুর ও জামের রস গাত্রে সেচন ও আলেপন করিলে বিস্ফোট রোগীর পক্ষে উপকার দর্শিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শ্লেষ্মত্বক্ বৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়া প্রলেপ ও উহার রস চক্ষুতে প্রদান করিলে বিস্ফোট রোগোক্রান্ত ব্যক্তির মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। শিরীষ ছাল যষ্টিমধু তগর পদিকা রক্তচন্দন ছোট-এলাচি জটামাংসী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড় ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহযোগে প্রলেপ প্রদান করিলে বিসর্প কণ্ডূ জ্বর ও শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষাদ্য ঘৃত।

বৃষখদির পটোলপত্র নিম্ব
ত্বগমৃতামলকী কষায় রক্তৈঃ।
ঘৃতমভিনবমেতদন্ত পক্বং
জয়তি বিসর্প গদান্ সকুষ্ঠগুল্মান্॥

ঘৃত ৪ সের। বাসকপত্র খদিরকাষ্ঠ পটোল পত্র নিমছাল গুলঞ্চ ও আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর বাসক খদিরকাষ্ঠ পটোলপত্র নিমছাল গুলঞ্চ ও আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত কাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধ-তোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বিসর্প কুষ্ঠ ও গুল্ম-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

পটোলসপ্তচ্ছদ নিম্ববাসাফল
ত্রিকচ্ছিন্নরুহাবিপকম্।
তৎপকতিক্তং ঘৃতমাশুহন্তি
ত্রিদোষ বিস্ফোট বিসর্প কস্তঃ॥

ঘৃত ৪ সের। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। তদনন্তর পটোল পত্র ছাতিমছাল নিমছাল বাসক ও গুলঞ্চ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ত্রিদোষ জনিত বিস্ফোট বিসর্প ও কণ্ডূরোগ আশু নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

পদ্মক ঘৃত।

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরম্।
দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মেলা তগরং তথা॥
কুষ্ঠং লাক্ষা পত্রকঞ্চ সিক্থকং তুথ মেব চ।
বহবারঃ শিরীষঞ্চ কপিত্থ ফলমেব চ॥
তোয়েনালোড্য তৎসর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যাংশ্চ রোগান্নিহন্ত্যাদ্বৈ তান্নিবোধ মহামুনে॥
সর্পকীটাম্বুদ দোষু তথা কুষ্ঠবিসর্পেষু।
বিবিধেষু স্ফোটকেষু তথা কুষ্ঠবিসর্পেষু॥
নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং পদ্মকণ্ড মহাঘৃতম্॥
রোগস্তু স্নায়ুকাখ্যোষঃ ক্রিয়াতত্রবিসর্পবৎ।
গব্যং সর্পিস্ত্র্যাহং পীত্বা নির্গুণ্ডী স্বরসংত্র্যাহম্॥
পিবেৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ॥
শোভাঞ্জন মূলদলৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈঃ সলবণলেপৈঃ।
হন্তিস্নায়ুকরোগং যদ্বা মোচক ত্বগলেপঃ॥

ঘৃত ৪ সের, পদ্মকাষ্ঠ যষ্টিমধু লোধকাষ্ঠ নাগকেশর হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বিড়ঙ্গ ছোট-এলাচি কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র সোম, তম্বক, বহবার বৃক্ষের ছাল শিরীষছাল ও কদ্‌বেল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্প ও কীটাদির বিষজনিত রোগ ও লূতার মূত্রজরোগ স্ফোটক, কুষ্ঠ, বিসর্প নাড়ী-ব্রণ ও গণ্ডমালা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসক বিসর্পরোগোক্ত চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অস্নরোগের চিকিৎসা করিবেন। বিশে-ষতঃ রোগীকে গব্যঘৃত তিন দিবস পান করা-ইয়া নিসিন্দা পাতার রস তিন দিবস পান করিতে দিবেন এই প্রকার ক্রিয়া দ্বারা স্নায়ু নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শজিনার মূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে কিম্বা কদলী ফলেরছাল কাঁজির সহিত পেষণ প্রলেপ প্রদান করিলে স্নায়ুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কালাগ্নিরুদ্র রস।

সূতাভ্রকান্তলোহানাং ভস্মগন্ধকমাক্ষিকং।
বন্ধ্যকর্কোটিকদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্দ্যং দিনাবধি॥
বন্ধ্যকর্কোটীকন্দে ক্ষিপ্ত্বা লিপ্ত্বা মৃদা বহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটে পশ্চাদ্দিনৈকং তদ্বিপাচয়েৎ॥
দশমাংশং বিষং যোজ্যঃ মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
রস কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ॥
পিপ্পলী মধুসংযুক্ত মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারা, গন্ধক, অভ্র, কান্তলৌহ, ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বন-কাঁকুড়ের মূলের রসে একদিবস পেষণ করিবে। তদনন্তর বনকাঁকুড়ের মূল মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডা-কার করিবে এবং ঐ পিণ্ডমধ্যে উক্ত ঔষধ ফেলিয়া ঐ পিণ্ড মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে। তদনন্তর এক দিবস ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করিয়া দশমাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে দশদিন মধ্যে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিপ্পলী ও মধু এই ঔষধের অনুপান করিবে।

বিসর্প রোগে পিত্তনাশক ঔষধ ও যোগবাহী রস সকল প্রযোজ্য এবং কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত প্রক্রিয়া করিলে বিসর্প রোগ বিনষ্ট হয়।

কর্পূর, ত্রিসুগন্ধ এবং রসসিন্দূর এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ছয়রতি পরিমাণে গুলঞ্চ ও নিমের কাথ অথবা খদির ও ইন্দ্রযবের কাথের সহিত সেবন করিলে আশু বিস্ফোট রোগ বায়ুপ্রবাহে মেঘের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

তিনদিবস গব্যঘৃত পান করিয়া নিসিন্দা-পাতার রস তিনদিবস পান করিবে। ইহাদ্বারা স্নায়ুগত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। ছাতিম গাছের মূল মর্দ্দন করিয়া পান কিম্বা লেপন

করিলে এবং তালমূলীর মূল পান করিলে কণ্ডূক রোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

(বসন্ত) মসূরিকা নিদান।

কট্বম্ললবণকটুক্ষার বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ॥
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ॥
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাঃ স্যুর্মসূরিকাঃ।
তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ॥
ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ জায়তে॥

কটু, অম্ল, লবণ ক্ষার দ্রব্য ভোজন, মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, দুষ্ট অন্ন শিম্বি ও শাকাদি আহার, বিষাদি সংস্পর্শ দূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহদিগের কুদৃষ্টি এইসকল কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত ও দুষ্টরক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে সকল পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মসূরিকা (বসন্ত) কহে। মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর কণ্ডূ গাত্রবেদনা অনবস্থিত চিত্ততা ভ্রম ত্বকেরস্ফীতিতৃড়বৈবর্ণ্য এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা এই সমস্ত মসূরিকার পূর্ব্ব লক্ষণ।

স্ফোটাঃ শ্যাবারুণা রুক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ।
কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ ভবন্ত্যনিলসম্ভবাঃ॥
সন্ধ্যস্থি পর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতিঃ ক্লমঃ॥
শোষস্তাল্বোষ্ঠজিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুবিসংযুতা।
রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহস্তি প্রবেদনাঃ।
ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপ সমুদ্ভবাঃ॥
বিড়ভেদশ্চাঙ্গ মর্দ্দশ্চ দাহতৃষ্ণারুচিস্তথা।
মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ॥
রক্তজায়াং ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ।
কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্ গাত্রগৌরবং॥
হৃল্লাসঃ সারুচির্নিদ্রা তন্দ্রালস্যসমন্বিতা।
শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ কণ্ডূরা মন্দবেদনাঃ॥
মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বাতজনিত মসূরিকার স্ফোটসকল শ্যাব বা অরুণবর্ণ রুক্ষ তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন। ইহয়া বিলম্বে পাকে।

পিত্তজনিত মসূরিকার স্ফোট সকল, রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ দাহও উগ্রবেদনাযুক্ত, ইহা পাকিয়া থাকে। ইহাতে সন্ধি অস্থি ও পর্ব্ব-সকলে ভঙ্গবদ্বেদনা কাস কম্প অরতি ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রক্তজনিত মসূরিকা রোগে অত্যন্ত মল নিঃসরণ অঙ্গমর্দ্দ দাহ তৃষ্ণা অরুচি মুখের পাক চক্ষুর রক্তবর্ণতা সুদারুণ তীব্রবেগ জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার স্ফোটসকল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ অতিশয় স্থূল কণ্ডূবিশিষ্ট ও অল্পবেদনাযুক্ত। ইহা দীর্ঘকালেপাকে। ইহাতেকফস্রাব স্তৈমিত্য শিরোবেদনা গাত্র গুরুত্ব বমন বেগ অরুচি নিদ্রা তন্দ্রা ও আলস্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চর্ম্মদল বসন্তের লক্ষণ।

নীলাশ্চিপিট বিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ।
চিরপাকাঃ পূতিস্রাবাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥
কণ্ঠরোধারুচিস্তম্ভঃ প্রলাপারতি সঙ্গতাঃ।
দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পীড়কাশ্চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ॥

ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিড়ারন্যায় চেপটা মধ্যভাগ নিম্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দুর্গন্ধস্রাব, নিঃসারক। ইহা বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘকালে পাকে ত্রিদোষজ বসন্ত অসাধ্য।

চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে তাহা অতি দুশ্চিকিৎস্য, তাহাতে কণ্ঠবোধ, অরুচি স্তম্ভিতভাব প্রলাপ ও অরতি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

হামের লক্ষণ।

রোমকূপোন্নতিসমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বর পূর্ব্বিকা॥

রোমকূপের ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ যে সমস্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে বসন্ত অর্থাৎ হাম কহে। ইহাতে কাস ও অরুচি এই দুই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ইহা দুষ্টপিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন ও হাম হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

রসাদিসপ্তধাতুগত মসূরির লক্ষণ।

তোয়বুদ্বুদসঙ্কাশা ত্বগ্ গতাস্তু মসূরিকাঃ।
স্বল্পদোষাঃ প্রভায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ॥
রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ।
সাধ্যা নাত্যর্থদুষ্টাশ্চ ভিন্না রক্তং স্রবন্তি চ॥
মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা ঘনত্বচঃ।
গাত্রশূলতৃষা কণ্ডূজ্বরারতিসমন্বিতাঃ॥
মেদোজা বর্ত্তুলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
ঘোরজ্বর পরীতাশ্চ স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ॥
সমোহরতিসন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনির্স্তরেৎ।
ক্ষুদ্রা গাত্রসমা রুক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ॥
মজ্জোত্থা ভৃশসং মোহবেদনারতি সংযুতাঃ।
ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তিহি॥
ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ।
পক্বাভাঃ পীড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থ বেদনাঃ॥
স্তৈমিত্যারতি সংমোহদাহোন্মাদ সমন্বিতাঃ।
শুক্রজায়াং মসূর্য্যান্তু লক্ষণানি ভবন্তিহি॥
নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতং॥
দোষমিশ্রাস্তু সপ্তৈতা দ্রষ্টব্যা দোষ লক্ষণৈঃ॥

রসগত মসূরিকা, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না। চলিতভাষায় ইহাকে পানবসন্ত কহে। পানবসন্ত বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলস্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা চর্ম্ম-বিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। এই বসন্ত সাধ্য কিন্তু রক্তদুষ্টের আধিক্য থাকিলে কষ্টসাধ্য বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মাংসগত মসূরিকা, কঠিন স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্ম-বিশিষ্ট। ইহা অধিক বিলম্বে পাকে। ইহাতে গাত্রশূল তৃষ্ণা কণ্ডূ জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে।

মেদগত মসূরিকা মণ্ডলাকার কোমল কিঞ্চিৎ উন্নত ঘোর জ্বরোৎপাদক স্থূল চিক্কণ ও বেদনা বিশিষ্ট। ইহাতে মনের ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য ও সন্তাপ এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে। সহসা কেহ এই উৎকট ব্যাধি হইতে রক্ষা পায় না।

অস্থিও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি গাত্র শ্যামবর্ণ রুক্ষ চিড়ার ন্যায় চেপটা ও কিঞ্চিৎ উন্নত ইহাতে অত্যন্ত মোহ বেদনা ও অরতি উপস্থিত হয়। মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গের অস্থি যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে এই প্রকার অনুভূত হয়। ইহাতে সহসা প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রগত মসূরিকা দেখিতে পক্বাভ কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ক নহে, ইহা চিক্কণ সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট। ইহাতে স্তৈমিত্য অরতি মূর্চ্ছা দাহ মত্ততা এই সকল উপদ্রব প্রকাশ পায়। এই রূপ বসন্ত নিশ্চয় প্রাণ বিনাশক।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত যে বসন্তে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে।

দোষভেদে মসূরিকার সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ত্বগ্ গতা রক্তজাশ্চৈব পিত্তজাঃ শ্লেষ্মজাস্তথা।
শ্লেষ্মপিত্তকৃতাশ্চৈব সুখসাধ্যা মসূরিকাঃ॥
বাতজা বাতপিত্তোত্থাঃ শ্লেষ্মবাত কৃতাশ্চ যাঃ।
কৃচ্ছ্র সাধ্যা মতাস্তস্মাদ্ যত্নাদেতা উপাচরেৎ॥
অসাধ্যাঃ সন্নিপাতোত্থাস্তাসাং বক্ষ্যামি লক্ষণং।
প্রবাল সদৃশাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিজ্জম্বুফলোপমাঃ॥
হেমজাল সমাঃ কাশ্চিৎ অতসীফল সন্নিভাঃ॥
আসাং বহুবিধা বর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ॥

রসগত রক্তগত, পিত্তগত, শ্লেষ্মগত, ও পিত্ত শ্লেষ্মগত মসূরিকা অসাধ্য। বাতজনিত, বাত-পিত্তজনিত ও বাত শ্লেষ্মজনিত, মসূরিকা কষ্ট-সাধ্য; অতএব যত্ন পূর্ব্বক ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য। ইহাদের কতগুলি প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি জামফল তুল্য চিক্কণ কৃষ্ণ, কতকগুলি লৌহগুড়ক সদৃশ রুক্ষ, কৃষ্ণ কতকগুলি বা তামাল ফলের তুল্য বর্ণ হয়, তদ্ভিন্ন দোষভেদে ও ইহাদের বর্ণ বহুবিধ হইয়া থাকে।

মসূরিকার উপদ্রব।

কাসো হিক্কা প্রমেহশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ।
প্রলাপশ্চারতিঃ মূর্চ্ছা তৃষ্ণা দাহোঽতিঘূর্ণতা॥
মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং তথা ঘ্রাণেন চক্ষুষা।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা শ্বসিত্যা ত্যর্থবেদনং॥
মসূরিকাভিভূতস্যবন্তেতানি ভিষগ্বরৈঃ॥
লক্ষণানি চ দৃশ্যন্তে ন দদ্যাদত্র ভেষজং॥

মসূরিকা রোগে কাস হিক্কা বিভ্রম অতিকষ্ট অতিতীব্রজ্বর প্রলাপ অরতি মূর্চ্ছা তৃষ্ণা দাহ অতি ঘূর্ণতা (গাত্র ঘূর্ণন, কিন্তু ভাবমিশ্র, অতিঘূর্ণতার অর্থ অতি নিদ্রা উক্ত হইয়াছে) মুখনাসিকা ও চক্ষুদিয়া রক্তস্রাব এবং কণ্ঠে ধুর-ধুর শব্দ করতঃ অতিবেদনার সহিত শ্বাস নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই মসূরিকা রোগ অসাধ্য।

মসূরিকার অরিষ্ট লক্ষণ।

মসূরিকা বিভূতো যোভৃশংঘ্রাণেন নিশ্বসেৎ॥
সভৃশং ত্যজতিপ্রাণান্ তৃষ্ণার্ত্তোবায়ু দূষিতঃ॥

মসূরিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তৃষ্ণার্ত্ত ও বায়ু দূষিত অর্থাৎ অপতানকাদি বাতব্যাধি গ্রস্ত হয় এবং মুখব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়া যদি রোগীর দীর্ঘ শ্বাস নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে গতাসু জানিবে।

মসূরিকান্তে শোথঃ স্যাৎ কূর্পরে মনিবন্ধকে।
তথা সফলকে চাপি দুশ্চিকিৎস্যঃ সুদারুণঃ॥

মসূরিকা নিবৃত্তির পরে কখন কখন কফোনিতে (অর্থাৎ কনুইয়ে) মনিবন্ধে (হাতের কব্জিতে) ও স্কন্ধদেশে শোথ উৎপন্ন হয়। তাহা কষ্ট প্রদত্ত দুশ্চিকিৎস্য।

(বসন্ত) মসূরিকার চিকিৎসা।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচাবৎসযষ্ট্যাহ্ব ফলকথিতৈঃ॥
সক্ষৌদ্রং পারয়েদব্রহ্ম্যারসং বা হৈলমোচিকং॥

পটোলপত্র, নিম্বপত্র, বাসকপত্র, বচ, ইন্দ্রযব যষ্টিমধু, গ্রহণপূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে, পান করাইয়া বমন করাইবে। কারণ বসন্ত রোগীর পক্ষে বমন অত্যন্ত হিতকর। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মীশাকের বা হৈলমোচিকের (হেলিঞ্চার) রস মধুর সহিত পান দ্বারা ও বমন করান যাইতে পারে।

উল্লিখিত উপরে বসন্তরোগীকে বমন করান হইলে, উহাকে দাস্ত করান কর্ত্তব্য এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে সংশমনযোগ প্রয়োগ করা উচিত সংশমন যোগ, যথা করেলা পত্রের রসের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা রোমাঞ্চী জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বমন বিরেচন দ্বারা রোগীর দেহস্থ দোষ নিঃসারিত হইয়া থাকে। সুতরাং বসন্তরোগ উহা দ্বারা বিশুদ্ধ নির্ব্বিকার ও অল্পপূর বিশিষ্ট হয়। একন কি, বেদনারও অনেক লাঘব হইয়া থাকে।

কণ্টাকুন্তাড়ু মূলং তণ্ডুলবিধিকৃতং হিঙ্গুমাষৈকযুক্তম্।
পীতং বীজং জয়ায়াঃ সঘৃতমুষিতবাঃপীত্তমন্তিঃ
সিকট্যাঃ॥
মধামূলং শিখা বা মদনকুসুমজা লোধনা বাত পূতিঃ।
যোগাস্তমসূনৈতে প্রথমমুগদেদৃশ্যমানে প্রযোজ্যঃ॥

কাটাকুম্ভড়ু লতার মূল দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কিম্বা জয়ন্তীর বীজ সওয়াছয় গণ্ডা পেষণ করিয়া পর্য্যষিত জলের সহি সেবন

করিলে বসন্তরোগের শান্তিহয়। এতদ্ভিন্ন মদন কুসুম (ময়নাপুষ্প) ২৫টি মরিচের সহিত কিম্বা পূতির মূল ২৫টি মরিচের সহিত একত্র পেষণ করিয়া পর্য্যুষিত (বাসি) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও বসন্ত রোগের শান্তি হয়। যে ঔষধ যে পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় তাহাকে মুষ্টিযোগে বিষপণ্ডিতগণ মুষ্টিযোগ বলিয়া থাকে।

উষ্ট্রকন্টমূল বা অনন্তমূল তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া উক্ত জলের সহিত পান করিলে কিম্বা কন্টকমূলের (শিয়াল কাটারমূলে পর্য্যুষিত জলের সহিত সেবন করিলে বসন্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মসূরিং মূর্চ্ছিতঃ হন্তি গন্ধকাৰ্দ্ধস্তু পারদঃ॥

শোধিত গন্ধক ২ তোলা ও শোধিত পারা একতোলা এই উভয় দ্রব্য উল্লিখিত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। উক্ত কজ্জলী একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিলে বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রাপত্র ও চিঞ্চাপত্র এই উভয় পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে বসন্তরোগ নিবারিত হয়।

যত সংখ্যক মসূর অঙ্গে দৃষ্ট হইবে ততসংখ্যক শেলুবৃক্ষের (বহুবার বৃক্ষের) পত্র গ্রহণ করিয়া রোগীর নামাক্ষর যত হইবে একএকটী পত্রকে ততভাগে বিভক্ত করিবে। এই প্রকার করিলে বসন্তরোগ আর সংখ্যাতে বৃদ্ধি পাইবে না।

পর্য্যুষিত জল (বাসিজল) মধুর সহযোগে পান করিলে বসন্ত জনিত গাত্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

বচ, ঘৃত, বংশনীলী যব, বাসকমূল কাপাস কীকস্ (কাপাস বীজ) ব্রাহ্মীশাক, তুলসী ময়ূরক ও লাক্ষা এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে পূগ্রহণ র্ব্বক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া উহার ধূম অঙ্গে লাগাইলে রোমন্তিকা প্রভৃতির শান্তি হইয়া থাকে।

বাতজ বসন্তরোগে রোগীকে তর্পণ (খৈচূর্ণযুক্ত-মধু প্রভৃতি) তিক্ত দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত যূষ এবং প্রতুদ (পারাবত প্রভৃতি প্রাণির মাংস যূষের সহিত অন্ন সেবন করিতে দিবে।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্ব্বী শীরং দুরালভা।
সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্বাত সমুত্থিতাম্॥

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে বৃহতী, কণ্টীকারী গোক্ষুর রাস্না দারুহরিদ্রা বেনারমূল দুরালভা গুলঞ্চ ধনিয়া ও মুথা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ অৰ্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে বাতজনিত বসন্তরোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচীং মধুকং রাস্নাং পঞ্চমূলং কনিষ্ঠকম্।
চন্দনং কাশ্মর্য্যফলং বলামূলং বিকঙ্কতম্॥
পাককালে মসূর্য্যান্তু বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না শালপর্ণী চাকুলে বৃহতী কণ্টীকারী গোক্ষুর রক্তচন্দন গাম্ভারীফল বেড়ালার মূল ও বঁইচ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিলে। উক্ত ক্বাথ রোগীকে বসন্ত পাকিবার সময়ে পান করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুর পটোলারিষ্ট বাসকৈঃ।
লাজামলকদুস্পর্শৈঃ সিযাধুক্কেশ্চ পৈত্তিকে॥

কিস্‌মিস্, গাম্ভারী খর্জ্জুর পটোলপত্র নিমছাল বাসক খৈ, আমলকী, ও দুরালভা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া

ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত চিনী মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজনিত বসন্ত-রোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষোড়ুম্বরাশ্বত্থশেলুন্যগ্রোধবল্কলৈঃ
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীঘ্রং ব্রণবিস্ফোটদাহহা॥

শিরীষ যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ শেলু ও বটবৃক্ষ ইহাদিগের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ব্রণ বিস্ফোট ও গাত্রজ্বালা নিবারিত হয়।

দুরালভা ক্ষেৎপাপড়া চিরতা ও কট্‌কী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে পিত্তজনিত বা শ্লেষ্মজনিত বসন্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিম্বাদি।

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পাটানাং কটুরোহিণীম্।
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্॥
এষ নিম্বাদিকঃ ক্বাথঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ।
হন্তি ত্রিদোষ মসূরীং জ্বরবিসর্প সম্ভবাম্॥
উত্থিতা প্রবিশেদ্ যাতু পুনস্তাঃ বাহয়েন্নয়েৎ॥

নিমছাল ক্ষেৎপাপড়া আকদান পটোলপত্র কটকী, বাসক দুরালভা, আমলকী, বেনার-মূল, শ্বেতচন্দন, ও রক্তচন্দন, এই পদার্থ সকল সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ চিনীমিশ্রিত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজনিত বসন্তরোগ জ্বর ও বিসর্প বিনষ্ট হয় এবং যে সকল বসন্ত উঠিয়াই বসিয়া যায়, তাহারা ও পুনঃ উত্থিত হইয়া থাকে।

পটোলকুণ্ডলীমুস্তাবৃষধন্ব যবাসকৈঃ।
ভূনিম্বকটুকাপর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্॥
মসূরীং শাময়েদামাং পক্কাঞ্চৈব বিশোষয়েৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিস্ফোটজ্বর শান্তয়ে॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেৎপাপড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ বসন্তের অপক্কাবস্থায় পান করিলে উক্ত বসন্ত-রোগ প্রশমিত হয় এবং পক্কাবস্থায় পান করিলে ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ফোটক নাশক শ্রেষ্ঠতর,ঔষধ আর নাই।

পটোলমূল ও অরুণ তণ্ডুলীয়ক (রক্তকাটা-নটিয়া) এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হরিদ্রা চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্ত স্ফোটক রোমান্তী (হাম) ও জ্বররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলমূল ও অরুণ তণ্ডুলীয়ক (রক্তকাঁটা-নটিয়া) এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত আমলকী চূর্ণ ও খদিরসার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

খদিরাষ্টক।

খদির ত্রিফলারিষ্ট পটোলামৃত বাসকৈঃ।
ক্বাথঽষ্টকাঙ্গোজয়তি রোমান্তিক মসূরিকাঃ॥
কুষ্ঠ বিসর্পবিস্ফোটকণ্ড্বাদীনপি পানতঃ॥

খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্র গুলঞ্চ ও বাসক এই দ্রব্য-গুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ

করিবে, উল্লিখিত ক্কাথ পান করিলে হাম, বসন্ত কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিস্ফোটকাদি নিবারিত হইয়া থাকে।

বিসর্পরোগের অমৃতাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক ক্কাথ প্রস্তুতের নিয়মানুসারে ক্কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ বসন্ত-রোগ বিনষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গের (টাবালেবুর) কেশর সৌবীর নামক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে বসন্তরোগ ও জ্বালা বিনষ্ট হয়।

পাদ সম্ভূত পীড়কা দ্বারা পাদ জ্বালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিতাবস্থায় তণ্ডুলোদকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেক প্রদান করিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বসন্তসকল পাকিবার সময়ে রোগীকে বৃংহণ আহার প্রদান করা বিধেয়। যে হেতু, পাককালে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাকোন্মুখ দোষকে শুষ্ক ও অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লিখিতা-বস্থায় শোষক আহার কোন মতেই দেওয়া বিধেয় নহে।

গুড় চীমধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে তু দাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্॥
তেন পাকং ব্রজত্যাশু ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইক্ষুমূল ও দাড়িম ফল, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমভাগে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধকরিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া বসন্ত পাকিবার সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে এবং বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বদরীবীজের শাঁস, চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত বসন্ত আশু পাকিয়া থাকে।

বায়ু কর্ত্তৃক কম্পিত কলেবর এবং শূল ও আধ্মানযুক্ত বসন্তরোগীর পক্ষে জাঙ্গল প্রাণীর মাংসযূষ সৈন্ধবলবণের সহযোগে বিশেষ হিতকর।

বসন্তরোগীর অরুচি উপস্থিত হইলে অম্ল দাড়িমের রসযুক্ত যূষ উহার পক্ষে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

পিবেদম্বুস্তপ্তশীতং ভাবিতং খদিরাশনৈঃ॥

খদিরকাষ্ঠ ও অশন (পীতশাল) এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ দুইসের মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া জল গ্রহণ করিবে। উক্ত জল শীতল হইলে বসন্ত রোগীকে পিপাসা বিনাশার্থ পান করিতে দিবে।

খদিরকাষ্ঠ ও বহুবার বৃক্ষের ছাল সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া উক্ত জলদ্বারা শৌচকার্য্য সমাধা করিবে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বীপুগফলং শমীম্।
ধাত্রীফলং সমধুকং ক্কথিতং মধুসংযুতম্॥
মুখরোগে কণ্ঠরোগে গণ্ডূষার্থ প্রশস্যতে॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, পূগফল, শমীবৃক্ষের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলিকে সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া মুখরোগ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডূষার্থ ব্যবস্থা করিবে।

গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুটুলী বদ্ধ করিবে এবং উহা নিষ্পীড়ন করিয়া বসন্তরোগীর অক্ষিতে সেচন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা চক্ষুর যাতনার শান্তি হয়।

যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, বেণারমূল, লোধ কাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই পদার্থ গুলি সমভাগে

গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ রূপে ও আশ্চেতন (সেচন) রূপে প্রয়োগ করিলে বসন্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্লেদযুক্ত বসন্তরোগে পঞ্চবল্কলের চূর্ণ সংলগ্ন করিয়া দিলে বসন্ত বিশুদ্ধ হয়।

সরলকাষ্ঠ, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া উহার ধূম রোগীর অঙ্গে লাগাইলে ব্রণে ক্রিমি পতিত হয় না এবং উহাদ্বারা বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

সগুগ্‌গুলুং বরাকাথং যুঞ্জ্যাদ্বা খদিরাষ্টকম্।
কৃষ্ণত্রয়ারজোলিহ্যাম্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে॥

ত্রিফলার কাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া কিম্বা খদিরাষ্ট উক্ত দ্রব্যের কাথের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রোগীর কণ্ঠদেশ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিপুল চূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কণ্ঠ প্রদেশ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

জ্বরচিকিৎসোক্ত অষ্টাঙ্গবলোহিত ও আদা প্রভৃতি ঝাল দ্রব্যের কুল্লি প্রয়োগ এবং কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান, মালিশ ও ভোজন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে এবং ব্রণের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু ইহাতে তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

বিষয় সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিপূর্ব্বক শীতলার স্তব পঠন ও পাঠন পূর্ব্বক ব্রণ পুনঃ পুনঃ মান করিবে। এতদ্ব্যতীত রক্তস্রাবী বসন্ত সকল রক্তমোক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বেণারমূল, শিরীষছাল, মুথা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগেশ্বর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে বিস্ফোট বিসর্প কুষ্ঠ দুর্গন্ধ ও রোমান্তিক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেলাকুচার পত্র অতিমুক্তক (মাধবীলতা) অশোক, পাকুড় ও বেতস বৃক্ষের পত্র দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিবে এবং উহা বাসী করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্তরোগের ভয় নিবারিত হয়।

বসন্ত ও স্ফোটকের অন্তে কূর্পরে মণিবন্ধে মুখে ও অংশ সকল স্থানে শোথ (স্ফীততা) জন্মিলে ব্রণশোথ নাশক বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ জলৌকা প্রয়োগ করিয়া ও তৈল ভূষ্ট বৃশ্চিকের প্রলেপ দ্বারা শোথের শান্তি করিয়া লইবে। চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে রক্তস্রাব নির্ম্মিত পতাকাযুক্ত সিজ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশে ধবলিত কলস স্থাপন করিলে বসন্তরোগ নিবারিত হয়।

দুর্লভ রস।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।
ত্রিবলা পিপ্পলী ধাত্রী রুদ্রাক্ষঘৃতমাক্ষিকৈঃ॥
পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্লভঃ।

মূর্চ্ছিত ও মৃতপারদ, বেড়েলা নাগবালা, পিপ্পলী, আমলকী, রুদ্রাক্ষ ঘৃত ও মধু এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মসূরিকাদি পাপরোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ জগতে দুষ্প্রাপ্য।

ক্ষুদ্ররোগ নিদান।

অজগল্লিকা।

স্নিগ্ধাঃ সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা।
কফবাতোত্থিতাজ্ঞেয়া বলানামজগল্লিকাঃ॥

মুগ কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট চিক্কণ, গাত্র সমবর্ণ গ্রন্থিল ও আবেদনযে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা কফ বাতোত্থিত এবং প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে।

যবপ্রখ্যা।

যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা।
পীড়কা কফবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥

যবের ন্যায় আকৃতি বিশেষ অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্যস্থূল কঠিন গ্রন্থিল ও মাংসসংস্থিত যে পীড়কা উৎপন্ন হয় তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। এই পীড়া বাতশ্লেষ্মজ।

ঘনামবক্রাং পীড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাং।
অম্লালজীমল্প পূযাং তা' বিদ্যাৎ কফবাতজাং॥

ঘন ও বক্র উন্নত মণ্ডলাকার ও অল্প পূয়যুক্ত যেপীড়কা উৎপন্ন হয় তাহাকে অম্লালজী কহে।

বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্বোড়ুম্বরসন্নিভাং।
বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাং॥

পক্ক উড়ুম্বর ফল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত দাহান্বিত মণ্ডলাকার ও বিবৃত মুখ যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্ত-জনিত ব্যাধি।

গ্রথিতাঃ পঞ্চ বা ষড়্ বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাঃ।
কফানিলাভ্যাং পীড়কা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ॥

কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও অতি কঠিন এবং পাঁচ ছয়টি একত্র গ্রথিত এইরূপে পীড়কা উৎপন্ন হয় তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদদেশে
সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ।
গ্রন্থিঃ স বল্মীকবদক্রিয়াণাং
জাত ক্রমে নৈব গত প্রবৃদ্ধিং॥
মুখৈরনেকৈঃ স্রুতিতোদ বদ্ভি
বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ।
বল্মীকমাহুর্ভিষজোবিকারং
নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ॥

গ্রীবা স্কন্ধ কক্ষ হস্ত পদ সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকবৎ বহুশিখর বিশিষ্ট যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে। ত্রিদোষজ ব্যাধি। অচিকিৎসিত হইলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও বেদনা বিশিষ্ট উন্নতাগ্র বহু মুখ দ্বারা বিসর্পরোগের ন্যায় বিসর্পিত হয়। এই পীড়া পুরাতন হইলে অসাধ্য হয়।

পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পীড়কাভিঃ সমাচিতাং।
ইন্দ্রবিদ্ধান্ত তাং বিদ্যাৎ বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্॥

পদ্মকবীজের বীজ সদৃশ মধ্যভাগে যে প্রকার মণ্ডলাকারে সংস্থিত ত্বকের উপর সেই প্রকার ভাবে পীড়কা সকল উৎপন্ন হইলে তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে ইহা বাতপৈত্তিক রোগ।

মণ্ডলং বৃত্তমুন্নতং সরক্তং পীড়কাচিতং।
রুজাকরীং গর্দ্দভিকাং তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তজাং॥

মণ্ডলাকারে উৎপন্ন এবং গোলাকার উচ্চ বেদনাযুক্ত পীড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দ্দ-ভিকা কহে। এই পীড়া বাতপিত্তজনিত।

বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতঃ শ্বযথুর্হনুসন্ধিজঃ।
স্থিরো মন্দরুজঃ স্নিগ্ধো জ্ঞেয়ঃ পাষাণগর্দ্দভঃ॥

হনু সন্ধিতে কঠিন অল্প বেদনাযুক্ত ও চিক্কণ যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি।

কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাতাং পীড়কামুগ্রবেদনাং।
স্থিরাং পনসিকাং তান্ত বিদ্যাদন্তঃ প্রকোপিনীং॥

কর্ণের অভ্যন্তরে উগ্রবেদনাযুক্ত ও স্থির যে পীড়কা উদ্ভূত হয় তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা অন্তর্ভাগে পাকে।

বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্।
দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ সজ্ঞেয়ো জাল গর্দ্দভঃ॥

যে শোথ তনু (পাতলা) ও পাক রহিত (কাহার কাহার মতে ঈষৎ পাকযুক্ত) যাহা বিসর্পের ন্যায় পরিসর্পণ শীল এবং যাহাতে দাহ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে জালগর্দ্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত। ইহা পিত্ত-জনিত ব্যাধি।

পীড়কা মুত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজ্জ্বরাং।
সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানীয়াদিরিবেল্লিকাং॥

উগ্রবেদনা ও যন্ত্রণা দায়ক গোলাকার যে পীড়কা মস্তকে জন্মে তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপজনিত ব্যাধি।

বাহুপার্শ্বাংসকক্ষেষু কৃষ্ণস্ফোটং সবেদনাং।
পিত্তপ্রকোপসম্ভূতাং কক্ষামিত্যভিনির্দ্দিশেৎ॥

বাহু পার্শ্ব স্কন্ধ ও কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনা-যুক্ত যে স্ফোটক উৎপন্ন হয় ইহাও পিত্তপ্রকোপ জনিত ব্যাধি।

একামেতাদৃশীং দৃষ্ট্বা পীড়কাং স্ফোটসন্নিভাং।
ত্বগ্ গতাং পিত্তকোপেন গন্ধ মালাং প্রচক্ষতে॥

কক্ষোক্ত স্ফোট সদৃশ ত্বগগত একএকটী পীড়ককে গন্ধমালা কহে। ইহাও পিত্ত প্রকোপ জনিত ব্যাধি।

কক্ষভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংস দারুণাঃ।
অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবং।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সর্ব্বদোষজাং॥

কক্ষভাগে মাংস বিদারক অন্তর্দ্দাহজনক জ্বরকর ও প্রদীপ্ত অঙ্গার সদৃশ যে সকল স্ফোট জন্মে তাহাদিগকে অগ্নিরোহিণী কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য ব্যাধি। এই ব্যাধিতে সাত দিন দশদিন কিম্বা পোনের দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

নখমাংসমধিষ্ঠায় বায়ুঃ পিত্তঞ্চ দেহিনাং।
কুর্ব্বতে দাহ পাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ॥

বায়ু ও পিত্ত নখের মাংস দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যেরোগ উৎপাদন করে তাহাকে চিপ্প কহে। এই চিপ্পরোগই যদি অল্প দোষ সম্ভূত ও পরুষ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুনখ কহে।

তদেবাল্পতরৈর্দোষৈঃ পরুষং কুনখং বদেৎ।
গম্ভীরামল্প সংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাং।
পাদস্যানুশয়ীং তান্তু বিদ্যাদন্তঃ প্রকোপিনীং॥

পায়ের উপর অল্প শোথযুক্ত ত্বকসমবর্ণ অন্তঃপাক বিশিষ্ট গম্ভীর যে ব্যাধি জন্মে তাহাকে অনুশয়ী কহে।

বিদারী কন্দবদ্ বৃত্তাং কক্ষাবঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাং॥

কক্ষ ও বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ড কন্দের ন্যায় গোলাকার যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে বিদারিকা কহে। এই ব্যাধি ত্রিদোষজনিত ও ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ুঃ শ্লেষ্মামেদস্তথানিলঃ।
গ্রন্থিং করোত্যসৌ ভিন্নো মধুসর্পির্বসানিভং॥
প্রবৃদ্ধোহত্র মলিনস্তত্র বৃদ্ধিং গতঃ পুনঃ।
মাংসং সংশোষ্য গ্রন্থিতাং শর্করাং জনয়েত্ততঃ॥

দুর্গন্ধি ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ।
স্রবন্তি রক্তং সহসা তং বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদং॥

বায়ু ও কফমাংস শিরা স্নায়ুও মেদকে দূষিত করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে ঘৃত মধু ও বসা সদৃশ স্রাব নির্গত হয়। এবং ধাতুক্ষয় জনিত পূর্ব্বদুষ্ট বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া মাংস সংশোধন পূর্ব্বক শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে। এই গ্রন্থি অর্ব্বুদের ন্যায় হয় বলিয়া তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। এই অর্ব্বুদস্থ শিরা সমূহ হইতে দুর্গন্ধ পচা ও নানাবর্ণ স্রাব নির্গত হয় কখন বা সহসা রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরূক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং পাদদারীং তমাদিশেৎ॥

যে সকল ব্যক্তি পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক নিবারিত হয়, অর্থাৎ ইহাকেই পাদদারী কহে।

শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ।
গ্রন্থিঃ কোলবদুৎপন্নো জায়তে কদরং হিতৎ॥

কাঁকর বা কন্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয় ইহাকে কদর কহে।

ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুজান্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিভাবয়েৎ॥

দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে পদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং কণ্ডূ দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে অলস (পাঁকুই) কহে।

রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহমূর্চ্ছিতং।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোহন্যেষাম সম্ভবঃ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুহ্যেতি চ বিভাব্যতে॥

কুপিত বায়ু ও পিত্ত লোমকূপ হইয়া তত্রস্থ কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ রোমকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তজ্জন্যই আর ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকেই ইন্দ্রলুপ্ত খালিত্য বা রুহ্যা কহে।

চলিত ভাষায় ইহার নাম টাক কহিয়া থাকে।

দারুণা কণ্ডুরারুক্ষা কেশ ভূমিঃ প্রপাট্যতে।
কফমারুতকোপেন বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তং॥

এই পীড়ায় কেশভূমি, কঠিন কণ্ডূযুক্ত রুক্ষ ও ফাটা ফাটা হয়। ইহা বাতশ্লেষ্ম প্রকোপজ ব্যাধি। চলিত ভাষায় ইহাকে রুশী বা খুসকী কহে।

অরূংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদীনি মূর্দ্ধি তু।
কফাসৃক্ ক্রিমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাং॥

যে রোগে মস্তক বহুমুখ ও বহুক্লেদ বিশিষ্ট ব্রণ সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরুংষিকা কহে। ইহা কফ, রক্ত ও ক্রিমি কোপ হইতে হইয়া থাকে।

ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে॥

ক্রোধ শোক ও শ্রমোদ্ভব দেহোষ্মা এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশ সকলকে অকালে পক্ক করে। ইহাকেই পলিত বা পাকাচুল কহে। এই নিদান অকাল পলিতের পক্ষেই জানিবে। বৃদ্ধাবস্থায় পালিত্য, বয়সের ধর্ম্মেই হইয়া থাকে।

শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ।
যুবানপীড়কা যুনাং বিজ্ঞেয়া মুখদূষিকাঃ॥

যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শিমূল কাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ জন্মে তাহাদিগকে মুখ দূষিকা (অর্থাৎ বয়োব্রণ) কহে। ইহা কফ মারুত ও রক্তদোষে উদ্ভূত হয়।

কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং মণ্ডলং পাণ্ডু কণ্ডুরং।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈতদাখ্যং কফ বাতজং॥

ত্বকের উপর পদ্মকণ্টকের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ কণ্ডূযুক্ত বৃত্তাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয় তাহাকে পদ্মকণ্টক কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মা-জনিত ব্যাধি।

সমুৎপন্নমরুজং মণ্ডলং কফরক্তজং।
সহজং লক্ষ চৈকেষাং লক্ষ্যো জতুমণিস্তু সঃ॥

ত্বকের উপর মসৃণ কিঞ্চিদুন্নত ও অবেদন যে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয় তাহাতে জতুমণি (জড়ুল) কহে। ইহা সহজে অর্থাৎ জন্মের সহিত জাত। জতুমণি কফরক্ত প্রকোপ জনিত ব্যাধি। কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, ইহা স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ বিশেষে অবস্থিত হইলে শুভাশুভ ফল প্রদ হয়।

অবেদনং চিরস্থৈৰ যস্মিন্ গাত্রে প্রদৃশ্যতে।
মাষবৎ কৃষ্ণমুৎপন্নমনিলান্মাষকন্তু তং॥

ত্বকের উপরিভাগে মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ উন্নত বেদনা রহিত ও কঠিন যে আকৃতি উদ্ভূত হয় তাহাকে মসক কহে। ভাষায় ইহাকে আঁচিল বলে। ইহা বাতজনিত ব্যাধি।

কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ।
বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাত্তিলকালকান্॥

ত্বকের অনুন্নত অবেদন ও কৃষ্ণবর্ণ তিলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে উৎপন্ন হয় তাহাকে তিলকালক কহে। ইহা ত্রিদোষজনিত ব্যাধি।

মহদ্বা যদি বা চাল্পং শ্যাবং বা যদি বাহসিতং।
নীরুজং মণ্ডলং গাত্রে নচ্ছামিত্যভিধীয়তে॥

গাত্রে বহবায়ত বা স্বল্পায়ত শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ যে বেদনা রহিত মণ্ডল উদ্ভূত হয় তাহাকে ন্যচ্ছ (ছুলি) কহে।

ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ॥
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং বিসৃজত্যতঃ॥
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গং তমাদিশেৎ।

ক্রোধ ও পরিশ্রম জনিত কুপিত বায়ু এবং পিত্ত, মুখে উপস্থিত হইয়া, শ্যামবর্ণ অনুন্নত ও বেদনাহীন যে মণ্ডল উৎপাদন করে, তাহাকে মুখব্যঙ্গ (মেছেতা) কহে।

কৃষ্ণমেবংগুণং গাত্রে মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ।

উল্লিখিত ব্যঙ্গ লক্ষণযুক্ত চিহ্ন, যদি কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাকে নীলিকা কহে। ব্যঙ্গ ও নীলিকার প্রভেদ এই ব্যঙ্গ শ্যামবর্ণ, নীলিকা

কৃষ্ণবর্ণ। ভোজ বলেন ব্যঙ্গ মুখে হইয়া থাকে। নীলিকা গাত্রে হয়।

মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ।
মেঢ়্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরন্॥
তদা বাতোপসৃষ্টত্বাৎ তচ্চর্ম্ম পরিবর্ত্ততে।
মণেরধস্তাৎ কোষশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে॥
সরুজাং বাতসম্ভূতাং তাং বিদ্যাৎ পরিবর্ত্তিকাং।
সকণ্ডূঃ কঠিনা বাপি সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥

লিঙ্গ অতি মর্দ্দিত,অতি প্রপীড়িত বা অভিহিত হইলে, অভিঘাত কুপিত ব্যানবায়ু, লিঙ্গচর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঐ চর্ম্ম দূষিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। ইহাকেই পরিবর্ত্তিকা (মুদ) কহে। পরিবর্ত্তিকা বাতজনিত হইলে বেদনাযুক্ত এবং কফানুগত হইলে কঠিন ও কণ্ডু বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অল্পীয়সীঃ যদা হর্ষাদ্বলাদগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ॥
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাং॥

অল্প বয়স্ক বালিকার, সূক্ষ্মমুখ যোনিতে হর্ষ বলপূর্ব্বক গমন করিলে যদি লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হয়, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিম্বা বলপ্রয়োগ করায় যদি ঐ চর্ম্ম উল্টাইয়া যায়, অর্থাৎ স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া যায় আর মুদ্রিত হয় না, তাহা হইলে উহাকে অবপাটিকা কহে।

বাতোপসৃষ্টে মেঢ়্রে বৈ চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিং।
মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ॥
নিরুদ্ধ প্রকশে তস্মিন্ মন্দধারং সবেদনং॥
মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্ম্মণির্বিব্রিয়তে ন চ।
নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাৎ সরুজং বাতসম্ভবং॥

এই অবপাটিকার চর্ম্ম যদি লিঙ্গকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে, এবং তজ্জন্য মূত্রস্রোত রুদ্ধ হয় তাহা হইলে উহাকে নিরুদ্ধ প্রকশ বলা যায়। এই রোগে লিঙ্গমণি যদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মূত্র মন্দধারে বেদনার সহিত অল্প অল্প প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু রুদ্ধ হইলে একবারে বদ্ধ হইয়া যায় নিরুদ্ধ প্রকশে বায়ুর কোপ অধিক থাকিলে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহিতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহাস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদারুণং॥

মলবেগ ধারণ জনিত অপান বায়ু কুপিত হইয়া মলমার্গকে রুদ্ধ ও সূক্ষ্মদ্বার বিশিষ্ট করে, মল মার্গের অল্পত্ব নিবন্ধন পুরীষ অতিকষ্টে নির্গত হয়। ইহারই নাম সন্নিরুদ্ধগুদ, ইহা অতিশয় উৎকট ব্যাধি।

শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ।
স্বিন্নে বাঽস্নাপ্যমানে বা কণ্ডূরক্তকফোদ্ভবা॥
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
একীভূতং ব্রণং ঘোরং তংবিদ্যাদহিপূতনং॥

শিশুদিগের গুহ্যদ্বারে মলমূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে, ক্লেদ হেতু ঐ স্থানে রক্ত কফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মিয়া থাকে। উহা চুলকাইলে সহসা ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয় পরে ক্ষত সকল মিলিত হইয়া অতি কষ্ট দায়ক হইয়া থাকে। ইহাকেই অতিপূতন কহে।

স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংস্থিতঃ।
যদা প্রক্লিদ্যতে স্বেদাৎ কণ্ডূং জনয়তে তদা॥
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
প্রাহুর্বৃষণকচ্ছূং তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাং॥

যে ব্যক্তি স্নান ও গাত্রমার্জ্জন না করে, তাহার অণ্ডকোষ স্থিত মলা ঘর্ম্মদ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডূ উৎপাদন করে। উহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়। ইহাকেই বৃষণ কচ্ছু কহে। ইহা শ্লেষ্মা প্রকোপজনিত ব্যাধি।

প্রবাহনাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ।
রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য গুদভ্রংশং তমাদিশেৎ॥

অতিশয় কুন্থন ও অধিক মলভেদ হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তির গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে।

সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্‌পাকী তীব্রবেদনঃ॥
কণ্ডূমমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ॥

বরাহদংষ্ট্রক (বরাহদার) এই পীড়ায় শরীরের ত্বক স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয় ঐ ক্ষতের

প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। উহা কণ্ডূ ও তীব্র বেদনাযুক্ত এবং জ্বরকারী।

সুশ্রুতোক্ত ক্ষুদ্ররোগের নিদান।

সমাসেন চতুশ্চত্বারিংশৎক্ষুদ্রা রোগা ভবন্তি ॥ তৎ যথা ॥ অজগল্লিকা যবপ্রখ্যাঽন্ধালজী বিবৃতা কচ্ছপিকা বল্মীকমিন্দ্র বৃদ্ধাপনসিকা পাষাণগর্দ্দভো জালগর্দ্দভঃ কক্ষা বিস্ফোটকোঽগ্নিরোহিণী চিপ্পং কুনখোঽনুশয়ী বিদারিকা শর্করাঽর্ব্বুদং পামা বিচর্চ্চিকা রকসা পাদদারিকা কদরমলসেন্দ্র লুপ্তৌ দারুণকোঽরুংষিকা পলিতং মসূরিকা যৌবনপীড়কাপদ্মিনী কন্টকো জাতুমণিমাষকশ্চর্ম্মতীল স্তিল কালকো ন্যচ্ছব্যঙ্গং পরিবর্ত্তিকা ঽবপাটিকা নিরুদ্ধপ্রকশঃ নিরুদ্ধগুদোঽহিপূতনং বৃষণকচ্ছুগু দভ্রংশশ্চেতি ॥

স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদগসন্নিভা।
কফপ্রাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকা ॥
যবকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংস্থতা।
পীড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে ॥
ঘনামবক্ত্রাং পীড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাং।
অন্ধালজীমল্প পূযং তাং বিদ্যাৎকফবাতজাম্।
বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্কোডুম্বরসন্নিভাম্।
বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎপিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাং ॥
গ্রন্থয়ঃ পঞ্চ বা ষড়্‌বা দারুণাং কচ্ছপোন্নতাঃ।
কফানিলাভ্যামুদ্ভূতাং বিদ্যাত্তাং কচ্ছপীমিতি ॥
পাণিপাদতলে সন্ধৌ গ্রীবায়ামূর্দ্ধজত্রুণি।
গ্রন্থির্বল্মীকবদ্যস্তু শনৈঃ সমুপচীয়তে ॥
তোদক্লেদপরিদাহ কণ্ডূমন্তি ব্রণৈর্বৃতঃ।
ব্যাধির্বল্মীক ইত্যেষ কফপিত্তানিলোদ্ভবঃ ॥
পদ্মপুষ্করবন্মধ্যে পীড়কাভিঃ সমাচিতাম্।
ইন্দ্রবৃদ্ধাস্ত তাং বিদ্যাদ্বাত পিত্তোত্থিতাং ভিষক্ ॥
কর্ণোপরিসমন্তাদ্বা পৃষ্ঠে বা পীড়কোগ্ররুক্।
শাল্‌কবৎপনসিকাং তাং বিদ্যাৎ শ্লেষ্মবাতজাম্ ॥
হনু সন্ধৌ সমুদ্ভূতং শোথমল্পরুজং স্থিরম্।
পাষাণগর্দ্দভং বিদ্যাদ্বলাসপবনাত্মকম্ ॥
বিসর্প বৎসসর্পতি যো দাহজ্বরকরস্তনুঃ ॥
অপাকঃ শ্বয়থুঃ পিত্তাৎ সজ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ ॥
বাহুপার্শ্বাংসকক্ষাসু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্।
পিত্তপ্রকোপাৎসম্ভূতাং কক্ষামিতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥
অগ্নিদগ্ধ নিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্ততঃ।
ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে স্মৃতা বিস্ফোটকা ইতি ॥
কক্ষাভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারুণাঃ।
অন্তর্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ ॥
সপ্তাহাদ্দ্বাদশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সন্নিপাততঃ ॥
নখমাংস মধিষ্ঠায় পিত্তং বাতশ্চ বেদনাং।
করোতি দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ ॥
তদেব ক্ষত রোগাখ্যং তথোপনখমিত্যপি।
অভিঘাতাৎ প্রদুষ্টো যো নখোরুক্ষোঽসিতঃ পরঃ ॥
ভবেত্তু কুনখং বিদ্যাৎকুলী নমিতি সংজ্ঞিতং।
গম্ভীরামল্পনং রক্তাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্ ॥
কফাদন্তঃ প্রপাকাস্তাং বিদ্যাদনু শয়ীং ভিষক্।
বিদারীকন্দবদ্ধৃত্তাঃ কক্ষাবঙ্ক্ষণ সন্ধিষু ॥
রক্তাং বিদারিকাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্।
প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ু শ্লেষ্মা মেদস্তথাঽনিলঃ ॥
গ্রন্থিং কুর্ব্বন্তি ভিন্নোঽস্মৌ মধুসর্পির্ব্বসানিভম্।
স্রবত্যাস্রাবমত্যর্থং তত্র বৃদ্ধিগতোঽনিলঃ ॥
মাংসং বিশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েৎপুনঃ।
দুর্গন্ধং ক্লিন্ন মত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ ॥
স্রবন্তি সহসা রক্তং তদ্বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদং।
পামাবিচর্চ্চ্যৌ কুষ্ঠেষু রকসা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥
পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থ রুক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাং ॥
কর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ।
মেদোরক্তানুগৈশ্চৈব দোষৈর্বা জায়তে নৃণাম্ ॥
সকীলঃ কঠিনো গ্রন্থির্নিম্নমধ্যোন্নতোঽপি বা।
ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুগন্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দ মাসংস্পর্শাদলসং তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
রোমকূপানুগং পিত্তং বা তেন সহ মূর্চ্ছিতম্।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাস্ত ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুজ্যেতি চ বিভাব্যতে ॥
দারুণা কণ্ডূরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রজায়তে।
কফবাত প্রকোপেণ বিদ্যাদ্দারুণ কন্তুতং ॥
অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদানি মূর্দ্ধনি।
কফাসৃক্কৃমি কোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্ ॥
ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে ॥
দাহজ্বর রুজাবন্তস্তাম্রাঃ স্ফোটাঃ সপীতকাঃ ঃ ॥
গাত্রেষু বদনে চান্তর্ব্বিজ্ঞেয়াস্তা মসূরিকাঃ।
শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ ॥
জায়ন্তে পীড়কা যূনাং বক্ত্রে যা মুখদূষিকাঃ।
কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং কণ্ডূমৎপাণ্ডুমণ্ডলম্ ॥

পদ্মিনী কণ্টকপ্রখ্যৈ স্তদাখ্যং কফবাতজম্।
নীরুজং সমমুৎপন্ন মণ্ডলং কফরক্তজম্॥
সহজং রক্তমীষচ্চ শ্লক্ষ্ণং জতুমণিং বিদ্রঃ।
অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্য গাত্রেষু দৃশ্যতে॥
মাষবৎকৃষ্ণমুৎসন্নমনিলাম্মসকং দিশেৎ।
কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরজানি সমানি চ॥
বাতপিত্তকফোদ্রেকাত্তাম্বিদ্যাত্তিলকালকান্।
মণ্ডলং সহদল্পং বা শ্যামং বা যদি বা সিতম্॥
সহজং নীরুজং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্য ভিধীয়তে।
সমুত্থাননিদানাভ্যাং চর্ম্মকীল প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ু পিত্তেন সংযুতা।
সহসা মুখমাগম্য মণ্ডলং বিসৃজেত্ততঃ॥
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ।
মর্দ্দনাৎপীড়নাচ্চাপি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ॥
মেঢ্রচর্ম্মযদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরঃ।
তদা বাতোপসৃষ্টন্তু চর্ম্ম প্রতিনিবর্ত্ততে॥
মণেরধস্তাৎ কোশশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে।
সবেদনঃ সদাহশ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি ক্বচিৎ॥
মারুতাগন্তুসম্ভূতাং বিদ্যাত্তাং পরিবর্ত্তিকাম্॥
সকণ্ডূঃ কঠিনাচৈব সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥
অল্পীয়ঃ খ্যাং যদাহর্ষাদ্বালাঃ গচ্ছেৎস্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মন্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ॥
মর্দ্দনাৎপীড়নাদ্বাপি শুক্রবেগবিধানতঃ।
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্॥
বাতোপসৃষ্টমে যস্ত চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্।
মণিশ্চর্ম্মোপ নদ্ধস্তু মূত্রা স্রিতে রুণদ্ধি চ॥
নিরুদ্ধ প্রকশে তস্মিন্মন্দধারমবেদনম্।
মূত্রঃ প্রবর্ত্ততে জন্তোর্ম্মণির্ন চ বিদীর্য্যতে॥
নিরুদ্ধ প্রকসং বিদ্যাদ্দরূঢ়াং চাবপাটিকাম্।
বেগ সন্ধারণাদ্বায়ু র্বিহতো গুদমাশ্রিতঃ॥
নিরুণদ্ধি মহৎস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ।
মার্গস্য সৌক্ষ্যাৎকৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি॥
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎসুদুস্তরম্।
সকৃন্ম্রক্ষসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ॥
স্বিন্নেকাস্নাপ্যমানবা কণ্ডূরক্তকফোদ্ভবা।
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটাঃ স্রাবশ্চ জায়তে॥
একীভূত ব্রণৈর্ঘোরং তং বিদ্যাদহি পূতনম্।
স্নানোৎসাদনহীনস্য মলোদ্ঘৃষণ সংশ্রিতঃ॥
প্রক্লিদ্যতে যদা খেদাৎসকণ্ডূং জনয়েত্তদা।
তত্র কণ্ডূয়নাৎ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে॥
প্রাহুর্বৃষণ কচ্ছুং তাং শ্লেষ্মরক্ত প্রকোপজাম্।
প্রবাহণতী সারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ॥
রুক্ষ দুর্ব্বল দেহস্য তং গুদভ্রংশ মাদিশেৎ॥

সুশ্রুতোক্ত নিদানানুসারে ক্ষুদ্ররোগ সমুদায়ে চুয়াল্লিশ প্রকার। যথা, অজগল্লিকা, যবপ্রখ্যা, অন্ধালজী, বিবৃতা, কচ্ছপিকা, বল্মীক, ইন্দ্রবৃদ্ধা, পনসিকা, পাষাণগর্দ্দভ, জালগর্দ্দভ, কক্ষা, বিস্ফোটক, অগ্নিরোহিণী, চিপ্য, কুনখ, অনু-শয়ী, বিদারিকা, অর্ব্বুদ, পামা, বিচর্চ্চিকা, রকসা, পাদদারিকা, কদর, অলস, ইন্দ্রলুপ্ত, দারুণ, অরুংসিকা, পলিত, মসূরিকা, যৌবন-পীড়কা, পদ্মিনীকন্টক, জতুমণি, মসক, চর্ম্মকীল তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, পরিবর্ত্তিকা, নিরুদ্ধ প্রকাশ, নিরুদ্ধগুদ, অহিপূতন, বৃষণকচ্ছু ও গুদভ্রংশ।

অজগল্লিকা।

এই অজগল্লিকা রোগ বালকদিগেরই শরীরে জন্মিয়া থাকে, কফ ও বায়ু হইতে উৎপত্তি হয়, ইহার আকৃতি মুদ্গ, অর্থাৎ মুগকলায়ের সদৃশ, চিক্বণ, গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায় ইহার বর্ণ চর্ম্মবর্ণের ন্যায় এবং এই যন্ত্রণাকারক নহে।

যবপ্রক্ষা।

এই পীড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ যবের ন্যায় প্রাকৃতি বিশিষ্ট অতিশয় কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরের মাংসে ইহা লিপ্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা ও বায়ুদ্বারা এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্ধালজী।

এই অন্ধালজী পীড়া ঘন ও সন্নিবিষ্ট হইয়া এবং সরলভাবে উন্নত ও গোলাকার হইয়া জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অল্প পূয় জন্মায়, এবং কফ ও বায়ু হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

বিবৃতা।

এই জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বিবৃত হইয়া থাকে, পক্ব উডুম্বরের ন্যায় ইহার আকৃতি ইহাতে অত্যন্ত জ্বালা জন্মে, ইহার আকৃতি গোলাকার, এই ব্যাধি পিত্তজনিত।

কফ ও বায়ু হইতে এই কচ্ছপীপীড়কা উৎপন্ন হয়। কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া পাঁচটি বা ছয়টী গ্রন্থিরূপে এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক।

বল্মীক।

এই পীড়ায় হস্ত ও পাদতলে, সন্ধিস্থানে, গ্রীবাদেশে, এবং জত্রুর উর্দ্ধভাগে বল্মীকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উপচীয়মান হইয়া গ্রন্থি রূপে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ জন্মিয়া থাকে। সেই সমস্ত হইতে যাতনা, সহ কণ্ডূ জন্মে এবং রস নির্গত হইয়া থাকে। বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

ইন্দ্রবৃদ্ধা।

ইহা বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পনসিকা।

এই পীড়া বায়ু ও শ্লেষ্মা হইতে জন্মিয়া থাকে এই জাতীয় ব্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে হইয়া থাকে। শালুকের ন্যায় ইহার আকার এবং ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক।

পাষাণ গর্দ্দভ।

এই পীড়া বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়, হনুর সন্ধিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, কঠিন শোথ অর্থাৎ ফুলা জন্মে, এবং ইহাতে যাতনা অল্প হয়।

জলগর্দ্দভ।

ইহা বিস্তৃতভাবে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হয়। এই ব্রণ পাকেনা পিত্ত ও শ্লেষ্মা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কক্ষা।

পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বাহুপার্শ্বে, স্কন্ধদেশে ও কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক হয় তাহাকে বক্ষণ বলে।

বিস্ফোটক।

রক্ত ও পিত্ত বিকৃত হইলে, সর্ব্বশরীরে বা শরীরের এক দেশে অগ্নি দগ্ধের ন্যায় যে স্ফোটক জন্মে তাহাকে বিস্ফোটক কহে। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে।

অগ্নিরোহিণী।

মাংস ভেদক, জলন্ত অগ্নিবৎ অন্তর্দ্দাহ কর যে স্ফোটক কক্ষাগ্র দেশে জন্মে ও যাহা হইতে যে স্ফোটক কক্ষ প্রদেশে উৎপন্ন হয় ও যাহা হইতে অতিশয় জ্বর হয়, তাহাকে অগ্নি রোহিণী কহে। ইহা সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ সপ্তাহে দ্বাদশ দিনে বা পক্ষ কালে মানবকে বিনাশ করে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

চিপ্প।

পিত্ত ও বায়ু নখ মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধিকে উৎপন্ন করে, তাহার নাম চিপ্প। ইহা পাকিয়া উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মায় ইহাকে ক্ষত রোগ বা উপনখ রোগ ও কহিয়া থাকে।

কুনখ।

কোন প্রকার আঘাতের দ্বারা দূষিত হইয়া যে নখ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও খর হয় তাহাকে কুনখ বলে। ইহার অপর নাম কুলীন।

অনশয়ী।

যে ব্রণের অভ্যন্তর ভাগ গভীর এবং বহির্ভাগ অল্প বিস্তার যুক্ত, যাহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সমান এবং যাহার উপরিভাগে সমভাগে থাকে, কিন্তু

ভিতরে পাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায় তাহাতে অনু-শয়ী কহে।

বিদারিকা

বক্ষদেশে ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশের সন্ধিস্থানে রক্ত-বর্ণ ও বিদারীকন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা বায়ু পিত্ত কফ এই তিন হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই তিনেরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

শর্করার্ব্বুদ।

শ্লেষ্মা মেদ ও বায়ু, মাংস শিরা ও স্নায়ুতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে ঐ গ্রন্থি ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে মধু ঘৃত বা বসার ন্যায় রস অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। তাহাতে বায়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে। শিরা হইতে বহুল পরিমাণে নানা বর্ণের দুর্গন্ধময় ক্লেদযুক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে।

পামা, বিচর্চ্চিকা, রকসা, ইহারা কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত।

পাদদারিকা।

ভ্রমণশীল ব্যক্তির পাদদ্বয় অতি রুক্ষ হইলে, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তাহার তল প্রদেশ ফাটিয়া যায় ইহাকে পাদদারিকা কহে। ইহাতে অতিশয় যাতনা জন্মে।

কদর।

প্রস্তর বা কণ্টকাদির দ্বারা চরণ ক্ষত হইলে অথবা মেদ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে কীলযুক্ত কঠিন কুলের মত গ্রন্থি দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যদেশ উন্নত অথবা নিম্ন হইয়া থাকে। ইহাতে যাতনা উপস্থিত হয় ও রস নির্গত হইতে থাকে।

অলস।

পাদদ্বয় অপরিষ্কৃত থাকিলে, দুষ্ট কর্দ্দম স্পর্শে ক্লেদযুক্ত অঙ্গুলির মধ্যে যে কণ্ডূ দাহ ও যাতনা হয় তাহাকে অলস রোগ কহে। আমাদের দেশে অলস রোগকে চলিত ভাষায় (পাঁকুই) কহিয়া থাকে।

ইন্দ্রলুপ্ত।

পিত্ত রোমকূপে গমন করিয়া ও বায়ুর সহিত বৰ্দ্ধিত হইয়া, কেশ সকলকে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাহার পর শ্লেষ্মা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল লোমকূপের দ্বার রোধ করে, সুতরাং পুনর্ব্বার আর কেশ জন্মিতে পারে না, ইহাকে ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক বলে। ইহার অপর নাম খালিত্য বা রুজা।

দারুণ।

যখন কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশের স্থানে অতিশয় রুক্ষ হয়, তখন তাহাকে "দারুণ" কহে।

অরুংষিকা।

রক্ত কফ ও ক্রিমি কুপিত হইলে, মনুষ্যের মস্তকে বহু ক্লেদ যুক্ত ও বহু মুখ বিশিষ্ট যে সকল ব্রণ হয়, তাহাদিগকে অরুংষিকা কহে।

পলিত।

পিত্ত ও শরীরস্থ উষ্ণতা, ক্রোধ, ও পরিশ্রমের দ্বারা শিরাস্থ হইয়া কেশ সকলকে পাকাইয়া ফেলে ইহার নাম পলিত রোগ।

মসূরিকা।

দাহজ্বর ও যাতনাদায়ক ঈষৎ পীত যুক্ত তাম্র বর্ণ যে সকল ব্রণ গাত্রে মুখে ও শরীরে জন্মে তাহাদিগকে মসূরিকা কহে।

যৌবন পীড়কা।

যুবাপুরুষ দিগের মুখ মণ্ডল বায়ু কফ ও রক্ত জনিত শাল্মলী কণ্টক সদৃশ যে সকল মুখ শোভার হানি কর ব্রণ জন্মে, তাহাকে যৌবন পীড়কা কহে।

পদ্মিনী কণ্টক।

পদ্মের কাঁটার ন্যায় গোলাকার ও তাহার মণ্ডলটী পাণ্ডুবর্ণ, এই ব্রণকে পদ্মিনী কণ্টক কহে ইহা কফ ও বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জতুমণি।

যে ব্রণ কফ ও রক্তজন্য, ও ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার ও কোমল ভাবে শরীরের সমকালে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে জতুমনি কহে। এই পীড়ায় কোনরকম যাতনা থাকে না।

মষক।

মনুষ্যশরীরে, মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত বেদনা বিহীন চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মষক কহে, ইহা বায়ু জনিত রোগ।

তিলকালক।

শরীরের সহিত সমতলস্থিত বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ যে ব্রণ চিহ্ন দেহে দৃষ্ট হয়, তাহাকে তিলকালক বলে। ইহা বায়ু পিত্ত কফের উদ্রেকে জন্মিয়া থাকে।

ন্যচ্ছ।

ছোট কিম্বা বড়, শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ, গোলাকার বেদনাশূন্য ও শরীরের সহিত সমকালে জাত যে চিহ্ন মনুষ্য শরীরে দেখা যায় তাহাকে ন্যচ্ছ কহে।

চর্ম্মকীল।

উৎপত্তি ও কারণ অনুসারে উহাকেই চর্ম্মকীল বলা যায়।

ব্যঙ্গ।

পিত্ত সংযুক্ত বায়ু, ক্রোধ ও পরিশ্রমের দ্বারা কুপিত হইয়া সহসা মুখমণ্ডলে আসিয়া গোলাকৃতি চিহ্ন উৎপাদন করে। তাহার অবয়ব ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ বিশিষ্ট ইহাতে কোন প্রকার বেদনা জন্মে না। ইহার নাম ব্যঙ্গ।

পরিকর্ত্তিকা।

সর্ব্বত্র ভ্রমণশীল বায়ু মর্দ্দন, পীড়ন ও অত্যন্ত অভিঘাত প্রযুক্ত যখন পুং চিহ্নের চর্ম্মকে আশ্রয় করে তখন সেই চর্ম্ম তাহার সংসর্গে সংকুচিত হইয়া আইসে, এবং মনির (অর্থাৎ পুং চিহ্নের অগ্রভাগে) নিম্নে কোষের উপরিভাগে গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে। তখন তাহাতে বেদনা ও জ্বালা উৎপন্ন হয়। কখন কখন পাকিয়া উঠিয়াও থাকে। ইহাকে পরিকর্ত্তিকা পীড়া কহে। এই পীড়া দুই প্রকার, বায়ু সম্ভূত ও আগন্তু অর্থাৎ সহসা কোন প্রকার অঘাতাদির দ্বারাও জন্মিয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মাজাত হইলে কণ্ডূ বিশিষ্ট ও কঠিন হয়।

অবপাটিকা।

অপ্রশস্ত যোনি রমণী বা বালিকা স্ত্রীতে গমন করা প্রযুক্ত অথবা হস্তাদির অভিঘাতের দ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইলে, কিম্বা মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রের রোগের ব্যাঘাত হেতু চর্ম্ম উৎপাটিত হইলে, তাহাকে অবপাটিকা কহে।

নিরুদ্ধ প্রকশ।

যৎকালীন পুংচিহ্নের চর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোতকে আশ্রয় করে, এবং মণি চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মুত্রস্রোতকে রুদ্ধ করে তাহাতে সেই মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দধারে প্রস্রাব নির্গতহয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ অথবা দুরূহ অবপাটিকা কহে।

নিরুদ্ধগুদ।

মলবেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করিয়া মল নির্গমনের প্রধান স্রোতকে রুদ্ধ করে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়। তাহাতে পথের

সূক্ষ্মতা বশতঃ অতি কষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধগুদ ব্যাধি বলে। ইহাতে কষ্টকর হয়।

অহিপূতন।

বালকেরা মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া অপানদেশ ধৌত না করিলে তাঁহাতে স্বেদ জন্মিয়া অপরিস্কৃত হইলে তাহাতে রক্ত ও কফজাত কণ্ডূ জন্মে কণ্ডূয়ন করিলেই তাহাতে স্ফোটক জন্মে ও তাহাতে রস নির্গত হইয়া থাকে। তাহাতে ব্রণ সকল একত্র হইয়া অতি ভয়ানক হয়। ইহাকে অহিপূতন কহে।

বৃষণ কণ্ডূ।

মূত্রদেশ ধৌত ও পরিস্কৃত না থাকিলে তাহাতে মলা জন্মে। পরে ঘর্ম্ম হইয়া যখন তাহা ক্লেদ যুক্ত হয় তখন তাহাতে কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। তাহা কণ্ডূয়ন করিলেই স্ফোট জন্মায় ও স্রাব হয়। ইহাকে বিষম কণ্ডূ কহে। শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে।

গুদভ্রংশ।

রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রবাহন (কোঁৎপাড়া) ও অতীসার দ্বারা মল দ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকেই গুদভ্রংশ কহে।

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাক্ষার কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥
কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্॥

অজগল্লিকা অর্থাৎ আচিল নামক ক্ষুদ্র রোগের পকাবস্থায় জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর শুক্তিভস্ম (ঝিনুক ভস্ম) সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা যবক্ষার (সোরা) এই দ্রব্য গুলি একত্র পেষণ করিয়া উহাদ্বারা আচিল স্থান পুনঃ পুনঃ লেপন করিবে। আচিল অতিশয় কঠিন হইলে ঘণ্টপারুলী প্রভৃতির ক্ষারযুক্ত ঔষধ দ্বারা কোমল করিয়া লইবে।

এই বিধানানুসারে অনুশয়ী নামক ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা করিবেন।

পিত্তজনিত বিসর্পরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভী জালগর্দ্দভ ইরিবল্লিকা ও গন্ধমালার চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ মধুরৌষধের (কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের) সহযোগে পাচিত করিয়া ঘৃতের দ্বারা ব্রণের শান্তি করিবে।

রক্তমোক্ষণ সেক ও অপতর্পণ (উপবাসাদি) দ্বারা এবং শজিনার ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ দ্বারা বিদারিকার শান্তি করিবে।

চিকিৎসক উল্লিখিত বিধানানুসারে অর্থাৎ রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া দ্বারা পনসিকা ও কচ্ছপিকারোগের চিকিৎসা করিবেন।

ভিন্ন প্রকার দোষ সমস্তূত কঠিন শোথ এবং ইন্দ্রলজী কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভ নামক রোকে সেক প্রদান করিয়া দেবদারু মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া উহাতে প্রলেপ প্রদান করিবে।

পাষাণ গর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগ বাতশ্লেষ্ম নাশক ঔষধ দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ইহা দ্বারা উহার শান্তি হইয়া থাকে।

বল্মীক নামক ক্ষুদ্ররোগ শস্ত্রের সাহায্যে উত্তোলন করিবে এবং তজ্জনিত ক্ষতস্থানে ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

প্রথমতঃ নিমবীজের তৈল গ্রহণ করিবে। তদনন্তর মনঃশিলা, ভেলা, ছোটএলাচি অগুরু রক্তচন্দন ও জাতীপত্র কল্ক করিয়া উক্ত তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মালিশ করিলে বহুছিদ্র ও স্রাববিশিষ্ট বল্মীকরোগ বিনষ্ট হয়।

পাদদারী নামক ক্ষুদ্ররোগে পদতলের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা পাদদারী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত পাদদারীরোগে রোগীর পাদদ্বয়ে স্নিগ্ধ করিয়া মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া পাদদেশে পুনঃ

পুনঃ লেপন করিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ধুনা ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মধু ও সর্ষপ তৈলের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত ঔষধ দ্রব্য পাদদেশে মালিশ করিলে পাদদারী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উপোদিকা ক্ষার তৈল।

উপোদিকাসর্ষপনিম্বমোচকর্কারু কৈর্ব্বারুকস্মতোয়ে।
তৈলং বিপক্বং লবণাংশযুক্তং তৎ পাদদারীং বিনিহন্তিলেপাৎ॥

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। তদনন্তর মূর্চ্ছাপাকার্থ আমলকী, হরিদ্রা মুথা বেলছাল দাড়িমছাল নাগেশ্বরপুষ্প, কৃষ্ণজীরা বালাপাতা নালুকা ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা এবং মঞ্জিষ্ঠা ষোল তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে। তদনন্তর উপোদিকা (পুইশাক) সর্ষপ নিমছাল মোচক (কলার মোচা) এবং কর্কারু (কাকুড়ের ডাটা) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। উক্ত দগ্ধ পদার্থের দ্বারা ক্ষারোদকের বিধানানুসারে ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া লইবে। ঐ ক্ষারজল ষোলসের এবং সৈন্ধবলবণ একসের তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে পাদদারী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অলসেঽম্লৈঃ স্থিরং সিক্তৌচরণৌ পরিলেপয়েৎ॥
পটোলারিষ্টকাশীশত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ॥

অলস নামক ক্ষুদ্ররোগে পাদদ্বয় কাঁজি দ্বারা আর্দ্র করিয়া পটোলপত্র নিমপাতা ও হীরাকস সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পাদদেশে লেপন করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

ডহকরঞ্জার বীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরচনা ও হরিতাল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলে অলস নামক ক্ষুদ্ররোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং বা রক্তমোক্ষণম্।
জাতীপত্রঞ্চ সংমর্দ্দ্য দদ্যাদলসকে ভিষক্॥

লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধরস এই পদার্থগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে কিম্বা জাতীপত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে অলসরোগ প্রশমিত হয়। কিন্তু উল্লিখিত ক্রিয়া দ্বারা রোগের শান্তি হইলে রক্তমোক্ষণ করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্।
শিলারোচনকাশীশ চূর্ণৈর্ব্বা প্রতিসারয়েৎ॥

বুদ্ধিমান চিকিৎসক কণ্টকারীর রসের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল অলসরোগে মালিশ করিয়া মনঃশিলা গোরচনা ও হীরাকস সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া অলস স্থানে এই চূর্ণ দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে উহার প্রতীকার হইয়া থাকে।

কদর নামক রোগকে শস্ত্রদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক তুলিয়া ফেলিবে। তদনন্তর উত্তপ্ত সর্ষপ তৈল বা অগ্নিদ্বারা উক্ত স্থান দগ্ধ করিবে।

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্যতং ব্রণম্।

চিপ্প নামক ক্ষুদ্ররোগে উষ্ণ জলের দ্বারা সেক প্রদান করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ছেদনপূর্ব্বক উহা ঘৃতাদি দ্বারা আর্দ্র করিয়া ধুনা ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। তদনন্তর উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে এবং রোগী ব্রণোক্ত বিধানানুসারে আহার ও আচরণাদি রাখিবে।

লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া উহা দ্বারা চিপ্প পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

সোহাগার খৈ ও হাপরমালীরমূল সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া চিপ্পরোগে লেপন করিলে নখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিম্বপত্র অর্দ্ধসের গ্রহণপূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইলে পদ্মিনী কণ্টকরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

নিমছালের ক্বাথের সহিত পাচিত ঘৃত মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পদ্মিনী-কণ্টক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অন্তর্ধূমে পদ্মনাল দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। উক্ত পদ্মনালের ক্ষার লেপন করিলে পদ্মিনীকণ্টকরোগ নিবারিত হয়।

নিমপাতা ও শোণালুপাতা পেষণ করিয়া লেপন করিলে নীলকুণ্ডার মূল ও পটোলের মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত লেপন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

অহিপূতনক নামক রোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া দিবেন।

হরীতকী, বহেড়া ও খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ দ্বারা অহিপূতনক জনিত ব্রণ সর্ব্বদা ধৌত করিবে।

করঞ্জত্রিফলাক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধঃ শিশোর্হিতম্॥

ডহকরঞ্জার ছাল, হরীতকী, আমলকী বহেড়া ও পটোলপত্র এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে এবং ঘৃতে চারিগুণ জল উহাতে প্রদান করিয়া যথাবিধানানুসারে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে শিশুকে সেবন করাইলে অহিপূতনক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

একমাত্র রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনও ব্রণস্থানে লেপন করিলে অহিপূতনক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বদ্ধং গোফণয়া ভৃশম্॥

মলদ্বার (মলনলী) নিঃসৃত হইয়া পড়িলে গোরুর বা শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া মলনলীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। তদনন্তর গোক্ষেণ নামক বন্ধন বিশেষ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া মূষিক প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া গুহ্যস্থানে বহুপরিমাণে সেক প্রদান করিলে উহার শান্তি হয়।

যে ব্যক্তি পদ্মের কোমল পত্র চিনীর সহিত সেবন করে, তাহার নিশ্চয়ই মলনলী স্থানচ্যুত হয় না।

ক্ষারায়নলচাঙ্গেরী বিল্বপাঠাযবাগ্রজম্।
তক্রেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্॥

মহাআদা, চিতারমূল চাঙ্গেরীশাক বেলশুঁঠ, আকনাদ, ও যবক্ষার এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে গুদভ্রংশরোগ প্রশমিত হয় এবং রোগীর অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মলনলী বহির্গত হইয়া পড়িলে উক্ত নলীতে প্রচুররূপে গোরুর বসা মাখাইয়া প্রবিষ্ট করণার্থ যত্ন করিলে দুষ্প্রবেশ্য মলনলী ও প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

মূষিকের চর্ব্বি মলদ্বারে মালিশ করিলে এবং মূষিক মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেক প্রদান করিলে গুদভ্রংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চাঙ্গেরী ঘৃত।

চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্লনাগরক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎকথিতংপেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্॥
শুঠীক্ষারাবত্র কর্ষৌ শিষ্টং তু দ্রবমিষ্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। চাঙ্গেরী রস ৫ সের, শুষ্ক কুলের ক্বাথ ৫ সের ও অম্ল দধি ৫ সের ঘৃতে প্রদান করিবে এবং শুঁঠ ও যবক্ষার এই পদার্থ দ্বয় সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু

অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুদ-ভ্রংশজনিত বেদনার শান্তি হয়।

মূষিকাদ্য তৈল।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মূষিকামন্ত্রবর্জ্জিতাম্।
পক্ত্বা তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধসাধিতম্॥
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥

তৈল অর্দ্ধসের। ক্কাথার্থ মূষিক একটি অন্ত্রাদি রহিত করিয়া লইবে। এবং মহৎ পঞ্চমূল সমস্তে ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও জল ৮ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে তদনন্তর ক্কাথ ও ভদ্রদার্ব্বাদিগণোক্ত দ্রব্য অর্দ্ধপোয়া তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান ও মালিশ করিলে গুদভ্রংশ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পরিকর্ত্তিকা চিকিৎসা।

স্বেদোপনাহৎ পরিকর্ত্তিকায়াং
কৃত্বা সমভ্যজ্য ঘৃতেন পশ্চাৎ।
প্রবেশয়ে চ্চর্ম্ম শনৈঃ প্রবিষ্টে
মাংসৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েচ্চ॥

অতিশয় মর্দ্দন, পীড়ন, বা আঘাতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক লিঙ্গনালের চর্ম্ম পরিকর্ত্তিত হয় এবং লিঙ্গমণির অধোভাগস্থ চর্ম্ম-কোষ গ্রন্থিরূপে লম্বিত হয় এবং তাহাতে জ্বালা ও বেদনাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগের নাম পরি-কর্ত্তিকা। উল্লিখিত রোগে প্রথমতঃ সেক ও উপনাহ অর্থাৎ প্রলেপ প্রদান করিয়া তদন-ন্তর লিঙ্গনালস্থ পরিবর্ত্তিত চর্ম্মে ঘৃত মাখাইয়া ক্রমে ক্রমে উক্ত চর্ম্মকে প্রকৃতিস্থ করিবে। এই প্রকারে চর্ম্ম যথাস্থানে স্থাপিত হইলে ঈষদুষ্ণ মাংসদ্বারা প্রলেপ প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে পরিকর্ত্তিকা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

স্নেহস্বেদৈস্তথৈবৈনাং চিকিৎসেদবপাটিকাম্।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীর যোনিপথ ক্ষুদ্র থাকে। হর্ষ যুক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক সেই স্ত্রীকে সঙ্গম করিলে লিঙ্গ হস্তের আঘাতে লিঙ্গনালের অগ্রভাগস্থ বেষ্টন চর্ম্ম বিপরীতভাবে সরিয়া যাইয়া বিদীর্ণ হইলে তাহাকে অবপাটিকা কহে, এই রোগের পরিকর্ত্তিকার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধ প্রকশে নাড়ীং দ্বিমুখীং কণকাদিজাম্।
ক্ষিপ্ত্বাভ্যজ্য চুক্রকাদিস্নেহেন পরিষেচয়েৎ॥
তৈলেন বা বচাদারুগন্ধৈঃ সিক্তেন চ ত্র্যহাৎ।
পুনঃ স্থূলতরানাড়ী দেয়াস্রোতোবিবৃদ্ধয়ে॥
শস্ত্রেণ সেবনীং ত্যক্ত্বা ভিত্ত্বা ব্রণবদাচরেৎ॥

যে পীড়ায় লিঙ্গনালের অগ্রভাগস্থ চর্ম্মদ্বারা মূত্রপথ রুদ্ধ হয়, মূত্র বেদনার সহিত অল্পধারে নির্গত হয় এবং অতিশয় মূত্রবেগে ও মূত্রপথ বিস্তৃত হয় না। তাহার নাম নিরুদ্ধ প্রকশ। উল্লিখিত পীড়ায় কণকাদি ধাতু নির্ম্মিতদ্বিমুখী শলাকা ঘৃতেমাখাইয়া মূত্রপথে প্রবেশ করাইবে পরে শিশুমারের (শুকমৎস্যের) বা শূকরের চর্ব্বি কিম্বা বচ দেবদারু প্রভৃতির সহযোগে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। প্রতিতিন দিবসান্তর স্থূলতর শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। এই প্রকারে স্রোতপথ বৃদ্ধিকরিবে ও স্নিগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। অথবা আবশ্যক হইলে সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া সদ্যোব্রণের বিধানানুসারে কিকিৎসা করিবে।

স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনংবদ্ধে গুদেহপ্যেষ ক্রিয়াক্রমঃ।

যে পীড়ায় মলের বেগ রোধ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মলদ্বার সঙ্কুচিত করিয়া মল নির্গমনের পথ সূক্ষ্ম করিয়া থাকে। তাহাকে সনিরুদ্ধগুদ কহে। সুতরাং নিরুদ্ধ প্রকশ রোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে সন্নিরুদ্ধ গুদ রোগের চিকিৎসা করিবে।

চর্ম্মকীল, জতুমণি মষক ও তিলকালক রোগ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে।

এরণ্ডনাল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা-দ্বারা মষকরোগ ঘর্ষণ করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

সর্প নির্ম্মোক (কৃষ্ণসাপের খোলস) অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ঘর্ষণ করিলেও মষকরোগ দূরীভূত হয়।

যৌবন পীড়কা,স্বচ্ছ নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ প্রলেপ ও মালিশ দ্রব্যদ্বারা উহাদের শান্তি করিবে।

লোধকাষ্ঠ ধনিয়া ও বচ সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে যৌবন পীড়কা বিনষ্ট হয়।

শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ সম-ভাগে একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে এবং মদনফল প্রয়োগ করিয়া বমন করাইলে যৌবন কালোদ্ভব পীড়কা আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতঅপরা-জিতারমূল বা ঘোটকের খুরভস্ম, ইহাদের কোন একটি পদার্থ মধু ও নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ব্যঙ্গরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর, ও মসুর দাইল, এই দ্রব্যগুলি ভিন্ন-রূপে অথবা সমস্ত দ্রব্য একত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রলেপ প্রদান করিলে ব্যঙ্গরোগ নিবারিত ও মুখের কান্তি হইয়া থাকে।

জীবিত শশকের রক্ত ব্যঙ্গ রোগীর মুখমণ্ডলে মালিশ করিলে ব্যঙ্গরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শিমুলবৃক্ষের কাঁটা দুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ বা পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে তিন দিব-সের মধ্যে মুখমণ্ডল পদ্মসদৃশ হইয়া থাকে।

মসুর দাইল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উক্ত পদার্থ মুখে মালিশ করিলে সপ্তাহকাল মধ্যে মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

টাবালেবুর মূল, ও মনঃশিলা গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ মুখে লেপন করিলে মুখের কান্তি হয় এবং পীড়কা ও তিল কালক অপনীত হইয়া থাকে।

নবনীত, গুড়, মধু ও বদরীর শাঁস একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে অথবা বরুণ বৃক্ষের ছাল ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে ব্যঙ্গরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

জাতীফল পেষণ করিয়া লেপন করিলে নীলি-রোগ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ধ্যাকালে সর্ষপ তৈল মুখে মালিশ করিলে মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত হয়।

কালীয়ালতা, নীলোৎপল, কুড়, দধিরস্ত কুলের আঁটির শাঁস ও প্রিয়ঙ্গু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ কালের মধ্যে মুখ কমল সুধাংশু সদৃশ দীপ্তিশালী হইয়া থাকে।

তুষ রহিত যবচূর্ণ যষ্টিমধু চূর্ণ ও লোধ চূর্ণ সম-ভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা ও গেরিমাটি সমভাগে একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া থাকে।

শরপুঙ্খা, পদ্মপত্র, কুষ্ঠ, (কুড়) রক্তচন্দন ও বেনার মূল পরিণত দধির রসের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখকমলের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং ভ্রূকুটী ও তিলকালক রোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্বকালীয়ককুচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাপদ্মপদ্মককুঙ্কুমৈঃ॥

কপিত্থতিন্দুকরঙ্ক্ষবটপত্রৈঃ পয়োম্বিতৈঃ।
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলং বাভ্যঞ্জনং চরেৎ॥
পিপ্লবং নীলিকাব্যঙ্গাং স্তিলকান্ মুখদূষিকান্।
নিত্যসেবীজয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্।

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, সূচীপত্রেরমূল ও বালাপাতা প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়লতা, কুচন্দন, কদ্‌বেল, গাব, পাকুড় ও বটপত্র, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং দুগ্ধ ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলকালক ও মুখদূষিকা প্রশমিত হয় এবং মুখমণ্ডল মনোহর শ্রী ধারণ করিয়া থাকে।

কনকতৈল।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠাচন্দনোৎপলকেশরৈঃ॥
কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্।
অভীক্ষনীলিকাব্যঙ্গশোধনং পরমর্চ্চিতম্॥

তিলতৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ একতোলা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, সূচীপত্রের মূল ও বালাপাতা, এইদ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবংউহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তৎপরে প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও নাগকেশর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যষ্টিমধুর কাথ ৪ সের উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মুখে মালিশ করিলে মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং অভীক্ষ নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীভূত হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল।

মঞ্জিষ্ঠামধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা॥
আদ্যং পয়স্তদ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
নীলিকাপীড়কাব্যঙ্গমভ্যঙ্গদেবনাশয়েৎ॥
মুখং প্রসন্নোপচিতং বলীপলিতবর্জ্জিতম্।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ ভবেৎ কণক সন্নিভম্॥

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক তোলা কুট্টিত করিয়া অল্প জলের সহিতে তৈল ক্রমশঃ দিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক কুট্টিত

করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, সূচীপত্রের মূল ও বালাপাতা, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে; পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল ও স্থলজ যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ছাগদুগ্ধ দুইসের প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে নীলিকা পীড়কা ও ব্যঙ্গরোগ বিদূরিত হয়, এবং মুখকমল প্রসন্ন ও পূর্ণ হয় এবং রোগী সপ্তাহ কালের মধ্যে বলি ও পলিত বিহীন স্বর্ণ কান্তি লাভ করিয়া থাকে।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা॥
কালীয়কমুশীর কপদ্মকং নীলমুৎপলং॥
ন্যগ্রোধ পাদঃ প্লক্ষস্য শুঙ্গাঃ পদ্মস্য কেশরম্।
দ্বিপঞ্চমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক॥
জলাঢকং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ।
মঞ্জিষ্ঠামধুকং লাক্ষা পতঙ্গং মধুযষ্টিকা॥
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা।
সম্যক্ পক্বং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসন্নচ॥
নীলিকাপীড়কাব্যঙ্গা নভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা।

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একতোলা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ইহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কুঙ্কুম রক্ত চন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালীয়লতা, বেণারমূল, নীলোৎপল, বটের কুঁড়ি, পাকুড়ের পত্রকোরক, পদ্মকেশর ও দশমূল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে, এবং মঞ্জিষ্ঠা, স্থলজ যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও জলজ যষ্টিমধু, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে মুখমণ্ডলের বর্ণ উজ্জল হয় এবং নীলকা পীড়কা ও ব্যঙ্গ রোগ নিবারিত হয় এবং স্বর্ণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ॥
অজাক্ষীরং তদ্দ্বিগুণং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সম্যক্ পক্বং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণ প্রসাদনং॥
নীলিকাপীড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।

সপ্তরাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কাঞ্চন সন্নিভং॥
কুঙ্কুমমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা।

তিলতৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যথাবিধানানুসারে মূর্চ্ছা পাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, লাক্ষা, ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ছাগদুগ্ধ দুইসের ও জল দুই সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিষ্কৃত হয় এবং নীলিকা, পীড়কা ও ব্যঙ্গ বিসর্প আরোগ্যহয় এবং সপ্তাহকাল প্রয়োগ করিলে শরীর স্মবর্ণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গং সকেশরম্॥
কুসুম্ভং মধুযষ্টিকং কলিণী মদয়ন্তিকা।
নিশে দ্বে রোচনাপদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা॥
কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈ রেতৈরক্ষসমৈর্ভিষক্।
লাক্ষারস পয়োভ্যাঞ্চ তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলং চাভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্য কান্তিদম্॥
সৌভাগ্যলক্ষ্মী জননং বশীকরণ মুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, নালুকা, মুথা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কুঙ্কুম, পলাশ, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালীয়ালতা, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর মূল ও কেশর, কুসুম পুষ্প, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মদয়ন্তিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরচনা, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, মনঃশিলা ও কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে লাক্ষার কাথ ৮ সের ও দুগ্ধ ৮ সের প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল মালিশ করিলে মুখমণ্ডল স্মবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী হয় এবং ইহা দ্বারা পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বর্ণক ঘৃত।

মধুকং চন্দনং কঙ্কু সর্ষপং পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ॥
বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎ পক্কং বস্ত্র গালিতম্।
পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ॥
তৎসিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ।
তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বর্ণ প্রসাদনম্॥
অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীপলিতনাশনং।
নিষ্কলঙ্কেন্দু বিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য,—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্কু, সর্ষপ পদ্মকাষ্ঠ, কালীয়ালতা, হরিদ্রা ও লোধ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-

ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কুঙ্কুম ও মোম, এই উভয় পদার্থ সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে- নামাইয়া পাত্রটি শীতল জলে রাখিবে। পরে শীতল হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত মালিশ করিলে মুখমণ্ডল চন্দ্র সদৃশ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

অরুংষিকা ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে
শিরোব্যাধেনাথ জলৌকসা বা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরস সৈন্ধবাভ্যাম্॥

অরুংষিকা রোগে শিরা বিদ্ধ বা জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইলে উক্ত ক্ষত স্থানে নিম্ব- পত্রের ক্বাথ দ্বারা সিক্ত করিয়া অশ্ববিষ্ঠার রস ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিবে।

পুরাতন তিলের খৈল গোমূত্রের সহিত কিম্বা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে অরুংষিকা আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

কুড় নারিকেলের মালায় করিয়া ভর্জ্জন করিতে করিতে যখন দেখিবে যে উহা দগ্ধবৎ হইয়াছে, তখন নামাইয়া চূর্ণ করিয়া মালিশ করিলে অরুং- ষিকা নিবারিত হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল।

হরিদ্রাদ্বয়ভূনিম্বত্রিফলারিষ্টচন্দনৈঃ।
এতত্তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহরিদ্রা একছটাক গ্রহণ করিয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ দিবে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ার মূল বাবচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী, আমলকী বহেড়া নিমছাল ও রক্তচন্দন এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অব- শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে অরুংষিকারোগ দূরী- ভূত হয়।

দারুণকক্ষুদ্ররোগেরচিকিৎসা।

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধাং স্বিন্নংললাটজম্।
অবপীড়াশিরোবস্তিনিভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ॥
কোদ্রবাণাং তৃণক্ষার পানীয়ং পরিধাবনে॥

যে পীড়ায় কুপিত কফ ও বায়ু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে কেশভূমি (মস্তকের চর্ম্ম) কঠিন রুক্ষ ও কণ্ডু যুক্ত হয় তাহার নাম দারুণক (রুখী বা খুসকি) এই পীড়ায় ললাট প্রদেশস্থ শিরা সেকাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন অব- পীড়ক শিরোবস্তি ও তৈলাদি মালিশ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে এবং কোদধান্যের তৃণের ক্ষারজল দ্বারা মস্তক ধৌত করিতে দিবে।

কার্য্যাদারুণকেমূর্দ্ধি প্রলেপোমধুসংযুতঃ॥
পীয়ালবীজমধুককুষ্ঠমিশ্রৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
কাঞ্জিকহ্বা ত্রিসপ্তাহং মূর্দ্ধ্যাদারুণকাপহা॥

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড় ও সৈন্ধবলবণ এই পদার্থগুলি সমভাগে মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে দারুণকরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে মাষকলাই কাঁজির মধ্যে তিনসপ্তাহকাল আপ্লুত করিয়া উহা দ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে দারুণকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু তিলও আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে দীর্ঘকালজাত দারুণকরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদ্য তৈল।

ত্রিফলায়ারজোযষ্টিমার্কবোৎপলশারিবৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈলমভ্যঙ্গাদ্রুকৃথিকাং জয়েৎ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহরিদ্রা এক-ছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক-পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা প্রভৃতি মূর্চ্ছা দ্রব্যগুলি এবং ঘোলসের জল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর হরীতকী আমলকী, বহেড়া যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ উৎপল শারীবা (অনন্তমূল) ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে মিলিত একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে উকথিকা (দারু-ণক) রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

চিত্রকাদ্য তৈল।

চিত্রকং দন্তিমূলঞ্চ কোষাতকী সমন্বিতম্।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশদরু বিনাশনম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহরিদ্রা এক-ছটাক কুট্টিত করণান্তর জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে ক্রমশঃ প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা নালুকা আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ার মূল বা বচ,বালাপাতা এই পদার্থগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং চিতারমূল ও কোষাতকী (কোষাফল) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কণ্ডূ, দারুণকুষ্ঠ ও কপালকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈল।

ভৃঙ্গরাজত্রিফলোৎপলশারি লৌহপুরীষসমন্বিতকারি।
তৈলমিদং পচদারুণহারি কুঞ্চিতকেশঘনস্থিরকারি॥
প্রপৌণ্ডরীকমধুকপিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বং তৈর্ব্বি রামলকী রসঃ॥
সাধ্যঃ সপ্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষগদাপহঃ॥

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইয়া এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহরিদ্রা এক-তোলা কুট্টিত করণান্তর কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, বালুকা আমলকী বহেড়া হরীতকী কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, অনন্তমূল, মণ্ডূর চূর্ণ ও আমেরকুশী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ভৃঙ্গ-রাজের রস চারিসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং তৈল মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই পাকবিশিষ্ট দারুণক নাশক তৈল মালিশ করিলে কেশের আকুঞ্চনতা ও গাঢ়তা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানানু-সারে কাঁচাহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস দুইসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকা-শিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাদ্য তৈল।

> গুঞ্জাফলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেনতু।
> কণ্ডূদারুণহৃদকুষ্ঠকপালব্যাধি নাশনম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদির সহযোগে মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং গুঞ্জাফল একসের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে দিবে এবং উহাতে ভৃঙ্গরাজের রস ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে একং তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে তৈল পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কণ্ডূ, দারুণক কুষ্ঠ ও কপালকুষ্ঠ নিবারিত হইয়া থাকে।

মালত্যাদ্য তৈল।

> মালতী করবীরাগ্নিনক্তমাল বিপাচিতম্।
> তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহংপরম্॥
> ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং নিয়তং নৃণাম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহরিদ্রা এক-ছটাক কুট্টিত করণান্তর জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া

গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং মালতীপুষ্প, শ্বেত করবীরমূল, চিতারমূল ও ডহকরঞ্জার ছাল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) এবং দারুণরোগ আশু বিদূরিত হইয়া থাকে।

আমলকী ও আম্র বীজের শাঁস সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে স্থিরোরু ও কেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রলুপ্তরোগে রোগীর ব্যাধিস্থানস্থ শিরা-বিদ্ধ করিয়া মনঃশিলা সিসক ও তুতিয়া সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে লেপন করিলে কিম্বা কুটন্নট চিতারমূল, জাতীপুষ্প, ডহকরঞ্জার ছাল ও করবীর মূল, এই দ্রব্যগুলির সহযোগে তৈল পাক করিয়া মালিশ করিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ইন্দ্রলুপ্তরোগ অধিক দিনের হইলে রুগ্নস্থান সূচ বা নরুণ প্রভৃতি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ, গুঞ্জাফল পেষণপূর্ব্বক উল্লিখিত স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ প্রদান করিলে ইন্দ্রলুপ্তের শান্তি হইয়া থাকে।

হাতীর দাঁত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে উক্ত দগ্ধ পদার্থ ও বিশুদ্ধ রসাঞ্জন সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ইন্দ্রলুপ্তে প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে এমন কি এই ঔষধ প্রভাবে হস্ততলেও রোম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভেলা, বৃহতীফল বা গুঞ্জারমূল ও ফল ইহাদের কোন একটি পদার্থ মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পক্ক বৃহতীফলের সহিত গুঞ্জার মূল বা ফল পেষণ করিয়া স্বর্ণ বা ধুস্তুর ফল দ্বারা ও ডুমুরাদির কর্কশ পত্র দ্বারা রুগ্নস্থান ঘর্ষণ করিয়া কিম্বা নরুণ প্রভৃতি দ্বারা বিদীর্ণ করণপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ইন্দ্রলুপ্ত বিদূরিত হইয়া থাকে।

মরিচচূর্ণ ইন্দ্রলুপ্তে অর্থাৎ টাকপড়াস্থানে ঘর্ষণ করিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হাতীর দাঁত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত দগ্ধ পদার্থ ও রসাঞ্জন ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া খল্বীরোগে (টাকপড়ায়) প্রলেপ প্রদান করিলে সপ্তাহকালমধ্যে কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাজ্য গোক্ষীরভৃঙ্গলেপেনং।
অচিরাদ্ভবন্তি ঘনকেশা দৃঢ়মূলায়তানুজবঃ॥

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মূর্ব্বামূল, কৃষ্ণতিল, ও ভৃঙ্গরাজ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া ইন্দ্রলুপ্তরোগে লেপন করিলে অচিরে কুটিল কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্নুহ্যাদ্য তৈল।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবোলা স্বলীবিষম্।
মূত্রমাজং ন গোমূত্রং রক্তিকাস্যেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থতীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্বা বিপাচিতম্।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈল্য খাল্ল্যিত্যনাশনম্॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রুক্ষাযা রোমতস্বরী।
দিগ্ধা যানেন জায়েত ঋক্ষশারীরলোমশী ॥

সর্ষপ তৈল ৪সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে, পরে মূর্চ্ছা দ্রব্যের সহযোগে মূর্চ্ছাপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং সিজের ক্ষীর আকন্দের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, লাঙ্গলী বিষ, রাখালশসা, ও শ্বেতসর্ষপ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ছাগমূত্র আটসের ও গোমুত্র আটসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেবাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে খালিত্য অর্থাৎ ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আদিত্যপাক গুড়ূচীতৈল।

বটাবরোহকেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্যপাচিতম্।
গুড়ূচীস্বরসেতৈলং চাভ্যঙ্গং কেশরোপণম্ ॥

তিল তৈল একসের। বটের ঝুরি ও কেশিনী এই পদার্থদ্বয় সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে গুড়চীর রস একসের প্রদান করিয়া রৌদ্রে জল শুষ্ক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্য তৈল।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
কান্তাবটাবরোহশ্চ গুড়ূচীবিষমেবচ।
লৌহচূর্ণং তথাকেশী শারীবে দ্বে তথৈবচ।
মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
শিরস্যং পতিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ।
দৃঢ়মূলাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ তথা ভ্রমর সন্নিভাঃ ॥
নস্যেনাকালপলিতং নিহন্যাত্তৈল মুত্তমম্ ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, বালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জালদিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে তদনন্তর রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, অনন্ত মূল ও শ্যামালতা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ভৃঙ্গরাজের রস ষোল সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে কেশ গাত্রে কুঞ্চিত, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে অকাল পলিত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু ও আমলকী কল্ক করিয়া চারিগুণ দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল মালিশ করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিফলা (হরীতকী আমলকী বহেড়া) নীলিনাপত্র, লৌহচূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত চূর্ণ

দ্রব্যগুলি ছাগমূত্র দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলাচূর্ণসং যুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎ পক্বেনারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্ গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরোমুণ্ডয়িত্বা লেপং দদ্যাদ্বিষগ্বরঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্ম্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলা ক্বাথৈঃ ক্ষারমাংস রসাশিনঃ॥
কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও লৌহ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ পক্ব নারিকেলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া একমাসকাল রাখিবে। তদনন্তর নারিকেলের মধ্যস্থ উল্লিখিত পদার্থ সকল নির্গত করিয়া লইবে এবং মুদ্গ মাংস রস ভোজী রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে উক্ত পদার্থ লেপন করিয়া কদলী পত্রেরদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং সপ্তম দিবসে উহা মোচন করিবে ও ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিবে। ইহাদ্বারা মস্তক রঞ্জিত ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

নীলোৎপল ও দুগ্ধ লৌহপাত্রে করিয়া ভূগর্ভে একমাস কাল রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত পদার্থ মস্তকে লেপন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষীদুগ্ধপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড়িতং লৌহপাত্রস্থং ভূম্যধঃ কৃতম্॥
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসেনতু।
আলোড্যাভ্যজ্য চ শিরোবেষ্টয়িত্বা রসেন্নিশাম্॥
প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্।
এবং সিন্দুরবালাভ্রশঙ্খভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়াঃ॥

ভৃঙ্গরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প মেষদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং উক্তদুগ্ধ দ্বারা আলোড়ন করিয়া লৌহপাত্রে করিয়া ভূগর্ভে রাখিয়া দিবে সপ্তাহকাল পরে উত্তোলন করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা রাত্রিযোগে মস্তকে লেপন করিয়া কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তৎপরদিবস প্রাতে ত্রিফলার কাথের দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। এই প্রকারে কিছুদিন করিলে সুচিক্কণ কেশ দ্বারা মস্তক রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই প্রকার সিন্দূর, কচি আমের আটির শাঁস ও শঙ্খচূর্ণ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে ও মস্তক রঞ্জিত হইয়া থাকে।

শঙ্খভস্ম কাঁজির সহিত সীসক পাত্রে আপ্লুত ও মর্দ্দন করিয়া উহাদ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে শুভ্রকেশ নীলবর্ণ হইয়া থাকে।

মণ্ডূরভস্ম, আমলকীচূর্ণ ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া স্নানশীল ব্যক্তির মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে গঙ্গাস্নানীয় প্রক্ষালিত পাপ-পঙ্কের ন্যায় পলিততা অপনীত হইয়া থাকে।

নিম্বের বীজ শজনের (পীড় শালের) ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা সাত দিবস ভাবনা দিয়া প্রদান করিবে। তদনন্তর উল্লিখিত বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে, উহার কেশের পক্বতা নিবারিত হইয়া থাকে। নিম্ব বীজের তৈলের বিধিপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে দুগ্ধ পায়ী ব্যক্তির কেশের পক্বতা দূরীভূত হইয়া থাকে!

মার্কব তৈল।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং তন্নস্যং পলিতাপহম্॥

তিলতৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নাবাইবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক তোলা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক কুট্টিত করণান্তর কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, বচ, ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক

কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং যষ্টিমধু, ৮ তোলা দুগ্ধ ৪ সের ও ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল নাসিকা দ্বারা নস্য রূপে গ্রহণ করিলে পলিতত্বা দূরীভূত হইয়া থাকে।

মহানীল তৈল।

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণ শনস্য চ॥
মার্কবং কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথগ্ দশপলাংশানি পিপ্পল্যাস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণোমৃণালীরক্তচন্দনম্॥
নীলীভল্লাতকাস্থীনি কাশীশং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যশনং শস্ত্রং কৃষ্ণৌ পিণ্ডিতচিত্রকৌ॥
পুষ্পাণ্যর্জ্জুন কাশ্মর্য্যোশ্চাম্রবদম্বুফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ॥
বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরসচতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবচ্ছুষ্কোভবেদ্রসঃ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোহভ্যঙ্গে তথৈব চ॥
এতচ্চা ক্ষুষ্য মায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥

বহেড়ার তৈল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য, আদিত্যবল্লীর (সূর্য্যাবর্ত্তের) মূল, নীলঝিণ্টীরমূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশনের ফল, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু, এই পদার্থ গুলি প্রত্যেকে ৮০ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে এবং পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন পুণ্ডরীকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, পিপুল, অগুরু, নীলোৎপল, আমের আঁটির শাঁস, কৃষ্ণকর্দ্দম, (অর্থাৎ পদ্ম মূলস্থ কর্দ্দম) প্রণালী, রক্তচন্দন, নীলি, ভেলাবীজ, হীরাকস, মদয়ন্তিকা, সোমবীজ পীতশাল, কৃষ্ণলৌহ চূর্ণ, কৃষ্ণপিণ্ডীতক, কৃষ্ণচিতার মূল, অর্জ্জুন পুষ্প ও গাম্ভারী পুষ্প, আম্রফল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ৮০ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং তৈলের চারিগুণ আমলকীর রস তৈলে প্রদান করিয়া অগ্নি সন্তাপে বা সূর্য্য সন্তাপে পাক করিয়া লইবে। এবং পানীয় নস্য রূপে প্রয়োগ করিলে এবং মস্তকে মালিশ করিলে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ ঘৃত।

ভৃঙ্গরাজ রসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্।
ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥

ঘৃত এক সের গ্রহণ করিয়া ময়ূরপিত্ত ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত নস্যরূপে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে সপ্তাহ কালের মধ্যে পলিতরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বহুবার বৃক্ষের বীজ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উহা বহু ছিদ্র বিশিষ্ট লৌহ পাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই তৈল নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলে কিম্বা মস্তকে মালিশ করিলে নীল ভ্রমরের ন্যায় কেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত তৈল পান করিলে, কর্ণ গ্রীবা ও দন্ত প্রদেশের রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হীরাকস, গোরচনা, হরিতাল, ও রসাঞ্জন, এই পদার্থগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে বৃষণ কচ্ছু ও অহিপূতনা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, হরীতকী, আঁমলকী, বহেড়া ও রসাঞ্জনের সহযোগে পাচিত ঘৃত সেবন করিলে কৃচ্ছ্র সাধ্য অহিপূতনা রোগও আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা ও ভৃঙ্গরাজের মূল সমভাগে শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে বরাহ দণ্ড নামক রোগও বিসর্প রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সুশ্রুতোক্ত ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা বিধি।

অজগল্লিকা ক্ষুদ্ররোগের অপক্কাবস্থায় জলৌকা করিবে। শুক্তি শৃঙ্গী যবক্ষার ইহাদিগের একত্র যোগে কল্কে, অথবা শ্যামা লাঙ্গলকী পাঠক ইহাদিগের কল্কে লেপন করিবে। পাকিয়া উঠিলে ব্রণ চিকিৎসার প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

অন্ধালজী, যবপ্রখ্যা, পনসী, কচ্ছপী, পাষাণ গর্দ্দভ, ইহাদিগকে অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর মনঃশিলা হরিতাল, কুষ্ঠ ও দেবদারু ইহাদিগের কল্ক লেপে প্রয়োগ করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া ব্রণের ন্যায় প্রতীকার করিবে।

বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ ইরিবিল্লা, কক্ষা, বিস্ফোটক এই সকল পীড়ায় পিত্তজনিত বিসর্পের ন্যায় প্রতীকার করিবে।

চিপ্প রোগে, উষ্ণজলে সেচন করিয়া উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক স্রাব করাইবে। পরে চক্রতৈল অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে সালকাষ্ঠের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এ প্রকার প্রতীকারে অসমর্থ হইলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে ও মধুর ঔষধের (কাকোল্যাদিগণের) কাথ সহযোগে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোপণ করিবে।

কুনক রোগেই পূর্ব্বোক্ত প্রতীকার করা বিধেয়।

বিদারিকা পীড়ায় তৈল অভ্যক্ত করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে ও গিরিরক্তিকা পুনর্ণবা ও বিম্ব মূল একত্র পিষিয়া তাহাতে তাপ দিবে। অথবা ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হইলে সংশোধন করিবে। কষায় ও মধুর রস সহযোগে তৈল পাক করিয়া রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা অপক্ক অবস্থায় জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং শালের মূল ও পলাশের মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া পটোল তিল ও নিম্বের কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বন্ধন করিবে। যজ্ঞডুমুর ও খদিরের কষায়ের দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করিবে এবং সংশোধিত হইলে রোপণ করিবে।

শর্করার্ব্বুদ রোগে, মেদ জন্য অর্ব্বুদ রোগের প্রণালী ক্রমে চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামারোগে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সিক্থ (মোম) শতমূলী ও শ্বেত সর্ষপ, অথবা বচ, দারু হরিদ্রা, ও সর্ষপ একত্র যোগে লেপ প্রদান করিবে। অথবা করঞ্জ তৈল বা কুটুকী সহযোগে সার তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পাদদার্য্য রোগে শিরাবিদ্ধ করিয়া স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। মধুচ্ছিষ্ট বসা, মজ্জা সালের চূর্ণ, ঘৃত ও গিরিরক্তিকা সহ মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অলসরোগে পাদদ্বয়ে আর নালা সেচন করিয়া নিম্ব তিল, কাসীস, হরিতাল সৈন্ধব, হরীতকী ও লাক্ষা রস একত্র কল্ক প্রস্তুত করিয়া লেপ দিবে। অথবা রক্ত মোক্ষণ করিবে। কিম্বা কণ্টকারীর রসে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা কাসীস গোরচনা ও মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে।

কদর নামক রোগে ব্রণিত স্থান শস্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঘৃত বা তৈলের দ্বারা দগ্ধ করিবে। ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগ মূর্দ্ধি দেশে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মনঃশিলা কাসীস ও তুত্থ, মরিচ সহযোগে ইহাদিগের কল্ক লেপন করিবে, অথবা দেবদারু ও কুটন্নট একত্র পেষণপূর্ব্বক লেপ প্রদান করিবে। অথবা গুঞ্জাফল পেষণ করিয়া রোগের স্থানে আচ্ছাদিত করিয়া মুহুর্মুহু লেপ দিবে। মালতী করবীর চিত্রক করঞ্জ এই সকল তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অরুংষিকা রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিমের ক্বাথ সেচন করিবে। অশ্বের পুরীষের রসে হরিদ্রা ও নিম্ব, অথবা পটোলের রসে যষ্টিমধু নীলোৎপল এরণ্ড ও মার্কব (ভীমরাজ) একত্র পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে!

দাঁরুণক রোগ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মূর্দ্ধিদেশে শিরা বিদ্ধ করিবে। পরে অবপীড়ন শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। প্রক্ষালনে কোদোতৃণ ও ক্ষার জল প্রয়োগ করিবে।

কেশ পক্ক হওয়া নিবারণ প্রণালী পরে কথিত হইবে।

মসূরিকারোগে কুষ্ঠনাশের যে সমস্ত প্রলেপ প্রভৃতি প্রতীকার লিখিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রতীকার প্রয়োগ করিবে। অথবা পিত্তশ্লেষ্মা জনিত বিসর্পরোগে যে সকল বিধি উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে!

জতুমণিমষ ও তিলকালক রোগে শস্ত্রের দ্বারা সেই সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া ক্ষারে বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে।

ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ও নীলিকারোগে যথাবিধি ক্রমে শিরা বিদ্ধ করিবে। যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর সংযুক্ত ত্বক্ ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। অথবা বলা' অতিবলা, যষ্টিমধু, একত্র যোগে লেপ অথবা ক্ষীর কাকোলী অগুরু পীতকাষ্ঠ একত্র যোগে প্রলেপ অথবা মধু ঘৃত যোগে গিরিরক্তিকা ও বরাহ দ্রংষ্ট্রার প্রলেপ অথবা কপিল্য ও পিয়াল বৃক্ষের কল্কের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

যৌবন পীড়কারোগে বমন করা বিশেষ উপকারী! ধন্যা বচ, লোধ ও কুষ্ঠ (কুড়) অথবা বচ, লোধ্র সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্রযোগে প্রলেপ প্রদান করিবে!

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমের ক্বাথ সহযোগে বমন করাইবে এবং নিম্বোদকে ঘৃত পাক করিয়া মধু সংযোগে পান করিবে। নিম্ব ও আরগ্বধের ক্বাথ উৎপাদনে বিশেষ হিতকর।

পরিকর্ত্তিকারোগে ঘৃত মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে বাতঘ্ন শাম্বন প্রভৃতির দ্বারা ত্রিরাত্র বা বন্ধন করিবে। তদনন্তর অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়া মণির উপরিভাগে চর্ম্ম আনয়ন করিবে এবং চর্ম্মমধ্যে মণি প্রবেশ করাইয়া উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন বিরেচন ও স্নিগ্ধান্ন ভোজন করিবে।

অবপাটিকারোগে যে দোষজন্য রোগ হয় সেই দোষের চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধপ্রকশরোগে লৌহ নির্ম্মিত দ্বিমুখী শলাকা ঘৃত মাখাইয়া মূত্র দ্বারা প্রবেশ করাইবে! পরে শিশুমার বা বরাহের বসা অথবা বাতঘ্ন দ্রব্য সংযোগে পরিষেচন করিবে। প্রতি দিন দিবসান্তর শাল্মলীতার শলাকা প্রবিষ্ট করাইবে এই প্রকারে স্রোতপথ বৃদ্ধি করিবে ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইবে। অথবা সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া সদ্য ব্রণের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধগুদ বল্মীক বা অগ্নিরোহিণী রোগ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। বিসর্প রোগের বিধানানুসারে অগ্নিরোহিণীর এবং সন্নিরুদ্ধপ্রকশরোগের বিধানানুসারে সন্নিরুদ্ধগুদ রোগের প্রতীকার করিবে। বল্মীকরোগে শস্ত্রের দ্বারা উৎকর্ত্তনপূর্ব্বক ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর অর্ব্বুদের বিধানানুসারে শোধন ও রোপণ করিবে। চর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে অনতি বৃদ্ধ বল্মীক উৎপন্ন হইলে সংশোধনপূর্ব্বক শোণিতমোক্ষণ করিবে। বনকুলত্থের মূল গুড়ূচীর মূল লবণ ও আরগ্বধের মূল দন্তীমূল শ্যামালতার মূল তিলের কল্কও যবচূর্ণ বা গোধূম চূর্ণ একত্রযোগে প্রলেপ প্রদান করিবে সেই প্রলেপ উত্তমরূপে ঘৃতযুক্ত করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে বন্ধন করিবে! পাকিয়া উঠিলে সমস্ত ছিদ্র মুখ নির্ণয় করিয়া শস্ত্রের দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। অনন্তর দূষিত মাংস সমস্ত সংশোধিত করিয়া ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে। ব্রণ সংশোধিত হইলে রোপণ করিবে। জাতীপুষ্প লতা গ্রন্থি (গেঁঠেলা)

ভল্লাতক, মনঃশিলা সূক্ষ্ম এলাইচ, অগুরু চন্দন এবং শৈলজ এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে নিম্ব তৈল পাক করিয়া বল্মীকে রোপণে প্রয়োগ করিবে। হস্ত পদের উপরিভাগে বহু ছিদ্র-যুক্ত শোথ বিশিষ্ট বল্মীক হইলে পরিত্যাগ করিবে।

বালকের অহিপূতনক নামক রোগে ধাত্রীর স্তন্য সংশোধন করিবে। পটোল পত্র ত্রিফলা ও রসাঞ্জন একত্র ঘৃত পাক করিয়া পান করা-ইলে কষ্টসাধ্য অহিপূতনক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ত্রিফলা ও খদির ইহাদিগের কষায় রোপণে প্রয়োগ করিবে। কাসীস (হীরেকস) গোরচনা তুল্য হরিতাল ও রসা-ঞ্জন অম্লরসে পেষণ করিয়া বা বদরীর ত্বক, সৈন্ধব সংযোগ করিয়া পেষণপূর্ব্বক লেপ প্রয়োগ করিবে। কপাল খণ্ড ও তুল্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

গুদভ্রংশরোগে ভ্রষ্টনাড়ী ঘৃতাক্ত ও স্বেদ প্রয়োগপূর্ব্বক গুদমধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে মলদ্বার চর্ম্মের দ্বারা গোফলার আকারে বন্ধন করিবে। চর্ম্মের যে ভাগ মলদ্বারের ছিদ্র আবৃত করিয়া থাকিবে সেই ভাগে যেন ছিদ্রিত হয়। বায়ু নিঃসরণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ মহাপঞ্চমূল অন্ত্র বর্জ্জিত মূষিকার দেহ এবং বাতঘ্ন ঔষধ এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কষ্ট গুদভ্রংশরোগ ও প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে
ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুখরোগ
ওষ্ঠাগতমুখরোগ নিদান।

আনূপপিশিতক্ষীরদধিমৎস্যাতিসেবনাৎ।
মুখমধ্যে গদান্ কুর্য্যুঃ ক্রুদ্ধা দোষা কফোত্তরাঃ॥

আনূপমাংসক্ষীর দধি ও মৎস্যের অতি ভোজন দ্বারা বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া মুখমধ্যে নানা বিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। মুখরোগে শ্লেষ্মার অতিশয় প্রাধান্য থাকে।

বাতজওষ্ঠরোগ।

কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ সংপ্রাপ্তানিলবেদনৌ।
দাল্যেতে পরিপাট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥

বাতজওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ রুক্ষ জড়বৎ তোদাদি বাতবেদনাযুক্ত ও অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং ওষ্ঠের ত্বক্ কাটিয়া যায়।

পিত্তজনিতওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

চীয়তে পীড়কাভিস্ত সরুজাভিঃ সমন্ততঃ।
সদাহপাকপীড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ॥

পিত্তজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতাভ ও বেদনা দায়ক পীড়কা সমূহে ব্যাপ্ত হয়। সেই সকল পীড়কা পাকে ও দাহ উপস্থিত করে।

কফজনিতওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

সবর্ণাভিস্ত চীয়তে পীড়কাভিরবেদনৌ।
ভবতস্তু কফাদোষ্ঠৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌগুরু॥

কফজওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল গুরু পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও বেদনা রহিত হয় এবং ত্বক্ সমবর্ণ পীড়কা সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

সকৃৎকৃষ্ণৌ সকৃৎপীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈবচ।
সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপীড়কাচিতৌ॥

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠদ্বয় কখন, কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পীড়কা দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে।

রক্তজনিত ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

খর্জ্জূরফলবর্ণাভিঃ পীড়কাভিনিপীড়িতৌ।
রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ॥

রক্তপ্রকোপজনিত ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জূর ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পীড়কা দ্বারা আকীর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া রক্তস্রাব করে।

মাংসদোষজনিতওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

গুরূ স্থূলৌ মাংসদুষ্টৌ মাংসপিণ্ডবদুন্নতৌ।
জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি নরস্যোভয়তো মুখাৎ॥

মাংস দোষজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু স্থূল ও মাংসপিণ্ডবৎ উন্নত হয়। এবং প্রান্ত-দ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মেদোজনিতওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

সর্পির্মণ্ডপ্রতীকাশৌ মেদসা কণ্ডুরৌমগুরূ।
সচ্ছংস্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতোভৃশং॥
তয়োর্ব্রণো ন সংরোহেৎ মৃদুত্বঞ্চ ন গচ্ছতি॥

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু ও কণ্ডু-যুক্ত এবং ঘৃতের উপরিস্থিত সচ্ছভাগের ন্যায় রূপ বিশিষ্ট হয়। ইহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল স্রাব নিরন্তর নিঃস্রুত হইতে থাকে।

অভিঘাতজনিত ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

ওষ্ঠৌপর্য্যবদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিঘাততঃ॥

অভিঘাত জনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় বিদা-রনবৎ ও কুঠারাঘাতবৎ বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দন্তবেষ্টগত মুখরোগ নিদান।

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ॥
দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরং।
শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥

শীতাদ নামক দন্তবেষ্ট রোগে, দন্তবেষ্ট (দাঁতের মাড়ি) হইতে সহসা রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ ও ক্লেদ যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে কফ ও রক্ত দূষিত হেতু এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য শ্বয়থুর্জায়তে মহান্।
দন্তপুপ্পুটকো নাম স ব্যাধিঃ কফরক্তজঃ॥

দুইটি কিম্বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত শোথযুক্ত হইলে তাহাকে দন্ত পুপ্পুটক কহে। ইহা কফ রক্ত জনিত হইয়া থাকে।

স্রবন্তি পূয়রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ॥
দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিত সম্ভবঃ॥

দন্তবেষ্ট নামক রোগে, দন্ত সকল নড়ে ও পূয়রক্ত নির্গত হয়। ইহা দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়।

শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ।
লালাস্রাবী সবিজ্ঞেয়ঃ শৌষিরো নাম নামতঃ॥

দাঁতের গোড়ায়, যন্ত্রণাদায়ক শোথ ও লালা নিস্রুত হইলে তাহাকে শৌষির কহে। ইহা কফ রক্তজ।

দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যাদীর্য্যতে।
যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহা শৌষিরসংজ্ঞিতঃ॥

যে রোগে দন্তবেষ্ট (দাঁতের মাড়ি) হইতে দন্ত সকলের বিচলন, এবং তালু দন্ত ও ওষ্ঠের ক্লিন্নতা হয় তাহাকে মহাশৌষির কহে।

দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন ষ্ঠীব্যতি চাপ্যসৃক্॥
পিত্তাসৃক্ কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরোহি সঃ॥

যে রোগে দন্তমাংস সকল পলিত ও রক্ত নিস্রুত হয়, তাহাকে পরিদর কহে। ইহা রক্ত পিত্ত ও কফ বিকৃতি জনিত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তাভ্যাং দন্তাশ্চলন্তি চ।
যস্মিন্ সোপকুশো নাম পিত্তরক্ত কৃতো গদঃ॥

যে পীড়ায় দন্তবেষ্ট দাহ ও পাক উপস্থিত হয় এবং ঐ দাহ ও পাক নিবন্ধন দন্ত সমস্ত পতিত হইতে থাকে, তাহাকে উপকুশ কহে। ইহা রক্তপিত্ত জনিত ব্যাধি।

ঘৃষ্টেষু দন্তমাংসেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
চলাভবন্তি দন্তাশ্চ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥

দন্তবেষ্ট ঘৃষ্ট হওয়াতে যদি প্রবল শোথ ও দন্ত সকল বিচলিত হয় তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে। ইহা অভিঘাত জনিত।

মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ।
খলিবর্দ্ধনসংজ্ঞোঽসৌ জাতে রুক্ চ প্রশাম্যতি॥

বায়ুর প্রকোপ জনিত প্রবল যাতনার সহিত যে একটি অতিরিক্ত দন্ত উঠিয়া থাকে তাহাকে খলিবর্দ্ধন (আক্কেল দাঁত) কহে, এই প্রকার দন্ত উদ্গত হইলে আর যন্ত্রণা থাকে না।

শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরুতে বায়ুর্দন্তসমাশ্রিতঃ।
করালান্ বিকটান্ দন্তান্ করালো ন স সিধ্যতি॥

দন্তাশ্রিত কুপিত বায়ু ক্রমশঃ বিষম ও বিকটাকার দন্ত সকল উৎপাদন করিলে অর্থাৎ দন্তের উপর দন্ত উঠিলে তাহাকে করাল রোগ কহে ইহা অসাধ্য।

হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ।
লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥
দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথোদিতা॥

হনুকুহস্থ শেষের দন্ত মূলে অতিশয় কষ্ট দায়ক প্রবল শোথ হইয়া লালা নির্গত হইলে, তাহাকে আধিমাংস কহে। ইহা কফ জনিত ব্যাধি।

নাড়ী ব্রণাধিকারে বাতজ পিত্তজ সন্নিপাতজ ও আগন্তুবা এই পঞ্চ প্রকার নাড়ী ব্রণের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে দন্তমূলে ও সেই লক্ষণা ক্রান্ত পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তগত মুখরোগ নিদান।

দীর্য্যমাণেষিব রুজা যস্য দন্তেষু জায়তে।
দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ॥

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয় যেন, দন্ত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এই প্রকার যাতনা উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণচ্ছিদ্রশ্চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ।
অনিমিত্তরুজো বাতাৎ বিজ্ঞেয়ঃ ক্রিমিদন্তকঃ॥

ক্রিমিদন্তক রোগে, দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয় দন্তনড়ে দন্তমূলের অতিশয় বেদনা দায়ক শোথ ও লালাস্রাব এবং অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

বক্তুং বক্রং ভবেৎ যস্য দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনক সংজ্ঞিতঃ॥

ভঞ্জনক রোগে মুখবক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি।

শীতরুক্ষপ্রবাতায় স্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ।
পিত্তমারুতকোপেন দন্তহর্ষঃ স নামতঃ॥

দন্তহর্ষ রোগে দন্ত সকল শীত উষ্ণ বায়ু প্রবাহে ও অম্লস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। ইহা বাতপিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া।

দন্তমাংসৈর্ম্মলস্রাবৈর্ব্বাহ্যান্তঃ শ্বয়থুর্গুরুঃ।
সদাহরুক্ স্রবেচ্ছিন্নঃ পূযাস্রং দন্তবিদ্রধিঃ॥

দন্তমাংস এবং মল্ ও স্রাবযুক্ত হইয়া ভিতরে ও বাহিরে যে দাহ ও বেদনাযুক্ত গুরু শোথ উৎপাদন করে তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। দন্ত বিদ্রধি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে পূয়রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মলো দন্তগতো যস্তু পিত্তমারুত শোষিতঃ।
শর্করেব খরস্পর্শা সাজ্ঞেয়া দন্ত শর্করা॥

দন্তগত মল, বায়ু ও পিত্তদ্বারা শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্ত শর্করা কহে।

কপালেম্বিব দীর্য্যৎসু দন্তানাং সৈব শর্করা।
কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া সদা দন্তবিনাশিনী॥

সেই দন্ত শর্করা, দন্তাবয়ব সহিত খাপরার ন্যায় বিদীর্ণ হইলে কপালিকা কহে। ইহা দন্ত বাকফজ ব্যাধি।

অসৃঙ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ।
শ্যাবতাং নীলতাংবাপি গতঃ স শ্যাবদন্তকঃ॥

দুষ্টরক্ত ও পিত্তদ্বারা কোন দন্তের সকল অংশ দগ্ধবৎ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক কহিয়া থাকে।

জিহ্বাগতমুখরোগ নিদান।

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা
ভবেচ্চ শাকচ্ছদন প্রকাশা।
পিত্তাৎ সদাহৈরুপচীয়তে চ
দীর্ঘৈঃ সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ।
কফেন গুর্ব্বী বহলা চিতা চ
মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ॥

বায়ুজনক জিহ্বা রোগে, জিহবা স্ফুটিত ও রসাস্বাদনে অসমর্থ, এবং শাক বৃক্ষের পত্র সদৃশ কণ্টক ব্যাপ্ত হয়। পৈত্তিক জিহবা রোগে জিহবা দাহজনক রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি কণ্টক সমূহদ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ জিহবা রোগে জিহবা গুরু ও শাল্মলী কণ্টকের মাংসাঙ্কুর বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বাতলে চ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ
সোহলাসসংজ্ঞ কফরক্ত মূর্ত্তিঃ।
জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো
মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকং॥

দূষিত কফ ও রক্ত জিহবাতলে দারুণ শোথ উৎপন্ন করে তাহাকে অলাস কহে। উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জিহ্বা স্তম্ভ ও জিহবামূলে অত্যন্ত পাক উপস্থিত করে।

জিহবাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহবা
মুন্নম্য জাতঃ কফরক্ত মূলঃ।
নালাকর কণ্ডুযুতঃ সচৈষঃ
স্যা তুপজিহবা পঠিতা ভিষগ্‌ভিঃ॥

দূষিত কফ ও রক্ত জিহ্বাকে উন্নত করিয়া নিম্নভাগে যে লালাস্রাব কণ্ডূ ও দাহ বিশিষ্ট শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগ নিদান।

শ্লেষ্মাসৃগভ্যাং তালুমূলে প্রবৃদ্ধো
দীর্ঘঃ শোথো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ।
তৃষ্ণাকাসশ্বাসকৃত্তং বদন্তি
ব্যাধিং বৈদ্যাঃ কণ্ঠ শুণ্ডীতি নাম্না॥

দূষিত কফ ও দূষিত রক্ত কর্ত্তৃক তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাত-পূর্ণ চর্ম্মপুটের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ঠি কহে। গলশুণ্ঠী রোগে তৃষ্ণাশ্বাস ও কাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

শোথায় স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী
প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু।
মন্দঃশোথো লোহিতো শোণিতোত্থা
জ্ঞেয়োঽধ্রুষ সজ্বরস্তীব্ররুক্ চ।
কূর্ম্মোন্নতোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা
রোগো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণাতু॥

কফ ও রক্তের প্রকোপ জনিত তালু মূলে তুণ্ডিকেরী অর্থাৎ বন কার্পাসী ফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহাতে তোদ ও দাহ বিদ্যমান থাকে। এবং ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। তালুদেশে রক্তদূষিত জন্য যে লোহিত বর্ণ। অনতি স্থূল শোথ জন্মে তাহাকে অধ্রুষ কহে। ইহাতে জ্বর ও তীব্রবেদনা উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মার প্রকোপ জনিত তালুদেশে অল্প বেদনাযুক্ত কূর্ম্মাকৃতি যে শোথ ক্রমে দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় তাহাকে কচ্ছপ কহে।

পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোথং।
বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গং।
দুষ্টং মাংসং নীরুজং তালুমধ্যে
কফাৎ প্রোক্তো মাংসসঙ্ঘাত এষঃ।
অরুক্স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎস্যাৎ
মেদোযুক্তাৎ পুপ্পুটস্তালুদেশে॥

শোথোঽত্যর্থ দীর্য্যতে বাপি তালুঃ
শ্বাসশ্চোগ্রস্তালুশোষোঽনিলাচ্চ॥
পিত্তং কুর্য্যাৎ পাক মত্যর্থঘোরং।
তালুন্যেবং তালুপাকং বদন্তি॥

রক্ত প্রকোপ জনিত তালুমধ্যে পদ্মকর্ণিকার আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ মাংসাঙ্কুর ব্যাপ্ত যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদ লক্ষণাক্রান্ত।

কফ দূষিত হেতু তালুদেশে কুলের আকারের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অবেদন যে স্থায়ী শোথ উৎপাদন করে তাহাকে পুপ্পুট কহে। তালুশোথ নামক একপ্রকার তালু-আছে, তাহাতে তালুর অত্যন্ত শোথ ও বিদারণবৎ পীড়া এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়। ইহা বাত প্রকোপ জনিত ব্যাধি।

পিত্তপ্রকোপ হইয়া তালুদেশে অতিশয় যন্ত্রণা দায়ক পাক উপস্থিত করিলে তালু পাক কহিয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগ নিদান।

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ
প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈচ শোণিতং।
গলোপসংরোধকরৈস্তথাঙ্কুরৈ
নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরিয়ং হি রোহিণী॥

বায়ুপিত্ত ও কফ প্রত্যেকে বা সকলেই কুপিত হইয়া মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া কণ্ঠদেশে মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপাদন করে। সেই মাংসাঙ্কুর দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়াতে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয় ইহাকে রোহিনী কহে।

জিহ্বা সমন্তাভৃশ বেদনাঢ
মাংসাঙ্কুরা কণ্টবিরোধিনো যে।
সা রোহিণী বাতকৃতা প্রবিষ্টা
বাতাত্ম কোপাদ্রক্ত গাঢ়যুক্তা।
ক্ষিপ্রোদ্যামা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা
তীব্রজ্বরা পিত্ত নিমিত্ত জাতু॥
স্রোতোবিরোধিন্য চলোদগতা চ
স্থিরাঙ্কুরা চ কফসম্ভবা সা।
গম্ভীরপাকিন্যনবীর্য্যবীর্য্যা
ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রিতয়োত্থিতা চ

স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা
সাধ্যাপ্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকাতু॥
কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো
গ্রন্থির্গলে কণ্টক শূকভূতং।
খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাত সাধ্য
স্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি॥

জন্তুজনিত রোহিণীরোগে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কণ্ঠনিরোধ মাংসাঙ্কুর সমস্ত জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয় ইহাতে স্তম্ভাদি বাতবেদনা সকল বিদ্যমান থাকে।

পিত্তজ রোহিণীরোগে মাসাংঙ্কুর সকল শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র পাকে। ইহাতে তীব্রবেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কফজনিত রোগে মাংসাঙ্কুর সকল কণ্ঠস্রোত রোধক অচল উন্নত ও কঠিন।

সান্নিপাতিক রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল গম্ভীর পাকী দুর্ণিবার্য্য ও ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত।

রক্তজ রোহিণী পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণযুক্ত ও স্ফোটকদ্বারা আকীর্ণ ইহা সাধ্য।

কফপ্রকোপ জনিত কণ্ঠদেশে শালুক কন্দ সদৃশ, কুল আঁটির আকারের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।

অল্পস্পর্শ ও কঠিন যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয় তাহাতে কণ্ঠশালুক কহে। ইহা কণ্টক ও শূক বৎ বেদনা দায়ক, কণ্ঠশালুক অসাধ্য।

জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাত্ত
জিহ্বে পরিষ্টাদপি রক্ত মিশ্রাৎ।
জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলুরোগ এষ
বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনং॥

কফ রক্ত ও জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্র-ভাগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়। ইহা উপরে হইয়া থাকে।

বলাশ এবায়তমুন্নতঞ্চ
শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যং
বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি॥

দুষিত কফ, কণ্ঠদেশে, বলয়াকৃতি যে উন্নত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলয় কহে। বলয় রোগে স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার শক্তি দুর্ণিবার্য্য সুতরাং বিবর্জ্জনীয়।

গলেতু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপ পন্নং।
মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেনমাহু
র্বলাস সংজ্ঞং নিপুণা বিকারং॥

শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া কণ্ঠদেশে, শ্বাস ও বেদনাজনক মর্ম্মচ্ছেদক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলাস কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

বৃত্তোন্নতোঽন্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ
সকণ্ডু রোঽপাক্য মৃদুর্গুরুশ্চ।
নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ
ব্যাধির্বলাসক্ষতজ প্রসূতঃ॥

প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত, কণ্ঠ মধ্যে দাহ ও কণ্ডু যুক্ত ঈষৎ মৃদুভাব সম্পন্ন উন্নত ও গোলাকার যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে একবৃন্দ কহে।

সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং
তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি॥
তচ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাৎ
জ্ঞেয়ং সতোদং পবনাত্মকন্তু॥

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ জনিত কণ্ঠদেশে উন্নত গোলাকার এবং তীব্রজ্বর ও দাহ বিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে বৃন্দ কহে। ইহা বাত জনিত হইলে তোদ বিশিষ্ট হয়।

বর্ত্তির্ঘনাকণ্ঠ নিরোধিনী যা
চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ॥
অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষাৎ
জ্ঞেয়া শতঘ্নী চ শতঘ্নীরূপা॥

বাতাদি ত্রিদোষ প্রকোপ জনিত কণ্ঠ নিরোধ কঠিন ও শতঘ্নীর ন্যায় আকার যুক্ত যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে শতঘ্নী কহে। লৌহ কণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলাকে শতঘ্নী বলে, শতঘ্নী যে যেমন লৌহ কণ্টকে অজীর্ণ, ইহাও তেমনই মাংসাঙ্কুর ব্যাপ্ত। ইহাতে বাতাদি ত্রিদোষ কৃত বিবিধ বেদনা বিগুমান থাকে। এই রোগ প্রাণনাশক।

গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ
স্থিরোঽল্পরুগ্ যঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ
স শস্ত্রসাধ্যস্তু শিলায়ুসংজ্ঞঃ॥

কফ ও রক্তের প্রকোপে কণ্ঠদেশে আমলার আঁটির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট কঠিন এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিলায়ু কহে। ইহাতে বোধ হয় যেন কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শিলায়ু অস্ত্র সাধ্য ব্যাধি।

সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ
শোথো রুজঃ সন্তি চ যত্র সর্ব্বাঃ।
স সর্ব্বদোষৈর্গলবিদ্রধিস্তু
তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য॥

ত্রিদোষের প্রকোপ জনিত সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। ইহাতে তোদ দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি ত্রিদোষ জনিত সর্ব্বপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত সন্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত। স্থানভেদে চিকিৎসা ভেদ থাকায় গলবিদ্রধি পৃথক্‌ভাবে পুনঃ পঠিত হইয়াছে।

শোথো মহান্ন জলাবরোধী
তীব্রজ্বরো বায়ুগতের্নিহন্তা।
কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন
গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্ত্যতে তু॥

গলৌঘ রোগে গলমধ্যে এরূপ মহৎ শোথ হয় যে তাহাতে অন্ন জল ও নিশ্বাস বায়ুর ও গতি রোধ হইয়া যায়। এবং রোগী প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা কফরক্ত ব্যাধি।

যস্তাম্যমানঃ শ্বসিত প্রসক্তং
ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।
কফোপদিগ্ধেষ্বব নিলায়নেষু
জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ॥

স্বরঘ্ন রোগে, শ্বাসমার্গ কফরুদ্ধ হওয়াতে, রোগী মূর্চ্ছা যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, তাহার স্বরভঙ্গ হয় এবং কণ্ঠ নীরস ও অবশ হইয়া থাকে ইহাবা তজ ব্যাধি।

প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো
গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।
স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী॥
প্রাণপ্রণুৎসর্ব্বকৃতো বিকারঃ॥

মাংসতান রোগে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত অতি কষ্টদায়ক লম্বমান, শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণনাশ করে। ইহা ত্রিদোষ জনিত ব্যাধি।

সদাহতোদং শ্বয়থুং সুতাম্র
মন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসং।
পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং
পার্শ্বে বিশেষাৎ সতু যেন শেতে॥

বিদারীরোগে কণ্ঠের মধ্যে তোদ দাহ বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ শোথ হয় এবং ক্রমে ঐ শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। যে পার্শ্বে শয়ন করা অভ্যাস সেই পার্শ্বেই প্রায় এই রোগে জন্মিয়া থাকে ইহা পিত্ত প্রকোপ জনিত ব্যাধি।

সর্ব্বসরমুখরোগ নিদান।

স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তা
দ্যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।
রক্তৈঃ সদাহৈস্তনুভিঃ সপীতৈ
র্যস্যাচিতঞ্চাপি স পিত্ত কোপাৎ॥
অবেদনৈঃ কণ্ডুযুতৈঃ সবর্ণৈ
র্যস্যাচিতঞ্চাপি সবৈ কফেন॥
ওষ্ঠ প্রকোপে বর্জ্জ্যৌ সুমাংসরক্তাত্রিদোষজাঃ।
দন্তমূলেষু বর্জ্জ্যা চ ত্রিলিঙ্গগতিশোষিরৌ॥
দন্তেষু চ ন সিধ্যন্তি শ্যাবদালনভঞ্জনাঃ।
জিহ্বা রোগে বলাসস্তু তালব্যেষ্বর্ব্বুদস্তথা।
স্বরঘ্নো বলয়ো বৃন্দো বলাশঃ স বিদারিকা।
গর্লৌঘো মাংসানশ্চ শতঘ্নী রোহিণীগলে॥
অসাধ্যাঃ কীর্ত্তিতাস্থেতা রোগা নব দশৈব তু।
তেষু চাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যা য় সমাচরেৎ॥

বাতিক সর্ব্বসর রোগে সমস্ত মুখ সূচিবেধ বদ্বেদনা দায়ক স্ফোটকদ্বারা ব্যাপ্ত। পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে,রক্ত বা পীতবর্ণ দাহযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত,শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগে সকণ্ডূ অল্প বেদনাযুক্ত ও গাত্র সবর্ণ বিশিষ্ট স্ফোটক দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এক্ষণে মুখরোগ সমূহের

সাধ্যাসাধ্য উক্ত হইতেছে। ওষ্ঠগত রোগের মধ্যে যাহা মাংসগত রক্তগত ও ত্রিদোষজ তাহা অসাধ্য। দন্তবেষ্টগত রোগের মধ্যে ত্রিদোষজ নালী ও মহাশৌষির বর্জ্জনীয়। দন্তগত রোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত দালন ও ভঞ্জন ত্যজ্য। জিহ্বাগত রোগের মধ্যে অলাস, তালুগত রোগের মধ্যে অর্ব্বুদ এবং কণ্ঠগত রোগের মধ্যে স্বরঘ্ন বলয় বৃন্দ বনাশ বিদারিকা গলৌঘ মাংসতান শতঘ্নী ও রোহিণী অসাধ্য। এই উনবিংশতি প্রকার মুখরোগের মধ্যে অসাধ্য মুখরোগে চিকিৎসা বিফল হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক মুখরোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে।

মুখরোগাদির চিকিৎসা ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা।

ওষ্ঠ প্রকোপে বাতোত্থে শাল্বনেনোপনাহম্।
মস্তিষ্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাতহরৈঃ শৃতম্॥
স্বেদোঽভ্যঙ্গস্নেহপানং রসায়ন মিহেষ্যতে॥

বাতজ ওষ্ঠ প্রকোপরোগে শাল্বনের প্রলেপ এবং বাতনাশক তৈল দ্বারা মস্তিষ্কে পিচকারি ও নস্য প্রদান করিলে উক্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সেক, তৈলাদি মর্দ্দন, স্নেহ পান ও রসায়ন ক্রিয়া ও উক্ত রোগীর পক্ষে হিতকর।

শ্রীবেষ্টক (নবনীতখোটী) ধুনা, শোধিত গুগ্গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যাধিস্থানে ঘর্ষণ করিলে ওষ্ঠ প্রকোপরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের সমীপবর্ত্তি শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ, বমন, বিরেচন (দাস্তকারক দ্রব্য প্রয়োগ) তিক্তঘৃত পান, তিক্ত রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন শীতল দ্রব্যের প্রলেপও শীতল দ্রব্য সেচনে বিশেষ হিতজনক হইয়া থাকে।

পিত্ত ও রক্তজনিত ওষ্ঠ রোগে নির্ব্বিষ জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া উহার শান্তি করিবে। এতদ্ভিন্ন পিত্তজ বিদ্রধির চিকিৎসোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে।

কফজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের নিকটবর্ত্তি শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। তদনন্তর শিরোবিরেচন, ধূমগ্রহণ, সেক ও করণ ধারণ উল্লিখিত রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রুগ্ন স্থানে ঘর্ষণ করিলে শ্লেষ্মজ ওষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে প্রথমতঃ সেক প্রদান করিয়া পীড়িতস্থানের কোমলতা সম্পাদন করিয়া লইবে। অনন্তর শস্ত্রের সাহায্যে বিদীর্ণ করিয়া দূষিত পদার্থ নিঃসারিত করিয়া ক্ষতস্থান অগ্নি দগ্ধ করিয়া দিবে।

প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লোধ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ মেদোজ ওষ্ঠরোগে ব্যাধিযুক্ত স্থানে ঘর্ষণ করিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকীচূর্ণ, আমলকী চূর্ণ, ও বহেড়া চূর্ণ, সমভাগে একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে প্রলেপ প্রদান করিলে ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সর্জ্জরস কনক গৈরিক ধন্যাক ঘৃত তৈল সিন্ধু সংযুতম্।
সিদ্ধং সিক্থকমধরে স্ফুটিতোচ্চটিতে ব্রনং হরতি॥

সর্জ্জরস (ধুনা) স্বর্ণ গৈরিক ধনিয়া ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, তৈল ও মোমের সহযোগে অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা ওষ্ঠরোগের ক্ষতস্থান শুষ্ক করিয়া লইবে।

দন্তরোগ চিকিৎসা।

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগর সর্ষপাল॥
নিক্কাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্গণ্ডূষধারণম্॥

শীতাদ নামক দন্তরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর শুঁঠ, সর্ষপ, হরীতকী,

আমলকী, ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা কুল্লি করিলে উক্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু মুথা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে শীতাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কুড়, আমলকী, মুথা, লোধ, বরাক্রান্তা আক-নাদ, কটকী, চৈ ও হরিদ্রা এই দ্রব্যগুলি সম-ভাগে চূর্ণ করিয়া দন্তমূলে ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব ও কণ্ডূ নিবারিত হয়।

বকুলফল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিতে দিবে। এই প্রকার কিছুদিন করিলে চালিত দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে।

আর্ত্তগল পত্রে) হাগড়া পত্রের) ক্বাথ দ্বারা দৃঢ় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিল ও একত্র চর্ব্বণ করিলেও উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

দন্তপুপ্‌পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।
সপঞ্চলবণঃ ক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণম্॥

দন্ত পুপ্পুটরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। তদনন্তর সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ ও যবক্ষার এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উহা দ্বারা দাঁত মাজিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উষ্ণ তৈল ঘৃত ও দশমূলের ক্বাথ প্রভৃতি বাতঘ্ন দ্রব্যের দ্বারা কুলি করিলে দন্তহর্ষ দাঁতের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

বকুলের ছাল জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে! উক্ত ক্বাথ দ্বারা কুল্লি করিলে চালিত দন্ত দৃঢ় হয়।

মধু দুইতোলা পিপুলেরগুড়া অর্দ্ধতোলা গব্য ঘৃত অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। ইহা দন্তশূল নাশক ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দন্তবেষ্ট হইলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ দন্তবেষ্ট ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

দন্তবেষ্ট রোগে বট ও অশ্বত্থাদি ক্ষীরবৃক্ষের ছাল দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিলে উপ-কার দর্শিয়া থাকে।

শৈশির নামক দন্তরোগে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে এবং কুল্লি করণার্থ ক্ষীরবৃক্ষের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পরিদর নামক দন্তরোগে শীতাদ রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসক উহার চিকিৎসা করিবেন।

উপকুশ নামক দন্তরোগে বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীর সংশোধন করিবে। এবং আবশ্যক হইলে নস্য দ্বারা শিরোবিরেচন ও করা যাইতে পারে।

কাকোডুম্বরিকাগোজীপত্রৈর্বিস্রাবয়েদ্ভিষক্।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিশোধয়েৎ॥

কাকডুম্বর পত্র ও শেওড়াপাতা দ্বারা উপকুশ ঘর্ষণ করিয়া রক্তস্রাব করিবে এবং পঞ্চলবণ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই পদার্থ মুখে ধারণ করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিপুল শ্বেতসর্ষপ শুঁঠ ও নিচুলফল (হিজ্জল-ফল) এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে উহা দ্বারা কুল্লি করিলে উপকুশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দন্ত বৈদর্ভরোগে চিকিৎসক শস্ত্রের সাহায্যে দন্তমূল বিদীর্ণ করিয়া রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া দিবেন। তদনন্তর

ক্ষার প্রয়োগ করিয়া বিশীর্ণ মাংস সকল বহির্গত করিয়া দিবেন এবং শীতক্রিয়া করিবেন।

উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃকার্য্যোবিজানতা॥

অধিদন্তরোগে চিকিৎসক যন্ত্রের সাহায্যে দন্ত উৎপাটন করিয়া ক্ষতস্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত ক্রিমিদন্তকোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেতৈশ্চূর্ণৈ রুপাচরেৎ।
পাঠাবচাতেজোবতী সর্জ্জিকা যাব শূকজৈঃ॥

অধিমাংসরোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ শস্ত্রের সাহায্যে অধিমাংস ছেদন করিবেন। আকনাদ, বচ, চৈ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাদ্বারা উল্লিখিত রোগের চিকিৎসা করিবেন।

পিপুলের গুঁড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিলে অধিমাংস রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পটোলনিম্বত্রিফলাকষায়শ্চাত্রয় ধাবনে।
শিরোবিরেকশ্চ হিতোধু মোবৈ শরচনশ্চ ক্ষঃ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে এতদ্ব্যতীত শিরোবিরেচন ও অধিমাংসরোগে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে।

দন্তমূলে নালী ঘা হইলে নাড়ী ব্রণোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। এতদ্ব্যতীত অধিদন্তরোগে নালী হইলে অধিদন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিবে।

চিকিৎসক শস্ত্রের সাহায্যে নিম্ন প্রদেশস্থ অধিমাংস ছেদন করিয়া শোধন করিবেন। তদনন্তর ক্ষারদ্বারা অথবা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবেন।

গতির্হিনস্তিহন্বস্থি দচনে সমুপে ক্ষিতে।
তস্মাৎ সমূলং দশনমুদ্ধরেদ্ভগ্নমস্থি চ॥

অধোগত দন্ত তুলিয়া না ফেলিলে নালীক্ষত হইয়া হনু প্রদেশের অস্থি বিদীর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং অধিদন্ত সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু দন্ত তুলিতে যাইয়া যদি দন্তের কোন অংশ ভগ্ন হইয়া থাকে; তবে সেই ভগ্নাবশেষ অস্থি ও তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

উপরিদন্ত অর্থাৎ উপরের পাটির দাঁত চালিত হইলে ও উৎপাটন করা উচিত নহে। উল্লিখিত দন্ত উৎপাটন করিলে অতিমাত্র রক্তস্রাব হইয়া সুশ্রুতের শোণিত বর্ণনীয়াধ্যায়োক্ত আক্ষেপণ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

জাতীপত্র মদনফল বৃক্ষের কাঁচা কট্‌কী ও স্বাদুকুন্তক এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত দ্বারা কুল্লি করিলে দন্ত মূলস্থ নালীক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে।

লোধ, খদিরকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠাও যষ্টিমধুর সহযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল দ্বারা দন্তধাবন করিলে অর্থাৎ দাঁত মাজিলে দন্তমূলস্থ ক্ষত পরিস্কৃত ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবড়াঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য বা।
নির্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ॥

ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা ইহাদের কোন একটি বা সমস্ত দ্রব্যগুলি ঈষদুষ্ণ করিয়া কুল্লি করিলে কিম্বা ত্রৈবৃত ঘৃত বা বায়ু নাশক ভস্মদার্ব্বাদি ও দশমূল প্রভৃতির ক্বাথ দ্বারা কুল্লি করিলে দন্তহর্ষরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

স্নেহযুক্ত বস্তুর ধূম এবং স্নেহ পদার্থের নস্য দন্তহর্ষ রোগীর পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করা মুদ্ধরেদ্ভিষক্।
লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ॥
দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাপিকুর্য্যান্নিরবশেষতঃ॥

চিকিৎসক দন্তমূল ভগ্ন এবং স্নে হয়, এরূপ ভাবে দন্তশর্করা তুলিয়া ফেলিবেন। তদনন্তর লাক্ষা চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শর্করা স্থানে ঘর্ষণ করিতে দিবেন। অবশেষে

দন্তহর্ষোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

কৃচ্ছ্রসাধ্য কপালিকারোগে চিকিৎসক দন্ত-হর্ষোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্।
তথাব পীড়ের্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহ গণ্ডূষ ধারণৈঃ॥
ভদ্রদার্ব্বাদিবর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ॥

ক্রিমিদন্ত রোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ সেক প্রদান করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ক্রিমি দূষিত রক্ত মোক্ষণ করিবেন। তদনন্তর বাতঘ্ন দ্রব্যের নস্য, তৈলাদি স্নেহ পদার্থের কুল্লি, ভদ্রদার্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্য ও পুনর্ন্নবার প্রলেপ এবং স্নিগ্ধ ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে।

হিঙ্গু গোক্ষণ্ঠ মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ।
বৃহতীভূমিকদম্বকপঞ্চাঙ্গুলিকণ্টকারিকাকাথঃ॥
গণ্ডূষ স্তৈলযুক্তঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ॥

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক হিঙ্গু উষ্ণ করিয়া ক্রিমি-দন্ত রোগে প্রদান করিবেন। এতদ্ব্যতীত বৃহতী ভূমিকদম্ব, পঞ্চাঙ্গুলের (এরণ্ডের) মূল ও কণ্টীকারী, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

নীলী, কাকজঙ্ঘা, সিজ ও শুণ্ঠী, ইহাদিগের মূল গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমশঃ একএক জাতীয় মূল-চর্ব্বণ করিয়া দাঁতে সংলগ্ন করিয়া রাখিলে দন্তমূলস্থ ক্রিমি পতিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসাচালিত দন্ত সিংহাস্য চন্দ্রের দ্বারা উৎপাটন করিয়া সেইক্ষত স্থানে এবং ক্রিমিদন্তে ছিদ্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবেন।

বিদারী তৈল।

ততো বিদারীযষ্ট্যাহ্ব শৃঙ্গাটককশেরুভিঃ।
তৈলং দশগুণং ক্ষীরং সিদ্ধং নস্যেতুযোজয়েৎ॥

বিদারী (ভুঁইকুমড়া) যষ্টিমধু, শৃঙ্গাটক ও কেশুর, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক একসের তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে দশসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল নস্যরূপে গ্রহণ করিলে দন্তরোগের বেদনাদি নিবারিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসক হনুমোক্ষরোগে ছর্দ্দিতরোগোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

জিহ্বাগত মুখরোগ চিকিৎসা।

ওষ্ঠপ্রকোপেহনিলজে যদুক্তং প্রাকৃচিকিৎসিতম্।
কণ্টকেষনিলোত্থেষু তৎকার্য্যং ভিষজাখলু॥

পূর্ব্বোক্ত ওষ্ঠ প্রকোপোক্ত চিকিৎসার প্রণালী অনুসারে বাতজনিত কণ্টকনামক জিহ্বারোগের চিকিৎসাকরিবে।

পিত্তজ কণ্টকরোগে ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর ঔষধ ঘর্ষণ, কুল্লি ও কাকো-ল্যাদি মধুগণোক্ত দ্রব্যের নস্য প্রয়োগ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে।

কফজনিত কণ্টকরোগ শস্ত্রের সাহায্যে লেখন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিতে দিবে।

শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া কুল্লি করিবে এবং পটোল, নিম্বপত্র, বেগুণ ও ক্ষার মিশ্রিত কুলথাদির যূষ ভোজন করিলে শ্লেষ্মাজনিত কণ্টক নিবারিত হইয়া থাকে।

জিহ্বাজাড্যং মানকভস্মলবণতৈলঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎস্নুক্ক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি॥

মানকচু ভস্ম, সৈন্ধব ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা জম্বীরের কেশরের সহিত অত্যল্প মাত্র সিজের ক্ষার মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ বা জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বাজাড্যরোগ নিবারিত হয়।

কর্কটাঙ্ঘ্রিক্ষীরপক্বঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যন্তি।
সন্তপস্বঃ কর্কটাঙ্ঘ্রিলেপাস্বাদাস্তযোজিতাৎ॥

কাঁকড়ার পদ ক্ষারপাকের বিধানানুসারে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। উক্ত দুগ্ধের

সহিত ঘৃত পাক করিয়া দন্তপ্রদেশে মালিশ করিলে কিম্বা কাঁকড়ার পদ পেষণ করিয়া দন্তে প্রলেপ প্রদান করিলে দন্তশব্দ অর্থাৎ দন্ত কড়-মড়ি শব্দ নিবারণ হয়।

উপজিহ্বান্ত সংলিখ্যক্ষারেণ প্রতি সারয়েৎ।
শিরেবিরেক গণ্ডূষধূমৈশ্চৈনামু পাচরেৎ॥

দূষিত কফ ও রক্ত জিহ্বা মূলে শোথ উৎপন্ন করে। উক্ত শোথে কণ্ডূ ও জালা হয় এবং উহা হইতে লালাস্রাব হইয়া থাকে। এই লক্ষণা-ক্রান্ত রোগের নাম উপজিহ্বা। এই রোগে চিকিৎসক শস্ত্রদ্বারা লহা লেখন করিয়া ক্ষার ঘর্ষণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত শিরোবিরেচন (নস্যগ্রহণ) কুল্লি ও ধুম দ্বারা উপজিহ্বার চিকিৎসা করিবেন।

ব্যোষক্ষাবরা ভয়াবহ্নি চূর্ণ মেতৎ প্রঘর্ষণম্।
উপজিহ্বা প্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতার মূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উপজিহ্বাতে ঘর্ষণ করিতে দিবে অথবা উল্লিখিত দ্রব্য সক-লের সহিত তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে উপজিহ্বা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ছিন্নাং ঘর্ষেদ্যালশুণ্ঠীং ব্যোষাগ্রাক্ষৌদ্র সিন্ধুজৈঃ।
কুষ্ঠোষণবচাসিন্ধুকণাপাঠাপ্লবৈরপি॥
সক্ষৌদ্রৈ র্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ঠ্যা বিঘর্ষণম্॥

গলশুণ্ঠি ছেদন করিয়া মরিচ, পিপুল শুঁঠ বচ, মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা কুড়মরিচ, সৈন্ধবলবণ, আকনাদ ও কৈবর্ত্তমুথা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং তদ্দ্বারা গলশুণ্ঠী ঘর্ষণ করিলে উহার শান্তি হয়।

নাসিকার অতি নিকটবর্ত্তী চারিটি শিরা বাদ দিয়া শিরা বিদ্ধ করিলে গলশুণ্ঠী ও নিমপাতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং তদ্দ্বারা গলশুণ্ঠী ঘর্ষণ করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে।

নাসিকার অতি নিকটবর্ত্তী চারিটি শিরা বাদ দিয়া শিরাবিদ্ধ করিলে গলশুণ্ঠীরোগ বিনষ্ট হয়।

শেফালী বৃক্ষের মূল চর্ব্বণ করিলে কিম্বা বচ, আতুষ, আকনাদ, রাস্না, কটকী ও নিমপাতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কুল্লি করিলে গলশুণ্ঠী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগ চিকিৎসা।

ক্ষার সিদ্ধেষু মুদেগষু যূষাশ্চাপ্যশনে হিতাঃ।
অস্তীকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপপুটে॥
এষ এব বিধিঃ কার্য্যোবিশেষঃ শস্ত্র কর্ম্মণি॥

ক্ষারোদকের সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া অস্তিকেরী অধ্রুষ, কূর্ম্ম, সঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আহারার্থ প্রদান করিবে, এবং গলশুণ্ঠ্যোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উক্ত রোগ সকলের চিকিৎসা সমাধা করিবে। বিশেষতঃ অণ্ডীকেরী ও তালুপুপ্পুটরোগে অস্ত্র-ক্রিয়া করিবে।

তালুপুপ্পুট রোগে পিত্তনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং তালুশোষ রোগে বাতনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রোহিণীরোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ রোগীর রক্তমোক্ষণ করিবেন। তদনন্তর বমনকারক দ্রব্য ধূমপান গণ্ডূষ নস্যদ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

বাতজনিত রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৌচর্ব্বললবণ, সৈন্ধবলবণ সামুদ্রলবণ ও উদ্ভিদ-লবণ, এই পঞ্চবিধ লবণদ্বারা রুগ্নস্থান ঘর্ষণ করিবে। এতদ্ব্যতীত তৈল বা ঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া মুখে ধারণ করিতে দিবে।

পতঙ্গ (রক্তচন্দন) চিনী ও মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্তজনিত রোহিণীরোগে ঘর্ষণ করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উহার শান্তি হইয়া থাকে।

কিম্বা নিম্ ও পরুষফল সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্কাথগ্রহণ করিবে উক্ত ক্কাথ পিত্তজ রোহিণীরোগীকে কুল্লি করিতে দিবে।

শোণানুপত্র, গৃহমূল ও মরিচচূর্ণ দ্বারা কফজনিত রোহিণীরোগে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে রোগের শান্তিহয়।

শ্বেতা (কড়ুইবৃক্ষের ছাল) বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, ও সৈন্ধব কল্ক করিয়া তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল নস্যরূপে গ্রহণ করিলে কফজনিত রোহিণী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসক পিত্তজনিত রোহিণী রোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে রক্তজনিত রোহিণীর চিকিৎসা করিবেন।

অস্ত্র চিকিৎসক কণ্টশালক রোগ হইতে রক্ত স্রাব করিয়া তুণ্ডীকেরীরোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

অধিজিহ্বিকা রোগে প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করাইবে। তদনন্তর উপজিহ্বিকারোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

> উন্নাম্য কৃবোমাকস্থ বড়িশেনাধিজিহ্বিকাং।
> ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈর্ব্বণাদিভিঃ॥

অধিজিহ্বিকা রোগে জিহ্বা উন্নামন করিয়া বড়িশ যন্ত্রদ্বারা অধিজিহ্বা আকর্ষণ পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রদ্বারা উহা ছেদন করিবে। তদনন্তর তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে।

চিকিৎসক এক বৃন্দ নামক কণ্ঠরোগ হইতে জলৌকা প্রভৃতির সাহায্যে রক্তস্রাব করিয়া সংশোধনের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

শিলায়ু নামক কণ্ঠরোগে চিকিৎসক শস্ত্রের সাহায্যে ছেদন করিবেন এবং পক্ক শিলায়ু ভেদ করিয়া পূয়াদি নিঃসারিত করিবেন।

মলবিদ্রধিরোগ মর্ম্মস্থানজাত হইতে অসাধ্য সুতরাং উহা অন্যস্থান জাত হইলে এবং উত্তমরূপে পাকিলে শস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া পূয় ও রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ফেলিবেন।

> কণ্ঠরোগেষ্বসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণনস্যাদিকর্ম্ম চ।
> কাথ পানন্ত দার্ব্বীত্বক্ নিম্বতার্ক্ষ্যকলিঙ্গজম্॥
> হরীতকী কষায়ো বা পেয়োমাক্ষিকেসংযুতম্॥

সামান্য কণ্ঠরোগে এই নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। যথা, রক্তমোক্ষণ ও তীক্ষ্ণ নস্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং দারুহরিদ্রার ছাল নিমপত্র ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা হরীতকীর কাথ মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

কটুকী আতুষ, দেবদারু, আকনাদ, মুথা ইন্দ্রযব এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের গোমুত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

কালক চূর্ণ।

> গৃহধূমোযবক্ষারঃ পাঠাব্যোষরসাঞ্জনম্।
> তেজোহ্বাত্রিফলালোহচিত্রকশ্চেতি চূর্ণিতম্॥
> সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতৎগলরোগ বিনাশনঃ।
> কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্ত জিহ্বাস্য রোগনুৎ॥

গৃহধূম, যবক্ষার, আকনাদ, মরিচ, পিপুল, শুঠ, রসাঞ্জন, চই, হরীতকী, বহেড়া, লৌহ ভস্ম ও চিতার মূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে গল রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা কণ্ঠরোগ ও জিহ্বারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।।

পীতকচূর্ণ।

> মনঃশিলা যবক্ষারোহরিতালং সসৈন্ধবম্
> দার্ব্বীত্বক্ চেতিচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥
> মূর্চ্ছিতম্ ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
> মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকন্নাম কীর্ত্তিতম্॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব লবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ

করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

যবক্ষার (সোরা) তেজবতী, আকনাদ, রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দশমূল সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে গলরোগীকে পান করিতে দিবে। এবং আহারার্থ মূলা ও কুলথ কলাইয়ের যূষ ব্যবস্থা করিবে।

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধির মাত ও অম্লকাঁজি দোষ বিবেচনা করিয়া কুল্লি করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত তৈল ঘৃত দ্বারা কুল্লি করিলেও উপকার সাধন করিয়া থাকে।

ক্ষার গুড়িকা।

পঞ্চকোলকতালীশপত্রৈলামরিচত্বচঃ।
পলাশঃ মুষ্ককক্ষারঃ যবক্ষারশ্চ চূর্ণিতঃ॥
গুড়পুরোণে কথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
কর্কন্ধুমাত্রা সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি॥
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, ছোটএলাচী, মরিচ, পলাশক্ষার, মুষ্কক্ষার, ও যবক্ষার, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিলে যে পরিমাণ চূর্ণ হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুরাতন গুড় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহাদ্বারা গুড়িকা প্রস্তত করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা মুষ্কক ভস্ম মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইরিমেদাদ্য তৈল।

মুত্রস্থিন্নাং শিবং তুল্যাং মধুরীকুষ্ঠতালকৈঃ।
অভ্যস্ত মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরস তামপি॥

হরীতকী, মৌরী, ও কুড়, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হরিতাল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ ও মুখের বিরসতা বিনষ্ট হয়।

সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ লবণ, ও সামুদ্রলবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ মুখ গহ্বরে ঘর্ষণ করিলে বাতজনিত সর্ব্বরোগ নিবারিত হয়! এতদ্ব্যতীত বাতনাশক দ্রব্যের সহযোগে পাচিত তৈল দ্বারা কুল্লি করিলে ও নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

পিত্তজনিত সর্ব্বসর রোগে চিকিৎসক রোগীর দেহ বমন বা বিরেচন দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার পিত্ত নাশক মধুর ও শীতল গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে।

প্রতিসরণ (চূর্ণদ্রব্য ঘর্ষণ) গণ্ডূষ, কুল্লি, ধূম, সংশোধন (বমন বিরেচন) ও অন্যান্য কফনাশক প্রক্রিয়া কফজনিত সর্ব্বসররোগে ব্যবস্থা করিবেন।

মুখ পাকরোগে শিরোভেদ, নস্য দ্বারা শিরোবিরেচন ও বিরেচন দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ জাতীপত্র প্রচুর পরিমাণে ঘর্ষণ করিলে মহোপকার সাধন হইয়া থাকে।

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ছাল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া দুইসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং একসের বা অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিলে মুখরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পটোল পত্র, নিমপত্র, জামপাতা, আমপাতা মালতীপত্র, বা পঞ্চপল্লবের ক্কাথ দ্বারা কুল্লি করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়।

পঞ্চবল্কলের ক্কাথ, যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস বৃক্ষ ও পাকুড় বৃক্ষের ছালের ক্কাথ দ্বারা ত্রিফলার ক্কাথ দ্বারা মধুর সহযোগে কুল্লি করিলে মুখপাক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দারুহরিদ্রার ছালের রস অগ্নিসন্তাপে গাঢ় করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে মুখরোগ, রক্ত-দোষ ও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয়।

ছাতিম ছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোনালু পত্র, ও রক্ত চন্দন, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ পান করিলে। মুখরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া বিশালা, বলালতা, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, ও গুলঞ্চ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ অপনীত হইয়া থাকে।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আকন্দ, কিস্-মিস্ ও জাতীপত্র, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ পান করিলে এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সম-ভাগে পেষণ করিয়া বেষ্টন করিলে মুখপাক রোগ নিবারিত হয়।

তিল, নীলোৎপল, ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে চূর্ণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ মুখের জ্বালা ও পক্কতা নিবারিত হয়।

তৈল, অথবা কাঁজি দ্বারা কুল্লি করিলে চূর্ণ জনিত মুখ গহ্বরস্থ দগ্ধরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ঘনকুষ্ঠৈলাধান্যক যষ্টিমধ্বেলবালুকাকবড়ঃ।
বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুন গন্ধঞ্চ॥

মুথা, কুড়, ছোটএলাচি, ধনিয়া, যষ্টিমধু ও এলবালুকা, এই পদার্থগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক যথা প্রয়োজন জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ দ্বারা কুল্লি করিলে মুখের দুর্গন্ধ অপনীত হয়। এতদ্ব্যতীত মুখগহ্বরস্থ সুরা ও রসোন জনিত দুর্গন্ধও নিবারিত হইয়া থাকে।

মহাসহচর তৈল।

তুলাং ধ্রুবং নীলেন সহ চরস্য
দ্রোণেঽম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ্‌যথাবৎ।
পূর্ব্বা চতুর্ভাগে রসে তু তৈলং
পচেচ্ছনৈরর্দ্ধপলং প্রযুক্তৈঃ॥
কল্কৈরনন্তাখদিরেরিমেদ
জম্বাম্রযষ্টিমধুকোৎপলানাম্।
তত্তৈলমাশ্বেব ধ্রুবং মুখেন
স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতিসদ্যঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামা-ইবে। এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে।

পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরী-তকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালা পাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া

ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং নীলঝিণ্টী সাড়ে বার সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ তৈলে দিবে। তদনন্তর অনন্তমূল, খদির কাষ্ঠ, মরিচ, মেদ, জামের ছাল, আমের ছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এবং উক্ত তৈল মুখে ধারণ করিলে অতি শীঘ্র দন্ত দৃঢ় হয়।

ইরিমেদাদ্য তৈল।

ইরিমেদত্বক্ পলশতমভিনবমাপোথ্য খণ্ডশঃ কৃত্বা।
তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভিনিঃক্বাথ্য চতুর্থশেষেণ॥
তেনকাথেন মতিমান্ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং বিপচেচ্ছনৈঃ।
কল্কৈরক্ষসমাং শৈর্ম্মঞ্জিষ্ঠালোধ্রমধুকানাম্॥
ইরিমেদখদিরকটফললাক্ষাস্তগ্রোধমুস্তসূক্ষ্মেলা।
কর্পূরাগুরুপদ্মকালবঙ্গকক্কোলজাতীফলানাম্॥
পতঙ্গগৈরিকবরঙ্গিগজকুসুম ধাতকীনাঞ্চ।
সিদ্ধং ভিষগ্বিদধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু॥
পরিশীর্ণদন্তবিদ্রধিশৈষিরশীতাদদন্তহর্ষেষু।
ক্রিমিদন্তদালনচলিতপ্রহৃষ্টমাংসাবশীর্ণেষু॥
মুখদৌর্গন্ধে কার্য্যং প্রাগুক্তেষাময়েষু তৈলমিদং॥

তিল তৈল ৮ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে অর্দ্ধপোয়া কাঁচাহরিদ্রা কুট্টিত করিয়া জলসিক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা অর্দ্ধসের কুট্টিত করণান্তর কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ইরিমেদের (বিট্খদিরের ছাল সাড়েবারসের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে দিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা লোধ, যষ্টিমধু, ইরিমেদ খদিরকাষ্ঠ কটফল, লাক্ষা বটের ছাল মুথা, ছোটএলাচি, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কক্কোল (কাকলা) জাতীফল রক্তচন্দন গৈরিক, দারুচিনী নাগেশ্বর ও ধাইফুল এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে পরিশীর্ণ দন্ত বিদ্রধি শৈষির, শীতাদ, দন্তহর্ষ, ক্রিমিদন্ত, দারণ, চলিত প্রমুষ্ট মাংসাবশীর্ণ ও মুখ দুর্গন্ধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাদ্য তৈল।

তৈলং লাক্ষা রসং ক্ষীরং পৃথক্ প্রস্থং সমং পচেৎ।
চতুর্গুণেরিমকাথে দ্রবৈশ্চ পলসম্মিতৈঃ॥
লোধ্রকট্ফলমঞ্জিষ্ঠাপদ্মকেশরপদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহৈবস্তৈলং গণ্ডূষধারণম্॥
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ অরুচিং বিরসাস্যতাম॥
হন্ত্যাদাস্ত গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥

তিল তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল একছটাক হইলে কাঁচাহরিদ্রা কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল উহাতে

প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর লাক্ষা, ছুইসের গ্রহণপূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে পুট্টলী বন্ধ করিয়া একটি পাত্রের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া দিবে এবং উক্ত পাত্রমধ্যে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উক্ত কাথ এবং দুগ্ধ চারিসের তৈলে প্রদান করিবে এবং বিটখদির আটসের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট যোলসের থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া কাথ তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, কট্‌ফল মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তচাল, হনুমোক্ষ কপালিকা, শীতাদ, পূতিবক্ত্র, অরুচি ও মুখের বিরসতা দূরীভূত হয় এবং দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে।

বকুলাদ্য তৈল।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লী কুরুণ্টকম্।
চতুরঙ্গুল বেবালবাজিকর্ণেরিমাশনম্॥
এষাং কষায় কল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং মুখে ধৃতম্।
স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং ধাবনেন চ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা নালুকা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেশুয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যোলসের জল উহাতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং বকুলফল, লোধ, বজ্রবল্লী (হাড় ভাঙ্গা) কুরুকণ্টক (নীলঝিণ্টী) শোনালু বাবুই তুলসী, অশ্বকর্ণ বিটখদির ও পীতশাল এই দ্রব্যগুলির কাথ ও কল্ক তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার তৈল মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে চালিত দন্তস্থির হয়।

সহকারগুড়িকা।

এলালতালবনিকাফলশীতকোষ
কোলদ্বিকানি খদিরস্তকৃতে কষায়ে।
তুল্যাংশকানি দশভাগমিতে নিধায়
প্রোজ্ঝিন্ন কৈতকপুটে পুটবদ্বিপাচ্য॥
প্রাগাং শতুল্যশশিনাথ তদেক-
সংস্থং পিষ্ট্‌বা নবেন সহকাররসেন হস্তৌ।
লিপ্ত্বা যথাভিলষিতাং গুড়িকাং বিদধ্যাৎ
স্ত্রীপুংসয়োর্মদনসৌরভবন্ধুভূতাম্॥

ছোটএলাচি লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, জাতীফল, কর্পূর, জৈত্রিক, কাকলা ও অগুরু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র করিলে যে পরিমাণ চূর্ণ পদার্থ হইবে, তাহার দশগুণ খদিরের কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া কেতকীপত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক পুট পাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর পূর্ব্ব পরিমাণানুসারে পুনর্ব্বার কর্পূর গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত পুটপক্ব পদার্থের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং অভিনব আম্র-

বৃন্তের রস হস্তেলেপন করিয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থ দ্বারা যথা প্রয়োজন গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই গুড়িকা ধারণ করিলে মুখে সৌগন্ধ হইয়া থাকে।

স্বল্পখদির বটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যগজলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥
জাতী কর্পূর পুগানি কক্কোলকফলানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী॥
দন্তৌষ্ঠমুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ॥

খদিরকাষ্ঠসাড়েবারসের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথ পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে জাতী (জৈত্রিক) কর্পূর শূকফল (স্থপারি) কাকলা ও জাতীফল ইহাদের প্রত্যেক পদার্থের চূর্ণ আটতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং উহাদ্বারা গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে মুখের সদগন্ধ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দন্ত ওষ্ঠ মুখরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎখদিরবটিকা।

গায়ত্রীসারতুলমেরিমবল্কলানাং
সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ।
নিকাথ্য পাদবশিষ্টং সুবস্ত্রপূতং
ভূয়ঃ পচেথ শনৈর্মৃদু পাবকেন॥
তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং
শ্লক্ষ্নং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্।
এলামৃণালসিতচন্দনচন্দনাম্বু
শ্যামাতমালবিকষাঘনলোহযষ্টি॥
লজ্জাফলত্রয়রসাঞ্জনধাতকীভ
শ্রীপুষ্প গৈরিককটঙ্কটকট্ফলানাম্।
পদ্মাহ্বলোধ্রবটযোহবাসকানাং
মাংসী নিশাসুরভি বল্ক সংযুতানাম্॥

কক্কোলজাতীফলকোষ লবঙ্গকানি
চূর্ণীকৃতানিবিদধীত পলাং শকানি।
শীতেঽবতার্য্য ঘনসার চতুঃপলঞ্চ
ক্ষিপ্ত্বা কলায় সদৃশীর্বটিকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥
শুষ্কামুখে বিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি
রোগান্ গলৌষ্ঠরসনাদ্বিজতালুজাতান্।
কুর্য্যার্ম্মুখে সুরভিতামরুচিঞ্চ হন্যাৎ
স্থৈর্য্যং পরং দশনগং বদনা পটুত্বং॥

খদিরের সার সাড়েবারসের। ইরিমফল (বিট্খদিরের ছাল) ২৫ সের এই পদার্থগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ ৩২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে ছোটএলাচি, মৃণাল, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু) তমাল পত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, অগুরু, যষ্টিমধু, লজ্জা (বরা-ক্রান্তা) হরীতকী, আমলকী বহেড়া রসাঞ্জন ধাইফুল, নাগেশ্বর, শ্রীপুষ্প কটঙ্কট (দারুহরিদ্রা) কটফল, পদ্মকাষ্ঠ লোধ, বটের ঝুরি যবাসক (দুরালভা) জটামাংসী, হরিদ্রা, ও স্থরমি বল্কল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে এবং কক্কোল (কাকলা) জাতীফল জৈত্রিক ও লবঙ্গ, ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকে আটসের গ্রহণ করিবে, উল্লিখিত সমস্ত চূর্ণ পদার্থগুলি উক্ত ক্বাথে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে কর্পূর ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া কলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। উক্ত বটিকা মুখে ধারণ করিলে গলা ওষ্ঠ জিহ্বা তালু গতরোগ ও অরুচি নিবারিত হয় এবং মুখে সদগন্ধ দন্তের দৃঢ়তা ও মুখের জড়তার হ্রাস হয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকরে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কর্ণস্রোতোগতরোগ নিদান।

সমীরণঃ শ্রোত্রগতো ঽন্যথা চরন্।
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈশ্চ যথা সমাবৃতঃ
সকর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ॥

কর্ণগত বায়ু প্রতিলোম ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কর্ণে অতি কষ্টদায়ক শূল উপস্থিত করে। এবং কুপিত রক্ত পিত্ত বা কফ ইহাদিগের মধ্যে যে দোষদ্বারা আবৃত হয়, তাহার ও লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

কর্ণনাদ রোগ।

কর্ণস্রোতস্থিতে বাতে শৃনোতি বিবিধান্ স্বরান্।
ভেরী মৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে॥
যদা শব্দবহঃ বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥

কর্ণনাদ নামক রোগে, কর্ণ স্রোতোগত বায়ু দ্বারা কর্ণে ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। পিত্ত বায়ু বা কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিলে, বাধির্য্য (কালা) রোগ উপ'স্থিত হয়।

বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তোবেণুঘোষোপমং স্বনং।
করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে॥

বায়ু পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুঘোষের ন্যায় শব্দ উপস্থিত করিলে তাহাকে কর্ণক্ষ্বেড় কহে।

কর্ণস্রাব।

শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো
জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেদ্ধি পূয়ং শ্রবতোঽনিলার্দ্দিতঃ
স কর্ণ সংস্রাব ইতি প্রদিষ্টঃ॥

মস্তকে আঘাত, জলে নিমজ্জন, অথবা কর্ণ বিদ্রধির প্রপাক, এই সমস্তকারণে বায়ু কুপিত হইয়া কর্ণকে প্রপীড়িত করিলে, তাহাহইতে পূয় রস জল নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই কর্ণস্রাব কহে।

কর্ণকণ্ডু ও কর্ণ গূথ।

মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণ কণ্ডুং করোতি চ।
পিত্তশ্লেষ্মোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকং॥
সকর্ণগূথো দ্রবতাং গতো যদা
বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে।
তদা সকর্ণ প্রতিনাহসংজ্ঞিতো
ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ॥

কর্ণগত বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডু উৎপাদন করিলে, তাহাকে কর্ণকণ্ডু কহে। কর্ণস্থ শ্লেষ্মা পিত্তোষ্মদ্বারা শোষিত হইলে তাহাকে কর্ণগূথ কহে। ঐ কর্ণ যদি স্নেহ ও স্বেদাদিদ্বারা বিলীকৃত ও দ্রব হইয়া নাসিকা এবং মুখদিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে কর্ণ প্রতিনাহ কহে। কর্ণ প্রতিনাহ রোগে অর্দ্ধাবভেদক উপস্থিত হয়।

ক্রিমিকর্ণক।

যদাতু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ
সৃজন্ত্যপত্যা ন্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদ্ব্যঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে
ভিষগ্ভিরাদ্যৈঃ ক্রিমিকর্ণকো গদঃ॥

কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তের পবন হেতু ক্রিমি উৎপন্নহইলে অথবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে তাহাকে ক্রিমিকর্ণক কহিয়া থাকে।

পতঙ্গাঃ শতপদাশ্চ কর্ণস্রোতঃ প্রবিশ্য হি।
অরতিং ব্যাকুলত্বঞ্চ ভৃশং কুর্ব্বন্তি বেদনাং॥
কর্ণো নিস্তুদ্যতে তস্য তথা ফরফরায়তে।
কীটা শ্চরতি রুক্ তীব্রা নিষ্পন্দে মন্দবেদনা॥

পতঙ্গ ও কান ফোটাধিগণ কর্ণে প্রবেশ করিলে, অত্যন্ত অসুখ ব্যাকুলতা দারুণবেদনা ও তোদ উপস্থিত হয়, কান ফরফর করিতে থাকে। কীট যূথ চালিয়া বেড়ায় তখন অত্যন্ত বেদনা হয়, কিন্তু নিস্পন্দ হইলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে।

ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধি
র্ভবেত্তদা দোষ কৃতোঽপরঃপুনঃ।
সরক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ
প্রতোদধুমায় স দাহচোষবান্।

কর্ণে ক্ষত বা অভিঘাতহেতু, আগন্তুজ এবং দোষ প্রকোপ হেতু দোষজ, এই দ্বিবিধ বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। কর্ণ বিদ্রধি রোগে সূচীবেধবৎ বেদনায় ধূমনির্গমবৎ পীড়া দাহ ও সন্তাপ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা রক্ত পীত বা অরুণ বর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

কর্ণপাক।

কর্ণপাকস্তু পিত্তেন শোথবিক্লেদকৃদ্ভবেৎ।
কর্ণ বিদ্রধিপাকাদ্বাজায়তে চাম্বুপূরণাৎ॥

পিত্ত প্রকোপহেতু কর্ণক্লিন্ন ও পূতিভাজবান্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে।

পূতিকর্ণক।

পূয়ং স্রবতি যৎ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণকং॥

কর্ণ বিদ্রধির পাক অথবা কর্ণে জল প্রবেশ হেতু কর্ণদিয়া দুর্গন্ধ পূয় নির্গত হইলে তাহাকে পূতিকর্ণক কহে।

কর্ণশোথার্ব্ব,দার্শাংসি জানীয়াদুক্তলক্ষণৈঃ॥

উপরিউক্ত রোগ ব্যতীত কর্ণে শোথ অর্ব্বুদ ও অংশ হইয়া থাকে তাহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথাদি লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

কর্ণরোগ।

না দোষতিরুককর্ণমলস্য শোষঃ
স্রাবস্তনুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাৎ।
শোথঃ সরাগো দারুণং বিদাহঃ
সপীতপূতি শ্রবনঞ্চ পিত্তাৎ॥
বৈশ্রুত্যকণ্ডু স্থিরশোথশুক্ল
স্নিগ্ধশ্রুতিস্বল্পজঃ কফাচ্চ।
সর্ব্বাণি রূপাণি চ সন্নিপাতাৎ
স্রাবশ্চ তত্রাধিকদোষবর্ণঃ॥

বাতজনিত কর্ণ রোগে কর্ণে নানাবিধ শব্দ অতিশয় বেদনা কর্ণ মলের শুষ্কতা পাতলা স্রাব নির্গম ও শ্রবণ শক্তির লোপ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিক কর্ণরোগে রক্তবর্ণ শোথ বিদারণবৎ পীড়া বিদাহ এবং পীতবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাবনির্গম এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগে শ্রবণ বৈপরীত্য কণ্ডূ, কঠিনশোথ, শ্বেতবর্ণ চিক্কণ স্রাবনির্গম ও অল্প বেদনা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সকল লক্ষিত হয় এবং যে দোষের আধিক্য থাকে তদ্দোষজ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টে সহসাতিপ্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণ শোথো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পারিপোটবান্
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ॥

সুকোমল কর্ণপালি বর্দ্ধিত করিবার জন্য যদি উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কর্ণ পালিতে কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ সবেদন স্তব্ধ ও ফাটা ফাটা যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে পরিপোটক কহে, পরিপোটক বাতজ ব্যাধি।

গুর্ব্বাভরণসংযোগাৎ তাড়নাৎ ঘর্ষণাদপি।
শোথঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুজান্বিতঃ।
রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ স গদো মতঃ॥

ভারবিশিষ্ট অলঙ্কার ধারণ, জন্য ও অতি ঘর্ষণাদি কারণে ও কর্ণ পালিতে শ্যাব বা রক্ত

বর্ণ দাহ পাক ও বেদনাযুক্ত যে শোথ হয়, তাহাকে উৎপাতরোগ কহে। ইহা রক্তপিত্তজ রোগ।

> কর্ণবলাদ্বর্দ্ধয়তঃ পল্যাং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
> কফং সংগৃহ্য কুরুতে শোথং স্তব্ধমবেদনং॥
> উন্মন্থকঃ সকণ্ডুকোবিকারঃকফবাতজঃ।
> সংবর্দ্ধ্যমানে দুর্ব্বিদ্ধে কণ্ডুদাহরুজান্বিতঃ॥
> শোথো ভবতি পাকশ্চ ত্রিদোষোত্থঃথবর্দ্ধনঃ॥

কর্ণ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ধরিলে বায়ুকুপিত ও কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণ পালিতে স্তব্ধ অল্পবেদনাযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে উন্মন্থক রোগ কহিয়া থাকে। ইহা কফ বাতজনিত ব্যাধি।

> কফাসৃক্ ক্রিময়ঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ষপাভাবিসর্পিণঃ।
> কুর্ব্বন্তি পাল্যাং পীড়কাঃ কণ্ডুদাহরুজান্বিতাঃ॥
> কফাসৃক্‌ক্রিমিসংভূতঃ স বিসর্পান্নিতস্ততঃ।
> লিহেৎ সশষ্কুলীং পালীং পরিলেহীতি স স্মৃতঃ।

কফরক্ত প্রকোপজনিত সর্ষপাকার ক্রিমিগণ কর্ণপালিতে বিচরণ করিয়া কণ্ডু ও দাহযুক্ত পীড়কা উৎপাদন করে। সেই ক্রিমি সম্ভূত পীড়কাত্মক ব্যাধি ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইয়া পালি ও শুষ্কুলীকে (কর্ণ গহ্বরকে) নির্ম্মাংস বা আচ্ছাদিত করে। এই প্রকার ব্যাধিকে পরিলেহী কহিয়া থাকে।

কর্ণরোগ চিকিৎসা।

> কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্লশৃঙ্গবেররসৈস্তু শুভৈঃ।
> সুখোষ্ণৈঃপূরয়েৎ কর্ণং কর্ণ শূলোপশান্তয়ে॥

কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু কিম্বা আদা, ইহাদিগের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণপূয় নিবারিত হয়।

আদার রস এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা মধু দুই আনা বা চারিআনা, সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধ বা এক রতি ও তিল তৈল দুই বা চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণ পূয় প্রশমিত হয়।

রশুনের রস, আদার রস, সজিনার রস, রক্ত সজিনার রস, মূলাশাকের রস, কাকলার বা শুড়ির রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণের বেদনা অপনীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তৈল বা কাঁজি কর্ণে প্রদানপূর্ব্বক শঙ্খচূর্ণ কর্ণে প্রদান করিলে ও বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

আদা সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড় হুড়ে) সজিনার মূল বা মূলাশাক ইহাদের প্রত্যেক বস্তুর রস পৃথক রূপে মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহযোগে কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণের শূল দূরীভূত হয়।

সজিনার মূলের রস তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

অবিমূত্র (মেষ মূত্র) ছাগমূত্র. মহিষমূত্র, হস্তীমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র বা গর্দ্দভমূত্র, ইহাদের কোন একপ্রকার মূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণ কুহরে প্রদান করিলে কর্ণপূয় অপনীত হয়।

বহুসংখ্যক অশ্বত্থপত্র তৈলাক্ত করিয়া উহা দ্বারা সচ্ছিদ্র পুটক প্রস্তুত করিয়া কর্ণকুহরে স্থাপন করিবে এবং তদুপরি প্রজ্বলিত অঙ্গার স্থাপন করিলে পত্র হইতে যে তৈল নির্গত হইয়া কর্ণবিবরে পতিত হইবে, তদ্দ্বারা কর্ণের বেদনা সদ্য নিবারিত হয়।

সিজের পত্র আকন্দের পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিবে। তদনন্তর উল্লিখিত দগ্ধ সিজপত্র গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিলে যে রস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণের বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, বা গণিয়ারী, ইহাদের কোন একটি বৃক্ষের কাষ্ঠের অগ্রভাগে আট অঙ্গুল পরিমিত স্থান ক্ষৌম বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং উহাতে তৈল সেচনপূর্ব্বক অগ্নি-প্রজ্বলিত করিয়া দিবে! এই প্রকার করিলে উহা হইতে যে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে সদ্য প্রশমিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত রূপ নিয়মে দেবদারু, কুড়

ও সরল কাষ্ঠ হইতে তৈল গ্রহণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আকন্দের সুপক্ক পীত বর্ণ বিশিষ্ট পত্রে ঘৃত লেপন করিয়া অগ্নিসন্তাপে উত্তপ্ত করিবে। তদনন্তর উক্ত উত্তপ্ত পত্র নিষ্পীড়ন করিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রস কর্ণকুহরে প্রদান করিলে তীব্রবেদনা যুক্ত কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

বংশাবলেখ, কল্ক করিয়া ছাগমূত্র ও মেষ মূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

হিঙ্গু, ধনিয়া ও শুঁঠের সহিত চারিগুণ জলের সহযোগে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণরোগ নিবারিত হয়।

ক্ষার তৈল।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারোহিঙ্গু সনাগরম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রু রসাঞ্জনম্॥
সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং সর্জ্জিকোদ্ভিদ সৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থিবিড়ং মুস্তং মধু শুক্তং চতুর্গুণম্॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যারস এব চ।
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূল হরং পরম্॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পুয়স্রাবশ্চ দারুণঃ।
পুরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ং কর্ণ সংশ্রিতাঃ॥
ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্॥
মধুপ্রধানং শুক্তান্ত মধুশুক্তং তথাপরম্॥
জম্বীরস্ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতম্॥
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥

অভিনব মূলক ও শুঁঠের ক্ষার, হিঙ্গু, শুঁঠ শুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, শজিনারসাঞ্জন, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ঔদ্ভিদ লবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জগ্রন্থি, বিট্‌লবণ ও মুথা, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিবে। তদনন্তর সর্ষপ তৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া যথা বিধানানুসারে মুর্চ্ছাপাক সম্পন্ন করিয়া লইবে। পরে উল্লিখিত মূলক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে মধু শুক্ত (মধুমিশ্রিত কাঁজি) ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে ছোলঙ্গ লেবুররস চারিসের, কদলীর বাঁগুড়ার রস ৪ সের ক্রমশঃ তৈলে প্রদান করিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল কর্ণকুহরে প্রদান করিলে কর্ণশূল, ব্যাধি কর্ণনাদ, পুয়স্রাব ও কর্ণস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ষপ তৈল কর্ণকুহরে প্রদান করিলে কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কর্ণনাদ ও বাধির্য্য রোগের বাত জনিত শূল রোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিলে উহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

অপামার্গ তৈল।

মার্গক্ষার জলে তৎকৃত কল্কেন সাধিতং তিলজম্।
অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পুরণতঃ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সূচী পত্র মূল (কেওয়ার মূল) ও জলজ এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং আপাঙ্গের ক্ষার একসের গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত

মিশ্রিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে আপাঙ্গের ক্ষার জল ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল কর্ণরোগে কর্ণ বিবরে প্রদান করিলে কর্ণনাদ ও বাধির্য্য রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

সর্জ্জিকাদ্য তৈল।

সর্জ্জিকামূলকং শুকং হিঙ্গুকৃষ্ণামহৌষধম্।
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্বং শুক্তা চতুর্গুণম্॥
প্রনাদশূলবাধির্য্যং স্রাবকাশু ব্যপোহতি॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচও বালাপাতা এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং সাচিক্কার শুকমূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ ও শুলফা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে, সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে কাঁজি ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়ংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণনাদ ব্যাধি ও কর্ণস্রাব দূরীভূত হইয়া থাকে।

দশমূলী তৈল।

দশমূলী কষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎকল্কং প্রদায়েব বাধির্য্যে পরমৌষধম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। দশমূল সমস্তে ৮ সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ বরং দশমূল এক সের তৈলে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল কর্ণকুহরে প্রদান করিলে বাধির্য্য বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিল্ব তৈল।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সাজাক্ষীরং তদ্ধি হরেদ্বাধির্য্যং কর্ণপূরণে॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে প্রদান করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করণান্তর জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সূচীপত্র মূল (কেওয়ার মূল বা বচ) ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করণান্তর তৈলে দিবে এবং উহাতে জল ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং বেলশুঁঠ এক সের গোমূত্র ১২ সের ও ছাগদুগ্ধ ৪ সের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে বাধির্য্য রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

এই বাধির্য্য নামক বিধি ও নস্য কর্ণনাদ রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গুড় ও পিপুল চূর্ণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাধির্য্য ও কর্ণনাদ, এই উভয়বিধ রোগেই নস্যরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পঞ্চবল্কলের চূর্ণ কদ্‌বেলের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কর্ণকুহরে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

মালতী পত্রের রস মধু ও গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে পূতি-রোগ অপনীত হইয়া থাকে।

হরিতাল চূর্ণ গোমুত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শালবৃক্ষের ছাল চূর্ণ অর্দ্ধতোলা কার্পাসী ফলের রস দুইতোলা ও মধু একতোলা এই পদার্থত্রয় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণকুহরে প্রদান করিলে কর্ণস্রাবরোগ অপনীত হয়।

জাম ও আমের কোমল পত্র কদ্‌বেল ও কার্পাসফল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

জম্বাদ্য তৈল।

এতৈঃ শৃতং নিম্বকরঞ্জ তৈলং
গন্ধমযপং স্রাবহরং প্রদষ্টম্॥

নিমের তৈল ডহরকরঞ্জার তৈল ও সর্ষপ তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত তৈলে মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া জাম ও আমের পত্র কল্ক করিয়া তৈলের চারিগুণ জলের সহিত তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

হস্তীর বিষ্ঠাজাত গোস্তক (ছত্রক) পুট পাকের বিধানানুসারে সিদ্ধ করিবে। পরে পেষণ করিয়া রস গ্রহণ করিয়া সর্ষপ তৈল ও সৈন্ধবলবণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণ-গহ্বরে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

নাড়ীশোধন তৈল।

শম্ব কস্ত তু মাংসেন কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
তস্য পুরণ মাত্রেণ কর্ণনাড়ীপ্রশাম্যতি॥
নিশাগন্ধপালে পন্নং কটুতৈলং পলাটকম্।
ধুস্তুরপত্রজরসে কর্ণনাড়ী জিম্দুত্তমম্॥

শম্বুক মাংসের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কর্ণনাড়ী (কর্ণস্থ নালীঘা) বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত হরিদ্রা ও গন্ধক কল্ক করিয়া ধুস্তুর পত্রের রসের সহিত সর্ষপ তৈল যথাবিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলেও কর্ণনাড়ী নিবারিত হয়।

কর্ণ প্রতীনাহরোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদ প্রদান করিবেন। তদনন্তর নস্যদ্বারা মস্তক হইতে দোষ নিঃসারিত করিয়া দিয়া দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবেন।

চিকিৎসক বিধানানুসারে কর্ণপাক রোগের চিকিৎসা নাড়ীস্বেদ বমন, ধূম, শিরোবিরেচন এবং কফনাশক উপায় অবলম্বন করিলে সর্ব্ব প্রকার কর্ণকণ্ডূ নিবারিত হয়।

কর্ণগূথরোগে চিকিৎসক প্রথমতঃ তৈল ও সেক দ্বারা গূথ (কর্ণস্থ খলি) স্রব করিবেন। পরে শলাকা দ্বারা উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া ফেলিবেন।

নিসিন্দা পত্রের রস, সর্ষপ তৈল সৈন্ধবলবণ গৃহধূম ও পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কর্ণে প্রয়োগ করিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

বরুণপত্র, আকন্দপত্র, কদবেলের পত্র কল্ক করিয়া সর্ষপ তৈল জাতীপত্র রসের সহিত পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ দূরীভূত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তের রস নিসিন্দা পত্রের রস বা লাঙ্গলীবিষের রস ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণস্থ ক্রিমির ধ্বংস হওয়ায় ক্রিমিকর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্রিমিনাশক উপায় দ্বারা উল্লিখিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শুষ্ক বার্ত্তাকুফল চূর্ণ অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেধূম উৎপন্ন হইবে সেই ধূম নলদ্বারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অথবা সর্ষপ তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

লাঙ্গলিয়া বিষের রস ও সূর্য্যাবর্ত্তের রস ত্রিকটু চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া থাকে।

নীলবুহ্নার রস, সর্ষপ তৈল সৈন্ধবলবণ, কাঁজি একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে ক্রিমি পতিত হইয়া থাকে।

গুগ্গুলু অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ধূম উৎপন্ন হইবে সেই ধূম নলদ্বারা কর্ণে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কর্ণস্থ দুর্গন্ধের শান্তি হইবে

আরগ্বধাদিগণোক্ত দ্রব্যের রস বা সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের রস দ্বারা পূতিকর্ণ ধৌত করিবে এবং উল্লিখিত গণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন রসাঞ্জন নারী দুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া মধুর সহিত কর্ণে প্রদান করিলে অধিক দিনজাত স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠাদ্য তৈল।

কুষ্ঠহিঙ্গুবচাদারুশতাহ্বাবিশ্বসৈন্ধবৈঃ॥
পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এইদ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কুড় হিঙ্গু বচ, দেবদারু, শুলফা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ছাগমূত্র যোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল

গ্রহণ করিবে! এই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থকে।

বিদ্রধিরোগে চিকিৎসক অন্তর্বিদ্রধিযুক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবেন।

শতাবর্য্যাদি তৈল।

শতাবরীবাজিগন্ধাপয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ।
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরং পালীনাং পুষ্টিকৃৎ পরম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে, তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী,হরীতকী, বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং শতমূল অশ্বগন্ধা ক্ষীরকাকোলী ও এরণ্ডবীজ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈল দিবে এবং উহাতে ষোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইপ্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহন করিবে। এই কর্ণপালীতে মালিশ করিলে পালী বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাচূর্ণযুতে জাতে মাহিষে ক্ষীর উদ্ভবম্।
নবনীতং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণ পালি বিবর্দ্ধনম্॥

মহিষ দুগ্ধ একসের ও গুঞ্জাচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া একত্র করিয়া দধি উৎপাদন করিবে। তদনন্তর উক্ত দধি মন্থন করিলে যে নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই নবনীত কর্ণপালীতে মালিশ করিলে কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তিক্ততুম্বী তৈল।

বিষগর্ভং তিক্ততুম্বী তৈলমষ্টগুণে দ্রবাৎ।
মূত্রে পক্বং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণপালী বিবর্দ্ধনম্॥

তিক্ত লাউবীজের তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কাষ্ঠবিষ একসের ও গর্দ্দভ মূত্র ৩২ সের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেস পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল কর্ণপালীতে মালিশ করিলে কর্ণপালী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আনূপ তৈল।

কল্কেন জীবনীয়েন তৈলং পয়সি সাধিতম্।
আনূপমাংসকাথেন পালীপোষণবর্দ্ধনম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামা-

ইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক-ছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী মাষাণী জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং আনুপ মাংসের (শূকরাদি মাংসের) ক্বাথ ১২ সের ও দুগ্ধ ৪ সের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাককরিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল উক্ত কর্ণপালিতে মালিশ করিলে উহার পোষণ ও বর্দ্ধন হইয়া থাকে।

মহিষদুগ্ধ নবনীত ৮ তোলা ও তালমূলী চূর্ণ ১৬ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ধান্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর উহা হইতে উক্ত পদার্থ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণপালিতে মালিশ করিলে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কর্ণপালি অবধি বিদ্ধ হইলে উহাতে স্ফীততা ও বেদনা জন্মিয়া থাকে। উহা বিনা-শার্থ মধুক (মৌফুল) যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত বিদ্ধ স্থানের চারিদিকে প্রলেপ প্রদান করিলে উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

কর্ণপালি বর্দ্ধনকরিতে যে সমস্ত উপায় অব-লম্বন করাহয়, তদ্দ্বারা পালিছিন্নহইয়া থাকে। স্থূল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, ঋজু ও তির্য্যগাদি ভেদে ছিন্ন অনেক প্রকার। সুতরাং উহাদের সন্ধি ও নানাপ্রকার। তন্মধ্যে যে স্থানে যে প্রকার সন্ধি হওয়া আবশ্যক, চিকিৎসক সেইস্থানে সেই প্রকার সন্ধি যোজনা করিয়া দিবেন।

কর্ণপালি বাত দূষিত হইলে ধান্যাম্ল ও উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিবে। রক্ত ও পিত্তদ্বারা দূষিত হইলে দুগ্ধদ্বারা এবং কফদ্বারা দূষিত হইলে উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিবে। তদনন্তর কর্ণ সংযোজিত করিবে।

এই প্রকার কর্ণসংযোজিত হইলে জীজন (রসনাই) বন্ধন দ্বারা সন্ধিস্থান সংযো-জিত করিবে। তদনন্তর সন্ধিস্থান মধু ও ঘৃত-দ্বারা লিপ্তকরিয়া তুলাপিণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে সূত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। এই প্রকারে করা হইলে পর কপালচূর্ণ বা হরীতকী চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন করিবেন।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নাসারোগ নিদান।

আনহ্যতে যস্য বিশুষ্যতে চ
প্রক্লিদ্যতে ধূপ্যতি চাপি নাসা।
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তু
র্জুষ্টং ব্যবস্যেত্তমপীনসেন ॥
তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং
ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম ॥

পীনস বা অপীনস এই পীড়ায় নাসিকা, বাত শোণিত শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ, মূল নির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত এবং কখন শুষ্ক কখন বা আর্দ্র হয়। ইহাতে ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। পীনসরোগ যত শ্লেষ্মভব, ইহা শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের তুল্য লক্ষণাক্রান্ত জানিবে।

দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে
সং মূর্চ্ছিতো যস্য সমীরণস্তু।
নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং
তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগং ॥
ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরুংষি কুর্য্যাৎ
যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চপাকঃ।
তং নাসিকাপাকমিতিব্যবস্যেদ্ধি
ক্লেদকোথাবথাবাপি যত্র ॥

দুষ্ট রক্তপিত্ত ও কফদ্বারা বায়ু, তালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন, হইয়া মুখ দিয়া নির্গত হয় ইহাকেই পূতিনস জানিবে যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্টপিত্ত নাসিকায় পীড়কা সমুহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে নাসিকা ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন, হয়, তাহাকে নাসা পাক কহে।

দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপিজন্তো
র্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তৈঃ।
নাসা স্রবেৎ পূয়মসৃগ্বিমিশ্রং
তং পূয়রক্তং প্রবদন্তিরোগং ॥

দোষের দুষ্টি অথবা ললাট দেশে আঘাত প্রাপ্তি হেতু নাসিকা হইতে রক্ত শব্দের সহিত বারম্বার নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ বলা যায়।

ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মাণি সংপ্রদুষ্টো
যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি।
কফানুজাতো বহুশোঽতিশব্দ
স্তং রোগ মাহুঃ ক্ষবথুং বিবিজ্ঞাঃ ॥
তীক্ষ্ণোপযোগাদভিজিঘ্রতো বা
ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা
সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্মণা
দঘাটিতেঽন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি ॥

নাসামর্ম্মে (শৃঙ্গাটকে) প্রদুষ্টবায়ু কফানুগত হইয়া নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত বারম্বার নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ বলাযায় ॥

রাই সর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন কটু দ্রব্য ঘ্রাণ সূর্য্যদর্শন অথবা সূত্রাদিদ্বারা নাসিকা তরুণাদি মর্ম্মের ঘর্ষণ এই সমস্ত কারণে ও ক্ষবথু হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু কহে।

প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়াতু যস্য
সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু।
প্রাক্সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি সূর্য্যতপ্তস্তং
ভ্রংশথুং রোগ মুদাহরন্তি ॥

মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ সূর্য্যতাপে বিদগ্ধ সুতরাং চর্ব্বণ রস বিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে ভ্রংশথু কহে।

ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ।
নাসা প্রদীপ্তেন চ যস্য জন্তো
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি ॥

দীপ্ত নামক রোগে নাসিকার অত্যন্ত দাহ অগ্নিশিখাবৎ প্রদীপ্ত এবং ধূম নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো
রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেত্তং।
ঘ্রাণাদ্ঘনঃ পীতসিত স্তনুর্বা
দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেত্তং॥

বায়ুর সহিত কফ নিঃশ্বাসমার্গকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহ কহে। নাসিকা দিয়া ঘন বা পাতলা পীত বা শুক্ল কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসা স্রাব বলে।

ঘ্রাণাশ্রিতে স্রোতসি মারুতেন
গাঢ়ং প্রতপ্তে পরি শোষিতে চ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসেদূর্দ্ধমধশ্চ জন্তু
র্যস্মিন্ স নাসাপরি শোষ উক্তঃ॥

নাসাস্রোতঃ তদ্গত শ্লেষ্মা, বায়ুকর্ত্তৃক শোষিত এবং পিত্তকর্ত্তৃক প্রতপ্ত হইলে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়। এইপ্রকার রোগকে নাসা-শোষ কহে।

অপক্ক ও পক্ক পীনসের লক্ষণ।

শিরোগুরুত্বমরুচির্নাসাস্রাবস্তনুঃ স্বরঃ।
ক্ষামঃ ষ্ঠীবত্যথাতীক্ষ্ণমামপীনসলক্ষণং॥
আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মাঘনঃ খেষু নিমজ্জতি॥
স্বরবর্ণবিশুদ্ধশ্চ পরিপক্বস্য লক্ষণং।

অপক্কপীনসে, মাথাভার অরুচি পাত্‌লা স্রাব ক্ষীণস্বর ও নাসিকা দিয়া মুহুর্মুহু সর্দ্দি নির্গম হয়। পক্ক পীনসে শিরোগুরুত্বাদি অপক্ক লক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান থাকে। তবে ইহাতে শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় এবং ও বর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

সংধারণাজীর্ণরজোঽতিভাষা
ক্রোধর্ত্তু বৈষম্যশিরোঽভিতাপৈঃ।
প্রজাগরাতিস্বপনাম্বুশীতৈ
রবশ্যয়া মৈথুনবাষ্পধূমৈঃ॥
সংস্ত্যানদোষে শিরসি প্রবৃদ্ধো
বায়ুঃ প্রতিশ্যায়মুদীরয়েত্তু।
ক্ষবং গতা মূর্দ্ধনি মারুতাদয়ঃ
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতং।
প্রকুপ্যমানা বিবিধৈঃ প্রকোপনৈ
স্ততঃ প্রতিশ্যায় করা ভবন্তি হি॥

প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ দুই প্রকার। একপ্রকার সদ্যই প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে, অপর প্রকার দোষের চয় ও প্রকোপাদি জন্মাইয়া পরে প্রতি-শ্যায় রোগ আনয়ন করে, সদ্যঃ প্রতিশ্যায় জনক নিদান মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অজীর্ণ, নাসা-রন্ধ্রে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, অধিকক্ষণ, ক্রোধ, ঋতু বিপর্য্যায়, রাত্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতল জল, শৈত্য, তুষার, মৈথুন, রোদন ও ধূম এই সমস্ত কারণে মস্তকস্থ কফ ঘণীভূত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া সদ্য প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ক্ষব প্রবৃত্তিঃ শিরসোঽতিপূর্ণতা
স্তম্ভোঽঙ্গমর্দ্দঃ পরিহৃষ্টরোমতা।
উপদ্রবাশ্চাপ্যপরে পৃথগ্বিধা
নৃণাং প্রতিশ্যায়পুরঃ সরাঃ স্মৃতাঃ॥

ক্ষয়াদিক্রম জনক লক্ষণ। বায়ু পিত্তকফ এবং রক্ত ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবের মিলিত ভাবে, মস্তকে ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিবিধ প্রকো-পন হেতুতে প্রকুপিত হইয়া শোথ প্রতিশ্যায় আনয়ন করে।

আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রসেকিনী।
গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা॥
ক্ষবপ্রবৃত্তিরত্যর্থং বক্ত্রবৈরস্যমেব চ।
ভবেৎস্বরোপঘাতশ্চ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে॥
উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎস্রবতি পৈত্তিকে।
কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেত্তৃষ্ণাভিপীড়িতঃ॥
সধূমমগ্নিং সহসা বমতীব স মানবঃ।
ঘ্রাণাৎ কফকৃতে শীতঃ কফঃ পাণ্ডুঃ স্রবেদ্বহু॥
শুক্লাবভাসঃ শুক্লাক্ষো ভবেদ্গুরুশিরা নরঃ॥
কণ্ঠতাল্বোষ্ঠশিরসাং কণ্ডূভিরভিপীড়িতঃ॥

প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হাঁচি মাথাভার স্তব্ধতা রোমাঞ্চ এবং নাসিকা হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে তালু জ্বালা নাক মুখ দিয়া জল স্রাব প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ সকল প্রকাশ পায়।

বাতিক প্রতিশ্যায়ে, নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাতলা স্রাব নির্গত হয় এবং গল তালু ও ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খদেশে সূচীবেধ বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে, পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ পাণ্ডুবর্ণ সন্তপ্ত ও উষ্মাভিপীড়িত হয়, তাহার নাক মুখ দিয়ে যেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহু পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ পাতলা কফ নির্গত হয় রোগীর শরীর ও নয়ন শুক্লবর্ণ, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু ও মস্তক অত্যন্ত কণ্ডূযুক্ত হইয়া থাকে।

ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মান্নিবর্ত্ততে।
সংপক্বো বাপ্যপক্বো বা সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ॥

যে পক্ক বা অপক্ক প্রতিশ্যায় অকারণে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক জানিবে।

প্রক্লিদ্যতে পুনর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি॥
পুনরাণাহ্যতে বাপি পুনর্বিব্রিয়তে তথা॥
নিশ্বাসো বাতিদুর্গন্ধো নরো গন্ধান্ন বেত্তি চ।
এবং দুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনঃ॥

যে প্রতিশ্যায়ে নিশ্বাস দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণ শক্তির লোপ এবং নাসিকা কখন আর্দ্র কখন শুষ্ক কখন বদ্ধ কখন বা বিবৃত হয়, সেই দুষ্ট প্রতিশ্যায়কে কষ্টসাধ্য জানিবে।

রক্তজেতু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রবঃ প্রবর্ত্ততে।
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ॥
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবক্তোবা গন্ধানপিন বেত্তিসঃ॥

রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখ ও নিশ্বাস দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণ শক্তির বিলোপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সর্ব্ব এব প্রতিশ্যায়া নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।
দুষ্টতাং যান্তি কালেন তদাসাধ্যা ভবন্তিহি॥
মূর্চ্ছন্তি চাত্র ক্রিময়ঃ শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাস্তথাণবঃ।
ক্রিমিজো যঃ শিরোরোগস্তুল্যং তেনাস্য লক্ষণং॥

চিকিৎসিত না হইলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায়ই কালক্রমে দুষ্ট প্রতিশ্যায় রূপে পরিণত ও অসাধ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে শ্বেত বর্ণ চিক্কণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি উৎপন্ন হয়। (কাহার কাহারও মতে রক্তজ প্রতিশ্যায়েই উৎপন্ন হয়) এবং ক্রিমি শিরোরোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

বাধির্য্য-মান্ধ্যমঘ্রাতং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্।
শোথাগ্নি সাদকাসাংশ্চবৃদ্ধা কুর্ব্বন্তি পীনসং॥

প্রতিশ্যায় সকল গাঢ়তর হইয়া, বাধির্য্য, আন্ধ্য, ঘ্রাণনাশ, নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনস রোগ উৎপাদন করে।

অর্ব্বুদং সর্ব্বথা শোথা শ্চত্বারোঽর্শাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
চতুর্ব্বিধং রক্তপিত্তমুক্তং ঘ্রাণেঽপি তদ্বিদুঃ॥

উল্লিখিত রোগ ব্যতীত নাসিকাতে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক রক্তজ, মাংসজ ও মেদজ এই সাত প্রকার অর্ব্বুদ, বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চারি প্রকার শোথ বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চারি প্রকার অর্শঃ, এবং বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চারি প্রকার রক্ত পিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাসারোগ চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী।
সর্পির্গুড় ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে॥

স্বল্প পঞ্চমূলের সহিত পাচিত দুগ্ধ, চিত্রক হরীতকী, যক্ষ্মারোগোক্ত সর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গযূষ পীনস রোগের শান্তির নিমিত্ত চিকিৎসক ব্যবস্থা করিবেন।

ব্যোষাদি চূর্ণ।

ব্যোষচিত্রকতালীশতিন্তিড়ীচাম্লবেতসম্।
সচব্যাজাজীতুল্যাংশমেলাত্বক্‌পত্রপাদিকম্॥
ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণগুড়সংযুতম্।
পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥

মরিচ, পিপুল, চিতার মূল, তালীশপত্র, তিন্তিড়ী (মহা আদা) অম্লবেত, চই ও জীরা এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে সমভাগে, দারুচিনী ও তেজপত্র প্রত্যেকে চতুর্থাংশ এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিলে যে পরিমাণ চূর্ণ করা হইবে, তত পরিমাণ পুরাতন গুড় উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই দ্রব্য সেবন করিলে পীনস শ্বাস ও অরুচি বিনষ্ট হয় এবং স্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

পাঠাদ্য তৈল।

পাঠাদ্বিরজনীমূর্ব্বাপিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সমভাগপীনসে॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইয়া এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে তৈল প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং আকন্দ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুরগ মূল, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্য রূপে গ্রহণ করিলে পীনস রোগ প্রশমিত হয়।

ব্যাঘ্রাদ্য তৈল।

ব্যাঘ্রী দন্তীবশিগ্রুসুরসব্যোষ সৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং লবণং তৈলং পূতিনাসা গন্ধং জয়েৎ॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া কেওয়ার মূল, বা বচ বা বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কণ্টকারী দন্তীর মূল, বচ, সজিনার ছাল, নিসিন্দা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্য রূপে গ্রহণ করিলে পূতি নাসারোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিকট্বাদ্য তৈল।

ত্রিকটু বিড়ঙ্গ সৈন্ধব বৃহতী ফল শিগ্রু সুরস দন্তীভিঃ।
তৈলং গোজলাসিদ্ধং নস্যং স্যাৎ পূতি নস্যস্য॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে মৃদুঅগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ

করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া কেওয়ারমুল বা বচও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, শজিনারবীজ, নিসিন্দা ও দন্তীবীজ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং যোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে, এই তৈল নাসিকা দ্বারা নস্যরূপে গ্রহণ করিলে পূতিনস্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

> কুলিঙ্গহিঙ্গুমরিচলাক্ষাসুরসকটফলৈঃ।
> কুষ্ঠোগ্রাশিগ্রুজন্তঘ্নৈর্ব্বণীড়ঃ প্রশস্যতে॥
> তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ
> অপীনসে পুতিনস্যে শমনং কীর্ত্তিতং পরম্॥

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটফল, কুড়, বচ, শজিনাবীজ, ও বিড়ঙ্গ, এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে উক্ত চূর্ণ পদার্থ নস্যরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রযব ও হিঙ্গু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কল্ক করিয়া সর্ষপও তৈল গোমূত্রের সহযোগে পাক করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে পীনস ও পূতিনস্যরোগ প্রশমিত হয়।

> নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং
> কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্য মভ্যন্তরঞ্চ।
> হরেদ্রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ
> যোজ্যাঃ সেকে সঘৃতাশ্চ প্রদেহাঃ॥
> পূয়স্রক্ত পিত্তয়াঃ কষায়া লবণানি চ॥

নাসাপাকরোগে চিকিৎসক রক্তমোক্ষণ করিয়া পিত্তনাশক দ্রব্য সকল বাহ্য প্রয়োগ ও আভ্যন্তর প্রয়োগে ব্যবস্থা করিবেন। বিশেষতঃ ক্ষীরবৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসবৃক্ষের ছাল ঘৃতের সহিত সেক ও প্রলেপ কার্য্যে প্রয়োগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন পূয়, রক্ত ও পিত্তনাশক কষায় ও পাচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কুড়, শুঁঠ, পিপুল বেলমূল ও কিস্মিস্ ইহাদিগের কল্ক ও ক্বাথ দ্বারা তৈল বা ঘৃত যথাবিধি অনুসারে পাক করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ক্ষবথু ও বেদনার শান্তি হয়।

পিত্তজনিত দীপ্তরোগে মসৃণ ও শীতল দ্রব্য দ্বারা উহার চিকিৎসা দ্বারা তৈল বা ঘৃত যথাবিধি অনুসারে পাক করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ক্ষবথু ও বেদনার শান্তি হয়।

> বাতকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পির্যথা ক্রমম্।
> পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ॥
> নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্ য

বাতজনিত প্রতিশ্যায়রোগে পঞ্চলবণের সহযোগে পাচিত ঘৃত বা বিদারী গন্ধাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্ক ও ক্বাথ প্রস্তুত ঘৃত প্রয়োগ করিয়া উল্লিখিত রোগের শান্তি করিবে। এতদ্ব্যতীত অর্দ্দিতরোগোক্ত দ্রব্য সকল নস্যাদিরূপে প্রয়োগ করিবে। পিত্ত ও রক্তজনিত প্রতিশ্যায় রোগে কাকোল্যাদি মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত শীতল দ্রব্যদ্বারা পরিষেক ও প্রলেপ প্রদান করিবে।

> কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপকয়া॥
> যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥

কফজ প্রতিশ্যায়ে রোগীকে ঘৃতপান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর তিল মাষকলাই দ্বারা যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে মদন ফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ইহাদ্বারা বমন হইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সকল নিঃসারিত হইয়া থাকে। তদনন্তর কফ

নাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে।

দারুহরিদ্রারছাল, ইঙ্গুদীফল কুকত (দন্তী-বীজ) বা আপাঙ্গের বীজ ও তুলসী বা নিশিন্দাপত্র দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত বর্ত্তি দগ্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ধূম গ্রহণ করিলে কফজ প্রতিশ্যায়রোগ প্রশমিত হয়।

অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বা মল্লিকসংপুটে।
নব প্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥

ঘৃতযুক্ত যবের ছাতু একটি প্রজ্বলিত অঙ্গার পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অপর একখানি সছিদ্র সরব দ্বারা উহা আবৃত করিলে উল্লিখিত ছিদ্র দ্বার দিয়া ধূম নির্গত হইতে থাকে। উক্ত ছিদ্রপথে মল্লিকপত্র নির্ম্মিত সছিদ্র একটি নল প্রবিষ্ট করিয়া দিলে উক্ত নল দ্বারা ধূম নির্গত হইতে থাকিবে, সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে অভিনব প্রতিশ্যায় নিবারিত হইয়া থাকে।

রাত্রিযোগে শয়ন কালে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সুশীতল জল পান করিলে পীনসরোগের হস্ত হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

জয়ন্তীপত্র পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিয়া উহা হইতে রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রসের সহিত সৈন্ধবলবণ ও তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়রোগ অপনীত হইয়া থাকে।

গুড়সংযুক্ত মরিচের গুঁড়া স্নিগ্ধদ্রব্য ও অম্ল দধি সেবন করিলে অভিনবজাত প্রতিশ্যায়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহাদ্বারা কফ পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

তেঁতুলপত্র দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে অভিনবজাত প্রতিশ্যায় (শর্দ্দি) বিনষ্ট হয়। প্রতিশ্যায় রোগের পক্বাবস্থায় নস্তদ্বারা মস্তকের শ্লেষ্মা নিঃসারিত করিয়া ফেলা উচিত।

মস্তকে তৈল মালিশ করিলে স্বেদ নস্য এবং কটু ও অম্লদ্রব্য ভোজন বমন ও ঘৃত পান ইহাদের মধ্যে যে অবস্থায় যে ক্রিয়া উপযুক্ত হইবে চিকিৎসক সেই অবস্থায় সেই ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা প্রতিশ্যায় রোগের শান্তি করিবেন।

ভুক্তমাত্রে সৈন্ধবলবণের সহিত পাচিত মাষকলাই উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিলে পুরাতন সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়রোগ দূরীভূত হয়।

পিপুল, শজিনারবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ নস্যরূপে গ্রহণ করিলে প্রতিশ্যায়রোগ প্রশমিত হয়।

সুশ্রুতোক্ত সমস্ত প্রতিশ্যায়ের ঔষধ দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ক্রিমিযুক্ত প্রতিশ্যায়রোগে প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত ক্রিমিনাশক সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন। নাসার্ব্বুদ ও নাসার্শঃ প্রভৃতি অবশিষ্ট নাসারোগের অর্ব্বুদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

করবীরাদ্য তৈল।

রক্তকরবীরপুষ্পং জাতাশন মল্লিকায়াশ্চ॥
এতৈঃ সমস্ত তৈলং নাসার্শোনাশনং শ্রেষ্ঠম্॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ

কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে রক্তকরবীর পুষ্প জাতী-পুষ্প, শনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক তৈলে প্রদান এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনর্ব্বার মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে নাসিকাস্থ অর্শ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিখরী তৈল।

গৃহধূমকণাদারুক্ষারনক্তাসৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসাদ্ধসাংহিতম্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নি সন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামা-ইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক জলসিক্ত করিয়া তৈল ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা জলসিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ-পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং গৃহধূম, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, ডহকর ঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আপাঙ্গের বীজ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জলপ্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল মৃদুঅগ্নি দ্বারা পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্তৈতল নাসিকাদ্বারা নস্য রূপে গ্রহণ করিলে নাসিকাস্থ অর্শ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রক তৈল।

চিত্রকচবিকাদীপ্যাকনিদিগ্ধিকাকরঞ্জলবর্ণাকৈঃ।
গোমূত্রযুক্তং সিদ্ধংতৈলং নাসার্শসাং বিহিতম্॥

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা একছটাক জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জলসিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ, ও বালাপাতা এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোল সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং চিতারমূল, চই, যমানী, কণ্টীকারী, ডহকরঞ্জারবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দক্ষার, এই দ্রব্যগুলি সম-ভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের গোমূত্র প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলী য়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে নাসিকা অর্শ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রক হরীতকী।

চিত্রকত্থামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্।
শতং শতং রসং দত্বা পথ্যাচুর্ণাঢকং গুড়াৎ॥

শতং পচেদঘনীভূতে পলং দ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষ ত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথা গ্ন্যাদ্যাদতন্দ্রিতঃ।
হন্ত্যয়েঽয়ঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং ছুস্তরং ক্রিমীন্॥
গুল্মোদাবর্তত্থর্শাঃশ্বাসান্ হন্তি রসায়নম্॥

চিতার মূল চার সের এক পোয়া কুট্টিত করিয়া ৫০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ সাড়েবারসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। আমলকীর রস সাড়েবারসের। গুলঞ্চ ছয়সের একপোয়া ও ও দশমূল ছয়সের একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক একশত সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ পঁচিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে কিম্বা গুলঞ্চের কাথ পৃথক-রূপে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদনন্তর হরীতকীচূর্ণ আটসের ও গুড় সাড়েবারসের উক্ত কাথ রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনী, ছোটএলাচি ও তেজপত্র,এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে সমস্তে ৯৬ তোলা এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রদানপূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর শীতল হইলে পরদিবসে মধু চারিসের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয়কাস, পীনস, ক্রিমিরোগ, গুল্ম, উদাবর্ত্তঅর্শ ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নেত্ররোগ নিদান।

উষ্ণাভিতপ্তস্য জলে প্রবেশা
দ্দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
স্বেদাদ্রজোধূমনিষেচনাচ্চ
ছর্দ্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ॥
দ্রবাত্তথান্নান্নিশিসেবিতাচ্চ
বিন্মূত্রবাতক্রমনিগ্রহাচ্চ।
প্রশক্ত সংরোদনকোপশোকা
চ্ছিরোঽভিঘাতাদতিমদ্যপানাৎ॥
তথা ঋতুনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ
ক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ
নেত্রে বিকারান্ জনয়ন্তি দোষাঃ॥

আতপাদিদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সহসা জল প্রবেশ অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ অথবা নিয়ত অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, দিবা নিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ চক্ষুতে চর্ম্ম ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বমির বেগধারণ, বা অতি বমন, রাত্রিতে দ্রবঅন্নসেবন, মলমূত্র ও বায়ুর বারম্বার রোধ, সর্ব্বদা ক্রন্দন ক্রোধ ও শোক করণ, মস্তকে আঘাত, অতিশয় মদ্যপান, ঋতু বিপর্য্যয় অত্যন্ত ক্লেশ ও অশ্রুবেগ ধারণ এই সকল কারণে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া নানাবিধ নয়ন রোগ উৎপন্ন হয়। *

বাতাৎপিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দ শ্চতুর্ব্বিধঃ
প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়া করঃ॥

নেত্রাভিষ্যন্দে (নেত্র প্রদাহ, চোক উঠা) চারি প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ। ইহাদিগকে কষ্টদায়ক ও প্রায় সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগের আকর।

* প্রথমতঃ চক্ষুর অন্তর্গত মণ্ডল পটল দৃষ্টি ও সন্ধি সমূহের বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ অবগত না হইলে উহাদের রোগ সমস্ত বোধগম্য হওয়া যায়না, সেইজন্য তাহাদের কিছু বিবরণ সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। চক্ষুর মধ্যভাগে অঙ্গুষ্ঠোদর পরিমাণ অর্থাৎ দুই অঙ্গুল। সমস্ত নেত্রমণ্ডল আড়াই অঙ্গুল। কৃষ্ণমণ্ডলের পরিমাণ সমস্ত নেত্রের তৃতীয়াংশ। দৃষ্টিমণ্ডলের পরিমাণ কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ। চক্ষুতে পাঁচটী মণ্ডল ছয়টি সন্ধি ও ছয়টি পটল আছে। ইহারা সমুদয়ে সপ্তদশটী। প্রথমতঃ পাচটী মণ্ডল যথা পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল। চক্ষুর উপরি ভাগে ও নিম্নের পাতার অন্তস্থিত যে রোম সমস্ত দ্বারা চক্ষু পরিবেষ্টিত আছে, তাহার নাম পক্ষ্মমণ্ডল, চক্ষুর পাতার নাম বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতাংশের নাম শ্বেতমণ্ডল কৃষ্ণাংশের নাম কৃষ্ণমণ্ডল, এবং দর্শন ক্রিয়া সম্পাদক মধ্যস্থিত সূক্ষ্মাংশের নাম দৃষ্টিমণ্ডল। সর্ব্বমধ্যস্থলে দৃষ্টিমণ্ডল তৎপরে কৃষ্ণমণ্ডল, তৎপরে শ্বেতমণ্ডল, তৎপরে বর্ত্মমণ্ডল, তৎপরে পক্ষ্মমণ্ডল। সন্ধি ছয়প্রকার যথা পক্ষ্ম ও বর্ত্মের মধ্যস্থ সন্ধি বর্ত্ম ও শুক্ল মণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি; শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি সন্ধি (নাসিকা সমীপস্থ চক্ষুঃকোন) অপাঙ্গগত সন্ধি অর্থাৎ চক্ষুর অপর কোন। পটল ছয় প্রকার যথা বর্ত্মপটল, দুইটি এবং নয়ন বুদ্বুদে উপর্য্যুপরিস্তরবৎ চারিটি। এই চারিটী পটলেই তিমির নামক দারুণরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বোপরি পটল রস রক্তাশ্রয়ী, তন্নিম্নস্থপটল, মাংসাশ্রয়ী, তন্নিম্নস্থ পটল মেদসংশ্রিত, এবং সর্ব্বনিম্নস্থ পটল, অস্থিগত।

কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মসূর পরিমিত সচ্ছিদ্র অংশকে দৃষ্টিমণ্ডল কহে। ইহা শীত সংযোগে স্থূল ও উষ্ণযোগে সূক্ষ্ম হয়॥ দৃষ্টিমণ্ডল, রস রক্তাধার বাহ্য পটলদ্বারা আবৃত।

সুশ্রুত গ্রন্থে ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষুরোগ বর্ণিত আছে। যথা বাতজ দশপ্রকার, পিত্তজ দশপ্রকার শ্লেষ্মজ সতর প্রকার রক্তজ ষোল প্রকার ত্রিদোষজ পঁচিশপ্রকার এবং বাহ্যাশ্রয়ী ২ প্রকার।

বাতিক অভিষ্যন্দ।

নিস্তোদনস্তম্ভনরোমহর্ষ
সংহর্ষপারুষ্যশিরোঽভিতাপাঃ।
বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ
পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

বাতিকঅভিষ্যন্দেস্থচীবেধবদ্‌যন্ত্রণা জড়িমা রোমহর্ষ কর্করিকা রুক্ষতা শিরোবেদনা বিশুষ্কভাব ও শীতলাশ্রুপাত, এই সমস্ত বাতিক জনিত অভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ।

দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা
ধূমায়মানং বাষ্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ।
উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ
পিত্তাভিপন্নেনয়নেভবন্তি॥

পিত্তজনিত অভিষ্যন্দে চক্ষুর প্রদাহ ও পাক শীতলেচ্ছা ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি ও বাষ্প বাহুল্য এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত অভিষ্যন্দ।

উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ
কণ্ডূপদেহাবতিশীততা চ।
স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি
কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

কফজনিত অভিষ্যন্দে উষ্ণাভিলাষ গুরুতা অক্ষিশোথ কণ্ডূ পিচুটী চক্ষুর শীতলতা ও মুহুর্মুহু পিচ্ছিল স্রাব, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তজ অভিষ্যন্দ।

পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি॥
রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

রক্তজ অভিষ্যন্দে পৈত্তিকাভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাং।
তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ॥

উপরিউক্ত বাতজাদি চারিপ্রকার অভিষ্যন্দই উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বাতজাদি চারি প্রকার অধিমন্থ রূপে পরিণত হয়। সকল অধিমন্থেরই সাধারণ লক্ষণ তীব্র বেদনা।

অধিমন্থ।

উৎপাট্যতে ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা।
শিরসোঽর্দ্ধঞ্চ তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ॥

অধিমন্থরোগে চক্ষু এবং মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন উৎপাটিত ও মথিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি অভিষ্যন্দের লক্ষণ সকলও সংঘটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাতিক অধিমন্থে বাতাভিষ্যন্দের পৈত্তিক অধিমন্থে পিত্তাভিষ্যন্দের শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে শ্লৈষ্মিকাধিমান্থ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দের ও রক্তজাধিমন্থের রক্তজনিত অভিষ্যন্দের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

হন্যাদ্দৃষ্টিং শ্লৈষ্মিকঃ সপ্তরাত্রা
দধিমন্থো রক্তজঃ পঞ্চরাত্রাৎ।
ষড়্‌রাত্রাদ্বা বাতিকো বৈ নিহন্যাৎ
মিথ্যাচারাৎ পৈত্তিকঃ সদ্য এব॥

রোগী আহার বিহারাদির নিয়ম প্রতিপালন না করিলে শ্লৈষ্মিক অধিমন্থ সাত দিনে, রক্তজ অধিমন্থ ছয় দিনে এবং পিত্তজ সদ্যই, অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যে দৃষ্টিনাশ করে।

উদীর্ণ বেদনং নেত্রং রাগ শোথসমন্বিতং
ঘর্ষনিস্তোদশূলাশ্রুযুক্ত মামন্বিতং বিদুঃ॥
মন্দবেদনতা কণ্ডূঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা।
প্রশস্তবর্ণতা চাক্ষ্ণোঃ সংপকদোষমাদিশেৎ॥

তরুণ নেত্ররোগে অত্যন্ত বেদনা রক্ত বর্ণতা শোথ কর্করিকা সূচীবেধবৎ পীড়া শূলনী ও অশ্রুপাত পকনেত্ররোগে বেদনা শোথ ও অশ্রুপাতের অল্পতা কণ্ডূ ও নেত্রের স্বাভাবিক বর্ণতা হইয়া থাকে।

কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পকোডুম্বরসন্নিভঃ।
সংরম্ভী পচ্যতে যস্ত নেত্রপাকঃ স শোথজঃ॥
শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোথজে॥

চক্ষু পক্ক উডুম্বর সদৃশ লোহিত বর্ণ কণ্ডূ বিশিষ্ট পিঁচুটি লিপ্ত অশ্রুযুক্তওশোথবান্ হইয়া থাকিলে

সশোথ নেত্রপাক কহে। কিন্তু শোথ ব্যতিরেকে নেত্রপাকের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে তাহাকেও নেত্রপাক কহে।

উপেক্ষণাদক্ষি যদা থি মন্থো
বাতাত্মকঃ সাদয়তি প্রসহ্য।
রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এষ
হতাধিমন্থঃ খলুনাম রোগঃ॥

উপেক্ষিত হইলে, বাতাত্মক অভিষ্যন্দ চক্ষু শীঘ্র অবসন্ন ও তোদ শূলাদি নানাবিধ বেদনায় পীড়িত করে। তখন ইহাকে হতাধিমন্থ কহে হতাধিমন্থ অসাধ্য।

বারং বারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রুবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজশ্চ বিবিধাস্তীব্রাঃ সজ্ঞেয়ো বাতপর্য্যয়ঃ॥

বাত পর্য্যায়নামক রোগে, কুপিত বায়ু পর্য্যায়ক্রমে নেত্রদ্বয় ও জ্রূযুগলে নানাপ্রকার তীব্রবেদনা বারম্বার উপস্থিত করে।

যৎকূণিতং দারুণরুক্ষবর্ত্ম
সংদৃশ্যতে চাবিলদর্শনং যৎ।
সুদারুণং যৎপ্রতিবোধনে চ
শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি॥

শুষ্কাক্ষি পাকরোগে চক্ষুনিমীলিত ও দাহযুক্ত, চক্ষুর পাতাও রুক্ষ দৃষ্টি অপরিষ্কার ও আকুল এবং নেত্রোন্মীলনে কৃচ্ছ্রতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যস্যাবটুকর্ণশিরোহনুস্থো
মন্যাগতো বাপ্যনিলোহন্যতো বা।
কুর্য্যাদ্রুজং বৈ ভ্রুবি লোচনে চ
তমন্যতো বাতমুদাহরন্তি॥

অন্যতো বাত রোগে কুপিত বায়ুর আঘাত জন্য কর্ণে মস্তকে হনুদেশে বা, মন্যা নামক শিরায় অথবা অন্য কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া নেত্রে ও ভ্রূযুগলে বেদনা উপস্থিত করে। বায়ু অন্যত্র অবস্থিত হইয়া অন্যত্র বেদনা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম অন্যতো বাত।

শ্যাবং লোহিতপর্য্যন্তং সর্ব্বঞ্চাক্ষি প্রপচ্যতে।
সদাহশোথং শাস্রাবমম্লাধ্যুষিতমম্লতঃ॥

অম্লাধ্যুষিত রোগে চক্ষুরমধ্যভাগে ঈষন্নীলবর্ণ প্রান্তভাগ লোহিত বর্ণ হইয়া পাকিয়া উঠে। ইহাতে দাহ শোথ ও স্রাবও বিদ্যমান থাকে। অধিক অম্ল ভোজনে পিত্ত কুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপাদন করে।

আবেদনা বাপি সবেদনা বা
যস্যাক্ষিরাজ্যো হি ভবন্তি তাম্রাঃ।
মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ স তাদৃগ্
ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ॥
মোহাচ্ছিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু
জায়েত রোগস্তু শিরাপ্রহর্ষঃ।
তাম্রাভমস্রং স্রবতিপ্রগাঢ়ং
তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ॥

শিরোৎপাত নামক অক্ষিরোগে চক্ষু সকল অবেদন বা সবেদন হইয়া বারম্বার তাম্রবর্ণ বা বিকৃত বর্ণ হয়। ইহা অজ্ঞান বশতঃ উপেক্ষিত হইলে শিরা প্রহর্ষ নামক রোগে পরিণত হয় এবং রোগী কোন বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

নেত্র কৃষ্ণগত রোগ নিদান।

নিম্নরূপন্তু ভবেদ্ধি কৃষ্ণে
সূচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যদ্বৈ।
স্রাবং স্রবেদুষ্ণমতীব যচ্চ
তৎ সব্রণং শুক্রমুদাহরন্তি॥

চক্ষুর কৃষ্ণাংশে যদি সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার নিম্ন শুক্লবর্ণ আকৃতি দৃষ্ট হয় এবং উহাতে যদি অত্যন্ত ও উষ্ণস্রাব বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তাহাকে সব্রণ শুক্র কহে।

দৃষ্টেঃসমীপেন ভবেত্তু যচ্চ
ন চাবগাঢ়ং ন চ সংস্রবেদ্ধি।
অবেদনং বা ন চ যুগ্মশুক্রং
তৎ সিদ্ধিমায়াতি কদাচিদেব॥

ঐশুক্র যদি দৃষ্টি মণ্ডলের নিতান্ত নিকটে না হয় অধিক ভিতর পর্য্যন্ত আক্রমণ না করে, অধিক স্রাব ও বেদনা না থাকে, তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহা বিপিরীত লক্ষণান্বিত হইলে অসাধ্য মুখ শুক্র ও অসাধ্য।

স্থন্দাত্মকং কৃষ্ণগতং সচোষং
শঙ্খেন্দুকুন্দ প্রতিমাবভাসং।
বৈহায়সাভ্রপ্রতনু প্রকাশ
মথাব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি॥

সব্রণ শুক্রের ন্যায় অব্রণ শুক্রও উৎপন্ন হয়। ইহা অভিষ্যন্দ জাত জ্বালা যুক্ত, শঙ্খ ইন্দু ও কুন্দ সদৃশ শুক্ল বর্ণ ও আকাশ স্বচ্ছ পাতলা মেঘবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। ইহা সুখসাধ্য।

গম্ভীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং
চিরোত্থিতঞ্চাপি বদন্তি কৃচ্ছ্রং।
বিচ্ছিন্ন মধ্যং পিশিতাবৃতং বা
চলং শিরা সূক্ষ্মামদৃষ্টিকৃচ্ছ॥
দ্বিত্বগ্ গতং লোহিত মন্ততশ্চ
চিরোত্থিতঞ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ং॥

অব্রণ শুক্রও দূরাব্যাপ্ত বিস্তৃত ও দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে কৃচ্ছ্র সাধ্য আর ঐ শুক্রের মধ্যভাগের মাংস বিদীর্ণ হওয়াতে উহা যদি সচ্ছিদ্র ও নিম্ন অথবা উন্নত মাংসে আবৃত চঞ্চল সূক্ষ্মসূক্ষ্ম শিরাব্যাপ্ত দৃষ্টিনাশ পটলদ্বারাশ্রয়ী লোহিত বর্ণ ও দীর্ঘ কালোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

উষ্ণাশ্রুপাতঃ পীড়কা চ নেত্রে
যস্মিন্ ভবেৎ মুদ্গনিভঞ্চ শুক্রং।
তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচি
দন্তচ্চ যৎ তিত্তিরিপক্ষিতুল্যং॥

উষ্ণ অশ্রুপাত, নেত্রে পীড়কা এবং শুক্র যদি মুগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অথবা তিত্তিরি পক্ষির পক্ষ সদৃশ হয়, তাহা হইলেও ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

শ্বেতং সমাক্রামতি সর্ব্বতো হি
দোষেণ যস্যাসিত মণ্ডলঞ্চ॥
তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিরোগং
সর্ব্বাত্মকং বর্জ্জয়িতব্যমাহুঃ

যে পীড়ায় সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল শুক্লবাত হয় তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। ইহা ত্রিদোষজনিত ব্যাধি অসাধ্য।

অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্
সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ।
বিগৃহ্য কৃষ্ণংপ্রচোঽভ্যুপৈতি
তচ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ॥

শুকছাগী বিষ্ঠার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অতিশয় বেদনাযুক্ত ঈষল্লোহিত বর্ণ ও সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল ব্যাপী মেদঃ ইহাকে অজকাগত রোগ কহে। ইহাতে ঘন পিচ্ছিল ও রক্তবর্ণ স্রাব শ্রুত হয়। ইহা তৃতীয় পটল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমে পটলে দোষাযস্ত দৃষ্ট্যাং ব্যবস্থিতাঃ।
শ্চব্যক্তানি সরূপাণি কদাচিদভি পশ্যতি॥

দৃষ্টি মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ প্রথম পটলে দোষ ব্যবস্থিত হইলে পদার্থ সকল সম্যক দৃষ্ট না হইয়া অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দৃষ্টিভ্রংশঃ বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে।
মক্ষিকামশকাংশ্চাপি জালকানি চ পশ্যতি॥
মণ্ডলানি পতাকাংশ্চ মরীচিং কুণ্ডলানি চ॥
পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষমভ্রং তমাংসি চ।
দূরস্থানি চ রূপাণি মন্যতে স সমীপতঃ॥
সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টের্গোচর বিভ্রমাৎ।
যত্নবানপি চাত্যর্থং সূচীপাশঃ ন পশ্যতি॥

দোষ দ্বিতীয় পটল গত হইলে অত্যন্ত দৃষ্টি বিভ্রম হয়। মক্ষিকামশক জাল মণ্ডল পতাকা সূর্য্যরশ্মি কুণ্ডল মণ্ডলাদি পরিপ্লব বৃষ্টি মেঘ ও অন্ধকার প্রভৃতি অনুপস্থিত রূপ সকলকে উপস্থিত করিয়া বোধ হয়। দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ বলিয়া ভ্রম হয়। অতিযত্নে ও সূচীর ছিদ্র দেখা যায় না।

ঊর্দ্ধং পশ্যতি নাধস্তাৎ তৃতীয়ং পটলং গতে।
মহান্ত্যপি চ রূপাণি ছাদিতানীচ চাম্বরৈঃ॥
কর্ণনাসা ক্ষিহীনানি বিকৃতানীব পশ্যতি।
যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টিদোষে বলীয়সি॥

দোষ তৃতীয়গত হইলে রোগী অধোদিকে দেখিতে পায় না; ঊর্দ্ধদিকে দেখিতে পায়, কিন্তু বৃহদাকার বস্ত সকলকে ও যেন বস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ হয়, প্রাণি সকলকে যেন নাসিকা কর্ণ ও চক্ষুহীন বলিয়া ভ্রম জন্মে। দোষ

অত্যন্ত প্রবল হইলে দোষের বর্ণানুসারে শ্বেত পীতাদি বর্ণ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ কফাধিক্য শ্বেত, পিত্তাধিক্য পীত ইত্যাদি প্রকার হইয়া থাকে।

অধঃস্থিতে সমীপস্থং দূরস্থং চোপরিস্থিতৈঃ।
পার্শ্বস্থিতে তথাদোষে সংকুলানীব পশ্যতি॥
সমন্ততঃ স্থিতে দোষে সংকুলানীব পশ্যতি।
দ্বিধাস্থিতে পশ্যেদ্বহুলঞ্চানবস্থিতে।
দোষে দৃষ্ট্যাশ্রিতে তির্য্যক্ স এবং মন্যতে দ্বিধা॥

দৃষ্টদোষে সমস্ত দৃষ্টি মণ্ডলের অধোদিকে থাকিলে সমীপস্থ উপরে থাকিলে দূরস্থ এবং পার্শ্বদিকে থাকিলে পার্শ্বস্থ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়না এবং চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইলে ভিন্নরূপে সমস্ত মিলিতবৎ বোধ হয়। দোষ দুইভাগে অবস্থিত হইলে এক দুইটি বলিয়া এবং অনির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত হইলে একটিকে অনেক বলিয়া ভ্রম জন্মে। দৃষ্টি মণ্ডলের মধ্যভাগে তির্য্যগ ভাবে অবস্থিত হইলে ও এক বস্তুকে দুইটি বলিয়া প্রত্যয় হয়।

তিমিরাখ্যং সবৈ দোষশ্চতুর্থং পটলং যতঃ।
রুণদ্ধি সর্ব্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গনাশমতঃ পরং॥
অস্মিন্নপি তমোভূতে নাতিজস্তে মহাগদে।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রাবন্তরীক্ষে চ বিদ্যুতং॥
নির্ম্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূন্থ পশ্যতি॥
সএব লিঙ্গনা শস্তু নীলিকা কাচসংজ্ঞিতঃ॥

দোষ চতুর্থপটল আশ্রয় করিলে তিমির নাশক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে সর্ব্বতো ভাবে দৃষ্টিরোধ হইয়া থাকে। তিমিরাখ্য মহাব্যাধি যতদিন না গাঢ়তর হয়, ততদিন সূর্য্য নক্ষত্র বিদ্যুৎ তেজঃ পদার্থ ও রত্নাদি নির্ম্মল উজ্জল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গাঢ়তর হইলে আর তাহা দেখা যায় না। লিঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি নাশ করে বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ নাশ কহে। লিঙ্গনাশের অপর নাম নীলিকা ও কাচ। কোন কোন গ্রন্থে তৃতীয় পটলগত দোষ কাচ নামে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাতেন চাপি রূপাণি ভ্রমন্তীব চ পশ্যতি।
আবিলানস্থ রুণাভানি ব্যাধিবানিব মানবঃ॥
পিত্তেনাদিত্যখদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্গুণাম্।
নৃত্যন্তশ্চৈব শিখিনঃ সর্ব্বং নীলঞ্চ পশ্যতি॥
কফেন পশ্যেদ্রূপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ।
পশ্যেদসূক্ষ্মাণ্যত্যর্থং ব্যভ্রমেবন সংপ্লবং॥
সলিলপ্লাবিতানীচ পরীজাত্যানি মানবঃ॥
পশ্যেদ্রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ।
সসিতান্যপি কৃষ্ণানি পীতান্যপি চ মানবঃ॥
সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্যতি॥
বহুধা চ দ্বিধা চাপি সর্ব্বাণ্যেব সমন্ততঃ।
হীনাধিকাঙ্গান্যপি বা জ্যোতীংষ্যপি চ ভূয়সা॥

বাতিক লিঙ্গনাশে রোগীর বোধ হয় যেন, আবিল ঈষল্লোহিত বর্ণ কুঞ্চিত রূপ সকল ভ্রমণ করিতেছে।

পৈত্তিক লিঙ্গ নাশে দোষ যেন খদ্যোত ইন্দ্র ধনুঃ বিদ্যুৎ ও সূর্য্যাদিতেজঃ পদার্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছে এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। এবং সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে।

শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে রূপ সকল স্নিগ্ধ ও অতি স্থূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মেঘশূন্য আকাশকে মেঘাবৃত বলিয়া পদার্থ সকলকে জল প্লাবিত ও জড়ীভূত বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

রক্তলিঙ্গ নাশে কৃষ্ণবর্ণ বিবিধ বস্তুকে রক্তবর্ণ কখন কখন শুটি বা পীতবর্ণ বলিয়াও বোধ হয়। ত্রিদোষ জনিত লিঙ্গনাশে বিপরীত দর্শন অর্থাৎ বস্তু সকলকে কখন নানাবর্ণে চিত্রিত কখন দুইভাগে কখন বা বহুভাগে বিভক্ত কখন হীনাঙ্গ কখন বা অধিকাদি বলিয়া বোধ হয়। কখন বা চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃ পদার্থ সকল দৃষ্ট হইতে থাকে।

পিত্তং কুর্য্যাং পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং পিত্ততেজসা।
পীতা দিশস্তু খদ্যোতান্ ভাস্করঞ্চাপি পশ্যতি॥
বিকীর্য্যমানান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাং স্তেজোভিরেববা॥

পিত্ত (রক্ত) পিত্ততেজে উদ্রিক্ত হইয়া পরিম্লায়ি নামক পীড়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই পীড়ায় দিক সকল এমন কি খদ্যোত ও সূর্য্য ও পীতবর্ণ দেখায়। বৃক্ষ সকলকে খদ্যোত বা হীরকাদি উজ্জ্বল পদার্থ দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

বক্ষ্যামি ষড়্‌ বিধং রোগং লিঙ্গনাশমতঃ পরং।
রাগোঽরুণো মারুতজঃ প্রদিষ্টো
ম্লায়ী চ নীলশ্চ তথৈব পিত্তাৎ॥
কফাৎ সিতঃ শোণিতজঃ সরক্তঃ
সমস্ত দোষ প্রভবো বিচিত্রঃ॥

বাতাদি ভেদে যে ছয়প্রকার কথিত হইল উহারা বাতাদির বর্ণভেদে ও ছয়প্রকার হইয়া থাকে। যথা বাতিক লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পৈত্তিক লিঙ্গনাশে ও পরিম্লায়ী নেত্র-রোগে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে শ্বেতবর্ণ রক্তজে সরক্ত এবং ত্রিদোষজে দৃষ্টি-মণ্ডল বিবিধবর্ণ হয়।

অরুণং মণ্ডলং দৃষ্ট্যাং স্থূলকাচারুণপ্রভং॥

বাতজ লিঙ্গনাশে অরুণবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডল অরুণাভ স্থূল কাচের সদৃশ হইয়া থাকে।

পরিম্লায়িনি রোগে স্যাৎ ম্লায়ি নীলঞ্চ মণ্ডলং।
দোষক্ষয়াৎ স্বয়ন্তত্র কদাচিৎ স্যাত্‌ দর্শনং॥

পরিম্লায়ি রোগে দৃষ্টিমণ্ডল ম্লান ও নীলবর্ণ হয় দোষের ক্ষয় হইলে এই রোগে কখন কখন দর্শন শক্তি প্রত্যাগত হইয়া থাকে।

অরুণাং মণ্ডলং বাতাৎ চঞ্চল্যং পরুষং তথা।
পিত্তান্মণ্ডলমানীলং কাংস্যাভং পীতমেব চ॥
শ্লেষ্মণো বহুলং শীতং শঙ্খকুন্দেন্দু পাণ্ডুরং।
চলৎ পদ্মপলাশস্থঃ শুক্লো বিন্দুরিবাম্ভসঃ॥
মৃজ্যমানে চ নয়নে মণ্ডলং তদ্বিসর্পতি।
প্রবাল পদ্ম প্রত্রাভং মণ্ডলং শোণিতাত্মকং॥
দৃষ্টিরাগো ভবেচ্চিত্রো লিঙ্গনাশশ্চ দোষজে।
যথাস্বং দোষ লিঙ্গানি সর্ব্বেষ্বেব ভবন্তি চ॥

বাতজনিত লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ চঞ্চলও রুক্ষ পিত্তজ লিঙ্গনাশে মণ্ডল নীল বা পীত অথবা কাংস্যাভ শ্লেষ্মজ লিঙ্গনাশে মণ্ডল পীতবর্ণ অথবা শঙ্খ কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা পদ্মপত্রস্থ জল বিন্দুর ন্যায় শুক্ল ও চঞ্চল হয়। নেত্র মার্জ্জন করিলে ইহাও ইতস্ততঃ করিয়া বেড়ায়। রক্তজ মণ্ডল প্রবাল ও রক্ত পদ্মপত্র লোহিতবর্ণ এবং ত্রিদোষজ মণ্ডল উপরি উক্ত নীল পীতাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ বিশিষ্টই হইয়া থাকে। বাতাদি যে যে দোষে যে যে বেদনা উৎপাদন করে, লিঙ্গনাশ রোগেও তাহারা সেই সেই বেদনা জন্মাইয়া থাকে।

ষড়্‌ লিঙ্গনাশাঃ ষড়িমে চ রোগা
দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষড়্‌ চ ষড়েব বাচ্যাঃ॥

দৃষ্টিমণ্ডল যে দ্বাদশ প্রকার রোগ উৎপাদন করে তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ নামক ছয় প্রকারের লক্ষণ লিখিত হইল এক্ষণে পিত্ত বিদগ্ধ প্রভৃতি অপর ছয়প্রকার দৃষ্টাশ্রয় রোগের বিবরণ লিখিত হইতেছে॥

পিত্তেন দুষ্টেন যদা তু দৃষ্টিং
পীতা ভবেদ্‌যস্য নরস্য কিঞ্চিৎ।
পীতানি রূপাণি চ যেন পশ্যেৎ
সবৈ নরঃ পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টিঃ।
প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলন্তু দোষে
দিবা ন পশ্যেন্নিশি চেক্ষতে সঃ।
রাত্রৌ চ শীতানু গৃহীত দৃষ্টিঃ
পিত্তাল্পভা যাবদপি তানি পশ্যেৎ॥

দূষিত পিত্ত দৃষ্টির প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ হয়, সুতরাং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে। এবং ঐ বিদগ্ধ পিত্ত যদি তৃতীয় পটলগত হয় তাহা হইলে রোগী দিবসে দেখিতে পায় না রাত্রিতে শৈত্য নিবন্ধন দৃষ্টি স্নিগ্ধ এবং পিত্ত তেজোহীন হওয়ায় তখন সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় এইপ্রকার রোগকে পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি কহিয়া থাকে।

তথা নরঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি
স্তান্যেব শুক্লানি তু মন্যতে সঃ।
ত্রিষু স্থিতোঽল্প পটলেষু দোষো
নক্তান্ধ্য মাপাদয়তি প্রসহ্য॥
দিবা স সূর্য্যানু গৃহীত দৃষ্টিঃ
পশ্যেত্ত রূপাণি কফাল্পভাবাৎ॥

প্রদুষ্ট কফ দৃষ্টির প্রথম দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে রোগী সকল পদার্থই শুক্লবর্ণ মনে করে কিন্তু যদ্যপি ঐ কফ অল্পদুষ্ট হইয়া তৃতীয় পটল আশ্রয় করে তাহা হইলে রাত্র্যন্ধরোগ উপ. স্থিত হয়। দিবাভাগে সূর্য্য কিরণে দৃষ্টিতীক্ষ্ণ

ও কফ মন্দীভূত হওয়াতে তখন সকল বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগকে শ্লেষ্ম বিদগ্ধ দৃষ্টি কহে।

শোকজ্বরায়াস শিরোঽভিতাপৈ
রভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
ধূম্রাংস্তথা পশ্যতি সর্ব্বভাবান
স ধূম দর্শীতি নরঃ প্রদিষ্টঃ॥

শোকজ্বর পরিশ্রম ও মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত জনিত দৃষ্টি বিকৃতি হইলে সমস্ত বস্তু ধূমময় বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার রোগকে ধূম দর্শন কহে॥

যো হ্রস্বজাড্যো দিবসেষু কৃচ্ছ্রাৎ
হ্রস্বজ্ঞানি রূপাণি চ তেন পশ্যেৎ॥

হ্রস্বজাড্যনামক রোগে, দিবসে অতি কষ্টে দেখিতে পায়, কিন্তু বৃহৎ আকার সমস্ত ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভূত হয়।

বিদ্যোতত্তে যস্য নরস্য দৃষ্টি
র্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
চিত্রাণি রূপাণি দিবা স পশ্যেৎ
সবৈ বিকারো নকুলান্ধ সংজ্ঞঃ॥

বাতাদিদোষ দৃষ্টিমণ্ডলের সর্ব্বাংশ আশ্রয় করিলে দৃষ্টি নকুলের ন্যায় প্রতিভাসিত হয়, সুতরাং রোগী দিবসে পদার্থ সকল চিত্রিতবৎ দর্শন করে। এইরূপ রোগকে নকুলান্ধ কহে।

দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনো পসৃষ্টা
সঙ্কোচমভ্যন্তরতস্তু যাতি।
রুজাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং
গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

কুপিত বায়ুদ্বারা নেত্র আক্রান্ত হইলে, দৃষ্টি-বিকৃত অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত প্রগাঢ় বেদনাযুক্ত হয়। এই রোগকে গম্ভীরিকা কহে।

বাহ্যৌ পুনর্দ্ধবি হসংপ্রদিষ্টৌ
নমিত্ততশ্চাপ্যনিমিত্ত তশ্চ।
নিমিত্ততস্তত্রশিরোঽভিতাপাৎ
জ্ঞেয়স্ত্বভিষ্যন্দনিদর্শনঃ সঃ॥
সুরর্ষিগন্ধর্ব্ব মহোরগাণাং
সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্করস্য।
হন্যেত দৃষ্টিমনুজস্য যস্য
স লিঙ্গনাশস্ত্ব নিমিত্ত সংজ্ঞঃ।
তত্রাক্ষিবিস্পষ্টমিবাতিভাতি
বৈদূর্য্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ॥

এতদ্ভিন্ন সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত ভেদে আর দুইটি আগন্তু বা লিঙ্গনাশ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সনিমিত্ত লিঙ্গনাশ, শিরোরোগ হইতে উৎপন্ন রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণাক্রান্ত। অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ, দেবতা ঋষি গন্ধর্ব্ব মহানাগ ও ভাস্করের অদনর্শনহেতু দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুঃ উজ্জল এবং দৃষ্টি-মণ্ডল বৈদূর্য্যমণিবৎ শ্যামবর্ণ ও নির্ম্মল হয় কিন্তু দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যে হেতু দেবতা প্রভৃতি মহানুভবগণ মনুষ্যের অবয়বকে দূষিত না করিয়া অবয়বের শক্তি বিনষ্ট করে।

নেত্রশুক্লগতরোগ নিদান।

প্রস্তার্য্যার্ম তনুস্তীর্ণং শ্যাবংরক্তনিভং সিতে।

চক্ষুর শুক্লভাগে শ্যাব বা লোহিতবর্ণ বিস্তৃত ও পাতলা যে, পর্দ্দা উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রস্তার্য্যার্ম কহে।

সশ্বেতং মৃদু শুক্লার্ম শুক্লে তদ্বর্দ্ধতে চিরাৎ।

শুক্লভাগে শ্বেতাভ কোমল দীর্ঘকালে বর্দ্ধন শীল যে পর্দ্দা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শুক্লার্মকহিয়া থাকে।

পদ্মাভং মৃদু রক্তার্ম যন্মাসং চীয়তে সিতে॥

শ্বেতাংশে অরুণ পদ্মনিভ কোমল যে মাংস সঞ্জাত হয়, তাহাকে রক্তার্ম কহে।

পৃথুমৃদ্বধিমাং সার্ম বহলঞ্চ যকৃন্নিভং॥

শুক্লমণ্ডলে বিস্তীর্ণ কোমল স্থূল ও যকৃতের ন্যায় কৃষ্ণ লোহিত যে মাংসোচ্ছ্বাস হয়, তাহাকে অধিমাসার্ম কহে।

স্থিরং প্রস্তারি মাংসাঢ্যঃ শুষ্কং স্নেয়ার্ম পঞ্চমং।
শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবোচে॥

শুক্লভাগে কঠিন স্রাবরহিত বিস্তীর্ণ ও মাংসাঢ্য যে পর্দ্দা উৎপন্নহয় তাহাকে স্নেয়ার্ম কহে।

শুক্ত্যাভাঃ সিতনিয়তাঃ সশুক্তিসংজ্ঞাঃ ॥

শুক্লমণ্ডলে শ্যামবর্ণ কিম্বা মাংস বা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বিন্দুসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শুক্তিকা কহে ॥

একো যঃ শশরুধিরোপমশ্চ বিন্দুঃ।
শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি ॥

শুক্লভাগে শশরক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একমাত্র বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে অর্জ্জুন বলে।

শ্লেষ্মমারুতকোপেন শুক্লে পিষ্টং সমুন্নতং।
পিষ্টবৎ পিষ্টকং বিদ্ধিমলাক্তাদর্শসন্নিভং ॥

যত শ্লেষ্মার প্রকোপ জনিত ও স্বভাগে পিষ্টবৎ শুভ্রবর্ণ গোলাকার যে স্ফীত মাংসোচ্ছ্বাস হয় তাহাকে পিষ্টক বলে। পিষ্টক দেখিতে মলিন দর্পণের ন্যায়।

জলাভাঃ কঠিনশিরো মহান্ সরক্তঃ।
সন্তানঃ স্মৃত ইহ জালসংজ্ঞিতঃ ॥

শুক্লভাগে, রক্তবর্ণ কঠিন বাতরোগে শিরা সকল উৎপন্ন হইয়া জলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শিরা শিরাজাউ বলা যায়।

শুক্লস্থাঃ সিতপীড়কাঃ শিরাবৃতা শ্চ।
তা ক্রয়াদসিতসমীপজাঃ শিরাজাঃ ॥

কৃষ্ণমণ্ডলের নিকটবর্ত্তি শুক্লভাগে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ পীড়কা সকল শিরাসমূহে আবৃত হইলে শিরা পীতকা কহে।

কাংস্যাভোঽমৃদুরথ বারিবিন্দুকল্পো।
বিজ্ঞেয়ো নয়নসিতে বলাসরূপঃ ॥

শুক্লভাগে কাংস্যবৎ শুভ্রবর্ণ কঠিন জলবিন্দু সদৃশ ঈষদুষ্ণ যে আকৃতি উৎপন্ন হয়। তাহাকে ব্যাস কহে।

নেত্রসন্ধিগতরোগ।

পক্কঃ শোথঃ সন্ধিজোযঃ সতোদঃ
স্রবেৎ পূয়ং পূতি পূয়াল সাধ্যঃ।

নেত্রের কনীকে সন্ধিতে তোদ বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া পূতি পূযস্রাব করিলে পূয়ালস কহে।

গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টি সন্ধাব পাকী
কণ্ডূ প্রায়োনীরুজাস্ত্ব পনাহঃ ॥

কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টি মণ্ডলের সন্ধিতে ঈষৎপাকী অল্প বেদনাযুক্ত কণ্ডূ বহুল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে উপনাহ বলা যায়।

গত্বা সন্ধীনশ্রু মার্গেন দোষাঃ
কুর্য্যুঃ স্রাবান্ লক্ষণৈঃ স্বৈরু পেতান্।
তংহি স্রাবং নেত্রনাড়ীতি চৈকে
তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্দ্ধা ॥

দোষ সমস্ত অশ্রুমার্গ অবলম্বন করিয়া নেত্রান্তর্গত সন্ধি চতুষ্টয়ে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত স্রাব উৎপাদন করে। তাহাকে স্রাব বোধ কহে কোন কোন গ্রন্থকার নেত্রনাড়ী ও কহিয়া থাকেন। স্রাব চারি প্রকার তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

পক্কাৎ সন্ধৌ সংস্রবেদ্‌যস্তু পূয়ং
পূয়স্রাবোঽসৌ গদঃ শর্ব্বজস্তু ॥

সন্ধিস্থ যে শোথ পাকিয়া পূযস্রাব করে, তাহাকে পূয়স্রাব কহে। ইহা ত্রিদোষজ ॥

শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং চ স্রবেত্তু
শ্লেষ্ম স্রাবোঽসৌবিকারো মতস্তু ॥
রক্তস্রাবঃ শোণিতোত্থো বিকারঃ
স্রবেদুষ্ণং তত্র রক্তং প্রভূতং ॥

যে শোথ পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ঘন ও পিচ্ছিলস্রাব করে, তাহাকে শ্লেষ্মস্রাব কহে।

সন্ধিজ যে শোথ বহুল পরিমাণে দুষ্টরক্তস্রাব করে, তাহাকে রক্তস্রাব কহে ইহা রক্ত প্রকোপজ ॥

হরিদ্রাভং পীতমুষ্ণং জলম্বা
পিত্তস্রাবঃ সংস্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ ॥

সন্ধিমধ্য হইতে হরিদ্রার ন্যায় পীতবর্ণ অথবা জলবৎ নিঃসৃত হইলে তাহাকে পিত্তস্রাব কহে।

তাম্রা তন্বী দাহ শূলোপপন্না
জ্ঞেয়ো বৈদ্যৈঃ পর্ব্বণী বৃত্তশোথা ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধিতে তাম্রবর্ণ দাহ

শূল বিশিষ্ট গোলাকার পাতলা শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে পর্ব্বণী কহে।

> জাতাসন্ধৌ কৃষ্ণশুক্লেঽলজী স্যাৎ
> তস্মিন্নেব খ্যাপিতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ॥

ঐ সন্ধিতে প্রমেহাধিকারোক্ত অলজী লক্ষণাক্রান্ত শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অলজী বলা যায়।

> ক্রিমিগ্রন্থিবর্ত্মতঃ পক্ষ্মতশ্চ
> কণ্ডূং কুর্য্যুঃ ক্রিময়ঃ সন্ধিজাতাঃ।
> নানারূপা বর্ত্ম শুক্লাক্ষ সন্ধৌ
> চরন্তোন্তর্নোচনং দূষয়ন্তঃ॥

বর্ত্ম ও পক্ষ্মমণ্ডলের সন্ধিতে নানাপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডূ উৎপাদন করে। ক্রমে উপরাবর্ত্ম ও শুক্ল মণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুকে দূষিত করিয়া ফেলে।

নেত্রবর্ত্মরোগ।

> অভ্যন্তরমুখী তাম্রা বাহ্যতো বর্ত্মনশ্চ যা।
> সোৎসঙ্গোৎ সঙ্গপীড়কা সর্ব্বজা স্থূল কণ্ডূরা॥

এক্ষণে একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ লিখিত হইতেছে। চক্ষুর নিম্নের পাতায় সঞ্জাত পীড়কা বিশেষকে উৎসঙ্গ পীড়কা বলে। এই পীড়কা স্থূল ও কণ্ডূযুক্ত। ইহার মুচ পাতার অভ্যন্তরে বাহিরে তাম্রবর্ণ ভিতরে পূয় থাকে। ইহা ত্রিদোষ জনিত।

> বার্ত্মান্তে পীড়কা ধ্মাতা ভিদ্যন্তে চ স্রবন্তি চ।
> কুম্ভিকাবীজ প্রতিমাঃকুম্ভিকাঃ সন্নিপাতজাঃ॥

বর্ত্মের প্রান্তভাগে একপ্রকার পীড়কা জন্মে তাহা বিদীর্ণ হইয়া রসাদি স্রাব করে পুনর্ব্বার আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহার আকৃতি কুম্ভিকা নামক ফলের বীজ সদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে কুম্ভিকা কহে। ইহা ত্রিদোষ জনিত কুম্ভিকাফল কচ্ছদেশে জন্মে। ইহা দেখিতে দাড়িমের ন্যায় বীজ ও দাড়িমবীজ সদৃশ হইয়া থাকে।

> স্রাবিণ্যঃ কণ্ডূরা গুর্ব্বো রক্তসর্ষপ সন্নিভাঃ।
> রুজাবত্যশ্চ পীড়কাঃ পোথক্য ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥

চক্ষুর পাতায় স্রাব ও কণ্ডূযুক্ত গুরুভার সম্পন্ন বেদনা বিশিষ্ট রক্ত সর্ষপের ন্যায় যে সকল পীড়কা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে পোথকী কহে।

> পীড়কা যা খরাস্থূলা সূক্ষ্মাভিরভি সংবৃতা।
> বর্ত্মস্থা শর্করাযাম সরোগে বর্ত্ম দূষকঃ॥

চক্ষুর পাতায় উৎপন্ন স্থূল ও খরস্পর্শ যে পীড়কা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু পীড়কা দ্বারা আকীর্ণ তাহাকে বর্ত্মশর্করা বলে। ইহা বর্ত্মদূষক।

> এর্ব্বারুবীজ প্রতিমাঃ পীড়কা মন্দবেদনাঃ।
> শ্লেষ্মা খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তনর্শোবর্ত্ম কীর্ত্ত্যতে॥

নেত্রবর্ত্মে কাঁকুর বীজ সদৃশ মন্দ বেদনা মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র পীড়কা জন্মিলে তাহাকে অর্শোবর্ত্ম্য কহে।

> দীর্ঘাঙ্কুরঃ খরস্তব্ধো দারুণোঽভ্যন্তরোদ্ভবঃ।
> ব্যাধিরেষোঽভিবিখ্যাতঃ শুষ্কার্শো নামনামতঃ॥

চক্ষুর পাতার অভ্যন্তরভাগে কর্কশ স্রাব রহিত ও অতি কঠিন দীর্ঘ মাংসাঙ্কুর জন্মিলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে।

> দাহতোদবতি তাম্রা পীড়কাবর্ত্ম সম্ভবা।
> মৃদ্বীমন্দরুজা সূক্ষ্মাশ্লেষ্মা সাঞ্জন নামিকা॥

নেত্রবর্ত্মে দাহ ও তোদ বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ কোমল এবং অল্প বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম পীড়কা উৎ-পন্ন হইলে তাহাকে অঞ্জন পীড়া কহে।

> বর্ত্মো পচীয়তে যস্ত পীড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
> সবর্ণাভিঃ স্থিরাভিশ্চ বিদ্যাদ্বহুল বর্ত্মতৎ॥

বহুলবর্ত্ম নামক রোগে চক্ষুর পাতা সকল শ্যামবর্ণ কঠিন পীড়কা সমূহে ব্যাপ্ত হয়।

> কণ্ডূমত্যাল্পতোদেন বর্ত্মশোথেন যোনরঃ।
> ন স সংছাদয়েদক্ষি চক্রর্শে বর্ত্ম বন্ধকঃ॥

চক্ষুর পাতার কণ্ডূ ও অল্প বেদনাযুক্ত শোথ হওয়াতে যদি চক্ষু সম্যক নিমীলন করিতে না পরে তাহা হইলে তাহাকে বর্ত্ম বন্ধক পীড়া কহে।

মৃদ্বল্প বেদনং তাম্রং যদ্বর্ত্ম সমমেব চ।
অকস্মাচ্চ ভবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্মেতি তদ্বিদুঃ॥
ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুতং শোণিতং বিদহেদ্যদা।
ততঃ ক্লিন্নত্বমাপন্ন মুচ্যতে বর্ত্ম কর্দ্দমঃ॥

যদি চক্ষুর দুইটী পাতাই অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ কোমল ও অল্প বেদনাযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে। এবং ঐ ক্লিষ্ট-বর্ত্ম রোগে যদি পিত্ত ও রক্ত কুপিত হয় তাহইলে বর্ত্মকর্দ্দম বলা যায়।

যদ্বর্ত্ম বাহ্য তোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনং।
তমাহুঃ শ্যাববর্ত্মেতি বর্ত্মরোগ বিশারদাঃ॥

নেত্রবর্ত্মের বহিরন্তঃ উভয় দিকই যদি শ্যাম-বর্ণ হয় এবং যদি উহাতে ব্যাথা ও শূলনি থাকে তাহা হইলে তাহাকে শ্যামবর্ত্ম বলে।

অরুজং বাহ্যতঃ শূনং বর্ত্ম যস্য নরস্য হি।
প্রক্লিন্নবর্ত্ম তদ্বিদ্যৎ ক্লিন্নমত্যর্থমন্ততঃ॥

চক্ষুর পাতার বহির্দ্দিক অল্প বেদনা ও শোথ যুক্ত এবং ভিতর দিক ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহিয়া থাকে।

যস্য ধৌতান্যধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃপুনঃ।
বর্ত্মান্যপরিপকানি বিদ্যাৎক্লিন্নবর্ত্ম তৎ॥

অক্লিন্নবর্ত্মরোগে চক্ষুর পাতা থাকে না অথচ ধৌত হউক বা অধৌত থাকুক পরস্পর পুনঃ পুনঃ জোড়া লাগিয়া যায়।

বিমুক্তসন্ধি নিশ্চেষ্টং নেত্র যস্য ন মীল্যতে।
এতদ্বাতহতং বর্ত্ম জানীয়াদক্ষি চিন্তকঃ॥

বাতাহতবর্ত্মরোগে বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্য গত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়াতে বর্ত্ম নিমেষোন্মেষ রহিত হইয়া নিমীলিত অবস্থাতেই থাকে।

বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থিভূত সবেদনং।
আচক্ষিতারর্ব্ব দমিতি সরক্তসবিলাম্বিতং॥

বর্ত্মের অভ্যন্তরজাত বিষমাকৃতি অল্প বেদন অরুণবর্ণ এবং শীঘ্রোৎপত্তিশীল যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ত্মার্ব্বুদ কহে।

নিমেষিণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্মসংশ্রয়াঃ।
চালয়ত্যক্ষিবর্ত্মানি নিমেষ ইতি তদ্বিদুঃ॥

নিমেষ নামকরোগে কুপিত বায়ু বর্ত্মস্থ নিমেষিণী শিরা সকলকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর পাতাকে সঞ্চালিত করিতে থাকে।

যঃস্থিতো বর্ত্মমধ্যেতু লোহিতো মৃদুরঙ্কুরঃ।
তদ্রক্তজং শোণিতার্শশ্ছিন্নং ভিন্নং প্রবর্ত্ততে॥

রক্তের প্রকোপ জনিত চক্ষুর পাতার মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল যে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়; তাহাকে শোণিতার্শঃ কহে। উহা ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে ও পুনর্ব্বার উদ্‌ভূত হইয়া থাকে।

অপাকী কঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থিবর্ত্মভবোঽরুজঃ॥
নগমোনামস ব্যাধিলিঙ্গতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

নেত্রবর্ত্মে অপাকী কঠিন স্থূল ও অল্প বেদনা যুক্ত যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে নগম কহা যায়।

ত্রয়ো দোষা বহিঃ শোথং কুর্য্যুশ্ছিদ্রানি বর্ত্মনোঃ।
প্রস্রবন্ত্যান্তরুদকং বিসবদ্বিসবর্ত্ম তৎ॥

বিসবর্ত্মরোগে বাতাদি ত্রিদোষজনিত বর্ত্মের বহির্দ্দিকে শোথ এবং অভ্যন্তর দিকে সূক্ষ্ম রোগ মুখ বিশিষ্ট বহুছিদ্র উৎপাদন করে। ঐ সকল ছিদ্র হইতে জলবৎ স্রাব নিঃস্রুত হয়, বিষ অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল যেরূপ বহুছিদ্র বিশিষ্ট, ইহা ও সেই প্রকার জানিবে।

বাতাদ্যাবর্ত্ম সঙ্কোচং জনয়ন্তিমলা যদা।
তদাদ্রষ্টুং নশ ক্লোতি কুঞ্চনং নাম তদ্বিদুঃ॥

বাতাদি দোষ সকল, চক্ষুর পাতাকে সঙ্কুচিত করিয়া দর্শন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাকে কুঞ্চন কহিয়া থাকে।

প্রচালিতানি বাতেন পক্ষ্মাণ্যক্ষি বিশন্তি হি।
ঘৃষ্যান্তক্ষি মুহুস্তানি সংরম্ভং জনয়ন্তি চ॥
অসিতে সিতভাগে চ মুলকোষাৎ পতন্ত্যাপি॥
পক্ষ্মকোপং স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ পরম দারুণঃ॥

পক্ষ্মকোপ নামক রোগে পক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্ম লোম প্রশস্ত বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নেত্রাভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিয়া মুহুর্মুহুঃ চক্ষুঃ ঘর্ষণ করিতে থাকে তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলে শোথ জন্মে। এবং ঐ পক্ষ্ম সমস্ত মূল কোষ হইতে পতিত

হইয়া থাকে। এই পক্ষ কোপ ব্যাধি অতি কঠিন, ইহা ত্রিদোষ জনিত ব্যাধি।

বর্ত্মপক্ষ্মাশয়গতং পিত্তং রোমাণি শাতয়েৎ।
কণ্ডুং দাহঞ্চ কুরুতে পক্ষ্মশাতং তমাদিশেৎ॥

বর্ত্ম ও পক্ষ্মাশয়গত দুষ্ট পিত্ত রোম সকলকে উন্মূলিত করে এবং কণ্ডূ ও দাহ উৎপন্ন হয়। এই পীড়াকে পক্ষ্মশাত কহিয়া থাকে।

সন্ধিগত ৯, বর্ত্মজ ২১, শুক্লভাগে ১১, কৃষ্ণভাগে ৪, সর্ব্বগত ১৭, দৃষ্টিজ ১২, আগন্তুজ ২ এই ছিয়াত্তর প্রকার নেত্ররোগ বর্ণিত হইল, এক্ষণে ইহাদিগের চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

নেত্ররোগাদির চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদশিরাব্যধ বিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দাঞ্জনা শ্চ্যোতনাদিভিঃ॥

লঙ্ঘন (অর্থাৎ লঘু অন্ন বা উপবাস) আলেপন, স্বেদ শিরাব্যধ, বিরেচন, অঞ্জন ও সেচন প্রভৃতি দ্বারা অভিষ্যন্দ নামক চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিবে।

চক্ষুরোগের পূর্ব্বাবস্থায় দেবদারু, আতুষ ও লোধ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং সৈন্ধবলবণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রমধ্যে পুট্টলি বদ্ধ করিবে। তদনন্তর উক্ত পুটুলী চক্ষু পত্রের বহির্দ্দেশে ঘর্ষণ করিলে ইহা দ্বারা উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগ কুক্ষিগত রোগ এবং প্রতিশ্যায় ব্রণ ও জ্বর লঙ্ঘন দ্বারা পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বেদ প্রলেপ তিক্তরস বিশিষ্ট ভোজ্যসেক (বাসকাদির কাথ চক্ষুতে সেচন) দিন চতুষ্টয় রূপ কাল ও লঙ্ঘন এই ছয়টি প্রক্রিয়া নূতন চক্ষুরোগের আমপাচক।

অক্ষিরোগের অবস্থায় অঞ্জন, পুরণ, ও কাথ পান নিষিদ্ধ।

ধাত্রীফল র্নির্য্যাসো নবদৃক্কোপং নিহন্তি পুরণতঃ।
সক্ষৌদ্র সৈন্ধবো বা শিগ্রুজপত্র স সেকঃ॥

দার্ব্বীরসাঞ্জনং বাপি স্তন্যদুগ্ধং প্রপূরণম্।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রুবেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ॥

আমলকীর রস চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে কিম্বা শজিনা পত্রের রস অর্দ্ধতোলা মধু দুইতোলা ও সৈন্ধবলবণ দুইরতি এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া অক্ষির অভ্যন্তরে প্রদান করিলে অথবা দারুহরিদ্রার কাথ স্তন্য দুগ্ধের সহিত অঞ্জনরূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অভিনব অক্ষিরোগ এবং অভিষ্যন্দ জনিত জ্বালা জলস্রাব ও বেদনা আশু বিনষ্ট হয়।

করবীর কোমল পত্র চ্ছেদন করিলে যে রস নির্গত হইয়া থাকে, সেই রস অক্ষির অভ্যন্তরে প্রদান করিলে চক্ষু সহসা দৃঢ় হইয়া থাকে।

আপাঙ্গের মূল মধুর সহিত তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লইবে এবং সেই ঘর্ষিত পদার্থের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নেত্রাভ্যন্তরে প্রদান করিলে অভিনব নেত্রাভ্যন্তরে নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ দূরীভূত হয়।

সৈন্ধব দারুহরিদ্রাগৈরিকপথ্যা রসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
দত্তোবহিঃপ্রলেপোভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, গেরিমাটি হরীতকী ও রসাঞ্জন এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পেষণ করিয়া তৎসহযোগে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মাখাইবে। তদনন্তর উক্ত বস্ত্রখণ্ড নিমীলিত চক্ষুর উপরিভাগে স্থাপন করিয়া তুলা ও ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই প্রকার কিছু দিন করিলে অভিষ্যন্দ নামক নেত্ররোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

শ্বেত লোধ ঘৃতের সহিত ভর্জ্জন পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে। উক্ত পেষিত পদার্থ অক্ষিগোলকের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ রূপে প্রদান করিলে অভিষ্যন্দরোগ প্রশমিত হয়। যে ঔষধ দ্রব্য নেত্রের বহির্দ্দেশে প্রলেপ রূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে।

গেরিমাটি রক্তচন্দন, শুঁঠ, শুঁটকা ও বচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক অক্ষি-

গোলকের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ প্রদান করিলে চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ভূমি আমলকী কাঁজির সহিত তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া অক্ষি প্রদেশের বহির্দ্দেশে লেপন করিলে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

বাতজনিত অভিষ্যন্দরোগ বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূল এবং এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও শজিনা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ নেত্রাভ্যন্তরে লেপন করিলে উল্লিখিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

এরণ্ড পল্লব, মূল, ছাল ও কণ্টীকারীর মূল, এই দ্রব্যগুলি ক্ষীর পরিভাষায় নিয়মানুসারে ছাগ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকিতে চক্ষুতে সেচন করিলে বাতজনিত অভিষ্যন্দরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অক্ষিরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে পক্ক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত অবস্থায় অঞ্জন প্রভৃতি হিতকর।

বৃহতীরমূল এরণ্ডমূলের ছাল, শজিনার ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র ছাগ-ক্ষীরের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে বাতজনিত অভিষ্যন্দ নামক চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা যষ্টিমধু কিস্‌মিস্, ও দেবদারু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অক্ষিতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অভিষ্যন্দরোগ নিবারিত হয়।

গেরিমাটি দুইআনা, সৈন্ধবলবণ চারিআনা পিপুল অর্দ্ধতোলা ও তগর একতোলা উল্লিখিত পরিমাণে দ্রব্যগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে অভিষ্যন্দরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীক যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এই দ্রব্যগুলির ক্বাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত চক্ষুতে সেচন করিলে পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কিস্‌মিস্ মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু ও জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া প্রাতঃকালে চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিলে নেত্ররোগীর শোথ ও শূল নিবারিত হয়।

> নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং
> স্বেদাদিনা চূর্ণমথাপি কল্কম্।
> আশ্চ্যোতনং মানুষদুগ্ধযুক্তং
> পিত্তাস্রবাতাপহমগ্র্যমুক্তম্॥

নিমপাতা পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, পরে লোধ কাষ্ঠ, পেষণ বা চূর্ণ করিয়া উক্ত পিণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিবে এবং ঐ পিণ্ড পত্র (কলাপাত) দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক প্রজ্বালিত অঙ্গারের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহা গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ ছাগী দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, তদনন্তর উক্ত দুগ্ধ নেত্রাভ্যন্তরে সেচন করিলে পিত্তজনিত চক্ষুরোগ অশ্রুজল ও বায়ু বিনষ্ট হয়।

তুলসী, হাপরমালী, কপিথ,বিল্ব, শেফালিশাক, পীলু, সুরস, ও অর্জক, ইহাদিগের পত্র পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুর বহিঃ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সেক প্রদান করিলে কিম্বা বহিষ্ঠ, (বালাপাতা) শুঁঠ দেব-দারু, ও কুড় সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে কফজনিত অভিষ্যন্দরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুঠ, নিমপাতা, একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উক্ত পদার্থ পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুর উপরে ধারণ করিলে শোথ, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

পালি ছয়আনা মাদারের রস একআনা,তৈল, সৈন্ধব লবণ দুই রতি ও কাঁজি যথা প্রয়োজন গ্রহণপূর্ব্বক তাম্র পত্রে কড়িদ্বারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবে, যতক্ষণ গাঢ় না হয়। তদ-

নন্তর উক্ত পদার্থ দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে কফজনিত অক্ষিশূল, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৈন্ধব লবণ দুই রতি ও লোধ অর্দ্ধতোলা এই পদার্থ কাঁজিরদ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃতে ভর্জন পূর্ব্বক নির্ম্মল সূক্ষ্মবস্ত্রে পুটুলী বদ্ধ করিবে। তদনন্তর উক্ত পুটুলী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা পীড়ন করিলে যে রস নির্গত হইবে, সেই রস চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা নয়নের কণ্ডূ, জ্বালা ও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

বাতজনিত চক্ষুরোগ স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ মৃদু বীর্য্য ও শীতল দ্রব্য দ্বারা এবং কফজনিত চক্ষুরোগ তীক্ষ্ণ ও অপিচ্ছিল দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয়। এতদ্ব্যতীত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মৃদু ও শীতল দ্রব্যের বাতাসে প্রয়োগ দ্বারা সান্নিপাতিক অভিষ্যন্দ রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

তিবীট, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া যষ্টিমধু, চিনী ও ভদ্রমুথা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিলে রক্তজনিত অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কশেরু (কেশুর) ও যষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মবস্ত্রে পুটুলী বদ্ধ করিয়া জলে আপ্লুত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে। তদনন্তর উক্ত জল চক্ষুতে সিঞ্চন করিলে রক্তজনিত অভিষ্যন্দ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দার্ব্বীপটোলমধুকং নিম্বং চ পদ্মকোৎপলম্।
প্রপৌণ্ডরীকঞ্চৈতানি পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে॥
বিপাচ্যপাদশেষন্তু তৎপুনঃ কুড়বং পচেৎ।
শীতীভূতে ততমধু দদ্যাৎ পাদাং শিকংততঃ॥
রস ক্রিয়ৈষা দাহাশ্রু রাগরক্তরুজাপহা॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমপাতা, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও প্রপৌণ্ডরীক, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের গ্রহণপূর্ব্বক চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। পরে উক্ত ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত একপোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে এই ঔষধ চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রদান করিলে, জ্বালা, অশ্রু, রক্তিমা রক্ত ও বেদনা নিবারিত হয়।

তিক্ত, সর্পি, (পাটালাকি ঘৃত) পান অধিক পরিমাণে বিরেচন, চক্ষুগোলাকার চারিদিকে জলৌকা স্থাপন পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণ এবং পিত্ত জনিত অভিষ্যন্দ রোগে বিশেষ হিতকর।

শজিনাপাতার রস ঘৃতের সহযোগে তাম্রপাত্রে আলোড়ন ও ঘর্ষণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া ঘুইটার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে। সেই ধূম চক্ষুতে লাগাইলে শোথ, অর্শ, অশ্রু ও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

নিম্বপত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং তদভ্যন্তরে পেষিত লোধ, পিণ্ড স্থাপন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত গুড়িকা জাতীপুষ্প ও সৈন্ধবলবণের সহযোগে ঘর্ষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর উল্লিখিত গুড়িকা সৌবরী কাঁজিতে সিক্ত তুলা দ্বারা বেষ্টন করিয়া চক্ষুর উপর সঞ্চালন করিলে চক্ষুর প্রকোপ নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বাঞ্জনম্।

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যেন চান্বিতঃ।
শুল্কে বরাটিকা ঘৃষ্টোধূপিতো গোময়াগ্নিনা॥
পয়সা লোড়িতশ্চাক্ষ্ণোঃ পুরণাচ্ছোথ শূলনুৎ।
অভিষ্যন্দোঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তেচ শস্যতে॥

বিল্বপত্র কুট্টিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে রস গ্রহণ করিবে। উক্ত বিল্বপত্রের রসের সহিত সৈন্ধবলবণ দুই রতি ও ঘৃত চারি বিন্দু মিশ্রিত করিয়া তাম্র পাত্র কড়িদ্বারা ঘর্ষণ করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে গোময়াগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। তদনন্তর নারীক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করণপূর্ব্বক তরল

করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে শোথ ও শূল বিনষ্ট হয় এবং ইহা রক্তজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থরোগের পক্ষে ও প্রশস্ত হইয়া থাকে।

সৈন্ধব লবণ দুই রতি সর্ষপ তৈল চারিবিন্দু ও কাঁজি অর্দ্ধতোলা, এই দ্রব্য গুলি কাঁসার পাত্রে রাখিয়া কড়িদ্বারা ঘর্ষণ করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে গোময়াগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিবে। তৎপরে উহা ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে বাত ও শ্লেষ্মা প্রকোপ নয়ন শূল স্রাব শোথ ও অক্ষির রক্তিমা দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃক্ষস্থিত আমলকী, সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে যে রস বিন্দুরূপে পতিত হয়, সেই রস একটী পাত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার অক্ষিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পুরাতন ঘৃত পানীয়, নস্য ও অঞ্জনরূপে কিছু দিন প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়।

অধিমন্থাদির চিকিৎসা।

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বোমন্থাদিষ্বপিশস্যতে।
অশান্তৌ সর্ব্বথামন্থে ভ্রুবোরু পরিদাহয়েৎ॥

উল্লিখিত অভিষ্যন্দ রোগোক্ত ঔষধ সমস্ত অধিমন্থ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঔষধ দ্বারা অধিমন্থাদির শান্তি না হইলে ভ্রূপ্রদেশের উপরিস্থ স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। উহাদ্বারা উল্লিখিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

নেত্রপাকেরচিকিৎসা।

জলৌকা পাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম।
শিরাবিদ্ধং বা কুর্ব্বীত সেকলেপৈশ্চ শুক্রবৎ॥

নেত্রপাকরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন বা শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। এতদ্ব্যতীত শুক্রগত চিকিৎসোক্ত সেক ও প্রলেপ উহাতে প্রয়োগ করাইতে পারে।

ষড়ঙ্গগুগ্‌গুলু।

বিভীতকশিবাধাত্রীপটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কাথোগুগ্‌গুলুনা পেয়ঃ শোথ শূলাক্ষিপাকহঃ॥
বিষ্মক্ সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ।
এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাংস্তাংশ্চব্যপোহতি॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, নিমছাল, ও বাসক এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ শোধিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথ, শূল, অক্ষিপাক বিষ্ম, ব্রণ, শুক্র রক্তিমা প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত হরীতকী প্রভৃতি দ্রব্যের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ও উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

বাসকাদিকষায়।

অটরূষাভয়ানিম্বধাত্রীমুস্তাক্ষ কূলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফংহন্তি চাক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥

বাসক, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পটোলপত্র, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের বা এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ চক্ষুতে সেচন করিলে রক্তস্রাব ও কফ বিনষ্ট হয় এবং উহা দ্বারা চক্ষুর দীপ্তি সাধন হইয়া থাকে।

পথ্যাদিকষায়।

পথ্যাস্তিস্রোবিভীতক্যঃ ষট্ ধাত্র্যোদ্বাদশৈব তু।
প্রস্থার্দ্ধে সলিলে কাথমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
পীত্বাভিষ্যন্দ মাত্রাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ।
সরস্রস্রাগশূলাশ্রুনাশনং দৃক্ প্রসাদনম্॥

হরীতকী তিনটি, বহেড়া ছয়টি ও আমলকী বারটি, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ

পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে অভিষ্যন্দ, জলস্রাব, রক্তিমাবর্ণ ও তিমির রোগ নিবারিত হয়।

আগন্তুকচক্ষুরোগচিকিৎসা।

চক্ষু কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা আহত হইলে শীতল জল ও শীতবীর্য্য দ্রব্য চক্ষুতে সেচন করিলে চক্ষু স্নিগ্ধ হয়। শীতল ও মধুর গুণ বিশিষ্ট দৃষ্টি প্রসাদন কারক দ্রব্য সকল অতি সত্বর প্রয়োগ করিবে।

স্বেদ, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, রুজা, ও অভিঘাতাদি দ্বারা চক্ষু পীড়িত হইলে চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

ধূলি প্রভৃতি সামান্য কারণে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বস্ত্রোষ্মা অর্থাৎ বস্ত্র পুট্টলী আকার করিয়া তাহাতে মুখের উষ্ণ অর্থাৎ ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক চক্ষুতে উক্ত পুট্টলী স্থাপন করিবে,এই প্রকারে কিছুক্ষণ সেক প্রদান করিলে এবং নারী দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিলে ধূলি পতনাদি জনিত ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিত্তাভিষ্যন্দ ও রক্তাভিষ্যন্দ রোগে যে সমস্ত প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সূর্য্য উপরাগ (চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্য গ্রহণ) অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি দর্শন দ্বারা যে চক্ষুর পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাতে সন্তর্পণ, স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য এবং সায়ংকালে ত্রিফলার ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে।

হরিদ্রা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, চিনী ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক নারীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে অভিঘাত জনিত অক্ষিশূল নিবারিত হয়।

ইৎকারের অঙ্কুর কুট্টিত করিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রস চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে অভিঘাত জনিত অক্ষিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

আজ ঘৃত।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকোৎপলানি চ।
জীরকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ॥
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল জীরক, ঋষভ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে গব্য দুগ্ধ ষোলসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবলবণ চারিআনা, দেবদারুচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, শুঁঠচূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাতুলুঙ্গলেবুর রস দেড়তোলা নারীদুগ্ধ দেড়তোলা ও জল দেড়তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র মৃদুঅগ্নিতে পাক করিয়া গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ঔষধ অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অক্ষিপাকরোগ নিবারিত হয়।

অন্যতোবাত ও বাতপর্য্যায়রোগ বাতজনিত অভিষ্যন্দবৎ চিকিৎসা করিতে এবং আহারের পূর্ব্বে ঘৃত ও দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা উল্লিখিত রোগের মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষাদনী (পরগাছা) কদবেল ও মহৎ পঞ্চমূলের কল্ক দ্বারা দুগ্ধ ও কাঁকড়ার ক্বাথের সহিত পাক করিয়া অন্যতো বাতাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে।

রক্তজ অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ অর্জ্জন শিরোৎপন্ন শিরাহর্ষ এবং মন্যা অক্ষিগত রোগের কৌম্ভঘৃত ও শিরোবেধ দ্বারা শান্তি করিবে।

সুশীতল প্রলেপ তৈন্দুক ঘৃত ও ত্রৈফল ঘৃত দ্বারা অম্লাধ্যুষিত রোগের শান্তি করিবে।

শিরোৎপাত রোগে শিরাবিদ্ধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দোক্ত বিধি ঘৃত ও ক্ষৌদ্রাঞ্জন এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সৈন্ধবলবণ ও হীরাকস এই উভয়বিধ পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক স্তন্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে শিরোৎপাত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মধুযুক্ত মাতগুড় অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অথবা তার্ক্ষ্য রসাঞ্জন মধুর সহিত অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে শিরোৎপাৎরোগ প্রশমিত হয়।

যড়ঙ্গ, গুগগুলু পান করিলে ব্রণশুক্র নামক অক্ষিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কতকফল, শঙ্খ, তিন্দুক বা রৌপ্য ধাতু কাংস্যপাত্রে স্তন্য দুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুক্র বেদনা ও রক্তিমা প্রশমিত হয়।

রক্তচন্দন, গৈরিক, লাক্ষা ও মালতী পুষ্প এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বৃষ্টির জলের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি ব্রণশুক্র নাশক ও রক্ত শোধক।

চক্ষুর নিকটবর্ত্তি শিরা হইতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে কিম্বা বহেড়ার শাঁস স্তন্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে সায়ংকালে প্রয়োগ করিলে নেত্রস্থ শুক্রগতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

একমাত্র পুণ্ডরীক কাষ্ঠ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পুটলীবদ্ধ করিয়া ছাগদুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে। তদনন্তর দুগ্ধ পীতবর্ণ হইলে চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিবে। ইহাতে চক্ষু প্রদেশের রক্তিমা অশ্রুস্রাব ও বেদনা নিবারিত হয় এবং ক্ষত পাকের আশঙ্কা ও অপনীত হইয়া থাকে।

তুঁতিয়া অত্যল্প পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে চক্ষু প্রদেশের শুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সমুদ্রফেনা দক্ষাস্তত্বক সৈন্ধবলবণ ও সজিনা এই দ্রব্যগুলি শজিনার রসের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে চক্ষু প্রদেশস্থ শুক্ররোগ প্রশমিত হয়।

আমলকী নিমপাতা, কদ্‌বেলের পাতা যষ্টিমধু লোধ, খদির ও তিল, এই দ্রব্যগুলির কাথ চক্ষুমধ্যে প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার শুক্ররোগ অপনীত হইয়া থাকে।

নাগকেশরপত্র কুট্টিত করিয়া জলে মিশ্রিত করিবে। উক্ত জল দ্বারা শ্যামালতার কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত কাথ চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে কণ্ডূকাখ্য চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

কুক্কুটডিমের ছাল, মনঃশিলা শঙ্খনাভি রক্তচন্দন ও গৈরিক এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পেষণ করিয়া মধুর সহিত অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে পুষ্প ও অর্শ প্রভৃতি চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল, ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শলাকাপত্রেমাখাইয়া উহাদ্বারা শুক্রস্থান ঘর্ষণ করিবে অথবা একমাত্র সৈন্ধবলবণ ঘর্ষণ করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কণ্ডূকাখ্য চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

পলাশপুষ্পেররসদ্বারাআপ্লুতকরিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর উহাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালজাত কণ্ডূকাখ্যরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সৈন্ধবলবণ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কট্‌কী, নাভিশঙ্খ ও তাম্রভস্ম এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে পিষ্টশুক্র নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তচন্দন বরাহের দন্ত উষ্ট্রদন্ত, গোদন্ত,

অশ্বদন্ত, ছাগদন্ত, গর্দ্দভদন্ত, নাভিশঙ্খযুক্ত ও সমুদ্রফেনা, এই দ্রব্যগুলি অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং সমস্ত চূর্ণ পদার্থের চারিভাগের একভাগ মরিচচূর্ণ উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুক্ররোগ প্রশমিত হয়।

শঙ্খভস্ম ৪ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ মরিচচূর্ণ ১ ভাগ ও সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধভাগ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত শুক্রস্থানে প্রয়োগ করিলে ব্রণযুক্ত বা ব্রণহীন শুক্ররোগ ও তিমিররোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ পিষ্টকরোগে মধুর সহিত এবং অর্ব্বুদ রোগে দধির মাতের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, যষ্টিমধুরকাথ, বহেড়ারমজ্জা ও সৈন্ধবলবণ এই পদার্থ চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ নিবারিত হয়।

কর্পূর চূর্ণ, বটের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে ঘন ও উন্নত শুক্র রোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অজকা নামক চক্ষুরোগের পার্শ্ব দেশ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জল নিঃসারিত করিবে। পরে উক্ত সূচী বিদ্ধ ক্ষত স্থানে ঘৃতযুক্ত গোময় চূর্ণ বা গোমাংস চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা উক্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সৈন্ধব লবণ, অবির মুখ ভস্ম ও গোরচনা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শালুম্বকের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে অজকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শশকাদ্য ঘৃত।

শশকস্য শিরঃ কল্কে শেষাদি কথিতে জলে।
ঘৃতস্য কুড়বং পক্বং পূরণ ঘ্নাজকা পহম্॥

ঘৃত এক সের। একটি শশকের অস্থি ও মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। এবং জলীয়াংশ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে শশকের মস্তক একটী প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অজকারোগঅপনীত হইয়া থাকে।

শশকাদ্য ঘৃত।

শশকস্য কষায়ে চ সর্পিষো কুড়বং পচেৎ।
যষ্টিপ্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমং॥
ছাগল্যাঃ পূরণাচ্চু ক্রকত পাকাত্যয়াজকাঃ।
হন্তিভ্রূশঙ্খশূলঞ্চ দাহরোগানশেষতঃ॥

ঘৃত একসের। একটি শশকের অস্থি ও মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর যষ্টিমধু ও প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে এক পোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত কাথ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তৎপরে ছাগ দুগ্ধ একসের প্রদান করিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অজকাখ্য চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভ্রূ ও শঙ্খ প্রদেশের শূল, জ্বালা ও রক্তিমা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

দৃষ্টিগত চক্ষুরোগে ত্রিফলা ঘৃত, মধুমিশ্র বচ, পদদেশে, তৈল মালিশ, শতমূল, ও মুগের ডাইল, বিশেষ হিতকর।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ তিমির রোগে মধুর সহযোগে বাতজ তিমির তৈলের সহিত ও কফজ তিমির রোগে মধুর সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলার কল্ক, কাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ অপনীত হয়।

যে ব্যক্তি পথ্যভোজী হইয়া ত্রিফলা চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সায়ংকালে সেবন করে, সেই ব্যক্তি নেত্রজাত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অথবা ত্রিফলার কাথ ঘৃতের সহযোগে সেবন করিলে তিমির রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ত্রিফলার কাথ যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা প্রাতঃকালে চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে শীতল জলদ্বারা মধু চূর্ণ করিয়া গণ্ডূষ দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে গাঢ়রূপে শীতল জল সিঞ্চন করিলে তিমির রোগ সত্বঃ বিনষ্ট হয়।

আহারান্তে জলের সহযোগে পরিতর্পণ মর্দ্দণ করিয়া সেই জল চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রদান করিলে তিমির রোগ অচিরে নিবারিত হয়।

সুখাবতী বর্ত্তি।

কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা।
ফেনোঽসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গান মনঃশিলা॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষাব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচমর্ম্মশুক্রন্তথৈবচ॥
কণ্ডূক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলঞ্চাশু সুখাবতী॥

কতকফল (নির্ম্মল নামক জল পরিষ্কারক ফল) নাভিশঙ্খভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, চিনী, সমুদ্র ফেনা, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা ও কুক্কুটাণ্ডের ছাল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ, অর্শ, শুক্র, কণ্ডূ, ক্লেদ, ও অর্ব্বুদ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রোদয় বর্ত্তি।

হরীতকী বচাকুষ্ঠং পিপ্পলীমরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা॥
সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্বা ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডূং পটলাঙ্গর্ব্বুদানি চ॥
অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন সাধয়েৎ॥
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নামনৃণাং দৃষ্টি প্রসাদনী॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, নাভিশঙ্খ, ভস্ম, ও মনঃশিলা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র ছাগী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে তিমির কণ্ডূ, পটল, অর্ব্বুদ, অধিকাংশ ও পত্রান্ধরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

হরীতকী বর্ত্তি।

হরীতকী, হরিদ্রা ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং সৈন্ধবলবণ এক ভাগের চতুর্থাংশ গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া মধুর সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে কণ্ডূ ও তিমির রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কুমারিকা বর্ত্তি।

অশীতিস্তিলপুষ্পানি ষষ্টিঃ পিপ্পলী তণ্ডুলাঃ।
জাতীকুসুমপঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ॥
এষাকুমারিকাবর্ত্তিগতচক্ষু র্নিবারয়েৎ॥

তিলপুষ্প আশীটি, পিপুলের চাউল ষাটটি, জাতীপুষ্প পঞ্চাশটি ও মরিচ ষোলটি, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া মধুর সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কক্কুটাণ্ডের ছাল, হীরাকস, লৌহভস্ম, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্র ফেনা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে করিয়া সাত দিবস রাখিবে। পরে পুনঃ ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুবাকফল ও পলাশছাল, এই দ্রব্য গুলি সম-ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহি পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নানাবিধ প্রকার তিমির রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী কুড় ও পিপুল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্শ ও অশ্রুস্রাব বিনষ্ট হয়।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগর পাদিকা, সৈন্ধবলবণ, হরিতাল ও মনঃশিলা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নেত্র প্রদেশের ক্লেদ, উপদাহ ও কণ্ডূ নিবারিত হয় এবং উহাদ্বারা কফের শান্তি হইয়া থাকে।

পিপুল, ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ, এই পদার্থদ্বয় যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে যথার্থ তিমির পটল, কাচ ও অশ্রুস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভির্ম্মনঃ শিলা॥
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্ক কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষুচ প্রযোজয়েৎ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্ত রাজিকাম্।
অধিমাংসং মলঞ্চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি॥
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভানাম জাত্যান্ধ্যমপি শোধয়েৎ॥

সোঞ্জন, শ্বেতমরিচ (শজীনার বীজ) পিপুল যষ্টিমধু, বহেড়ার শাঁস, নাভিশঙ্খ ও মনঃশিলা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কফ তিমির, রক্তজনিত অধিমাংস, মল ও রাত্র্যান্ধ্য প্রভৃতি চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এমন কি ইহা দ্বারা জাত্যান্ধ্যও বিদূরিত হইয়া থাকে।

শ্রীনাসার্জ্জুনাঞ্জন।

ত্রিফলাব্যোষসিন্ধুত্থযষ্টিতুত্থ রসাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নভোঽম্বুনা।
নাগার্জ্জুনেন লিখিতাস্তম্ভে পাটলি পুত্রকে॥
নাশনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানান্তথৈবচ।
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন ক্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্॥
কিংশুক স্বরসেনাপি বিল্বপুষ্পকং তথা।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন চাসন্নতিমিরং জয়েৎ॥
চিদসংছাড়িতে নেত্রে বস্ত্রস্থত্রেণ সংযুতা।
উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছ্রেণ প্রসাদং যাধিগচ্ছতি॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তুঁতিয়া, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্রভস্ম, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া বৃষ্টির জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে তিমির ও পটল রোগ প্রশমিত হয় এবং স্তন্য দুগ্ধের সহযোগে প্রয়োগ

করিলে চক্ষু প্রকোপ অপনীত হয়। কিংশুক পুষ্পের রসের সহিত প্রয়োগ করিলে, পিল্ল, লুম্পক ও রাত্র্যান্ধ্য প্রশমিত হয় এবং লোধ কাষ্ঠের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিলে তিমির রোগ অপনীত হইয়া থাকে।

পিপুল, তগরপাদিকা, নীলোৎপল, পুষ্পের পত্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে।

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা ছাগমূত্রের সহিত অঞ্জনরূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার জলের সহিত প্রয়োগ করিলে পটল ভৃঙ্গ-রাজের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর জলের সহিত প্রয়োগ করিলে লুম্পক এবং শিশিরের সহিত প্রয়োগ করিলে পরিস্রাব অশ্রু ও পিচ্ছিটরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃত গণ্ডূপদ (মরা কেচুয়া) আলতার রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। এইরূপে সাতবার আপ্লুত ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থ ও যষ্টিমধু চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আলতার অভ্যন্তরে স্থাপনপূর্ব্বক মূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে উক্ত বর্ত্তিতে গবাঘৃত মাখাইয়া দীপ প্রজ্বালিত করিবে এবং দীপ-শিখার উপরিভাগে পরিষ্কৃত কাচ প্রভৃতির কোন এক পদার্থের একটি পাত্র স্থাপন করিলে যে কজ্জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই কজ্জল দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে দূর ও আসন্ন অন্ধ্য, রাত্র্যান্ধ্য তিমির ধূমিকা কাচ ও অর্ম্মাখ্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ডহকরঞ্জার ফল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ বেলের শুঁট বরুণের মূল ও শঙ্খনাভিভস্ম এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে তিমির পটল পিচ্ছিট শুক্রের ও আর্জ্জব্য চক্ষুরোগ ও প্রশমিত হইয়া থাকে।

তেজপত্র, গৈরিক কর্পূর, যষ্টিমধু নীলোৎপল রসাঞ্জন ও নাগকেশর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুপ্রদেশে প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলার ক্বাথ ভৃঙ্গরাজের রস, শুঁঠের ক্বাথ, মধু ঘৃত ছাগদুগ্ধ, ও গোমূত্র ইহাদের প্রত্যেক পদার্থের সাতবার করিয়া সীসক ধাতু অগ্নি সংযোগে আবর্ত্তন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে সীসক সমস্ত পদার্থে আটবার করিয়া নিক্ষিপ্ত হইলে উক্ত সীসক দ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত শলাকাতে তিমিরাঞ্জন লেপন করিয়া অথবা একমাত্র শলাকাই প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে গড়ুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে।

ত্রিফলার ক্বাথ, ভৃঙ্গরাজের রস মিশ্রিত ঘৃত ছাগদুগ্ধ ও মধুপ্র (প্রচুর পরিমাণে যষ্টিমধুরকাথ) ইহাদের প্রত্যেক পদার্থে সীসক উত্তপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে সাত করিয়া প্রত্যেক পদার্থে নিক্ষিপ্ত হইলে উক্ত সীসক দ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত শলাকাতে তিমিরাঞ্জন লিপ্ত করিয়া বা একমাত্র শলাকাই প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণ করিয়া প্রাতঃকালেই চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে করকররিকাযুক্ত অর্শ পিচ্ছিট ও বর্ত্মজাতরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

চিঞ্চাপত্রের রস, উড়ুম্বর (তাম্র) পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক গুঞ্জামূল ও সৈন্ধবলবণ তাহাতে ঘর্ষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর উহার সহিত সৌবীরাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে কাচ, অর্শ অর্জ্জুন পিচ্চিট, তিমির ও চক্ষুস্রাব নিবারিত হয়।

যে দিন চিত্রানক্ষত্র ও ষষ্ঠীতিথি একত্র মিলন হইবে, সেই দিবস পরিস্কৃত সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া চক্ষু প্রদেশে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অসাধ্য তিমিররোগ প্রশমিত হয়।

বেনারমূল ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর পিপুল চূর্ণ একতোলা, সৈন্ধবলবণ একতোলা ও ঘৃত দুইতোলা উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া রাখিবে এবং ঔষধ চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার তিমিররোগ অপনীত হয়।

আমলকী ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর রসাঞ্জন একতোলা ও ঘৃত দুইতোলা উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত মধু দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে পিত্ত ও বাতজনিত অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ তিমির ও পটলাখ্য চক্ষুরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

যষ্টিমধুর সহযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে তদনন্তর উহার সহিত আদার চূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে পটলাখ্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। অথবা ভৃঙ্গরাজের রস ও তৈল একত্র পাক করিয়া তাহাতে আদার চূর্ণ ও যষ্টিমধুর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে ও উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভূতে যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
বিদ্ধা দৈবকৃতে ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ॥
ততোদৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ।
নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ॥
ততোগৃহে নিরাবাধে শয়িতোত্তান এবচ।
উদগারকাসক্ষবথুষ্ঠীবনোৎ কম্পনানি চ॥
তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যন্ত্রণাস্নেহপীতবৎ।
ত্র্যহাত্র্যহাদ্ধাবয়েত্তু কষায়ৈরনিলাপহৈঃ॥
বায়োর্ভয়াত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়দক্ষি পূর্ব্ববৎ।
দশরাত্রস্ত সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্॥
পশ্চাৎ কর্ম্ম সেবেত লঘ্বন্নং চাপিমাত্রয়া॥

কফজনিত লিঙ্গনাশাখ্য চক্ষুরোগে বুদ্ধিমান চিকিৎসক অক্ষির অপাঙ্গবর্ত্তি শুক্ল ১ ভাগ দ্বয়ের পার্শ্বে দৈবকৃত (স্বাভাবিক) ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র প্রান্তে তাম্রময়ী শলাকা বিধিপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে! তদনন্তর উল্লিখিত শলাকা ক্রমশঃ খুলিয়া লইবে। তৎপরে চক্ষুতে ঘৃত প্রদান করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। তদনন্তর রোগীকে ধূম ও আতপাদি রহিত গৃহে উত্তান ভাবে এবং চক্ষু বিদ্ধ করিলে যে পার্শ্বের চক্ষু বিদ্ধ করা যায়, তাহার বিপরীত পার্শ্বে শয়ন করা উচিত। এই প্রকারে চক্ষু বিদ্ধ করা হইলে সপ্তাহকালের মধ্যে উদ্গার, কাস, হাঁচি, থুথু ফেলা, বমন ও গাত্র কম্পন, পরিত্যাগ করিবে এবং আহারাদির নিয়ম স্নেহ পীত ব্যতীত যথা বিধানানুসারে করিবে। তিন দিবস পরে অক্ষির বন্ধন মুক্ত করিয়া বায়ু নাশক বস্তুর ক্বাথ দ্বারা চক্ষু বিদ্ধ করিয়া স্নেহ পদার্থ এবং পূর্ব্ববৎ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে এই প্রকার নিয়মে দশ দিন অতীত হইলে দৃষ্টি প্রসারণ ক্রিয়া এবং লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে।

চক্ষু বিধিপূর্ব্বক বিদ্ধ হইলে কিম্বা আহত আয়ত্তনাদি করিলে রক্তিমা, দোষ, (চূষণবৎ-পীড়া) অর্ব্বুদ শোথ, বুদ্বুদ, কফের স্ফীততা (বক্রদৃষ্টি) বা আকন্দ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে উক্তরোগ উপস্থিত হইলে যথাবিধি উহাদের চিকিৎসা করিবে। উল্লিখিতাবস্থায় চিকিৎসা বর্ণিত আছে।

দূর্ব্বাঘাস, বচ, গৈরিক ও অনন্তমূল, সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত লিঙ্গনাশাখ্য চক্ষুরোগে প্রলেপ প্রদান করিলে বেদনা ও রক্তিমা প্রশমিত হয়।

পয়স্যা (ক্ষীর কাকোলী) অনন্ত মূল, তেজপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঈষৎউষ্ণ করিয়া চক্ষুর বহির্দ্দেশে প্রলেপ প্রদান করিলে চক্ষুর রক্তিমাদি বিনষ্ট হয়।

বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে

দুগ্ধ পাক করিয়া লইবে। উক্ত দুগ্ধ ষোলসের ঘৃত ৪ সের ও কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য এক সের গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পাক করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত নস্ত পানাদি সকল প্রকার কার্য্যে প্রয়োগ করাও যাইতে পারে।

উল্লিখিত উপায় সমস্ত দ্বারা চক্ষুর শূল নিবারিত না হইলে ললাটস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া এবং রক্ত মোক্ষণান্তে উহা বদ্ধ করিয়া দিবে।

উক্ত প্রকার শিরা বিদ্ধ ও দগ্ধ করা হইলে নিম্নলিখিত দৃষ্টি পরিষ্কারার্থ প্রয়োগ করিবে। মেষশৃঙ্গী শিরীষপত্র, ধববৃক্ষের পত্রে মালতীপত্র মুক্তাভস্ম ও বৈদূর্য্যমণি ভস্ম, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তাম্র পাত্রে সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। তদনন্তর ইহাদ্বারা বর্ত্তি করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিতে দিবে।

স্রোতজ (রসাঞ্জন) প্রবালভস্ম, সমুদ্রফেনা, মনঃশিলা ও মরিচ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তাম্র পাত্রের গাত্রে পেষণপূর্ব্বক সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি পরিস্কৃত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণ গৈরিক এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবেন। উক্ত বর্ত্তি পিত্তজনিত দৃষ্টিনাশ রোগে প্রয়োগ করিবে।

নলিনের (পদ্মের) কিঞ্জল্ক (কেশর) ও নীলোৎপলের কেশর এই পদার্থ দ্বয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত গুড়িকা অঞ্জন রূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে দিনান্ধ্য ও রাত্র্যান্ধ্য রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে।

নদীজ, (সৈন্ধব লবণ) শঙ্খনাভিভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোক্ষুর যকৃৎ ও রক্ত চন্দন, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি হইয়া থাকে।

রক্তচন্দনাদি বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে পিপুলের বীজ পূরিয়া জলের সহযোগে দিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া উল্লিখিত পদার্থাদি উক্ত জল পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি চক্ষুতে অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে নক্তান্ধ্য আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মধুর সহিত মরিচ চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ও উল্লিখিত রোগ প্রশমিত হয়।

গোসাপের যকৃতের মধ্যে পিপুল পূরিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত পিপুল চূর্ণ যকৃৎ ভক্ষণ করিলে ও অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে রাত্র্যান্ধ্য নিঃসারিত ও অপনীত হয়।

মরিচ দধিরসহিত ঘর্ষণ করিয়া উহা চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ নিবারিত হয়।

রোহিত মৎস্যাদির ডিম কেশরাজের রসের সহিত সিদ্ধ করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে নক্তান্ধ্যরোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

ত্রিফলাক্বাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্।
তিমিরাণ্য চিরাদ্ধন্তি পীতমেতন্নিশামুখে॥

ঘৃত ৪ সের। হরীতকী ২ সের, আমলকী ২ সের ও বহেড়া ২ সের গ্রহণপূর্ব্বক ৪৮ সের, জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ ১২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর হরীতকী ও বহেড়া এই পদার্থদ্বয় সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে দুগ্ধ ৪ সের প্রদান করিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত

মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইপ্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তিমির ও রাত্র্যান্ধ্যরোগ অপনীত হয়।

মহা ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

ত্রিফলায়ারসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরাজরসস্য চ।
বৃষস্য চ রস প্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্ ॥
অজাক্ষীর গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যারসস্তথা।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ।
কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্ ॥
মধুকং ক্ষীর কাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা।
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
উর্দ্ধপানমধঃ পানং মধ্যপানঞ্চ শস্যতে।
যাবন্তোনেত্ররোগাস্তান পানাদেবাবকর্ষতি ॥
সরক্তে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ ॥
নক্তান্ধে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষকোপে সুদারুণে ॥
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্ত কফেষু চ।
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাত প্রদূষিতাম্ ॥
স্রবতো বাত পিত্তাভ্যাং সকণ্ডূাসন্নদূরদৃক্।
গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যোবলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্ ॥
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাত্রিফলাদ্যাং মহদ্ ঘৃতম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, চিনী, কিস্‌মিস্ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মধুপর্ণী ও কন্টীকারী এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ত্রিফলার কাথ ৪ সের ভৃঙ্গ রাজের রস ৪ সের বাসকের কাথ ৪ সের শতমূলের রস ৪ সের গুলঞ্চের কাথ ৪ সের ও আমলকীর রস ৪ সের, প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃতে ছাগদুগ্ধ ৪ সের প্রদান করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ অপনীত হয়। বিশেষতঃ রক্তযুক্ত রক্তদুষ্ট অতিস্রুত রক্ত নক্তান্ধ্য, তিমির, কাচ, নীলিকা, পটল, অর্ব্বুদ অভিষ্যন্দ অধিমন্থ পক্ষকোপ অদৃষ্টি ও মন্দ দৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

ত্রৈফলা ঘৃত।

ত্রিফলাত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্ ॥
নীলোৎপলং শারিবেদ্বেচন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
কার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলারসম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতং সর্ব্বনেত্ররুজাপহম্।
তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলা কাচমর্ব্বুদম্ ॥
বিসর্পং প্রদরং কণ্ডূং রক্তং শ্বয়থুমেব চ।
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনন্তথা ॥
বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুক্রঞ্চাশু ব্যপোহতি।
অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ ॥
তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
নচৈবাস্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কাশ্যপাদিভিঃ॥
দৃষ্টিপ্রসাদং দৃষ্টং বা যথা স্যাত্রৈফলং ঘৃতম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কিস্‌মিস, যষ্টিমধু কট্‌কী, প্রপৌণ্ডরীককাষ্ঠ, ছোটএলাচী, বিড়ঙ্গ নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে আমলকী রস বা কাথ ১২ সের ও দুগ্ধ ৪ সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেচন করিলে তিমিরদোষ স্রাব, কামলা, কাস, অর্ব্বুদ, বিসর্প

প্রদর, কণ্ডূ, রক্তিমা, শোথ, খালিত্য, পলিত, কেশপতন, বিষমজ্বর, অর্শ ও শুক্রার্য্য চক্ষুরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলা ঘৃতম্।

ফলত্রিকাভীরুকষায় সিদ্ধং কল্কেন
যষ্টিমধুকস্য যুক্তম্।
সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্থভাগং হন্যাত্ত্রিদোষং
তিমিরং প্রবৃদ্ধম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ, যষ্টিমধু এক সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং হরীতকী দুইসের, আমলকী দুইসের, বহেড়া দুই সের, এই পদার্থগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৪৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ এবং শতমূলের রস ৪ সের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ভৃঙ্গরাজ তৈল।

ভৃঙ্গরাজ রসপ্রস্থে যষ্টি মধুপলেন চ।
তৈলস্য কুড়বং পক্কং সদ্যোদৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ॥
মস্যাবলীপলিতঘ্নং মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ॥

তিল তৈল এক সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক তোলা কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে, এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর যষ্টিমধু ৮ তোলা ও ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ বা নস্য রূপে ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মসী ও পলিতা প্রশমিত হইয়া থাকে।

গবাং শকৃৎক্বাথবিপক্কমুত্তমং হিতঞ্চ তৈলং
তিমিরেষু নস্যতঃ।
ঘৃতং হিতং কেবল মেব পৈত্তিকে তথাক্ষ
তৈলং পবনাস্রগুত্থয়ে॥

গোময় আটগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথের সহযোগে তৈল পাক করিয়া নস্যরূপে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন একমাত্র ঘৃত নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে পিত্তজনিত তিমির রোগ নিবারিত হয়। বাত ও শোণিতজ তিমির রোগ অক্ষ তৈল প্রয়োগ করিলে উহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

নৃপবল্লভ তৈল ও ঘৃত।

জীবকর্ষভকৌ মেদেদ্রাক্ষাংশুমতী নিদিগ্ধিকা
বৃহতী।
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মাঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না॥
নীলোৎপলং শ্বদং ষ্ট্রাপ্রপৌণ্ড্রীকং পুনর্নবালবণম্।
পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈ রক্ষাং শিকৈঃ পিষ্টৈঃ॥

তৈলং বা যদি বা সর্পির্দত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণম্ পচেৎ।
আত্রেয় নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপ বল্লভং সিদ্ধম্॥
তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যং চার্ব্বুদন্তথান্ধ্যঞ্চ।
শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি নীলিকাব্যঙ্গম্॥
মুখনাসা দৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চ কালজংহনুস্তম্ভম্।
কাসং শ্বাসং শোথং হিক্কা স্তম্ভং তথাতায়ং নেত্রে॥
মুখজেঙ্ঘামর্দ্দভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃ স্তম্ভম্।
রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বান চিরেণ নাশয়তি॥
নস্যার্থং কুড়বং তৈলং পক্তব্যং নৃপবল্লভে।
অক্ষাংশৈঃ শানিকৈঃ কল্কৈঃ কল্কেরণ্যৈ

ভৃঙ্গাদিতৈলবৎ।

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে, এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ার মূল, বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং জীবক,ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কিস্‌মিস, শালপর্ণী, কণ্টীকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু বেড়ালা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনী, রাস্না নীলোৎপল, গোক্ষুর, প্রপৌণ্ডরীক, কাস্ত, পুনর্ণবা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতেথাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই নিয়মানুসারে উল্লিখিত জীবক ঋষভক প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ, নক্তান্ধ্য, অর্ব্বুদ, আন্ধ্যক, শ্বাস, শোথ ও হিক্কা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নিবারিত হয়। এই তৈল নস্যের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে এক সের পরিমাণে তৈল গ্রহণ করিবে এবং তদনুরূপ ঔষধ দ্রব্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

অভিজিত তৈল।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন।
আমলকরস প্রস্থং ক্ষীর প্রস্থেন সংযুতম্॥
কৃষ্ণাত্রি জিতং নাম্না তৈলং তিমিরং
হন্ত্যানুনিপ্রোক্তম্।
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েত্তথা।

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক তোলা জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং যষ্টিমধু ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় এবং দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

শুক্রজ চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

অর্মন্তু ছেদনীয়ং স্যাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তং ভবেদযথা।
বড়িশবিদ্ধমুন্নম্য ত্রিভাগশাত্র বর্জ্জয়েৎ॥

অর্শ্ম ক্রমে যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ স্থান অধিকার করিলে অর্শ্মকে সূর্য্যাগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করিয়া বড়িশ চন্দ্রকরে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। কিন্তু এস্থলে জানা আবশ্যক যে কণীনিকার তৃতীয় ভাগ করিয়া শস্ত্রপাত করিতে হয়।

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লাক্ষা, লৌহভস্ম ও সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসের সহযোগে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইলে উক্ত গুড়িকা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে, অর্শ্ম, তিমির, কাচ, কণ্ডূ, কাচ, শুক্র, অর্জ্জুন ও অজকা, প্রভৃতি চক্ষু রোগ বিনষ্ট হয়। পুষ্পাখ্য,তার্ক্ষ্য'জ,চিনী,দধি,সমুদ্রফেনা,শঙ্খনাভি ভস্ম, সৈন্ধব লবণ চন্দন, গৈরিক, মনঃশিলা ও মরিচ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে অর্শ্ম, কাচ, তিমির অর্জ্জুন ও বর্ত্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৌম্ভ সর্পের(পুরাতন ঘৃত) বিরেচন,আলেপন, স্বেদ শীতল দ্রব্য সেবন ও অঞ্জন দ্বারা শুক্তিকাখ্য চক্ষুরোগের শান্তি করিবে।

প্রবালভস্ম, মুক্তাভস্ম, বৈদূর্য্যমণি ভস্ম, শঙ্খনাভি ভস্ম, ফটকিরি, মধুর সহিত কিম্বা সমুদ্র ফেনা চিনীর সহিত অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন রোগ প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন পিত্তজনিত অভিষ্যন্দোক্ত ঔষধ অর্জ্জুনরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৈদেহী (পিপুল) শ্বেতমরিচ (শজিনাবীজ) সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে পিষ্টকাখ্য চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সন্ধিগত চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলীমধুসৈন্ধবৈঃ।
বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়েদ্বা সমন্ততঃ॥

চিকিৎসক চক্ষুর সন্ধিগত শ্লেষ্ম জনিত উপনাহরোগে সেক প্রদানপূর্ব্বক উহাতে ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবেন এবং পিপুল মধু ও সৈন্ধবলবণ, উপনাহযুক্ত স্থানে ঘর্ষণ করিতে দিবেন। ইহাতেও যদি উক্ত রোগের শান্তি হয়, তাহাহইলে মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্রের সাহায্যে লেখন ও প্রচ্ছন (অল্প পরিমাণে রক্তমোক্ষণ) করিবেন।

হরীতকী বীজের শাঁস ৩ ভাগ বহেড়ার বীজের শাঁস ২ ভাগ ও আমলকী বীজের শাঁস ১ ভাগ, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি চক্ষুতে অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে অক্ষি প্রকোপের শান্তি হইয়া থাকে।

অক্ষিস্রাব রোগে ত্রিফলার ক্বাথ দোষানুসারে মধু প্রভৃতির সহিত প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই পদার্থ গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ মধুর সহিত পিত্তরক্তোক্ত ঘৃতের সহিত বাত, পিত্ত ও রক্তে এবং পিপুলের সহিত কফজ অশ্রে প্রয়োগ করিবেন। যদি উল্লিখিত উপায়ে উহার শান্তি না হয়, তাহা হইলে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া অর্শ্ম রোগের শান্তি করিয়া দিবেন।

হরীতকী আমলকী, ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে চারিতোলা গ্রহণপূর্ব্বক একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে জলীয়াংশ একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ একপোয়

গোমূত্র একপোয়া হীরাকস ৩ তোলা রসাঞ্জন ৩ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইলে নামাইয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত ঔষধ অর্শ্মরোগে মালিশ করিতে দিবে।

বর্ত্মগত চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

শিরাং ভিত্বা বিনিষ্পীড্য ভিন্নানঞ্জননামিকম্।
শিলৈলা নতসিন্ধূত্থৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ॥
রসাঞ্জন মধুভ্যাং ভিন্নাং বা শস্ত্রকর্ম্মবিৎ।
প্রতিসার্য্যাঞ্জ্যাদ্‌ফৈর্দীপশিখোদ্ভবৈঃ॥
স্বেদয়েদ্‌ঘৃষ্টয়ঙ্গুল্যা হরেদ্রক্তং জলৌকসা।
রোচনাক্ষারতুত্থানি পিপ্পল্যঃ ক্ষৌদ্রমেব চ॥
প্রতিসারণ মেকৈকং ভিন্নেন গণ ইষ্যতে॥

অঞ্জনাখ্য রোগ (বর্ত্মগত অঞ্জনিরোগে) সেক প্রদানপূর্ব্বক শস্ত্রের সাহায্যে ভেদন ও নিষ্পীড়ন করিয়া পূয়াদি নিঃসারিত করিয়া দিবে তদনন্তর মনঃশিলা হরিতাল তগর পাদিকা ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে। অথবা রসাঞ্জন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন দীপ শিখোদ্ভব অঞ্জন (কজ্জল) লেপন করিয়া সেক প্রদান করিবে এবং অঙ্গুলী দ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। তদনন্তর গোরচনা যবক্ষার, তুঁতিয়া ও পিপুল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত পৃথক পৃথক স্ফোটকের মুখে সংলগ্ন করিয়া দিবে।

নির্ব্বিষরোগে রোগী নাসিকা দ্বারা ঘৃত পান করিবে এবং চক্ষুতে ঘৃত প্রদান করিবে। ইহার দ্বারা নির্বিষরোগ বিনষ্ট হয়।

বায়ু পিত্ত ও কফ বর্ত্মের (চক্ষের পাতার) উপর পৃষ্ঠে যে শোথ উৎপন্ন করে, তাহাতে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং উক্ত ছিদ্র গুলির মুখ বর্ত্মের (চক্ষুর পাতার) নীচ পৃষ্ঠে থাকে ইহা দ্বারা বিষতুল্য জলস্রাব হইয়া থাকে। সেই রোগের নাম বিষগ্রন্থি বা বিষবর্ত্ম। উল্লিখিত রোগের পক্কাবস্থায় উত্তমরূপে সেক প্রদান করিয়া উহাকে কোমল করিয়া লইবে। তদনন্তর বিষগ্রন্থির স্ফোটক শস্ত্র দ্বারা এরূপভাবে ভেদ করিবে যেন উহার অবশিষ্টাংশ কিছুমাত্র না থাকে। এই প্রকার ভেদন কার্য্য সম্পন্ন হইলে ক্ষতস্থানে সৈন্ধবলবণ সংলগ্ন করিয়া দিবে।

পিষ্মরোগে শেওড়া পাতা ও ডুমুর দ্বারা চক্ষুর পাতা লেখন করিয়া (আচরাইয়া) ছাল তুলিবে এবং আবশ্যক হইলে রক্তমোক্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন পিষ্মরোগীকে পুনঃ পুনঃ বিরেচন করাণ আবশ্যক।

পিষ্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন করাইবে এবং উহার শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা হইলে মনঃশিলা রসাঞ্জন মরিচ পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোপিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবে। অথবা হরিতাল, বচ, দেবদারু ও তগরপাদিকা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তুলসী পত্রের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে পিষ্মরোগ বিনষ্ট হয়।

দেবদারু গোমূত্রে আপ্লুত করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইপ্রকার সপ্তাহকাল করা হইলে উহাতে ঘৃতাদি মাখাইয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে যে ধূম নির্গত হইবে সেই ধূম পিষ্মরোগ স্থানে লাগাইলে কিম্বা কাকমাচীফল ঘৃতাক্ত করিয়া দগ্ধ করিলে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম লাগাইলে পিষ্ম ক্রিমি সকল পতিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা সমুদ্রফেনা সৈন্ধবলবণ, গৈরিক ও মরিচ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া ক্লিন্নবর্ত্মে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে ক্লেদ ও কণ্ডূ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিশুমারের (শুঁশুকমৎস্যের) মস্তকাস্থি ভস্ম সৈন্ধবলবণ, এই পদার্থদ্বয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক

ভূষোদকের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা ঘর্ষণ করিয়া পিল্ল ও ক্লিন্নবর্ত্ম অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে উক্তরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিবে এবং লৌহ পাত্রে সপ্তাহ-কাল ঘর্ষণ করিয়া পুনঃ তাম্রপাত্রে সপ্তাহকাল ঘর্ষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত পিচ্চিট, ধূমদর্শন ও তিমির প্রভৃতি সকল প্রকার অক্ষিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চূর্ণ অঞ্জন।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল সমুদ্রফেনা, দেবদারু, বেনারমূল, গোরোচনা, জটামাংসী রক্তচন্দন, শঙ্খনাভিভস্ম, তেজপত্র, গৈরিক তালীশ পত্র পুষ্প ও রসাঞ্জন এই দ্রব্যগুলি সম-ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ অঞ্জনরূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে কণ্ডূ ক্লেদ, মল, অশ্রুস্রাবরক্তস্রাব, চক্ষুর বেদনা পিল্ল, অর্শ ও শুক্রাখ্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

ভুঁতিয়া ৮ তোলা শ্বেতমরিচ (শজিনাবীজ,) কুড়িটি এই উভয় পদার্থ পেষণ করিয়া ৩০ পল (৭ সের ৪৪ তোলা) কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে করিয়া কিছুদিন রাখিবে। তদনন্তর উহা চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকাল জাত পিল্লরোগ নিবারিত হয় এবং উহা সেচন করিলে কণ্ডূ ও শোথ অপনীত হয়।

পক্ষের (নেত্রাবরণের) রোম বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় মুহর্মুহু চক্ষু ঘর্ষণে কৃষ্ণ ও শুক্লমণ্ডলে শোথ জন্মে এবং নেত্রাবরণ হইতে রোম বিগলিত হইয়া যে চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে পক্ষ কোপ কহে। উক্ত পক্ষোপরোধ রোগে রোম তুলিয়া ফেলিলে উহা যাপ্য হয়। বর্ত্মপ্রদেশে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট রক্ত সূচী প্রভৃতি দ্বারা লেখন করিয়া নিঃসা-রিত করিয়া ফেলিবে। অপিচ বৃদ্ধি প্রাপ্ত অক্ষিপক্ষ বর্ত্মস্থ রোম ক্রমশঃ সন্দংশচন্দ্র দ্বারা উত্তোলন করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান চিকিৎসক অক্ষিবর্ত্ম উত্তপ্ত স্বর্ণ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিতে দিবে। ইহাতে পুনর্ব্বার উল্লিখিত অক্ষিপক্ষে রোম জন্মিতে পারে না।

চক্ষুরোগের মধ্যে যাহারা লেখ্য এবং ভেদ্য তাহাদিগের নাম যথা উৎসঙ্গিনী বহুকর্দ্দম, বর্ত্তিনী, শ্যাব, বদ্ধ বর্ত্ম ক্লিন্ন, পোথকী, কুম্ভিনী ও শর্করা ইহা আলেখ্য। শ্লেষ্মজনিত উপনাহ নগণ, বিষগ্রন্থি ও ক্রিমিজনিত অঞ্জন নামিকা ইহারা ভেদ্য। ঘৃতযুক্ত সৈন্ধবলবণ দ্বারা ঘর্ষণ ও লেখন করিবে এবং মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্রদ্বারা ভেদন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

পটোলপত্র ও আমলকীর ক্বাথ দ্বারা এবং ফনিজ্জক, তুলসী ও রশুনের রস দ্বারা পোথকীর চিকিৎসা করিবে।

আনাহপীড়িতকে প্রথমতঃ সেক প্রদান করিয়া লইবে। তদনন্তর শস্ত্রদ্বারা তির্য্যকভাবে ভেদ করিয়া পূয়াদি নিঃসারিত করিয়া ফেলিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

চিকিৎসক বর্ত্মার্শ, শুষ্কার্শওঅর্ব্বুদরোগ তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষত শুষ্ককরণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহাদের শান্তি করিবে।

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, কুড়, পালিপর্ণী চাকুলে মুগাপর্ণী ও মাষপর্ণী, হরীতকী আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্ম জনিত অভিষ্যন্দ পোথকী বর্ত্মোপরোধ ও ক্রিমিগ্রন্থিক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুশ্রুতোক্ত নেত্ররোগাদির চিকিৎসা বিধি কথিত হইতেছে।

বায়ুজনিত অভিষ্যন্দ।

বায়ুজনিত অভিষ্যন্দ অথবা অধিমন্থরোগ হইতে পুরাতন ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। যথা

বিধি ক্রমে স্বেদ প্রয়োগ এবং শিরা বেধন পূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। সম্যক প্রকার স্নেহ কর্ত্তৃক বিরেচিত হইলে, তর্পণ পুটপাক ধূম, আশ্চোতণ নস্য স্নেহ পরিষেচন বিরেচন জলচর বা জলীয় দেশচর বাতঘ্ন পশুর মাংস অথবা অম্ল ক্বাথের পরিষেচন এই সমস্ত প্রয়োগ করিবে। ঘৃত বসা মেদ মজ্জা একত্র উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং এই প্রকার স্নেহে পীতবর্ণ বস্ত্র সিক্ত করিয়া ধারণ করিবে। দুগ্ধ বেসবার সাল্বণ ও পায়সের উপনাহ স্বেদ ও প্রযোজ্য। ত্রিফলার ক্বাথ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া অথবা কেবল মাত্র পুরাতন ঘৃত অথবা বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ বা কাকোল্যাদিগণ সংযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিবে। তৈল ব্যতিরেকে অপর স্নেহ বাতঘ্ন ঔষধ সংযোগে পাক করিয়া তর্পণে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। স্নেহ কল্পিত পুটপাক দূর ও নস্য ও প্রযোজ্য। অজা দুগ্ধ ও মধুর দ্রব্যের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বক এবং কণ্টকারীর মূল সহযোগে অজা দুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। সৈন্ধবলবণ যষ্টিমধু পিপ্পলী এই সমস্ত সংযোগে অর্দ্ধোদক মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ সেক এবং আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। বালা চক্রার্দ্ধ মঞ্জিষ্ঠা উড়ুম্বর ত্বক্ এই সমস্ত সংযোগে অর্দ্ধোদক মিশ্রিত ছাগী দুগ্ধ অথবা কেবলমাত্র ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া নেত্রমূলে আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু, হরিদ্রা, হরীতকী এবং দেবদারু একত্র ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিলে অভিষ্যন্দ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

গিরি মৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণা এবং শুণ্ঠী এই চারি পদার্থ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া জলে পিষিয়া গুটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। বায়ুজন্য রোগে স্নেহ কল্পিত অঞ্জন হিতকর, যথাবিধি ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে। অগ্রে দুগ্ধ সহযোগে পরে গুলঞ্চ কপিত্থ বৃহৎ পঞ্চমূল এবং ক্ষুদ্র আমলকীর রস সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া বায়ুজনিত সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে পান করিতে দিবে। আহারের পূর্ব্বে ঘৃত পান করা বা ভোজনকালে দুগ্ধপান করা কর্ত্তব্য। অথবা পশুর আগল চিতে এবং মেষশৃঙ্গী দুগ্ধ সংযোগে অথবা বীরদার্ব্বাদিগণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। সৈন্ধব, দেবদারু, ও শুণ্ঠী টাবালেবুর রসে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে শুক্তাক্ষি পাকরোগে শেষোক্ত কএকটি দ্রব্য স্তন্য দুগ্ধ ও জল সংযোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে এবং শেষোক্ত ঘৃত ও তর্পণে প্রশস্ত। জীবনীয় ঘৃতের নস্য এবং সৈন্ধব সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ পরিষেচনে হিতকর হরিদ্রা ও দেবদারু সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সৈন্ধব সংযোগ পূর্ব্বক প্রযোজ্য। রসাঞ্জন ও শুণ্ঠী স্তন্য দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া ঘৃত সংযোগে প্রয়োগ করিবে। জলচর বা সজল দেশচর পশু বা পক্ষির বসা সৈন্ধব ও কিঞ্চিৎ শুণ্ঠী মিশ্রিত করিয়া শুক্তাক্ষি পাকরোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বায়ুজন্য যে কোন নেত্রের দৃষ্টি নাশক রোগ উৎপন্ন হইবে, এই সমস্ত মূল ঔষধ বিবেচনা করিয়া দ্রব্য সংযোগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজনিত অভিষ্যন্দরোগের চিকিৎসা।

পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ এবং অধিমন্থরোগে রক্তস্রাব ও বিরেচন আবশ্যক। পিত্তজনিত বিসর্প রোগের অধিকারে যে সমস্ত দ্রব্য লিখিত হইয়াছে এস্থলে সেই সমস্ত দ্রব্য পরিষেচন আলেপন নস্য ও অঞ্জনে ব্যবহার করিবে গুন্দ্রা প্রিয়ঙ্গু শালি শৈবল, শৈলজ, দারুহরিদ্রা এলাইচ উৎপল, লোধ, অভ্র, পদ্মপত্র, শর্করা কুশ, ইক্ষু, তাল, বেতস, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা,

মধু, চন্দন, যষ্টিমধু, হরিদ্রা এবং অনন্তমূল এই সমস্ত দ্রব্য সমস্ত বা যতদূর পাওয়া যায় তাহার দ্বারা ঘৃত বা ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া তর্পণ পরিষেচন ও নস্যে প্রয়োগ করিবে এই রোগে সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া তিন দিবস অন্তর ক্ষীর সর্পির নস্য শল্লকী বা মধু শর্করা পালিন্দী বা যষ্টিমধুর রস ক্রিয়া প্রশস্ত। মুথা, সমুদ্রফেনা, উৎপল বিড়ঙ্গ, এলাইচ, ধাত্রী বীজের রস অথবা তালীশ পত্র এলাইচ শৈলজ, বেনামূল এবং শঙ্খ এই সমস্ত পদার্থ স্তন্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া অথবা ইহাদিগের চূর্ণ বা রস স্তন্যদুগ্ধ ও ধাতকী রস সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে স্তন্যদুগ্ধে স্বর্ণ মধুতে কিংশুক পুষ্প অথবা লোধ, দ্রাক্ষা, শর্করা এবং উৎপল স্তন্যদুগ্ধে বা যষ্টিমধু এবং বচ, দুগ্ধে যে সমুদ্রফেনা চন্দন এবং যজ্ঞডুমুর রসে কিম্বা কেবলমাত্র স্বর্ণমাক্ষী স্তন্যদুগ্ধে ঘর্ষণ বা পেষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু লোধ, দ্রাক্ষা, শর্করা এবং উৎপল এই দ্রব্যগুলি স্তন্যদুগ্ধে কিছুক্ষণ স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষৌম বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে।

যষ্টিমধু, লোধ, দ্রাক্ষা, শর্করা এবং উৎপল এই দ্রব্যগুলি দুগ্ধে কিছুক্ষণ স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষৌম বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু ও লোধ ঘৃতে ঘর্ষণ করিয়া অথবা দ্রাক্ষা আমলকী এবং হরীতকী বা কেবল কটফল জলে মিশ্রিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। শিরা বেধন ব্যতীরেকে ইহার লিখিত সমস্ত কার্য্য অম্লাধ্যুষিত এবং শুক্তি রোগে প্রয়োজন। ত্রিফলা অথবা লোধ সংযোগে পাক করা ঘৃত বা কেবলমাত্র পুরাতন ঘৃত পাকে ব্যবহার্য্য। শুক্তি রোগে (দোষ নেত্রের অধোভাগে স্থিত) শীঘ্র শীতল দ্রব্যের অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। বৈদূর্য্য স্ফটিক বৈদ্রুম মৌক্তিক শঙ্খ রজত বা সৌবর্ণ অঞ্জনও বিধেয়। শুক্তি রোগে পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধু শর্করা যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ধূমদর্শী রোগে ঐ সকল দ্রব্যে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং অবশেষে রক্তপিত্তের বিধানে চিকিৎসা করিবে। পিত্ত জন্য বিসর্প রোগে যে সমস্ত বিধান আছে তাহাও এ স্থলে প্রযোজ্য।

শ্লেষ্মজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

কফজন্য অভিষ্যন্দ এবং অধিমন্থ রোগ হইয়া বৃদ্ধি হইলে শিরা মোক্ষণ করিবে। এই রোগে স্বেদ অবনীতল অঞ্জন ধূম পরি ষেচন প্রলেপ করণ গ্রহ আশ্চোতন এবং পুটপাক সকল রুক্ষ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, পরে তিন দিন অন্তর উপবাস এবং প্রাতঃকালে তিক্ত ঘৃত সেবন ও যাহাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি না হয় এরূপ অনপনাহ প্রশস্ত। মুথা, গিরিমৃত্তিকা, তুলসী, বিল্ব, পাণ্ডুর (রক্তচন্দন) পিলু, অর্ক, কপিত্থ এবং বিজয় এই সমুদয়ের স্বেদ বা অনু লেপন প্রযোজ্য। মঞ্জিষ্ঠ কুষ্ঠ, দেবদারু, সৈন্ধব, হিঙ্গু, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, পুষ্কর বৃক্ষ, তুথবক, তাম্র এবং রসাঞ্জন এই সমস্ত দ্রব্যে অঞ্জন ও বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। হরীতকী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং হরিদ্রা, সকল সমভাগে, অথবা পৃশ্নিপর্ণী কুষ্ঠ, দেবদারু শঙ্খ, পাঠা, ত্রিকটু, মনঃশিলা, অথবা জাতীকুসুম করঞ্জ, শোভাঞ্জন বা তাহার ফল বা পুষ্প, বৃহতী, ও কন্টীকারী এই সমস্ত একত্র সমভাগে কিম্বা রসাঞ্জন, চন্দন, সৈন্ধব, মনঃশিলা, হরিতাল এবং লশুন সমভাগে একত্র বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিশুষ্ক দেহে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

বলাস্ গ্রথিত রোগে বিরেচন প্রয়োগপূর্ব্বক এই সমস্ত অঞ্জন ব্যবহার করিবে। নীল যব, মদন বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ বাবুই অর্ক কপিত্থ বিল্ব নির্গুণ্ডী এবং জাতীপুষ্প, এই সকলের ক্ষার সৈন্ধব এবং গোরচনা একত্র পাক করিয়া বলাস গ্রথিত রোগে লৌহ শলাকার দ্বারা অঞ্জন

প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে নীল ও যব ছুগ্ধে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে।

পিষ্টকরোগে তুলসী বিশ্ব, রক্তচন্দন, পিস্ব, অর্ক, পিপ্পলী একত্র কল্ক করিয়া শোভাঞ্জন সংযোগে সপ্তরাত্র রাক্ষের তদনন্তর তাহাতে হরীতকী বার্ত্তাকু প্রিগ্ৰ্ নিসিন্দা পাঠা, চিরাতা, আমলকী, হীরাকস্, সৈন্ধব, রসাঞ্জন, জাতীপুস্প, মধু সংযোগে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

কণ্ডুরোগে সৈন্ধবলবণ শ্বেতমরিচ এবং মনঃশিলা একত্র সমভাগে মাতুলুঙ্গের রসে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

শৃঙ্গবের, দেবদারু, মুথা, সৈন্ধব, এবং জাতী-পুষ্প সুরাতে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শোথের শান্তি হয়।

রক্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

রক্তজন্য অভিষ্যন্দ অধিমন্থ শিরোৎপাত এবং শিরা হর্ষ এই চারি প্রকার রোগ একই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। এই সমস্ত রোগে বিরেচন এবং শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ঘৃত এবং শর্করা যোগে বিরেচক দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিয়া দোষ অনুসারে প্রদাহ পরিষেচণ নস্ত ধূম আশ্চ্যোতন অঞ্জন, তর্পণ স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং পুটপাক রোগে প্রয়োগ করিবে।

নীলোৎপল বেনামূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মুথা, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ এবং হরিদ্রা, নেত্রের চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে অতিশয় যাতনা হইলে মৃদু স্বেদ এবং জলৌকা পতন বিধেয়। অধিক পরিমাণে ঘৃত পান করিলেও যন্ত্রণার শান্তি হয়। কেশুর ও যষ্টিমধুর চূর্ণ বস্ত্রপালিত করিয়া বর্ষার জলের সহিত আলোড়ন প্রয়োগ করিবে। রক্তলোধ, অর্জ্জুন দ্রাপনী (কটফল) ধাতকী, আমলকী, বিল্ব, অথবা বৃহতী ও কণ্টীকারীর পুষ্প বিল্বপত্র, এবং মঞ্জিষ্ঠা মধু বা ইক্ষু রসে পেষণ করিয়া রক্তাভিষ্যন্দ রোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

তণ্ডুল, কুসুম, তেজপত্র, শিলাজতু, কুঙ্কুম, লৌহ চূর্ণ, তাম্র চূর্ণ এবং তুথ একত্র নিম্ব নির্য্যাস সহযোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অথবা রাঙ্ এবং কাংস্যমল পুষ্পরসে পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অঞ্জনের নিমিত্ত শূল বর্ত্তি প্রশস্ত।

শিরোৎপাত রোগে ঘৃত এবং মধু অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব এবং কাসীম স্তন্য-দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। শঙ্খ মনঃশিলা, তুথ, দারুহরিদ্রা, এবং সৈন্ধব মধু যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। সুরা, মরিচ এবং স্বর্ণমাক্ষী, শিরীষ পুষ্পের রস সহযোগে, অথবা গিরিমৃত্তিকা ও মধু সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

শিরাহর্ষ রোগে কানিত এবং মধু সংযোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মধু সংযোগে অঞ্জন বা হীরাকস, সৈন্ধব, সংযোগে বা অম্লবেতস স্তন্য দুগ্ধসংযোগে অথবা সৈন্ধবসংযোগে কানিত অঞ্জন প্রযোজ্য।

অর্জ্জুন রোগ শান্তির জন্য পিত্ত শান্তির প্রণালী বিশেষ প্রযোজ্য। ইক্ষুরস মধু, চিনী, স্তন্যদুগ্ধ দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু এবং সৈন্ধব এই সমস্ত যোগে পরিষেচন ও অঞ্জন এবং অম্লরস সহ-যোগে অশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে। বীজপূর (টাবালেবু) ফুল, অম্ল বা দাড়িম এই সকলের মধ্যে একটি দুইটি বা তিনটীরই রস সংযোগ করিবে স্ফাটিক, প্রবাল, শঙ্খ, যষ্টিমধু এবং মধু সমুদ্র ফেনা, শঙ্খ, মধু এবং চিনী এই দুই অর্জ্জুন রোগে বিধেয়। সৈন্ধব মধু, ও কটফল-অথবা মধু সংযোগে হীরাকস অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

লৌহচূর্ণ, সকল প্রকার ধাতু সেবন সকল প্রকার রত্নদন্ত এবং শৃঙ্গ এই গুলি নেত্র রোগের পক্ষে অবসাদনকর। কুক্কুটা-ণ্ডের খোলা লশুন ত্রিকটু করঞ্জবীজ এলাইচ

এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন লেখনকর। পুটপাক যোগ এবং রক্তস্রাব সম্পাদিত হইলে এবং বিবিধ প্রকার অভিষ্যন্দ নাশক যোগ প্রযুক্ত হইলে নিম্ন লিখিত যোগের দ্বারা ব্রণ শুক্রের প্রতীকার করিবে। শুক্ররোগ উত্তানই হউক বা অবগাঢ় হউক কর্কশ হউক বা সব্রণ হউক শিরীষ বীজ মরিচ, পিপ্পলী সৈন্ধব এক সের অথবা কেবল মাত্র সৈন্ধবের দ্বারা ঘর্ষণ করিবে অথবা তাম্রচূর্ণ, শঙ্খ, মনঃশিলা, মরিচ এবং সৈন্ধব এই কতিপয় দ্রব্য অন্তভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণিত করিয়া লইয়া একত্র অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। শঙ্খফুলের আঁটি, কট ফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, এবং স্বর্ণমাক্ষী, অথবা মধু হস্তিদন্ত, সমুদ্রফেনা, শিরীষপুষ্প, এই দুইটি যোগ শুক্রযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা বলাস রোগে যে সমস্ত ক্ষার ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাও এস্থলে অঞ্জনে প্রয়োগ বিধেয়। অথবা নিস্তুষ মুদ্গ এবং শঙ্খ মধু ও চিনী যোগে বা মধু যোগে মউলের সার বা বিভীতকের আঁটীর মজ্জা মধু যোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। শাঁক, শুলি, মধু, দ্রাক্ষা, মৌল এবং কতক, একত্রে অঞ্জনে প্রযোজ্য। শূল যুক্ত দ্বিত্বকগত শুক্র রোগ হইলে বাতঘ্ন তর্পণ হিতকর, বংশলোচন (ভেলা) অরুষ্কর, হরিতাল এবং নারিকেল দগ্ধ করিয়া বিস্রাবিত করিবে তাহাতে করভের অস্থিচূর্ণ ভাবিত করিবে, এই প্রকার বহুবিধ অঞ্জন শুক্ররোগের বিবর্ণতা নাশক।

অজকারোগে সূচির দ্বারা পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া অন্তরস্থ জল স্রাবিত করিবে পরে ঘৃত সংযুক্ত গোমাংস চূর্ণ দ্বারা সেইটী পূর্ণ করিবে। অজকা রোগ বর্ম্ম মুখ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে বিবিধ প্রকার অবলেখন কর্ত্তব্য।

সপাক বা অশোকপাক রোগ হইলে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে। অন্তের পরিবেষ্টন আশ্চ্যোতন এবং পুটপাক যোগ প্রয়োগ করিবে। দেহের উর্দ্ধভাগ শোধন করিয়া পশ্চাল্লিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মৌয়ের সুরা বা দধি, বা প্রচুর পরিমাণে দধি সংযোগে ঘৃত, বা তাম্রপাত্রস্থিত মাংস, ঘৃত, সৈন্ধবযোগে কাংস মলের সহিত, অথবা সৈন্ধব যোগে স্তন্য বা মৌল বৃক্ষের সার এবং গিরি মৃত্তিকা সমভাগে লইয়া মধু সংযোগে কিম্বা স্তন্য দুগ্ধ যোগে ঘৃত সৈন্ধব এবং তাম্র অথবা দাড়িম অম্লশুক (অমলকুচ) এবং কুল এই সমস্ত অম্ল সৈন্ধব যোগে, অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পাক রোগে রস ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং সৈন্ধব সহযোগে মাংস ও নাগর (শুঠী) ঘৃতে স্থাপন করিয়া স্তন্যদুগ্ধ সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। জাতীপুষ্প, সৈন্ধব শৃঙ্গবের পিপ্পলী বীজ বিড়ঙ্গ সার একত্র পেষণপূর্ব্বক মধু সংযোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

পূয়ালসরোগে শোণিত মোক্ষণ এবং উপনাহ স্বেদ বিশেষ হিতকর। নেত্র পাক নাশক বহু বিধ এস্থলেও বিধান করিবে। হীরেকস সৈন্ধব এবং আর্দ্রক অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। এই একটি দ্রব্য মধু সংযোগে ভক্ষণ ও কর্ত্তব্য।

প্রক্লিন্নবর্ম্ম রোগে স্নেহাদির দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়া দোষ অনুসারে তর্পণ পরিষেচন অঞ্জন আশ্চ্যোতন, নস্য, ধুম, প্রয়োগ করিবে। মুথা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেত সর্ষপ, লোধ, উৎপল, শ্যামা লতা এই সকলের চূর্ণ আশ্চ্যোতনে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। রসাঞ্জন, মধু, তেজপত্র, আমলকী, একত্র পাক করিয়া আশ্চ্যোতন ও অঞ্জনে প্রযোজ্য। বংশ মূল বা ত্রিফলার কাথ বা পলাশ পুষ্প বা খয়মঞ্জরী পুষ্পের কাথ রসক্রিয়াতে প্রযোজ্য। তাম্র ও কপাল খণ্ডে বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক অঞ্জন বিধান করা কর্ত্তব্য। কাংসমল তণ্ডুল সহিত দগ্ধ করিয়া ছাগী দুগ্ধ সহ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে এবং তাহাতে মরিচ ও তাম্র চূর্ণ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করিবে।

অক্লিন্নবর্ম্ম রোগে সমুদ্রফেনা সৈন্ধব, শঙ্খ, মুদ্গ, শ্বেতমরিচ, এই সমস্ত চূর্ণ দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ

করিবে। ইহাতে কণ্ডূ প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগেও দোষানুসারে অক্লিন্নবর্ত্মের যোগও প্রয়োগ করিবে। এবং তন্দ্রা পাঠা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া তুথক রসাঞ্জন ও ঘৃত যোগে প্রয়োগ করিবে।

লেখ্যরোগেরপ্রক্রিয়া।

পূর্ব্বে যে নয় প্রকার লেখ্য বলা হইয়াছে. সামান্যতঃ তাহার চিকিৎসা বিধি লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ রোগীকে স্নিগ্ধ এবং বমন বিরেচন প্রয়োগ করিয়া বায়ু এবং আতপশূন্য গৃহে বসাইয়া সুখোদকে বস্ত্রতপ্ত করিয়া বর্ত্ম দেশে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদ প্রয়োগ কালে বর্ত্মদেশ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এবং তর্জ্জনীর দ্বারা বক্রভাবে ধরিবে অর্থাৎ দুই অঙ্গুলির দ্বারা চক্ষের দুই পাতা টানিয়া রাখিবে তাহাতে বর্ত্ম বিচলিত বা শ্রুত হয় না। তদনন্তর লেখনীর স্থানশস্ত্রের দ্বারা অঞ্জন করিয়া বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শস্ত্র বা পত্রের দ্বারার লেখন কার্য্য সম্পাদন করিবে। লেখন ক্রিয়া পর রক্ত থাকিলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে প্রক্ষালন ও তাহাতে ঘৃত সেচন করিয়া ব্রণের ন্যায় আচরণ করিবে, স্বেদ, অবপীড়ন প্রভৃতি তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করিবে। লেখন ক্রিয়ার এই সংক্ষেপ বিধি। রক্তের আস্রাব রহিত হইলে কণ্ডূ ও শোথ না থাকিলে, লিখিত স্থান নখের ন্যায় সমতল হইলে লিখিত হইয়াছে জানিবে। লেখন ক্রিয়ার পর চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে বর্ত্মদেশ শ্যাববর্ণ গুরু শুক্র কণ্ডূহর্ষ ও উপদাহ বিশিষ্ট (বট্‌নাট) হইলেও নেত্রপাক উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে, বেদনাও অতিশয় স্রাব বিশিষ্ট হইলে অতি স্রাবিত বলিয়া জানিবে এরূপ স্থলে স্নেহ স্বেদ প্রভৃতি হিতকর এবং বায়ু শান্তিকর বিধি প্রযোজ্য।

বর্ত্মাবির্ম্ম, ক্লিষ্ট, বর্ত্ম, বহন বর্ত্ম পোথকী শ্যামবর্ত্ম এবং কর্দ্দবার্ত্ম রোগে আচ্ছাদিত রাখিয়া সমভাগে লেখন করিবে। কুম্ভীরিণী শর্করা এবং উৎসঙ্গিণী রোগে প্রথমতঃ শস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তন করিয়া পরে লেখন করিবে। বর্ত্ম দেশে কঠিন পীড়কা হইলে বা হ্রস্বজাত্য বা তাম্র রোগ হইলে অগ্রে ভেদ করিয়া লেখন করিবে। বাহ্যবর্ত্মে স্বেদ আলেপন ও শোধনের দ্বারা উপশম করিবে।

ভেদ্যরোগেরপ্রক্রিয়া।

বিষগ্রন্থি রোগে গ্রন্থি নিরাশ্রয় ভাবে পাকিয়া উঠিলে ইহার ছিদ্র সমস্ত ভেদ করিয়া সৈন্ধবের দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। কাসীম মাগধীপুষ্প, মনঃশিলা. এলাইচ, ঘৃত মধু সংযোগে প্রলেপ করিয়া সম্যকরূপে বন্ধন করিবে।

নয়নরোগে ভেদ করিয়া গোরচনা ক্ষার তুথক (তুঁতে) পিপ্পলী ইহাদিগের কোন একটি মধু সংযোগে প্রতি নিঃসারণ প্রয়োগ করিবে।

অঞ্জন রোগে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর ভেদ করিয়া নিষ্পীড়ন করিবে। পরে মনঃশিলা এলাইচ, সৈন্ধব ও মধু সংযোগে প্রতি সারণ করিবে। অথবা ভেদ করিয়া রসাঞ্জন ও মধু সহযোগে প্রতিসারণপূর্ব্বক দীপ শিখাজাত উষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

ক্রমি গ্রন্থি রোগে প্রথমতঃ সম্যক্ স্বেদ প্রয়োগ করিবে, পরে ত্রিফলা তুথ কাসীস ও সৈন্ধব যোগে প্রতি সারণপূর্ব্বক রস ক্রিয়া করিবে।

কফজনিত উপনাহ রোগ ভেদ করিয়া এবং মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা লেখনপূর্ব্বক নেত্রের চতুর্দ্দিক পিপ্পলী মধু ও সৈন্ধব যোগে প্রচ্ছাদিত করিবে।

এই পঞ্চভেদ রোগে স্নেহ ও পত্র ভঙ্গের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ পাকিয়া উঠা পর্য্যন্ত যে প্রকার প্রতিকার বিধান হইয়াছে। এই পঞ্চ ভেদ্য রোগের প্রথমাবস্থায় তাহাই প্রযোজ্য। পাকিয়া উঠিলে সমস্তঋতুতেই স্নেহ প্রয়োগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ লেপন করিবে।

ছেদ্যক্রিয়ারপ্রক্রিয়া।

অর্ম্মরোগ বলীর ন্যায় হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে এবং ভোজন করাইবে। পরে উপবেশন করাইয়া নেত্রে লবণ চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া রক্তবর্ণ করিবে। রক্তবর্ণ হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া স্ফুটিত করিবে। পরে স্বীয় অপাঙ্গ অভিমুখে দৃষ্টি করাইয়া পূর্ব্বোক্ত বলীতে বড়িশা লাগাইয়া মুচুণ্ডীর দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। অথবা এই প্রকার করিয়া ও পুনর্ব্বার সূচীপত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই প্রকার অবস্থায় নেত্র সহসা উন্নমিত করা কর্ত্তব্য নহে। শস্ত্র পাতের আশঙ্কায় চক্ষুর দুই পাতা দৃঢ়রূপে টানিয়া রাখিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত তিন উপায়ের দ্বারা বলী শিথিল হইয়া বিলক্ষণ লম্বিত হইলে তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা লেপন করিবে। বলীটির শুক্লভাগস্থ মূল পরে কৃষ্ণভাগস্থ ক্রমশঃ লেখন করিয়া কনীনিকার উপান্তে লইয়া যাইবে। পরে মাংসের চতুর্থভাগ রাখিয়া ছেদন করিবে। তাহাতে চক্ষুর কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বোক্ত উপান্ত ভাগ অতিক্রম করিয়া কনীনিকাতে আঘাত লাগিলে রক্ত নিঃসারিত হয় এবং বলীরোগ জন্মে। ছেদ অল্প হইলে পুনর্ব্বার শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। অর্ম্ম রোগ জালের ন্যায় উন্মার্জ্জন করিবে। তাহাতে শিথিল হইয়া লম্বিত হইলে চক্ষুরপাতা এবং শুক্লভাগের মধ্যে সেই জলে বক্রমুখ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। পরে বচ শূক ত্রিকটু এবং সৈন্ধব চূর্ণের দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। প্রতিসারিত হইলে স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। দেশ ঋতুর বল এবং কাল (দিবা ও রাত্রি) বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং ব্রণের প্রণালী ক্রমে চিকিৎসা করিবে। তিন দিন অন্তর বন্ধন মোচন করিয়া কর স্বেদ (অগ্নিতে হস্ত তপ্ত করিয়া) প্রদান পূর্ব্বক শোধন প্রয়োগ করিবে। চক্ষুতে যাতনা থাকিলে করঞ্জবীজ আমলকী এবং যষ্টিমধু সহযোগে পাক করা দুগ্ধ প্রাতে ও সায়ংকালে মধু সংযোগে আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু উৎপল কিঞ্জল্ক (পাথর টাটী) এবং দূর্ব্বা দুগ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃত সংযোগে শীতল প্রলেপ মূর্দ্ধদেশে প্রয়োগ করা হিতকর। অর্ম্ম রোগ ছেদন করিলে পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা লেখ্য অঞ্জনের দ্বারা ক্ষার করিবে।

অর্ম্ম রোগ দধির ন্যায় শ্বেত অথবা নীল বা রক্ত কিম্বা ধূসরবর্ণ হইলে শুক্ররোগের প্রণালী ক্রমে তাহার চিকিৎসা করিবে। অর্ম্ম চর্ম্মের ন্যায় অথবা বহুল হইলে এবং স্নায়ু মাংস আবৃত হইলে অথবা কৃষ্ণমণ্ডলে অর্ম্ম রোগ হইলে ছেদন ক্রিয়া কর্ত্তব্য; অর্ম্ম রোগ ছেদন করিলে চক্ষু বিশুদ্ধ বর্ণ বিশিষ্ট অক্লিষ্ট এবং যাতনা শূন্য হয়।

শিরাজাল রোগে শিরা কঠিন হইলে বড়িশা সংলগ্ন পূর্ব্বক লম্বিত করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা বলী খনন করিবে। শিরাজত পীড়কারোগ ঔষধে আরোগ্য না হইলে অর্ম্ম রোগের ন্যায় মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা সেই সকল পীড়কা ছেদন করা কর্ত্তব্য। শিরাজাল এবং শিরাজতে পীড়কা রোগে উপযুক্ত প্রতিসারণ এবং দোষানুসারে লেখন দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পর্ব্বনিকারোগে সন্ধিস্থানে স্বেদ প্রয়োগ শোকের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে তিন অংশ অন্তরে বড়িশ সংলগ্ন করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় লম্বিত হইলে একাংশ রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। তদনন্তর সেই একাংশের অর্দ্ধেক ছেদন করিবে ইহার অন্যথা হইলে অশ্রুনাড়ী জন্মে অর্থাৎ নিরন্তর অশ্রুপাত হয়। পরে মধু ও সৈন্ধব একত্রযোগে প্রতিসারিত করিবে। শোকের অবশিষ্টাংশ লেখনীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। শঙ্খ সমুদ্রফেনা মঞ্জিষ্ঠা ঝিনুক, স্ফটিক পদ্মরাগ প্রবাল, অশ্মান্তক বৈদূর্য্য উৎপল মুক্তা এবং লৌহ ও তাম্রের চূর্ণ সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া স্রোতোঞ্জন সহযোগে

মেষ শৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নেত্রে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সকল অর্ম্মরোগ পীড়কা শিরাজাল নেত্রের সকল প্রকার অর্ম্মরোগ শুক্রার্থ এবং অর্ব্বুদ রোগের শান্তি হয়।

বর্ম্মের অভ্যন্তরে রোগ জন্মিলে অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিবে পরে বর্ম্ম বক্রভাবে ধরিয়া সূচীর দ্বারা তাহা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা মূলে ছেদন করিবে, তদনন্তর সৈন্ধব, হীরেকস এবং লৌহ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে শলাকার দ্বারা দগ্ধ করিবে। রোগের শেষ থাকিলে ক্ষারের দ্বারা লেখন কার্য্য করিবে। তীক্ষ্ণ বমন। বিরেচন প্রয়োগ করিবে এবং দোষানুসারে অভিষ্যান্দ রোগের বিধান সমস্ত অবলম্বন করিবে।

পক্ষ্মকোপেরপ্রতীকার।

পক্ষ্মকোপ বর্ম্মগত রোগ ইহা যাপ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই পক্ষ্মকোপরোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করণান্তর উপবেশন করাইয়া চক্ষুর পাতার উপরিভাগে ভ্রূর অধোভাগে দুই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অর্থাৎ কনীনিকা ও অপাঙ্গের সমভূমিস্থান ছেদন করিবে শস্ত্রের দ্বারা যবের আকারে ছেদন করিয়া ছিন্ন অংশের দুইমুখ দ্বারা যবের আকারে ছেদন করিয়া ছিন্ন অংশের দুই মুখ চূর্ণের দ্বার সীবন করিবে। তদনন্তর ঘৃত মধু প্রয়োগ করিয়া ব্রণের ন্যায় আচরণ করিবে। সীবনের পর ললাটদেশে পট্টবন্ধন করিয়া রাখিবে ছিন্ন মুখ পরস্পর সংলগ্ন হইলে সেই চুল অপসারিত করিবে। ইহাতে যদি রোগের শান্তি না হয়, তবে চক্ষুর পাতা বক্রভাবে ধারণ করিয়া দোষোপসৃষ্ট স্থান ছেদন পূর্ব্বক অগ্নি বা ক্ষারের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। অথবা বড়িশ প্রভৃতি তিন উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে পক্ষ্মমানা গ্রহণ পূর্ব্বক হরীতকী অথবা তুবারকের চূর্ণের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। এই কয় প্রকার যোগ এবং বিরেচন আশ্চ্যোতন নস্য ধূম আলেপন অঞ্জন স্নেহ এবং রস ক্রিয়া পক্ষ্মকোপ রোগে প্রশস্ত।

দৃষ্টিগতরোগেরপ্রতীকারকথিত হইতেছে।

দৃষ্টিগত রোগের মধ্যে তিনটি সাধ্য, তিনটি অসাধ্য এবং ছয়টি যাপ্য। ইহাদিগের মধ্যে ধূমদর্শীর প্রতিকার বলা হইয়াছে। পিত্ত বিদগ্ধ এবং শ্লেষ্ম বিদগ্ধ দৃষ্টির স্থলে শস্ত্রপাত ব্যতিরেকে নস্য পরিষেচন অঞ্জন আলেপন পুটপাক এবং তর্পণের দ্বারা শ্লেষ্মাও পিত্তনাশক বিধান অবলম্বন করিবে। দৃষ্টিপিত্ত বিদগ্ধ হইলে ত্রিফলা সহযোগে ঘৃত, শ্লেষ্ম বিদগ্ধের স্থলে ত্রিবৃৎ সংযোগে ঘৃত এবং উভয় স্থলেই পুরাতন ঘৃত অথবা তিলক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

গৈরিক, সৈন্ধব মসী, গোদন্তী, মরিচ অথবা গোমাংস, মরিচ, শিরীষ বীজ এবং মনঃশিলা, সংযোগে উভয় স্থলেই অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। কুজক, আশাক শাল, আম্র, প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম রক্তোৎপল রেণুকা, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, এই সকলের চূর্ণ ঘৃতও মধু সংযোগে বংশনাড়ী মধ্যে রাখিয়া পিত্ত শ্লেষ্মা অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা আম্র পুষ্প জম্বুপুষ্প, এবং রেণুকা আম্র এবং জম্বুর রসে পিষিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে পদ্ম রক্তোৎপল পদ্মকেশর গৈরিক এই সমস্ত গোময় রসে পেষণ করিয়া শোধন পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। ইহাকে গুড়িকাঞ্জন কহিয়া থাকে। ইহা দিবান্ধ্য রাত্র্যান্ধ্য উভয় স্থলেই হিতকর হইয়া থাকে।

পিত্তজন্য দৃষ্টির স্থলে রসাঞ্জন রস মধু, তালীশ স্বর্ণ এবং গৈরিক, গোময়, রসযোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অথবা আমল বৃক্ষ স্রোতোহাঞ্জন কূর্ম্মপিত্ত অথবা রোহিত পিত্ত রসে ভাবিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে চূর্ণাঞ্জন

কহে। গাম্ভারীপুষ্প, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, লোধ এবং রসাঞ্জন মধু সংযোগে এই অঞ্জন হিতকর।

স্রোতোঅঞ্জন সৈন্ধব মরিচ, রেণুকা, ছাগ মূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জনে রাত্র্যান্ধ্য আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মোপহত দৃষ্টির স্থলে, রক্তচন্দন, মরিচ, শুণ্ঠী, লৌহ, তালীশপত্র হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, গোময় রসে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক ছায়াশুষ্ক করিবে। অথবা মনঃশিলা হরীতকী, ত্রিকটু, বেড়ালা রক্তচন্দন এবং সমুদ্র-ফেনা ছাগীদুগ্ধ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে গোরোচনা মদিরা, গোময় আমলকীর রসে বা অন্য কোন প্রকার ক্ষুদ্রাঞ্জন যকৃৎ রসে বা ত্রিফলার রসে পাক করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। গোমূত্র ঘৃত, সমুদ্রফেনা, পিপ্পলী, মধু এবং কট্‌ফল সৈন্ধবের যোগে বাঁশের গহবর মধ্যে স্থাপন করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ছাগলের বসা ও পিত্ত এবং ছাগলের ঘৃত, পিপ্পলী, সৈন্ধব, আমলকীর রসে পাক করিয়া মধু সংযোগে খদিরের কোষে রাখিবে। এই প্রকার ক্ষুদ্রাঞ্জন হিতকর। রেণুকা, পিপ্পলী, ছাগলের যকৃৎ অস্থি এবং বসাও এলাইচ গোময় রস সহযোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রাত্র্যান্ধ্যের স্থলে গোধার যকৃৎ অর্দ্ধ পাটিত করিয়া তাহাতে পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া ইহা অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ছাগলের যকৃৎ পিপ্পলীসহ অগ্নিতে পাক করিবে ইহার দ্বারা একবারমাত্র অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যান্ধ্যতা আরোগ্য হয়। ছাগলের প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় মাংস ঘৃত তৈল সংযোগে পাক করিয়া ভোজন করিবে। পূর্ব্বোক্ত যকৃৎ ও প্লীহা তৈল সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

দিবান্ধ্যের স্থলে, নক্তীজ, (অর্জ্জুন বৃক্ষ) শিখী কটুকী, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন যকৃতের রস সহযোগে অথবা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

ছয়প্রকার যাপ্যরোগের স্থলে পুনঃপুনঃ শিরা মোক্ষণ করিবে, এবং পুরাতন ঘৃত সংযোগে বিরেচন দ্রব্যের দ্বারা বিরেচন করাইবে। বায়ু জন্য রোগে দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল এবং ত্রিফলা সংযোগে ঘৃত শোধনে প্রয়োগ করিবে। বিশে-ষতঃ রক্তজনিত বা পিত্তজন্য রোগের স্থলে ত্রিফলা সংযোগে ঘৃত অতিশয় প্রশস্ত। কফজনিত রোগে ত্রিবৃতের বিরেচন এবং কফজনিত রোগে ত্রিবৃৎ সংযোগ করা তৈল বিশেষ হিতকর।

তিমির রোগে লৌহপাত্রস্থিত পুরাতন ঘৃত হিতজনক। ত্রিফলা সংযোগ বা মেষশৃঙ্গ সংযোগে পাক করা ঘৃত ও হিতকর, পিত্তজনিত তিমিররোগে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত সংযোগে ত্রিফলাচূর্ণ, বায়ুজন্য তিমির রোগ তৈল সংযোগ ত্রিফলাচূর্ণ এবং কফজন্য তিমির রোগে প্রচুর পরিমাণে মধুসংযোগে ত্রিফলাচূর্ণ অবলেহন করিবে। গোময়ের ক্বাথ এবং লবণ সংযোগে উত্তমরূপে পাক করা তৈল ও তিমিররোগে হিতকর। পিত্তজন্য তিমির রোগে ছাগ বা মেষের ঘৃত কাকোল্যাদিগণ সহযোগে পাক করিয়া সেবন করিবে। বাতরক্ত জন্য তিমির রোগে কাকোল্যাদিগণ যোগে পাক করা তৈল বা অনুতৈল প্রয়োগ করিবে। মুগানি, লতা, অশ্বগন্ধা, পীতবেড়ালা, হরিদ্রা যোগে তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধমন্থন করিয়া (দধিসহ) যে ঘৃত, উৎপন্ন হয় সেই ঘৃত এবং জলজাত বা জলীয়দেশজাত পশুর মাংস সংস্কার জাত ঘৃত সৈন্ধবলবণ ও গৃধ্রী ও হরিণের মাংস যোগে পাক করিয়া ঘৃত মধুযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, স্রোতোঞ্জন মাংস রস দুগ্ধ ও ঘৃতে ক্রমান্বয়ে ভাবিত করিয়া কৃষ্ণসর্পের মুখে স্থাপন পূর্ব্বক কুশে জড়াইয়া একমাসকাল রাখিবে। পরে মালতীপুষ্পের ক্ষার ও সৈন্ধব যোগে তাহা ব্যবহার করিবে।

কাচ রোগে পূর্ব্বোক্ত অঞ্জন তিনদিবস গব্য দুগ্ধে ভাবিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্যরোগে, দুগ্ধজাত ঘৃত কাকোল্যাদি প্রভৃতি মধুর গণ যোগে পাক করিয়া নস্য ও তর্পণে প্রয়োগ এবং জঙ্গল পশুর মাংস সহ পাক করিয়া পুটপাকে প্রয়োগে হিতকর। রসাঞ্জন চিনী মধু এবং মনঃ শিলা যষ্টিমধু এই ক্ষুদ্রাঞ্জন ও প্রয়োগ করিবে। রসাঞ্জন স্বর্ণ-মাক্ষী সমভাগে চূর্ণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। লোধ ও গন্ধোদকে ভাবিত রসাঞ্জন অঞ্জনে প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ হিতকর। শ্লেষ্মাজন্য কাচরোগে ভূল্যক মেষশৃঙ্গ এবং রসাঞ্জন সমভাগে অঞ্জনে প্রয়োগ করা হিতকর। পলাশ, রোহিত এবং মৌলের রস মধু এবং মদ্যের অগ্রভাগসহ বেনারমূল, লোধ, ত্রিফলা ও প্রিয়ঙ্গু পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিলে কফ জন্য রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বনস্পতির ক্বাথ এবং বেনার মূল ও হরিদ্রা চূর্ণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তর্পণে প্রয়োগ করিবে। পিপ্পলী স্বর্ণ মাক্ষী ও সৈন্ধব মাংসরস যোগে পুটপাকে প্রয়োগ করিবে। মনঃ শিলা ত্রিকটু সৈন্ধব, স্বর্ণমাক্ষী, শঙ্খ, হীরেকস, এবং রসাঞ্জন একত্রযোগে রস ক্রিয়া করিবে। হীরাকস, রসাঞ্জন, হরীতকী, গুড়, ও শুণ্ঠী একত্রযোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নিশ্চয়ের অস্থি মধ্যে রাখিয়া স্থির জল মধ্যে একমাসকাল স্থাপন করিবে। সেই অঞ্জন মেষশৃঙ্গীর পুষ্প ও মধু যোগে সকল প্রকার নেত্ররোগে প্রযোজ্য।

পরিম্লায়ী রোগে পিত্তজন্য বা রক্তজন্য রোগে বিধিঅনুসারে চিকিৎসা করিবে। অথবা দোষ অনুসারে অভিষ্যন্দ রোগে চিকিৎসা প্রণালী ও এস্থলে বিধেয়।

তিমির রোগে পুরাতন ঘৃত ত্রিফলা শতমূলী, পটোল, মুদ্গ, আমলকী এবং যব, কিম্বা কেবল শতমূলী পয়সা অথবা তাহাতে আমলকী সংযোগপূর্ব্বক সেবন করিবে। অথবা প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও ত্রিফলার ক্বাথ সহযোগে যবান্ন সেবন করিবে। জীবন্তী, সনিষন্নক, তণ্ডুলীয়ক, বাস্তুক, চিল্ল, মূলক, পূতিকা, এই সমস্ত শশক এবং পশু পক্ষীর মাংস দৃষ্টির পক্ষে হিতকর, পটোল কর্কোটক, কারবেল্ল তর্কারি, কয়ার, শীগ্র এবং আর্ত্তগল, ইহাদিগের শকেরও ঘৃতে ভর্জন করিয়া সেবন করিবে। তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে শিরামোক্ষণ করিবে না তাহাতে দোষ উৎপীড়িত হইয়া দৃষ্টিনাশ করে। তিমির রোগে দোষ সকল পটলে আশ্রয় করিলে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ না হইলে সহজে আরোগ্য হয় দ্বিতীয় পটলে আশ্রয় করিলে এবং রক্তবর্ণ হইলে কষ্টে আরোগ্য হয়, এবং তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে যাপ্য থাকে। এই রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে যাপ্য রাখিবার জন্য যথাবিধি স্থির রাখিবে, এবং জলৌকা প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মজন্য লিঙ্গনাশ রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে দৃষ্টিমধ্যে দোষ জন্য অর্কচন্দ্র বা জল-বিন্দু বা মুক্তার ন্যায় আকার, অচল, বিষম অথবা সূক্ষ্ম বাহ্ প্রভাবিশিষ্ট অথবা কেবল রেখাবিশিষ্ট বেদনাবিশিষ্ট বা কেবল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইলে অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় শীতল না হয় এবং কালে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করাইয়া পরে যন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক ও উপবেশন করাইয়া আপনার নাসা দৃষ্টি করাইবে। অনন্তর কৃষ্ণমণ্ডল এবং অপাঙ্গ হইতে শুক্লভাগ মুক্ত করিয়া নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক শিরাজাল মোচন করিবে। পরে অধো বা উর্দ্ধ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ দৈবকৃত অশ্রুপতন হয় এবং অঙ্গার হইলে ক্রিয়া বিফল হয়। অতএব এই সমস্ত দোষ বর্জন করিয়া শলাকা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবে। শলাকা অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে আয়ত, ও মধ্যদেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরিমিত স্থান সূত্রে বেষ্টিত এবং দুই মুখ মুকুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইবে তাম্র, লৌহ, বা স্বর্ণের দ্বারা শলাকা নির্ম্মিত হইবে। রক্তবর্ণ ফুলা দোষ, অর্ব্বুদ, বুদ্বুদ,

শুকপক্ষিতা এবং অধিমন্থ প্রভৃতি অসাধ্য রোগে বেধন ক্রিয়ার দোষ জন্যই হউক অথবা অহিতাচার জন্যই হউক দোষানুসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। নেত্র বেদনাবিশিষ্ট বা রক্তবর্ণ হইলে তাহার যোগ বলা যাইতেছে। গিরিমৃত্তিকা, শ্যামালতা, দূর্ব্বা, যবচূর্ণ, ঘৃত এবং দুগ্ধ এই সকল একত্র ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রলেপ প্রয়োগ করিলে বেদনা ও রক্তবর্ণের শান্তি হয়। অল্পভর্জিত তিল এবং শ্বেতসর্ষপ, টাবানেবুর রস সংযোগে ঈষদুষ্ণ থাকিতে লেপে প্রয়োগ করিলেও পূর্ব্ববৎ ফল হয় ক্ষীর কাকোলী শ্যামালতা ও তেজপত্র মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, ছাগদুগ্ধ সহযোগে এই সকল দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ লেপন প্রযোজ্য। অথবা দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ এবং শুণ্ঠি অথবা এই প্রকার অন্যান্য, দ্রব্যের লেপন প্রযোজ্য। কিম্বা দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু এবং কুষ্ঠ অথবা এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে সৈন্ধবসহ পক্ব দুগ্ধ রক্তবর্ণ এবং বেদনার শান্তিকারক। শতমূলী, পৃথকপর্ণী, মুথা, আমলকী এবং পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য এবং ছাগীদুগ্ধ সহযোগে পক্ব ঘৃত শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে নেত্রের দাহ ও শূল নিবৃত্ত হয়। বাতঘ্ন দ্রব্যের পরিমাণ চতুর্গুণ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে ঘৃতপাক করিয়া কাকোল্যাদির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে এই ঘৃত নেত্র রোগের সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত প্রতীকারও যাতনার শান্তি না হইলে নেত্রে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে অথবা তাহার পর শিরা দগ্ধ করিবে।

অতঃপর দৃষ্টি প্রসাদনের জন্য অঞ্জন বলা যাইতেছে। মেষশৃঙ্গের পুষ্প শিরীষ পুষ্প ধবপুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা, এবং বৈদূর্য্য একত্র অজাদুগ্ধে পেষণ করিয়া সপ্তাহ তাম্র পাত্রে রাখিবে, পরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে, স্রোতোঞ্জন প্রবাল সমুদ্রের ফেনা মনঃশিলা এবং মরিচ একত্র যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অথবা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন দৃষ্টি স্থিরতার পক্ষে হিতকর।

অতঃপর ক্রিয়াকল্প বিবিধ প্রকার অঞ্জন বলা যাইতেছে সে সমস্ত এস্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ক্রিয়াকল্প।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ তপোদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ধন্বন্তরি স্বীয় শিষ্য বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতকে তর্পণ পুটপাক সেক, আশ্চ্যোতন অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্বন্ধে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

দাহ এবং শিরোদেশ সংশোধনপূর্ব্বক শুভ দিনে পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে অন্নপরিপাকের পর নেত্রে তর্পণ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। বায়ু আতপ এবং রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া নেত্র কোষস্থ ক্লিন্নমাষকলাই চূর্ণের দ্বারা দৃঢ় ও যাতনাহীন কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঈষদুষ্ণ জলের সহি ঘৃতমণ্ড বিলীন করিয়া তদ্দ্বারা নয়নের পক্ষদ্বয় পর্য্যন্ত পূরণ করিবে। এই প্রকার পূরণ করিয়া সুস্থঅবস্থায় পঞ্চশত, কফে ছয় শত পিত্তে অষ্টশত এবং বায়ুজন্য রোগে দশশত বাক্য প্রয়োগের পরিমিত কাল ঐ স্নেহ নেত্রকোষ মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবে। কেহ কেহ বলেন নেত্ররোগের স্থানভেদে স্নেহধারণ করিলে পরিমাণের তারতম্য হয়। যাহা সুস্থ অবস্থায় এক শত, কফে পঞ্চশত, পিত্ত সপ্তশত ও বাতের দশশত এবং দৃষ্টিগত রোগ হইলে অষ্টশত বাক্য প্রয়োগ পরিমিত কাল নেত্রকোষ স্নেহ ধারণ করিবে।

তদনন্তর অপাঙ্গদেশ হইতে সেই স্নেহ স্রাবিত করিয়া যবপিষ্টের স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক নেত্র শোধন করিবে। পরে যথা দোষানুসারে ধূমপান পূর্ব্বক কফের সংশোধন করিবে। এক দিন বা পাঁচ দিন এই নিয়ম পালন করিবে।

সুখে নিদ্রা এবং জাগরণ, নির্ম্মলতা ব্যাধি শান্তি এবং দৃষ্টির লঘুতা নেত্র তর্পণের দ্বারা বিশোধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। গুরুত্ব আবিলতা, অতি স্নিগ্ধতা, অশ্রুপতন, কণ্ডু এবং দোষের উৎক্লেশে নেত্র অত্যর্থ তর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়, রুক্ষ, আবিলতা, প্রচুর অশ্রু পতন, রূপ দর্শনে অসহিষ্ণুতা এবং ব্যাধি বৃদ্ধি নেত্র হীনতার্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। হীন তর্পন ও অতি তর্পণের দোষবাহুল্য প্রযুক্ত ধূম নস্য অঞ্জন পরিষেচন রুক্ষ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শীর্ণ পক্ষতা, অবিলতা, কুটিলতা রোগ ক্লিষ্টতা, নেত্রের এই সমস্ত অতির্পণের দ্বারা উপশমিত হয়। যন্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে তর্পণ প্রয়োগ প্রশস্ত নহে। যাহাদিগের পক্ষে নস্য গর্হিত বা যাহারা তর্পণার্হ নহে, বা স্নেহ পানে অক্ষম, তাহারা পুটপাক প্রয়োগে সমর্থ হইলে তাহাদিগের দোষ শান্তির পর নেত্রে পুটপাক প্রয়োগ করিবে। পুটপাক তিন প্রকার স্নেহন, লেখনীয় এবং রোপণীয়। অতিরুক্ষের পক্ষে স্নিগ্ধ এবং স্নিগ্ধ পক্ষে লেখন ক্রিয়া বিধেয়। রোপণীয় পুটপাকের দ্বারা দৃষ্টির বল জন্মে এবং পিত্তরক্ত এবং বায়ুর শান্তি হয়। স্নেহন পুটপাক, স্নেহ বসা মজ্জা মাংস বা মেদ সংযোগে পুটপাকের দ্রব্য পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দুইশত বাক্য প্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে। লেখনীয় পুটপাক, জঙ্গলে পশুর যকৃৎ ও মাংস সহযোগে কৃষ্ণ লৌহের চূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, বিক্রম, সৈন্ধব সমুদ্রফেনা, হীরাকস, স্রোতোঞ্জন ও দধিমস্ত পাক করিয়া ক্রমশঃ বাক্য প্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে। রোগীর পুটপাক স্তন্য দুগ্ধ জাঙ্গাল মাংস, মধু ঘৃত, এবং তিক্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তিনশত বাক্য প্রয়োগের পরিমিতকাল নেত্র কোষে ধারণ করিবে। কোপন ক্রিয়া করিতে হইলে তর্পণ ক্রিয়ার অন্তর্গত ধূম প্রয়োগ বর্জ্জন করিবে। রোপণ ক্রিয়াতে এবং স্বেদ প্রয়োগ ও কর্ত্তব্য নহে। পুটপাক ক্রিয়া এক দিন বা তিন দিন এই রূপ করা কর্ত্তব্য। নেত্রতার্পিত হইলে বা পুটপাক প্রযুক্ত হইলে তেজঃ বায়ু আকাশ প্রতিবিম্ব বা জ্যোতিঃ পদার্থ দেখিতে পায় না।

অন্যায় চিকিৎসা জনিত যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। দোষানুসারে অঞ্জন আশ্চ্যোতন এবং স্বেদ প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগের প্রতিকার করিবে। নেত্রের বর্ণ প্রসন্নতা সস্নেহতা বায়ু ও আতপ সহিষ্ণুতা, লঘুতা, স্বচ্ছন্দতা নিদ্রা প্রবুদ্ধ হওয়া পুটপাকের এই সমস্ত গুণ পুটপাক অতিমাত্রায় সেবিত হইলে বেদনা ফুলা পীড়কা এবং তিমির রোগ, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। হীন মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে পাক, অশ্রুপতন, হর্ষণ এই সকল উপদ্রব ঘটে। অতঃপর পুটপাক প্রস্তত করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে। নির্ম্মল মাংসপিণ্ড পেষণ করিয়া দুইটি বিল্ব পরিমাণ, কল্কদ্রব্য এবং বিল্ব পরিমাণ এবং দ্রব দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণ এই সমস্ত একত্র আলোড়ন করিয়া কাশ্মরী কুমুদ এবং বাস্ত পদ্ম অথবা কদলী পত্রে বেষ্টিত করিয়া মৃত্তিকালেপ পূর্ব্বক খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে অবকূলিত করিবে, খদির কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কঙ্ক, অশ্মন্তক, একান্ত, পাটনা, বদর, ক্ষীরবৃক্ষ ইহাদিগের কাষ্ঠ অথবা গোময় ও ব্যবহার্য্য অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে উদ্ধার করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ইহার রস গ্রহণ করিবে। অনন্তর রোগীকে উত্তান ভাবে শয়ানে রাখিয়া কীলিকার উপরি তর্পণের বিধিক্রমে সেই রস সেবন করিবে। রক্ত ও পিত্তের স্থলে শীতল রস এবং বায়ু ও কফের স্থলে ঈষদুষ্ণ রস সেবনীয় অতিশয় উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে দাহ ও পাক এই দুই উপদ্রব ঘটে। তর্পণ ও পুটপাক শীতল অবস্থায় আপ্লুত ভাবে প্রয়োগ করিলে অশ্রুস্তম্ভ, বেদনা ও হর্ষ উৎপন্ন হয়। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে সপ্তাহকাল ও স্ফুরণ উপদ্রব জন্মে, হীনমাত্রায় সেবিত হইলে দোষ সমস্ত

উৎকৃষ্ট হয়। সমভাবে প্রযুক্ত হইলে দাহ, শোক, বেদনা হর্ষ, আস্রাব, কণ্ডূ এবং নেত্রের দূষিত রক্ত রাজি নষ্ট হয়। অতএব এই সমস্ত দোষ পরিহারের নিমিত্ত যথাবিধি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কুচিকিৎসা জন্য উপদ্রব জন্মিলে দোষানুসারে নস্য ধূম ওঅঞ্জনের দ্বারা প্রতিকার করিবে। তর্পণ ও পুটপাকের আদ্যোপান্ত বস্ত্র খণ্ড সহযোগে উষ্ণ উদকের স্বেদ বিধেয়। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে তদনন্তর ধূম প্রয়োগ করিবে দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে আশ্চ্যোতনের দ্বারা অনতি প্রবল নেত্ররোগ (রক্তবর্ণতা) এবং সেকের দ্বারা বল বত্তর নেত্ররোগ আরোগ্য হয়। আশ্চ্যোতনের প্রণালীতে লেখন ক্রিয়া করিতে হইলে সপ্ত বা অষ্ট বিন্দু. স্নিগ্ধ ক্রিয়াতে দশ বিন্দু এবং রোপণ ক্রিয়াতে দ্বাদশ বিন্দু প্রয়োগ করিবে সেকের দ্বিগুণ কাল পুটপাক ধারণ করিবে। প্রয়োগ যাতনার শান্তি হইলে যথাবিধি আহার করিবে। পূর্ব্বাহ্ন অপরাহ্ন মধ্যাহ্ন অথবা উভয় কালে পুটপাক প্রয়োগ করিবে। স্নেহ সেকের অতিযোগ ও হীনযোগের ফল তর্পণোক্ত যোগ যোগের ন্যায়। শিরো-বস্তি প্রভৃতি যে সমস্ত মূর্দ্ধতৈলিকার আরোগ্য হয় এবং অত্যন্ত উপকার হয়। দেহ সংশো-ধিত হইলে রোগঅনুসারে ভোজন করাইবে সায়ংকালে ঋজুপাবে উপবেশন করাইয়া পাক করা তৈল বস্তিদেশে পূরণ করিয়া মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ় বন্ধন করিবে, সেই তৈল পূর্ণ বস্তি তর্পণ ক্রিয়ার দশগুণ কাল, মস্তকে সংযত ভাবে ধারণ করিবে। সংশোধিত দেহে কেবলমাত্র নেত্রমণ্ডলে দোষ প্রকাশ পাইলে,লেখনী রোপণী ও প্রসাদনী অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মধুর রস ব্যতিরেকে অপর পঞ্চ প্রকার রস দোষানুসারে পঞ্চবিধ লেখন ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা নেত্রবর্ত্ম, শিরঃকোষ স্রোতঃ এবং শৃঙ্গাটক স্থিত শ্লেষ্মা সমস্ত মুখ নাসিকা ও নেত্র পথদ্বারা স্রাবিত হয়। স্নেহ সংযোগে কষায় ও তিক্তরস রোপণের পক্ষে প্রশস্ত। মধু ও স্নেহ সংযুক্ত অঞ্জন দৃষ্টির প্রসাদনকর এবং নেত্রের স্নেহ কার্য্যে হিতকর। অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া দোষানুসারে প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগ কাল প্রাতঃ সায়াহ্ন ও রাত্রি। অঞ্জন তিন প্রকার, গুটিকা, রস এবং চূর্ণ। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বর্ত্তির পরিমাণ লেখন ক্রিয়াতে কলাইয়ের তুল্য প্রসাদন ক্রিয়াতে অর্দ্ধ কলাই তুল্য এবং রোপণ ক্রিয়াতে দুই কলাই তুল্য। রসাঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইলে পিষ্ট বর্ত্তি যত রসাঞ্জনও সেই পরিমাণ তাহাতে সংযোগ করিবে। চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইলে,লেখন ক্রিয়াতে দ্বিশলাকা রোপণ ক্রিয়াতে তিন শলাকা এবং অঞ্জন ও স্নেহ ক্রিয়াতে চারি শলাকা পরিমাণে প্রযোজ্য। লৌহ কাংস্য বা তাম্র নির্ম্মিত শলাকা লেখন ক্রিয়াতে, এবং সুবর্ণ রজত বা শৃঙ্গ নির্ম্মিত শলাকা রোপণ ও স্নেহন ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে। শলাকার মুখ মুকুলের ন্যায় পচিবে কলার পরিমিত, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্গুল মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং ধারণ সুলভ হওয়া উচিত। বামহস্তের দ্বারা নেত্রদেশ বক্রভাবে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে শলাকা ধারণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অপাঙ্গ দেশে পুনঃ পুনঃ গতাগতের দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিবে বর্ত্মদেশে উপলেপিত অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইলে অঙ্গুলির দ্বারা প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পীড়া হইলেও অঞ্জন প্রয়োগ অত্যন্ত বর্জ্জিত করিবে না, অথবা দোষের প্রাবল্য না থাকিলেও নেত্রে ধৌত কার্য্য করিবে না। তাহাতে দোষ পুনর্ব্বার উদ্রিক্ত হইয়া দৃষ্টির বলক্ষয় করে। রোষ ও অশ্রু পতন নিবৃত্তি হইলে এবং জল মধ্যে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলে নেত্র প্রক্ষালন করিয়া দোষানুসারে প্রত্যর্পণ প্রয়োগ করিবে। শ্রম, উদাবর্ত্ত রোগ বেদনা মদ্যপান, ক্রোধ, ভয়, জর বেগাঘাত এবং শিরোরোগ, এই সমস্ত রোগে বা অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। অঞ্জন, নিদ্রা নাশে প্রয়োগ করিলে, রাগ, বেদনা, তিমির, অশ্রু পতন শূল, সংরম্ভ সংভ্রম নেত্র,

এই সমস্ত উপদ্রব উৎপন্ন হয়, রজো বা ধূম ক্লিষ্ট নেত্রে প্রয়োগ করিলে, অধিমন্থ জালা রাগ, ও আশ্রয় জন্মে, নস্য প্রয়োগের পর হইলে নেত্রে সংরম্ভ ও শূল জন্মিয়া থাকে। শিরো-রোগে প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মস্তক নিমজ্জিত বা জলসিক্ত করিয়া স্নান করিলে বা অতিশয় শীতল হইলে, অথবা সূর্য্য উদয় না হইলে, দোষের স্থিরতা হেতু অঞ্জন প্রয়োগ করিলেও, দোষের মার্গ অবরোধ থাকা হেতু বিফল হয়। দোষের প্রবলতার প্রারম্ভে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সেই সমস্ত দোষ জন্য উপদ্রব উৎপন্ন হয়। অতএব এই সমস্ত দোষ পরিহার পূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ লেখন ক্রিয়ার স্থলে এই সমস্ত কাল ক্ষয় করা নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যাপদ উপস্থিত হইলে, দোষ অনুসারে সেক আশ্চ্যোতন লেপন, ধূম, করণ এবং নস্য এই সকলের দ্বারা প্রতীকার করিবে। শুভ্র, লঘু, আস্রাব শূন্য, দর্শন ক্ষণ নির্ম্মল এবং নিরুপদ্রব হইলে, নেত্র দোষহীন বলিয়া জানা যায়। নেত্র হইতে অতিশয় স্রাব করাণ হইলে, নেত্রকুঠির কঠিন, দুর্ব্বর্ণ শিথিল অতিশয় রুক্ষ এবং সবল শীল হয়। ইহাতে বায়ু শান্তিকর তর্পণ ক্রিয়া বিধেয়। অল্প স্রাব করাণ হইলে উগ্রতর হইয়া উঠে। তাহাতে ধূম নস্য এবং অঞ্জনের দ্বারা দোষের অবসেচন করা হিতকর।

স্নেহবর্ণ ও বলযুক্ত হওয়া এবং দৃষ্টি প্রসন্ন ও দোষবর্জ্জিত হওয়া প্রসাদনী ক্রিয়া সম্যক প্রযুক্ত হইলে এই সমস্ত ফল হয়। কিন্তু হীনাতিরেক ভাবে প্রযুক্ত তর্পণ ক্রিয়ার হীনাতিরেকের ন্যায় ফল হয়। ইহাতে দোষনাশক স্নিগ্ধ অথচ রুক্ষ ঔষধ প্রশস্ত। রোপণ ক্রিয়ার আতিশয্যের লক্ষণ ও প্রতিকার প্রসাদন ক্রিয়ার ন্যায়। স্নেহ ও রোপণ ক্রিয়া হীন মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে কোন ফল দর্শেনা। চিকিৎসার অঙ্কুরের স্বরূপ এই সমস্ত নিয়ম দ্বারা সহস্র প্রকারে পুটপাক প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে।

অতঃপর রাজব্যবহারার্থ অঞ্জন বলা যাইতেছে নীলোৎপল সদৃশ রসাঞ্জন অষ্টভাগ উড়ুম্বর স্বর্ণ রজত প্রত্যেকে একাদশভাগ, পুত্তিকার মুষাতে নিহিত করিয়া আচ্ছাদিত করিবে। পরে খদির অশ্মান্তক বা গোময়ের অগ্নিতে স্থাপন পূর্ব্বক বমন করিবে। পরে রক্তবর্ণ হইলে গোময় রস, মূত্র দধি, ঘৃত, মধু, তৈল মদ্য বসা মজ্জা সর্ব্বগন্ধোদক শীতল দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, ত্রিফলার রস, সারিকাদিগণের এবং উৎপলাদি-গণের ক্বাথ পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহাতে সেচন করিবে। অর্থাৎ একএকটি দ্রব্য সেবন করিবে অনন্তর বর্ষার জল পরে এরূপভাবে শূন্যে সপ্তাহকাল রাখিবে। শুষ্ক হইলে মুক্তা স্ফটিক, প্রবাল ও রক্তচন্দন এই সকলের সহিত একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণাঞ্জন দন্ত স্ফটিক প্রবাল শৃঙ্গ, শঙ্খ, প্রস্তর স্বর্ণ বা রূপার পাত্রে রাখিয়া সহস্র পাক (তৈলের) ন্যায় পূজা করিবে। ইহার দ্বারা নেত্রআনীত হইলে রাজা সর্ব্বজনের প্রিয় ও অজেয় হয়েন। এবং দৃষ্টিরোগ বর্জ্জিত হয়েন।

কুষ্ঠ রক্তচন্দন, এলাইচ, তেজপত্র, যষ্টিমধু রসাঞ্জন, মেগ, শৃঙ্গীপুষ্প, চক্রমর্দ্দ, সপ্তরত্ন, উৎ-পল, বৃহতী, কণ্টীকারী পদ্মকেশর নাগেশ্বর বেনা মূল পিপ্পলী, তুল্য কুক্কুটাণ্ডের খোলা, দারুহরিদ্রা হরীতকী, গোরোচনা, মরিচ, বিভীতকী মজ্জা, গৃহগোধিকা, এই সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহাকে ভদ্রোদয় অঞ্জন কহে।

চক্রমর্দ্দ, মরিচ, জটামাংসী শৈলজ, সকল তুল্যাংশ, এই সকলের সমষ্টির তুল্য মনঃশিলা এবং তূল তেজপত্র এই সমস্ত দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ রসাঞ্জন এবং রসাঞ্জনের তুল্যাংশ যষ্টিমধু, এই সমস্ত দ্রব্যে পূর্ব্ববৎ চূর্ণ অঞ্জন প্রস্তুত করিবে।

মনঃশিলা দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ত্রিফলা, ত্রিকটু, লাক্ষা, লশুন, মঞ্জিষ্ঠা, সৈন্ধব এলাইচ, লোধ, সাবর লোধ, লৌহ চূর্ণ তাম্রচূ রক্তচন্দন কুক্কুটাণ্ডের খোলা মদ্য ও দুগ্ধযোগে

পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তিমির শুক্লবর্ত্মে ও রক্তরাজি এই সমস্ত রোগ এই মণ্ডলের দ্বারা উপশমিত হয়। কাংস্য পাত্রের কজ্জল যষ্টিমধু সৈন্ধব এরণ্ডমূল প্রত্যেকে সমভাগে বৃহতী, দুইভাগ, ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে লেপ প্রদান করিবে। এই প্রকার সপ্তবার লেপ প্রদান করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহার দ্বারা বেদনার শান্তি হয়।

হরীতকী, তুত্থক যষ্টিমধু, প্রত্যেকে সমভাগ মরিচ ষোড়শভাগ শীতল জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি নির্ম্মান করিবে। ইহা সজল প্রকার বিকারে প্রয়োগ করিবে। পিত্তাঞ্জন সমস্ত রস ক্রিয়া বিধানে প্রয়োগ করিবে।

নয়নাভিঘাত প্রতিষেধ।

নেত্রে নানাপ্রকার আঘাত পাইবার সম্ভাবনা আহত হইলে নেত্রে সংরম্ভ রক্তবর্ণতা, ও তুমুল বেদনা জন্মে। ইহাতে নস্য প্রলেপ পরিষেচন তর্পণ রক্তপিত্ত জন্য প্রতিকার সমস্ত এবং দৃষ্টি প্রসাদ ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সকল স্নিগ্ধ শীতল এবং মধুর দ্রব্যের দ্বারা কর্ত্তব্য। স্বেদ অগ্নি ধূম হয় শোক বা পীড়ার দ্বারা অভি-হত হইলে ও এই প্রকার প্রতিকার কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্দ্বারা অভিষ্যন্দ রোগ উৎপন্ন হইলে বাষ্প এবং স্বেদের দ্বারা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। নেত্র পটোলে একটি ক্ষত হইলে অনায়াস সাধ্য হয়; দুইটী ক্ষত হইলে কষ্টসাধ্য হয় এবং তিনটী ক্ষত হইলে আরোগ্য হয় না। নয়ন পিচ্চিট অবসন্ন শিথিল এবং স্থানচ্যুত বা দৃষ্টিহত হইলে চিকিৎসার দ্বারা যাপ্য থাকে। বিস্তীর্ণ দৃষ্টি অল্পরাগ বিশিষ্ট অথবা ভ্রম দৃষ্টি হইলে আরোগ্য হয়।

প্রাণের উপরোধ বমন ক্ষবথু ও কণ্ঠরোধের দ্বারা অবসন্ন অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট নেত্র উন্নমিত হয়। নেত্র বহির্ভাগে বিলম্বিত হইলে (ঝুলিয়া পড়িলে) উচ্ছি ও ঘন (শ্বাস টানিয়া লওয়া) এবং মস্তকে জল সেচন কর্ত্তব্য। প্রস্থতির স্তন্য দুগ্ধ কুপিত হইলে বালকদিগের নেত্রবর্ত্মে সন্নিপাত জন্য কুনক নামক জন্মে। এই রোগে তাহার সর্ব্বদা নেত্র নাসা ও ললাট দেশ ঘর্ষণ করে সূর্য্যকিরণ সহিতে পারে না এবং অতিশয় আস্রাব হয়। এস্থলে শীঘ্র লেখন কার্য্যের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং ক্ষৌদ্র-যুক্ত কটু (কট্‌কী) দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। শিশুর ন্যায় প্রস্থতির ও প্রতীকার করিবে। আপাঙের এলা ও মধু সৈন্ধবযোগে জল পান করাইয়া বমন করাইবে। কিন্তু বমন হইতে থাকিলে আর বমন করাইবার যত্ন করাইবে না। বালক দুগ্ধান্নভোজী হইলে বচ সেবন করাইবে পরে পত্রসংযোগে জম্বু আম্র ও আমলকী ফল যোগে ইন্দ্রযব শরীরের উর্দ্ধদেশে প্রয়োগ করিবে। ধৌত করণার্থ কষায় অবসেচন করিবে গুলঞ্চ বা ত্রিফলা সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা মরিচ শঙ্খ, রসাঞ্জন, সৈন্ধব, গুড় ও মধু একত্র যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা ইক্ষুরস বা মধুযোগে তাম্র চূর্ণ অথবা দুগ্ধ কৃষ্ণলোহ ঘৃত দুগ্ধ, মধুযোগে অথবা ত্রিকটু পলাণ্ডু যষ্টিমধু সৈন্ধব, লাক্ষা, এবং গৈরিক মৃত্তিকা একত্রযোগে গুটিকাঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। লোধ এই সমস্ত সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। স্রোতোঞ্জন শঙ্খ,দধি, সৈন্ধব, সকলের অর্দ্ধেক শুক্ত এই সমস্ত রসাঞ্জন সদভাবিত করিয়া বালকের চক্ষুরোগে প্রয়োগ করিবে। এবং কফ-জনিত অভিষ্যন্দরোগের বিধি অবলম্বন করিবে।

চিকিৎসা শাস্ত্র মহাসমুদ্র সদৃশ গভীর অযুত সহস্র শ্লোক দ্বারা শেষ করা যায় না। তর্ক-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ অল্প বুদ্ধি বিশিষ্ট মানব ইহার তাৎপর্য্য করিতে সক্ষম নহেন। চিকিৎসার বীজ স্বরূপ এই স্থলে বহুবিধ গূঢ় মর্ম্ম নিহিত হইয়াছে। কুশল বুদ্ধিমান বৈদ্য দ্বারা তাহাবহুবিধ চিকিৎসায় অঙ্কুরিত হয়।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শিরোরোগ নিদান।

শিরোরোগাস্তু জায়ন্তে বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ।
সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েন ক্রিমিভিস্তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতার্দ্ধাবভেদকশঙ্খকৈঃ॥

শিরোরোগ একাদশ প্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ ও ক্রিমিজ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত অনন্তবাত, অর্দ্ধাব ভেদক ও শৃঙ্গক এস্থলে শিরোরোগ শব্দে শিরো গত শূলরূপ পীড়া বুঝিতে হইবে।

বাতজ শিরোগের লক্ষণ।

যস্যা নিমিত্তং শিরসোরুজশ্চ
ভবন্তি তীব্রো নিশি চাতিমাত্রং।
বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন॥

বায়ুজনিত শিরোরোগে সহসা মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। সেই বেদনা রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি দ্বারা শিরোবন্ধন বা স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বেদনার কতক উপশম হইয়া থাকে।

পিত্তজ শিরঃপাড়া।

মস্তক তপ্তাঙ্গার ব্যাপ্তের ন্যায় উষ্ণ এবং নাসিকা ধূম বিশিষ্ট হইবে এবং রাত্রিকালে বা শৈত্য প্রয়োগের যাতনা বিশেষ হইলে পিত্তজন্য শিরঃপীড়া কহা যায়।

কফজনিত শিরঃপাড়া।

কফজনিত শিরঃপীড়ায় মস্তক ও গলদেশ কফ কর্ত্তৃক উপদিগ্ধ স্তব্ধ ভার এবং হীন হইলে চক্ষু এবং মুখস্ফীত হইলে কফজনিত শিরঃপীড়া কহে।

ত্রিদোষজ শিরঃপীড়া।

ত্রিদোষ জনিত শিরঃপীড়া হইলে সমস্ত দোষের লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রক্তজ শিরঃপাড়া।

রক্তজ শিরঃপীড়া হইলে পিত্তজনিত শিরঃপীড়ার সমস্ত লক্ষণ হয়, এমন কি মস্তক স্পর্শাসহ হয়, মস্তকের অভ্যন্তরস্থ বসা এবং শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে ক্ষয়জন্য শিরঃপীড়া বলা যায়, ইহাতে মস্তকের অভিতাপ, অতিশয় উগ্র বেদনা জন্মে স্বেদ, বমন, ধূম প্রয়োগ, নস্য বা রক্তমোক্ষণের দ্বারা ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মস্তকের (তোদ) টন-টনানি এবং অভ্যন্তর যেন কিছু কামড়াইতেছে এই প্রকার অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং নাসিকা হইতে সরক্ত জল নির্গত হইলে কৃমিজনিত শিরঃপীড়া কহে। সূর্য্যোদয় কালে চক্ষু ও ভ্রূপ্রদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ মুখের উদগার সহিত যাতনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় পূর্ব্ব পশ্চিম পথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অস্তগমনের সহিত যাত-নার হ্রাস হইতে থাকে ইহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে ইহা ত্রিদোষ জনিত রোগ কখন বা শৈত্য ক্রিয়াতে কখন বা উষ্ণ ক্রিয়াতে সুস্থতালাভ হয়। বায়ু পিত্তকফ তিনই দূষিত হইয়া ঘাড়ের দুই পার্শ্বে পীড়া এবং ঘাড়ে পীড়া এবং ঘাড়ে তীব্র বেদনা জন্মায়, বিশেষতঃ চুল, ভ্রূ এবং শঙ্খ-দেশে প্রায় যাতনা থাকে, এবং গণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বে কম্প হনু গ্রহ এবং নেত্ররোগ জন্মায়। ইহাকে অনন্তবাত বলে। মস্তকের অর্দ্ধভাগ তোদ্ ভেদ ও শূল কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া জ্ঞানহীন প্রায় করে। ইহা একপক্ষ দশ বা দ্বাদশ দিবস অন্তর অথবা অকস্মাৎ উদয় হয়। ইহাকে অর্দ্ধ-

ভেদক কহে। শঙ্খদেশ (দুই কর্ণের নিকট ললাটের অস্থি খণ্ডদ্বয়) আশ্রিত বায়ু বেগবান হইয়া, কফপিত্ত ও রক্ত সহযোগে মূর্দ্ধদেশে বিশেষতঃ অংশদ্বয়ে তীব্র বেদনা জন্মায়। এই স্মৃকষ্টকর রোগকে পুরাণ মহর্ষিরা শঙ্খকরোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মৃত্যুকল্প এবং দুর্নিবার্য্য।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

বাতিকে শিরসোরোগে স্নেহস্বেদান সনাবনান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়া পহান্॥

বাতজনিত শিরোরোগে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য মালিশ বাত নাশক দ্রব্যের সেক নাবন (নস্য-বিশেষ) বাতনাশক পানীয় ও উপনাহ (প্রলেপ) প্রয়োগ করিবে।

কুড় ও এরণ্ডমূল সমভাগে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে অথবা মুচুকুন্দপুষ্প পেষণ করিয়া মস্তকে প্রদান করিলে মস্তকের বেদনা নিবারিত হয়।

পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং নস্যং দদ্যাচ্ছিরোগদে॥

স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপর্ণী চাকুলে বৃহতী কণ্টীকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া দুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। তদনন্তর একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ বাতপিত্ত জনিত শিরোরোগীকে নাসিকা দ্বারা পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎ পঞ্চমূল উল্লিখিত নিয়মে দুগ্ধ ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া বাতকফ জনিত শিরো-রোগীকে নাসিকা দ্বারা পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা মস্তকের বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

আশিরোব্যায়তকর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুল মুচ্ছ্রিতম্।
তেনাবেষ্ট্যশিরোঽধস্তাম্মাষকল্কেন লেপয়েৎ॥
নিশ্চলস্যোপরিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যমং যামার্দ্ধমেব বা॥
শিরোবস্তির্হরত্যেষা শিরোরোগং মরুদ্ভবম্।
হনুমন্যাক্ষি কর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মূর্দ্ধকম্পনম্॥
তৈলেনাপূর্য্য মূর্দ্ধানং পঞ্চমাত্রা শতানি চ।
তিষ্ঠেৎ শ্লেষ্মণি পিত্তেঽষ্টৌ দশ বাতে শিরোগদে॥
এষ এব বিধিঃ কার্য্যস্তথা কর্ণাক্ষিপূরণে॥

চর্ম্ম দ্বারা মস্তকের পরিমাণ এবং আট অঙ্গুলী একটি সচ্ছিদ্র টোপর (টুপী) প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তরও উক্ত সচ্ছিদ্র টুপীটি রোগীর মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক পেষিত করিয়া মাষকলাই দ্বারা মস্তকের সহিত এরূপভাবে সংলগ্ন করিয়া দিবে যে, যেন বায়ু নিঃসৃত হইতে না পারে। তৎপরে উল্লিখিত টুপীর উপরিস্থ ছিদ্র পথদ্বারা পাক তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এবং রোগী স্থিরমস্তক করিয়া উপরিষ্ট বেদনার শান্তি পর্য্যন্ত কিম্বা একপ্রহর বা অর্দ্ধ-প্রহর পর্য্যন্ত থাকা উচিত। এই শিরোবস্তি দ্বারা বাতজনিত শিরোরোগ নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন মন্যা, অক্ষি ও কর্ণ প্রদেশের বেদনা অর্দ্দিত ও মস্তক কম্প প্রশমিত হইয়া থাকে। দোষ বিশেষে অর্থাৎ শ্লেষ্মজনিত শিরোরোগ পাঁচশত লঘু অক্ষর উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত বাত-জনিত শিরোরোগে অষ্টাদশ লঘু অক্ষর উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত মস্তকে তৈল ধারণ করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত নিয়মে কর্ণ ও অক্ষিরোগে তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিত্তজনিত শিরোরোগে ঘৃত দুগ্ধ ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ শীতল নাবন জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে পাচিত ঘৃত পিত্তনাশক পানীয় পলান্ন প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজনিত শিরোরোগে রোগীকে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য প্রদান করিবে। বিরেচক দ্রব্য যথা কিস্‌মিস্, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ইক্ষু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে দাস্ত পরিস্কৃত হইয়া শিরোরোগীর পক্ষে মহান উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন

দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতের সহিত তেউড়ীর চূর্ণ পান করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ পরিমাণে গব্য ঘৃত শতবার ধৌত করিয়া মস্তকে মালিশ ও শীতল বাতাদি সেচন করিলে পিত্তজনিত শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

কুমুদ ও পদ্ম প্রভৃতি মস্তকে সংলগ্ন করিলে অথবা রক্তচন্দন বেনারমূল, যষ্টিমধু বেড়ালা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে এবং শীতল দ্রব্য মস্তকে সেচন করিলে পিত্তজনিত শিরোরোগ নিবারিত হয়।

মৃণাল, বিষ, শালুক, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও পদ্মকেশর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া সমভাগে প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

চিনী, কিস্‌মিস ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ নিবারিত হয়।

দারুচিনী, চিনী ও রাস্না, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে দুগ্ধজাত ঘৃতের নস্য বা জাঙ্গল্য প্রাণির মাংসেররস সেবন করিলে পিত্তজনিত শিরোরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত পিত্তজনিত চিকিৎসার বিধানানুসারে রক্তজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ রক্তজনিত শিরোরোগে শীত ক্রিয়া পরে উষ্ণক্রিয়া এবং উষ্ণ ক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া করিলে এবং শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলে শিরোরোগের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের সেক তীক্ষ্ণ নস্য তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ধূম ও তীক্ষ্ণদ্রব্যের কুল্লি কফজনিত শিরোরোগে বিশেষ উপকারী। এতদ্ব্যতীত পুরাতন ঘৃত পান এবং ঘৃতের সেক মধুক বৃক্ষের কাথ মস্তকে সিঞ্চন ও বিরেচন কফজনিত শিরোরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

পিপুল, মুথা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, শুলফা, নীলোৎপল ও কুড়, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে কফজনিত শিরশূল বিনষ্ট হয়।

দেবদারু, তগর, পাদুকা, মাংসী, কুড় ও শুঁঠ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে কফজনিত শিরঃশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিদোষ জনিত, শিরোরোগ বাত পিত্ত ও কফের চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ পুরাতন ঘৃত পান করিলে ত্রিদোষ জনিত শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, পীতশাল ও অশ্বগন্ধা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে মস্তকবেদনা নিবারিত হয়।

শুঁঠ পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত দুগ্ধ নাসিকার দ্বারা গ্রহণ

করিলে নানাবিধ দোষ সম্ভূত তীব্র শিরোরোগ বেদনা বিনষ্ট হয়।

তগরপাদিকা নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ও কুড়, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, ছোটএলাচি, পদ্মকেশর ও নীলোৎপল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তকে বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

শতাহ্বাদ্য তৈল।

শতাহ্বেরণ্ডমূলোগ্রাবক্রব্যাঘ্রী ফলৈঃ শৃতম্।
তৈলং নস্যং মরুৎ শ্লেষ্মতিমিরোর্দ্ধগদাপহম্॥

তিলতৈল এক সের। কল্কার্থ শুলফা, এরণ্ড মূল, যব, তগরপাদিকা ও কণ্টীকারীফল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের সহযোগে এই তৈলের প্রথমতঃ মূর্চ্ছাপাক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা নস্য রূপে গ্রহণ করিলে বায়ুজনিত তিমিররোগ ও সর্ব্বপ্রকার উর্দ্ধগতরোগ নিবারিত হয়।

জীবকাদ্য তৈল।

জীবকর্ষভকৌ দ্রাক্ষাসিতাযষ্টিবলোৎপলৈঃ।
তৈলং নস্যং পয়ঃ পক্বং বাতপিত্ত শিরোগদে॥

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া নিক্ষেন করিয়া নাবাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক তোলা জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই পদার্থ গুলি এক তোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং জীবক ঋষভক, কিস্‌মিস, চিনী, যষ্টিমধু, ও নীলোৎপল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক পোয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে দুগ্ধ চারিসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল নাসিকা দ্বারা নস্য রূপে গ্রহণ করিলে বাত পিত্তজনিত শিরোরোগ নিবারিত হয়।

বৃহজ্জীবকাদ্য তৈল।

জীবকর্ষভকৌ দ্রাক্ষা মধুকং মধুকং বলা।
নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ বিদারীশর্করা তথা॥
তৈলপ্রস্থং পচেদেভিঃ শনৈঃ পয়সি ষড়্‌গুণে।
জাঙ্গলস্য তু মাংসস্য তুলার্দ্ধস্য রসেন তু॥
সিদ্ধ মেতত্তবেন্নস্যং তৈল মর্দ্ধাবভেদকম্।
বাধির্য্যং কর্ণশূলঞ্চ তিমিরং গলশুণ্ঠিকম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শীর্ষরোগং নিযচ্ছতি।
দন্ত চালং শিরশ্চালে মর্দ্দিতঞ্চাপকর্ষতি॥

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একছটাক জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর জীবক ঋষভক, মৌয়াফুল, যষ্টিমধু, বেড়ালা নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভুঁইকুমড়া ও চিনী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে তৈলের ছয়গুণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তৎপরে জাঙ্গল প্রাণীর মাংস সাড়েবারসের গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা নস্যরূপে গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক বীর্য্য, কর্ণশূল তিমিররোগ গলশুণ্ঠী এবং বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন দন্তচাল, শিরঃশূলও অর্দ্দিত রোগ অপনীত হইয়া থাকে।

ষড়্বিন্দু তৈল।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা
জীবন্তি রাস্না সহ সৈন্ধবঞ্চ।
ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ
বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্॥
আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ
চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্॥
ষড়্বিন্দবোনাসিকয়া বিধেয়াঃ
শীঘ্রং নিহন্যুঃ শিরসোবিকারান্।
চ্যুতাংশ্চ কেশান্ পলিতাংশ্চ দন্তান্
দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি।
সপর্ণ দৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষুর্ব্বাহেবা
র্ব্বলবাভ্যধিকং দদাদি॥

কৃষ্ণতিলতৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একতোলা জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেন করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একছটাক কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৪ চারিসের জল প্রদান করিয় জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং এরণ্ডমূল, তগরমূল, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ছাগদুগ্ধ একসের ভৃঙ্গরাজের রস চারিসের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। । পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ছয় বিন্দু নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে শিরোরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে এবং বিগলিত দন্ত ও কেশ দৃঢ় গড়ুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দন্ত ও বাহুবল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষয়জ শিরোরোগের চিকিৎসা।

ক্ষয়জে ক্ষয় মাসাদ্য কর্ত্তব্যোবৃংহণো বিধিঃ।
পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাদ্বাতঘ্নৈর্মধুরৈঃ শৃতম্‌॥

রক্তাদি ধাতুক্ষয় জনিত শিরোরোগে চিকিৎসক যে ধাতুক্ষয় বিবেচনা করিবেন, সেই ধাতু পোষক দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবেন। বিশেষতঃ বাতনাশক ভদ্র দার্ব্বাদিগণোক্ত দ্রব্যের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া উক্ত ঘৃত পানীয় ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ক্ষয় জনিত শিরোরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা।

ক্রিমিজে ব্যোষক্তাহ্বয় শিগ্রু বীজৈশ্চ নাবনম্‌।
অজামূত্রযুতং নস্যং ক্রিমিজে ক্রিমিজিৎ পরম্‌॥

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে মরিচ, পিপুল শুঁঠ, ডহকরঞ্জারবীজ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগলের মূত্র সহযোগে পেষণ করিয়া নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিলে ক্রিমিজনিত মস্তকের বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অপামার্গ তৈল।

অপামার্গ ফল ব্যোষ নিশাক্ষারক কেবলৈঃ।
সবিড়ঙ্গং শৃতং মূত্রে তৈলং নস্যং ক্রিমিং জয়েৎ॥

তিল তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচাহরিদ্রা একতোলা জল সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একছটাক পল সহযোগে তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী বহেড়া কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং আপাঙ্গের তণ্ডুল শুঠ, হরিদ্রা ক্ষারক (হাঞ্চিয়া বা হঁচুটী পত্র) হিঙ্গ ও বিড়ঙ্গ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৪ সেরগোমূত্র প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে ক্রিমিজনিত শিরোরোগ নিবারিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্ত চিকিৎসা।

নাবনং সগুড়ং বিশ্বং পিপ্পলী বামসৈন্ধবৈঃ।
ভুজ স্তম্ভাদিরোগেষু নর্দ্ধেষু র্দ্ধগদেষু চ॥

শুঁঠ ও গুড় সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া নাবন গ্রহণ করিলে কিম্বা পিপুল চূর্ণ সৈন্ধবলবণ সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে ভুজস্তম্ভ ও উর্দ্ধগ-রোগ নিবারিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তরোগে চিকিৎসক নস্য কর্ম্ম প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবেন এবং গুড় মিশ্রিত ঘৃত ও ঘৃত পুর (ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ) আহারার্থ প্রয়োগ করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগে ললাটস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ দুগ্ধ সমুথ ঘৃতের নস্য দুগ্ধ ও ঘৃত পানের অভ্যাস এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শিরোবিরেচক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ উক্ত রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

তিল দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা মস্তকে সেক প্রদান করিলে অথবা স্বেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গজানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই সমস্ত পদার্থের ক্বাথ দ্বারা সেক প্রদান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কুঙ্কুম ঘৃতে ভর্জন করিয়া চিনীর সহিত নস্য গ্রহণ করিলে বাত ও শোণিতজ শিরোরোগ নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন ভ্রূ, শৃঙ্গ, কর্ণ, ও অক্ষিমূল, অর্দ্ধাব ভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে ও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাখন হইতে প্রস্তুত ঘৃত একসের আপাঙ্গের তণ্ডুল একপোয়া ঘৃতে প্রদান করিবে' এবং উহাতে শোণালুপত্রের রস চারিসের প্রদান করিয়া যথাবিধি অনুসারে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃত নস্যরূপে গ্রহণ করিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলের ক্বাথ ৮ তোলা ঘৃত ১৪ আনা সৈন্ধবলবণ দুইআনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে অর্দ্ধবে ভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষফল অর্দ্ধতোলা মূলাসাকের বীজ অর্দ্ধতোলা এই পদার্থদ্বয় একত্রে পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পুট্টলি বন্ধ করিবে এবং পুট্টলি পীড়নপূর্ব্বক নাসিকা পথে চূর্ণ দ্রব্য প্রদান করিলে অথবা উল্লিখিত নিয়মে বচ ও পিপুলের চূর্ণ নাসিকা পথে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে সূর্য্যাবর্ত্তের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

জাঙ্গল প্রাণির মাংস ও বাতনাশক ভদ্র দার্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্যাদি একত্রে সিদ্ধ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ নিবারিত হয়।

চিকিৎসক এই সমস্ত বিধানানুসারে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগের চিকিৎসা করিবেন। অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ঘৃত তৈলের সহযোগে প্রলেপ প্রদান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়।

দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা ঘৃত ইহাদের কোন একটী পদার্থ চিনির সহিত নাসিকার দ্বারা গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগ প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত সূর্য্যাবর্ত্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসক অনন্ত বাত নামক শিরোরোগের চিকিৎসা করিবেন। বিশেষতঃ রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও বাতপিত্ত নাশক আহার প্রয়োগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন সুদশাস্ত্রোক্ত মধু, মণ্ডু সংকোচ ও ঘৃতপুর আহার দ্রব্য ব্যবস্থা করিবেন।

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সমস্ত ঔষধ ও উপায় বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে স্বেদ ভিন্ন সমস্তই শঙ্খক নামক শিরোরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত নাসিকার দ্বারা রোগীকে পান করিতে দিবে।

শতমূল কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুরগমূল, ও পুনর্ণবা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে অথবা শীতল জল ও শীতল দুগ্ধ মস্তকে সিঞ্চন করিলে শঙ্খক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, ও বেতস, বৃক্ষেরছাল পেষন করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে শঙ্খক রোগ অপনীত হয়।

বকপক্ষী, কদম্ব, হংস, শরারী, কচ্ছপ, ইহাদিগের মাংস রস রোগীকে প.ন করিতে দিবে। এই প্রকারে মাংস রস, কিছু দিন পান করিয়া শঙ্খক রোগীর বলসঞ্চয় হইলে শঙ্খ প্রদেশের সন্ধিস্থ শিরাত্রয় সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, কুঠারিকা প্রভৃতি বৃহৎ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করা উচিৎ নহে। কারণ কুঠারিকা প্রভৃতির আঘাতে সন্ধিস্থান ভগ্ন হইয়া মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে।

মস্তককম্প রোগে, গুলঞ্চ, রাস্না, বেড়ালা অগুরু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ, স্নেহ দ্রব্যের স্বেদ, এবং বাতঘ্ন তৈলাদির দ্বারা শিরোবস্তি রোগে বিশেষ হিতকর।

যষ্ট্যাদ্য ঘৃত।

যষ্টিমধুবলারাস্নাদশমূলাম্বুসাধিতম্।
মধুরৈশ্চ ঘৃতং সিদ্ধমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

ঘৃত ৪ সের। দশমূল, বেড়েলা, রাস্না ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমভাগে ৮ সের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর কাকোলী যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেদ, মহামেদ, জীবক ঋষভক, প্রপৌণ্ডরীককাষ্ঠ, কিস্‌মিস্ ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, বংশলোচন মুগানি, মষানী, ক্ষীরকাকোলী পদ্মকাষ্ঠ ও গুলঞ্চ এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবেক এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ঘৃত মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে জত্রুর ঊর্দ্ধভাগস্থরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ময়ূরাদ্য ঘৃত।

দশমূলবলারাস্নামধুকৈস্ত্রিপলৈঃ সহ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্রশকৃৎপাদাস্য বর্জ্জিতম্॥
জলে পক্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্॥
কর্ণনাসাক্ষিজিহ্বাস্যগলরোগবিনাশনম্।
ময়ূরাদ্যমিদং খ্যাতমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্।
কল্কেনাহনেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধ গদাপহম্॥
দশমূলা দিনা তুল্যোময়ূর ইহ গৃহ্যতে।
অস্তেস্বাকৃতিমানেন ময়ূর গ্রহণং বিদুঃ॥

ঘৃত৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, মুগানী, মাষাণী জীবন্তী ও যষ্টিমধু. এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর বেলছাল ২৪ তোলা, শ্যোণাছাল ২ তোলা, গাম্ভারী ছাল ২৪ তোলা, পারুলছাল ২৪তোলা, গণিয়ারি ছাল ২৪ তোলা, শালপর্ণী ২৪ তোলা, পৃশ্নিপর্ণী ২৪ তোলা, কণ্টকারী ২৪ তোলা, গোক্ষুর ২৪ তোলা, বেড়েলা ২৪ তোলা, রাস্না ২৪তোলা, যষ্টিমধু ২৪ তোলা, একটি ময়ূরের অস্থি ও মাংস গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃতে চারিসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শিরোরোগ অর্দ্দিত কর্ণ ও নাসিকাস্থরোগ প্রশমিত হয় এবং জত্রুর উর্দ্ধ দেশোস্তবরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল।

প্রপৌণ্ডরীকমধুকপিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
সিদ্ধং ধাত্রিরসে তৈলং নস্যেনাভ্যঞ্জনেন বা॥
সর্ব্বানূর্দ্ধগদান্ হন্তিপলিতানি চ শালিতম্॥

তিল তৈল এক সের। প্রথমতঃ যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিয়া লইবে। কল্কার্থ প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে আমলকীর রস চারিসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ

দিবে। তদনন্তর তৈল পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্য বা মালিশ রূপে প্রয়োগ করিলে জত্রুর উর্দ্ধগতরোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

বৃহন্মায়ূর ঘৃত।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাতুলাম্।
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ কৃত্বা তস্মিন্ পাদস্থিতেতঃ॥
নিষিচ্য পয়সোদ্রোণং পচেত্তত্র ঘৃতাঢ়কম্।
প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈর্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ॥
মেধাবুদ্ধি স্মৃতিকরমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম।
মায়ূরমেমত নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বালিহরঃ পরম্॥
মন্যাকর্ণশিরোনেত্ররুজাপস্মারনাশনম্।
বিষবাতামশ্বাসবিষমজ্বরকাসনুৎ॥

ঘৃত ষোলসের। ময়ূর মাংস সাড়েবারসের দশমূল ও বেড়ালা সাড়েবারসের গ্রহণপূর্ব্বক তিনমোণ আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ইহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর প্রপৌণ্ডরীককাষ্ঠ জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চারিসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং দুগ্ধ বত্রিশসের এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ ঘৃতে দিবেক এবং বত্রিশসের এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাঁক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাবের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত নস্যরূপে গ্রহণ করিলে জত্রুর উর্দ্ধগত রোগ মন্যা কর্ণ ও চক্ষুর বেদনা প্রশমিত হয়।

রসচন্দ্রিকাবটী।

ত্রৈলোক্য বিজয়াবীজং বীজমুন্মত্তকস্য চ।
কণ্টকারীবীজকঞ্চ ইন্দ্রজং বীজমেবচ॥
বীজঞ্চ বৃদ্ধদারস্য সর্মৌ গন্ধকপারদৌ।
আর্দ্রকৈর্বটিকা কার্য্যা কলায়পরিমাণতঃ॥
এষা তোয়ানু পানেন প্রাতঃ খাদ্যাহিতাশিনা।
চিরজং সর্ব্বরোগঞ্চ সন্নিপাতং সুদারুণং॥
আমবাতং শিরোরোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহং।
গ্রহণীং শ্লীপদং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিং ভগন্দরং॥
কামলং শোথ পণ্ডুত্বং পীনসার্বর্শা গুদাময়ান্।
বটীকা চন্দ্রিকা নাম বাসুদেবেন ভাষিতা॥

সিদ্ধিবীজ, ধুতুরাবীজ কণ্টকারীরবীজ, ইন্দ্রজব বীজ, বৃদ্ধদারক বীজ, পারদ ও গন্ধক এই সমস্ত সমভাগে আদার রসে পেষণ করিয়া কণার প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। প্রভাতে শীতল জল অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে চিরকালীন সন্নিপাত ঘোরতর আমবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ গলগ্রহ, গ্রহণী, শ্লীপদ অন্ত্রবৃদ্ধি, ভগন্দর, কামলা, শোথ, পাণ্ডু, পীনস, অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিরোবজ্ররস।

পলং গন্ধং পলং সুতং পলং লৌহং পলংরবে।
গুগ্গুলোঃ পলচত্বারি তদর্দ্ধং ত্রিফলা রজঃ॥
যষ্টিমধু কণা শুণ্ঠি গোক্ষুর ক্রিমিনাশনং।
তোলকং দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পরিকল্পয়েৎ॥
কাথেন দশমূলঞ্চ যথা স্বং পরিভাবয়েৎ।
ঘৃতযোগেন কর্ত্তব্যা মাষৈকপ্রমিতা বটী॥
ছাগীদুগ্ধেন বা সেব্যা মধুনা পয়সাথবা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
শিরোর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু বজ্রহস্তমিবাসুরং।
শিরোবজ্ররসো নাম চন্দ্রনাথেন ভাষিতং॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, ত্রিফলা, প্রত্যেক একপল, গুগগুল চারিপল, ত্রিফলা চূর্ণ দুইপল, যষ্টিমধু পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, দশমূল প্রত্যেকে একতোলা এই সমস্ত দ্রব্য উল্লিখিত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক দশমূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একমাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিয়া ছাগীদুগ্ধ, মধু অথবা গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শিরোরোগ বজ্রাহত অসুরের ন্যায় ধ্বংস হয়। ইহাকে শিরোবজ্র রস কহিয়া থাকে।

চন্দ্রকান্তরস।

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তাম্রং গন্ধং সমংসমং।
অহী ক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং তথায়ম্মাষ মাত্রকম্॥
মধুনা মর্দ্দিতং সেব্যং লৌহপাত্রে দিনেদিনে।
সপ্তাহাৎ সূর্য্যাবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, তাম্র, লৌহ ও গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র সিজের দুগ্ধে এক দিবস পেষণ করিয়া একমাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ লৌহপাত্রে মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে। প্রত্যহ এক একটি করিয়া সপ্তাহকাল এই ঔষধ সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্তাদি শিরোরোগ ধ্বংশ হয়, ইহাকে চন্দ্রকান্ত রস কহে।

মহানলক্ষ্মীবিলাস।

লৌহমভ্রং বিষং মুস্তং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্।
ধুস্তূরং বৃদ্ধদারঞ্চ বীজমিন্দ্রাশনস্য চ॥
গোক্ষুরকদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।
এতৎসর্ব্বং সমং গ্রাহ্যং রসে ধূস্তূরকস্য চ॥
ভাবয়িত্বাবটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মহালক্ষ্মী বিলাসোয়ং সন্নিপাতনিবারকঃ॥

লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, ত্রিফলা, ত্রিফলা ত্রিকটু, ধূস্তূরবীজ, ক্ষুদ্র গোক্ষুর ও পিপ্পলীমূল, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ধুতুরার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাকে মহালক্ষ্মী বিলাস কহে। এই ঔষধ দ্বারা সান্নিপাত ধ্বংস হয়।

বাতিক জন্য শিরোরোগে ব্যাতব্যাধির সমস্ত বিধান অবলম্বন করিবে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে দুগ্ধ ঘৃত বা তৈল অনুপান করিবে। রাত্রিকালে মুগ, কুলত্থ বা মাষকলাই অথবা কটু উষ্ণদ্রব্য ঘৃত সংযোগে অত্যুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিয়া দুগ্ধ অপুপান করিবে। তৈল বা বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্ক দুগ্ধ সহযোগে পান করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ বা দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেক প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্ক দুগ্ধসহ পায়সের ন্যায় পাক করিয়া মস্তকে লেপ দিবে। মৎস্য মাংস বা সৈন্ধবযুক্ত কৃশরা অথবা চন্দন উৎপল কুষ্ঠ ও এলাইচ, একত্র কুট্টিত করিয়া স্বেদে প্রয়োগ করিবে। স্নিগ্ধ করিয়া কর্কটরসে পাক করা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধেক জল সংযুক্ত দুগ্ধের সহিত বরুণাদিগণের চূর্ণ পাক করিবে। পরে জল মরিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থনপূর্ব্বক নবনীত গ্রহণ করিবে। সেই ঘৃত কুলত্থের সহিত পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধ ঘৃত ও শর্করাযোগে পান করিবে। এই ঘৃত সংযোগে যথাকালে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে। পান, অভ্যঞ্জন, নস্য, বস্তি ক্রিয়া সেচনে ঘৃত এবং বলা তৈল প্রযোজ্য। এই রোগে ঘৃত সংযুক্ত মাংস রস বা সুঘৃত দুগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজনিত শিররোগে মস্তকে ঘৃতযুক্ত শীতল আলেপন ও পরিষেচন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ধান্য, দধিমস্থ, মধু, শর্করা জল, মল, চেতল, কহবার, চন্দন, পদ্ম, শঙ্খ, শৈবল, যষ্টিমধু, মুথা, রক্তোৎপল এই সমস্ত দ্রব্য এবং পিত্তজনিত বিসর্প রোগোক্ত সমস্ত আলেপনে ও নস্য কাষ্ঠ প্রয়োগ করিবে মধুর গনস্থ দ্রব্য আলেপন ও নস্য কাষ্ঠ প্রয়োগ করিবে। এবং তাহার সহিত আলেপন বিরেচন পথ্য এবং স্নেহবস্তি বিধেয়। নস্যে ক্ষীর সর্প বা বসা, উৎপলাদিগণ যোগে পাক করা দুগ্ধ অস্থাপনে, ঘৃত ও মাংস যোগে অনুবাবন ও ভোজন, মধুর দ্রব্য যোগে শর্করা মাসংযুক্ত ক্ষার সর্পি সেবনে, এবং রক্তপিত্তনাশক, অপরাপর বিবিধ হিতকর।

কফজনিত শিরোরোগে কফ নাশক প্রক্রিয়া করিবে। শ্লেষ্মজ শিরোরোগ বিরেচন বমন, গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য ঘৃতপান সর্ব্বদা স্বেদে প্রয়োগ করিবে। মৌলকাষ্ঠের ক্ষার সংযোগে স্নিগ্ধ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুদীত্বক এবং মেষ শৃঙ্গী যোগে বর্ত্তী নির্ম্মান পূর্ব্বক ধূমপান করিবে। কটফল চূর্ণের ঘ্রাণ

এবং কফনাশক কবল গ্রহণ করিবে। শরল কাষ্ঠ, কুষ্ঠ আদ্রক এবং রোহিতক বৃক্ষক্ষার ও সৈন্ধব সংযোগে এই সমস্ত দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বিধান করিবে। ত্রিকটু এবং ক্ষার যোগে যব ও শালি ধান্যের অন্ন মুদ্গ পটোল কুলথের রস যোগে ভোজন করিবে। ত্রিদোষ-জনিত শিরোরোগে ত্রিদোষ নাশক বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ঘৃত বিশে-ষতঃ পুরান ঘৃত পান করিবে।

ক্ষীণতা জন্য শিরোরোগ হইলে পুষ্টিকর ক্বাথ কর্ত্তব্য। বাতঘ্ন মধুর দ্রব্য যোগে পাক করা ঘৃত পান করিলে নস্যে সেবনীয়। ক্ষার ও কার্শতা নাশক ঘৃত এস্থলে অত্যন্ত হিত-কর।

কৃমি জনিত শিরঃপীড়া হইলে শোণিতের নস্য প্রয়োগ করিবে। শোণিত গন্ধে কৃমি সমস্ত উন্মত্ত হইয়া নাসা পথে সমাগত হইলে তাহাদিগকে নিঃসরণ করিবে। তদনন্তর কাংস্য-নীল (কাঁসার কলস্তক) সংযোগে সজিনা বীজের চূর্ণ অথবা মুত্রপিষ্ট কৃমিঘ্ন দ্রব্য অব-পীড়নে প্রযোগ করিবে। পূতিমাংস্য যোগে কৃমিঘ্ন ধূম প্রয়োগ করিবে। কৃমিনাশক বিবিধ প্রকার পান ভোজন কর্ত্তব্য। সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে নস্য কাষ্ঠাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবং মাংসরসসহযোগে ভোজন এবং দুগ্ধ ও অন্নযোগে ঘৃত সেবনীয়।

রক্তপ্রদর রোগে কোন পার্শ্বের শঙ্খ আক্রান্ত হইলে শিরীষ মূলক এবং ত্রিফলা, বা বংশমূলক কর্পূর বা বচ এবং ছোট এলা-ইচ অথবা মধু সংযোগে মৌল কিম্বা মধু বা চন্দন সহযোগে মনঃশিলা অবপীড়নে প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর মধুর রস যোগে ঘৃতের নস্য বিধেয়। পদ্মরক্তোৎপল, কুষ্ঠ, যষ্টিমধু, আম্র রসে পেষণ করিয়া ঘৃত তৈল যোগে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত বিধান কফ জন্য শিরোরোগে প্রয়োগ করিবে।

অনন্ত বাতরোগে সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় প্রতি-কার করিবে। সিরাবিদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং দধিমস্থ সংস্কার (ঘৃত ক্ষীর চিনী গোধূম একত্র জাত খাদ্য) এবং ঘৃতপুর প্রভৃতি ভোজন প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খক রোগে ক্ষীর সর্প নস্য ও পানে প্রয়োগ করিবে। মাংসরস যোগে স্নিগ্ধ অন্ন আহার কর্ত্তব্য শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎ-পল, দূর্ব্বা, পুনর্ণবা একত্র লেপে প্রয়োগ করিবে। অথবা গন্ধনাকুলী, বা পালিন্দী অম্লরসে পেষণ করিয়া লেপে ব্যবহার করিবে, শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ বিধেয়। সূর্য্যাবর্ত্ত ন্যশক আলেপন এস্থলে প্রয়োগ করিবে। কেবল কৃমি জনিত রোগ নাশক অবপীড়ন অবৈধ। মধু তৈল সংযোগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরে-চন প্রয়োগ করিবে। ইহাতেও শান্তি হইলে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

ষটসপ্ততি প্রকার নেত্ররোগ অষ্টাবিংশ প্রকার কর্ণরোগ একত্রিংশ প্রকার নাসারোগ, এবং একাদশ প্রকার শিরোরোগ ইহাদিগের লক্ষণ অনুসারেও চিকিৎসা করিবে।

অসৃকগ্দর নিদান (প্রদর)

বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্‌
গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
যানাধ্বশোকাদকতির্ষণাচ্চ
ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ॥
অস্বক্ষায়ং ভবেৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনং॥

মিলিত ক্ষীর মাংস্যাদি বিরুদ্ধভোজন মদ্যপান, অধ্যশন, অপক্কভোজন, গর্ভপাত, অতিমৈথুন, যানারোহণ, পথপর্য্যটন, শোক, উওবাসাদি দ্বারা অতিকর্ষণ ভারবহন অভি ঘাত ও দিবানিদ্রা, এই সমস্ত কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ প্রদর রোগেই অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত স্রাব নিঃসৃত হয়।

তস্যাতি বৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রারোগাশ্চ বাতজাঃ॥

স্রাবের অতিশয় আধিক্য হইলে দৌর্ব্বল্য ভ্রম, মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, দেহের পাণ্ডুতা তন্দ্রা ও আক্ষেপাদি বাতজ পীড়া সমস্ত উপস্থিত হয়।

তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈ
শ্চতুঃ প্রকার প্রদরং বদন্তি।
আমং সপিচ্ছাপ্রতিমং সপাণ্ডু
পুলাকতোয়প্রতিমং কফাত্তু॥
সপীতনীলাসিতরক্তমুষ্ণং
পিত্তার্ত্তিযুক্তং ভৃশবেগি পিত্তাৎ।
রুক্ষারুণং ফেনিল মল্পমল্পং
বাতার্ত্তি বাতাৎ পিশিতোদকাভং॥
সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং
মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোষাৎ।
তঞ্চাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্ঞা
ন তত্র কুর্ব্বীত ভিষক্ চিকিৎসাং॥

প্রদর রোগ চারি প্রকার। যথা। কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ।

কফজনিত প্রদরে অপক্ব রস যুক্ত পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ ও মাংস ধাবন জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রদরে পীত নীল শুভ্র বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব দাহ ও চিমচিমাদি রোগের সহিত প্রবল বেগে নিঃশ্রত হয়।

বাতিক প্রদরে রুক্ষ অরুণ বর্ণ ফেনাযুক্ত ও মাংসধাবণ জলতুল্য স্রাব, তোদাদি বাতবেদনা সহিত প্রবল বেগে নিংশ্রতহইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক প্রদরে মধু ঘৃত বা হরিতাল বৎ বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জাভ ও শবগন্ধি স্রাব নির্গত হয় ইহা অসাধ্য স্নুতরাং চিকিৎসার ফল লাভ হয় না।

শশ্বৎ স্রবন্তীমাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাং॥
ক্ষীণরক্তাং দুর্ব্বলাঞ্চ তামসাধ্যাং বিনির্দিশেৎ॥

যে প্রদর রোগিনী ক্ষীণতা ও দুর্ব্বল যে নিরন্তর শ্রাব নিঃশ্রতকরে এবং তৃষ্ণা দাহ ও জরোদ্রবে উপদ্রত হয়। তাহার আরোগ্য লাভের আশা নাই।

মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতিবহুলাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ॥

যে স্ত্রীলোকের ঋতু প্রতিমাসে প্রবৃত্ত হইয়া পাচদিন অবস্থিতি করে, দাহ বেদনা শুন্য হয় এবং অল্প অধিক বা পিচ্ছিল না হয়, তাহার আবর্ত্ত শোনিতকে বিশুদ্ধ জানিবে।

শশাসৃক্প্রতিমংযচ্চ যচ্চা লাক্ষারসোপমং।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যচ্চাপ্সু চ বিরজ্যতে॥

যে ঋতু শোণিত শশ রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায় লোহিত বর্ণ হয় এং যাহাদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র জলে ধৌত হইলে দাগ রহিত হয় সে ঋতুশোনিত ও বিশুদ্ধ।

প্রদর চিকিৎসা।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজীমধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দধির সহিত পেষণ করিয়া মধুর সহযোগে সেবন করিলে অসৃগ্দর অর্থাৎ প্রদর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করামধুসংযুতম্।
বাসকস্বরসং পৈত্তে গুড়ূচ্যাস্বরসমেব বা॥

এণরক্ত (হরিণের রক্ত) চিনী ও মধুর সহিত পানকরিলে অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বাসকপত্রের রস বা গুলঞ্চের রস চিনী ও মধুর সহিত পান করিলে পিত্তজনিত রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

রোহিতক (রয়না) বৃক্ষের মূলের ছাল পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বিম্ব আমলকীবীজের শাঁস পেষণ করিয়া চিনী ও মধুর সহযোগে অথবা ধাইফুল বা আমলকী ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া মধুর সহিত কিম্বা

কার্পাসের মূল পেষণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে পাণ্ডু প্রদর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অশোক ছাল দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত অর্দ্ধসের দুগ্ধমিশ্রিত করিয়া পুর্ব্বাবর পাক করিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে অতি তীব্র রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে।

দারু হরিদ্রা, বাসক, মুথা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলা ও কুমুদ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্ত দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত রসাঞ্জন একআনা মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পান করিলে শূলযুক্ত অতি প্রবল নানাবিধ প্রদর রোগ অপনীত হয়।

কাঁটালটিয়ার মূল এক তোলা পরিমাণে পেষণ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ব্রহ্মযষ্টির মূল ও শুঁঠ সমভাগে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বাত ও পিত্তাদি জনিত সর্ব্ব প্রকার প্রদর রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কুশেরমূল গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে প্রদর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কাকডুম্বুরের রস মধুর সহিত পেষণ করিয়া চিনি ও দুগ্ধের সহযোগে অন্ন আহার করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

বেড়ালার মূল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত মধুর সহযোগে পান করিলে রক্তপ্রদরের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।

কুশের মূল ও বেড়ালার মূল তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

উপযুক্ত মাত্রায় কিছু দিন সুরাপান করিলে রক্তপ্রদর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কুচের চূর্ণ শুঁঠের সহিত এবং কচিকদলী চূর্ণ দুগ্ধ অথবা ঘৃত যুক্ত লাক্ষা সেবন করিলে প্রদর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুষ্যানগ চূর্ণ।

পাঠাজম্বাম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলামেদরসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকীমোচরসঃ সমঙ্গাপদ্মকেশরান্॥
বাহ্লীকাতিবিষামুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্।
ত্রিফলং মরিচং শুণ্ঠি মৃদ্বিকা রক্তচন্দনম্॥
কটঙ্গবৎসকান্তাধাতকীমধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযুজ্য পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
অসৃগ্দরাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ।
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্॥
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ।
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্॥

আকনাদ্, জামেরআঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, মনঃশিলা, মেদ, রসাঞ্জন, অম্বষ্টকী, মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতুস, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গৈরিক হরীতকি, আমলকী, বহেড়া, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, এই দ্রব্যগুলি পুষ্যানক্ষত্রে সমভাগে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুই আনা বা একসিকি পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধুর সহযোগে সেবন করিলে রক্তপ্রদর, অতিসার, রক্তস্রাব, জরদোষ, রজোদোষ, পীত, নীল, শ্বেত ও অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

মুদ্গাদ্য ঘৃত।

মুদ্গমাষস্য নির্য্যূহে রাস্নাচিত্রকনাগরৈঃ।
সিদ্ধং সপিপ্পলী বিল্বৈঃ সর্পিঃ শ্রেষ্ঠমসৃগ্দরে॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ মধু চারিসের ও মাষ কলাই চারিসের গ্রহণপূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর রাস্না, চিতার মূল, শুঠ, পিপুল, ও বেল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবেক পরে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিতে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্ত প্রদর রোগ প্রশমিত হয়।

শীতকল্যাণ ঘৃত।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমোরক্তশালয়ঃ।
মুদ্গপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরীমধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্ম্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্।
বিদারী শতমূলী চ শালপর্ণী সজীবকা॥
ফলং ত্রিপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যং ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
পানীয়ং দ্বিগুণং দত্বা ঘৃত প্রস্থং বিধাচরেৎ।
প্রদরে রক্তপিত্তে চ রক্তগুল্মে হলীমকে।
বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলা বাতশোণিতে।
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে॥
তরুণী চাল্প পুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণায় ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্॥
শীতকল্যাকং নাম পরমুক্তং রসায়নম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ, কুমুদ, পদ্মকাষ্ট, বেনার মূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগদলী, গাম্ভারী, বেড়লা, গোরক্ষ চাকুলে নীলোৎপল, তালের মাথি, ভুইকুমড়া, শতমুল, শালপানী, জীরক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ত্রিপুষ বীজ, ও কচি কদলি ফল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে চারি তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ষোলসের ও জল ৮ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত প্রদর, অরুচি জীর্ণজ্বর পাণ্ডুরোগ মদরোগ, ও ভ্রমরোগ প্রশমিত হয় বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

বৃহচ্ছতাবরী ঘৃত।

শতাবরীরসপ্রস্থং ক্ষোদয়িত্বাবপীড়য়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থসমাযুক্তং ক্ষীরং দ্বিগুণিতং ভিষক্॥
অত্র কল্কানিমান্ দদ্যাৎ স্বরোড়স্বরসম্মিতান্।
জবিনীয়ানি যাস্তষ্টৌ যষ্টিপদ্মকচন্দনৈঃ॥
শ্বদংষ্ট্রা চাত্মগুপ্তা চ বলা নাগবলা তথা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিদারী শারিবাদ্বয়ম্॥
শর্করা চ সমা দেয়া কাশ্মর্য্যাশ্চ ফলানি চ।
সম্যক সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় তদ্ধৃতঞ্চাবতারয়েৎ॥
রক্তপিত্তবিকারেষু বাতপিত্তকৃতেষু চ।
বাতরক্তং ক্ষয়ংশ্বাসং হিক্কাং কাসঞ্চ দুস্তরম্॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং রক্তপিত্তসমুদ্ভবম্।
অসৃগ্দর সর্ব্বভবং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥
এতান্ রোগান্ শময়তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ঘৃত চারিসের। শতমূল, একসের ও দুগ্ধ আট সের ঘৃতে প্রদান করিবে; এবং জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ট, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, গুকশিম্বী, বেড়ালা, গোরক্ষ চাকুলে, শালপাণী, পৃশ্নিপর্ণী, ভুইকুমড়া, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চিনী ও গাম্ভারীফল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নালাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধসের বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পাণ করিলে প্রদর, রক্তপিত্ত, বাত, শিরোরোগ, বাতরক্ত, ক্ষয়কাস, হিক্কা, শ্বাস, গাত্রদাহ, মস্তক জ্বালা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ সূর্য্যের অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদরান্তক লৌহ।

লৌহং তাম্রং হরিতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পুটপঞ্চকং॥
চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচাহবুষপালকঃ॥
শঠী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকং॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাংকুরু।
শর্করা মধুসংযুক্তাং ঘৃতেন ভক্ষয়েৎ পুনঃ॥
রক্তং শ্বেতং তথা পীতং নীলং প্রদরদুস্তরং।
কুক্ষিশূলং কটিশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগং॥
মন্দাগ্নি মরুচিং পাণ্ডুং কৃচ্ছ্রশ্বাসঞ্চ কাসনুৎ।
অয়ঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণ প্রদাদনং॥

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কপর্দ্দক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপ্পলী, নাভিশঙ্খ, বচ, হবুষা, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচী, বৃদ্ধদারক এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া বটীকা প্রস্তত করিবে এই ঔষধ শর্করা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা রক্ত, শ্বেত, পীত, ও নীল প্রদর, কুক্ষিশূল, যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি, পাণ্ডু, কৃচ্ছ্র রোগ, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয় এবং আয়ু পুষ্টি বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রদরান্তক রস।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ রূপ্যকং।
খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শানমাণং পৃথক্ পৃথক্॥
তৃতীয়তোলকঞ্চৈব লৌহচূর্ণং ক্ষিপেৎ সুধীঃ।
কন্যানীরেণ দৈবিকং মর্দ্দয়েচ্চ ভিষগ্বরঃ॥
অসাধ্যং প্রদরং হন্তি ভক্ষণান্মাত্র সংশয়ঃ॥

প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা করিয়া, পারদ, গন্ধক, রোপ্য, খর্পর, ও কপর্দ্দক, লৌহ তিনতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবস ঘৃত কুমারীর রসে পেষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য প্রদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ইহাকে প্রদানান্তক রস কহে।

একতোলা যষ্টিমধু, একতোলা হরিদ্রাচূর্ণ এক-তোলা বসিভস্ম এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গ্রহণ করিয়া আকন্দরসের সহিত প্রাভাতে পান করিলে প্রদররোগ বিনষ্ট হয়।

পুষ্কর লেহ।

রসাঞ্জনং শুকাশৃঙ্গী চিত্রকং ত্রিবৃতা বলা।
ধান্য তালীশগায়ত্রী দ্বিজীরকং বিবৃতা বলা।
দন্তী ত্র্যূষণকঞ্চাপি পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
চতুপলং মাক্ষিকস্যামলস্য চ ক্ষিপেত্ততঃ।
জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ কক্কোলং মৃদ্বিকাপি চ॥
চাতুর্জাতক খর্জ্জুরং কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্।
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
এষ লেহবরঃ শ্রীদঃ সর্ব্বরোগ কুলান্তকঃ।
যত্র যত্র প্রয়োজ্যঃ স্যাত্তদাময় বিনাশনঃ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং দেশকালানুসারতঃ।
সর্ব্বোপদ্রব সংযুক্তং প্রদরম্ সর্ব্বসম্ভবং॥
যদ্বজং চিরভক্ষৈব রক্তারিত্তংবিনাশয়েৎ।
কাস শ্বাসম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়রোগ মথাপিবা॥
সর্ব্বরোগ প্রশমনো বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনং।
পুষ্করাখ্যো লেহবরঃ সর্ব্বত্রে যোগ যুজ্যতে॥

রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধনিয়া তালিশপত্র, খদির, জীরা কৃষ্ণ-জীরা, তেউড়ী, বেড়ালা, দন্তী, ত্রিকটু, প্রত্যেকে চারিতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক চারিপল জয়িত্রি, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, দারুচিনী, এলাচি তেজপত্র নাগকেশর ও খর্জ্জুর, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। এই অবলেহ শ্রীপদ ও সর্ব্বরোগের যমস্বরূপ। এই ঔষধ যে রোগে প্রয়োগ করা যায়, সেই সেই রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দেশ কালানুসারে অনুপান স্থির করিয়া এই অবলেহ সেবন করিলে সর্ব্ব উপদ্রবযুক্ত প্রদর দ্বন্দ্ববা, চিরকালীন রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

আমলকী, হরীতকী, রসাঞ্জন, এই সমস্ত অল্প পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ জলেরসহিত সেবন করিলে নানাবিধ প্রদররোগ সেতুবাধে জল প্রবাহের ন্যায় ধ্বংস হয়।

নূতনপ্রদররোগে রক্তপিত্তাপহারী এবং রক্তাতিসার নিবারক ঔষধ সমস্ত প্রযোজ্য।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রসায়ন ও বাজীকরণ চিকিৎসা।

যযজ্জরাব্যাধি বিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্॥
পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধদেহঃ সমাচরেৎ।
অবিশুদ্ধ শরীরস্থ যুক্তো রসায়নোবিধিঃ॥
ন ভাতি বয়সি স্নিষ্টে রঙ্গযোগই বার্পিতঃ।

যাহা দ্বারা জরারূপ ব্যাধি বিনষ্ট হয় তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন দ্রব্য প্রথম বয়সে (অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভে) বা মধ্য বয়সে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ অপরিস্কৃত দেহে রসায়ন দ্রব্য প্রয়োগ করিলে মলিন বস্ত্রে রঙ্ সংযোগের ন্যায় কার্য্যকারী হয় না, অর্থাৎ যেরূপ বস্ত্রে রঙ্ প্রদান করিলে সুরঞ্জিত হয় না তদ্রূপ বমনাদির দ্বারা শরীরস্থ মল নিঃসারিত না করিয়া রসায়ন দ্রব্য সেবন করিলে কোন উপকার দর্শে না বরং উহা অনিষ্টোৎপাদনই করিয়া থাকে।

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধুত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়ন গুণৈষিনা॥

হরীতকী বর্ষাঋতুতে সৈন্ধবলবণের সহিত শরৎকালে চিনীর সহিত হেমন্ত ঋতুতে শুঠ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হইয়া থাকে। হরীতকী প্রয়োগের ব্যবহারিক নিয়ম যথা; বর্ষাঋতুতে (শ্রাবণ ও ভাদ্র) মাসে হরীতকী, ১২ আনা ও সৈন্ধবলবণ চারি আনা একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে। শরৎকালে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে) হরীতকী দশআনা ও শর্করা আটআনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। হেমন্ত কালে (অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে) হরীতকী চূর্ণ ছয় আনা ও শুঠ চূর্ণ চারি আনা একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে, শিশির ঋতুতে (মাঘ ও ফাল্গুন মাসে) হরীতকী ছয় আনা ও পিপুল চারি আনা একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। এই প্রকার অপরাপর ঋতুতেও প্রয়োগ করিবে।

নির্ম্মলকান্তি লৌহের পাত ত্রিফলার কল্ক দ্বারা লেপন করিয়া একদিন একরাত্রি রাখিবে। তদনন্তর উক্ত ত্রিফলা শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহযোগে পান করিবে এবং পরিপাক হইলে ঘৃত ও দুগ্ধাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য চূর্ণ ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিবে। এই প্রকার কিছুদিন প্রয়োগ করিলে রোগ ও বার্দ্ধক্য রহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়।

পিপুল পাঁচটি আটটি বা সাতটি কিম্বা দশটি গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তদুপযুক্ত ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন সেবন করিবে। এই প্রকারে একবৎসরকাল সেবন করা হইলে শরীর নিরোগ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত পরিমাণে পিপুল ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষে চিকিৎসক উহার মাত্রা স্থির করিয়া দিবেন। পলাশক্ষারোদক দ্বারা ভাবিত ও ঘৃত ভর্জিত পিপুল তিনটী করিয়া প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে মধুর সহিত পেষণ করিয়া রসায়ন গুণদ্বেষী ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে কিছুদিন পিপুল সেবিত হইলে কাস, ক্ষয় শ্বাস, শোথ, হিক্কা, গলরোগ, অর্শ, গ্রহণী. পাণ্ডু, বিষমজর, স্বরভঙ্গ, পীনস, গুল্ম ও বাতবলাসক রোগ অপনীত হয়।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকান্তে একটি হরীতকী আহারের পূর্ব্বে দুইটি বহেড়া এবং ভোজনের পরক্ষণেই চারিটী আমলকী ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি বিবর্জ্জিত হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়।

খুরেকুত্তির স্বর দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ মূল ও পুষ্পের সহিত গুলঞ্চের রস অথবা চোর পুষ্পের কল্ক কিছুদিন সেবন করিলে আয়ুবল, বর্ণ স্বর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধার চূর্ণদুগ্ধের সহিত বাতপিত্তে তৈলের সহিত বাতে এবং উষ্ণ জলের সহিত বাতজ প্রধান ধাতুতে একপক্ষ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মেঘাম্বু দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শস্তের ন্যায় শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী ও কৃষ্ণতিল ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া রসায়ন বিধানানুসারে সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ইন্দ্রিয় নির্ম্মল ব্যাধি পরাভূত ও আয়ুবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদারকের (বিস্তাড়কের) মূল চূর্ণ শতমূলের রসে আপ্লুত করিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার সাতদিবস করা হইলে উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত এক মাসকাল সেবন করিলে মরিচ, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং রোগ জনিত বার্দ্ধক্য লক্ষণ অপনীত হয়।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল চূর্ণ ঘৃতের সহিত বা মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিয়া ইচ্ছানুরূপ আহারাদি করিলে বল, বীর্য্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নিরোগী হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়।

আমলকী চূর্ণ ৮ সের গ্রহণপূর্ব্বক একসহস্র আমলকীর রসে একুশবার ভাবনা প্রদান করিয়া লইবে এবং ঘৃত ৮ সের মধু ৮ সের পিপুল চূর্ণ একসের ও চিনী দুইসের এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং উক্ত পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে ভস্ম রাশির মধ্যে রাখিবে এবং বর্ষান্তে শরৎ-কালে এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে রোগজনিত জরা অপনীত হইয়া বল বর্ণ মেধা বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি ও ও সত্ত্ব বর্দ্ধিত হয় এবং দীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, আপাঙ্গের মূল, বিড়ঙ্গ শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই আনা বা একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত তিনদিবস সেবন করিলে প্রত্যেক দিবসে একসহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে।

ব্রাহ্মীঘৃত।

সমূলপত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্যবারিণা ॥
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকাণি তু ॥
পিপ্পল্যোথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
এতৎ প্রকাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিশ্চ জায়তে।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ কিন্নরৈঃসহ গীয়তে ॥
অর্দ্ধমাস প্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্র প্রয়োগেণ শ্রুত মাত্রন্তু ধারয়েৎ ॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং জয়েৎ ॥
বন্ধ্যানাঞ্চৈব নারীণাং নরাণাঞ্চাল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বল বর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্ ॥

ঘৃত ৪ সের।. ব্রাহ্মীশাক মূলের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে এবং বস্ত্রের সাহায্যে উহা হইতে রস বাহির করিয়া লইবে। উক্ত ব্রাহ্মীশাকের রস ষোলসের গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতেদিবে এবং হরিদ্রা মালতীপুষ্প কুড়, তেউড়ী ও হরীতকী প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ শর্করা ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত

মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদুঅগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করা মাত্রেই বাক্য পরিষ্কৃত হয় সপ্তাহকালের মধ্যে কিন্নরের সহিত গান করিতে পারা যায়, একপক্ষ প্রয়োগ করিলে চন্দ্রের ন্যায় শরীরের কান্তি হয় একমাসকাল সেবনে শ্লোকমাত্রই অভ্যস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধ প্রভাবে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ অর্শ, গুল্ম, প্রমেহ ও কাস-রোগ দূরীভূত হয় এবং বন্ধ্যা ও ক্ষীণ শুক্র ব্যক্তিদিগের বল বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে শীতল জল বা ধারাউষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে, কাস, শ্বাস, অতীসার, জ্বর, পীড়কা, কটী, কুষ্ঠ, কোঠ, মূত্রাঘাত, উদর, অর্শ, শোথ, গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণমূল, অক্ষিরোগ এবং বাত ক্ষত ও কফ জনিত রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলী, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ, ও কাস অপনীত হয় এবং শরীর পুষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অমৃতসার লৌহ।

ঋষি প্রবর নাগার্জ্জুন, স্বকীয় তন্ত্রে ন্যূন-কল্পে পাঁচন এবং অধিক প্রয়োগে নানাপ্রকার দোষ হয় বলিয়া ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত লৌহ পাকার্থে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, পঞ্চপল, হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত লৌহের মধ্যে যে পরিমাণ লৌহ পাকের জন্য গৃহীত হইবে, সেই পরিমাণ লৌহের ষট্‌পলাধিক ত্রিগুণ ত্রিফলা গ্রহণ করিতে হইবে উক্ত ত্রিফলা হইতে মারণ, পুটন ও স্থালী পাক নির্দ্দিষ্ট ষট্‌পলাধিক ত্রিগুণ ত্রিফলার একতৃতীয়াংশের দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে, অবশিষ্ট দুইভাগ ত্রিফলা প্রধান পাকের জন্য রাখিয়া দিবে।

মারণ, পুটন ও স্থালী পাকার্থ একাংশ গৃহীত যত পল ত্রিফলা গ্রহণ করিতে হইবে, তত পলকে শকাররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার তিন গুণ জল ক্বাথের জন্য লইতে হইবে। সপ্তপল হইতে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত ত্রিফলার পরিমাণা-নুসারে ক্বাথের দ্রব্য যে পরিমাণ জল গ্রহণ করিতে হইবে; তাহাতেজ আদি অর্থাৎ তিন সের হইতে একাদশ সের পর্য্যন্ত জল ক্রমে অধিক দিতে হইবে।

> তত্রাষ্টমোভাগঃ শেষঃ ক্বাথস্য যত্নয় স্থাপ্যঃ।
> তেন হি মরা পুটনস্থালীপাকা ভবিষ্যন্তি॥

যে পরিমাণে জল ক্বাথের জন্য দেওয়া যাইবে, যত্নপূর্ব্বক ক্বাথ প্রস্তুত করিতে করিতে আটভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা মারণ, পুটন ও স্থালীপাক সম্পাদিত হইবে। মারণ, পুটন, ও স্থালীপাকার্থ ত্রিফলার ক্বাথের জন্য জল ও অবশিষ্ট ক্বাথের পরিমাণ বিশদ-রূপে বর্ণিত হইতেছে। লৌহ ৫ পল, (৪০ তোলা) লৌহের ষট্‌পলাধিক ত্রিগুণ ত্রিফলা (১০ দশছটাক) ইহা হইতে মারণ পুটন ও স্থালী পাকের জন্য তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৭ পল ত্রিফলাতে ক্বাথ জল ২১ সের ও অধিক ৩সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এইরূপে ষট্‌পলাদি পরিমিত লৌহের মারণাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ ত্রিফলা ও জলের পরিমাণ নিশ্চয় করিয়া লইবে।

প্রধানপাকের ক্বাথ।

পাকার্থে তু ত্রিফলা ভাগদ্বিতয়ে শরাবসংখ্যাতম।
প্রতিপলমম্বুসমং স্যাদধিকং দ্বিভাগং শরাবাভ্যাম্‌ ॥
তত্র চতুর্থোভাগঃ শেষোনিপুণৈঃ প্রাপ্ততো গ্রাহ্যঃ।
অয়সঃ পাকার্থত্বাৎ স চ সর্ব্বস্মাৎ প্রধানতমঃ ॥
পাকার্থ মঞ্জসার পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশ পলন্তে।
দুগ্ধশরাব দ্বিতীয়ং পাদেরেকাদিকৈরধিকম্‌ ॥

লৌহের প্রধান পাকের জন্য পূর্ব্বোক্ত দুই ভাগ ত্রিফলা যত পল হইবে, তত সের ও অধিক দুইসের জল প্রদান পূর্ব্বক পাক করিয়া চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ দ্বারা লৌহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাক সম্পাদিত হইবে। পঞ্চপল হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত লৌহের পাকার্থ ত্রিফলার ক্বাথের ন্যায় দুগ্ধ দিতে হইবে।

পঞ্চপল, প্রভৃতি অধিক মাত্রায় লৌহ পাক করিতে অসমর্থ হইলে চারিপল হইতে এক পল পর্য্যন্ত ন্যূন মাত্রায় এবং শক্তি থাকিলে ত্রয়োদশ পলের অধিক মাত্রায় ও লৌহ পাক করা যাইতে পারে।

ত্রিফলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতার মূল, ক্রান্তক্রামক, বিড়ঙ্গ, জাতিফল, জৈত্রিক, ছোট এলাচী, কাকলা, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, ও জীরা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্তে লৌহের সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া লৌহে প্রদান করিবে। উক্ত ত্রিফলা প্রভৃতির মধ্যে ত্রিফলা ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ রোগীর সমস্ত প্রকৃতিতেই দিতে হইবে। কিন্তু জাতীফল প্রভৃতি দ্রব্য প্রকৃতি অনুসারে দেওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণলৌহের দোষ অপহরণার্থ প্রক্ষেপ্য দ্রব্যগুলির মধ্যে জাতীফলাদি লবঙ্গান্ত দ্রব্যের মধ্যে প্রাপ্তি অনুসারে সমুদয় দ্রব্যের অথচ এক বা দুই কিম্বা ততোধিক ন্যূন দ্রব্যের ও প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। একমাত্র ক্রান্তক্রামকস্থ নিঃশেষ রূপে লৌহের দোষ অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব ক্রান্তক্রামক নিয়তই প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ঘৃত ব্যতীত লৌহের পাক হইতে পারে না। অতএব লৌহ পাকের জন্য ঘৃতের পরিমাণ বলা আবশ্যক। লৌহ যে পরিমাণে লইবে, কফ প্রকৃতিতে উক্ত লৌহের দ্বিগুণ পিত্ত প্রকৃতিতে তিন গুণ এবং বাত প্রকৃতিতে চারি গুণ ঘৃত হইতে হইবে।

ঔষধের সংখ্যার আধিক্যে আতপে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু ঔষধের চূর্ণ গুলি লৌহের সমপরিমাণ হওয়া আবশ্যক।

বর্ণিত ঔষধ সমস্ত ধাতু অনুসারে অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে অনুপযুক্ত ঔষধ সর্ব্বত্রই বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে।

লৌহ না মারিলে পুষ্টাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়া লৌহ মারণ বিধি বলা যাইতেছে। যাহার জন্য লৌহ পাক করিতে হইবে, সেই দিন কোন পরিষ্কৃত ভূভাগ মৃত্তিকা ও অঙ্গার দ্বারা লিপ্ত করিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় শিবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক বৈদিক বিধি অনুসারে হোম করিয়া বহ্নি স্থাপন করতঃ ধর্ম্ম হইতে সমস্ত শ্রেয়ঃ সাধিত হয় এই জন্য ধর্ম্মার্থ নিজের শক্তি অনুসারে সন্তোষশীল গুণ সম ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া পূগাদি দানরূপ মক্ষণ দ্বারা কর্ম্মকারকে সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত নির্ম্মল লৌহ ভূমিভাগের এক প্রান্তে স্থাপন করিবে।

যে লৌহকার, দৃষ্টকর্ম্মা, তাহা দ্বারা কুঠারস্থিত (তুলসী বিশেষ) ত্রিফলার গারিকণিকা, (অপরাজিতা) হাঁড়ভাঙ্গার, হস্তিকর্ণ পলাসের মূল, শতমূল, কেশরাম, শালিঞ্চ মূল, কাশীম পুনর্ণবা ও ভৃঙ্গরাজ, এই সমস্ত পদার্থ লৌহে লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে। তদনন্তর ঐ লৌহ অনেক দিন পর্য্যন্ত জলাপ্লুত শলাকা কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অনলস ব্যক্তিদ্বারা ন্নেম্মাপিত ভাস্ত্রা হইতে নিয়ত মুক্ত বায়ুদ্বারা বহ্নি জ্বালাইতে হইবে, ইহা স্মরণ

থাকা আবশ্যক। পরন্তু মৃত্তিকা, লবণ ও জলযুক্ত কঞ্চিকা দ্বারা কখনই দগ্ধ করিবে না। কিন্তু নির্ম্মল জলযুক্ত কঞ্চিকা দ্বারা দগ্ধ করা যাইতে পারে। দ্রব্য মাত্রই দ্রব্যান্তরের সংযোগ স্বকীয় শক্তি পরিত্যাগ করে অত-এব মল ও মূলিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার পদার্থ লৌহের মারণাদি সর্ব্ববিষয়ে পরিত্যাগ করিবে। পরে লৌহখণ্ড সন্দংশ যন্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে লইয়া দগ্ধ করিবে অগ্রভাগ যখন গলিতে থাকিবে, তখন লৌহের সেই মৃদু অগ্রভাগ অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। তদনন্তর তলনিহিত ঊর্দ্ধ মুখঅঙ্কুশে লগ্ন লৌহের মৃদু অগ্রভাগ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। লৌহ নির্ব্বাপণের পর যে অবশিষ্ট ত্রিফলার ক্বাথ থাকিবে, তাহা পুটপাক ও স্থালীপাকের জন্য রাখিয়া দিবে।

এই প্রকারে দগ্ধ করিতে করিতে যে লৌহ না মরিবে, সেই লৌহ পুনঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মা-নুসারে করিবে। ইহাতেও যদি না মরে, তাহাহইলে লৌহ নয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। উক্ত মারিত লৌহ সুদৃঢ় লৌহময় পাত্রে রাখিয়া লৌহ মুদ্গরের দ্বারা চূর্ণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে জল দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গার সকল ফেলিয়া দিবে। তৎপরে ঐ লৌহ চূর্ণ অগ্নির সাহায্যে শুষ্ক করিয়া পরে রৌদ্র শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ লৌহ চূর্ণ লৌহময় শিলা অথবা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে পেষণ করিয়া লইবে।

স্থালীপাক বিধি।

অথ কৃত্বায়োভাণ্ডে দত্বা ত্রিফলাম্বুশেষমত্তবা।
প্রথমং স্থালীপাকং দদ্যাদেতৎ ক্ষয়াত্তদহ্ ॥
গজকর্ণ পত্রমূলশতাবরী ভৃঙ্গকেশরাজরসৈঃ।
প্রাগ্বৎ স্থালীপাকং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকমেকংবা ॥

পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট ত্রিফলার ক্বাথ কটাহে রাখিবে। এবং উহাতে লৌহচূর্ণ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর উক্ত ত্রিফলার ক্বাথ ক্ষয় হইলে প্রথম স্থালীপাক সম্পন্ন হইল মনে করিতে হইবে। তদনন্তর হস্তিকর্ণ পলাসের মূল শতমূল, ভৃঙ্গরাজ এবং কেশরাজ এই সমুদয়ের বা একটি পদার্থের রস দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় স্থালীপাক প্রদান করিবে।

পুটপাক বিধি।

হস্তপ্রমাণবদনং শ্বভ্রং হস্তৈকখাতিসমমধ্যম্।
কৃত্বাকটাহসদৃশং তত্র করীষংতুষঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ ॥
অন্তর্ঘনতরমর্দ্ধং শুষিরং পরিপূর্য্য দানমাযোজ্যং।
পশ্চেদয়শ্চূর্ণং শ্লক্ষং পঙ্কোপমং কুর্য্যাৎ ॥
ত্রিফলাম্বুভৃঙ্গকেশরশতাবরীকন্দমানসহজরসৈঃ ॥
ভল্লাতককরিকর্ণ ছাদমান সহজরসৈঃ ॥
ভল্লাতক করিকর্ণচ্ছাদমূলপুনর্ণবাম্বুরসৈঃ ॥
লৌহ পাত্রে মর্দ্দে বা লৌহ মর্দ্দপাত্রাভ্যাং।
তুলাভ্যাং পৃষ্ঠেনাচ্ছাদ্যান্তে রন্ধ্রু মালিপ্যতৎ ॥
পুটপাত্রং তত্র শ্বভ্রজ্বলনে নিধায় ভূয়োপি ॥
কাষ্ঠ করীষ তুষৈস্তৎ সংচ্ছাদ্যাহর্নিশং দহেৎ প্রাজ্ঞঃ ॥

এক হস্ত গভীর এক হস্ত প্রশস্ত সম মধ্য একটি কটাহ সদৃশ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ঘুইটা তুষ ও গাঢ়তর ভাবে গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিবে, তদনন্তর ত্রিফলার ক্বাথ ভৃঙ্গরাজের রস কেশরাজের রস, শতমূলের রস, ওল কচু ও মানের রস হস্তিকর্ণ পলাসের রস ও পুনর্ণবার রস দ্বারা লৌহচূর্ণ গুলি কর্দ্দমের ন্যায় করিবে। পরে লৌহ অথবা মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া তদনুরূপ লৌহ অথবা মৃত্তিকা পাত্রের পৃষ্ঠভাগ দ্বারা আচ্ছা-দন করিয়া কর্দ্দম দ্বারা সন্ধিস্থলে লেপন করিবে পরে এই পুটপাত্র পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তের অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ, ঘুইটা ও তুষদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক একদিন একরাত্রি পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে।

পুটপাক ও স্থালী পাকের জন্য রোগ ও স্বভাবের বিরুদ্ধ করিয়া বোধ হয় তাহা হইলে উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে এবং রোগ স্বভাব অনুসারে অন্য যে পদার্থ উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে; তাহা গ্রহণ করিবে।

ঋষিবর নাগার্জ্জুন লৌহের পাক সম্বন্ধে যে সমস্ত লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন তাহা অভ্যন্তর

কষ্ট ও কুশাগ্রীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও লক্ষ্য করিতে পারে না। এইক্ষণে আমরা সেই সমুদয় পাকের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি।

মঙ্গলময় দেবের দেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া স্থিরমতি ভিষক্, লৌহময়, পিত্তময় তাম্রময়, অথবা সুদৃঢ় মৃণ্ময় পাত্রে উক্ত লৌহ চূর্ণ রাখিয়া পূর্ব্বে ত্রিফলার ক্বাথ, ঘৃত ও দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠেন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত মৃদু অগ্নিদ্বারা পাক করিবে। পরে উক্ত লৌহ কটাহে সংলগ্ন হইলে লৌহময় দর্ব্বিদ্বারা সঞ্চালন পূর্ব্বক উঠাইয়া দিবে, পিত্তপ্রকৃতি পুরুষের পক্ষে মৃদু পাক, বাত প্রকৃতি পক্ষে মধ্য পাক এবং শ্লেষ্ম প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে খরপাক বিশেষ হিতকর, এই ত্রিবিধ পাকের লক্ষণ বলা যাইতেছে। মধ্যপাক সকল প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে সমান। যে পাক লৌহদর্ব্বিতে সংলগ্ন হয়, তাহা মৃদু, আর যে পাকে লৌহদর্ব্বিহইতে কখনও সংলগ্ন কখনও বা সম্বলিত হয়, তাহা মধ্য পাক এবং যে পাকে লৌহদর্ব্বি পরিত্যাগ করে, তাহাকে খরপাক কহে। অপর কোন কোন আচার্য্য কহিয়া থাকেন যে পাকে লৌহ দর্ব্বিতে লিপ্ত না হইয়া ইন্দুরের মাটির সদৃশ হয়, তাহা মৃদু পাক যে পাকে লৌহ অর্দ্ধভাগ চূর্ণ অপরার্দ্ধ ইঁদুরের মাটির সদৃশ হয়, তাহা মধ্যপাক এবং বালুকা সদৃশ হইলে তাহা খর পাক, এই বিবিধ পাক সকলের পক্ষেই উপকারী। প্রকৃতি বিশেষে সূক্ষ্ম ভাবে যে গুণ বা দোষ জন্মে তাহা অতি সামান্য বলিয়া জানিবে। এই প্রকার পাকের সমাধা জানিয়া অবতারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উক্ত লৌহ ত্রিফলাদির চূর্ণে প্রক্ষেপ করিবে।

যদি কর্পূর পাওয়া যায়, তবে অনুরূপ অর্থাৎ যাহাতে উৎকট গন্ধ না হয় এরূপ পরিমাণে কর্পূর চূর্ণ লৌহে প্রক্ষেপ করিবে, অভাবপক্ষে না দিলে ও ক্ষতি নাই। এই প্রকার পক্বলৌহ লৌহভাগস্থ, তদভাবে ঘৃত দ্বারা সুস্নিগ্ধ অথবা গোদোহনাদি ভাগস্থ রাখিবে।

উল্লিখিত রূপ নির্দ্ধারিত পাত্রে লৌহ রাখা-হইলে উক্ত লৌহ লিপ্ত ঘৃত যদি পাত্রের উপর উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, সেই ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক আমপাত্রে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। কারণ উক্ত লৌহ রুক্ষাভাব প্রাপ্ত হইলে ঐ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলে মহৎ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

যদি লৌহস্থ অধিক ঘৃতের অভাব হয় অথচ উক্ত লৌহ যদি রুক্ষ হয়, তাহা হইলে ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা অপর ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃতদ্বারা লৌহের রুক্ষতা দূর করিবে। কিন্তু এই ঘৃতাপেক্ষা লৌহ নিঃসৃত ঘৃতই অধিকতর ফলদায়ক এবং অত্যন্ত কফপ্রধান ধাতু ব্যক্তিকে চিকিৎসকগণ উক্তঘৃতের সহিত লৌহ সেবন করাণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই লৌহস্থ ঘৃত পান করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে লৌহের গুণ জন্মিয়া থাকে।

পাকবিধি।

অথবা বক্তব্য বিধি সংস্কৃতকৃষ্ণাভ্রকচূর্ণ মাদায়।
লৌহচতুর্থার্দ্ধসমদ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চগুণভাগম্॥
প্রক্ষিপ্যায়ঃ প্রাগ্বৎ পচেদ্ভাণ্ডং ভবেদ্রজোযাবৎ।
তাবন্মানাত্মস্তৎঃ স্যাত্রিফলাদিদ্রব্যপরিমাণম্॥
ইদমপ্যায়কমিদমিতিপিত্তনুদিমেবকান্তিবলজননম্।
তৃড়্ভ্রান্তি তৃটক্ষুধো পরমধি কাধিকমাত্রয়া ক্ষিপ্তং॥

অতঃপর বক্তব্য বিবিধ অনুসারে পরিশোধিত এবং লৌহের চতুর্থ অর্দ্ধ, সম, দ্বি, ত্রি, চতুর ও পঞ্চগুণ কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ লৌহে প্রক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পাক করিবে, অভ্র, ও লৌহ উভয়ে মিলিয়া যে পরিমাণে হইবে সেই পরিমাণ ত্রিফলা প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে। ইহা বাসাদি ধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত পিত্তনাশক, কান্তিকর ও বল কর, তৃষ্ণানাশক এবং ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, ইহা অধিক মাত্রায় ও প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

অভ্রক বিধি।

কৃষ্ণাভ্রমভেকবপুর্বজ্রাখ্যংকপত্রকং কৃত্বা।
কাষ্ঠময়োদূখলকে চূর্ণং মুষলেন কুর্ব্বীত॥

ভূয়ো দৃশদি চ পিষ্টং বাসঃ সূক্ষ্যাতকাসতলগলিতম্।
মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ প্রচুররসে স্থাপয়েত্রিদিনম্॥
উদ্ধৃত্য তদ্রসাদথ পিংধ্যাদ্ধৈমন্তিকধান্ত ভক্তস্য।
আক্ষোদাত্যন্তাম্লস্বচ্ছজলেন প্রযত্নেন।
মস্তক পর্ণিকায়াঃ পূর্ব্বরসেনৈব মোদনং কুর্য্যাৎ॥

বজ্রাখ্যাভ্রকৃষ্ণাভ্র একপত্র করিয়া কাষ্ঠময় উদূখল চূর্ণ করিবে, পুনঃ প্রস্তরে পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর মণ্ডুক পর্ণিকার প্রচুর পরিমাণ রসে তিন দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে উক্ত রস হইতে অভ্র গ্রহণ করিয়া হৈমন্তিক ধান্যের অন্নের সিক্ত অক্ষোদ অত্যন্ত অম্লাস্বাদ যুক্ত স্বচ্ছ জলের দ্বারা পেষণ করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত মণ্ডূকপর্ণীর অবশিষ্ট রস দ্বারা আলোড়নপূর্ব্বক স্থালীপাক করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ভৃঙ্গরাজ দ্বারা পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাড়াদির পত্র মধ্যে রাখিয়া অগ্নির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত অগ্নি না নাল দোষ যায় সেই পর্য্যন্ত রাখিবে পরে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে।

ভক্ষণ বিধি।

নানাবিধরুকশান্ত্যৈপুষ্ট্যৈ কান্ত্যৈ শিবং সমভ্যর্চ্য।
সুবিশুদ্ধেঽহনি পুণ্যে তদমৃতমাদায় লৌহাখ্যম্॥
দশরক্তফলপরিমাণং শক্তিবয়োর্ভেদমাকলয্য পুনঃ।
ইষদধিকং তদধিকতরমিয়ংদেব সমাতৃমোদকরং॥
সমসর্পণামলপাত্রে লৌহে লৌহেন মর্দ্দয়েদগাঢ়ং
ভূয়োভূয়ঃ।
দত্ত্বামধ্বনুরূপং তদনুঘৃতং যোজয়েদধিকম্।
বহ্নং গৃহাতি যথা মধ্বপৃথকৃত্বেন পঙ্কমবিশিংষৎ॥

পুরাতন জর প্রভৃতি নানাবিধি রোগের জন্য এবং দেহের পুষ্টির ও কান্তি সাধনের নিমিত্ত অমৃতসার লৌহ দশরক্তিলা (দরবাও) পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয় মাতৃমোদকের ন্যায় এই ঔষধের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং উক্ত মাত্রাপেক্ষা লৌহ দিবে, ঘৃত তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে দিবে। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ঘৃত ও মধুর মাত্রা এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন উহাদের সহিত লৌহ মিশ্রিত করিলে পঙ্কবৎ হয়। মসৃণ নির্ম্মল লৌহ পাত্রে লৌহ রাখিয়া লৌহময় দণ্ডদ্বারা প্রথমতঃ সজোরে মর্দ্দন করিবে। পরে মধু প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ মর্দ্দন করিয়া উহাতে ঘৃত প্রদান করিবে এবং পুনঃ-পুনঃ মন্থন করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

এই প্রকারে লৌহের দৃষ্ট কার্য্য করা হইলে পর মর্দ্দন করিতে করিতে লৌহের স্বহস্তে মাত্রা দ্বারা মারণ এরফাও মাত্র রক্ষার নমস্কার দ্বারা বলি অস্তমন্ত্র দ্বারা লৌহপান ইত্যাদি অদৃষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

লৌহ সেবন করিয়া বৃষ্টির জল বা দুগ্ধ পান করিবে। তদনন্তর ত্বকশূন্য ক্রান্তক্রামক চর্ব্বণ করিয়া রস পান করিবে। কিন্তু ক্রান্তক্রামক সেবন করিবে না। তৎপরে অর্দ্ধসৃত জল দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া কর্পূর যুক্ত তাম্বুল সেবন করিবে।

লৌহ সেবনকারী ব্যক্তি অধিকক্ষণ উপবেশন অতিভাষণ ও এককালে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেনা। অত্যন্ত বাত, অতিশীত, আতপ, যান গমন, স্থান বেগরোধ, দিবানিদ্রা অহিত সেবন পরিবর্জ্জন করিবে।

লৌহ সেবনকারী ব্যক্তি অধিকক্ষণ উপবেশন অতিভাষণ ওএককালে দণ্ডায়মাণ হইয়া থাকিবেনা। অত্যন্ত বাত, অতিশীত, আতপ, যান-গমন, স্থান, বেগরোধ, দিবানিদ্রা, অহিত ভোজন ও অকাল ভোজন পরিত্যাগ করিবে। অন্য প্রকার বাতবর্দ্ধক, পিত্তকর, কটু, অম্ল, তিক্ত কষায় দ্রব্য এবং তৎক্ষণাৎ বিনাশ হেতু মৈথুন, কোপ ও শ্রম দূরে ত্যাগ করিবে।

ভুক্ত লৌহ যখন মলদ্বার দিয়া না পাও এবং শরীরে পটুতা হয়, ক্ষুধাজনিত কোনরূপে পীড়া না হয়, অন্ত্রে কোন প্রকার কূজন না হয়, তখন আভাষে ভোজন করিতে পারিবে।

প্রথমে দুগ্ধপান করিয়া শুভ্র, সিদ্ধ ও অক্লিন্ন ঘৃত সংপ্লুত শাল্যন্ন প্রচুর পরিমাণ পক্ষী মাংসে

সহিত ভোজন করিবে। পক্ষী মাংস ব্যতিরেকে অন্য মাংসাদি জলচরের মাংস মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাংসের অভাবে দোষ শূন্য স্থূল ও সদ্‌গুণ মদ্‌গুর ও রোহিতাদি মৎস্য ও ভক্ষণ করিতে পারা যায়। দগ্ধ মদ্‌গুর রোহিত ও শকুল মৎস্য মাংস অপেক্ষা ঈষৎ ন্যূন।

ফলকন্দ সম্বন্ধে শৃঙ্গাট কশেরু, কদলীফল, তালফল, ও নারিকেল প্রভৃতি এবং ঈদৃশ অন্য বলকর মধুর রস বিশিষ্ট কণ্টকীফল প্রভৃতি লৌহ সেবন কারীর পক্ষে হিতকর।

এতদ্ভিন্ন কেবুক, তাড়ক করীর, বার্ত্তাকু, পটোল ওল ও পটোল পত্র, সনঠ, মুগ, মসূর ও উৎকৃষ্ট।

লৌহ সেবনকারী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার শাকই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু রুচির জন্য এক মাত্র বাস্তুক শাক অল্পপরিমাণে ভক্ষণ করা যাইতে পারে। পরন্ত যে সমস্ত বাস্ত নিষিদ্ধ ও হিতকর বলিয়া উক্ত হইল তদ্‌ব্যতিরিক্ত বস্তু সকল সাধারণ বলিয়া গণ্য।

লৌহ সেবী ব্যক্তির কোষ্টবদ্ধ থাকিলে উষ্ণ দুগ্ধ বা ডাব নারিকেলের জল অনুপান করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহাতেও যাহার কোষ্ট পরিষ্কৃত না হয়, তাহাকে উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে কিম্বা ত্রিফলার উষ্ণক্কাথের সহিত যবক্ষার পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অমৃতসার লৌহ সেবন কালে পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত। সেই বৃদ্ধির নিয়ম যথা, প্রথমতঃ লৌহ যে পরিমাণে সেবন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ তিনদিন পর্য্যন্ত একরূপ থাকিবে। তদনন্তর চতুর্থ দিবস হইতে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত ৮ মাষা না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। প্রথম দিবসে দুইরতি পরিমাণে লৌহ সেবন করিবে। ঐ নিয়মে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে দুই রতি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে ঐ দিবসে ৪ রতি সেবিত হয়। এই ৪ রতি করিয়া ষষ্ঠদিন পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে। তদনন্তর সপ্তম দিবস হইতে ৩ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। সুতরাং সপ্তম দিবসে ৪ রতি লৌহ সেবিত হয়। এই নিয়মে নবম দিবস পর্য্যন্ত লৌহ সেবন করিবে। দশম দিবস হইতে ৫ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে, সুতরাং দশম দিবসে ১২ রতি লৌহ সেবিত হয় বলিয়া দশম দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত ১২ রতি করিয়া লৌহ সেবন করিতে হয়। তৎপরে ত্রয়োদশ দিবস হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন ৫ রতি বৃদ্ধির নিয়মানুসারে প্রতি দিন সপ্তদশ রতি লৌহ সেবিত হয়। এই রূপে লৌহের পরিমাণ ৮ মাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে।

অমৃত সার লৌহ একবৎসর কাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে বৃদ্ধির ক্রমানুসারে লৌহ সেবন করিতে করিতে সাত সপ্তাহ অতীত হইলে ৮ মাষা করিয়া প্রতিদিন লৌহ সেবন করিবে উহা সেবনের নিয়ম এই যে প্রাতঃকালে ৩ মাষা ও সন্ধ্যাকালে ৩ মাষা ও মধ্যাহ্ন কালে ২ মাষা নিয়ম করিয়া সেবন করিবে। তদনন্তর বৎসর শেষ হইয়া আসিলে যে নিয়মে পূর্ব্বে লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাইয়া ছিল সে নিয়ম ক্রমে হ্রাস করিবে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিবে।

উল্লিখিত নিয়মে অমৃতসার লৌহ সেবন করিলে শরীরের কান্তি ও স্থৈর্য্য বৃদ্ধি হয়। এমন কি তিন সপ্তাহ সেবনে সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।" স্থির মতি ষট্‌কর্ম্মজ্ঞ কোন ব্যক্তি নিঃসংশয় চিত্তে ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহা হইতে এই সার উত্তোলন করিয়া মনুষ্যগণের উপকারার্থে বিনদ্ধ করিয়াছেন।

লৌহ, ওড্র ও কলিঙ্গাদি দেশের যে কোন স্থানের হউক না কেন, উহা যদি সম্যক প্রকারে সারিত হয়, তাহা হইলে ত্রিফলা ত্রিকটু চূর্ণের

সহযোগে উক্ত মারিত লৌহ প্রয়োগ করিলে প্রভৃতি বার্দ্ধক্য লক্ষণ অপনীত হয়।

সামান্য লৌহ অপেক্ষা ওড়দেশে উদ্ভব লৌহ দ্বিগুণ শ্রেষ্ঠ, ওড্র প্রদেশের লৌহাপেক্ষা কলিঙ্গ দেশোদ্ভব লৌহ আটগুণ শ্রেষ্ঠ কলিঙ্গ দেশের লৌহ অপেক্ষা ভদ্র দেশোদ্ভব লৌহ শতগুণ শ্রেষ্ঠ এবং ভদ্রদেশোদ্ভব লৌহাপেক্ষা বজ্র লৌহ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ অভ্রাপেক্ষা ষষ্টি গুণে শ্রেষ্ঠ, এবং উহা অপেক্ষা নিরবি লৌহ দশগুণ শ্রেষ্ঠ এবং উহা অপেক্ষা কান্তলৌহ কোটী বা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

তাম্রযোগ।

রসতস্তাম্র দ্বিগুণং তাম্রাৎ কৃষ্ণাভ্রকং দ্বিগুণম্।
পৃথগেবৈষাং শুদ্ধিস্তাম্রশুদ্ধিস্ততোবিধা॥
পত্রীকৃতস্য গন্ধকযোগাদ্বা মারণং তথা লবণৈঃ।
আক্তেধ্মাপিততালে নিগুণ্ডী কল্ককাসিতকম্॥
যৎ পততি গৈরিকাভ্যাং তৎপিষ্টমর্দ্দগন্ধকং তদস্থ।
পুটপাকেন বিশুদ্ধাং শুদ্ধং স্যাদভ্রকন্তু পুনঃ॥
হিলমোচিমূলপিণ্ডে ক্ষিপ্তং তদস্থ মার্দ্দনং পুটে লিপ্তে।
তীক্ষ্ণ দগ্ধং পিষ্টমম্লাম্ভসা সাধুচন্দ্রিকাবিরহিতম্॥
রোচিতভাস্ত্রেণ রসঃ খল্বশিলায়াং ঘৃষ্টঃ পিণ্ডিকাকার্য্য
উৎসেদ্য গৃহসলিলেন নিগুণ্ডীকল্কেহসকৃচ্ছুদ্ধৌ॥
এতৎ সিদ্ধং ত্রিলয়ং চূর্ণিততাম্রাব্ধিকৈঃ পৃথক্ যুক্তম্।
পিপ্পলী বিড়ঙ্গ মরিচচৈঃশ্লক্ষ্ণা দ্বিত্রিমাষিকং ভক্ষ্যম্॥
শূলাম্ল পিত্তশ্বয়থু গ্রহণীযক্ষ্মাদিকুক্ষিরোগেষু।
রসায়নং মহদেতৎ পরিহারোনিয়মতোনাত্র॥

তাম্র ধাতুর পাত গন্ধকের সহিত ঘুঁট দগ্ধ করিয়া লইবে। অথবা পঞ্চলবণের সহিত দগ্ধ করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। মারণ বিধি উল্লিখিত ধাতুতে গন্ধক বা পঞ্চলবণ লিপ্ত করিয়া দগ্ধ করা হইলে নিসিন্ধার পত্র ও মূলের কল্ক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে যে গৈরিকবৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত তাম্রের অর্দ্ধভাগ গন্ধক মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া লৌহবৎ পুট পাক দিবে। অভ্র শুদ্ধি কাঁজির দ্বারা অভ্র পেষণ করিয়া হিলমুটিকার পিণ্ড মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক একটি পাত্র দ্বারা উহার মুখ আবৃত করিয়া সন্ধিস্থানে কর্দ্দম দ্বারা লেপন করিতে করিতে যখন অভ্র চন্দ্র রহিত হইবে, তখন গ্রহণ করিয়া শিলাতে পেষণ করিয়া লইবে। পরন্তু পারদ শোধনের বিধানানুসারে রসকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর পারদ একভাগ, তাম্র দুই ভাগ কৃষ্ণাভ্র, তাম্রের দ্বিগুণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই বা তিন মাষা পরিমাণে পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্ত শোথ, গ্রহণী ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

তাম্রযোগ।

তম্নুপত্রীকৃতং তাম্রং নৈপালং গন্ধকং সমম্।
দত্ত্বা চোর্দ্ধমধোমধ্যেস্থালিক্রামধ্য সংস্থিতম্॥
কৃত্বা স্বল্পশরাবেণ স্থালিমধ্যে পিধায় চ।
শর্করাভক্তলেপেন লিপ্ত্বা সন্ধিং তদূর্দ্ধতঃ॥
বালুকাপূরিতস্থাল্যাং পিহিতায়াং পুনস্তথা।
সুলিপ্তাপয়াঞ্চ যামৈকমধ্যেজ্বালাং প্রদাপয়েৎ॥
তত আকৃষ্ট তাম্রস্য মৃতস্য স্থিহ যোজনা।
অথ কর্ষং গন্ধকস্য বহ্নিস্থ লোহপাত্রকম্॥
শিলাপুত্রেণ সংমর্দ্দ্য দ্রুতং ঘৃষ্টং পুনঃ পুনঃ।
কৃত্বা দেয়ং মৃতং তাম্রং কর্ষমাণং ততঃ পুনঃ॥
রসোয়থতিঃ শুদ্ধস্তাবম্মাত্রঃ প্রদীয়তে।
ততস্তথৈবং সংমর্দ্দ্য পুনরাজ্যং প্রদাপয়েৎ॥
অষ্টবিন্দুকমাত্রঞ্চ মর্দ্দয়েন্মূর্চ্ছিতং তথা।
সর্ব্বং স্যাত্তত আকৃষ্য শিলাপুত্রাদিসংগতম্॥
সংহৃত্যালম্বুষ রসপ্রস্থতেন বিলোড়িতম্।
পুনস্তথৈব বহ্নিস্থ লৌহপাত্রে বিমর্দ্দয়েৎ॥
যাবদ্ দ্রবক্ষয়ং পশ্চাদাকৃষ্য সংপ্রপেষিতম্।
অলম্বুষরসেনৈব গুড়কং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
তৎপিণ্ডং বস্ত্রবিস্তীর্ণং পিণ্ডে ত্রিকটুজে পুনঃ।
বসনান্তরিতে দত্ত্বা পুট্টলীং কারয়েদ্বুধঃ॥
ততস্তাং পুট্টলীমাজ্যমগ্নাং কৃত্বা বিধারিতাম্॥
সূত্রেণ দণ্ডসংলগ্নাং পাচয়েৎ কুশলোভিষক্।
যদা নিষ্ফেনতা চাজ্যে পুটিকা চ দৃঢ়া ভবেৎ।
তদা পক্বং তমাকৃষ্য পঞ্চগুঞ্জানুনাধ্বতম্॥
ত্রিকটুত্রিফলা চূর্ণং তুল্যং প্রাতঃ প্রয়োজয়েৎ।
তক্রং স্যাদনুপানঞ্চ অম্লপিত্তোচ্ছয়ে পুনঃ॥
ত্রিফলৈব নমাদেয়া কোষ্ণং বারি পিবেদনু।
সপ্তমে দিবসে রক্তি বৃদ্ধিস্তাবত্ত মাষকম্

যাবৎ প্রয়োগাশ্চতথৈব কর্ষঃ পুনর্ভবেৎ।
যোগোঽয়ং গ্রহণী যক্ষ্মপিত্তশূলাম্লপিত্তহা॥
রসায়নঞ্চোদ্দিষ্টং গুদকীলাদি নাশনম্।
ন চাত্র পরিহারোঽস্তি বিহারাহারকর্ম্মণি॥

নেপাল দেশোদ্ভব তাম্রের পাত অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। তদনন্তর উক্ত তাম্র গুলি জম্বীররসে আপ্লুত করিয়া রাখিবে। তদনন্তর উহা ধৌত করিয়া তাম্রের তুল্য পরিমাণে শোধিত গন্ধক গ্রহণ করিয়া তাম্রের নিম্নে ও উপরে স্থাপন করিবে। উহা একটি পাত্র মধ্যে রাখিয়া ক্ষুদ্র শরাবের দ্বারা আবৃত করিবে এবং উহাদের সন্ধিস্থান শর্করা মিশ্র বস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে। পরে উক্ত পাত্রের অবশিষ্টাংশ বালুকা পূর্ণ করিয়া উহার মুখ একটি পাত্রের দ্বারা আবৃত করিবে এবং সন্ধিস্থান অন্নদ্বারা লেপন করিয়া দিবে। তৎপরে একপ্রহরকাল উক্ত পাত্রের নিচে জ্বাল দিবে। এই প্রকার তাম্রের মারণকার্য সম্পাদিত হয়। তদনন্তর উক্ত পাত্র হইতে তাম্র গ্রহণ করিয়া শিলাতে পেষণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। তদনন্তর দুইতোলা পরিমাণে শোধিত গন্ধক একটি লৌহ পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক জলদঙ্গারোপরি স্থাপন করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধক দ্রব হইলে তাহাতে উল্লিখিত তাম্র চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিয়া প্রস্তরময় দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিতে থাকিবে। তৎপরে শোধিত পারদ ২ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিবে এবং উহাতে ৮ বিন্দু ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া সম্যকরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং উক্ত পদার্থ পাত্র হইতে গ্রহণ করিবে। কিন্তু পাত্র সংলগ্ন অবশিষ্ট পদার্থ গ্রহণার্থ অলম্বুষার রস প্রদান করিয়া উক্ত রস ক্ষয় পর্য্যন্ত অগ্নি সন্তাপে রাখিবে এবং খুন্তির দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে। এইরূপে সমস্ত সংগৃহীত হইলে অলম্বুষার রস উক্ত ঔষধ প্রদানপূর্ব্বক প্রস্তরময় পাত্রে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর একখানি বস্ত্র খণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক ত্রিকটু চূর্ণ করিয়া তদুপরি অপর একখানি বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিবে এবং উহাতে উল্লিখিত তাম্রপিণ্ড স্থাপন করিয়া পুট্টলীবদ্ধ করিবে। এবং উহা ঘৃতে পূর্ণ পাত্র এরূপ প্রকারে দোনারূপে ঝুলাইয়া রাখিবে যে উক্ত পিণ্ডটি যেন ঘৃতে আপ্লুত থাকে। তদনন্তর অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপ ভাবে পাক করিতে করিতে ঘৃত ফেন রহিত ও পুট্টলীস্থ পদার্থ দৃঢ় হইলে নামাইয়া উহা হইতে তাম্র গ্রহণ করিবে। উক্ত ঔষধ ৫ রতি ও ত্রিফলার চূর্ণ ৫রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সেবনান্তে তক্র পান করিতে হইবে। কিন্তু অম্লপিত্ত রোগে ত্রিকটু চূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ত্রিফলা চূর্ণের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তক্রের পরিবর্ত্তে উষ্ণজল পান করিতে হইবে। তাম্র ঔষধ ৫ রতি পরিমাণে ৬দিবস পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া সপ্তম দিবস হইতে একরতি পরিমাণে এতদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে, যতদিনে না একমাষা হয়। একমাষা পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণী, যক্ষ্মা, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত ও অর্শরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া আহার বিহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

শিলাজতু প্রয়োগ।

হেমাদি গিরি পূর্ব্বসন্তাপে উত্তপ্ত হইলে পর্ব্বতস্থ ধাতু সকল গলিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। ঐ গলিত পদার্থ জতুবৎ বর্ণ বিশিষ্ট মৃদু মসৃণ স্বচ্ছ হইলে তাহাকে শিলাজতু কহে। উক্ত পদার্থ অম্ল কষায় ও পাকে কটু, নাতি উষ্ণ ও নাতি শীতল। শিলাজতু স্বর্ণ, রজত তাম্র ও লৌহ, এই চতুর্ব্বিধ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা চারিপ্রকার। তন্মধ্যে স্বর্ণ সম্ভূত শিলাজতু, কটু, স্বাদু, পাকে শীতল এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। তাম্রজাত শিলাজতু। ইহার

ময়ুর কণ্ঠের ন্যায় আভাবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ এবং পাকে কটু। লৌহ সম্ভূত শিলাজতু। ইহা গুগগুলুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তিক্ত ও লবণ-স্বাদ পাকে কটু ও শীতল। উক্ত চতুর্ব্বিধ ধাতু যোগে যে শিলাজতু উৎপন্ন হয়, তাহাতে গোমূত্রের গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। রসায়ন কার্য্যে লৌহ সম্ভূত শিলাজতুই প্রশস্ত। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ শিলাজতুর মধ্যে বাতপিত্তে স্বর্ণোদ্ভব শ্লেষ্মাপিত্তে রৌপ্যজ কফে তাম্রজ এবং ত্রিদোষ লৌহজাত শিলাজতু ব্যবহৃত হয়।

উৎকৃষ্ট শিলাজতুর লক্ষণ।

লৌহকিট্টায়তে বহ্নৌ বিধূমং দহ্যতেঽম্ভসি।
তৃণাতাগ্রে কৃতং সর্ব্বমধোগলতি তত্ত্ববৎ॥

যে শিলাজতু অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ধুম হীন হইয়া মণ্ডূরের ন্যায় হয়, সেই শিলাজতু শ্রেষ্ঠ অথবা যে শিলাজতু জলে নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ ভাসমান থাকিয়া পরে গলিত হইয়া তন্তুলের ন্যায় লম্বমান ভাবে পতিত থাকে তাহা শ্রেষ্ঠ।

শিলাজতুর শোধন বিধি।

শিলাজতু প্রথমতঃ লৌহপাত্রে উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে। তদনন্তর উহার উপরিস্থ অংশ গ্রহণ করিবে এবং অধঃস্থিত অংশ পরিত্যাগ করিবে। তদনন্তর বাত পিত্ত ও কফনাশক দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ভাবনা প্রদান করিবে। উক্ত ভাবনা দ্রব্যগুলির সমস্তের বা প্রত্যেকের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা প্রদান করিতে হইবে। ভাবনা কার্য্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত হওয়া উচিত।

ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়ম যথা। শিলাজতু যে পরিমাণে গ্রহণ করিবে ক্বাথদ্রব্য সেই পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহার চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ চারি ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে শিলাজতু নিক্ষেপপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। পুনঃ উক্ত ক্বাথে নিক্ষেপপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত শিলাজতুর সহিত লৌহভস্ম মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, জরা ও ব্যাধি প্রশমিত হয়, দেহ দৃঢ় হয়, মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে শিলাজতু সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে হয়। শিলাজতু সপ্ত সপ্তাহ তিন সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ কাল প্রয়োগ করা যায়। শিলাজতুর মাত্রা ত্রিবিধ। যথা, পর, মধ্য ও অবর। উহাদিগকে চলিত ভাষায় শ্রেষ্ঠ মধ্যম, ও অধম কহে। শ্রেষ্ঠ বালক ব্যক্তির পক্ষে ৮ তোলা মধ্য বলবান ব্যক্তির পক্ষে ৪ তোলা এবং ক্ষীণ বলাবল ব্যক্তির পক্ষে ২ তোলা মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিলাজতু প্রয়োগকারী ব্যক্তি নিম্নলিখিত বস্তু সকল পরিত্যাগ করিবে। বিদাহী গুরু বস্তু ও কুলত্থকলাই এই সমস্ত বস্তুর সহযোগে শিলাজতু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা, দুগ্ধ, শুক্ত, মাংস রস, যূষ, জল, গোমূত্র এবং নানাবিধ বস্তুর ক্বাথ।

শিবা গুড়িকা।

কালে তু রবিতাপাঢ্যে কৃষ্ণায়সজং শিলাজতুপ্রবরম্।
ত্রিফলারসসংযুক্তং ত্র্যহং শুষ্কং পুনঃ শুষ্কম্॥
দশমূলস্য গুড়ূচ্যা রসে বলায় স্তথা পটোলস্য।
মধুকরসেগোমূত্রে ত্র্যহং ত্র্যহং ভাবয়েৎ ক্রমশঃ॥
একাহং ক্ষীরেণ তু যৎ পুনর্ভাবয়েৎ শুষ্কং।
সপ্তাহং ভাব্যং স্যাৎ ক্বাথৈরেষাং যথা লাভম্॥
কাকোল্যৌ দ্বে মেদে বিদারীযুগ্মং শতাবরী।
দ্রাক্ষা ঋদ্ধিযুগর্ষভবীরা মুণ্ডিতিকা জীরকেহং শুমর্তোচ
রাস্না পুষ্করচিত্রকদন্তীভকণাকলিঙ্গচব্যাব্দাঃ।
কটুকা শৃঙ্গীপাঠাতানি পলাংশিকানি কার্য্যানি॥
অব্দ্রোণে সাধিতানাং রসেন পদাংশিকেন ভাব্যানি
গিরিজস্যৈবং ভাবিতশুদ্ধস্য পলানি দশ ষট্ চ॥
দ্বিপলঞ্চ বিশ্বস্যাধিকার্কটুকটাখ্যমরিচানাম্।
চূর্ণং পলঞ্চ বিদার্য্যাস্তালীশপলানি চত্বারি॥
ষোড়শসিতাপলানি চত্বারি ঘৃতস্য মাক্ষিকস্যাষ্টৌ।
তিলতৈলস্য দ্বিপলং চূর্ণার্দ্ধপলানি পঞ্চানাম্॥

ত্বক্ ক্ষীরিপত্রত্বক্ নাগেলানাং মিশ্রয়িত্বা তু।
গিরিজস্য ষোড়শপলৈগু'ড়িকাঃ কার্য্যাগুতোঽক্ষসমাঃ॥
তাঃ শুষ্কা নবকুম্ভেজাতী পুষ্পাধিবাসিতে স্থাপ্যাঃ।
তাসামেকো কালে ভক্ষ্যা পেয়াপি বা সততম্॥
ক্ষীররসদাড়িমরসাঃ সুরাসবং মধুচ শিশিরতোয়ানি।
আলোড়ানি তাসামনুপানে বা প্রশস্যন্তে॥
জীর্ণেলঘ্বন্ন পায়াজাঙ্গলী নির্ব্যূহ যূষ ভোজীস্যাৎ।
সপ্তাহং যাবদতঃ পরং ভবেৎ সর্ব্বং সাম্যাষ্টং॥
ভূক্ত্বাপি ভক্ষিতেয়ং যদৃচ্ছয়া নাত্রহেত্তয়ং কিঞ্চিৎ।
নিরূপদ্রবা প্রযুক্তা সুকুমারকৈঃ কামিভিশ্চৈব॥
সম্বৎসর প্রযুক্ত হন্তেষা বাত শোণিতং প্রবলম্।
বহুবার্ষিকমপি গাঢ়ং যক্ষ্মাণং চাঢ্য বাতঞ্চ॥
জ্বরযোনিশুক্রদোষপ্লীহার্শঃপাণ্ডুগ্রহণী রোগান্।
ব্রধ্নবমিগুল্মপীনস হিক্কাকাসারুচিশ্বাসান্॥
জঠরং শ্বিত্রং কুষ্ঠং ষাণ্ড্যং ক্লৈব্যং মদং ক্ষয়শোষম্।
উন্মাদাপস্মারৌবদনাক্ষিশিরোগদান্ সর্ব্বান্॥
আনাহমতীসারং সাসৃগ্দরং কামলাপ্রমেহাংশ্চ।
যকৃদর্ব্বুদানি বিদ্রধিভগন্দরং রক্ত পিত্তঞ্চ॥
অতিকার্শ্য'ংযাতি স্থৌল্যং স্বেদমত শ্লীপদঞ্চ বিনিহন্তি
দংষ্ট্রাবিষং সমৌলং গরানি বাহু প্রকারাণি॥
মন্ত্রৌষধিযোগান্ বিপ্রযুক্তান্ ভৌতিকাংস্তথা ভাবান্।
পাপালক্ষ্মৌ চেয়ং সময়েদ্গুড়িকা শিবনাম্না॥
বল্যা বৃষ্যা ধন্যা কান্তিযশঃ শ্রীপ্রজাকরী চেয়ম্।
সদ্যান্নপবল্লভতাং জয়ং বিবাদে সুখস্থা চ॥
শ্রীমান্ প্রকৃষ্টমেধঃ স্মৃতিবুদ্ধিবলান্বিতোঽতুল শরীরঃ।
পুষ্ট্যোজোঽতি বিমলেন্দ্রিয়তেজোবলসমপহুপেতঃ॥
বলীপলিতরোগরহিতো জীবেচ্ছরদাং শতদ্বয়ং পুরুষঃ।
সম্বৎসর প্রয়োগদ্বাভ্যাং শতানি চত্বারি॥
সর্ব্বাময়জিৎ কথিতং মুনিগণভক্ষ্যং রসায়নরহস্যম্।
সমুদ্রভূবামৃতমন্থনোত্থঃ স্বেদঃ শিলাভ্যোমৃতবহ্নিারেঃ প্রাক্
যোমন্দরস্যাত্মভুক্ত্বা হিতায় ন্যস্তঃ স শৈলেষু শিলাজরূপী
শিবগুড়িকেতিরসায়নযুক্তাং গিরীশেন গণপতয়ে॥
শিব বদন বিনির্গতা যথানাম্না তস্মাচ্ছিবা গুড়িকেতি।
শৈবসিদ্ধান্তোক্তা শিব গুড়িকেয়ম্॥

গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণলৌহ সম্ভূত শিলাজতু শ্রেষ্ঠ, উক্ত শিলাজতু গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনদিবস ভাবনা দিবে পরে শুষ্ক করিয়া পুনঃ দশমূলের ক্বাথে ৩ দিবস পটোলের রসে ৩ দিন যষ্টিমধুর ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিবে এবং দুগ্ধের দ্বারা এক দিন ভাবনা প্রদানপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, বিদারী, ক্ষীরবিদারী, শতমূল, দ্রাক্ষা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋষভ, বীরা, মুণ্ডিতিকা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, রাস্না, পুষ্করমূল, চিতারমূল, দন্তিরমূল, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, কটকী, কাকড়াশৃঙ্গী ও আকনাদ, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোল সের জল অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা শিলাজতু সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া লইবে। এই প্রকারে শোধিত শিলাজতু ষোলপল, শুঁঠচূর্ণ ১৬ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা কটকীচূর্ণ, ১৬ তোলা কাঁকড়া শৃঙ্গী চূর্ণ ১৬ তোলা মরিচচূর্ণ, ১৬ তোলা ভূইকুমড়া চূর্ণ ৮ তোলা তালিশপত্র চূর্ণ ৩২ তোলা, চিনী দুই সের ঘৃত অর্দ্ধসের, মধু একসের, তিলতৈল ১৬ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা তেজপত্র, দারচিনী, নাগকেশর প্রত্যেকে ৪ তোলা ও ছোট এলাচি ৪ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া একটী নূতন মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া দিবে এবং উহাতে জাতীপুষ্প রাখিয়া মুখবন্ধ করিবে। এইরূপে কিছুদিন রাখিয়া দুগ্ধ, মাংস রস, দাড়িমের রস, সুরা, আসব, মধু বা শিশিরের জল, ইহাদের কোন একটী পদার্থের সহিত উক্ত ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লঘু অন্ন, দুগ্ধ, জাঙ্গল্য পক্ষীর মাংসের ক্বাথ ও যূষ, সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। তদনন্তর ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে দিবে। ইহা এক বৎসরকাল সেবন করিলে বাতরক্ত নিবারিত হয় এবং বহুদিন সেবন করিলে চক্ষু, জাড্য বাত, জ্বর, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, প্লীহা, অর্শ পাণ্ডু, গ্রহণী, ব্রধ্ন, বমি, গুল্ম, পীনস, হিক্কা, কাস, অরুচি জঠর শ্বিত্র, কুষ্ঠ, ষাণ্ড্য, ক্লৈব্য, ক্ষয়, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার, মুখরোগ, শিরোরোগ, অক্ষিরোগ, আনাহ, অতীসার, অসৃগ্দর

কামলা, প্রমেহ, যকৃৎ, অর্ব্বুদ বিদ্রধী, ভগন্দর, রক্তপিত্ত শ্লীপদ ও অতি স্থৌল্য প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয়।

অম্লভল্লাতকী।

সুপক্কভল্লাতফলানি সম্যগ দ্বিধা
বিদার্য্যাঢ়কসম্মিতানি।
বিপর্য্য তোয়েন চতুগু´ণেন
চতুর্থশেষে ব্যপনীয় তানি॥
পুনঃ পচেৎ ক্ষীর চতুগু´ণেন ঘৃতাংশ
যুক্তেন ঘনংযথাস্যাৎ।
সিতো পলাষোড়শভিঃ পলৈস্ত।
বিমিশ্র সংস্থাপ্য দিনানি সপ্ত॥
ততঃ প্রযোজ্যাগ্নিবলেন মাত্রাং
জয়েদ্গুদোত্থানখিলান্ বিকারান্।
কচান্ সুনীলান্ ঘনকুঞ্চিতাগ্রান্
সুপর্ণ দৃষ্টিং সুকুমারতাঞ্চ॥
জবং হয়ানাঞ্চ মতঙ্গানাং বলং
স্বরং ময়ূরস্য হুতাশাদীপ্তত্ব।
স্ত্রীষল্লভত্বং লভতে প্রজাঞ্চ
নীরোগমব্দাদ্বিশতানিচায়ুঃ॥
নচান্নপানে পরিচার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনেচ।
প্রয়োগকালে ধবলাময়ানাং
রাজাহ্বয়ং সর্ব্ববসানানাম্॥
ভল্লাতকশুদ্ধিরিহ প্রাগিষ্ট চূর্ণ শুণনাৎ।
ঘৃতাচ্চতুগু´ণং ক্ষীরঃ ঘৃতস্যপ্রস্থইষ্যতে॥

সুপক্ক ভল্লাতকী ফল দুই ভাগে বিভক্ত করিবে। উক্ত দুই ভাগ কৃত ভেলা চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত চারিগুণ দুগ্ধ ও একগুণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া উহার সহিত দুইসের চিনী মিশ্রিত করিয়া একটী বিশুদ্ধ পাত্রে সাত দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মলদ্বারস্থ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। মস্তকের কেশ সকল নীল বর্ণ ও গাঢ় হয়; চক্ষুর জ্যোতি গড়ুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ চিকিৎসা ও

(বৃষ্য্যা ধিকার)

পিপ্পলী লবণোপেতৌ বস্তগুৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্ত স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥]

ছাগলের অণ্ডকোষ জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া গো দুগ্ধ হইতে জাত ঘৃতের দ্বারা ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিলে শত সংখ্যক স্ত্রীগমন শক্তি জন্মিয়া থাকে।

বস্তণ্ড সিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসরস্তিকান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ।

ছাগলের অণ্ডকোষ যে পরিমাণে গ্রহণ করিবে, উহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল গ্রহণ করিয়া একত্র সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। উক্ত দুগ্ধের দ্বারা তিন সাতবার ভাবনা দিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত দ্রব্য যে ব্যক্তি প্রতিদিন সেবন করে, সেই ব্যক্তি শত শত স্ত্রীগমন করিতে সমর্থ হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িবে। এই প্রকার সাতবার রস প্রদত্ত হইলে চূর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার আমলকীর রসে ৭ বার প্রদত্ত হইলে উহা গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ চিনী, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে যৌবনাবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয়। এমন কি বৃদ্ধ ব্যক্তি ও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শূকশিম্বীর বীজ ও ইক্ষুর বীজচূর্ণ চিনীর সহিত সেবন করিলে চিনী ও কবোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

ইক্ষুচক (কুলেখাড়া) বা উচ্চটামূল চূর্ণ (কুঁচেরমূল চূর্ণ) মধু চিনী ও ঈষৎউষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে শুক্র ক্ষয় হয় না।

শতমূল ও কুঁচেরমূল চূর্ণ চিনী ও মধু মিশ্রিত করিয়া কবোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কিম্বা যষ্টিমধুর চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে শুক্র ক্ষয় হয় না।

গোক্ষুরবীজ, ইক্ষুচকবীজ শতমূল ও বেড়ালার মূল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত রাত্রিতে পান করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ঘৃতে ভর্জ্জিত মাষকলাই দ্বারা দুগ্ধের সহিত পায়স পাক করিয়া সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দধিরসর, চিনী, মধু, মরিচ, চূর্ণ বংশলোচন ছোটএলাচি চূর্ণ ও ঘৃতযুক্ত যষ্টিক ধান্যের চাউল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটি মৃৎপাত্রে রাখিবে। তদনন্তর উহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বর্ণ, স্বর ও বল বৃদ্ধি হয় এবং অতিশয় শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাংস ও মৎস্য বিশেষতঃ সর পুটিমৎস্য ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষীণতা উপস্থিত হয় না।

নরসিংহ চূর্ণ।

শতাবরীরজঃ প্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ।
বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতি॥
ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশ চিত্রকস্য দশৈবতু॥
তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্।
ত্র্যূষণস্য পলানষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ॥
মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্।
শতাবরী সমং দেয়ং বিদারী কন্দজং রজঃ॥
এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
পলার্দ্ধ মুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাপি ভোজনম্॥
মাসৈ কমপযোমার্গেণ জরাংহন্তি রুজামপি।
বলী পলিত খালিত্যমেহপাণ্ড্বপীনসাম্॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ।
ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসিং সহলীমকম্॥
ক্ষয়ঞ্চৈবমহাশ্বাসান্ পঞ্চকাসান সুদারুণান্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চত্বারিং শচ্চ পৈত্তিকান্।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সংসৃষ্টান্ সন্নিপাতিকান্।
সর্ব্বনার্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রা শনির্যথা॥
ন কাঞ্চনাভোমৃগরাজবিক্রমমত্তরঙ্গমঞ্চাপ্যমূযাতি বেগতঃ
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোঽধিকং
প্রকৃষ্ট দৃষ্টিশ্চ যথা বিহঙ্গ॥
পুত্রান্ সংজনয়ে দ্বীরান্ নরসিংহনি ভাংস্তথা।
নার সিংহ মেদং চূর্ণং সর্ব্ব রোগহরং নৃণাম্॥
বারাহীকন্দ সঙ্গস্ত চূর্ণকা বালুকোমতঃ।
পশ্চিমে ঘৃষ্টিশব্দাখ্যোবরাক্ষলোমবানিব॥

শতমূল চূর্ণ দুইসের গোক্ষুর বীজচূর্ণ দুইসের বারাহিকন্দ আড়াইসের, গুলঞ্চ তিনসের, মিলিত ত্রিকটু চূর্ণ একসের চিনী আটসের তিনপোয়া মধু চারিসের ছয়ছটাক ঘৃত দুইসের তিন ছটাক ও ভূমি কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ দুইসের; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যদৃচ্ছারূপ পথ্য করিলে একমাসের মধ্যে রোগজনিত বার্দ্ধক্য অপনীত হয় এবং জরা বলী পলিত, খালিত্য, মেহ, পাণ্ডু, পীনস, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, উদর ভগন্দর মূত্রকৃচ্ছ্র গৃধ্রী হলিমক ক্ষয় মহাশ্বাস সর্ব্বপ্রকার কাস, অশীতিপ্রকার বাতরোগ চত্বারিংশৎ প্রকার পিত্তরোগ বিংশতিপ্রকার শ্লেষ্মরোগ ও অর্শরোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গমে শক্তি বৃদ্ধি হয়।

গোধূমাদ্য ঘৃত।

গোধূমাচ্চ পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢকে।
পাদাবশেষে পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
গোধূমং গুঞ্জাভফলং মাষদ্রাক্ষাপরূষকম্।
কাকোলীক্ষীরকাকোলী জীবন্তী সশতাবরী॥
অশ্বগন্ধা সখর্জ্জুরং মধুকং ত্র্যূষণং সিতা।
ভল্লাতক মাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেকং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্।
মৃদ্বগ্নিনা চ সংসিদ্ধে দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ॥

ত্বগেলা পিপ্পলীধান্য কর্পূর নাগকেশরম।
যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতাক্ষৌ দ্রব পলাষ্টকম্॥
দগ্ধেক্ষুদন্তেনালোড্য বিধিবদ্বিনিযোজয়েৎ।
শাল্যোদনেনভুঞ্জীত পিবেন্মাংস রসেন বা॥
কেবলস্য পিবেদস্য পলমাত্রাং প্রমাণতঃ॥
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্।
মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে॥
পলত্রয়ং তদশ্নীয়াদশরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
স্ত্রীণা শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চাসু পিবেৎ পয়ঃ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈতৎ গোধূমাদ্যং রসায়নম্।
জলদ্রোণেতু গোধূম কাথে তচ্ছেষমাঢকম্॥
গুঞ্জাতকস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকম্।
কল্কদ্রব্য সমং মানং ত্বগাদেং সার্দ্ধ্যতে॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থে গোধূম সাড়ে বার-সের গ্রহণ পূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং গোধূম গুঞ্জাফল, মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরুষফল, কাকোলী, জীবন্তী, শতমূলী অশ্বগন্ধা, খর্জ্জূর যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিনী, ভেলার ও শূকশিম্বী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং যথারীতিতে জাল প্রদান করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ঘৃতের গন্ধ পাকার্থ দারু চিনী, ছোট এলাইচ, পিপুল, ধনিয়া কর্পূর ও নাগকেশর প্রয়োগ করিবে। এতদ্ভিন্ন চিনী ও মধু প্রত্যেকে আটপল পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত শালি তণ্ডুলের অন্নের সহিত কিম্বা মাংসের সহিত পান করিলে লিঙ্গনালের শিথিলতা ও শুক্রক্ষয় হয় না এবং ইহার দ্বারা বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত দেব চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রতিবল্লভ মোদক।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ।
হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥
শতাবরী রস প্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ।
গব্য মাজ্যং পয়ঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥
ধাত্রী দ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলা পত্র কেশরম্।
আত্ম গুপ্তা চাতিরলা তালাঙ্কুর কশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্।
পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুর ক্ষুরকং তথা।
কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সার সৈন্ধবম্।
যমানী চাজা মোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী।
প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ।
কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষি পেত্ততঃ॥
মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ।
রতিবল্লভ নামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ॥
পর মোজস্করো বল্যো বাত ব্যাধি বিনাশনঃ।
বাত পিত্ত হরো বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ।
পিত্ত শ্লেষ্মাশ্চ পিত্তঘ্নো বিষ গুল্ম জ্বরাপহঃ।
পারয়ত্যেষ মন্দাগ্নি রোগানাং ক্ষয় হেতুকঃ॥
ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
যস্য গেহে সদা বহব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ॥
রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ।

সিদ্ধি বীজ, চূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনী ২ সের শতমূলীর ৪ সের, ৪ সের গব্য দুগ্ধ ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, দারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর চাকুল্যা, তালের আঁটীর অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল ত্রিকটু, ধনিয়া, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা কাকলা ক্ষীর কাঁকলা, পিণ্ডি খর্জ্জূর, কুলেখাড়া বীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানি জীবন্তী, গজপিপ্পলী, প্রত্যেকে ২ তোলা পাক শেষ হইলে মধু ১৬ তোলা এবং সদ্য দগ্ধ পদার্থ যথা প্রয়োজন মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয় লইবে। ইহা সেবন করিলে রক্ত পিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয় এবং বল, বীর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কামাগ্নিসন্দীপন মোদক।

পারা, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, গাটি, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ,

প্রত্যেকে ৪ তোলা, বৃদ্ধ দারক বীজ ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ৬ তোলা, ধনিয়া, যষ্টিমধু, মৌরী, কেশুর প্রত্যেকে ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ পলাশমূলের ছাল, গোরক্ষক ফুল আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ, প্রত্যেকে ১০ তোলা এই সমুদয় চূর্ণের সমান বীজ যুক্ত সিদ্ধ চূর্ণ সর্ব্বসমান চিনী, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত মধু ও কর্পূর উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। সচরাচর এরূপ বৃদ্ধ ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগের ধ্বংস এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃতং শতাবরীগর্ভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তং তদ্‌ বৃষ্যমুচ্যতে॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থে শতমূল, একসের কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ঘৃতের দশগুণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে এবং চিনী পিপুল ও মধু এই পদার্থ ত্রয় সমভাগে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবেক। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রতি-শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গুড়কুষ্মাণ্ডক।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
প্রস্থং ঘৃতস্য তৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে প্রদাপয়েৎ॥
ত্বক্‌পত্রধান্যকব্যোষজীরকৈলাদ্বয়াননম্।
গ্রন্থিকং চব্যমাতঙ্গপিপ্পলীবিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমুস্তকম্।
চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ॥
শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সং প্রদাপয়েৎ।
কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥
কৃশানাং বৃংহণং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্।
প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে যে স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥
ক্ষয়েণ চ গৃহীতানাংপরমেতদ্ভিষগ্জিতম্।
কাসশ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তিচ্ছর্দ্দিমরোচকম্॥
গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতং অশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎ পাত্রং স্বিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবঃ॥

কুষ্মাণ্ডশস্য সাড়েবারসের সুসিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর ঘৃত দুই-সের ও তিলতৈল দুই সের কটাহে করিয়া উত্তপ্ত করিবে। এই প্রকারে উক্ত মিশ্রিত ঘৃত তৈল ফেনা রহিত হইলে কুষ্মাণ্ড শস্য গুলি উহাতে প্রদান করিয়া ভর্জ্জন করিবে এবং মধুর বর্ণ বিশিষ্ট হইলে, উহাতে কুষ্মাণ্ডের রস বা কুষ্মা-ণ্ডের জল ষোল সের এবং পুরাতন গুড় সাড়ে বারসের প্রদান করিয়া উক্ত জল ও গুড়ের সহিত ঐ কুষ্মাণ্ডের সহিত ঐ কুষ্মাণ্ডের শস্য পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নিম্নলিখিত পদার্থের চূর্ণ গুলি প্রদান করিয়া নামাইয়া লইবে। চূর্ণ দ্রব্য যথা, দারুচিনী, তেজপত্র, ধনিয়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, জীরা, ছোট এলাচি, বড় এলাইচ চিতার মূল, পিপুলের মূল, চৈ, গজপিপুল, শুঁঠ চিরতা, কেশুর তালাঙ্কুর ও তালের মাথি ইহাদের প্রত্যেক পদার্থ চূর্ণ আট তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এই চূর্ণ প্রভৃতির সহযোগে ঔষধ পাক করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কফ, পিত্ত ও বাত জনিত রোগ অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমন ও অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে সমস্ত দ্রব্য মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর ধাতুপোষক গুরু, চিত্তের আনন্দ জনক, তাহা-দিগকে বৃষ্য ঔষধ বলা যায়।

ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম্বফল, এই দ্রব্য

গুলি কল্ক করিয়া চতুর্গুণ জলের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল লিঙ্গনালে মালিশ করিলে উহা অশ্বের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধার মূল ও শুঁঠ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ধুস্তুর পত্রের রসের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া মহিষের নবনীতের সহিত ধুস্তুর ফলের মধ্যে একদিন রাখিয়া দিবে। পরে গোময় লিপ্ত দ্বারা লিঙ্গনাল মর্দ্দন করিয়া উহাতে উক্ত পেষিত পদার্থ দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে অশ্বলিঙ্গের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং অতি কামুকী অঙ্গনাদিগের পক্ষে উহা অতি প্রীতিকর।

অশ্বগন্ধা তৈল।

অশ্বগন্ধাবরীকুষ্ঠং মাংসীসিংহীবলান্বিতম্।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ॥
স্তনলিঙ্গকর্ণ পালিবর্দ্ধনং ম্রক্ষণাদিদম্॥

তিল তৈল চারি সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা শতমূল, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতী ফল, এই গুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ঘোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল গুণে, লিঙ্গনালে এবং কর্ণপালিত মালিশ করিলে উহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভেলা বৃহতী, পদ্মপত্র, সৈন্ধবলবণ ও জলশূক, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া পেষণপূর্ব্বক মহিষের নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং অশ্বগন্ধার মূলের মধ্য প্রদেশে রন্ধ্র করিয়া উক্ত রন্ধ্র মধ্যে উল্লিখিত পদার্থ গুলি নিবিষ্ট করিয়া দিয়া সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত রাখিবে এবং মহিষের বিষ্ঠা লিঙ্গনালে মর্দ্দন করিয়া অশ্বগন্ধার মূল হইতে উক্ত ঔষধ গুলি বাহির করিয়া পুরুষাঙ্গে প্রলেপ প্রদান করিলে লিঙ্গনাল গর্দ্দভ লিঙ্গের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়।

নীলোৎপল ও শ্বেত পদ্মের কেশর, যষ্টিমধু ও চিনী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্রে পেষণ করিয়া নাভিস্থলে মালিশ করিলে সঙ্গমকালিন স্থায়ি শুক্র অধিকক্ষণ স্থায়ি হয়।

কুসুম পুষ্পের তৈল উত্তপ্ত করিয়া মহীলতার চূর্ণ উক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পদে মালিশ করিলে রতিশক্তি অধিক কাল স্থায়ী হয়।

করভবারুণীর মূল পেষণ পূর্ব্বক ছাগ মূত্রের সহিত সাত দিন ভাবনা প্রদান করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ পুরুষাঙ্গে মালিশ করিলে রতিশক্তি অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়।

তিল ও গোক্ষুর এই উভয় পদার্থ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে সত্বঃ দোষ বিনষ্ট হয়।

গাভির কর্কটি শৃঙ্গ উন্নত হইলে, দেহ উন্নত হয় শৃঙ্গের ছাল দগ্ধ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম যে বস্ত্রে সংলগ্ন করা হইবে. সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্ভোগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রতি শক্তি অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়।

গোশৃঙ্গ সংলগ্ন মৃত্তিকা লিঙ্গে লেপন করিলে স্বদোষজ, ধ্বজভঙ্গ অপনীত হইয়া থাকে।

কুড়, এলাবালুকা, ছোল এলাচী, মুথা, ধনিয়া ও যষ্টিমধুর ক্বাথ দ্বারা কুল্লি করিলে মুখস্থিত রসোন ও মদ্য প্রভৃতির দুর্গন্ধ দুরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ছোলঙ্গলেবুর ছাল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে বাত নিঃসরণ গন্ধ বিনষ্ট হয়।

শ্রীমন্মথরস।

রসগন্ধ কাম্যাগ্রাহ্যম্ কর্ষমেকম্ সুশোভিতম্।
অভ্রম্ নিশ্চন্দ্রকম্ দদ্যাৎ পলার্দ্ধং সুবিচক্ষণঃ।

কর্পূরং শালকং দদ্যাদ্বঙ্গঞ্চ লোকসম্মিতম্।
তাম্রম্ কোলার্দ্ধকম্ তত্র নিঃশেষ
মারিতং ক্ষিপেৎ॥
লৌহম্ কর্ষম্ সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারক বীজকম্।
বিদারী শতমূলী চ ক্ষুর বীজম্ বলাওথা॥
মর্কটতি বলা চৈব জাতী কোষফলে তথা।
লবঙ্গম্ বিজয়াবীজং শ্বেতসর্ষপযাম্বিতা॥
এতেষাম্ চূর্ণমাদায় প্রক্ষিপেৎ শানচর্চ্চিতম্।
গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চ ভোক্তব্যাম্ কোকম্ সমীরম্ পিবেদম্॥
গৃহে যস্ত শতস্ত্রীণাম্ বিদ্যান্তেঽতিব্যবায়িনাং।
ন তস্য লিঙ্গ শৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ॥
নচ শুক্রম্ চাপি ন তারল্যম্ হ্রাসতাম্ ব্রজেৎ।
কামরূপী ভবেদ্দিব্যো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥
রসায়ন বরো বল্যো বাজীকরণ উত্তমঃ।
রসঃ শ্রীমন্মথো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুইতোলা অভ্র ৪ তোলা কর্পূর অর্দ্ধতোলা বঙ্গ দুইতোলা তাম্র একতোলা, লৌহ ও বৃদ্ধদারক প্রত্যেকে দুই তোলা জীরা ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী তালমাখনা, বেড়ালা শূকশিম্বী, গোরক্ষ চাকুলিয়া জয়িত্রি, জাতীফল, লবঙ্গ ভাঙ্গের বীজ, শ্বেতধুনা, যমানী প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ সেবন করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শতনারী, সম্ভোগে ও লিঙ্গ শৈথিল্য বা শুক্রক্ষয় অথবা রসের হ্রাস হয় না এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি ও ষোড়শ বর্ষীয় যুবাবৎ কামরূপী দিব্যদেহ হইতে পারে। ইহা রসায়ন প্রধান বলপ্রদ ও বাজীকরণ এই ঔষধ স্বয়ং শিব আবিষ্কার করিয়া ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্ররস।

মৃতাভ্রলৌহম্ সশিলাজতুস্যাদ্
বিড়ঙ্গতাপাম্ মধুনা ঘৃতেন।
সংমর্দ্দ্য সর্ব্বম্ খলু পূর্ণচন্দ্রো
মাষাস্য বৃষ্যো ভবতি প্রযুক্তঃ॥

পারদ, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার একমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে বলপুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

মহেশ্বর রস।

রসভস্মীকৃতম্ কোলং গন্ধকম্ শোধিতম্ সমম্।
লৌহম্ কর্ষদ্বয়ম্ তাম্রমর্দ্ধ কোলকসম্মিতম্॥
সুবর্ণম্ জারিতম্ দদ্যাদামার্দ্ধাম্ সুবিচক্ষণঃ।
অভ্রম্ কর্ষদ্বয়ম্ দদ্যাচ্ছাণার্দ্ধম্ চন্দ্রচূর্ণকম্॥
শ্যামাবীজং বল্লীচৈব বলমিতি বলাস্তথা।
এলাঞ্চ শঙ্খপুষ্পঞ্চ শানমানম্ বিনিক্ষিপেৎ॥
জলেন বটিকাং কৃত্বা গুঞ্জামাত্রাম্ প্রদাপয়েৎ।
সেবনাদস্য কন্দর্প রূপো ভবতি মানবঃ॥
সহস্রমায়াতি নারীণামুৎসাহো জায়তেঽধিকঃ।
নিত্যম্ স্ত্রীসেবনাদ্যস্ত ক্ষীণশুক্রো ভবেন্নরঃ॥
মহাশুক্রী ভবেৎ সোঽপি সেবনাদস্য নান্যথা।
মহাবলো মহাবুদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
স্থূলানাম্ কর্ষকঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাম্ পুষ্টিকারকঃ।
রসো বিনাশয়েদ্রোগান্ সপ্তসপ্তাহ ভক্ষণাৎ॥

রসসিন্দূর দুইতোলা গন্ধক দুইতোলা লৌহ চারিতোলা, তাম্র একতোলা স্বর্ণ একসিকি, অভ্র চারিতোলা কর্পূর একসিকি বৃদ্ধদারক শতমূলী, বেড়ালা গোরক্ষ চাকুলে এলাচী, শঙ্খপুষ্পী, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে কামদেববৎ রূপবান হয় এবং সহস্র স্ত্রীতে সমধিক সমুৎসুক হইয়া থাকে। স্ত্রী সেবনে যে ব্যক্তি ক্ষীণবীর্য্য হইয়াছে সেই মহাবীর্য্যবান হইতে পারে এবং মহাবল ও মহাবীর্য্য হয়। এই ঔষধ স্থূল ব্যক্তির কর্ষক এবং কৃশ ব্যক্তির পুষ্টিজনক। এই ঔষধ সাত-দিন ভক্ষণ করিলে সমস্ত রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

কার্শ্যহর লৌহ।

শ্বেতপুনর্ণবা দন্তী বাজীগন্ধ ত্রিকত্রয়ৈঃ।
শতমূলী বিল্বাযুক্তৈরেড়িলৌহম্ প্রসাধিতম্॥
নিহন্তি নিয়তম্ কার্শ্যমপি ভৃঙ্গরসৈঃসহ।
নাস্তানেন সমম্ লৌহম্ সর্ব্বরোগান্তকম্ মতম্॥
দীপনম্ বলবর্ণাগ্নেয় বাদধ্যোত্তমোত্তমং॥

শ্বেত পুনর্ণবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত শতমূলী, বেল এই পদার্থ দ্বারা লৌহের পুটাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সেই লৌহ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহার ন্যায় সর্ব্বরোগ নাশক ঔষধ আর নাই। ইহা দীপন, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

হেমসুন্দর রস।

শুদ্ধসূতস্য পাদাংশং হেমভস্মপ্রকল্পয়েৎ।
ক্ষীরাজ্যদধিসং মিশ্রং মাসৈকং কাংস্যপাত্রকে॥
লেহয়েন্মাস ষট্ কণ্ড্ জরামরণনাশনং।
গুড়ূচীচূর্ণকর্ষৈকং ধাত্রীফলরসাপ্লুতং॥
অনুপানং পিবেন্নিত্যং স্যাদ্রসো হেমসুন্দরঃ॥

চারিভাগ রসসিন্দূর এক স্বর্ণভস্ম লইয়া দুগ্ধ ও দধি মিশ্রিত করিয়া কাংস্যপাত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ছয়মাস এই ঔষধ সেবন করিলে মানব জরামরণ শূন্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুইতোলা সোমরাজী বীজ, আমলকীর রসের সহিত অনুপান করিবে।

অঞ্জনসুন্দর রস।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহলাকজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সংপুটকে পচেৎ॥
রক্তগন্ধৈর্ভাব্যং দিনমেকং সিতাম্বুজৈঃ।
যথেষ্টং ভক্ষতা ভাবান্ কাময়েৎ কামিনীশতং চাম্॥

পারদ, গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তিন দিবস শুঁদি ত্রিফলার রসে ভাবনা দিয়া পুটরুদ্ধ করতঃ বালুকাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিবে। পরে একদিবস রক্তবকফুলের রসে এবং একদিবস শ্বেত পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া দুইরতি প্রমাণ সেবন করিবে। ইহা সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হয়।

অমৃতার্ণব রস।

সূতভস্ম চতুর্ভাগং লৌহভস্ম তথাষ্টকং।
অভ্রভস্ম চ ষড়ভাগং গন্ধকস্য চ পঞ্চমং॥
ভাবয়েৎত্রিফলা ক্বাথেস্তৎ সর্ব্বং ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ।
শিগ্রু বহ্নি কটুক্বাথৈর্ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্॥
সর্ব্বতুল্যা কণা যোজ্যা গুড়ৈর্মিশ্রং পুরাতনৈঃ।
নিষ্কমাত্রং সদা খাদেজ্জরামৃত্যুনিবারণং॥
ব্রহ্মায়ুঃ স্যাচ্চতুর্মাসে রসোয়মমৃতার্ণবঃ।
কৌরণ্টকস্য পত্রাণি গুড়েন ভক্ষয়েদনু॥

চারিভাগ রসসিন্দূর, আটভাগ লৌহ, ছয়ভাগ অভ্র, পাঁচভাগ গন্ধক, এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক এক পুরিয়া করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ ভৃঙ্গরাজের রস, সজিনা, চিতা ও ত্রিকটুর ক্বাথে ভিন্ন ভিন্নরূপে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং সকলের সমান চূর্ণ মিশ্রিত সমুদায়ের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে চারিমাস সেবন করিলে মনুষ্য জরামরণ শূন্য হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ু হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল ঝিণ্টীর পত্র গুড়ের সহিত অনুপান করিবে।

বৃহৎচন্দ্র রস।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতস্যগন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকং।
লৌহভস্ম পলঞ্চাভ্রং জারিতঞ্চ পলাংশিকং॥
দ্বি তোলং বরতোয়ঞ্চ বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকং।
সুবর্ণং তোলকাঞ্চৈব তাম্রং কাকুস্তঞ্চ তৎসমং॥
জাতীফলঞ্চাত্র পুষ্পমেলাভৃঙ্গঞ্চজীরকং।
কর্পূরং বণিত মুক্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্॥
সর্ব্বং খলুজলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারস বিমর্দ্দিতং।
ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈঃ কেমুকানাং বলেন চ॥
এরণ্ড পত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যে রাত্রিদিনোষিতং।
উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণসম্মিতাং॥
খাদেচ্চ পর্ণখণ্ডেন সংযুক্তং ব্যাধিনাশিনীং।
সর্ব্বব্যাধি বিনাশায় কাশীনাথেন ভাষিতঃ॥
পূর্ণচন্দ্ররসো নাম সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
বল্যো রসায়নো বৃষ্যো বাজীকরণ উত্তমঃ॥
অয়মষ্টীলিকাং হন্তি কাসশ্বাস মরোচকং।
আমশূলং কটিশূলং হৃচ্ছূলং পিত্তশূলকং॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজামপি।
আমবাতমম্লপিত্তং ভগন্দরমপি দ্রুতং॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং বাত শোণিতং।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে বাজিকর্ম্মণি॥
রস স্যাস্য প্রসাদেন নরোভবতি নির্মদঃ॥

মেধাঞ্চ লভতে বাগ্মী সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বিতঃ।
মদনস্য সমাং কান্তিং মদনস্য সমং বলং॥
গীয়তে মদনেনৈব মদনস্য সমং বপুঃ॥
ক্ষীণানন্তথাচা নাগত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাং।
ক্ষীণানামল্প শুক্রাণাং বৃদ্ধানাং বাতরেতসাং॥
ওজস্তেজস্করশ্চায়ং স্ত্রীষু কামবিবর্দ্ধনঃ।
অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যু পালিতং সর্ব্বাময় ধ্বংসিনো।
বৃদ্ধানাং মদনোদয়করঃ প্রোঢ়াঙ্গনা সঙ্গমে।
নিত্যানন্দকরঃ সুখাতিসুখদো ভূপৈঃ সদা সেবতে।
দৃষ্টঃ সিদ্ধফলঃ রসায়ন বরঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রো রসঃ॥

পারদ চারিতোলা, গন্ধক চারিতোলা, লৌহ-ভস্ম আটতোলা, অভ্র আটতোলা রৌপ্য দুই-তোলা, বঙ্গচারিতোলা স্বর্ণ একতোলা, তাম্র একতোলা, কাংস্য একতোলা, এলাচী দারুচিনী জীরা কর্পূর প্রিয়ঙ্গু ও মুথা এই সমস্ত প্রত্যেকে দুইতোলা এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র ঘৃত কুমারীর রসে খলে মর্দ্দন করিয়া সাতবার ত্রিফলার কাথে ও সাতবার কেঁউমূলের রসে ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ধান্য-রাশির মধ্যে রাখিবে তদনন্তর উঠাইয়া পুনর্ব্বার পেষণপূর্ব্বক চনক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পর্ণ খণ্ডের সহিত সেবন করিলে নানাবিধ রোগ দূর হয়। সর্ব্বব্যাধি বিদূরিত করিবার জন্য কাশীনাথ এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাকে পূর্ণচন্দ্র রস কহে। এই মহৌষধ ও যাবতীয়রোগে প্রয়োগ হইতে পারে। ইহা বল্য, রসায়ন, বৃষ্য ও উত্তম বাজীকরণ। এই ঔষধ অষ্ঠীলারোগ কাস, শ্বাস, অরুচি, আমশূল, কটিশূল, হৃচ্ছূল, পিত্তশূল অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহনী, আমবাত অম্লপিত্ত, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ ও বাতরক্ত ধ্বংস করে। বাজীকার্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। এই ঔষধের প্রভাবে মনুষ্য রোগহীন, মেধাশীল, বাগ্মী ও সর্ব্বশাস্ত্র-দর্শী হইতে পারে এবং কন্দর্পবৎ কান্তি, বল ও দেহ লাভ করিতে পারে। নিঃসন্তান দুর্ব্বল মনুষ্য ও ক্ষীণবীর্য্য বৃদ্ধগণের তেজোবৃদ্ধি হয়। ইহার অভ্যাসবশে মৃত্যু পলিত ও সর্ব্বপ্রকার রোগ দূর হইয়া থাকে। ইহা বৃদ্ধদিগের কামোদয় জনক নিত্যানন্দ প্রদ এবং সুখদায়ক উপকরণ।

চন্দ্রোদয় রস।

পলং মৃদুস্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ
পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাস ভব প্রসূনৈঃ
সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাভিঃ॥
তৎকাচকুম্ভে নিহিতং প্রগাঢ়ং
মৃৎকর্পটৈস্তদ্দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রকার্য্যো সিকতাখ্য যন্ত্রে
ততোরজঃ পল্লবরাগরম্যং।
সংগৃহ্য চৈতস্য পলঞ্চ সম্যক্
পলঞ্চ কর্পূর রজস্তথৈব॥
জাতীফলং শোধনমিন্দ্রপুষ্পং
কস্তূরিকায়া ইহ শান একঃ।
চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতঃসবল্লো
ভুক্তোহি বল্লীদল মধ্যবর্ত্তী॥
মদোন্মদানাং প্রমদাশতানাং
সর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়তু কণ্ঠাৎ।
ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং
মৃদূনি মাংসানি চ মুস্তকানি॥
মাষাণি পিষ্টানি ভবন্তি পথ্যা।
স্থানন্দদায়াজ্ঞপবানি চাত্র।
রতিকালে রতান্তেবা সেবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ।
মানহানিং করোত্যেষ প্রমদাং চ সুনিশ্চিতঃ॥
কৃত্রিমং স্থাবরঞ্চৈব জঙ্গমঞ্চৈব যদ্বিষং।
নবিকারায় ভবতি সাধকেন্দ্রস্য বৎসরাৎ॥
যথা মৃত্যুঞ্জয়াভ্যাসান্মৃত্যুং ক্ষয়তি দেহিনাং।
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণ নাশনঃ।
ইন্দ্রপুষ্পং লবঙ্গং স্যাৎ কার্পাস কুসুমদ্রবৈঃ।
তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধোঽয়ং মকরধ্বজ নামতঃ॥

স্বর্ণ একপল, পারদ আটপল, গন্ধক ষোলপল এই সমস্ত একত্র করিয়া রক্তকার্পাসের রসে পেষণ করিবে। পরে ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া কাচকুম্ভে রাখিবে। তদনন্তর বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা সেই কাচকুম্ভ লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে ঐ ঔষধ নূতন পল্লবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তখন

১পল ঐ ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক একপল কর্পূর এবং অর্দ্ধতোলা করিয়া জাতীফল, মরিচ, লবঙ্গ ও কস্তরী মিশ্রিত করিবে। পরে তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া পর্ণপত্রের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা মদমত্তা শতকামিনীর গর্ব্ব ধ্বংস করিতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ঘৃত ঘনীভূত দুগ্ধ, কোমল মাংস সমস্ত ও মাষপিষ্টক সেবন করিবে। ইহা হইতে আনন্দ প্রদ ঔষধ পৃথিবীতে আর নাই। রতি-কালে অথবা রতান্তে সেবন করিলে স্ত্রীগণের মানহানি হয় বিকার এবং কৃত্রিম স্থাবর অথবা জঙ্গল বিষ কোন বিকার জন্মাইতে পারে না। এই ঔষধের অভ্যাস বশে জীবন মৃত্যুকে পরা-ভব করিতে সমর্থ হয়। তন্ত্রান্তরে ইহাকে মকরধ্বজ বলে ইহাকে চন্দ্রোদয় রস কহে।

মকরধ্বজ।

স্বর্ণঞ্চ ভাগো বঙ্গঞ্চ মৌক্তিকং কান্তলৌহকং।
জাতীকোষ ফলে রূপ্যং কাংস্যকং রসসিন্দূরং॥
প্রবালং কস্তুরীং চন্দ্রমভ্রকঞ্চৈক ভাগিকং।
স্বর্ণ সিন্দূরতো ভাগাশ্চত্বারঃ কল্পয়েদ্বুধঃ॥
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব রোগ নিসূদনঃ।
সর্ব্বলোক হিতার্থায় শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

দুইভাগ স্বর্ণ, একভাগ বঙ্গ, মুক্তা, কান্ত লৌহ জাতীফল, জয়িত্রী রৌপ্য, কাংস্য রসসিন্দূর প্রবাল, কস্তরী, কর্পূর ও অভ্র, চারিভাগ স্বর্ণ সিন্দূর এই সমস্ত একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা অপেক্ষা সর্ব্বরোগ নাশন ঔষধ আর নাই। সর্ব্বজন হিতার্থ মহেশ্বর এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাকে মকরধ্বজ কহে।

বসন্ততিলক রস।

হেম্নোহভ্রক তোলকং ঘনং দ্বিগুণিতং লৌহত্রয়ং।
পারদাচ্চত্বারঃ নিয়তস্ত বঙ্গ যুগলঞ্চৈকী কৃতং মর্দ্দয়েৎ॥
মুক্তাবিদ্রুম রসেন সমতা গোক্ষুর বা সেক্ষুণা
সর্ব্বং বস্ত করীষকেন সুদৃঢ়ং তত্তৎ পচেৎ সপ্তধা।
কস্তুরীঘনসারমর্দ্দিতরসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ॥
কাসশ্বাসসপিত্তবাত কফজিৎ পাণ্ডুক্ষয়াদীন হরেৎ।
শূলাদি গ্রহণীং বিষাদিতহরণো মেহাংস্তথা বিংশতিঃ॥
হৃদ্রোগাদিহরো জ্বরাদি শমনো বৃষো বয়োবর্দ্ধনঃ।
শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুঞ্জয়ে নোদিতঃ॥

এক তোলা স্বর্ণ, দুই তোলা অভ্র, তিন তোলা লৌহ, দুই তোলা পারদ, গন্ধক, মুক্তা, প্রবাল, এই সমস্ত একত্র গোক্ষুর, বাসক, ইক্ষু, ইহাদিগের রসে ভাবনা দিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে সাতবার পুট পাক করিবে। তদনন্তর এক ভাগ কস্তুরী ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটী প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ দ্বারা কাস, বাত, পিত্ত কফ, পাণ্ডু, ক্ষয়রোগ, শূল, গ্রহণী, বিষ দোষ, প্রমেহ, হৃদ্রোগ ও জর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ বল ও পুষ্টিকর, ইহাকে বসন্ততিলক কহে। স্বয়ং শিব এই ঔষধ আবিষ্কার করেন।

বসন্তকুসুমাকর রস।

চতুর্থ ভাগং শুদ্ধাভ্রং প্রবালং মৌক্তিকন্তথা।
ভাবয়েদ্ গব্য দুগ্ধেন ভাবনেক্ষুরসেন চ॥
বাসালাক্ষারসোদীচ্য রম্ভা কন্দ প্রসূনকৈঃ।
শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমোদকৈঃ॥
পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যং সুগন্ধি রস সম্ভবং।
কুসুমাকর বিখ্যাতো বসন্তপদ পূর্ব্বকং।
গুঞ্জাদ্বয়েন সংসেব্য সিতামধ্বাজ্য সংযুতং॥
মেহঘ্নঃ কান্তিদশ্চৈব কামদঃ পুষ্টিদস্তথা।
বলীপলিত নাশশ্চ শ্রুতিভ্রংশং বিনাশয়েৎ॥
পুষ্টিদোবলদশ্চৈব মায়ুস্ত পুত্র প্রসব কারণঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব ক্ষয় মেকাদশন্তথা॥
তথামোজক্ষজঃ হন্তি সাধ্যাসাধ্য যথাপিবা॥

দুই ভাগ স্বর্ণ, দুইভাগ কর্পূর তিনভাগ বঙ্গ, সীস ও লৌহ, চারিভাগ অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, এই সমস্ত একত্র করিয়া গব্য দুগ্ধ, ইক্ষু রস, লাক্ষা, রস, বালার রস কদলী রস মুলের রস, মোচার রস, পদ্মপুষ্প রস, মালতী পুষ্প রস ও কুস্কুমের ক্বাথ ইহাদিগের প্রত্যেকে সপ্তবার করিয়া ভাবনা দিয়া কস্তূরীর রসে এইরূপ ভাবনা দিবে যে যেন ঔষধ সদ্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। তদনন্তর দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহাকে বসন্তকুমার রস কহে। ইহা শর্করা ও মধুর সহিত সেবনীয়। এই বসন্তকুমার

শর্করা রস মেহঘ্ন, কামদ, পুষ্টিপ্রদ, বলীপলিত নাশক শ্রবণশক্তির ভ্রংশ নিবারক ও পুত্র প্রসব জনক। এই ঔষধ প্রভাবে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, একাদশ প্রকার ক্ষয় রোগ এবং সাধ্যাসাধ্য সোমরোগ বিনষ্ট হয়।

নীলকণ্ঠ রস।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপত্রকং।
বরাঙ্গরেণুকাযুক্তং গ্রন্থোলানাগকেশরং॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈবগুল্ম ভস্ম তথৈবচ।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে॥
সংমর্দ্দ্য বটিকাং কৃত্বা ভক্ষায় চরণকোদ্মিতং।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে॥
হিক্কেয়ং গ্রহণী দোষে শোথে পাণ্ড্বাময়ে তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মূঢ় গর্ভ বাত রোগে চ দারুণে॥
নীলকণ্ঠরসো নাম ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
অনুপান বিশেষেণ সর্ব্ব রোগ হরো ভবেৎ॥

অনুপান বিশেষণ ভাবিত সীস একতোলা গ্রহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্টরূপে মারিত করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিবে। পরে দুইপল রসসিন্দূর, তিনপল তাম্র, তিনপল লৌহ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মীশাক, নিসিন্দা মসী মুণ্ডিরী, শতমূলী গুড়ূচী তালমাখনা তালমূলী, বৃদ্ধদারক, চিতা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে একপল ত্রিফলা ত্রিকটু, মুথা, চিতা, এলাচী জাতীফল ও লবঙ্গ ইহাদিগের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। তৎপরে বাসকপুষ্প দ্বারা নীলকণ্ঠের অর্চ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে স্মরণপূর্ব্বক দুইরতি ঔষধি সেবন করিবে। ইহা দ্বারা একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগ গ্রহণী রক্তপিত্তবিবিধবাতরোগ চত্বারিংশৎ প্রকার পৈত্তিকরোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধের বলে শতস্ত্রী উপভোগের শক্তি জন্মে। এই ঔষধ সেবন করিয়া একবংশতি দিবস পরিহার্য্য ত্যাগ করিবে। যথেষ্ট আহার বিহারাদি করিলেও কামদেববৎ সুন্দর হইতে পারে, আর এই ঔষধ সেবী ব্যক্তি মেধাশীল বলবান প্রাজ্ঞ, মহাবলী ও ভীম বিক্রম হয়। পুত্রার্থিনী স্ত্রী এই ঔষধ সেবন করিয়া এই প্রকার মাহাত্ম্য শালী পুত্র প্রসব করে যে শিব ও তাহার মহাত্ম্য জানিতে সক্ষম হয় না।

বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্র।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্কনং নাগ কেশরং।
কর্পূরং জাতী কোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকং॥
এতেষাং কর্ষভাগানি স্বর্ণং তৎ সমং ভবেৎ।
শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণঞ্চ চতুষ্কেপি তু ভাগিকং॥
তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসী পুষ্পবরাঙ্গকং।
এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করি পিপ্পলী॥
এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলী কাথ ভাবিতং।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং যোয়ং ক্ষৌদ্রসংযুতং॥
নানারোগ প্রশমনং বিশেষাৎ কাসরোগনুৎ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকঃ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ শিরঃশূলং বিশেষতঃ।
স্বরাময়ং কুষ্ঠং শ্লেষ্মাণং বাত শোণিতং॥
বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্র নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
রক্ত পিত্তঞ্চ কাসঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

দুই ভাগ পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র ও স্বর্ণ, আটতোলা অভ্র, চারিতোলা তালিশপত্র, মুথা, কুড়, জটামাংসী, লবঙ্গ, দারুচিনী, এলাচী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ও গজপিপ্পলী, এই সমস্ত একত্র করিয়া পিপ্পলীর কাথে ভাবনা দিয়া বটী করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দারুচিনী ও মধু সমভাগে অনুপান করিবে। এই ঔষধ পান করিবে। এই ঔষধ নানা রোগ হারী। বিশেষতঃ কাসরোগ বিনাশক। এই ঔষধ সেবনদ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, হৃচ্ছূল, শিরঃশূল, স্বরভঙ্গ, ক্ষয় রোগ কুষ্ঠ, শ্লেষ্ম রোগ ও বাতরক্ত ধ্বংস করে। ইহা বিশেষ রূপে রক্ত পিত্ত ও কাসরোগ বিদূরিত করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যোনিব্যাপৎ নিদান।

বিংশতি ব্যাপদো যোনৌ নির্দ্দিষ্টা রোগ সংগ্রহে।
মিথ্যা চারেণ তাং স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ শৃণু তাশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥

অনুপযুক্ত, আহার বিহার, দুষ্টরজঃ বীজদোষ ও প্রাক্তন বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের যোনি-রোগ হয়। যোনি রোগ বিংশতি প্রকার প্রত্যে-কের নাম ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইতেছে।

সা ফেনিলমুদাবর্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণ মুঞ্চতি।
বন্ধ্যাং নষ্টার্ত্তবাং বিদ্যাদ্বিপ্লুতাং নিত্যবেদনাং॥
পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্য ধর্ম্মেণ বেগভূশং।
যাতনা কর্কশা শুষ্কা শূলনিস্তোদ পীড়িতা॥
চতস্বপি চাদ্যাসু ভবন্ত্যানিল বেদনাঃ॥

উদাবর্ত্ত নামক যোনিরোগে ফেনিল রজঃ অতি কষ্টে নিস্রুত হয়। বন্ধ্যা রোগে রজঃ প্রদুষ্ট হয়। বিপ্লুত রোগে যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুত রোগে মৈথুন কালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয়। বাতযোনি রোগে যোনি কর্কশ কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ প্রবল পীড়িত হইয়া থাকে। যদিও উদাবর্ত্ত বন্ধ্যা বিপ্লুত এই চারিপ্রকার যোনি দোষই বাতজ ও তোদ শূলাদি বাত বেদনা বিশিষ্ট তথাপি বাত যোনিরোগে তোদ শূলাদি অধিক হয় বলিয়া ইহা বাতল যোনিনাম অভিহিত হই-য়াছে।

সদাহ ক্ষীয়তে রক্তং অস্যাং সা লোহিতক্ষয়া॥

লোহিত ক্ষার নামক যোনিরোগে, অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয়।

সবাতমুদ্গিরেদ্বীজং বামিনী রজসা যুতং।

বামিনী যোনি রোগে বায়ুর সহিত রক্ত মিশ্রিত শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে।

প্রশংসিনী ভ্রংশতে চ ভাবিতা দুষ্প্রজায়িনী।
স্থিতং স্থিতং হন্তি গর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংক্ষয়াৎ॥
অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দাহ পাক জ্বরান্বিতা।
চতস্বপি গদাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥

প্রশংসিনী যোনি রোগে যোনি স্বস্থান হইতে অধঃ পতিত ও আনন্দিত হয়। এই রোগে অতি কষ্টে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

পুত্রঘ্নী যোনিরোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয় কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তাসয় হেতু সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তলা যোনিরোগে অতিশয় দাহ পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়। যদিও লোহিত ক্ষয়াদি পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার যোনি রোগেই দাহাদি পিত্ত লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকে তথাপি পিত্তলা যোনিতে উহার প্রবলরূপে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহার নাম পিত্তলা যোনি হইয়াছে।

অত্যানন্দোন সাগ্রাহ্যং গ্রাহ্যং ধর্ম্মেণ গচ্ছতি।
কর্ণিকাং কর্ণিকা যোনৌ শ্লেষ্মাদৃগ্ ভগঞ্চ জায়তে॥
মৈথুনে চরণা পূর্ব্বং পুরুষাদ্ভবিষ্যতে।
বহুশশ্চাতি চরণা তয়োর্বীজংন বিন্দতি॥
শ্লেষ্মণা পিচ্ছিলাযোনিঃ কণ্ডূপ্রশ্চাতিশীতলা।
চতস্বপি চাদ্যাসু শ্লেষ্মলিঙ্গোচ্ছ্রয়োভবেৎ॥

যে যোনি মৈথুনে সন্তোষ প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে অত্যানন্দা কহে। যে যোনি কফ ও রক্ত দ্বারা কর্ণিনী অর্থাৎ মাংস কন্দাকার গ্রন্থি বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে কর্ণিক কহে।

অচরণা যোনি মৈথুন কালে অগ্রেই পুরুষ হইতে বিরত হয়, সুতরাং বীজ গ্রহণ করেনা। অতি চরণা যোনি ও বহু মৈথুনাচরণ হেতু

বীজ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ অচরণা উভয় বিধ যোনিই বীজ গ্রহণে অক্ষম।

কোন কোন টীকাকার (অতিরিচ্যতে রাজামুক্ত তিথ) এই প্রকার ব্যাখা করিয়াছেন অর্থাৎ মৈথুনের পূর্ব্বে রজঃ নিঃসৃত হয় বলিয়া অচরণা ও অতিচরণা এই উভয় রোগেই যোনিতে বীর্য্য অবস্থিত হইতে পারে না।

শ্লেষ্মলা যোনি, পিচ্ছিল কণ্ডু যুক্ত ও অতিশয় শীতল হয়। এই সকল শ্লেষ্মলক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যানন্দা, কর্ণিনী অচরণা ও অতিচরণা এই চারি প্রকার যোনি রোগেও প্রকাশিত হয়।

অনার্ত্ত বাস্তনী যণ্ডী খরস্পর্শা চ মৈথুনে।
অতিকায়গৃহীতায়াস্তরুণ্যাস্ত্বণ্ডলী ভবেৎ॥
বিবৃতা চ মহাযোনিঃ সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা।
সর্ব্বলিঙ্গসমুত্থানা সর্ব্বদোষপ্রকোপজা॥
চতস্বপি চাদ্যাসু সর্ব্বলিঙ্গোচ্ছ্র্যোভবেৎ।
পঞ্চসাধ্যা ভবন্তীহ যোনয়ঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥

যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুন কালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয় তাহার যোনিকে যণ্ডী কহে।

অল্প বয়স্কা সূক্ষ্ম যোনিদ্বার বিশিষ্ট রমণী, মহামেঢ্র পুরুষের সহিত সহবাস করিলে তাহার যোনি অন্তবৎ লম্বমান হয়। এই প্রকার যোনিকে অন্ডলী কহে।

যে যোনি অতি বিস্তৃত তাহাকে মহাযোনি এবং যে যোনি অতি সংস্থত তাহাকে সূচী বক্ত্র বলা যায়। সর্ব্বদোষ সমুত্থানা যোনি, ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত। যণ্ডী অন্তলী মহাযোনি ও সূচীবক্ত্র এই চারি প্রকার যোনি রোগেই ত্রিদোষের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু দোষ সমুত্থানা যোনি রোগ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয় যণ্ডী হইতে ত্রিদোষ সমুত্থানা পর্য্যন্ত এই পাঁচ প্রকার যোনিরোগই ত্রিদোষজ ও অসাধ্য।

যোনিব্যাপদ্ চিকিৎসা।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ।
বস্ত্যভ্যঙ্গপরিষেকপ্রলেপাঃ পিচুধারণম॥

সর্ব্ব প্রকার যোনিব্যাপদ্ রোগেই বাতনাশক ক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ বস্তিক্রিয়া অভ্যঙ্গ বাত নাশক দ্রব্যের কাথ সেচন ও পিচু ধারণ বিশেষ হিতকর।

বচোপকুঞ্চিকা জাতী কৃষ্ণাবৃষক সৈন্ধবম্।
অজমোদা যবক্ষারং চিত্রকং শর্করা ষিতম্॥
পিষ্টা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তং ঘৃতভর্জিতম্।
যোনি পার্শ্বার্ত্তি হৃদ্রোগ গুল্মো শোথনিবৃত্তয়ে॥
গুড়ূচী ত্রিফলাদন্তী কাথৈশ্চ পরিষেচনম্॥

বচ, সূক্ষ্ম কৃষ্ণ জীরা, পিপুল বাসক সৈন্ধবলবণ, যমানী, যবক্ষার, চিতার মূল ও চিনী, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রসন্না নামক সুরার সহিত ঘৃত দ্বারা সন্তলন করিয়া লইবে। উক্ত ঔষধ সেবন করিলে যোনি প্রদেশের বেদনা, পার্শ্ব বেদনা, হৃদ্রোগ গুল্ম ও অর্শ নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও দন্তী মূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ যোনি প্রদেশে সেবন করিলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে।

তগরপাদিকা, বর্ত্তিকিনী, কুড়, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, এই সমস্ত পদার্থের যোগে তৈল পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল বস্ত্র খণ্ডে মাখাইয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে যোনি প্রদেশের বেদনার শান্তি হয়।

পিত্তলা নামক যোনিরোগে সেক, তৈলাদি মালিশ, ঔষধ লিপ্ত বস্ত্রখণ্ড পিত্ত নাশক শীতল দ্রব্য ও হিতকর।

কফজনিত যোনিরোগে সর্ব্ব প্রকার রূক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উক্ত বর্ত্তি যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে উহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বাতজনিত যোনি রোগে হিং দ্রব্যে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া কিছুকাল ধারণ করিলে উহার শান্তি হয়। এই প্রকার পিত্ত জনিতরোগে বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস বৃক্ষের ছালের বর্ত্তি এবং কফজনিত যোনিরোগে শ্যামা, শোনালু প্রভৃতির বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

তিল তৈল এক সের ও মূষিক মাংস এক পোয়া, এই উভয় পদার্থ সূর্য্য পক্ব করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল এবং তৈলস্থ মাংস যোনিতে মালিশ করিলে যোনিস্থ অর্শ নিবারিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড গোপিত্ত বা মৎস্য পিত্ত, দ্বারা একুশ বার ভাবনা দিয়া লইবে। উক্ত বস্ত্র খণ্ড যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিম্ব চূর্ণ মধুর সহিত যোনির মধ্যে প্রদান করিলে অচরণা নামক যোনি ব্যাপদরোগ বিনষ্ট হয় এবং উহার দ্বারা স্রোত পরিষ্কার, শোথ কণ্ডু ও ক্লেদ নিবারিত হয়।

চিকিৎসক কামিনীর পূতিযোনিরোগে স্বেদ ও স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা উহাদের চিকিৎসা করিবেন।

শাল্লকী, জিঙ্গিনী, জম্বু, ধব, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুম্বুর ও বেতসের ছাল গ্রহণপূর্ব্বক তৈলের সহযোগে পাক করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈলে সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড আপ্লুত করিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রদান করিলে বিপ্লুত নামক যোনিরোগ বিনষ্ট হয়।

কুড়, পিপুল, আকন্দের পত্র ও সৈন্ধব লবণ এই দ্রব্যগুলি সমভাগ ছাগমূত্রের সহযোগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি যোনিতে প্রদান করিলে কর্ণিনী রোগ নিবারিত হয়।

উদাবর্ত্ত ও অনিলার্ত্তা রোগে তেউড়ী চূর্ণ, তৈলাদি ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত বিধানানুসারে মহাযোনি রোগেরও চিকিৎসা করিবে।

ইঁদুরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তৈলের সহ-যোগে পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈলে বস্ত্রখণ্ড আপ্লুত করিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিবে। এই প্রকার যোনি সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিলে যোনিকন্দ রোগ নিবারিত হয়।

গুলফা পেষণ পূর্ব্বক তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে অথবা বদরীপল্লব বা পেটি-কার মূল পেষণপূর্ব্বক তৈলের সহিত যোনিতে লেপন করিলে ভিন্নাযোনি প্রশমিত হয়।

মুসনীর মূল পেষণ করিয়া লেপন করিলে অন্তর প্রবিষ্টা যোনি বহির্গত হইয়া থাকে।

মূষিকের বসা যোনিতে কিছু দিন মালিশ করিলে শৃংগিনী নামক যোনিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোনি সঙ্কোচনোপায়।

লোধ, ও লাউ এই উভয় পদার্থ সমভাগে পেষণ করিয়া যোনিতে লেপন করিলে কিম্বা বেতস মূলের ক্বাথ যোনিতে সেচন করিলে অথবা মূষিক বা বাদুড়ের বসা যোনিতে মালিশ করিলে যোনি সঙ্কোচিত হয়।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে যোনি গাঢ় হইয়া থাকে।

মজফল (জাতীফল) যষ্টিমধু ও কর্পূর এই দ্রব্যগুলি মধুর সহিত পেষণ করিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রদান করিলে বৃদ্ধা স্ত্রীরও যোনি কোমল হইয়া থাকে।

আম, জাম, কদবেল, বীজপূরক ও বেল ইহাদের পত্র এবং যষ্টিমধু, মালতীপুষ্প, এই সমস্ত পদার্থের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যসন্তাপে পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে জননেন্দ্রিয়ের দুর্গন্ধ অপনীত হয়।

রজোনিঃসারকোপায়।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তী চপলাগুড়মদন কি ষষ্ট্যাহৈবঃ।
সম্নুক্‌স্নীরৈর্ব্বর্ত্তিযোনিগন্ধকুসুমসঞ্জননী॥

ইক্ষ্বাকুর (তিক্ত লাউর) বীজ, দন্তীবীজ, পিপুল, মদনফল, সুরাবীজ, ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ-পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ও সিজের ক্ষীর একতোলা একত্র করিয়া অগ্নি সন্তাপে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ঋতু হইয়া থাকে।

যবাপুষ্প কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া কিম্বা জ্যোতিষ্মতীপত্র ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া অথবা দূর্ব্বাঘাষ তণ্ডুলের সহযোগে পেষণ পূর্ব্বক পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ঋতু হইয়া থাকে।

রক্ত রোধকোপায়।

ধাত্র্যঞ্জনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজোহরেৎ॥

আমলকী, রসাঞ্জন ও হরীতকী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে শীতল জলের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

লেবু বৃক্ষের পত্র ও তণ্ডুল একত্রে পেষণ করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত পিষ্টক সেবন করিলে রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

পুত্রপ্রদযোগ।

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়াশ্চক্রাঙ্কয়াস্ত কন্যায়াঃ।
পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃতপীতমৃতৌ তু পুত্র পুত্রদম্॥

লক্ষণামূল পুষ্যানক্ষত্রে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত-কুমারীর রসে পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ঋতুস্নানের পর তিন দিন পান করিলে বন্ধ্যাস্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধার ক্বাথ ও দুগ্ধদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া লইবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারী নিশ্চয় গর্ভবতী হয়।

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগকেশরের চূর্ণ দুই আনা বা একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়।

স্বর্ণভস্ম ও তাম্র ভস্ম ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে নারী গর্ভবতী হয়।

ঋতুমতি স্ত্রী স্নানের দিবস উপবাস করিয়া কিঞ্চিৎ দান ও লোকনাথ ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তদনন্তর শ্বেতবেড়ালার মূল ব্রহ্মযষ্টির মূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক চারিতোলা চিনীর সহিত মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া পান করিবে। কিন্তু সেই দিনে অপর কোন আহার করিবে না। পর দিবস একমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বলবান স্বামীর সহিত সন্তুষ্ট চিত্তে সম্ভোগ করিলে পুত্রবতী হয়।

গোষ্ঠভূমি জাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখাস্থ শৃঙ্গদ্বয়, মাষকলাই দুইটি এবং শ্বেত সর্ষপ দুইটি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া দধির সহিত পুষ্যানক্ষত্রে পান করিলে গর্ভ-বতী পুত্র প্রসব করিয়া থাকে।

কনক নির্ম্মিত বা লৌহ নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি শলাকা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধে দধিতে বা জলেতে আপ্লুত করিয়া সেই দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্যানক্ষত্রে পান করিলে গর্ভবতী পুত্র প্রসব করিয়া থাকে।

ফলঘৃত।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকং কটুরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরী রসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥
পর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
পুত্রান্‌ জনয়তে নারী মেধাঢ্যান প্রিয়দর্শনান্‌॥

যাচৈব স্থির গর্ভাস্যাৎ যা বা জনয়তে মৃতম্।
অল্পায়ুষা জনয়েৎ যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥
যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহ নিবারণম্॥
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতং।
নোক্তঞ্চ লক্ষণামূলং ক্ষিপ্তং তত্র চিকিৎসকাঃ॥
জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র প্রশস্যতে।
অরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥

ঘৃত চারিসের কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু কুড়, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, চিনী, বেড়ালা, মেদ, ক্ষীরবিদারী, কাকোলী, অশ্বগন্ধা, যমানী, হরিদ্রা, কটকী, নীলোৎপল, কুস্থম, কিসমিস্ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও রক্তচন্দন, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ-পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে শতমূলের রস ষোলসের ও দুগ্ধ ষোল সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটা বাদ দিবে এবং ঘৃত-পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষীণ পুরুষ বীর্য্যবান হইয়া প্রতিদিন স্ত্রীসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রী, মেধাবী ও সুশ্রী পুত্র প্রসব করে। এতদ্ব্যতীত স্থিরগর্ভা, মৃতবৎসা, কন্যা প্রসবা, রজোদোষ, যোনিদোষ ও যোনিস্রাবেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঘৃতে লক্ষণামূল উল্লেখ না থাকিলেই সংগ্রহ কর্ত্তা চক্রপাণি দত্তের মতে লক্ষণামূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরও তিনি কহেন যে, জীববৎসা একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং বিলঘুটের দ্বারা এই ঘৃত পাক করা উচিত।

ফলঘৃত।

মহাচরে দ্বে ত্রিফলাং গুড়ূচীং সপুনর্ণবাং।
শুকনাসাং হরিদ্রে দ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীং॥
কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীর চতুর্গুণম্।
তৎ সিদ্ধং প্রপিবেন্নারী যোনিশূল প্রপীড়িতা॥
পিত্তজ চলিতা যা চ নিঃসৃতা বিবৃতা চ যা।
পিত্তযোনিস্তু বিভ্রস্তা অন্ত যোনিশ্চ যা স্মৃতা॥
প্রপদ্যতে তু তাঃ স্থানং গর্ভং গৃহ্নাতি বানকৃৎ।
এতৎ চলঘৃতং নাম যোনি দোষময়ং পরম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ নীলঝিণ্টী, পীত-ঝিণ্টী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা, শুকনাসিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতমূল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোল সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলী-য়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরি-মাণে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে যোনি শূল এবং পিত্তজ, চলিত, নিঃসৃতা যোনি, পিত্ত যোনি, বিস্রযোনি ও ষণ্ড যোনি প্রকৃতিস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মাস্ত্র ও গর্ভবতী হইয়া থাকে।

নীলোৎপলাদ্য ঘৃত।

নীলোৎপলোশীরমধূকযষ্টী
দ্রাক্ষাবিদারীকুশপঞ্চমূলৈঃ।
সাজ্জীবনীয়েশ্চ ঘৃতং বিপক্বং
শতাবরীকারসদুগ্ধমিশ্রম্॥
তচ্ছর্করাপাদযুতং প্রশস্তম্
অসৃগ্দরে মারুতরক্তপিত্তো।
ক্ষীণে বলে রেতসিসং প্রনষ্টে
কৃচ্ছ্রে চ পিত্ত প্রভবে চ গুল্মো॥

ঘৃত চারিসের কল্কার্থনীলোৎপল মধুকপুষ্প, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ভূইকুমড়া, কুশেরমূল, কাশি-য়ার মূল, শরমূল, দর্ভমূল, ইক্ষুমূল, জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-

কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জয়ন্তী, ও যষ্টি-মধু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে শতমূলের রস চারিসের ও দুগ্ধ আট সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই-রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত চিনীর সহযোগে পান করিলে রক্ত প্রদর ও ক্ষীণ শুক্র প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।

শতাবরীমূলতুলম্বতস্রঃ সংপ্রপীড়য়েৎ।
রসেন ক্ষীরতুল্যেন পচেত্তেন দৃঢ়ত্যকম্॥
জীবনীশৈঃ শতাবর্য্যামৃদ্বিকাভিঃ পরূষকৈঃ।
পিষ্টৈঃ পিয়ালৈশ্চাক্ষাংশৈর্দ্বি যষ্টীমধুকৈর্ভিষক্॥
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ পিপ্পল্যাশ্চাষ্টকং পলম্।
দত্ত্বা দশ পলঞ্চাত্র সিতায়াস্তদ্বিমিশ্রিতম্॥
ব্রাহ্মণান্ প্রাশয়েৎ পূর্ব্বং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ।
যোন্যসৃক্শুক্রদোষঘ্নং বৃষ্যং পুংসবনঞ্চ তৎ॥
ক্ষতক্ষয়ং রক্তপিত্তং কাসং শ্বাসং হলীমকম্।
কামলাং বাতরক্তঞ্চ বিসর্পং হৃচ্ছিরোগ্রহম্॥
উন্মাদাদীনপস্মারান্ বাতপিত্তাত্মকাল জয়ে॥

ঘৃত ষোলসের। শতমূলের রস ৬৪ সের, দুগ্ধ ষোলসের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শতমূল, কিস্‌মিস, পরুষফল, পিয়াল স্থলজ যষ্টিমধু, জলজ যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং জলীয় পদার্থগুলি উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃতের সহিত মধু একসের পিপুলের চূর্ণ ও চিনি আশীতোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত একতোলা বা দেড়তোলা পরিমাণে সেবন করিলে যোনি দোষ ও রক্তদোষ প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন ক্ষতক্ষয়, রক্তপিত্ত. কাস, শ্বাস, হলিমক, কামলা বাতরক্ত, বিসর্প, হৃদয় বেদনা, মস্তকের বেদনা উন্মাদ ও অপস্মার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লোমশোধন।

শঙ্খভস্ম কলার বাগুড়ের রসে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা হরিতাল পেষণ করিয়া গুহ্যস্থানে লেপন করিলে, সেইস্থানের রোম সমস্ত পতিত হইয়া থাকে।

রক্তাবতার পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া সর্ষপতৈলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাতদিবস রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল লেপন করিয়া রোম সকল আকর্ষণ করিলে অল্পায়াসে উত্থিত হইয়া থাকে।

আরগ্বধাদ্যতৈল।

শোণার মুল আটতোলা, শঙ্খ ৪ তোলা ও হরিতাল ৪ তোলা, এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরি-মাণে গ্রহণপূর্ব্বক সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্দ্দভের মূত্রের সহিত পাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল গাত্রে লেপন করিলে রোম সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কর্পূর, ভেলা, শঙ্খভস্ম, ও মুষ্ককভস্ম, এই দ্রব্যগুলি গর্দ্দভের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও ছাঁকিয়া ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্ষারজলের সহযোগে সর্ষপতৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে রোম সকল পতিত হইয়া থাকে।

স্নেহাধিকার।

সর্পি স্তৈলং বসা মজ্জা স্নেহেষু প্রচুরং ঘৃতম্।
তত্রাপি চোক্তং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ।

বমন, বিরেচন, বস্তিকর্ম্ম, নস্য ও কবল, এই পাঁচপ্রকার প্রক্রিয়াকে পঞ্চকর্ম্ম কহে। এই পঞ্চবিধ ক্রিয়া বা উহাদের কোন একটি ক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে প্রথমতঃ ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ পান করাইবে। পরে অপরাপর কার্য্য করিতে হইবে। এজন্য প্রথমতঃ স্নেহের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে। ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা, এই চতুষ্টয় দধি ও ক্ষার প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উক্ত ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঘৃত উৎকৃষ্ট। কারণ স্বীয় গুণ ও সংস্কারক পদার্থের গুণ ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু তৈলাদি স্নেহ পদার্থ তদ্রূপ গুণ ধারণ করিতে পারেনা। তৈলাদি স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সংস্কারক পদার্থের গুণই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে একমাত্র ঘৃত পান করিতে দিবে। বাত প্রধান ব্যক্তিকে সৈন্ধব লবণ যুক্ত ঘৃত এবং কফ প্রধান ব্যক্তিকে ত্রিকটু ও যবক্ষার যুক্ত পান করিতে দিবে। ধী-(বুদ্ধি) স্মৃতি ও মেধা প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত প্রশস্ত।

গ্রন্থি ও নাড়ী (নালীক্ষত) আক্রান্ত ক্রিমি রোগী শ্লেষ্মজনিত রোগাক্রান্ত, মেদস্বী, বাতরোগী ক্রূরকোষ্ঠব্যক্তিদিগকে শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তার নিমিত্ত তৈল প্রয়োগ করিবে।

প্রবল বায়ু, রৌদ্রপথ পরিশ্রম ও ভার বহন, স্ত্রীসংসর্গ ও ব্যায়মদ্বারা ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তি রুক্ষ, কেশক্ষয়, তীক্ষ্ণ অগ্নি ও বাতদ্বারা রুদ্ধ স্রোত ব্যক্তির পক্ষে বসা ও মজ্জা হিতকর।

সন্ধি অস্থি মর্ম্ম ও কোষ্ঠ প্রদেশে বেদনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং দগ্ধ, আহত ভ্রষ্ট যোনি কর্ণ ও মস্তকে বেদনা যুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে একমাত্র বসা প্রশস্ত।

স্নেহপান যোগ্য ব্যক্তিকে বর্ষাকালে তৈল বর্ষান্তে, ঘৃত মাধবে। (বৈশাখমাসে) বসা ও মজ্জা পান করিতে দিবে। কিন্তু কার্য্য বশতঃ সাধারন ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষা শরৎ ও বসন্ত, এই ঋতুত্রয়ে যে কোন স্নেহ প্রয়োগ করাইতে পারে

বাতপিত্তাধিকব্যক্তির উষ্ণকালে রাত্রিতে শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শীতকালে, মেঘরহিত দিবসেও স্নেহ পান করা কর্ত্তব্য।

সংস্বেদ্য, সংস্তব্ধ স্ত্রী, অবলোকতা, যুবা, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, কৃশ, রুক্ষ, অল্পরক্ত ও শুক্র বাতাক্ত, সন্ধি, তিমির, দারুণ, প্রতিরোধী, ব্যক্তিগণ অস্নেহ্য অর্থাৎ এইব্যক্তি দিগকে স্নেহ পান করান যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অতি মন্দাগ্নি অতি তীক্ষ্ণাগ্নি, অতি দুর্ব্বল এবং উরুস্তম্ভ, অতীসার, গলরোগ, মূর্চ্ছা, বমন, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, ও মদ্য দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিগণ আম প্রসূতার্দ্র অস্নেহ্য অর্থাৎ ইহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে না।

স্নেহসাম্য, ক্লেশসহ, দৃঢ়কায় ব্যক্তি শীতকালে আদ্রস্নেহ পান করিবে।

সংশমন ও সংশোধন স্নেহ মধ্যব্যক্তির কালে স্বভাব্য উদ্রেক হইলে পানকরা কর্ত্তব্য।

বিরেচনার্থ ঘৃত পান করিতে হইলে বিল্ব প্রভৃতি বিরেচক ঘৃত রাত্রিকালের আহার জীর্ণ হইলে পান করা উচিত অর্থাৎ দাস্তকারক স্নেহ প্রাতঃকালে পান করা কর্ত্তব্য।

স্নেহ প্রয়োগ করিয়া একদিন একরাত্র এবং ২য় প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কারণ উত্তম মাত্রা একদিন একরাত্রে এবং মধ্যম মাত্রা একদিনে ও অধম মাত্রা অর্দ্ধদিনে পরিপাক হইয়া থাকে স্নেহাদির মাত্রা ব্যাধিভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা উত্তম, মধ্যম, ও হ্রস্ব মাত্রা, উত্তম কোষ্ঠ ব্যক্তির স্নেহ ক্বাথ্য ও ঔষধের মাত্রা, ৮তোলা মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে ৪ তোলা।

ঘৃতপানান্তে উষ্ণজলে এবং তৈল পানান্তে যূষ পান করা উচিত। বসা ও মজ্জা পান করিয়া মণ্ড সেবন করিবে কিম্বা সকল প্রকার স্নেহপানান্তে উষ্ণজল পান করিবে। এতদ্ভিন্ন

ভল্লাতক তৈল ও তৌবর তৈল পানান্তে জল পান করিবে।

স্নেহপান করিলে যদি রোগীর পিপাসা উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহাকে উষ্ণজল পান করিতে দিবে, তাহাতে যদ্যপি পিপাসা শান্তি না হয়, তাহা হইলে উষ্ণজল প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে বমন দ্বারা স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত হইলে পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির মিথ্যাচার বা স্নেহের নিদ্রাধিক্য বশতঃ স্নেহ পরিপাক না হয় তাহাকে উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। তদনন্তর উক্ত রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার ও লঘু হইলে পুনঃ স্নেহ পান করিতে দিবে এবং পানান্তে স্নেহ জীর্ণ হইল কিনা সন্দেহ হইলে রোগী উষ্ণজল পান করিবে। উহার দ্বারা উদ্গার শর্দ্দি ও অন্নে অরুচি হইয়া থাকে।

যে দিবস স্নেহ পান করা হইবে, সেই দিবস এবং তাহার পূর্ব্বদিবস, স্নেহপানের পরে ও উপযুক্ত মাত্রায় দ্রব উষ্ণ, অনভিষ্যন্দী, অল্প স্নিগ্ধ ও সংযোগ অবিরুদ্ধ অন্নসেবন করা উচিত।

স্নেহপ্রয়োগের কাল।

মৃদু কোষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনদিন স্নেহপান করাইলে স্নিগ্ধ হয়, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তিকে চারি দিন স্নেহপান করাইলে এবং ক্রূর কোষ্ঠ ব্যক্তিকে ৭ দিন স্নেহপান করাইলে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তাহের পর স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত নহে কারণ সপ্তাহের পর স্নেহ অত্যন্ত হইয়া পড়ে।

স্নিগ্ধতার কাল নির্ণয়।

মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিতিন দিনে এবং ক্রূর কোষ্ঠ ৭ দিনে এবং মধ্য কোষ্ঠ ব্যক্তি ৪দিনে স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ হয়। এই প্রকারে স্নিগ্ধ ব্যক্তি জাঙ্গল প্রাণীর মাংস রস ভোজী হইয়া অঙ্গে সেক প্রদান করিবে।

বিরেচক ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগের কাল নির্ণয়।

বিরেচক ও বমন কারক ঔষধ প্রয়োগের কাল নির্ণয়। স্নেহপান দ্বারা রোগী স্নিগ্ধ হইলে স্নিগ্ধাবস্থার পরে তিন দিবস স্নেহপান পরিত্যাগ করিয়া বিরেচক ঔষধ সেবন করিবে। বমনের আবশ্যক হইলে স্নেহপান দ্বারা স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধাবস্থায় একদিবস স্নেহপান বন্ধ করিবে এবং কফকর আনুপমাংসের রজঃ প্রভৃতি সেবন করাইয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সম্যক স্নিগ্ধের লক্ষণ।

রোগী সম্যক স্নিগ্ধ হইলে, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা বায়ুর অনুলোমতা অগ্নির প্রদীপ্ততা; মলের বর্ণ স্নিগ্ধ ও মল অনবগাঢ় হয় এবং রোগীর স্নেহ দ্রব্যে বিদ্বেষ ও অঙ্গের গ্লানি হইয়া থাকে।

রুক্ষতার লক্ষণ।

রুক্ষ ব্যক্তির এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে যথা বায়ুর বিকৃতি, মন্দাগ্নি ও মল কঠিন হয়।

অতি স্নিগ্ধতার লক্ষণ।

রোগী অত্যন্ত স্নিগ্ধ হইলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়। যথা শরীরের পাণ্ডুতা, নাসা স্রাব ও স্বাস্থ্যের তরলতা হইয়া থাকে।

অতি রুক্ষ ব্যক্তিকে শ্যামাক তণ্ডুল ও কোদো ভুষের অন্ন,পিনাকৈ ও শক্তু সেচন করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে এবং অতি স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে রুক্ষ বস্ত্র সেচন করাইয়া রুক্ষ করিয়া লইবে। বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি যাহারা স্নেহ পরিত্যাগে অসমর্থ, তাহাদিগকে সদ্যঃ স্নিগ্ধ কারক ঔষধ সকল সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে।

সদ্যঃ স্নিগ্ধকারক যোগ।

সকুলিত মাংস, উক্ত মাংসের কাথ দ্বারা অন্ন

তণ্ডুলের সহযোগে যবাগূ পাক করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে শরীর সদ্যঃ স্নিগ্ধ হয়।

ঘৃত, তৈল, রস, মজ্জা ও তণ্ডুল প্রত্যেক আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি পেয়া প্রস্তত করিয়া লইবে। উক্ত পেয়া পান করিলে শরীর সদ্যঃ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও তিলের সহিত অল্প পরিমাণে তণ্ডুলের সহযোগে যবাগূ প্রস্তত করিয়া উষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে শরীর সদ্যঃ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

একটী পাত্রে চিনী ও ঘৃত রাখিয়া সেই পাত্রে গোদুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক রুক্ষ ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে, উহা দ্বারা শরীর সদ্যঃ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রাম্য ও আনুপজন্তুর মাংস, গুড়, দধি, দুগ্ধ, ও তিল, এই সমস্ত দ্রব্য স্নিগ্ধতার নিমিত্ত কুষ্ঠী শোথী প্রমেহীকে প্রয়োগ করিবেন। কুষ্ঠি প্রভৃতিকে যথাযোগ্য স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে এবং পিপুলের বা হরীতকীর সহযোগে স্নেহ পাক করিয়া কুষ্ঠী প্রভৃতিকে পান করিতে দিবে।

স্বেদাধিকার।

বাত শ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধ রুক্ষ স্তথাস্নিগ্ধোরুখাপ্যুপকল্পিতঃ॥
ব্যার্ধো শীতে শরীরে মহান্ স্বেদো মহাবলে।
দুর্ব্বলে দুর্ব্বলঃ স্বেদোমধ্যমে মধ্যমোমতঃ॥
আমাশয় গতে বাতে কফে পক্কাশয়ে শ্রয়ে।
রুক্ষ পূর্ব্বোহিতঃ স্বেদঃ পূর্ব্বস্তথৈবচ॥

বাত শ্লেষ্মা রোগে স্নিগ্ধ রুক্ষ সেক বাতজনিত রোগে স্নিগ্ধসেক এবং শ্লেষ্ম জনিত রোগে রুক্ষ সেক প্রদান করিবে। শৈত্য জনিত রোগে এবং বলবান দেহে প্রবল সেক প্রদান করিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মৃদু সেক এবং মধ্যবল ব্যক্তিকে মধ্যসেক প্রদান করিবে। বায়ু আমাশয় আশ্রয় করিলে প্রথম রুক্ষ সেক পরে স্নিগ্ধ সেক দিবে এবং কফ পক্কাশয় আশ্রয় করিলে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ সেক পরে রুক্ষ সেক দিবে।

সেকের অযোগ্য স্থান।

অণ্ডকোষ, হৃদয় ও চক্ষু প্রদেশে সেক প্রদান করিবেনা। কিন্তু আবশ্যক হইলে মৃদু সেক প্রদান করিতে পারা যায়। বঙ্ক্ষণ প্রদেশে মধ্যসেক এবং অপরাপর স্থানে ইচ্ছানুরূপ সেক প্রদান করা যাইতে পারে।

সেকের অযোগ্য ব্যক্তি।

অতিস্থূল, রুক্ষ, অতিদুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভবীর, ক্ষতক্ষীণ, বিষ ও মদ্য জনিত রোগাক্রান্ত, তিমির রোগাক্রান্ত, উদরী, বিসর্পী, কুষ্ঠী, শোথী, বাত রোগাক্রান্ত, দুগ্ধ, দধি, স্নেহ ও মধু যে পান করিয়াছে যাহাকে দাস্ত করান হইয়াছে, গুদ-ভ্রংশী, ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ স্বচ্ছ এবং গ্লানি ক্রোধ, শোক ও ভয় দ্বারা পীড়িত গর্ভিণী ও প্রকৃত গর্ভা; ইহাদিগকে সেক প্রদান করিবেনা।

সম্যক্ সেকের লক্ষণ।

মেদ ও কফাবৃত বাতরোগে সম্পর্ক বিহীন সেক হিতকর। অগ্নি বিহীন সেক যথা বায়ু, শূন্য গৃহ, পরিশ্রম, গুরু বস্ত্রদ্বারা গাত্রে আবৃত করা ভয়, প্রলেপ, ক্রোধ, অধিক পরিমাণে মদ্য পান আতপ, ইহাদের দ্বারা ঘর্ম্ম উৎপাদন হয় বলিয়া উহাদিগকে অগ্নি বিহীন সেক কহা যায়।

শীত ও বেদনার শান্তি হইলে শরীরের গুরুতা ও স্তব্ধতা নিবারিত হইলে এবং অঙ্গ কোমল ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইলে, সেক কার্য্য হইতে বিরত হওয়া উচিত।

অতিরিক্ত সেকের লক্ষণ।

অঙ্গের স্ফোটক উৎপত্তি, রক্ত পিত্তের প্রকোপ, মদ মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, ক্লম, সন্ধিস্থানে বেদনা ও পিপাসা, অতিরিক্ত সেক প্রদান করিলে এই সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত অবস্থায় শীত ক্রিয়া করা উচিত এবং নির্ব্বাত প্রদেশে আহার জীর্ণ হইলে সেক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যাহাদিগকে নস্য ও বস্তি প্রয়োগ করা হইবে। তাহাদিগকে পূর্ব্বে সেক প্রদান করিতে হইবে। যাহাদিগের অঙ্গ হইতে শল্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং মূঢ় গর্ভা ও সম্যক প্রসূতাকে পরে সেক প্রদান করিবে। এতদ্ভিন্ন ভগন্দর ও অর্শ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার পূর্ব্বে ও পশ্চাতে সেক প্রদান করা যাইতে পারে।

সেকের উপকরণ।

বালুকা, হস্ত, কাংস্য, বস্ত্র ও অঙ্গার উত্তপ্ত করিয়া সেক প্রদান করা যাইতে পারে। অম্ল, লবণ ও স্নেহ যুক্ত বাতনাশক দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া সেক প্রদান করা যায়। এতদ্ভিন্ন উত্তপ্ত দুগ্ধ, জল, বাতনাশক দ্রব্যের ক্বাথ এবং শীলা প্রভৃতি দ্বারা ও বিশেষ সেক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আদ্যোপান্ত সেক অর্থাৎ বাষ্পসেক ও তাপ সেক কফে, উপনাহ বাতে, তৃতীয় অর্থাৎ দ্রবসেক পিত্ত সংসৃষ্ট বাত ও কফরোগে প্রযোজ্য।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বমনাধিকার।

স্নিগ্ধস্বিন্নং কফেসম্যক্ সংযোগে বা কফোদ্গমে।
শোবম্যমুৎক্লিষ্ট মৎস্তমাংসতিলাদিভিঃ॥
যথাবিকারং বিহিতাং মধুসৈন্ধবসংযুতাম্।
কোষ্ঠং বিভজ্য ভৈষজ্যমাত্রাং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতাম্॥
ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌভরিগ্রামাভূত সজ্যাস্ত পান্তু তে॥
রসায়ন মিবৈর্ষিণাং দেবানাম মৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্য মৈথুনেস্ত তে॥

কোন রোগীকে বমন করাইতে হইলে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ তৎপরে সেক প্রদান করিয়া লইতে হইবেক। যে দিবস বমন করান হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবসে মৎস্য, মাংস ও তিল প্রভৃতি সেবন করাইয়া কফ বৃদ্ধি করিয়া লইবে। তৎপর দিবসে রোগানুসারে বমন কারক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে মন্ত্রপূত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চিকিৎসক বমনযোগ্য রোগীকে জানু তুল্য উন্নত আসনে উপবেশন করাইয়া প্রাতঃকালে বমনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তৎপরে রোগীর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হইলে রোগী আপন হস্তের অঙ্গুলিদ্বয় অথবা উৎপলের নাল কণ্ঠগহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বমন করিবে।

যষ্টিমধু অর্দ্ধসের পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে পিপুল, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ ও বচ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া উল্লিখিত কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বমন হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গুর ছাল, তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া বমন করিলে গরদোষ ও পিত্ত শ্লেষ্মজ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

তাম্রভস্ম মধুর সহিত লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে গরদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পঞ্চকষায়।

বালা, বচ, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ও প্রিয়ঙ্গুর ছাল, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের গ্রহণপূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত কাথের সহিত মদন ফল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমন হইয়া থাকে।

বমন কারক কাথ প্রস্তুতের নিয়ম বমনকারক দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিতে হইবেক।

নিমের কাথ যথা নিয়মে প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, মদনফল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব লবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন হইয়া কফ নিঃসারিত হইয়া থাকে।

মদনফল, জীমত (দেবদালী) ইক্ষ্বাকু, (তিক্ত লাউ) কুটজ ছাল, কৃতাবধ্বান ও বনমার্গ এই সমস্ত দ্রব্যের ফল সর্ব্বথা বমনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সম্যক্ বমনের লক্ষণ।

বমন দ্বারা প্রথমতঃ কফ, তদনন্তর পিত্ত এবং তৎপরে বায়ু নিঃসারিত হইলে এবং হৃদয় পার্শ্ব মস্তক, ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ শরীর লঘু হওয়াকে সম্যক্ বমনের লক্ষণ বলা যায়।

অযোগ কৃত বমনের লক্ষণ।

অবিধি পূর্ব্বক বমন করান হইলে, রোগীর স্ফোটক ফোট, কণ্ডূ, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অবিশুদ্ধি এবং শরীরের গুরুতা, এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধিক বমনের লক্ষণ।

পিপাসা, মোহ, মূর্চ্ছা বায়ুর কোপ, নিদ্রা ও বল, প্রভৃতির হানি; এই সমস্ত লক্ষণ অতিরিক্ত বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বমনান্তে, যাহার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহাকে সায়ংকালে আহার প্রদান করিবে। অন্যথা পর দিবস প্রাতঃকালে পেয়াদি বস্তু আহার দিবে।

বমনদ্বারা রোগীকে আহারার্থ পেয়াদি বস্তু প্রদান করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে দিতে হইবে। যথা, দ্বাদশ প্রকার অন্নকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং প্রধান শুদ্ধি শুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রথম অন্নকালত্রয়ে দ্বিতীয় অন্নকালত্রয়ে বিলেপী, তৃতীয় অন্নকালত্রয়ে কৃত বা অকৃত যূষের সহিত অন্ন এবং চতুর্থ অন্নকালত্রয়ে কৃত বা অকৃত মাংস রসের সহিত অন্ন দিতে হয়। এই প্রণালী অনুসারে বমন দিনের সায়াংকাল হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পেয়াদি ক্রমে সমাপ্ত হইয়া থাকে।

বমন সম্বন্ধে প্রধান শুদ্ধি প্রভৃতির লক্ষণ।

জঘন্য শুদ্ধি, চারিবার রোগদ্বারা যে বমন হয়, তাহাকে জঘন্য শুদ্ধি কহে। মধ্যশুদ্ধি ছয়বার রোগ দ্বারা যে বমন হয়, তাহাকে মধ্য শুদ্ধি কহে। প্রধান শুদ্ধি আটবার বেগ দ্বারা যে বমন হয় তাহাকে প্রধান শুদ্ধি কহে।

বিরেচন সম্বন্ধে প্রধানাদির লক্ষণ।

দশবার দাস্ত হইলে জঘন্য, বিশবার দাস্ত হইলে মধ্য ও ত্রিশবার দাস্ত হইলে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়। দাস্তের বেগানুসারে যেমন জঘন্যাদির লক্ষণ নির্ণীত হয়, তেমনি দাস্তের পরিমাণানুসারে ও উহাদের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। যথা; জঘন্য বিরেচকে দাস্তের পরিমাণে দ্বি প্রস্থ (৩ সের ২ তোলা) মধ্য-বিরেচকে মলের পরিমাণ ত্রিপ্রস্থ (৫ সের ৪৮ তোলা) হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এই পরিমাণে দাস্ত হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশ হওয়া উচিত। বমন হইতে হইতে যখন লক্ষিত হইবে যে, পিত্ত নির্গত হইতেছে, তখন সম্যক্ রূপে বমন হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং বমন দ্রব্যের পরিমাণ ও বিরেচকের অর্দ্ধমাত্রায় হইয়া থাকে। পরন্তু দাস্ত হইতে হইতে যখন লক্ষিত হইবে যে, কফ নিঃসৃত হইতেছে, তখন সম্যক্‌রূপে বিরেচন হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

দাস্তের বেগ গণনা করিতে হইলে প্রথম হইতে মলযুক্ত দুই বা তিন বারের বেগ পরি-ত্যাগ করিয়া গণনা করিতে হইবে। অপর বমন বিষয়ে গণনার নিয়ম এই যে, বমনার্থ যে পরিমাণ ঔষধ যতবার নির্গত হয়, ততবার পরিত্যাগ করিয়া বমনের সংখ্যা করা হইয়া থাকে।

বমন, বিরেচন ও শোণিতমোক্ষণ বিষয়ে প্রস্থের পরিমাণ স্বতন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। যথা; সার্দ্ধত্রয়োদশ পলে এক প্রস্থ হইয়া থাকে।

অবিধিপূর্ব্বক বমনের চিকিৎসা।

অবিধিপূর্ব্বক বমনদ্রব্য প্রয়োগ করা হইলে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবেন, তৎপরে পুনঃ বিশোধন ব্যবস্থা করিবেন। যদি কোন ব্যক্তির অধিক পরিমাণে বমন হয়, তাহা হইলে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া শীতল জলে অবগাহন করাইয়া চিনী, মিশ্রিত শক্তুমন্থ সেবন করিতে দিবেন। অধিক পরিমাণে বমন হইতে থাকিলে

দারক কারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বমনের বেগের শান্তি করিবেন।

বমনের অযোগ্য পাত্র।

১ তিমির রোগগ্রস্ত, গুল্মী ও উদররোগী, স্থূলব্যক্তি, ক্ষতক্ষীণ, অতি কৃশ, অতি বৃদ্ধ, অর্শ, অর্দ্দিত ও আক্ষেপক রোগাক্রান্ত, রুক্ষ ব্যক্তি, প্রমেহী, তরুণ গর্ভা, ঊর্দ্ধগরক্তা, ক্রিমি দ্বারা দূষিত কোষ্ঠ ও মলবদ্ধ ব্যক্তি, এই সমস্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তিগণের যদি অজীর্ণ, বিষ ও প্রবল কফ দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে বমন করান যাইতে পারে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিরেচনাধিকার।

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দাতব্যন্ত বিরেচনম্।
অন্যথা যোজিতং হ্যেতদ্ গ্রহণীগদকৃন্মতম্॥

কোন ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক বমন করান হইলে পর, পুনঃ স্নেহপান ও সেক প্রদান করিয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বমন না করাইয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে গ্রহণী রোগ জন্মিতে পারে।

কোষ্ঠবিচার।

কোষ্ঠ তিন প্রকার, যথা; মৃদু, মধ্য ও ক্রূর। পিত্তাধিক্যে মৃদু কোষ্ঠ, সমদোষে মধ্যকোষ্ঠ এবং বাত ও কফ ক্রূর কোষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া বিরেচক দ্রব্যের মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ মৃদুকোষ্ঠে অল্পপরিমাণে, মধ্য কোষ্ঠে মধ্যম পরিমাণে এবং ক্রূর কোষ্ঠে অধিক পরিমাণে দাস্তকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তেউড়ীচূর্ণ একভাগ চিনী একভাগ এবং দারুচিনী, তেজপত্র ও মরিচচূর্ণ সমস্তে তেউড়ী একচতুর্থাংশ, এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া মধুর সহযোগে সেবন করিলে নির্ব্বিঘ্নে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

তেউড়ী চূর্ণ একভাগ ও চিনী একভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হয়।

একখণ্ড ইক্ষু দুইভাগে বিভক্ত করিবে পরে তেউড়ীমূল পেষণ করিয়া ইক্ষুতে লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং কর্দ্দম দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। সেই ইক্ষু শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তরোগীর সুখে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

তেউড়ী চূর্ণের সহিত পিপুল চূর্ণ যবক্ষার ও মধু মিশ্রিত করিয়া কফ প্রধান রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া শ্লেষ্ম রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, তেউড়ী মূল ও মরিচ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত পান করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

তেউড়ী মূল চূর্ণ দেড়'তোলা, হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, বহেড়া চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, যবক্ষার দশ আনা, বিড়ঙ্গচূর্ণ দশ আনা, ও পিপুলচূর্ণ দশ আনা এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া মধু ও চিনীর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কিম্বা দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে কফবাত জনিত গুল্ম, প্লীহা উদর ও ভগন্দর রোগ আরোগ্য হয়।

অভয়াদ্য মোদক।

অভয়াপিপ্পলীমূলং মরিচং নাগরং তথা।
ত্বক্ পত্রপিপ্পলীমুস্তবিড়ঙ্গামলকানি চ॥
কর্ষঃ প্রত্যেকমেধাস্ত দন্ত্যাঃ কর্ষত্রয়ন্তথা॥
ষট্ কর্ষাশ্চ সিতায়াস্ত দ্বিপলং ত্রিবৃতো ভবেৎ।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা মধুনা মোদকং কৃতম্।
খাদেৎ প্রতিদিনৈকৈকং শীতঞ্চাম্বুপিবেজ্জলম্।
তাবদ্বিরিচ্যতে জন্তু র্যাবদুষ্ণং ন সেবতে॥
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং জঙ্ঘা পার্শ্বরুজান্তথা।
পৃষ্ঠার্ত্তিমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামসভগন্দরম্।
অশ্মরীমেহকুষ্ঠঞ্চ দাহশোথোদরাণি চ॥

যক্ষ্মাণং চক্ষুষোরোগং ক্রমং বৈদ্যেন জানতা।
যোজিতোঽয়ং নিহন্ত্যাংশু অভ্যাদ্যা হি মোদকঃ॥

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ দারুচিনী, তেজপত্র, পিপুল, মুথা, বিড়ঙ্গ ও আমলকী, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা দন্তী-মূলের চূর্ণ ৩ তোলা, চিনী ১২ তোলা তেউড়ীর চূর্ণ ১৬ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই মোদক উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে দাস্ত হইতে থাকিবে এবং উষ্ণজল পান করিলে দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ বিষ, কাম, জঙ্ঘা পার্শ্ব (পৃষ্ঠদেশের বেদনা) মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মেহ, কুষ্ঠ, গাত্রজ্বালা, শোথ, উদর, যক্ষ্মা ও চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে এরণ্ড তৈল গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রিফলার ক্বাথ বা জল এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আশু দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

সম্যক্ বিরেচনের লক্ষণ।

স্রোতের বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, শরীরের লঘুতা, অগ্নির প্রদীপ্ততা, রোগের হ্রাস, মল ও দোষের সরলতা, এই সমস্ত সম্যক্ বিরেচনের লক্ষণ।

অসম্যক্ বিরেচনের লক্ষণ।

অবিধিপূর্ব্বক দাস্ত করান হইলে দোষের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য শরীরের গুরুতা, ছর্দ্দি তন্দ্রা, বমন, অরুচি ও বায়ুর বিকৃতি হইয়া থাকে।

অধিক বিরেচনের লক্ষণ।

অতিরিক্ত দাস্ত হইলে কফ, রক্ত, পিত্ত, ক্ষয়জ রোগ এবং বাতজন্য ত্বকের অসাড়তা শরীরে বেদনা, ক্লান্তি ও কম্প হয় এবং নিদ্রা ও বলের হানি, অন্ধকার দর্শন, উন্মাদ ও হিক্কা হইয়া থাকে।

অবিধিকৃত বিরেচনের লক্ষণ।

অবিধিপূর্ব্বক দাস্তকরান হইলে মন্দাগ্নি ও শরীরের সবলতা ঘটিয়া থাকে। ঈদৃশ ব্যক্তিকে যে দিবস দাস্তের ঔষধ প্রয়োগ করা যায় সেই দিবস দিবাভাগে যবাগূ পান করিতে দিবে না। দিবসান্তে অগ্নিমান্দ্যাদির অভাব হইলে সায়ংকালে আহারার্থ পেয়াদি প্রদান করিবে। কারণ অগ্নির অল্প উদ্রেকে অতি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতে দিলে যেমন অল্প পরিমাণে অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক গোময়াদি প্রদান করিলে ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার অন্তরাগ্নি ও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কষায় ও মধুর দ্রব্য দ্বারা পিত্ত, কটুদ্রব্য দ্বারা কফ এবং স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও লবণদ্রব্য দ্বারা বায়ুজনিত রোগেতে দাস্ত করাইবে। দাস্ত না হইলে উষ্ণজল পান করিতে দিবে এবং উদরে হস্ত গরম করিয়া সেক দিবে।

যে দিবস দাস্তের ঔষধ পান করা যায়, সেই দিবসে যদি উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে সেই দিবসে আহার করিয়া অপর এক দিবসে পুনঃ দাস্তের ঔষধ পান করিবে।

রোগী যদি সম্যক্ স্নিগ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহাকে পুনঃ স্নিগ্ধ করিয়া দশদিন পরে বিরেচক ঔষধ পুনঃ পান করিতে দিবে।

দুর্ব্বল, শোধিত, অল্প দোষী, কৃশ ও অপরিজ্ঞাত কোষ্ঠ ব্যক্তিকে অল্প পরিমাণে মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রদান করা উচিত।

রুক্ষ, বায়ু প্রধান, ক্রূর কোষ্ঠ, ব্যায়ামসেবী ও দীপ্তাগ্নি, এই সমস্ত ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে দাস্ত না হইয়া ঔষধ জীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং বিরেচক ঔষধ প্রদানের পূর্ব্বে বস্তিক্রিয়া করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচক ঔষধ পান করিতে দিবে।

অস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য, স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে রুক্ষ বিরেচক দ্রব্য এবং স্নেহ সাত্ম

ব্যক্তিকে রূক্ষ করিয়া স্নিগ্ধ পদার্থ পান করিতে দিবে।

পদ্মকাষ্ঠ, বেনার মূল, গজপিপ্পলী ও রক্তচন্দন এই দ্রব্যগুলির ক্বাথ করিয়া অতি রোগযুক্ত ব্যক্তিকে পান, লেপন ও সেবন জন্য প্রদান করিবে। এতদ্ভিন্ন আমের ছাল সৌবীর দ্বারা পেষণ করিয়া নাভিস্থলে প্রলেপ প্রদান করিলে বিরেচক ঔষধ জন্য অতীসার বিনষ্ট হয়।

অবিবেচ্য।

এই নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের দাস্ত করাইবেন যথা বালক, বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত, ভীত, নবজ্বরী, মন্দাগ্নি, অধোগ, রক্তপিত্ত, মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত শল্যযুক্ত, অস্থাপনকারী, ক্রূরকোষ্ঠ, অতিস্নিগ্ধ, শোথী গর্ভিণী নবপ্রসূতা তৃষ্ণার্ত্ত ও অজীর্ণ।

বাতপ্রধান দোষজনিত রোগ বা বাতজনিত রোগে বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অনুবাসনাধিকার।

বাতোল্বণেষু দোষেষু বাতে বা বস্তিরিষ্যতে।
যথোচিতং পদহীনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ॥

বাতপ্রধান দোষ জনিত রোগ বা বাতজনিত রোগে বস্তি প্রয়োগ করা যায়।

রোগীর অভ্যস্ত অন্নের চারিভাগের একভাগ বাদ দিয়া ভোজন করিতে দিবে। ভোজনান্তে বস্তি যন্ত্রের সাহায্যে মলদ্বার দিয়া স্নেহ পদার্থ প্রয়োগ করিবে। এই প্রকারে স্নেহ পদার্থ দ্বারা পিচকারী প্রদানকে অনুবাসন কহে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রোগীকে আহার প্রদান না করিয়া শুষ্কপদার্থ পিচকারীরূপে স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ স্নেহের সূক্ষ্মতা বশতঃ উহা ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত অন্নগর্ভে কোষ্ঠে শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারে।

অনুবাসনেরমাত্রা ত্রিবিধ যথা শ্রেষ্ঠ, মধ্যমা ও কনীয়সী। শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠমধ্য বলবান ব্যক্তিকে মধ্যমা ও অধম ব্যক্তিকে কনীয়সীমাত্রা প্রয়োগ করিবে। শ্রেষ্ঠমাত্র (৪৮ তোলা) মধ্যম মাত্রা ৩ পল (২৪ তোলা) অধমমাত্রা দেড়পল (১২ তোলা) বলবান ব্যক্তিকে মলদ্বার দিয়া ৬ পল স্নেহ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথম দিনব ২ পল (১৬ তোলা) এবং পর দিবস বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিবসে আড়াই পল অর্থাৎ ২০ তোলা স্নেহ প্রয়োগ করিবে, এইরূপে ১দিন বাদ দিয়া একদিন অর্দ্ধপল করিয়া ৯দিন পর্য্যন্ত স্নেহ প্রয়োগ করিলে ৬ পল স্নেহ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথম দিনে ১৬ তোলা, তৃতীয় দিনে ২০ তোলা, পঞ্চম দিনে ২৪ তোলা। সপ্তম দিনে ২৮ তোলা নবম দিনে ৩২ তোলা একাদশ দিনে ৩৬ তোলা ত্রয়োদশ দিনে ৪০ তোলা পঞ্চদশ দিনে ৪৪ তোলা, সপ্তদশ দিনে ৪৮ তোলা পরিমাণে স্নেহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যবল ব্যক্তির পক্ষে ৩ পল স্নেহ হিতকর। উক্ত স্নেহের ব্যবহার প্রণালী যথা, প্রথম দিনে ৮ তোলা, তৃতীয় দিনে ১০ তোলা পঞ্চম দিনে ১২ তোলা সপ্তম দিনে ১৬ তোলা নবম দিনে ১৮ তোলা একাদশ দিনে ২০ তোলা, ত্রয়োদশ দিনে ২২ তোলা পঞ্চদশ দিনে ২০ তোলা পরিমাণে স্নেহ দ্বারা পিচকারী প্রদত্ত হয়। অধম ব্যক্তির পক্ষে স্নেহের কনীয়সী মাত্রা দেড়পল (১২ তোলা)। উক্ত স্নেহের ব্যবহার প্রণালী যথা প্রথম দিনে ৪ তোলা, এস্থলে প্রতিদিন আটমাসা অর্থাৎ একতোলা করিয়া বৃদ্ধি হওয়া তৃতীয় দিবসে ৫ তোলা পঞ্চম দিবসে ৬ তোলা সপ্তম দিবসে ৭ তোলা নবম দিবসে ৮ তোলা একাদশ দিবসে ৯ তোলা, ত্রয়োদশ দিবসে ১০ তোলা পঞ্চদশ দিবসে ১১ তোলা ও সপ্তদশ দিবসে ১২ তোলা স্নেহদ্বারা পিচকারী দেওয়া হইয়া থাকে।

অনুবাসন ক্রিয়াকালে রোগীকে একমাত্র স্নেহ বা আটতোলা পরিমাণে স্নেহের সহিত সৈন্ধবলবণ একআনাও শুলফা একআনা মিশ্রিত করিয়া অনুবাসনকার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, তাম্র, পিত্তল, কাঁসা

লৌহ, অস্থি' কাষ্ঠ, বাঁশ, দাস্ত, নল, শৃঙ্গ ও মণীদ্বারা বস্তি যন্ত্রের নেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বয়োভেদে নলিকার ভেদ ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের নিমিত্ত নলিকার পরিমাণ উক্ত বালকের অঙ্গুলের ছয় অাঙ্গুল বিংশতি বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দ্বাদশাঙ্গুল, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য নলিকার পরিমাণ রোগীকে অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ হওয়া আবশ্যক।

নলিকার ছিদ্রের বিবরণ।

ছয় অঙ্গুল নলিকার ছিদ্র যুদা পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল নলিকার ছিদ্রের পরিমাণ কর্কন্দু অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ নলিকার ছিদ্র সতিন করাই সদৃশ হওয়া উচিত এবং বস্ত্রের বর্ত্তি দ্বারা নলিকার মুখ আবৃত থাকা আবশ্যক অন্যথা কীটাদি প্রবেশ করিতে পারে।

নলিকার আকার।

রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট নলিকার মূল ও অগ্র ভাগ সরল গোপুচ্ছাকৃতি গোলাকার মৃদু হওয়া আবশ্যক উহার অগ্রভাগের চতুর্থাংশ কর্ণিকা এবং মূলাশ্রিত বা সূত্র বন্ধনভাগে কর্ণিকা হইবে।

জরদ্গব (বৃদ্ধ বৃষ) মহিষ, হরিণ, শূকর বা ছাগলের দৃঢ় সূক্ষ্ম মূত্রাশয়স্থ চর্ম্ম দুর্গন্ধ রহিত কষায় বস্তর দ্বারা রঞ্জিত কোমল ও বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে উক্ত চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নলিকার সহিত সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে।

নিরূহেরমাত্রা।

প্রথম বৎসরে নিরূহ মাত্রা ১ পল (৮তোলা) তৎপ্রতি বৎসরে একপল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশবৎসরে দ্বাদশ পল অর্থাৎ ৯৬ তোলা হইবেক। দ্বাদশ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে দুইপল করিয়া বৃদ্ধি করার নিয়ম লক্ষিত হয়। কিন্তু তৎপরে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবেন। অনন্তর দশ প্রভৃতি করিয়া নিরূহেরমাত্রা হ্রাস করিয়া লইতে হয়।

অনুবাসনের মাত্রা নিরূহের চতুর্থাংশ প্রয়োগ করা উচিত। যাহাকে অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ পর্য্যটন করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে এবং অনতি উন্নত অনতি উদ্ধত শিরা হইয়া বামপার্শ্বে শুণ্টে কারণ পূর্ব্বক সঙ্গিন জানু আকুঞ্চন ও বাম জানু প্রসারণ করিলে চিকিৎসক বস্তিযন্ত্র লইয়া স্নেহাক্ত করতঃ স্নেহার্দ্র গুহ্যদেশ করাইয়া দিবেন। তদনন্তর বস্তির মুখ উদ্ঘাটন করিয়া দ্রব পূর্ণ করিবে। পরে বন্ধন পূর্ব্বক স্থিরহস্তে পৃষ্ঠবংশের প্রতি লক্ষ রাখিয়া অনতিদ্রুত অনতি বিলম্বিত, মধ্যবেগ ও অনতি মৃদুভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একবারে বস্তিস্থান নিষ্পীড়ন করিয়া বস্তিস্থ দ্রব পদার্থ প্রায়ঃ নিঃশেষ করিবে। কিন্তু একবারে নিঃশেষ করা উচিত নহে। কারণ অবশিষ্ট পদার্থের সহিত বস্তিমধ্যে বায়ু অবস্থিতি করে। সুতরাং সেই বায়ু উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহান অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

নিরূহ প্রদানের ব্যবহার অনুবাসন বিধির ন্যায়। স্নেহ প্রয়োগ করিলে শত লঘু অক্ষর উচ্চারণকাল, উত্তানভাবে থাকিতে হইবে। পরে সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিতে হইবে তৎপরে সকথি ও বাহুদ্বয় আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে এবং হস্ত ও পদতল শনৈঃ শনৈঃ তিনবার উৎক্ষেপণ করিবে, শয়নাবস্থায় স্ফীত ও শ্রেণী প্রদেশে তিনবার উন্নমিত করিবে। এইরূপে স্নেহ বস্তি প্রদত্ত হইলে অনায়াসে মন্দকফ ও অনুবাসনোচিত আচার দ্বারা পবিত্র হইয়া পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিবে প্রযোজ্য স্নেহ কার্য্যকারী না হইয়া শীঘ্র নির্গত হইয়া পড়িলে সত্বর পুনঃ স্নেহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

যাহার স্নেহ তিনপ্রহরকাল শরীরমধ্যে বায়ু ও বিষ্ঠার সহিত বিনাক্লেশে নির্গত হয়, তাহাকেই যথারীতি অনুশাসিত বলিয়া জানিবে।

সংশমনার্থ যে পরিমাণ ক্বাথ পান করা যায়, তাহার অর্দ্ধমাত্রায় কোষ্ঠ সংলগ্ন স্নেহের পাকার্থ কড়ঙ্গ চারিভাষার বিধানানুসারে প্রস্তুত ধান্য-শুঠীর ক্বাথ পান করিলে উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। পিত্তের প্রকোপ থাকিলে ঈষৎ উষ্ণ জল সেই পরিমাণে পান করিতে দিবে। উহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

আহারের পর স্নেহ নির্গত হইলে ও দোষাবহ হয় না। বরং বস্তির গুণই প্রকাশ করে। কিন্তু জীর্ণ হইলে অল্প গুণকারী হইয়া থাকে।

বস্তিদ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট স্নেহ বা বাতাবৃত হইয়া যদি রুক্ষতা বশতঃ সম্পূর্ণরূপে বা অদৃশ্য মাত্র ও বহির্গত না হয়, তাহা হইলে উহা বহিষ্করণার্থ চেষ্টা করিবে না। কারণ উহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় না।

দিবারাত্রিমধ্যে স্নেহ নির্গত না হইলে এবং উক্ত উপদ্রবজনক হইলে শোধন বস্তি প্রয়োগ করিয়া উহা নিঃসারিত করিয়া দিবে। কিন্তু স্নেহ নির্গত না হইলে কদাচও স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবেন না।

বমনাদি দ্বারা অবিশুদ্ধ ব্যক্তিকে স্নেহ বর্ত্তি প্রয়োগ করা হইলে উক্ত বস্তি প্রদত্ত মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের দুর্ব্বলতা আধ্মান শূল, শ্বাস ও পক্কাশয়ে গুরুতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় নিরূহণ এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুবাসন প্রয়োগ করিবে অবিশুদ্ধ শরীরে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ অবিশুদ্ধাবস্থায় স্নেহ প্রয়োগ করিলে স্নেহের গুণ শরীরে প্রকাশ পায় না।

কেবল বায়ু দ্বারা পীড়িত অবিশুদ্ধ ব্যক্তিকে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে দিবারাত্রিরমধ্যে সর্ব্বকালেই অনুবাসন দেওয়া যাইতে পারে।

রোগীকে প্রথম অনুবাসন প্রয়োগের তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে পুনর্ব্বার অনুসাবন প্রয়োগ করিবে। বায়ু বর্দ্ধিত হইলে তিন দিবস অন্তর এবং মন্দাগ্নি ও প্রবৃদ্ধ কফপিত্ত ব্যক্তিকে পাঁচ দিন পরে অনুবাসন দেওয়া বিধেয়। বাতো-ল্বন নিত্য ব্যায়ামশীল দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষ ব্যক্তিকে প্রত্যহ অনুবাসন প্রয়োগ বিধেয়। অথবা স্নেহের পরিপাক হইলে পুনঃ অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। এই প্রকার স্নিগ্ধ শরীরে স্রোত পরিষ্কারের নিমিত্ত তিন চারিবার স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে এবং অস্নিগ্ধদেহে শোধন ও নিরূহণ প্রয়োগ করিয়া অনুবাসন দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিবে।

অনুবাসন দ্বারা স্নেহ সম্যক্ প্রযুক্ত না হইলে বায়ু, মল ও মূত্র বিষ্ঠা হয় এবং অতিশয় অনু-বাসনে শরীর জ্বালা জ্বর ও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্নেহ বস্তি বা নিরূহবস্তি সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে না, কারণ উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে স্নেহ হইতে পিত্ত, কফ এবং নিরূহণ হইতে বাত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনুবাসনের অযোগ্য ব্যক্তি।

যাহাদিগকে অনাস্থাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং পাণ্ডু, কামলা মেহ, পীনসরোগী শূন্যকোষ্ঠ, প্লীহারোগাক্রান্ত, বিড়্ভেদী, গুরু-কাকোদর, অভিষ্যন্দি অতি স্থূল ক্রিমিকোষ্ঠ, আঢ্যবাত পীড়িত, পীতবিষ, গরলবিষ, অপচী শ্লীপদ ও গলগণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অনুবাসন প্রয়োগ করা উচিত নহে।

অস্থাপনের অযোগ্য ব্যক্তি।

অতি স্নিগ্ধ, উরঃক্ষত, অনীদৃশ আমাতীসারী, বমনশীল, সংশুদ্ধ প্রদত্ত নস্য, শ্বাস, কাস, প্রসেক অর্শঃ, হিক্কা, আধ্মান ও মন্দাগ্নি পীড়িত পায়ুশীল ভুক্ত, বদ্ধোদরী, ছিদ্রোদরী, দাকাদরী, কুষ্ঠী, মধুমেহী এবং সপ্তাহের গর্ভিণীকে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে না।

পণ্ডিতগণ উল্লিখিত নির্দ্দেশে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ করিবেন না। কারণ, দেশকাল ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে নিষিদ্ধ ক্রিয়া ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, যেমন ছর্দ্দি হৃদ্‌রোগ ও গুল্মরোগ বমন এবং কুষ্ঠরোগ বস্তিকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলে ও আবশ্যক হইলে উহাদের চিকিৎসাকালে নিষিদ্ধকর্ম্ম ও করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নিরূহ বিকার।

অনুবাস্য স্নিগ্ধতনুং তৃতীয়েঽহ্নি নিরূহয়েৎ।

অনুবাসন দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইলে অনুবাসনের দিবস হইতে গণনা করিয়া অনুবাসনান্তে তৃতীয় দিবসে নিরূহ বস্তি মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

নিরূহ বস্তি প্রয়োগের সময় রোগী মল পরিত্যাগরূপ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূজোপহার প্রদান ও আহারান্তে মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতীত হইলে অনতিশয় ক্ষুধাতুর ব্যক্তির শরীরে স্নেহ মর্দ্দন ও সেক প্রদান করিবে। সেকান্তে বাতোল্বনরোগে মধু ২৪ তোলা স্নেহ ৪৮ তোলা, কল্ক ১৬ তোলা কাথ ৮০ তোলা দুগ্ধ কাঁজি প্রভৃতি ২৩ তোলা, পিত্তজনিতরোগে মধু ৩২ তোলা, স্নেহ ৩২ তোলা, কল্ক ১৬তোলা কাথ ৮০ তোলা, দুগ্ধ ও কাঁজি প্রভৃতি ৩২তোলা কফজরোগে মধু ৪৮ তোলা, স্নেহ ২৪ তোলা কল্ক ১৬ তোলা, কাথ ৮০ তোলা দুগ্ধ কাঁজি প্রভৃতি ২৪ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে।

নিরূহের দ্রব্য সংযোগ।

মসৃণ শিলাতে সৈন্ধবলবণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ৩২ তোলা মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে স্নেহ ৩২ তোলা প্রদান পূর্ব্বক মন্থন করিয়া মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর কল্ক ১৬ তোলা, কাথ ৮০ তোলা এবং দুগ্ধাদি ক্রমশঃ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র খণ্ডদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং উহা উষ্ণ জলপূর্ণ কলসীর বাষ্পে উত্তপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

উল্লিখিতরূপে মিশ্রিত ঔষধ যদি হস্তে সংলগ্ন হইলে হস্ত ধৌতবৎ বোধ হয় এবং হস্তে লিপ্ত হইয়া ও না থাকে এবং যদি সীমন্তবৎ ব্যথাপাত না হয়; তাহা হইলে ঔষধ সুযোজিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

নিরূহবস্তি প্রয়োগ বিধি।

পূর্ব্বোক্ত অনুবাসানু বস্তি প্রয়োগের বিধানানুসারে নিরূহ বস্তি ও মলদ্বারে প্রদান করিবে। মৃদুকোষ্ঠ ত্রিংশতি মাত্রাকাল বস্তিধারণ করিয়া উৎকটরূপে অবস্থান করিবে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি বস্তিধারণ পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা জানু মণ্ডল আবেষ্টন করিয়া তুড়িকা শতকাল (একশত তুড়ী দিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত) অপেক্ষা করিবে। আবশ্যক হইলে দুই তিন বা চারিবার ও বস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই প্রকারে নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিলে নিরূহদানের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বস্তি প্রদানে বিরত হইবে।

সম্যক্ নিরূহ প্রদানেরকাল বাতমূত্র ও পুরুষের সুনির্গমন, আহারে অরুচি অগ্নির প্রদীপ্ততা আশয়ের লঘুত্ব, রোগের শান্তি প্রকৃতিস্থতা ও বলের সঞ্চয় এই সমস্ত সম্যক্ নিরূহের লক্ষণ।

বিরেচনের ন্যায় নিরূহের অযোগ ও অতিযোগ হইতে পারে। সুতরাং নিরূহের অযোগ ও অতিযোগের লক্ষণ বিরেচনের অযোগাদির লক্ষণের তুল্য বলিয়া পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করা হইল না।

দোষ ভেদে বস্তি প্রদানের সংখ্যা।

বাতরোগে অগ্নি ও উষ্ণ মাংসরস দ্বারা এক-

বার পিত্তজরোগে স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা দুইবার এবং কফে কটু, উষ্ণ ক্ষার ও গোমূত্রে মিশ্র পদার্থ দ্বারা তিনবার নিরূহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিরূহ একবার প্রয়োগে বায়ু দুইবার প্রয়োগে পিত্ত এবং তিনবার প্রয়োগে কফ স্বস্থান হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। নিরূহ দ্রব্য শরীর হইতে যথাসময়ে বহির্গত না হইয়া পরে যদি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে নির্গত না হয় তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক ক্ষার গোমূত্র ও অম্লযুক্ত নিরূহ দ্বারা নির্গত করিবেন। কারণ নিরূহদ্রব্য শরীর মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে বায়ুর বিকৃতি, বিস্তব্ধ শূল, অরতি জ্বর ও সাটোপ (উদরে গুড় গুড় শব্দ) উৎপন্ন হইয়া থাকে এমন কি উহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিতে পারে।

অবস্থা বিশেষে নিরূহ দান নিষেধ।

ভুক্ত ব্যক্তিকে কদাপি আস্থাপন প্রদান করিবেনা। যে হেতু ভুক্তাবস্থায় নিরূহ প্রদত্ত হইলে উহা ভুক্তদ্রব্যের আমরসকে অধোদিকে প্রবর্ত্তিত করে এবং বমনরোগ উৎপাদন করে এতদ্ব্যতীত দোষ সমূহকে প্রকুপিত করে।

অবস্থা বিশেষে নিরূহ দানের নিয়ম।

বিজ্ঞ চিকিৎসক যে যে অবস্থায় নিরূহ দান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেই সেই অবস্থা নিষিদ্ধ হইলেও উহা প্রয়োগ করিতে পারেন। যেমন ভুক্তাবস্থায় নিরূহ নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উক্তাবস্থায় যদি অত্যন্ত শূল ও বেদনা থাকে তাহা হইলে বস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতি পীড়িত বস্তির দোষ।

বস্তি অতি পীড়িত হইলে বস্তিস্থ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে এবং উহা আমাশয় অতিক্রম করিয়া নাসিকা ও মুখ দ্বারা নির্গত হয় এবং বমন, বমনেচ্ছা মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থায় সত্বর রোগীর গলদেশ চাপিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কম্পন করিবে। এতদ্ভিন্ন তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন ও শীতল সেক প্রদান করিবে। নিরূহকার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইলে রোগীকে উষ্ণ জলে স্নান এবং মাংস য ষের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। তদনন্তর যথোক্ত বিধানানুসারে স্নেহ বস্তি প্রদান করিবে। যে হেতু নিরূহ ক্রিয়াতে যে দিবস রোগীকে স্নান করান হইবে, সেই দিন বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় বলিয়া মাংস যূষের সহিত আহার ও অনুবাসন বিশেষ হিতকর।

অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি।

বিল্বছাল, শোণারছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপর্ণী, চাকুলে বৃহতী কণ্টিকারী ও গোক্ষুর, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া সাড়েসাতসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া উহার এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত শুলকাচূর্ণ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, মধু ১৬ তোলা, পক্ক তিল তৈল ১৬ তোলা, ও মদনফল একটি একত্রিত করিয়া লইবে, এই অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি নিরূহের স্থায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে স্নেহ, স্বেদ ও পরিহার বিধি নাই। আত্রেয়ানুগত এই বস্তি সর্ব্বরোগ বিনাশক। বিশেষতঃ যক্ষ্মা, শূল, ক্রিমিরোগ ও বাতরক্ত নিবারিত হইয়া থাকে এবং শুক্রজনক বল ও বর্ণকর বৃষ্য ও পুত্রজনক।

নিরূহে প্রক্ষেপ দ্রব্য।

সর্ব্বপ্রকার নিরূহের এই দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে, যথা, স্নেহ, গুড়, মাংস রস, দুগ্ধ, কাঞ্জিক, গোমূত্র, মধু, সৈন্ধব, এবং মদন ফল। সৈন্ধবলবণের পরিমাণ দুইতোলা ও মদন ফল একটি।

দোষ ভেদে প্রক্ষেপ দ্রব্য।

দোষভেদে প্রক্ষেপ দ্রব্য বাতোল্বণে ইক্ষু-

গুড়, পিত্তোল্বণে শর্করা এবং কফোল্বণে সিদ্ধার্থ-কাদি প্রক্ষেপে প্রদান করিবে।

ক্ষার বস্তি।

সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, শুলফা ২ তোলা, গোমূত্র ৬৪ তোলা, তেঁতুল ১৬ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে এবং উহা দ্বারা বর্ত্তিপ্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা শূল, দাস্তবন্ধ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, উদাবর্ত্ত, ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ সদ্যঃ অপনীত হইয়া থাকে।

বৈতরণ বস্তি।

তেঁতুল ৮ তোলা, গুড় ৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, গোমূত্র একসের ও যথাপ্রয়োজন তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্তিযন্ত্রের সাহায্যে গুহ্যপথে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা শূল, আনাহ, ও আমবাত, নিবারিত হয়। এই বৈতরণ, বস্তি ওক্ষার বস্তি, আহারান্তেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিচ্ছিল বস্তি।

বদরীফল (কুল) নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে) চালতা, শাল্মলী ও ধালনীর অঙ্কুর, এই দ্রব্যগুলি উপযুক্ত জল ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত বরাহ মহিষ, মেষ, বিড়াল; হরিণ কুক্কুট বা ছাগলের সদ্যঃ গৃহীত রক্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উহাদ্বারা বস্তি প্রদান করিবে।

চরক প্রভৃতি গ্রন্থে সহস্র সহস্র প্রকার বস্তি বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত বস্তির প্রায় ব্যবহার দেখা যায় না। সুতরাং এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না।

বস্তির গুণ।

বস্তিবয়ঃস্থাপক, সুখ, ও বর্ণবর্দ্ধক এবং শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকদিগের সর্ব্বপ্রকার হিতকারী।

নস্যবিকার।

প্রতি মর্ষোঽবপীডশ্চ নস্যং প্রধমন স্তথা।
শিরোরেচনং বেতি নাস্তঃ কর্ম্ম চ পঞ্চধা॥
ঈষদুচ্ছিঙ্ঘনাৎ স্নেহোধাবান্ বক্তুং প্রশস্যতে।
নাস্তো নিষিক্তবক্তং বিদ্যাৎ প্রতি মর্ষং প্রমাণতঃ॥

নস্য কর্ম্ম পঞ্চবিধ যথা, প্রতিমর্ষ, অবপীড়, নস্য প্রধমন ও শিরোবিরেচন। প্রতিমর্ষ স্নেহ দ্রব্য নাসাপুটে প্রদান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে আকর্ষণ করিয়া গলদেশ দিয়া বহির্গত করিলে তাহাকে প্রতিমর্ষ কহে।

নস্যার্থ দোষজনক নয় এরূপ প্রতিমর্ষ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্নেহলিপ্ত অঙ্গুলী নাসিকায় প্রদান করিয়া সর্ব্বঋতুতে দিবারাত্রে ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রহণ করিবে। কিন্তু অরোগী ব্যক্তি দন্ত, শিরঃ ও কপালাদির দাঢ্যতার প্রতিমর্ষ সাবনের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রহণ করিবে না।

প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, আহারান্তে গণ্ডূষ ধারণ, মূত্রত্যাগ, অঞ্জন গ্রহণ, মলত্যাগ, দাস্ত কোষ্ঠ ব্যবহার ও আহারান্তে দুই বিন্দু পরিমাণ প্রতিমর্ষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অবপীড়, দ্বিবিধ, যথা শোধন ও স্তম্ভন অবপীড়ন করিয়া কোন বস্তু হইতে রস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করাকে অবপীড়া কহে।

নস্য সমূহ, শূন্য মস্তকের স্নেহনার্থ এবং গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানার্থ নাসিকা দ্বারা যে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে নস্য কহে।

স্নৈহিক নস্যের মাত্রা।

স্নৈহিক নস্যের মাত্রা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথম মাত্রা আট বিন্দু, দ্বিতীয় মাত্রা শুক্তি (৩২ বিন্দু) তৃতীয় মাত্রা পাণিশুক্তি (৬৪ বিন্দু) এই ত্রিবিধ মাত্রাই বলানুসারে প্রত্যেক নাসাপুট দ্বারা প্রয়োগ করিবে। উল্লিখিত শুক্তি প্রভৃতির পরিমাণ যথা, ৩২ বিন্দুতে এক শুক্তি এবং দুই শুক্তিতে এক পাণিশুক্তি।

কফে, মিলিত বাত কফে ও আরকে বাতে তৈল এবং কেবল বাতে বসা পিত্তে ঘৃতে এবং বাত পিত্তে মজ্জাদ্বারা নস্য প্রয়োগ করাকর্ত্তব্য।

প্রধমন, ষড়ঙ্গুল পরিমিত দ্বিমুখ বিশিষ্ট নলিকা মধ্যে শিরোবিরেচক ঔষধ স্থাপন করিয়া ফুৎকার দ্বারা নস্য প্রয়োগ করাকে প্রধমন কহে। উক্ত প্রধমন চূর্ণের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সূক্ষ্মস্রোতঃ সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া বহুদোষ নিঃসারিত করিয়া থাকে।

শিরোবিরেচক দ্রব্য দ্বারা অথবা শিরো-বিরেচক দ্রব্য সাধিত স্নেহ দ্বারা শিরোবিরেচন সাধ্য রোগীর শিরোবিরেচন করিবে। মস্তকের গুরুতা, শিরঃশূল জাড্য, অভিষ্যন্দ, গলরোগ, শোষ, গণ্ড, ক্রিমিগ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পুরাতন পীনস রোগে শিরোবিরেচন প্রশস্ত।

প্রথমতঃ অবশ্য পরিত্যাজ্য (মলমূত্রাদি) পরিত্যাগ করিয়া এবং অবশ্য কর্ত্তব্য (মুখ ধৌতাদি) কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উত্তমাঙ্গে স্নেহ মালিশ ও সেক প্রদান করিয়া রোগীকে নির্ব্বাত স্থলে শয়ন করিতে দিবে। তদনন্তর জত্রুর ঊর্দ্ধদেশে সেক প্রদান করিয়া অর্দ্ধদেহ উত্তান, হস্তপদ, প্রসারিত, মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত ও পদদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া এক খানা বস্ত্রে রুদ্ধ করতঃ উষ্ণাম্বুর বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত নস্য ঔষধ নলিকা বা তূলিকাদি দ্বারা অপর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। এই রূপে ক্রমে দুই নাসারন্ধ্রেই নস্য প্রদান করা হইলে এবং রোগীর পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণ প্রভৃতি মর্দ্দন করিবে। অনন্তর নস্যরূপে প্রদত্ত ঔষধ বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত উভয় নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধশ্বাস নিক্ষেপ করিবে এবং ঔষধ টানিয়া লইয়া মুখ দ্বারা নির্গত করিয়া ফেলিবে। দোষানুরূপ উক্ত নিয়মে দুই তিন বারও নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শিরোবিরেচনান্তে দোষাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহ নস্যরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে উক্ত স্নেহ প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে প্রয়োগ করিয়া সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে এতদ্ভিন্ন এক এক দিবস অন্তর শিরোবিরেচক নস্য প্রয়োগ করিবে।

মস্তক স্নিগ্ধতার লক্ষণ।

মুখোচ্ছ্বাস, নিদ্রাবোধ ও ইন্দ্রিয় সমূহের নির্ম্মলতা প্রভৃতি সম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ।

অসম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ।

অক্ষিস্তব্ধতা, নাসিকা ও মুখশোষ এবং মস্তক শূন্য বোধ, এই সমস্ত অসম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ।

কণ্ডূ, গুরুতা, কফ প্রসেক, অরুচি ও পীনস এই সমস্ত অতি স্নিগ্ধের লক্ষণ।

শিরোবিরেচন সম্যক্‌রূপে না হইলে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অতিশয় বিরেচন হইলে ক্ষমতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ নস্য।

জল, মদ্য, রস ও স্নেহপীত এবং জল প্রভৃতি পানেচ্ছুক অন্নভোক্তা, শিরঃস্নাত, স্নানেচ্ছুক, রক্তস্রুত, নূতন পীনস রোগ পীড়িত এবং সূতিকা, শ্বাস, ও কাসার্ত্ত, বমন ও বিরেচন দ্বারা বিশুদ্ধ, দন্তবর্ত্তি, এই সমস্ত ব্যক্তিকে নস্য প্রয়োগ করিবে না এবং হেমন্ত ও শিশির জলের মেঘাচ্ছন্ন দিবসেও নস্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সাত বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বৎসর অতীত হইলে নস্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। এই প্রকার দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে ধূম, পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্বে কবল, দশম বৎসরের পূর্ব্বে গণ্ডূষ এবং সতর বৎসরের পরে বমন ও বিরেচনাদি রূপ রোগীকে শুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ধূমপানবিকার ।

প্রায়োগিকঃ স্নৈহিকশ্চ ধূমো বৈরেচনস্তথা ।
কাসহরো বমনশ্চ ধূমঃ পঞ্চবিধোমতঃ ॥

ধূম চারি প্রকার। যথা; প্রায়োগিক, স্নৈহিক বৈরেচনিক, কাসহর ও বমন (বমন কারক)।

ধূম পানার্থ বস্তি বিধানোক্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, বা তাম্র ধাতু দ্বারা ঋজু (সরল) ও ত্রিপর্ব্ব বিভক্ত বা ত্রিভঙ্গ নল প্রস্তুত করিবে। উল্লিখিত নলের অগ্রভাগ বদরীবীজ, প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র এবং উহার মূল প্রদেশে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র থাকা আবশ্যক। এই লক্ষণাক্রান্তে বলই উৎকৃষ্ট।

নলের পরিমাণ ।

পঞ্চবিধ ধূমপান যোগ্য নলের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি পরিমাণও চারিপ্রকার। প্রায়োগিক ধূম পানার্থ নলের পরিমাণ দেড়হাত স্নৈহিক ধূম পানের নল বত্রিশ অঙ্গুল, বৈরেচনিক ধূম, পানের নল একহস্ত পরিমিত, কাসহরে ধূম পানযোগ্য নলের পরিমাণ ষোল অঙ্গুল ও বমন ধূম পানার্থ নলের পরিমাণ দশঅঙ্গুল হওয়া উচিত।

ঔষধ পেষণ করিয়া শারপুষ্প নির্ম্মিত নলের গাত্রে লেপন করিবে। উক্ত লেপন যবতুল্য স্থূল, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পরিধি এবং দৈর্ঘ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ করিতে হইবে। তদনন্তর শুষ্ক করতঃ অভ্যন্তরস্থিত শরনলিকা বহির্গত করিয়া ফেলিবে এবং ধূমপান যোগ্য নলিকায় উক্ত-বর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া নাসিকা বা মুখদ্বারা ধূমপান পূর্ব্বক মুখ হইতে ধূম পরিত্যাগ করিবে। পরন্ত বক্ষঃ কণ্ঠ ও নলীয় প্রদেশস্থ রোগে মুখ দ্বারা এবং মস্তক, নাসিকা ও চক্ষুগত রোগে নাসিকা দ্বারা ধূম পান করিবে।

যেমন পঞ্চবিধ ধূমপান তেমনি বর্ত্তিও পঞ্চবিধ যথা; প্রায়োগিক, ধূম পানার্থে কুড় ও তগর ভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। স্নৈহিক ধূমপানার্থ মোম, ঘৃত, বসা, গুগ্‌গুল ও ধুনা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

বৈরেচনিক ধূম পানার্থ বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে।

কাসহর ধূমপানের লিখিত কাসঘ্ন দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে।

ইহাদিগকে ধূমপান করান উচিত নহে। রক্তপিত্ত, বিবিক্ত, উদর, মেহ, তিমির, ঊর্দ্ধবাত আমাশয় গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং মৎস্য মদ্য, দধি, দুগ্ধ, মধু, স্নেহদ্রব্য ও বিষ সেবনকারী এবং রাত্রিজাগরণশীল ব্যক্তিদিগকে ধূম পান করিতে দিবে না, পরন্ত যাহাদিগকে বস্তিক্রিয়া করান হয়, তাহাদিগের পানার্থ ধূম পান নিষিদ্ধ।

অতিরিক্ত ধূমপানের দোষ ।

অকালে, কিম্বা অতিশয় ধূমপান করিলে রক্তপিত্ত, অন্ধ্য, বধিরতা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা মত্ততা ও মেহ রোগ উৎপন্ন হয়।

ঈদৃশাবস্থায় রোগীকে শৈত্য ক্রিয়া করিতে দিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই ধূমপান বিধিপূর্ব্বক চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি সংহিতাগ্রন্থে অতি বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত আছে; কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

কবল গণ্ডূষাধিকার।

স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদু শীতৈঃ প্রসাদনঃ।
পিত্তেকট্বম্ল লবণৈরূক্ষৈঃ সংশোধনঃ কফে॥
কষায় স্বাদুতিক্তৈঃ স চ কবলরোপণোক্রমন্।

কবল চারিপ্রকার। যথা, স্নৈহিক, প্রসাদন, সংশোধন ও রোপণ। বাতজন্য রোগ স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্যের সহযোগে সাধিত স্নৈহিক কবল প্রয়োগ করিবে. পিত্তজনিত রোগ স্বাদু ও শীতল দ্রব্যের প্রসাদন কবল প্রস্তুত করিয়া রোগীকে কুল্লি করিতে দিবে।

মুখব্রণ রোগে কষায়, স্বাদু ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত রোপণ করণ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে কুল্লি করণার্থে চিকিৎসক ব্যবস্থা প্রদান করিবেন।

কবলের পরিমাণ।

কুল্লি করিতে হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে ধারণ করিয়া অনায়াসে উহা মুখমধ্যে সঞ্চালন করা যায় সেই পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

গণ্ডূষের পরিমাণ।

গণ্ডূষার্থ এই পরিমাণে দ্রব পদার্থ মুখে ধারণ করিবে, যাহাতে মুখমধ্যে সঞ্চালন করিতে পারা না যায়।

যে পর্য্যন্ত দোষ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কবল ধারণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ দোষ নিঃশোধিত হইলে রোগী কুল্লিরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবে। তৎপরে মধু ও ঘৃতাদি সংযুক্ত মধুর কবল উহাকে মুখ মধ্যে ধারণ করিতে দিবে।

কবল জনিত শুদ্ধিলক্ষণ।

ব্যাধির শান্তি, মনের তুষ্টি, মুখ পরিষ্কৃত, মুখের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে। মধুদ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে জ্বালা, তৃষ্ণা ও ব্রণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঁজি দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসতা ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

অম্ললবণ মিশ্রিত কাঁজির গণ্ডূষ শীতল ও মুখশোষ নিবারক, এই যোগটি উৎকৃষ্ট বলিয়া ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

যবক্ষার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মার আশু প্রতিকার হইয়া থাকে।

সুস্থাবস্থায় তৈলের গণ্ডূষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

আশ্চ্যোতন তর্পণ পুটপাকাধিকার।

সর্ব্বেষামক্ষিরোগাণামাদা বাশ্চ্যোতনং হিতম্।
রুক্ তোদকণ্ড্ষর্ষাশ্রুদাহরাগনিবর্হণম্॥
উষ্ণং বাত কফে চোষ্ণং তচ্ছীতং রক্তপিত্তকে।

সকল প্রকার চক্ষুরোগেই প্রথমতঃ আশ্চ্যোতন হিতকর হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বেদনা, অশ্রুপতন, দাহ ও রক্তিমাবর্ণ নিবারিত হয়, উহা বাত ও কফরোগে উষ্ণ করিয়া এবং রক্ত ও পিত্তজনিত রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আশ্চ্যোতনের প্রয়োগ প্রণালী।

চিকিৎসক রোগীকে নির্ব্বাত প্রদেশে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করতঃ দক্ষিণ হস্তদ্বারা চক্ষুর অঙ্গুল অন্তর হইতে নির্ম্মল পাত্রে লম্বমান তূলিকা বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর কনীনিকার উপর দশ বা বার বিন্দু ঔষধ ঢালিয়া দিবেন। অনন্তর কোমল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিয়া অপর একখানি কোমল বস্ত্র উষ্ণ জলে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে মৃদু সেক প্রদান করিবেন, এই প্রণালী, বাত ও কফপ্রধান চক্ষুরোগেই প্রশস্ত।

অত্যুষ্ণ ও তীক্ষ্ণ আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিলে চক্ষুতে বেদনা ও উহার রক্তিমাবর্ণ জন্মে এবং চক্ষু হইতে অবিরত জল ধারা পতিত হইয়া শক্তি বিলুপ্ত হয়।

অতি শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিলে চক্ষুতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্তব্ধতা ও নানাবিধ বেদনা জন্মিয়া থাকে।

আশ্চ্যোতন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে চক্ষু বর্ত্মের আরক্ততা ও করকরিকা হয় এবং রোগী চক্ষু উন্মীলন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে।

আশ্চ্যোতন অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অপরিস্কৃত আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিলে চক্ষুতে শোথ জন্মিয়া থাকে।

অঞ্জন প্রয়োগ।

কায় বিরেচক ও শিরোবিরেচক দ্রব্য রোগীকে বিশুদ্ধ করিলেও যদি চক্ষু প্রদেশে দোষ লক্ষিত হয় এবং শোথ, বেদনা, কণ্ড, পৈচ্ছিল্য, করকরিকা অশ্রু ও রক্তিমাবর্ণ অল্প পরিমাণে থাকিয়া অক্ষি পাকের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঘননেত্র ও পিঞ্জোড়িকা হইলে রোগী কায় ও শিরোবিরেচন দ্বারা সংশোধিত হইলে চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অঞ্জন ত্রিবিধ, যথা, লেখন, রোপণ, ও দৃষ্টি প্রসাদন, তন্মধ্যে কষায়, অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য দ্বারা লেখনাঞ্জন, তিক্তদ্রব্য দ্বারা রোপণাঞ্জন এবং স্বাদু শীতল দ্রব্য দ্বারা দৃষ্টি প্রসাদন অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে শলাকাদ্বারা অঞ্জন দেওয়া যায় উক্ত শলাকা দশ অঙ্গুল পরিমিত, মধ্যদেশ সূক্ষ্ম এবং মুখ প্রদেশে কুন্দ, জাতী, ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের মুকুলের ন্যায় হওয়া আবশ্যক।

লেখন কার্য্যে তাম্রময় শলাকা রোপণ কার্য্যে কৃষ্ণ লৌহময় শলাকা ও দৃষ্টি প্রসাদন কার্য্যে অঙ্গুলি সদৃশ স্বর্ণ ময় বা রৌপ্যময় শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিণ্ড, রসক্রিয়া ও চূর্ণ, এই ত্রিবিধ উপায়ে অঞ্জন কল্পিত হয়। তন্মধ্যে অধিক দোষে পিণ্ড মধ্য দোষে রসক্রিয়া এবং অল্প দোষে চূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিয়া অঞ্জন লিপ্ত শলাকা চক্ষুর মধ্যে সঞ্চালন করিবে এবং চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জিত হইলে উক্ত শলাকা চক্ষুঃ পত্রেও সঞ্চালন করিবে। এইরূপে অঞ্জন প্রয়োগ করা হইলে কিছু কাল আর ব্যাধি দোষ ও ঋতুর উপযোগী জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে। তদনন্তর বাম চক্ষের উপরিস্থ পত্র আকর্ষণ করিয়া বস্ত্রযুক্ত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগস্থ পত্র আকর্ষণ করিয়া পরিস্কৃত করিবে।

রাত্রিকালে নিদ্রা, মধ্যাহ্ণে পানাহার ও সূর্য্য কিরণের দ্বারা বর্দ্ধিত উৎপীড়িত দোষে চক্ষুরোগ জন্মে। সুতরাং উহার শান্তির জন্য প্রাতঃকালে অপরাহ্ণে মেঘাগমে ও সূর্য্যোত্তাপে সর্ব্বদা অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অঞ্জন প্রয়োগ করিলেও যদি কণ্ডূ ও জড়তা প্রশমিত না হয় তাহা হইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ধূম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু উল্লিখিত তীক্ষ্ণ অঞ্জন দ্বারা চক্ষুতে জ্বালা উপস্থিত হইলে শীঘ্র শীতল অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

নিম্নলিখিত অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ করা উপযুক্ত নহে। যথা, ভীত, বান্ত, (যাহাকে বমন করান হইয়াছে) বিরিক্ত (যাহাকে দাস্ত করান হইয়াছে) সদ্যঃ ভুক্ত, বেগযুক্ত দোষ যুক্ত ক্রুদ্ধ, নবজ্বরী সূর্য্য প্রভৃতি তীক্ষ্ণ বস্তু দর্শন করণ জনিত চক্ষুরোগ গ্রস্ত শিরোরোগ ও শোষ দ্বারা পীড়িত জাগরিত অম্বুস্পর্শ শিরঃস্নাত ধূম মদ্যপান কারী, অজীর্ণ গ্রস্ত সূর্য্যসন্তপ্ত, দিবাসুপ্ত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না।

তর্পণ প্রয়োগ।

প্রথমতঃ রোগীকে কষায় ও শিরো বিরেচক দ্রব্য পান করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ নিঃসারিত করিয়া দিবে। তদনন্তর প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে নির্ব্বাত স্থানে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তর্পণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পিষ্টযব ও মাষকলাই দ্বারা চক্ষুর কোনের বহির্ভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত উন্নত সমান ও দৃঢ় একটি আলবাল প্রস্তুত করিবে। পরে উহা দ্রব হইলে আলবাল মধ্যস্থিত নিমীলিত চক্ষুর পত্রাগ্র পর্য্যন্ত উক্তস্থত পূরণ করিবে, কিন্তু রাত্র্যন্ধ, বাতরোগ তিমির ও কৃচ্ছ্র রোগ প্রভৃতিতে প্রয়োগ না করিয়া বসা প্রয়োগ করাণ, বিজ্ঞচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

তর্পণ।

চক্ষুরোগ বিনাশার্থ ঘৃত পদাগ্র পর্য্যন্ত পূরণ করিয়া চক্ষুঃ শনৈঃ শনৈঃ উন্মেষণ করিবে। উক্ত ঘৃত চক্ষুতে ধারণ করিয়া বর্ত্মগত রোগে শতমাত্রা পর্য্যন্ত সন্ধিগতরোগে তিনশত মাত্রা শুক্রমণ্ডলগত রোগে পাঁচশত মাত্রা কৃষ্ণ মণ্ডলগত রোগে সাতশত মাত্রা বাতে দশশত মাত্রা পিত্তে ছয়শতমাত্রা সুস্থবৃত্তে ও কফে পঞ্চশত মাত্রা কাল স্নেহ ধারণ করিবে। তদনন্তর অল্লাদির নিকটস্থ আলবালে একটি ছিদ্র করিয়া পাত্রান্তরে স্নেহ গ্রহণ করিবে। অনন্তর রোগীকে ধূমপান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন রোগী আকাশ ও ভাস্কর পদার্থ দর্শন করিবে না। এই প্রকারে বাতজনিত রোগে প্রত্যহ পিত্তজরোগে একদিন অন্তর এবং কফজনিত রোগে ও সুস্থাবস্থায় দুই দিবস অন্তর চক্ষুর তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত স্নেহ ধারণ করিলে চক্ষুর উন্মীলনক্ষমতা, স্বাস্থ্য, বৈশদ্য ও লঘুতা জন্মে। পরন্তু সম্যক্ তৃপ্তি না হইলে উক্ত লক্ষণের বিপর্য্যয় ঘটে এবং অতি তৃপ্তি হইলে শ্লেষ্মজ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুটপাক বিধি।

পূর্ব্বোক্ত পক্ষকোপ প্রভৃতি চক্ষুরোগে পুটপাকও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাতজনিত রোগে স্নেহন পুটপাক, বাতশ্লেষ্ম রোগে লেখন পুটপাক প্রয়োগ করিবে এবং চক্ষুর দৌর্ব্বল্য ও বাত, পিত্তজনিত চক্ষুরোগে রক্ত এবং সুস্থাবস্থায় প্রসাদন পুটপাকে প্রয়োগ করিবে।

মাংস এবং জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত উপায়ে ত্রিবিধ পুটপাক সাধন

করিবে। যথা, স্নেহন পুটপাক করিতে হইলে ঔষধপিণ্ড এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপনপূর্ব্বক ধবকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে পুটপাক দিবে। এই প্রকার লেখন পুটপাকার্থ ঔষধ বটপত্রে বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপন পূর্ব্বক ধবকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে পাক প্রদান করিবে এবং প্রসাদন পুটপাকার্থ ঔষধ পিণ্ড পদ্মপত্রে বেষ্টন করিয়া গোময়াগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং উক্তপিণ্ড রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে গ্রহণ করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে উহার বেষ্টনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রস গ্রহণ করিবে এবং উক্ত রস তর্পণবৎ প্রয়োগ করিবে।

লেখন পুটপাক শত মাত্রা কাল, স্নেহন পুটপাক দুই শত মাত্রাকাল এবং প্রসাদন পুটপাক তিন শত মাত্রাকাল ধারণ করিবে এতদ্ভিন্ন লেখন ও স্নেহন পুটপাক ঈষদুষ্ণাবস্থায় এবং প্রসাদন পুটপাক শীতলাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্নেহন ও লেখন পুটপাক প্রয়োগের পর ধূমপান করা উচিত, উক্ত ত্রিবিধ পুটপাকই তর্পণবৎ চক্ষুর তৃপ্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে চক্ষুরুন্মীলনের শক্তি প্রভৃতি জন্মে। সম্যক্ তৃপ্তি না হইলে উহাদের বিপরীত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। অতি তৃপ্তি হইলে কফজনিত রোগ সমূহ জন্মিয়া থাকে।

নস্য প্রয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিকে তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করিবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাকাদি প্রয়োগ করিবে, তাহার দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত হিতকর পথ্য সেবন করা কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীআশুতোষ কবিরঞ্জন কবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদরত্নাকরে
ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শিরাবাধাধিকার শিরোত্থাপন।

অথ স্নিগ্ধতনুঃ স্নিগ্ধরসান্নপ্রতিভোজিতঃ।
প্রত্যাদিত্যমুখং স্বিন্নোজানূচ্ছাসনসংস্থিতঃ॥
মৃদুপট্টান্তকেশান্তো জানুস্থাপিতকূর্পরঃ।
অঙ্গুষ্ঠগর্ভমুষ্টিভ্যাং মন্যে গাঢ়ং নিপীড়য়েৎ॥
দন্ত সংপীড়নোৎকাসগণ্ডাধ্মানানি চাচরেৎ।
পৃষ্ঠতোযন্ত্রয়েচ্চৈনং বস্ত্রমাবেষ্টয়েন্নরঃ॥
কন্ধরায়াং পরিক্ষ্যাপ্য ন্যস্যান্তর্ব্বামতর্জ্জনীম্।
এবমুত্থাপ্য বিধিনা শিরাং বিধ্যেচ্ছিরোগতম্॥

নেত্ররোগীকে কৌম্ভ ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করতঃ শিরাভেদ করিয়া রক্ত মোক্ষণ দ্বারা চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহা নেত্ররোগাধিকারে উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই নিয়মানুসারে প্রথমতঃ রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া স্নেহপাক মাংসাদির সহযোগে অন্ন আহার করিতে দিবে। পরে যথা নিয়মে সেক প্রদান করিয়া রোগী সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিবেন এবং দীর্ঘাকার কেশ থাকিলে মৃদু বস্ত্রদ্বারা উহা বন্ধন করিয়া জানুদ্বয়ের উপর কূর্পর স্থাপন করিবে। তদনন্তর চিকিৎসক মুষ্টি দ্বারা রোগীর মস্তকস্থ শিরাদ্বয় বিশেষ রূপে মর্দ্দন করিবে এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, কাস বা বায়ুদ্বারা রোগীর মুখ পূর্ণ করিবে। পরে পরিচারিকা পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া রোগীর গ্রীবাদেশ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দ্দন করিতে থাকিবে। তদনন্তর চিকিৎসক বিধিপূর্ব্বক মস্তকস্থ শিরা ভেদ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবেন। ইহা দ্বারা নেত্ররোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সুখে উপবেশন কারী, অঙ্গুষ্ঠ গর্ভ মুষ্টিবদ্ধ রোগীর সেব্যস্থানের চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে পট্টী বন্ধন করতঃ রোগীর বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া হস্তস্থিত শিরাবদ্ধ করিবেন।

রোগীর পদদ্বয় উত্তমরূপে রক্ষিত হইলে জানুসন্ধির নিম্নস্থান হইতে গুলফ প্রদেশ পর্য্যন্ত (পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত) হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং উক্ত মর্দ্দিত চরণের উপরে অপর আকুঞ্চিত চরণ স্থাপন করিয়া হস্তের শিরাবিদ্ধবৎ বেধক যোগ্য স্থানের চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে কোমল বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া চিকিৎসক পদ প্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিবেন। যে সকল স্থানের শিরা বেধের বিষয় উক্ত হইল না, সেই সকল স্থানের শিরা উক্ত নিয়মানুসারেই বিদ্ধ করিবে।

অস্ত্রচিকিৎসক বেধনযোগ্য স্থান নির্ণয় করিয়া ব্রীহিমুখশস্ত্র, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক অপর হস্ততল বিদ্ধ স্থানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া শস্ত্র পাত করিবেন। করতল স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে, উহাতে শস্ত্র বিদ্ধজনিত রক্ত উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে পারে না।

কুঠারিকা দ্বারা কোন স্থান ছেদন করিতে হইলে বামহস্ত দ্বারা কুঠারিকা ছেদ্য স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ মূলে প্রদান করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা কুঠারিকা আঘাত করিবে।

যে যে স্থানে মাংস অধিক পরিমাণে আছে, সেই স্থানে ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা এক যব প্রমাণ বিদ্ধ করিবে এবং অস্থির উপরিস্থিত শিরা সকল কুঠারিকা দ্বারা অর্দ্ধযব পরিমাণে বিদ্ধ করিয়া দিবে।

শিরা ছেদ করিলে যদি সম্যক্ রূপে রক্ত স্রাব না হয়, তাহা হইলে বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল শুঠ, হরিদ্রা, তগরপাদিকা, গৃহধূম, সৈন্ধব লবণ ও তৈল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া বিদ্ধ স্থানে মর্দ্দন করিতে দিবে। যদি উপযুক্ত রূপে রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈলের সহিত সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বিদ্ধস্থানে পূর্ব্বোক্ত রূপে মর্দ্দন করিবে যদি উপযুক্ত রূপে রক্তস্রাব না হয় এবং রোগী অধিকতর বলবান থাকে, তাহা হইলেও পুনর্ব্বার এক প্রস্থের অধিক রক্তস্রাব করিবে না, কারণ অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে বাত জনিত অতি ভয়ঙ্কর রোগ সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অঙ্গে তৈলাদি মালিশ আহারার্থ মাংসের যূষ, দুগ্ধ ও জীবিত প্রাণির রক্ত ব্যবস্থা করিবে।

উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে ক্ষতস্থান হইতে শনৈঃ শনৈঃ অস্ত্র অপনয়ন করিয়া ক্ষতস্থান শীতল জলদ্বারা ধৌত করিবে এবং তৈলাক্ত বস্ত্রদ্বারা শিরার মুখ রুদ্ধ করিবে।

সম্যক্‌রূপে রক্তমোক্ষণ না হইলে সন্ধ্যাকালে বা পর দিবসে পুনর্ব্বার রক্তমোক্ষণ করিবে। অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে যাহাতে রক্ত রুদ্ধ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে অর্থাৎ লোধ, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, মাষকলাই যষ্টিমধু, গৈরিক, আধালী, রসাঞ্জন, বস্ত্রভস্ম এবং ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং পদ্মকাদিগণোক্ত দ্রব্য দ্বারা শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, অথবা বিদ্ধস্থানের কিঞ্চিৎ অন্তর পুনর্ব্বার শিরা বিদ্ধ করিবে, কিম্বা অনতিবিলম্বে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা শিরামুখ দগ্ধ করিয়া দিবে।

রক্ত দূষিত হইলেও অধিক পরিমাণে রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা কিছু অবশিষ্ট দূষিত রক্ত থাকিবে, পরে রোগী সবল হইলে শৃঙ্গাদি দ্বারা উহা বাহির করিয়া ফেলিবে: এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যেন মর্ম্মস্থানের শিরা কোন রূপেই বিদ্ধ করা না হয়।

যোড়শ বৎসরের ন্যূন এবং সপ্ততি বৎসর অতীত ব্যক্তির শিরাবিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এতদ্ব্যতীত অস্নিগ্ধ, অস্বেদ্য, অতি স্বেদিত বাতরোগী, গর্ভিণী, প্রসূতি, অজীর্ণ রক্তপিত্তীয়, কাস ও শ্বাস রোগী, স্নেহপিত্ত, পঞ্চকার্য্য দ্বারা, বিশুদ্ধ, অযস্তি ও অনুষ্মিত ব্যক্তিদিগের শিরাবিদ্ধ করিবে না এবং কোন স্থানে বক্রভাবেও শিরাবিদ্ধ করিবে না। পরন্তু অতিশীত, অত্যুষ্ণ, অতিবাত ও অতি মেঘাচ্ছন্ন সময়ে শিরাবিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু কোন সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে উল্লিখিত সময়ে শিরাবিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রক্তস্রাব হইলে নাতিউষ্ণ, নাতিশীতল, লঘু অগ্ন্যুদ্দীপক ও হিতকর অন্ন এবং পানীয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই সময়ে চিকিৎসক অতি সাবধানতার সহিত রোগীর শোণিত ও জঠরাগ্নি রক্ষা করিবেন এবং রোগীকে একমাস পর্য্যন্ত অথবা শরীরে বল সঞ্চয় হওয়া পর্য্যন্ত হিতকর আহার প্রদান করিবেন।

বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ।

বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতা, রোগীর ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে ইচ্ছা, অব্যাহতশক্তি, পুরীষাদির সম্যক্ প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য ও বল সঞ্চয়, এই সমস্ত বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাল রোগ নিদান।

বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ।
ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ॥
স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলা পিত্তরোগবান্।
তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্।
কফদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্।
নিদ্রান্বিতো জড়ঃশূনো শুক্লাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ॥
দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং রূপং সর্ব্বজত সর্ব্বলক্ষণং।
শিশোস্তীব্র মতীব্রাঞ্চ রোদনাল্লক্ষয়ে রুজং॥

শিশু, বাতদুষ্ট-স্তন্য পান করিলে, বাতরোগাক্রান্ত ক্ষীণস্বর, ও কৃশাঙ্গ হয় এবং তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গমনে কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে দুগ্ধ পিত্ত দুগ্ধ পান করিলে, ঘন মলভেদ তৃষ্ণা গাত্রসন্তাপ কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কফ দুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে ঘর্ম্ম মলোস্তেদ তৃষ্ণা গাত্রসন্তাপ কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে লালাস্রাব শ্লৈষ্মিক পীড়া নিদ্রা জড়তা শূল দুধ তোলা ও চক্ষুর শুক্লবর্ণতা হয়। দ্বিদোষ দুষ্ট দুগ্ধ পানে দুই দোষের এবং ত্রিদোষ দুগ্ধ পানে তিন দোষের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। বালকেরা কথা কহিয়া রোগের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব তাহাদের ক্রন্দন অনুসারে রোগের আধিক্য বাতাল্প লক্ষ্য করিবে।

কুকূণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামক্ষিবর্ত্মনি।
জায়তে তেন তন্নেত্রে কণ্ডুরক্ প্রবেশ্ম দুঃ॥
শিশুঃ কর্য্যাল্ললাটাক্ষি কূটনানাবঘর্ষণং।
শক্তো নার্ক প্রভাংদ্রষ্ট্যং ন চর্ম্মোন্মীলনক্ষমঃ॥

বিকৃত দুগ্ধ পান হেতু শিশুর চক্ষুর পাতার কুকূণক (কোঁথ) নামক রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে নেত্রকণ্ডু ও মুহুর্মুহুঃ স্রাব হয়। বালক, কপাল চক্ষুঃ ও নাসিকা ঘর্ষাকার; রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

মাতুঃ কুমারো গর্ব্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাসাগ্নিসাদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমঃ।
যুজ্যাতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যাচ তমাহুঃ পরিগর্ব্ভিকং॥
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ যুঞ্জ্যাত্তত্রাগ্নিদীপনং॥

গর্ভবতী জননীর স্তন্য দুগ্ধ অধিক পান করিলে কাস অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা অরুচি ভ্রম ও উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পরিগর্ব্ভিক বা পরিভব। চলিত ভাষায় ইহাকে এঁড়েলাগা কহে, এই রোগে অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তালুমাংসে কফঃ ক্রুদ্ধঃ কুরুতে তালুকণ্টকং।
তেন তালু প্রদেশস্য নিম্নতা মূর্দ্ধি জায়তে॥
তালুপাতঃ স্তনদ্বেষঃ কৃচ্ছ্রাৎ পানয় শকৃচ্ছ্রবং॥
তৃড়ক্ষিকণ্ঠস্যরুজা গ্রীবাদুর্ব্বাহতা বমিঃ॥

শিশুর তালুমাংসে কফ ক্রুদ্ধ হইয়া তালু কণ্টক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তকের তালু প্রদেশ বসিয়া যায় এবং অভ্যন্তর ভাগে তালুর অধঃপতন, স্তন্য পানে দ্বেষ ও অতি কষ্টে স্তন্য পান হয়। এতদ্ব্যতীত তরল মলভেদ পিপাসা বক্ষঃ কণ্ঠ ও মুখে বেদনা দুধতোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিসর্পস্তু শিশোঃ প্রাণনাশনো বস্তিশীর্ষজাঃ।
পদ্মবর্ণো মহাপদ্মনামা দোষত্রয়োদ্ভবঃ।
শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াদ্বা গুদং ব্রজেৎ।
ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতে তজগল্যাহি পুতনে॥

শিশুদিগের মস্তকে ও বস্তিদেশে রক্তপদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নামক এক প্রকার সান্নিপাতিক বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণনাশক। মস্তকজাত বিসর্প শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয়ে এবং হৃদয় হইতে গুহ্যে আইসে, এই প্রকারে বস্তিজাত বিসর্প ও গুহ্যদেশে গুহ্য দেশ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে গমন করে। শিশুদিগের অজাত্রী ও অহিপূতন নামে আর দুইটী রোগ হইয়া থাকে। উহাদের লক্ষণ ক্ষুদ্র রোগাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

জরাদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে মহান্তোয়ে পুরেরিতাঃ।
বালদেহেঽপি তে তদ্বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈঃ সদা॥

পূর্ব্বে জরাদি যে সকল প্রবল ব্যাধি উল্লিখিত হইয়াছে, বালকদেহেও সেই সমস্ত হইয়া থাকে; তাহাদের লক্ষণও তদ্বৎ।

ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাত্রস্যতি রোদিতি।
নখৈর্দন্তৈর্দারয়তি ধাত্রীমাত্মানমেব বা॥
ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে দন্তান্ খাদেৎ কূজতি জৃম্ভতে।
ভ্রুবৌ ক্ষিপতি দন্তৌষ্ঠং ফেনং বমতি চাসকৃৎ॥
ক্ষামোঽতি নিশিজাগর্ত্তি শূণাক্ষোভিন্ন বিট্‌স্বর।
মাংসশোণিতগন্ধাশ্চ ন চাশ্নাতি যথা পুরা॥
সামান্যং গ্রহ দুষ্টানাং লক্ষণং সমুদাহৃতং॥

শৌচভ্রংশাদি কারণে কন্দাদি নয় প্রকার গ্রহ বালকদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রহ পীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত নখাদি দ্বারা ধাত্রীকে বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া থাকে কখন দাঁত কিড়মিড় করে, কখন কোঁথায় কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গ করে, কখন বা দন্ত ওষ্ঠ কামড়ায় এবং বারম্বার ফেন বমন করে অতি ক্ষীণ হয়, রাত্রিতে ঘুমায় না, তাহার চক্ষুঃ স্ফীত মলভাঙ্গা ও স্বর ভঙ্গ হইয়া থাকে গাত্রাদিতে রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিতে পারে না। পূর্ব্বের এই গুলি গ্রহপীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

একনেত্রস্থ গাত্রস্থ স্রাবঃ স্পন্দন কম্পনং।
ঊর্দ্ধদৃষ্ট্যা নিরীক্ষেত বক্রাস্যো রক্তগন্ধিকঃ॥
দন্তান্ খাদতি বিখস্তঃ স্তন্যং নৈবাভিনন্দতি॥

এক্ষণে বিশেষ বিশেষ গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ কথিত হইতেছে। স্কন্দ গ্রহপীড়িত বালকের লক্ষণ এই বাম বা দক্ষিণ কোন এক চক্ষু দিয়া বালুস্রাব, গাত্রেঘর্ম্ম, অধিক বা অল্প কম্পন, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, মুখের বক্রতা শরীরে রক্তগন্ধ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, শিথিলতা, স্তন্য পানে বিরতি ও অল্প ক্রন্দন করে।

স্কন্দ গ্রহগৃহীতানাং রোদনকালমেব চ।
নষ্টসংজ্ঞো বমেৎ ফেনং সংজ্ঞাবানস্তি রোদিতি॥
পূয় শোণিত গন্ধিত্বং স্কন্দাপস্মার লক্ষণং।

স্কন্দাপস্মার গ্রহ পীড়িত বালক, মূর্চ্ছিত হইয়া ফেন বমন করে, মূর্চ্ছাপনোদন হইলে রোদন করিতে থাকে। তাহার গাত্র হইতে পূতি গন্ধ নির্গত হয়।

ত্রস্তাঙ্গো ভয় চকিতোবিহঙ্গ গন্ধিঃ
নানাস্রাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ কদাহ পাকৈ।
বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুণ্যা॥

শকুনীগ্রহ পীড়িত শিশু শিথিলাঙ্গ ভয় চকিত পক্ষিগন্ধযুক্ত স্রাবান্বিত ব্রণ দ্বারা ব্যাপ্ত শরীর এবং দাহ ও পাকযুক্ত স্ফোটক দ্বারা আকীর্ণ দেহ হয়।

ব্রণৈঃ স্ফোটৈশ্চিতং গাত্রং পঙ্কগন্ধং প্রবেদহক্।
ভিন্নচর্চ্চা জ্বরী দাহী রেবতী গ্রহ লক্ষণং॥

রেবতী গ্রহপীড়িত শিশুর শরীর পঙ্কগন্ধ বিশিষ্ট এবং ব্রণ ও স্ফোটক দ্বারা আকীর্ণ হয়, ঐ ব্রণ ও স্ফোটক হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। তরল মলভেদ, জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়।

অতীসার জ্বরতৃষ্ণা তির্য্যক্ প্রেক্ষণ রোদনং।
নষ্ট নেত্রস্তথোদ্বিগ্নো গ্রস্তঃ পূতনয়া শিশুঃ॥

শিশু, পূতনাগ্রহ পীড়িত হইলে অতীসার জ্বর তৃষ্ণা বক্রদৃষ্টি রোদন নিদ্রানাশ ও উদ্বিগ্নচিত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দিকাসো জ্বরস্তৃষ্ণা বসাগন্ধোঽতিরোদনং।
স্তন্যদ্বেষোঽতিসারশ্চ অন্ধঃ পূতনয়া ভবেৎ॥

বমি, কফজ্বর তৃষ্ণা গাত্রে বসাগন্ধ অতি-রোদন স্তন্য দ্বেষ ও অতিসার এই গুলি অন্ধ পূতনা গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

বেপতে কাসতে ক্ষীণো নেত্ররোগো বিগন্ধিতা।
ছর্দ্দ্যতীসারযুক্তশ্চ শীতপূতনয়া শিশুঃ॥

শীতপূতনা গ্রহ পীড়িত শিশুর কম্প কামল দেহের ক্ষীণতা নেত্ররোগ বিগন্ধিতা বমি ও অতিসার এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

প্রসন্ন বর্ণবদনঃ শিরাভিরভিসংবৃতঃ।
মূত্রগন্ধী চ বহ্বাশী মুখমুণ্ডিতিকা গ্রহী॥

মুখ তুণ্ডিকাগ্রহ পীড়িত বালকের বর্ণ ও উজ্জল শরীর শিরাজাল ব্যাপ্ত ও মূত্রগন্ধযুক্ত হয়। এই বালক বহু ভোজী হইয়া থাকে।

ছর্দ্দিস্পন্দনকণ্ঠাস্যশোষমূর্চ্ছা বিগন্ধিতা।
ঊর্দ্ধং পশ্যেদ্দশেদ্দন্তান্ নৈগমেষং গ্রহং বদেৎ॥

নৈগমেষ গ্রহজুষ্ট বালকের বমন কম্পন, কণ্ঠ ও মুখশোষ মূর্চ্ছা বিগন্ধি ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বালরোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠবচাভয়াব্রাহ্মী কনকং ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
বর্ণায়ুঃ কান্তি জননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ॥

কুড়, বচ, হরীতকী ব্রাহ্মীশাক ও স্বর্ণভস্ম, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শিশুর বর্ণ আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ যুক্তিপূর্ব্বক লঘু পাক করিয়া শিশুকে পানার্থ প্রদান করিবে।

তর্কু্র অধস্থিত গুড়িকা উত্তপ্ত করিয়া সর্ষপ তৈলে আপ্লুত করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল শিশুকে পান করাইলে উহার উল্বণ অর্থাৎ কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা অপনীত হয়।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ স্তন্য-দুগ্ধের সহিত পান করিলে উল্বণ অর্থাৎ শিশুর কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা দূরীভূত হয়।

মৃত্তিকাপিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ পিণ্ড উষ্ণ থাকিতে শিশুর নাভি-প্রদেশে স্থাপন করিলে নাভিস্থ শোথের শান্তি হয়।

হরিদ্রা লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য গুলির সহযোগে তৈলপাক করিয়া লইবে। উক্ত তৈল নাভিপ্রদেশে মালিশ করিলে নাভি পাক প্রশমিত হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে আপাঙ্গের মূল গ্রহণপূর্ব্বক জঘনও কক্ষ স্থানে বন্ধন করিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ অপনীত হয়।

ছাতিম পুষ্প, মরিচ ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া পান করিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ নিবা-রিত হয়।

ভাতের সহিত তণ্ডুল পেষণ করিয়া কলার পাতে স্থাপনপূর্ব্বক কুশদ্বারা বন্ধন করিবে। তদনন্তর অঙ্গার অগ্নিতে উহা দগ্ধ করিলে অহি-তুণ্ডিকা প্রশমিত হয়।

শৃগালের নাসিকা, কাকের জিহ্বা ও বরাহের নাভি, কাংস্য ধাতু, পারদ, সর্পবিষ, সোনাবেঙ্গের বামজঙ্ঘাস্থি. এই সমস্ত দ্রব্য পৃথক্ রূপে বা সমস্তে গ্রীবা বা কটিতে ধারণ করিলে অহিতু-ণ্ডিকা রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ঘুর্ঘুরিকা কীটের বুক, মরিচ ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অনামক রোগ প্রশমিত হয়।

শিশুর তালু প্রদেশে তৈল মালিশ করিয়া ছাতিমের ক্ষীর ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া তালুতে মাখাইয়া দিলে অনামক রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শিশুর গাত্রে নবনীত মাখাইয়া কুকুর দ্বারা লেহন করাইয়া স্ফোটক

পত্রের রস গাত্রে মাখাইলে অনামক রোগ বিনষ্ট হয়।

তিল তৈল, এক ভাগ, গোমূত্র দুই ভাগ, শিমপাতার রস ২ ভাগ ও দুগ্ধ চারিগুণ এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল বালকের গাত্রে সর্ব্বদা মালিশ করিলে অনামক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আকন্দের তূলা ও মেষ রোম কেশুত্যার রসে আপ্লুত করিয়া গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত তূলা ও রোম দ্বারা বস্ত্রের সহযোগে বর্ত্তি তৈলাক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া তদুপরি কলার পত্র দ্বারা ধারণ করিলে যে কজ্জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই কজ্জল শিশুর অঙ্গের চতুর্দ্দিকে লেপন করিয়া দিলে অনামক রোগ নিবারিত হয়।

ও কোদ শালিকাতে চালনী করে নীচে শিশুকে স্থাপন করিবে। তদনন্তর ঐ চালনী-করে উপরে গোমূত্র নিক্ষেপ করিয়া বালককে স্নান করাইলে অনামক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জ্বর প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা কালে যে সমস্ত ঔষধই হউক অল্প পরিমাণে বালরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একমাস বয়স্ক বালককে ১ রতি পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত এবং উক্ত ঔষধ মধু চিনী বা ঘৃতের সহিত অবলেহন রূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বালকের ঔষধ মাসে মাসে এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে এবং বৎসরান্তে দুই আনা করিয়া ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রাদি কষায়, যষ্টি-মধু, সিংহী, ও শক্র (ইন্দ্রযব) এই দ্রব্য গুলি সমভাগে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ শিশুকে পান করাইলে জ্বর ও অতিসার বিনষ্ট হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকা।

মুথা, পিপুল, অরুণা (আতুষ) ও কাঁকড়া শৃঙ্গী, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত শিশুকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জ্বর, অতিসার, কাস, শ্বাস ও বমি প্রশমিত হয়।

ধাতক্যাদি।

ধাই ফুল, বেলশুঁঠ ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব, ও বালব, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে বাল-কের জ্বর অতীসার ও বমন রোগ নিবারিত হয়।

হরিদ্রা, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, শ্রেয়সী (গজ-পিপুল) বৃহতী, কণ্টিকারী, পৃশ্নিপর্ণী ও শুলফা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী বাত জনিত শূল, কামলা, জ্বর, অতীসার, পাণ্ডু ও শোথ প্রশমিত হয়।

মেষী, পিপুল, রসাঞ্জন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খৈ ও মরিচ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন, কাস ও জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কাকঁড়া শৃঙ্গী, শিঙ্গড়া, মুথা ও অম্ভোজ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত শিশুকে সেবন করিতে দিবে ইহার দ্বারা কাস, জ্বর ও বমন রোগের শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন একমাত্র আতুষ চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রার মধুর সহিত সেবন করিলে ও উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

যে শিশু স্তন্য পান করিতে করিতে বমন করে, তাহাকে বৃহতীও কণ্টিকারী ফলের সার ঘৃত ও মধুর সহিত কিম্বা পঞ্চকোল চূর্ণ ঘৃত মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

আম্রাস্থি খৈ ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বমনরোগ নিবারিত হয়।

পিপুল, মরিচ চূর্ণ মধু ও চিনী ছোলঙ্গনেবুর রসের সহিত শিশুকে পান করিতে দিবে, ইহার দ্বারা হিক্কা ও বমনরোগ বিনষ্ট হয়।

ঝাপি ট্যাপারী, আকনাদের মূল জামের ছাল ও আমের ছাল ইহাদের কোন একটি পদার্থ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। উক্ত পিণ্ড শিশুর হৃদয় নাভি ও ভাল প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করিলে বমনও অতিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত শিশুকে সেবন করিতে দিবে। ইহার দ্বারা অতিসার রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল লোধ ও অনন্তমূল, ইহাদিগের ক্বাথ মধুর সহিত শিশুকে পান করাইলে অতি তীব্র অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুঁঠ, আতুষ, বালা পাতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদিগের ক্বাথ শিশুকে প্রাতঃকালে পান করাইলে সর্ব্ব প্রকার অতীসারে নিবারিত হইয়া থাকে।

বরাহক্রান্তা ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শুকশিম্বী এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া যথা প্রয়োজন তণ্ডুল জলের সহিত সাগু পাক করিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার অতীসারের শান্তি হইয়া থাকে।

বেলশুঁঠ ও আম্র বৃক্ষের ছাল, এই উভয় পদার্থের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত খৈ চূর্ণ ও চিনী মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বমন ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

প্রিয়ঙ্গু ও বদরাস্থি মুথা ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বমি, পিপাসা ও অতিসার নিবারিত হয়।

মোচ রস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর এই সমস্ত বস্তুর সহযোগে উপযুক্তত ণ্ডুলের দ্বারা যবাগূ পাক করিয়া বালককে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তাতীসার অপনীত হয়।

কৃষ্ণ তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া তৈল, চিনী ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বালককে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল রক্তস্রাব ও প্রবাহিকার শান্তি হয়।

খৈ চূর্ণ ও যষ্টিমধু চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চিনী ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুল জলের সহিত শিশুকে পান করিতে দিবে। উহার দ্বারা প্রবাহিকা রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ওকড়ার মূল অথবা বটের ঝুরি তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ করিয়া বালককে পান করাইলে অতীসার গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণজীরা ও ধুনা একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্রের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে উক্ত পদার্থ সেবন বা গুড়ের সহযোগে শ্বেত ধুনার চূর্ণ সেবন করাইলে শিশুর আমরক্ত শূল বিনষ্ট হয়।

মরিচ, শুঁঠ ও কুরচি ছাল, এই দ্রব্য গুলি ক্রমশঃ দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগ আশু নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচ রস, ও মুথা, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ শিশুকে পান করাইলে তিনদিবসের মধ্যে গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়। এই রূপ জাম ছালের রসের সহিত ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উল্লিখিত রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

বালকদিগের মলদ্বার পাকিলে পিত্তনাশক

ক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ রসাঞ্জন ভক্ষ্য ও প্রলেপ রূপে প্রয়োগ করিবে।

পিপুল, মরিচ ও ছোট এলাচী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চিনী, মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বালক দিগের মূত্র রোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবলবণ, বেলশুঁঠ, ছোট এলাচী, হিঙ্গু ও ব্রহ্মযষ্টির মূল এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অনাহ ও বাতজনিত শূল প্রশমিত হয়।

হরীতকী, বচ ও কুড়, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠের ছাল ও পত্রের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রলেপ প্রদান করিলে শিশুদিগের মুখপাক রোগ প্রশমিতহয়।

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে মুখপাক নিবারিত হয়।

সিজপত্রের রস জম্বীরের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের মুখপাক আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

লাবপক্ষী ও তিত্তিরি পক্ষীর শুষ্ক মাংস চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন বা ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের দন্তক্ষত নিবারিত হয়।

দন্তোদ্‌গম সময়ে শিশুদিগের নানাবিধরোগ বিশেষতঃ জ্বর, অতীসার, কাস, বমন ও মস্তক বেদনা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব দন্ত সকল সম্যক্ প্রকারে উত্থিত হইলে উল্লিখিত রোগ সকল আপনা হইতেই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। সুতরাং উল্লিখিত প্রকারে বালকদিগের রোগ জন্মিলে আহার ও আচরণের নিয়ম দ্বারা রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বেলছাল, শোনাছাল, পারুলছাল,ও গাম্ভারী ছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক জল ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত আদারস ও ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বালকদিগের হিক্কারোগ প্রশমিত হয়।

স্বর্ণ গৈরিকের চূর্ণ মধুরসহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বালকের হিক্কারোগ নিবারিত হয়।

রক্তচিতারমূল, আদা দন্তী ও আমলালাড়, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বালকদিগের শ্বাস কাস ও ও হিক্কা নিবারিত হয়।

কিস্‌মিস্ হরীতকী ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে লেহনপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

কুড়, আতুষ, কাঁকড়া শৃঙ্গী পিপুল, ও দুরালভা এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পঞ্চবিধ কাস নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

দাড়িম্ববীজ জীরা নাগেশ্বর এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চিনী ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম বাসিজলের সহিত শিশুকে পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন বটকাষ্ঠের অঙ্গার জলে আপ্লুত করিয়া রাখিয়া সেই জল মুখে ধারণ করিলে মুখ শোষ নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রার ছাল, মুথা ও গৈরিক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে লেপন করিলে শিশুদিগের চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি ভস্ম পিপুল, ও রসাঞ্জন এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত

বর্ত্তি চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব-প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

আলতা স্তন্যদুগ্ধের দ্বারা সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে এবং সর্ষপ তৈলও কাঁজির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ভাবনা প্রদান পূর্ব্বক দীপশিখায় উত্তপ্ত করিয়া সেই রস চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রদান করিলে বালকদিগের নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

শুঁঠ, ভৃঙ্গরাজ ও হরিদ্রা সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক সৈন্ধবের সহযোগে পুটপাক করিয়া লইবে। উক্ত ঔষধ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে লেপন করিয়া দিলে বালকদিগের অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুলিপ্ত শলাকা দ্বারা উক্ত চূর্ণ দ্বারা অঞ্জনরূপে প্রদান করিলে পোথকী নামক চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

সুদর্শনার মূল চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রদান করিয়া তুষাগ্নির দ্বারা সেক প্রদান করিলে অক্ষিরোগের শান্তি হয়।

গৃহধুম, হরিদ্রা, কুড়, অশ্বগন্ধা ও ইন্দ্রযব, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ প্রদান করিলে সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকারোগ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃত।

পাদ কল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণং পচেৎ।
ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্ ॥

ঘৃত চারিসের। অশ্বগন্ধা একসের কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং দুগ্ধ চল্লিশসের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। অনন্তর ঘৃত পুনঃ মৃদু-অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বালকদিগের শরীরের পোষণ ও বলবর্দ্ধন হইয়া থাকে।

বালচাঙ্গেরীঘৃত।

চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পি শ্ছাগক্ষীরসমং পচেৎ।
কপিত্থব্যোষ সিন্ধুত্থ সমঙ্গোৎ পলবালকৈঃ ॥
সবিল্ব ধাতকীমোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ।
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্ত বিশেষতঃ ॥

ঘৃত চারিসের, কদবেল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ সৈন্ধবলবণ বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং আমরুল শাকের রস ষোলসের প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত দুই আনা বা একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত শিশুদিগকে পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার অতিসার ও গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

কুমারকল্যাণ ঘৃত।

শঙ্খপুষ্পী বচাব্রাহ্মী কুষ্ঠং ত্রিফলয়াসহ।
দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা ॥
শঠী দুরালভা বিল্বং দাড়িম্বং সুরসঃ স্থিরঃ।
মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ, সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী ॥
এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈ র্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কষায়ে কাটকট্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে ॥
এতৎ কুমার কল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্।
বলবর্ণ করং ধন্যং পুষ্ট্যাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥
ছায়া সর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তগদাপহম্।
সর্ব্বাবালানামাময়হরং দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ ॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড়, হরীতকী আমলকী বহেড়া কিস্‌মিস্, চিনী, শুঠ, জীবন্তী, জিরা, শঠি, বেল-শুঠ, দাড়িম, তুলসীপত্র, শালপর্ণী মুথা, পুষ্কর-মূল, ছোটএলাচি ও গজপিপ্পলী এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে কণ্টি-কারীর রস ষোলসের ও দুগ্ধ ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃত দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত বালকদিগকে পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা পুষ্টি হয় এবং দন্তরোগ ও মন্দাগ্নি নিবারিত হইয়া থাকে।

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।

বচাকুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমপিবা।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥
ন পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি ভূতাবৈ ন চ মাতরঃ।
প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্ট মঙ্গলম্॥

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক শ্বেতসর্ষপ অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোল-সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া। ঘৃত গ্রহণ করিবে উক্ত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রদান করিলে বালকদিগের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং পিশাচ রাক্ষস ও ভূতগ্রহ উহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

লাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষারস সমং সিদ্ধং তৈলং মস্তুচতুর্গুণম্।
রাস্না চন্দন কুষ্ঠাব্দ শারগন্ধানিশাযুগৈঃ॥
বালানাং জ্বররোগঘ্ন নাভ্যঙ্গদ্বলবর্ণকৃৎ।

তিল তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামা-ইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা-হরিদ্রা একছটাক জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া সূচপত্রের মূল ও বালাপাতা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং রাস্না, রক্তচন্দন, পিপুল মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, কটকী ও হরেণু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং লাক্ষার ক্বাথ চারিসের দধির মাত ষোলসের উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলী-য়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈলে পুনঃ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মাষপর্ণী, মুণ্ডিতিকা, ও বালা,এই দ্রব্যগুলির অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ দ্বারা শিশুদিগকে স্নান করাইলে গ্রহজনিতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ছাতিমছাল হহুদ কুচ ও রক্তচন্দন এই দ্রব্য গুলি সমভাগে পেষণ করিয়া বালকদিগের গাত্রে লেপন করিলে গ্রহজনিত রোগ প্রশমিত হয়।

ছাতিমছাল, রসুন, মূর্ব্বামূল, সর্ষপ নিম্বপত্র বিড়ালেরবিষ্ঠা বিড়ালের রোম মেষের শৃঙ্গ বচ ও মধু এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বর গ্রহজনিত রোগ নিবারিত হয়।

শিশুর রোগ হইলে গ্রহ শান্তির নিমিত্ত বলি, শান্তি ও ইষ্টকর্ম্ম প্রভৃতি করিবে এবং "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ও গরুড়কে বলি প্রদান করিবে।

নন্দনার লক্ষণ।

প্রথম দিবসে, প্রথমমাসে প্রথম বৎসরে নন্দনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। নন্দনাক্রান্ত শিশুর এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে যথা জ্বর অনন্তর আৎকার ও স্তন্য দুগ্ধেদ্বেষ হয়।

নন্দনা মাতৃকার চিকিৎসা।

নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা দ্বারা একটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে এবং শুক্র তণ্ডুল শুক্রপুষ্প, শুক্রবর্ণের ধ্বজা সাতখানি প্রদীপ সাতটী স্বস্তিক সাতখানি স্বস্তিবাচক, সপ্তশষ্কুলিকা, জম্বুড়িকা, সপ্তমুস্তিকা, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, তাম্বুল, মৎস্য মাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চতুষ্পথের পূর্ব্বদিকে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রদান করিবে। তদনন্তর অশ্বত্থপত্র জলপূর্ণ কলসীতে নিক্ষেপ করিয়া উক্ত কলসীর জল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তৎপরে রসোন, শ্বেতসর্ষপ, মেষশৃঙ্গ, নিম্বপত্র ও শিব নির্ম্মাল্য এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া প্রজ্বালিত করিলে যে ধূম নির্গত হইবে সেই ধূম শিশুর গাত্রে সংলগ্ন করিতে থাকিবে এবং "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইহা পাঠ পূর্ব্বক শিশুর নাম গ্রহণ করিয়া ব্যাধিং হন হন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবে। এই প্রকারে তিনদিবস বলি প্রদত্ত হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এই প্রকারকরিলে বালকনন্দনা নামক মাতৃকার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।

সুনন্দার লক্ষণ।

দ্বিতীয় দিবসে, দ্বিতীয় মাসে বা দ্বিতীয় বৎসরে সুনন্দা নামক মাতৃকা বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত মাতৃকা গ্রহ কর্তৃক বালক আক্রান্ত হইলে জ্বর চক্ষুরুন্মীলিত ও শরাতে উদ্বেগ হয় এবং শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে না। সর্ব্বদা রোদন করে ও স্তন্য পান করেনা এবং শিশু আৎকার করিয়া থাকে।

সুনন্দা মাতৃকার চিকিৎসা।

একমুষ্টি তণ্ডুল, দধি ও ঘৃত, একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি শরাতে রাখিবে এবং গন্ধদ্রব্য তাম্বুল পীতপুষ্প, পীতবর্ণের ধ্বজা সাতখানি, প্রদীপ চারিটি স্বস্তিক, দশখানি মৎস্য, মাংস সুরা অগ্রভক্ত ও তিল চূর্ণ, ইহাদের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাত্রিযোগে চতুষ্পথের পশ্চিম দিকে বলি প্রদান করিবে। এই প্রকারে তিন দিবস বলি প্রদত্ত হইলে সন্ধ্যাকালে শঙ্খজল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য শ্বেতসর্ষপ বিড়াললোম, বেনারমূল, কেশ ও ঘৃত এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিয়া দিলে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইতে থাকিবে এবং "ওঁ নমোনারায়ণায়" ইহা পাঠপূর্ব্বক শিশুর নাম গ্রহণ করিয়া "ব্যাধিং হনহন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকের ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

পূতনার লক্ষণ।

তৃতীয় দিবসে তৃতীয় মাসে বা তৃতীয় বৎসরে পূতনানামক মাতৃকাবালকদিগকে আক্রমণ

করিয়া থাকে। পূতনাক্রান্ত শিশুর এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। শরীরে উদ্বেগ হয় স্তন্য পান করেনা, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে সর্ব্বদা রোদন ও উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকে।

মুখমুণ্ডিকার লক্ষণ।

চতুর্থ দিবসে, চতুর্থমাসে চতুর্থ বৎসরে মুখ মুণ্ডিকা নামক মাতৃকা কর্ত্তৃক বালকেরা আক্রান্ত হয়। উহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে জ্বর, গ্রীবা উর্দ্ধদৃষ্টি স্তন্যপানে অনিচ্ছা রোদন মুষ্টিবন্ধন ও শিশুর সর্ব্বদা শয়নেচ্ছা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

মুখমুণ্ডিকা মাতৃকার চিকিৎসা।

নদীর উভয় কূলস্থ মৃত্তিকা দ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং উৎপল পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বূল শুক্লবর্ণের দশখানি বস্ত্র চারিটী প্রদীপ ত্রয়োদশ স্বস্তিক,মৎস্য,মাংস, বস্ত্র সুরা ও অগ্রভুক্ত, এই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে চতুষ্পথের উত্তরদিকে বলিপ্রদান করিবে এবং "ওঁ নমো নারায়ণায় হনহন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিন দিবস উক্ত নিয়মে বলি প্রদত্ত হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই প্রকার নিয়ম আচরিত হইলে বালকের ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

কটপূতনার লক্ষণ।

পঞ্চম দিবস, পঞ্চমমাস বা পঞ্চমবৎসরে বালকগণ কটপূতনা নামক মাতৃকাদ্বারা আক্রান্ত হয়। উহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে শিশুর উদ্বেগ হস্তের মুষ্টিবদ্ধ এবং বালক মাতৃস্তন্য গ্রহণ করে না।

কটপূতনার চিকিৎসা।

কুম্ভকারের চক্র সংলগ্ন মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলী প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং গন্ধদ্রব্য তাম্বুল শুক্ল তণ্ডুল পঞ্চধ্বজা, শুক্লপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ ও পঞ্চ বটক এই দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া ঈশানকোণে যথাবিধি বলি প্রদান করিবে এবং শান্তি কুম্ভের জল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য সর্পের খোলস গুগ্‌গুলু নিম্বপত্র কেশ ও ঘৃত একত্র করিয়া অগ্নিসংযোগে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইবে এবং শিশুর নাম গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকস্য শিশোঃ ব্যাধিং বিচূর্ণয়" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। এইপ্রকার তিন দিবস করা হইলে শিশুর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শকুনিকার লক্ষণ।

ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠমাসে বা ষষ্ঠবর্ষে বালক বালিকাগণ শকুনিকা নামক মাতৃকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে জ্বর শরীরে বেদনা দিবা ও রাত্রিতে উপবেশন করিয়া থাকে এবং উর্দ্ধদৃষ্টি হয়।

শকুনিকার চিকিৎসা।

পেষিত তণ্ডুল দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং শুক্ল তণ্ডুল ও পীতপুষ্প গন্ধদ্রব্য তাম্বূল, প্রদীপ দশটী ধ্বজা দশখানি স্বস্তিক দশটি বনক দশটি, দুগ্ধ, জম্বুড়িকা, মৎস্য মাংস ও সুরা! এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া অগ্নি কোণে অপরাহ্ণ সময়ে বলিরূপে প্রদান করিবে এবং শিশুকে শান্তিকুম্ভের জল দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য রশুন গুগ্‌গুলু সর্পের খোলস, নিম্বপত্র ও ঘৃত একত্র দগ্ধ করিয়া ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইবে এবং "ওঁ নমোনারায়ণায় অমুকস্য শিশোঃ ব্যাধিং হনহন" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। এই প্রকার তিন দিবস ধূম ও বলি প্রদত্ত হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে শকুনিকা জনিত শিশুর রোগ অপনীত হয়।

শুষ্করেবতীর লক্ষণ।

সপ্তম দিবসে, সপ্তমমাসে বা সপ্তম বৎসরে বালকদিগকে শুষ্ক রেবতী নামক মাতৃকা আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে জ্বর শরীরে উদ্বেগ, হস্তের মুষ্টিদৃঢ় হয় এবং শিশু রোদন করিয়া থাকে।

শুষ্করেবতীর চিকিৎসা।

রক্তপুষ্প, শুক্লপুষ্প, গন্ধতাম্বুল, রক্ততণ্ডুল, কৃশরা, স্বস্তিক ত্রয়োদশ খানি, শস্কুলিকা ত্রয়োদশখানি, জম্বুড়িকা, মৎস্য, মাংস সুরা, ধ্বজা ত্রয়োদশখানি ও প্রদীপ পাঁচটি এই দ্রব্য গুলি অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তে পশ্চিমভাগে কোন একটি বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিরূপে প্রদান করিবে। তদনন্তর শান্তি কুম্ভের জলধারা শিশুকে স্নান করাইবে এবং গুগ্ গুলু মেষ শৃঙ্গ, সর্ষপ, বেনামূল কেশ ও ঘৃত একত্র করিয়া উহাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে। সেই ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইবে এবং ওঁ নমো নারায়ণায় দীপ্ত তেজসে হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপ তিন দিবস করা হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই প্রকার করিলে বালকের মঙ্গল হইয়া থাকে।

অট্যকার লক্ষণ।

অষ্টম দিবসে অষ্টম মাসে, বা অষ্টম বর্ষে অট্যকা নামক মতৃকা বালক দিগকে আক্রমণ করিলে এই সকল লক্ষণ হয়। যথা জ্বর গাত্রে গৃধ্র পক্ষীর গন্ধ ও পুতি গন্ধ হয়, শরীরে উদ্বেগ হয় ও আহার গ্রহণ করিবে না।

অট্যকার চিকিৎসা।

রক্ত ও পীত বর্ণের ধ্বজা, রক্তচন্দন, পুষ্প, শস্কুলী পর্প্প টিকা, মৎস্য, মাংসরস, সুরা, ও জম্বুড়িকা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে প্রান্তরে বলি প্রদাম করিবে। এবং "ওঁ নমো নারায়ণায় ত্রৈলোক্য বিদ্রাবণায়" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। এই প্রকার তিন দিবস করা হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহার দ্বারা বালকের রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সূতিকামাতৃকার লক্ষণ।

নবম দিবসে নবমমাসে বা নবমবর্ষে বালক বালিকাগণ সূতিকানামক মাতৃকা কর্তৃক আক্রান্ত হইলে জ্বর বমন ও বদ্ধ মুষ্টি হয়।

সূতিকামাতৃকার চিকিৎসা।

নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শুক্লবস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবে, এবং শুক্লপুষ্প, গন্ধতাম্বুল, শুক্লবর্ণের ধ্বজা ত্রয়োদশ খানি প্রদীপ ত্রয়োদশটি স্বস্তিক ত্রয়োদশখানি পুত্তলিকা ত্রয়োদশটী মৎস্য, মাংস ও সুরা এই দ্রব্য গুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রামের প্রান্তে উত্তর-দিকে বলিপ্রদান করিবে এবং শান্তি কুম্ভের জল দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া গুগ্ গুলু নিম্বপত্র গোশৃঙ্গ শ্বেতসর্ষপ ও ঘৃতের ধূম গ্রহণ করাইবে এবং ওঁ নমো নারায়ণায় চতুর্ভুজায় হনহন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্রপাঠ করিবে। তদনন্তর চতুর্থদিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহার দ্বারা বালকদিগের রোগের শান্তি হয়।

নিঋতামাতৃকার লক্ষণ।

দশম দিবসে দশমমাসে বা, দশম বর্ষে, নিঋতা নামক মাতৃকা দ্বারা বালক বালিকাগণ আক্রান্ত হইলে জ্বর শরীরে বেদনা, আকস্মিক, রোদন, মল ও মূত্রের, রুদ্ধতা হয়।

নিঋতামাতৃকার চিকিৎসা।

সমুদ্রতীরভূমির মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে এবং গন্ধ তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন পঞ্চবর্ণের ধ্বজা, প্রদীপ পাঁচটি, অলক্তক পাঁচটি, পুত্তলিকা পাঁচটি, মৎস্য, মাংস ও সুরা, এই দ্রব্য গুলি সংগ্রহ করিয়া বায়ু কোণে বলি প্রদান করিবে এবং বিষ্ঠা, গোমাংস, গোশৃঙ্গ, রসুন, বিড়ালের লোম, নিম্বছাল, ও ঘৃতের ধূম শিশুর গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিবে এবং ওঁ নমো নারায়ণায় চূর্ণিত হস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকার তিন দিন করা হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে শিশুর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পিলিপিচ্ছিকামাতৃকার লক্ষণ।

একাদশ দিবসে, একাদশ মাসে বা একাদশ বৎসরে পিলিপিচ্ছিকা নামক মাতৃকা দ্বারা বালকবালিকাগণ আক্রান্ত হইয়া থাকে। উহাতে জ্বর, অরুচি, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, গাত্রবেদনা ও আৎকার হয়।

পিলিপিচ্ছিকা রোগের চিকিৎসা।

পেষিত তণ্ডুলের দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া রক্ত চন্দন দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহার মুখে দুগ্ধ সেচন করিবে এবং পীতপুষ্প, গন্ধ-তাম্বূল, সপ্তপীতধ্বজা, সপ্তপ্রদীপ, অষ্টবটক, অষ্টশস্কুলিকা, অষ্ট পূতিকা, মৎস্য মাংস ও সুরা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর শান্তিকুম্ভের জলদ্বারা বালককে স্নান করাইবে, এবং শিব নির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলু, গোশৃঙ্গ, শ্বেত সর্ষপ, সাপের খোলস ও ঘৃতের ধূম বালকের গাত্রে লাগাইবে এবং "ওঁ নারায়ণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা; এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকার তিন দিবস করাইয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই প্রকারে বালকগণ সুস্থ হইয়া থাকে।

কামুক মাতৃকার লক্ষণ।

দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ মাসে বা দ্বাদশ বৎসরে কামুক নামক মাতৃকা কর্তৃক বালক বালিকা-গণ আক্রান্ত হইলে জ্বর, তজ্জন্য পুনঃ শ্বাস ও আহারে অনিচ্ছা হয় এবং বালক হাসিয়া কর দ্বারা বাদ্য করে এবং অপরকে গ্রহণ ও আক্রমণ করিয়া থাকে।

কামুক মাতৃকার চিকিৎসা।

ক্ষীরের দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া গন্ধদ্রব্য তণ্ডুল, শুক্ল পুষ্প, শুক্লধ্বজ সপ্তপ্রদীপ ও সপ্ত শস্কুলিক দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং শান্তিকুম্ভের জলে শিশুকে স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলু, শ্বেত সর্ষপ ও ঘৃতের ধূম মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকার তিন দিবস করাইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই প্রকার করিলে বালক সুস্থ হইয়া থাকে।

বিষ নিদান।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
মূলাদ্যাত্মকমাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদিসম্ভবং॥

বিষ দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম। মূলাদি বিষকে স্থাবর এবং সর্পাদি সম্ভূত বিষকে জাঙ্গম বিষ কহে।

নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণং।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ জঙ্গমং কুরুতে বিষং॥

নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ অপাক গলশোথ ও অতিসার এই গুলি জঙ্গম বিষের সাধা-রণ কার্য্য।

স্থাবরঞ্চ জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষগলগ্রহং।
ফেনচ্ছর্দ্দিররুচিঃ শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষং॥

স্থাবর বিষ, সাধারণতঃ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত করে। যথা জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ গল বেদনা, ফেন বমন অরুচি শ্বাস ও মূর্চ্ছা।

ইঙ্গিতজ্ঞো মনুষ্যাণাং বাক্‌চেষ্টামুখবৈকৃতিঃ।
জানীয়াদ্বিষদাতারমেভিলিঙ্গৈশ্চ বুদ্ধিমান্॥
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবক্ষুর্মোহমেতি চ।
অপার্থং বহুসংকীর্ণং ভাষতে চাপিমূঢ়বৎ॥
হসত্যকস্মাৎ স্ফোটয়েদঙ্গুলীবিলিখেন্মহীং
বেপথুশ্চাস্য ভবতি ত্রস্তশ্চান্যোন্যমীক্ষতে॥
বিবর্ণবক্ত্রো ধ্যানঞ্চ নখৈঃ কিঞ্চিচ্ছিন্নত্তাপি।
আলভেতাসনং দীনঃ করেণ চ শিরোরুহং॥
বর্ত্ততে বিপরীতঞ্চ বিষদাতা বিচেতনঃ॥

শত্রুগণ, আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অতি গোপন ভাবে নানাপ্রকার বিষ প্রয়োগ করে, কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান বৈদ্য সেই বিষ দাতার বাক্য চেষ্টা ও মুখ বিকার এবং নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে পারেন বিষ দাতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেয় না, উপক্রম করিলেও মোহ প্রাপ্ত

হয়। নির্ব্বোধের ন্যায় অনর্থক ও অস্পষ্ট কথা সকল বলিতে থাকে। বিনা কারণে হাসে, আঙ্গুল মটকায় মাটিতে দাগ কাটে, কাঁপে, ত্রস্ত হইয়া ওকে দেখে, বিবর্ণ বন্ধন ও দগ্ধসম বর্ণ বিশিষ্ট হয় নখদ্বারা তৃণাদি ছেদন করে, ম্লান ভাবে উপবেশন ও হস্ত দ্বারা কেশ স্পর্শ করে। বিষ দাতা বিচেতন হইয়া এক প্রকার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈঃ প্রলাপো মোহ এবচ।
জৃম্ভণং বেপনং শ্বাসো জ্ঞেয়ং পত্র বিষেণ তু॥
মুষ্ক শোথঃ ফলবিষৈর্দাহো ছন্না দ্বেষ এব চ।
ভবেৎ পুষ্প বিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং শ্বাস এব চ॥
ত্বক্‌সার নির্য্যাসবিষৈরুপযুক্তৈর্ভবন্তি হি।
আস্যদৌর্গন্ধ্যপারুষ্যশিরোরুক্ কফসংস্রবাঃ॥
ফেনাগমঃ ক্ষীরবিষৈর্বিড় ভেদো গুরুগাত্রতা।
হৃৎপীড়নং ধাতুবিষৈমূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি॥
প্রায়েন কালঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥

মূলবিষ সেবন করিলে উদ্বেষ্টন ও প্রলেপ পত্রবিষ সেবনে জৃম্ভণ কম্পন ও শ্বাস, ফল বিষে মুষ্কশোথ দাহ ও আহারে দ্বেষ, পুষ্প বিষে বমি উদরাধ্মান ও মূর্চ্ছা, ত্বক বিষে সার বিষ ও নির্য্যাস বিষ সেবন করিলে, মুখ দৌর্গন্ধ্য পারুষ্য শিরোবেদনা ও কফস্রাব, ক্ষীর বিষে ফেন নির্গম মলভেদ গাত্র গৌরব ধাতুবিষ ও সেবনে হৃৎপীড়া মূর্চ্ছা ও তালু জ্বালা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই নয় প্রকার মূলাবিষ সেবিত হইলে সদ্যোমারক না হইয়া ক্রমশঃ দেহের হানি করিয়া প্রায় কালান্তরে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

সদ্যঃ ক্ষতং পচ্যতে যস্য জন্তোঃ।
স্রবেদ্রক্তং পচ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণং॥
কৃষ্ণীভূতং ক্লিন্নমত্যর্থপূতি।
ক্ষতান্মাংসং শীর্য্যতে চাপি যস্য॥
তৃষ্ণামূর্চ্ছা জ্বর দাহৌ চ যস্য।
দিগ্ধাহতং তং পুরুষং ব্যবস্যেৎ॥
লিঙ্গান্যেতান্যেব কুর্য্যাদমিত্রৈ।
র্ব্রণৈর্বিষং যস্য দত্তং প্রমাদাৎ॥
সপীতং গৃহধূমাভং পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে।
ফেন মূত্রমতে চাপি বিষপীতং তমাদিশেৎ॥

বিষদগ্ধ শস্ত্রদ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষত সদ্যই পাকিয়া উঠে। রক্ত স্রাব করে দিন দিন পচিতে থাকে ও ক্ষত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন পচা মাংস সকল গলিত হইয়া পড়ে এবং শস্ত্রহত ব্যক্তির তৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়। বিষ দগ্ধ শস্ত্রক্ষত ব্যতীত অন্য ক্ষতেও যদি শত্রু কর্তৃক বিষ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেও এই লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিষ পান করিলে মল পীতবর্ণ বা ঝুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। এবং বিষপায়ী ফেন বমন করে।

বাতপিত্তকফাত্মানো ভোগিমণ্ডলি রাজিলাঃ।
যথা ক্রমং সমাখ্যাতা দ্বন্দ্বরা দন্দরূপিণঃ॥

বিষধর সর্প প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা, মণ্ডলী ও রাজিল। যাহাদের ফনা আছে, তাহা দিগকে ভোগী, যাহাদের গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন সমুহে ব্যাপ্ত তাহা দিগকে মণ্ডলী, যাহাদের গাত্র চিত্র বিচিত্র দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা সকল থাকে তাহাদিগকে রাজিল কহে। ইহাদের মধ্যে ভোগী বাত প্রকৃতি মণ্ডলী পিত্ত প্রকৃতি ও রাজিল কফ প্রকৃতি জানিবে। ইহাদিগের পরস্পর সংযোগে বিবিধ সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়। সেই সকল সঙ্কর সর্প দগ্ধ প্রাকৃতিক। অর্থাৎ যে দুই প্রকারের যোগে উহাদের উৎপত্তি, সেই প্রকারের প্রকৃতির মিল নাই উহাদের প্রকৃতি।

দংশো ভোগিকৃতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ববাতবিকারকৃৎ।
পীতো মণ্ডলীজঃ শোথো মৃদুঃ পিত্তবিকারবান্॥
রাজিলোত্থো ভবেদ্দংশঃ স্থিরঃ শোথশ্চ পিচ্ছিলঃ।
পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোঽতিসান্দ্রাসৃক্ সর্ব্বশ্লেষ্মাবিকারকৃৎ॥

ভোগী সর্প দংশন করিলে, দষ্ট স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং বিবিধ বাতবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে দষ্ট স্থান পীতবর্ণ ও পিত্ত বিকার উপস্থিত হয়। রাজিল সর্পে দংশন করিলে দষ্ট স্থানে কঠিন এবং শোথ পাণ্ডুবর্ণ পিচ্ছিল স্নিগ্ধ ও ঐস্থানের রক্ত অতি গাঢ় হয় এবং সকল প্রকার শ্লেষ্ম জনিত রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থদেবায়তনশ্মশান বল্মীকসন্ধ্যাসুচতুষ্পথেষু।
যাম্যে চ দষ্টাঃ পরিবর্জ্জনীয়াঃ
ঋক্ষেষু বা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ।
দর্ব্বীকরাণাং বিষমাশু যাতি
সর্ব্বাণি চোষ্ণে দ্বিগুণী ভবন্তি॥

অশ্বথমূলে দেবালয়ে শ্মশান ভূমিতে বল্মীকে সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথে ভরণী নক্ষত্রে (আর্দ্রা অশ্লেষা, মঘা মূলা কৃত্তিকা প্রভৃতিতেও) এবং মর্ম্মস্থানে সর্পে দংশন করিলে জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন সর্ব্ব প্রকার বিষ উষ্ণ সংযোগে দ্বিগুণ বীর্য্যশালী হইয়া উঠে।

অজীর্ণ পিত্তাতপপীড়িতেষু
বালেষু বৃদ্ধেষু বুভুক্ষিতেষু।
ক্ষীণেক্ষতে মেহনি কুষ্ঠযুক্তে
রুক্ষো হবলে গর্ভবতীষু চাপি॥

অজীর্ণ পিত্ত ও আতপদ্বারা পীড়িত ব্যক্তি, বালক বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত এবং ক্ষীণ ক্ষত মেহ ও কুষ্ঠ রোগী রুক্ষ দেহ দুর্ব্বল ও গর্ভবতী স্ত্রী, সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে।

শস্ত্রক্ষতে যস্তন রক্তমেতি
রাজ্যো লতাভিশ্চন সম্ভবন্তি
শীতাভিবাভিশ্চ ন রোমহর্ষো
বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়ে ত্তং॥
জিহ্মং মুখং যস্য চ কেশপাতো
নাসা বসাদশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ।
কৃষ্ণঃ সরক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে
হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ বিবর্জ্জনীয়ং॥
বর্ত্তির্ঘনা যস্ত নিরোতি রক্তা
স্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধ মধশ্চ যস্য॥

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে যদি রক্তস্রাব না হয়, লতা দ্বারা বলে আঘাত করিলে যদি দাগ না পড়ে, শীতল জলের ছিটা দিলে যদি রোমাঞ্চ না হয় তাহা হইলে সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার মুখ বক্রী ভূত হয় আকর্ষণ করিলে চুল উপড়াইয়া আইসে নাসিকা নত হয়, ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে, চুয়াল বদ্ধ হইয়া যায় দংশনে শোথ কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ হয়, সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তিকেও ত্যাগ করিবে। যাহার মুখ দিয়া বাতির ন্যায় কঠিন লাল নির্গত হয়, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে; তাহার জীবনাশা কম।

দংষ্ট্রানিপাতাশ্চতুরশ্চ যস্য
তঞ্চাপি বৈদ্যাঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ।
উন্মত্তমত্যর্থ মুপদ্রুতং বা
হীনস্বরং বাপ্যথবা বিবর্ণং॥
সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ
জহ্যা নরো কর্ম্মন তত্র কুর্য্যাৎ॥

সদর্পষ্ট স্থানে যদি চারিটি দন্তপাত দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও রোগীকে গতাসু জানিবে। যে সর্পাহত ব্যক্তি বিষে উন্মত্ত নানা উপদ্রবে উপদ্রুত, হীনস্বর, কৃশাঙ্গ গমনাদি বেগরহিত এবং নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত হয়, তাহার চিকিৎসা করিবে না।

জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা
দাবাগ্নিবাতাতপ শোষিতং বা।
স্বভাবতো বা গুণ বিপ্রহীনং
বিষং হি দূষীবিষতা মুপৈতি॥

স্থাবর বা জঙ্গম বিষ অতি পুরাণ বা বিষঘ্ন ঔষধি দ্বারা হতবীর্য্য কিম্বা দাবানল বায়ু ও আতপ দ্বারা শোষিত অথবা স্বভাবতঃ ব্যাবায়াদি দশবিধ বিষগুণের কোন কোন গুণে হীন হইলে তাহাকে দূষী বিষ বলা যায়।

বীর্য্যাল্প ভাবান্ন নিপাতয়েত্তৎ
কফাবৃতং বর্ষগণানুবন্ধি।
তেনার্দ্দিতো ভিন্নপুরীষবর্ণো
বৈগন্ধ্যবৈরস্যযুতঃ পিপাসী
মূর্চ্ছাংভ্রমং গদ গদবান্ বমিঞ্চ
বিচেষ্টমানোহর তিমাপ্নুয়াদ্বা॥

অল্প বীর্য্য হেতু দূষীবিষ প্রাণনাশ করেনা, কিন্তু কফান্বিত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত দেহে অবস্থিতি করে। দূষিবিষাক্রান্ত ব্যক্তির মল তরল, দেহ বিবর্ণ গাত্র দুর্গন্ধযুক্ত ও মুখ বিবর্ণ হয়। এবং পিপাসা মূর্চ্ছা ভ্রম বাক্যের জড়তা বমি ও বিরুদ্ধ চেষ্টা হেতু নানা প্রকার অসুখ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাশয়স্থে কফবাতরোগী
পক্কাশয়স্থে হনিল পিত্তরোগী।
ভবেৎ সমস্তস্ত শিরোরুহাঙ্গো
বিলুন পক্ষস্ত যথা বিহঙ্গঃ॥

দূষিবিষ আমাশায় গত হইলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ সকল উপস্থিত হয়, পক্কাশয়স্থ হইলে, বাতপৈত্তিক পীড়া জন্মে এবং মস্তকের কেশ ও দেহের লোম সকল উঠিয়া যায়, তাহাতে রোগী দেখিতে পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকে।

স্থিতং রসাদিস্বথবা যথোক্তান্
করোতি ধাতু প্রভবান্ বিকারান্।
কোপঞ্চ শীতানিল দুর্দ্দিনেষু
যাত্যাশু পূর্ব্বং শৃণু তস্যরূপং॥

দূষিবিষ, রস রক্তাদি ধাতু গত হইলে, সুশ্রুত গ্রন্থের ব্যাধিসমুদ্দেশীয় অধ্যায়োক্ত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়*। এই বিষ শীতল বায়ু প্রবাহে ও মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে প্রকুপিত হইয়া থাকে। প্রকুপিত দূষিবিষের পূর্ব্বরূপ কথিত হইতেছে।

নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ
বিশ্লেষহর্ষাবথবা দিমর্দ্দঃ।
ততঃকরোত্যন্ন মদা বিপাকা
বরোচকং মণ্ডল কোঠজন্ম॥
মাংসক্ষয়ং পাদকর প্রশোথং
মূর্চ্ছাস্তথা ছর্দ্দিমথাতি সারং।
দূষীবিষং শ্বাস তৃষা জ্বরাংশ্চ
কুর্য্যাৎ প্রবৃদ্ধিং জঠরস্য চাপি॥

নিদ্রাধিক্য, দেহের গুরুতা জৃম্ভা গাত্রে শৈথিল্য রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ এই গুলি প্রকুপিত দূষী বিষের পূর্ব্বরূপ পূর্ব্বরূপ প্রকাশান্তর এই সকল রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, যথা অন্ন মদ, (আহারান্তে নেশা) অন্নের অপরিপাক অরুচি গাত্রে গোলাকার চিহ্ন ও কোঠ রোগ মাংসক্ষয় হস্তপদে শোথ মূর্চ্ছা বমি অতিসার শ্বাস তৃষ্ণা জ্বর ও উদরের বৃদ্ধি হয়।

উন্মাদমন্যৎ জনয়ে তথান্য
দানাহমন্যৎ ক্ষপয়েচ্চ শুক্রং।
গদগদাদ্য মন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং
তাংস্তান্ বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্॥

দোষ দূষী উন্মাদ, কোন দূষিবিষ আনাহ, কেহ শুক্রক্ষয় কেহ গদগদতা কেহকুষ্ঠ এবং কোন প্রকার বা বিসর্প বিস্ফোটকাদি নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে।

দূষিতং দেশকালান্নদিবাস্বপ্নৈরভীক্ষ্ণশঃ।
যস্মাৎ সংদূষয়েদ্ধাতূন্ তস্মাদ্দূষীবিষং স্মৃতং॥
সাধ্য মাত্মবতঃ সদ্যো যাপ্যং যদ্যৎসারোত্থিতং।
দূষীবিষমসাধ্যংস্যাৎক্ষীণ স্যাহিত সেবিনঃ।

আনুপাদি দেশ, দুর্দ্দিনাদি কাল যবাদি অন্ন ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণে কুপিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রসাদি ধাতু সকলকে দূষিত করে বলিয়া এই প্রকার বিষের নাম দূষীবিষ।

হিতাহিতজ্ঞ নির্লোভ ব্যক্তির অচির সেবিত দূষীবিষ সাধ্য, সম্বৎসর স্থিত যাপ্য, ক্ষীন দেহ ও অহিতসেবী ব্যক্তির অসাধ্য।

সৌভাগ্যার্থং স্ত্রিয়ঃ স্বেদং রজো নানাঙ্গজান্ মলান্
শত্রু প্রযুক্তাংশ্চ গরান্ প্রযচ্ছন্ত্যন্ন মিশ্রিতান্॥
তৈঃস্যাৎ পাণ্ডুঃ কৃশোহল্পা গ্নির্বর্ণশ্চ স্যোপ জায়তে।
মর্ম্ম প্রধমনাধ্মানাং হস্তয়োঃ শোথ লক্ষণং॥
জঠরং গ্রহণী দোষো যক্ষা গুল্মঃ ক্ষয়োজ্বরঃ।
এবম্বিধস্য চান্যস্য ব্যাধের্লিঙ্গানি দর্শয়েৎ॥

* দূষী বিষ রসগত হইলে জন্মে অরুচি অপরিপাক অঙ্গমর্দ্দ ভার বমনবেগ দেহের গুরুতা হৃদ্রোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রক্তগত হইলে কুষ্ঠ বিসর্প পীড়কা নীলিকা ইন্দ্রলুপ্ত প্লীহা বিদ্রধি অর্শঃ অর্ব্বুদ রক্তপ্রদর ও রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়। মাংসগত হইলে অধিকাংশ মাংস অর্ব্বুদ অর্শঃ অধিজিকং উপকুশ গলশুণ্ঠি অলজী ওষ্ঠ প্রকোপ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা প্রভৃতি জন্মে। মেদোগত হইলে গ্রন্থি বৃদ্ধি গলগণ্ড অর্ব্বুদ মেদোজ ওষ্ঠ প্রকোপ মধুমেহ ও অতিস্বেদ প্রভৃতি অস্থিগত হইলে অধ্যস্থি অধিদন্ত অস্থিশূল ও কুনখ প্রভৃতি। মজ্জাগত হইলে অন্ধকার দর্শন মূর্চ্ছা ভ্রম পর্ব্ব গৌরব ও নেত্রাভিষ্যন্দ শুক্রগত হইলে ক্লৈব্য শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগ সমস্ত উৎপন্ন হয়।

অসাধু বৃত্তা স্ত্রীগণ স্বামীকে বা অপর পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য স্বেদ রজঃ ও নানাপ্রকার অঙ্গের বিষগুণোৎপাদক মল অজ্ঞাতভাবে অন্নের সহিত ভোজন করিতে হয়। শত্রুগণ বৈর সাধনের জন্য ঐ প্রকার সংযোগজ বিষ প্রদান করিয়া থাকে। উল্লিখিত স্বেদাদি অপরিপাক হেতু উদরে গররূপে (বিষরূপে) অবস্থিতি করে। ইহাতে পাণ্ডুরোগ কৃশতা অগ্নিমান্দ্য মর্ম্মব্যথা উদরাধ্মান হস্তদ্বয়ে শোথ জঠর দোষ গ্রহণী যক্ষ্মা গুল্ম ক্ষয় জ্বর ও এবম্বিধ অন্যান্য পীড়া সমুদ্ভূত হয়।

যথালূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ।
তস্মাল্লূতাস্তু ভাষ্যন্তে সংখ্যয়াতাশ্চ ষোড়শ॥

ঐ প্রকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে যে একদা রাজা বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার কামধেনুর প্রতি বল প্রয়োগ করাতে ঋষিবরের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু সকল নির্গত হইয়া নিকটস্থ ছিন্ন তৃণের উপর পতিত হয়। তদনন্তর সেই তৃণ পতিত ঘর্ম্মবিন্দু সকল মহর্ষির দৃষ্টিপাতমাত্র তীব্র বিষধর বিবিধাকৃতি জন্তু সকল উৎপন্ন হয়। লূন অর্থাৎ ছিন্ন তৃণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহারা লূতা (মাকড়শা) নামে অভিহিত হইয়াছে। লূতা ১৬ প্রকার তন্মধ্যে সৌবর্ণিকাদি আটপ্রকার লূতাবিষ অসাধ্য এবং ত্রিমণ্ডলাদি আটপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য।

তাভির্দষ্টে দংশকোথং প্রবৃত্তিঃ ক্ষত জস্য চ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ গদাঃ স্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ।
পীড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ।
সামান্য সর্ব্বলূতানা মেতদ্দংশস্য লক্ষণং॥

লূতায় (মাকড়শায়) দংশন করিলে দষ্টস্থানে পূতিভাব এবং রক্তস্রাব জ্বর দাহ অতিসার নানাবিধ সান্নিপাতিক পীড়া বিবিধাকৃতি পীড়কা বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডলাকার চিহ্ন ও রক্ত বা শ্যামবর্ণ কোমল বিস্তৃত সবল শোথ এই সকল সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

দংশমধ্যে তু যৎ কৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকাচিতং।
ঊর্দ্ধাকৃতি ভৃশং পাকঃ ক্লেদশোথ জ্বরান্বিতং।
দূষীবিষাভির্লূতা ভিস্তদ্দষ্ট মিতি নির্দ্দিশেৎ॥

দষ্টস্থান যদি কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ জালকাচিত ও ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতে যদি অত্যন্ত পাক ক্লেদ শোথ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে; তাহা হইলে ত্রিমণ্ডলাদি অষ্টপ্রকার দূষীবিষে অর্থাৎ কালান্তর প্রকোপাদি লূতায় (মাকড়শায়) দংশন করিয়াছে জানিবে।

শোথঃ শ্বেতাসিতারক্তা পীতা বা পীড়কা জ্বরঃ।
প্রাণান্তিকাশ্চ জায়ন্তে শ্বাস হিক্কা শিরোগ্রহাঃ॥

সৌবর্ণিকাদি অষ্টপ্রকার প্রাণহর লূতায় দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোথ এবং গাত্রে শ্বেত কৃষ্ণরক্ত বা পীতবর্ণ পীড়কা, জ্বর, শ্বাস, হিক্কা ও শিরোবেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করে।

আদংশা চ্ছোণিতং পাণ্ডু মণ্ডলানি জ্বরোঽরুচিঃ।
রোমহর্ষশ্চ দাহাশ্চপ্যাখু দূষী বিষার্দ্দিতে॥

মূষিকে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে রক্ত স্রাব পাণ্ডুবর্ণ মাণ্ডলোৎপত্তি জ্বর অরুচি রোমাঞ্চ ও দাহ উপস্থিত হয়।

শিরোগুরুত্বং লালাস্থকৃচ্ছর্দ্দিশ্চাসাধ্যমূষিকৈঃ॥

প্রাণনাশক মূষিকে দংশন করিলে, মূর্চ্ছা, মূষিকাকৃতি শোথ, অঙ্গের বৈকল্য ক্লেদ নির্গত বধিরতা জ্বর মস্তক ভার লালাস্রাব রক্তবমন এই সমস্ত লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কার্ষ্ণ্যং শ্যাবত্বমথবা নানাবর্ণত্বমেব বা।
মোহোঽথ বর্চ্চসো ভেদো দষ্টঃ স্যাৎকৃকলাসকৈঃ॥

কৃকলাসে দংশন করিলে, দষ্টস্থানে কৃষ্ণ শ্যাম অথবা নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ইহাতে মেহ ও মল ভেদ হইয়া থাকে।

দহত্যগ্নি বিবাদৌচ ভিনত্তী বার্দ্ধমাশুচ।
বৃশ্চিকস্য বিষংযাতি দংশে পশ্চাত্ তিষ্ঠতি॥
দষ্টোঽসাধ্যশ্চ হৃদ্ঘ্রাণরস লোপহতোনরঃ।
মাংসৈঃ পতদ্ভিরত্যর্থং বেদনার্ত্তো জহাত্যসূন্॥

বৃশ্চিকের বিষ, প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ ও

ভেদবৎ পীড়া উপস্থিত করিয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে গমন করে, তদনন্তর দষ্ট স্থানে প্রত্যাগত হইয়া অবস্থিতি করে, হৃদয় নাসিকা ও জিহ্বায় বৃশ্চিক দংশন করিলে, যদি দষ্ট স্থানের মাংস পচিয়া খসিয়া পড়ে এবং রোগীর অত্যন্ত বেদনা হয়, তাহা হইলে মৃত্যু নিকট বর্ত্তি জানিবে।

বিসর্পঃ শ্বয়থুঃ শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দিরথাপিবা।
লক্ষণং কণভের্দষ্টে দংশশ্চৈবাবশীদতি॥

কণ নামক কীটে দংশন করিলে, বিসর্প শোথ শূল জ্বর বমি ও দষ্ট স্থানের পচন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিদাহং শ্বয়থুং তোদং স্বেদঞ্চ গৃহ গোধিকা।
দংশে স্বেদং রুজং দাহং কুর্য্যাচ্ছত পদীবিষং॥
কণ্ডুমান্ মশকৈরীষৎ শোথঃ স্যান্মন্দবেদনঃ।
অসাধ্যকীটসদৃশ মসাধ্যঃ মশকক্ষতং॥
সদ্যঃ প্রস্রাবিনী শ্যাবা দাহ মূর্চ্ছা জ্বরান্বিতা।
পীড়কা মক্ষিকা দংশে তাসান্তু স্থলিকাহ সুহৃৎ॥
চতুষ্পাদ্ভিপদ্ভিশ্চ নখদন্ত বিষঞ্চ যৎ।
পূয়তে পচ্যতে বাপি স্রবতি জ্বরত্যপি॥

গৃহগোধিকা (টিকটিকি) দংশন করিলে, দাহ শোথ সূচীবেধবৎ যাতনা ও স্বেদ হইয়া থাকে।

শতপদী (কেন্দাই, কানকোটারি) দংশন করিলে স্বেদ, বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়।

মশকে দংশন করিলে, কণ্ডু ঈষৎশোথ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে। এক প্রকার পর্ব্বতীয় মশক আছে, তাহার বিষ, অসাধ্য লূতাদি বিষের ন্যায় অপ্রতীকার্য্য।

সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকানাম্নী মক্ষিকা আশু প্রাণ নাশিনী, ইহা দংশন করিলে দষ্টস্থান শ্যামবর্ণ ও সদ্যই স্রাব বিশিষ্ট হয়। এবং দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ ও বনমানুষাদি কর্ত্তৃক আহত স্থান পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে পূয় সঞ্চার হইয়া স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ব্যাঘ্রাদির দংশনে জ্বর উপস্থিত হয়।

হৃষ্টঃ লোমোচ্ছিটিঙ্গেন স্তব্ধলিঙ্গো ভৃশার্ত্তিমান্।
দষ্টঃ শীতোদকেন চ সিক্তান্যঙ্গানি মন্যতে॥
একদংষ্ট্রার্দ্দিতর শূনঃ সরুজঃ পীড়কাতৃষা।
ছর্দ্দির্নিদ্রা চ সবিষে মণ্ডূকৈর্দ্দষ্টঃ লক্ষণং॥
মৎস্যাস্তু সবিষাঃ কুর্য্যুর্দাহং শোথং রুজংতথা।
কণ্ডুং শোথং জ্বরং মূর্চ্ছাং সবিষাস্তু জলৌকসঃ॥

রোমাঞ্চ লিঙ্গের স্তব্ধতা ও অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন অঙ্গ সকল শীতল জলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সবিষ মণ্ডূক, স্বভাবতঃ একটি দন্ত দ্বারা দংশন করিয়া থাকে ইহা দংশন করিলে শোথ বেদনা পীড়কা তৃষ্ণা বমি ও নিদ্রা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বিষধর মৎস্যে দংশন করিলে, দাহ শোথ ও বেদনা হইয়া থাকে। সবিষ জলৌকা দংশন করিলে, কণ্ডু শোথ জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

প্রশান্ত দোষং প্রকৃতিস্থ ধাতু
মন্নাভিকামং সমমূত্র বিট্কং।
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয় চিত্ত চেষ্টং
বৈদ্যোঽবগচ্ছেদ বিষং মনুষ্যং॥

যখন দোষের শান্তি, ধাতু সকলের প্রকৃতিস্থতা, অন্নে অভিলাষ, মলমূত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এবং বর্ণ ইন্দ্রিয় ও চিত্তের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইবে তখন বিষাতুর ব্যক্তিকে নির্ব্বিষ বলিয়া জানিব।

দর্শনস্পর্শন প্রশ্নৈঃ পরীক্ষা ত্রিবিধা মতা।
বয়োবর্ণশরীরাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ দর্শনাৎ॥

দর্শন স্পর্শন ও রোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা এই ত্রিবিধোপায়ে, এবং রোগীর বয়স দেহের বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বলাবল দ্বারা ও রোগের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

বিষ চিকিৎসা।

অরিষ্টা বন্ধনং মন্ত্রং প্রয়োগশ্চ বিষাপহঃ।
দংশনংদংশকস্তা হেঃ ফলস্য মৃছনোপিবা॥

যদি হস্তে বা পদে সর্প দংশন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে। ইহাতে

বিষ দেহব্যাপী হইতে পারে না। তদনন্তর দষ্ট স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করা ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রে তণ্ডুলোদকের সহিত শিরীষ বৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া উল্লিখিত তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্পভয় নিবারিত হয় এবং যদিও সর্প দংশন করে তাহা হইলে ঐ সর্প তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পাওয়া যায়।

বৈশাখ মাসে মসুর ডাইল ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে একবৎসর কাল সর্পভয় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্ণবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে একবৎসর কাল সর্পভয় থাকে না।

গৃহধূম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, থুদেনটের মূল ও উহার গাছ গ্রহণপূর্ব্বক সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্পাঘাত জনিত বিষ বিনষ্ট হয়।

সর্পাঘাত হইলে কলাকড়ার মূল পেষণ করিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে সর্প দংশন জনিত বিষ অন্তর্হিত হয়।

কূলিকার মূল পেষণ করিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে সকল প্রকার সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

মুখস্থিত শ্লেষ্মা বা কাণের খলি বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা লেপন করিলে অথবা মনুষ্যমূত্র সেবন দ্বারা সর্পবিষ নিবারিত হইয়া থাকে।

শিরীষবীজ শিরীষপুষ্পের রস দ্বারা ৭ দিবস ভাবনা দিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত বীজ চূর্ণ সর্পদষ্ট ব্যক্তি নস্য, পান ও অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে বিষ বিনষ্ট হয়।

তগরপাদিকা ৮ তোলা ও কুড় ৮ তোলা, এই উভয় পদার্থ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে তক্ষক দষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে।

ফল রহিত কাকরোল মূল ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

তেউড়ী, মামালাড়ুর মূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠাদিগণ, পঞ্চলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত গোশৃঙ্গ মধ্যে পুরিয়া একপক্ষ করিয়া পান, অঞ্জন ও নস্য প্রয়োগ করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয় বিষপান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বমন করাইবে। কোনরূপ চর্ম্ম প্রদেশে বিষ সংলগ্ন হইলে সেই বিষযুক্ত স্থানে সুশীতল প্রলেপ ও শীতল দ্রব্যের সেবনাদি করা কর্ত্তব্য।

পক্ক কদবেলের শস্য চিনি ও মধুর সহিত কিছু দিন সেবন করিলে কণ্ঠগত বিষ প্রশমিত হয়।

তগর পাদিকার ফল চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে আমাশয়গত বিষ নিবারিত হয়।

পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, তদনন্তর উহা গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে পক্কাশয় গত বিষ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ মধু বা ঘৃতের সহিত পান করিলে মূলবিষ পান দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির মহোপকার সাধন হয়।

তাম্র ভস্ম বা স্বর্ণ ভস্ম চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে ও সংযোগজাত বিষ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

ওকড়ার মূল গ্রহণ পূর্ব্বক যথা বিধি অনুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত কাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে এবং গাত্রে সর্ষপ তৈল মালিশ করিয়া সেক প্রদান করিলে গরদোষ ও বিষ দোষ বিনষ্ট হয়।

কুটভি বৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, ঝিণ্টি বৃক্ষের ছাল, বহবার বৃক্ষের ছাল ও

ক্ষীর বৃক্ষের ছাল, গ্রহণ পূর্ব্বক ক্বাথ বা চূর্ণ রূপে প্রয়োগ করিলে কীট ও লূতাজনিত ব্রণ বিনষ্ট হয়।

গৃহধূম, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে মূষিকের বিষ নিবারিত হয় এবং উহার দ্বারা কর্ণিকা অর্থাৎ কীট পতঙ্গের শুষ্ক বিষ বিনষ্ট হয়।

কাস মর্দ্দের মূল ও কালকাসুন্দার মূল চর্ব্বণ করিয়া রোগীর কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়।

বৃশ্চিকে দংশন করিলে তুলসীর ফল পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে কিম্বা ধুনা ও গুগ্‌-গুলু ধূম প্রদান করিয়া আকন্দের পত্রের দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে বৃশ্চিকের বিষ নিবারিত হয়।

কুঙ্কুম, মনঃশিলা, কাকড়ার মাংস, হরিতাল ও কুসুম পুষ্প, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বটিকা অঙ্গে বুলাইলে গোধা ও শরট প্রভৃতির বিষ নিবারিত হয়।

মৎস্যবিষ চিকিৎসা।

ওকড়া পত্রের ধূম ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিলে তিমিমৎস্যের বিষ বিনষ্ট হয়।

কুড়কয়াণির ফল পেষণ করিয়া দষ্ট স্থানেতে প্রলেপ প্রদান করিলে গোধা ও বোলতার বিষ বিনষ্ট হয়।

কুক্কুরবিষ চিকিৎসা।

কনক ধুতুরার ফল ও যজ্ঞডুমুর তণ্ডুল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তিন দিনের মধ্যে ভেকের বিষ বিনষ্ট হয়।

মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগকেশর সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে মক্ষিকার বিষ বিনষ্ট হয়।

পটোলের ফল ও নিলীকার ফল পেষণ করিয়া সেবন করিলে নানাবিষ নিবারিত হইয়া থাকে।

সোমবল্ক (কটফল) অশ্বকর্ণ, গোজিহর হংসপদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গৈরিক, এই দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে নখ ও দন্তের বিষ প্রশমিত হয়।

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, গজপিপ্পলী, আকন্দ, আতুষ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কীটের বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জলৌকাবিষের চিকিৎসা।

জলৌকায় দংশন করিলে, চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত কীট দংশের চিকিৎসানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরঞ্জনকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্রব্যগুণেঽধ্যায়ঃ।

ঔষধ সংগ্রহার্থ-ভূমির পরীক্ষা।

যে ভূমি শর্করী প্রস্তর বল্মীক শ্মশান আধুনিক দেবায়তন অথবা বালুকা প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত নহে, অথবা ছিদ্র বিশিষ্ট লোনা বা ভঙ্গুর নহে, অথচ স্নিগ্ধ, বৃক্ষ লতাদির অঙ্কুর বিশিষ্ট, কেবল স্থির সমতল ও কৃষ্ণ গৌর বা লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, সেই ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিবে। এই প্রকার ভূমিতে জন্মিলেও কৃমি বিষ শস্ত্র সূর্য্যতাপ বায়ু-অগ্নি বা জল স্রোতঃ প্রভৃতির দ্বারা অনুপহত, স্বাভাবিক রস বিশিষ্ট পুষ্ট স্থূল এবং অবগাঢ় মূল, এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে (ঔষধ সংগ্রহ কালে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিবে। ভূমি এবং ঔষধ পরীক্ষার এই গুলি সামান্য নিয়ম। অতঃপর বিশেষ নিয়ম কহিতেছি। যা ভূমি প্রস্তর বিশিষ্ট দৃঢ় গুরু শ্যাম অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল বৃক্ষ ও শাখ্য সমাকীর্ণ তাহাতে পার্থিব গুণ থাকে। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকট স্থির, স্নিগ্ধ সাম্য ও তৃণ বিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পূর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকে। যে ভূমি বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট, লঘু প্রস্তর বিশিষ্ট এবং পাণ্ডুবর্ণ ও অল্প বৃক্ষাপ্তকুড় বিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণে অগ্নিগুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, রাম রাশির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ রুক্ষ কোটর যুক্ত অল্প রস বিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকে যে ভূমি মৃদু, সমতল ছিদ্র বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, স্বাদুহীন জল বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহাপর্ব্বত পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে।

কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, যে প্রাবৃট্ বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এই ছয় কালে যথা ক্রমে মূলপত্র ত্বক্ ক্ষীর সার এবং ফল গ্রহণ করিবে।

অর্থাৎ প্রাবৃট্ কালে মূল বর্ষাকালে এই প্রণালী ক্রমে গ্রহণ করিবে। কিন্তু জগৎ পদার্থ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই প্রকার বিভক্ত বলিয়া এ প্রণালী সঙ্গত নহে। সৌম্য (শীতল বা স্নিগ্ধ) ঔষধ সকল (বর্ষা শরৎ হেমন্ত) ঋতুতে, এবং আগ্নেয় (রুক্ষ বা উষ্ণ) ঔষধ সমস্ত আগ্নেয় (বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট) ঋতুতে আহরণ করিবে। সৌম্য ঋতুতে ভূমিতে সৌম্য গুণের আধিক্য হয়। তৎকালে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে জন্মে তাহারা সুতরাংই অতিশয় মধুর রস বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে। আগ্নেয় ঔষধ ও আগ্নেয় কালের সম্বন্ধে ও এই প্রকার জানিবে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট ভূমির বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার সাধ্য যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয় গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে; তাহা হইতে বমন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। এই উভয় গুণ বিশিষ্ট ভূমি হইলে তাহা হইতে বমন বিরেচন এই উভয় গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আহরণ করিবে। যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিক্য তাহাতে কট শমনীয় দ্রব্য সমধিক বলবান হয়। মধু ঘৃত গুড় পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য নুতন ও প্রশস্ত। সকল ঔষধই সবল হইলে বীর্য্যবান হয়। সকল দ্রব্যের অভাব

সংবৎসরের মধ্যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিবে।

চিকিৎসক গোপালক তাপস ব্যাধ বনচারী বা মূলাহারীগণের নিকট দ্রব্যের অনুসন্ধান করিবেন। পত্র বা লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের কোন অংশই পরিত্যাজ্য নহে। তাহাদিগের গ্রহণের পক্ষে কোনকাল বিশেষের নিয়ম নাই। সকল কালেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভূমি ছয় গন্ধবর্ণ এবং রস বিশিষ্ট। ছয় রস আছে বলিয়া ভূমি স্বভাবতই সকল প্রকার বীজ বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা স্বয়ংই সকলের বীজ স্বরূপ জলের যে কি রস তাহা নিশ্চয় জানা যায় না, তবে ভূমির রসের সহিত লিখিত হইলে তাহার রস জানা যায়। যে ভূমি সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট, তাহাকে সাধারণ ভূমি কহে। যে স্থানে যে প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই স্থানের ভূমিতে তদনুযায়ী গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্বাভাবিক গন্ধ বা রসের অন্যথা না হইলে, নুতনই হউক বা পুরাতনই হউক সকল প্রকার দ্রব্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেবল বিড়ঙ্গ পিপ্পলী মধু এবং ঘৃত পুরাতন হইলে অধিকতর হিতকর হয়। অপরাপর সকল দ্রব্য, অন্য কোন প্রকার দোষ না থাকিলে পুরাতন হইলেও গ্রাহ্য হইতে পারে। কোন জন্তুর রক্ত লোম নখ দগ্ধ মূত্র অথবা পুরীষ ঔষধার্থে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার বয়স কিছু অধিক হওয়া প্রয়োজন, এবং যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয় তাহাকেই জন্তুর ভুক্ত দ্রব্য, পরিপাকের পর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বৈদ্য পবিত্র ও প্রশস্ত দিকে ঔষধ গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এবং প্লোত মৃত্তিকা ভাণ্ড কাষ্ঠকনক এবং শঙ্কু মধ্যে ঔষধ স্থাপন করিবেন।

দ্রব্য সংগ্রহণীয় বিধি।

দ্রব্যের গণ সাইত্রিশটী।

১। বিদারি গন্ধাদিগণ। (শাল-পর্ণী), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) সহদেবা (বেড়ালা) বিশ্বদেবা (গোকুল চাউলে) শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী), পৃথকপর্ণী (চাকুলে) শতাবরী (শতমূলী) সারিবা (অনন্তমূল) কৃষ্ণসরিষা (শ্যামালতা) জীবন্তী, ঋষভক, সদা (মুগানি) মহাসদা (মাসানি) বৃহতী, কণ্টি-কারী, পুনর্ণবা, এরণ্ড, হংসপদী, (গোয়ালীর লতা) বৃশ্চিকালী (বিছুতি) ঋষভী (আলকুশী) ইহাদিগকে বিদারি গন্ধাদিগণ কহে। ইহা বায়ু পিত্ত অপহারী এবং শোষ গুল্ম অনিমর্দ্দ ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাশের শান্তিকর।

২। আরগ্বধাদিগণ। আরগ্বধ (সোঁদালি) মদন (ময়না) গোপঘন্টা (সেয়াকুল) কুটজ (কুড়চী), পাঠা নিমুখলতা) কন্টকী গোক্ষুরী পাটলী (পারুল), মুর্ব্বালতা, ইন্দ্রযব, সপ্তপর্ণ (ছাতিম) নিম্ব কুরুন্টক (পীতঝাঁটী) দাসী-কুরুন্টক (নীলঝাঁটী) গুড়ূচী (গুলঞ্চ) চিতা, মহাকরঞ্জ, ডহকরঞ্জ পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণজীরা। ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহারা শ্লেষ্মা ও বিষের শান্তিকর মেহ কুষ্ঠজ্বর বমি ও কণ্ডূ নাশক, এবং ব্রণের শোধন কর।

৩। বরুণাদিগণ। বরুণবৃক্ষ, নীলঝিণ্টী, (নীলঝাটী) শিগ্রু (সজিনা) মধুশিগ্রু (রক্ত-সজিনা). জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, পূতিকা, (করঞ্জ) নাটাকরঞ্জ মোরটা (মুর্ব্বালতা) অগ্নিমন্থ (গমার) ঝিণ্টী (ঝাটী), রক্তবর্ণ ঝাটী, আকন্দ, বাসক (গজপিপ্পলী) চিত্রক (চিতা), শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, দর্ভ (কুশ) বৃহতী ও কণ্টিকারী বরুণাদিগণের দ্বারা কফ ও মেদ নিবারিত হয় এবং শিরঃশূল গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি (রাজগাঁড়) আরোগ্য হয়।

৪। চীরতর্ব্বাদিগণ। চীরতরু (অর্জ্জুন বৃক্ষ) নীলঝিণ্টী কুশ, বৃক্ষের উপরিজাত মাদার, নাগর মুথা, নল কাশ (কেশেঘাস) অশ্মভেদক (পাথর কোঁড়) গণিকার, মুর্ব্বালতা, আকন্দ গজপিপ্পলী শেগনক, (শোণাপাত) পীতঝিণ্টী, স্থলপদ্ম বৃক্ষ কাপাতবঙ্কা (ব্রাহ্মীবৃক্ষ) গোক্ষুরী।

চীরতর্ব্বাদিগণ বাতজনিত বিকারের শান্তিকর, এবং অশ্মরী শর্করা মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ রোগের বিনাশ করে।

৫। সালসারাদিগণ। সালসার (ধুনা) অজকর্ণ, খদির, কদর (শ্বেত খদির) কালস্কন্ধ (গাব) ক্রমুক (অণ্ডকোষ) ভূর্জ্জ, মেষশৃঙ্গী তালিশবৃক্ষ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ আকনদ ধব অর্জ্জুন তালমূলী, করঞ্জ. নাটা-করঞ্জ, অশ্বকর্ণ (সাল) অগুরু, পীতকাষ্ঠ। ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। ইহার দ্বারা কুষ্ঠ মেহ পাণ্ডুরোগের শান্তি হয় এবং কফ ও মেদ শুষ্ক হয়।

৬। লোধ্রাদিগণ। লোধ, সাবর লোধ, পলাশ, শোণাপাত, অশোক, কাঞ্জিকা (বামনহাটী (কটফল, এলবালুক, সল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, কদম্ব, সাল এবং কদলী। ইহাদিগকে লোধ্রাদিগণ কহে। লোধ্রাদিগণের দ্বারা মেদ ও কফ শুষ্ক হয়, এবং যোনিদোষের শান্তি হয়। ইহা স্তম্ভকর ব্রণের হিতকর ও বিষনাশক।

৭। অর্কাদিগণ। অর্ক (আকন্দ) অলর্ক (শ্বেতআকন্দ) করঞ্জ ও (নাটাকরঞ্জ নাগদন্তী (হাতিশুড়া) অপামার্গ ভার্গী (বামনহাটী) রাস্না, বিষলাঙ্গুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড, অলবনা ও ইঙ্গুদী, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ ও মেদের শোধন কর, কৃমি ও কুষ্ঠের শান্তিকর এবং ব্রণ শোধন কর।

৮। সুরসাদিগণ। সুরসা (রাস্না) শ্বেত সুরসা (শুক্ল শেফালিকা) শ্বেততুলসী, গন্ধ তুলসী, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, (শাক বিশেষ) সুগন্ধক (রাস্না) কৃষ্ণতুলসী, কাসমর্দ্দ (কালকাসন্দা) অপামার্গ, ক্ষুরক. (কুলেখাড়া) বিড়ঙ্গ, কট্ফল, সুরসী, নির্গুণ্ডী, (নীলশেফালিকা) কোলাহল; (কুকসীমা) ইন্দুরকালী. কঞ্জী (বামনহাটী) প্রাচীবল, কাকমাচী, (গুড়-কামাই) বিষমুষ্টিক (কুচলে) ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। সুরসাদিগণ কফ কৃমি নাশকয়, প্রতিশ্যায় অরুচি শ্বাস ও কাশের শান্তিকর, এবং ব্রণের শোধন কর।

মুষ্ককাদিগণ। মুষ্কক (ঘন্টপারুল) পলাশ, ধব, চিত্রক, ময়না. শিংশপা, মনসা ও ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া) ইহাদিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। মুষ্ককাদিগণের দ্বারা মেদ রোগ শুক্রদোষ মেহ অর্শঃ পাণ্ডুরোগ ও শর্করা অশ্মরীরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

১০। পিপ্পল্যাদিগণ। পিপ্পলী. পিপ্পলীমূল, চই, চিতে, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণু এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরে, সর্ষপ, মহানিম, (ঘোড়ানিম্) হিঙ্গু ভার্গী (বামনহাটী) মস্থর (শোল্‌ফা) আতিবিষ (আতইচ) বচ, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী। ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহা কফ প্রতিশ্যায় বায়ু ও অরুচি নাশক, অগ্নির উদ্দীপ্তিকর, গুল্ম ও শূলঘ্ন. এবং আমের পরিপাক কর।

১১। এলাদিগণ। এলাইচ, তগরপাদিকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারচিনী, তেজপত্র নাগ কেশর প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ, (গন্ধ-দ্রব্য বিশেষ) নখী চোর। (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) গেঁটেলা সরলকাষ্ঠ, চোচ খড়িকা, বালা, গুগ্‌গুলু ধুনা, শিলারস কুন্দুরু খোটী, অগুরু স্পৃক্কা (পিড়িংশাক) বেনামূল ভদ্রদারু, কুঙ্কুম পুন্নাগ বকুল। ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহার দ্বারা বাতশ্লেষ্মা এবং বিষের শান্তি হয় শরীরের বর্ণ প্রসন্ন হয়, কণ্ডূ পীড়ক এবং কোঠ রোগ (ত্বক্‌রোগ) নষ্ট হয়।

১১। বচাদিগণ। বচ মুথ, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু, নাগকেশর, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কলসী, (চাকুলে) কুড়চী বীজ, এবং যষ্টিমধু ইহাদিগকে বচাদি এবং হরিদ্রাদিগণ কহে। ইহার দ্বারা স্তন্য সংশোধিত হয়। আমাতিসারের শান্তি হয় এবং বায়ুপিত্ত শ্লেষ্মার পরিপাক হইয়া থাকে।

১৩। শ্যামাদিগণ। শ্যামালতা, মহাশ্যামা (শ্যামালতা) তেউড়ী, দন্তী, চোচখড়িকা লোধ

ককলাগুড়ি, রম্যক, (বকপুষ্প) রক্তলোধ পুত্র শ্রেণী (মুষুলীলতা) গবাক্ষী (রাখালশশা) রাজ-বৃক্ষ (সোঁদাল) করঞ্জদ্বয় (লতা করঞ্জ ডালকরঞ্জ গুলঞ্চ সপ্তলা। পারুল। ছাগলান্ত্রী (বিষ তাড়কা) সুধা (সিজ) স্বর্ণক্ষিরীলতা। ইহা-দিগকে শ্যামাদিগণ কহে। শ্যামাদিগণ গুল্ম এবং বিষাপহারী আনাহ এবং উদররোগে মল-ভেদকারী, এবং উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকর।

১৪। বৃহত্যাদিগণ। বৃহতী কণ্টিকারী কুড়চী ফল, আকনাদি, যষ্টিমধু। ইহাদিগকে বৃহত্যা দিগণ কহে। বৃহত্যাদিগণ বায়ুপিত্ত হারক, এবং কফ অরুচি হৃল্লাস (বমনেচ্ছা) এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর।

১৫। পটোলাদিগণ। পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা গুড়ূচী, আকনাদি ও কটকী। ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে। ইহা পিত্তকফ ও অরুচি নাশক, জ্বরের উপশমকারী, ব্রণের হিতকর এবং বলন কণ্ডূ ও বিষের নিবৃত্তিকর।

১৬। কাকোল্যাদিগণ। কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীরক ঋষভক, মুদ্গপর্ণী (মুগানি মাষপর্ণী (মাষাণী) মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ পুণ্ডরীক বৃক্ষ, ঋদ্ধি,বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা,জীরকদ্বয় যষ্টিমধু। ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে। কাকোল্যাদিগণ রক্ত পিত্ত এবং বায়ুর শান্তিকর, জীবনী, পুষ্টিকর তেজোবৃদ্ধিকর শুক্র এবং শ্লেষ্মাজনক।

১৭। উষকাদিগণ। ক্ষার মৃত্তিকা সৈন্ধব শিলাজতু, কাসীকদ্বয়, (দুই প্রকারের হিরেকস হিঙ্গু এবং তুল্যক (তুঁতে) ইহাদিগকে উষকাদি গণ কহে। উষকাদিগণ কফ হারী মেদ শোধন কর এবং অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগের নিবৃত্তিকর।

১৮। সারিবাদিগণ। শ্যামালতা, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ গাম্ভারীফল, মধুকপুষ্প ও বেনামূল, ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। সারিবাদিগণ পিপাসা রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ রোগের শান্তি করিয়া থাকে।

১৯। অঞ্জনাদিগণ। অঞ্জন (স্রোতোঞ্জন) রসাঞ্জন, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলশুঁদী, নীলোৎ-পল, বেনামূল পদ্মনাগকেশর যষ্টিমধু। ইহাদি-গকে অঞ্জনাদিগণ কহে, অঞ্জনাদিগণের দ্বারা রক্তপিত্ত বিষ এবং অন্তর্দাহের শান্তি হয়।

২০। পরুষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, (পিয়াল) কতকফল, শাক ফল ও ত্রিফলা। ইহাদিগকে পরুষকাদিগণ কহে। ইহা বায়ু মূত্র দোষের শান্তিকর, মুখপ্রিয়, পিপাসা শান্তি কর ও রুচিকর।

২১। প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণদ্বয়। প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গ, ধাতকীপুষ্প, পুন্নাগ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মোচরস, অঞ্জন, (রসাঞ্জন) পুন্নাগ, স্রোতোঞ্জন পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, কটুঙ্গ, (শোণাপাত) যষ্টি-মধু বিল্বপেশিকা (বেলশুঁঠ) লোধ, সাবরলোধ পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, ও পদ্মকেশর। ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই দুইগণ পক্কা-তিসারের নিবৃত্তিকর সন্ধান কর(যদ্দ্বারা ক্ষতস্থান যোড়ালাগে) পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের শোধন কর।

২২। বট যজ্ঞডুমুর; অশ্বত্থ প্লক্ষ, (আমড়া অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কোষাম্র, (ক্যাওড়া) চোকক (চেরকাঁটা) তেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু পিয়াল যষ্টিমধু, কটকী বকুল, কদম্ব, বদরী, গাব, শল্লকী, (শালবৃক্ষ) লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ। ইহাদিগকে ন্য গ্রোধাদিগণ কহে। ইহা ব্রণরোগে উপকারী মলের সংগ্রাহক, ভগ্নের (অস্থিভগ্নের) সন্ধানকর রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকর মেদোঘ্ন এবং যোনিদোষ হারক।

২৩। গুড়ূচ্যাদিগণ। গুলঞ্চ নিম্ব, ধনিয়া, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদিগণ কহে। এই সমস্ত দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং এই সমস্তদ্রব্য দ্বারা হিক্কা অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্র দাহ নিবারণ হইয়া থাকে।

২৪। উৎপলাদিগণ। নীলোৎপল, কুমুদ

সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম,, শ্বেতপদ্ম, ও যষ্টিমধু, ইহারা, উৎপলাদিগণ। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পিপাসা, গাত্র দাহ, ও রক্তপিত্ত দমন হয়, বিষনষ্ট হয়, এবং হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছার শান্তি হইয়া থাকে।

২৫। মণ্ডাদিগণ। মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী অর্থাৎ বহেড়া কুড়, হৈমবতী, (বচ) শুক্লবচ, আকনাদি, কটুকী, শার্ঙ্গষ্টি, (মহাকরঞ্জ) অতি বিষা অর্থাৎ আতইচ দ্রাবিড়ী, (এলাইচ) ভেলা ও চিতা, ইহারা মুণ্ডাদিগণ; ইহারা কফ ও যোনিদোষ নষ্ট করে, স্তন দুগ্ধ শোধন করে ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে।

২৬। ত্রিফলাদিগণ। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহা বধ ত্রিফলা। এই সমস্ত দ্রব্য কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশ করে নেত্রদোষ দূরীকরণ ও অগ্নির উদ্দীপন করিয়া থাকে।

২৭। ত্রিকটু। পিপ্পলী, মরিচ ও শুণ্ঠী ইহারা ত্রিকটু। ইহারা শ্লেষ্মা ও মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্ম্ম রোগ নিবারণ করে, গুল্ম, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য দমন করে। এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

২৮। আমলক্যাদিগণ। আমলকী, হরীতকী পিপ্পলী ও চিতা; ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, কফ ও অরুচি নাশকারী এবং চক্ষুর্দ্বয়ের উপকারী অগ্নির উত্তেজক ও শুক্র বৃদ্ধি করে।

২৯। ত্রপ্বাদিগণ। রাঙ, সীসা, তামা, রূপা, সোনা, কৃষ্ণ লৌহও লৌহমল ইহাদিগকে ত্রপ্বা দিগণ কহে। এই সকলের দ্বারা বিষকৃমি, পিপাসা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেদ ও বিষনষ্ট হইয়া থাকে।

৩০। লাক্ষাদিগণ। লাক্ষা, রেবত (সোঁদাল) কুটজ, (কুড়চি) করবীর, কট্‌ফল, হরিদ্রা দারু হরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতী ও বলা ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর। এই সকলের দ্বারা কফ, পিত্তরোগ কুষ্ঠ ও কৃমি নষ্ট হয় এবং দুষ্টব্রণের শোধন হইয়া থাকে। ইহার পর পঞ্চপ্রকার পঞ্চমূল কহিতেছি।

১ম। গোক্ষুরি, কণ্টিকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপাণি, এই সকলকে পঞ্চমূল কহে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর। এই পঞ্চমূলের দ্বারা বাত পিত্ত নষ্ট হয়, এবং শরীরের বল ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

২য়। বিল্ব, গণিকারিকা সোনা, পারুল, ও গাম্ভারী এই সকলকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহাদের আস্বাদন তিক্ত ও পশ্চাৎ মধুর। ইহারা কফ ও বায়ু নাশক, লঘুপাক ও অগ্নি বৃদ্ধিকর।

৩য়। এই উভয় পঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহারা শ্বাস কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে। অপক্ক বস্তুর পরিপাক সাধন করে। ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ করিয়া থাকে।

৪র্থ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা ও গুড়ূচী ও অজশৃঙ্গী ইহাদিগের নাম বল্লী।

৫ম। পানি আমলা, গোক্ষুরি (ঝাঁটী) গৃধ্রনখ (আকনাদি) ও শতমূলী ইহাদিগের নাম কণ্টক। এই বল্লী ও কণ্টকাদিগণদ্বয় রক্তপিত্ত ও ত্রিবিধ শোথ দমন করে। এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ অর্থাৎ উপতৃণ ও ইক্ষু ইহাদিগের নাম তৃণ। এই তৃণ পঞ্চক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রদোষ মূত্র বিকার ও রক্তপিত্ত নিবারণ হয়।

এই পঞ্চবিধ মূলের মধ্যে আদ্যদ্বয় অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল বায়ু দমন করিয়া থাকে। মধ্যদ্বয় অর্থাৎ বল্লী ও কণ্টকাদি মূত্র শ্লেষ্মার দমন করে এবং অন্ত্য অর্থাৎ তৃণাদি পঞ্চমূল পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে ত্রিবৃদাদিগণ অন্যত্র বলা যাইবে। এস্থলে এই সকলগণ সংক্ষেপে লিখিত হইল যে হেতু চিকিৎসা প্রকরণে পূর্ব্বে দোষের বলাবল নির্ণয় পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে বলা হইয়াছে বুদ্ধিমান, চিকিৎসক এই সমস্ত দ্রব্য যথা ন্যায়ে বিভাগ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ কষায় তৈল ঘৃত ও পান করিবেন। সকল ঋতুতেই ধূম, বর্ষা

বায়ু ও ক্লেদ রহিত গৃহে অতি গোপনভাবে ঔষধ সকল প্রস্তুত করিবেন। দোষ রক্ষা অর্থাৎ বায়ু পিত্তকফ এই তিনের প্রভেদ দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রকমঔষধ সকল প্রয়োগ করিবেনএবং স্থান বিশেষে কোথাও বা পৃথক্ পৃথক্ কোথাও বা মিশ্রিত এবং কোথাও বা সমস্ত প্রয়োগ করিবেন।

সংশোধন ও সংশমনীয় দ্রব্যের বিবরণ।

মদর (ময়না) ফল, কুড়চি দেবতাড় তিত-লাউ অপামার্গ, কৃতবেধন, (কোশাতকী) সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, কুড়চি, প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে) কাঞ্চন বৃক্ষ কর্ব্বুদার (শ্বেত কাঞ্চন) নিম্ব অশ্বগন্ধা, অম্লবেতস, বন্ধুজীব (বান্ধুলি) অপরাজিতা, ঘনপুষ্পী, (মনবৃক্ষ) বিম্ব (তেলাকুচা), বচ, রাখালশশা, ও চিতে, ইহা-দের মধ্যে প্রপুন্নাড়, পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, এবং কাঞ্চন বৃক্ষ হইতে অবশিষ্ট বৃক্ষগণের মূল গ্রহণ করিবে।

ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) শ্যামালতা, দন্তী দ্রবন্তী (মূষলীলতা) সপ্তলা (পারুল) শঙ্খির (চোঁচখড়িকা) মেষশৃঙ্গী, গাবাক্ষী, (গোমূক) ছাগলান্ত্রী (বিষান্তক) মনসাসিতা, স্বর্ণ ক্ষীরী-লতা, চিত্রক অপামার্গ কুশ, কাশ, তিল্বক লোধ কমলাগুড়ি, পটোল মূল, পাচন, গুবাক, হরী-তকী, আমলকী, বিভীতকী, নীলী, চতুরঙ্গুল, (সোঁদাল) এরণ্ড (করঞ্জ) মহাবৃক্ষ (পাকুর) ছাতিম, অর্ক, এবং জ্যোতিষ্মতী (লকটকী) এই সকলের দ্বারাশ রীরের অধোভাগ সংশো-ধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ত্রিবৃৎ হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল, তিল্বক হইতে পটোল পর্য্যন্ত দ্রব্যের ফল, করঞ্জ এবং সোঁদালের পত্র, এবং অবশিষ্ট বৃক্ষের ক্ষীর গ্রহণ করিবে।

কোতকী, সপ্তনর শঙ্খিনী, দেবদালী, কার-বেল্লী (করলা) ইহারা ঊর্দ্ধাধ উভয় ভাগ সংশোধন করে। ইহাদিগের বল গ্রহণ করিবে।

পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রু (সজিনা) শ্বেত সর্ষপ, শিরীষ, মরিচ, করবীর মূল, বিম্বী অপরাজিতা, অপামার্গ, বচ, জ্যোতিষ্মতী, করঞ্জ অলর্ক, অর্ক, (শ্বেতআকন্দ) রশুন আতইচ শুণ্ঠি, তালীশ, তমাল রাস্না অর্জ্জক (বাবুই-তুলসী) ইঙ্গুদী মাতুলুঙ্গী, (টাবালেবু) মুরুঙ্গী পীলুজাকী, শাল, তাল, মধুক, লক্ষণ হিঙ্গু, লবণ মদ্য, গোময় রস এবং গোমূত্র। ইহারা শিরো বিরেচক। ইহাদিগের মধ্যে মরিচ পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের মূল, অলর্ক হইতে শুণ্ঠি পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের কন্দ, তালীশ হইতে অর্জ্জক পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ সমূহের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গ ত্বক, মাতুলুঙ্গী মুরুঙ্গী ও পীলু জাতির পুষ্প, শাল তাল ও মধুকের সার এবং হিঙ্গু ও লাক্ষার নিটাস, গ্রহণ করিবে। লবণ প্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব বিশেষ, মদ্য সমূহ আসব দ্রব্য বিশেষ এবং গোমূত্র ও গোময় রসকে মল বলা যায়।

এক্ষণে সংশমনী—দ্রব্য লিখিত হইতেছে।

দেবদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা, বরুণ মেষশৃঙ্গী শ্বেত বেড়ালা পীত বেড়েলা. নীল ঝিণ্টী, গণিকারিকা ভূরালভা, সল্লকী, পারুল, চীরতরু, (অর্জ্জুন বৃক্ষ) পীত ঝিণ্টী, গুলঞ্চ, এরণ্ড পাষাণ ভেদী (পাথর কোড়) অর্ক, অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) শতমূলী, পুনর্ণবা, সাম্ভার লবণ, গজপিপ্পলী, কাঞ্চন বৃক্ষ, ভার্গী, (বামনহাটী) কার্পাস, বৃশ্চিকালী (বিচুতি) পণ্ডুর, (সালিঞ্চাশাক) চরকোল, কুলথ প্রভৃতি, এবং বিদারি গন্ধাদিগণ, ও পূর্ব্বা-ধ্যায়ে কথিত হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চমূলী, ইহারাই সামান্ততঃ বাত সংশমনী বর্গ।

চন্দন রক্ত চন্দন বালা, লবণামূল, মঞ্জিষ্ঠা কাকলি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, প্রিয়ঙ্গু, শৈবাল, কহলার (শ্বেত শুঁদি) কুমুদ, পদ্ম কদলী কন্দলী (পদ্মবীজ) দূর্ব্বা, মূর্ব্বা প্রভৃতি, এবং কাকো-

ল্যাদি ও স্বগ্রোধাদিগণও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত তৃণ পঞ্চমূল। ইহারা সামান্যতঃ পিত্ত সংশমনী বর্গ।

দারুহরিদ্রা, অগুরু, রক্তচন্দন, কুষ্ঠ, (কুড়) হরিদ্রা, শীত শীব (মৌরী) শোলূফা সরল কাষ্ঠ রাস্না করঞ্জ, ডালকরঞ্জ, ইঙ্গুদী জাতী কুঁচ, বিষলাঙ্গলী, হস্তিকর্ণ পলাশ মুঞ্জাতক বেনামূল প্রভৃতি, ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত বল্লীগণ কণ্টকগণ হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চমূলী, এবং পিপ্পল্যাদি বৃহত্যাদি মুষ্ককাদি বচাদি স্মরসাদি ও আরগ্ধাদিগণ ও সামান্যতঃ শ্লেষ্ম সংশমনী বর্গ।

ব্যাধি অগ্নি প্রভৃতি ও বল বিবেচনা করিয়া ঔষধ সকল বিধান করিবে। ব্যাধির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে উপস্থিত ব্যাধির নিবৃত্তি হইয়া অন্য প্রকার ব্যাধিজন্মে। অগ্নির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ পরিপাক পাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পারিমাণে ভক্ষণ করিলে, ঔষধ জীর্ণ হয় না,অথচ উদর ভার হইয়া ক্রমশঃ পরিপাক পায়। প্রকৃতিতে যে পরিমাণে সহ্য পায়, তাহার অধিক সেবন করিলে গ্লানি মূর্চ্ছা বা মানসিক বিকার জন্মে। সংশমনী দ্রব্যের পরিমাণ এই প্রকারে কোন রূপে অধিক হইলে সংশমনী দ্রব্যের গুণ বিফল করে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি অনুসারে ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে কোন ফল দর্শে না। অতএব ব্যাধি অগ্নি ও প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পরিমাণ বিধান করিবে।

যে রোগ শোধনী দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসনীয় সেই রোগে রোগী যদি দোষ জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে অল্প পরিমাণে সংশোধনী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে দোষ ক্ষালিত হইলে এবং কোষ্ঠদোষের মৃদু ভাবে ক্রিয়া হইতে থাকিলে, রোগীর বল দেখিবার প্রয়োজন নাই।

কারণ ব্যাধিশূন্য হইয়া দুর্ব্বল থাকিলেও তাহার শরীর নিশ্চয় সংশোধিত হইয়াছে বলা যায়। ব্যাধির আদিতে এবং মধ্যে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা কাথ হইলে তাহার মাত্রা অঞ্জলী প্রমাণ চূর্ণ হইলে দুই তোলা এবং কল্ক হইলে এক তোলা দোষ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলে, এবং কোষ্ঠের কার্য্য মৃদু হইলে, দুর্ব্বল রোগীর শোধনী প্রয়োগেই ব্যাধির শান্তি হয়।

দ্রব্য বল গুণ বীর্য্য ও বিপাকের বিজ্ঞান।

কোন কোন পণ্ডিতেরা দ্রব্যই প্রধান কহিয়া থাকেন। কারণ, প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত হয়, পক্ব ফলে রস রূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য নিত্য এবং রস গুণ প্রভৃতি অনিত্য কারণ, কল্কাদির স্থলে দ্রব্য বর্ণ ও গন্ধ বিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধহীন, হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ দ্রব্যজাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে; যথা পাচিত দ্রব্য কদাচ অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থপক্ষেযাস্ত্রিকের দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয় রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চম, দ্রব্য, আশ্রয় এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত। ষষ্ঠ ঔষধের গুণ বর্ণন করিতে হইলে দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া আবদ্ধ হয়; যথা, বিদারি গন্ধাদি আহরণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পাক করিবে। ইহাতে রসের উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করা হয় নাই. সপ্তম, শাস্ত্র প্রমাণ হেতু। ঔষধের যোগ বর্ণনার স্থলে শাস্ত্রে দ্রব্যই প্রধান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা মাতুলুঙ্গ ও অগ্নিমন্থ ইত্যাদি। এস্থলে রস প্রভৃতি উপদিষ্ট হয় নাই। অষ্টম, রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের পক্ব রস ইত্যাদি। নবম দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধি শান্তি হইয়া থাকে। যথা মহা বৃক্ষের ক্ষীর (আটা) কর্ত্তৃক ইত্যাদি।

এই কারণে দ্রব্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের ন্যায় দ্রব্য ও দ্রব্যের লক্ষণ পরস্পর সমবায়ী কারণ। (অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ফল হইলে সেই দ্রব্য উৎ-

পাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়ী কারণ অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপন্ন হয়।—) কেহ কেহ এরূপ স্বীকার না করিয়া বলই প্রধান বলের সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে, যে প্রাণীগণের আহার বলের আরও। তাহাতেই প্রাণধারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ গুরু উপদেশের স্থলে বলই উপদেশের বিষয় হইয়াছে, যথা, মধুর অম্ল এবং লবণ বায়ুর শান্তি করে। তৃতীয়তঃ অনুমানের স্থলে, বলের দ্বারা দ্রব্য অনুমিত হয়, যথা মধুর দ্রব্য। চতুর্থতঃ ঋষি বচনেও এই প্রকার লিখিত আছে যে যজ্ঞকাষ্ঠ কিঞ্চিৎ মধুর দ্রব্য অবলেহ করিবে। অতএব বলই প্রধান বলের দ্বারাই দ্রব্যের গুণ সংজ্ঞা। বলের লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে। বীর্য্যই প্রধান কহেন। কারণ বীর্য্য গুণে ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ এবং উভয় ভাগের সংশোধন, সংশরণ, সংগ্রহণ অগ্নিউদ্দীপন, প্রপাতল লেখন, বৃংহণ, রসায়ন বাজীকরণ, শয়থু করণ, বিলপন (মিলিয়া যাওয়া) দহন, দারণ, মাদন মারণ, ও বিষয়ের প্রশমন প্রভৃতি ঔষধের কার্য্য বীর্য্যের প্রাধান্য বশতই হইয়া থাকে। জগতে অগ্নি সোমীয়ত্ব প্রযুক্ত বীর্য্য দুই প্রকার, শীত এবং উষ্ণ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন বীর্য্য অষ্টবিধ, যথা উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিসাদ অর্থাৎ পিচ্ছিম মৃদু ও তীক্ষ্ণ। এই সমস্ত বীর্য্য স্বীয় বল ও গুণের প্রভাবে বল অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। ইহা বৃহৎ পঞ্চমূল কষায় বল, ও পশ্চাৎ তিক্তরস বিশিষ্ট হইয়া ও উষ্ণ বীর্য্যত্ব হেতু বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে। কুলথ, কষায় কটুক ও পলাণ্ডু, ইহারও তৈলবৎ স্নেহ ভাব প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে। মধুর ও শীত বীর্য্য প্রযুক্ত ইক্ষুরস দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। পিপ্পলী কটুরস বিশিষ্ট হইয়াও ঈষৎ শীত বীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের শান্তি করে। কাকমাচী তিক্তরস বিশিষ্ট ও মৎস্য মধুর রস বিশিষ্ট হইয়া ও উষ্ণবীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের বৃদ্ধি করে। মূলক কটুরস বিশিষ্ট হইয়াও স্নিগ্ধ বীর্য্য হেতু শ্লেষ্ম বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্লরস বিশিষ্ট হইয়াও এবং মধ্য মধুর রস বিশিষ্ট হইয়াও রুক্ষ বীর্য্য হেতু শ্লেষ্মা দমন করে। নিদর্শন স্বরূপে এই কয়টী মাত্র প্রদর্শিত হইল।

যে সমস্ত রসের দ্বারা বায়ু শান্তি হয়, যদি সেই সমস্ত রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইহার শান্তি করিতে পারে না। যে সকল রসের দ্বারা পিত্ত নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দারা পিত্ত নষ্ট হয় না এবং যে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মা দমন হইয়া থাকে, যদি তাহারা স্নেহ গৌরব ও শীতলতা গুণযুক্ত হয় তাহা হইলে সে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব বীর্য্যই প্রধান।

কেহ কেহ কহেন না, তাঁহারা পরিপাককেই প্রধান দেখিয়া থাকেন। কারণ সকল ভুক্ত দ্রব্য সম্যকরূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, প্রত্যেক রসেই পরিপাক হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মধুর অম্ল ও কটু এই বিবিধ রসেই পাক হয়। কিন্তু ইহা সুসংগত নহে, কারণ দ্রব্য গুণ ও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে অন্নের বিপাক নাই, অগ্নিমান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্লরসে পরিণত হয়।

যদি অন্নের বিপাক স্বীকার করিতে হয়, তবে লবণ রসের ও অন্য প্রকার পাক সম্ভবে। কিন্তু তাহা হয় না, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়াই লবণতা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মধুর রস পরিপাকে মধুরই থাকে; এবং অম্ল বল অম্লেই থাকে, এই প্রকার সকল রসই আবিকৃত থাকে। তাহার উদাহরণ যথা স্থালীগজ দুগ্ধ হইবার কালে মরই থাকে।

এবং শালি যব মুদ্গ প্রভৃতি ভূমিতেপ্রকীর্ণ হইলে, উত্তর কালে ও তাঁহারা স্বভাব পরিত্যাগ করে না। কেহ বলেন যে মৃদু রস বলবান রসের অনুগামী হয়। এ বিষয়ে এই প্রকার বিবিধ অনবস্থিত দোষ ঘটে। অতএব তাহার এই প্রকার পাক কথিত হইয়াছে, মধুর ও কটু। তাঁহার মধ্যে মধুর পাকে গুরু এবং কটু পাকে লঘু হইয়া থাকে। পৃথ্বী অপ্ তেজঃ বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগের গুণের অনুস রে গুরু ও লঘু এই দুই প্রকার বিভক্ত করা যায়। পৃথ্বী অপ্‌গুরু এবং অবশিষ্ট তিনটী লঘু।

দ্রব্যের পরিপাককালে পৃথিবীও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে মধুর পাক কহে এবং অগ্নি বায়ু বা আকাশের গুণ অধিক থাকিলে কটুপাক কহে। যে সকল তার্কিকেরা দ্রব্য রস বীর্য্য বিপাক এই চারিটীর একটীর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাহাদিগের বিতর্কবাদ পূর্ব্বোউল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি উক্ত চতুষ্টয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কোন দ্রব্য সেবন করিলে, দোষের কিয়দংশ, দ্রব্যের দ্বারা কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা কিয়দংশ বীর্য্যের এবং কিয়দংশ তাহার বিপাকের দ্বারা শান্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীর্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহের স্থিতি যে প্রকার পরস্পর সাপেক্ষ সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না। বীর্য্য বলিলে অষ্টপ্রকার গুণ (শীত উষ্ণ রুক্ষ প্রভৃতি) বুঝায় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই অষ্টপ্রকার বীর্য্য দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই সকল গুণ নির্গুণ রসের কথনই আশ্রয় থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয়রস সে প্রকার হয় না। অতএব দ্রব্যই প্রধান, রসবীর্য্য ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত মীমাংসা বা বিস্তার বিষয় হইতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাহা সেবন করিবেন ঔষধ সকল স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ও তাহাদিগের লক্ষণ ও ফল ও প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞজনেরা কোন কারনে সেই সমস্ত ঔষধি পরীক্ষা করিবেন না। কারণ এরূপ সহস্র হেতু আছে, যদ্দারা অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ ও বিরেচন করাইতে পারে না অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, হেতু অনুসন্ধান না করিয়া শাস্ত্র প্রমাণেই কার্য্য করিবেন।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান।

পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ। এই সমস্ত মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে তাহা সেই নামে কথিত হয়, যথা, পৃথ্বী ভাগের আধিক্যে পার্থিব, অপ্‌ভাগের আধিক্যে আপ্য এবং তদনুসারে তৈজস বায়ব্য ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থূল সারবিশিষ্ট সান্দ্র মন্দস্থির খর গুরু কঠিন গন্ধ বহুল ঈষৎ কষায় বা মধুর প্রদাহ তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পর্থিব দ্রব্য স্থিরতা বল সজ্ঘাত (একত্র সংশ্লেষ) ও বর্দ্ধন কর, বিশেষতঃ অধোগমন শীল।

যে দ্রব্য শীতল আর্দ্র স্নিগ্ধ মান্দ্য গুরু সারক সান্দ্র মৃদু পিচ্ছিল রস বহুল ঈষৎ কষায় বা সকল রস বিশিষ্ট অথবা মধুর প্রায় তাহাকে আপ্য (জলীয়) বলা যায়। জলীয় দ্রব্য, স্নেহ হর্ষ ক্লেদ ও সংশ্লেষ কর এবং ক্ষরণশীল।

যে দ্রব্য উষ্ণ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম রুক্ষ খর লঘু বিশদ রূপ গুণ বহুল ঈষৎ অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট অথবা কটুরস প্রায় বিশেষতঃ উর্দ্ধগমন শীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস দ্রব্য দহন পচন দাবল তাপন প্রকাশকর এবং প্রভা ও বর্ণকর।

যে দ্রব্য সূক্ষ্ম রুক্ষ খর শিশির লঘু বিশদ্য স্পর্শ বহুল ঈষৎ তিক্ত বিশেষতঃ কষায় তাহাকে বায়বীয় দ্রব্য কহে। বায়বীয় দ্রব্য নির্ম্মলতা লঘুতা ও গ্লানিকর এবং শোষক ও সঞ্চালক।

যে দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মৃদু গ্রাম্য ধর্ম্মের উত্তেজক অপ্রকাশিতও অব্যক্ত অথবা শব্দ বহুল তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু সচ্ছিদ্র ও লঘু।

এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যকেই ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে এবং বীর্য্য ও গুণ বিশিষ্ট হইতে দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। সেই সকল ঔষধ সেবিত হইলে যে সময়ে কার্য্য করে তাহাকে কাল কহে, যাহা করে তাহাকে কর্ম্ম বলে যদ্দারা করে তাহাকে বীর্য্য কহে,যে স্থানে সেই কার্য্য করে তাহাকে অধিকরণ বলে যে প্রকারে করে তাহাকে উপায় বলে এবং কার্য্যের দ্বারা পরিণামে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে ফল বলে।

সেই সকল ঔষধের মধ্যে বিরেচন দ্রব্যে পার্থিব জলীয় গুণই অধিক। পৃথিবী ও জল গুরু গুরুতা প্রযুক্ত অধোগামী। অতএব অধোগুণ বাহুল্যেই বিরেচন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু গুণই অধিক অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুতা প্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী অতএব ঊর্দ্ধগুণ বাহুল্যেই বমন হয়। বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন ও বিরেচন এই উভয় প্রকার গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যে ঊর্দ্ধগামিতা ও অধোগামিতা উভয় গুণই অধিক পরিমাণে। থাকে। সেই প্রকার শমন দ্রব্যে আকাশগুণ অধিক এবং বায়ুর শোষণ গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক। দীপ্তিকর (অগ্নিকর) ঔষধে অগ্নি গুণের আধিক্য লেহনকর ঔষধে বায়ু ও অগ্নি গুণের আধিক্য এবং পুষ্টিকর ঔষধের কার্য্য এই প্রকারে সম্পাদন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভূমি অগ্নি ও জলীয় দ্রব্যেরদ্বারা বায়ুর শান্তি হয়; ভূমি জল ও বায়ুজাত দ্রব্যে পিত্তের শান্তি হয় এবং আকাশ অগ্নিও বায়ুজাত দ্রব্যে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। আকাশ বায়ুজ দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি হয়, আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক দ্রব্যেই যে যে গুণ অধিক তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া একপ্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য দোষে প্রয়োগ করিবে।(অর্থাৎ যে একপ্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগের শান্তি করিবে) শীতল উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ মৃদু তীক্ষ্ণ পিচ্ছিল ও বিশদ দ্রব্যের এই গুণ গুলিকে বীর্য্য বলা যায়। দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নি থাকিলে তীক্ষ্ণবীর্য্য বলা যায়। দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নি থাকিলে তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য বলা যায় জলীয়গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীর্য্য পার্থিব জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধ বীর্য্য,জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মৃদুবীর্য্য বায়ু গুণ থাকিলে রুক্ষবীর্য্য এবং ক্ষিতি ও বায়ু গুণ থাকিলে বিশদ বীর্য্য বলা যায়। গুরু ও লঘু পাকের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। উষ্ণ বা স্নিগ্ধ বীর্য্য বাতঘ্ন শীত মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্য পিত্তঘ্ন এবং তীক্ষ্ণ রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্য শ্লেষ্মঘ্ন গুরুপাকে বাতপিত্তের শান্তি হয় এবং লঘুপাকে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। মৃদু শীতল ও উষ্ণগুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায় এবং সুখ দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ জানা যায়। গুরুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ হয় এবং ঊর্দ্ধগত কফের দ্বারা পীড়িত হয়। লঘুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ হয় ও তৎপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের যে প্রকার রস তাহার গুণ ও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর রস হইলে গুরুপাক ও পার্থিব গুণ বিশিষ্ট এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয়গুণ। গুণ বর্ণনায় দ্রব্যের যে রূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শরীরে ও তাহারা সেই প্রকারকার্য্য করে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রস বিশেষ বিজ্ঞান।

আকাশ বায়ু অগ্নি জল এবং ভূমি এই পঞ্চ ভূতে যথা সংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি

হইয়া শব্দ স্পর্শ রূপে বায়ুর গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ বায়ুর গুণ শব্দও স্পর্শ অগ্নিরশব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ যেরূপ ও রস গন্ধ এই রূপে যথা ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রস জলীয় গুণ সম্ভূত। পরস্পর সংসর্গ আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়া প্রযুক্ত সকল ভূতের অংশ সকলেরই মিলিত আছে। তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে। জলীয় গুণ সম্ভূত সেই রস অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ছয় প্রকার বিভক্ত হয়। ছয় রস যথা, মধুর অম্ল লবণ কটুতিক্ত ও কষায়। তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি প্রকার বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে পার্থিব ওজলীয় গুণের আধিক্যে মধুর রস জন্মে পার্থিব ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে অম্লরস জন্মে জলীয় ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে লবণ রস জন্মে বায়ব্য আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে কটুরস জন্মে, বায়ব্য ও আকাশ গুণ বাহুল্যে কষায় রস জন্মে। মধুর অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন, মধুর তিক্ত ও কষায় রস জন্মে। মধুর অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন মধুর তিক্ত ও কষায় পিত্তঘ্ন, এবং কটু তিক্ত কষায় শ্লেষ্মঘ্ন, বায়ু স্বয়ং সিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্য পদার্থ। সেই সমস্ত রস স্ব যোনি বর্দ্ধন কর। এবং অন্যযোনির শান্তিকর। কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, যে জগতের অগ্নি সোমী য়ত্ব প্রযুক্ত রস দুই প্রকার, আগ্নেয় সৌম্য। মধুর তিক্ত ও কষায় সৌম্য ত্রিকটু অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। মধুরাম্ল লবণ স্নিগ্ধ ও গুরু, এবং কটু তিক্ত কষায় রুক্ষ উষ্ণদু। সৌম্য শীতল, আগ্নেয় উষ্ণ।

শীতলতা রুক্ষতা লঘুতা বৈশদ্য ও বিষ্টম্ভতা (গুরুতা) বায়ু গুণের লক্ষণ। তাহার সমান যোনি কষায় রস। কষায় রসের শীতলতার দ্বারা বায়ুর শীতলতা রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা লঘুতার দ্বারা লঘুতা, বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য এবং বিষ্টম্ভতার সহিত বিষ্টম্ভতা বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা, লঘুতা, এবং বৈশদ্য, পিত্ত গুণের লক্ষণ। ইহার সমান যোনি;কটু রস কটু রসের উষ্ণতার দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা তীক্ষ্ণতার দ্বারা তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য বর্দ্ধিত হয়। মাধুর্য্য স্নেহ গৌরব শীতলতা ও পিচ্ছিলতা শ্লেষ্মা গুণের লক্ষণ। তাহার সমান যোনি মধুর রস। মধুর রসের মধুরতা দ্বারা গুরুতা শৈত্যের দ্বারা শীতলতা, এবং পিচ্ছিলতার দ্বারা পিচ্ছিলতা বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মার অপর যোনি অর্থাৎ অসমান যোনি কটু রস। কটু রসের কটুত্বের দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা রুক্ষতার দ্বারা স্নিগ্ধতা, লঘুতার দ্বারা গুরুতা উষ্ণতার দ্বারা শীতলতা, এবং বৈশদ্যের দ্বারা পিচ্ছিলতা নাশ হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

এক্ষণে রসের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

যে রসে পরিতোষ আহ্লাদ ও তৃপ্তি জন্মায়, ও যাহার দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, মুখের অবলেপ (চট্চটে) জন্মে এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর রস বলে। যে রসের দ্বারা দন্তহর্ষ, মুখ শ্রী এবং রুচি জন্মে,তাহাকে অম্ল রস বলে। যে রসের দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে উদ্বেগ জন্মে, মাথা ধরে এবং নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটুরস কহে। যে রসের দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষজন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে। যে রসের দ্বারা বক্ত্রদেশ পরিশুষ্ক হয়। জিহ্বা স্তম্ভিত হয়, কণ্ঠ বদ্ধ হয়, এবং হৃদয় দেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। একপ্রকার পিত্তের ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে কষায় রস কহে।

এক্ষণে রসের গুণ লিখিত হইতেছে।

মধুর রসের দ্বারা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ওজঃ শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি হয়, দৃষ্টিশক্তি কেশ বর্ণ ও বল বৃদ্ধি হয়, ব্রণের সন্ধান হয় (কাটা

ঘা যোড়া লাগে) এবং শরীরের রস ও রক্ত প্রসন্ন হয়। এই রস বালক বৃদ্ধ ক্ষত এবং ক্ষীণের পক্ষে হিতকর রোগী ষট্‌পদ পিপ্পলী প্রভৃতির ইষ্টতম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ শান্তিকর, ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নকর এবং ক্রমিকর ও কফকর এই সকল প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও, একত্র মধুর রস অত্যন্ত সেবন করিলে কাস শ্বাস অলস বমনেচ্ছা বদনের মাধুর্য্য ও স্বরের উপঘাত (স্বরভঙ্গ) কৃমি গলগণ্ড অর্ব্বুদ শ্লীপদ(শোথ) বস্তিদেশ ও মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষুরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

অম্লরস জারক পাচক আয়ুর শান্তিকর ও অনুলোমকর কোষ্ঠ বিদাহী ক্লেদকর মুখপ্রিয় ও বাহ্য শীতল। এই প্রকার সকল গুণ বিশিষ্ট হইলেও একমাত্র অম্লরস অত্যন্ত সেবন করিলে দন্তহর্ষ, নয়ন সংশীলন ও রোমহর্ষণ হয় এবং গাঢ় কফ তরল হয় ও শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, এবং শরীরের কোন স্থান ক্ষত অভিহত দগ্ধ দষ্ট ভগ্ন শোথ বিশিষ্ট রুগ্ন পতিত বিসর্প রোগ-যুক্ত ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা পিষ্ট হইলে তাহা পাকিয়া উঠে, এবং ইহার আগ্নেয় স্বভাব প্রযুক্ত কম্প রুক্ষ ও হৃদয়ে দাহ জন্মে।

লবণ রস সংশোধনকর পাচক বিশ্লেষকর সকল রসের বিরোধী ও শরীরের সকল অবয়বের কোমলতা সম্পাদক। এই প্রকার গুণযুক্ত হইলেও সেই একমাত্র লবণ রস অত্যন্ত সেবন করিলে গাত্র কণ্ডূ মণ্ডলাকার ব্রণ শোথ বিবর্ণতা পুংস্ত্বোপঘাত (ধ্বজভঙ্গ) ইন্দ্রিয়গণের উপতাপ মুখে ও নেত্রে ব্রণ রক্তপিত্ত বাত রক্ত ও অম্লোদ্‌গার প্রভৃতি রোগ জন্মে।

কটু রস। অগ্নিরউদ্দীপ্তিকর পাচক রুচিকর শোধন কর, স্থূলতা অল্প কফ কৃমি বিষ কুষ্ঠ ও কণ্ডুর শান্তিকর সন্ধিবন্ধনের বিশ্লেষ কর ও দাহ দেহের অবসাদকর এবং স্তন্য শুক্র ও মেদ নাশক এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও একমাত্র কটু রস অত্যন্ত সেবন করিলে, ভ্রম মত্ততা গলতালু ও ওষ্ঠ শোথ গাত্রসন্তাপ বলহানি কম্প বেদনা ও ভেদ, এই সকল রোগ জন্মে, এবং হস্ত পদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাত বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিক্ত রস।—ছেদন কর রুচিকর দীপ্তিকর শোধনকর, কণ্ডূ কোঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তিকর স্তন্য শোধন কর এবং বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ মেদ বসা ও পূয়ের শোধনকর। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও একমাত্র তিক্ত রস অত্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দন রহিত, এবং মধ্যস্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালন শক্তির অভাব) হস্ত পদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি) শিরঃশূল ভ্রম ভেদ ছেদ ও মুখের বিরুদ্ধ রস উৎপাদন হইয়া থাকে।

কষায় রস—সংগ্রাহক (মল মূত্র রক্ত প্রভৃতি রুদ্ধকর) ব্রণের পূরণকর স্তম্ভকর, শোধনকর লেখন কর, শোধন কর, পীড়ন কর এবং ক্লেদ শোধন কর। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও একমাত্র কষায় রস অত্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে হৃৎপীড়া, মুখশোষ উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ মধ্যস্তম্ভ অঙ্গস্ফুরণ কর্ণে চুম চুম শব্দ শ্রবণ ও আক্ষেপ আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে রস বিশিষ্ট সর্ব্ববিধ দ্রব্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

কাকোল্যাদিগণ। দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা শালি ধান্যষটধান্য যব গোধূম কলাই পানিফল কেস্থুর শশা গোমুক কর্কটী অকায়ু তরমুজ কতকফল গিরোড়া (জম্বীর বিশেষ) পিপ্পলী পদ্মবীজ গাম্ভারী-ফল মৌল দ্রাক্ষা খর্জ্জুর ক্ষীরাই তাল নারিকেল ইক্ষু বিকার পীত বেড়ালা শ্বেত বেড়ালা আল-কুশী ভূমিকুষ্মাণ্ড পয়স্যা গোক্ষুরী মূর্ব্বালতা মসুরি ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুর বর্গ।

দাড়িম আমলকী জম্বীর আম্রাতক (আমড়া) তিন্তিড়ী কোশাম্র কামরঙ্গ তিন্দুক বেত্রফল মাদার অম্লবেতস জম্বীর (গোড়ালেবু) দধি

পূর্ব্বমুখে বা উত্তর মুখে বসাইয়া আশীর্ব্বিধেয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করাইবে। মন্ত্র যথা— ব্রহ্মা দক্ষ, অশ্বিনীদ্বয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি এবং বায়ুগণ, ঋষিগণ, ওষধিগণ ও ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন। রসায়ন যে প্রকার ঋষিদিগের পক্ষে অমৃত যেরূপ দেবতাগণের পক্ষে এবং সুধা যে প্রকার উত্তম নাগগণের পক্ষে এই ঔষধ তোমার পক্ষে সেই প্রকার হউক।

বিশেষতঃ শ্লেষ্মার জরে প্রতিশ্যায় অন্তর্বিদ্রধি রোগে বমন না হইলে, অন্যথা হইলেও তাহাতে দোষের প্রবৃত্তি না থাকিলে সম্যকরূপে বমন না হওয়া পর্য্যন্ত পিপ্পলী বচ এবং শ্বেত সর্ষপ পেষণ করিয়া লবণ যুক্ত উষ্ণজলে মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ পান করাইবে। মদন ফলের মজ্জা চূর্ণ সেই ফলের ক্বাথে ভাবিত করিয়া ঐ ফলের মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিলেযে কস্তানিকা (সের) উৎপন্ন হয়, তাহা মধু সংযোগে ভক্ষণ করাইবে। অথবা উক্ত মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। অধোগামী রক্তপিত্ত অথবা হৃদদাহ রোগে উক্ত মজ্জা সংযোগে দুগ্ধপাক করিবে ও তাহাতে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। কফ বমন বা তমক শ্বাস রোগে উক্ত প্রকারে দুগ্ধ পাক করণ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে, কেহ দধি বা সেই দধির স্নেহ ভক্ষণ করাইবে। পিত্ত কফের স্থান গত হইলে ভল্লাতকের তৈল নিঃসারণের ন্যায় মদন ফলের মজ্জার তৈল নিঃসারণ করিয়া ফাণিত পূর্ব্বক (ফেনাইয়া) লেহন করিতে দিবে। অথবা উক্ত ফলের মজ্জাচূর্ণ জীবন্তীর ক্বাথের সহিত পান করাইবে। মদন ফলের মজ্জার ক্বাথ পিপ্পল্যাদি চূর্ণের সহিত অথবা উক্ত মজ্জার চূর্ণ নিম্ব অথবা শ্বেত আকন্দের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কফ রোগের শান্তি হয়। অথবা উক্ত মজ্জাচূর্ণ যষ্টিমধু গাম্ভারী ও দ্রাক্ষার সহিত সেবন করাইবে। মদন ফলের বিধি এই প্রকার লিখিত হইল।

দেবতার বৃক্ষের পুষ্পচূর্ণ পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। সেই দুগ্ধে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। রোমশ ব্যক্তিকে কেহ দুগ্ধের কস্তানিকা ও রোমহীন ব্যক্তিকে কেহ দুগ্ধজাত দধির স্নেহ সেবন করাইবে। হরিতপাণ্ডু রোগে উক্ত প্রকার দধিই সেবন করাইবে। কফ অরুচি কাস শ্বাস পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা ও তৎপর্য্যায়গত অন্যান্য রোগে উক্ত পুষ্পের ও কোষাতকী ফলের দ্বারা ও এই প্রণালী ক্রমে বমন করান যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্পচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাস শ্বাস বমন ও কফ রোগের শান্তি হয়। মদন ফলের মজ্জার ন্যায় অপামার্গ ও বমন কালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরল গুল্ম উদরী কাস শ্বাস কফ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ সেবনীয়। বায়ু কফস্থান গত হইলে কোষাতকী ও পিপ্পলী চূর্ণ বমনকারক দ্রব্যের ক্বাথের সহিত পান করাইবে। ও তদনন্তর উৎপলাদিগণের যে সকল দ্রব্য লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের চূর্ণ আঘ্রাণ করাইয়া বমন করাইবে। শরীরে দোষ বদ্ধ হইয়া না থাকিলে অগ্রে যবের মণ্ড পান করাইয়া পরে এই বমন প্রণালী বিধান করিবে। বমন বিরেচন ও শিরো বিরেচন কার্য্যে অবস্থা বিশেষে কোন কোন দ্রব্য এই প্রকার বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বমন দ্রব্যের যে নিয়ম উক্ত হইল তাহা ব্যাধি কাল এবং রোগির কান্তি অনুসারে বিধান করিবে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের সংযোগে বমন দ্রব্যের ক্বাথ রস কল্ক এবং চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

বিরেচন দ্রব্য বিধি।

মূলের মধ্যে রক্তবর্ণ তেউড়ীর মূল ত্বকের মধ্যে বিল্ব বৃক্ষের ত্বক্ ফলের মধ্যে হরীতকী,

তৈলের মধ্যে এরণ্ড তৈল এবং দুগ্ধের মধ্যে সিজবৃক্ষের দুগ্ধ এই পাঁচটী বিরেচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের ব্যবহার প্রণালী আনুপূর্ব্বিক নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বায়ু জন্য রোগে দোষ বর্জ্জিত বৃহৎ ত্রিবৃতের (তেউড়ীর) মূল চূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠী চূর্ণ অম্লরসের সহিত পান করিবে পিত্তজনিত রোগে উক্ত ত্রিবৃদ্‌মূলের চূর্ণ শর্করা প্রভৃতি ইক্ষু বিকার সহযোগে অথবা দুগ্ধ সহযোগে পান করিবে। কফ রোগে উক্ত মূল চূর্ণ, শুণ্ঠী নিম্ব ও ত্রিফলার রস এবং ত্রিকটু ও গোমূত্র সহযোগে পান করিবে। অথবা গোক্ষুরী ও ত্রিকটুযুক্ত ত্রিবৃৎচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিবে। তেউড়ী মূলের রস ১ প্রস্থ অর্থাৎ দুইসের ও তেউড়ী মূলের কল্ক এক কুড়ব (৩২ তোলা) পরিমাণ এবং সৈন্ধব ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণ একত্রে পাক করিবে, রস শুষ্ক প্রায় হইয়া কল্ক প্রস্তুত হইলে ভক্ষণ করিবে। সেই কল্ক এবং শুণ্ঠী প্রত্যেকে সমান ভাগ সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। ত্রিবৃৎ (তউড়ী) শুণ্ঠী ও হরীতকী প্রত্যেকে সমানভাগ এবং সুপক্কপূগফল অর্দ্ধভাগ এই সকল দ্রব্য বিড়ঙ্গবীজ মরিচ দেবদারু সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। বিরেচন দ্রব্য (তেউড়ী প্রভৃতি) চূর্ণ করিয়া তাহাদিগেরই রসে মর্দ্দন করিবে। সেই গুটিকা ঘৃতের সহিত ভক্ষণকরিবে। গুরুপাক করিবার কালে পাক শেষ প্রায় হইলে (অথবা গুড়ের রস প্রস্তুত করিয়া) তাহাতে উপযুক্ত ত্রিবৃৎ ক্ষেপণ করিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে দারুচিনী এলাইচ ও তেজ পত্র সংযোগ পূর্ব্বক মর্দ্দন কবিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের চূর্ণ সেই দ্রব্যের চতুর্গুণ পরিমিত ক্বাথে পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃতের দ্বারা অল্প মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ ক্বাথের উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া তাহাতে ঐ খণ্ডগুলি এবং গন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ পূর্ব্বক গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের রসে মুদ্গ বা অন্য প্রকার দ্বিদল (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) ভাবিত করিবে। সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত সংযোগে সেই দ্বিদলের যূষ পাক করিয়া রোগীকে পান করাইবে। বমন কারক ঔষধ ও এই প্রণালীতে সেবন করান যায়। ইক্ষু দ্বিখণ্ডিত করিয়া ত্রিবৃতের কল্ক লেপন পূর্ব্বক রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া পুটপাক প্রণালীতে সম্যকরূপে পাক করিবে। শীতল হইলে সেই ইক্ষু পিত্তরোগীকে ভক্ষণ করাইবে।

শর্করা বন যমানী দারুচিনী ক্ষীরিকা ভূমিকুষ্মাণ্ড ত্রিবৃৎ সমভাগে মধুর ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে তৃষ্ণাদাহ ও জ্বরের শান্তি হয়। কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের বিরেচনের নিমিত্ত শর্করা ও মধু সংযুক্ত ত্রিবৃৎ চূর্ণ বিধান করিবে। এক পল (৮ তোলা) পরিমিত শর্করাতে দারুচিনী তেজপত্র ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অবলেহ প্রস্তুত হইলে তাহাতে ত্রিবৃৎ চূর্ণ ও শীতল হইলে অর্দ্ধ কুড়ব (১৬ তোলা) পরিমিত মধু প্রদান করিবে। এইটি পিত্তঘ্ন বিবরণ। ত্রিবৃৎ শ্যামালতা যবক্ষার শুণ্ঠী পিপ্পলী ও মধু একত্র ভক্ষণ করা, সকল প্রকার শ্লেষ্ম বিকারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচন। বীজযুক্ত হরীতকী গাম্ভারীফল আমলকী দাড়িম ও বদর ইহাদিগের রস তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া অম্লরস সহযোগে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে দারুচিনী এলাইচ তেজপত্র ত্রিবৃৎ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। এই অবলেহ অল্প কফ প্রকৃতি সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত বিরেচক। নীল বৃক্ষ ত্রিবৃৎ ও মিছারি এই তিন দ্রব্য তিন ভাগ, এবং দারুচিনী ও এলাইচ দুই দ্রব্যে মিলিয়া একভাগ) মধু এবং ফলাম্লের অম্লবর্গের লিখিত কোনফল) সহযোগে সেবন করিবে। ত্রিবৃৎ শ্যামালতা শর্করা পিপ্পলী ত্রিফলা ও মধু একত্র মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত

ও জর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ তিনভাগ তাহার সমান ত্রিফলা এবং যবক্ষার পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে একভাগ, চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সংযোগে লেহন করিবে। অথবা গুড় সংযোগে গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহার দ্বারা কফ বাত জন্য গুল্ম প্লীহা উদরী কলীসক এবং অন্যান্য রোগ ও নিবারিত হয়। এই বিরেচন টী উপদ্রব রহিত। শ্যামালতা ত্রিবৃৎ নীল কটুকী মুথা দুরালভা চই ইন্দ্রবীজ ও ত্রিফলা ঘৃত মাংসবল সংযোগে পাক করিবে। এই বিরেচন রুক্ষব্যক্তির পক্ষেও প্রশস্ত (বিরেচক দ্রব্যের ক্বাথ শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ এবং শর্করা দুই ভাগ একত্র অগ্নিতে পাক করিবে। উত্তমরূপে পাক হইলে শীতল করিয়া কলসীতে রাখিবে। পরে হেমন্ত ও তৎপূর্ব্বে বা পর ঋতু এই উভয় ঋতুতে মিলিয়া অন্যূন এক মাস অতীত হইলে (অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুর পর দিন ও তাহার পর বা পূর্ব্ব ঋতুর পর দিন এই রূপে উভয় ঋতু মিলিত হয় এক মাস অতীত হইলে) তাহাতে মধুর স্বাদ গন্ধ বিশিষ্ট মাদক রস জন্মে। সেই রস পান করিবে। ক্ষার মূত্র এবং অন্য প্রকার মাদকের এই প্রণালী ক্রমে কার্য্য হয়। বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথে পেষণ করিবে। সেই পিষ্ট দ্রব্য তিন ভাগ এবং ক্লিন্ন এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। সেই মিশ্রিত দ্রব্য উপযুক্ত ক্বাথের সহিত একত্র করিয়া কলসীতে রাখিলে যে সুরারস জন্মে; তহা পান করিবে। এই সুরা কল্পের প্রণালী বমন কার্য্যে ও প্রয়োগ হইতে পারে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য আরগ্বধাদিগণস্থ দ্রব্য বৃহৎ পঞ্চমূল এবং মূর্ব্বাকরঞ্জসিজ হরীতকী ত্রিফলা আতইচ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের মূল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার এক ভাগ চূর্ণ করিবে এবং অপর ভাগের ক্বাথ করিবে। যব ভাঙ্গিয়া সেই ক্বাথে পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিবে। সেই ভাবিত যব শুষ্ক করিয়া অল্প ভর্জ্জন করিবে। সেই ভৃষ্ট যবের তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ এবং পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ শীতল হইলে সকল একত্র করিয়া কলসীতে পূর্ব্ব কথিত প্রণালী ক্রমে রাখিবে। তাহাতে সৌবীরক (কাঞ্জী) প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার একভাগ চূর্ণ করিবে। অপর ভাগ যবের সহিত অজশৃঙ্গী বৃক্ষের ক্বাথ অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সুপক্ক হইলে ঔষধ গুলি পৃথক করণ পূর্ব্বক তুষ সমেত সম্যক রূপে মর্দ্দন করিবে। সেই মর্দ্দিত ঔষধ তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া উপযুক্ত যূষের সহিত কলসীতে স্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত মতে কালগত হইলে তাহাতে যে জন্মে তাহাকে তুষোদক কহে। তুষোদক ও সৌবীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইল। ছয় বা সপ্তরাত্রি পরে তাহা পানীয় স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে ত্রিবৃৎমূলের বিধি কথিত হইল। দন্তী অথবা মূষিক পানীয় মূল কুশে বন্ধন করিয়া ও মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে উদ্ধৃত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরেত্রিবৃৎ সেবনের প্রণালী ক্রমে পিত্ত শ্লেষ্মা রোগে প্রয়োগ করিবে। উক্ত দুই মূলের কল্ক বা ক্বাথের দ্বারা চক্রতৈল পাক করিবে। অথবা তাহাতে ঘৃত পাক করিবে, তদ্দারা বিসর্প রুক্ষ দাম ও অনজী রোগ নিবৃত্তি হয়। এবং তৈলের দ্বারা মেহ গুল্ম বায়ু ও শ্লেষ্মা জন্য বিবন্ধ নাশ হয়। এই চারি প্রকার স্নেহের দ্বারা পুরীষ শুক্র ও বায়ু সংরোধ জন্য রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। দন্তী মূল মূষিক পুর্ণীর মূল মরিচ ধুস্তর বাসক শুণ্ঠী দ্রাক্ষা চিতা, এই সমস্ত দ্রব্য সহ গোমূত্রে ভাবিত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সংযোগে ভাবিত করিবে। গুড় ৮ পল (৬৪ তোলা হরীতকীচূর্ণ ১৬ তোলা দন্তী ৪ তোলা চিতে ৪ তোলা পিপ্পলী ১০ তোলা, ও ত্রিবৃৎ ১০ তোলা একত্র করিয়া মোদক নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ১০ দিন অন্তর এক একটি ভক্ষণ করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে।

ইহা দোষঘ্ন এবং গ্রহণী পাণ্ডু অর্শ ও কুষ্ঠ নাশক। শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ দারচিনী এলাইচ তেজপত্র মুথা বিড়ঙ্গ ও আমলকী এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে সমস্তে, সকলের অপগুণ ত্রিবৃৎ মূলচূর্ণ দন্তীচূর্ণ দুই ভাগে ও শর্করা ছয় ভাগে ঈষৎ সৈন্ধব লবণ ও মধু সকল একত্র ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। ইহা বস্তিরোগ তৃষ্ণা জর ছর্দ্দি শোষ পাণ্ডু ও মূর্চ্ছা নাশক, বিষঘ্ন ও বিরেচক। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক, পিত্তরোগীর পক্ষে হিত কর। পিত্তশ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া ক্ষীর অনুপান করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ ধনীর পক্ষেই সেবনীয়।

রোধ বৃক্ষের বল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তিন ভাগ করিবে। দুই ভাগ লোধের ক্বাথে মিশ্রিত করিবে তৃতীয় ভাগ সেই ক্বাথে ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে পুনর্ব্বার দশমূলের ক্বাথে ভাবিত করিয়া ত্রিবৃতের বিধানানুসারে কার্য্য করিবে।

ত্বকের দ্বারা বিরেচন প্রণালী লিখিত হইল। এক্ষণে ফলের দ্বারা বিরেচন করাইবার প্রণালী লিখিত হইতেছে। অস্থি (আটী) বর্জ্জিত ও দোষ বর্জ্জিত হরীতকীর ফল ত্রিবৃতের বিধানানুসারে সেবন করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। হরীতকী পরম রসায়ন, মেধাজনক দুষ্ট ওঅন্তর্ব্রণের সংশোধক। হরীতকী বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শুণ্ঠী ত্রিবৃৎ ও মরিচ একত্র গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী দেবদারু কুড় ও গুবাক সৈন্ধব আদা একত্র গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে বিরেচন হয়। নীলী বৃক্ষের ফল শুণ্ঠী ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত লেপন পূর্ব্বক উষ্ণ জল পান করিবে।

পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথে হরীতকী পেষণ করিয়া সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিরেচন হয়। শুণ্ঠী গুড় অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অনুলোম কারিণী, সংসর্গ শক্তি বর্দ্ধিনী ও ইন্দ্রিয় গণের প্রসন্ন কারিণী। অতিরিক্ত আহার প্রযুক্ত যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই হরীতকী দ্বারা নিবৃত্তি হয়। আমলকী শীতল রুক্ষ পিত্ত এবং স্বেদ ও কফহারী হরীতকী উষ্ণ নহে অথচ কফ ও পিত্তের শান্তিকর। এই তিন ফল অম্ল কষায় তিক্ত ও মধুর রস বিশিষ্ট এই ত্রিফলা সর্ব্বরোগ নাশিনী। তিন ভাগে (৪ ভাগের ৩ ভাগ) ঘৃতের সহিত ইহা সর্ব্বদা সেবন করিলে শরীর শীঘ্র জরাগ্রস্ত হয় না।

সোদাল ভিন্ন অন্যান্য সকল বিরেচক ফলই হরীতকীর বিধানানুসারে প্রয়োগ করা যায়। বিরেচক ফল পক্কাবস্থায় বৃক্ষ হইতে চয়ন করিয়া বালুকা মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাহ আতপে শুষ্ক করিয়া তাহার বীজের শস্য গ্রহণ করিবে। সেই শস্য জলে পাক করিয়া তৈল বাহির করিবে। সেই তৈল দ্বাদশ বর্ষবয়স পর্য্যন্ত বালককে সেবন করাইবে। শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও কুষ্ঠ সংযোগে এরণ্ড তৈল লেপন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিলে বিরেচন হয়। এরণ্ড তৈল দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বা দুগ্ধ অথবা মাংস রসের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের প্রতি এই বিরেচন বিধেয়। বিরেচক ফলের প্রণালী লিখিত হইল, এক্ষণে ক্ষীরের প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তীক্ষ্ণ বিরেচকের মধ্যে সীজ দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইলে তাহা বিষের ন্যায়, প্রাণ নাশ করে, এবং বিজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইলে সঞ্চিত মহান দোষ সমূহ ভেদ ও দুস্তর রোগ সমূহ বিনাশ করে। বৃহৎ পঞ্চমূলী এবং বৃহতী ও কণ্টিকারী ইহাদিগের এক একটী করিয়া পৃথক রূপে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। সেই সমস্ত ক্বাথ ও সীজদুগ্ধ

ক্বাথের সহিত পৃথক রূপে সিজ কাষ্ঠের আঙ্গারই শুষ্ক করিবে। পরে বড় কুল পরিমাণ ঔষধ গ্রহণ করিয়া অম্লাদি বর্গের সহিত (রোগ ভেদে) সেবন করিবে। মহাবৃক্ষের দুগ্ধে যবের তণ্ডুল আর্দ্র করিয়া রাখিবে। পরে তাহাতে মণ্ড প্রস্তত করিয়া পান করিলে অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়। অথবা মনসা সীজের দুগ্ধ (আটা) এবং ঘৃত ও চিনী একত্র লেহন প্রস্তুত করিয়া লেহন করিবে। অথবা লবণ যুক্ত পিপ্পলী ও গজপিপ্পলী মনসা সীজের দুগ্ধে ভাবিত করিয়া কিম্বা কমলা গুড়ির চূর্ণ ঐ দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া গুটিকা প্রস্তত করিয়া ভক্ষণ করিবে। সপ্তলা (পারুল) শঙ্খিনী দণ্ডী ত্রিবৃৎ ও আরগ্বধ (সোদাল) সপ্তাহ গোমূত্রে ও পরে মনসা সীজের দুগ্ধে মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মাল্য বসন প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিবে। সেই মাল্য বসন প্রভৃতি সম্যক্ রূপে আঘ্রাণ বা অঙ্গে আবরণ কারণে মৃদু কোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয়। বিরেচন কার্য্য ক্ষীর ত্বক্ ফল মূলের প্রণালী বলা হইল, রোগাদি সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবে।

ত্রিবৃৎ ত্রিফলা দারুচিনি বিড়ঙ্গ পিপ্পলী যবক্ষার প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ মাষা একত্র ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিবে; অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন। ইহা দ্বারা গুল্ম প্লীহোদর কাস হলীমক অরুচি এবং বাতশ্লেষ্ম জনিত অপরাপর ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। ঘৃত তৈল দুগ্ধ মদ্য মূত্র বা অন্যান্য রস অথবা ভক্ষ্য অন্ন বা লেহ্য দ্রব্যের সহিত অভিজ্ঞ বৈদ্য বিরেচন প্রয়োগ করিবেন। ক্ষীর (আটা) রস কল্ক উষ্ণ ক্বাথ শীতল ক্বাথ এবং চূর্ণ, ঔষধ সেবনের এই ছয় প্রকার কল্প। ইহারা উত্তরোত্তর লঘু। অর্থাৎ ক্ষীর অপেক্ষা রস লঘু, রস অপেক্ষা ক্বাথ লঘু ইত্যাদি।

দ্রব দ্রব্যের গুণ।

আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ হয়, তাহা অনির্দ্দিষ্টজল (কিবল তাহা বলা যায় না) অমৃত তুল্য জীবনীয় তৃপ্তিকর ধারক আশ্চর্য্য জনক শ্রমঘ্ন এবং ক্লান্তি পিপাসা মদ মূর্চ্ছা তন্দ্রা নিদ্রা ও দাহের শান্তিকর ও একান্ত হিতকর। সেই জল ভূমিতে পতিত হইয়া নদী নদ সরোবর পুষ্করিণী দীর্ঘিকা কূপ ক্ষুদ্রকূপ ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত হইলে নানা প্রকার রস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে, লোহিত কপিল পাণ্ডু, পীত নীল ও শুক্ল প্রভৃতি চূর্ণ বিশিষ্ট ভূমিতে সেই জল যথাক্রমে মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট হয়। তাহা সঙ্গত নহে। পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া জলের উৎকৃষ্ট রস উৎপন্ন করে। ভূমিতে অধিক পরিমাণে পার্থিব অংশ ফেলিলে তাহার জল অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকিলে মধুর রস বিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে আগ্নেয় গুণ থাকিলে জল কটু তিক্ত হয়, অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকিলে জল কষায় রস বিশিষ্ট হয়, এবং অধিক পরিমাণে আকাশের গুণ থাকিলে জলের অব্যক্ত রস হয়, কারণ আকাশের রস অব্যক্ত। কোন প্রকার রস জানা যায় না বলিয়া অন্তরীক্ষ জল অভাবে এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। অন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার। যথা ধারা কার তৌষার ও হৈম। ধারার জল দুই প্রকার গাঙ্গ এবং সামুদ্র। গাঙ্গ বারি প্রায় আশ্বিন মাসেই বর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষণ কালে এই দুই প্রকার জলের পরীক্ষা করিবে। শালিতণ্ডুলের অকুথিত (অতিশয় দ্রব না হয়) ও অবিদগ্ধ (দগ্ধ ও না হয়) অন্ন পিণ্ডাকারে রজত পাত্রে রাখিয়া বৃষ্টির সময় বাহির করিবে। মুহূর্ত্তকাল বৃষ্টিতে রাখিলে যদি সেই রূপই থাকে তবে

গাঙ্গবারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে। যদি বিবর্ণ দ্রবীভূত বা ক্লিন্ন হয় তবে সামুদ্র বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে। তাহা উপাদেয় নহে। সামুদ্র বারিও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গ বারির ন্যায় গুণ বিশিষ্ট হয়। গাঙ্গ বারিই প্রধান। তাহা আশ্বিন মাসে পবিত্র শুক্ল বিস্তীর্ণ বস্ত্রের এক দেশ হইতে ক্ষারিত! অথবা পূর্ব্বতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করিয়া স্বুবর্ণ রজত বা মৃত্তিকার পাত্রে রাখিবে। সেই জল সকল কালেই পান করা কর্ত্তব্য। তাহার অভাবে ভূমিস্থিত জলপান করিবে। সেই ভূমি আকাশ গুণ বহুল হওয়া উচিত। ভৌম জল সপ্ত প্রকার। কূপের জল, নদীর জল, সরোবরের জল, পুষ্করিণীর জল, প্রস্রবণের (ঝরণার) জল, উদ্ভিদ্ (মৃত্তিকা হইতে নিঃসৃত) জল এবং ক্ষুদ্র কূপের জল। বর্ষাকালে অন্তরীক্ষ ও ঔদ্ভিদ জল সেবন করিবে, ইহা মহান গুণকারী। শরৎকালে সকল জলই নির্ম্মল হয়, সুতরাং সকল জল পান করা যাইতে পারে। হেমন্ত কালে সরোবর পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রস্রবণ ও কূপের জল, এবং প্রাবৃট্‌কালে ক্ষুদ্র কূপের জল, এবং নূতন বৃষ্টির জল না হইলে সকল জলই সেবনীয়।

কীট্ মূত্র পুরীষ অণ্ড (ডিম্) শব অথবা বিষ কর্ত্তৃক দূষিত, কিম্বা তৃণ পত্র প্রভৃতির দ্বারা কলুষিত নূতন জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে। বা সেই জল পান করে, তাহার বাহ্যিক ও নানা প্রকার রোগ শীঘ্র জন্মে।

যে জল শৈবাল পঙ্ক তৃণ পদ্মপত্র প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন, জ্যোৎস্না রৌদ্র ও বায়ুর দ্বারা সেবিত নহে,এবং গন্ধবর্ণ তরল বিশিষ্ট (মধুর অম্ল লবণ প্রভৃতির কোন প্রকার আস্বাদনা থাকে) সেই জল ব্যাপন্ন (বিকৃত) বলিয়া জানিবে। তাহাতে স্পর্শ রূপ গন্ধবীর্য্য বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ উৎপন্ন হয়। খরতা পিচ্ছিলতা উষ্ণতা ও দন্ত গ্রাহিতাই জলের স্পর্শ, দোষ পঙ্ক সিকতা শৈবাল প্রভৃতি বিবিধবর্ণ হওয়াই জলের রূপ দোষ, মধুর অম্ল লবণ প্রভৃতি কোন প্রকার আস্বাদ থাকাই রস দোষ কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকা গন্ধ দোষ, পান করিলে যদি তৃষ্ণা গুরুতা শূল ও কফ প্রসেক জন্মে, সেইটী বীর্য্য দোষ, এবং যদি অধিক বিলম্বে পরিপাক পায় অথবা ভার হইয়া থাকে সেইটী বিপাক দোষ। আন্তরীক্ষ জলে কোন দোষই থাকে না। বিকৃত জল হইলে, অগ্নিতে বা সূর্য্য কিরণে সিদ্ধ করা তপ্ত লৌহপিণ্ড বালুকা বা মৃৎপিণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার শীতল করা এবং নাগকেশর চম্পক উৎপল ও পাটলপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা তাহা অধিবাসিত করা কর্ত্তব্য।

স্বুবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য বা মণিময় পাত্রে অথবা পুষ্প শোভিত মৃৎপাত্রে সুগন্ধি জল পান করিবে। বিকৃত জল, অথবা যে ঋতুতে যে জল বিধান করা হইল তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার জল, সেবন করিলে দোষ জন্মে! বিকৃত জল পান করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার শোধিত করিয়া পান করিবে। তাহা না করিলে, শ্বয়থু পাণ্ডুরোগ ত্বক্ দোষ অজীর্ণতা শ্বাস কাশ প্রতিশ্যায় শূল গুল্ম ও উদররোগ শীঘ্র জন্মে।

কলুষিত জল সংশোধনের উপায় সপ্ত প্রকার যথা কতক ফল (নির্ম্মাল্য ফল) গোমেদক (ধাতু বিশেষ) বিষ গ্রন্থি (মৃণাল মূল), শৈবাল মূল, চন্দ্র মুক্তা, ও মণি। নিক্ষেপণ দ্রব্য পঞ্চ প্রকার। যথা কলক, ত্র্যষ্টক, মুঞ্জ বলয়, উদক মঞ্চিকা এবং শিক্য। শীতল করণের উপায় সপ্ত প্রকার। যথা বায়ু প্রবাহিত স্থানে স্থাপন, উদক প্রক্ষেপণ, যষ্টিকা ভ্রামণ, (জলের মধ্যে যষ্টি দ্বারা আবর্ত্তন করা) ব্যজন (বাতাস করা) বস্ত্রোদ্ধরণ (কাপড়ে ছাঁকা) বালুকা ক্ষেপণ এবং শিক্যাবলম্বন (শিকায় ঝুলাইয়া রাখা) যে জল গন্ধহীন রসহীন তৃষ্ণাঘ্ন পবিত্র শীতল নির্ম্মল লঘু ও মুখ প্রিয়, সেই জলই গুণকারী।

যে নদী পশ্চিমবাহিনী তাহার জল লঘু

সুতরাং পানের পক্ষে প্রশস্ত। যে নদী পূর্ব্ব বাহিনী, তাহার জল গুরু সুতরাং অপ্রশস্ত। যে নদী দক্ষিণ বাহিনী তাহার জল লঘু ও নহে গুরু ও নহে। যে সকল নদী সহ্য পর্ব্বত সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগজন্মে। যে সকল নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ জন্মে। যে সকল নদী মলয় পর্ব্বত সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কৃমি রোগ জন্মে যে সকল নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে শ্লীপদ ও উদর রোগ জন্মে। হিমবান্ পর্ব্বত হইতে যে নদী জন্মে তাহার জল সেবনে হৃদ্রোগ শ্বয়থু শিরোরোগ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ জন্মে। যে নদী পারি পাত্র পর্ব্বত সম্ভূত তাহার জলে কনারোগ স্ত্রীলোকের আর্ত্তব সম্বন্ধীয় রোগ উৎপন্ন হয়।

নদী বেগবতী হইলে বা জল নির্ম্মল হইলে লঘু হইয়া থাকে। মন্দগামী ও তজ্জন্য শৈবল সঞ্চিত হইয়া কলুষিত হইলে, জল গুরু হইয়া থাকে। যে নদী মরুভূমিতে প্রবাহিত হয় তাহার জল প্রায়তিক্ত লবণ রসবিশিষ্ট ঈষৎ কষায় ও মধুর রস ও হইয়া থাকে, এবং লঘু ও বলের পক্ষে হিতকর।

সকল প্রকার ভৌমজল প্রাতঃকালে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই সময় জল নির্ম্মল ও শীতল থাকে। এই দুইটী, জলের পরম গুণ।

যে জলে দিবাভাগে সূর্য্য কিরণ পতিত হয়, সেই জল রুক্ষ বা চক্ষুরোগকারী বাহ। ইহা বর্ষার জলের অন্য গুণ কারী। বৃষ্টির জল ত্রিদোষের শান্তিকর বলকর রসায়ন মেধাজনক বক্ষোয় প্রফুল্ল কর এবং দাহ জর ও বিষ রোগের শান্তিকর। ইহা পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রকান্ত (মণি বিশেষ) ইহাতে যে জল উদ্ভব হয় তাহা পিত্তঘ্ন ও বিমল। মূর্চ্ছা, বা পিত্ত উষ্ণ হইয়া-দাহ হইলে. ভ্রম ক্লান্তি তমকশ্বাস বা বমন রোগ হইলে, অথবা উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত হইলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্শ্ব শূলে প্রতিশ্যায় বাতরোগে গল দেশের রোগে আধ্মান মৃদু কোষ্ঠ ও নবজর হইতে সদ্যঃ মুক্ত হইলে হিক্কা রোগ হইলে, বা স্নেহ দ্রব্য পান করিলে, শীতল জলেপাদ্যত্যাগ করিবে। নদীর জল বায়ু বর্দ্ধনকর রুক্ষ অগ্নির উদ্দীপ্তিকর লঘু এবং লেখনকর। সেই জল মধুর রস বিশিষ্ট ও গাঢ় হইলে, চক্ষু রোগকারী গুরু এবং কফ বর্দ্ধন কর হইয়া থাকে। সরোবরের জল তৃষ্ণা শান্তিকর বলকর কষায় মধুর এবং লঘু। তড়াগের জল বায়ু বর্দ্ধক স্বাদু কষায় ও কটু পাক। বাপীর জল বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর ক্ষার (ক্ষারযুক্ত) কটু এবং পিত্তকর। কূপোদকক্ষার পিত্তকর শ্লেষ্মঘ্ন অগ্নির উদ্দীপ্তিকর ও লঘু। চুণ্টীর (ক্ষুদ্রকূপ বিশেষ) জল, অগ্নিকর রুক্ষ মধুর অথচ শ্লেষ্মল নাহ। প্রস্রবণের (ঝরণার) জল কফঘ্ন অগ্নিকর দীপ্তিকর হৃদ্য ও লঘু। উদ্ভিদ (মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত) জল মধুর পিত্তের শান্তিকর।এবং অবিদাহী যাহাতে অম্ল রস না জন্মে। বৃহৎ কূপের জল, কটু কক্ষার শ্লেষ্মঘ্ন লঘু ও অগ্নিকর। ক্ষেত্রের জল মধুর গুরু ও দোষবর্দ্ধক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জলের ও ঐ প্রকার গুণ, বিশেষতঃ দোষ বৃদ্ধি কর। সমুদ্রের জল অসীম গন্ধ ও লবণ রস বিশিষ্ট এবং সকল প্রকার দোষ বর্দ্ধন কর। অনূপদেশের (জলাভূমির) জল বহুবিধ দোষকর চক্ষুরোগের এবং গর্হিত। জঙ্গল প্রদেশের জল এই সকল প্রকার দোষ রহিত মধ্যম প্রকার গুণ বিশিষ্ট বিদাহী তৃষ্ণা শান্তিকর প্রশস্ত প্রীতিকর দীপ্তিকর স্বাদু শীতল ও লঘু। উষ্ণোদক স্নিগ্ধ হইয়া বেগ রহিত ফেনাশূন্য নির্ম্মল ও লঘু হইলে, এবং চারিভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে, গুণকারী হয়।

সিদ্ধজল পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে কখনই পান করিতে দিবে না। সেই জল অম্লীভূত হইয়া হৃদয় দেশে শ্লেষ্মা সঞ্চিত করে। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে পিত্তজন্য বা সান্নিপাতিক রোগ হইলে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করাইবে। নারিকেল জল স্নিগ্ধ

স্বাদু মুখপ্রিয় অগ্নিকর বস্তি শোধনকর বৃষ্য তেজস্কর পিত্তজন্য পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু। দাহ অতিসার পিত্তরক্ত মূর্চ্ছা মদ্যপান জন্য রোগ বিষজন্য রোগ তৃষ্ণা ছর্দ্দি এবং ভ্রম এই সকল রোগে উষ্ণজল শীতল করিয়া পান করা প্রশস্ত। অরুচি প্রতিশ্যায় কফস্রাব শ্বয়থু ক্ষয় মন্দাগ্নি উদরী কণ্ঠদ্বয়ে নেত্র রোগ ব্রণ এবং মধুমেহ, এই সমস্ত রোগে জল আপনই পান করিবে।

দুগ্ধ বর্গ

গো ছাগী উষ্ট্রী মেষী মহিষী অশ্বিনী নারী ও হস্তিনী, ইহারা বিবিধ প্রকার ঔষধ ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন আশ্বাস জনক গুরু মধুর পিচ্ছিল শীতল স্নিগ্ধ নির্ম্মল কারক এবং মৃদু। অতএব যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে এই স্থানে কথিত হইতেছে সকল প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ সেবনীয়। কোন প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু পিত্ত শোণিত এবং মানসিক বিকারে দুগ্ধপান বিরুদ্ধ নহে জীর্ণজর কাস শ্বাস শোষ ক্ষয় গুল্ম উন্মাদ উদরী মূর্চ্ছা ভ্রম মত্ততা দাহ পিপাসা হৃদ্রোগ বস্তি রোগ পাণ্ডুরোগ গ্রহণী রোগ অর্শঃ শূল উদাবর্ত্ত অতিসার প্রবাহিকা (অতিসার বিশেষ) যোনিরোগ গর্ভস্রাব রক্তপিত্ত শ্রম ও ক্লম এই সকলের শান্তিকর পাপ নাশক বলকর বৃষ্য বাজীকর (কামেন্দ্রিয় উত্তেজক) রসায়ন মেধাজনক সন্ধান স্থাপন বয়ঃ স্থাপন (শরীর জীর্ণ হয় না) আয়ুষ্কর জীবনীয় পুষ্টিকর বমন ও বিরেচনে তুল্য হিতকর এবং ওজঃ বর্দ্ধনকর। বালক বৃদ্ধক্ষত ক্ষীণ এবং ক্ষুধা স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত, ইহাদিগেরপক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য।

গাভী দুগ্ধ। চক্ষুরোগ কারী নহে, স্নিগ্ধ গুরু রসায়ন রক্তপিত্তের শান্তিকর শীতল বলে ও পাচক মধুর জীবনীয় এবং বাত পিত্ত শান্তির পক্ষে প্রশস্ত।

ছাগীদুগ্ধ। গাভীদুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট বিশেষতঃ শোষ রোগীর (যাহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। তাহারপক্ষে হিতকর। তাহাদিগের দেহ বৃহৎ নহে। তাহারা কটুতিক্ত প্রভৃতি রস ভক্ষণ করে, অধিক জল পান করে না; এবং পরিশ্রম করে, এই সকল কারণে তাহাদিগের দুগ্ধ সকল রোগের শান্তি কর।

উষ্ট্রী দুগ্ধ। রুক্ষ উষ্ণ কিঞ্চিৎ লবণ রস বিশিষ্ট স্বাদু এবং লঘু। শোথ গুল্ম উদর অর্শ কৃমি কুষ্ঠ বিষ এই সমস্ত রোগে এই দুগ্ধ উপকারী।

মেষীদুগ্ধ মধুর স্নিগ্ধ গুরু ও পিত্ত শ্লেষ্মা জনক এই দুগ্ধ কেবল বায়ু জন্য কাস রোগে পথ্য। মাহিষ দুগ্ধ অতিশয় চক্ষুরোগকরমধুর বহ্নিনাশক নিদ্রাকর শীতলকর এবং গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা স্নিগ্ধকর।

একশফ (যাহাদিগের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে) জন্তুর দুগ্ধ উষ্ণ, বলকর হস্ত পদের বাত রোগের শান্তিকর মধুরাম্ল ও পশ্চাৎ লবণ রস বিশিষ্ট রুক্ষ এবং লঘু।

নারী দুগ্ধ মধুর পশ্চাৎ কষায় ক্রমে জীবনীয় লঘু ও অগ্নির উদ্দীপ্তিকর।

হস্তিনী দুগ্ধ মধুর পশ্চাৎ কষায় বৃষ্য (তেজস্কর) গুরু স্নিগ্ধ স্থৈর্য্যকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বলকর।

রাত্রিকালে যন্ত্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিবাভাগে সূর্য্যতাপে তাপিত এবং ব্যায়াম ও বায়ু সেবন প্রযুক্ত অপরাহ্ন কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোমকর শ্রান্তি নাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকারী দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ক করিলে লঘুতর হয়। কেবল নারীর দুগ্ধই অপক্ক অবস্থায় হিতকর, অন্য কোন দুগ্ধ নহে। অপক্ক দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণ বিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল

হইলে বিপরীত গুণ হয়। সকল দুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অম্লরস জন্মিলে, বা তাহা বিবর্ণ বিরস লবণযুক্ত বা বিগ্রথিত (ছিঁড়ে যাওয়া বা ছানা হইয়া যাওয়া) হইলে, পরিত্যাগ করিবে।

দধিবর্গ।

দধি তিন প্রকার, মধুর অম্ল এবং অত্যম্ল ও পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস বিষমজ্বর অতিসার অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর, তেজস্কর প্রাণকর ও মঙ্গল জনক। দধি মধুর রস হইলে চক্ষু রোগ জন্মায় এবং কফ ও উদর বর্দ্ধন করে, অম্লরস হইলে পিত্তশ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, অত্যম্ল রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত হইলে (ভাল না বসিলে) বিদাহি হয় (গণজাত) ও তদ্দ্বারা মল মূত্র বায়ু পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি করে।

গব্য দধি। স্নিগ্ধ মধুর অগ্নিকর বলকর রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি। লঘু কফপিত্তের শান্তিকর, কফ বর্দ্ধন কর এবং স্নিগ্ধ।

ঔষ্ট্রদধি। কটুরস, ক্ষারযুক্ত গুরুপাক ও ভেদকর এবং বাত অর্শ, কুষ্ঠ কৃমি ও উদরী রোগের শান্তিকর।

আবিক (মেষ) দধি বাত শ্লেষ্মা ও অর্শের প্রকোপকর, রসে ও পাকে মধুর চক্ষুরোগকর এবং দোষের বর্দ্ধন কর।

ঘোটকীর দধি। অগ্নিকর চক্ষুর অহিতকর বাতবর্দ্ধনকর রুক্ষ উষ্ণ কষায় এবং কফ ও মূত্রের নাশক।

নারীদধি। লঘুপাক কফঘ্ন উষ্ণবীর্য্য অজীর্ণ কর এবং মল বর্দ্ধনকর।

গব্য প্রভৃতি যে সমস্ত দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল তাহার মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও পরিশ্রুত (বস্ত্রপূত বা বস্ত্রে ছাকা) হইলে, শরীরের পুষ্টিসাধন করে বায়ুর শান্তিকরে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্তবৃদ্ধি করে না। পাক করা দুগ্ধে, যে দধি জন্মে তাহা অধিক গুণকারী, বায়ু পিত্তের শান্তিকর রুচিকর এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর। দধির সর গুরুপাক বৃষ্য বায়ুর শান্তিকর। অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধন কর। দধি অসার হইলে (স্নেহভাগ না থাকিলে। রুক্ষ মলরোধক বায়ুবর্দ্ধন কর অগ্নিকর লঘু কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত। হেমন্ত শিশির ও বর্ষাকালে দধি ভক্ষণ করা প্রশস্ত। দধি মস্তু (দধির মাত বা নিঃসৃত জল) তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক লঘু, শরীরের দ্বার শোধনকর, অম্ল কষায় মধুর বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর কিন্তু তেজস্কর নস্ত প্রহলাদকর তৃপ্তিকর মলের ভেদকর বলকর ও রুচিকর। এই দধিবর্গে সপ্ত প্রকার দধি বর্ণিত হইল, যথা স্বাদু অম্ল অত্যম্ল মন্দজাত পক্বদুগ্ধ জাত দধিসর এবং অসার দধি। ইহাদিগের মাত দধির ন্যায়গুণ বিশিষ্ট।

তক্রবর্গ।

তক্র মধুর ও অম্ল এবং পশ্চাৎ কষায়। ইহা উষ্ণবীর্য্য লঘু রুক্ষ অগ্নিকর এবং গরল শোথ অতিসার গ্রহণী পাণ্ডুরোগ অর্শ প্লীহা গুল্ম অরুচি বিষমজ্বর তৃষ্ণা বমন প্রসেক শূল মেদ শ্লেষ্মা ও বায়ু এই সকলের বিনাশকারী, পাকে মধুর, মুখপ্রিয় মূত্রকৃচ্ছ্র বা স্নেহ (ঘৃত তৈল) পান বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর ও তেজের উদ্দীপক নহে।

অর্দ্ধভাগ জল মিশাইয়া যে দধির নবনীত উদ্ধৃত করা হয় ও অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল না হয়। তাহাকে তক্র কহে। তক্রের আস্বাদ মধুর অম্ল ও কষায়। নির্জ্জল মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে, ঘোল বলা

যায়। ক্ষতরোগে, গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল শরীরে, এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে তক্র বিধেয় নহে।

শীতকালে, অগ্নিমান্দ্য কফ জনিত রোগে, ইন্দ্রিয় দ্বারায় অবরোধে অর্থাৎ মল মূত্রাদি ইন্দ্রিয়কার্য্য সরল না থাকিলে, বায়ু দূষিত হইলে তক্র সেবন প্রশস্ত। তক্র মধুর হইলে বায়ু কুপিত হয় ও পিত্তের শান্তি হয়, এবং অম্ল হইলে বায়ুর শান্তি হয় ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়। বায়ুর প্রকোপে অম্লরস বিশিষ্ট তক্র সৈন্ধব যোগে সেবন করিবে, পিত্তের প্রকোপে মধুর রস বিশিষ্ট তক্র শর্করা যোগে সেবন করিবে এবং কফের প্রকোপে শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও যবক্ষার সংযোগে সেবন করিবে। তক্র কূর্চ্চিকা (ছানা) মলমূত্র রোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও অতিশয় গুরুপাক। তক্র অপেক্ষা মণ্ড অর্থাৎ ঘোলের ফেনা লঘুতর ও ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর। কিলাট (ক্ষীর) গুরুপাক বায়ু শান্তিকর, পুরুষত্ব বৃদ্ধিকর ও নিদ্রাপ্রদ। পীযূষ অর্থাৎ সপ্তাহ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং মোরট মধুর পুষ্টিকর ও তেজস্কর। সদ্যজাত নবনীত বায়ু কেবল মধুর কষায় ঈষৎ অম্ল শীতল পবিত্র অগ্নি বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় মলমূত্র সংগ্রাহক বায়ু পিত্ত দমনকারী তেজস্কর অবিদাহী এবং ক্ষয় কাস শ্বাস ব্রণ ও অর্শ রোগের শান্তিকর কফ ও মেদের অতিশয় বর্দ্ধন কর বলকর, পুষ্টিকর এবং শোষ রোগ নাশক ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অপক্ব দুগ্ধে যে নবনীত জন্মে, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধকর মধুর শীতল কোমলতা সম্পাদক চক্ষুর দীপ্তিকর মলের সংগ্রাহক রক্তপিত্ত ওচক্ষুরোগে শান্তিকর এবং প্রসন্নকর।

সন্তানিকা (দুগ্ধের সর) বায়ু নাশক তৃপ্তিকর বলকর তেজস্কর স্নিগ্ধকর রুচিকর, স্বাদু পরিপাক মধুর রক্ত পিত্তের শান্তিকর এবং গুরুপাক উল্লিখিত দধি তক্র নবনীতাদির মধ্যে গবাই শ্রেষ্ঠ, অজা মহিষাদি দুগ্ধে যে সমস্ত দধি প্রভৃতি জন্মে, তাহারা স্বস্ব দুগ্ধের গুণানুসারে কার্য্যকর হয়।

ঘৃতবর্গ।

ঘৃত সৌম্য শীতবীর্য্য মৃদু মধুর অল্প অভিষ্যন্দি স্নিগ্ধকর উদাবর্ত্ত উন্মাদ অপস্মার শূল জর আনাহ এবং বাতপিত্তের শান্তিকর, অগ্নির উদ্দীপ্তিকর স্মৃতি মতি মেধা কান্তি স্বর লাবণ্য সৌকুমার্য্য ওজঃ তেজঃ বল ও আয়ুর বর্দ্ধনকর পুরুষত্ব বর্দ্ধনকর, পবিত্র বায়ু স্থাপক (যাহাতে শরীর জীর্ণ হয় না) গুরুপাক দৃষ্টির হিতকর শ্লেষ্মা বর্দ্ধন কর পাপ ও অলক্ষ্মীর শান্তিকর, বিষঘ্ন এবং রুক্ষ নাশক।

গব্য ঘৃত—পরিপাকে মধুর শীতল বাত পিত্ত ও বিষের শান্তিকর, দৃষ্টির হিতকর বলকর এবং গুণে সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ছাগীঘৃত। অগ্নিকর দৃষ্টির হিতকর বল বর্দ্ধনকর, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় রোগে পথ্য এবং লঘু পাক।

মহিষঘৃত। মধুর রস গুরুপাক রক্ত পিত্তঘ্ন শ্লেষ্মাজনক বাত পিত্তের শান্তিকর এবং শীতল।

উষ্ট্রঘৃত পরিপাক কটুরস অগ্নির উদ্দীপ্তিকর, কফ ও বাতঘ্ন এবং শোথ কৃমি বিষ কুষ্ঠ গুল্ম ও উদর রোগের শান্তিকর।

আবিকঘৃত। লঘু, পিত্তের প্রকোপকারী নহে কফরোগে বায়ু রোগে যোনি দোষেশোষে এবং কম্পে হিতকর।

একশফ জন্তুর ঘৃত, লঘু উষ্ণবীর্য্য কষায় কফনাশক অগ্নির উদ্দীপ্তিকর এবং মূত্ররোধক।

নারী দুগ্ধের ঘৃত অমৃত তুল্য অগ্নির ও দেহের বর্দ্ধনকর লঘু এবং বিষের শান্তিকর।

হস্তিনীর ঘৃত কষায় মলমূত্র রোধক তিক্ত অগ্নিকর লঘু কফ কুষ্ঠ বিষ এবং কৃমির হিতকর।

ক্ষীর ঘৃত। সংগ্রাহী (মলরোধক) রক্ত পিত্ত ভ্রম ও মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং নেত্ররোগে হিতকর। ঘৃতের মস্ত (মল) মধুর সারক, যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুঃশূল ও শিরঃশূলের

শান্তিকর ইহা বস্তি ক্রিয়া নস্য ও অক্ষি পূরণে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পুরাতন ঘৃত, সারক, পরিপাকে কটুরস ত্রিদোষ নাশক মূর্চ্ছা মেদ উন্মাদ উদর রোগে জ্বর গরল শোথ অপস্মার এবং যোনিশূল কর্ণশূল ও চক্ষুঃশূলের শান্তিকর ওঅগ্নির উদ্দীপ্তি কর। ইহা বস্তিক্রিয়া নস্য এবং অক্ষি পূরণে ও উপদেশকরা যাইতে পারে।

পুরাতন ঘৃত তিমির শ্বাস পীনস এবং জ্বর কাসের নিবৃত্তিকর, এবং মূর্চ্ছা কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ গ্রহ ও অপস্মার নাশক। পুরাতন ঘৃত একা-দশ বৎসরের হইলে তাহাকে কল্ভসর্পি কহে, বক্ষোঘ্ন এবং ততোধিক কালের হইলে মহা-ঘৃত কহে। মহাঘৃত কফঘ্ন এবং বস্ত্র প্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর পবিত্র মেধা-জনক বিশেষতঃ তিমির নাশক এই ঘৃত সকল প্রাণীর শান্তিকর ও অতীব প্রশস্ত।

তৈলবর্গ।

তৈল আগ্নেয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ মধুর পাক ও মধুর পুষ্টিকর তৃপ্তিকর গ্রাম্যধর্ম্মের উত্তেজক সূক্ষ্ম বিশদ গুরু সারক বিকাসী তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতা সম্পাদক মেধা শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তা কারী, বর্ণকর বলকর দৃষ্টির হিতকর মূত্র রোধক লেখনকর তিক্ত পশ্চাৎ কষায় পাচক বাতশ্লেষ্মা নাশক ক্রমিঘ্ন কিন্তু শীত পিত্ত জনক নহে। যোনিশূল শিরঃশূল ও কর্ণশূলের শান্তিকর গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্ন ভিন্ন উৎপিষ্ট বিদ্ধ চ্যুত মথিত ক্ষত পিচ্চিত ভগ্ন স্ফুটিত ক্ষারদগ্ধ অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট দারিত অভিহত দুর্ভগ্ন,মৃগ ব্যালাদি কর্তৃক দষ্ট,এই সকল স্থানে এবং পরিষেচন মর্দ্দন ও অবগাহনে তিল তৈলই প্রশস্ত।

বস্তি ক্রিয়াতে পানে নস্য কর্ণরন্ধ্র পূরণে এবং অন্ন পানের সংযোগে ও পায়ুর শান্তির নিমিত্ত, তৈল ব্যবহার করা যায়

এরণ্ড তৈল মধুর উষ্ণ তীক্ষ্ণ অগ্নিকর কটু ও পশ্চাৎ কষায় সূক্ষ্ম নাড়ী শোধন কর ত্বকের হিতকর বৃষ্য পাকে মধুর ও বয়ঃ স্থাপনে (যাহার ব্যবহারে শরীর শীঘ্র জীর্ণ হয় না) যোনি এবং শুক্রের শোধন কর, আরোগ্য মেধা কান্তি স্মৃতি ও বলের উৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষ নাশক।

নিম্ব অতিশীতল কুসুম্ভ ধুক দেবতাড় কৃত-বেধন (কোষফল) অর্ক কম্পিল্ল হাড়কর্ণ সাল) পৃথ্বী বেত এলাইচ, পীলু করঞ্জত ইঙ্গুদী শিগ্রু সর্ষপ স্বর্ব্বলা, তিসী, বিড়ঙ্গ জ্যোতিষ্মতী এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ লঘু অথচ অনুষ্ণবীর্য্য রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বস্তি শ্লেষ্মা ক্রমি কুষ্ঠ প্রমেহ ও শিরোরোগের নিবৃত্তিকর, শনবীজের তৈল। বাতঘ্ন মধুর বল-কর কটুপাক চক্ষুর অহিতকর স্নিগ্ধোষ্ণ গুরু-পাক এবং পিত্তকর।

সর্ষপ তৈল ক্রমিঘ্ন কণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক, লঘু, কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর লেখনকর কটু ও অগ্নিকর।

ইঙ্গুদী তৈল—ক্রমিঘ্ন ঈষৎ তিক্ত লঘু,কুষ্ঠরোগ ও ক্রমির বিনাশকর এবং দৃষ্টিশুক্র ও বলের ক্ষয় কর।

কুসুম বীজের তৈল পরিপাকে কটু, সকল দোষের বর্দ্ধনকর রক্তপিত্ত জনক তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জলে। কি বাত তিক্ত (চিরেতা) তিলিশ বিভীতক (বহেড়া) নারিকেল কোল (কুল) পীলু জীবন্তী পিয়াল কর্ব্বুদার সূর্য্যবল্লী ত্রপুষ এর্ব্বারুক কর্কা-রুক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল, মধুর বীর্য্য ও পাকেও মধুর, বাত পিত্তের শান্তিকর, শীত বীর্য্য চক্ষুর অহিতকর মলমূত্র জনক ও অগ্নিমান্দ্যকর।

মধুক গাম্ভারী ও পলাশের তৈল মধুর কষায় ও কফ পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতক (ভেলা) তৈল উষ্ণ মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত, বায়ু কফ কুষ্ঠ মেদ মেহ ও ক্রমির নাশক, এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষ হারী।

সরল দেবদারু গাম্ভীর শিংশপা ও অগুরু; ইহাদিগের সারের তৈল তিক্ত কটু কষায় দূষিত ব্রণের শোধনকর কৃমি কফকুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুম্বী কোষাম্র দন্তী দ্রবন্তী শ্যামা সপ্তলা নীলি কাম্পিল্ল এবং শঙ্খিনী, ইহাদিগের তৈল তিক্ত কটু কষায় শরীরের অধোভাগের দোষ নাশক, কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর, এবং দূষিত ব্রণের শোধন কর।

যব তিক্ত তৈল—সকল দোষের শান্তিকর ঈষৎ তিক্ত অগ্নির উদ্দীপ্তিকর লেখনকর পথ্যে পবিত্র ও রসায়ন।

একৈষিকা(বকপুষ্প)তৈল মধুর অতি শীতল পিত্ত শান্তিকর রুক্ষ মধুর কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈল উল্লেখ করা হইল' তাহাদিগের গুণ তৈলের ন্যায় বায়ু শান্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও সেই রূপ গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

গ্রাম্য অনুপ ও জলচর জন্তুর বসা মেদ ও মজ্জা গুরু উষ্ণ মধুর ও বাতঘ্ন। একশফ, মাংস ভোজী এবং জাঙ্গল পশুদিগের বসা মেদ ও মজ্জা লঘু শীতল কষায় ও রক্ত পিত্তঘ্ন প্রতুদ নীকারী পক্ষী) বা সাধারণ পক্ষীগণের বসা মেদ ও মজ্জা শ্লেষ্মঘ্ন। ঘৃত তৈল বসা মেদ ও মজ্জা ইহারা উত্তরোত্তর গুরু পাক এবং বায়ুর শান্তিকর।

আম্রবীজের তৈল—ঈষৎ তিক্ত অতি সুগন্ধি, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর রুক্ষ মধুর কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

মধুবর্গ।

মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায় রুক্ষ শীতল অগ্নিকর বর্ণকর লঘু কান্তিকর লেখন কর মুখ প্রিয় সন্ধানকর শোধনকর রোপণকর সংসর্গ শক্তির বর্দ্ধনকর সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর, সূক্ষ্ম পথগামী পিত্ত শ্লেষ্ম মেদ মেহ হিক্কা শ্বাস অতিসার ছর্দ্দি তৃষ্ণা কৃমি ও বিষের শান্তিকর, প্রফুল্লকর এবং ত্রিদোষের শান্তিকর। ইহা লঘুতা প্রযুক্ত কফঘ্ন, এবং পিচ্ছিলতা মাধুর্য্য ও কষায়তা প্রযুক্ত বাতপিত্তঘ্ন।

মধু অষ্ট প্রকার যথা ১ পৌত্তিক পিঙ্গল বর্ণ পুত্তিকা নামক বৃহৎ মক্ষিকা সংগৃহীত ঘৃতবর্ণ মধু) ৩ ক্ষৌদ্র (পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত কপিল বর্ণ মধু) ৪ মাক্ষিক (নীল বর্ণ মধ্যম মাক্ষিককৃত তৈল বর্ণ মধু (৫ ছাত্র (বরটিছাত্র অর্থাৎ বোলতার চাক মাক্ষিক মধু) ৬ আর্য্য (আর্য্যা নামক দীর্ঘমুখ বিশিষ্ট ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত মধু।

৭ ঔদ্দালক) বল্মীক কারী কীট অর্থাৎ উইপোকা লিখিত মধু) ৮ দান (ইন্দ্রনীল দলের ন্যায় সূক্ষ্ম মক্ষিকা উৎপন্ন বৃক্ষ কোটরে জাতমধু)

পৌত্তিকমধু—সকল মধু অপেক্ষা রুক্ষ ও উষ্ণ মক্ষিকার বিষ সংযোগ প্রযুক্ত বাতরক্ত ও পিত্তের শান্তি কর মোচন কর বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রমের—পিচ্ছিল এবং অতিশয় মধুর প্রযুক্ত গুরু পাক।

ক্ষৌদ্র— শীতল লঘু এবং লেখাকর মাক্ষিক লঘুতর ও রুক্ষ। ইহা সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষ রূপে প্রশস্ত। স্বাদু গুরু পাক হিম পিচ্ছিল ও রক্তপিত্তের শান্তিকর।

ছত্র—বিবিধ প্রকার মেহের শান্তিকর, কৃমি নাশক ও অতিশয় গুণকারী।

আর্য্য—চক্ষুর অতিশয় হিতকর পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর কষায় কটুপাক বলকর তিক্ত অথবা বায়ু বৃদ্ধিকারী নহে।

ঔদ্দালক—রুচিকর, স্বরের হিতকর কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর কষায় উষ্ণ অম্লপিত্তকর ও পাকে কটু।

দান—ছর্দ্দি ও মেহের শান্তিকর এবং রুক্ষ।

নূতনমধু পুষ্টিকর সারক এবং অধিক শ্লেষ্মা নাশক নহে। পুরাতন মধু, সেক ও স্থূলতাকারী সংগ্রাহী ও লেখন কর। মধু, পক্ক হইলে ত্রিদোষের শান্তিকারক ওঅপক্কথাকিলে ত্রিদোষের বৃদ্ধিকরে। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে ইহা বহুবিধ রোগ আরোগ্য করে।

নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার যোগবাহী (সংযোগ জনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট। দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং নানাবিধ পুষ্পের রস হইতে জন্মে বলিয়া, এবং সবিষ মাক্ষিক হইতে সম্ভূত বলিয়া, ইহাতে অনুষ্ণ উপচার অর্থাৎ সকল রোগেরপক্ষে অনুষ্ণ প্রতীকার বলা যায়।

মক্ষিকার বিষসংযোগে থাকে বলিয়া সকল প্রকার মধুরই উষ্ণ সংযোগ বিরুদ্ধ গুণ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে বা উষ্ণ সংযুক্ত হইলে ইহা বিষতুল্য হয়। সুকুমার শীতল এবং নানা প্রকার ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উষ্ণ সংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয়।

বৃষ্টির জলের সহিত সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত মধু বমন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

পরিপাক হয় না এবং উদরেও থাকে না, এই কারণে বমনের স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় বিরুদ্ধ গুণ হয় না। অপক্ক মধু অতিশয় কষ্টদায়ক।

ইক্ষুবর্গ

ইক্ষু মধুর পাকে মধুর গুরুপাক শীতল স্নিগ্ধ বলকর বৃষ্য মূত্র বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তের শান্তিকর কৃমি ও কফজনক। ইক্ষু অনেক প্রকার যথা, পৌণ্ড্রক (পুঁড়িআক) ভীরুক, বংশাক (শ্যামশাড়া) শত চোরক, কান্তার (কাজলী) তাপ সেক্ষু কাষ্ঠলু সূচীপত্র নৈপালী দীর্ঘ পত্র নীল পোর ও কোশাতক। স্থূলতার তারতম্যে এই রূপ জাতিভেদ হয়। অতঃপর ইহা দিগের গুণ কহিতেছি।

যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ মধুর গুরুপাক শীতল

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক—সুশীতল মধুর স্নিগ্ধ পুষ্টিকর শ্লেষ্মকারক অবিদাহী গুরু পাক ও বৃষ্য।

বংশক—পূর্ব্বোক্ত ইক্ষুদ্বয়ের সহিত তুল্য গুণ বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ সক্ষার।

শতপোর—বংশকের তুল্যই গুণকারী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও বায়ু শান্তিকর।

কান্তার ও তাপস ইক্ষু—উভয়ে বংশকের তুল্য গুণকারী—।

কাষ্ঠেক্ষু—এই প্রকারই গুণকারী, অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপ কর।

সূচীপত্র নীলপোর নৈপালী ও দীর্ঘপত্র ইহারা বায়ু বর্দ্ধকের কফপিত্তের শান্তিকর কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার—গুরু শীতল রক্তপিত্ত ও ক্ষয় রোগের শান্তিকর। মূলে এবং মধ্যস্থলে অতিশয় মধুর।

সকল ইক্ষুরই অগ্রভাগে (ডগাতে) লবণ রস ইক্ষুর রস, দণ্ডপীড়িত হইলে, কফজনক অবিদাহীবায়ু পিত্তের শান্তিকর মুখের প্রীতিকর ও তেজস্কর হয়, এবং চন্দ্র নিষ্পীড়িত হইলে গুরুপাক বিদাহী ও মলমূত্র রোধক হয়। পক্ক (পাককরা) ইক্ষুরস গুরুপাক সারক স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। ক্ষালিত রস (বাতাসার পাক হইলে) গুরুপাক মধুর চক্ষু রোগ কারী পুষ্টিকর অথচ তেজস্কর নহে। এবং ত্রিদোষজনক। ইক্ষু গুড় কক্ষার মধুর। অতিশয় শীতল নহে, স্নিগ্ধ মূত্র ও রক্তের শোধন কর, অধিক পিত্ত শান্তিকর নহে, বাতঘ্ন মেদ ও কফ জনক, বলকর ও বৃষ্য। পুরাতন গুড়, পিত্তঘ্ন মধুর শুদ্ধ বাতঘ্ন বস্তির প্রসাদনকারী অধিক গুণ বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট পথ্য।

মৎস্যণ্ডিকা (মাৎ) খণ্ড (মাৎরহিত কঠিন বা নীরস গুড়) এবং শর্করা, ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ গুরু পাক মধুর বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণার শান্তিকর। ইহারা উত্তরোত্তর

যত নির্ম্মল হয় ততই স্নিগ্ধ মধুর গুরুপাক শীতল ও সারক হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডিকা খণ্ড ও শর্করা স্বভাবতঃ যে রূপ গুণকারী, ইহাদিগকে শ্রাবিত করিলেও (রস বা দ্রব করিলে) সেই রূপই গুণকারী হয়। শর্করা যত সার বিশিষ্ট নির্ম্মল ও ক্ষার রহিত হইবে ততই গুণকারী।

মধুশর্করা—ছর্দ্দি ও অতিসারের শান্তিকর রুক্ষ ও ছেদনকর মুখ প্রিয় কষায় মধুর পাকে মধুর। যবাস শর্করা মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত শ্লেষ্মানাশক ও সারক। যত প্রকার শর্করা আছে সকলেই দাহ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর এবং ছর্দ্দি মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণাহারী। মধুপুষ্প (মউরপুষ্প) সম্ভূত ফণিত বাত পিত্তের প্রকোপকর কফঘ্ন মধুর পাকে কষায় এবং বস্তি দোষ কর।

মদ্যবর্গ

অম্লরস বিশিষ্ট সকল প্রকার মদ্য, পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর ভেদক বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর মুখপ্রিয় বস্তিশোধনকর লঘু পাক বিদাহী উষ্ণ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক প্রফুল্লকর ও মলমূত্রের বর্দ্ধনকর। ইহার বিশেষ লিখিত হইতেছে। মাধ্বীক (দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর) মদ্য—অবিদাহী, মধুর, রুক্ষ পশ্চাৎ কষায় লঘু সারক, শোষ রোগ (যাহাতে শরীর শীর্ণ হয়) ও বিষম জ্বরের শান্তিকর। ইহা মধুর বলিয়া রক্তপিত্ত রোগেও ব্যবহার করা যায়।

খার্জ্জুর মদ্য—দ্রাক্ষা মদ্যের সহিত ইহার অল্পই ভেদ, বায়ুর প্রকোপকর, বিষঘ্ন রুচিকর, কফঘ্ন কৃশকারী লঘু কষায় মধুর মুখ প্রিয় সুগন্ধি এবং ইহাদিগের উত্তেজক।

সুরা। সুরা, সামান্যতঃ কাশ অর্শ গ্রহণী দোষ মূত্রাঘাত ও বায়ুর শান্তিকারী স্তন্য ও রক্ত ক্ষার হিতকরী, এবংপুষ্টি ও অগ্নির উদ্দীপ্তি কারিণী।

শ্বেতা (শর্করা) জাত সুরা, কাস অর্শ গ্রহণী শ্বাস ও প্রতিশ্যায় রোগের ও ছর্দ্দি অরুচি হৃদয় ও কুক্ষি দেশের বেদনা এবং শূল রোগের বিনাশ কারিণী, এবং মূত্র কফ স্তন্য ও মাংসের বর্দ্ধন কারিণী।

সুরা, যব সংযোগে প্রস্তুত হইলে দোষের প্রসন্নকারিণী, কফ বাত অর্শঃ ও কোষ্ঠ রোগের শান্তিকারিণী, পিত্ত ও অল্প কফকারী এবং রুক্ষ।

মধুলিকা (মউরি) জাতসুরা পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত মল মূত্র রোধিনী, গুরু ও শ্লেষ্মাকারী। আক্ষিকী (তিলিশ বৃক্ষজাত) সুরা পূর্ব্বোক্ত সুরা সামান্যের গুণ বিশিষ্ট রুক্ষ ও অল্প কফকারী তেজোবৃদ্ধি ও পরিপাককারী।

কোহল (তীক্ষ্ণ মদ্য বিশেষ) বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক তেজস্কর ও মুখ প্রিয়।

জঙ্গল (দ্রাক্ষা পরিশ্রুত মদ্য বিশেষ) মল মূত্র রোধক, উষ্ণ পরিপাক কর, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা কফ ও শোথের শান্তিকর।

বুক্কস (মদ্য বিশেষ) হর্ষজনক, প্রবাহিক, (অতিসার বিশেষ) আটোপ (উদরের গুড় গুড় শব্দ) অর্শ ও বায়ুজন্য শোষের শান্তিকর, এবং সারক শক্তি রোধ করে, বলিয়া ইহা সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপ কর, অগ্নিকর, মলমূত্র জনক বিশদ অল্পমাদক ও গুরুপাক।

গৌড় শীধু (গুড়জাত তীক্ষ্ণ মদ্য) কষায় মধুর পাচক ও অগ্নিকর।

শার্কর শীধু (শর্করা জাত তীক্ষ্ণ মদ্য) মধুর রুচিকর, অগ্নিকর, বস্তির শোধনকর, বাতঘ্ন পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

পক্করসজাত শীধু পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট বলকর বর্ণকর, সারক, শোথনাশক অগ্নিকর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

মাক্ষিক শীধু। শরীর কৃশকারী, শীতল রস বিশিষ্ট, শোথ ও উদর রোগের নাশকারী বর্ণকর জারক স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, কোষ্ঠ রোধ ও অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডুরোগ নাশক, মলমূত্রের কঠিনতা সম্পাদক, লঘু কষায় মধুর। পিত্তঘ্ন ও রক্ত প্রসাদন কর।

জাম্ববশীধু (জাম ফলের শীধু) মলমূত্র রোধক কষায় ও বায়ুর প্রকোপকর। সুরাসব তীক্ষ্ণ

হৃদ্য, মূত্র বৃদ্ধিকর, কফ বায়ুর শান্তিকর, মুখ-প্রিয়, স্থিরমদ (যাহার মত্ততা অনেকক্ষণ থাকে) ও বায়ু নাশক।

মধ্বাসব (মধুজাত আসব) লঘু, ছেদক মেহ কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায় শোথঘ্ন তীক্ষ্ণ, স্বাদু অথবা বায়ু বৃদ্ধিকর নহে।

মৌয়ের আসব। তীক্ষ্ণ কষায় মাদক অর্শ কফ ও গুল্ম নাশক কৃমি মেদ ও বায়ুর শান্তিকর এবং গুরুপাক।

মৃদ্বীক ইক্ষুর আসব (আঙ্গুর ও ইক্ষু রস সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, যাহাকে ভিনিগার বা ছিরকা কহে। ইহা বলকর পিত্ত নাশক ও বর্ণকর।

মধুপুষ্প (মউল ফুল) জাত শীধু বিদাহী অগ্নিকর বলকর রুক্ষ কষায় কফ নাশক ও বাত পিত্তের প্রকোপকর।

অন্যান্য কন্দ মূল ও ফলজাত আসবের গুণ, তাহাদিগের রসের দ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য চক্ষুরোগকারী গুরু পাক বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপকর অনিষ্ট গন্ধযুক্ত বিরস অপ্রিয় ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য সুগন্ধি অগ্নিকর মুখপ্রিয় রুচিকর কৃমিনাশক নাড়ী পথের শোধনকর লঘু ও বায়ু পিত্তের শান্তিকর।

অরিষ্ট (আরক) দ্রব্য সংযোগে সংস্কৃত হওয়া প্রযুক্ত অধিক গুণকারী। একারণ বহুদোষের এবং সকল দোষের সমতা কারক, কফ বাতঘ্ন সারক, পিত্ত বিরোধকারী শূল আধ্মান উদররোগ প্লীহা জ্বর অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর।

পিপ্পল্যাদি গণের সংযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, কফ রোগের শান্তি কর হয়। চিকিৎসিত স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রোগ নাশক অরিষ্ট সকল উক্ত হইয়াছে। অরিষ্ট আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহারা গাঢ় হইলে বিদাহী, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট কৃমিকর ও গুরুপাক হইয়া থাকে। তরুণ হইলে অপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ হয় এবং মন্দ পাত্রে থাকিলে উষ্ণ হয়। যে মদ্য, অল্প ওষধি বিশিষ্ট পর্য্যুষিত নির্ম্মল ও পিচ্ছিল, অথবা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে তাহা গ্রহণ করিবে না। যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অল্প ও যাহা তরুণ ও পিচ্ছিল সেই মদ্য গুরু পাক কফের প্রকোপকর এবং দুর্জ্জয় (শীঘ্র জীর্ণ হয় না) উপকরণ দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে, মদ্য পিত্ত প্রকোপকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ অপ্রিয়, ফেনিল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট কৃমিকর বিরস ও গুরুপাক হইয়া থাকে। পর্য্যুষিত হইলে, বায়ুর প্রকোপকর হয় ও সকল প্রকার দোষ উৎপাদন করে। যে মদ্য অধিককাল থাকা প্রযুক্ত জাত রস হয় (যাহাতে রস উৎপন্ন হয়) তাহাই বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, রুচিকর, নির্দ্দোষ সুগন্ধি, সেবন যোগ্য ও মাদক। রসবত্তবীর্য্য ভেদে মদ্য নানাপ্রকার মদ্যের বীর্য্য সূক্ষ্ম উষ্ণ ও প্রফুল্লকারী বলিয়া জঠরাগ্নির সহিত হৃদয় দেশস্থ ধমনী পথে প্রবেশ পূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়কে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করে। মদ্যপান করিলে শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক অধিককাল বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু প্রকৃতির লোক বিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্ত প্রকৃতির লোক শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্য পানে মত্ত হইলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি পুরুষে শৌচ দাক্ষিণ্য হর্ষ সৌন্দর্য্যের অভিলাষ এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য ও সুরত ক্রীড়ায় উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। রাজসিক প্রকৃতি লোকের দুঃখ শীলতা সাহসপূর্ব্বক আত্মত্যাগ ও কলহে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। তামসিক প্রকৃতি লোকের অশৌচ নিদ্রা মাৎসর্য্য অগম্য গমনাভিলাষ, এবং অসত্য ভাষণ এই সমস্ত ঘটিয়া থাকে। শুক্ত রক্তপিত্তকর ছেদক পাচক স্বরের বিকৃতিকর জন্মায় শ্লেষ্মা পাণ্ডু ও কৃমিনাশক এবং লঘুপাক। সেই শুক্ত চোয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ মূত্রল হৃদ্য কফঘ্ন কটুপাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড় রস কিম্বা মধু সংযোগে যে সকল শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহারা চক্ষু রোগকর ও উত্তরোত্তর লঘুতর, অর্থাৎ গুড়জাত অপেক্ষা রসজাত শুক্ত লঘুতর এবং

রসজাত অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর। তুষোদক (পর্য্যুষিত অন্নের আমানি) অগ্নিকর মুখপ্রিয় হৃদ্রোগ পাণ্ডুরোগ ও কৃমি রোগের শান্তিকর। সৌরীয়ক (আমানি বিশেষ (গ্রহণী অর্শনাশক এবং ভেদক ধান্যাম্ল (আমানি অধিক দিন থাকিলে মাতিয়া উঠিয়া নির্ম্মল জলের ন্যায় কাঁজি প্রস্তুত হয়) অগ্নিকর দাহনাশক মর্দ্দনে ও পানে বাতশ্লেষ্মা ও তৃষ্ণা নাশক ও লঘুপাক ধান্যাম্ল অতি তীক্ষ্ণ বলিয়া গণ্ডূষ মাত্র পানে তৎক্ষণাৎ কফ নাশ করে এবং মুখের বিরসতা দুর্গন্ধ মলের কঠিনতা ও শ্রান্তি দূর করে। ইহা অগ্নিকর জারক ভেদক ও অস্থাপনের পক্ষে উপকারী সমুদ্রতীরবাসী ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি সেবনীয়।

মূত্রবর্গ।

গো মহিষ অজা মেষ অশ্ব গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের মূত্র তীক্ষ্ণ কটু উষ্ণ, তিক্ত পশ্চাৎ লবণ রস লঘু শোধনকর কফ বাত কৃমি মেদ বিষ গুল্ম অর্শ উদর রোগ কুষ্ঠ শোথ অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর হৃদ্য ও অগ্নিকর।

উপযুক্ত সকল প্রকার মূত্র, কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও পশ্চাৎ লবণ রস বিশিষ্ট লঘু শোধনকর কফ ও বাতের শান্তিকর কৃমি মেদ ও বিষনাশক, অর্শ জঠররোগ গুল্ম শোথ অরুচি ও পাণ্ডুরোগহারী, ভেদক, হৃদ্য, অগ্নিকর ও পাচক।

গোমূত্র। কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ অথচ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুর প্রকোপকারী নহে, লঘু অগ্নির উদ্দীপ্তিকর পবিত্র পিত্তল বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল গুল্ম উদর আনাহ প্রভৃতি রোগে এবং বিরেচন আস্থাপন প্রভৃতি মূত্র সাধ্য কার্য্যে গব্য মূত্রই ব্যবহার করিবে।

মহিষমূত্র। দুর্ণাম (অর্শ) উদর শূল কুষ্ঠ মেহ আনাহ শোথ গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ছাগমূত্র। কাস ও শ্বাসহারী শোষ কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশকারী কটু তিক্ত ও ঈষৎ বায়ুর প্রকোপকর।

মেষমূত্র। কাস প্লীহা উদর শ্বাস ও শোষ রোগে উপকারী ও মলসংগ্রাহক তিক্ত ও কটু রস বিশিষ্ট, উষ্ণ এবং বাতনাশকারী।

অশ্বমূত্র। অগ্নিকর কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বাত ও পিত্ত বিকারনাশকারী কফহর এবং কৃমি ও দদ্রু রোগের পক্ষে হিতকর।

হস্তিমূত্র। তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ভেদক বাতঘ্ন। পিত্তের প্রকোপকর এবং তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষার ও বিলোমা ছুলি রোগে ব্যবহার্য্য।

গর্দ্দভ মূত্র।—তীক্ষ্ণ অগ্নিকর, কৃমি বাত ও কফের শান্তিকর গরল চিত্তবিকার ও গ্রহণী রোগের শান্তিকর।

করভ মূত্র।—শোথ কুষ্ঠ উদররোগ উন্মাদ বায়ুরোগ অর্শ ও কৃমি নাশকারী।

মানুষমূত্র।—পূর্ব্বোক্ত সকল গুণ বিশিষ্ট ও বিষনাশকারী।

দ্রব দ্রব্য সমস্তই সংক্ষেপে লিখিত হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া ইহা রাজাকেও সেবন করান যায়।

অন্নপান বিধি।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, আহারই প্রাণীগণের বল বর্ণ ও ওজের মূল। সেই আহার ছয়রসের আয়ত্ত। রস দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য ও বিপাকের দ্বারাই দোষ ও ধাতুর ক্ষয় বৃদ্ধি এবং সমতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি লোকের ও স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ আহার। আহারের দ্বারাই শরীরের বল মাংস ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ভাবে থাকে। আহারের বৈষম্য হইলেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার আহারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহার করা যায়। এক্ষণে সেই সকল আহারীয় দ্রব্যের রস গুণ বীর্য্য ও বিপাকে জানিতে ইচ্ছা করি। দ্রব্যের স্বভাব না জানিলে বৈদ্য স্বাস্থ্য রক্ষা বা রোগের শান্তি করিতে কদাচই সমর্থ হইবে

না। আহারই সকল প্রাণীর মূল। অতএব হে ভগবান অন্ন পানের বিধি আমাকে উপদেশ করুন। এই প্রকার অভিহিত হইয়া ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে কহিতে লাগিলেন। লোহিত শালি, কলম, কর্দ্দম, পাণ্ডু সুগন্ধ শাকুনাহৃত পুষ্পাণ্ডক পুণ্ডরীক মহাশালী শীতভীরুক রোধ্রপুষ্প দীর্ঘ্য শুক কাঞ্চন মহিষ মস্তক হায়ন দূষক মহাদূষক প্রভৃতি শালি ধান্য।

শালিধান্য মধুর শীতবীর্য্য লঘুপাক বলকর পিত্তঘ্ন অল্প বায়ু এবং কফকর স্নিগ্ধ মলের অল্পতাকারী ও মলরোধক।

সকল প্রকার শালিধান্যের মধ্যে লোহিত ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা দোষঘ্ন, শুক্র ও মূত্র বৃদ্ধিকর চক্ষু ও স্বরের পক্ষে হিতকর, এবং জ্বর সকল প্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর। অপরাপর শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্পগুণশালী।

হস্ত কঞ্চুক মুকুন্দ পীত প্রমোদ কাফন আসন পুষ্প মহাযষ্টি চূর্ণ কুরচ কেদার প্রভৃতি ষট্‌ধান্য। ইহারা রসে ও পাকে মধুর, বাত পিত্তের শান্তিকর, গুণে প্রায় শালি ধান্যের তুল্য পুষ্টিকর কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহাদিগের মধ্যে ষটধান্যই প্রধান ষটধান্য পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট লঘু মৃদু স্নিগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন শরীরের স্থৈর্য্য ও বলবর্দ্ধনকারী বিপাকে মধুর সংগ্রাহী এবং লোহিত ধান্যের তুল্য গুণকারী। অপর সকল ষটধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণ বিশিষ্ট।

কৃষ্ণব্রীহি শালমুখ জতুমুখ নন্দীমুখ যবাক্ষয় ত্বরিতক কুক্কুটাণ্ড পারাবত লউন প্রভৃতি ব্রীহি (আশু) ধান্য।

ব্রীহিধান্য কষায় মধুর পাকে মধুর শীত বীর্য্য নহে অল্প চক্ষুরোগকারী, ষটধান্যের তুল্য গুণ কারী ও মল সংগ্রাহক ব্রীহি ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট ও লঘু। অপর সকল ব্রীহি উত্তরোত্তর অল্প গুণকারী। যে সকল শালিধান্য দগ্ধ ভূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক কষায় মল মূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেষ্মানাশক। স্থল জাত (উচ্চ ভূমিজাত) ধান্য ঈষৎ তিক্ত যুক্ত মধুর বায়ু এবং অগ্নির বর্দ্ধনকর, কফ ও পিত্তের শান্তি কর, কষায় ও পশ্চাৎ কটু। কৈদার ধান্য মধুর বৃষ্য বলকর পিত্তের শান্তিকর ঈষৎ কষায় অল্প মলকারী গুরুপাক, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর। রোপ্যাতি রোপ্যা (ধান্য-বিশেষ) লঘুপাক অতিশয় গুণকারী, অদাহী, দোষনাশক, বল কর এবং মূত্র বর্দ্ধক। যে সকল শালি ধান্যের অন্তরে অঙ্কুর থাকে। তাহারা রুক্ষ মল বর্দ্ধন কর তিক্ত কষায় পিত্তঘ্ন লঘুপাক এবং শ্লেষ্মাজনক। কোন্ কোন্ শালিধান্য হিতকরও অহিত কর তাহা বিস্তারিত রূপে বলা হইল, এক্ষণে মুদ্গ মধ্যে প্রভৃতি কুধান্য বর্গের গুণাগুণ লিখিত হইতেছে।

কুধান্য বর্গ।

কোর দূষক (ছোটমটর) শ্যাম (শ্যামাতৃণ) নীবার (বজ ধান্যে সে বৃক্ষে হয় তাহার শস্য) শস্তম্ব তুবর (আওকী বা গাছের কলাই) কোদ্রায়স্ক (কোদোধান্য প্রিয়ঙ্গু (কেঁয়ু ধান্য) মধুলিকা মাদীমুথা কুরুবিন্দ (কুলথ কলাই) গবেধুক (গড় গড়ে) বরূক উদপর্ণী মুকুন্দ রেণুকার প্রভৃতি কুধান্য বর্গ।

ইহারা উষ্ণকষায় মধুর রুক্ষ কটুপাক শ্লেষ্মঘ্ন স্রাব রোধক ও বায়ু পিত্তের প্রকোপ কর। তাহাদিগের মধ্যে কোদ্রব নীরবে থাকা ও শাস্তম্ব করিয়া মধুর ও শীত পিত্তের শান্তিকর।

প্রিয়ঙ্গু চারি প্রকার, কৃষ্ণ বক্তা শীত। ও শ্বেত। তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর গুণকার রুক্ষ ও কফ নাশক। মধুনী মধুর ও শীতল। নান্দী মুখা স্নিগ্ধ কারক এবং মুকুন্দ অতিশয় শোধনকারী, বেণুযব রুক্ষ উষ্ণ বীর্য্য কটু পাক মূত্ররোধক, কফনাশক কষায় ও বাত প্রকোপকর।

মুদ্গ নমুদ্গ কলায় মধুরা মধুর মাঙ্গল্য চনক শীতল (মটর ত্রিপুটক হরেণু (কলাই বিশেষ)

আতসী প্রভৃতি বৈদল। ইহারা কষায় মধুর শীতল কটুপাক ও বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্র রোধক ও পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে হুগ্ধ মুগা অধিক বায়ু বর্দ্ধনকর নহে ও দৃষ্টির হিতকারী। বনমুগ ও মুগের তুল্য গুণ শালীর মধুর পাক মধুর ও তেজোবর্দ্ধনকর। মুকুন্দ (কলাই বিশেষ) সহ মিকর ও অতিশয় বায়ুর প্রকোপকর। আতসী, কফ পিত্তের শান্তিকর, ও বায়ুর প্রকোপকর নহে। চনক (ছোলা) বায়ু বর্দ্ধনকর, শীতল মধুর কষায় রুক্ষ কফ ও বাত পিত্তের শান্তিকর, এবং পুরু-ষত্ব নাশক। হরেণু ও সতীল মল বৃদ্ধিকর, মুগ ও মধুর ব্যতিরেকে সকল বৈদনই আধ্মান কারক।

মাষ কলাই, গুরু পাক, মলমূত্র ভেদক, স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য মধুর বায়ুর শান্তিকর, অতিশয় তৃপ্তিকর স্তন্য জনক বলকর এবং শুক্র ও কফ বর্দ্ধনকারী, মাষকলাই কষায় ভাব প্রাপ্ত হইলে মলভেদক মূত্র বৃদ্ধিকর ও কফ জনক হয় না এবং বিপাকে মধুর গুণ যুক্ত অনিলঘ্ন তৃপ্তিকর স্তন্যকর ও রুচিপ্রদ। আত্মগুপ্ত (আল কুশী বীজ) মাষ কলাইয়ের তুল্য গুণকর,

কষায় প্রযুক্ত মলমূত্র ভেদক বা কফ জনক নহে পাকে, তৃপ্তিকর শুক্রকর ও রুচিকর। কাশাস্ত কফ ও এই প্রকারে গুণকারী। বন্য মাষ রুক্ষ কষায় ও অবিদাহী।

কুলথকলাই, উষ্ণ বীর্য্য কষায় রস কটু পাক কফ ও বায়ুর শান্তিকর, মলের সংগ্রাহক, শুক্র ঘ্নরী গুল্ম পীনস কাস আনাহ মেদ কোষ্ঠ রোধকতা হিক্কা ও শ্বাস, এইসকল রোগের শান্তিকর রক্ত পিত্তজনক, এবং কফ ও চক্ষুরোগ নাশক। বনকুলথের ও এইসমস্ত গুণ বিশেষতঃ ঈষৎ কষায় তিক্ত ও মধুর সংগ্রাহক পিত্তকর ও উষ্ণ।

তিল, পাকে মধুর বলকর স্নিগ্ধ ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নিকর মেধাজনক মূত্রের লাঘবকারী, স্তন্য বর্দ্ধন কারী, দাস্ত ও কেশের হিতকারী, বায়ুনাশক ও গুরু পাক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিলই উৎকৃষ্ট শ্বেত তিল মধ্যে এবং অপর সকল তিলই নিকৃষ্ট।

যব, কষায় মধুর তিল কটু পাক, কফপিত্তের শান্তিকারী, তিলের ন্যায় ব্রণ রোগে পথ্য মূত্র রোধক ও অতিশয় বায়ু জন্য তেজের বর্দ্ধনকর শরীরের স্থিরতা অগ্নি মেধা স্বর ও বর্ণকর পিচ্ছিল মেদ ও তৃষ্ণা নাশক, বায়ুর অনুলোম কারী, রুক্ষ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিযব (যববিশেষ) সমস্ত যব অপেক্ষা কিছু অল্প গুণ বিশিষ্ট।

গোধূম ;—মধুর গুরু বলকর, স্থৈর্য্যকারী রুচিকর ও শুক্রের বর্দ্ধনকারী, স্নিগ্ধ শীতল বায়ু পিত্তের শান্তিকারী সন্ধানকর শ্লেষ্মাকর এবং সারক। শিম্বা (শুঁঠী) রুক্ষ কষায় বিষ শোথ শুক্রশ্লেষ্মা ও দৃষ্টিকষায়কারী বিদাহী কটুপাক মধুর, মলভেদক বায়ু পিত্ত বর্দ্ধনকর শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত এই সকল বর্ণভেদে শিম্বা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ইহারা যথা ক্রমে গুণশালী রসে ও পাকে কটু এবং উষ্ণ শিম্বা মূলজাত ও লতাজাত হইয়া থাকে। ইহারা পাকে ও রসে মধুর বলকর পিত্ত শান্তিকর আশু বিদাহী রুক্ষ অধিকক্ষণ থাকিয়া জীর্ণ হয় এবং বায়ু বৃদ্ধি করে। সকল প্রকার বেদনাকে (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) শিম্বা বলা যায়। তাহারা রুচিকর ও দুর্জ্জয় (সহজে জীর্ণ হয় না) অতসী (তিসী) উষ্ণ স্বাদু, বায়ুর শান্তিকর পিত্তের বর্দ্ধনকর এবং কটুপাক। কুসুম্ভ (কুসুমবীজ) রসে ও পাকে কটু কফঘ্ন বিদাহী সুতরাং অহিত-কর, সর্ষপ রসে পাক কটু এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকর। শ্বেতসর্ষপ ও এইপ্রকার গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ উষ্ণ রুক্ষ ও কফ বায়ুর নাশক।

উপযুক্ত ঋতুতে না জন্মিলে ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে প্রণালী ক্রমে না জন্মিলে, ভূমিতে না জন্মিলে অথবা নূতন হইলে কোন ধান্যই

গুণকারী হয় না। ধান্য নূতন হইলে চক্ষুরোগ কারী ও একবৎসরের পুরাতন হইলে লঘু পাক হয়। ধান্য বিপাক হইলে অঙ্কুর না থাকিলে বিদাহী গুরু বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টির অহিতকারী হয়। শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যন্ত সকল ধান্যেরই ইহাতে কাল প্রমাণ সংস্কার ও মাত্রা বলা হইল।

মাংসবর্গ।

জলচর, সজল দেশবাসী, গ্রামবাসী মাংস-ভোজী একশফ (এক খুর জন্তুমাত্র) ও জাঙ্গল এইছয় মাংসবর্গ। ইহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল দেশবাসী প্রধান, তদপেক্ষা গ্রামবাসী, প্রধান, তদপেক্ষা মাংসভোজী প্রধান ইত্যাদি। ইহারা দুইপ্রকার জাঙ্গল (বন্য) ও আনুপ (সজল দেশবাসী) জাঙ্গল-বর্গ আট প্রকার যথা জঙ্ঘাল (যাহারা জঙ্ঘা বলে দ্রুতগমন করিতে পারে), বিষ্কির (পক্ষি-গণ যাহারা আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া খুটিয়া ভক্ষণ করে) প্রতুদ, গুহাশয় প্রসহ (যাহারা বল পূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এরূপ পক্ষী) পর্ণ মৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল ও বিষ্কির এই দুই অত্যুৎকৃষ্ট। বন্য হরিণ ঋষ্য কুধ্য কুরঙ্গ করাল কৃতমাল শরভ শ্বদংষ্ট্রা (কুকুরের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট পশু) পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ) অরুক্ষ্ম ও মৃগ মাতৃকা প্রভৃতি জঙ্ঘাল পশু। ইহারা কষায় মধুর লঘু বাত ও পিত্তনাশক তীক্ষ্ণহৃদ্য ও বস্তি শোধন কর।

ব্রণমাংস—কষায় মধুর হৃদ্য রক্তপিত্ত ও কফ-নাশক, সংগ্রাহী রুচিকর বলকর ও জ্বরনাশক।

হরিণমাংস—মধুর পাকে মধুর দোষঘ্ন অগ্নি বৃদ্ধি কর, শীতল মলমূত্ররোধক সুগন্ধী ও লঘু পাক, ব্রণ ও হরিণ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই কৃষ্ণ মৃগকে ব্রণ বলে ও তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ বলে। যে মৃগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ নহে। তাহাকে কুরঙ্গ বলা যায়।

মৃগমাতৃকা প্রভৃতির মাংস শীতল ও রক্ত পিত্তের শান্তি কর, সন্নিপাত ক্ষয় শ্বাস কাস হিক্কা ও অরুচি নাশক।

লাবতিত্তিরি কপিঞ্জল বর্ত্তীক বর্ত্তকী নপ্তকা বাড়ীক চাকার ফল বিরূপ কফঘ্ন উপচক্র কুক্কুট সারঙ্গ শত পত্রক কুতিত্তিরিকুর বাহুক প চবলক প্রভৃতি বিষ্কির জাতি। ইহারা লঘু শীতল, মধুর কষায় ও দোষের শান্তিকারী। লাবমাংস সংগ্রাহী অগ্নিকর কষায় মধুর লঘু ও বিপাকে কটুরস এবং সন্নিপাতে উপকারী।

তিত্তিরমাংস—ঈষৎ গুরু উষ্ণ মধুর বৃষ্য মেদ ও অগ্নি বৃদ্ধিকর সর্ব্বদোষ নাশক ধারক ও বর্ণের প্রসাদন কর। গৌর তিত্তিরি উক্ত গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ হিক্কা শ্বাস ও বায়ু নাশক।

কপিঞ্জল (চাতক) মাংস রক্ত পিত্তনাশক শীতল ও লঘু পাক, কফজাত রোগে ও বায়ু মন্দ হইলে ইহার মাংস ব্যবহার্য্য।

তেজস্কর মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর লঘু ও মুখপ্রিয়। উপচক্র (চক্র বাক বিশেষ) মাংস ও উক্তরূপ গুণকারী, এবং কষায় স্বাদু ও লবণ রস বিশিষ্ট ত্বক ও কেশের বৃদ্ধিকর এবং রুচিকর।

ময়ূর মাংস স্বর মেধা অগ্নি দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা কারক, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বায়ু নাশক বৃষ্য স্বেদ স্বর ও রস বর্দ্ধনকর।

কুক্কুট মাংস বন্যকুক্কুট, বৃংহণ বায়ুরোগ ক্ষার বমী ও বিষহ জ্বরের নাশক। গ্রাম্য কুক্কুট ও এই প্রকার গুণবিশিষ্ট কেবল গুরুপাক।

কপোত।—পারাবত ভৃঙ্গরাজ পরভৃতক কুলিঙ্গ গৃহ কুলিঙ্গ গোক্ষোড়ক ডিন্ডিমানক শত পত্রক মাতৃনিন্দক ভেদাশী শুক সারিকা বলগুলী গিরিশাল হ্বাল দূষক সুগৃহী খঞ্জরীটক হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদ জাতীয় পক্ষী ইহারা কষায় মূত্ররোধক ও অল্প তেজস্কর।

ইহাদিগের মধ্যে ভেদাশী সর্ব্বদোষকর এবং মনের দোষজনক। কানক পেতে (কাচের ছাউ) কষায় স্বাদু ও লবণরস বিশিষ্ট ও গুরু

পাক পারাবত—রক্তপিত্ত নাশক কষায়, বিস্বাদ বিপাকে মধুর ও গুরু পাক।

কুলিঙ্গ—(পিঙ্গ) মধুর স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর। গৃহকুলিঙ্গ রক্তপিত্ত নাশক ও অতিশয় শুক্র বৃদ্ধিকর।

সিংহ ব্যাঘ্র বৃক তুরঙ্গ ঋক্ষ দ্বীপী মার্জ্জার শৃগাল মৃগ এর্ব্বারুক প্রভৃতি পশুগণ গুহাশয়, ইহারা মধুর গুরুপাক স্নিগ্ধ মলকর বায়ুনাশক, উষ্ণ বীর্য্য সম্পন্ন এবং নেত্র ও গুহ্য রোগীদিগের পক্ষে নিয়ত হিতকারী।

কোক কুরর চাষ ভাস শশঘাতী (বাজপক্ষী) ভল্লুক সিংহ ভেন প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণবিশিষ্ট, রস বীর্য্য ও বিপাকে বিশেষতঃ শোষ রোগে বিশেষ হিতকর।

মদগু মূষিক বৃক্ষশায়িকা বকুব পূতিঘাত ও বলের প্রভৃতি পর্ণ মৃগ। ইহারা, মধুর গুরুপাক বৃষ্য চাক্ষুষ্য এবং শোষ রোগে হিতকারী। মল মূত্রের বৃদ্ধিকর কাস অর্শ ও শ্বাস নাশক। সমুদ্রজাত প্রাণী অপেক্ষা নদীজাত প্রাণী অধিক গুণবিশিষ্ট।

শ্বাবিধ (কুক্কুর সদৃশ) শল্লক গোধা শত বৃষদংশ লোপাক রোমশ কর্ণ কদলী মৃগ প্রিয়ক অজগর সর্প মূষিক নকুল ও মহাভ্র প্রভৃতি বিলেশয় জন্তু। ইহারা তেজ ও মূত্রের সন্ধান কর, উষ্ণবীর্য্য পরিপাকে স্বাদু, বায়ুনাশক শ্লেষ্মা ও পিত্তকর স্নিগ্ধ এবং কাশ শ্বাস ও কৃশতা নাশক। ইহাদিগের মধ্যে শশমাংস কষায় মধুর, পিত্ত ও কফের শান্তিকর এবং অতিশয় শীতবীর্য্যাদয় বলিয়া বায়ুরসমতা সাধন করে। গোধামাংস পরিপাকে মধুর কষায় কটুকী বায়ু ও পিত্তের নাশকারী বৃংহণ ও বল বর্দ্ধনকারী।

শল্লক—স্বাদু পিত্তনাশক লঘু শীতল ও বিষনাশক।

মৃগপ্রিয়ক—বাতরোগে হিতকারী।

অজগর—অর্শরোগের পক্ষে হিতকারী।

সর্প—অর্শ বায়ু কৃমি ও দূষীবিষ (মাকড়সার বিষ প্রভৃতি) নাশক, চক্ষুরোগের হিতকর পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধনকর। ইহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফনাধারী সর্প, অগ্নি বৃদ্ধি কর এবং পরিপাকে কটু, মধুর, অতিশয় চক্ষুর হিতকর এবং মলমূত্রের ও বায়ুর সন্ধানকর।

অশ্ব অশ্বতর গোক্ষুর উষ্ট্র বস্ত ও উরভ্র সেদ পুচ্ছক প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু। ইহারা বায়ুনাশক বর্দ্ধনকর, কফ ও পিত্তকর রসে ও পাকে মধুর দীপন ও বলের বর্দ্ধনকর।

বস্ত—(ছাগ) মাংস অতি শীতল নয়, গুরুপাক স্নিগ্ধ পিত্ত ও কফের মন্দতা কারক, চক্ষুরোগ নাশক এবং পীনসরোগের শান্তিকর।

ঔরভ্র (মেষমাংস) বৃংহণ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকর ও গুরুপাক।

স্বেদ ও পুচ্ছক (মেষ বিশেষ) মাংস মেষ মাংসের সমান গুণবিশিষ্ট ও বৃষ্য।

গব্য মাংস শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বরের শান্তিকারক, শ্রম ও অত্যগ্নির পক্ষে হিতকর পবিত্র ও বায়ুনাশক। একশফ (একখুর বিশিষ্ট) জন্তুর মাংস সলবণ হইলে মেষমাংসের তুল্য গুণবিশিষ্ট। অল্প শ্লেষ্মাকরী জাঙ্গল বর্গ কথিত হইল।

যে সমস্ত পশু কিম্বা পক্ষীর অনেক দূরে লোকালয় ও জলাশয় থাকে, তাহারা অল্প শ্লেষ্মাকর এবং যে সকল পশু পক্ষীর অতি সমীপে লোকালয় ও জলাশয় থাকে তাহারা অতিশয় শ্লেষ্মাকর।

আনুপবর্গ পঞ্চবিধ। যথা কুলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী, ও মৎস্য। ইহাদের মধ্যে হস্তী গবয় মহিষ রুরু চমর সৃমর রোহিত বরাহ গড়গী গোকর্ণ কালপুচ্ছ কোল্ল ন্যঙ্কু অরণ্য গবয় প্রভৃতি কুলচর পশু। ইহাদিগের মাংস বায়ু পিত্ত নাশক, বৃষ্য, রসে এবং পাকে মধুর, শীতল বলকর স্নিগ্ধ এবং মূত্র ও কফের বৃদ্ধিকর।

গজমাংস বিলক্ষণ (রুক্ষস্বভাব) লেখন কর উষ্ণবীর্য্য পিত্তের দোষজনক, স্বাদু অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

গবয় মাংস স্নিগ্ধ মধুর, কাস দমনকারী, পরিপাকে মধুর এবং স্ত্রীসংসর্গের বৰ্দ্ধনকর।

মহিষমাংস স্নিগ্ধ উষ্ণ ও মধুর বৃষ্য তৃপ্তিকর গুরুপাক নিদ্রা পুংস্তবল ও স্তন্য বৰ্দ্ধনকর এবং মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক।

রুরুমাংস মধুর পশ্চাৎকষায় রস বিশিষ্ট বাত পিত্তের শান্তিকর গুরুপাক ও শুক্রের বৃদ্ধি কর।

চমর মাংস স্নিগ্ধ মধুর কাসনাশক পরিপাকে মধুর এবং বায়ু ও পিত্তের নাশকারী।

সৃমর মাংস, মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ু পিত্তের শান্তিকারক গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর।

বরাহমাংস স্বেদকর বৰ্দ্ধনকর বৃষ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরুপাক স্নিগ্ধ শ্রম ও বায়ু নাশক এবং বল বৃদ্ধিকারক।

খড়গী (গণ্ডার) মাংস কফনাশক, কষায় রস বিশিষ্ট, ও বায়ু নাশক এবং বিলক্ষণ পিত্ত-কর পবিত্র আয়ুস্কর ও মূত্র রোধক।

গোকর্ণ মাংস মধুর স্নিগ্ধ মৃদু কফকর পরিপাকে মধুর এবং রক্তপিত্ত নাশক।

হংস সারস ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক কুরর কাদম্ব কারণ্ডব চিরঞ্জীবক বক ও বলাকা পুণ্ডরীক প্লব শরারীমুখ নান্দীমুখ মদ্গু উৎক্রোশ কাচাক্ষ মল্লিকাক্ষ শুক্লাক্ষ পুষ্করশায়ী কাকোনাল কাদম্ব কুক্কুটিকা মেঘবার শ্বেতচরণ প্রভৃতি প্লব (যাহারা জলে থাকিয়া বা ভাসিয়া যায়) ইহারা সংঘাতকারী। এবং রক্তপিত্তের নাশক শীতল স্নিগ্ধ বৃষ্য বায়ু দমনকারী, মলমূত্রের বৰ্দ্ধক এবং রসে ও পাকে মধুর। ইহাদিগের মধ্যে হংস মাংস, গুরুপাক উষ্ণ মধুর স্নিগ্ধ স্বরবর্ণ ও বলের পুষ্টিকর বৃংহণ শুক্রের বৃদ্ধিকর এবং বায়ুনাশক।

শঙ্খ, শঙ্খ নখ, শুক্তি, শামুক, ভল্লূক প্রভৃতি কোশাও প্রাণী। কুম্ভীরকূৰ্ম্ম কৰ্কটক কৃষ্ণ কৰ্কট শিশুমার প্রভৃতি পাদী অর্থাৎ চরণ বিশিষ্ট।

শঙ্খ, কূৰ্ম্ম প্রভৃতি, রস ও পাকে মধুর, বায়ু-নাশক শীতল স্নিগ্ধকর পিত্তের হিতকর। কৃষ্ণ-কৰ্কটক ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ু নাশক এবং বলকর। শুক্লকৰ্কটক, সন্তানকর মলমূত্রকর এবং বায় ও পিত্ত নাশক।

মৎস্য দুই প্রকার। নদীজাত এবং সমুদ্র জাত। রোহিত পাঠিন পাটনা রাজীব (বৃহৎ মৎস্য বিশেষ) বৰ্ম্মি (বানিমাছ) গোমৎস্য কৃষ্ণমৎস্য বাগুঞ্জার মুরল সহস্র দংষ্ট্র প্রভৃতি নদীজাত মৎস্য। ইহারা মধুর গুরুপাক ও বাতনাশক রক্তপিত্তকর উষ্ণ বৃষ্য স্নিগ্ধ এবং অল্প তেজস্কর।

রোহিত মৎস্য মধুর পশ্চাৎ কষায় রসবিশিষ্ট, বায়ুনাশক এবং ইহারা অল্প শৈবাল প্রভৃতি ভোজন করে।

পাঠীন মৎস্য (বোয়ালমাছ) মাংসাশী শ্লেষ্মকর বৃষ্য ও নিদ্রাকর, ইহারা অম্লপিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠ রোগের উৎপাদক।

মুরল মৎস্য বৃংহণ বৃষ্য স্তন্য ও শ্লেষ্মকর। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধ এবং মধুর রস বিশিষ্ট। মহাহ্রদ জাতমৎস্য সকল বলকর হয় স্বল্প জলজাত মৎস্যগণ বলকর নহে।

তিমি তিমিঙ্গিল কুলিশ পাকমৎস্য নিরালক নান্দ বারলক মকর গর্গর চন্দ্রক মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্রিক (সমুদ্রজাত) মৎস্য। ইহারা গুরুপাক স্নিগ্ধ মধুর অল্প পিত্ত বৃদ্ধিকর উষ্ণ বাত নাশক বৃষ্য তেজস্কর ও শ্লেষ্মা বৰ্দ্ধনকর সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া বিশেষরূপ বলকর হয়।

কণ্টী (ক্ষুদ্র কূপ) ও কূপ জাত মৎস্য, বায়ু নাশক বলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ বিশিষ্ট। বাপীজাত মৎস্যেরা স্নিগ্ধ ও পরিপাকে স্বাদু বলিয়া কণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজাত মৎস্যেরা মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরু পাক। সচরাচর ও তড়াগজাত মৎস্যের শিরোদেশ (মুড়া) অতিশয় লঘু।

যে সকল মৎস্য মৃত্তিকার অদূরে চরিয়া থাকে এবং যাহারা উৎসের জল পান করিয়া জীবিত থাকে তাহাদের শিরোদেশের অল্প অংশ ভিন্ন অপর শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবর জাত মৎস্যের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক এবং তাহারা সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া তাহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ অর্থাৎ উর্দ্ধভাগ লঘুপাক জানিবে। সজল দেশবাসী অধিক শ্লেষ্মাকারী মাংসবর্গ বলা হইল।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুঁট্‌কী) পূতি গন্ধ যুক্ত (পচা) পীড়িত, বিষাক্ত, সর্পদ্বারা হত, বিষলিপ্ত অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ (পাকা) কৃশ বাল এবং যাহারা স্বস্ব প্রকৃতির বিপরীতকারী, এই সকলের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে। শুষ্ক ও পূতিমাংস বিগত বীর্য্য ব্যাধিত বিষাক্ত, সর্পহত ও বিষলিপ্ত মাংস বিকৃত বীর্য্য, বিদ্ধ মাংস নষ্টবীর্য্য, জীর্ণ মাংস পরিণত বীর্য্য, কৃশ-মাংস, অল্প বীর্য্য এবং বাল মাংস অসম্পূর্ণ বীর্য্য এজন্য ইহারা বহুদোষের আকর।

শুষ্কমাংস অরুচিকর প্রতীয়মান (মুখ ও নাসিকা দ্বারা জল স্রাব) করেও গুরুপাক। বিষ বা ব্যাধিদ্বারা হত এরূপ প্রকার জন্তুর মাংস ভোজনে মৃত্যু হয়, জল মাংসে শর্দ্দি জন্মে জীর্ণ মাংসে কাস ও শ্বাস জন্মে, পীড়িত জন্তুর মাংসে ত্রিদোষের বৃদ্ধি হয়। ক্লিন্ন অর্থাৎ ক্লেদ যুক্ত মাংসে কাসী হয় এবং কৃশ জন্তুর মাংসে বাত কুপিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত অন্য জন্তুর মাংস উপাদেয়। চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে, স্ত্রীর অর্থাৎ মাদীর মাংস উৎকৃষ্ট, পক্ষীর মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ মর্দ্দার মাংস উৎকৃষ্ট, বৃহৎকায় জন্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রকায় দিগের মাংস উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে বৃহদাকার দিগের মাংস উৎকৃষ্ট, এবং এক-জাতীয় জন্তুর মধ্যে মহাশরীর বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার জন্তু উৎকৃষ্ট জানিবে।

এক্ষণে কোন কোন জন্তুর কোন্ কোন ধাতু ও কোন কোন স্থল লঘু তাহাই লিখিত হইবে। যথা, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ছয় ধাতুর মধ্যে পর পর। গুরুতর। অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরুতর মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর, মেদ অপেক্ষা অস্থি গুরুতর ও অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুতর এবং শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সক্‌থি (উরু) স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কর, কটী ও পৃষ্ঠদেশ এবং চর্ম্ম কালেয়ক যকৃৎ ও অন্ত্র এই সকলের মধ্যে শিরঃস্কন্ধ কটী পৃষ্ঠ এবং আত্মকাক্ষর দুই উরু পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর অর্থাৎ শিরঃ অপেক্ষা পৃষ্ঠ লঘুতর ও পৃষ্ঠ অপেক্ষা আত্ম কাক্ষার দুই উরু লঘুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যে মধ্যস্থান গুরু। পুরুষ প্রাণীর পূর্ব্বভাগ গুরু, প্রাণীর অধোভাগ গুরু, পক্ষীজাতীর উরঃ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু পক্ষিরা উর্দ্ধে পক্ষ নিক্ষেপ করে বলিয়া ইহা-দিগের মধ্যভাগ সমান। ফলভোজী বিহঙ্গ দিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ। মাংসভোজী পক্ষী দিগের মাংস অতিশয় বর্দ্ধনকর। মাংস-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস পিত্তবৃদ্ধি কর এবং ধান্য ভোজী পক্ষী দিগের মাংস বাতনাশক।

জলচর সজল দেশজাত গ্রাম্য মাংস ভোজী, একশফ, প্রসহ, বিলবাসী, জঙ্গাল প্রতুদ এবং বিষ্কির এই সমস্ত জন্তু, পর পর লঘু এবং পর-স্পর অল্প শ্লেষ্মাকারী।

অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল দেশজাত লঘু, তদপেক্ষা মাংসভোজী তদপেক্ষা একশফ, তদপেক্ষা প্রসহ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত জন্তু-গণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অল্প শ্লেষ্মাকারী বলিয়া জানিবে।

স্ব স্ব জাতীয় মধ্যে প্রমাণাধিক জন্তুগণ অল্প বলকর এবং গুরুপাক। সকল প্রাণীর সকল শরীর হইতে যাহারা প্রধানতম, যকৃৎ প্রদেশ বর্ত্তি সেই সকল গ্রহণকরী। প্রধান অভাবে মধ্যম বয়স্ক এবং ইহার অভাবে সদ্যোজাত অক্লিষ্ট মাংস উপাদেয়। ইহাতে সকল প্রাণীর সর্ব্ব শরীর অবয়ব স্বভাব ধাতু ক্রিয়া চিহ্ন প্রমাণ সংস্কার এবং মাত্রা বলা হইল।

ফলবর্গ।

দাড়িম, আমলকী বদর (শোনাফুল) কোল (বদরী ফল) কর্কন্ধু (ক্ষুদ্রবদর) সৌবীর (মহাবদর) সিম্বিতে কাকল (শমীফল) কপিত্থ (কয়েদ বেল) মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) আম্র, আম্রাতক (আমড়া) করমর্দ্দ (করমচা) পিয়াল লকুচ (মাদার) ভব্য (চালতা) পারাবত (গাবফল) বেত্রফল, প্রাচীন আমলক, তিন্তিড়ী নীপ (কদম্ব) কোশাম্র (কেশুর) অম্লিকা, নারঙ্গা ও জম্বীর (লেবু বিশেষ) প্রভৃতি। ইহারা অম্ল উৎক্লেশকর (হৃদয়ে সঞ্চয় কারী ইহাদের মধ্যে দাড়িম পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, অম্ল পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর মুখপ্রিয় তেজের অবরোধক, দাড়িম দুই প্রকার। মধুর এবং অম্ল। মধুর হইলে ত্রিদোষের শান্তিকর-এবং অম্ল হইলে কফ ও বায়ুর শান্তিকর হয়। আমলকী ফল, মধুর রস বিশিষ্ট অম্ল, তিক্ত কষায় কটু, সারক চক্ষুর হিতকারী, সকল দোষের শান্তিকর এবং বৃষ্য।

ইহা অম্লতার দ্বারা বায়ুর শান্তিকর, মাধুর্য্য ও শীতলতার দ্বারা পিত্তের শান্তিকর। ইহা সকল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্কন্ধু কোল ও বদর অপক্ক লইলে পিত্ত ও কফ বর্দ্ধন করে, পক্ক হইলে স্নিগ্ধ মধুর ও সারক হয় এবং বায়ু পিত্তের শান্তি কর। পুরাতন কুল, তৃষ্ণার শান্তিকর, শ্রমঘ্ন অগ্নিকর ও লঘু। সৌবীরক ও বদর স্নিগ্ধ মধুর ও বায়ু পিত্তের শান্তিকর। সিম্বিতিকা ফল, কষায় স্বাদু সংগ্রাহী এবং শীতল কপিত্থ ফল অপক্ক হইলে স্বরের অহিতকর, কফঘ্ন সংগ্রাহী ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পক্ক হইলে বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, মধুর ও অম্ল রস বিশিষ্ট গুরুপাক। শ্বাস ও অরুচি নাশক, তৃষ্ণার শান্তিকর এবং কণ্ঠ শোধনকর। মাতুলুঙ্গফল লঘুপাক অম্লরস বিশিষ্ট অগ্নিবৃদ্ধিকর ও মুখপ্রিয় ইহার ত্বক্ (ছাল) তিক্ত, সহজে জীর্ণ হয় না. এবং কফ বায়ু ও কৃমি নাশক। ইহার মাংস (শাঁস) মিষ্ট শীতল গুরু স্নিগ্ধকারী মেধা জনক বায়ু ও পিত্ত দমন কারী শূল ও বায়ু রোগ নাশক এবং শর্দ্দি শ্লেষ্মা ও অরুচি নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার কেশর অগ্নিকর লঘু সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শ নাশক। ইহার রস শূল অজীর্ণ মলমূত্র বদ্ধ মন্দাগ্নি ও কফ বায়ুর শান্তিকর। অরুচি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

আম্রফল কচি আম, পিত্ত ও বায়ুকর যাহার কেশর বিধিয়াছে এরূপ আম পিত্ত কর মুখপ্রিয় বলকর, রুচিকর, রক্তমাংস ও বলকর, মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট। বায়ুনাশক তেজো বৃদ্ধিকর ও গুরুপাক।

পাকা আম, পিত্তের অবিরোধী শুক্রবৃদ্ধিকর তেজের বৃদ্ধিকর মধুর বলকর গুরু ও বিষ্টম্ভী অজীর্ণ করিয়া স্বয়ং জীর্ণ হয়।

আম্রাতক ফল, বৃষ্য সস্বাদ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি কর, লকুচফল ত্রিদোষ ও বিষ্টম্ভকর এবং শুক্র নাশক। করমর্দ্দক অম্লরস বিশিষ্ট, তৃষ্ণানাশক রুচিকর ও পিত্তজনক পিয়াল (ফল বিশেষ) বায়ু পিত্তনাশক বৃষ্য গুরু ও শীতল।

ভব্য—মুখপ্রিয় স্বাদু কষায় ও অম্ল ও বর্ণ বিশিষ্ট ও মুখ শোধক। পিত্তশ্লেষ্মা নাশক মল সংগ্রাহক গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

পারাবত ফল—মধুর রুচিকর অত্যগ্নি ও বায়ুনাশক নীপ ও প্রাচীন (পাকা) আমলক সর্ব্বরোগ নাশক। আমতিন্তিড়ী (কাঁচা তেতুল) বায়ুনাশক পিত্ত ও শ্লেষ্মকারী। পক্ক তিন্তিড়ী, মল সংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নিকর, রুচিকর এবং কফ ও বায়ু নাশকারী। কোশাম্র ফল (কেস্তুতা) তিন্তিড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ বিশিষ্ট। অম্লীক ফল। (তিন্তিড়ী বিশেষ) পক্ক হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট এবং ভেদক। নারঙ্গফল মধুর রস বিশিষ্ট অম্লকর হৃদ্য বিশদ ও অরুচি নাশক দুর্জ্জয় (শীঘ্রজীর্ণ হয় না) ও গুরুপাক জম্বীর ফল—তৃষ্ণাশূল কফ উৎক্লেশ শর্দ্দি ও শ্বাস নাশক, বাত শ্লেষ্মা ও বিবন্ধ নাশক, গুরু

পাক এবং পিত্তকর। ঐ যাবৎ ফল অম্লরস বিশিষ্ট দন্তের জড়তা কারক এবং রক্ত পিত্তকারী। ক্ষীর বৃক্ষফল রাজাদন তোদন তিন্দুক বকুল ধম্বন অশ্বাস্তক আশচকর কলঞ্জ পরুষক গাঙ্গেরকী পুষ্করবর্ত্তী বিম্ব ও বিল্ব প্রভৃতি এই সকল ফল শীতল কফ ও পিত্তনাশক মল সংগ্রাহক রুক্ষ এবং কষায় মধুর। ক্ষীর বৃক্ষফল গুরু বিষ্টম্ভী শীতল কষায় অম্লরস যুক্ত মধুর এবং অধিক বায়ু বৃদ্ধিকর নহে। জম্বীর ফল অতিশয় বায়ু বৃদ্ধিকর, মল সংগ্রাহক এবং কফ ও পিত্ত নাশক। রাজাদন ফল—স্নিগ্ধ স্বাদু কষায় এবং গুরুপাক তোদনফল—মধুর রুক্ষ এবং কফ বায়ুর শান্তিকর অল্প উষ্ণ লঘু সংগ্রাহী স্নিগ্ধ, পিত্ত ও অগ্নি বৃদ্ধিকর। তিন্দুক ফল,—কাঁচা তিন্দুক, কষায় সংগ্রাহী বায়ুবৃদ্ধিকর ও বিপাকে গুরু। পক্ক তিন্দুক মধুর এবং পিত্তের দমনকারী। বকুল ফল, মধুর কষায় স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দন্তের দৃঢ়তা কারক ও প্রসন্নকর। ধম্বন ফল কষায় হিম স্বাদু এবং কফ ও বায়ুনাশক। গাঙ্গের বতী ও অশ্বাস্তক (আবুটা) ফল, পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট কাস্ত ফল (কাক ডুমুর) মধুর স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর গুরু অত্যম্ল ঈষৎ মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট এবং লঘু। পরুষক ফল (ফরুষা কাঁচা পরুষক বাতনাশক ও পিত্তকর। পক্ক পরুষক মধুর ও বাতপিত্ত নাশক। পুষ্করবর্ত্তী (পদ্মবীজ) স্বাদু বিষ্টম্ভী বলকর কফকর গুরুপাক পরিপাকে মধুর শীতল ও রক্তপিত্ত পরিষ্কারক। বিল্বফল—কচিবেল, কফ ও বায়ুনাশক তীক্ষ্ণ স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দীপন কটু তিক্ত কষায় ও উষ্ণ। পক্ক বিল্ব পশ্চাৎ মধুর রস বিশিষ্ট গুরু পাক বিদাহী বিষ্টম্ভকর এবং দোষ কারী।

অশ্বকর্ণ (শাল বৃক্ষ বিশেষ) ও বিম্বীফলা স্তন্য কারক কফ ও পিত্ত দমনকারী এবং তৃষ্ণা দাহজ্বর রক্তপিত্ত কাস শ্বাস ও ক্ষয় এই সকল রোগ নাশ করিয়া থাকে।

তাল নারিকেল পনস ও মোচ প্রভৃতি ফল সকল পরিপাকে ও রসে মধুর বাতপিত্ত নাশক বল প্রদ স্নিগ্ধকর ও হিমগুণ সম্পন্ন। তালফল, স্বাদুরস বিশিষ্ট, গুরুপাক ও পিত্তদমনকারী। তালবীজ (তালের আঁটি) পরিপাকে মধুর মূত্র বৃদ্ধিকর এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। নারিকেল গুরুপাক স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট পিত্তনাশক স্বাদু শীতল বল ও মাংস বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় বৃংহণ এবং বস্তি শোধনকর। পনস (কাঁটাল) কষায় রস বিশিষ্ট স্বাদুরস স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক। মোচাফল (কদলী) স্বাদুরস বিশিষ্ট কষায় অতিশীতল নয়, রক্ত পিত্ত নাশক বৃষ্য রুচিকর শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক।

দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য (গাম্ভারী) মধুক পুষ্প ও মধুর। খর্জ্জুর প্রভৃতি ইহারা মধুর হিতকর স্নিগ্ধ শীতল রক্তপিত্ত জ্বর শ্বাস তৃষ্ণাদাহ ও ক্ষয় রোগ নাশক।

কাশ্মর্য্যফল—হৃদ্য মূত্রবন্ধের শান্তিকর রক্ত পিত্ত ও বায়ুনাশক, কেশের হিতকর রসায়ন ও মেধাজনক।

খর্জ্জুর ফল—ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক হৃদ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরুপাক রসে ও পাকে মধুর এবং রক্তপিত্ত দমন কারী।

মধুক পুষ্প—পুষ্টিকর মুখের অপ্রিয় এবং গুরু কিন্তু তাহার ফল বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর।

বতাম—(বাদাম) আক্ষোড়ি আক্ষোটফল) অভিষুক নিমূল (স্থল বেতস) কিন্তু (ময়নাফল) নিকোচক (আকোড়ক ফল) উরুমান প্রভৃতি ফল সকল, পিত্ত শ্লেষ্মানাশক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ গুরুপাক বৃংহণ, বায়ুনাশক বলকর এবং মধুর। নবলী (নোয়াতি) ফল,—কষায় কফ ও পিত্ত নাশক কিঞ্চিৎ তিক্তরস বিশিষ্ট রুচিকর মুখপ্রিয় দুর্গন্ধী এবং বিস্বাদ।

বসীর (গজপিপ্পলী) ফল—পাকে শীতল ব্রণকর মল মূত্ররোধক বিষ্টম্ভী দুর্জ্জর রুক্ষশীতল বায়ুর প্রকোপকর ত্রিপাকে মধুর ও রক্ত পিত্ত নাশক।

উপ্তক (নীলকপিথ) ফল—শীতল কষায় মধুর বায়ুর প্রকোপকর এবং গুরুপাক।

ইঙ্গুদীফল,—স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ তিক্ত অথচ মধুর এবং বাত শ্লেষ্ম নাশক।

নখীফল, গুরুপাক স্বাদু রুক্ষ উষ্ণ এবং কেশ নাশক।

শ্লেষ্মাতক (বহুবার) ফল, গুরুপাক, কফকারী মধুর ও শীতল।

করীর (কোঁরা) আক্ষক ও পীলু, ইহারা তৃণশূন্য ফল। স্বাদু তিক্ত কটু ও উষ্ণ, কফ এবং বায়ুনাশক। ইহাদিগের মধ্যে পীলুফল তীক্ষ্ণ উষ্ণ তৈলাক্ত ও কফ এবং বায়ুর শান্তিকর

তুবরক ফল—ব্রণকর কষায় ও পরিপাকে কটু, উষ্ণ কৃমিজ্বর আনাহ (বিষ্ঠামূত্র রোধক রোগ-বিশেষ) মেহ ও উদাবর্ত্ত নাশক।

কঞ্জ কিংশুক ও অরিষ্ট (নাব) ফল, কুষ্ঠ গুল্ম উদরী ও অর্শ রোগ নাশক পরিপাকে কটু এবং কৃমি ও প্রমেহ নাশক।

বিড়ঙ্গফল—রুক্ষ উষ্ণ পরিপাকে কটু. লঘু বায়ু এবং কফ নাশক তিক্ত বিষের পক্ষে অল্প উপকারী এবং কৃমি নাশক।

অভয় (পম্পাদেশজাত পঞ্চশিরা হরীতকী) ফল ব্রণের হিতকর উষ্ণ সারক মেধ্য দোষ নাশক ও কুষ্ঠ নাশক কষায় অগ্নিকর অম্ল এবং চক্ষুর হিতকর।

অক্ষফল (বয়ড়া) ভেদকর লঘু রুক্ষ উষ্ণ ব্যাঘাতকর ক্রিমিনাশক চক্ষুর হিতকর পরিপাকে স্বাদু কষায় এবং কফ ও পিত্তনাশক।

পূগফল (সুপারি) কফ ও পিত্ত নাশক রুক্ষ মুখের ক্লেদ ও মল নাশক কষায় রস বিশিষ্ট ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎ সারক।

জাতিকোষ (জয়িত্রী) কর্পূর, জাতীফল (জায়ফল) কট্কী কাক্কোলক (কাঁচকলা) এবং লবঙ্গ, ইহারা তিক্ত কটুনাশক লঘু তৃষ্ণা নাশক এবং মুখের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ নাশক কর্পূর, তিক্তরস বিশিষ্ট সুরভী শীতল এবং লঘু পাক তৃষ্ণা ও মুখ শোষ এবং মুখের বিরসতা ঘটিলে উপকারী।

লভা কস্তুরিকা—পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন শীতল এবং বস্তির বিশোধন কর।

পিয়াল মজ্জা—মধুর বৃষ্য বায়ু এবং পিত্ত নাশক। বিভীতকী মজ্জা মত্ততা জনক, এবং বায়ুনাশক।

কোল মজ্জা, কষায় মধুর পিত্ত নাশক তৃষ্ণা ছর্দ্দি ও বায়ু নাশক আমলক মজ্জা ও এই রূপ গুণ সম্পন্ন।

বীজপূরক (টাবানেবু) শম্পাক (সোদাল) ও কোশাম্র মজ্জা, পরিপাকে স্বাদু, অগ্নি ও বলকর স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

এস্থলে যে যে ফলের যে রূপ বীর্য্য নির্দ্দেশ করা হইল, সেই সেই ফলের মজ্জার ও সেই প্রকার বীর্য্য জানিবে।

যে সকল ফলের কথা বলা হইল, ইহারা পরিপক্ক হইলেই গুণ কারী হয়, কেবল বিল্ব ফল অপরিপক্ক অবস্থাতেও অধিক গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ক বিল্ব মল সংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নি বৃদ্ধিকর কষায় কটু এবং তিক্ত রস বিশিষ্ট।

যে সকল ফল অবিযুক্ত বা বীর্যাযুক্ত যাহারা অধিকতর পরিপক্ক যাহার অসার জন্মায় এবং বিপরীত ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল পরিত্যাগ করিবে।

শাকবর্গ—

পুষ্পফল অলাবু কালিন্দক প্রভৃতি শাকবর্গ। ইহারা পিত্তঘ্ন বায়ু ও ঈষৎ কাকর ও বর্দ্ধনকর মলমূত্র জনক এবং রসে ও পাকে স্বাদু। তাহার মধ্যে কুষ্মাণ্ড জল (নূতন জাত) হইলে পিত্তঘ্ন মধ্য অবস্থায় কফকর এবং পক্ক হইলেলঘু সক্ষার অগ্নিকর বস্তি শোধনকর সকল প্রকার দোষের শান্তিকর, হৃদ্য এবং মানসিক বিকারে পথ্য। কালিন্দক দৃষ্টি ও শুক্রের ক্ষয়কারী, ও কফ বাতের বর্দ্ধনকারী। অলাবু, মল ভেদক রুক্ষ ও গুরুপাক ও অতিশয় শীতল। তিক্ত অলাবু হৃদ্য। এবং বামনী, (বাউলে লাউ) বাত পিত্তের শান্তিকর।

ত্রপুস (শশা) এর্বারু (কাঁকুড়) কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) শীর্ণবৃন্ত (তরমুজ) প্রভৃতি গুরুপাক বিষ্টম্ভী শীতল স্বাদু কফকর মলমূত্র জনক কষায় এবং মধুর, ত্রপুস, নবজাত ও নীলবর্ণ

হইলে পিত্তনাশক এবং পক্ক হইলে কফকর। ও পাণ্ডুরোগ জনক অম্লবাত শ্লেষ্মার শান্তিকর। এচবারু ও কর্কারু পক্ক হইলে কফবাতের বর্দ্ধন কর সক্ষার মধুর অগ্নিকর অথচ অধিক পিত্তকর নহে। শীর্ণবৃন্ত সক্ষার মধুর কফের শান্তিকর ভেদক লঘু অগ্নিকর হৃদ্য এবং আনাহ ও অষ্ঠিলা রোগের শান্তিকর।

পিপ্পলী মরিচ শৃঙ্গবের (শুণ্ঠী) আর্দ্রক হিঙ্গু জীরক কুস্তম্বুরু (ধনে) জম্বীর সুমুখ সুরসা অর্জ্জক ভূস্তৃণ সুগন্ধ কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দে) কাল মান (কৃষ্ণজীরক) কুটের (পর্ণাশবৃক্ষ) ক্ষবক (অপামার্গ) খরপুষ্প (বর্ব্বরী শাক) শিগ্রু (সজিনা) মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) কলিঞ্জক (তুলসী বিশেষ) সর্ষপ, রাণিকা (শ্বেতসর্ষপ) কুনাহল (কুকুরকোঙ্গা) শ্লেষ্ণু-গম্ভীর তিলপর্ণিকা (রক্তচন্দন) বর্ষাভূ (পুনর্ণবা চিত্রক লক পূতিকা লশুন পলাণ্ডু কলার প্রভৃতি কটুউষ্ণ রুচিকর বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর এবং নানাপ্রকার পাকের সংস্কারে ব্যবহার্য্য। তাহার মধ্যে পিপ্পলী ও আর্দ্রক শ্লেষ্মাজনক গুরুপাক স্বাদু ও শীতল। ইহারা শুষ্ক হইলে কফবায়ুর শান্তিকর বৃষ্য অথচ পিত্তকর নহে। পাষ্য (লবণ বিশেষ) আর্দ্রক ও মরিচ একত্র সংযোগে স্বাদু গুরুপাক ও শ্লেষ্মস্রাব। ইহারা শুষ্ক হইলে কটু উষ্ণ লঘু অবৃষ্য ও কফবাতের শান্তিকর। শ্বেতমরিচ, অধিক উষ্ণবীর্য্য বা অধিক শীতবীর্য্য নহে। সকল প্রকার মরিচ অপেক্ষা গুণকারী, বিশেষতঃ চক্ষুর উপকারী। শুণ্ঠী কফ বাতের শান্তিকর• কটু পাকে মধুর বৃষ্য উষ্ণ রুচিকর স্নেহযুক্ত (তৈলাক্ত পদার্থ বিশেষ) লঘু ও অগ্নিকর। আর্দ্রক কফবাতের শান্তিকর,স্বরের হিতকর বিবন্ধ আনাহ ও শূলের শান্তিকর, কটু উষ্ণ রুচিকর হৃদ্য ও বৃষ্য। হিঙ্গু লঘু উষ্ণ পাকে অগ্নিকর কফবাতের শান্তিকর কটু স্নিগ্ধ সারক তীক্ষ্ণ শূল অজীর্ণ ও কোষ্ঠের কঠিনতা নাশক জীরক ও কৃষ্ণ জীরক তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটুপাক রুচিকর পিত্ত ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। কাবেরী (তেজপত্র) ও উপকুঞ্চি (ছোট এলাইচ) সেই প্রকার গুণকারী। ইহারা ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রা ও কুস্তম্বরী একত্র সংযোগে স্বাদু সৌগন্ধযুক্ত ও হৃদ্য। ইহারা শুষ্ক হইলে, পাকে মধুর স্নিগ্ধ তৃষ্ণা ও দাহের শান্তি কর সকল দোষের শান্তিকর কটু কিঞ্চিৎ তিক্ত ও নাড়ী পথের শোধনকর। জম্বীর (শাক) পাচক তীক্ষ্ণ কৃমি বাত ও শ্লেষ্মার শান্তিকর অগ্নিকর রুচিকর ও মুখের বৈশদ্য (নির্ম্মলতা) কারী। সুরস, কফ বায়ু বিষ শ্বাস কাস ও দুর্গন্ধের নাশক, পিত্তকর ও পার্শ্বশূলঘ্ন। সুমুখ ও সেই অর্জ্জক একং ভূস্তৃণ, পাকে কটু মধুর রস বিশিষ্ট, কফবায়ুর শান্তিকর, পাচক ও কণ্ঠ শোধনকর। কাসমর্দ্দ ও এইরূপ গুণকারী অধিকন্তু সতিক্তও পিত্তনাশক। শিগ্রু কটু কষায় মধুর ও তিক্ত এবং পিত্তকর। মধু শিগ্রু, সারক তিক্ত শোথঘ্ন অগ্নিকর, কটু বিদাহী মল মূত্র রোধক রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য বিশিষ্ট। সর্ষপ শাক, ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর। চিত্রক এবং তিল-পর্ণী কফ ও শোথের নাশকারী এবং লঘু, বর্ষাভূ কফবাতের শান্তিকর শোথ উদর ও অর্শ-রোগের হিতকর কটু ও তিক্ত রস হৃদ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। মূলক ও পূতিকা শাক, সকল প্রকার দোষের শান্তিকর লঘু ও কণ্ঠ শোধনকর অপক্ক হইলে গুরুপাক বিষ্টম্ভী তীক্ষ্ণ ও ত্রিদো-ষের বর্দ্ধনকর হয়। ঘৃত সিদ্ধ হইলে পিত্তের ও কফবাতের শান্তি কর। এবং শুষ্ক হইলে বিষদোষের শান্তি করে ত্রিদোষের নাশ করে ও পাকে লঘু। মূলক ব্যতীত অপর সকল শাকই শুষ্ক হইলে বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপ কর।

এই সকল শাকের পুষ্প পত্র এবং ফল উত্তরো ত্তর লঘু। তাহাদিগের পুষ্পের দ্বারা কফপিত্তের শান্তি হয় ও ফলের দ্বারা কফ বায়ুর শান্তি হয়। রশুন স্নিগ্ধোষ্ণ তীক্ষ্ণকটু পিচ্ছিল গুরুপাক সারক স্বাদু বলকর বৃষ্য মেধা জনক, স্বরবর্ণ ও চক্ষুর

হিতকর ও ভগ্নাস্থির সন্ধান কর ইহাতে হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর কুক্ষিশূল কোষ্ঠ রোধক ও গুল্ম অরুচি কাস ও শোথের শান্তি হয় এবং অর্শ কুষ্ঠ অগ্নিমান্দ্য বায়ু কাস কৃমি ও কফের ও শান্তি হয়। পলাণ্ডু অতিশয় উষ্ণ বীর্য্য নহে। বায়ুর শান্তিকারী, কটুতীক্ষ্ণ গুরুপাক অথচ অধিক শ্লেষ্মল স্নিগ্ধ রুচিকর ধাতুর স্থৈর্য্যকারী বলকর মেধা কফ ও পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, পিচ্ছিল স্বাদু গুরুপাক ও রক্তপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত। কুলায় শাক, কফ ও পিত্তের শান্তিকর, বায়ুর প্রকোপকর গুরুপাক কষায় অম্লরস এবং পাকে মধুর।

চুচ চু (শাক বিশেষ) পুতিকা (পুই) তরুণী (ঘৃতকুমারী) জীবন্তী বিম্বিতিকা নন্দী ভল্লাতক ছাগলান্ত্রী বৃক্ষাদনী ফজতী (বামনহাটী শাল্মলী শেলু বাষ্পাতি প্রদর শন কর্ব্বুদার কোবিদার প্রভৃতি কষায় তিক্ত অথচ স্বাদু,রক্তপিত্তের শান্তিকর, ইহাদের মধ্যে চুচ্চু, লঘুপাক কৃমি নাশক পিচ্ছিল ব্রণের হিতকর কষায় মধুর সংগ্রাহী ও ত্রিদোষের শান্তিকর। জীবন্তী চক্ষুর হিতকারী ও সর্ব্বদোষ নাশিনী। বৃক্ষাদনী বাত নাশক। কঞ্জী অল্প বলকর। ক্ষীর বৃক্ষ ও উৎপল প্রভৃতির রস এবং পল্লব শীতল সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্তরোগে প্রশস্ত।

পুনর্ণবা বরুণ তর্কারী (জয়ন্তী) উরুবুক (এরণ্ড) বৎসাদনী (গুড়চী) ও বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ স্বাদু তিক্ত এবং বায়ুর শান্তিকর পুনর্ণবা শাক অধিকন্ত শোথ নাশক।

তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক) উপোদিকা অশ্ববলা চিল্লী পালঙ্ক্য (পালঙ্) বাস্তক (বেতোশাক) প্রভৃতি মলমূত্র জনক সক্ষার মধুর অল্প বাত শ্লেষ্মার প্রকোপকর এবং রক্তপিত্তের শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে তণ্ডুলীয়ক অতিশয় শীতল রুক্ষ, রসে ও পাকে মধুর রক্তপিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর এবং বিষঘ্ন। উপোদিকা, রসে ও পাকে মধুর, বৃষ্য বাতপিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর সারক স্নিগ্ধকর শ্লেষ্মাজনক ও হিম। বাস্তক কটুপাক কৃমি নাশক মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধন কর, সক্ষার সকল দোষের শান্তিকর রুচিকর এবং সারক। চিল্লীশাক বাস্তুকের ন্যায় গুণকারী এবং পালঙ্ক্য তণ্ডুলীয়কের ন্যায় গুণকারী। অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্র রোধক রুক্ষ এবং পিত্ত শ্লেষ্মার হিতকারী। অশ্ববলা শাক রুক্ষ মলমূত্র ও বায়ু রোধক।

মণ্ডুকপর্ণী (মঞ্জিষ্ঠা) সপ্তলা (পারুল) সুনিষণ্ণক (সুষণি শাক) সুবর্চ্চলা (গুড়কামাই প্রপুন্নাড় (চাকুন্দাবৃক্ষ) অবল্গুজ (সোমরাজ সতীন (ক্ষুদ্র মটর) বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল পটোল বার্ত্তাকুকরবেল্লক (করলা উচ্ছে) কটুকী কাকেধুক উরুবক (এরণ্ড) পর্প্পটক (ক্ষেত্রপাপড়া) কিরাত তিক্ত (চিরেতা) কার্কোটক (কাঁকরোল) অরিষ্ট (নিম্ব) কোশাতকী (ঝিঙা) বেত্রকরীর (বোতরভগী) অটরুষক (বাসকফল) অর্কপুষ্প প্রভৃতি, রক্তপিত্ত নাশক হৃদ্য লঘু এবং কুষ্ঠ মেহজনক শ্বাস কাস ও অরুচির নিবৃত্তিকর। মণ্ডূক পর্ণী কষায় পিত্তনাশক রসে ও পাকে মধুর হিম ও লঘু। গোজিহ্বাশাক ও এই প্রকার গুণকারী। সুনিষণ্ণক— অবিদাহী ত্রিদোষের শান্তিকর এবং সংগ্রাহী অবল্গুজ তিক্ত, পাকে কটু এবং পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর অধিক শীতল নহে এবং কুষ্ঠঘ্ন। কাকমাচীশাক ও এই প্রকার গুণকারী। বৃহতী ও কণ্টিকারীরফল, কণ্ডু কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক কফ বাতের শান্তিকর কটুতিক্ত ও লঘু। পটোল, কফ ও পিত্তনাশক। ব্রণের হিতকর উষ্ণ তিক্ত অথচ বায়ুর প্রকোপকর নহে, পাকে কটু বৃষ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। বার্ত্তাকী কফবাতের শান্তিকর তিক্ত, রুচিকর কটু লঘু ও অগ্নিকর। পক্ক হইলে ক্ষারযুক্ত ও পিত্তকর হইয়া থাকে। নকোটক এবং কারবেল্লক ও এই প্রকার গুণকারী। অটরূষক বেত্রকরীর গুড়চী নিম্ব পর্প্পটক এবং বাতপিত্ত (চিরেতা) ইহারা তিক্ত ও পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর বরুণ ও প্রপুন্নাড় শাক, কফ নাশক রুক্ষ লঘু শীতল ও বাতপিত্তের প্রকোপকর। কাল শাক, এই

প্রকার গুণকারী, অধিকন্ত কটু অগ্নিতেও গরলের শান্তিকর হয়। কৌস্তুভ শাক, মধুর রুক্ষ উষ্ণ শ্লেষ্মা নাশক ও লঘু। নালিকা শাক বায়ুর প্রকোপকর মধুর এবং পিত্তঘ্ন। চাঙ্গেরী, গ্রহণী ও অর্শ রোগের শান্তিকর, উষ্ণ কষায় মধুর অগ্নিকর এবং অম্ল রসবিশিষ্ট হইলে বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর হয়।

লোলিকা জাতকপর্ণী পত্তুর জীরক স্ববর্চ্চলা অতসী কুরবক (রক্তঝিণ্টী) কালঞ্জর তুলসী (কুণ্ডলিকা (গড়গড়ে) কুরণ্টিকা পীতঝিণ্টী প্রভৃতি রসে ও পাকে মধুর শীতল কফঘ্ন অধিক পিত্তকর নহে, পশ্চাৎ সেবনে লবণরস বিশিষ্ট রুক্ষসমস্ত বায়ুর প্রকোপকর ও সারক। কুণ্ডলিকা শাক মধুর তিক্ত এবং কুরণ্টিকা কষায় রস বিশিষ্ট। বীজরুবক শাক (রাইসর্ষা) এমটী শাক সংগ্রাহী শীতল ও লঘু। ইহাদিগের দ্বারা কোন দোষের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। হরিমন্থ (ছোলা) শাক, রসে ও পাকে মধুর এবং দুর্জর (সহজে জীর্ণ হয় না) কলায়শাক ভেদক মধুর রুক্ষ ও বায়ুর প্রকোপকর। পূতিকরঞ্জ (নাটাকরঞ্জ) শিথিলকর শোথঘ্ন এবং উষ্ণবীর্য্য তাম্বুল পত্র তীক্ষ্ণোষ্ণ রুক্ষ ও পিত্ত প্রকোপকর দুর্গন্ধ বিস্বাদ তিক্ত স্বরের হিতকর বাতশ্লেষ্মার শিথিলকর কটুপাক কষায় অগ্নিকর এবং (বক্তুকণ্ডু) মুখে বচুলকণা হয়। মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

পুষ্পবর্গ।

কোবিদার (রক্ত কাঞ্চন) শন ও শাল্মলী পুষ্প মধুর পাকে মধুর এবং রক্ত পিত্তনাশক।

বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প—তিক্ত পরিপাকে কটু এবং ক্ষয় কাশ নাশক।

মধু শিগ্রু (রক্ত শোভাঞ্জন) ও করীর পরিপাকে কুষ্ঠবাত নাশক এবং মল মূত্রের সঞ্চয় কর।

অগস্ত্য পুষ্প, অতিশীতল ও নাদ, অতি উষ্ণ ও নহে, এবং রাত্র্যন্ধ (রাতকানা) ব্যাধির পক্ষে উপকারী। রক্ত বৃক্ষ নিম্ব মুষ্কর (ঘণ্টাপারুল) অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প, কফ ও পিত্তহারী এবং কুটজ (করবী) কুষ্ঠরোগ নাশক। পদ্ম পুষ্প ঈষৎ তিক্ত মধুর শীতল এবং পিত্ত কফ নাশক। কুমুদ পুষ্প, মধুর পিচ্ছিল স্নিগ্ধ আনন্দকর এবং শীতল। কুবলয় (নীলকুমুদ) ও উৎপল (নীলপদ্ম) কুমুদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট। সিন্ধুবার (নিসিন্দা) পুষ্প; হিতকর ও পিত্ত বিনাশকারী। মালতী ও মল্লিকা পুষ্প, তিক্তরস বিশিষ্ট এবং সদ্ গন্ধ প্রযুক্ত পিত্তনাশক। বকুল পুষ্প, সুগন্ধী বিশদ ও হৃদ্য। পাটল পুষ্প ও ঐ প্রকার। নাগ (কেশর) ও কুঙ্কুম পুষ্প, শ্লেষ্মা পিত্ত ও বিষ নাশক। চম্পক পুষ্প, রক্ত পিত্ত নাশক শীতল অথচ উষ্ণ এবং কফ নাশক। কিংশুক (পলাশ) ও কুরণ্টক (পীতঝিণ্টী) পুষ্প, কফ ও পিত্ত নাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ, সেই সেই পুষ্পের সেই সেই গুণ জানিবে।

মধুশিগ্রু ও করীষ কটু এবং শ্লেষ্মা নাশক।

ক্ষাবক কুলেচর বংশ করীষ প্রভৃতি কফনাশক ও মল মূত্রের সঞ্চয় কর। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষাবক কৃমিকর পরিপাকে স্বাদু। পিচ্ছিল বিবন্দী বায়ু বৃদ্ধিকর এবং অতিশয় পিত্ত শ্লেষ্মা কর নহে। বংশকরীষ (বাঁশের কেড়ে) কফকর, মধুর, বিদাহী বাতকর, কষায় রস বিশিষ্ট ও রুক্ষ।

পলাশ ইক্ষু করীষ বেণু ও ভূমিজাত উদ্ভিদ্ ইহাদিগের মধ্যে পলাল (শস্য শূন্য ধান্যকাণ্ড (পোয়ল) ইক্ষুজাত উদ্ভিদ্ মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট কটু এবং শীতল করীষ (শুষ্ক গোময়) জাত উদ্ভিদ্ ইক্ষুজাত উদ্ভিদের তুল্য গুণ বিশিষ্ট, উষ্ণ কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর। ভূমিজাত উদ্ভিদ গুরু পাক এবং অতিশয় বায়ুর প্রকোপ কর নহে। ভূমি

হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার ভূমির তুল্য রস বিশিষ্ট।

পিণ্যাক তিলকল্ক স্থূলিকা ও শুষ্ক শাক প্রভৃতি, সকল দোষের প্রকোপকর। সকল বটক (পিষ্টক বিশেষ) বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপ কর। পিণ্ডাকী বায়ু বৃদ্ধিকর রুচিকর সান্দ্র ও অগ্নিকর,সর্ব্বপ্রকার শাকই মল ভেদক গুরু পাক রুক্ষ প্রায়ই বিষ্টম্ভী ও দুর্জ্জর এবং কষায় রস বিশিষ্ট মধুর রস বলিয়া কথিত আছে।

পুষ্প পত্রফল নাল (ডাঁটা))ও কন্দমূল) ইহারা যথা ক্রমে গুরু। কর্কশ অতিশয় জীর্ণ কীট জাত অস্থান জাত এবং অকাল উৎপন্ন, এরূপ পত্র ও শাক পরিত্যাগ করিবে।

এক্ষণে কন্দ সকল লিখিত হইতেছে বিদারী কন্দ ভূমি কুষ্মাণ্ড শতাবরী (শতমূলী) বিষ মৃণাল শৃঙ্গাটক (পাণিফল কশেরুক (কেশুর) নিস্তালুক (গোলআলু) মধ্বালু (মৌআলু) হস্ত্যঙ্কুক বা পালুক, শঙ্খালুক (শাখআলু রক্তালু (রাঙ্গাআলু) ইন্দীবর ও উৎপল কন্দ প্রভৃতি। ইহারা রক্ত পিত্তনাশক শীতল মধুর গুরুপাক শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি কর।

বিদারী কন্দ—মধুর বৃংহণ বৃষ্য শীতল স্বরের হিতকর অতিশয় মূত্র বৃদ্ধিকর বলকর এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

শতাবরী (শতমূলী) বাত পিত্ত নাশক বৃষ্য স্বাদু ও তিক্ত রস বিশিষ্ট অতিশয় মুখপ্রিয় মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর। ইহারা অস্তকুর গ্রহণী ও অর্শবিকার নাশক, বৃষ্য শীতল ও রসায়ন কফ ও পিত্তনাশক এবং তিক্তরস বিশিষ্ট।

বিষ (পদ্মাদির মৃণাল) অবিদাহী রক্ত পিত্তের প্রকোপকর বিষ্টম্ভী দুর্জ্জয় রুক্ষ বিরস ও বায়ুকর। শৃঙ্গাটক কশেরুক গুরুপাক বিষ্টম্ভী ও শীতল। পিণ্ডাস্থক কফকর গুরুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুরেন্দ্র কন্দ শ্লেষ্মানাশক পরিপাকে কটু এবং পিত্তকর বংশকরীর (বাশের কোঁড়) গুরুপাক কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

স্থূল সূরণ (ওল) মানক প্রভৃতিকন্দ সকল ঈষৎ কষায় রস বিশিষ্ট, কটু রুক্ষ বিষ্টম্ভী গুরু পাক কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পিত্তনাশক।

মানক (মানকচু) স্বাদু শীতল অথচ গুরু। স্থূল কন্দ অতিশয় উষ্ণনহে, এবং সূরণ গুদকীল (মল রোধক রোগ) নাশক। কুমুদ উৎপল ও পদ্মকন্দ সকল বায়ুর প্রকোপর। কষায় রস বিশিষ্ট পিত্ত শান্তিকর পরিপাকে মধুর এবং হিমগুণ সম্পন্ন।

বরাহ কন্দ শ্লেষ্মনাশক রসে ও পাকে কটু সেই কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক বলকর বৃষ্য ও রসায়ন তাল নারিকেল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা অর্থাৎ মাতি পাকে ও রসে স্বাদু রক্তপিত্ত নাশক শুক্রের বৃদ্ধিকর বায়ুনাশক এবং কফের বৃদ্ধিকর।

নূতন জাত, ঋতু বিপর্য্যয়ে উৎপন্ন, জীর্ণ ব্যাধিযুক্ত কীট ক্ষত এবং যদ্বারা উত্তমরূপে বিরূঢ় না হয় এরূপ কন্দ সকল পরিত্যাগ করিবে।

লবণ বর্গ

সৈন্ধব সামুদ্র বিড় সৌবর্চ্চল রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ বায়ু নাশক এবং কফ ও পিত্তকর। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মল মূত্রের সঞ্চয় কর।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর মুখপ্রিয় রুচিকর লঘু অগ্নিকর স্নিগ্ধ মধুর রস বিশিষ্ট বৃষ্য শীতল দোষ নাশক এবং সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সামুদ্রলবণ—পরিপাকে মধুর অতিশয় উষ্ণ নহে অবিদাহী ভেদক ঈষৎ স্নিগ্ধ শূলনাশক এবং অতিশয় পিত্ত কর নহে।

বিট্‌লবণ সক্ষার অগ্নিকর রুক্ষ শূল ও হৃদ্রোগ নাশক রুচিকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকর।

সৌবর্চ্চল (কৃষ্ণ) লবণ পরিপাকে লঘু উষ্ণ বীর্য্য বিশদ কটু গুল্ম শূল ও বিবন্ধ নাশক মুখ প্রিয় সুরভি এবং রুচিকর।

চোরক (পাংশু) লবণ তীক্ষ্ণ অতিশয় উষ্ণ শ্লাসংর্গের বর্দ্ধনকর পাকে কটু বায়ু নাশক লঘু বিষ্যন্দী সূক্ষ্ম মলভেদ কর এবং মূত্র কর।

ঔদ্ভিদ লবণ লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণ উৎক্লেদী (হৃদয় ও গলদেশে শ্লেষ্মাসঞ্চিত হওয়া) সূক্ষ্ম বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্ত কটু এবং সক্ষার।

গুটিকা লবণ কফ বায়ু ও কৃমির শান্তিকর লেখনকর পিত্ত প্রকোপকর অগ্নিকর পাচক ও ভেদক।

ঊষক্ষার (ক্ষার মৃত্তিকা সম্ভূত লবণ) বালুকেল, পর্ব্বতের মূল দেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন কটু ছেদনকর।

যবক্ষার স্বর্জ্জিকাক্ষার (সাজী মাটী) পাকিম ও টঙ্কণ (সোহাগা) ইহারা গুল্ম অর্শঃ গ্রহণী দোষ ও শর্করা অশ্মরীর নাশকারী। সকল ক্ষারই পাচক ও রক্ত পিত্ত জনক। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্জিকা ক্ষার ও যবশূক জাত ক্ষার অগ্নি তুল্য, শুক্র ও শ্লেষ্মা দমনকারী অর্শ প্লীহা ও গুল্মের নাশক। ঊষক্ষার উষ্ণ ও বায়ুর শান্তিকর প্রক্লেদী ও বলনাশক। পাকিন ক্ষার মূত্রবস্তি শোধনকর মেধানাশক টঙ্কণ ক্ষার রুক্ষ বায়ু বর্দ্ধনকর শ্লেষ্মানাশক, পিত্ত দেশজনক, অগ্নিকর এবং তীক্ষ্ণ।

স্বর্ণ, স্বাদু হৃদ্য বৃংহণ রসায়ন ত্রিদোষের শান্তিকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বিষ নাশক।

তাম্র-কষায়রসবিশিষ্ট মধুর লেখনকর শীতল ও সারক।

কাংস্য-তিক্ত রস বিশিষ্ট লেখনকর চক্ষুর হিতকর এবং কফ বায়ুর শান্তিকারী।

লৌহ-বায়ুবর্দ্ধক শীতল ও তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক ত্রপু (রাং) ও সীসক, কটু ও কৃমি নাশক লবণ রস বিশিষ্ট এবং বিলেখনকর।

মুক্তা বিদ্রুম (পলা) বজ্র (হীরক) ইন্দ্রনীল বৈদূর্য্য ও স্ফটিক প্রভৃতি মণি সকল চক্ষুর হিতকর শীতল লেখন কর ও বিষনাশক।

এই সকল ধারণ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ অলক্ষ্মী ও মল নাশ করিয়া থাকে।

ধান্যবর্গ মাংস বর্গ ফল বর্গ ও শাকবর্গ অসংখ্য প্রকার প্রযুক্ত যে সকলের গুণ বলা না হইল, আস্বাদ ও উৎপত্তি বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ বৈদ্য তাহাদিগের গুণের নির্ণয় করিবেন।

যষ্টিকা গোধূম যব লোহিত শালিধান্য মুগ আঢ়কী এবং মসূর ধান্যবর্গের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ।

লাব তিত্তিরি সারঙ্গ কুরঙ্গ এণ কপিতক ময়ূর বর্ম্মী এবং কূর্ম্ম মাংস বর্গের মধ্যে এই সকলের মাংসই শ্রেষ্ঠ। দাড়িম আমলক দ্রাক্ষা খর্জ্জুর পরূষক পিয়াল ও মাতুলুঙ্গ। এই গুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! সতীন বাস্তুক চচ্চুচিল্লী মূলক পোতিকা দুগ্ধের মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ। লবণের মধ্যে পিপ্পলী ও শুণ্ঠী তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু মধুর রসের মধ্যে ঘৃত ও ক্ষৌদ্র, কষায় রসের মধ্যে শর্করা ও পানের পক্ষে মধ্বা সব ও মৌয়ের আসব প্রশস্ত। ধান্য সম্পূর্ণ এক বৎসরের হইলে, মাংস, মধ্যম বয়স্ক পশুর হইলে, অন্ন, সংস্কৃত ও অপর্য্যুষিত হইলে পরিমিত ভাবে গৃহীত হইলে, ফল পর্য্যায়গত (যথাকালে উৎপন্ন) হইলে, এবং শাক অশ্বক তরুণ ও নূতন হইলে প্রশস্ত বলা যায়।

অতঃপর কৃতান্নের গুণ বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি। শরীর বিশুদ্ধ (রোগ শূন্য) হইলে লাজমণ্ডই পথ্য। ইহা পাচন ও অগ্নি কর পিপ্পলী ও শুণ্ঠী যুক্ত হইলে মুখপ্রিয় ও বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। ঐ মণ্ডপের হইলে ব্যক্তিদিগের, কৃশ ও অল্প রেতস ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিকারক সংঘাতকর শুক্র ও জর ও বলের বর্দ্ধনকর, বৃষ্য এবং দোষ নাশক।

যে মাংসের সার গ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুষ্টিকর বা বলা ধান হয় না। উহা অজীর্ণকর বিষ্টম্ভী রুক্ষ বিরস ও বায়ুর বৃদ্ধিকর। দীপ্তাগ্নি

(যাহাদিগের জঠরাগ্নি অতিতীক্ষ্ণ) ব্যক্তিদিগের পক্ষে, অতিশয় গুরুপাক খনিক (অঙ্গহীন ছুঃস্বিন্ন এবং পুনর্ব্বার প্রস্তরে চূর্ণিত এরূপ মাংস) পথ্য। পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচ গুড় ও ঘৃতের সহিত এককালেই উত্তম রূপে পক্ক হইলে তাহাকে বেদবার বলে। ইহা গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকর বাতরোগ নাশক এবং সকল ধাতুর পক্ষে এবং যাহাদিগের মুখশোষ হয়,এরূপ ব্যক্তি দিগের পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর, সৌবীর, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তিকর ইহা দ্বারা শুদ্ধ শরীর প্রাণি দিগের ও মুখ প্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট। মুদ্গ যূষ কৃত বা অকৃত হউক ইহা অতিশয় সুপথ্য। মুদ্গযূষ দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগবাড়ব বলে। মসূর মুদ্গ গোধূম ও কুলথ লবণ সংযোগে কৃত হইলে রুচিকর লঘু পাক ও দোষের অবিরোধী হয়। উহা, দ্রাক্ষা ও দাড়িম যুক্ত হইলে কফ ও পিত্তের অবিরোধী হয়। উহা বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ু রোগী ব্যক্তির পক্ষে সুপথ্য রুচিকর অগ্নিকর মুখ প্রিয় ও লঘু পাক। পটোল ও নিম্বের যূষ (নিমবোন) কফ ও মেদের শোধনকর, পিত্ত নাশক অগ্নিকর। মূলকের যূষ, শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় প্রসেক অরুচি ও জর নাশক, এবং কফ মেদঃ ও গল রোগ নিবারণ করিয়া থাকে। কুলথের যূষ, বায়ুনাশক, শ্বাস ও পীনস রোগের শান্তিকর। এবং তূণী প্রতূণী (বায়ু রোগ বিশেষ) কাস অর্শ গুল্ম ও উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকারী হয়। দাড়িম ও আমলক দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মুখপ্রিয় এবং দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকীর যূষ, বল ও অগ্নি জনক মূর্চ্ছা ও স্বেদনাশক এবং পিত্ত ও বায়ু দমনকারী সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব কোন ও কুলথের যূষ উক্ত প্রকার গুণ সম্পন্ন, বৃংহণ ও বলের বর্দ্ধনকর। খল (কল্ক) ও কাম্বলিক হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। দাড়িমাম্ল কফকর বলকর স্নিগ্ধ বায়ু নাশক ও গুরুপাক। তক্রাম্ল, পিত্তকর, বিষনাশক ও রক্তের হানিকর। খড় ও খড়ের যায় মস্ত যাড়ব ও পানিক, (পানা) এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বৈদ্য বাক্যে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

তৈল লবণ ও ঝাল এইসকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে এবং গোরস ধান্যাম্ল ও কলাম্ল যুক্ত হইলে তাহাকে "কৃত" বলা যায়।

সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘু রস বিশিষ্ট ও হিতকারী হয়। দধিমণ্ড অম্ল দ্বারা পক্ব হইয়া যূষ প্রস্তুত হইলে তাহাকে কল্যোনিক বলা যায়। তিল কল্ক, বিকৃতি, শুষ্ক শাল শাকাঙ্কুর ও পিণ্ডাকী, ইহারা গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তকর। বটক সকল ও উক্ত রূপ বিশিষ্ট, বিদাহী ও গুরুপাক। রাগ যাড়ব, লঘু পাক বৃংহণ বৃষ্য হৃদ্য রোচক অগ্নিকর, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ছর্দ্দি ও শ্রম নাশক। রসালা বৃংহণ স্নিগ্ধ বৃষ্য ও রুচিকর। গুড় সংযুক্ত দধি, স্নেহকর মুখপ্রিয় ও বায়ু নাশক।

ঘৃত যুক্ত শীতল জল দ্বারা আপ্লুত এবং অতি দ্রব ও নয় অতি সান্দ্র ও নয় এই রূপে সক্ত করিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাকে "মন্থ" বলে। মন্থ, সদ্য বলকর পিপাসা ও শ্রমনাশক। অম্ল তৈল ও গুড় একত্র পক্ব হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত নাশক হয়। শর্করা ইক্ষুরস ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত হইলে পিত্ত বিকার নাশক হয়। দ্রাক্ষা ও মধুকসংযুক্ত হইলে কফরোগ নাশ করিয়া থাকে; ত্রিফলা যুক্ত হইলে মল দোষের অনুলোম কর হয়। অম্লরস যুক্ত বা অম্লবিহীন গৌড় পানক (গুড়ের পানা) গুরুপাক ও মূত্র বৃদ্ধিকর। উহা মিছরি দ্রাক্ষা ও শর্করা যুক্ত হইলে অম্লরস বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও শীতল হয়। দ্রাক্ষার পানক, শ্রমনাশক মূর্চ্ছা দাহ ও তৃষ্ণা নাশক হয়। পরূষক ও কোলের পানক মুখ প্রিয় ও বিষ্টম্ভী। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও মাত্রা সম্যক্ রূপে জানিয়া সেই সংযোগানুসারে পানকের গুরু লাঘব উপদেশ দিবে।

এক্ষণে রস বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল লিখিত হইতেছে।

ক্ষীরজাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল বলকর ও শুক্র বৃদ্ধি কর মুখপ্রিয় সুগন্ধী অদাহী পুষ্টিকর অগ্নিকর এবং পিত্ত নাশক। ইহা দিগের মধ্যে ঘৃতপক দ্রব্য সকল বলকর মুখপ্রিয় কফকর বাতপিত্ত নাশক ও শুক্রবৃদ্ধিকর গুরু পাক এবং রক্তমাংস বৃদ্ধিকর। গুড়জাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল বৃদ্ধিকর গুরুপাক বায়ু নাশক অদাহী পিত্ত নাশক শুক্র ও কফের বৃদ্ধিকর। ঘৃতাদি দ্বারা পক গোধূম চূর্ণ জাত পিষ্টক সকল ও মধু মিশ্রিত পিষ্টক সকল, বিশেষ গুরুপাক ও বর্দ্ধনকর। মোদক সকল, অতি দুর্জ্জয় অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। সদৃক,রুচিকর অগ্নিকর স্বরের হিতকর পিত্তনাশক বায়ু নাশক গুরুপাক মৃষ্টতম ও রস বর্দ্ধনকর। বিষ্যন্দী মুখপ্রিয় সুগন্ধী মধুর স্নিগ্ধ কফকর গুরুপাক বায়ু নাশক তৃপ্তিকর ও বলকর।

ইহাদিগের মধ্যে ফেনক অর্থাৎ গুড় মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য, অতিশয় মুখপ্রিয় হিতকারক ও লঘু পাক মুদগ প্রভৃতি বেশবার সকলের মধ্যে পূর্ণ বিষ্টম্ভী এবং বেশবার মাংস সহিত হইলে সম্পূর্ণ কহে। ইহা গুরুপাক এবং বৃংহণ। পালল (পিষ্টক বিশেষ) শ্লেষ্মাজনক, শস্কুলি (পিষ্টক ভেদ) কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী অতিশয় বল প্রদনাহ এবং বিশেষরূপে গুরুপাক বৈদল,(পিষ্টক ভেদ) লঘু পাক,কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর সঞ্চয় কর। মাষকলাই সংক্রান্ত পিষ্টক সকল, বিষ্টম্ভী পিত্ত গুণ বিশিষ্ট শ্লেষ্ম-নাশক মলের সঙ্গতিকর বলকর শুক্র বৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দুগ্ধ বিকারজাত খাদ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক এবং অতিশয় পিত্ত-কর নহে। অঙ্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক বায়ু ও পিত্তকর বিদাহী ও উৎক্লেশ জনক, রুক্ষ এবং দৃষ্টির দোষকর এবং লঘুপাক। বায়ু ও পিত্ত নাশক বলকর এবং বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্ন কর। তৈল পক্ক খাদ্য দ্রব্য সকল বিদাহী গুরু-পাক পরিপাকে কটু রস বিশিষ্ট,উষ্ণ বায়ু ও দৃষ্টি নাশক পিত্তকর এবং ত্বকের দোষ জনক। ফল মাংস চিনি তিল মাষকলাই দ্বারা উপসংস্কৃত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল বলকর গুরুপাক বৃংহণ ও হৃদয় প্রিয় কপাল ও অঙ্গার পক খাদ্য লঘু পাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুপক্ক হইলে লঘু ও অতিশয় লঘুপাক হয়। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধ বিকার জাত খাদ্য সকল গুরুপাক ও কফের বর্দ্ধনকর। কুলমধ্যে বাতকর রুক্ষ গুরুপাক এবং মলের সঙ্গতিকর। উদাবর্ত্ত রোগ নাশক। কাশ পীনস ও মেহনাশক। ধনোলুম্ব লঘুপাক এবং কফ ও মেদের বিশোধন কর। সকল প্রকার শক্তু (ছাতু) বৃংহণ বৃষ্য, তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক। গলাধঃকরণ মাত্রে বল-কর ভেদক ও বায়ু নাশক। ঐ শক্তু তরুণ না হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং খর অর্থাৎ কঠিন হইলে অত্যন্ত লঘুপাক হয়। শক্তুর অব-লেহিকা অর্থাৎ জিহ্বাগ্র দ্বারা আস্বাদন যোগ্য শক্তু, কোমলতা প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ (খই) ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক অগ্নিকর কফ নাশক বলকর, কষায় ও মধুর রস বিশিষ্ট লঘু-পাক তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ শক্তু, তৃষ্ণা ছর্দ্দিদাহ ঘর্ম্ম ও রোগ নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক এবং দাহ ও জ্বর বিনাশক। পৃথুক (চিপিটক) গুরুপাক স্নিগ্ধ বৃংহণ কফের বর্দ্ধনকর ক্ষীর ভার প্রযুক্ত বলকর বায়ু নাশক এবং মলের সঙ্গতিকর। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জয় মধুর রস বিশিষ্ট ও বৃংহণ। পুরাতন তণ্ডুল সন্ধানকর ও মেহনাশক। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও বিকার বিবেচনা করিয়া কিম্বা কারণ বুঝিয়া ভোক্তার ইচ্ছানুসারে অনেক দ্রব্যের উৎপাদকত্ব হেতু শাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিবে। ইহার পর সকল প্রকার অনুপান উপদেশ করিতেছি।

কোন কোন মনুষ্য অম্লরস পরিত্যাগ করিয়া মধুর রসে আসক্ত হয় এবং কেহবা অম্ল ও মধুর

উভয় রসে পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদিগের পথ্য নানাপ্রকার। শীতল ও উষ্ণজল, আসব ও মদ্য যূষ, কলাম্ল ও ধান্যাম্ল,এবং দুগ্ধ এই সকল রসের মধ্যে, যাহার পক্ষে যে অনুপান হিতকর হইবে, ধীর বৈদ্য ব্যাধি কাল ও সেই সেই ভোজ্য দ্রব্য সকল নির্ণয় করিয়া মাত্রানুসারে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। নির্ম্মল ও পরিষ্কার পাত্রস্থিত জলই সকল অনুপানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লোকের জন্মাবধি, তেজস্কর সকল বলই প্রশস্ত পথ্য। অর্থাৎ শিশু হইতে বৃদ্ধতম পর্য্যন্ত সকল বয়সের ব্যক্তিকেই রসময় অনুপানের মধ্যে এই অনুপানই শঙ্কেতে বলা হইল, ইহার পর বিস্তারিত রূপে বিধান করা যাইতেছে।

সকল প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে উষ্ণজল অনুপান প্রশস্ত কেবল ভল্লাতক (ভেলা) ও তুবরক স্নেহ ভোজনের পক্ষে উহা অপ্রশস্ত। কেহ কেহ তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে যূষ ও অম্ল কাঁঞ্জিক অনুপান জল মধু এবং সর্ব্ব প্রকার মিষ্টান্ন ভোজনের পক্ষে দধি পায়স ও মদ্য দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং বিষপায়ী ব্যক্তি দিগের পক্ষে, শীতল জল অনুপান বিধেয়। কেহ কেহ, পিষ্টান্ন এবং শালিমুদ্গ প্রভৃতি ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শীতল জল দুগ্ধ কিম্বা মাংসের রস অনুপান বলেন। শুধু পথশ্রম ও আতপজনিত সন্তাপে এবং বিষ ও মদ্যজাত রোগে, মাষকলাই প্রভৃতি অনুপান কিম্বা ধান্যাম্ল বা দধিমস্ত ব্যক্তি দিগের মদ্যই পথ্য, এবং মদ্য পানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতল জল কিম্বা কলাম্ল পথ্য। ঘর্ম্মক্লান্ত পথশ্রান্ত এবং অধিক কথোপকথন ও স্ত্রীসংসর্গে ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ষীর অমৃত তুল্য পথ্য। স্থূরাকৃশ অথচ স্থূল ব্যক্তিদিগের পক্ষে মধূদক অনুপান নিরোগ ব্যক্তি দিগের পক্ষে চিত্র (চিতা) পথ্য। বায়ু পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ দ্রব্য, কফ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রুক্ষ অথচ উষ্ণ দ্রব্য এবং পিত্ত পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মধুর অথচ শীতল দ্রব্য উত্তম পথ্য। রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুগ্ধ ও ইক্ষু রস পথ্য। এবং বিষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অর্ক (আকন্দ) সেচু ও শিরীষের আসব পথ্য।

এক্ষণে বর্গ সমুদায়ের পৃথক পৃথক অনুপান আনুপূর্ব্বিক কথিত হইতেছে।

বর্গ সকলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শস্যজাতির মধ্যে এবং বদরাম্ল ও বৈদলের (পিষ্টক ভেদ) পক্ষে ধান্যাম্ল অনুপান, জঙ্গাল ও ধন্বন (মরুদেশজাত) পশুর মাংসের পক্ষে,পিপ্পলীর আসব অনুপান। বিষ্কির জন্তুর মাংসের পক্ষে, কোল ও বদরের আসব অনুপান। প্রতুদ জন্তুর মাংসের পক্ষে ক্ষীর বৃক্ষের আসব অনুপান। গুহাশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে খর্জ্জুর ও নারিকেল আসব অনুপান। প্রসাহ জন্তুর মাংসের পক্ষে অশ্বগন্ধার আসব অনুপান। পর্ণ মৃগের মাংসের পক্ষে, কৃষ্ণ গন্ধার (শোভাঞ্জন বৃক্ষের) আসব অনুপান। বিলেচর জন্তুর মাংসের পক্ষে, কনসারের আসব অনুপান। একশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে, ত্রিফলার আসব অনুপান। অনেকশফ জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে, শৃঙ্গাটক (পাণিফল) কশেরুকের (কেশুর) আসব অনুপান। কোনাবাসী ও পাদী (যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে) জন্তুর মাংসের পক্ষেও পাণিফল ও কশেরুর আসব অনুপান। প্লব জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে, ইক্ষু রসের আসব অনুপান। নদীজাত জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে মৃণালের আসব অনুপান। এই সমুদ্রজাত জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে মাতুলুঙ্গের আসব অনুপান।

অম্ল ফলের পক্ষে, পদ্ম ও উৎপল কান্দর আসব অনুপান। কষায় ফলের পক্ষে, দাড়িম ও বেত্রের আসব অনুপান। মধুর ফলের পক্ষে ত্রিকটু যুক্ত কান্দর আসব অনুপান। তাল ফলাদির পক্ষে, ধান্যাম্ল অনুপান। কটুক

(ঝাল) ফলাদির পক্ষে, দূর্ব্বা নল ও বেত্রের আসব অনুপান। পিপ্পল্যাদি ফলের পক্ষে শ্বদংষ্ট্রা (গোমূত্রের) ও বমুকের (অর্কবৃক্ষ) আসব অনুপান। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফলের পক্ষে দার্ব্বী (দারু হরিদ্রা) ও করবীরের আসব অনুপান। চুচ্চু প্রভৃতির পক্ষে, লোধ্রের আসব অনুপান। মণ্ডূকপর্ণী প্রভৃতির পক্ষে মহা পঞ্চমূলের আসব অনুপান। জীবন্তী প্রভৃতির পক্ষে ত্রিফলার আসব অনুপান। কুসুম্ভ শাকের পক্ষে ত্রিফলার আসব অনুপান। তাল মস্তকাদির (তাল খর্জ্জুর প্রভৃতির মাথি) পক্ষে অম্লফলের আসব অনুপান। সৈন্ধবাদির পক্ষে সুরাসব ও কাঞ্জিক অনুপান। এবং জল সর্ব্বত্রই অনুপান।

সকল অনুপানের মধ্যে বৃষ্টির জলই উত্তম। যাহার যে জল হিতকর, তাহার পক্ষে সেই জলই পথ্য। বাত ও কফে উষ্ণ জল পথ্য, পিত্ত ও রক্তে শীতল জল পথ্য। আহার দোষ বিশিষ্ট, গুরু কিম্বা অপরিমিতই হউক, যথোক্ত অনুপানের দ্বারা সেই ভুক্ত অন্ন অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অনুপান সম্যক্ রূপে সেবিত হইলে রুচিকর বৃংহণ বৃষ্য দোষ সঙ্ঘাতের ভেদক তৃপ্তিকর মার্দ্দবকর শ্রম ও ক্লম নাশক সুখ জনক অগ্নিকর দোষের শান্তিকর অতিশয় পিপাসার শান্তিকর বলকর ও বর্ণ কর হইয়া থাকে। অনুপান অগ্রে পীত হইলে শরীর কর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যে সেবিত হইলে সমভাব থাকে। পশ্চাৎ পান করিলে বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যাহারা দ্রব পদার্থ পান করেন, তাহাদিগের অন্ন অক্লিন্ন স্থিরত্ব প্রাপ্ত ও পীড়া জনক হয়, অতএব অনুপান সেবনের উচিত। শ্বাস ও কাস রোগী ব্যক্তির পক্ষে এবং জত্রুর ঊর্দ্ধভাগগতরোগে অনুপান সেবন বিধেয়। ক্ষতরোগ ব্যক্তি প্রসেকী (যাহার মুখ ও নাসিকাদ্বারা জল স্রাব হয় এরূপ ব্যক্তি এবং যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অনুপান সেবন বিধেয়। অনুপান সেবন করিয়া পথভ্রমণ অধিক কথোপকথন অধ্যয়ন গান ও নিদ্রা অবিধেয়। এই সকল করিলে সেই অনুপান কণ্ঠ ও বক্ষঃ স্থলে থাকিয়া আমাশয়কে দূষিত করে। এবং কম্পন, অগ্নির অবসন্নতা ছর্দ্দি প্রভৃতি নানা রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সকল ব্যক্তি সুকুমার বিলাসী ও চির সুখাভ্যস্ত তাহারা পারিশ্রমিক কার্য্যে নিশ্চেষ্টতা বশতঃ মন্দাগ্নি ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব, কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরুপাক ও কোন্ কোন্ দ্রব্য লঘু পাক, এই চিন্তা করিয়া, স্বরে, সংস্কার মাত্র ও কালানুসারে অনুপান সেবন করা তাহাদিগের পক্ষে একান্ত বিধেয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বলবান্ পরিশ্রমী দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট এবং খর অর্থাৎ কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাদিগের পক্ষে আহারীয় দ্রব্য গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান সেবনের আবশ্যকতা নাই।

এক্ষণে আহার বিধি কথিত হইতেছে।

বিশ্বস্ত জলপূর্ণ অসঙ্কীর্ণ ও পবিত্র, এরূপ মহানস অর্থাৎ পাক স্থান করা কর্ত্তব্য। সেই স্থানে বিশ্বস্ত লোকদ্বারা উত্তম ও নানা গুণযুক্ত ভক্ষ্য অন্ন রন্ধন করাইয়া চিকিৎসক অতি পবিত্র স্থানে অতিগোপনে সেই অন্ন সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর সেই বিদ্বান বিষ নাশক ঔষধ স্পর্শ করাইয়া তাহার বিষনাশ করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করত তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিবে পশ্চাৎ সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা পূত করিয়া আহার করিবে।

ইহার পর আহার রচনার বিষয় সম্যক রূপে বলিতেছি। পাচক, যে যে পাত্রে যে সকল ভক্ষ্য ও পানীয় পরিবেশন করিবে। তাহা বলা যাইতেছে কাঞ্জিরসে অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণিময় পাত্রে ঘৃত দিবে। পানীয় দ্রব্য রজতময় পাত্রে

প্রদান করিবে। ফল সকল ও অন্যান্য সকল প্রকার ভক্ষ্য বৈদল পাত্রে প্রদান করিবে পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ (প্রলিপ্ত) দ্রব্য সকল সুবর্ণময় পাত্রে রাখিয়া কট্টর ও খড় এই সকল প্রস্তরময় পাত্রে প্রদান করিবে। সুশীতল ও সুপক্ব দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দিবে। পানীয় জল পাকে, (গুড় মধু চিনি প্রভৃতির পানা) ও মদ্য, এই সকল মৃণ্ময় বা কাচ ও স্ফটিকময় শীতল ও সুন্দর পাত্রে প্রদান করিবে। বৈদূর্য্যময় পাত্রে রাগ ষাড়ব ও সদৃক ও খাদ্য দ্রব্য সকল দিবে এবং সম্মুখস্থ নির্ম্মল সুবিস্তীর্ণ মনোরম পাত্রে সুপৌদন (সুপমিশ্রিত অন্ন) এবং সুসংস্কৃত প্রদেহ (প্রলেপ) সকল দিবে ফল ও অন্যান্য সকল ভক্ষ্য দ্রব্য এবং পরিশুষ্ক খাদ্য সকল ভোজনকারী ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। প্রদর, রস পানীয় পানক, দুগ্ধ খড়, যূষ এবং অন্যান্য পেয় দ্রব্য সকল বাম পার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। সকল প্রকার গুড়জাত খাদ্য দ্রব্য রাগ ষাড়ব ও শট্টক (ঘৃত ও জল মিশ্রিত শালি চূর্ণ প্রভৃতি সম্মুখে অথবা দক্ষিণ ও বাম এই উভয়ের মধ্যে স্থাপিত করিবে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এইরূপে আহার রচনা করাইয়া রমণীয় শুভজনক পবিত্র জনতাবিহীন ও সুগন্ধি পুষ্প ভূষিত সমতল প্রদেশে ভোক্তাকে লইয়া গিয়া সুসংস্কৃত সুরস মনোমত বিশুদ্ধ ও নাতি শীতোষ্ণ সদ্যপক্ব হিতকর আহারীয় দ্রব্য ভোজন করাইবে।

মধুর রসাক্ত দ্রব্য সকল অগ্রে ভোজন করিবে। অম্ল ও লবণ রস মধ্যে ভোজন করিবে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করিবে, বৈদ্যেরা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দাড়িম প্রভৃতি ফল সকল অগ্রে ভক্ষণ করিবে, অনন্তর পানীয় সেবন করিবে, পশ্চাৎ বিবিধ ভোজ্য আহার করিবে। কেহ কেহয় ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা বলেন গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে মধ্যে বা শেষেই হউক ফলের মধ্যে স্বাস্থ্য কদদোষ নাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল বিষ শালু কন্দ ও ইক্ষু প্রভৃতি, আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে, আহারাবসানে একফল কখনই সেবন করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনা পূর্ব্বক আপন প্রকৃতির অনুগত স্নিগ্ধ দ্রব্য প্রধান লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন করিবে। এই প্রকার অন্ন, যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্ত ব্যক্তির পীড়া কর হয় না। লঘু দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য বলকর ও অগ্নি কর। সত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষ শূন্য দ্রব্য প্রধান দ্রব্য সকল সুখে জীর্ণ হয়। এবং মাত্রানুসারে সেবিত অন্ন ক্ষমতা বিধান করিয়া থাকে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ সেই সকল ঋতুতে ঋতু দোষ খণ্ডনের উপযোগী দ্রব্য ভোজন প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে অতিশয় দীর্ঘ সেই সকল ঋতুতে তৎকাল বিহিত ভোজ্য দ্রব্য সকল অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। এবং যে সকল ঋতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীত কালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কখন ভোজন করিবে না; অর্থাৎ যথা সময়েই ভোজন করিবে। এবং অল্প বা অধিক পরিমাণেও ভোজন করিবে না অর্থাৎ পরিমিত ভোজন করিবে। অপ্রাপ্ত কালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্নি বায়ুদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্তঅন্ন অতিকষ্টে পরিপাক হয়, ও দ্বিতীয়বার ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। অল্প মাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে, ও বল ক্ষয় হয়। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে উদর আধ্মাত হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে।

অতএব সকল দোষ বর্জ্জিত পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্নভোজন করিবে। অপক্ক (নিঃকার) দোষযুক্ত উচ্ছিষ্ট পাষাণতৃণ বা লোষ্ট্র বিশিষ্ট, দুষ্ট (যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি না হয়) পর্য্যুষিত, স্বাদু রস বিহীন ও দুর্গন্ধ যুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ (আঁকা) অন্ন ও স্বাদুরস বিহীন অন্ন ভোজন করিবে না। শীতল অন্নকে পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবেনা। উত্তরোত্তর স্বাদুতর আহারীয় ভোজন করিবে। আহার করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। কারণ জিহ্বা বিশুদ্ধ হইলে অন্নে উত্তম রুচি হয়। প্রথম এক প্রকার স্বাদু কর্ত্তৃক জিহ্বা তাপিত হইলে, অন্য প্রকার স্বাদুরস প্রক্ষালন করিবে। অন্ন, স্বাদু হইলে প্রিয়তর, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ জন্মায়, না হইলে ইহার বিপরীত হয়। একবার যে দ্রব্য ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলে ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জল পান করিবে। আচমনের কালে দন্তের অন্তর্গত অন্ন অল্পে অল্পে বাহির করিবে। তাহা না করিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে। ভোজন করিলে কফ, জীর্ণ হইলে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। ধূমের দ্বারা বা কষায় কটু তিক্ত রসের দ্বারা কক্কোল কর্পূর লবঙ্গ ও সুমনঃ ফলের সহিত অথবা কষায় কটু তিক্ত মুখ সংশোধনকর রসের সহিত, সুগন্ধ তাম্বূল পত্র সেবনের দ্বারা, মুখ শোধন করিবে। ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্য্যন্ত রাজবৎ (স্বচ্ছন্দে) আসীন হইবে। তদনন্তর শতপদ গমন করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি মনোভিলষিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবন করিবেন। অপ্রিয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবনে, বা অশুচি অন্ন গ্রহণে, বা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্ত করণে বমন হয়। দ্রব্য প্রধান অন্ন (দ্রবদ্রব্য অধিক এবং অন্ন ভাগ অল্প) ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না ভোজনের পরেই অগ্নি বা আতপ সেবন, বা সন্তরণ বা কখন বাহনের দ্বারা গমন করিবে না। এক রসই নিয়ত সেবন করিবে না একবার ভোজন করিয়া অগ্নির দীপ্তি না হইলে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ করিবে না। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে (অম্ল রস হইয়া গলা জ্বলিলে) অগ্নি নাশ করে। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না মিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, অথবা যাহা অনায়াসে জীর্ণ হয়। চর্ব্ব্য পেয় লেহ্য চোষ্য এই চতুর্ব্বিধ আহার উত্তরোত্তর গুরুতর। গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর ও লঘু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করিবে। অতিশয় তরল দ্রব্য দ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরু হয়না। দ্রব প্রধান দ্রব্য শুষ্ক হইলে সম্যক ভোজন করাযাইতে পারে। অতিশয় শুষ্ক অন্ন অত্যল্প হইলেও উত্তম পরিপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্ রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা পরিপাক কালে অন্নগামী পথে (যে পথের দ্বারা জঠোর মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে, অথবা অন্য কোন বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে, অন্ন বিদগ্ধ হয়। শুষ্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টম্ভী (গুরুপাক) অন্নের দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সংযোগে রোগ জন্মায়। অতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে মল মূত্রের বেগ ধারণ বা অসময়ে নিদ্রা হইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথা কালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না। ঈর্ষ্যা ভয় বা রোষ জন্মিলে, মোহ রোগ বা দৈন্যতার দ্বারা পীড়িত থাকিলে অন্নে দ্বেষ থাকিলে, অন্ন সম্যক্ রূপে পরিপাক হয় না। ভুক্তঅন্ন, মাধুর্য্য ভাবাপন্ন হইলে আমবলয় ও অম্ল ভাবাপন্ন হইলে বিদগ্ধ বলা যায়। ভুক্ত অন্ন, কিঞ্চিৎ পাক হইয়া যদি অতিশয় তোদ ও শূল সহকারে বিষ্টব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বদ্ধ ও কুপিত বায়ুর কার্য্য করে। তৎকালে

উদ্গার শুদ্ধি হইলেও (উদ্গার কোন প্রকার গন্ধ বা রস না থাকিলেও) যাবৎ হৃদয় দেশের ভার থাকে তাবৎ আহারে রুচি হয় না। পাকস্থলীর অবশিষ্ট রস কর্তৃক নাসিকা হইতে কফস্রাব সহকারে যে অজীর্ণ দোষ জন্মে তাহাকে চতুর্থ প্রকার অজীর্ণ বলা যায়। মূর্চ্ছা প্রলাপ বমনেচ্ছা প্রত্যেক শরীরের অবসন্নতা অজীর্ণের দ্বারা এই সকল উপদ্রব এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটে। আমাজীর্ণ হইলে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, বিদগ্ধ হইলে বমন কর্ত্তব্য বিষ্টব্ধ ভাবে থাকিলে ভেদ করান কর্ত্তব্য।

অবশিষ্ট রস কর্ত্তৃক অজীর্ণ জন্মিলে শয়ন করিয়া থাকিবে। লবণাক্ত উষ্ণ জল পান করিয়া বমন করিবে ও যাবৎ স্বাস্থ্য লাভ না করে তাবৎ অনশন থাকিবে। যাবৎ শরীর লঘু ও প্রকৃতিস্থ না হয় তাবৎ আহার করিবে না। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সমাশন বলা যায়। অধিক হউক বা অল্প হউক অকালে আহার করিলেই বিষমাহার বলা যায়। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতেই ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। এই তিনটি অহিতাচারের দ্বারা জীবন ক্ষয় হয়। অথবা নানা প্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জলের দ্বারা পরিপাক হয়। শীতলতার দ্বারা পিত্তনাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোভাগে গমন করে। ভোজন মাত্রে হৃদয় কণ্ঠ ও গল দেশ জলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরীতকী অথবা মধু ও হরীতকী লেহন করিবে। স্নিগ্ধ বলবান্ প্রাণীর অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে, প্রাতঃকালে বা ভোজনান্তে শুণ্ঠী ও অভয়া হরীতকী ভক্ষণ করিবে। অল্প বিদগ্ধিও অপক্ব দোষশীল হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্নির পথ আবৃত হয় না। তৎকালে অজীর্ণেও ক্ষুধা হয়। সেই ক্ষুধা অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি বুঝিতে পারেনা বলিয়া তাহার পক্ষে বিষতুল্য হয়।

অতঃপর দ্রব্যের যে যে গুণের দ্বারা যে যে ক্রিয়া হয় তাহার বিষয় লিখিতেছি। সেই সকল ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যের গুণ অনুমান করা যায়। শৈত্য গুণে হলাদন স্তম্ভন এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহের উপশম হয়, উষ্ণগুণ হইতে এই সকলের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু ইহা পাচন। স্নিগ্ধগুণ স্নেহ ও মার্দ্দবকর বল ও বর্ণকর। রুক্ষ ইহার বিপরীত বিশেষতঃ স্তম্ভন ও খর। পিচ্ছিল, জীবনীয় বলকর সন্ধানকর শ্লেষ্মল ও গুরু। বিশদ ইহার বিপরীত, এবং ক্লেদ শোষক ও লেপনকর। তীক্ষ্ণ, দাহ পাক ও আস্রাব কর। মৃদু ইহার বিপরীত। গুরুত্ব গুণের দ্বারা অবসন্নতা, উপলেপ, বল, তৃপ্তি ও পুষ্টি জন্মে। লঘু ইহার বিপরীত এবং লেখনকর ও রোপণকর। এই দশপ্রকার গুণের ক্রিয়া বলিলাম। এক্ষণে দশ প্রকার দ্রব দ্রব্যের ক্রিয়া বলিতেছি। দ্রবক্লেদকর। সান্দ্র, স্থূল ও বন্ধনকর। শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট কর্কশ বিশদের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট সুখানুবন্ধী এবং সূক্ষ্ম। সুগন্ধ রুচিকর ও মৃদু। দুর্গন্ধ, ইহার বিপরীত এবং হৃল্লাস অরুচিকর। ব্যবায়ী, সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। বিকাসী প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া ধাতুর বন্ধন সমস্ত শিথিল করে। আশুকারী শীঘ্রগামী প্রযুক্ত জলে তৈলের ন্যায় দেহে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম গুণ সূক্ষ্মতা হেতু সূক্ষ্ম শিরাতে গমন করে। এই বিংশতি গুণের ক্রিয়া যথা উক্ত হইল। এক্ষণে আহারের গতি নিশ্চয় করিয়া কথিত হইতেছে। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে পঞ্চ ভৌতিক আহার পঞ্চ প্রকারে পরিপাক হইয়া দেহস্থ স্বীয় স্বীয় গুণ বর্দ্ধিত করে। কফ ও পিত্ত অবিদগ্ধ এবং বায়ু বিদগ্ধ। আহার সম্যক্রূপে পরিপাক হইয়া নিঃসার হইলে শরীর পুষ্ট হয়। বিষ্ঠা ও মূত্র আহারের মল ভাগ।

আহারের সার ভাগের বিষয় বলা হইয়াছে। সেই সার ভাগ ব্যানবায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল ধাতু পোষণ করে। কফ পিত্ত মল স্বেদ নখ রোম এবং নেত্র মল (চক্ষে যে মল জন্মায়) ও ত্বকস্থ স্নেহ, এই গুলি ক্রমান্বয়ে ধাতু সমূহের

মল মহামুনি ও রাজর্ষি দিগের অভিমত এই বিধি যিনি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করেন তিনি মহাত্মগণের মধ্যে স্থচিকিৎসক এবং ভূপতির চিকিৎসা করিতে সমর্থ।

ইতি শ্রীআশুতোষকবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে দ্রব্যগুণোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মারণ ও শোধনোঽধ্যায়ঃ।

রসপ্রাধান্য।

অল্প মাত্রোপযোগিত্বা দরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্র মারোগ্য দায়িত্বান চৌষধে ভ্যোঽধিকোরসঃ॥

পারদ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপযোগী হয়, ইহাতে রুচিকরত্ব দোষের প্রসঙ্গও নাই এবং অতি অল্প কালেই রোগী-দিগকে আরোগ্য প্রদান করে, অতএব পারদ সর্ব্বপ্রকার ঔষধ ও সর্ব্বপ্রকার রসায়নের মধ্যে প্রধান। ইহার অন্যান্য বহুবিধ গুণ আছে। তাহা টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ঔষধ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সাধ্যায়ত্ত রোগে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা কল্পনা করিয়া অসাধ্য রোগে পারদ প্রয়োগের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্ব প্রকার ঔষধ হইতে পারদেরই উৎকর্ষ দেখা যাইতেছে।

ভস্মীভূত পারদ জরা, ব্যাধি ও অকাল সম্ভূত কেশ পক্কতাদি রোগ বিনাশ করে, পারদ মূর্চ্ছিত হইয়া প্রযুক্ত হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি নিবারণ করে এবং বদ্ধ পারদ মনুষ্যের খেচরত্ব শক্তি প্রদান করে, অতএব পারদ হইতে মনুষ্যের হিতকর দ্রব্যান্তর দিয়াছে, এই প্রকার হিতৈষী পদার্থ আর নাই।

রসপর্য্যায়।

রসেন্দ্রঃ পারদঃ সূতঃ সূতরাজশ্চ সূতকঃ।
শিবতেজো রসঃ সপ্ত নামান্যেবং রসস্তু॥

রসের এই সাতটি পর্য্যায় লিখিত হইতেছে। যথা রসেন্দ্র, পারদ, সূত, সূতরাজ, সূতক, শিবতেজঃ ও রস, পারদের এই সাতটী নাম প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত সপ্তনামই পারদ ঔষধ গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মতান্তরে শিববীজ, রস, সূত, পারদ, রসেন্দ্র পারদের এই সকল নাম উক্ত আছে এবং শিববাচক শব্দ সকল ও পারদের নাম বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পারদের লক্ষণ।

অনন্তঃ সুনীলো বহিরুজ্জলো যো
মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রতিম প্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ
চিত্রোন যোজ্যা রসকার্য্য সিদ্ধ্যৈ॥

পারদের অভ্যন্তর ভাগ নীলবর্ণ এবং বহির্ভাগ উজ্জ্বল। ইহা মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী। উক্তরূপ পারদই প্রশস্ত। এই প্রকার পারদই রসায়ন কার্য্যে ব্যবহার করিবে। ধূম্রবর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ ও নানা বর্ণের চিত্রিত পারদ কখনও রসায়ন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে না।

সীস, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি এই আট প্রকার দোষ পারদের স্বাভাবিক। সর্ব্বদাই পারদে উক্ত অষ্ট প্রকার দোষ অবস্থিতি করিতেছে।

পারদের দোষ।

পারদ বিশুদ্ধ না করিয়া উক্ত অষ্ট দোষ দূষিত পারদ ব্যবহার করিলে যথাক্রমে ব্রণ, কুষ্ঠ, দাহ জাড্য, বীর্য্যহানি, মৃত্যু, জবড়া ও স্ফোট এই অষ্ট প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

যেহেতু পারদের পূর্ব্বোক্ত দোষ আছে এবং ঐ সকল দোষ সত্ত্বে পারদ সেবন করিলে ব্রণ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, অবশ্য

পারদের দোষ সংশোধন করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। ভৈষজ্য বিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বিশুদ্ধ পারদ অমৃতের ন্যায় হিতকর এবং অশুদ্ধ পারদ বিষতুল্য অনিষ্টকারী।

কোন কোন ভিষক্‌কুশল চিকিৎসক বলিয়া থাকেন, যখন পারদ দোষ বিহিত হয়, তখন মানবের মৃত্যু ও জরা অপহরণ করে এবং শুদ্ধ পারদ সেবন করিলে অমৃত সেবনের ফল প্রদান করে আর অশুদ্ধ পারদ সেবন করিলে বিষের ন্যায় অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পারদের শোধন বিধান কথিত হইতেছে।

শুভ নক্ষত্রে পারদ শোধনার্থ শতপল, পঞ্চশতপল, পঞ্চবিংশতিপল, পঞ্চদশপল, অথবা একপল পারদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পারদসংস্কার কার্য্যে একপলের ন্যূন পারদ লইয়া শোধন করিবেনা কেহ কেহ বলেন পারদ শোধন কালে শতপল, পঞ্চাশৎপল, পঞ্চবিংশতিপল, দশপল, পঞ্চপল, একপল অথবা এক কর্ষ (অর্দ্ধতোলা) পরিমাণে পারদ গ্রহণ করিয়া শোধন করিবে। কিন্তু একবর্ষের ন্যূন পারদ কদাচ শোধনার্থ গ্রহণ করিবে না। ঔষধে প্রয়োগ কালে যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ যে ঔষধে যে রূপ পরিমাণ উক্ত আছে, সেই ঔষধ প্রস্তুত কালে সেই প্রকার পরিমাণ পারদ প্রয়োগ করিবে।

স্থিরচিত্ত শিবভক্ত ও প্রক্রিয়া কুশল চিকিৎসক শুভদিনে অনন্ত চিত্তে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া কুমারী ও বটুক দেবের অর্চ্চনা করিবে। পরে লৌহ অথবা পাষাণ নির্ম্মিত চতুরঙ্গুলি গভীর দৃঢ় ও সুতপ্ত খলেতে রক্ষা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পারদ রক্ষা করিয়া শোধনাদি প্রক্রিয়া করিবে।

ভূগর্ভ মধ্যে ছাগ বিষ্ঠা, তুষ ও অগ্নি রাখিয়া তদুপরি খল স্থাপন করিবে। এই রূপ খলকে তপ্তখল বলিয়া থাকে। এই প্রকার তপ্ত খলই বল শোধন কার্য্যে ব্যবহার করিবে। "অঘোরেভ্যোঽথ রোগেভ্য" ইত্যাদি মন্ত্রকে রক্ষামন্ত্র বলে, এই মন্ত্রে পারদের রক্ষা বিধান করিয়া শেষ শোধন করিবে।

সিজ (মনসাগাছের) ও আকন্দ বৃক্ষের ক্ষীর পলাশ বীজ, গুগ্‌গুলু ও সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্য পারদের দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া পারদের সহিত একত্র মর্দ্দন করিবে ইহাকে রস নিগড় কহে।

পারদের সাধারণ শুদ্ধি।

রসসারক দ্রব্যের চূর্ণ ষোড়শাংশ পরিমাণে পারদের সহিত একত্র মর্দ্দন করিবে। এই প্রকারে প্রতিদিন প্রত্যেক দ্রব্য সাতবার করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই পারদের সাধারণ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

পারদের বিশেষ শুদ্ধি।

মেষের রোম, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ ও গৃহের ঝুল এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত এক দিবস পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁজির দ্বারা ধৌত করিলে পারদের সীস দোষ নিবারিত হয়।

গোরক্ষচাকুল্যা ও আকোড় ফলের চূর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে মল দোষ এবং চিতার চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিলে পারদের বহ্নিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৃষ্ণধুস্তুরের চূর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করি[illegible] পারদের চাঞ্চল্য দোষ, ত্রিফলা চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিলে বিষদোষ, ত্রিকটু চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিলে গিরিদোষ, ও গোক্ষুর চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদের শুদ্ধির নিমিত্ত যে সকল চূর্ণ উক্ত হইল, পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণে সেই সকল চূর্ণ গ্রহণ করিয়া পারদের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার দোষ সংশোধনই ঘৃতকুমারির রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া উষ্ণ কাঁজিদ্বারা ধৌত করিবে। ইহাতে

পারদের সপ্তপ্রকারদোষ বিনষ্ট হইয়া পারদ বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরে পারদ শুদ্ধি।

শ্বেতচন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারীর রস এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া পাতনযন্ত্রে পাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়, এই প্রকার বিশুদ্ধ পারদ ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অন্যমতে পারদ শুদ্ধি।

ঘৃতকুমারীর রস ও হরিদ্রা চূর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরে রস শোধন।

পারদের সহিত তাহার দ্বাদশাংশ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া একপ্রহর মর্দ্দন করিবে, পরে জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে এক প্রহর পাতন যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই প্রকারে সাত বার গন্ধকের সহিত মর্দ্দন ও জম্বীরের রসে পাক করিলে পারদ বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

অন্যপ্রকার শুদ্ধি যথা।—

জয়ন্তী, এরণ্ড, আদা ও কাকমাচী, এই সকলের রসে ক্রমে পারদ মর্দ্দন করিলে পারদের শোধন হয়। প্রত্যেকের রস সাতবার প্রদান করিয়া শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে পারদ মৃৎপাত্রে লইয়া উষ্ণ কাঁজিদ্বারা ধৌত করিলে পারদের সীসকাদি সপ্তপ্রকার দোষ বিনষ্ট হইয়া পারদ বিশুদ্ধ হয়। এই বিশুদ্ধ পারদই সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

মতান্তরে পারদশুদ্ধি।

হরিদ্রা, ইষ্টক, গৃহধূম ও কাঁজির সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার মেষলোম, ত্রিফলা, (হরীতকী আমলকী বহেড়া) বেড়েলা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), এই সকল দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিলে পারদের সপ্ত প্রকার দোষ বিদূরিত হইয়া যায় এবং ইহাতে পারদের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্যমতে পারদের শুদ্ধির বিধান।

এক দিবস ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এক দিবস চিতার ক্বাথে মর্দ্দন করিবে, পরে এক দিবস কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিলে পারদের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

রসুণের রসে পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিবে পরে পানের রসে মর্দ্দন করিলে পুনর্ব্বার সপ্তপ্রকার দোষ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ পারদই ঔষধে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধপারদ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে।

তিনভাগ পারদ এবং একভাগ তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিতে করিতে পিণ্ডাকার করিবে। পরে ঐ পারদপিণ্ড একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়ীর উপরিভাগে অপর একটি হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখে স্থাপন করিবে এবং উভয় পাত্রের সন্ধিস্থান মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। পরে উপরিস্থিত পাত্রে জল দিয়া নিম্নস্থ পাত্রে তাম্রসহ বঙ্গাদি দোষ সকল পতিত থাকিবে এবং উপরিস্থ হাঁড়ীর তলাতে সপ্তদোষ বর্জ্জিত পারদ সংলগ্ন হইবে। ইহাতে পারদের সকল প্রকার দোষ বিনষ্ট হইয়া পারদ বিশুদ্ধ হয়। সুদক্ষ চিকিৎসক ঐ পারদ গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবেন। ইহার নাম পারদের অধঃপাতন। মতান্তরে ইহাকে বিদ্যাধর চন্দ্র বলে।

অধঃপাতন ক্রিয়ার বিবরণ। লিখিত হইতেছে।

লাউ গন্ধক ও জম্বীরের রস পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক দিবস মর্দ্দন করতঃ পিণ্ডা-

কার করিবে। পরে শূকশিম্বী শজিনা, অপামার্গ লবণ ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে।

অনন্তরঐ পিণ্ডদ্বারা একটী হাঁড়ির মধ্যভাগ লেপন করিয়া এই হাঁড়ীটী অপর একটী হাড়ীর উপরি অধোমুখে স্থাপন করিবে এবং নিম্ন পাত্রেতে জল দিয়া উভয় হাঁড়ির সন্ধিস্থান মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া এই যন্ত্রটী গর্ত্তমধ্যে রাখিবে,পরে উহার উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া পুট পাক করিবে। এই প্রকার করিলে পারদ অধোগত জলে পতিত হয়। ইহাতে পারদের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া পরিশুদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়াতে পারদের অধঃপাতন কহে।

পারদ শোধনার্থ তির্য্যক্ পাতন প্রণালী কথিত হইতেছে।

একটী ঘটের মধ্যে পারদ রাখিয়া অপর ঘটে জল রাখিবে। পরে উভয় ঘট তির্য্যক্ ভাবে একত্র করিয়া তাহাদিগের সন্ধিভাগ দৃঢ়-রূপে বদ্ধ করিবে। অনন্তর পারদ পূর্ণ ঘটের নিম্নে জল দিবে। ইহাতে পারদ তির্য্যক্‌ভাবে জল মধ্যে পতিত হয়। এই প্রকার করিলে পারদের সপ্তদোষ বিনষ্ট হইয়া পারদ পরিশুদ্ধ হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকে সিদ্ধনাগার্জ্জুন প্রভৃতি মুনিগণ তির্য্যক্ পাতন বলেন।

পারদে সীস ও বঙ্গ মিশ্রিত থাকে, অতএব উক্ত ত্রিবিধ পাতন দ্বারা পারদের দোষ নিবা-রিত করিতে হয়। কিন্তু তিন প্রকার প্রক্রি-য়াতে পারদ ষণ্ড দোষ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই ষণ্ডত্ব দোষ নিবারণার্থ পারদের শোধন আব-শ্যক। এইক্ষণে পারদের শোধন প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে। নারিকেল পাত্রে অথবা কাচ পাত্রে পারদ রাখিয়া তাহাতে জল প্রদান পূর্ব্বক পারদকে জলমগ্ন করিবে। পরে ঐ নারিকেল পাত্র গজদন্ত পরিমিত গর্ত্তে তিন দিবস পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে পারদের ষণ্ডত্ব দোষ বিনাশ পায়।

অথবা হিঙ্গুল হইতে পারদ গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। হিঙ্গুলস্থ পারদে কোন প্রকার দোষ নাই। অতএব হিঙ্গুল হইতে পারদ গ্রহণের প্রণালী লিখিত হইতেছে। জম্বীর ও কাগজি লেবুর রসে একদিন হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে। এই প্রকার করিলে পারদে নাগ বঙ্গাদি কোন কোন প্রকার দোষ থাকেনা। এবং উক্ত বিশুদ্ধ পারদই রস কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। অষ্টকর্ম্ম ব্যতীত উক্তরূপ পারদ সর্ব্বপ্রকার রস কার্য্যে প্রশস্ত।

পারদের অষ্টকর্ম্ম।

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, পাতন শোধন নিয়া মন ও দীপন। এই সকল ধর্ম্মকে পার-দের অষ্টকর্ম্ম বলে। এই অষ্টকর্ম্ম দ্বারা পারদ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মতান্তরে হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ প্রণালী।

হিঙ্গুল তণ্ডুলের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে লইয়া জম্বীরের রসে ভাবনা দিবে। পরে আমরুলীর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া জম্বীরের রসে ও আমরুলীর রসে নিমগ্ন করতঃ একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর নূতন একটি শরার নিম্নভাগ খড়িদ্বারা লেপন করিয়া ঐ শরা সেই হাঁড়ীর মুখে উত্তানভাবে স্থাপন করিবে এবং সন্ধিস্থান লেপন করিয়া হাড়ীর নিম্নে অগ্নির জাল দিবে। আর উপরিস্থিত শরার মধ্যে শীতল জল দিতে হইবে। ঐ জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলেই সেই জল পরিত্যাগ করিয়া পুন-র্ব্বার শীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে ত্রিশবার জল পরিবর্ত্তন করিলেই পারদ উত্থিত হইয়া শরার নিম্নস্থ খড়িতে সংলগ্ন হইবে পরে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া নির্ম্মল পারদ গ্রহণ করিবে। এই প্রকার করিলে পারদ সীসকাদি দোষ নির্ম্মূল হইয়া পরিশুদ্ধ ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হয়।

মতান্তরে পারদাকর্ষণ।

পালিতামাদারের রসে হিঙ্গুল এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার জম্বীরের রসে একপ্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে উর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে কোন প্রকার শোধন ব্যতিরেকেও পারদ সীসকাদি সপ্তদোষ বর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকার পারদই সর্ব্বপ্রকার রসকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। এইরূপে হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ করিবে।

পারদের মূর্চ্ছন বিধি।

পারদ গন্ধকের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলের ন্যায় করিবে ইহাতে পারদের গাঢ়তা ও চাঞ্চল্যাদি দোষ বিদূরিত হইলে তাহাকে মূর্চ্ছিত পারদ বলে। এইরূপ পারদ অনুপানা দিতে প্রয়োগ করিলে অনেক প্রকার রোগ বিনষ্ট করিতে পারে।

পারদের মারণ বিধি।

পারদ ২পল, গন্ধক একপল একত্র ঘৃতকুমারী রসে তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে এক-দিবস পুটপাক দিলে পারদের মারণ কার্য্য হয়। এবং পানের রসের সহিত কর্কটীকান্দ মূষাতে এক দিবস গজপুটে পাক করিলে পারদ মৃত হয়। এই প্রকার মৃতপাক যোগবাহী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

অন্যমতে পারদ ভস্ম বিধান।

শ্বেত আকোড়ের মূলের রসে তিন দিবস পারদ মর্দ্দন করিয়া অন্ধ মূষাযন্ত্র পুটপাকে দগ্ধ করিলে পারদ ভস্ম হয়। অন্ধমূষাযন্ত্র যন্ত্রপ্রক-রণে কথিত আছে।

প্রকারান্তরে পারদ মারণ প্রণালী।

ঘোষা, মুড়মুড়ে, কাঁচা তেঁতুল এবং পুনর্ণবা ইহাদিগের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক প্রদান করিলে নিশ্চয় পারদ মৃত হয়।

পারদ একপল, গন্ধক তিন পল এবং সীস একমাষা এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া একটী বোতলের মধ্যে রাখিবে এবং মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা সেই বোতল বেষ্টন করিয়া চূর্ণ ও খড়িদ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ বোতল একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়ীটী বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। অনন্তর তিন দিবস সেই হাঁড়ীতে অগ্নি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাক করিবে। এই প্রকার করিলে পারদ কন্দুক পুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণ হইবে। এইরূপ হইলে সেই পারদ ভস্ম হইয়াছে নিশ্চয় করিবে এই পারদ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে। এই পারদ ভস্ম তিন রতি লইয়া অনুপানের সহিত সেবন করিলে সেই ব্যক্তি জরামরণ বিহীন হইতে পারে এবং সকল প্রকার রোগেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ইহার নাম রসসিন্দূর।

পারদ একপল ও গন্ধক একপল গ্রহণ করিয়া যথা বিধানে কজ্জলী করিবে, পরে বটাঙ্কুরে ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া এই কজ্জলী একটী বোতলের মধ্যে রাখিয়া সেই বোতলকে মৃত্তিকা লিপ্ত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, অনন্তর বোতলটী একটী হাড়ীর মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়িটী বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। সেই হাঁড়িতে চারি প্রহর অগ্নি জ্বাল দিলে তরুণ আদিত্যের ন্যায় অরুণবর্ণ রসসিন্দূর উৎপন্ন হয়। ইহা অনুপান বিশেষের সহিত সর্ব্বপ্রকার রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ গুণ দায়ক হয়।

মতান্তরে রসসিন্দূরোৎপাদন প্রণালী লিখিত হইতেছে।

পারদ, গন্ধক, নিসাদল, ধুম্রসার এবং স্ফটিক এই দ্রব্য সকল তুল্য পরিমাণে লইয়া লেবুররসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া বোতলের মধ্যে পুরিবে এবং পাষাণ খড়দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া সন্ধিস্থান লেপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা লিপ্ত বস্ত্রদ্বারা বোতল বেষ্টন করিবে। পরে সচ্ছিদ্র মৃণ্ময়

পাত্রে ঐ বোতল স্থাপন করিয় । সেই বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে। অনন্তর প্রথমে মৃদু সন্তাপে পরে মধ্য সন্তাপে এবং অন্তে খর সন্তাপে দ্বাদশ প্রহর পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে নামাইয়া বোতলের গলদেশে সংলগ্ন স্ফটিকাভগন্ধক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধঃস্থিত রসসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। স্ফটিকাভগন্ধকের অধঃসংলগ্ন রসসিন্দূর গ্রহণ করিবে, কিন্তু বোতলের অধঃস্থিত রসসিন্দূর গ্রহণ করিবে না।

ভিন্ন প্রকারে পারদ ভস্মের প্রকরণ কথিত হইতেছে।

সোহাগা, মধু, লাক্ষা, মেষলোম, শেতগুঞ্জা এবং ভৃঙ্গরাজের রস। এই সকল দ্রব্যের এক দিবস মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রসসিন্দূর বিধানে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সেই পারদ কর্পূর সদৃশ হয়, ইহার নাম রস কর্পূর।

ধূলি ও সৈন্ধবের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া তাহাকে বিমল করিবে। পরে এই বিমলাকৃত পারদ মনসা সিজের রসে পরস্পর মর্দ্দন করিয়া তাহা লৌহ পাত্র মধ্যে স্থাপন করিবে এবং খড়কাদ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া লবণ পূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে সেই লৌহ পাত্র রাখিয়া এক দিবস প্রখর অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। এইরূপ করিলে সেই লৌহ পাত্রের উপরিস্থিত পারদ কুন্দপুষ্প অথবা চন্দ্রসদৃশ ধবল বর্ণও ভস্মীভূত হয়। সেই ভস্ম গ্রহণ করিয়া বল্লদ্বয় (ছয় কুচ) পরিমাণে লবঙ্গের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে দুই প্রহর মধ্যে ঊর্দ্ধ বিরেচন হইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বারম্বার শীতল জল পান করিবে এক বৎসর এই ঔষধ সেবন করিলে বিষদোষ বিনষ্ট হয় এবং ষণ্মাস পর্য্যন্ত এক মাষা পরিমাণ সেবনে শৈলোখ গরল বিনাশ পায়। ইহার নাম সুধানিধি রস। রসমঞ্জরী-কার ইহাকে রস কর্পূর এবং চন্দ্রিকাকার শ্বেত ভস্ম বলিয়া থাকে।

সম পরিমাণে পারদ ও গন্ধক লইয়া হাতি শুঁড়ার রসে ভূমি আমলকীর রসে সপ্তদিন মর্দ্দন করিয়া উহা মূষা মধ্যে রাখিবে। পরে একটী হাঁড়ির মধ্যে বালুকাপূর্ণ করিয়া সেই মূষা ঐ বালুকার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে এক দিবারাত্র পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সেই পারদ পীতবর্ণ হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই পীত ভস্ম এক রতি পরিমাণে লইয়া পানের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, শরীর বলবান হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং উদরাময় ও জ্বর বিনাশ পায় ইহার নাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। চন্দ্রিকাকার ইহাকে পীত বস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেবন করিলে জ্বর বিনাশ হয়। মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়। হৃদয়ের উৎসাহ বাড়ে সেবন মাত্র অঙ্গভঙ্গি দোষ নাশ পায়। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস হইতে কোন প্রকার রস প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ নহে।

ধান্তাভ্র ও পারদ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া রসমারক দ্রব্যের রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। পরে উহার সহিত সেই রসমারক দ্রব্যের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র খণ্ড লেপন করিবে। অনন্তর সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এরণ্ড তৈলে সিক্ত করতঃ জ্বালাইয়া দিবে, এবং প্রজ্জলিত বর্ত্তির অধোভাগ ঘৃতপূর্ণ ভাণ্ডে রাখিবে। এই প্রকার করিলে সেই ঘৃতপূর্ণ ভাণ্ডে যে পারদ পতিত হইবে। তাহা লইয়া রস নিরামক দ্রব্যের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া কন্দুকাখ্য চান্দ্রপাতন করিবে। এইরূপে মৃত পারদ ঔষধে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ মৃতপারদকে কৃষ্ণভস্ম বলে।

পারদভস্ম চারি প্রকার যথা,—শ্বেত, পীত, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ। উক্ত চতুর্ব্বিধ পারদ ভস্ম গুণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা জানিবে অর্থাৎ শ্বেত ভস্ম হইতে পীত ভস্মের, পীতভস্ম হইতে

রক্তভস্মের এবং রক্তভস্ম হইতে কৃষ্ণভস্মের গুণাধিক জানিতে হইবে।

মুষাকরণ পদ্ধতি কথিত হইতেছে।

অর্দ্ধদগ্ধ তুষ দুই ভাগ এবং বল্মীক মৃত্তিকার লৌহের মল, (মণ্ডূর) শ্বেত পাষাণ ও নরকেশ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া এক প্রহর পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করতঃ মুষা প্রস্তত করিবে। পরে ঐ মুষা শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা লেপন করিয়া সিদ্ধ করিবে। ইহাকে বজ্রমুষা বলে। এই মুষা পারদের মারণাদি কার্য্য সাধন করে।

নিয়ামকগণ।

গন্ধরাস্না, বনকাঁকুড়, ক্ষীরীশবৃক্ষ, কাঁচা তেঁতুল, শতমূলী, ডানকুনি বৃক্ষ, শরপুঙ্খা, পুনর্ণবা, থুলকুড়ী ব্রাহ্মীশাক, ব্রহ্মদন্তী, যতীপুষ্প, অনন্তমূল, কাউয়াটেঙ্গা গাছ, গুড়কষাই, বেড়েলা, অপরাজিতা, ঝিন্টি, রক্তোৎপল, পীত বেড়েলা, বেড়েলা গোরক্ষচাকুল্যা, মুরগালতা, বনএলাইচ, (চাকুন্দিয়া গাছ) করঞ্জা, ডহরকরঞ্জা, আকনাদী, ভূম্যামলকী, নীলীবৃক্ষ, ঘোষা, পদ্মচারিণী, ঘণ্টাপারুলী, গোক্ষুর, গোজিয়া লতা, তালমাখন, কুলিয়াখাড়া, পলাশ ইন্দুরকানী লতা, শ্বেতবচ, কৃষ্ণতেউড়ী, মেষশৃঙ্গী, কৃষ্ণা তুলসী, কণ্টিকারী ও শ্বেত অপরাজিতা পুষ্প, মূল পুষ্প ও পত্র সমন্বিত এই সকল দ্রব্য রসের নাম নিয়ামক।

রসমারক দ্রব্য কথিত হইতেছে।

মুথা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিক্তলাউ, দন্তী, জাতিপুষ্প, রাস্না, শরপুঙ্খা, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী (বৃক্ষ বিশেষ), ওল, কুচিলা, হাকুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোৎপল, বালা, পিপ্পলী, মিসিন্দা, বন এলাইচ, বিলনাঙ্গলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজী, পাটমাষাই, গুড়কামাই, শ্বেত আকন্দ, অপরাজিতা, কাউয়াঠেঙ্গা গাছ, পীত বেড়েলা, শুঠ, ঘোষা, জয়ন্তী, বরাহক্রান্তা, হস্তিশুড়া, রাস্না, কাঁচা তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, শ্বেত পুনর্ণবা, ধুস্তূর, কাকজঙ্ঘা, (কাউয়াঠেঙ্গা গাছ) শতমূলী, ক্ষীরীশ বৃক্ষ, পরগাছা, তিল, থুলকুড়ি, কাছলা, দূর্ব্বা, মুরগা লতা, হরীতকী, তুলসী, গোক্ষুর, ইন্দুরকানী লতা, কাঁকুড়, বনবর্গ লতা, তালমূলী, হিঙ্গু, গুড়চী, শজিনা, অপরাজিতা, জগপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধব, গান্ধাইল, সোমলতা, শ্বেত সর্ষপ, অর্জ্জুন বৃক্ষ, হংসপদী, (বৃক্ষ বিশেষ) তঁইচগাছ, পলাশ, ভেলা, রাখাল শশা, এই সমুদয় দ্রব্যকে রসমারক বলা যায়। এই সমুদায় অথবা অর্দ্ধ কিম্বা অষ্টাদশের অধিক দ্রব্য রসের মারণ, মূর্চ্ছন প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে।

থৈকল, জম্বীর, টাবালেবু, চনক, কাঁজি, নারাঙ্গা, তেঁতুল, তেঁতুল পত্র, কাগজীলেবু, আমরুলী, দাড়িম্ব, ডুম্বুর, বরাঙ্গ, এই সমুদায় দ্রব্যকে অম্লবর্গ বলে।

লবণবর্গ।

করকচ, সৈন্ধব, বিটলবণ, সৌবর্চ্চল, পাংশুলবণ, চুল্লিকা লবণ, এই সমুদায় দ্রব্যকে লবণবর্গ বলা যায়।

মূত্রবর্গ।

হস্তি, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ঘোটক, গো, ছাগ ও মেষ এই সমুদায়ের মূত্রকে মূত্রবর্গ বলিয়া থাকে।

দ্রাবকবর্গ।

গুলঞ্চ, সোহাগা, মধু, ঘৃত ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্যকে দ্রাবক বর্গ বলে।

পিত্তবর্গ।

মৎস্য, গো, অশ্ব, হরিণ ও ময়ূর ইহাদিগের পিত্তকে পিত্তবর্গ কহে।

সাচিক্ষার, সোহাগা ও যবক্ষার ইহাদিগকে ক্ষারবর্গ বলে।

এক্ষণে রস সেবনের ক্রম ও ফল কথিত হইতেছে।

প্রথম দিবস প্রাতঃকালে বিরেচন গ্রহণ করিয়া সেই দিবস উপবাসী থাকিবে। দ্বিতীয় দিবস সুপথ্য সেবন করিয়া তৃতীয় দিবসে পারদ সেবন করিবে। এই প্রকার পারদ সেবন করিলে বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, তেজঃ, কান্তি, বল, রস প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কেবল রসায়ন কার্য্যেই এইরূপে পারদ সেবন করিবে। রোগ নিবারণার্থ পারদ সেবনে বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পারদ সেবন করিবে। যাহার বমন ও বিরেচন অসহ্য, তাহাকে বমন বিরেচন ব্যতিরেকেও পারদ সেবন করাইতে পারেন।

পারদ সেবনের পথ্য লিখিত হইতেছে।

মুগেরযূষ, দুগ্ধ, ঘৃত, শালিধান্যের অন্ন, পুনর্ণবাশাক, বেতোশাক, নাউশাক, যূথিকা, লবণ পিপ্পলী, মুথা ও পদ্মমৃণাল, পারদ সেবনে এই সকল পথ্য বলিয়া জানিবে। পারদ সেবনে কোন অনুপানের নিয়ম নাই, রোগাদি বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে।

কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কুরচি, করলা, কুসুম্ভ, কাকরোল, কলমী ও কাকমাচি কাকরাদি নামক এই অষ্ট দ্রব্য পারদসেবী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে।

পারদসেবীর অপথ্য।

কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কুরচি, করলা, কুসুম্ভ, কাকরোল, কলমী ও কাকমঠী কাকমাচী নামক এই অষ্ট দ্রব্য পারদসেবী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে।

উপরস শোধন বিধি লিখিত হইতেছে।

গন্ধক, হীরক, বৈক্রান্ত, বজ্রাভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, খর্পর, তুতিয়া, বিমল, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, কান্তপাষাণ, কড়ি, রসাঞ্জন, হিঙ্গুল, গৈরিক, শঙ্খ, ভূনাগ, সোহাগা, ও শিলাজতু, এই সমুদায় দ্রব্যকে উপরস কহে। যথা উক্ত দ্রব্য সমূহের শোধন ও মারণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত উপরস সমূহের মধ্যে প্রথমতঃ গন্ধকের উৎপত্তি ও শোধন কথিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে শ্বেতদ্বীপে দেবী ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার রজঃপাত হইয়াছিল, অনন্তর তিনি ক্ষীর সাগরে স্নান করিয়া রজযুক্ত বস্ত্র সেই জলে ধৌত করিলেন, তাহাতেই গন্ধ সমন্বিত গন্ধক উৎপন্ন হইয়াছিল।

গন্ধক চতুর্ব্বিধ; রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ গন্ধক স্বর্ণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে, পীতবর্ণ গন্ধক রসায়ন কার্য্যে ব্যবহার করিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু উহা দুর্ল্লভ।

গন্ধক শোধন না করিয়া সেবন করিলে, শরীরের তাপ, কুষ্ঠ, ভ্রমি ও পিত্তবিকার উৎপাদন করে এবং বল, বীর্য্য ও সুখনাশ করে; অতএব গন্ধক বিশোধন করিয়া সেবন করিবে ও ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

গন্ধক গন্ধপাষাণ, শুক পুচ্ছ, সুগন্ধিক, সৌগন্ধ, শুম্বরিপু, পামারি ও নবনীত এই সকল শব্দ গন্ধক বাচক, এই নামেতেই ঔষধ গ্রন্থে গন্ধক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গন্ধকশোধন কথিত হইতেছে।

কোন ভাণ্ডে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ রাখিয়া সেই ভাণ্ডের মুখ ঘৃতাক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সেই বস্ত্রের উপরি গন্ধক রাখিবে, অনন্তর একটী, শরা দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া উভয়ের সন্ধিস্থানে লেপন করিয়া দিবে পরে ঐ ভাণ্ড ভূগর্ভ মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর অল্প অল্প অগ্নি সন্তাপ প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে সেই বস্ত্রোপরিস্থিত গন্ধক, দ্রবীভূত হইয়া নিম্নস্থ দুগ্ধ মধ্যে পতিত হইবে।

পরে সেই গন্ধক গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে উক্ত রূপে গন্ধককে বিশুদ্ধ গন্ধক বলিয়া থাকে।

মতান্তরে গন্ধকশুদ্ধি।

কেহ কেহ বলেন, লৌহপাত্রে ঘৃত রাখিয়া ঐ পাত্রে অগ্নি সন্তাপ রাখিবে। অনন্তর ঐ ঘৃত পরিতপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এইরূপ করিলে যখন লৌহ পাত্রস্থ গন্ধক গলিয়া জলবৎ তরল হইবে তখন একটী দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের মুখ ঘৃতাক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি সেই বিগলিত গন্ধক ঢালিয়া দিবে, এইরূপ করিলে সেই বস্ত্রছিদ্র দিয়া গলিত গন্ধক দুগ্ধ মধ্যে পতিত হইবে, শীতল হইলে উহা উঠাইয়া লইবে। এইরূপে গন্ধকের শোধন করিবা ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ গন্ধক কুষ্ঠ মৃত্যু ও জ্বরাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ হরণ করে। গন্ধক সেবন করিলে ঔদরিক অগ্নির বৃদ্ধি হয় শরীর উষ্ণ থাকে এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

গন্ধকের অন্যান্যগুণ কথিত হইতেছে।

গন্ধক অতিশয় রসায়ন সুমধুর পাকে কটু ও উষ্ণ গুণান্বিত, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ নিবারক, অগ্নিসন্দীপক, পাচক, আমশোধক, আম নিবারক, বিষঘ্ন, পুত্রপ্রদ, ইন্দ্রিয় শক্তিপ্রদ এবং বলবীর্য্যকারক। বিশুদ্ধ গন্ধক স্বর্ণ হইতেও অধিক কান্তিপ্রদ! ইহা সেবনে সবিশেষ উপকার দর্শে।

হীরক শুদ্ধি কথিত হইতেছে।

হীরক শোধন না করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবেন না, যে হেতু অশুদ্ধ হীরক পার্শ্ববেদনা পাণ্ডু, হৃল্লাস ও দাহ প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে এবং শরীরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, অতএব শোধন করিয়াই হীরক ব্যবহার করিবে।

কণ্টিকারীর মূল মধ্যে হীরক রাখিয়া সপ্তাহ দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর কোদ্রব ও কুলথকলাই, ইহাদিগের ক্বাথে ধৌত করিলে হীরক বিমল ও বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরে হীরক শোধন।

কণ্টিকারীর মূল মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া একদিবস পর্য্যন্ত দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর ঐ হীরক উঠাইয়া তাহাতে অশ্বমূত্র কিম্বা সীজের ক্ষীর সিঞ্চন করিবে, ইহাতে হীরক বিশুদ্ধ হইয়া বিমল হইবে।

হীরক মারণ।

ত্রিবর্ষোৎপন্ন কার্পাস বৃক্ষের মূল বর্ষোৎপন্ন পানের রসের সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে পরে ঐ পিণ্ড মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে সাতবার গজপুটে পাক করিলেই হীরক বিশুদ্ধ ও শোধিত হইয়া থাকে।

মতান্তরে হীরক মারণ প্রণালী।

কাংস্যপাত্রে ভেকের মূত্র রাখিবে এবং হীরক দগ্ধ করিয়া সেই মূত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে একবিংশতিবার দগ্ধ ও ভেকমূত্রে নিক্ষেপ করিলেই হীরক মারিত হয়।

মতান্তরে।

কাংস্যপাত্রে গর্দ্দভমূত্র রাখিয়া তাহাতে দগ্ধ হীরক নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার এক বিংশতিবার দাহন ও খরমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই হীরক হরিতাল পিণ্ড মধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করিবে, যখন সেই হরিতাল পিণ্ড অগ্নিবর্ণ হইবে তখন পূর্ব্ববৎ অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে হীরক ভস্মীভূত হয়, ইহাকেই হীরক ভস্ম বলিয়া থাকে।

হীরক ভস্ম সেবন করিলে শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া আয়ুঃ, সুখ, বল ও রূপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ

পায়। এমন কি হীরকসেবীর নিকটে মৃত্যুও পরাভূত হয়।

বৈক্রান্ত শোধন।

যেরূপ হীরক শুদ্ধি প্রণালী লিখিত হইয়াছে ঐ প্রণালী অনুসারেই বৈক্রান্ত শোধন করিতে হইবে। বিশুদ্ধ বৈক্রান্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, উহা শীতল হইলেই ভস্মীভূত হয়। এইরূপ বৈক্রান্ত হীরকের পরিবর্ত্তে ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন হীরক শুদ্ধির ন্যায় বৈক্রান্তের শোধন করিয়া হীরক ভস্ম বিধি অনুসারে বৈক্রান্ত ভস্ম করিয়া লইবে। অথবা বৈক্রান্ত দগ্ধ করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে একবিংশতিবার অগ্নিদগ্ধ ও অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে পরে উত্তরবারুণী বৃক্ষের পত্র মূল, বাকল, পুষ্প ও ফল এই সমুদায় পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং এই পিণ্ড মধ্যে বৈক্রান্ত নিহিত ও মূষা মধ্যগত করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। যাবৎ বৈক্রান্ত ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহন অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ এবং মূষামধ্যে পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। যখন উহা উত্তমরূপে ভস্মীভূত হইবে, তখন, হীরকের পরিবর্ত্তে ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অভ্রশোধন প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে।

অভ্র গিরিরাজ বীজ, অমল ও আকাশবাচক শব্দ এই সকল অভ্রের নাম। ঔষধ গ্রন্থে উক্ত শব্দ সমূহ দ্বারাই অভ্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভৈষজ্য বিদ্যাকুশল পণ্ডিতগণ কৃষ্ণ, পীত, সিত ও রক্ত এই চারিপ্রকার অভ্রের উল্লেখ করিয়া উহাদিগের নামেরও প্রভেদ করিয়াছেন। কৃষ্ণাভ্রকে বজ্র, পীত অভ্রকে গ্রাহিক, সিত অভ্রকে তারক এবং রক্ত অভ্রকে ভীরুক নামে নির্দ্দেশ করেন। এই চারিপ্রকার অভ্রের মধ্যে রক্তাভ্রই শ্রেষ্ঠ।

বজ্রনামককৃষ্ণাভ্রের লক্ষণ।

কৃষ্ণাভ্র সুপ্রশস্ত, কঠোরাঙ্গ, গুরু, কজ্জল সদৃশ, এই অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোন প্রকার শব্দ হয় না কিম্বা স্ফীত হয় না। এই অভ্র অকারোৎপন্ন, প্রদীপ্ত ও ঘন। কেহ কেহ বলেন পীত প্রভৃতি ত্রিবিধ অভ্র শূলকর, বজ্রাভ্র শূলকর নহে। চতুর্ব্বিধ অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই মহাগুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বদোষাপহারক। বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যবহারে ও বজ্রাভ্রেরই গুণ উক্ত আছে, অতএব এই স্থানেও বজ্রাভ্রের গুণ উল্লেখ করিলেন। কিন্তু পীতাভ্রাদিরও গুণানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

বজ্রাভ্র চারিপ্রকার। পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ এবং বজ্র। পিনাকও অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার দলসমূহ বিভিন্ন হইয়া যায়। অগ্নিদাহন কালে নাগাভ্রের সর্পবৎ ফুৎকার শব্দ হয় এবং দর্দ্দুরাভ্র দগ্ধ করিলে ভেক শব্দের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে। বজ্রাভ্রের কোন শব্দ বা বিকৃতি লক্ষিত হয় না। অতএব এই অভ্রই সর্ব্বপ্রধান। পিনাকাভ্র কুষ্ঠপ্রদ, দর্দ্দুরাভ্র মৃত্যুদায়ী এবং নাগাভ্র ভগন্দর প্রভৃতি নানাপ্রকার দেহগত ব্যাধি সমুৎপাদন করে এবং বজ্রাভ্র বার্দ্ধক্য ব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ করিয়া থাকে, অতএব ভৈষজ্য কুশল বৈদ্য রসায়ন কার্য্যে বজ্রাভ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অশুদ্ধ অভ্র আয়ুঃ হনন করে এবং বায়ু ও কফ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আর অশুদ্ধ অভ্র সেবন করিলে সেই অভ্র সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শরীরের বিনাশ সাধন করে এবং উহাতে অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব কদাচ অশুদ্ধ অভ্র ব্যবহার করিবে না।

অভ্রশোধনার্থ ধান্যাভ্র কথিত হইতেছে

বালুকা রহিত অভ্রের সহিত তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণে শালিধান্য মিশ্রিত করিয়া উহা কম্বল মধ্যগত করিয়া তিন দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ অভ্র কিঞ্চিৎ মৃদু হইলে

উহা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে ইহাতে কম্বল হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অব্‌কা বহির্গত হইয়া পড়ে তাহাই গ্রহণ করিবে। অভ্রের মারণ ও শোধনের নিমিত্ত এইরূপে ধান্যাভ্র কথিত হইয়াছে।

মতান্তরে অভ্রশোধন প্রণালী।

ভস্ত্রাগ্নি মধ্যে অভ্র দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ গোমূত্র দুগ্ধ ও কাঁজিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার শতবার দাহ ও ক্বাথাদিতে নিক্ষেপ করিলেই অভ্র বিশোধিত হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকার অভ্রশোধন।

অভ্র দগ্ধ করিয়া বদরীর ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে পরে উহা শুষ্ক হইলে হস্তে দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিলেই অভ্র বিশোধিত হইয়া যায়। এইরূপ অভ্র ধান্যাভ্র হইতেও উত্তমরূপে বিশোধিত হয়।

মতান্তরে অভ্রশোধন।

বকপুষ্পের রসে অভ্র মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে নিহিত করিবে; পরে উহা গোষ্ঠস্থানে পুতিয়া রাখিবে। এই প্রকারে একমাস রাখিলেই অভ্র বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ বিশুদ্ধ অভ্র রসবৎ কার্য্যকারী হয়।

অভ্র মারণ।

কদলী প্রভৃতির ক্ষার জলে বজ্রাভ্র মর্দ্দন করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে এবং ঘুটের অগ্নিতে পাক করিবে। যাবৎ হাঁড়ীর বহির্ভাগে সিন্দূর বৎ রক্তবর্ণ না হয় তাবৎ জাল দিবে, অনন্তর সেই অভ্র দুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই প্রকার করিলেই অভ্র শোধিত হইয়া থাকে।

মতান্তরে অভ্র মারণ।

মুথার ক্বাথে একদিবস মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার তিনবার মুথার ক্বাথে মর্দ্দন ও তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিবে। অনন্তর উক্তরূপে পুনর্ব্বার ক্বাথে কালকাসন্দার রসে পানের রসে ও আকন্দের দুগ্ধে প্রত্যেক একএক দিবস মর্দ্দন করিয়া প্রত্যেকে তিন তিন বার পুটপাকে দগ্ধ করিবে। অনন্তর উক্তরূপে বটের মূলের ক্বাথে তিনবার মর্দ্দন ও তিনবার পুটপাকে তালমূলীর রসে তিনবার মর্দ্দন ও তিন বার পুটপাক, গোক্ষুরের রসে তিনবার পুটপাক করিয়া কদলী মূলের রসে তিন দিবস ও কুলিয়াখাড়ার রসে তিন দিবস পাক করিয়া পুনর্ব্বার লোধের ক্বাথে তিনবার এবং দুগ্ধ, দধি, ঘৃত মধু ও শর্করা ইহাদিগের প্রত্যেক একএকবার ক্বাথে তিনবার এবং দুগ্ধ, দধি,ঘৃত, মধু ও শর্করা ইহাদিগের প্রত্যেকে একএকবার পুটপাক করিবে। ইহাতে অভ্র মারিত ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

যথা নিয়মে অভ্র সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা যোগবাহী ও কামিনী মদদর্পঘ্ন। যাহাদিগের পুরুষত্বের হানি হইয়াছে, তাহারা ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার পায়। উক্তরূপ অভ্র বর্ণকারক আয়ুষ্কর, শুক্র বৃদ্ধিপ্রদ ও পুত্রকারক।

অভ্র মারকগণ।

নোটে, বৃহতী, পান, পিণ্ডীতগর, পুনর্ণবা, হিঞ্চা, থুলকুড়ি, কটকী, ইন্দুরকানীপানা, মদনফল, আকন্দ ও শতমূলী। এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেকে অথবা একত্র পুটপাকে দগ্ধ করিবে। তাহাতে অভ্র মারিত হয়।

মতান্তরে অভ্রমারণ

বক্ষ্যমাণ রম্ভাদিগণ ও লবণের সহিত অভ্রপেষণ করিয়া চক্রাকার করিবে। পরে ঐ অভ্র রম্ভাদি পত্রের মধ্যগত করিয়া পাথার বাতাসে প্রজ্জলিত কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং সিজ ও আকন্দমূলের রসের সহিত পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এইপ্রকার করিয়া অভ্র ঔষধ প্রয়োগের উপযোগী হয়। এবং উক্ত রূপে মারিত অভ্রই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

প্রকারান্তরে অভ্রমারণ

ধান্যাভ্র এক ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ একত্র পেষণ করিয়া অন্ধমূষা যন্ত্রে রুদ্ধ করতঃ তীব্র অগ্নিতে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। অনন্তর শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার অভ্র মারণ।

আকন্দের দুগ্ধে ধান্যাভ্র একদিবস দৃঢ় রূপে মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করিবে। অনন্তর উহা আকন্দপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্রমাগত সাতবার গজপুটে পাক করিবে। পুনর্ব্বার বটমূলের ক্বাথে তিনবার পুট পাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে নিঃসন্দেহ অভ্র মারিত হয়। এইরূপ মারিত অভ্র সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

প্রকারান্তরে অভ্র মারণ বিধি।

দুগ্ধত্রয়, ঘৃতকুমারী, গাঙ্গরাইল মনুষ্যমূত্র, বটের কুড়ি ও ছাগরক্ত; এই সকল দ্রব্যের সহিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া সাতবার পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে অভ্রভস্মীভূত হইয়া পদ্মরাগের ন্যায় হয়। এইরূপ অভ্রকে নিশ্চন্দ্র করিয়া শুদ্ধদেহে সেবন করিলে রসায়নের কার্য্য করে।

মারিত অভ্র সেবনের গুণ।

নিশ্চন্দ্র রূপে মারিত অভ্র সেবন করিলে রূপ ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, শরীরের দৃঢ়তা সাধিত হয় এবং জরা মৃত্যু ও অন্যান্য রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

হরিতাল শোধন।

হরিতাল, তাল, আল, মাল, শৈলভূষণ, পিঞ্জতক, রোমহরণ, তালক এবং পাত এই সকল শব্দ হরিতাল বাচক। ঔষধ গ্রন্থে এই সকল শব্দের দ্বারা হরিতাল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হরিতাল দ্বিবিধ পটল (পত্রাখ্য, লোকে ইহাকে বংশ পত্র হরিতাল বলে) এবং পিণ্ড। এই উভয়বিধ হরিতালের মধ্যে বংশ পত্র হরিতাল স্বর্ণ বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্র পত্রের ন্যায় পত্রাকার ও গুণাঢ্য। পিণ্ড হরিতাল পিণ্ডাকার পত্র বিহীন, স্বল্প বীর্য্য ও গুরু। এই হরিতাল সেবন করিলে স্ত্রীলোকের রজোরোগ বন্ধ হয়। ইহা অল্প গুণশালী। এই উভয় বিধ হরিতালের মধ্যে বংশ পত্র হরিতালই উৎকৃষ্ট। অতএব উহাই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবন করিলে আয়ুঃ বিনষ্ট হয় এবং কফ, বায়ু, মেহ, তাপ, স্ফোট ও অঙ্গসঙ্কোচ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব হরিতাল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে। কদাচ অশুদ্ধ হরিতাল ঔষধে প্রয়োগ করিবে না।

কুষ্মাণ্ডের রসে, চূর্ণের জলে এবং তৈলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে এক প্রকার দোলা যন্ত্রে পাক করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হয়, এই রূপ হরিতাল দোষাবহ নহে। এই প্রকার হরিতাল বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইবে।

অন্য প্রকার হরিতাল শুদ্ধি।

হরিতাল ক্ষুদ্রাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার সহিত দশমাংশ পরিমাণে সোহাগা মিশ্রিত করতঃ জম্বীরের রসে ধৌত করিবে, পুনর্ব্বার কাঁজিতে প্রক্ষালন করিতে হইবে। অনন্তর চতুর্গুণ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া দোলা যন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। অনন্তর সেই হরিতাল চূর্ণ করিয়া কাঁজিতে কুষ্মাণ্ডের রসে অথবা শিমূলের ক্বাথে এক দিবস সিদ্ধ করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরে হরিতাল শোধন।

হরিতাল বস্ত্রখণ্ডে পুট্‌লি বদ্ধ করিয়া চূর্ণ মিশ্রিত কাঁজিতে দোলা যন্ত্রে এক প্রহর পাক করিবে। পরে কুষ্মাণ্ড রসে এবং তিল তৈলে ক্রমশঃ এক এক প্রহর দোলা যন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর ত্রিফলার ক্বাথে এক দিবস ঐরূপ দোলা যন্ত্রে পাক করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

হরিতাল মারণ প্রণালী।

বিশুদ্ধ হরিতাল সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া চূণের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে অপামার্গের মূলের ক্ষার জলে মর্দ্দন করিয়া সেই পিষ্ট হরিতালের উর্দ্ধ ও অধোভাগে যবক্ষার চূর্ণ প্রদান করিবে। অনন্তর উহা একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া ঐ হাঁড়ীটিকে শরা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং কুষ্মাণ্ড দ্বারা সেই হাঁড়ীটি পরিপূর্ণ করিয়া মুখ-বন্ধ করিয়া দিবে। পরে চারি প্রহর পাক করিলে হরিতাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া উপরিস্থ শরাতে লগ্ন হইবে। এই হরিতাল চূর্ণ গ্রহণ করিয়া কুষ্ঠাদি রোগে প্রয়োগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিশুদ্ধ ও মারিত হরিতাল কটু, স্নিগ্ধ ও কষায় রস যুক্ত এবং বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর প্রভৃতি রোগ হরণ করে। এই হরিতাল জরামৃত্যু নিবারণ করে, দেহ শোধন করে এবং দেহের কান্তি, বল বীর্য্য বর্দ্ধন করে।

মতান্তরে হরিতাল মারণ।

বিশুদ্ধ হরিতাল আমরুলীর রসে কাগজি-লেবুর রসে ও চূণের জলে প্রত্যেক দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর ঐ হরিতাল তাহার দ্বিগুণ পরিমিত শিমূলের ক্ষার মধ্যে নিহিত করিয়া কচ্চী যন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই যন্ত্র বালুকা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সেই বালুকামধ্যে উক্ত হরিতাল রাখিয়া দ্বাদশ প্রহর পাক করিবে। অনন্তর উহা শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই প্রকার করিলেই হরিতাল মারিত হয়, উক্ত রূপ মারিত হরি-তাল চূর্ণ এক রতি প্রমাণ কুষ্ঠ ও শ্লীপদ রোগে প্রয়োগ করিলে ঐ সকল রোগের শান্তি হয়।

রসমাণিক্য প্রস্তুত প্রণালী।

বংশ পত্রাখ্য হরিতাল কুষ্মাণ্ড রসে সপ্তবার কিম্বা তিন বার ভাবনা দিয়া পরে দধি দ্বারা ও কাঁজি দ্বারা ঐরূপে ভাবনা দিবে। এই রূপে হরিতাল শোধন করিয়া তণ্ডুলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ করিবে। অনন্তর পাক ক্রিয়াকুশল ভিষক্ একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অপর একটী শরার দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে বদরী পত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ উভয় শরার সন্ধিস্থান বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ শরা একটী হাঁড়ীর নিম্নে রাখিয়া সেই হাঁড়ীটী বালুকা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ঐ হাঁড়ীর নিম্নে অগ্নি দ্বারা জ্বাল দিবে। যাবৎ সেই হাঁড়ীর নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হইবে, তাবৎ জ্বাল দিতে থাকিবে, হাঁড়ী আরক্তবর্ণ হইলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ঐ শরার মধ্যে মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল রসমাণিক্য প্রস্তুত হইবে, এই রস-মাণিক্য দুই রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া দেব দেব মহাদেবকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি পায়। বাত রক্ত রোগে রোগী স্ফুটিত ও গলিত হইলেও এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, এবং ইহা সেবন করিলে ভগন্দর নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, বিচর্চ্চিকা, নাসিকা ও মুখসম্ভূত বিবিধ রোগ, দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত, পুণ্ডরীক নামক চর্ম্ম রোগ, বিস্ফোট ও মণ্ডল (ক্ষুদ্র রোগ) এই সকল রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মনঃশিলা শোধন প্রণালী।

মনঃশিলা, নৈপালী, শিলা, নাগজিহ্বা, মনোহরা, কুনটী, গোনী, করঞ্জী ও করবী-রিকা এই সকল শব্দ মনঃশিলাবাচক। ঔষধ গ্রন্থে এই সকল শব্দই মনঃশিলায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনোহরা নামক মনঃশিলা জবাপুষ্পের ন্যায় রক্ত বর্ণ। এই প্রকার মনঃশিলাই সর্ব্ব-কার্য্যে প্রশস্ত। মনঃশিলা হরিতালের ভেদ মাত্র, হরিতাল হইতে ইহার বিশেষ এই যে, হরিতাল পীতবর্ণ এবং মনঃশিলা রক্তবর্ণ। অশুদ্ধ মনঃশিলা সেবন করিলে বলহানি ও

মল রোধ হয় এবং শর্করা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত মনঃশিলা শোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে. মতান্তরে উক্ত আছে যে অশুদ্ধ মনঃশিলা মূত্র কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মল দৃষ্টি এই সকল রোগ উৎপাদন করে। বিশুদ্ধ মনঃশিলা সর্ব্ব রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

জয়ন্তীপত্রের রসে অথবা ভৃঙ্গ রাজ রসে কিম্বা রক্ত বক পুষ্পের রসের সহিত এক দিবস দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিলে মনঃশিলা শুদ্ধ হয়। অথবা ছাগমূত্রে এক প্রহর পাক করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিবে। এই প্রকার বিশুদ্ধ মনঃশিলা সর্ব্ব রোগে প্রয়োগ করিবে।

প্রকারান্তর মনঃশিলা শোধন।

টাবালেবুর রস দ্বারা মনঃশিলা পেষণ করিয়া জয়ন্তী পত্রের রসে কিম্বা আদার রসে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে দোলা যন্ত্রে একদিন পাক করিবে। এই প্রকার করিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

শোধিত মনঃশিলা কটু রস, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কফঘ্ন, লেখন ও বিরেচক। এই মনঃশিলা সেবন করিলে ভূতাবেশ, কাস ও শ্বাস নিবারণ হইয়া থাকে।

খর্পর শোধন।

রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ পুষ্পের রসে খর্পর পেষণ করিয়া নরমূত্রে, গোমূত্রে ও সৈন্ধবযুক্ত যবক্ষারকে সপ্তাহ অথবা তিন দিবস ভাবনা দিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরে।

খর্পর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কাগজি লেবুর রসে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে সাতবার দগ্ধ ও সাতবার কাগজিলেবুর রসে নিক্ষেপ করিলে খর্পরের অভ্যন্তরগত মল বিনষ্ট হইয়া খর্পর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

খর্পর মারণ।

খর্পর চূর্ণ করিয়া সমানাংশ পরিমিত পারদের সহিত বালুকা যন্ত্রে এক দিবস পাক করিলে খর্পর ভস্মীভূত হয়। এই রূপে মারিত খর্পর নেত্র রোগ বিনাশক, ক্লেদজনক, ক্ষয় রোগ বিনাশক এবং গুরু।

তুত্থক (তুঁতে) শোধন ও মারণ প্রণালী।

তুত্থক, শিখিগ্রীব, হেমসার ও মধুরক এই সকল শব্দ তুত্থবাচক। ঔষধ গ্রন্থে উক্ত তুত্থকাদি শব্দে তুঁতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিড়াল বিষ্ঠা ও কপোত বিষ্ঠার সহিত তুঁতে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে দশমাংশ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। পরে পুনরায় চতুর্থাংশ পরিমাণে সৈন্ধব ও মধুর সহিত পুটপাক করিয়া তুঁতে বিশুদ্ধ করিবে।

অন্য মতে তুত্থক শুদ্ধি।

সমপরিমাণে বিড়ালের বিষ্ঠার সহিত তুঁতে মর্দ্দন করিয়া চতুর্থাংশ পরিমাণে মধু এবং সোহাগা মিশ্রিত করতঃ তিনবার পুট পাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে তুঁতে বিশুদ্ধ হয় এবং তাহার স্বাভাবিক বমন কারকত্ব দোষ ও ভ্রান্তিকারকত্ব শক্তি নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে তুত্থক শোধন।

তুঁতের সহিত তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণে গন্ধক মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধযাম অর্থাৎ চারিদণ্ড পর্য্যন্ত পাক করিবে। যাবৎ তুত্থকের বমন কারকত্ব ও ভ্রান্তিকারকত্ব শক্তি বিনষ্ট না হয়, তাবৎ পাক করিয়া পাক শেষ করিবে। এই রূপে মারিত তুঁতে ঔষধে প্রয়োগ করিবে। মারিত তুঁতে কটুরস, ক্ষার ও কষায় স্বাদযুক্ত বিশদ, লঘু, লেখনকর, বিরেচক, চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকর এবং কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষনাশক।

বিমল শুদ্ধি।

বিমল মাপিক ওলের মধ্যগত করিয়া গোমূত্র কাজি, তৈল, গোদুগ্ধ, কদলী রস, কুলত্থের ক্বাথ ও কোদ্রবের ক্বাথ এই সকলের প্রত্যেক দ্বারা দোলাযন্ত্রে যথা বিধি স্বেদ প্রদান অর্থাৎ পাক করিবে। পরে ক্ষারবর্গ, অম্লবর্গ, লবণ পঞ্চক, তৈল ও ঘৃত ইহাদিগের সহিত তিনবার পুটপাকে প্রদান করিবে। ইহাতে বিমল ও মাক্ষিক পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্য প্রকার বিমল শুদ্ধি।

বিমল জম্বীরের রসে সিদ্ধ করিয়া মেষশৃঙ্গীর রসে অথবা কদলী রসে একদিন পর্য্যন্ত দোলা-যন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ করিলেই বিমল শুদ্ধি হয়।

মাক্ষিক শোধন।

মাক্ষিক দ্বিবিধ।—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্য মাক্ষিক। রৌপ্য মাক্ষিক বিমল নামে বিখ্যাত তাহার শোধন প্রণালী ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই স্বর্ণ মাক্ষিকের নাম, শুদ্ধি, ও গুণাগুণ কথিত হইতেছে। মাক্ষিক, ধাতু-মাক্ষিক, তপ্ত, তাপীসমুদ্ভব, গরুড় পক্ষী ও বৃহদ্বর্ণ এই সকল শব্দই স্বর্ণমাক্ষিকবাচক। ঔষধ গ্রন্থে এই সকল শব্দই গ্রন্থকর্ত্তারা প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত মাক্ষিকদ্বয়ের বর্ণ ও গুণা-গুণ সমুদায়ই বিভিন্ন।

এইক্ষণে স্বর্ণমাক্ষিকের লক্ষণাদি কথিত হইতেছে। যে মাক্ষিক ভাঙ্গিলে স্বুবর্ণের ন্যায় আভা দেখা যায় এবং বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃহদ্বর্ণ স্বর্ণমাক্ষিক নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মাক্ষিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ঔষধে প্রযোজ্য।

অশুদ্ধ মাক্ষিক সেবনের দোষ।

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন না করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি, বলহানি, ব্রণ, বিষ্টম্ভ, গাত্রবেদনা, এইসকল রোগ উৎপন্ন হয়। এমন কি অশুদ্ধ মাক্ষিক মনুষ্যের মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্তও করিতে পারে।

স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্রের পুটলি বান্ধিয়া শাচি শাক ও ক্ষুদেনটের কাথে দোলা-যন্ত্রে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে বস্ত্রের ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাক্ষিক অধোভাগে পতিত হইবে; ইহাই বিশুদ্ধ মাক্ষিক। এই প্রকার মাক্ষিকই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

মতান্তরে মাক্ষিক শোধন।

স্বর্ণমাক্ষিক তিনভাগ, সৈন্ধব একভাগ এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া টাবালেবু কিম্বা জামীরের রসের সহিত পাক করিবে। পাক সমাপ্ত পর্য্যন্ত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে যখন সেই পাত্রের গলদেশ লোহিত বর্ণ হইবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। এই প্রকার করিলে স্বর্ণমাক্ষিক শুদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্যমতে মাক্ষিক শোধন।

স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাহার চতুর্থাংশ শোধিত চুর্ম্বিগন্ধক মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে তাহাতে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্রাকার করিবে। অনন্তর উহা একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অন্য একটী শরার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। যখন ঐ মাক্ষিক সিন্দূর বর্ণ ও ভস্মীভূত হইবে, তখনই তাহা শুদ্ধ হইল ইহা নিশ্চয় করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

বিশুদ্ধ মাক্ষিক তিক্ত ও মধুর রস যুক্ত এবং প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নিবারক, কফ ও পিত্ত হারক, বলপ্রদ, যোগবাহী এবং রসায়ন। অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে, মাক্ষিক উপ-ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ হইতে ইহার গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ন্যূন। সুবর্ণের পরিবর্ত্তে এই স্বর্ণ-মাক্ষিক প্রয়োগ করা যায়।

কাশীশ অর্থাৎ হীরাকস শোধন প্রণালী।

কাশীশ, ধাতুকাশীশ, খেচর ও দন্তরঞ্জন এই সকল নামে হীরাকস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাশীশ দ্বিবিধ, ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ। ধাতুকাশীশ হরিদ্বর্ণ ও লোহিতবর্ণ এবং পুষ্পকাশীশ শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। ভৃঙ্গরাজ রসে হীরাকস একবার সিদ্ধ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ হীরাকস নির্ম্মল, স্নিগ্ধ এবং মানসিক রোগ ও চক্ষুরোগ বিনাশক, অপস্মার রোগের উপশম কারক, পিত্ত নাশক এবং পারদের ন্যায় গুণশালী।

রাজপট্ট শোধন।

রাজপট্ট, মহাপট্ট, শিখিগ্রীব ও বিরাটক, এই সকল রাজপট্ট বাচক। ইহা কান্ত পাষাণের নামান্তর মাত্র। কান্তপাষাণ চূর্ণ করিয়া গব্য ঘৃত ও মহিষীদুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে। অনন্তর সৈন্ধব, যবক্ষার ও সজিনার রস একত্র করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গে এক দিবস ভাবনা দিয়া গব্য ঘৃত ও মহিষী দুগ্ধের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। কান্তপাষাণ শোধনে রসকর্ম্ম করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে কান্তপাষাণ বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকার শোধিত কান্তপাষাণ রসকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি শোধন প্রণালী।

পিত্তলের আভাবিশিষ্ট, পৃষ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত দীর্ঘ বৃত্ত ও সার্দ্ধনিষ্ক পরিমিত বরাটিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; একনিষ্ক পরিমিত বরাটিকা মধ্যম এবং পাদোন নিষ্ক অর্থাৎ এক নিষ্কের এক চতুর্থাংশ হীন পরিমিত বরাটিকা অধমরসবিদ্যাপারদর্শী বৈদ্যগণ বরাটিকার লক্ষণ এই প্রকার নিরূপণ করিয়েছেন। বরাটিকা কাঁজির সহিত এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বরাটিকা সেবন করিলে পরিমাণাদি শূল রোগ বিনষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বরাটিকা কটু, উষ্ণ, তিক্ত, অগ্নিউদ্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফ বাত বিনাশক।

মতান্তরে বরাটিকা শুদ্ধি।

মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে কিয়ৎ পরিমিত স্থান তুষ দ্বারা পূরিত করিবে। অনন্তর মূষামধ্যে বরাটিকা রাখিয়া সেই মূষা ঐ তুষোপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে সেই মূষার উপরি করীষ অর্থাৎ ঘুঁটে রাখিয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবে। এই প্রকার করিলে বরাটিকা ভস্মীভূত হয়, এই বরাটিকা ভস্ম সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিলে রোগ সমূহ বিনাশ পায়।

রসাঞ্জন শোধন প্রণালী।

রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া জম্বীরের রসে একদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার করিলে রসাঞ্জন শোধিত হয়, এই প্রকার শোধিত রসাঞ্জন সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গুল শোধন প্রণালী।

হিঙ্গুল, দরদ, শুকতুণ্ডক, রসগন্ধক সম্ভূত ও দৈত্য রক্তক এই সকল শব্দ হিঙ্গুল বাচক। ঔষধ গ্রন্থে উক্ত শব্দ সমূহ দ্বারা হিঙ্গুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিঙ্গুল তিন প্রকার, চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদক উক্ত তিন প্রকার হিঙ্গুল উত্তরোত্তর অধিক গুণশালী। চর্ম্মার নামক হিঙ্গুল শুক্লবর্ণ, শুকতুণ্ডক নামক হিঙ্গুল পীতবর্ণ এবং হংসপাদাখ্য হিঙ্গুল জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ।

হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অম্ল বর্গের রস দ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর মহিষী দুগ্ধে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার

সপ্তবার মহিষী দুগ্ধ এবং অম্লবর্গ দ্বারা পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে হিঙ্গুল শোধন।

মেষ দুগ্ধ ও অম্লবর্গোক্ত দ্রব্য দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে নিশ্চয় হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরে হিঙ্গুল শোধন।

জম্বীরের রসের দ্বারা দোলাযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিয়া ছাগমূত্রে সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

অন্যমতে হিঙ্গুল শোধন।

আদার রসে সাতবার হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লকুচ রসে সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুলের সর্ব্বপ্রকার দোষ দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ হয়।

পারদ ও গন্ধক সহযোগেই সকল প্রকার হিঙ্গুল সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যে হিঙ্গুল বিম্বীফল সদৃশ উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ সেই রোগ হরণ করে এবং আহারে রুচি, বল বর্ণ মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

শিলাজতু শোধন ও মারণ প্রণালী।

শিলাজতু, শৈলের, অদ্র্যা, গিরিজ, অশ্মজ, ধাতুজ, অশ্মজতুক, শৈলজ ও অশ্মসম্ভব এই সকল শব্দ শিলাজতু বাচক। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ গ্রন্থে উক্ত শব্দ সমূহ শিলাজতু শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে পর্ব্বত হইতে সূর্য্যসন্তাপে যে ধাতু সমূহ স্রাব হয়, তাহার মলভাগের নাম শিলাজতু। এই শিলাজতু চারি প্রকার স্ববর্ণজ, রৌপ্যজ, তাম্রজ, ও কৃষ্ণায়সজ। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও গুণ শাস্ত্রের টীকাতে বিশিষ্টরূপে লিখিত আছে। উক্ত চতুর্ব্বিধ শিলাজতুর মধ্যে কৃষ্ণায়সজ শিলা জতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত, অতএব ইহাই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

শিলাজতু লৌহপাত্রে রাখিয়া গোদুগ্ধ ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজ রসে এক দিন মর্দ্দন করিলে শিলাজতু বিশুদ্ধ হয়। হারীতমতোক্ত শিলাজতু শুদ্ধি টীকাতে বিস্তার রূপে লিখিত আছে।

শোধিত শিলাজতু কটু ও তিক্তরসান্বিত, ইহা রসাদি সপ্তধাতুর বর্দ্ধক, শোথ, উদরাময়, অর্শঃ ও বস্তিরোগ নাশক।

সৌবীরাঞ্জনাদি শোধন প্রণালী।

সৌবীরাঞ্জন সোহাগা, শঙ্খ, কঙ্কুষ্ঠ ও গৈরিক এই সকল দ্রব্য বরাটিকা শুদ্ধি বিধানে শোধন করিলেই তাহাদিগের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ এবং ঔষধে প্রয়োগের যোগ্য হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, কঙ্কুষ্ঠ গৈরিক, শঙ্খ, হীরাকস, সোহাগা শিলাঞ্জন, শুক্তি নাভিশঙ্খ ও কড়ি এই সকল দ্রব্য জম্বীরের রসে দোলা যন্ত্রে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালন করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শুদ্ধ কঙ্কুষ্ঠাদি ঔষধে প্রয়োগ করা বিধেয়।

অনন্তর সোহাগার শোধন প্রণালী কথিত হইতেছে।

টঙ্গণ, ক্রামন, টঙ্ক, সম্যকক্ষার পাচন, শুভগ, মালতী, জাতী, দ্রবী ও লৌহ বিশুদ্ধি এই শব্দ ঔষধ গ্রন্থে সোহাগা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোহাগা আনিয়া প্রথমে এক দিবস রাত্রি কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে একদিবস নরমূত্রে একদিবস গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর গোমূত্র হইতে উঠাইয়া একদিন জম্বীরের রসে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে। পরে জম্বীরের রস হইতে মরিচচূর্ণ সহ নারিকেল পাত্রে রাখিবে এবং শীতল জলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। এইরূপে সোহাগা বিশুদ্ধ হয় এবং উক্তরূপ বিশুদ্ধ সোহাগাই সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ সোহাগা অগ্নিকারক, রুক্ষ কফঘ্ন বিরেচক ও লঘু।

শঙ্খ শোধন প্রণালী।

শঙ্খ একপল (৮ তোলা) অন্ধমূষাযন্ত্রে পাক করিয়া অর্দ্ধমাষা (৪ রতি) সোহাগার সহিত দণ্ডযন্ত্রে মর্দ্দন করিবে। এই প্রকার করিলে শঙ্খ বিশুদ্ধ ও ঔষধে ব্যবহার যোগ্য হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শঙ্খ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে, বিশেষতঃ অতিসারাদি উদরাময় রোগের মহৌষধ, এবং শূল, অম্লপিত্ত, বিষ্টম্ভ ও প্রমেহ বিনষ্ট করিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সুবর্ণাদি ধাতু সমূহের শোধন প্রণালী কথিত হইতেছে।

স্বর্ণপত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র (ঘোল) গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথ কলাইয়ের ক্বাথ ইহাদিগের প্রত্যেকে ৭ বার নিক্ষেপ করিবে। পরন্ত সপ্তবারের প্রত্যেক বারে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে। এই প্রকার করিলে স্বর্ণাদি লৌহ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতু বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে সুবর্ণাদি ধাতু শোধন করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অশুদ্ধ স্বর্ণ সেবন করিলে শৌর্য্য, বীর্য্য ও বল বিনষ্ট হয় এবং নানাপ্রকার রোগ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। শুদ্ধস্বর্ণ সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ অতএব স্বর্ণ শোধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বক্ষ্যমাণ পঞ্চ মৃত্তিকাগুলিকে টাবালেবুর রস দ্বারা গুলিয়া দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা সুবর্ণের পত্রগুলি লেখন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, প্রতি দিবস এই প্রকার করিয়া মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা পুটপাক করিবে। এইরূপ প্রণালীতে স্বর্ণ অতি উত্তমরূপ শোধিত হইয়া থাকে।

সুবর্ণ শোধন।

বল্মীক মৃত্তিকা, কৃষ্ণমৃত্তিকা, গৈরিক, ইষ্টক ও পাংশু লবণ ইহাদিগকে পঞ্চমৃত্তিকা কহে। এই পঞ্চমৃত্তিকা জম্বীরের রসে ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিবে। অনন্তর লঘু পুটে দগ্ধ করিবে। স্বর্ণপত্র তিন দিবস পর্য্যন্ত পঞ্চমৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া রাখিয়া পরে পুট প্রদান করিতে হইবে।

সুবর্ণ মারণ।

সুবর্ণ মারণার্থ কণ্টক বেধযোগ্য অর্থাৎ অতিশয় পাতলা, বিশুদ্ধ সুবর্ণ পত্র গ্রহণ করিবে অনন্তর স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ ও সীসক চূর্ণ একত্রে আকন্দের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিবে। পরে উক্ত স্বর্ণপত্র পুটপাকে দগ্ধ করিলে শীঘ্র সেই স্বর্ণ ভস্মীভূত হইবে। এই প্রকারে বিশুদ্ধ ও মারিত স্বর্ণই ঔষধে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অন্যপ্রকার সুবর্ণ মারণ প্রণালী।

সুবর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণে বিশুদ্ধ পারদ লইয়া সুবর্ণের সহিত মর্দ্দন করিয়া পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। পরে মূষামধ্যে সেই সুবর্ণ পীঠিকা রাখিয়া তাহার ও অধোভাগে সুবর্ণের ষোড়-শাংশ পরিমাণে সীসকচূর্ণ দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিলে সুবর্ণ মারিত হয়।

গলিত সুবর্ণের সহিত তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত সীসকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কাগজী-লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার সহিত তুল্যাংশ পরিমিত বিশুদ্ধ পারদ মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে ঐ পিণ্ড একটি শরার মধ্যে রাখিয়া সেই পিণ্ডের উপরি সমুদায়ের তুল্য পরিমাণে গন্ধক চূর্ণ দিবে এবং অপর একটি শরাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ত্রিশখানি বিলঘুটের অগ্নিতে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার সাতবার পুটপাকে দগ্ধ করিলে সুবর্ণ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

মতান্তরে সুবর্ণ মারণ প্রণালী।

কণ্টকবেধযোগ্য সুবর্ণ পত্র লইয়া তাহার তুল্য পরিমিত পারদের সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে সমুদায়ের

সমান গন্ধকচূর্ণ লইয়া সেই গন্ধক চূর্ণের অর্দ্ধাংশ একটী শরাতে রাখিবে এবং এই গন্ধক চূর্ণের উপরি পূর্ব্বকৃত স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ গন্ধকচূর্ণ দিবে। পরে অন্য একটি শরা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উভয় শরার সন্ধিস্থান বন্ধ করিয়া শরার পুট প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ৩০ ত্রিশখানি বিল ঘুটিয়ার অগ্নিতে সেই শরা পুট দগ্ধ করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশবার পুটপাকে দগ্ধ করিলে স্বর্ণ মারিত হয়। এই প্রকারে স্বর্ণ শোধিত ও মারিত করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

মারিত স্বর্ণ কষায় তিক্ত ও মধুররসান্বিত। অর্থাৎ মারিত স্বর্ণে উক্ত কষায়াদি তিনপ্রকার রসই প্রধান। ইহা গুরু, লেখন, হৃদয়ের হিতকর ও রসায়ন অর্থাৎ রসাদি ধাতু বর্দ্ধক এই প্রকার মারিত স্বর্ণ সেবন করিলে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও দেহের কান্তি সমধিক বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি পবিত্র পদার্থ। এই স্বর্ণ আয়ুঃ, মেধা ও বয়সের স্থিরতা সম্পাদক, বাক্‌পটুতা ও স্মরণশক্তি বর্দ্ধক এবং এই প্রকার স্বর্ণ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ,উন্মাদ, বিষদোষ ও কুষ্ঠ বিনাশ পায়।

রজত শোধন প্রণালী।

যে রজত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শীতল করিলে নির্ম্মল, কুন্দ পুষ্প সদৃশ শুভ্রবর্ণ, গুরু স্নিগ্ধ ও সুকোমল হয় সেই প্রকার রজতই উৎকৃষ্ট এবং ঔষধে প্রয়োগযোগ্য। তন্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, শ্বেতবর্ণ এবং চন্দ্রবৎ উজ্জ্বল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট রৌপ্য শুভফল প্রদান করে। আবার রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্ত বা পীতবর্ণ এবং লঘু ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট; সেই রৌপ্যই দূষিত অতএব তাহা ঔষধে প্রয়োগের অযোগ্য।

অশুদ্ধ রৌপ্য, আয়ুঃ, শুক্র ও বল বিনাশ করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। এবং বিশুদ্ধ রজত অমৃত তুল্য অশেষ গুণদায়ক, অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই রৌপ্যের শোধন ও মারণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

সোহাগা সীসক দ্বারা রজত গলাইয়া পাক করিলে অথবা যবক্ষার ও কাঁজির সহিত রজত পাক করিলে তাহার দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া রজত বিশুদ্ধ হয়।

রজত মারণ প্রণালী।

রজতের তুল্য পরিমাণে স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধককে লইয়া আকন্দের ক্ষীর দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পরে এই মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা রৌপ্যপত্র লেপন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে মূষামধ্যে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে রজত মারণ।

কণ্টকবেধযোগ্য রৌপ্যপত্র তাহার দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল দ্বারা লেপন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিলে রজত ভস্মীভূত হইয়া নিম্নে পতিত হয়। এই প্রকার প্রণালীতে মৃত রৌপ্যের ভস্ম গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

মতান্তরে রজত মারণ প্রণালী।

রৌপ্যপত্র, হরিতাল ও গন্ধক এই সমুদায় সমপরিমাণে লইয়া কাগজিলেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিবে। ইহাতে রজত ভস্মীভূত হইয়া মারিত হয়।

রৌপ্যপত্র চারিভাগ এবং হরিতাল একভাগ লইয়া প্রথমতঃ ঐ হরিতাল জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্যপত্র লেপন করিবে। পরে পুটমধ্যে রুদ্ধ করিয়া পঞ্চবিংশতি খানি বিলঘুটের অগ্নিতে তিনবার পুটপাক করিবে এবং প্রতিপুটেই গন্ধক প্রদান করিতে

হইবে। এই প্রকার করিলে রজত ভস্মীভূত হইয়া মারিত হয়। এই প্রকার মারিত রৌপ্য ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

বিশুদ্ধ ও মারিত রৌপ্য, স্নিগ্ধ এবং কষায় মধুর ও অম্লরসযুক্ত। এই প্রকার বিশুদ্ধ ও মারিত রৌপ্য সেবন করিলে বাত প্রকোপ পরাজিত হয়। ইহা উদ্দীপন বলকারী এবং গুল্ম ও অজীর্ণ রোগ বিনাশক। মারিত রজত সেবন করিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া আয়ুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তাম্রমারণ প্রণালী।

প্রকৃত বিষকে বিষ বলা যায় না, তাম্রই প্রধান বিষ। যেহেতু বিষেতে একটীমাত্র দোষ বর্ত্তমান, কিন্তু তাম্রেতে ভ্রমি, মূর্চ্ছা বিদাহ, উৎক্লেদ, শোষ, বমি, অরুচি এবং সন্তাপ এই অষ্ট প্রকার দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব রোগাদির শান্তির নিমিত্ত বিশুদ্ধ তাম্র গ্রহণ করিবে। কদাচ অবিশুদ্ধ তাম্র ঔষধে প্রয়োগ করিবে না, অশুদ্ধ তাম্র বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। যে তাম্র জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘন এবং লৌহসীসকাদি দোষ বর্জ্জিত সেই তাম্রই মারণকার্য্যে গ্রহণ করিবে। যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, শ্বেত ও লৌহ সীসকাদি মিশ্রিত তাহা দুষ্ট, সুতরাং কদাচ এই প্রকার তাম্র ঔষধে গ্রহণ করিবেনা।

সৈন্ধব ও আকন্দের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তাম্র পত্র লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং ঐ প্রতপ্তাম্র পাত্রে নিসিন্দ-পত্রের রস সিঞ্চন করিবে। এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ করিলে তাম্রের দোষ পরিত্যক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মতান্তরে তাম্রমারণ প্রণালী।

তাম্রলবণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া প্রতিদিন রাখিয়া দিবে। অনন্তর গোমূত্রের সহিত এক-প্রহর দৃঢ় অগ্নিতে পাক করিলে তাম্র পত্র বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

তাম্র মারণ প্রণালী।

পারদ একভাগ এবং গন্ধক দুইভাগ একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে উভয়ের তুল্য তাম্র পত্র লইয়া তাহাতে উক্ত মর্দ্দিত দ্রব্য লেপন করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর তাহার চারি পার্শ্বে ওল ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া চারি প্রহর পাক করিবে। পাক কালে হাঁড়ীর তলভাগ গোময় দ্বারা লেপন করিবে ও ঐ হাঁড়ীর উপরে পুনঃ পুনঃ জল দিতে থাকিবে। পাক সমাপ্তি হইলে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই তাম্র মারিত হয়, এইরূপ মারিত তাম্র সর্ব্ব-প্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

মতান্তরে তাম্র মারণ প্রণালী।

তাম্র পত্রের সমপরিমাণে সৈন্ধব ও গন্ধক গ্রহণ করিয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ইহা দ্বারা তাম্র পত্র লেপন করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে এবং শরার দ্বারা সেই হাঁড়ীটী আচ্ছাদন করিয়া বালুকাদ্বারা তাহার ঊর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিয়া দিবে। পরে তাম্র ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত হাঁড়ীতে জাল দিতে থাকিবে। এই রূপে তাম্রমারিত হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা বার-স্বার পুটপাক প্রদান করিবে। ইহাতে বাণ্ডিকর-ত্বাদি প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া তাম্র বিশুদ্ধ ও মারিত হয়।

অন্যমতে তাম্রমারণ বিধি।

সৈন্ধব এবং যবক্ষার তাম্রের সমপরিমাণ লইয়া জম্বীরের রস সীজের দুগ্ধ ও আকন্দের দুগ্ধ এই সকলের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা তাম্র পত্রলেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া এবং দগ্ধ হইলে নিসিন্দা পত্র রসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে যে গৈরিকাভচূর্ণ অধঃপতিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক তুল্য পরিমাণে গন্ধক

ও পারদের সহিত মর্দ্দন করতঃ দুগ্ধ ও ঘৃত সহযোগে পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। পরে এই পীঠিকা তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চামৃতের সহিত তিনবার পুটপাক করিবে। এইরূপ করিলে, তাম্র ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তাম্র বিশোধিত ও মারিত করিয়া বিশেষ বিশেষ অনুপান সহযোগে সেবন করিলে বমন, ভ্রম, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল প্রমেহ এবং অর্শ,প্রভৃতি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং শুদ্ধ দেহ হইয়া ইহার একরতি পরিমাণে সেবন করিলে স্থৌল্য জর ও অপমৃত্যু বিনাশ পায়। আর পথ্যাশী হইয়া এক বৎসর দুই রতি পরিমাণে সেবন করিলে রসায়নের কার্য্য হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ অথবা মারিত তাম্র উষ্ণ ও সংযোগে বিষদোষ নাশক। ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময়, ক্রিমিশূল, আমবাত, গ্রহণী, অর্শ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিত্তল ও কাংস্য শোধন এবং মারণ প্রণালী।

যে প্রণালীতে তাম্র শোধন ও তাম্র মারণ উক্ত হইল এইরূপ প্রণালীতে পিত্তল ও কাংস্যের সেবন করিলে তাম্রসেবনের ন্যায় ফল হইয়া থাকে।

সীসক ও বঙ্গ শোধন প্রণালী।

একটী পাত্র মধ্যে আকন্দের ক্ষীর রাখিয়া তদুপরি একটী সচ্ছিদ্র পাত্র রাখিবে। তদনন্তর সীসক অথবা বঙ্গ গলাইয়া সেই সচ্ছিদ্র পাত্রে ঢালিয়া দিবে; তাহা হইলে সেই ছিদ্র দ্বারা গলিত সীসক অথবা বঙ্গ নিম্নস্থ আকন্দ ক্ষীরে পতিত হইবে। এই প্রকার তিনবার করিলেই সীসক ও বঙ্গ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মতান্তরে বঙ্গ শোধন।

চূণের জলে অর্দ্ধযাম দোলা যন্ত্রে সিদ্ধ করিলে বঙ্গ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অনন্তর সীসক মারণ প্রণালী।

বকপত্র ও পান,একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সীসক পত্র লেপন করিবে। এই সীসক একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া জ্বাল দিবে। অনন্তর যখন সেই সীসক গলিয়া দ্রবীভূত হইবে তখন তাহাতে সীসের চতুর্থাংশ পরিমাণে বাসক ও অপামার্গের ক্ষীর ঐ গলিত সীসকের চতুর্দ্দিকে দিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে। এই প্রকারে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত পাক করিলে ও বাসকের শাখা দ্বারা সীসক ঘুটিবে পরে ঐ সীসক চূর্ণ বাসক রসে মর্দ্দন করিবে এই প্রকারে সাতবার পুট ও বাসকের রসে মর্দ্দন করিলে নাগভস্ম হইয়া থাকে ও ইহাতে সীসক সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ ও ভস্মীভূত হইবে। এই প্রকার মারিত সীসক ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

অন্যমতে সীসক মারণ।

মনঃশিলার সহিত সীসক মিশ্রিত করিয়া বাসক রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সীসক ভস্মীভূত হইয়া থাকে এই প্রকার সীসক ভস্মের কিঞ্চিৎ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহরোগ পরাজিত হয়। সীসক সেবী ব্যক্তি দশহস্তীর ন্যায় বল ধারণ করে এবং তাহার বীর্য্য আয়ুঃ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। আর মারিত সীসক সেবনে প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। সীসক সেবনে যে যে গুণ উক্ত হইল,বঙ্গ সেবনেও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে। মারিত সীসক রজতের রাগ বর্দ্ধন করে এবং বাত, পিত্ত, কফ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, শোষ, ব্রণ ও বিষদোষ বিনাশ করিয়া থাকে।

বঙ্গমারণ প্রণালী।

হরিতাল ও বঙ্গ সমভাগে লইয়া প্রথমে আকন্দের দুগ্ধে হরিতাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গ লেপন করিবে তৎপরে শুষ্ক অশ্বত্থ ফল অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই ক্ষার উহার চতুর্দ্দিকে দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার সাতবার করিলে একবারেই বঙ্গ ভস্মীভূত হয়। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে, যে বঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মৃদু লঘু,

স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও হিমবৎ শীতল সেই বঙ্গই শ্রেষ্ঠ। ভৈষজ্যবিৎ পণ্ডিতগণ বঙ্গকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, ক্ষুরক ও মিশ্র। এই দ্বিবিধ বঙ্গের মধ্যে ক্ষুরকাখ্য বঙ্গই উত্তম এবং মিশ্রক বঙ্গ অনিষ্টকারী।

মতান্তরে মারণ প্রণালী।

বিশুদ্ধ বঙ্গপত্র একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিকে পরিতপ্ত করিবে। যখন সেই বঙ্গ গলিত হইবে, তখন তাহাতে বঙ্গের তুল্য পরিমাণে অপামার্গের ক্ষীর বারম্বার দিবে এবং লৌহ দর্ব্বী দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর জলে প্রক্ষালন করিয়া দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। অবশেষে উহা একটী নূতন শরাতে রাখিয়া অন্য একটী নূতন শরাদ্বারা আচ্ছাদন করিলে এবং সেই উভয় শরার সন্ধিস্থানে রজ্জুদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা লিপ্ত বস্ত্রদ্বারা ঐ উভয়ের সন্ধি-স্থান বেষ্টন করিয়া দিবে, অনন্তর তীব্র অগ্নিতে পাক করিলে বঙ্গ উত্তমরূপে ভস্মীভূত হইবে।

প্রকারান্তরে বঙ্গমারণ প্রণালী।

একটী পাত্রমধ্যে সীসক রাখিয়া অগ্নিতাপে লইবে। পরে যখন সেই সীসক দ্রবীভূত হইবে, তখন উহাতে প্রথম সীসক তুল্য পরিমাণ হরিদ্রার চূর্ণ নিষ্পেষণ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা তীব্র রূপে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। পরে তাহাতে বঙ্গের সমপরিমাণে যমানিকা চূর্ণ প্রদান করিয়া পরে পুনরায় জীরক চূর্ণ দিয়া ঐ রূপ লৌহদণ্ড দ্বারা তীব্ররূপে মর্দ্দন করিবে। যে পর্য্যন্ত সীসক ঐ সকল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত না হইবে সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রত্যেক চূর্ণ দিয়া দৃঢ় রূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর তেঁতুলের ছাল ভস্ম করিয়া তুল্য পরিমাণ তাহাতে দিবে এবং অশ্বত্থ বল্কলের ক্ষার ঐ পরিমাণে দিয়া বিধি পূর্ব্বক পাক করিবে। এইরূপ করিলে বঙ্গ ভস্মীভূত হয়, মৃত বঙ্গ তিক্ত ও অম্লরসান্বিত এবং রুক্ষ। ইহা সেবনে বায়ুর প্রকোপ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় এবং মেদোরোগ, কফরোগ, ক্রিমি ও প্রমেহ রোগ বিনাশ পায়।

লৌহশোধন প্রণালী।

লৌহ অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া তাহাতে কদলী মূল রস সিঞ্চন করিবে। এইরূপে সাতবার প্রতপ্ত ও কদলী মূল রস সিঞ্চন করিলে সর্ব্ব প্রকার লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

এই যে লৌহ শোধন উক্ত হইল, ইহা সামান্য শোধন মাত্র পাতঞ্জলেতে বিশেষ শোধন উক্ত আছে। পাতঞ্জলোক্ত শোধন ব্যতিরেকে লৌহ উত্তমরূপে বিশোধিত হয় না। অতএব ভৈষজ্য বিদ্যা পারদর্শী চিকিৎসকগণ লৌহ শোধন কার্য্যে পাতঞ্জলোক্ত শোধন প্রণালী আশ্রয় করিয়া লৌহ শোধন করিবেন। পাতঞ্জলোক্ত লৌহ শোধন এই। প্রথমতঃ লৌহকে শলাদিদ্বারা নির্ম্মল করিয়া পত্রাকার করিবে অনন্তর আমরুলীর রসে, লেবুর রসে এবং অম্ল বেতস রস দ্বারা অম্লীকৃত করিবে এই প্রকারে সপ্তবার ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাঁজিতে দুইদিন কিম্বা তিনদিন স্থাপন করিয়া রাখিবে। এই প্রকারে অম্ল দ্বারা ভাবনা দিয়া সেই লৌহ গোমূত্র পিষ্ট ত্রিফলা কল্ক দ্বারা লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর মনঃশিলা বল্মীক মৃত্তিকা, কুঠারিকা মূল, আমরুলী, শ্বেত দুর্ব্বা ও সৈন্ধবলবণ এই সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রমশঃ লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে লৌহ নির্ম্মল করিয়া অম্ল মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে, পুনর্ব্বার গোমূত্র পিষ্ট ত্রিফলা এবং জল পিষ্টমনঃশিলা দ্বারা ভাবনা দিয়া ভস্ত্রাযন্ত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক লৌহ কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া লৌহাপেক্ষা দ্বিগুণ গব্যদুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথ প্রত্যেকে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিবে। অথবা লৌহ তপ্ত করিয়া দ্বিগুণ কদলী মূলের রসে আপ্লুত করিবে। উক্তরূপে লৌহ শোধন করিয়া মারণাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত লৌহের পঞ্চপল লইয়া প্রথমতঃ লৌহের অর্দ্ধভাগ অথবা ষোড়শাংশ স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে আলোড়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উক্ত পঞ্চপল লৌহ লেপন করিবে। পশ্চাৎ কুঠারচ্ছিন্ন, ত্রিফলা ও অপরাজিতার বীজ, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, কেশুত্তে, ধান্যমূল, কুলিকামূল, পুনর্ণবা ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য লৌহের ষোড়শাংশ পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লৌহে লেপন করিবে। অনন্তর ভস্ত্রা (ধম্‌কা) দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিবে যখন সেই লৌহ গলিয়া দ্রবীভূত হইবে, তখন যথোক্ত ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তবে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিয়া ঐরূপ ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সপ্তবার এই প্রকার প্রক্রিয়া করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তাহা হইলে সেই লৌহ পরিত্যাগ করিবে। যে লৌহ সপ্তবার দাহেও মৃত না হয়, তাহা লৌহই নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য লৌহ আনিয়া পূর্ব্ববৎ শোধন ও মারণ করিবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে লৌহ শোধনকালে অগ্নি দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যখন সেই লৌহ গলিয়া দ্রবীভূত হইবে, তখন যথোক্তরূপে ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তবে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিয়া ঐ প্রকার ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিতে হইবে সপ্তবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তাহা হইলে সেই লৌহ পরিত্যাগ করিবে। যে লৌহ সপ্তবার দাহেও মৃত না হয়, তাহা লৌহই নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য লৌহ আনিয়া পূর্ব্ববৎ শোধন ও মারণ করিবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইতেছে যে, শোধন কালে লৌহ দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে; এইক্ষণ কি প্রকারে ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাই কথিত হইতেছে। হরীতকী ত্রিফলা ষোড়শপল অর্থাৎ একশত আটাশ তোলা লইয়া তাহার অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার মধ্যে পঞ্চপল লৌহ নিক্ষেপ করিবে। ঐ পঞ্চপল লৌহকে সপ্তবার করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং উত্তমরূপ দগ্ধ হইলে ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করা বিধেয়। এই প্রকার সপ্তবার দগ্ধ ও সপ্তবার ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিলে লৌহের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার লৌহ বিশোধিত করিয়া ভানু পাকাদি দ্বারা তাহার নিরুত্থীকরণ অর্থাৎ ভস্ম করিবে। অতএব লৌহের নিরুত্থীকরণার্থ ভানু পাকাদি আবশ্যক। যে হেতু ভানুপাক, স্থালীপাক ও পুটপাক দ্বারা লৌহ মারিত হয় এবং উক্ত প্রকার মারিত লৌহই যথোক্ত ফল প্রদান করিতে পারে।

ভানুপাক বিধি।

বিশুদ্ধ লৌহকে পাষাণ অথবা লৌহ নির্ম্মিত উদূখলে রাখিয়া লৌহ মুদ্গর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবে, পরে যখন সেই লৌহ চূর্ণিত হইবে, তখন সেই চূর্ণিত লৌহ জল অথবা ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে এবং পুনঃ পুনঃ অন্য দ্রব অর্থাৎ জলাদি দ্বারা ধৌত করিয়া অঙ্গার রহিত করিতে হইবে। পরে সূর্য্যের তেজে অর্থাৎ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহ খলে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ত্রিফলার ক্বাথের সহিত রৌদ্রে রাখিবে। লৌহ প্রক্ষালন কালে ত্রিফলার ক্বাথে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া জলভাগ পৃথক্ করিয়া লৌহ গ্রহণ করিবে।

ভানুপাকার্থ অথবা লৌহ প্রক্ষালনার্থ কি পরিমাণে ত্রিফলা ওজন গ্রহণ করিয়া ক্বাথ

প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাই লিখিত হইতেছে। লৌহ প্রক্ষালন ও ভানুপাকের নিমিত্ত লৌহতুল্য ত্রিফলা এবং ত্রিফলার দ্বিগুণ পরিমিত জল লইয়া পাক করিবে। যখন সেই জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই ক্বাথ গ্রহণ করিয়া লৌহ প্রক্ষালন ও ভানুপাকে প্রয়োগ করিবে। উক্ত রূপ ক্বাথ লৌহেতে দিয়া নিরন্তর তিন দিবস সূর্য্যসন্তাপে শুষ্ক করিবে। অথবা সেই ক্বাথ সাত ভাগ করিয়া এক এক ভাগ পৃথক প্রদান করিতে হইবে। একভাগ শুষ্ক হইলে অন্য ক্বাথ ভাগ তাহাতে দিবে। এইরূপে সাতভাগ ক্বাথ শুষ্ক হইলেই ভানুপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল বলিয়া জানিবে।

স্থালীপাক বিধি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভানুপাক করিয়া স্থালীপাক করিতে হইবে। লৌহের ত্রিগুণ পরিমাণে ত্রিফলা গ্রহণ করিয়া ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। যখন নয় ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই ক্বাথ গ্রহণ করিয়া স্থালীপাক করিবে। যে সকল দ্রব্য লৌহ পাকার্থ উক্ত হইয়াছে ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে, আর যে সকল দ্রব্য যথোক্তরূপে দোষ নাশক হয় তাহা হইলে সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করা যায় না তাহাদের ক্বাথ দ্বারা স্থালীপাক করিবে, ঐ সকল ক্বাথ্য দ্রব্য মৃদু হইলে চতুর্গুণ জলে, মধ্যবিধ দ্রব্য সমূহ ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া লৌহ তুল্য ক্বাথ গ্রহণ করিতে হইবে। আর যে সকল দ্রব্যের স্বরস দ্বারা স্থালীপাক করিতে হইবে সেই সকল দ্রব্যের স্বরস লৌহের সম পরিমাণে লইতে হইবে। ক্বাথ অথবা স্বরস স্থালীমধ্যে দিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শোধিত লৌহ চূর্ণের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। ঐ ক্বাথাদি শুষ্ক হইলেই স্থালীপাক সম্পন্ন হইল বলিয়া জানিবে।

স্থালীপাক কালে প্রথমতঃ স্থালীমধ্যে শোধিত লৌহ চূর্ণ রাখিয়া ত্রিফলার ক্বাথের সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটীর রস দ্বারা অথবা সকলের রস দ্বারা পাক করিবে। যখন সেই সকল ক্বাথ ও রস শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন রোগীর রোগ বিবেচনায় দোষ নিবারক ঔষধির স্বরস অথবা ক্বাথ দ্বারা পুনর্ব্বার পাক করিয়া নামাইবে।

পূর্ব্ব প্রকারে লৌহের ভানুপাক ও স্থালীপাক সম্পন্ন করিয়া নির্ম্মল জলধারা লৌহকে ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমাণ বিধানে পুটপাক করিতে হইবে, পুটপাক বিধানানুসারে লৌহ পাক করিলে তাহার দোষ সকল নিবারিত হইয়া বিশেষ উপকারী হয় এবং পুটপাক করিলেই লৌহ মারিত হইয়া থাকে; অতএব চিকিৎসকগণ অবশ্য যত্ন সহকারে লৌহের পুটপাক করিবেন। যে যে দ্রব্যের সহিত লৌহের পুটপাক করা যায়, সেই সেই দ্রব্যের গুণ সহস্র পরিমাণে লৌহেতে বর্ত্তিয়া থাকে। অতএব পুটপাক দ্বারা লৌহ দগ্ধ করিয়া রস কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

এইক্ষণে কর্ম্ম বিশেষে পুটপাকের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। রোগ বিনাশার্থ যে লৌহ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই লৌহ দশ হইতে শতবার পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। রসায়ন কার্য্যে যে লৌহ ব্যবহার করিতে হইবে সেই সেই লৌহ সাত হইতে সহস্রবার পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে বাজীকরণের নিমিত্ত যে লৌহ প্রস্তুত করিবে সেই লৌহ শত হইতে পঞ্চশতবার পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিবে। যাবৎ লৌহ চূর্ণিত হইয়া নিস্তরঙ্গ জলে হংসের ন্যায় ভাসমান না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পুটপাক করিবে। যদি পুটপাকের পর লৌহ কেতকী পুষ্পের রেণু সদৃশ হয় এবং বস্ত্রে

ছাঁকিলে সমুদায় লৌহ বস্ত্রছিদ্রদ্বারদিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে পুটপাকের সংখ্যার প্রয়োজন নাই। অতএব যাবৎ খলে পেষণ করিলে কেতকী পুষ্পের পরাগ (রেণু) সদৃশ চূর্ণ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ পুট প্রদান পূর্ব্বক খলে পেষণ করিবে।

লৌহের পুটপাকে যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের স্বরস অথবা ক্বাথ দ্বারা বক্ষ্যমাণ নিয়মে পুটপাক প্রদান করিবে। পুট পাকোক্ত দ্রব্যে স্বরসের অভাবে ক্বাথ করিয়া পুটপাক করিতে হইবে। ভৈষজ্যবিদ্যাপার-দর্শী পণ্ডিতগণ ত্রিফলার স্বরসের অভাবে ক্বাথের বিধান করিয়াছেন।

সাধারণ পুটপাকার্থ ত্রিফলাদিগণ নিরূপণ করিতেছেন। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্ততেউড়ী, দন্তী, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, শ্বেত-পুনর্ণবা, বাসকপত্র, রক্তচিতার মূল, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভেকপর্ণী, হস্তিকর্ণ পলাশ, কাউজ, কেস্থর্ত্তে, মানকচু, খারকোল, এবং গোজিয়া লতা, এই সকল দ্রব্য লৌহমারক অর্থাৎ লৌহ মারণ কালে উক্ত ত্রিফলাদিগণ দ্বারা লৌহের মারণকার্য্য সাধন করিবে। লৌহের সামান্য পুটপাকে এই ত্রিফলাদিগণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লৌহের বিশেষ পাকার্থ এরণ্ডাদিগণ লিখিত হইতেছে। এরণ্ড, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শিরীষ বৃক্ষ, গান্ধাইল, মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও কেতকী এই সমস্ত দ্রব্যকে এরণ্ডাদিগণ কহে। এই এরণ্ডাদিগণ সর্ব্বপ্রকার বাতাধি-কার বিনাশ করে। অতএব এই সকল দ্রব্যের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহেও বাতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

চিরাতাদিগণ।

চিরতা, গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনিয়া, শতমূলী, পটোল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শিমুল, এবং যজ্ঞ ডুমুরের মূল, এই সকল দ্রব্যকে চিরাতাদিগণ কহে। চিরাতাদিগণ পিত্ত বিনাশক, অতএব ইহাদিগের রসের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহও পিত্ত বিনাশ করিতে পারে।

শৃঙ্গবেরাদিগণ।

শুণ্ঠী, নিসিন্দা মূল, ইন্দ্রযব, নাটাকরঞ্জ, ডহর-করঞ্জ, মূর্ব্বা, সজিনা, শিরীষবৃক্ষ, বরুণবৃক্ষ, আকন্দ পত্র, পারুল এবং কণ্টিকারী, ইহাদিগকে শৃঙ্গবেরাদিগণ কহে। এই সকল দ্রব্য কফঘ্ন, অতএব ইহাদিগের রস দ্বারা লৌহ মারিয়া লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহ ও শ্লেষ্মা বিকার বিনাশ করিয়া থাকে।

গোক্ষুরাদিগণ।

গোক্ষুর, তালমাখনা, বৃহতী, পৃশ্নিপর্ণী, মাষ-পর্ণী ও শালপর্ণী এই সকল দ্রব্যকে গোক্ষুরাদি-গণ কহে। এই গোক্ষুরাদিগণ বাতশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট করে, অতএব ইহাদিগের রসের দ্বারা লৌহ মারিয়া লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহও বাতশ্লেষ্মা বিকার বিনাশ করিয়া থাকে।

পটোলাদিগণ।

পটোলপত্র, বেণারমূল, কালকাসুন্দা, অপরা জিতা, লোধ, নীলোৎপল, সাপলা, বরাহক্রান্তা ও নাগরমুথা, এই সকল দ্রব্যকে পটোলাদিগণ কহে। এই পটোলাদিগণ পিত্তশ্লেষ্মাবিকার বিনাশ করে, অতএব ইহাদিগের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিলে সেই লৌহও পিত্তশ্লেষ্ম বিকার নষ্ট করিয়া থাকে।

কিংশুকাদিগণ।

পলাশ, গাম্ভারী, গণিয়ারী, গোক্ষুর, শোণা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী, শাল্মলীবৃক্ষ, (মতান্তরে গুলঞ্চ) পারুল, কণ্টিকারী বৃহতী ও বিল্ব এই সকল দ্রব্যকে কিংশুকাদিগণ বলে। এই কিংশুকাদিগণ ত্রিদোষ নাশক। ইহাদিগের

স্বস দ্বারা লৌহ মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহ ও ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে।

বাজীকর্ম্মেতে যে সকল দ্রব্যের সহিত লৌহের পুটপাক করিতে হইবে, এইক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। শতমূলী বেড়ালা আমলকী, গুড়ূচী বৃদ্ধদারক, শুকশিম্বী, ভৃঙ্গরাজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর তালমাখনা অশ্বগন্ধা ও পিপ্পলী, বাজীকরণের নিমিত্ত যে লৌহ ব্যবহার করিবে সেই লৌহ এই সকল দ্রব্যের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে।

রসায়নার্থ যে লৌহ ব্যবহার করিবে, সেই লৌহ ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিণ্ডি খর্জ্জুর, ভৃঙ্গরাজ, শতমূলী, শিরীষবৃক্ষ, ভেলা, রক্তগুড়ূচী, চিতা, হস্তিকর্ণ পলাশ, তালমূলী, যষ্টিমধু, মুণ্ডিরী এবং কেস্থর্ত্তে এই সমুদায়ের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিয়া লৌহমারণ কার্য্য করিবে।

যে সকল সামান্য ও বিশেষ পুটক উক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ অথবা সমস্ত দ্রব্যের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহের পুটপাক করিবে। যাবৎ লৌহ নির্ম্মল না হয় তাবৎ পুনঃ পুনঃ পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। শাস্ত্র লৌহ সাতিশয় লঘু হইয়া জলের উপরি হংসের ন্যায় ভাসমান না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন ও পুটপাক প্রদান করিতে হইবে। পুটপাক কালে লৌহের সমপরিমাণে পুটক দ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করিবে, স্বরসের অভাবে লৌহতুল্য পুটন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার ক্বাথ করিবে এবং সেই ক্বাথের সহিত লৌহ চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া পঙ্কবৎ করিবে, পরে তাহা লৌহময় অথবা মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া তত্তুল্য অপর একটী পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রদ্বারা উভয় পাত্রের সন্ধিরোধ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিধানে পাক করিবে।

অনন্তর লৌহের পুটপাক প্রণালী।

ভূমির চতুর্দ্দিকে একহস্ত পরিমাণে খনন করিয়া কটাহ তুল্য গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ বিলঘুটে, তুষ, অথবা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তদুপরি লৌহপুটস্থাপন করিবে। অনন্তর বিলঘুটে তুষ, কিম্বা কাষ্ঠদ্বারা গর্ত্তের অপর অর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিয়া দিবে। এই প্রকার দিবসে কিম্বা রাত্রিতে চারি প্রহরকাল পুটপাক করিয়া লৌহভস্ম করিবে। একএকবার পুটপাকের পর উত্তম পাষাণে সেই লৌহচূর্ণ করিয়া কেতকীপুষ্পের পরাগের ন্যায় করিবে। যাবৎ লৌহ উত্তমরূপ মারিত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ পাষাণে পেষণ করিবে। লৌহ মারণের বিশেষ বিধান লৌহ প্রদীপে জানিতে পারিবে।

পুটপাকের গুণ ও দোষ।

পুটপাক গর্ত্তের উর্দ্ধে পুটস্থাপন করিবে ইহাতে ক্ষণকাল মধ্যে লৌহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাতে লৌহের পুটপাক জনিত গুণ উৎপন্ন হয় না, অধোভাগে রাখিলে লৌহ অল্প বীর্য্য শালী হয়, স্মৃতরাং তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কুণ্ডের মধ্যস্থানে শরার পুট স্থাপন করিবে। এবং তুষাদি ভস্মীভূত হইয়া শীতল হইলে সেই ভস্মাচ্ছন্ন লৌহ গ্রহণ করিবে কদাচ লৌহ তপ্ত থাকিতে গ্রহণ করিবে না। তপ্ত লৌহ গ্রহণ করিলে তাহার গুণের হ্রাস হইয়া থাকে।

মতান্তরে লৌহের পুটপাক প্রণালী।

বিশুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং লৌহ তিনভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে অনন্তর ঐ লৌহ পিণ্ড তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহর পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এবং পুনর্ব্বার এরণ্ড পত্র দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া তিন দিবস ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর উহা ধান্য রাশি হইতে আনিয়া মর্দ্দন করিবে। যাবৎ লৌহ লঘু হইয়া জলের উপরি হংসের ন্যায় ভাসিতে না থাকে,

তাবৎ পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নিয়মে পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে তীক্ষ্ণ মুণ্ড ও কান্ত লৌহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে লৌহ মারণ প্রণালী।

লৌহের সহিত তাহা দ্বাদশাংশ পরিমাণ হিঙ্গুল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ও দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তবার পুট প্রদান করিলে লৌহভস্মীভূত হইয়া থাকে।

লৌহের নিরুত্থীকরণ প্রণালী।

লৌহের সহিত বক্ষ্যমাণ মিত্রপঞ্চক একত্রিত করিয়া পুট পাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে যদি লৌহ নির্ম্মল অর্থাৎ উত্তমরূপে ভস্ম হয়, তাহা হইলে উক্ত লৌহের চারিরতি পরিমাণে সেবন করিবে!

মধু, ঘৃত, গুঞ্জা (কুঁচ) সোহাগা ও গুগ্‌গুলু এই পঞ্চ দ্রব্যকে মিত্র পঞ্চক বলে। ধাতুর মিশ্রণকার্য্য এই মিত্রপঞ্চক বিশেষরূপে সহকারী হইয়া থাকে।

মতান্তরে লৌহমারণ প্রণালী।

গব্যঘৃত গন্ধক ও লৌহ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া তপ্তখলে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত এক দিবস মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহা পুটমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সর্ব্বপ্রকার লৌহই ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

রসায়নার্থ লৌহ ভস্ম করিতে হইলে তাহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে করিতে হয়, যথা মধু, গুঞ্জা সোহাগা ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ইহাতে যদি ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। তাহা হইলে এই লৌহ রসায়নকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। অন্যথা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ মারিত লৌহ, শোথ, শূল, অর্শঃ, ক্রিমি, পাণ্ডু, শোষ, মেদ ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। লৌহ সেবন করিলে যৌবন চিরকাল বর্ত্তমান থাকে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা অতি গুরুতর পদার্থ। বিশুদ্ধ মারিত লৌহ দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করে বলবীর্য্য বৃদ্ধি করে, সমস্ত রোগ অপহরণ করে এবং কাম বৃদ্ধি করে লৌহের তুল্য প্রধান রসায়ন দ্রব্য আর নাই। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি কাকরাদি নামক অষ্টবিধ দ্রব্য তিল তৈল, রসুন, সর্ষপ, মদ্য এবং কোন প্রকার অম্লদ্রব্য সেবন করিবে না।

লৌহ অনেক প্রকার আছে। তাহাদিগের মধ্যে সামান্য লৌহ হইতে ক্রৌঞ্চ লৌহ দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ অষ্টগুণ, কালিঙ্গ হইতে ভদ্র লৌহ শতগুণ ভদ্র হইতে বজ্রলৌহ সহস্রগুণ বজ্রলৌহ হইতে কান্তিলৌহ শতগুণ, কান্তিলৌহ হইতে নিরঙ্গ দশগুণ নিরঙ্গ হইতে কান্তলৌহ সহস্র কোটী উৎকৃষ্ট গুণশালী, অতএব কান্তলৌহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও মহাগুণশালী।

মণ্ডূরশোধন প্রণালী।

মারিত লৌহেতে যে যে গুণ বিদ্যমান আছে, মণ্ডূরেতে সেই সেই গুণ রহিয়াছে। অতএব রোগ শান্তির নিমিত্ত মণ্ডূরও প্রয়োগ করিবে। প্রমাণান্তরেও জানা যায় যে লৌহের যে যে গুণ আছে, সেই সেই লৌহোৎপন্ন মণ্ডূরেও সেই সেই গুণ বর্ত্তমান আছে। যেমন লৌহ সেবনে নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া অশেষ বিধ উপকার দর্শে সেই প্রকার মণ্ডূর সেবনেও অশেষ বিধরোগ বিনষ্ট হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানা প্রকার উপকার হইয়া থাকে।

মণ্ডূরের উত্তম ও মধ্যম নির্ণয়।

শতবর্ষোত্তীর্ণ মণ্ডূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অশীতি বার্ষিকীয় মণ্ডূর মধ্যম ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর অধম এবং ষষ্টিবর্ষের ন্যূন বর্ষীয় মণ্ডূর বিষের ন্যায়

অপকারী অতএব তাহা কেহই কখনও সেবন করিবেন না।

বিভীতক (বহেড়া) কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডূর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার অষ্টবার গোমূত্রে নির্ব্বাপণ করিলে মণ্ডূর বিশোধিত হয়। এই প্রকারে শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে অল্পকাল মধ্যে কুম্ভকামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

মুণ্ডলৌহ ভক্ষণে মণ্ডূর হইতে দশগুণ মুণ্ড লৌহ হইতে তীক্ষ্ণলৌহ শতগুণ এবং তীক্ষ্ণ লৌহ হইতে কান্তলৌহ লক্ষগুণ অধিক ফলপ্রদান করে।

সংক্ষেপে স্বর্ণাদি ধাতুর সাধারণ মারণ দ্রব্য।

সীসক দ্বারা স্বুবর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা রজত গন্ধক দ্বারা তাম্র হিঙ্গুল শোধিত হইয়া থাকে।

মণিমুক্তা প্রভৃতির শোধন।

মণিমুক্তাদি শোধন করিতে হইলে জয়ন্তী পত্রের রসে এক প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পরে জয়ন্তীপত্রের স্বরস দ্বারা মর্দ্দন করিলেই মণিমুক্তাদির শোধন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মণিমুক্তা শোধন করিয়া খলে পেষণ করতঃ চূর্ণ করিবে। অনন্তর লঘু পুটে দগ্ধ করিলেই মণিমুক্তা ভস্ম হইয়া থাকে। কাঁজির সহিত পুটপাকে দগ্ধ করিলে হীরক ভস্মীভূত হইয়া মারিত হয়।

মতান্তরে মৌক্তিকাদি শোধন প্রণালী।

মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য রত্ন সকল উত্তপ্ত করিয়া ঘৃতকুমারী ও ক্ষুদেনটেশাকের রসে নিক্ষেপ করিবেন মুক্তাদির তুল্য পরিমাণে ঘৃত-কুমারী ও ক্ষুদে নটের রস গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে সাতবার সেচন করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তাদি ভস্মীভূত হয়।

প্রবাল মারণ প্রণালী।

প্রবাল স্ত্রীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ঘোলের সহিত হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে। পরে ঐ হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া চুল্লীতে দুই প্রহর কাল অগ্নিতে জ্বাল দিবে। এই প্রকার করিলে প্রবাল মারিত হয়।

প্রকারান্তরে মুক্তাদি শোধন প্রণালী।

কুলথ কলাই ১০০ একশত পল জল ৩২ সের এই উভয় একত্রে পাক করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে এই ক্বাথে মুক্তা প্রভৃতি অষ্টবিধ মণি ও মনঃশিলা নিক্ষেপ করিয়া তিন দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ক্বাথে সিক্ত করিয়া বার-ম্বার রৌদ্রে শুষ্ক করিলে মুক্তা মণি ও মনঃশিলা বিশোধিত হইয়া থাকে।

বিষ ও উপবিষ শোধন প্রণালী।

বিষ দ্বিবিধ,স্থাবর ও জঙ্গম, স্থাবর বিষ মূলা-ত্মক এই দশ প্রকার। সর্পাদি সম্ভূত বিষকে জঙ্গম বিষ বলা যায়। উক্ত বিষ ষোড়শ প্রকার মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক, ক্ষীর সার নির্যাসধাতু ও কন্দ এই দশবিধ দ্রব্যেতে স্থাবর বিষ বর্ত্তমান। দৃষ্টি,নিশ্বাস,দন্ত,নখ,মূত্র,মল,শুক্র,লালা,মুখ,স্পর্শ, দংশ, অবমর্দ্দন, গুহ্য দেশ, অস্থি পিত্ত ও শূক এই ষোড়শ দ্রব্য জঙ্গম বিষের আশ্রয়। দিব্য সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে ভৌমসর্পের দন্তে ব্যাঘ্রা-দির নখে, গৃহ গোধিকার (টিকটিকির) মূত্র ও মলে মূষিকের শুক্রে ঝিঁঝি পোকার লালা ইত্যাদিতে জঙ্গম বিষ থাকে। উক্ত সকল প্রকার বিষই বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। কখনও বিষের শোধন না করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে না।

বিষ চনকাকার করিয়া গোমূত্রে তিন দিবস ভাবনা দিয়া সমপরিমাণে সোহাগার সহিত পেষণ করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরে বিষ শোধন প্রণালী।

ত্রিফলার কাথে তিন দিবস দোলা যন্ত্রে পাক করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয় এবং ছাগী দুগ্ধে ঐ প্রকার তিন দিবস পাক করিলেও বিষ বিশোধিত হইয়া থাকে।

অন্য প্রকার বিষ শুদ্ধি।

গোমূত্রপূর্ণপাত্রে দোলা যন্ত্রে বিষ পাক করিবে। এই প্রকারকরিলে বিষের শুদ্ধি হইয়া থাকে। পাক ক্রিয়াবিৎ বৈদ্য দশতোলা পরিমাণে বিষ লইয়া এক দিবারাত্রি পাক করিবে।

মতান্তরে বিষ শোধন।

বিষ,চনক প্রমাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী পাত্র মধ্যে রাখিবে ও প্রতিদিন তাহাতে নূতন গোমূত্র দিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে তিন দিনের ঊর্দ্ধ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয় ঔষধতত্ত্ববিৎ বৈদ্য উক্ত প্রকারে বিষ বিশুদ্ধ করিয়া যথোক্ত পরিমাণে ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

উপবিষ শোধন প্রণালী।

আকন্দ, সীজ, ধুস্তুর, লাঙ্গলী, করবী, গুঞ্জা, (কুঁচ) ও অহিফেন এই সপ্ত প্রকার উপবিষ আছে। ধুস্তুরের বীজ ও অন্যান্য প্রকার উপবিষ শোধন করিতে হইলে দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রেতে দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ফলবিষ শোধন প্রণালী।

প্রথমতঃ জয়পাল শোধন লিখিত হইতেছে। জয়পালের বীজ খোসা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বীজের অষ্টাংশ সোহাগার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কেশ যন্ত্রে ভাবনা দিয়া দুগ্ধ মধ্যে নিমগ্ন করিয়া তিন দিবস পাক করিবে। এই প্রকার করিলে জয়পাল বিশুদ্ধ হইয়া অমৃত তুল্য হয়। এই রূপে বিশোধিত জয়পাল বীজ ঔষধে প্রয়োগ করিবে। জয়পাল শোধন কালে তুষর হিত জয়পাল বীজ নূতন শরাতে ঘর্ষণ করিয়া তাহার স্নেহভাগ বিলুপ্ত করিতে হইবে।

ক্ষীরবিষ অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে এই ক্ষণে স্নুহী (সীজ) ক্ষীরশোধন কথিত হইতেছে। তেঁতুল পাতার রস দুই তোলা লইয়া তাহাতে দুই পল পরিমিত সিজের ক্ষীর মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রেতে ভাবনা দিবে। যাবৎ সেই তেঁতুল পাতার রস শুষ্ক না হয়, তাবৎ রৌদ্রে রাখিবে এবং রস শুষ্ক হইলে সেই ক্ষীর গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

জলৌকা শোধন প্রণালী।

প্রাচীন জলৌকা (জোঁক) আনিয়া তাহা তাম্র পাত্রে রাখিবে। পরে অষ্টপল জলেতে চারিমাষা অর্থাৎ অর্দ্ধতোলা হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এই জল সেই তাম্র পাত্রে দিবে। এই প্রকার করিলে জলৌকা স্বয়ং লালা পরিত্যাগ করিতে থাকে। জলৌকা লাল বিহীন হইলে সেই জলৌকা রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে নিযোজিত করিবে। যে জলৌকার পৃষ্ঠে রোম এবং কপিল বর্ণ ও রক্তবর্ণ রেখা আছে এবং যে জলৌকা দুর্ব্বল যশোলিপ্সু বৈদ্যগণ সেই প্রকার জলৌকা পরিত্যাগ করিবে। উক্ত রূপ দূষিত জলৌকা কখন ও রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে না।

বৃদ্ধদারক শোধন প্রণালী।

বিচক্ষণ চিকিৎসক বৃদ্ধদারক বীজ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব যুক্ত জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর অপামার্গের রসে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। এই প্রকার করিলে বৃদ্ধদারক বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মতান্তরে বৃদ্ধদারক শোধন।

বৃদ্ধদারক বীজ দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রে দোলা যন্ত্রে

পাক করিবে। ইহাতে নিশ্চয় বৃদ্ধদায়ক বীজ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্যান্য বীজ সকলের সাধারণ শোধন প্রণালী।

অপামার্গের কাথে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে লেবুর বীজ বিশুদ্ধ হয়। শজিনা-বীজ কার্পাস বীজ, এবং অপামার্গের বীজ রৌদ্রে শোষণ করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে সৈন্ধব প্রদান নিষিদ্ধ। কটুকী, কোষাতকী, দন্তী, পটোলী, মাখালশশা, কটুতুম্বী, ঘোষা এবং কাকতুণ্ডী এই সকল দ্রব্য আতপে শুষ্ক করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। আমলকীর রসে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে মাখালফল শুদ্ধ হয়। করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জা বীজ ভৃঙ্গরাজ রসে সিক্ত করিয়া আতপে শোধন করিলে বিশুদ্ধ হয়। গুঞ্জাদি সর্ব্বপ্রকার বীজ সৈন্ধব ব্যতীত নরমূত্রে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বিল্ব ও ভেলা নারিকেলের জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া বিশোধন করিতে হয়। গুড়ূচীর কাথে ত্রিফলার কাথে ও দুগ্ধে ক্রমশঃ পাক করিয়া গুগ্গুল শোধন করিতে হয়। এই সকল বীজের মধ্যে ঔষধে প্রয়োগার্থ যে সকল বীজ ব্যবহার করিতে হইবে সেই সকল এই প্রকারে শোধন করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

ইতি শ্রীআশুতোষ কবিরঞ্জন কবিরাজকৃতে আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে মারণ ও শোধনোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরিশিষ্ট।

ধাত্রীবিদ্যা।

যে বিজ্ঞানশাস্ত্রদ্বারা গর্ভাবস্থা, প্রসব ও সূতিকাবস্থায় শিশু ও জননীর বিষয় শিক্ষা এবং চিকিৎসাপ্রকরণে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, তাহাকে ধাত্রীবিদ্যা কহে। পূর্ব্বে প্রসবকালে প্রসবের ভার ধাত্রীহস্তে ন্যস্ত ছিল, এই কারণে ইহা ধাত্রীবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত অনেক প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে প্রসবকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষার্থীর অগ্রে বস্তিগহ্বর ও জননেন্দ্রিয়-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ধাত্রীবিদ্যার প্রকৃত ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ছাত্রেরা শারীরস্থানবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। এই কারণ প্রযুক্ত এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ দেওয়া এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, তবে ধাত্রীবিদ্যার সহিত ইহাদের যে কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য যে সকল বিষয়ের বিবরণ আবশ্যক, এস্থলে সেই সমস্ত বিষয় লিখিত হইতেছে।

বস্তি।

মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ শাখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি অস্থিময় গহ্বরকে বস্তিগহ্বর কহে। বস্তিগহ্বর চারিখানি অস্থিদ্বারা গঠিত। দুই খানি দ্বারা সম্মুখপ্রাচীর ও অপর দুই খানির দ্বারা পার্শ্ব-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী সন্ধি বন্ধনী তন্ত্রি ও পেশী সহযোগে বস্তির অস্থিময় প্রাচীরের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

প্রকৃত বস্তি।—প্রকৃত বস্তির একটী প্রবেশ দ্বার, একটী গহ্বর ও একটী নির্গমদ্বার আছে।

প্রবেশদ্বার।—বস্তির প্রবেশদ্বার ইহার ঊর্দ্ধভাগে সংস্থিত। এই দ্বারে শিশু বস্তিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পরিধীকে ইহার তট বলা যায়। ইহা সল্প পরিমাণে প্রায় ১৬ ইঞ্চ। এই তটের তিনটী প্রধান ব্যাস সম্মুখ-পশ্চাৎ, অনুপ্রস্থ, তির্য্যক।

গহ্বর।—বস্তিগহ্বর বস্তির উপরিস্থিত প্রবেশ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্থ নির্গমনদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গহ্বরের সম্মুখস্থ প্রাচীরের উচ্চতা ১½ দেড় হইতে ১¾ ইঞ্চ। গহ্বরের পশ্চাৎ প্রাচীরের উচ্চতা ৫ ইঞ্চ। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, পশ্চাৎপ্রাচীর অপেক্ষা সম্মুখপ্রাচীর অনেক পরিমাণে অগভীর। পশ্চাৎপ্রাচীরের উচ্চতা কিয়ৎ পরিমাণে বক্র রেখান্বিত। বস্তিগহ্বরের গভীরতা এবং পশ্চাৎ প্রাচীরের উচ্চাস্থির বক্রতা দ্বারা প্রসবপ্রক্রিয়া অনেক পরিমাণে সুবিধাজনক হইয়া থাকে। বস্তিগহ্বর অগভীর ও প্রশস্ত এবং পশ্চাৎ প্রাচীরের উচ্চাস্থি মধ্যবিৎরূপে বক্র হইলে প্রসবপ্রক্রিয়া সহজে ও স্বাভাবিকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু গহ্বর যদি গভীর এবং পশ্চাৎপ্রাচীরের উচ্চাস্থির বক্রতা

অধিক হয়, তাহা হইলে প্রসব কষ্টকর ও বিলম্বিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তিগহ্বরের সাধারণতঃ তিনটী ব্যাস। সম্মুখ-পশ্চাৎ, অনুপ্রস্থ ও তির্য্যক।

অস্থিময় বস্তিগহ্বরের প্রাচীর কোমল উপাদান দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাৎভাগে অন্ত্রের সরল অংশ মধ্যস্থলে অভ্যন্তরিন্ জননেন্দ্রিয় সমূহ এবং সম্মুখভাগে মূত্রাশয় অবস্থিত। অনেকগুলি রক্তনালি ও স্নায়ু এই গহ্বরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি ইহার অভ্যন্তরে বিস্তারিত আছে।

নির্গমন দ্বার।—বস্তিগহ্বরের নিম্ন পরিধি বা নির্গমন দ্বারের অবয়ব অতি বিষম। সচরাচর নির্গমন দ্বারের দুইটী ব্যাস। সম্মুখ-পশ্চাৎ ও অনুপ্রস্থ। সম্মুখ-পশ্চাৎ ব্যাসটী প্রসবকালে অভ্যন্তরিন্ চাপে এক ইঞ্চ কিম্বা ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বস্তির নির্গমনদ্বার কোমল উপাদান সমূহ দ্বার আবদ্ধ। সেই সমস্ত উপাদান বস্তির তলরূপে স্থিত। বস্তিতল তিনস্থলে ছিদ্রিকৃত; সম্মুখে প্রস্রাবদ্বার, মধ্যে যোনি এবং পশ্চাতে সরলান্ত্র।

বস্তি বা মধ্যরেখা।—বস্তির তিনটী মধ্যরেখা আছে। বস্তিগহ্বরের প্রবেশ-দ্বারের নির্গমন দ্বারের।

প্রসবপথ।—প্রসবপথ কোমল উপাদান সমূহে গঠিত। উর্দ্ধে ইহা জরায়ুমুখের সহিত সমন্বিত; নিম্নে যোনি এবং গুহ্য দ্বারের মধ্যস্থিত স্থলের সম্মুখ কিনারা পর্য্যন্ত। জরায়ু সম্মুখ স্বাভাবিকভাবে সংস্থিত থাকিলে এবং তৎসঙ্গে প্রসবকালে নির্গমনপথ পূর্ণ বিস্ফারিত হইলে জরায়ু গহ্বর, জরায়ুমুখ ও যোনি একত্র মিলিত হইয়া একটি নলাকার গহ্বরে পরিণত হয়।

এক্ষণে প্রসবপথের সাধারণ অক্ষের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই অক্ষ ঠিক একটী ক্ষেপনী রেখার আকারে সংস্থিত। ইহার উর্দ্ধাংশ অস্থিময় বস্তিগহ্বরের অক্ষের সহিত সমন্বিত, কিন্তু ইহার নিম্নাংশ ঠিক তদ্রূপ নহে; তাহা অধিক সম্মুখভাবে চালিত। প্রসবপথের অক্ষ সম্মুখ ও উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ ও নিম্নভাবে বিস্তৃত, পরে বহির্দ্বারে ইহা প্রায় পূর্ণ সম্মুখভাবে বহির্গত হইয়াছে; এই রেখা পথেই ভ্রূণ জরায়ুগহ্বর হইতে বহিঃনিসৃত হয়। ইহার বহির্গমনে কৃত্রিম সাহায্য প্রয়োগ করিতে হইলে এই রেখার গতিতেই তাহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় বাহ্য ও অন্তঃ এই দুইভাগে বিভক্ত। এই নালী অভ্যন্তর দিয়া শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করে, এবং ভ্রূণ নিঃসারিত হইয়া থাকে। ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী ও জরায়ু এই তিনটী অন্তর্জননেন্দ্রিয়। এই সমুদয়ের মধ্যে যোনিমুখ, সতীচ্ছদ, যোনিনালী মূলাধার, ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী ও জরায়ু সম্বন্ধীয় কতগুলি বিশেষ-বিবরণ লিখিত হইতেছে।

যোনিমুখ।—প্রস্রাবদ্বারের নিম্নে যোনিমুখ সংস্থিত। বালিকাবয়সে এই মুখে একটি পাতলা আবরণ থাকে। এই আবরণকে সতিচ্ছদ বলা যায়। ইহা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে নির্ম্মিত। অনেক স্থলে সতীচ্ছদ যোনিমুখের নিম্নভাগে থাকে। ইহা দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার। কাহারও বা সতীচ্ছদ গোলাকার; উহার মধ্য স্থলে একটি ছিদ্র থাকে, কাহারও আদৌ ছিদ্র থাকে না। কাহারও কাহারও সতীচ্ছদ আদৌ না থাকিতে পারে। পুরুষের সহিত প্রথম সংসর্গে সতীচ্ছদ প্রায়ই ছিদ্র হইয়া থাকে। কাহারও সতীচ্ছদ এত কঠিন যে, পুরুষের সহবাসে ছিদ্র হইয়া যায় না। সতীচ্ছদ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার অবশেষ গুটীকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় পরিণত হয়।

যোনি।—যোনি একটী নলাকার নালী। ইহা বক্রভাবের বস্তিগহ্বরের অক্ষে সংস্থাপিত। যোনি নিম্নাংশে সকীর্ণ কিন্তু উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া জরায়ুগ্রীবায় যোনি অংশকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কুমারীদিগের যোনিমুখ গোলাকার। যাহাদের পুরুষসংসর্গ বা সন্তানাদি হইয়াছে, তাহাদের যোনিমুখ একটী উর্দ্ধাধ ফাটের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎ প্রাচীর অপেক্ষা সম্মুখ প্রাচীর খর্ব্বায়াতন। সম্মুখ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই ইঞ্চি, কিন্তু পশ্চাৎ প্রাচীর তাহা অপেক্ষা প্রায় আধ ইঞ্চি বেশী। যোনির সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রাচীর স্বভাবতঃ একত্র সংযুক্ত থাকে। যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অতিশয় ঘন অনুপ্রস্থ স্তরে সজ্জিত। যোনির সম্মুখে মূত্রাশয় ও প্রস্রাবপথ, পশ্চাতে সরলান্ত্র। দুই পার্শ্বে বস্তিতন্তু ও প্রশস্ত বন্ধনী, উর্দ্ধে উহা জরায়ুর সহিত সমন্বিত। যোনিমুখের পশ্চাৎভাগে দুই দিকে দুইটী বাদামাকৃতি গ্রন্থি আছে। পুরুষসহবাস-কালে স্ত্রীলোক উত্তেজিত হইলে, একপ্রকার সচ্ছ আঠাবৎ নিঃস্রবন নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যোনিমুখের নিকট অনেকগুলি গাঢ় গন্ধযুক্ত পদার্থনিঃস্রাবক গ্রন্থি আছে। তৎসমুদয়ের নিঃস্রবণ দ্বারা যোনিদ্বারের আর্দ্রতা সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যোনিপ্রাচীরে এই প্রকার নিসারক গ্রন্থি সমূহের সমাবেশ দেখা যায় না।

জরায়ু।—জরায়ু একটী ফাঁপা পেশীময় যন্ত্র। অনুপ্রাণিত ডিম্ব ইহার অভ্যন্তরে পরিস্ফূরিত পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হয়। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রধাণতঃ ইহাদ্বারাই বহিঃ নিসারিত হইয়া থাকে।

জরায়ু বস্তিগহ্বরে যোনির উর্দ্ধভাগে সংস্থিত। ইহার গহ্বরের অক্ষ ও বস্তির প্রবেশ-দ্বারের অক্ষ প্রায় এক রেখাস্থিত। ইহা দুই পার্শ্বে গোল ও প্রশস্ত বন্ধনীদ্বারা সংস্থিত। জরায়ুর উর্দ্ধভাগে বস্তিতটের কিঞ্চিৎ নিম্নস্থিত; শৈশবে ইহা আরও উর্দ্ধে স্থিত থাকে। জরায়ুর উপরিভাগ প্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে অণ্ডনালী-দ্বয়ের ছিদ্র সংস্থিত। মধ্যাংশের উর্দ্ধভাগের প্রশর অধিক, নিম্নে ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া নিম্নাংশ বা গ্রীবার সহিত সমন্বিত হইয়াছে। জরায়ুর নিম্নাংশকে গ্রীবা কহে; ইহাও উর্দ্ধ হইতে ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া আসিয়াছে। এই গ্রীবার অভ্যন্তরের নালী সরু। ইহার মধ্যস্থল উর্দ্ধ এবং অধোভাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মোটা। উর্দ্ধভাগ যে স্থলে গহ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে অন্তর্ম্মুখ বলা যায়। নিম্নমুখকে বাহর্ম্মুখ কহে। জরায়ুমুখের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী ওষ্ঠ আছে। গ্রীবার বহির্ম্মুখ এই দুই ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একটী অনুপ্রস্থ ফাটের ন্যায় সংস্থিত। পশ্চাৎ ওষ্ঠ অপেক্ষা সম্মুখ ওষ্ঠ অধিক পুরু; এই জন্য প্রসবকালে পশ্চাৎ ওষ্ঠাপেক্ষা সম্মুখ ওষ্ঠের বিস্ফারণে অধিক সময় লাগে; তন্নিবন্ধন সময় সময় প্রসবের বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। যোনির সম্মুখপ্রাচীর অপেক্ষা পশ্চাৎ-প্রাচীর অধিক উর্দ্ধভাগে বিস্তৃত, এই জন্য পশ্চাৎ প্রাচীর ও গ্রীবার মধ্যস্থিত স্থলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। এই স্থলকে যোনির পশ্চাৎগহ্বর বলা যায়। যোনির এই স্থলের পশ্চাতে অন্ত্রাবরক তন্তু।

অণ্ডোদ্গম ও ঋতু।

প্রতি চতুর্থ সপ্তাহে (চান্দ্রমাসে) অণ্ডাশয় হইতে প্রায়ই একটী এবং কখন কখন তদপেক্ষা অধিক অণ্ড পরিপক হইয়া উদ্গত হইয়া থাকে। ইহাকে অণ্ডোদ্গম বলা যায়। অণ্ড নির্গমন-কালে জননেন্দ্রিয়ের শোণিতাধিক্য প্রভৃতি কতকগুলি ঘটনা হওয়াতে, জরায়ুপ্রাচীর হইতে শোণিত নিঃসৃত হয়। অণ্ডোদ্গমের সহিত এই শোণিত নিঃসরণকে ঋতু কহে। এস্থলে

কেবল অণ্ডোদ্গাম ও ঋতু সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইতেছে।

অণ্ডোদ্গাম ঋতুর কারণ হইলেও প্রত্যেক অণ্ডোদ্গামকালে ঋতু না হইতে পারে; এই জন্য ঋতু না হইয়া সময়ে সময়ে গর্ভ হইতে দেখা যায়। অণ্ডাশয়দ্বয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে শীঘ্র অথবা অল্পকালের মধ্যে ঋতুক্রিয়া বন্ধ হইয়া আইসে। যে সকল স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয় নাই, তাহাদিগকে আদৌ ঋতুমতি হইতে দেখা যায় না। প্রথম ঋতু প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে দেহে যৌবনসূচক কতকগুলি পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া থাকে, জননেন্দ্রিয় সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কামাদ্রি ও বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় লোমে আবৃত, এবং স্তনযুগল উদ্গত হইতে আরম্ভ করে, তৎসঙ্গে বস্তির পার্শ্ব প্রসর হয় ও বৃদ্ধি পায়, বালসুলভ সরলতা ও চাপল্য অপসৃত হয়, বালিকা লজ্জাবতী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঋতুর দুই এক দিবস পূর্ব্বে অনেকের শরীরে ভার বোধ হয়, দেহের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি থাকে না, স্তনযুগল বর্দ্ধিতায়তন কঠিন ও বেদনা যুক্ত হয় এবং কটিদেশে ভার ও বেদনা বোধ হইতে থাকে। রজনিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ অপগত হইয়া থাকে। যাহাদের অধিক রজঃস্রাব হয়, তাহাদের শরীর এই সময় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রথম রজঃ প্রকাশের পর অনেক স্থলে কয়েক মাস ঋতু বন্ধ থাকে; তাহার পর প্রায় মাসে মাসেই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় অণ্ডোদ্গাম বন্ধ হওয়াতে ঋতু হয় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে গর্ভের তৃতীয় মাস অবধি ঋতু হইয়া থাকে। প্রসবান্তে যত দিন স্তন হইতে দুগ্ধ সম্যক্রূপে প্রস্রুত হইতে থাকে, ততদিন অণ্ড প্রায় উদ্গত হয় না। পীড়াবশতঃও অণ্ডোদ্গাম বন্ধ হইতে পারে। নিয়মমত অণ্ডোদ্গাম স্বাস্থ্যের একটী প্রধান লক্ষণ, এই জন্য শরীর যত দিন সম্যক্রূপে সুস্থ থাকে, ততদিন একটী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত যথা নিয়মে ঋতু প্রকাশ পায়। প্রথম ঋতু যত বয়সে আরম্ভ হউক না কেন, ইহা সকল দেশেই প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ঋতু প্রায়ই সহসা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না; বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ইহা প্রথমে অনিয়মিত পড়ে এবং ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ঋতুকালে শোণিতাধিক্য বশতঃ অণ্ডাশয় বর্দ্ধিতায়তন হয়, তৎসঙ্গে জরায়ুতে অধিক শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে, এবং অণ্ডনালীতেও ঐরূপ পরিবর্দ্ধন হইতে দেখা যায়, ও যোনি, যোনিমুখ কিয়ৎ পরিমাণে স্ফীত ও রক্তাভ হইয়া উঠে। শোণিতাধিক্য বশতঃ ঋতুকালে জরায়ুগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অল্প বা অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া থাকে; তাহাতে নিম্নস্থিত কৈশিক নালী সমুদয় নির্ম্মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। এরূপ হওয়াতে জরায়ুর গাত্রে সর্ব্বস্থলে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইতে থাকে। সেই সমস্ত শোণিতবিন্দু একত্রে মিশিয়া অবশেষে জরায়ুমুখ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে, আর্ত্তব শোণিত অণ্ডনালী হইতেও নিঃসারিত হয়।

ঋতুশোণিত সাধারণতঃ তিন দিন নিসৃত হইয়া থাকে; কিন্তু কাহাকেও ৫।৭ দিবস পর্য্যন্ত রজঃসলা থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রী অত্যন্ত তেজস্বিনী ও কামাশক্তা, যাহারা বহুজনাকীর্ণ নগরে বাস করে, উত্তেজক খাদ্য দ্রব্য সেবন করে, এবং নিরন্তর ভোগাভিলাষে কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহাদিগের ঋতুকাল সচরাচর দীর্ঘ এবং শোণিত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে, শিথিলাঙ্গ ও গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের অধিক শোণিত নিঃসৃত হইবার সম্ভাবনা। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশে আর্ত্তবশোণিতের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। সচরাচর দেড় ছটাক পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কাহারও কাহারও এক পোয়া পর্য্যন্তও নির্গত হয়। আর্ত্তব

শোনিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকিলে ইহা জমাট বাঁধে না, তরল ভাবেই থাকে। শোণিতের সহিত পূয মিশ্রিত থাকিলেও শোণিত জমাট বাধে না। আর্ত্তব শোণিতের গন্ধেরও কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। ঋতুমতি স্ত্রীলোকের যে এক প্রকার বিচিত্র গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা এই রক্ত হইতে উৎপন্ন। মাসধর্ম্মকালে জরায়ু প্রাচীর হইতে শোণিত নিঃসৃত না হইয়া কোন কোন স্ত্রীলোকের দেহের অন্য কোন স্থলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অথবা ত্বক হইতে শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অণ্ডোদ্গম কালে এইরূপ শোণিত নিঃস্রাবকে প্রতিনিধি ঋতু কহে।

গর্ভাধান ও অণ্ডের ক্রমস্ফূরণ।

অণ্ড শুক্রবীজ সহযোগে অঙ্কুরিত বা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, পরে ক্রমে বিকাশিত হইয়া পূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হয়। শুক্র একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ঘন ও পিচ্ছিল ক্ষারাক্ত তরল পদার্থ। পুরুষদিগের যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অধিক বয়স পর্য্যন্ত মুষ্কদ্বয়ে ইহা উৎপাদিত হইয়া থাকে। মুষ্কের নিস্রবপথে নানাপ্রকার গ্রন্থির সহিত মিশ্রিত হয়, এই সমস্ত নিঃস্রবণের সমষ্টিকে শুক্র বলা যায়। শুক্র একটি অণ্ডনালীক পদার্থ। ইহাতে নানাবিধ রসায়নিক এবং জান্তব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে শুক্রবীজই ইহার প্রধান উপাদান। ইহাদের দ্বারাই অণ্ড অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। পুরুষসংসর্গে শুক্র যোনির উর্দ্ধাংশে অথবা জরায়ুর মধ্যে উৎসৃষ্ট হইলে শুক্রবীজ গুলি স্ব স্ব স্বাধীন গতিদ্বারা জরায়ুর "শিলিয়ার" সাহায্যে উর্দ্ধে চালিত হইয়া অভ্যন্তরিন্ জননেন্দ্রিয়ের কোন একটি স্থানে অণ্ডের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহাতেই গর্ভাধান হইয়া থাকে। অণ্ডের পরিস্ফূরণের বিস্তার বিবরণ না লিখিয়া কেবল মাত্র ইহার দুইটি আবরণের, পরিস্রবের এবং নাভি রজ্জুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইবে। ভ্রূণ দুইটি আবরণে আচ্ছাদিত। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক আবরণ। বাহ্য আবরণটির গাত্রে কতকগুলি কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। কেশরগুলি ফাঁপা, বাহ্য আবরণের গাত্রে উন্নত হইয়া লম্বভাবে সংস্থিত থাকে। এই আবরণের বহির্ভাগ অসম, অভ্যন্তর সমতল। এই সমস্ত কেশরগুলির প্রথমে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট গঠন এবং ইহাদের মধ্যে শোণিত নালী থাকে না। ক্রমশ প্রত্যেক কেশরের মধ্যে একটী ধমনী ও একটী শিরা প্রবেশ করে। এই সমস্ত ধমনী শাখা প্রসাখা বহির্গত হইয়া কেশরের সাখা প্রশাখা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভের দ্বিতীয় মাসের শেষ ভাগে সমস্ত কেশরগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মাতৃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সহিত যে গুলি সংযুক্ত থাকে, সেই গুলি পরিপূর্ণ হইয়া অবশেষে পরিস্রবের গঠনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অভ্যন্তর আবরণ (চলিত ভাষায় যাহাকে পোরো কহে) একটী দৃঢ় ও কঠিন ঝিল্লি। এই ঝিল্লি নাভিরজ্জুকে পরিবেষ্টন করিয়া ভ্রূণের ত্বকের সহিত সমন্বিত থাকে। এইরূপে এই ঝিল্লি একটী আবদ্ধ থালী প্রস্তুত করে। এই থালিতে জলীয় পদার্থ থাকে। এই জলীয় পদার্থ প্রথম খুব পরিষ্কার ও সচ্ছ হয়, কিন্তু গর্ভ যত অগ্রসর হইতে থাকে, এই জল তত ঘোলাটীয়াও আঠাল হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় এই জলের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। তৃতীয় মাসে ইহার পরিমাণ অতিশয় বাড়িয়া উঠে। এই জল দ্বারাই ভ্রূণ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা বাহ্য আঘাত ও গর্ভাবস্থায় জরায়ুর অস্বাভাবিক সংকোচন হইতে ভ্রূণকে রক্ষা করে। ভ্রূণে সঞ্চালন ও পরিসর্পণে সহায়তা করে ও ইহার তাপ সমান তাপ রক্ষা করে এবং প্রসবকালে স্থিতিস্থাপক কিলকরূপে জরায়ু মুখ বিস্ফারণে সহায়তা

করিয়া থাকে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, এই দুই আবরণের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, কখন কখন প্রসবের প্রারম্ভে তাহা নিঃসৃত হওয়াতে জলমুচি ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

মাতার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির যে অংশে অণ্ড নিহিত হয়, সেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং তদুপরিস্থিত জ্রূণের বাহ্য আবরণের অংশ ক্রমে পরিস্ফূরিত হইয়া পরিস্রব উৎপাদিত করে। এই পরিস্রব জ্রূণ হইতে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি জরায়ু হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া একটিকে জ্রূণের অংশ অপরটীকে মাতার অংশ বর্ণিত হইয়া থাকে। এই পরিস্রব দ্বারা জ্রূণের নিষ্কামন পদার্থ সমূহ মাতার শোণিতে চালিত হইতে পারে এবং মাতা হইতে পোষণ দ্রব্য জ্রূণের শোণিতে নীত হয়। এইরূপে পরিস্রব জ্রূণের পোষক নিঃসারক যন্ত্ররূপে কার্য্য করিয়া থাকে। পরিস্রবের দ্বারা জ্রূণের ফুস্‌ফুসের কার্য্য করিয়া থাকে। মানবীয় পরিস্রব দেখিতে আস্কে পিষ্টকের মত। ইহার কুব্জভাগ জরায়ুগাত্রে সংযুক্ত এবং ন্যুব্জভাগে নাভিরজ্জু লম্বিত থাকে। এক একটী পরিস্রবের ব্যাস সচরাচর ছয় হইতে আট ইঞ্চ। ইহার কেন্দ্রস্থল এক ইঞ্চ অথবা তদপেক্ষা কিছু বেশী পুরু, এবং পরিধিভাগ পতলা। নাভিরজ্জু ইহার ঠিক মধ্যস্থলে কখন কখন এক পার্শ্বে সংযুক্ত থাকে।

নাভিরজ্জু।—নাভিরজ্জু দ্বারা পরিস্রবের সহিত জ্রূণের সংযোগ হইয়া থাকে। সচরাচর রজ্জু আটার হইতে বিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে খুব ছোট কখন বা অতিশয় দীর্ঘ এমন কি সাত আট ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রজ্জুরতে একটী শিরা এবং দুইটী ধমনী বিদ্যমান থাকে। গর্ভের প্রথমাবস্থায় রজ্জুর রক্তনালী সমুদয় সমান্তর ভাবে থাকে। পরে ধমনীদ্বয় শিরাকে চারিদিকে বেষ্টন করে; অধিকাংশ স্থলেই ধমনী শিরাকে বাম হইতে দক্ষিণে বেষ্টন করিয়া থাকে।

সসত্ব অবস্থা।

অণ্ড অনুপ্রাণিত হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও পূর্ণ জ্রূণে পরিণত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে জরায়ুও পরিস্ফূরিত ও বর্দ্ধিতায়তন হয়। কৌমার জরায়ু দীর্ঘে আড়াই ইঞ্চি। ইহার গুরুত্ব প্রায় অর্দ্ধ ছটাক বা তদূর্দ্ধ, কিন্তু গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার দৈর্ঘ প্রায় ১২ ইঞ্চ এবং গুরুত্ব প্রায় তিন পোয়া পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। সসত্ব জরায়ুর বিস্ফারণের সহিত ইহার উপাদান নিচয়ের এত অধিক বর্দ্ধিতায়তন হয় যে, পূর্ণ গর্ভেও জরায়ু প্রাচীরের স্থূলতা সচরাচর অসত্বাবস্থার ন্যায় হইতে দেখা যায়। জরায়ু প্রাচীরের বর্দ্ধিত বিস্ফারণের সহিত ইহার দৃঢ়তা অধিক বা অল্প পরিমাণে কমিয়া আইসে। জরায়ুগ্রীবায়ও এ কোমলতা পরিলক্ষিত হয়। গর্ভের তৃতীয় চতুর্থ মাসে জরায়ুমুখের সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় ওষ্ঠই কোমল ও পুরু থাকে। অষ্টম মাসে এই কোমলত্ব গ্রীবার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার অভ্যন্তরে একটী অঙ্গুলি অনায়াসে প্রবেশিত হইতে পারে। গ্রীবা কোমল হওয়াতে ইহার দৈর্ঘ কমিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার হ্রাস হয় না। সসত্ব অবস্থায় জরায়ুর পরিবর্দ্ধন একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। প্রথম দুই তিন মাসে জরায়ুর পার্শ্বিক পরিবৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা অল্প চেপ্‌টা হইয়া পড়ে, উদরগহ্বরে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধাধোভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তখন ডিম্বাকারে পরিণত হয় এবং গোল ও মোটা অংশে উর্দ্ধে এবং সরুভাগ নিম্নভাগে থাকে।

গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহে ইহার উর্দ্ধাধ দ্রাঘিষ্ট আয়তন কমিয়া যায়। সসত্ব জরায়ু যতদিন না উদরগহ্বরে উত্থিত হয়, ততদিন উদরগহ্বরের আয়তন বর্দ্ধিত হয় না। বরঞ্চ গর্ভাধানে দুই তিন মাসে জরায়ু নিজভারে বস্তিকোটরে নামিয়া পড়াতে গ্রীবা নাবিয়া আইসে, তাহাতে উদরপ্রাচীর পূর্ব্বাপেক্ষা চেপ্‌টা হয়, এবং

নাভিস্থল অধিকতর বসিয়া পড়ে, ক্রমে জরায়ুর আয়তন বর্দ্ধিত হইলে ইহার উপরিভাগ উদর-গহ্বরে উপনীত হয়,তাহাতে উদরেরও আয়তন বাড়িতে থাকে। বিবর্দ্ধমান জরায়ু যত উর্দ্ধ-গামী হয়, গ্রীবাও তত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে,—এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে, কখন কখন চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে জরায়ুর উপরিভাগ বস্তির সম্মুখ প্রাচীরের উপরে উঠে। জরায়ু যখন উদরপ্রাচীরের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন গর্ভিনী ভ্রূণের পরিসর্পন সর্ব্ব প্রথম স্পষ্ট অনুভব করেন। এই অনুভূতিকে প্রথম সঞ্চালন কহে। চতুর্থ মাসের শেষ ভাগে জরায়ুর উপরিভাগ বস্তির সম্মুখ প্রাচীরের প্রায় তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে জরায়ুর উপরিভাগ নাভি ও বস্তির সম্মুখ প্রাচীরের মধ্যস্থলে উপনীত হয়। ষষ্ঠ মাসে ইহা নাভিস্থল পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। সপ্তম মাসে ইহা নাভিস্থলের প্রায় দুই ইঞ্চ উত্থিত হয়; এই সময় আভ্যন্তরীন্ হওয়াতে তাহা উন্নত হইয়া উঠে। অষ্টম ও নবম মাসে জরায়ু উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গর্ভের শেষ দুই এক সপ্তাহ কালে জরায়ু বস্তি-গহ্বরে নামিতে থাকে, তাহাতে উদরের আয়-তনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাতে অভিজ্ঞতা থাকিলে গর্ভের মাপ পরি-মাণ ও প্রসবের সম্ভব্য সময় অনেক পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়।

সগর্ভ জরায়ু অনেক স্থলে উদর গহ্বরের ঠিক মধ্যভাগে না থাকিয়া ইহার বাম বা দক্ষিণ দিকে হেলিয়া পড়ে। সগর্ভ জরায়ুর চাপে বস্তি, উদরগহ্বর ও বক্ষগহ্বরস্থিত যন্ত্র সমুদয়ের অল্প বা অধিক পরিমাণে কার্য্যবিকার হইয়া থাকে। গর্ভের দ্বিতীয় মাসে মলরোধ ও মূত্রা-শয়ের উত্তেজনা পীড়া প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জরায়ু উদরগহ্বরে উত্থিত হইলে প্রথমে মলরোধ, উদরাময় ও অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ অল্প বা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে, পরে উহার চাপ বক্ষগহ্বরে ন্যস্ত হইলে গর্ভি-নীর পূর্ণ শ্বাসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে এবং শোণিত সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্যবিকারও ঘটিয়া থাকে। গর্ভের শেষ দুই এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে জরায়ু ক্রমে ক্রমে নামিতে থাকে। ইহাতে বক্ষগহ্বরস্থ ও উদরোপরি প্রদেশে চাপ কম হইয়া আইসে। বস্তিগহ্বরস্থ যন্ত্র সমু-দয়ের উপর জরায়ুর চাপ বর্দ্ধিত হয়। বস্তি-গহ্বরের উপর চাপ প্রদত্ত হওয়াতে তত্রস্থ যন্ত্র সমুদায়ের কার্য্যবিকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাতে গর্ভের দ্বিতীয় তৃতীয় মাসের কতক-গুলি যন্ত্রণা পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠে। গর্ভ-জনিত উল্লিখিত অবস্থান্তরের সহিত দেহের অন্যান্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। স্নায়বিক কার্য্য-বিকার, প্রাতঃবমন, লালা নিঃসারনের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা হইলে পীড়া বলিয়া পরি-গণিত হয়। গর্ভজনিত দেহের সাধারণ অব-স্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। শোণিতের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়, শ্বেতকনিকা ও নিস্কাস্থ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, মূত্রে কখন কখন শর্করা দৃষ্টি হইয়া থাকে।

গর্ভের চিহ্ন ও লক্ষণাবলী।

লক্ষণাবলী সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম আধিকারণিক, দ্বিতীয় বৈষয়িক। যে সকল লক্ষণ গর্ভিনী স্বয়ং জনিতে পারেন, নিজে বর্ণনা না করিলে অপরে কেহ জানিতে পারে না, তাহা আধিকারণিক। কিন্তু ইহা অপেক্ষা নির্ণায়ক এবং সমর্থক এই দুই শ্রেনীদ্বয়ের বিভাগ করা সঙ্গত। এই সমস্ত গর্ভসূচক লক্ষণাবলী যে ক্রমানুসার উৎপাদিত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, এস্থলে তদনুসারেই সন্নিবেশীত করিতে চেষ্টা করা গেল।

ঋতুরোধ।—গর্ভসঞ্চার হইলেই ঋতুবন্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোককে প্রকৃত

গর্ভসঞ্চারের পরেও ক্রমাগত ৩।৪ মাস ধরিয়া নিয়মিতরূপে রজস্বলা হইতে দেখা যায়। কতকগুলি বহুদর্শী চিকিৎসক কয়েকটি স্ত্রীলোককে সমস্ত গর্ভকাল ধরিয়া মাসে মাসে ঋতুবতী হইতে দেখিয়া ছিলেন। এরূপ শোণিতস্রাব হওয়া অতি বিরল। গর্ভসঞ্চারের তিন মাস পরে যে শোণিত নির্গত হয়, সম্ভবতঃ তাহা ঋতুশোণিত নহে। অনেক কারণে ইহা হইতে পারে। যথা—জরায়ুর গ্রীবা নালীস্থ অথবা জরায়ু মুখের ক্ষত প্রভৃতি কারণে, কিম্বা পরিস্রব নিম্নে থাকিলেও হইতে পারে।

শৈত্যস্পর্শ,সাধারণ দৌর্ব্বল্য, মানসিক উদ্বেগ ও অন্যান্য কারণেও,যথা—যক্ষাকাসের, প্রারম্ভে প্রায়ই ঋতুবন্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোক সসত্বা না হইলেও আপনাকে সসত্বা ভাবিয়া আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইলে তাহার ঋতুরোধ হইতে পারে। কেহ কেহ গর্ভের নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রান্বিত হইলেও কথন কথন কিয়ৎকালের জন্য তাহার ঋতুবন্ধ হইতে দেখা যায়। ঋতু না হইয়াও অণ্ডোদ্গম বশতঃ গর্ভাধান হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্ত্রীলোককে প্রথম ঋতুবতী হইবার পূর্ব্বেও গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়। উল্লিখিত করণে কেবল ঋতুবন্ধ গর্ভের নিশ্চয়তা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রভাত বমন।—বমনেচ্ছা ও বমন গর্ভিনীকে অধিক প্রপীড়িত করিয়া তোলে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার পরেই ইহা প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাদিগকে প্রভাতবমন বলা যায়। প্রায়ই গর্ভের দ্বিতীয় মাসে ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে গর্ভসঞ্চারের কিয়ৎকালে পরেই হইয়া থাকে। উদ্বদ্ধ পদার্থে অল্প বা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। ভুক্ত দ্রব্য না উঠিয়া কথন কেবল মাত্র তরল শ্লৈষ্মিক পদার্থ উঠিতে দেখা যায়। চারি মাস গর্ভের পর ইহা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোন কোন স্থলে পূর্ণ গর্ভ পর্য্যন্ত গর্ভিনীকে কষ্ট দেয়। কথন কথন ইহা এত প্রবল হইয়া উঠে, আহার উদরস্থ হইতে না হইতেই উঠিয়া যায়। রোগিণী জীর্ণা হইয়া পড়েন, কোন ঔষধেই তাঁহার বমন প্রশমিত হয় না। সেরূপ অবস্থায় গর্ভস্রাব বা অকাল-প্রসব আবশ্যক হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় উদরাময় আমাশয় প্রভৃতি পীড়া হইতে দেখা যায়। প্রভাতবমন যে স্থলে আদৌ না থাকে, সে স্থলে মূর্চ্ছা প্রভৃতি কষ্টপ্রদ সাহানুভূতি বিপর্য্যয় ও মস্তিকের কার্য্যবৈলক্ষণ্য হইতে দেখা যায়। দন্তের কোনরূপ পীড়া না হইলেও দন্তশূল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও স্নায়বিক বেদনা প্রায় সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে মানসিক বিকৃতিও হইতে পারে। উল্লিখিত গুলি গর্ভাবস্থায় সাহানুভূতিক কারণে গর্ভিনীর দেহে যতগুলি যন্ত্রণাময় লক্ষণ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণিত হইল।

লালানিঃসরণ।—লালানিসারক গ্রন্থিগুলির কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

স্তনসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন।—সসত্বাবস্থার বর্ণন্ কালে কতক পরিমাণে ইহা উক্ত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত বিশেষ করিয়া আরও কতকগুলিন বিষয় আবশ্যক বিবেচনায় লিখিত হইতেছে। জননেন্দ্রিয়ের সহিত স্তনযুগলের সাতিশয় ঘনিষ্ট ও সাহানুভূতি সম্বন্ধ থাকাতে, সসত্বাবস্থায় গর্ভিনীর ঐ দুইটি গ্রন্থিতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। গর্ভপ্রযুক্ত স্তনের পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় মাসে আরম্ভ হয়। তৎকালে স্তনযুগলে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ করে।

গর্ভিণী স্বীয় স্তনদ্বয়কে পূর্ণ ও ভারী বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। দুগ্ধ নিঃসারক উপাদানের বৃদ্ধি হওয়াতে স্তনযুগল পূর্ব্বাপেক্ষা

কঠিন হইয়া আইসে, ত্বকের নিম্নস্থিত শিরা সমুদয় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, চুচুক শোণিতপূর্ণ ও উন্নত হইয়া উঠে। স্তনের রঞ্জিত বৃত্তাকার ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই ক্ষেত্রের সীমা গাঢ় হইয়া পড়ে, ইহাকেই ভেলা পড়া কহে। গর্ভের শেষ কয়েক মাসে এই বৃত্তাকার রঞ্জনের প্রান্ত-ভাগে আর একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ও পাতলা রঞ্জন পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে স্তনের দ্বিতীয় রঞ্জিত ক্ষেত্র বলে। এই রঞ্জনক্ষেত্র ক্রমশঃ পুরু হইয়া উঠে, এবং শিক্ত বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তখন ইহার ত্বকস্থিত উৎসেদগুলি উন্নত ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে। উৎসেদগুলির সমাবেশ প্রধাণত চুচুকের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। স্তনের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে ইহার উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দাগ পড়িয়া থাকে; উদরের উপরও ঐ প্রকার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুপ্রসবিনীদিগের স্তনের অবস্থান্তর দেখিয়া গর্ভনির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রথম গর্ভিনীর এই সকল পরিবর্ত্তন নিয়মিতরূপে হইলে তাহা গর্ভনির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার সহিত যদি আবার দুগ্ধ নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে যাঁহার পূর্ব্বে কখন গর্ভ হয় নাই, তাঁহাকে সসত্বা বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। গর্ভের তৃতীয় মাসেই স্তনে দুগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। উল্লিখিত স্তনের লক্ষণগুলি নানা কারণে উদ্ভূত হইতে পারে; কিন্তু গর্ভ না হইলে উল্লিখিত নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না। দেহের অন্যান্য স্থলেও রঞ্জনের সমাবেশ হইয়া থাকে, যথা—নাভিভেলা ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে সর্ব্বাঙ্গে ত্বকের উপর রঞ্জনের সমাবেশ হয়, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

গর্ভের স্থিতিকাল।

গর্ভ সম্ভবত কোন্ সময়ে সমাপ্ত হইবে? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে চিকিৎসককে শেষ ঋতুর সমাপ্তির দিন হইতে ২৭৮ দিন গণনা করিতে হয়। ২৭৮ দিবস যে সপ্তাহে অথবা যে পক্ষের মধ্যকালে পূর্ণ হইবে, সম্ভবত সেই সপ্তাহে অথবা সেই পক্ষেই প্রসববেদনা আরম্ভ হইবে।

প্রত্যেক ইংরাজী মাসের দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাসের দিনসংখ্যা সেরূপ নির্দ্দিষ্ট নহে; এই জন্য ইংরাজি মাসের হিসাবে গণনা করিলে সুবিধা হয়। যে মাসের যে দিবসে ঋতু বন্ধ হয়, সেই মাসের সেই দিবস হইতে নবম মাসের সেই দিবসে ২৭৫ অথবা ২৭৩ দিবস হইয়া থাকে; সেই সংখ্যায় তিন বা পাঁচ যোগ করিলেই ২৭৮ দিন হইয়া থাকে। নবম মাসের যে সপ্তাহের অথবা যে পক্ষের মধ্যকালে এই ২৭৮ দিবস পতিত হইবে, সেই সপ্তাহে বা সেই পক্ষে প্রসবকাল পতিত হইবার সম্ভাবনা। প্রসবের প্রকৃত কাল নির্ণয়ে, জরায়ুর আয়তন ও গর্ভের অন্যান্য লক্ষণাবলীর উপর দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। কেবল ঋতুরোধের উপর নির্ভর করিয়া গণনা করিলে বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা।

ভ্রূণ ও ইহার ঝিল্লি-সমূহের পীড়া।

ভ্রূণের পীড়া।—গর্ভাবস্থায় মাতা বসন্ত, হাম, আরক্ত জ্বর, উপদংশ প্রভৃতি কতকগুলি বৈশেষিক পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে তদ্দ্বারা ভ্রূণও সংক্রামিত হইতে পারে। এই সকল পীড়া কঠিন প্রকৃতির হইলে গর্ভস্রাব হইবার অধিক সম্ভাবনা। মাতা বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে, গর্ভস্থ ভ্রূণ তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে নিরাশয় জননী হইতেও বসন্তগ্রস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল ঘটনা আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে যে, ভ্রূণ এই রোগ মাতা

হইতে গ্রহণ করে। গর্ভিনীর শরীর যদি পীড়াপ্রবণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি এই পীড়ায় আক্রান্ত না হইলেও তদ্দ্বারা গর্ভস্থ শিশু সংক্রামিত হইতে পারে। উপদংশ পীড়ার বিষীকরণ অধিক পরিমাণে হইলে, ভ্রূণ মৃত বহির্নিস্থত হইতে পারে। বিষীকরণের প্রাধার্য্য না থাকিলে, উপদংশ রোগের লক্ষণের সহিত ভূমিষ্ট হয়, অথবা ইহা ভূমিষ্ট হইবার কিছু দিন পরে পীড়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভ্রূণ পিতা অথবা মাতা কিম্বা উভয় হইতেই উপদংশ রোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। ভ্রূণ পীড়া দ্বারা সংক্রামিত হইলে শিশু "ম্যালেরিয়া"-জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইতে পারে।

অন্তর্জরায়ব অঙ্গচ্ছেদ।—কথন কথন জরায়ুমধ্যে ভ্রূণের একটী বা ততোধিক অঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ভ্রূণের মস্তকোদরি, মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লির অবনমন, কশেরুকাস্থির পশ্চাদবর্ত্তী উৎসেদাভাব, উদার প্রভৃতি পীড়া এবং প্লীহা, যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি প্রদেশে কঠটিকা ও অন্য কোন প্রকার অর্ব্বুদজনিত হইয়া থাকে।

পরিস্রবের অস্বাভাবিক অবস্থার পীড়া।—পরিস্রব সাধারণ জরায়ুর উর্দ্ধভাগে থাকে, কিন্তু কখন কখন জরায়ুর মুখের নিকট অথবা তাহার উপরিভাগে উদ্ভূত হয়। পরিস্রব পিষ্টাকার না হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় অথবা অন্য কোনরূপ বিকৃতাকার হইতে পারে। কখন কখন ইহা পাতলা হইয়া জরায়ুপ্রাচীরের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, কোন কোন স্থলে সাধারণ পরিস্রব ব্যতীরেকেও অনেক গুলিন ছোট ছোট পারিস্রবিকে তন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে। কোন স্থলে পরিস্রব বড় হয় এবং কোন স্থলে ইহা খর্ব্বায়তন হইতে পারে। ইহা ব্যতীরেকে পরিস্রবের প্রদাহ ও উপদংশ হইতে পারে। কখন কখন পরিস্রবে নানাবিধ অর্ব্বুদ হইতে দেখা যায়।

নাভিরজ্জুর অস্বাভাবিক অবস্থা।—ইহা পরিস্রবের মধ্যস্থলে না থাকিয়া কিনারায় সংস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন নলাকার না হইয়া ইহা রক্তনালী সমূহের পৃথক্ পৃথক্ বিস্তার বশতঃ একটী বিস্ফারিত ঝিল্লির আকারে পরিস্রবে মিলিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে রজ্জু সাতিশয় ছোট অথবা সাতিশয় বড় হইতে পারে। কখন কখন ইহাতে দুইটী শিরা, একটী ধমনী ও একটী শিরা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন রজ্জুতে গাঁইট পড়িতে পারে।

ভ্রূণ-ঝিল্লিসমূহের পীড়া।—ভ্রূণে আভ্যন্তরীক আবরণের ভিতর অধিক পরিমাণে জল থাকিতে পারে; কখনও ইহাতে অতি অল্প জল থাকে। কখন কখন ভ্রূণের বাহ্য আবরণের এবং জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষুদ্র কোষাপজনন হইয়া থাকে। এস্থলে ভ্রূণের মৃত্যুলক্ষণ সন্নিবেশিত করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে ভ্রূণ অত্যন্ত নড়িতে থাকে। ভ্রূণের মৃত্যু হইলে ইহার সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ডের শব্দের বিষমতা হইয়া থাকে, পরে ইহা আর শ্রুত হয় না। জরায়ুর আয়তন ছোট হইয়া আইসে এবং মাতা স্বীয় উদরের নিম্নপ্রদেশে শৈত্য ও ভার বোধ করিতে থাকেন। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভ্রূণ জীবিত থাকিলেও স্থলবিশেষে কয়েক দিবস ধরিয়া তাহার সঞ্চালন অনুভূত হয় না; হৃৎপিণ্ডের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য ভ্রূণের মৃত্যু হইয়াছে কি না সময় সময় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। তবে যে স্থলে ভ্রূণহৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শ্রুত হইতে ছিল, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অতি সাবধানে তথায় পরীক্ষা করিলেও যদি তাহা শুনিতে না পাওয়া যায়, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যুসূচক অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ভ্রূণের মৃত্যু হই-

য়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ভ্রূণের মৃত্যু হইলে স্তনদ্বয়ের আয়তন হ্রাস হইয়া পড়ে; সময়ে সময়ে গর্ভিণীর শীত ও জ্বর বোধ হয়। মুখমণ্ডলে মালিন্য, চাক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা, স্ফূর্ত্তিহীনতা ও নিরুৎসাহ ভাব প্রভৃতি লক্ষণ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

গর্ভস্রাব ও অকাল প্রসব।

গর্ভ যতদূর অগ্রসর হইলে ভ্রূণ ভূমিষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব বলে। অষ্টম চান্দ্রমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল গর্ভস্রাবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভের শেষ তিন চন্দ্রমাস অকালপ্রসবের সময়।

গর্ভস্রাবের নিদান ও কারণ।—কোন কারণে জরায়ুর অভ্যন্তর হইতে শোণিত-স্রাব হইয়া অবরোধকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিযুক্ত করিলে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা। শোণিত-স্রাব সামান্যরূপ হইলে গর্ভের বিশেষ বিঘ্ন হয় না, কিন্তু তাহা অত্যধিক হইলে অনেক স্থলেই তৎসঙ্গে অথবা কিয়ৎকাল পরে জরায়ুর আধেয় বহির্নিস্ৃত হইয়া থাকে। ভ্রূণের মৃত্যুও গর্ভস্রাবের একটী প্রধান কারণ। গর্ভাবস্থায় ঋতুনির্দ্দেশক সময়ে গর্ভস্রাব অধিক হইবার সম্ভাবনা। গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে এই ঘটনা অধিক সংঘটিত হয়। ভ্রূণের মৃত্যুর পর গর্ভস্রাব হইলে, শোণিতস্রাবের কারণাবলী নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগানুসারে বর্ণিত হইতে পারে।

ভ্রূণের মৃত্যু।—নানা কারণে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইতে পারে। মাতার উপদংশ ভ্রূণের মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ। নানাবিধ জ্বর, বসন্ত এবং জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ও ভ্রূণের বাহ্য আবরণের পীড়া বশতঃ ভ্রূণের মৃত্যু হইতে পারে। নাভিরজ্জু ভ্রূণকে জড়িত করিয়া সময়ে সময়ে ইহার মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

মাতার শারীরিক অবস্থা।—মাতার উপদংশ, একজ্বর, বসন্ত, অণ্ডনালীয় রোগ বশতঃ গর্ভস্রাব হইতে পারে। অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রভৃতি পূতিগন্ধময় দূষিত বাষ্পের বিষীকরণেও গর্ভস্রাব হইতে পারে। সীসকবিষেও গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম, সামাজিক আমোদ, অতিরিক্ত সুরাপানে শরীর দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সামান্য উত্তেজক কারণেই গর্ভস্রাব হইয়া পড়ে। অতিশয় সংসর্গও গর্ভস্রাবের কারণ। একবার গর্ভস্রাব হইলে তাহা দ্বিতীয়বার গর্ভ-স্রাবের উত্তেজক কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। উপর্য্যুপরি গর্ভস্রাবেও জরায়ুর এক প্রকার প্রদীপিত অবস্থা সমুদ্ভূত হয়; তাহা হইলে গর্ভ প্রায়ই পূর্ণমার্গে অগ্রসর হইতে পায় না।

স্নায়বিক অবস্থা।—স্তনযুগল কোন কারণে উত্তেজিত হইলে, জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া গর্ভস্রাব ঘটাইয়া থাকে। শিশুকে স্তনদান করাতে জরায়ুর এইরূপ সঙ্কোচন সমুদ্ভূত হইতে পারে। বাহ্য জননেন্দ্রিয়ে হঠাৎ শৈত্য প্রয়োগ করিলে জরায়ুর অধিক সঙ্কোচন হই-বার সম্ভাবনা। বদ্ধমল, ক্রিমি অথবা উৎকট বিরেচকের উত্তেজনায় গর্ভস্রাব হইতে দেখা যায়। উদরাধ্মান, উদরাময় ও আমাশয় পীড়া গর্ভস্রাবের কারণস্বরূপ হইতে পারে। উৎ-কট ভীতি ও মানসিক উদ্বেগ গর্ভস্রাবের বলবৎ কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

জরায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থা।—জরায়ুর প্রদাহিত ভাব, ইহার স্বস্থানচ্যুতি, অথবা ইহার প্রাচীরে অর্ব্বুদাদি জন্মিলে কিম্বা নিকটস্থ প্রদেশের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকিলে প্রায়ই গর্ভস্রাব হইতে দেখা যায়।

আঘাত।—আঘাত বা তদনুরূপ অন্য কোন কারণে হঠাৎ শোণিত নিঃসারিত এবং অণ্ড বিযুক্ত করিয়া গর্ভস্রাব ঘটাইতে পারে।

দ্রব্যগুণ।—"আরগট" দারুচিনি, সোহাগা, সিদ্ধি, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা জরায়ুর সঙ্কোচন সাধিত হয়। এই জন্য ইহাদের অযথা প্রয়োগে গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণ সমূহের মধ্যে অনেকগুলির কোন কোনটী পূর্ব্বপ্রবর্ত্তক এবং কোন কোনটী উত্তেজক কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রবর্ত্তনা থাকিলে সামান্য উত্তেজক কারণে গর্ভস্রাব ঘটিতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—শোণিতস্রাব ও জরায়ুর সঙ্কোচনজনিত বেদনা গর্ভস্রাবের দুইটী প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণদ্বয় প্রথম হইতেই একত্রে বিদ্যমান থাকিতে অথবা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্ফুট হইয়া একত্রে যুগপৎ কার্য্য করিতে পারে। কোন কোন স্থলে অগ্রে শোণিতস্রাব আরম্ভ হইয়া বেদনা প্রকাশ পায়; আবার কোন স্থলে বা বেদনার পর শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। শোণিত প্রায়ই অল্পে অল্পে এবং সময়ে সময়ে একবার প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। কোন স্থলে বা ক্রমাগত ৭।৮ দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে শোণিতস্রাব হইয়া গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। কেবল শোণিতস্রাব অথবা কেবল বেদনা থাকিলে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উৎপাদন করে। কিন্তু এই দুইটী লক্ষণেরই একত্র বিদ্যমান থাকা সাতিশয় বিপদজনক, তাহাতে গর্ভরক্ষার অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকে। শোণিতস্রাবের সহিত জরায়ুমুখ বিস্ফারিত হইলে অনেক স্থানেই গর্ভস্রাব অনিবার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জরায়ুর সঙ্কোচনে জরায়ুমুখ বিস্ফারিত হইলেও যদি তাহার সহিত অধিক শোণিত নিঃসৃত না হয়, অথবা প্রভূত শোণিতস্রাবের সহিত অল্প বেদনা থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে গর্ভ রক্ষা করা অসম্ভব নহে। যে স্থলে অধিক শোণিতস্রাব হইলেও অল্প বেদনা থাকে, অথবা আদৌ থাকে না, সে স্থলে প্রায়ই জরায়ুমুখের নিকট হইতে সেই শোণিত নিঃসৃত হয়। বেদনা ও শোণিতস্রাবের সহিত ভ্রূণ ও তন্তু সমুদায় বিযুক্ত হইয়া নামিতে আরম্ভ করিলে, গর্ভরক্ষার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। জরায়ু হইতে নিঃসৃত পদার্থ অতি সাবধানে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।

নিবারণোপযোগী চিকিৎসা।—উপদংশ রোগ থাকিলে উপদংশের চিকিৎসা করিবে। স্থায়ীউপদংশরোগগ্রস্থ হইলে তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। জরায়ুর প্রদাহিত ভাব থাকিলে অহিফেন প্রভৃতি ঔষধ, জরায়ুগ্রীবার অস্বাভাবিক শোণিতাধিক্য অথবা ক্ষত থাকিলে জলৌকা এবং ক্ষতউপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জরায়ু স্থানচ্যুত হইলে পট-বন্ধনী ও সংস্থাপক যন্ত্র ব্যবহার করিবে। ভ্রূণের বাহ্য আবরণের অথবা পরিস্রবের পীড়া থাকিলে, বলকারক ঔষধাদি দ্বারা গর্ভিণীর দেহের সাধারণ উৎকর্ষ সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকিলে, সকল স্থলেই গর্ভিণীকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া এবং সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা হইতে নিবৃত্ত রাখা আবশ্যক। সকল সময়ে—বিশেষতঃ ঋতুনির্দ্দেশক সময়ে স্বামীসহবাস একবারে ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। উপর্য্যুপরি গর্ভস্রাববশতঃ যাহাদের গর্ভস্রাবের একটা অভ্যাস হইয়া পড়ে, তাহাদিগের এই সকল উপায় অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। যাহাদের গর্ভ পূর্ণমাসে অগ্রসর হইলে ভ্রূণের মৃত্যু হইয়া থাকে,

যথাকালে তাহাদের অকালপ্রসব আনয়ন করিয়া শিশুর জীবনরক্ষা করা আবশ্যক।

আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের চিকিৎসা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কিত লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গর্ভ সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রদীপক কারণ থাকিলে তাহা প্রশমিত ও বিদূরীত করিবে। যাহাতে জরায়ুর সঙ্কোচন সাধিত না হয়, তাহার উপায় অচীরে অবলম্বন করা নিতান্ত বিধেয়। গর্ভিণীর শরীর ও মন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তিনি উত্তানভাবে প্রশান্তচিত্তে শায়িত থাকিবেন, যতদূর সম্ভব কম পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবেন; তাঁহার পথ্য লঘু ও সুপাচ্য হইবে, উত্তেজক ঔষধাদি তাঁহাকে অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে। গর্ভস্রাবের পক্ষে শোণিতস্রাব একটী গুরুতর লক্ষণ; সর্ব্বাগ্রে এই অনিষ্টকর লক্ষণ প্রশমন করা চিকিৎসকের প্রধান অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্যে শীতল খাদ্য দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক; তবে খাদ্য যাহাতে নিতান্ত শীতল না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বরফ সাবধানে ব্যবহার করিবে,—অযথা ব্যবহার ভাল নহে। শোণিত বন্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কোচক ঔষধ দিবে। জরায়ুর সঙ্কোচন বন্ধ করিবার নিমিত্ত অহিফেন একটী নিতান্ত আবশ্যকীয় ঔষধ। অহিফেন একবার প্রযুক্ত হইলে আবশ্যক বোধে পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিতে হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তাহা বিদূরণ করা উচিত। এই সম্বন্ধে এরণ্ড তৈল উৎকৃষ্ট ও বিশেষ উপযোগী।

অবশ্যম্ভাবী গর্ভস্রাব।—গর্ভস্রাব অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হইলে যাহাতে জরায়ুর আধেয় শীঘ্র বহিঃনিসারিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক। আধেয় নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হইলে অঙ্গুলিদ্বারা তাহা বহিঃনিসারিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপস্থলে জরায়ুর সঙ্কোচক ঔষধেরও আবশ্যক। শোণিতস্রাব আত্যন্তিক হইয়া পড়িলে, সত্বর ভ্রূণ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সঙ্কটাপন্ন শোণিতস্রাব।—শোণিতস্রাব প্রভূত পরিমাণে হইলে, অথবা অল্প অল্প নিঃসৃত হইয়া গর্ভিণীর অবস্থা বিপন্ন করিয়া তুলিলে, অবিলম্বে তুলা অথবা পাতলা ও নরম কাপড়ের ছোট ছোট লুটী দ্বারা যোনি আবদ্ধ করা আবশ্যক। আবদ্ধকারক লুটীগুলি একবার প্রবেশিত করিয়া ৬।৭ দিন পরে তাহা বাহির করিয়া লইয়া তাহার কার্য্যফল পরীক্ষা করা আবশ্যক। লুটীগুলি বাহির করিয়া লইলে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরায়ু-মুখ বিস্ফারিত হইয়াছে এবং ভ্রূণ জরায়ু হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। জরায়ু মুখ বিস্ফারিত না হইলে এবং শোণিতস্রাবের সম্ভাবনা থাকিলে, ক্রমাগত লুটীগুলি বদলাইয়া নূতন লুটী দিতে হয়। বিস্ফারিত না হইলে জরায়ু-গ্রীবা মধ্যে জরায়ু মুখ বিস্ফারক দ্রব্য প্রবেশিত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। জরায়ুগ্রীবাতে বিস্ফারক দ্রব্য প্রবেশিত হইলে, ইহার উপর লুটীগুলিও ব্যবহৃত হইতে পারে। জরায়ু-মুখ বিস্ফারিত হইলেও "অরগট" প্রয়োগে কোন কোন স্থলে সমগ্র আধেয় বহিঃনিসারিত হয় না, হয়ত ভ্রূণ বহিঃনিসৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু পরিস্রব ও তন্তুগুলি সমুদয় থাকিয়া যায়। সেই সকল অবশেষ যতক্ষণ জরায়ু মধ্যে থাকে, ততক্ষণ গর্ভিণীকে নিরাপদ বলা যাইতে পারে না। সেই গুলিকে শীঘ্র বাহির করিয়া আনা আবশ্যক, অঙ্গুলিদ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে। কোন কোন স্থলে ভ্রূণের বহির্গমনান্তে জরায়ুর মুখ সরু হইয়া আইসে, তাহাতে পরিস্রব ও তন্তু সমুদয়ের বহিঃনিসারণে ব্যাঘাত জন্মায়। এরূপস্থলে বিস্ফারক পদার্থ দ্বারা জরায়ু-মুখ বিস্ফারিত করিয়া লইতে হয়। সময়ে সময়ে আধেয় গুলি নিঃসৃত হয় না, অভ্যন্তরে

পচিতে থাকে; সেরূপ স্থলে সংক্রামক-নিবারক ধৌত দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধৌত করিয়া নিবারিত করিতে হয়। জরায়ুমধ্যে জল প্রবেশিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাহির হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ণমাসে প্রসবান্তে প্রসূতিকে যে সকল নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, গর্ভস্রাব বা অকালপ্রসবের পরেও সেই সমস্ত নিয়ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রসবপ্রক্রিয়া।

গর্ভসঞ্চারের পর জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে; পরিশেষে জরায়ুর আধেয়ের নিঃসরণকাল উপস্থিত হয়। আধেয় নিঃসরণে প্রসবকার্য্য সমাপ্ত হয়। প্রসবকার্য্য প্রধাণতঃ জরায়ুর সঙ্কোচনে সাধিত হইয়া থাকে। উদরপ্রাচীরস্থিত কতকগুলি পেশীর সঙ্কোচনজনিত বলও জরায়ুর আধেয়কে নিঃসারিত করিতে সহায়তা করে। কিন্তু এই বল আনুসঙ্গিক বল মাত্র। প্রসবকার্য্যে জরায়ুর সঙ্কোচনজনিত বলই প্রধান বল। ভ্রূণের বহির্গমনোপযোগী বলের পরিমাণ প্রধণতঃ প্রসবপথ ও ভ্রূণের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যাহাতে মাতার স্বাভাবিক বলে প্রসবের কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হয়, এবং প্রসূতি ও শিশুর কোন বিপদ না ঘটে, এরূপ প্রসব সুসংসাধনের নিমিত্ত ভ্রূণপ্রসব বল, ও নির্গমন পথ, এই তিনের পরস্পরের কতকগুলি উপযুক্ত সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। এই উপযুক্ত সম্বন্ধের ব্যতীক্রম হইলে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যতীক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রসবপ্রকরণ দুইটী বিস্তৃত অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরাপদ এবং স্বাপদ প্রসব। নিরাপদ বিভাগে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই কোনরূপ বিপদ হয় না, স্বাপদ বিভাগে প্রসূতি কিম্বা শিশু অথবা উভয়েরই অবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক প্রসব।—ভ্রূণের মস্তক নিম্নভাগে থাকিলে তাহাকে স্বাভাবিক প্রসব বলে। স্বাভাবিকপ্রসবকার্য্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়। শিশুর মস্তক নিম্নভাগে থাকিয়াও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রসবকার্য্য সাধিত না হইলে, তাহাকে শ্রান্ত বা বিলম্বিত প্রসব বলা যায়। সেইরূপ যে প্রসবকার্য্য অল্প সময়ের মধ্যে সাধিত হয়, তাহা দ্রূত বা ত্বরিতপ্রসব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জরায়ু সঙ্কোচন জনিত বলের পরিমাণ।—জরায়ুর সঙ্কোচন বল ২৭ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। জরায়ুর সঙ্কোচন ও তদানুসঙ্গিক বলের পরিমাণ ২৫ সের অপেক্ষা কম হইলেও, অনেক স্থলে প্রসবকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষা অধিক বলের আবশ্যক হয়। রোধক প্রসবে জরায়ু ও সহকারী পেশী সমুদয়ের সঙ্কোচনে ৪০ সের পর্য্যন্ত বল উদ্ভূত হইতে পারে।

বেদনা ও ইহার কারণ।—প্রসবকালে গর্ভিনী জরায়ুর সঙ্কোচনজনিত যে ব্যথা অনুভব করেন, সেই ব্যাথাকেই বেদনা বলা যায়। বেদনা প্রসবকালীন জরায়ু সঙ্কোচনের নামান্তর মাত্র। এই বেদনা সকল গর্ভিনীর পক্ষে সমান কষ্টকর নহে। ইহা স্নায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। জরায়ুর সঙ্কোচন নিরবচ্ছিন্ন নহে। প্রতি সঙ্কোচনের পর ইহার একটী বিরাম হইয়া থাকে। পূর্ণগর্ভে জরায়ুস্থিত স্নায়ুসমুহ এরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এত উত্তেজনা প্রবল হইয়া পড়ে যে, সামান্ত কারণে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় পরিতেজ্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বিয়োগ অথবা অন্য কোন কারণে স্নায়বিক উত্তেজনা সাধিত হইলে, জরায়ু প্রবলরূপে ঘন ঘন সঙ্কোচিত হইতে পারে। সেই সঙ্কোচন ক্রমে বলবত্তর ও নিয়মিত হইয়া প্রসববেদনা একটী

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে সংঘটিত হইবে; তাহার কারণ সম্পূর্ণরূপে নিরূপণ করা যায় না।

জরায়ুর সঙ্কোচন প্রণালী।—জরায়ু ঠিক কি প্রণালীতে সঙ্কুচিত হয়, অদ্যাপি তাহার সম্পূর্ণ মিমাংসা হয় নাই। বেদনার গতি সতর্কতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বরঞ্চ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, জরায়ুর সঙ্কোচন সর্ব্বপ্রথমে ইহার উপরিভাগ প্রদেশেই আরম্ভ হয়। এই স্থলের পৈশিক তন্তুর পূর্ণতা আয়তন ও পরিমাণ অধিক। সঙ্কোচন কার্য্য এই প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ইহার গ্রীবার দিকে নামাইয়া আইসে। জরায়ুর সঙ্কোচনের সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা মাতা ইচ্ছা করিলেই জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপাদন, হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারেন না। প্রসবের আনুসঙ্গিক বল ও স্নায়বিক প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত হয় বলিয়া মাতার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন নহে। মাতা ইচ্ছা করিলেই এই বলের উৎপাদন নিবারিত করিতে পারেন না, কিন্তু প্রকাশ পাইলেই ইচ্ছামত কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন।

মাতা ও গর্ভস্থ শিশুর উপর বেদনার কার্য্যফল।—বেদনা আরম্ভ হইলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ঘনতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদনায় উত্থান ও পতনের সহিত নাড়ীর সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে দেখা যায়। বেদনাকালে মাতার ন্যায় শিশুরও শোণিতসঞ্চালন দ্রুত হইয়া উঠে।

শারীর তাপ।—প্রসবকালে শারীর তাপের অধিক বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না, তৎকালে ইহা অল্প মাত্র বাড়িয়াই প্রসবের পর আবার স্বাভাবিক হইয়া আইসে। প্রসবকালে এতদ্ব্যতীত স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক ও অন্যান্য পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রসবের ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের বর্ণনা কালে সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত হইবে।

প্রকৃত ও অপকৃত বেদনা।—গর্ভাবস্থায় প্রকৃত বেদনা ব্যতীত আর একপ্রকার বেদনা উৎপাদিত হয়। পূর্ণগর্ভাবস্থায় সন্তান নিঃসারিত হইবার কয়েকদিবস পূর্ব্ব হইতে সচরাচর সেই বেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই বেদনাকে অপ্রকৃত বেদনা বলা যায়। স্থানিক উত্তেজনায় জরায়ু সঙ্কোচিত হইয়া অনেক স্থলে এই বেদনা উৎপাদিত হয়, এই জন্য অজীর্ণতা ও মলরোধ প্রভৃতি পীড়ায় গর্ভিনীকে প্রায়ই অপ্রকৃত বেদনায় কেবল জরায়ুর চাপে অন্ত্রের কোন স্থল উত্তেজিত হইলেও সেই উত্তেজনায় জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে পারে। জরায়ুপ্রাচীরের কোন স্থানে শোণিতাধিক্য হইলে, জরায়ু সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা। অপ্রকৃত বেদনা জরায়ুর উপর ইহার কার্য্যফল প্রকৃত বেদনার ন্যায় নহে। প্রকৃত বেদনা একটী নিয়মিত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বেদনা জরায়ুর আধেয়কে নিঃসরণপথে চালিত করিতে চেষ্টা পায়। জ্রূণের আভ্যন্তরিক আচরণ ক্রমে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করে এবং তৎসঙ্গে জারায়ুর মুখ বিস্ফারিত হইতে থাকে। প্রকৃত বেদনা উর্দ্ধ হইতে অধোগামী হইয়া থাকে। প্রথমে কটীদেশে অনুভূত হয়, ক্রমে অধোগামী হইয়া নিতম্ব বেষ্টন করিয়া জানু পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। বেদনাকালে উদরপ্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, জরায়ুর উর্দ্ধভাগে সঙ্কোচন আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার মুখের দিকে নামিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বেদনার উত্থান ও পতন ঠিক সমান ভাবে হইয়া থাকে। বেদনাটী প্রথমে ধীরে ধীরে মৃদুভাবে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং উচ্চ সীমায় উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে কমিয়া আইসে, শেষে

মৃদু হইয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়। প্রসবের প্রারম্ভে এই সমস্ত বেদনা মৃদু ও অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, তৎকালে ইহা দীর্ঘকাল অন্তরে অনুভূত হয়, কিন্তু বেদনা যত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ততই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন অনুভূত হইতে থাকে। অপ্রকৃত বেদনায় উক্তরূপ ভাব লক্ষিত হয় না, ইহা নিঃসারক ভাবাপন্ন নহে, এবং কোন নিয়মিত পর্য্যায়-ক্রমে প্রকাশ পায় না। ইহা জরায়ু সঙ্কোচন হইতে সঞ্জাত হইলেও সে সঙ্কোচন প্রকৃত প্রসব সঙ্কোচনের ন্যায় নহে। অনিয়মই ইহার প্রধান প্রকৃতি। ইহা অনিয়মে প্রকাশ পায়, অনিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং অনিয়মেই হ্রাস হইয়া পড়ে। সমগ্র জরায়ু সঙ্কুচিত না হইয়া কেবল ইহার এক অংশ সঙ্কুচিত হয়। অপ্রকৃত বেদনা উদরের সর্ব্বস্থলেই অনুভূত হইতে পারে; ইহাতে জরায়ুর সঙ্কোচনে জরায়ু মুখ বিস্ফারিত হইয়া উঠে না। এই বেদনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসার দ্বারা তাহা বিদূরীত করিতে পারিলেই বেদনা বিদূরীত হইয়া থাকে।

প্রসবের ক্রম।—প্রকৃত বেদনা আরম্ভ হইবা মাত্র প্রসবের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং জরায়ু আধেয় নির্গমনের সহিত প্রসবকার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই কার্য্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে সম্পন্ন হয়। প্রসবকার্য্যকে তিনটি ক্রমে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ক্রমে জরায়ুমুখ পূর্ণ অর্থাৎ শিশুর মস্তক নির্গমনোপযোগী পরিমাণে বিস্ফারিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ক্রমে শিশু নিঃসারিত হইয়া থাকে। তৃতীয় ক্রমে ফুল নিঃসারিত হয়। প্রসবের প্রথম ক্রম পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে সেই ক্রমকে উপক্রম ক্রম বলা যাইতে পারে। উপক্রম ক্রমে প্রকৃত প্রসববেদনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েক দিবস ধরিয়া প্রসবসংক্রান্ত কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। গর্ভপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে প্রসব-পথের কোমল উপাদান সমূহ শিথিল হওয়াতে জরায়ু নিচে নামিতে থাকে। তৎকালে জরায়ু মন্দ মন্দ সঙ্কোচন হয়, এই সঙ্কোচন গর্ভিনীর স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। জরায়ুর দ্রাঘিষ্ঠ আয়তন ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, ইহার গ্রীবা ছোট হইয়া আইসে। জরায়ু নামিয়া পরে এবং ইহার গোলাকার ভাব বৃদ্ধি পায়। এই ভাব লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, পেট কুড়িয়া আসিতেছে, প্রসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহকালে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই অবস্থান্তর হইবার পূর্ব্বে বক্ষগহ্বরস্থ যন্ত্রের উপর জরায়ুর চাপ কমিয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর ও পূর্ণভাবে হইয়া থাকে, অজীর্ণতা থাকিলে তাহা হ্রাস পায়, ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়, অধিক পরিমাণে আহার করিতে সামর্থ জন্মে। শোণিতসঞ্চালনপ্রণালীর আবদ্ধভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরীত হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা হয় ও পুর্ব্বের ন্যায় অল্পতে ক্লান্তি বোধ হয় না। জরায়ুর অবতরণে যদিও গর্ভিণী পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি যন্ত্রণা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাহার কতকগুলিন নুতন যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়। যথা—মূত্রাশয়ের ধারণাশক্তি কম হওয়াতে ঘন ঘন অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গম হইতে থাকে, ঘন ঘন মলত্যাগও হইতে দেখা যায়; এতদ্ব্যতীত আমাশয়ের পীড়াও দেখা দেয়। নিম্ন অঙ্গ বাহ্য জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থলে শোথ হইতে পারে; শোথ থাকিলে তৎকালে তাহা বাড়িয়া উঠে। অর্শরোগও উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব অবধি তাহা থাকিলে তৎকালে বর্দ্ধিত হইয়া গর্ভিণীকে কষ্ট দেয়। জরায়ু গ্রীবা নালী হইতে আম নিঃস্রবণ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই পদার্থ যোনিদ্বারা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। নিঃসৃত পদার্থের সহিত শোণিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায় যে, প্রসবকার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইবে।

প্রসবান্তে উত্তর বেদনা।—প্রসবান্তে জরায়ুর বেদনাকর সঙ্কোচনকে উত্তরবেদনা বলা যায়। চলিত ভাষায় ইহাকে হেতাল বা ভেঁদাল ব্যথা বলে। জরায়ুর অভ্যন্তরে রক্তের চাপ থাকিলে তাহার উত্তেজনায় এই সঙ্কোচন সমুদ্ভূত হয় এবং তাহার নিঃসরণে ইহা অপগত হয়। জরায়ুর অভ্যন্তরে ফুলের অথবা ঝিল্লির অবশেষ থাকিলেও উত্তরবেদনা হয়। স্নায়বিক কারণেও ইহা হইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অনেকের উভয় বেদনা প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও এক দিবস বা দুই দিবস ধরিয়া অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। প্রথমপ্রসবিনী অপেক্ষা বহু-প্রসবিনী এই বেদনায় অধিক নিপীড়িতা হইয়া থাকেন। উত্তর বেদনার কার্য্যফল মঙ্গলকর। এজন্য উত্তরবেদনা সামন্য হইলে তাহার নিবারণ করা আবশ্যক হয় না, কিছু প্রবল হইলে চিকিৎসা দ্বারা নিবারণ করা আবশ্যক।

প্রসবের ভোগকাল।—ইহা অনেক পরিমাণে নিঃসারণ বল, নিঃসারণ পথের অবস্থা ও ভ্রূণের স্থিতির উপর নির্ভর করে। এই তিনটী অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধ থাকিলে প্রসব প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্বাভাবিক প্রসবকার্য্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহা অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ২।১ ঘণ্টায় সম্পন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন—প্রসবকার্য্য ৮।১০ ঘণ্টার ভিতর সমাপ্ত হইয়া থাকে। গর্ভিণীদের অপেক্ষা বহু প্রসবিনীদিগের প্রসবকার্য্য অনেক স্থলে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম গর্ভ অধিক বয়সে হইলে, প্রসবপথের দৃঢ়তা-জনিত বাধা অধিক হইবার সম্ভাবনা। বহু-কাল অন্তর গর্ভ হইলে প্রসবসময়ের দীর্ঘতা প্রথম গর্ভিণীদের ন্যায় হইতে পারে। প্রথম গর্ভ ৪০ বৎসর বয়েসে হইলে, প্রসবকার্য্যে প্রথম-গর্ভিণীদিগের ন্যায় অধিক সময় লাগে না। দেহের সাধারণ অবস্থার উপর প্রসবের ভোগ-কাল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাঁহারা অধিক মাংসল ও স্থূলকায়, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অধিক সময় লাগে। যে সকল মহিলাগণ ভোগ-বিলাসে ও আমোদপ্রমোদে কাল-যাপন করেন, সচরাচর তাঁহাদিগের প্রসবকার্য্যে অধিক বিশৃঙ্খল ঘটিতে দেখা যায়। যাঁহারা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসব প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রসবের দ্বিতীয় ক্রম দীর্ঘ হইয়া পড়িলে যত বিপদের আশঙ্কা, প্রথম ক্রমের বৃদ্ধিতে তত নহে।

শিরঃ প্রাগবতরণে প্রসব-কৌশল।

স্বাভাবিক প্রসবে ভ্রূণের মস্তক নিম্নভাগে থাকে। ভ্রূণের মস্তক প্রসবপথে অগ্রসর হইতে পারিলে ইহার দেহও তৎসঙ্গে সহজে চালিত হয়। ভ্রূণের মস্তক স্বভাবতঃ যে প্রণা-লীতে প্রসবপথে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে চিকিৎসক মাত্রেরই সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষ বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া আবশ্যকীয় কয়েকটী কথা বলা যাইবে। দুইটী আবশ্যকীয় কথা যাহা মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করা হইবে, সেই দুটী কথার অর্থ জানা কর্ত্তব্য;—যথা, "প্রাগ্‌বতরণ" ও "আসন।" প্রসবের প্রারম্ভে ভ্রূণের যে অংশ প্রসবপথে প্রথম ন্যস্ত বা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে "প্রাগ্‌বতরণ" কহে। এইরূপে মস্তক সর্ব্বনিম্নে থাকিলে শিরঃ প্রাগ্‌বতরণ এবং বস্তি সর্ব্বনিম্নে থাকিলে বস্তি প্রাগ্‌বতরণ বলা যায়।

মাতার বস্তিদেশের সহিত ভ্রূণের প্রাগ্‌বর্ত্তীয় অংশের যে সম্বন্ধ, তাহাকে ইহার "আসন" কহে। যেমন শিরঃপ্রাগ্‌বতরণে প্রথম আসন

অর্থাৎ শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতার বাম বঙ্ক্ষণ প্রদেশে স্থিতি। মস্তকের প্রাগ্‌বত্তরণ হইলে সচরাচর ইহা বস্তিতটের তীর্য্যক্‌ ব্যাসদ্বয়ের কোন একটীর সমান্তর ভাবে বস্তিতটে প্রবেশ করে। তৎকালে শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতার সম্মুখে অথবা পশ্চাৎ এতদুভয়ের একদিকে অবস্থিত থাকে। এই জন্য শিরঃপ্রাগ্‌বত্তরণে সচরাচর চারিটী আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথম আসন।—এই আসনে শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতার বামবঙ্ক্ষণ প্রদেশাভিমুখে থাকে। মস্তকের পুরোভাগ মাতার দক্ষিণ ও পশ্চাৎভাগে স্থিত।

দ্বিতীয় আসন।—এই আসনে শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতার দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ প্রদেশাভিমুখে এবং মস্তকের পুরোভাগ মাতার বাম ও পশ্চাৎভাগে স্থিত।

তৃতীয় আসন।—এই আসনে মস্তকের পুরোভাগ মাতার বাম বঙ্ক্ষণ প্রদেশাভিমুখে, শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতার দক্ষিণ ও পশ্চাৎভাগে স্থিত।

চতুর্থ আসন।—এই আসনে শিশুর মস্তকের পুরাভোগ মাতার দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ প্রদেশাভিমুখে এবং শিশুর মস্তকের পশ্চাদস্থি মাতর বাম ও পশ্চাৎ ভাগে স্থিত।

ভ্রূণমস্তকের প্রসবজনিত পরিবর্ত্তন।—প্রথম, ইহার গঠনের কতকগুলি পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মস্তকের দৈর্ঘ বাড়িয়া উঠে, অনুপ্রস্থ ব্যাস ছোট হইয়া আইসে; দ্বিতীয়—অপত্যপথের চাপে ভ্রূণমস্তকের শোণিত সঞ্চালনে ব্যাঘাত জন্মে। ইহাতে মস্তকের যে অংশ চাপমুক্ত থাকে, তথায় শোথ সঞ্জাত হয়, এই জন্য প্রাগ্‌বর্ত্তীর্ণ অংশের যে স্থল প্রসবপথের অক্ষরেখার উপর থাকে, তথায় এই শোথ উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রথম ও চতুর্থ আসনে এই শোথ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বাস্থির উপর দেখা যায় এবং দ্বিতীয় তৃতীয় আসনে বাম পার্শ্বাস্থির উপর উদ্গাত হইয়া থাকে।

স্বাভ বিক প্রসবের চিকিৎসা প্রকরণ।

স্বাভাবিক প্রসবকার্য্য সচরাচর একমাত্র প্রকৃতির উদ্যমেই সমাধা হইয়া থাকে। একটী সুদক্ষ ধাত্রী থাকিলেই অনেক সময়ে কার্য্য চলিয়া থাকে। বিঘ্নের আশঙ্কা করিলে চিকিৎসকের উপস্থিত থাকা বা এত সন্নিকট থাকা আবশ্যক যে, আবশ্যক হইলে তাঁহার সাহায্য পাইতে পারা যায়। চিকিৎক সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া আবশ্যকীয় সকল বিষয় তত্ত্বাবধারণ করিবেন। ধাত্রী সুদক্ষ ও পারদর্শিনী হইলে চিকিৎসকের আদ্যোপান্ত সূতিকাগৃহে অবস্থিতি করা তত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। তবে এরূপ নিকটে থাকা উচিত যে, আবশ্যক হইলে তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায়। চিকিৎসক সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইয়া যদি দেখেন যে, গর্ভিণী কোন প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন এবং তাহাই প্রসববেদনা মনে করিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাহার যাতনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা অতীব আবশ্যক। চিকৎসক গর্ভিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ যেন কিছুতেই ত্যাগ না করেন। তাহার অবস্থানুযায়ী আহার নিদ্রা শরীরসঞ্চালন ও পরিচ্ছদাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে গর্ভিণীর ক্লান্তিবোধ না হয়, এরূপ সহজ ও সুখসাধ্য শ্রম করা উচিত। গর্ভকালীন পরিচ্ছদ আর্ত্তব প্রভাব নিবারণোপযোগী হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে উদরের উপরে কোন প্রকার অনিষ্টকর চাপ প্রদত্ত না হয়, এরূপ বসন পরিধান করা বিধেয়। গর্ভিণী

নিয়মিতরূপে নিদ্রা যাইবেন, উষ্ণগৃহ, নিশা-জাগরণ ও সকল প্রকার উত্তেজনা পরিহার করিবেন। তাঁহার পথ্য সুপাচ্য অথচ পুষ্টি-কর ও অনুত্তেজক হওয়া আবশ্যক। মলরোধ নিবারণ ও বিদূরণের নিমিত্ত মৃদু বিরেচক আব-শ্যক হইয়া উঠে। এই অবস্থায় এরণ্ড তৈল বিশেষ উপযোগী। কিয়ৎ পরিমাণে ডাবের জল অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। প্রসববেদনার আরম্ভে নিম্ন অন্ত্রে মল আবদ্ধ আছে বলিয়া বোধ হইলে, পিচকারী দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পিচকারী অল্প অল্প প্রবেশিত করিতে হয়, তাহাতে অকস্মাৎ স্থানিক উত্তেজনা অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পায় না। সচরাচর আড়াই পোয়া পরিমাণ হওয়া আবশ্যক. ইহার ঊর্দ্ধ পরিমাণ উচিত নহে। যন্ত্রাদিও চিকিৎসকের সহিত থাকা আবশ্যক এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখা আব-শ্যক। প্রসবিনীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশেষ আবশ্যক না হইলে চিকিৎসকের একবারে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে, কারণ তিনি হঠাৎ প্রবেশ করিলে বেদনার বিপর্য্যয় হইবার অধিক সম্ভাবনা। এই জন্য সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসকের আগমন-সম্বাদ ধাত্রী, পরিচারিকা বা অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা প্রসবিনীকে জানান আবশ্যক এবং ধাত্রীর নিকট গর্ভিণীর অবস্থা সম্বন্ধে যথাসাধ্য সমাচার জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া চিকিৎসক প্রশান্ত ও সংযতভাবে থাকিবেন; এবং যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রসবি-নীর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি হয়, তদপযোগী ব্যব হার করিবেন। গর্ভিণীর চিত্ত কোন এক বিষয়ের কথোপকথনে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়া, সেই অবসরে সতর্কভাবে তাহার স্বাস্থ্য, পরিবেষ্টক অবস্থা ও বেদনার প্রকৃতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সূতিকাগার।—সূতিকাগার প্রশস্ত, শুষ্ক, পরিষ্কার ও উত্তম বায়ুসেবিত হওয়া আবশ্যক। ইহা যত উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়, ততই ভাল। সূতিকাগার বাটীর যত অভ্যন্তরে হয় ততই ভাল। গৃহটী দুর্গন্ধময় স্থানের নিকট না হয়। প্রসবিনীর শয্যা উপযুক্ত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। শয্যার যে স্থলে গর্ভিণীর বস্তিদেশ থাকে, যাহাতে সেই স্থল প্রসবপথের নিঃসারিত পদার্থের দ্বারা ভিজিয়া না যায়, তদুপযোগী চাদর তথায় পাতিয়া দেওয়া উচিত। এই চাদরের উপর আর একখানি চাদর লম্বা লম্বী ভাঁজ করিয়া তাহার অধিকাংশ গুটাইয়া অবশিষ্ট উন্মুক্ত অংশ গর্ভিণীর ঠিক বস্তিদেশের নিম্নে পাতিয়া দেওয়া আবশ্যক। চাদরের উন্মুক্ত অংশ নিঃসৃত পদার্থে অপরিষ্কার হইলে, সেই ভাগ সরাইয়া পরিষ্কৃত অংশ অল্পে অল্পে আবার বস্তির নিম্নে টানিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে সমুদায় নিঃসৃত পদার্থের পরিমাণ বুঝিতে ও তাহা সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। সূতিকাগার যতদূর নিস্তব্ধ থাকে, ততই ভাল। প্রসবকার্য্যে যাঁহাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক এবং গর্ভিণী নিজে যাহাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কাহাকেও তথায় থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ লোকের ভাবভঙ্গি কথাবার্ত্তায় অনেক সময় গর্ভিণীর অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূতিকাগারে উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহা-দের সকলেরই বাহ্য ভাবে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দেখান কর্ত্তব্য। কষ্টকর প্রসববিবরণ বা অপ্রীতিকর বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা করিলে প্রায় অনিষ্ট সাধিত হইতে দেখা যায়।

প্রসব।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা।—বেদনার প্রকৃতি ও ঘনতার বিষয়ে সতর্কভাবে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া চিকিৎসক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

প্রবৃত্ত হইবেন। চিকিৎসক পুরুষ হইলে ধাত্রী অথবা পরিচারিকা দ্বারা গর্ভিণীকে তাহার অভিপ্রেত পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপিত করা উচিত। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নিমিত্ত গর্ভিণীকে সচরাচর শয্যার দক্ষিণ প্রান্তে বামপার্শ্বে শায়িত করা হয়। তাহার পদদ্বয় গুটাইয়া উদরের উপর উঁচু করিয়া রাখা আবশ্যক। এই ভাবে শায়িত করিয়া শয্যাপার্শ্বে চিকিৎসকের উপবেশন করা আবশ্যক, এবং তিনি কোনরূপ মৃদু বা অনুত্তেজক তৈলে বা তৈলময় পদার্থে তর্জ্জনী সিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুলিটী যোনিমুখে প্রবেশিত করিবেন। তাহার পর তাহা ঊর্দ্ধ ও পশ্চাদ্দিকে প্রসবপথের অক্ষরেখায় চলিত করিয়া অবশেষে সম্মুখভাগে সঞ্চালন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জরায়ুমুখ স্পর্শ করিবেন। যোনিতে অঙ্গুলি কিয়দ্দূর প্রবেশিত হইলে, হাত ঘুরাইয়া লইয়া ইহার তলদেশ গর্ভিণীর সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ভাগ বস্তির পশ্চাদস্থির সমভাবে স্থাপন করিতে হইবে। বাম হস্ত প্রবেশিত করিতে হইলে ঐরূপ ঘুরাইয়া লইতে হয় না। জরায়ুমুখ উচ্চে অবস্থিত থাকিলে তাহা সহজে স্পর্শ করা যায় না। অপর হস্ত উদরের উপর স্থাপন পূর্ব্বক চাপ দিয়া জরায়ুমুখ নামাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বেদনাকালে যোনিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশিত করিলে তাহাতে গর্ভিণীর বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দ্বারা সচরাচর যে সকল বিষয় স্থির করিতে হয়, তৎসমুদয় সংক্ষেপে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।—

১। রোগিণী প্রকৃত সসত্ত্বা কি না?

২। প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে কি না?

৩। ভ্রূণ কিরূপ ভাবে অবস্থিত? কোনরূপ উপসর্গ আছে কি না?

৪। বেদনার বল ও কার্য্যকারিতা কিরূপ, এবং কোন ক্রম কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?

৫। জরায়ুমুখ ও প্রসবপথের অবস্থা এবং বস্তিগহ্বরের ধারণাশক্তি কিরূপ?

রজ্জুচ্ছেদন।—এদেশে ইহাকে নাড়ি কাটা কহে। শিশু ভূমিষ্ট হইয়া পূর্ণশ্বাস লইতে পারিলেই প্রায় কাঁদিয়া উঠে। সত্বর নাড়ি কাটা আবশ্যক না হইলে পূর্ণশ্বাস কার্য্যের আরম্ভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল। নাড়ি কাটিবার অগ্রে শিশুর নাভিকূপ হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চ দূরে মোটা সুতা দ্বারা নাভিরজ্জুতে একটী বন্ধনী দেওয়া আবশ্যক। এই বন্ধনী দৃঢ়তা সহকারে দেওয়া উচিত। বন্ধনের সময় দুইটী হস্তই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উভয় মনিবন্ধই পরস্পরের সম্মুখভাবে একত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা বন্ধনরজ্জু পুর দুই পার্শ্বে ধারণ করিয়া যথোচিত পরিমাণে টান দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমবন্ধনীর ১।২ ইঞ্চ দূরে আর একটী বন্ধনী স্থাপন করা আবশ্যক। বন্ধনী স্থাপন করিবার পূর্ব্বে প্রথম বন্ধনীর পর হইতে যোনি অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া পরিস্রবের দিকে চালিত করিতে হয়। ইহাতে পরিস্রবের আয়তন কমিতে পায় না, এবং দ্বিতীয় ভ্রূণ থাকিলে তাহার নাভিরজ্জু প্রথম ভ্রূণের পরিস্রবের সহিত সংস্থাপিত থাকিলে এই ক্রিয়াতে তাহার অনিষ্ট হয় না। রজ্জুচ্ছেদনকালে চিকিৎসক উহা স্বীয় এক হস্তের তলদেশে স্থাপন করিবেন এবং অপর হস্তে একখানি কাঁচি লইয়া কাটিবেন। কাঁচিখানি খুব ধারাল না হয়। নাভিরজ্জুচ্ছেদনের পর শিশুকে একখানি গরম কাপড়ে আচ্ছাদন করিয়া নিকটস্থ কোন ব্যক্তির হস্তে তাহার ভারার্পন পূর্ব্বক চিকিৎসক মাতার উপর সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিতে পারেন। কোন কোন স্থলে শিশু ভূমিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই পরিস্রব নির্গত হইয়া থাকে। এমন কি কোথাও বা শেষ বেদনাতেই তাহা শিশুর সহিত বহিঃনিসৃত হয়। ভ্রূণ নিঃসারিত হইলে

জরায়ু সচরাচর ফুলের উপর কুঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ মিনিট অতিবাহিত হয়, তাহার পর প্রকৃত বেদনা উপস্থিত হইয়া ফুল নিঃসারিত করিয়া দেয়। জরায়ু সঙ্কোচনে ফুল সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত না হইয়া কখন কখন যোনির অভ্যন্তরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্য যোনিতে হস্ত প্রবেশিত করিয়া ফুল নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য। বিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ফুলের যে পার্শ্ব জরায়ু-প্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, নির্গত হইবার কালে সেই পার্শ্ব প্রায়ই নিম্নে আসিতে দেখা যায়। ফলের যে দিকে ভ্রূণরজ্জু থাকে, তৎকালে তাহা উর্দ্ধদিকে যাইয়া পড়ে, রজ্জু টানিয়া ফুল নিঃসারিত করিলে তাহা কিনারা দিয়া বহির্গত হয় না। রজ্জু টানিয়া ফুল বাহির করিলে শোণিত-নিস্রাব সাধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। জরায়ুর উপর চাপ দিয়া ফুল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিঃসারিত করিলে, সেরূপ বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যায়। রজ্জু টানিলে ইহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে এবং ফুল নিঃসারণে বিলম্ব হইলে উদরের উপর করতল স্থাপন পূর্ব্বক জরায়ুকে সম্যকরূপে ধারণ করিয়া চাপ প্রদান করিতে হয়। জরায়ু সম্যকরূপে কুঞ্চিত থাকিলে ফুল নিঃসারণের সাহায্যার্থে নাভি-রজ্জু কিয়ৎ পরিমাণে টানিতে পারা যায়। এই সকল উপায়ে ফুল নিঃসারিত না হইলে, জরায়ুর অভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক হাতের কিনারা পরিস্রব ও জরায়ু প্রাচীরের মধ্যে চালিত করিয়া ফুল বিযুক্ত করিতে হয়। ফুল যোনির মধ্যে আসিলে হস্ত দ্বারা ইহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাহির করা আবশ্যক। পরিস্রব নির্গত হইলে তাহা সমস্ত ঝিল্লি সমেৎ বাহির হইয়াছে কিনা তাহা ভাল করিয়া দেখা উচিত।

নির্গমন কৌশল।

কেবল স্বভাবের উদ্যমে ভ্রূণ দুই প্রকারে বহির্গত হইতে পারে। ভ্রূণের মস্তক অথবা বস্তি বিবর্ত্তিত হইয়া নামিয়া আইসে, ইহাকে স্বতোবিবর্ত্তন বলা যায়। অন্য প্রাকারে প্রাঙ্মুখ অংশ ও মাথার দিক আবর্ত্তিত হইয়া মাতার বস্তির সম্মুখ প্রাচীরের মধ্য স্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভ্রূণের পশ্চাদ্ভাগ পশ্চাদস্থিত হইয়া বহির্নিসৃত হয়,পরে মস্তকের দিক বহির্গত হইয়া থাকে। এই প্রকারকে স্বতো নির্গমন কহিয়া থাকে। ভ্রূণ খর্ব্বায়তন হইলে এবং মাতার বস্তি প্রশারিত থাকিলে, ভ্রূণ কখন কখন জীবিতাবস্থায় এইরূপে বহিঃনিসৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপে ভ্রূণের সজীব নির্গমন অসম্ভব।

চিকিৎসা।—এক মাত্র প্রকৃতির উদ্যমের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। বিবর্ত্তন ক্রিয়া দ্বারা ভ্রূণের সংস্থান সংশোধিত করিয়া লওয়া উচিত। বিবর্ত্তন ক্রিয়ার সম্বন্ধে অন্যত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

ঠেলিয়া দিয়া যাহাতে মুখে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, এজন্য কোন নল ভ্রূণের মুখমধ্যে প্রবেশিত করা আবশ্যক। এপ্রকার উপায় তত সুবিধাজনক নহে, সেই জন্য মস্তক যাহাতে শীঘ্র বহির্গত হয়, সেই উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক; এইজন্য জরায়ুপ্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ইহার উপর চাপ প্রদান করা উচিত। এই কার্য্য অন্য কাহারও উপর ভার দিয়া চিকিৎসক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের উপর অঙ্গুলিস্থাপন পূর্ব্বক চাপ দিবেন। একহস্ত দ্বারা এই কার্য্য করিবার কালে অপর হস্তের অঙ্গুলি শিশুর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া চাপ প্রদান করিতে পারা যায়; অথবা একটী কি দুইটি আঙ্গুলি মাতার সরল অন্ত্রে প্রবেশিত করিয়া শিশুর মুখের উপর সহজে চাপ প্রদান করা যাইতে পারে। জরায়ুর উপর বাহ্যচাপ এবং মস্তকের পশ্চাভাগের উপর অভ্যন্তরীণ চাপ দ্বারা মস্তক বহিঃনিঃসরণ করা ভাল। মুখভাগে চাপ দেওয়া আবশ্যক হয় না। ভ্রূণ স্বভাবতঃ যে গতিতে নির্গত হইয়া থাকে, ইহার নিঃসরণে সাহায্য প্রদান করা

ইহাকে সেই গতিতেই রাখা আবশ্যক। পাছা, স্কন্ধ ও মস্তক ক্রমান্বয়ে নিয়মিতরূপে আবর্ত্তিত হইয়া যাহাতে ভ্রূণের অনুপ্রস্থ ব্যাস বহির্দ্বার সম্মুখ পশ্চাৎ ব্যাসে আসিতে পারে, তদুপায়ে নিঃসারকবল প্রয়োগ করা আবশ্যক। যাহাতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ মাতার বস্তির সম্মুখে আইসে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। মাথা ঘুরাইবার নিমিত্ত মাতার বস্তির সম্মুখপ্রাচীরের দিকে শিশুর যে কর্ণ থাকে, তাহার উপর পশ্চাৎ চাপ দিলে, মুখ মাতার বস্তির পশ্চাৎদিকে ঘুরিয়া যায়, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ সমুখে আইসে। যদি মাথার পশ্চাদ্ভাগ মাতার বস্তির পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে মস্তক বহির্গত করিবার পূর্ব্বে মাথা আনত বা বিস্তৃত আছে কি না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। মাথা আনত থাকিলে নিঃসারক বল পশ্চাৎও নিম্নভাবে চালিত করিতে হয়, বিস্তৃত থাকিলে বল সম্মুখ ও ঊর্দ্ধভাবে বহিঃদ্বারের অক্ষের গতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহাতে অগ্রে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পরে মুখের দিক বাহির থাকে। জরায়ুর সঙ্কোচনবল কম, বস্তির প্রশরও কম থাকিলে বাহযন্ত্র প্রয়োগ করিবে। যে স্থলে পাছা প্রসবপথে আবদ্ধ হয়, সেস্থলে একটী পা কোথাও বা দুইটী পা নামাইয়া আনিবার সুবিধা হয় না, সে স্থলে অঙ্গুলি অথবা অন্য উপায় দ্বারা পাছা নামাইয়া আনিতে হয়। যদি এ সকল উপায় দ্বারা কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, সে স্থলে প্রাগ্মুখ অংশ বিদারণ করিয়া ছোট করিয়া বাহির করিতে হয়। ভ্রূণ নিঃসারিত হইলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখা উচিত। জানুর অস্থি ভাঙ্গিলে তৎক্ষণাৎ একটী "বাড়" বাঁধিয়া দিবে।

পার্শ্ব প্রাগবতরণ।

ইহাতে ভ্রূণের পার্শ্বদেশ প্রসবপথ্যে ন্যস্ত হয়, ভ্রূণের দ্রাঘিষ্ঠ ব্যাস জরায়ুতে অনুপ্রস্থ ভাবে থাকে। কিন্তু ঠিক অনুপ্রস্থ ভাবে না থাকিয়া প্রবিষ্ট ও অনুপ্রস্থ ব্যাসের মধ্যবর্ত্তিরূপে তীর্য্যকভাবে সংস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রাগবতরণে ভ্রূণের পৃষ্ঠদেশ ও উদর এবং দেহের অন্যান্য অংশ প্রসবের প্রারম্ভে নিম্নস্থিত হইতে পারে। প্রায়ই স্কন্ধদেশ অগ্রে সর্ব্বা নিম্ন হইয়া পড়ে, কোন কোন স্থলে কনুই কিম্বা হস্তের নিম্নভাগ অগ্রে নামিয়া আসিতে পারে। ভ্রূণ সাতিশয় ছোট এবং মাতার বস্তি প্রশস্ত থাকিলে স্বাভাবিক উপায়ে ভ্রূণ আপনি নিঃসারিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা মাতা ও শিশুর উভয়ের পক্ষে বিপদজনক।

কারণ।—বস্তি বিকৃত ও খর্ব্বায়তন হইলে অথবা পরিস্রব জরায়ুমুখের নিকট থাকিলে এরূপ ঘটনা অনেক হয়। জরায়ুর পার্শ্বাবনতি ইহার একটী কারণ। অকালপ্রসব এবং পোয়োর জলের আধিক্যেও এই ঘটনা হইতে পারে। শিশুর মস্তক প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অথবা গর্ভের শেষকালে একটু বক্র থাকে, কিন্তু এরূপ অবস্থা আপনা হইতেই সংশোধিত হয়। কোন কারণে যদি এই সংশোধনের ব্যাঘাত ঘটে, যথা—মাতার উদরের উপর কটিবন্ধন প্রভৃতির চাপ লাগে, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা হইতে পারে। হঠাৎ পতন ইহারও একটি কারণ হইতে পারে। অনুপ্রস্থ ব্যাস অপেক্ষাকৃত স্বভাবতঃ দীর্ঘ হইলে ভ্রূণের এইরূপ সংস্থান হইতে পারে।

পানমুচি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই অথবা পরক্ষণেই ভ্রূণ পোয়োর ভিতরে সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে, এই অবস্থায় বাহ্যকর কৌশলে ভ্রূণের মস্তক অথবা নিতম্ব দেশ প্রসবপথে ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। যদ্যপী পোয়োর জল অধিক থাকে, তাহা হইলে একহস্তে বাহ্য করকৌশল ও অপর হস্তের ২।১ টী আঙ্গুলি জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া ভ্রূণের বিপর্য্যন সহজে সংসাধিত হইতে পারে। এই সকল উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে জরায়ুর অভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশ করিয়া ভ্রূণের পা নামাইয়া আনিবে।

জটিল প্রাগবতরণ।

কথন কথন প্রাগবতীর্ণ অংশের সহিত দেহের অন্য কোন অংশ নামিয়া আইসে। যথা—মস্তকের সহিত হস্ত অথবা পদ, কিম্বা উভয়েই নামিয়া পাড়ে। যে স্থানে বস্তি অধিক প্রশস্ত অথবা মস্তক ছোট হয়, তথায় মস্তকের সহিত হস্ত অথবা পদ নামিয়া আসিলে মস্তক বহিঃ-নিসারণে অধিক বিঘ্ন ঘটেনা। বস্তিগহ্বর উপ-যুক্তরূপ প্রশস্ত না থাকিলে, প্রসবপথে মস্তক আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ স্থলে হস্ত ও পদ উভয়ই নামিয়া আসিলে সঙ্কট অবস্থা সাতিশয় বাড়িয়া উঠে।

চিকিৎসা।—হস্ত অথবা পদ নামিয়া আসিলে তাহা উঠাইয়া দিয়া মস্তক যাহাতে প্রসবপথে ন্যস্ত হয়, তাহা করিবে। বেদনার বিরামকালে হস্ত উঠাইয়া দিবে। হস্ত বা পদ নামিয়া পড়িলে একহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা তাহা উঠাইয়া দিয়া অপর হস্তদ্বারা জরায়ুর উপর চাপ দিবে। বেদনা আসিলে হস্ত অথবা পদ নামিতে পারিবে না; হস্ত অথবা পদ তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব হইলে ইহাদিগকে মাতার বস্তির পশ্চাৎ ও পার্শ্বদিকে রাখিয়া দিবে। হস্তপদ উভয়ে একত্রে নামিয়া আসিলে হস্ত অধিক অগ্রসর হইয়া পার্শ্বপ্রাগবতরণ ঘটাইতে পারে। এই কারণ যতক্ষণ হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলিত হয়, ততক্ষণ মস্তকের সঙ্গে পা নামাইয়া আনা আবশ্যক। পা অগ্রে উপরে উঠিতে দেওয়া উচিত নহে। হস্ত মস্তকের পশ্চাতে অথবা গ্রীবার উপর ঘুরিয়া গিয়া অনুপ্রস্থভাবে সংস্থিত হয়। বস্তির প্রবেশদ্বারে হস্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে, এইরূপ স্থলে প্রসব অগ্রসর না হইলে গর্ভিণীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ভ্রূণের হাত নামাইয়া আনা আবশ্যক। মস্তক বস্তিতটের উর্দ্ধে থাকিলে পা নামাইয়া আনা আবশ্যক। তাহার পর শিশুর দেহ পশ্চাদ্ভাগে ঠেলিয়া দিয়া ভ্রূণের হস্ত নামাইয়া আনিতে পারা যায়।

নাভিরজ্জুর বহিঃপতন।

নাভিরজ্জু অগ্রে বাহির হইয়া পড়িলে প্রাগ-বতীর্ণ অংশের চাপে ভ্রূণের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। শিরঃপ্রাগবতরণের সহিত নাভিরজ্জু নামিয়া পড়িলে ভ্রূণের অধিক বিপদ সম্ভাবনা। পার্শ্ববর্ত্তী প্রাগবতরণে তত বিপ-দের আশঙ্কা নাই। প্রথম প্রসবিণীতে এবং অকালপ্রসবের সহিত নাভিরজ্জুর বহিঃপতন সাতিশয় বিপদজনক। শিরঃপ্রাগবতরণে জরায়ুমুখে মস্তক ভালরূপে ন্যস্ত না হইলে ইহা ঘটিতে পারে। পোয়োর জল অধিক পরি-মাণে থাকিলে এবং তাহা এককালে অনেকটা বেগে নির্গত হইয়া পড়িলে, নাভিরজ্জু দীর্ঘ হইলে, এইরূপ নামিয়া পড়িতে পারে। পরি-স্রব জরায়ুর নিম্নভাগে থাকিলে রজ্জু ছোট হইলেও সহজে বাহির হইতে পাড়ে। বস্তি সংকীর্ণ অথবা বিকৃত হইলে, তাহারা নাভি-রজ্জুর বহিঃপতনের একটী প্রধান কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। অপপ্রাগবতরণে নাভি-রজ্জু নামিয়া আসিবার অধিক সম্ভাবনা। অনুপ্রস্থ প্রাগবতরণে নাভিরজ্জু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বহিঃপতিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে যোনির নিম্নাংশে এমন কি জননেন্দ্রিয়ের বাহিরেও প্রসবারম্ভে দেখা যায়। স্থলবিশেষ ইহা অতি অল্প নামিয়া আইসে। রজ্জুতে শোণিত সঞ্চালন হইতেছে কি না তাহা নির্ণয় করা অতীব আবশ্যক। বেদনা আসিলে প্রাগবতীর্ণ অংশের চাপে রজ্জুর শোণিত সঞ্চা-লন বন্ধ হইতে পারে; বেদনা যাইলে শোণিতসঞ্চালন বন্ধ হয় এবং রজ্জু শিথিল হইয়া পড়ে, তথায় ভ্রূণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া অন্ত্র প্রসবপথে নামিয়া আসিলে তাহাকে নাভিরজ্জু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। একটু ভাল করিয়া দেখিলে এ ভুল হইবার সম্ভাবনা কম।

চিকিৎসা।—বেদনার বিরামকালে রজ্জুকে অঙ্গুলি দ্বারা জরায়ুগহ্বরে পুনঃপ্রবেশিত করাইবে। গর্ভিণীকে হাঁটু ও কানুইয়ের উপর ভর দিয়া মুখ নিম্নে এবং বস্তি উর্দ্ধে স্থাপন পূর্ব্বক শায়িত করিবে।

জরায়ুমুখ উর্দ্ধে স্থিত হয়, পানমুচি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে রজ্জু নিজ ভারে পুনঃপ্রবেশিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। পানমুচি ভাঙ্গিলে প্রসবিনীকে এইরূপে এই ভাবে রাখিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে রজ্জুকে জরায়ুতে পুনঃপ্রবেশ করাইবে। এইরূপ করিয়া বহিশ্চাপ দ্বারা ভ্রূণকে নামাইয়া প্রসবপথে ন্যস্ত করিলে রজ্জু আর নামিয়া আসিতে পারে না। রজ্জু পুনঃপ্রবেশিত হইলে বস্তিদেশ কিছুক্ষণ উচ্চভাবে রাখা আবশ্যক। যন্ত্রের সাহায্যেও রজ্জুকে কখন কখন জরায়ুগহ্বরে পুনঃ প্রবেশিত করা যাইতে পারে। রজ্জু প্রবেশিত করিতে না পারিলে, মাতার বস্তিগহ্বরের পশ্চাতে এক পার্শ্বে রাখা উচিত। তাহা হইলে নাভিরজ্জুর উপর অধিক চাপ লাগিবার সম্ভাবনা। প্রসবকার্য্য শীঘ্র না হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রসবকার্য্য শীঘ্র সমাধা করা আবশ্যক। মস্তক প্রসবপথে নামিয়া আসিলে বাহুযন্ত্র দ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পাদন করিবে। মস্তক উর্দ্ধে ও সহজে সঞ্চাল্য থাকিলে বিবর্ত্তন ক্রিয়া দ্বারা পা নামাইয়া আনিয়া প্রসবকার্য্য সম্পাদন করিবে।

বিলম্বিত ও ত্বরিত প্রসব।

স্বাভাবিক প্রসবকার্য্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কারণে এই সময়ের মধ্যে প্রসব কার্য্য সমাপ্ত না হইলে তাহাকে বিলম্বিত প্রসব বলা যায়। নিঃসারক বলের অভাব বা অল্পতা, প্রসবপথের অবরোধ এবং ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থা হেতু প্রসব বিলম্বিত হইতে পারে। প্রসব বিলম্বিত হইলে প্রসবিনীর ও ভ্রূণ উভয়ের পক্ষেই বিপদজনক। প্রথম ক্রম বিলম্বিত হইলে সমাচার তত বিপদজনক নহে। দ্বিতীয় ক্রম বিলম্বিত হইলে মাতা ও ভ্রূণের বিপদ সাতিশয় বাড়িয়া উঠে। ইহাতে পরিস্রবের শোণিতসঞ্চালনে ব্যাঘাত হয়, তাহাতে ভ্রূণের মৃত্যু হয়। ভ্রূণের মস্তক প্রসবপথে অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকাতেও ইহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে, এবং ইহার চাপজনিত প্রসবপথে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রদাহ হইতে পারে। বিলম্বিত প্রসবে জরায়ু ও দেহের সাধারণ বল ক্ষুণ্ণ হইয়া অনেক স্থলে বিপদাগমের কারণ হইয়া থাকে। ভ্রূণমস্তকে অনিষ্টকর চাপে প্রসবপথে প্রদাহজনিত যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, সে সব গুলি জ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক। লক্ষণ গুলি যথা—প্রসবিনীর নাড়ী দ্রুত হয়, ত্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক হয়, শরীরের তাপ বাড়িয়া উঠে, যোনির নিস্রব কমিতে আরম্ভ করে, ইহা শুষ্ক ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দেহের সাধারণ বল ক্ষুণ্ণভাব লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং প্রসবিনী অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে; বমনের উদ্রেক হয়, এই সময়ে প্রসবকার্য্য শীঘ্র যদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে প্রদাহিক অবস্থা বর্দ্ধিত হয়। যোনির তপ্ত স্ফীত হইতে থাকে এবং পরে স্থানিক বিধ্বংশ ক্রিয়া উৎপাদিত হয়। এইরূপে যোনির সহিত মলান্ত্রের যোগ ও যোনির সহিত মূত্রাশয়ের যোগ হইতে পারে। ক্রমশঃ প্রসবিনীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে আক্ষেপ ও অজ্ঞানতা কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসববল সম্যকরূপে বিকাশ পাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। প্রসবপথে এরূপ বাধা না থাকিলেও এইরূপ ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে। কেবল জরায়ুর বলক্ষুণ্ণতাতেও প্রসব বিলম্বিত হইতে পারে। জরায়ু বিষমভাবে সঙ্কুচিত হইলে প্রসববল সম্যকরূপে বিকশিত হইতে পায় না, এরূপ হইলেও জরায়ুর বল

ক্ষুণ্ণতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সকল কারণে নিঃসারক বল ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, সে কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিত হইল। প্রথম, পানমুচির জলের আধিক্য; ইহাতে জরায়ু ভালরূপে সঙ্কুচিত হয় না, জরায়ুমুখ শীঘ্র বিস্ফারিত হয় না, এই হেতু প্রসবের প্রথম ক্রম বিলম্বিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ, পোয়ো জরায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে; ইহাতে প্রসবের বিলম্ব হয়, পানমুচি নামিতে পারে না। তৃতীয় কারণ, পানমুচির অকালছিন্নতা; ইহাতেও প্রসব বিলম্বিত হয়। চতুর্থ কারণ, সরলান্ত্র ও মূত্রাশয়ের পরিপূর্ণতা। এই সকল কারণে জরায়ু সঙ্কোচনে বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং আনুসঙ্গিক প্রসারণকেও পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে দেয় না। পঞ্চম কারণ জরায়ুর অস্বাভাবিক সংস্থিতি; যথা—জরায়ুর সম্মুখাগমন বা পার্শ্বাবনতি। এই সকল কারণে নিঃসারক বল প্রসবপথের মধ্যরেখার সমান্তর ভাবে চালিত হয় না। ষষ্ঠ কারণ, স্নায়বিক কারণ; যথা—ভীতি, উৎকট মানসিক উত্তেজনা, নৈরাশ্যতা, দুঃখ, শোক, প্রভৃতি স্নায়বিক কারণে নিঃসারক বলের বিপর্য্যয় হইতে পারে। সপ্তম কারণ, বক্ষগহ্বরও উদরগহ্বরের পীড়া; যথা—উদরী, কাশী, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক প্রসববল উদয় হইতে পারে না, তাহাতে প্রসববল বিলম্বিত হইবার সম্ভাবনা। অষ্টম কারণ, দেহের সাধারণ অবস্থা; দেহের সাধারণ দুর্ব্বলতা থাকিলে নিঃসারক বল অধিক কম হইবার সম্ভাবনা। নবম কারণ, ঘন ঘন গর্ভধারণ; ইহাতেও প্রসব বিলম্বিত হইতে পারে। দশম কারণ, অতিশয় অল্প বয়েসে গর্ভ হইলে জরায়ু সঙ্কোচনে বিষমতা হইয়া প্রসব বিলম্বিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রথম গর্ভ অধিক বয়েসে হইলেও প্রসব বিলম্বিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—প্রসববলের ক্ষুণ্ণতার চিকিৎসা করিতে হইলে, যে যে কারণে তাহা হয়, সেই সকল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের দূরীকরণই প্রসবের বলক্ষুণ্ণতার চিকিৎসা। যথা—পোয়োর জল অধিক থাকিলে পোয়া ছিন্ন করিয়া দিলে প্রসব নিয়মিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে। পানমুচির সংশ্লিষ্টতা বোধ হইলে অঙ্গুলী দ্বারা ইহাকে জরায়ুর মুখপ্রদেশ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। জলমুচি অকালে বিচ্ছিন্ন হইলে যাহাতে প্রসবিনীর বলক্ষুণ্ণতা অধিক না হইতে পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সরলান্ত্রে মল অধিক থাকিলে পিচকারী দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মূত্রাশয় বিস্ফারিত থাকিলে মূত্র নিঃসারিত করা আবশ্যক। জরায়ু স্থানচ্যুত থাকিলে দোষ সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিবে। যথা—জরায়ু সম্মুখভাগে অবনত থাকিলে প্রসবিনীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া উদরপ্রাচীরোপরি উপযুক্ত পটবন্ধনী প্রয়োগ এবং বেদনাকালে আবশ্যক বোধে জরায়ুর উপর হস্তদ্বারা পশ্চাৎ চাপ প্রদান করিতে হয়। জরায়ুর পার্শ্বাবনতি থাকিলে প্রসবিনীকে অবনতির বিপরীত দিকে শায়িত করিয়া রাখিবে। স্নায়বিক কারণ থাকিলে আশ্বাসবাক্য দ্বারা প্রসবিনীকে উৎসাহিত করিবে, কোন কোন স্থলে নিদ্রাকারক ঔষধেরও আবশ্যক। প্রসবের প্রথম ক্রমে স্নায়বিক বলের অবসাদন বশতঃ বেদনা মন্দীভূত থাকিলে বিশ্রাম করিতে দেওয়া আবশ্যক, এবং ইহার সাহায্যার্থ বেদনানিবারক কিম্বা নিদ্রাকারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। জ[illegible] বলক্ষুণ্ণতা বশতঃ ইহার অবিরামিক [illegible] সঙ্কোচন হইলে, কৃত্রিম উপায়ে প্রসবকার্য্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল। দ্বিতীয় ক্রম বিলম্বিত হইলে উপযুক্ত ঔষধাদিদ্বারা ও কৃত্রিম উপায়ে প্রসবকার্য্য শীঘ্র সম্পাদিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত ঔষধ, যথা—অবর্গট দিবে। জরায়ুর বলক্ষুণ্ণতা জন্য আর্গট প্রয়োগ করিতে হইলে জরায়ুমুখ পূর্ণ বিস্ফারিত, প্রসবপথ শিথিল ও বিস্ফারণশীল থাকা আবশ্যক। প্রসবপথে অবরোধের কোন

কারণ থাকিলে, এই ঔষধি প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। আর্গট চূর্ণ ৭ রতি হইতে ১০ রতি গরম জলে ভিজাইয়া প্রয়োগ করিবে, অথবা ইহার তরল সার ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা ব্যবহার করিবে। যতক্ষণ না অভিষ্ট ফললাভ করা যায়, ততক্ষণ তরল সার দশ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা আবশ্যক। কুইনাইনেও জরায়ু সঙ্কোচনের ঘনতা ও বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ৫। ৭ রতি পরিমাণে ইহা দেওয়া আবশ্যক। একবারে অধিক মাত্রায় না খাওয়াইয়া অল্প মাত্রায় ঘন ঘন খাওয়াইলেও চলিতে পারে। সোহাগা ও দারুচিনি ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাহাদের কার্য্য অনিশ্চিত। তাড়ীৎ প্রয়োগে জরায়ুর সঙ্কোচন বল বর্দ্ধিত হইতে পারে। কৃত্রিম উপায়, যথা—করচাপ প্রয়োগ করিতে হইলে তাহা যতদূর সম্ভবে প্রাকৃতিক বেদনার অনুকরণে প্রয়োগ করা আবশ্যক। জরায়ুর উপরিভাগ ও ইহার দেহের উপরিভাগে উভয় করতল বিস্তৃত করিয়া বেদনাগমে বস্তির প্রবেশদ্বারের অভিমুখে নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাবে দৃঢ় চাপ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার পর বেদনার অপগমে চাপ বন্ধ করা আবশ্যক। যে স্থলে জরায়ুর বল সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, সে স্থলে একবার চাপ প্রদানের পর কিয়ৎকাল হস্ত শিথিল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

যান্ত্রযন্ত্র প্রয়োগ।—যখন দেখা যায় প্রসবকার্য্য নিতান্ত মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছে, বেদনা ক্রমে [illegible]মিয়া আসিতেছে, এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়[illegible] তাহার বল বর্দ্ধিত হইবার কিছুই সম্ভাবনা নাই, সে স্থলে যদি ভ্রূণ বস্তিগহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আর অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে যান্ত্রযন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

ত্বরিত প্রসব।—কোন কোন স্থলে প্রসবকার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে ত্বরিত প্রসব বলা যায়। নিঃসারক বলের আধিক্য, বেদনার ঘনতায় ত্বরিত প্রসব হইতে পারে। প্রসবপথের শিথিলতাও ইহার একটি কারণ। যে সকল স্ত্রীলোক বলিষ্ঠ, যাহাদের বস্তি অতিশয় বিস্তৃত, সচরাচর তাহাদেরই ত্বরিত প্রসব হইতে দেখা যায়। আকস্মিক ভীতি অথবা কোন মানসিক উত্তেজনাতেও প্রসব ত্বরিত হইতে পারে। জলমজ্জন অথবা শ্বাসরোধ হইবার সময় মৃত্যুপ্রযুক্ত ত্বরিত প্রসব হইতে দেখা যায়। দূষিত বাষ্প ঘ্রাণেও ত্বরিত প্রসব হইতে। বসন্ত, একজ্বর, অণ্ডনালীর পীড়াও ত্বরিত প্রসাবের কারণ হইতে পারে। ত্বরিত প্রসবে জরায়ু বিদীর্ণ হইতে পারে, মূলাধার ছিন্ন হইতে পারে, জরায়ুর অণ্ডবিবর্ত্তন হইতে পারে।

চিকিৎসা।—অহিফেনঘটীত ঔষধ ত্বরিত প্রসবের বিশেষ উপকারী।

প্রতিরোধাপন্ন প্রসব।

যে সকল কারণে প্রসবের বিশেষ বাধা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। প্রসবপথের কোমলাংশ সমূহের স্বাভাবিক অবস্থা।

২য়। বস্তির কঠিনাংশ সমূহের অস্বাভাবিক অবস্থা অথবা ইহার বিকৃতি।

৩য়। ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থা।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত কারণগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

১। জরায়ুগ্রীবার দৃঢ়তা।

২। জরায়ুর বহির্ম্মুখের বদ্ধতা।

৩। জরায়ুগ্রীবার ক্ষতজনিত দৃঢ়তা।

৪। জরায়ুগ্রীবার অস্বাভাবিক বর্দ্ধিতায়তন।

৫। জরায়ুমুখের কর্কটীকা ও আর্ব্বুদ।

জরায়ুর প্রাক প্রসবীর মধ্যে সংকোচন।

চিকিৎসা।—জরায়ুগ্রীবায় দৃঢ়তা থাকিলে এবং গর্ভিনী অতিশয় পরিপুষ্ট ও সবলকায়

হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গর্ভিণী দুর্ব্বল থাকিলে বমনকারক ঔষধ সুবিধাজনক নহে। দৃঢ়তা দূরীকরণ জন্য জরায়ু-গ্রীবার উপর আর্দ্র তাপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উষ্ণ কটিস্নান কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য লওয়া আবশ্যক। পিচকারি দ্বারা গরম জল জরায়ুগ্রীবায় মৃদুভাবে সেচন করিবে। অঙ্গুলি-চাপে জরায়ুমুখ বিস্ফারিত করিতে চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশে নানাবিধ বিস্ফারক দ্রব্য প্রয়োগ করা যায়। জরায়ুগ্রীবার বর্দ্ধিতায়তন অথবা ক্ষতজনিত দৃঢ়তা থাকিলে ঔষধাদি ও বিস্ফারনোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেই অনেক স্থলে প্রসবের প্রতিরোধ করা যায়। কোন কোন স্থলে ছুরিকাদ্বারা জরায়ু-গ্রীবাকে পার্শ্বভাবে চিরিয়া দিতে হয়। যদি কর্ত্তনের পরও জরায়ুমুখ পূর্ণ বিস্ফারিত না হয়, এবং যদি বাহ্যযন্ত্র প্রয়োগোপযোগী পরিমাণে বিস্ফারিত হয়, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্র ব্যবহারে প্রসব সাধন করিবে। কর্কটীকা অর্ব্বুদ হইলে, অথবা ক্ষতবশতঃ দৃঢ়তায় ঘোরতর প্রতিরোধ হইলে ভ্রূণের মস্তক বিদারণ, বা মাতার উদর চিরিয়া প্রসব করান বিধেয়। জরায়ুর মধ্যে সঙ্কোচন হইলে আক্ষেপনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তাহা নিষ্ফল হইলে বিবর্ত্তনই উৎকৃষ্ট উপায়। ভ্রূণের নির্গমনের আরও কতকগুলি প্রতিরোধ ঘটে, তাহা প্রসবের দ্বিতীয় ক্রমে লক্ষিত হয়; যথা।—

১। যোনির প্রতিরোধ।

২। যোনিদ্বার ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের অস্বাভাবিক অবস্থা।

৩। অর্ব্বুদাদি দ্বারা প্রতিরোধ।

৪। মূত্রপূর্ণ মূত্রাশয় কোন স্থলে প্রাগবর্ত্তীর্ণ অংশের সম্মুখে অবনমিত হওয়াতে তাহার চাপে যোনির সম্মুখপ্রাচীর নামিয়া পড়া।

৫। সরলান্ত্রে মলপূর্ণতা।

৬। যোনির মধ্যে অন্ত্র ঠেলিয়া আসা।

৭। মূত্রাশয়ে পাথরি থাকিলে তাহার প্রাগবর্ত্তীর্ণ অংশের সম্মুখে নামিয়া আসা।

চিকিৎসা।—প্রতিরোধ অল্প এবং নিঃসারক বল প্রবল ও প্রসব বিলম্বিত হইয়াও আপনিই সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু কোন কোন স্থলে সে ভাবে হইতে দেওয়া নিরাপদ নহে। যোনিনালিতে ক্ষতজনিত দৃঢ়তা থাকিলে ছুরিকাদ্বারা তাহা কাটিয়া দিবে। মূলাধার সাতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হইলে ইহার উপর আর্দ্র সেক দেওয়া বিধেয়। প্রসবপথের নিস্রবন কম থাকিলে, কোন প্রকার অনুত্তেজক তৈল নিষেক করা আবশ্যক। মূলাধার সাতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হইলে ইহার কিনারায় চির দেওয়া আবশ্যক। বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের শোথ থাকিলে কতকগুলি বিঁদ করয়া দেওয়া আবশ্যক। সতিচ্ছদ কঠিন ও দৃঢ় হইলে কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। রক্তের জমাট থাকিলে তাহারা যদি প্রসবে বিশেষ প্রতিরোধ উপস্থিত করে, তাহা হইলে চিরিয়া দিয়া জমাটগুলি বাহির করা কর্ত্তব্য। শোণিত-স্রাব বন্ধ করিবার জন্য লৌহরিষ্ট প্রয়োগ এবং অঙ্গুলির চাপ দেওয়া আবশ্যক। অর্ব্বুদাদি থাকিলে তাহাকে বস্তিতটের ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে সুবিধা না হইলে অর্ব্বুদের কিয়ৎ অংশ কটিয়া বাহির করা আবশ্যক। তাহাতেও সুবিধা না হইলে অবরোধের পরিমাণানুসারে বাহ্যযন্ত্র প্রয়োগে ভ্রূণের মস্তক বিদারণ, এমন কি স্থানবিশেষে মাতার উদর চিরিয়া প্রসব করান আবশ্যক হইয়া পড়ে। অণ্ডাশয়ের অর্ব্বুদ দ্বারা প্রসবের প্রতিরোধ হইলে, তাহা উদরগহ্বরে তুলিয়া দিলে প্রসব সম্পাদিত হইতে পারে। ঊর্দ্ধে স্থাপন করা অসাদ্ধ হইলে, অর্ব্বুদে ছিদ্র করিয়া তাহার আধেয় যতদূর সম্ভব বহিঃ-নিঃসারিত করিতে হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে বাহ্যযন্ত্র প্রয়োগ—এমন কি স্থলবিশেষে ভ্রূণের মস্তক বিদারণ করা আবশ্যক হইয়া

পড়ে। পরিপূর্ণ মূত্রাশয় নামিয়া আসিয়া প্রসবের প্রতিরোধ সাধন করিলে মূত্র বহিঃনিসারিত করা আবশ্যক। মূত্রাশয়ে পাথরী থাকিলে মূত্রাশয়কে বস্তিতটের উর্দ্ধে স্থাপিত করা আবশ্যক। তাহাতে সুবিধা না হইলে মূত্রনালী বিস্ফারিত করিয়া পাথরী বাহির করা অথবা চূর্ণ করিয়া বহির্নিসারিত করা যুক্তিযুক্ত। অন্ত্রবৃদ্ধি থাকিলে তাহাকে প্রবেশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা প্রবেশ করাইতে না পারিলে, বাহুযন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। সরলান্ত্রে মলপূর্ণতা থাকিলে পিচকারিদ্বারা তাহা নিঃসারিত করা আবশ্যক।

প্রসবকৌশল।—বস্তির সংকীর্ণতার প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে কৌশলের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তি সমভাবে সামান্য সংকীর্ণ হইলে, কেবল মস্তকের ঘোর আনমনদ্বারা চাপ বশত মস্তকের খর্ব্বায়তন হইয়া স্বাভাবিক উদ্দমে প্রসব সমাধা হইতে পারে। সম্মুখপশ্চাৎ ব্যাস সংকীর্ণ হইলে, ভ্রূণমস্তক বস্তির অনুপ্রস্থ ব্যাসের দ্বারা গহ্বরে প্রবেশ করে।

মস্তকের উভয় কর্ণমধ্যস্থিত ব্যাসটি সম্মুখ পশ্চাৎ ব্যাসে ন্যস্ত হয়, এবং ভ্রূণমস্তক সামান্যরূপ বিস্তৃত হইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে। মস্তকের আনমন ও অবতরণ সংঘটিত হয় এবং আবর্ত্তনের পর প্রসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে কৃত্রিম সাহায্য প্রায়ই আবশ্যক হইয়া থাকে।

ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থা।

ভ্রূণমস্তকের বিবৃদ্ধ আয়তন, শিশুর বিশীর্ণ শরীর বহির্গত হইয়া মস্তক নিঃসারণে বাধা পড়িলে এই অবস্থা হওয়া সম্ভব। মাথার অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। এই অবস্থায় মস্তকের ভিতর জলীয় পদার্থ থাকে।

চিকিৎসা।—মস্তক বিদ্ধ করিয়া জল বাহির করিয়া দিবে; তাহাতে সুবিধা না হইলে রিতীমত মস্তক বিদারণ করিবে। বস্তির প্রাগবতরণে দেহ বহির্গত হইলে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিদ্ধ করা আবশ্যক। মস্তক ছোট হইয়া আসিলে বাহুযন্ত্র অথবা বিবর্ত্তন দ্বারা ভ্রূণ নিঃসারিত করিবে। মস্তকোদরি ব্যতীত অন্য কারণেও ভ্রূণমস্তক অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিতাবস্থা দ্বারাও প্রসবে বাধা হইতে দেখা যায়। এরূপ হইলে মস্তক বৃদ্ধিতে বাহুযন্ত্র অথবা মস্তক বিদারণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। দেহের বৃহদায়তন বশত উদরের অথবা বক্ষগহ্বরের আধেয় নিঃসারিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অভ্যন্তরীন তলে চাপ বশত ভ্রূণমস্তকে মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রদেশে ঠেলিয়া উঠে। এইরূপ হইলে জল বহির্নিসারিত করা আবশ্যক। বক্ষোদরি, উদরী, মূত্রাশয়ের বিস্ফার প্রভৃতি পীড়ায় মস্তক বাহির হইবার পরেও দেহদ্বারা প্রসবের অবরোধ হইতে পারে। এরূপ স্থলে জল বাহির করিয়া দিলে প্রসব সহজে সম্পাদিত হয়। যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি অথবা অর্ব্বুদাদি হইয়াও প্রসবে বাধা দিতে পারে। অন্ত্রবৃদ্ধিতেও প্রতিরোধ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ হইলে উদরের আধেয় নিঃসারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যুগ্ম ভ্রূণ দ্বারাও প্রসবে বাধা জন্মাইতে পারে। যুগ্ম বুঝিতে হইলে ভ্রূণের পৃথকাবস্থা বোঝায় না; ইহার অর্থ জোড়া। এই যুগ্ম ভ্রূণের সচরাচর চারি প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

১। দুইটি দেহ সম্মুখভাবে বক্ষে বক্ষে বা উদরে উদরে সংলগ্ন এই প্রকার ভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

২। দুইটী পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে পরস্পর সংযুক্ত।

৩। দ্বিমস্তক ভ্রূণ একটি দেহের উপর দুই মস্তক স্থাপিত।

৪। দুইটী স্বতন্ত্র দেহের মস্তকযুগল আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে একত্রে সংযুক্ত।

সচরাচর ভ্রূণ ক্ষুদ্রায়তন হওয়াতে অনেক স্থলেই প্রকৃতিবলেই প্রসব সাধিত হইয়া থাকে। প্রতিরুদ্ধ হইলে মস্তক বিদারণ অথবা উদর বা বক্ষগহ্বরের আধেয় বহির্নিসারণ করা কর্ত্তব্য। ভ্রূণের অপ্রাগবতরণ, অপাসন অথবা একাধিক ভ্রূণের একত্র সমাবেশ জন্য প্রসবের বিঘ্ন ও প্রতিরোধ হইতে পারে।

অস্বাভাবিক গর্ভ।

অনুপ্রাণিত ও পরিস্ফুরিত অণ্ডের সংখ্যা এবং পরিস্ফুরণের স্থানানুসারে গর্ভ দুই প্রকারে অস্বাভাবিক হইয়া থাকে। একাধিক ভ্রূণোৎপত্তি ও সসত্ত্বাবস্থার মধ্যে পুনর্ব্বার অপর ভ্রূণের পরিস্ফুরণ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং বহিঃ জরায়ু বা গর্ভ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ভ্রূণ যমজ অথবা ত্রিত হইতে পারে।

নির্ণয়।—উদরগহ্বরের অস্বাভাবিক আয়তন ও জরায়ুর অসম আকৃতি লক্ষিত হয়। স্পর্শ দ্বারা দুইটী দেহের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, এবং উদরপ্রাচীরে ভিন্ন ভিন্ন হৃৎপিণ্ডের শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। এরূপ হইলে গর্ভে যমজ ভ্রূণ আছে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে; এরূপ স্থলে সাধারণতঃ সন্তান প্রসবে কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। একটি ভ্রূণ নির্গত হইবার পর সচরাচর আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্যটী বহিঃনিসৃত হইয়া থাকে। যজম ভ্রূণে প্রায় প্রসবের শেষ ভাগে অথবা তাহার পর শোণিতস্রাব হইতে পারে। প্রথম সন্তান বহিঃনিসৃত হইবামাত্র ইহার নাভিরজ্জু বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, এবং এক পরিস্রবে দুইটী ভ্রূণ থাকা সম্ভব বিবেচনায় যতক্ষণ না দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততক্ষণ পরিস্রব বহিঃনিসারিত করিবার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। যদি প্রথম সন্তান নিঃসারণের পর দ্বিতয়টীর বহির্গত হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে জরায়ুর উপরিভাগে চাপ প্রদান এবং দ্বিতীয় ভ্রূণের পানমুচি ভাঙ্গিয়া দিবে; শোণিতস্রাব প্রভৃতি অনিষ্টসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বাহুযন্ত্র বা বিবর্ত্তন দ্বারা ভ্রূণ নিঃসারিত করিবে। সময়ে দুইটি ভ্রূণই এককালে প্রাগবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের নিঃসারণে বাধা দিতে পারে। এরূপ স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা প্রকরণ হইতে পারে না। স্থলের উপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে প্রসব সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে। উভয় ভ্রূণেরই মস্তক এককালে প্রাগবতীর্ণ হইয়া বস্তির প্রবেশদ্বারে পরস্পরকে বাধা দিয়া থাকে। এরূপ হইলে একটী মাথা উপরভাগে ঠেলিয়া দিয়া অপরটী বাহুযন্ত্র দ্বারা বস্তিগহ্বরে প্রবেশিত করা আবশ্যক। কোন স্থলে দুইটীরই মস্তক একটী নিম্ন অপরটি তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে থাকিয়া বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করে। এরূপ হইলে উর্দ্ধস্থিত মস্তকটী নিম্নস্থিত ভ্রূণের উপর চাপিয়া পড়াতে দুইটাই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনায় উর্দ্ধস্থিত ভ্রূণের মাথা উর্দ্ধভাগে ঠেলিয়া দিয়া বাহুযন্ত্র দ্বারা অধোস্থিত ভ্রূণকে বহির্নিসারিত করিতে হয়। ইহাতে সুবিধা না হইলে উর্দ্ধস্থিত ভ্রূণের মস্তক বিদারণ করিয়া বাহুযন্ত্র দ্বারা অধঃস্থিত ভ্রূণ নিঃসারিত করিবে। তাহার পর উর্দ্ধস্থিত ভ্রূণকে নিঃসারিত করিতে হইবে। একটির বস্তি এবং অপরটীর মস্তক এরূপে প্রাগবতীর্ণ হইতে পারে যে, প্রথমটির আকণ্ঠ বহির্নিসারণের পর ইহার মস্তক দ্বিতীয়টীর মস্তকদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে দ্বিতীয় ভ্রূণের মাথা উর্দ্ধে ঠেলিয়া দিয়া প্রথমটিকে নিঃসারিত করা আবশ্যক।

ইহাঁতে সুবিধা না হইলে প্রথমটীর মস্তক-

চ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার শরীরটী অগ্রে বাহির করিতে হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমটীর ছিন্ন মস্তক বাহির করিয়া আনা আবশ্যক। অবস্থাভেদে ও আবশ্যক-বোধে চিকিৎসক যে প্রকার ভাল বিবেচনা করিবেন, সেই প্রকার করা আবশ্যক। একটী ভ্রূণের মাথার সহিত আর একটী ভ্রূণের হাত কিম্বা পা নামিয়া আসিতে পারে। সেইরূপ স্থলে সেই প্রত্যঙ্গটী প্রসবপথ হইতে সরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উভয় ভ্রূণের চারিটী পা এক সঙ্গে প্রাগবতীর্ণ হইতে পারে। এইরূপ স্থলে সাবধানে একটীকে শীঘ্র উপরে ঠেলিয়া দিয়া অপরটীকে নামাইয়া আনা আবশ্যক।

সসত্ত্ব জরায়ু পুনর্ব্বার গর্ভিত হওয়া।

জরায়ু মধ্যে একটী অণ্ড অনুপ্রাণিত হওয়ার পর আর একটি অণ্ড অনুপ্রাণিত হইতে পারে। এইরূপ ঘটনা গর্ভের প্রথম প্রথম ঘটিতে পারে; কিন্তু ইহা অতি বিরল।

বহির্জরায়ুর গর্ভাধান।

জরায়ুগহ্বরের বহির্ভাগে অণ্ডের অনুপ্রাণিত ও পরিস্ফূরণ অতীব সঙ্কটকর। এরূপ অস্বাভাবিক গর্ভাধান অতি বিরল। অণ্ডাশয় হইতে বহির্গমনের পর অনুপ্রাণিত অণ্ড জরায়ুতে উপনীত হইতে না পাইয়া নিকটস্থ প্রেদেশে অথবা পথিমধ্যে কোন স্থলে অবরুদ্ধ হইতে পারে। বহির্জরায়ুজ গর্ভাধানের কয়েকটী প্রকার নিম্নে লিখিত হইল।

১। অণ্ডনালী মধ্যে অণ্ডের পরিস্ফূরণ। ২। জরায়ুপ্রাচীর ও নালীর সংযোগ স্থলে অণ্ডের নিবেশন। ৩। অণ্ডনালীর ঝলোবযুক্ত মুখ ও অণ্ডাশয়ের মধ্যে অণ্ডের নিবেশন। ৪। উদরগহ্বরে অণ্ডের নিবেশন;—এই ভাব অনুপ্রাণনের প্রারম্ভেই দেখা যায়, অথবা অণ্ডনালী মধ্যে পরিস্ফূরিত হইয়া অণ্ডনালী বিদীর্ণ করিয়া পরে অণ্ডের উদরগহ্বরে নিবেশিত হয়। ৫। অণ্ডাশয়ের মধ্যে অণ্ডের অনুপ্রাণন সংস্থিতি ও পরিস্ফূরণ। ৬। দ্বিখণ্ডিত জরায়ুর অপরিস্ফুট শৃঙ্গে অণ্ডের পরিস্ফূরণ। অন্ত্রবৃদ্ধির কোষের মধ্যে অণ্ডের পরিস্ফূরণ। ৭। ভ্রূণ অন্ত্র জননেন্দ্রিয়ে যে কোন স্থানে নিহীত হউক না কেন, কার্য্যতঃ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অণ্ডনালী-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় উদরসম্বন্ধীয়। প্রথম প্রকারে যোনি, ঋতু ও স্তনসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন প্রভৃতি স্বাভাবিক গর্ভসূচক কতকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই সকল লক্ষণের সহিত মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হয়। জরায়ুর এক পার্শ্বে অথবা পশ্চাতে এক প্রকার গোলাকার অর্ব্বুদের ন্যায় দেখা যায়। অভ্যন্তরীণ আধেয় চাপে অণ্ডনালী ক্রমে বিস্ফারিত ও পাতলা হইয়া অবশেষে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপ না ঘটিলে এইরূপ গর্ভকে বহির্জরায়ুজ গর্ভ বলিয়া সন্দেহ হয় না। সচরাচর দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে গর্ভিণী উদরে উৎকট যাতনা অনুভব করিয়া থাকেন, এবং তাহার সহিত অবসাদনের লক্ষণ অল্প বা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাতেই গর্ভিণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। এই গর্ভ নির্ণীত হইলে যত শীঘ্র ভ্রূণের নাশ করা যায়, ততই ভাল। শলাকাদ্বারা ভ্রূণ ও ভ্রূণাশয় ভেদ করিয়া দেওয়া উচিত। ভ্রূণকোষে বিষ অনুপ্রবেশন ও তাড়িৎতেজ পরিচালন করা যাইতে পারে। এই প্রকারে ভ্রূণের মৃত্যু হইতে পারে। ভ্রূণের মৃত্যু হইলে নির্জ্জীব অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং সেই সময় হইতে আর বর্দ্ধিত না হওয়াতে, ইহা দ্বারা আর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। যে স্থলে ভ্রূণকোষ আপনি ফাটিয়া যায়, সে স্থলে গর্ভিণীর অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটজনক হয়। এই অবসাদন

হইতে যদি তিনি বাঁচিয়া উঠেন, তাহা হইলে ভাবি উদরের স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ভ্রূণকোষ ফাটিয়া গেলে উদরপ্রাচীর চিরিয়া আধেয় সহ কোষ নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য।

উদরসম্বন্ধীয় গর্ভ।—পূর্ব্বপ্রকার গর্ভের ন্যায় ইহারও কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত থাকে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় জরায়ুর আয়তন অতি অল্প পরিমাণে বর্দ্ধিত দেখা যায়। ইহাকে এই অর্ব্বুদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দেখা যায় এবং ইহার দ্বারাও জরায়ুর স্থানচ্যুতি হয়। সমস্ত জরায়ুর আকৃতি যেরূপ, এ অর্ব্বুদের আকৃতি সেরূপ নহে। ইহার দীর্ঘ অক্ষ উর্দ্ধাধোভাবে না থাকিয়া তীর্য্যকভাবে সংস্থিত। এই প্রকার গর্ভ কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে পরীক্ষা দ্বারা ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রথম আট সপ্তাহ গর্ভ স্বাভাবিকরূপে অগ্রসর হইয়া থাকে। পরে গর্ভিণীর অকস্মাৎ কঠোর আক্ষেপিক প্রকৃতির বেদনা হইয়া থাকে। সচরাচর এই বেদনা উদরের এক পার্শ্বে উদিত হয়। ইহার সহিত অতিশয় অবসাদনের লক্ষণ উপস্থিত হয়। কয়েক ঘণ্টা কখন এক দিন কিম্বা দুই দিন এইরূপ যাতনা ভোগ করিয়া গর্ভিণী কিছুকাল সুস্থ থাকেন। ২।৩ সপ্তাহ পরে আবার এইরূপ যন্ত্রণায় পতিত হয়েন। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হইতে দেখা যায়। এইরূপ গর্ভের চিকিৎসা না করিয়া প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে পরিণত হইতে পারে। ভ্রূণাশয় আপনি বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহাতে অন্তঃশোণিতস্রাবে প্রসবিনীর প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। দ্বিতীয়, পারিস্রাবিক শোণিতসঞ্চালন রোধ হইয়া ভ্রূণের মৃত্যু হয়। তখন ইহা আর বর্দ্ধিত না হইয়া গর্ভমধ্যে অনেক দিন থাকিতে পারে। ইহার মেদাপজনন হইয়া শুকাইয়া যায়। মৃত্যুর পর ভ্রূণ পচিয়া যাইতে পারে। তন্নিবন্ধন উদরের স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ এবং পচনজনিত পদার্থ রক্তে শোষিত হইয়া নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রসবিনীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। ভ্রূণের মৃত্যুর পর ভ্রূণকোষ প্রদাহিত ও পূঁযময় হইয়া উদরপ্রাচীরের ভিতর দিয়া আধেয় নিঃসারণের পথ করিয়া দেয়; অথবা যোনি, মূত্রাশয় কিম্বা অন্ত্রের সহিত সমন্বিত হইয়া পড়ে। এই ছিদ্রপথ দিয়া ভ্রূণাংশ অল্পে অল্পে বহির্নিস্সৃত হইতে থাকে। আধেয় নিঃসরণের পর নালীক্ষত আরোগ্যের সহিত কোষের ছিদ্র বুজিয়া গেলে প্রসূতি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া পূঁয নিঃসৃত হইলে, প্রসূতির আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই অবস্থা নির্ণীত হইলে গর্ভকে অগ্রসর হইতে দেওয়া যাইতে পারে। ভ্রূণের মৃত্যুর পর উদরপ্রাচীর চিরিয়া আধেয় নির্গত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরিস্রব নিঃসারিত করিবে না। তাহার পর কোষ ও উদরপ্রাচীর শেলাই করিয়া নিম্নাংশে একটী ছিদ্র রাখা আবশ্যক। এই ছিদ্রপথে একটী নল বসাইয়া দিবে। পিচকারী দ্বারা নিঃস্রাব্য পদার্থ এই ছিদ্রপথ দিয়া ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া আনা আবশ্যক। যে স্থলে আধেয় আপনি নির্গমন পথ করিয়া লয়, তথায় আবশ্যকমত ছিদ্র বাড়াইয়া ইহার নিঃসারণে সহায়তা করা আবশ্যক।

প্রাকপ্রসবীয় শোণিতস্রাব।

গর্ভাবস্থায় জরায়ুপ্রাচীর হইতে পরিস্রব বিযুক্ত হইলে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্বে এরূপ শোণিতস্রাব হইলে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম জরায়ুর নিম্ন প্রদেশে পরিস্রবের সংস্থান হেতু শোণিতস্রাব। দ্বিতীয়, অন্য কারণ বশতঃ পরিস্রব

বিযুক্ত হইলে শোণিতস্রাব। পরিস্রব সচরাচর জরায়ুর ঊর্দ্ধপ্রদেশে সংস্থিত থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার সংস্থান জরায়ুমুখের উপর অথবা তাহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুপ্রসবিনীদিগের এই অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক হইতে দেখা যায়। পরিস্রবের এইরূপ সংস্থান তিন প্রকার দেখা যায়। প্রথম জরায়ুর অন্তর্ম্মুখ পরিস্রব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারে জরায়ুর অন্তর্ম্মুখ আংশিকরূপে পরিস্রব দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। তৃতীয় প্রকারে পরিস্রব জরায়ুমুখের কিনারায় সন্নিহিত থাকে, কিন্তু ইহাকে আচ্ছাদিত করে না।

লক্ষণ।—পরিস্রবের নিম্ন সংস্থানে অনেক স্থলে গর্ভের ষষ্ঠমাসে ইহার স্থিতিস্থান হইতে অকস্মাৎ শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এই স্রাবের সহিত গর্ভিণীর কোন কষ্ট দেখা যায় না। এমন কি শোণিত প্রথম নিঃসরণ অনেক স্থলে গর্ভিণীর অজ্ঞাতসারে হয়। ঋতুনির্দ্দেশক সময়ে সচরাচর এইরূপ শোণিতস্রাবের সূত্রপাৎ হইয়া থাকে। শোণিতের বর্ণ উজ্জ্বল লাল। শোণিতস্রাব একবার হইয়া বন্ধ হইতে পারে, অথবা ক্রমে ক্রমে থামিয়া আইসে। তাহার পর সহসা একদিন আবার প্রবলবেগে শোণিত নিঃসৃত হইতে পারে। এজন্য ইহাতে মাতা এবং ভ্রূণ উভয়েরই জীবন সঙ্কটজনক হয়। গর্ভের শেষ কয়েকমাস গর্ভিণীর পক্ষে বড়ই সঙ্কটকর। এই কালে অকস্মাৎ শোণিতস্রাব হইলে তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ার্থ অভ্যন্তরীন পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। একটী অঙ্গুলি জরায়ুমধ্যে প্রবেশিত করিতে পারিলে কোমল পাতলা পোয়োর পরিবর্ত্তে কঠিন ও পুরু পরিস্রব অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া থাকে। পরিস্রব দ্বারা জরায়ুমুখ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকিলে, পরিস্রব ব্যতীত আর কিছুই স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

পরিস্রবের ভিতর দিয়া ভ্রূণের নিম্নাংশ অস্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু পরিস্রব দ্বারা জরায়ুমুখ আংশিকরূপে আচ্ছাদিত হইলে পরিস্রবের কিনারা ও পোয়া উভয়কেই স্পর্শ করিতে পারা যায়, এবং ভ্রূণের নিম্ন অংশও স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে। পরিস্রব জরায়ুমুখের উপর থাকিলে ভ্রূণপ্রতিঘাত অস্পষ্ট হয় এবং পরিস্রব শব্দ উদরের নিম্নভাগে শ্রুত হয়।

শোণিতস্রাবের কারণ।—পদস্খলন, পতন অথবা অন্য কোন কারণে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া ইহার নিম্ন অংশ কিয়ৎপরিমাণে বিস্তারিত হইলে, পরিস্রব জরায়ুগাত্র হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে জরায়ুর রক্তনালীর উন্মুক্ত মুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পারিস্রবিক বিয়োগ অনিবার্য্য হওয়াতে শোণিতস্রাব বাড়িয়া উঠে। বেদনাকালে শোণিতস্রাব হয়, বেদনার বিরামকালেও অল্প পরিমাণে থাকে বা বন্ধ হয়। প্রসবের প্রথম ক্রম সমাপ্তি কালে জরায়ুর অন্তর্ম্মুখ হইতে প্রায় দুই ইঞ্চ পর্য্যন্ত স্থল বিস্ফারিত হইয়া থাকে। শোণিস্রাব এই স্থল হইতেই ঘটিয়া থাকে। এই স্থল হইতে পরিস্রব বিযুক্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে জরায়ু সম্যকরূপ কুঞ্চিত থাকিলে শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। শোণিতস্রাব রোধ করিবার নিমিত্ত কেবল পরিস্রব দুই ইঞ্চ পরিমিত স্থল হইতে বিযুক্ত করা আবশ্যক। অধিক পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হইলে, অবসাদনের লক্ষণ, কোন কোন স্থলে ঘোরতর আক্ষেপ দৃষ্ট হয়—এমনকি মৃত্যুও হইতে পারে; মাতা ও ভ্রূণ উভয়েরই ঘোরতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পরিস্রবের এরূপ সংস্থানে প্রায় অকাল প্রসববেদনা হইতে দেখা যায়; তাহাতে অনেক স্থলে স্কন্ধ পাছা প্রভৃতির অগ্রাগবতরণ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—যত দিন না গর্ভের সপ্তম মাস পূর্ণ হয়, অন্ততঃ তত দিন শোণিতস্রাব বন্ধ রাখিবার চেষ্টায় প্রসবিনীকে শয্যায় শায়িত রাখা আবশ্যক। শোণিতস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে শোণিত নির্গত হইলে, সপ্তম মাসের পূর্ব্বেও প্রসব আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে পানমুচি ভাঙ্গিয়া দিবে, যাহাতে জরায়ুমুখ উপযুক্ত পরিমাণে বিস্ফারিত হয়, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিবে। জরায়ু অণ্ড শোণিতস্রাব বন্ধ রাখিবার জন্য পট-বন্ধনী প্রয়োগ বিধেয়। জরায়ু ভালরূপ কুঞ্চিত না থাকিলে "আরগট" প্রয়োগ করিবে। জরায়ুমুখ বিস্ফারিত ও শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে এবং শিশুর প্রাগবতরণ স্বাভাবিক বোধ হইলে স্বভাবের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। শোণিতস্রাব বন্ধ না হইলে বিবর্ত্তন দ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পাদন অথবা মস্তক সম্মুখে থাকিলে বাহুযন্ত্র প্রয়োগ করা বিধেয়। যদি শোণিতস্রাব প্রযুক্ত গর্ভিণী দুর্ব্বল থাকে এবং বিবর্ত্তন প্রক্রিয়া জন্য যাতনা সহনে অশক্তা বলিয়া বোধ হইলে, অথবা জরায়ুমুখ বিস্ফারিত না থাকিলে বিবর্ত্তনক্রিয়া সুবিধা নহে। পরিস্রব জরায়ুর অন্তর্ম্মুখের কেবল কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে বিবর্ত্তনের জন্য জরায়ু-মধ্যে হাত সহজে প্রবেশ করা যাইতে পারে। পরিস্রব জরায়ুমুখকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া থাকিলে জরায়ুপ্রাচীর ও পরিস্রবের কিনারা দিয়া ধীরে ধীরে আঙ্গুলি চালিত করিয়া পান-মুচি ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। বিবর্ত্তনক্রিয়ায় শিশুর একটী পা নামাইয়া আনিলে শোণিত-স্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। জরায়ুমধ্যে সমস্ত হস্ত প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ না হইলে বিবর্ত্তনের সমবেত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশুকে বিবর্ত্তিত করিবে। প্রসবিনী সাতিশয় দুর্ব্বল হইলে শোণিতস্রাব বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত জরায়ুর অন্তর্ম্মুখের চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই ইঞ্চ ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত প্রদেশ হইতে পরিস্রব বিযুক্ত করিয়া দিবে। অধিক শোণিতস্রাব হইলে বিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আবশ্যকমত বিযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া আইসে। তাহার পর বিবর্ত্তনক্রিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই প্রকার শোণিতস্রাবে চিকিৎসককে প্রায় একাধিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পরিস্রব স্বাভাবিকরূপে সংস্থিত হইলেও তাহার বিযুক্ত বশতঃ শোণিতস্রাব হইতে পারে। ইহাকে অনৈসর্গিক শোণিতস্রাব বলা যায়। জরায়ু কোন কারণে অধিক সঙ্কুচিত হইলে, তাহার প্রাচীর হইতে পরিস্রব অল্প বা অধিক পরিমাণে বিযুক্ত হইতে পারে। নিঃসৃত শোণিত জরায়ুর মুখদ্বারা আদৌ বহি-র্গত না হইয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থাকে গূঢ় বা অন্তঃ শোণিতস্রাব বলা যায়। এইরূপ শোণিতস্রাব অনেক কারণে হইতে পারে। উৎকট আকস্মিক উদ্যম বা ভারোত্তোলনের চেষ্টা, পদস্খলন, পদাঘাত বা অন্য কোন আঘাত কিম্বা উৎকট মানসিক উদ্বেগ, এই সকল কারণে জরায়ুপ্রাচীর হইতে পরিস্রবের বিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। বহুপ্রসবিনী ও অসুস্থ গর্ভিণীদিগের এই প্রকার শোণিতস্রাব সহজেই হইতে পারে। উপদংশ অথবা অন্য কোন কারণ পূর্ব্বপ্রবর্ত্তক কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে সামান্য উত্তেজক কারণে শোণিতস্রাব হইতে পারে।

লক্ষণ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শোণিত যোনিদ্বারা নিঃসৃত না হইয়া অন্তঃস্রাব হইতে পারে। এরূপস্থলে অভ্যন্তরীণ শোণিতস্রাব হইলে নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, ঘন ঘন জৃম্ভন ও শ্বাসত্যাগ, মূর্চ্ছা, ত্বকের শৈত্য, মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিশক্তিহীনতা, অশান্তি ইত্যাদি, অর্থাৎ সংক্ষেপে শোণিতস্রাবের সাধা-রণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ

চাপে জরায়ুও বিস্ফারিত হয়। তাহাতে গর্ভিণীর অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। জরায়ু এতদূর বিস্ফারিত হইতে পারে যে, ইহার আয়তন, গর্ভ তরুণ হইলেও পূর্ণ গর্ভের ন্যায় বোধ হইতে পারে। প্রসবিনীর এইরূপ অবসাদন ও যন্ত্রণা দেখিলে সহসা জরায়ুর বিদারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্য এই বিষয়ে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবে। প্রসব কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইলে জরায়ু প্রায়ই বিদীর্ণ হয় না। পানমুচি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর জরায়ুর বিদারণ ঘটিয়া থাকে, এবং এই দুর্ঘটনা হইবা মাত্র প্রাগবতীর্ণ অংশ প্রায়ই উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। কিন্তু গূঢ় প্রকৃতির শোণিতস্রাব সচরাচর গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের প্রারম্ভকালে ঘটিতে দেখা যায়, এবং ইহাতে জরায়ুর বিদারণের ন্যায় প্রাগবতীর্ণ অংশ উর্দ্ধে উঠিয়া যায় না।

এই প্রকার শোণিতস্রাব মাতা ও ভ্রূণের—বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে বড়ই বিপদজনক। ইহাতে ভ্রূণের পোষণে ব্যাঘাত জন্মে, ইহার শোণিত সংশোধন সুচারুরূপে হইতে পায় না; এই জন্য অনেক স্থলেই জরায়ুমধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হয়। শোণিত জরায়ুমুখদ্বারা নিঃসৃত হইলে তত বিপদজনক নহে; কেন না তাহাতে প্রসবিনীর অবস্থা শীঘ্র জানিতে পারিলে সময়ে ভালরূপ চিকিৎসিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—যোনিমুখ দ্বারা শোণিত নিঃসৃত হইলে এবং তাহার পরিমাণ অধিক না হইলে প্রসবিনীকে শয্যায় শায়িত রাখিবে। সকল প্রকার উত্তেজনা হইতে অন্তরে রাখিবে, এবং অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করাইবে; ইহাতেই শোণিতস্রাব বন্ধ হইতে পারে। গূঢ় শোণিতস্রাব সামান্যরূপ হইলে উপরি উক্ত উপায়দ্বারা শোণিত বন্ধ হইতে পারে। অন্তঃস্রাব অতিশয় হইলে পোয়ো ছিঁড়িয়া দিয়া প্রকৃত প্রসবের বেদনা আনয়ন করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে "আরগট" ব্যবহার করিতে হয়। জরায়ু কুঞ্চিত হইলে ইহার উপর পটবন্ধনী দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলে জরায়ুর সঙ্কোচন বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে প্রসব সমাপ্তির জন্য স্বভাবের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। প্রসববেদনা আরম্ভ হইলেও যদি শোণিতস্রাব না কমে, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায় দ্বারা জরায়ুমুখ বিস্ফারিত করিবে, এবং তৎপরে বিবর্ত্তন বা বাহুযন্ত্র দ্বারা প্রসব সমাপ্ত করা কর্ত্তব্য।

প্রসবোত্তর শোণিতস্রাব।

প্রসবের তৃতীয় ক্রমে অথবা ইহার অল্পক্ষণ পরেই জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হইলে, তাহাকে প্রসবোত্তর শোণিতস্রাব বলা যায়। এই শোণিতস্রাব অতিশয় বিপদজনক। শোণিত প্রথমে অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইয়া সহসা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে পারে, অথবা অল্প পরিমাণে অনেকক্ষণ থাকিয়া প্রসূতিকে শোণিতশূন্য করিয়া ফেলিতে পারে। এই শোণিতস্রাব অল্প পরিমাণে হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিবে না। এই জন্য শোণিতস্রাবের কারণ এবং তাহার নিবারণোপায়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা চিকিৎসকের বিশেষ আবশ্যক। প্রসবান্তে জরায়ু সম্যক্‌রূপে কুঞ্চিত থাকিলে, তাহাতে শোণিতস্রাব বন্ধ হয়, পরে পরিস্রবের স্থিতিস্থানের উন্মুক্ত শিরা সমুদয়ে শোণিত জমাট বাঁধিয়া থাকিয়া শোণিতস্রাব আর হয় না। যে কোন কারণে জরায়ুর উক্তরূপ সংকোচন ও শিরা সমুদয়ে শোণিত জমাট হইতে পায় না, তৎসমুদয় প্রসবোত্তর শোণিতস্রাবের কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যথা—দেহে সাধারণ দৌর্ব্বল্য, বিলম্বিত প্রসব, প্রাকপ্রসবীয় শোণিতস্রাব, যমজ ভ্রূণ, অথবা পোয়োর জলের আধিক্যতা বশতঃ জরায়ু সাতিশয় বিস্ফারিত থাকে। এই সকল কারণে জরায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং সম্যকরূপে কুঞ্চিত হইতে

পারে না, তাহাতে শোণিতস্রাব ঘটিয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর আধেয় অতি শীঘ্র নিঃসারিত করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে পারে না; তাহাতেও শোণিতস্রাব হইতে পারে। জরায়ুমধ্যে পরিস্রব অথবা অধিক পরিমাণে শোণিত জমাট এবং জরায়ুর অন্তঃবিবর্ত্তন এবং ইহার প্রাচীরে অর্ব্বুদ থাকিলেও জরায়ু বিষমভাবে সঙ্কুচিত হইলে, নিকটস্থ অন্য যন্ত্রের সহিত জমিয়া গেলে, জরায়ুর মধ্যে সঙ্কোচন ঘটিলে, শোণিতস্রাব হইতে পারে। শোণিত জমাট বাঁধিবার প্রতিবন্ধক হইলে, অথবা তাহা খুলিয়া গেলে শোণিতস্রাব বন্ধ হইতে পায় না; অথবা বন্ধ হইলেও তাহা ঘটিতে পারে; এইজন্য প্রসূতি প্রসবান্তে সহসা উঠিয়া বসিলে, সজোরে কাশীলে, অথবা অন্য কোন বেগ দিলে শোণিতস্রাব হইতে দেখা যায়। প্রসূতি পরিপুষ্ট ও সবলকায় হইলেও তাহার শোণিতস্রাবে প্রবলতা থাকিতে পারে। এইরূপ গর্ভিণীদিগের শোণিতস্রাব হইলে সহজে বন্ধ করিতে পারা যায় না। জরায়ুগ্রীবা বিক্ষত থাকিলে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। জরায়ু ভালরূপ কুঞ্চিত থাকিলেও এরূপ স্থলে শোণিতস্রাব হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র, অথবা পরিস্রব বহিঃনিসৃত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে শোণিতস্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা অকস্মাৎ প্রকাশ পাইয়া একবারে প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। মৃদুভাবে অবিরলধারে বহুক্ষণ ধরিয়া নিঃসৃত হইয়া প্রসূতিকে শোণিতশূন্য করিয়া ফেলিতে পারে, অথবা তাহা হঠাৎ প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রসূতির অবস্থা সাতিশয় বিপন্ন করিয়া তোলে। এই শোণিতস্রাবের সহিত জরায়ুর কুঞ্চিত ও দৃঢ় ভাব থাকেনা। কোন কোন স্থলে শোণিত নিঃসৃত না হইয়া জরায়ুমধ্যে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে উদরমধ্যে একটী কোমল অর্ব্বুদরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। শোণিতস্রাব বাহ্য অথবা অভ্যন্তরীন হইলেও শোণিতক্ষয়ের সাধারণ লক্ষণাবলির প্রকাশ থাকিবে। তাহাতে অভ্যন্তরীন শোণিতস্রাব হইলেও চিকিৎসক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

চিকিৎসা।—ইহার চিকিৎসা দ্বিবিধ। নিবারণী ও আরোগ্যসাধক। **নিবারণী চিকিৎসা।**—প্রসবের তৃতীয় ক্রমের চিকিৎসা নিয়মিতরূপ হইলে প্রসবান্তে শোণিতস্রাব হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। পরিস্রব বহিঃনিসৃত হইবার পরেই প্রসূতিকে এক মাত্র "আরগট" সেবন করান উচিত। শোণিতস্রাবের সম্ভাবনা অধিক থাকিলে তৃতীয় ক্রম সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কোন কোন স্থলে শিশুর বহিঃ নিসৃত হইবার পরই "আরগট" প্রয়োগ করা উচিত। প্রসবের অব্যবহিত পরেই পটবন্ধনী প্রয়োগ না করিয়া কিয়ৎকালের জন্য জরায়ুর উপর হস্তচাপ ন্যস্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। জরায়ু সম্যকরূপে সঙ্কুচিত হইতেছেনা বুঝিতে পারিলেই অভ্যন্তরীন পরীক্ষা করিয়া পরিস্রব ও তন্তুর অবশেষ বা শোণিতের জমাট থাকিলে সে সকল শীঘ্র বাহির করিয়া দিবে। উদরের উপর একটী হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক চাপ দিলেও এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যতক্ষণ না নাড়ীর সংখ্যা কমিয়া আইসে, ততক্ষণ জরায়ুর অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। জরায়ু অন্তত আদঘণ্টা কুঞ্চিতভাবে থাকার পর পটবন্ধনী স্থাপন করিবে। কারণ, তাহা না করিয়া প্রসবের পরে পটবন্ধনী প্রয়োগ করিলে প্রসূতির গূঢ় ভাবের শোণিতস্রাব হইলে তাহা শীঘ্র লক্ষিত হয় না। শোণিতস্রাব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইলে এবং মূত্রাশয় পরিপূর্ণ থাকিলে মূত্রাশয় খালি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিলে শোণিতস্রাবের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

আরোগ্যসাধক চিকিৎসা।—শোণিত-স্রাব আরম্ভ হইবামাত্র পূর্ণমাত্রায় "আরগট" প্রয়োগ এবং উদরপ্রাচীর দিয়া জরায়ুকে হস্ত-দ্বারা ধারণ করিয়া চাপ প্রদান করিবে। জরায়ুর অভ্যন্তরে পরিস্রব অথবা শোণিত জমাট থাকিলে তাহা নিঃসারিত করিয়া দিবে। জরা-য়ুর অভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশিত হইলে, অপর হস্ত দ্বারা বাহির হইতে জরায়ুকে ধরিয়া রাখা আবশ্যক। জরায়ুর অন্তর্বিবর্ত্তন থাকিলে তাহা সংশোধিত করিয়া দিবে। এই সংশোধন প্রক্রিয়া যথাস্থানে আলোচিত হইবে। জরায়ু সঙ্কোচনে বিষমতা থাকিলে, অথবা পরিস্রব জরায়ুপ্রাচীরে দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইলে সাবধানে বহির্নিঃসারিত করিয়া দিবে। পরিস্রব সংযুক্ত হইলে সময়ে সময়ে প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া উঠে। তবে যে স্থলে পূর্ব্বপ্রসবে পরিস্রব বহির্নিসারণ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল, সে স্থলে জরায়ু সঙ্কুচিত থাকিয়াও পরিস্রব বহির্নিসারিত না হইলে, পরিস্রব দৃঢ় সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে। পরিস্রব জরায়ু-প্রাচীরে সংযুক্ত থাকিলে ইহার অধিক উচ্চ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং নাভিরজ্জু ধরিয়া টানিলে হস্ত নাভিরজ্জুর গায়ে জরায়ু-মধ্যে প্রবেশিত করিতে হয়, এবং পরিস্রবের নিম্ন কিনারা নির্ণীত করিয়া ইহার ও জরায়ু-প্রাচীরের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালিত করা আবশ্যক। ক্রমে এতদুভয়ের মধ্যে হস্ত প্রবেশিত করিয়া ফেলিতে হয়। পরিস্রবের কোন অংশ বিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে, সেই বিযুক্ত স্থান হইতে ইহাকে পৃথক করিতে আরম্ভ করিবে। পরিস্রবের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ভিতরে রহিয়া গেলে তাহা শত ভাবে অন্তর্হিত করিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যাবর্ত্ত ক্রিয়ার দ্বারা জরায়ুর সঙ্কোচন সাধন হইতে পারে; যথা—শৈত্য, তাড়িৎতাপ, স্তন্যদান। হস্তদ্বারা উদরগহ্বরের বৃহৎ ধমনীতে চাপ দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতেও শোণিতস্রাব রুদ্ধ হয়। সঙ্কোচক ঔষধ পিচকারী দ্বারা জরায়ুগহ্বরে সেচন করিলে রক্ত জমাট উৎপত্তি করিয়া শোণিতস্রাব রুদ্ধ করিতে পারা যায়। সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগের পর জরায়ুর উপর চাপ দেওয়া বিধেয় নহে। জরায়ু কুঞ্চিত হইয়া আসিলে ও শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে পটবন্ধনী নিয়মিতরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

জরায়ুগ্রীবা অথবা প্রসবপথের অন্য কোন স্থল বিক্ষত হইয়া যদি শোণিতস্রাব হয়, তাহা হইলে সঙ্কোচক ঔষধ স্থানিক প্রয়োগে তাহা বন্ধ হইতে পারে। শোণিতস্রাব বন্ধ করিবার চেষ্টায় উপরোক্ত উপায় অবলম্বনের সহিত প্রসবিনীর শয়ন, আসন প্রভৃতি সাধারণ চিকিৎ-সার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত। শোণিত-স্রাবে প্রসবিনীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইলে, মস্তকতল হইতে বালিশ সরাইয়া লইয়া শয্যার পশ্চাৎতল তুলিয়া ধরা বিধেয়। ইহাদ্বারা সঙ্কটকর মূর্চ্ছা হইতে রোগিণী রক্ষা হইতে পারেন। এই অবস্থায় হস্তপদাদির উর্দ্ধাংশে এক একটী বন্ধনী দেওয়া যাইতে পারে, শরীর দুর্ব্বল হইলে অল্প পরিমাণে উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করিবে। একমাত্রা আরগটে ফল-দায়ক না হইলে আরও দুই এক মাত্রা অল্পক্ষণ অন্তরে দেওয়া আবশ্যক। সুপাচ্য ও বলকারক খাদ্য ও ঔষধাদি অল্প অল্প প্রয়োগ করা উচিত। প্রসবিনী নিতান্ত রক্তশূন্যা হইলে, শোণিতে অপর ব্যক্তি হইতে শোণিত লইয়া পিচকারী দ্বারা প্রসূতির শিরামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

প্রসবান্তে কয়েক ঘণ্টা, কখন কখন কয়েক দিবস পরে জরায়ু অথবা প্রসবপথ হইতে শোণিতস্রাব হইতে পারে; এইরূপ শোণিত-স্রাবকে দ্বৈতৈয়িক শোণিতস্রাব বলা যায়। কোন কোন স্থলে শোণিত একবার হইয়াই বন্ধ হইয়া থাকে, কখনও বা বহুদিবস পর্য্যন্ত জরায়ুর নিঃস্রবণের সহিত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া প্রসবিনীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। কোন স্থলে

অকস্মাৎ প্রভূত পরিমাণে হইয়া প্রসবিনীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। দ্বৈতৈয়িক শোণিতস্রাব একবার হইলে তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা বিদূরীত করা আবশ্যক।

পরিস্রব ও তন্তুর অবশেষ অথবা শোণিত জমাট জরায়ু মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এই শোণিত-স্রাব আনয়ন করিয়া থাকে। জরায়ু একবার কুঞ্চিত হইয়া দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত পুনর্ব্বার বিস্ফারিত হইতে পারে। জরায়ুর প্রদাহিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে অথবা সহসা কোন কারণে ইহার মধ্যস্থিত রক্তের জমাট খুলিয়া গেলে, শোণিতস্রাবের কারণ হইতে পারে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও তাহার অণ্ডবিবর্ত্তন এবং তাহার প্রাচীরে অর্ব্বুদাদি থাকিলে শোণিতস্রাব হইতে পারে। প্রসবকালে জরায়ুগ্রীবা অথবা প্রসবপথের অন্য কোন স্থান বিক্ষত হইলে কিম্বা যোনির সংযোজক তন্তুতে শোণিত প্রশ্রুত হইলে দ্বৈতৈয়িক শোণিতস্রাব হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—পীড়ার কারণ বিদূরীত হইলেই প্রসূতিকে শান্তি সম্ভোগ করিতে দিবে এবং জরায়ুগহ্বরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। জরায়ুমধ্যে রক্তজমাট, পরিস্রব ও তন্তুর অবশেষ থাকিলে অতি সাবধানে বাহির করিয়া দিবে। দ্বৈতৈয়িক শোণিতস্রাব কালে জরায়ু-মুখ প্রায় কুঞ্চিত থাকে, এই জন্য জরায়ু হইতে ঐ সকল পদার্থ নিঃসারিত করিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুগ্রীবা বিস্ফারিত করিয়া লইতে হয়। অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সমুদয় বাহির করিয়া জরায়ুর অভ্যন্তর পচন-নিবারক ঔষধের দ্বারা জরায়ুগহ্বর ধৌত করিয়া দিবে। জরায়ু-সঙ্কোচন নিমিত্ত "আরগট" প্রয়োগ করিবে; এই সকল উপায় নিস্ফল হইলে, তীব্র স্থানিক সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোন স্থানিক ক্ষত হইতে শোণিতস্রাব হইলে, স্থানিক সঙ্কোচক ঔষধাদি দ্বারা নিবারণ করিবে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, ইহার অণ্ডবিবর্ত্তন, এবং ইহার প্রাচীরে অর্ব্বুদাদি থাকিলে সেই সমস্ত অবস্থার চিকিৎসা করা বিধেয়।

শোণিতস্রাবের ভাবীফল।—শোণিত-স্রাব অধিক হইবার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে প্রসূতি প্রায় উৎকট শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার আলোক ও শব্দ সহ্য হয় না, এবং সর্ব্বাঙ্গিক স্নায়বিক অবসন্নতা সঞ্জাত হয়। এই অবস্থায় প্রসবিনীকে সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ উত্তেজনার কারণ হইতে দূরে রাখিয়া তাহাকে শান্তি সম্ভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। উপযুক্ত পথ্য ও অল্প পরিমাণে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। অহিফেনঘটিত ঔষধ এরূপ স্থলে বিশেষ উপকারী; আরগটের সহিত ব্যবহার করিবে। আরগটের কার্য্যফল দেহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলে, সেস্থলে আরগটের সংযোগ আবশ্যক হয় না, কেবল অহিফেন প্রয়োগ করিবে। অহিফেনের অরিষ্ট ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় এককালে দিবে। শোণিতস্রাব-জনিত রক্তশূন্যতা ও দৌর্ব্বল্য অধিক পরিমাণে থাকিলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিতে হয়। উপযুক্ত পথ্য, বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রক্তশূন্যতা বিদূরণের নিমিত্ত লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রসবিনীর অত্যন্ত রক্তশূন্যতা হইলে অল্পদিন মধ্যে শয্যা-ত্যাগ করা নিষিদ্ধ; যত দিন পূর্ব্ববল পুনঃ লাভ না করেন, ততদিন উঠিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করা অনুচিত।

জরায়ুর ভিতরদিকে বিপর্য্যস্ত হওয়া।—এই বিপর্য্যস্ত ভাব আংশিক বা সম্পূর্ণ হইতে পারে। আংশিক হইলে জরায়ুর বহির্ভাগে একটী ছোট বাটির ন্যায় সংকীর্ণ গভীরতা দৃষ্ট হয়, তাহাতে জরায়ুর অভ্যন্তরে তদনুরূপ একটী উচ্চতা হইয়া থাকে। বিপর্য্যস্ত ভাব অধিক পরিমাণে হইলে বিপর্য্যস্ত অংশ জরায়ুমুখের বাহিরে আসিতে পারে। বিপর্য্যস্ত

ভাব সম্পূর্ণ হইলে গ্রীবা পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। পূর্ণ বিপর্য্যস্ত ভাবে জরায়ু একবারে জননেন্দ্রিয়ের বাহিরে আসিতে পারে।

কারণ।—প্রসবের তৃতীয় ক্রমে চিকিৎসার বিশৃঙ্খলতা বশতঃ এই পীড়া ঘটিতে পারে। জরায়ুর আংশিক ও বিষম সংকোচনেও ইহার বিপর্য্যস্ত ভাব ঘটিতে পারে।

লক্ষণ।—বিপর্য্যস্ত ভাবের পরিমাণানুসারে ইহার লক্ষণাবলীর তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য পরিমাণে হইলে আদৌ প্রকাশ না পাইতে পারে, কারণ প্রসবিনী কিঞ্চিৎ যাতনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের পূর্ব্বে সে অবস্থা সারিয়া যাইতে পারে। বিপর্য্যস্তভাব অধিক পরিমাণে হইলে প্রসবিনীর উদরের নিম্নপ্রদেশে অতিশয় যন্ত্রণা হয়,তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইতে পারেন। স্নায়বিক অবসাদনের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অল্প বা অধিক পরিমাণে বমন হইতে পারে। কোন কোন স্থলে বস্তিগহ্বরে প্রসূতি সন্তাড়ক ভাবাপন্ন বেদনায় কাতর হইয়া পড়েন, সেই সঙ্গে শোণিতস্রাব থাকে। সময়ে সময়ে শোণিত প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত অভ্যন্তরীন পরীক্ষায় যদি জরায়ুর বিপর্য্যস্ত অংশ সমগ্র যোনিনালী পরিপূরিত করিয়া থাকে, এবং বিপর্য্যস্ত অংশের ধারে ধারে অঙ্গুলি চালিত করিলে তাহা যোনি ও জরায়ুর সংযোগস্থলে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর অগ্রসর হয় না, তাহা হইলে এই অবস্থা নির্ণয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বাহ্যপরীক্ষায় উদরের নিম্নপ্রদেশে দৃঢ় সংকুচিত গোলাকার জরায়ু লক্ষিত হয় না। বিপর্য্যস্ত সামান্য হইলে, প্রসূতির উদরপ্রাচীরে অধিক বসা বা চর্ব্বি না থাকিলে জরায়ুর উপর বাটীর মত একটী খাত বুঝা যায়।

চিকিৎসা।—এই অবস্থা সংশোধনের জন্য চিকিৎসকের হস্ত এভাবে যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে হয় যে, জরায়ু যেন তাহার করতল মধ্যে থাকে, এবং অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ বিপর্য্যস্ত অংশের ঊর্দ্ধভাগে গিয়া পড়ে। হস্ত এরূপে ন্যস্ত করিয়া বিপর্য্যস্ত অংশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ইহার মূলদেশের উপর চাপ দিলে জরায়ু সহজেই প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়ার সময় চিকিৎসকের অপর হস্ত উদরের উপর ন্যস্ত করিয়া জরায়ুকে দৃঢ়ভাবে সঞ্চাপিত রাখিতে হয়। ঠিক ঊর্দ্ধভাবে চাপ না দিয়া একটু পার্শ্বে চাপ দেওয়া আবশ্যক। পরিস্রব সংযুক্ত থাকিলে যদি ইহার সহিত জরায়ুর সংশোধন সহজে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পরিস্রব বিযুক্ত করিবে না; কারণ পরিস্রব বিযুক্ত করিলে তাহাতে অধিক শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এরূপ পরিস্রবের সহিত সংশোধন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলে, পরিস্রব বিযুক্ত করিয়া দিয়া সংশোধন করিবে। জরায়ু সংশোধন হইলে জরায়ুগহ্বর মধ্যে হস্ত কিয়ৎকালের জন্য রাখিবে,তাহার পর সংকোচক ঔষধ জরায়ুমধ্যে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে। একমাত্রা "আরগট"ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় নিষ্ফল হইলে জলপূর্ণ থলি যথানিয়মে প্রয়োগ করা আবশ্যক। জলপূর্ণ থলি কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া পরে সংশোধন প্রক্রিয়া পুনর্ব্বার অবলম্বন করিবে। সংশোধন করিবার পর প্রসূতিকে শায়িত অবস্থায় রাখা আবশ্যক। জরায়ুতে প্রদাহ থাকিলে তাহারও চিকিৎসা করা আবশ্যক।

জরায়ুর বিদারণ।—জরায়ুর বিদারণ ইহা সকল স্থলেই হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর জরায়ুগ্রীবা ও ইহার দেহের সংযোগস্থলে প্রায় ঘটিতে দেখা যায়। প্রসবকালে অনেকেরই, বিশেষতঃ প্রথম গর্ভিণীদিগের জরায়ুগ্রীবার যোন অংশ প্রায়ই সম্যকরূপে বিক্ষত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না। প্রসবান্তে ক্ষতস্থল সচরাচর

কয়েক দিবসের ভিতর সারিয়া যায়। বিদার যৌন অংশের উর্দ্ধে হইলে সাতিশয় বিপদ-জনক। বিদারণ সম্পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। সচরাচর সম্মুখ কিম্বা পশ্চাৎপ্রাচীরে হইয়া থাকে, এবং প্রায়ই ইহা উর্দ্ধাধোদ্রঘিষ্ট ভাবে ঘটিতে দেখা যায়। কিন্তু অনুপ্রস্থ ও তীর্য্যক ভাবেও হইতে পারে। বিদার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জ্রূণ অনেক সময় জরায়ু-অভ্যন্তর হইতে আংশিক বা পূর্ণভাবে উদর-গহ্বরে গিয়া পড়ে।

কারণ।—জরায়ুপ্রাচীর কোন কারণে রোগগ্রস্থ হইলে এবং প্রসবসম্ভূত জরায়ুর নিম্ন-প্রদেশ পাতলা হইয়া পড়িলে,এই সকল অবস্থায় প্রতিরোধের কারণ থাকিলে জরায়ু বিদারিত হইতে পারে। প্রথম গর্ভিণী অপেক্ষা বহুপ্রস-বিনীদিগের সেই ভাব অধিক দেখা যায়। জরায়ু সঙ্কোচনে প্রাখর্য্য হইলে আরগটের অযথা প্রয়োগ, জরায়ু জ্রূণের উপর অধিক কুঞ্চিত হইয়া আসিবার পর বিবর্ত্তন ক্রিয়া অসতর্কভাবে জরায়ুঅভ্যন্তরে যন্ত্র প্রয়োগ, এই সকল কারণেও এ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। হঠাৎ পতন অথবা অন্য কোন কারণে জরায়ুতে আঘাত লাগিয়া জরায়ু বিদীর্ণ হইতে পারে।

লক্ষণ।—জরায়ু বিদীর্ণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে উদরের নিম্নপ্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে, এবং এই বিচ্ছিন্ন ভাব রোগিণী বুঝিতে পারেন। জরায়ু বিদীর্ণ হইবা মাত্র কোন কোন স্থলে একটী শব্দও হইয়া থাকে, তাহা বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। সচরাচর এই সকল লক্ষণ বেদনাকালে অকস্মাৎ প্রকাশ পায়, যোনি হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং বেদনা থামিয়া যায়। শোণিতস্রাবের সহিত অত্যন্ত অবসাদনের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, বিদারণের ভিতর দিয়া জ্রূণ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উদরগহ্বরে প্রবেশ করিলে জরায়ুমুখ হইতে জ্রূণ অপসৃত হইয়া যায়। অভ্যন্তরীন পরীক্ষায় ইহা অনুভূত হয়। বাহ্য পরীক্ষায় উদরপ্রাচীরের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জ্রূণ জরায়ু হইতে বহির্নিসারিত হইয়াছে, এবং জরায়ু কুঞ্চিত হইয়া খর্ব্বায়তন হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থলে অন্ত্রের এক অংশ বিদারণের ভিতর দিয়া যোনিতে নামিয়া আইসে। বিদারণ অল্প পরিমাণে হইলে লক্ষণা-বলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিদারণ অতি সামান্য হইলে জরায়ু নিয়মিত-রূপে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং বেদনা নিয়মিত-রূপে প্রকাশ পাইয়া জ্রূণকে বহির্নিসারিত করিয়া দেয়। জরায়ুর বিদারণ প্রসবিনীর পক্ষে অতীব সঙ্কটকর অবস্থা। নিয়মিতরূপে চিকিৎসা না হইলে এই বিপদ হইতে কচিৎ কোন রোগিণী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকেন। অবসাদন, শোণিতস্রাব, উদরের স্নৈহিক তন্তর প্রদাহ বশত অনেক প্রসূতির মৃত্যু হইতে দেখা যায়, এবং শিশু সচরাচর মৃত অবস্থায় বহির্নিসারিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বস্তির বিকৃতি, অথবা অন্য কোন কারণে জরায়ু বিদীর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা গেলে অচীরে উপযুক্ত চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক স্থলে ভাবী বিদারণ নিবারিত হয়। জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া পড়িলে যদি জ্রূণ জরায়ুমধ্যে সম্পূর্ণ অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়,তাহা হইলে বিবর্ত্তন, বাহুযন্ত্র প্রয়োগ এবং আবশ্যক বোধে মস্তক বিদারণ দ্বারা যত সত্বর সম্ভব প্রসব সাধন করা অবশ্যক। জ্রূণের কিয়দংশ বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে বুঝা গেলে, অপত্যপথদ্বারা জ্রূণ বহিঃনিসারিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। মাথাটী উদরগহ্বরে প্রবেশিত হইলে জ্রূণের পা ধরিয়া অপথ্যপথ দিয়া নিঃসারিত করা যাইতে পারে। কিন্তু বিদীর্ণ অংশ গলার উপর কুঞ্চিত হইয়া পড়িলে এ কার্য্য দুষ্কর হইতে পারে। জ্রূণ নিঃসারিত

হইলে জরায়ুমধ্যে সাবধানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া পরিস্রব বিযুক্ত করিবে। সমগ্র ভ্রূণ অথবা তাহার অধিকাংশ বিদারণ পথ দ্বারা উদরগহ্বরে প্রবেশ করিলে উদর চিরিয়া ভ্রূণ ও ফুল বহিঃনিঃসারিত করিবে। এই অবস্থার বিদূরণের নিমিত্ত উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অবসাদন ভাব বিদূরীত হইলে ভাবী ঔদরীক স্নেহ, ঝিল্লিপ্রদাহ ও জরায়ুপ্রদাহ নিবারণার্থ অহিফেনঘটিত ঔষধ এবং তৎসঙ্গে রোগিণীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামলাভ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

জরায়ুগ্রীবার যৌন অংশ বিদার।

অনেক স্থলে জরায়ুগ্রীবার সামান্য বিদার ঘটিয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় না এবং কখন কখন সমগ্র গ্রীবা বিদীর্ণ হইয়া থাকে। বিদার উর্দ্ধাধোভাবে সময়ে সময়ে অনুপ্রস্থ ভাবেও হইয়া থাকে।

কারণ।—জরায়ুগ্রীবা দৃঢ় ও অবিস্ফার্য্য থাকিলে, প্রায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়। বয়স্থা প্রথম প্রসবিনীদিগের এইরূপ ঘটনা ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। প্রাসবিক অস্ত্রোপচারে অথবা গ্রীবার সম্মুখস্থ ভ্রূণ, মস্তক ও বস্তিপ্রাচীরের মধ্যস্থলে চাপিত হইলে, জরায়ুগ্রীবার যৌন অংশ বিদারিত হইতে পারে। জরায়ুগ্রীবা বিদীর্ণ হইলে, শোণিতস্রাব, ক্ষতজনিত পদার্থের শোণিতে শোষণ জন্য লক্ষণ ও উদরের নিম্নপ্রদেশস্থ স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ প্রভৃতি ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা।—বিদার অতি সামান্য হইলে এবং শোণিতস্রাব না হইতে থাকিলে পচননিবারক স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে শীঘ্র সারিয়া যাইতে পারে। বিদার অধিক বিস্তৃত হইলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শোণিতও নিঃসৃত হইতে থাকিলে, অগ্রে সঙ্কোচক ঔষধি প্রয়োগে শোণিতস্রাব বন্ধ করিবে। বরফপ্রয়োগ, ক্ষতস্থানে অতীব শীতল জলের পিচকারী উপকারক। শোণিতস্রাব অধিক হইলে, সঙ্কোচক ঔষধি প্রয়োগ করিবে; শোণিতস্রাব বন্ধ হইলে, ক্ষতস্থল পচননিবারক প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। বিদার অতি বিস্তৃত হইলে সেলাই করিয়া দিবে। এই অবস্থা যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যোনি ও মূলাধারের বিদার।

প্রসবকালে যোনি ও মূলাধার কখন কখন অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদারিত হইতে পারে। এই বিদার ভ্রূণমস্তকের চাপজনিত অথবা অযথা যন্ত্রপ্রয়োগে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রদাহিক ক্রিয়া সমুদ্ভূত হইলে, মলমূত্রাদি বিধ্বংশ ক্রিয়ার কয়েক দিবস পরে যোনিনালী দিয়া নিঃসৃত হয়। অযথা যন্ত্রপ্রয়োগজনিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গেই মলমূত্রাদি নির্গত হয়। যে কোন কারণেই হউক, বিদার অধিক পরিমাণে হইলে, তাহা সরলান্ত্র বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। মূলাধার দৃঢ় থাকিলে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় ক্রমের শেষভাগ সত্বর সমাপ্ত হইলে, মূলাধার বিচ্ছিন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—বিদার সামান্য হইলে, প্রসূতির শান্তি ও শৌচাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই অনেক স্থলে ইহা সারিয়া যায়। মূলাধারের বিদার বিস্তৃত হইলে ক্ষত সেলাই করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং তাহার পর প্রসূতিকে শয্যায় শায়িত রাখিয়া তাঁহার দুইটী হাঁটু একত্রে বাঁধিয়া উঁচু করিয়া রাখা উচিত। মূত্রনিঃসারক যন্ত্রদ্বারা মূত্র নিঃসারিত করিবে। সপ্তাহকালের ভিতর সেলাই খুলিয়া লওয়া আবশ্যক। সরলান্ত্রের সহিত যোনির অথবা মূত্রাশয়ের সহিত যোনির এক পথ হইয়া গেলে, তাহার উপযুক্ত শল্য চিকিৎসা করা আবশ্যক।

বস্তিসন্ধির কোন কোন স্থলে প্রসবকালে বন্ধনী অল্প বা অধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাহ্যযন্ত্রাদির অসাবধান বা অযথা প্রয়োগে এইরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। বস্তির সম্মুখপ্রাচীরের সন্ধি অন্যান্য সন্ধি অপেক্ষা সচরাচর অধিক আহত হইতে দেখা যায়। বস্তির কোন সন্ধি বিদারিত হইলে, উপযুক্ত বন্ধনী প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং প্রসূতিকে দীর্ঘকাল শয্যায় শায়িত রাখা আবশ্যক।

বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের সংযোজক তন্তুমধ্যে শোণিত নিঃসারণ।—প্রসবকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই এই অবস্থা ঘটিতে পারে। প্রস্রুত শোণিত সময়ে সংযোজক তন্তু দ্বারা চালিত হইয়া যোনি হইতে বস্তিপার্শ্ব অথবা আরও উর্দ্ধে মূত্রগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইরূপ শোণিতস্রাবে বাহ্যজননেন্দ্রিয়ে একটী উৎসেধের স্বতঃ উদ্ভূত হয়। এই উৎসেধের আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে, এমন কি ভ্রূণমস্তকের আয়তনের ন্যায় হইতে পারে। প্রসবের পূর্ব্বে এইরূপ হইলে ইহাদ্বারা প্রসবের প্রতিরোধ সাধিত হইতে পারে। মূত্রাশয়ের গ্রীবাও সরলান্ত্রকে চাপিত করিয়া মল মূত্র নিঃসারণে বাধা উৎপাদন করে।

কারণ।—অপত্যপথে ভ্রূণমস্তকের চাপ, প্রসবিনীর কুন্থন এবং বিস্ফারিত শিরা।

লক্ষণ।—যে স্থলে শোণিত প্রস্রুত হয়, তথায় একটী উৎসেধ উদ্ভূত হইয়া থাকে। কখন কখন এই উৎসেধকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইতে দেখা যায়। অবরুদ্ধ শোণিতচাপে উপরিস্থ ত্বক বিস্ফারিত হইয়া উঠে, এবং তাহা নীলাভ হয়। অর্ব্বুদ বিদীর্ণ হইয়া প্রভূত শোণিত নিঃসৃত হইলে প্রসূতির জীবন বিপন্ন হইতে পাড়ে। উৎসেধের শোণিত তরল থাকিলে তরল পদার্থ প্রবাহ অনুভূত হয়, জমাট থাকিলে সে ভাব বোধ হয় না; উৎসেধ ন্যাচ-নেচে বলিয়া বোধ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—প্রসবকালে শোণিত নিঃসৃত হইলে বাহ্যযন্ত্র প্রয়োগে শীঘ্র প্রসব সম্পাদন করিবে। উৎসেধ প্রসবে বাধা দিলে ইহা চিরিয়া শোণিত জমাট বাহির করিয়া দিবে, এবং অঙ্গুলিচাপ অথবা সঙ্কোচক ঔষধির স্থানিক প্রয়োগে শোণিতস্রাব বন্ধ করিবে। প্রসবান্তে ছোট উৎসেধ উদ্ভূত হইলে বিশোষণ ক্রিয়ায় তাহা আপনা আপনি বিদূরীত হইতে পারে। উৎসেধ বড় হইলে বিশোষণ ক্রিয়ায় সুবিধা হইবার কম সম্ভাবনা। উৎসেধ পূয়ময় হইলে পূঁয নিঃসারিত করিয়া দিবে, এবং পচননিবারক প্রণালী অবলম্বনে তাহার চিকিৎসা করিবে। ইহাতে ক্ষতজনিত পদার্থের বিশোষণের লক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে।

অকালপ্রসব সাধন।

গর্ভকালে যে স্থলে মাতা কিম্বা ভ্রূণের এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকে যে, গর্ভকে পূর্ণকালে অগ্রসর হইতে দিলে সাতিশয় বিপদজনক হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তথায় ভাবী বিপদ দূরীকরণ জন্য অকালপ্রসব সাধন আবশ্যক। অকালপ্রসবে শিশুর জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং মাতা অনেক স্থলে বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া থাকেন। অকালপ্রসব পূর্ণগর্ভের যত নিকটবর্ত্তী কালে সাধিত হয়, শিশুর জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা তত বাড়িয়া উঠে। সচরাচর গর্ভের ২৩০ দুই শত ত্রিশ দিবস হইতে ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ দিবসের মধ্যবর্ত্তী কাল অকালপ্রসব সাধনের উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সকল অবস্থায় অকালপ্রসব সাধন আবশ্যক হইয়া পড়ে, মাতা বা ভ্রূণের উভয়েরই অবস্থানুসারে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম—কোন কোন স্থলে গর্ভজন্য এরূপ পীড়া সঞ্জাত হইতে পারে, তাহাতে মাতার জীবন সাতিশয় বিপন্ন করিয়া তুলে; যথা—উৎকট প্রাতর্বমন, আক্ষেপ,

পরিস্রবের নিম্নস্থিতি, উদরী, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের পীড়া। এই সকল স্থলে অকালপ্রসব সাধন আবশ্যক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়—মাতার বস্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াও ভ্রূণমস্তকের আয়তন অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইলে, অথবা জরায়ুমধ্যে অস্থিনির্ম্মাণ সম্পূর্ণতা প্রযুক্ত মাথা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িলে প্রসব পূর্ণকালে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। এই সকল স্থলে পূর্ণকালের ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে সাধন করিলে ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় নিঃসারিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। যে স্থলে প্রসূতি পূর্ণকালে প্রতিবারেই মৃত সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, সেরূপ স্থলে গর্ভের শেষ কয়েক সপ্তাহে ভ্রূণহৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি পরীক্ষা করা আবশ্যক, এবং ইহার সামান্য বিশৃঙ্খল বা বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলে অকালপ্রসব সাধন করা উচিত। তৃতীয়—মাতৃবস্তির বিকৃতি ও অর্ব্বুদ প্রযুক্ত মাতা ও ভ্রূণ উভয়েরই বিপদাশঙ্কা থাকিলে অকালপ্রসব আনয়ন করা আবশ্যক। অপত্যপথের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রযুক্ত ইহা দৃঢ় ও অবিস্ফার্য্য থাকিলে অকালপ্রসব আনয়ন আবশ্যক হইয়া থাকে। যে সকল উপায়ে অকালপ্রসব সাধন করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নলিখিত হইলে।

প্রথম জরায়ুসঙ্কোচক ঔষধ, যে সকল ঔষধ সেবন করাইলে জরায়ু সঙ্কোচন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে "আরগট" সর্ব্ব প্রধান। আরগট প্রয়োগে অকালপ্রসব সাধন করিবার প্রথা আজকাল নাই, তবে স্থলবিশেষে অন্যান্য উপায়ের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। দ্বিতীয়—পোয়োর জল নিঃসারণ করা। একটী নল কিম্বা মূত্রনিঃসারক যন্ত্র জরায়ুগহ্বরে প্রবেশিত করিয়া পোয়োকে বিদীর্ণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই উপায় সকল স্থলে সুবিধাজনক নহে, অন্যান্য উপায়ে কৃতকার্য্য না হইলে এই উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৃতীয়—কৃত্রিম উপায়ে জরায়ু,জরায়ুমুখ বিস্ফারণ; কিন্তু এই উপায়ে বেদনা আনয়ন করিতে হইলে অনেক স্থলে সুবিধাজনক নহে। অন্যান্য উপায়ের সহিত এই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। চতুর্থ—ঝিল্লিসমূহের পৃথককরণ; জরায়ুমুখ প্রদেশ হইতে অঙ্গুলি দ্বারা ঝিল্লি সমূহ বিযুক্ত করিয়া দিলে জরায়ুর সঙ্কোচন সাধিত হয়। জরায়ুমুখ বিস্ফারিত থাকিলে ইহা অবলম্বন করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা ক্বচিৎ অবলম্বিত হইয়া থাকে। পঞ্চম—স্নায়বিক প্রত্যাবর্ত্ত ক্রিয়া, যথা—স্তনে উত্তেজনা প্রয়োগ, জরায়ুর উপর করাবর্ত্তন, দৃঢ় পটবন্ধনী স্থাপন, সরলান্ত্রে উত্তেজক ঔষধের পিচকারী, অন্যান্য উপায়ের সহযোগে এই গুলি ব্যবহার করিতে পারা যায়। ষষ্ঠ—যোনি ও জরায়ুমধ্যে জল সিঞ্চন, জরায়ুমুখের উপর শীতল অথবা গরম জল কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া দিবসে তিন চারিবার সিঞ্চন করিলেও জরায়ুসঙ্কোচন আরম্ভ হইতে পারে। প্রসব সম্পাদন সত্বর আবশ্যক হইলে এই উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে। জরায়ুর অভ্যন্তরেও পিচকারী করা যুক্তিযুক্ত নহে। যোনিমধ্যে জল সিঞ্চন নিরাপদ নহে। সপ্তম—জরায়ুপ্রাচীর ও পোয়োর মধ্যে একটী নল চালিত করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিলে সহজে প্রসববেদনা আনয়ন করিতে পারা যায়। এই উপায়ের সহিত অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে, যথা—নল প্রবেশিত করিয়া জরায়ুমুখ বিস্ফারণের জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই সকল উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বেদনা সম্যকরূপে না আসিলে জরায়ুর উপর করাবর্ত্তন, পটবন্ধনী স্থাপন, সরলান্ত্রে পিচকারী প্রয়োগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

বিবর্ত্তন।

প্রসব সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভ্রূণের আসন পরিবর্ত্তিত করণ, এবং তাহার প্রাগ-

বতীর্ণ অংশের পরিবর্ত্তে দেহের দীর্ঘ অক্ষের কোন প্রান্ত অথবা দীর্ঘ অক্ষের প্রাগবতীর্ণ প্রান্তের পরিবর্ত্তে অন্য প্রান্তকে অপত্যপথে সংস্থাপন করাকে বিবর্ত্তন বলা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পার্শ্বপ্রাগবতরণে ভ্রূণের বস্তি অথবা মাথা প্রসবপথেও অনীত হইয়া থাকে। পরিস্রবের নিম্নস্থিতি প্রভৃতি সঙ্কটময় অবস্থায় ভ্রূণের মাথার পরিবর্ত্তে বস্তি প্রসবপথে অনিতে পারা যায়। এই বিবর্ত্তন ক্রিয়া দ্বিবিধ,—শিরঃবিবর্ত্তন এবং পদবিবর্ত্তন। নৈসর্গিক শোণিতস্রাব, পরিস্রবের নিম্ন সংস্থান, নাভিরজ্জুর বহিঃনিসারণ. অথবা বস্তি বিকৃত থাকিলে বিবর্ত্তন ক্রিয়ার দ্বারা মাতা অথবা ভ্রূণ কিম্বা উভয়েরই বিপন্ন অবস্থা বিদূরীত হইতে পারে। পার্শ্ব প্রাগবতরণে কেবলমাত্র স্বভাবের উদ্যমের উপর নির্ভর করিলে মাতা ও ভ্রূণ উভয়েরই সাতিশয় বিপদ হইতে পারে। এই জন্য ভ্রূণের এই অস্বাভাবিক সংস্থানে মাথা অথবা বস্তি ঘুরাইয়া প্রসবপথে আনিতে হয়। বস্তির সম্মুখপশ্চাৎ প্রসর ৩ ইঞ্চ থাকিলে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে। সম্মুখ পশ্চাৎ প্রসরের সহিত পার্শ্বপ্রসরও সম্যকরূপে থাকা আবশ্যক। ভ্রূণ পোরোর জলে ভাসমান থাকিলে ইহাকে সহজে আবশ্যকমতে ঘুরাইতে পারা যায়। এই জন্য পোরোর জল সম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতে অথবা পানমুচি ভাঙ্গিয়া জল অধিক পরিমাণে বাহির হইবার পূর্ব্বে বিবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত করা আবশ্যক। পোরার জল বহিঃনিসৃত হইলে জরায়ু ভ্রূণের উপর দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এইরূপ অবস্থায় শিশুকে বিবর্ত্তিত করিতে গেলে জরায়ুর বিদারণ প্রভৃতি সঙ্কটময় অবস্থা আসিতে পারে। বিবর্ত্তন ক্রিয়া তিন প্রকারে সাধিত হইতে পারে।

প্রথম।—বাহ্যবিবর্ত্তন অথবা বাহ্য করকৌশল। ইহাতে উদরপ্রাচীরের কেবল বহির্দেশে উভয় হস্তের কৌশল দ্বারা শিশুর আসন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়।—অভ্যন্তরীন বিবর্ত্তন কিম্বা অন্তঃ করকৌশল, ইহাতে জরায়ুগহ্বরে হস্ত প্রবেশিত করিয়া বিবর্ত্তনক্রিয়া সাধন করিতে হয়।

তৃতীয়।—সমবেত কৌশল; ইহাতে এক হস্ত উদরের উপর সংস্থাপিত এবং অপর হস্তে দুইটী বা ততোধিক অঙ্গুলি জরায়ুমধ্যে প্রবেশিত করিয়া ভ্রূণকে সঙ্কোচন পূর্ব্বক বিবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।

এই কয়েকটীর মধ্যে অভ্যন্তরীন বিবর্ত্তন কিম্বা অন্তঃ করকৌশল সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক। এই প্রক্রীয়া দ্বারা ভ্রূণের মস্তক ঘুরাইয়া প্রসবপথে আনয়ন করা যায়। জরায়ুগহ্বরে ভ্রূণমস্তক সহজে করায়ত্ত হয় না এবং বিবর্ত্তন ক্রিয়া সাধিত হইলেও ইহাকে যথাস্থানে সংরক্ষা করিতে পারা যায় না। এই জন্য অগু বিবর্ত্তন দ্বারা শিরবিবর্ত্তন তত সুবিধাজনক নহে। পদবিবর্ত্তনই এখন চলিত উপায়। এই উপায়ে ভ্রূণের পা কিম্বা হাঁটু ধরিয়া ঘুরাইয়া আনিতে পারা যায়। পোরোর জল বহিঃনিসৃত হইবার পূর্ব্বে ভ্রূণ সুসঞ্চাল থাকাতে ইহাকে সহজে জরায়ুমধ্যে ঘুরাইতে পারা যায়। পোরোর জল নিঃসারিত হইলে জরায়ু ভ্রূণের উপর দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, এই জন্য জলমুচি ভাঙ্গিবার পর যতকাল বিলম্ব হয়, এই প্রক্রিয়া সাধনের পক্ষে তত বিপদ বাড়িতে থাকে। প্রসবিনীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া এই প্রক্রিয়ায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত। প্রসবিনীর সংজ্ঞাশূন্য এবং জরায়ু সঙ্কোচন প্রশমিত হইলে, কর ও অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ তৈলাক্ত করিয়া অপত্যপথে অতি ধীরে ও সতর্কভাবে হস্ত প্রবেশিত করা আবশ্যক। হস্ত প্রবেশনকালে অঙ্গুলির কয়েকটী শিরদেশ একত্রিত করিয়া অপত্যপথের অক্ষরেখায় চালিত করিতে হয়। এই ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসকের বাম হস্তই সচরাচর

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভ্রূণের উদর মাতার পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে এই হস্ত প্রয়োগই সুবিধা। ভ্রূণের উদর সম্মুখভাগে থাকিলে চিকিৎসক অপত্যপথে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করিবেন। বেদনার বিরামকালে জরায়ুর অভ্যন্তরে কর-কৌশল সম্পাদন করা উচিত। জরায়ুর অভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশিত হইলে যে সময়ে বেদনা আইসে, সেই সময় শিশুর দেহের উপর হস্ত প্রসারিত ভাবে রক্ষা করা আবশ্যক। যতক্ষণ বেদনা থাকিবে, ততক্ষণ হস্ত সেইভাবে রাখা উচিত। যদি পোরো ছিন্ন না হইয়া থাকে, জরায়ুগহ্বরে হস্ত প্রবেশিত হইবার পর তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক; বেদনার বিরামকালে ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। হস্ত সম্যকরূপে জরায়ুমধ্যে প্রবেশিত হইলে, শিশুর একটী পা অথবা হাঁটু আক্রমন করিতে হয়। পার্শ্ব প্রাগবতরণে প্রাগবতীর্ণ অংশের বিপরীতদিগের পা অথবা হাঁটু ধরা উচিত; সকল স্থলেই বিপরীতদিগের পা ধরা উচিত। তবে বিপরীতদিগের পা করায়ত্ত অথবা নির্দ্ধারিত করা সহজসাধ্য না হইলে নিকটবর্ত্তী পা ধরাই যুক্তিযুক্ত। পা ধরিয়া বেদনার বিরামকালে ধীরে ধীরে নিম্নে টানিয়া আনা কর্ত্তব্য। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর হস্ত প্রসূতির উদরের উপর ন্যস্ত রাখিয়া ভ্রূণের মাথা ঊর্দ্ধভাগে ঠেলিয়া দেওয়া আবশ্যক। একটী পা নামাইয়া আনিলে অপরটী উদরের উপর গুটান থাকে, দুইটী পা একবারে নামাইয়া আনা যুক্তিযুক্ত নহে। পদ নামাইয়া আনা হইলে প্রসব সমাপ্তির জন্য স্বভাবের উদ্যমের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে, কিন্তু বিবর্ত্তনের পর প্রসব সমাপনে অকারণ বিলম্ব করা যুক্তি নহে। বিশেষ আবশ্যক হইলে আকর্ষণ দ্বারা প্রসব শীঘ্র সমাপ্ত করিতে হয়। প্রসব সমাপ্ত করিবার জন্য বস্তিপ্রাগবতরণের সমস্ত প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

বাহুযন্ত্র।

এই যন্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ শিশুর মস্তক আক্রমন করিয়া অপত্যপথের ভিতর দিয়া আনিতে পারা যায়। ইহার উপযুক্ত প্রয়োগে মাতা ও গর্ভস্থ ভ্রূণ উভয়েরই বিপন্ন অবস্থা সহজেই বিদূরীত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র দ্বিবিধ; ছোট ও বড় উভয় প্রকার যন্ত্রেই দুইটী করিয়া বক্র ফলক আছে। সেই দুইটী ফলা এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে, দুইটী হস্তের ন্যায় ভ্রূণমস্তকের দুইপার্শ্বে ন্যস্ত করিয়া সহজে ধারণ করিতে পারা যায়। একটি খিলদ্বারা উভয়ের ফলক সংযুক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ফলকেরই একটী করিয়া বাঁট আছে। বাঁটগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। ছোট বাহুযন্ত্রের মাতৃবক্রতা নাই, এই জন্য ভ্রূণমস্তক বস্তিগহ্বরের নিম্নাংশে নামিয়া না আসিলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক দীর্ঘ যন্ত্রে দুইটী বক্রতা আছে। শিশুসম্বন্ধীয় ও মাতাসম্বন্ধীয়। শিশুসম্বন্ধীয় বক্রতা থাকাতে ফলকদ্বয় ভ্রূণমস্তকের উপর সুচারুরূপে ন্যস্ত হয় এবং মাতৃসম্বন্ধীয় বক্রতা থাকাতে ফলকদ্বয় অপত্যপথের অক্ষরেখার সমান্তরে এই যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে। মাতৃবক্রতা থাকাতে প্রত্যেক ফলকটীর সম্মুখভাগ ন্যুব্জ ও পশ্চাদ্ভাগ কুব্জ; এই হেতু ফলকদ্বয় যথেচ্ছারূপে বস্তি-গহ্বরে প্রবেশিত হইতে পারে না। এরূপভাবে প্রবেশ করান উচিত, যাহাতে প্রত্যেক ফলকের কুব্জভাগ মাতার পশ্চাতে এবং ন্যুব্জভাগ মাতার সম্মুখভাগে সংস্থিত হয়। উভয় ফলকের মধ্যে একটী নিম্ন এবং অপরটি ঊর্দ্ধফলক নামে আখ্যাত। ঊর্দ্ধফলকের খাঁজটি নিম্নফলকের উপর ন্যস্ত হয়। নিম্ন ফলক অগ্রে, তাহার পর ঊর্দ্ধফলক প্রবেশ করিতে হয়। নিম্নফলক প্রবেশিত হইলে ইহার অগ্রভাগ বস্তির অনুপ্রস্থ ব্যাসের বামভাগে এবং ঊর্দ্ধফলক চালিত হইলে ইহার অগ্রভাগ বস্তির অনুপ্রস্থ ব্যাসের দক্ষিণভাগে সংস্থিত হইয়া থাকে। ছোট

যন্ত্রের মাতৃবক্রতা না থাকাতে তাহার যে কোনটি ফলক অগ্রে প্রবেশিত করিতে পারা যায়। এই যন্ত্র তিন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথম আকর্ষক, দ্বিতীয় সঙ্কালক, তৃতীয় ভারত্তোলক দণ্ডস্বরূপ। আকর্ষক কার্য্য-দ্বারা ভ্রূণকে প্রসবপথের অক্ষরেখায় টানিয়া আনা যায়; বাহুযন্ত্রের আর দুইটী কার্য্য ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হইয়া থাকে। সঙ্কাপক কার্য্য দ্বারা ভ্রূণমস্তকের আয়তন কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আইসে। সঙ্কাপনদ্বারা ভ্রূণ মস্তকের আয়তন অধিক পরিমাণে কমাইবার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নহে। যেস্থলে মাথা আবদ্ধ অবস্থায় রহিয়া যায় এবং ইহার আকর্ষণের জন্য অধিক বল আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেস্থলে দণ্ডের ভারত্তোলক কার্য্যের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত কার্য্য ব্যতীত আর একপ্রকার কার্য্য দেখা যায়। এই যন্ত্র জরায়ু মধ্যে ন্যস্ত থাকিলে স্নায়বিক প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়া দ্বারা যে সকল স্থলে এই যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

জরায়ুর বলক্ষুণ্ণতা অথবা অন্য কোন কারণে নিঃসারক বলের হ্রাস হইলে এই যন্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং নাভিরজ্জুর বহিঃপতন, মাতার আক্ষেপ, পরিস্রবের নিম্ন সংস্থান প্রভৃতি শঙ্কটময় অবস্থায় ইহার প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভ্রূণমস্তক বস্তিগহ্বের নিম্নাংশে থাকিলে এই যন্ত্র সহজে প্রবেশিত হইতে পারে। মাথা বস্তিতটের উর্দ্ধে থাকিলে এই যন্ত্র প্রয়োগ তত সহজ নহে; অযথা এবং অসাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে জরায়ু, যোনি, মূলাধার ছিঁড়িয়া যায় এবং যোনি অথবা বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের মধ্যে রক্ত নিঃসৃত হয়, এবং বস্তিদেশস্থ সংযোজক তন্তুতে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহাদি হইতে পারে। এই যন্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় ও নিম্ন অন্ত্র পরিষ্কার করা উচিত। পোরো ছিন্ন না হইলে তাহা ছিন্ন করিতে হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা শিশুর আসন নির্ণয় করা উচিত। জরায়ুগ্রীবা সম্যকরূপে বিস্ফারিত আছে কি না দেখা উচিত। যদিও জরায়ুমুখ পূর্ণ বিস্ফারিত হইবার পূর্ব্বেই কোন প্রকার বিশেষ প্রয়োজন বশত এই যন্ত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতে পারে। মস্তক উর্দ্ধে সংস্থিত থাকিলে সকল স্থলেই প্রসবিনীকে সংজ্ঞাশূন্য করা উচিত। প্রসবিনীকে সচরাচর বামপার্শ্বে কাত করিয়া এবং তাঁহার জানুদ্বয় উদরের উপর গুটাইয়া রাখিয়া শয্যার দক্ষিণ কিনারায় শায়িত রাখিতে হয়, এবং প্রসবিনীর নিতম্ব শয্যার অতি কিনারায় আনা আবশ্যক। এই যন্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ফলকদ্বয় গরম জলে তাতাইবেন এবং তাহা তৈলাক্ত করিবেন। গ্রীষ্মকালে গরম কাপড়ে ফলকদ্বয় ঘসিয়া লইলে আবশ্যক মত উত্তপ্ত হইতে পারে। বড় যন্ত্রের নিম্নফলক অগ্রে এবং তাহার পর উর্দ্ধফলক প্রবেশিত করিতে হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, নিম্নফলক প্রবেশিত হইলে ইহার অগ্রভাগ বস্তিগহ্বরের বামপার্শ্বে এবং উর্দ্ধফলক প্রবেশিত হইলে ইহার অগ্রভাগ দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া ন্যস্ত হইয়া থাকে। ছোট যন্ত্রের যে কোনটী ফলক অগ্রে প্রবেশিত হইতে পারে। বড় যন্ত্রের উর্দ্ধফলক নির্ণয় করিতে হইলে ফলকদ্বয় একত্র করিয়া মাতৃ বক্রতার মুব্জদিক উর্দ্ধভাবে রাখিলে দেখা যাইবে উর্দ্ধফলকের খিল নিম্ন ফলকের খিলে আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে। নিম্ন-প্রবেশিত করিবার সময় ইহার বাঁট অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে একটু উঁচু করিয়া ধরিবে। এইরূপ ধরিলে ফলকের মুব্জদিকটী মাতার দিকে থাকিবে এবং ফলকের অগ্রভাগ বাম ও নিম্নভাগে আসিবে এবং বাঁট উর্দ্ধে ও দক্ষিণে গিয়া পড়িবে। তাহার বামহস্তের দুইটী ততোধিক অঙ্গুলি যোনিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া ভ্রূণমস্তকের পার্শ্বে ন্যস্ত রাখিতে হয়। অঙ্গুলির পার্শ্ব দিয়া ফলক চালিত করিবে; ক্রমে

জরায়ুগ্রীবার নিকট ফলকের অগ্রভাগ পৌঁছিলে ইহার গ্রীবা ও জ্রূণমস্তকের মধ্যভাগ দিয়া চালিত করিবার সময় মস্তকের গায়ে গায়েই তাহা চালিত করা কর্ত্তব্য। বেদনার বিরাম-কালেই ফলক ধীরে ধীরে চালিত করা আবশ্যক। মাথার দিকে ধীরে ধীরে চালিত করিবার কালে কোনরূপ প্রতিরোধ পাইলে তৎক্ষণাৎ ফলক অল্প বা সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া পরে ধীরে ধীরে পুনঃ প্রবেশিত করা উচিত। জ্রূণ-মস্তক অতি উর্দ্ধে থাকিলে সমগ্র হস্ত যোনি মধ্যে প্রবেশিত করা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রবেশনকালে বাঁট উঁচু রাখিয়া ফলকটী সম্মুখ ও নিম্নভাগ হইতে পশ্চাৎ ও উর্দ্ধভাগে চালিত করিতে হয়; ক্রমে ফলকটী জরায়ুগহ্বরে সম্যকরূপে প্রবেশিত হইলে ইহার অগ্রভাগ বস্তির অনুপ্রস্থ ব্যাসের বামদিকে এবং বাঁট মূলাধারের দিকে গিয়া পড়ে। নিম্নফলক প্রবেশিত হইলে ইহাকে মূলাধারের নিকট ধরিয়া রাখিবার জন্য একজন সহকারীর হস্তে ইহা অর্পণ করা আবশ্যক।

উর্দ্ধফলক প্রবেশনের জন্য ইহা বাম হস্তে ধারণ করা আবশ্যক। এইভাবে ধরিলে ফল-কের নুব্জদিকটী মাতার দিকে, অগ্রভাগ উর্দ্ধ ও দক্ষিণভাগ এবং ইহার বাঁট নিম্ন ও বামভাগে গিয়া পড়ে। পরে দক্ষিণ হস্তের দুইটী বা ততোধিক অঙ্গুলি যোনিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া জ্রূণমস্তক স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ফলক যে দিকে সংস্থিত, তাহার বিপরীতদিকে সেইরূপ সাবধান ও সতর্কভাবে চালিত করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ফলক প্রবেশিত করিবার জন্য বাঁট প্রথমে নিচু করা আবশ্যক। প্রথমে বাঁটটী নিচু করিয়া ধরিয়া ক্রমে যেমন ফলক বস্তির অক্ষরেখায় জ্রূণমস্তকের পার্শ্বে পার্শ্বে চালিত হয়, আবশ্যক মত ততই বাঁট একটু একটু উঁচু করিতে হয়। উর্দ্ধফলক প্রবেশিত হইলে ইহার অগ্রভাগ বস্তির অনুপ্রস্থ ব্যাসের দক্ষিণদিকে গিয়া পড়ে এবং ইহার বাঁট মূলাধারের খিল সমান হইয়া না বসিলে একটী অথবা আবশ্যক হইলে দুইটী ফলকই অল্প বা সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া লইয়া আবার প্রবেশিত করিতে হয়। খিল বদ্ধ করিবার সময় যাহাতে প্রসূতির কোমল অংশে কোনরূপ আঘাত না লাগে অথবা বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ রোম সমূহ কোনরূপে খিলে আটকাইয়া না যায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাঁট দুইটী এরূপ ভাবে চাপিয়া ধরিবে, যাহাতে ফলকদ্বয় স্খলিত না হয়, অথচ জ্রূণমস্তক তন্মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বেদনার বিরামকালেই আকর্ষণ ধীরে ধীরে করিবে, বেদনার বিরামকালে আকর্ষণ বন্ধ করিবে। বেদনা না থাকিলে অথবা জরায়ু অবিচ্ছিন্নভাবে কুঞ্চিত থাকিলে মধ্যে মধ্য অল্প-ক্ষণ অন্তর আকর্ষণ করা আবশ্যক এবং তৎসঙ্গে উদর প্রাচীরোপরি করাবর্ত্তন ও ঔষধির দ্বারা জরায়ু সঙ্কোচন সাধন ও বর্দ্ধন করিতে হয়। অপথ্যপথের অক্ষরেখায় জ্রূণমস্তক আকর্ষণ করিবে। মস্তক যতক্ষণ তটের উর্দ্ধে সংস্থাপিত থাকে, আকর্ষণ নিম্ন ও পশ্চদ্ভাগে মূলাধারের দিকে হওয়া আবশ্যক। ক্রমে মাথা যত নামিতে থাকে, আকর্ষণের গতিও ক্রমে সম্মুখ-ভাগ হইতে থাকে; তাহার পর মস্তক নির্গমন দ্বারের নিকট পৌঁছিলে আকর্ষণ সম্মুখও উর্দ্ধ-ভাগে হওয়া আবশ্যক। তাহাতে যন্ত্রের বাঁট প্রসূতির উদরের দিকে গিয়া পড়ে। জ্রূণমস্ত-কের পশ্চাদ্ভাগ মাতার পশ্চাতে থাকিলে এই যন্ত্র প্রয়োগে ইহা নামাইয়া আনিবার কালে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরিয়া সম্মুখে আসিতে পারে, তখন মস্তকের পুরোভাগ পশ্চাতে গিয়া পড়ে, তৎসঙ্গে যন্ত্রও ঘুরিয়া যায়। যন্ত্রের কুব্জতা ঘুরিয়া সম্মুখে আইসে এবং নুব্জতা পশ্চাতে গিয়া পড়ে এবং মাতৃ অংশে আঘাত লাগি-বার সম্ভাবনা। এই জন্য এইরূপ জ্রূণমস্তক নামিয়া আসিয়া আবর্ত্তন ক্রিয়া আরম্ভ হইবা-মাত্রই যন্ত্র বাহির করিয়া লওয়া উচিত। মস্তক আবর্ত্তিত হইবার পর কেবল স্বভাবের উদ্য-

সেই প্রসবকার্য্য সম্পাদন হইতে পারে, তাহা না হইলে যন্ত্র পুনঃ প্রবেশিত করিয়া প্রসব সমাপ্ত করিবে। যন্ত্র দ্বারা মস্তক আকৃষ্ট হইয়া মূলাধারে নামিয়া আসিলে প্রকৃতির উপর প্রসবের সমাপ্ত নির্ভর করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়াও যন্ত্র অন্তর্হিত করিবে না। অসুবিধা বুঝিলে যন্ত্রদ্বারাই প্রসব সম্পাদন করিবে। এই কালীন মূলাধার বিচ্ছিন্ন না হয় এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। বাহুযন্ত্রের কার্য্য একটী ফলক বা একটী ফাঁসের দ্বারা চলিতে পারে। স্থলবিশেষে তাহাদের ব্যবহার হইতে পারে।

যে স্থলে বস্তির প্রসর এত সংকীর্ণ যে, বাহুযন্ত্র অথবা বিবর্ত্তন দ্বারা ভ্রূণ বহিঃনিসারিত হইতে পারে না, তথায় ভ্রূণমস্তকের আয়তন কমাইয়া প্রসবকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। সাধারণতঃ যে স্থলে বস্তির সম্মুখ পশ্চাৎ ব্যাস ৩ ইঞ্চ হইতে ১½ দেড় ইঞ্চের কিছু বেশী, তথায় মস্তক বিদারণ করিয়া মস্তকের আয়তন কমান আবশ্যক। সম্মুখ পশ্চাৎ ব্যাসের এই পরিমাণের সহিত পার্শ্ব প্রসর অন্ততঃ ৩ ইঞ্চ হওয়া আবশ্যক। যে যে স্থলে ভ্রূণমস্তক বিদারণ করা আবশ্যক, সেই সকল নিম্নে লিখিত হইল।

নানা কারণবশত বস্তির সংকীর্ণতা, কোমল অপত্যপথের সঙ্কোচন ও দৃঢ়তা, জরায়ুগ্রীবার সাতিশয় কাঠিন্যতা, যোনির ক্ষতজনিত দৃঢ়তা, প্রাগবতরণে ভ্রূণমুখ চিবুক পশ্চাতস্থিত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, জরায়ুমধ্যে যমজ ভ্রূণ থাকিলে, সঙ্কটময় প্রসবে মৃত ভ্রূণকে সহজে বহিঃনিসারিত করিবার জন্য ভ্রূণমস্তক বিদারণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে। মস্তক বিদারণ করিয়া মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত করিলেও ভ্রূণমস্তক নিঃসারণে সুবিধা না হইলে মস্তকের অস্থি চূর্ণ করা আবশ্যক।

পার্শ্বপ্রাগবতরণে ভ্রূণ বস্তিগহ্বরে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে জরায়ু তাহার উপর দৃঢ়রূপে কুঞ্চিত হইয়া আসিলে যখন বিবর্ত্তনক্রিয়া দ্বারা প্রসব সম্পাদন করা অসম্ভব হয়, তখন মস্তক কর্ত্তন ও বক্ষ উদরাদি অন্তর্গত যন্ত্রাদির নিঃসারণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যে স্থলে বস্তির সম্মুখ পশ্চাৎ প্রাচীর ১½ দেড় ইঞ্চের বেশী নহে এবং তাহার সহিত পার্শ্ব প্রসরও সংকীর্ণ, সে স্থলে প্রসূতির উদর চিরিয়া ভ্রূণের নিষ্কাশন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সূতিকাবস্থা।

প্রসবান্তে মাতার দেহও অপত্যপথের সাধারণ অবস্থা যেরূপ থাকে, এবং ক্রমে স্বভাবতঃ সেই সকলের যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, সে বিষয়ে প্রসব-চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রসবান্তে প্রসূতি প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। প্রসব বিলম্বিত হইলে প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। শোণিতস্রাবও এই বলক্ষুণ্ণতার একটী প্রধান কারণ। দেহের সাধারণ দুর্ব্বলতার সহিত স্নায়বিক অবসন্নতা অল্প বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রসবান্তে নাড়ীর সংখ্যা কমিয়া যায়। জরায়ু কুঞ্চিত থাকিয়া সহসা বিস্ফারিত হইলে নাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠে। এ কারণ সূতিকাবস্থায় নাড়ির সংখ্যা সহসা বাড়িয়া উঠিলে এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর শিথিল ভাব দৃষ্ট হইলে শোণিতস্রাবের সম্ভাবনা বুঝা যায়। নাড়ীর ঘনতা বৃদ্ধির সহিত যদি শরীরের তাপ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নাড়ীর ঘনতা বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নাড়ীর ঘনতার তাপ স্বাভাবিক হইলে শোণিতস্রাব হইতেছে কি না অতি সতর্কতার সহিত তাহা নিরূপণ করিবে। স্নায়বিক কারণে নাড়ীর ঘনতার বৃদ্ধি হইলে তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, স্নায়বিক উত্তেজনা বিদূরণের সহিত নাড়ীর সংখ্যা কমিয়া আইসে।

প্রসবকালে শরীরতাপের কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি দেখা যায়। প্রসবের পরেও এই তাপ কয়েক

ঘণ্টা বৰ্দ্ধিত ভাবে থাকে এবং তাহার পর স্বাভাবিক হইয়া আইসে। প্রসবান্তে অনেক স্থলে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত বিকালে শরীরতাপ বৰ্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। এই তাপ জরায়বীয় পরিবর্ত্তন সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। অজীর্ণতা, মলরোধ এবং মানসিক উদ্বেগেও শরীরতাপের বৃদ্ধি হইতে পারে। দুগ্ধক্ষরণ আরম্ভকালে কিছু তাপ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে কিন্তু তাহা দুগ্ধনিঃসারণের সহিত কমিয়া গিয়া স্বাভাবিক হইয়া আইসে। উল্লিখিত কারণে অল্প তাপ বৃদ্ধি হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই, কিন্তু তাপ ক্রমাগত বৰ্দ্ধিত অবস্থায় থাকিলে বিশেষত অধিক তাপ হইলে আনুসঙ্গিক পীড়ার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রসূতি উত্তরবেদনায় অর্থাৎ ভেদাল ব্যাথায় ব্যথিত হইতে পারেন। জরায়ুর অভ্যন্তরে রক্তের চাপ থাকিলে তাহার উত্তেজনায় এই সঙ্কোচনজনিত বেদনার উৎপত্তি হয়, এবং রক্তের চাপ নিঃসারিত হইলে এই বেদনা দূরীভূত হয়। জরায়ুর অভ্যন্তরে পরিস্রবের অথবা তন্তুর অবশেষ থাকিলেও উত্তরবেদনা হইতে পারে। স্নায়বিক কারণেও উত্তরবেদনা হইতে পারে। এই বেদনা তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বেদনাকালে জরায়ুর সঙ্কোচন অনুভব করিতে পারা যায়, এবং এই বেদনার সহিত কোন প্রদাহিক লক্ষণ থাকে না। কারণ, বেদনার অবসানে জরায়ুর উপর চাপ দিলে কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না। উত্তরবেদনা প্রসূতির পক্ষে মঙ্গলকর। প্রথম প্রসবিনীদিগের এই বেদনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বহু প্রসবিনীরা অধিক প্রপীড়িতা হইয়া থাকে।

সসত্ব জরায়ুর প্রসবান্ত হ্রাস।—জরায়ুর সমস্ত আধেয় নিঃসৃত হইলে পর যখন ইহা দৃঢ়ভাবে আকুঞ্চিত হয়, তখন উহা নাভিস্থলের প্রায় এক ইঞ্চ নিম্নে আসিয়া পড়ে। পাঁচ ছয় দিবসের পরে জরায়ুর ঊর্দ্ধদেশ বস্তি সম্মুখ প্রাচীর সন্ধির প্রায় দুই আঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অনুভূত হয়। ১০। ১১ দিবসে ইহা এত খর্ব্বায়তন হইয়া পড়ে যে, উদরপ্রাচীরের উপর স্থলে স্থাপন করিলে ইহাকে আর অনুভব করিতে পারা যায় না। এই খর্ব্বায়তনের সহিত ইহার গুরুত্বের হ্রাস হয়। জরায়ুর আয়তনের হ্রাসের সহিত ইহার মুখের বিস্তার কমিয়া আইসে। প্রসবের এক সপ্তাহ পরে ইহার অন্তর্ম্মুখ পর্য্যন্ত একটীমাত্র অঙ্গুলি চালিত করিতে পারা যায়। জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন নিয়মিতরূপে হইলে এক সপ্তাহের পর ইহার অভ্যন্তরে অঙ্গুলি আদৌ প্রবেশিত করিতে পারা যায় না। জরায়ুর মুখ বিচ্ছিন্ন হইলে অথবা কোন কারণে জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন সম্যকরূপে সাধিত না হইলে অধিক দিবস পর্য্যন্ত জরায়ুর মুখের অভ্যন্তরে অঙ্গুলি চালিত হইতে পারে। এই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। জরায়ুর নিকাশ্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অধিকাংশ অপজনিত হইয়া জরায়ুর প্রসবান্ত নিঃস্রব সহিত নিঃসারিত হইলে ইহার অবশেষ হইতে অভিনব শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উৎপন্ন হয়। জরায়ু এইরূপ খর্ব্বায়তন হইয়া প্রায়ই দ্বিতীয় মাসের শেষে স্বীয় স্বাভাবিক আয়তন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রসবান্তে যোনি কিয়দ্দিবস শিথিল ও বিস্ফারিত থাকিয়া ক্রমে নিজ পূর্ব্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্ত হইয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আর তত পুরু ও ঘন ঘন স্তরে সজ্জিত থাকে না। এই সঙ্গে অপরাপর বাহ্যজননেন্দ্রিয় গুলির স্ফীত ও বিস্ফারিত ভাব অন্তর্হিত হয় এবং ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্ত হয়। নিম্নলিখিত কারণ গুলি জরায়ুর স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দেয়।

প্রসবান্তে অল্পদিনের মধ্যেই শয্যাত্যাগ, অথবা গৃহকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন, সন্তানকে স্তন্য দানে তাচ্ছল্য, কোন কারণে জরায়ুর স্থান-

চ্যুতি; অথবা ইহাতে প্রাদাহিক ভাবের উৎপত্তি।

জরায়ুর প্রসবান্ত নিঃস্রব।—এই নিঃস্রব সচরাচর ১০ দিন হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে ইহার সহিত জরায়ু তন্তুর অবশেষ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় এবং ইহা রক্তবর্ণ দেখায়। তৃতীয় দিবসের পর ইহার বর্ণ পাতলা হইয়া আইসে, সপ্তম ও অষ্টম দিবসে হরিৎবর্ণ ধারণ করে; তৎপরে ইহা শ্লেষ্মা পূঁযময় হইয়া পড়ে, ক্রমে ইহাতে পূয থাকে। ইহা শ্লেষ্মা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই নিঃস্রব যখন পাতলা ও সবুজ বর্ণ থাকে, তখন ইহাতে এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর বিচিত্র দুর্গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। জরায়ু-গ্রীবায় ক্ষত হইলে অথবা জরায়ুর স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তনে ব্যতিক্রম ঘটিলে এই নিঃস্রবের বর্ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া রক্তাভ থাকিয়া যায় এবং প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে পারে। কোন কোন প্রসূতিতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং অতি অল্প দিন থাকিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে জরায়ুর স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তনে কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। কোন কোন স্থলে নিঃস্রব ২।১ দিনের জন্য বন্ধ থাকিয়া আবার প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তে অপজনিত পদার্থের শোষণজনিত পীড়া সূতিকাবস্থায় উপস্থিত হইলে এই নিঃস্রব প্রায়ই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই নিঃস্রব অপ্রতিরুদ্ধ স্বকৃত নিঃসরণ প্রসূতির স্বাস্থ্য এবং জরায়ুর স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তনের প্রধান লক্ষণ।

প্রসবান্তে প্রসূতির দেহের নিঃস্রবণ প্রস্রবণ সমুদয় বর্দ্ধিত হইয়া শোণিতের নিষ্কাশ্য পদার্থ নিচয়কে নিঃসারিত করিতে থাকে। যথা—ত্বকের অধিক পরিমাণে কার্য্য হেতু প্রসূতির সর্ব্বদা স্বেদ নিঃসরণ হইয়া থাকে, প্রস্রাবেরও পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত অথবা মূত্রনালীর প্রদাহিক ভাব থাকাতে প্রস্রাব নিঃসরণে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। প্রসবান্তে কয়েক দিবসের জন্য প্রায় মলরোধ ঘটিতে দেখা যায়।

স্তন্য।—প্রসবান্তে অনেক স্থলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মাতার স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহাতে আরও বিলম্ব হইতে দেখা যায়; এই দুগ্ধ ক্ষরণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আর এক প্রকার দুগ্ধ বিদ্যমান থাকে; তাহা ঘন ও হরিদ্রাভ; প্রকৃত দুগ্ধ তরল ও নীলাভ শুভ্রবর্ণ। দুগ্ধ ক্ষরণ আরম্ভ কালে স্তনযুগল কঠিন, উষ্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে; নাড়ীর বেগ দ্রুত হয় এবং শরীরের তাপও কিছু বৃদ্ধি হইতে থাকে। দুগ্ধ সম্যক্‌রূপে নিঃসারিত হইতে থাকিলে এই সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হয়। উল্লিখিত স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ আদৌ সঞ্জাত হয় না, অথবা এত সামান্যরূপে হইয়া থাকে যে, তাহাতে প্রসূতির কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। সকল প্রসূতির দুগ্ধ সমান পরিমাণে নিঃসৃত হয় না। সূতিকাবস্থায় কোন তরুণ পীড়া উপস্থিত হইলে দুগ্ধ নিঃসরণ প্রায়ই কমিয়া আইসে, এমন কি সময় সময় বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে পীড়া অপগত হইলে দুগ্ধ পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতে পারে, কিন্তু কঠিন প্রকৃতির পীড়া হইলে বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে কচিৎ দুগ্ধের পুনরুদ্ভব হইতে দেখা যায়। স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও দুগ্ধ অল্প নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন কোন প্রসূতির দুগ্ধ অতিশয় অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে; এমন কি একবারে অধিক দুগ্ধ শিশুর মুখ মধ্যে যাওয়াতে তাহার গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয়; তাহাতে শিশু হাঁপাইয়া উঠিতে পারে; এরূপ দুগ্ধের জলিয়াংশ অধিক। কাহারও কাহারও দুগ্ধ প্রথমে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করে, তাহার পর আবার শীঘ্র কমিয়া যায়।

সূতিকাবস্থার চিকিৎসা প্রকরণ।

প্রসবান্তে প্রসূতিকে সর্ব্বতোভাবে শান্তি ভোগ করিতে দিলে এবং অতি সামান্য উত্তেজনা হইলেও তাহার বিদূরণ করা আবশ্যক। প্রসবের তৃতীয় ক্রম সমাপ্তির পর জরায়ু সম্যক্‌রূপে কুঞ্চিত হইলে পটবন্ধনী স্থাপন, বসন পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য সমাপন করিয়া প্রসূতিকে শয্যায় শায়িত করিলে তিনি প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়েন; তাহাতে প্রসবজনিত ক্লান্তি অনেক পরিমাণে বিদূরীত হয়। প্রসূতি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে শিশুকে যথানিয়মে ধৌত বা আচ্ছাদিত করিয়া স্তন্যপানার্থ তাহার নিকট স্থাপিত করা আবশ্যক। শিশু স্তন্য পান করিলে জরায়ুর সঙ্কোচনে সহায়তা হয় এবং দুগ্ধ ক্ষরণ শীঘ্র আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রসূতির দেহের সাধারণ দুর্ব্বলতা অধিক থাকিলে অল্প মাত্রায় অহিফেন বিধেয়, আবশ্যক বোধে অহিফেনের সহিত "আরগট"ও দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের প্রথম কয়েক দিবস প্রসূতিকে সম্পূর্ণ শায়িত অবস্থাতেই রাখা কর্ত্তব্য, প্রসবান্তে ক্রমাগত ৮।১০ দিন শায়িত থাকা কর্ত্তব্য। এই সময়ের পর উঠিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে সহসা জরায়ুর কোন প্রকার বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে না। দেহের অবস্থা পর পর উন্নতি হইতে থাকিলে প্রসূতি দশ পনর দিনে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে বসিতে আরম্ভ করিতে পারেন, তাহার পর তিনি অল্প অল্প চলিয়া বেড়াইতে পারেন। এক মাস অতিবাহিত হইলে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা অনেক পরিমাণে পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু ক্রমাগত ছয় সপ্তাহকাল, কখন কখন দুই মাস অতি সতর্কভাবে তাঁহার থাকা উচিত। সূতিকাবস্থায় দেহের সাধারণ অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, এই কারণ প্রসূতির নাড়ী, শরীর তাপ ও নিঃস্রবণ প্রস্রবণ প্রভৃতি অতি সাবধানে পরীক্ষা করিবে। পটবন্ধনী নিয়মিতরূপে বাঁধিয়া দিয়া প্রত্যহ একটু করিয়া আরও দৃঢ় করিয়া দিতে হয়। বন্ধনীর চাপ সর্ব্বত্র সমান ভাবে পড়া উচিত এবং তাহা এরূপ পরিমাণে দৃঢ় করিয়া দিবে যে, তাহাতে প্রসূতির কোনরূপে কষ্ট না হয়।

উত্তরবেদনা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে মঙ্গলকর। ইহা উৎকট না হইলে বন্ধ করা উচিত নহে; কারণ, শোণিতের জমাট প্রভৃতির নিঃস্রাব্য পদার্থ জরায়ুমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে বিযোজিত হইয়া নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতে পারে, এই জন্য সকল স্থলেই বন্ধ করা উচিত নহে। বেদনা উৎকট হইলে অহিফেনঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে, অত্যন্ত তীব্র ভাবে অনেকক্ষণ থাকিলে জরায়ুমধ্যে পরিস্রব ও তন্তর অবশেষ অথবা শোণিত জমাট অবরুদ্ধ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। প্রসবান্তে জরায়ু নিঃস্রব প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত না হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

পথ্য।—প্রসবান্তে প্রসূতির দেহ অল্প বা অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং পরিপাকশক্তিও তদনুসারে কমিয়া যায়, এই জন্য আহার্য্য দ্রব্য সুপাচ্য ও পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। এই সময় সকল প্রকার দুষ্পাচ্য ও উত্তেজক দ্রব্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রথম দুই তিন দিবস দুগ্ধসাগু, সুজির রুটী, মুগের দাইল, স্থলবিশেষে মাংসের কাথ ইত্যাদি লঘু পথ্য আহার করিতে দিবে। তৃতীয় দিবসে তাহার অন্ত্র পরিষ্কৃত হইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ আহার্য্য দ্রব্য সেবন করিতে পারেন। সাধারণতঃ তাঁহাকে উত্তেজক খাদ্য আদৌ আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

সদ্যপ্রসূত শিশুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই প্রায় শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, শ্বাসক্রিয়া সম্যক্‌রূপে না হইলে শিশু কখনই ক্রন্দন করিতে পারে না. শিশুর জীবনীশক্তি সম্যকরূপে বিকাশ না। পাইলে ইহা বহুক্ষণ মৃদুভাবে শ্বাস লইতে থাকে, ক্রন্দন করিবার ক্ষমতা থাকে না। কোন কোন স্থলে শিশু ভূমিষ্ট হইয়া নির্জীববৎ পতিত থাকে, ইহার কিছুমাত্র চেষ্টা ও চৈতন্য দেখা যায় না। ঐ কালীন ইহার মুখমণ্ডল হয় রক্তহীন অথবা শোণিতপূর্ণ নীলাভ বর্ণ ধারণ করে। শিশুর বর্ণহীনতা অবস্থা অতি সঙ্কটময়। শিশুর মুখমণ্ডল শোণিতপূর্ণ থাকিলে অনেক স্থলে শ্বাসরোধ ও শোণিত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম ইহার কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ স্থলে শ্বাসক্রিয়া সম্যক্‌রূপে বিকাশ পাইলে এই ভাব অপনীত হইবার অধিক সম্ভাবনা। শিশুর জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ না হইলে যাহাতে সে সহজে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে তদুপযোগী অবস্থায় স্থাপন করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে তাহার শ্বাসক্রিয়ার উত্তেজনার্থে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করিবে; এই উপায় নিস্ফল হইলে অচীরে শিশুর মুখে ফুৎকার দিবে, বক্ষে অথবা মুখমণ্ডলে শীতল জল সেচন করিবে। ত্বকের উপর ঘর্ষণ করিলে শ্বাসকার্য্য উত্তেজিত হইতে পারে, এই জন্য উত্তেজক দ্রব্যের মালিশ করিবে। বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠ বিশেষতঃ এই দুইটী স্থল বিশেষ করিয়া মালিশ করিবে। শিশুকে কবোষ্ণ জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল প্রক্ষেপ করিবে। অথবা শিশুর দেহ ঠাণ্ডা জলে নিমগ্ন করিয়া দিবে। এই উদ্দেশে তড়িৎ প্রয়োগও হইয়া থাকে। উক্ত চেষ্টা সকল নিস্ফল হইলে কৃত্রিম উপায় দ্বারা শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত করিবে। যে স্থলে ফুল নিঃসারিত হইবার পূর্ব্বেই কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য সমুৎপাদন করিতে হয়, তথায় নাভিরজ্জু আগে কাটা আবশ্যক। যে স্থলে শোণিত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম বশতঃ শিশুর মুখমণ্ডল শোণিতপূর্ণ নীলাভ বলিয়া বোধ হয়, তথায় নাড়ী বাঁধিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে অল্প পরিমাণে শোণিত নিঃসারিত করিয়া দেওয়া ভাল। শিশুর শ্বাসক্রিয়া উত্তেজিত করিবার সময় শিশুর মুখ হইতে নিঃস্রব পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শিশুর কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া অনেক উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটী উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

শিশুর মস্তক নিম্নে ও স্কন্ধদ্বয় উন্নত রাখিয়া তাহাকে উত্তানভাবে শয্যায় শায়িত করিবে। পরে চিকিৎসক দুই হাতে শিশুর দুইটী কনুই ধরিয়া তাহার মাথার দিকে তুলিবেন। তাহার পর শিশুর হস্তদ্বয় আবার নামাইয়া তদ্দ্বারা ইহার বক্ষের দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরিবেন। এক মিনিটের মধ্যে ১৫।১৬ বার এই প্রকার করিবেন। এই প্রক্রিয়া কোন স্থলে আদ ঘণ্টা তিন কোয়াটার, কোথাও বা এক ঘণ্টা কাল অবলম্বন করিবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড অতি মৃদুভাবেও সঙ্কুচিত হয়, ততক্ষণ এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবেন।

শিশুর গাত্র ধাবন ও সজ্জীকরণ।—শিশুকে কবোষ্ণ জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করা যাইতে পারে। স্নান করাইবার পর একটী বস্ত্রখণ্ড কাচি দ্বারা ছিদ্র করিয়া নাভির উপর দিবে; তদোপরি একটা কোমল কাপড়ের গদি রাখিবে, তাহার পর একটী বন্ধনী দ্বারা শিশুর উদরে বাঁধিয়া দিবে। যতদিন না নাভিরজ্জু আপনা হইতে খসিয়া যায়, ততদিন প্রত্যহ ঐরূপে সজ্জিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নাড়ী খসিয়া পড়িয়া গেলে, কোন ক্ষত অদ্ব-

স্তেজক তৈলে একটু তুলা ভিজাইয়া উহা ক্ষতের উপর রাখিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। নাভিরজ্জু বাঁধিবার পর ইহা হইতে শোণিতস্রাব হইতে পারে। প্রথম বন্ধনী শিথিল থাকিলে সেটি না খুলিয়া নাভির দিকে আর একটী বন্ধনী স্থাপন করা উচিত। শিশু ভূমিষ্ট হইবা মাত্র তাহাকে উপযুক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা আবশ্যক। শিশুর শরীর পরিষ্কার রাখিবার জন্য নিয়মিতরূপে স্নান করান আবশ্যক। স্নানের জন্য কবোষ্ণ জল ব্যবহার করাই বিধেয়। গ্রীষ্মকালে জল উত্তপ্ত করিয়া লইবার আবশ্যক নাই। শীতকালে জল কিয়ৎ পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। চারি পাঁচ মিনিটের অধিক শিশুকে জলশিক্ত রাখা উচিত নহে। তাহার পর তাহার গাত্র মুছাইয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্তন্যদান।—প্রসূতি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে শিশুকে যথানিয়মে ধৌত ও আচ্ছাদিত করিয়া স্তন্যপানার্থ তাহার পার্শ্বে স্থাপিত করা আবশ্যক। মাতার স্তন হইতে প্রথম প্রথম যে পীতাভ দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, তাহা বিরেচক ধর্ম্মান্বিত। ইহা পানে শিশুর অন্ত্রস্থিত গাঢ় হরিৎ তরল মল নিসৃত হইয়া থাকে। প্রসবান্তে ২।১ দিবসের মধ্যেই শিশু যদি স্তন্যপান করিতে পায়, তাহা হইলে অপর কোন বিরেচক আবশ্যক হয় না। বিরেচক দিতে হইলে এরণ্ড তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া আবশ্যক।

শিশুর আহার্য্য।—শিশুর শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য মিশ্র খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। মানবের দুগ্ধে বিবিধ বিধানে আর্য্য দ্রব্য যেরূপ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহাতে শিশুর শরীর পোষণ ও পুষ্টিসাধন সম্যকরূপে হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ পান করিলে শিশুকে প্রায় পৃথকরূপে জল খাওয়াইতে হয় না এবং দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে থাকিলে প্রথম কয়েক মাস অপর কোন আহার্য্য দ্রব্য আবশ্যক হয় না। কিন্তু মাতৃদুগ্ধের স্বল্পতা অথবা অপর কোন কারণ বশত শিশুকে অন্য দুগ্ধ খাওয়ান আবশ্যক হইয়া পড়ে। গাভী ও ছাগদুগ্ধ দিতে হইলে জল ও কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া অনেক পরিমাণে মাতার দুগ্ধসদৃশ করিয়া লইতে হয়। দুগ্ধ পাতলা করিবার জন্য খাঁটী দুগ্ধের সহিত তাহার একতৃতীয়াংশ জল মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। খাঁটি দুগ্ধ হইলে এই প্রকার মিশাইয়া লইবে; খাঁটী না হইলে তত জল আবশ্যক হয় না। দুগ্ধে আগে জল না মিশাইয়া খাওয়াইবার সময় কবোষ্ণ জল মিশান ভাল। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত জলের অংশ কমান উচিত। দুগ্ধে উৎকৃষ্ট প্রকারে শর্করা মিশ্রিত করা আবশ্যক। দুগ্ধ হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। যে সকল শিশুর মল অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাদের দুগ্ধে চিনি মিশাইবার বিশেষ আবশ্যক নাই। সারবত্তা সম্বন্ধে গর্দ্দভীর দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা হীন; অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা সহজে ইহা শিশুর পাকস্থলীতে পরিপাক পাইতে পারে। ইহাতে শর্করা ও লবণ অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া সময়ে সময়ে ইহা মৃদু বিরেচকের কার্য্য করিয়া থাকে এবং উদরাময় পীড়ার কারণ হইতে পারে। এই জন্য গর্দ্দভীর দুগ্ধ সকল স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যে সকল শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, এই দুগ্ধ সেবনে অনেক পরিমাণে তাহা বিদূরীত হইয়া থাকে। মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে, অথবা তাহা শিশুর পাকস্থলিতে পরিপাক না পাইলে, স্তন্যদায়িনী ধাত্রী নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। স্তন্যদায়িনী বলিষ্ঠা ও নিরোগা হওয়া কর্ত্তব্য; স্তন্যদায়িনীর ক্রোড়স্থ শিশুর অবস্থা দেখিয়া তাহার শরীর ও দুগ্ধের অবস্থা অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারা যায়। ক্রোড়স্থ শিশু হৃষ্টপুষ্ট ও নিরোগ

থাকিলে স্তন্যদায়িনীর দুগ্ধ ভাল হইবারই সম্ভাবনা। সেসকল স্ত্রীলোকের স্তন দেখিতে পিয়ারা ফলের মত এবং যাহার দুগ্ধনিঃসারক গ্রন্থি প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান, প্রায় তাহাদেরই দুগ্ধ প্রচুর ও অধিক দিন থাকে। স্তন্যদায়িনীর বয়ঃক্রম ২৫।৩০ হইলেই ভাল হয়। যে শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত হয়, তাহার বয়সের সহিত স্তন্যদায়িনীর শিশুর বয়স সমান হইলে বড়ই ভাল হয়। স্তন্যদায়িনীর আহার্য্য লঘু ও প্রচুর হওয়া আবশ্যক। ছাগীর অথবা গাভীর দুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট ছাগী অথবা গাভীরই দুগ্ধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। বাজারে দুগ্ধের সহিত সদ্যপ্রসূত গাভিদুগ্ধ মিশ্রিত থাকিতে পারে। সদ্যপ্রসূত গাভির দুগ্ধ বিরেচক, এজন্য শিশুকে এরূপ মিশ্র দুগ্ধ খাওয়াইলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। নবপ্রসূত শিশুর জন্য দুই তিন মাস প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করা উচিত। ছাগীর দুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে ইহাকে বাটীতে রাখিয়া নিয়মিতরূপে আহার দেওয়া আবশ্যক।

দুগ্ধ খাওয়াইবার নিয়ম।—প্রথম ২।১ দিবস যতক্ষণ না দুগ্ধ নিয়মমত ক্ষরিত হইতে আরম্ভ করে, মধ্যে মধ্যে প্রত্যহ ৩।৪ বার শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া আবশ্যক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে অন্য প্রকার দুগ্ধ অল্প অল্প পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক। প্রথম ২।১ দিবস আহার কম দেওয়াই ভাল; প্রথম ২।১ দিবস প্রসূতির স্তনে যে অল্প দুগ্ধ থাকে, তাহা খাওয়াইয়া মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে গাভি বা ছাগদুগ্ধ পান করাইয়া রাখা ভাল। প্রসূতির দুগ্ধ সম্যকরূপে নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হইলে শিশুকে নিয়মিতরূপে স্তন দেওয়া আবশ্যক। প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশুকে দুই ঘণ্টান্তর স্তন্যপান করাইলে হইতে পারে, পরে শিশু প্রায় ছয় সপ্তাহের হইলে গড়ে তিন ঘণ্টান্তর একবার করিয়া খাওয়ান উচিত। যে শিশু প্রথম হইতেই এককালে অধিক দুগ্ধ খাইতে পারে, তাহাকে অধিক সময়ান্তর খাওয়ান উচিত। দুগ্ধ পূর্ণভাবে যত অধিকক্ষণ অন্তর খাওয়ান হয়, ততই ভাল। একবারের আহার পরিপাক পাইবার পর কিয়ৎকালের জন্য পাকস্থলির বিশ্রাম আবশ্যক। একারণ পূর্ণ পরিমাণে অধিকক্ষণ অন্তর খাওয়ানই যুক্তিযুক্ত। আহারের পর শিশু কাঁদিলে অথবা অন্য কোন কষ্টের ভাব প্রকাশ করিলে তাহার কোনরূপ পীড়া আছে কি-না পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। শিশু কাঁদিলেই তাহাকে আহার দেওয়া তত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার ক্রন্দন ক্ষুধাজনিত কি না, তাহার খাইবার সময় হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয় ভালরূপ না জানিয়া খাইতে দেওয়া উচিত নহে, এরূপ না করিলে স্বধু যে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এরূপ নহে, ক্রমাগত স্তন্যদান করাতে মাতার বিশ্রামের বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে এবং শিশুর নিকট অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকাতে তিনিও পীড়িতা হইয়া পড়েন। শিশুর আহার পরিপাক পাইলে নিয়মিতরূপে তাহার মল নিঃসরণ হইয়া থাকে। সমস্ত দিবারাত্রি মধ্যে সুস্থ শিশুর ২।৩ বারের অধিক মল নিঃসৃত হয় না। মল নিঃসরণ অধিক হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। শিশুদিগের উদরাময় পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইলে আহার কমাইয়া দিলেই পীড়া অনেক স্থলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

আহারের পরিমাণ।—সাধারণতঃ নবপ্রসূত শিশুর দশছটাক দুগ্ধেই পুষ্টিসাধন হইতে পারে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে হয়। পাচনবল বেশী থাকিলে এবং আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক পাইলে অধিক খাওয়ান আবশ্যক। এজন্য সকল স্থলেই পচনবল ও দেহের পোষণের পরিমাণানুসারে আহার্য্যের পরিমাণ পরিমিত হইয়া থাকে। গাভীর অথবা ছাগীর

দুগ্ধ দিতে হইলে মাতৃদুগ্ধের তৃতীয়াংশ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ যে স্থলে মাতার দশ ছটাক দুগ্ধ শিশুর যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সে স্থলে গাভীর অথবা ছাগীর দুগ্ধ দিতে হইলে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক দেওয়া আবশ্যক। যে স্থলে ছাগীর অথবা গাভীর দুগ্ধ খাওয়াইয়াই শিশুকে রাখিতে হয়, প্রথম কয়েক দিবস প্রায় ছয় ছটাকের বেশী আবশ্যক হয় না। শিশু অকালে ভূমিষ্ট হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক কম খাওয়ান আবশ্যক। শিশুদিগকে সচরাচর চামচে কিম্বা ঝিনুকে দুগ্ধ খাওয়ান হয়। ঝিনুকে দুগ্ধ লইয়া নবপ্রসূত শিশুকে বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্রমে ক্রমে খাওয়াইতে হয়; ক্রমে শিশু একবারে অনেক খানি গিলিবার অভ্যাস হইলে, বেশী করিয়া দুগ্ধ দেওয়া যইতে পারে। সরু কাপড়ের মোটা পলিতা দ্বারা দুধ খাওয়াইবার প্রথা মন্দ নহে। পলিতাটী মোটা করিয়া দিলে এবং দুধের বাটী একটু উঁচুতে ধরিলে শিশুকে অধিক জোরে টানিয়া খাইতে হয় না, এবং বায়ু প্রবেশেরও সম্ভাবনা কমিয়া যায়। প্রথম ২।১ মাস এইরূপে খাওয়ান মন্দ নহে।

দুগ্ধ ক্ষরণের স্বল্পতা।—মাতার স্তনের দুগ্ধ অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইতে থাকিলে কোন কারণে দুগ্ধ ক্ষরণ কমিয়া গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশে মাতার স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা উচিত। মাতার কোন পীড়া থাকিলে যাহাতে শীঘ্র পীড়ার আরোগ্য হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রসূতির আহার্য্য বলকারক ও সুপাচ্য হওয়া আবশ্যক। শামুক, ঝিনুক, গুগলী, মাংস, দুগ্ধনিঃসারণে সহায়তা করে। দুগ্ধক্ষরণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এরণ্ডপত্র গরম করিয়া প্রলেপরূপে স্তনের উপর লাগান যাইতে পারে। এরণ্ড পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া স্তনে ঐ জলের সেক দিলেও হইতে পারে। এই উদ্দেশে কৃষ্ণজীরা ও কৃষ্ণ তিল প্রসূতিকে খাওয়ান যাইতে পারে।

দুগ্ধক্ষরণের আধিক্য।—কোন কোন প্রসূতির দুগ্ধ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এরূপ দুধ প্রায়ই পতলা। ইহার জলীয়াংশ অধিক, সারবত্তা নিতান্ত অল্প। কৃশাঙ্গি ও নিস্তেজ স্ত্রীলোকদিগের এরূপ প্রভূত দুগ্ধক্ষরণ হইতে দেখা যায়। সাতিশয় দুগ্ধক্ষরণে মাতা অথবা শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিলে দুগ্ধক্ষরণ বন্ধ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই প্রকার দুগ্ধের আধিক্যতা কমাইবার জন্য মসুর-দাউল বাটীয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপরূপে দিলে অতিরিক্ত দুগ্ধক্ষরণ কমিয়া যায়। স্তনে শোণিতপূর্ণতা অথবা প্রদাহিক ভাব বিদ্যমান থাকিলে, বিরেচক ঔষধি দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। দুগ্ধক্ষরণ যতক্ষণ না বন্ধ হইয়া আইসে, কোন কোন স্থলে ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ গালিয়া ফেলা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হইতে পারে। একটী বোতলের ভিতর গরম জল পূরিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া ফেলিয়াই বোতলের মুখ চুচুকের উপর সংস্থাপন করিলে কতক পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসারিত হইতে পারে।

শিশুদিগের দন্তোদ্গম হইবার পূর্ব্বে দুগ্ধই তাহাদিগের একমাত্র উপযোগী খাদ্য। কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত আহার্য্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই জন্য শিশু বড় হইলে তাহাকে একমাত্র দুগ্ধ খাওয়াইয়া দীর্ঘকাল রাখা উচিত নহে। ক্রমে অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। এরারুট, সাগু প্রভৃতি শ্বেত সারময় পদার্থ ভোজন করাইলে তাহাদের পাকস্থলিতে সহজেই পরিপাক পায়। কিন্তু দন্তোদ্গম হইবার পূর্ব্বে এই সকল খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পায় না। দন্তোদ্গম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত কোন শস্য চূর্ণ মিশাইতে হইলে যব চূর্ণ অথবা ময়দাই ভাল।

মাতৃস্তন্য ত্যাগ করান।—শিশুর ৫।৬ টী দাঁত বাহির হইলে সচরাচর শিশুর মাতৃস্তন্য ত্যাগ করান হয়। এই সময়ে তাহার শ্বেত সার প্রভৃতি অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে জন্মে। যে স্থলে মাতার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে থাকে, তজ্জন্য মাতার কিছু ক্ষতি হয়, বিশেষতঃ শিশু সেই সঙ্গে পীড়িত থাকিলে তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্তন্য দেওয়া যাইতে পারে। অনেক স্থলে শিশুর ৩।৪ মাস বয়স হইলেই মাতৃদুগ্ধের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ অন্য দুগ্ধ অল্প পরিমাণে দিতে হয়। অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করা শিশুর অভ্যাস পাইলে, মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার কালে শিশুর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দন্তোদ্গম কালে কোন কারণ বশত শিশুকে স্তন্য ছাড়াইবার আবশ্যক হইলে স্তন্যদায়িনী ধাত্রী না রাখিয়া একবারে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার পর যত দিন না শিশুর প্রথম দন্তোদ্গম সমাপ্ত হয়, তত দিন গাভী কিম্বা ছাগীর দুগ্ধই শিশুর প্রধান আহার্য্য হওয়া আবশ্যক।

সূতিকাজ্বর।

সূতিকাবস্থায় এই জ্বর হয় বলিয়া এই অবস্থায় জরায়ুর অথবা অপত্যপথের কোন অংশে বিয়োজনশীল পদার্থ শরীরে বিশোষিত হইয়া সচরাচর এই জ্বর উৎপাদন করে। ইহা বৈশেষিক পীড়ার অন্তর্গত নহে। এই জ্বরের কারণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—স্বদেহজ ও বহির্ভব। স্বদেহজ কারণগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

স্বদেহজ কারণ।—জরায়ুর অভ্যন্তরে অথবা প্রসবপথে রক্তের জমাট, পরিস্রব ও তন্তুর অবশেষ প্রভৃতি পদার্থের বিয়োজন হইয়া শরীরে বিশোষণ, জরায়ু মধ্যে পচনশীল ভ্রূণ আবদ্ধ থাকা, অথবা প্রসবান্ত জরায়ু অপত্যপথের নিস্রবের সম্যকরূপে নিঃসৃত না হওয়া, কোন স্থলে পূযময় ও বিয়োজিত হওয়া।

বহির্ভব কারণ।—ইহা নানাপ্রকার হইতে পারে; যথা—সংক্রামক বিষ কোন প্রকারে এক রোগিণীর দেহ হইতে আনীত হইয়া অন্য রোগীণিকে আক্রমন করিতে পারে। এইরূপে চিকিৎসক অথবা ধাত্রী অন্ত এই রোগীণীকে দেখিয়া ভালরূপে সংক্রামপহ দ্রব্য দ্বারা হস্ত পরিষ্কার না করিয়া অন্য প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে এই প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। এই রোগগ্রস্থ প্রসূতির ব্যবহৃত দ্রব্যে সুস্থ প্রসূতির এই রোগ হইতে পারে। শবচ্ছেদ গৃহ হইতে বিয়োজিত বিষাক্ত পদার্থ বায়ু অথবা অন্য কোন দ্রব্যের সংস্পর্শে সূতিকাগৃহে আনিত হইলে, এই প্রকার জ্বর উৎপাদিত হইতে পারে। সূতিকাগারের বায়ুও দূষিত হইয়া এই জ্বরের কারণ হইতে পারে। বসন্ত বিসর্প প্রভৃতি পীড়া দ্বারাও প্রসূতি সংক্রামিত হইয়া এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই সকলের সহিত অন্য কোন কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এই জ্বরের বিষ জরায়ুর পরিস্রবের স্থিতিস্থানের উন্মুক্ত রক্তনালী অথবা জরায়ু গ্রীবা ও যোনির ক্ষতস্থান দিয়া শরীরে বিশোষিত হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের কোনরূপে ক্ষতস্থল থাকিয়াও কোন কোন প্রসূতি এই বিষে আক্রান্ত হইতে পারেন। এইরূপে প্রসবের পূর্ব্বেও প্রসূতির এই জ্বর হইতে পারে। এই জ্বরে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন দেখা যায়; যথা,—জরায়ু ও যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হইয়া সেই সকল স্থানে অস্বাস্থ্যকর পূযময় পদার্থ উৎপত্তি হয়। জরায়ুর পূর্ণ প্রদাহ অথবা জরায়ু যে সমস্ত তন্তুধারা আচ্ছাদিত, তাহাদের প্রদাহ এবং সেই তন্তুর বিস্তারিত প্রদাহ হইতে পারে। উদরগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহও দেখিতে

পাওয়া যায়। লোসিকা গ্রন্থিগণও প্রদাহিত হইতে পারে, আভ্যন্তরীক যন্ত্রেও প্রদাহ, রক্ত-পূর্ণতা, রক্ত স্খলন এবং পূযোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—সচরাচর প্রসবের ২.৩ দিবস পরে জ্বরের লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। প্রসবের পূর্ব্বে অথবা প্রসবকালে রোগিণী বিষীকৃত হইলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে পারে। প্রসবের পর ৫।৬ দিন গত হইলে এই জ্বরাক্রমণের সম্ভাবন অনেক কম হয়। পীড়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অনেক স্থলে কতকগুলি লক্ষণের উদয় হয়; যথা—অবসন্নতা,ক্ষুদামান্দ ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ উদয় না হইয়া একবারেই এই রোগ প্রকাশও উপস্থিত হইতে পারে। পীড়া প্রকাশের প্রারম্ভে সচরাচর প্রসূতির শীতবোধ বা কম্পন হইতে পারে। শৈত্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন তাহার পূর্ব্ব হইতেও শারীর তাপ ও নাড়ীর ঘনতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে।

পীড়া কঠোর প্রকৃতির হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৪০ বা ততোধিক হইতে পারে। এবং ইহা থর্ব্বায়তনও নমনীয় হইয়া পড়ে। এই জ্বরে শারীরতাপ স্বল্প বিরামভাব অবলম্বন করে। জ্বর সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে কমিয়া আইসে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিরাম প্রাপ্ত হয় না। তাপের হ্রাসবৃদ্ধি সকল সময়েই হইতে পারে। কোন কোন স্থলে দিবা রাত্রি মধ্যে তাপের উত্থান ও পতন হইয়া থাকে; তাপের উত্থান ও পতন পীড়া নির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করে। দুরূহ প্রকৃতির পীড়া হইলে অত্যন্ত তাপের বৃদ্ধি হয়। পূঁযশোষণ জনিত লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, যথা—কম্পন। ইহার সহিত শারীর তাপ সহসা অধিক বাড়িয়া উঠে এবং কম্পনের অপগমে অল্প সময়ের মধ্যে কমিয়া আইসে। পীড়া কঠিন প্রকৃতির হইলে তাপ না কমিয়া সমভাবে থাকিবার সম্ভাবনা এবং তাহার সহিত অন্যান্য দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারে। কখন কখন পীড়ার উপশম না হইয়াই তাপ কমিয়া স্বাভাবিক অপেক্ষাও কম হইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার হইলে প্রসূতি প্রায় উদ্ধার পান না। শরীর তাপবৃদ্ধির সহিত দেহের সাধারণ দৌর্ব্বল্যসূচক অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, এবং চক্ষু কোটরমগ্ন হইয়া পড়ে,মুখমণ্ডলে উৎকট উদ্বেগ-সূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। পীড়া সামান্য প্রকৃতির হইলে এ সমস্ত লক্ষণের আধিক্য দেখা যায় না, কিন্তু পীড়ার দুর্ব্বলকর ভাব সকল প্রসূতিতেই বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে শারীর তাপের বিশেষ হ্রাস দেখা যায় না এবং প্রসূতির কষ্টেরও লাঘব হয় না। এই রোগে প্রসূতির জ্ঞান অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। শারীরতাপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে কখন কখন প্রলাপ দেখা যায়, কিন্তু জ্বর কমিয়া আসিলে মস্তিষ্কের বিকারলক্ষণ অন্তর্হৃত হইয়া থাকে। জিহ্বা লেপযুক্ত হইয়া পড়ে; লেপ প্রথমে সাদা থাকে, পীড়ার বৃদ্ধিতে তাহা কৃষ্ণাভ হয় এবং জিহ্বার আর্দ্রতাও কমিয়া যায়। জিহ্বা বাহির করিলে ইহার কম্পন দৃষ্ট হয়; উদরাময় ও বমনে প্রসূতিকে পীড়িত হইতে দেখা যায়, মুখ হইতে শ্লেষ্মা ও বিকৃত শোণিত নির্গত হইতে পারে; শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, পীড়া প্রকাশ পাইলে প্রসবান্তে নিস্রবণ কমিয়া যায়, এবং কখন কখন সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে। পীড়া স্বদেহজ কারণজনিত হইলে, এই নিস্রবণে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এবং ইহার এই সকল পরি-বর্ত্তনের সহিত দুগ্ধক্ষরণ কমিয়া আইসে অথবা একবার বন্ধ হয়। এই পীড়ার সহিত জরায়ুর প্রদাহ থাকিলে এই যন্ত্রে বেদনা অনুভূত হয়, বেদনা সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে, এবং জরায়ুর আয়তনও বাড়িয়া উঠে। বস্তিগহ্বরে সংযোজক তন্তুর প্রদাহ থাকিলে জরায়ু সন্নিক-

টস্থ অংশ সমুদয়ে বেদনা ও স্ফীত ভাব অনুভূত হয়; ক্রমে প্রদাহিত স্থল পূযময় হইয়া পড়িলে স্ফীত ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অনুভব দ্বারা পূয বুঝিতে পারা যায়। উদর-গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ বিদ্যমান থাকিতে পারে; এই বেদনা গভীরস্থিত নহে, কিন্তু বেদনা অতিশয় তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই বেদনা এত তীব্র হইয়া থাকে যে, উদরপ্রাচীরের উপর সামান্য সংস্পর্শে প্রসূতি চমকিয়া উঠেন। প্রসূতি উত্তানভাবে হাঁটু গুটাইয়া থাকে। যে স্থলে এই প্রদাহ অধিক পরিমাণে থাকিয়াও বেদনার লক্ষণ অধিক না থাকে, সে স্থলে স্নায়বিক অবসাদ প্রায়ই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই প্রদাহ থাকিলে নাড়ী কঠিন ও ক্ষীণাকৃতি হয়।

সূতিকাবস্থায় বিষমজ্বরের উদয় হইতে পারে। সূতিকাবস্থায় এই প্রকার জ্বর হইলে হঠাৎ ইহাকে সূতিকাজ্বর বলিয়া ভুল হইতে পারে। সময়ে এই পীড়া এককালে বিদ্যমান থাকিতে পারে। এইরূপ দ্বৈত প্রকৃতির হইলে রোগ নির্ণয় আরও কঠিন হইয়া পড়ে। বিষম-জ্বর চিকিৎসায় যদ্যপি লক্ষণের উপশম দেখা যায়, তাহা হইলে পীড়াসম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

চিকিৎসা।—ইহার চিকিৎসা দ্বিবিধ; নিবারক এবং আরোগ্যসাধক। যে সকল কারণ পীড়ার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সাধনের সহায়তা করে, তৎসমুদয় দূরীকরণকে নিবারক চিকিৎসা বলা যায়; এবং পীড়া উৎপন্ন হইলে তাহার প্রকৃতি অনুসারে বিদূরণোপযোগী ঔষধাদি প্রয়োগ ও স্বাস্থ্যকর উপায় অবলম্বনকে আরোগ্যসাধক চিকিৎসা বলা যায়।

নিবারক চিকিৎসা।—পীড়া নিবারণ করিতে হইলে যাহাতে ইহা উৎপাদিত হইতে না পারে এবং উৎপাদিত হইলে যাহাতে ইহা অন্য প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে না পারে, তদু-পযোগী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক. উল্লিখিত অভিপ্রায়গুলি সাধনার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রসবান্তে জরায়ুর অভ্যন্তরে পরিস্রব ও তন্তুর অবশেষ নিঃসারিত করিবার চেষ্টা করিবে। অপত্যপথে প্রসবজনিত ক্ষত থাকিলে সংক্রামপহ দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিবে। প্রসবান্ত নিস্রব জরায়ুগহ্বরে আবদ্ধ থাকিলে তাহা নিঃসরণে সহায়তা করিবে। প্রসূতির শৌচাচার এবং তাহার বাসগৃহ ও পরিবেষ্টক পদার্থের স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে; যথা,—চিকিৎসক ধাত্রী সংক্রামনাশক পদার্থ দ্বারা হস্ত পরিষ্কার না করিয়া প্রসূতির জননেন্দ্রিয় স্পর্শ না করেন। সংক্রামনাশক পদার্থ দ্বারা জননেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া দিবেন, প্রসূতির নিকট হইতে দূষিত বস্ত্র ও সংক্রামক কারণ অন্তহৃত করিবে। পরিস্রব ও তন্তু সকল নির্গত হইবামাত্র বিদূরীত করিয়া দিবে। এই রোগাক্রান্ত প্রসূতির নিকট হইতে অন্য প্রসূতিকে অন্তরে রাখিবে।

আরোগ্যসাধক চিকিৎসা।—জরায়ুগহ্বরে রক্তের জমাট, পরিস্রব ও তন্তুগণের অবশেষ প্রভৃতি বিয়োজনশীল পদার্থ থাকিলে তাহা সংক্রামনাশক ঔষধের দ্বারা ধুইয়া দিবে। জরায়ুগহ্বর ধুইবারকালে ঔষধি অভ্যন্তরে চালিত হইয়া যাহাতে বাহির হইতে পারে, পিচকারী দ্বারা এইরূপে তাহা নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। জরায়ুগহ্বরে বিয়োজনশীল পদার্থ না থাকিলেও ধুইয়া দিবে। প্রসবান্তে নিস্রব যাহাতে নিয়মিতরূপে বহির্নিঃসৃত হইতে পারে, এজন্য উদরের নিম্ন প্রদেশে আর্দ্র সেক ও প্রলেপ দিবে। অপত্যপথে কোন স্থলে ক্ষত থাকিলে সংক্রামাপহ ধাবন দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া দিবে। দেহের বিষ নিষ্কাষণ করিবার নিমিত্ত প্রসূতিকে পরিষ্কৃত ও শুষ্ক গৃহে রক্ষা করা আবশ্যক। গৃহমধ্যে বায়ু যাহাতে অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি

রাখিবে, এবং প্রসূতিকে উপযুক্তরূপে বসনাবৃত রাখিবে।

পথ্য।—এই পীড়া অত্যন্ত দুর্ব্বলকর, এই জন্য রোগাক্রমণের প্রারম্ভকাল হইতে প্রসূতি যাহাতে অধিক দুর্ব্বল না হন, সে জন্য তাঁহাকে লঘু ও পুষ্টিকর আহার্য্য এবং বলকারক ঔষধ খাওয়ান একান্ত কর্ত্তব্য। আহারে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি না থাকিলেও উপযুক্ত পথ্য তাঁহার গলাধকরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিপাকশক্তির পরিমাণানুসারে আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আহার ঘন ঘন দিবে না। দুগ্ধই প্রসূতির প্রধান আহার্য্য হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক বোধে দুগ্ধের সহিত চূনের জল মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাংসের কাথ ও ডিম্বের হরিদ্রাংশ লঘু ও বলকারক আহার্য্যরূপে কার্য্য করিতে থাকে। দুগ্ধের সহিত সাগু, এরারুট, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসার মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং সুরা আসবাদিও আবশ্যক হইলে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রসূতি বমন ও উদরাময়ে কষ্ট পাইতে পারেন। বমন ও উদরাময় অল্প পরিমাণে হইলে তাহা বন্ধ করা উচিত নহে, কিন্তু অধিক পরিমাণে হইলে সঙ্কোচক ও স্থানিক অবসাদক ঔষধাদির দ্বারা বমন ও উদরাময় প্রশমিত করিবে। অন্ত্রমণ্ডল মলপূর্ণ থাকিলে পীড়া প্রকাশ পাইবামাত্র মৃদু বিরেচকের দ্বারা মল নিঃসারিত করিয়া দিবে। এই উদ্দেশে এরণ্ড তৈল দেওয়া যাইতে পারে। মল নিম্ন অন্ত্রে বদ্ধ থাকিলে পিচকারী দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। শারীর তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে সময় সময় শৈত্য প্রয়োগে প্রসূতি বিপন্ন অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। প্রসূতির তাপজনিত শিরঃপীড়া হইলে, মস্তকে বরফের থলি প্রয়োগ করিবে। শারীর তাপ অধিক উচ্চ না হইলে শৈত্যপ্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। উপসর্গ থাকিলে তাহার বিদূরণ ও প্রসমনের উপায় অবলম্বন করিবে। জরায়ুর প্রদাহ বা বস্তিগহ্বরের সংযোজক তন্তুর প্রদাহ থাকিলে আর্দ্র সেক অথবা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অহিফেনঘটিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে, আধ্মান থাকিলে টারপিন তৈলের সেক দিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। উদরগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ থাকিলে টারর্পিণ তৈলের স্বেদ দিবে। প্রসূতির যাতনা নিবারনার্থ অহিফেনঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। পীড়া পুরাতন হইয়া পড়িলে অথবা অন্য কোন উপসর্গ হইলে সাধারণ নিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে।

সূতিকা ক্ষেপ।

গর্ভ, প্রসব অথবা সূতিকাবস্থায় মৃগীর আক্ষেপের ন্যায় এক প্রকার আক্ষেপ হইয়া থাকে। এই রোগের লক্ষণ মৃগীর লক্ষণের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ, উদ্ভব, অবসান ও ভাবী ফল প্রভৃতি মৃগীরোগ হইতে বিশেষ পৃথক। গর্ভকালে অণ্ডনালীক পীড়ার সহিত অনেক স্থলে এই আক্ষেপ হইতে দেখা যায়। মূত্রগ্রন্থি দ্বারা যে সকল পদার্থ নিষ্কাষিত হয়, শোণিতে তৎসমুদয় অনেক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলে এই পীড়া হইতে দেখা যায়। এই পীড়ার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে প্রস্রাবের নিস্রাব্য শোণিতে সঞ্চয় হইলে যেরূপ লক্ষণ দেখা যায়, তাহার সহিত ঐক্য হয়। অণ্ডনালীক পীড়া থাকিলেও নানা স্থলে এই রোগ উপস্থিত হয়; সে সকল স্থলে সম্ভবত এই পীড়া মস্তিষ্কের রক্তহীনতা প্রযুক্ত উদ্ভূত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণাবলির মধ্যে শিরঃপীড়াই সর্ব্বপ্রধান। কোন কোন স্থলে ইহা গর্ভিণীকে অতিশয় কষ্ট দেয়, কোন স্থলে কেবল মাথাব্যাথা অথবা মাথাঘোরা ভাব

থাকিতে পারে। এই সকলের সহিত তাহার দৃষ্টিশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। অক্ষি-পুটের ত্বকে, বাহুতে ও চরণেও শোথ দৃষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় বিশেষত ইহার শেষ ভাগে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে দেহের অবস্থা ভালরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। এরূপ স্থলে প্রস্রাবে অণ্ডলাল থাকিলে সাতিশয় ভয়ের কারণ বুঝা উচিত। কোন স্থলে পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া অকস্মাৎ আক্ষেপ হইতে দেখা যায়। এই আক্ষেপ অনেকটা মৃগীর আক্ষেপের ন্যায়। ইহাতে সমস্ত দেহের পেশী-মণ্ডল সঙ্কুচিত হইতে থাকে। মুখমণ্ডলের পেশী সমুদয় এরূপ সজোরে ঘন ঘন কুঞ্চিত হয় যে, মুখ বিকৃত হইয়া পড়ে। অক্ষিযুগল উর্দ্ধে ধাবিত ও অক্ষিপুট অর্দ্ধোন্মুক্ত, তন্মধ্যে চক্ষের কেবল শ্বেতাংশ দৃষ্ট হয়। রোগীণী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকেন, জিহ্বা দন্তমধ্যে পতিত হইয়া দংশিত হইয়া পড়ে, মুখগহ্বর হইতে সফেণ লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। জিহ্বা অথবা দন্তমূল বিক্ষত হইলে লালার সহিত শোণিত মিশ্রিত দেখা যায়। এই আক্ষেপকালে রোগিণীর মলমূত্র নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। পেশীদিগের আক্ষেপ, পর্য্যায়, ক্রম প্রকৃতির অথবা নিরবচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন হইতে পারে। পেশীর আক্ষেপ নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতির হইলে সাতিশয় বিপদজনক। রোগা-ক্রমণের প্রারম্ভকালে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ ও ম্লান বলিয়া বোধ হয়, পরে তাহা অতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া গাঢ় ধূম্র, এমন কি নীলাভ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় দেশস্থ ধমনীর উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিলে তাহার সজোর উল্লম্ফন স্পষ্ট অনুভূত হয়। রোগিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাসকার্য্য অতি কষ্টে সাধিত হইয়া থাকে। আক্ষেপ সময় রোগিণী চেতনাভ্রষ্টা ও অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু এ অবস্থা প্রায় অধিকক্ষণ থাকে না। কচিৎ ইহা ৩।৪ মিনিটের অধিক থাকিতে দেখা যায়। অনেক স্থলে ইহারও কম হইতে পারে। আক্ষেপের অবসানে রোগিণী অল্প বা অধিক পরিমাণে চেতনা পুনর্লাভ করেন, কিন্তু আক্ষে-পের সময় তাঁহার কি হইয়াছিল, তাহা আদৌ স্মরণ থাকে না। পীড়া সামান্য প্রকৃতির হইলে একবার হইয়া সারিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ ভাব অতি বিরল। অনেক স্থলে একটী আক্ষেপের পর আবার আক্ষেপ হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে একবার আক্ষেপ হইয়া অনেক ক্ষণ পরে আক্ষেপ হইয়া থাকে। অল্প সময়ান্তর বারবার আক্ষেপ হইলে আক্ষেপের অন্তকালে রোগিণীর প্রায়ই পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হয় না। আক্ষেপ ঘন ঘন হইলে রোগিণী আক্রমণকালে অথবা অল্প সময়ের মধ্যে অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। কোন কোন স্থলে রোগিণী অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিন চারিটী এই রোগ-গ্রস্তা রোগিণীর মধ্যে প্রায়ই একটীর মৃত্যু হইয়া থাকে। ভ্রূণেরও শোণিত সংশোধন ও পোষণের ব্যতিক্রম হওয়াতে অনেক স্থলে ইহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।— দেহের নিস্রবণ প্রস্রবণ সমুদয়ের পরিবর্দ্ধন ও উৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক। মূত্রগ্রন্থিতে শোণিতাধিক্য থাকিলে তাহার প্রশমনোপযোগী উপায় অবলম্বন করিবে। অন্ত্রমণ্ডলের মল যাহাতে নিয়মিতরূপে বহির্নিসারিত হয়, সেই উপায় অবলম্বন করিবে। নিঃসারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্নুদ্দীপক মূত্র নিঃসারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধই এ রোগের প্রধান পথ্য। দুগ্ধ অধিক পরিমাণে খাওয়াইতে হইলে তাহার ঘৃতাংশ কিয়ৎ পরিমাণে তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। এজন্য মাখনতোলা দুগ্ধ এরূপ রোগে উপযুক্ত পথ্য। আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারণোপ-

যোগী উপায় অবলম্বন করিবে এবং আক্ষেপকালীন যাহাতে দেহে কোনরূপ অঘাত না লাগে, সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগিণীর বক্ষঃস্থল ও গলদেশের পরিচ্ছদাদি দৃঢ় থাকিলে তাহা শিথিল অথবা খুলিয়া দেওয়া উচিত। আক্ষেপকালীন হস্তপদাদি জোর করিয়া ধরিবে না। যাহাতে তাহারা আঘাতিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইবে। উভয় দন্ত পুঁক্তির মধ্যস্থলে এক খানি চামচ কাপড়ে জড়াইয়া এই স্থলে দিবে। স্নায়বিক অবসাদক এবং আক্ষেপনিবারক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ হইলে কৃত্রিম উপায়ে প্রসব আনয়ন না করিয়া তাহাকে নিজে নিঃবারিত হইতে দেওয়াই ভাল। তবে যে স্থলে ভ্রূণ মস্তকের চাপে আক্ষেপ উদ্ভূত বা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তথায় সত্বরে যান্ত্রযন্ত্র প্রয়োগ এবং আবশ্যক হইলে মস্তক বিদারণ করিয়াও প্রসবকার্য্য সত্বর সম্পাদিত করা বিধেয়।

সূতিকোন্মাদ।

গর্ভাধানের প্রারম্ভকাল হইতে স্তন্যদানের শেষকাল পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে রোগীণীকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। সচরাচর এ অবস্থায় তিন প্রকার ক্ষিপ্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—গর্ভকালীন, দ্বিতীয়—সূতিকাকালীন, তৃতীয়—স্তন্যদানকালীন। এই সকলের মধ্যে গর্ভকালীন ক্ষিপ্ততা অতি কম। সূতিকাকালীন ক্ষিপ্ততা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং স্তন্যদানকালীন ক্ষিপ্ততা সূতিকাকালীন ক্ষিপ্ততা অপেক্ষা কম।

কারণ।—বহুপ্রসবিনীদিগের অপেক্ষা প্রথম প্রসবিনী অধিক আক্রান্তা হন; বয়স্থা প্রথম প্রসবিনীদিগের এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলে ভাবী প্রসবের আশঙ্কা, উদ্বেগ এই পীড়ার কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। পিতা মাতার ক্ষিপ্ততা থাকিলে অনেক স্থলে তাহা পীড়ার পূর্ব্বপ্রবর্ত্তক কারণ হইতে পারে। মানসিক উদ্বেগ, দুঃসম্বাদ শ্রবণ, দুশ্চিন্তা, উপযুক্ত পোষণাভাবে শারীরিক দৌর্ব্বল্য, শোণিতস্রাব, অণ্ডনালীক পীড়া এই রোগের উত্তেজক কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। বিধবা বা অনূঢ়া রমণীর গর্ভ সঞ্চার হইলে লজ্জা ও অপমানভয়ে তাঁহারা ক্ষিপ্তা হইতে পারেন।

লক্ষণ।—গর্ভকালীন ক্ষিপ্ততা প্রায়ই গর্ভের তৃতীয় সপ্তম মাসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া প্রায়ই বিষাদ বায়ুপ্রকৃতি ধারণ করে। এই প্রকৃতির উন্মাদে গর্ভিণী সচরাচর অলীক ধর্ম্মচিন্তার বশবর্ত্তিনী হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। গর্ভকালীন ক্ষিপ্ততা প্রায়ই প্রসবান্তে আরোগ্য হইয়া থাকে। সূতিকাবস্থায় উন্মাদ হইলে তীব্র প্রকৃতি ধারণ করে। অনেক স্থলে তাহা প্রসবের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তীব্র প্রকৃতির উন্মাদে প্রসূতি অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়েন। স্তন্যদানের সময় উন্মাদ পীড়া হইলে তাহা প্রায়ই বিষাদ বায়ু প্রকৃতির হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দুগ্ধ ক্ষরণ এবং প্রসবান্তে জরায়ু নিস্রব একবারে বন্ধ হইয়া পড়ে। সূতিকোন্মাদে রোগিণীর মৃত্যু অতি বিরল; অধিকাংশ রোগিণীই আরগ্যলাভ করেন। পীড়া তীব্র প্রকৃতির হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সারিতে পারে। বিষাদ বায়ু প্রকৃতির হইলে আরোগ্য হইতে অধিক সময় লাগে। কোন কোন পীড়া চিরজীবনের জন্য থাকিয়া যায়, অথবা কোন কোন রোগিণী অনেক দিবস ভুগিয়া চিত্তবিভ্রম হইয়া পড়েন। প্রসবকালে সময়ে সময়ে ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহাতে রোগিণী উন্মত্তা হইয়া নিজের বা সন্তানের অনিষ্ট করিতে পারেন। প্রসবের দ্বিতীয় ক্রমের শেষভাগে এইরূপ ঘটনা সচ-

রাচর ঘটিয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে এই অবস্থা প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোগিণীকে নিস্তব্ধ ও বিশুষ্ক গৃহে রাখা আবশ্যক। প্রসূতি যে সকল ব্যক্তিকে বা যে সকল দ্রব্য দেখিতে ভাল বাসেন না, সেই গৃহ হইতে সেই সমুদয় অন্তর করা আবশ্যক। রোগিণীর নিকট বিরক্তিকর বিষয় কথোপকথন করা উচিত নহে। সুবিধা হইলে একজন সুদক্ষ পরিচারিকা নিযুক্ত করা আবশ্যক। পীড়া পুরাতন প্রকৃতির হইলে অথবা বাটীতে চিকিৎসার সুবিধা না থাকিলে, বাতুলাশ্রয়ে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই সকল উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর শৌচাচার, আহার ও নিদ্রার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরিপাকশক্তির পরিমাণানুসারে উপযুক্তরূপে পুষ্টিকর অমুত্তেজক মদ্য প্রদান করিবে। রোগিণী ভোজন করিতে নিতান্ত অসম্মতা হইলে তাহার নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত একটি নল চালিত করিবে এবং তাহার মধ্য দিয়া তরল পোষণ দ্রব্য ঢালিয়া দিবে।

নিদ্রাকারক ঔষধ বিশেষ আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে অহিফেন উপযুক্ত ঔষধ নহে। মৃদু বিরেচকের দ্বারা রোগিণীর অন্ত্র পরিষ্কৃত রাখিবে। নিদ্রা আনয়নের নিমিত্ত উষ্ণ স্নান ও আর্দ্র বসন দ্বারা রোগিণীকে আচ্ছাদিত করা যাইতে পারে।

বস্তির সংযোজক ও স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ।

জরায়ু ও অপত্যপথের আঘাত লাগিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে প্রদাহ হইলে সেই প্রদাহ বিস্তারিত হইয়া এই সকল পীড়া উদ্ভূত হইতে পারে। সংযোজক তন্তুর প্রদাহ অধিক পরিমাণে থাকিলে, তাহার সহিত প্রায়ই স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ থাকিতে দেখা যায়; এই জন্য এই দুইটি পীড়া এক সঙ্গে বর্ণিত হইয়া থাকে। পীড়া দুরূহ প্রকৃতির হইলে জরায়ু যোনি প্রশস্ত বন্ধনী এবং বস্তিগহ্বরস্থিত অন্যান্য তন্তু সমুদয়ে প্রদাহিক অবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হইতে পারে; কিন্তু তাহা না হইয়া অনেক স্থলে কোন একটি অংশ মাত্র প্রকাশ পায়। পীড়া এক স্থলে হইলে নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিশেষতঃ সূতিকাবস্থায় সহজে বিস্তারিত হইবার সাতিশয় সম্ভাবনা। স্নৈহিত ঝিল্লির প্রদাহ হইলে বস্তিস্থিত সমগ্র স্নৈহিক ঝিল্লিতে কিম্বা তাহার কোন অংশে প্রদাহ হইতে পারে। বিয়োজিত পদার্থ শোণিতে শোষিত হইয়া যে সূতিকাজ্বর হয়, সেই রোগে এই সকল স্থলের প্রদাহ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—রোগাক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে শৈত্যবোধ বা কম্প হইয়া থাকে। তৎকালে উদরের নিম্নাংশে প্রায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে বেদনা অনুভূত হয়। সংযোগতন্তুর প্রদাহ হইলে জরায়ুর নিকটস্থ অংশ সমুদয়ে এই বেদনার সহিত স্ফীতভাব দেখা যায়। বেদনা প্রায় অতি তীব্রভাবে প্রকাশ পায় না এবং বেদনা গভীরস্থিত বলিয়া অনুভূত হয়। স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ থাকিলে বেদনা প্রায়ই তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। এই বেদনা গভীরস্থিত নহে; এই বেদনা সময়ে সময়ে অতি তীব্র হইয়া থাকে। উদরপ্রাচীরের উপর কোন দ্রব্যের সামান্য সংস্পর্শেই রোগিণী চমকিয়া উঠেন। স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ হইলে প্রসূতি উত্তানভাবে হাঁটু গুটাইয়া শুইয়া থাকেন। সংযোজক তন্তুর প্রদাহের সহিত স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ আদৌ না থাকিলে অথবা অতি অল্প পরিমাণে থাকিলে বেদনা অধিক অনুভূত হয় না। কোন কোন স্থলে বেদনা পর্য্যায়ান্বিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণের সহিত অন্য থাকে। শারীর তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে।

নাড়ীর ঘনতার বৃদ্ধি পায়, প্রদাহ প্রযুক্ত মল-মূত্র ত্যাগের ব্যাঘাত জন্মে। বিবমিষা ও বমন থাকিতে পারে। এই দুইটী উপসর্গ থাকিলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহের অস্তিত্ব নিরূপণ করে। কোন কোন স্থলে পীড়ার বাহ্য লক্ষণ অধিক থাকে না। কিন্তু সতর্কভাবে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রদাহজনিত পদার্থনিচয় বস্তিগহ্বরে বিদ্যমান রহিয়াছে। অভ্যন্তরীন পরীক্ষায় যোনি স্ফীত ও উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে দৃঢ় বা স্ফীত হয়। জরায়ুর সম্মুখ পশ্চাৎ অথবা এক পার্শ্বে এই সকল অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিতে পারে। প্রদাহজনিত পদার্থ অধিক থাকিলে জরায়ু তন্মধ্যে নিহীত বলিয়া বোধ হয়। জরায়ু অঙ্গুলিদ্বারা সঞ্চালিত করিতে পারা যায় না। প্রদাহজনিত নিঃসরণ এক পার্শ্বে অধিক হইলে জরায়ু তাহার বিপরীত দিকে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। প্রদাহ ক্রমে উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে পুঁয উৎপাদিত হয়। পুঁয উৎপাদন হইলে জ্বর পূর্ব্বের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে না। অপরাহ্নে প্রায়ই শারীর তাপ বাড়িয়া উঠে। পুঁয সঞ্চয় হইলে অনেক স্থলে উদরপ্রাচীর দিয়া বাহির হইয়া যায়। সময়ে সময়ে মূত্রাশয়, যোনি অথবা সরলান্ত্রের দ্বারা নির্গত হইতে পারে। কখন কখন পূযসঞ্চয় উদরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। তাহা হইলে ঐ ঝিল্লির প্রদাহ উপস্থিত হয়। রোগিণী এই পীড়া হইতে অনেক স্থলে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূযোৎপাদন বশতঃ প্রসূতি উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইলে অথবা সাধারণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হইলে, কখন কখন তাহার মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—প্রসূতিকে শয্যায় সর্ব্বতোভাবে শান্তি সম্ভোগ করিতে দিবে। প্রসূতিকে অহিফেন খাইতে দিবে, এবং সরলান্ত্রের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে। উদরের নিম্ন অংশে আর্দ্র তাপ প্রয়োগ করিবে। উদরের উপর অহিফেনের প্রলেপ দিয়া তদুপরি পুলটীশ প্রয়োগ করিবে। অন্ত্র পরিষ্কারার্থ পিচকারী দেওয়া উচিত, অথবা অল্প অল্প পরিমাণে এরণ্ড তৈল খাওয়ান যাইতে পারে। পীড়ার তরুণ লক্ষণাবলি কমিয়া আসিলে প্রদাহজনিত পদার্থ নিচয়ের বিশোষণে সাহায্য করিবার নিমিত্ত শোষক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। বস্তিতে পুঁয সঞ্চয় হইয়া কোন দিক দিয়া ইহার মুখ বাহির হইলে ছুরিকাদ্বারা তাহা নিঃসারিত করিয়া দিবে এবং সংক্রামনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পথ্য সুপাচ্য ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। পুঁযোৎপন্ন হইলে বলকারক ঔষধ, বিশেষতঃ সুরা আসবাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় দেহের সাধারণ স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ বিধানোপযোগী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

ইহাতে সমগ্র উরুদেশ অথবা সমগ্র অঙ্গ স্ফীত এবং প্রদাহিত হইতে পারে। উরুদেশস্থ শিরাতে প্রথমত তন্ত জমাট বাঁধিয়া অনেক স্থলে এই পীড়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে পীড়া একটি পায়ে চালিত হয়। সময়ে সময়ে উভয় পায়েই এক সঙ্গে আক্রান্ত হইয়া থাকে। দুটী পায়ের মধ্যে বামটী সচরাচর অধিক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—পীড়াক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থলে বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, এবং তাহার সহিত শারীর তাপ বাড়িয়া উঠে। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অঃ শৈত্য বোধ কিম্বা স্পষ্ট কম্পন প্রকাশ পাইয় থাকে। শারীর তাপ অনেক স্থলে স্বাভাবিব অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু বেদনাঃ আতিশয্য প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। আক্রান্ত শিরার উপর অথবা তন্নিকটে বেদনা অনুভূত হয়, তাহাতে সেই শিরা একগাছি দৃঢ় জরায়ুর ন্যায় বোধ হয়। ইহাতে অতিশয় তীব্রভাবাপন্ন বেদনা হয়, বেদনার সঙ্গে সঙ্গে স্ফীতি ও কাঠিন্য

তাপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্ফীত ভাব বাড়িয়া উঠিলে অনেক স্থলে বেদনা কতক পরিমাণে কমিয়া যায়। স্ফীতি সচরাচর বঙ্ক্ষন প্রদেশে আরম্ভ হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে নিম্নে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র উরুদেশে অথবা সমগ্র অঙ্গটিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কখন কখন ইহা পায়ে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। স্ফীত স্থল কঠিন হয় এবং তাহা টিপিলে বসিয়া যায় না। ২।১ সপ্তাহের মধ্যে জ্বর ও বেদনা ক্রমে কমিয়া আইসে এবং বিশোষণ হইয়া স্ফীতি অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু সমস্ত স্ফীতির অপগম ও অঙ্গের স্বাভাবিক বল পুনর্লাভে কয়েক মাস অতীত হইতে পারে। আক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অনেক স্থলে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তৎসঙ্গে কখন কখন রক্তনালী স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না।

চিকিৎসা।—কোনরূপ অবসাদক বা দুর্ব্বলকর উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে। যাহাতে যাতনা উপশমিত ও রক্তজমাট বিশোষিত হয় ও শরীরের বলাধান ও সাধারণ অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হয়, এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। রোগিণীকে শয্যায় শান্তভাবে সংরক্ষিত করিবে। পীড়িত অঙ্গে ঘন ঘন অনুর্দ্র তাপ প্রয়োগ করা উচিত। পীড়িত অঙ্গে অহিফেনের প্রলেপ দিয়া তাহার উপর উষ্ণ জলের স্বেদ দিবে। বেদনাস্থলে কোন প্রকার উত্তেজক উগ্র ঔষধি প্রয়োগ করিবে না। বেদনা কমিয়া আসিলে পীড়িত স্থলের নিম্ন হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমভাবে বন্ধনী বাঁধিয়া পীড়িত স্থল একটু উঁচু করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় বিশোষক প্রলেপ প্রয়োগ করা উচিত। পীড়িত স্থল গরম জলে মধ্যে মধ্যে ধৌত করিবে। বিশেষ সাবধান হইবে যেন পীড়িত অঙ্গে কোনরূপে চাপ না লাগে; কারণ, চাপ লাগিলে পূর্ব্বোল্লিখিত শোণিতজমাট স্খলিত হইয়া ফুসফুসের ধমনীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগিণীর মৃত্যু হইতে পারে। প্রসূতির পথ্য সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর হওয়া উচিত। পরিপাকশক্তির অনুসারে খাদ্য প্রয়োগ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হইবে।

সম্পূর্ণ।